শিব পুরাণ।

শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলাষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেশিন প্রেসে
শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৬ সাল।

মূল্য [illegible] টাকা মাত্র।

Date of Receipt
File No
Central Library

ভূমিকা।

শিবমহাপুরাণ সুবিস্তৃত গ্রন্থ। এই মহাপুরাণ, অত্যন্ত দুরূহ এবং অতি সরল রচনায় 'যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ'।

প্রথম দুই অধ্যায় এবং বিদ্যেশ্বর ও সনৎকুমার সংহিতার কয়েক অধ্যায় ব্যতীত সমস্ত অংশেরই অনুবাদ ভট্টপল্লীর প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের লেখনী-প্রসূত। ইঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মসংহিতার ৪৩ অধ্যায় হইতে ৮৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়াছেন যজ্ঞেশ্বর ন্যায়বাগীশ মহাশয় এবং ধর্ম্মসংহিতার অষ্টাদশ হইতে ৭২ অধ্যায় পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়াছেন রামময় বিদ্যাভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়। ইঁহারা উভয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু নিজকৃত অনুবাদ-মুদ্রণের পূর্ব্বেই ইঁহারা স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন; আমরা উভয় পণ্ডিতের জন্যই শোকসন্তপ্ত। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বিদ্যার্ণব, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানুজ বিদ্যার্ণব, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ কাব্যচুঞ্চু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ কাব্যতীর্থ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সরস্বতী এই পুরাণের প্রধান অনুবাদক। আমি এবং আমার ভ্রাতৃদ্বয়, প্রথম দুই অধ্যায় ও বিদ্যেশ্বর এবং সনৎকুমার সংহিতার কতিপয় অধ্যায়ের অনুবাদক।

শিবপুরাণ পাঠ করিয়া পাঠকের কিঞ্চিৎ উপকার হইলেই আনন্দ লাভ করিব। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।
ভট্টপল্লী।

শিবপুরাণের সূচীপত্র।

জ্ঞান-সংহিতা।

বিষয় পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়। ঋষিগণের প্রশ্ন ১
২ অঃ। ব্রহ্মনারদ-সংবাদ ও জ্যোতির্লিঙ্গ-প্রাদুর্ভাব ১
৩ অঃ। ওঙ্কার প্রাদুর্ভাব, শিবের স্বরূপ এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত শিবের তদ্বিষয়ক উক্তি-প্রত্যুক্তি . . ৩
৪ অঃ। শিবের কথা, বিষ্ণুকৃত শিবস্তব এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর প্রতি শিবের বরদান . ৫
৫ অঃ। ব্রহ্মার হংসরূপ ধারণ ও বিষ্ণুর বরাহরূপ ধারণের কারণ নির্দ্দেশ এবং ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কথন ৭
৬ অঃ। ঋষি-আদি সৃষ্টি ৮
৭ অঃ। ভগবতীর দেহত্যাগাদির সংক্ষেপ কথন ও শিব-পূজাবিধি .. ৯
৮ অঃ। পাবমান মন্ত্রাদি দ্বারা শিব-পূজাবিধি ১১
৯ অঃ। তারকোপাখ্যান ও ব্রহ্মার সমীপে দেবতাদিগের গমন ১২
১০ অঃ। ব্রহ্মদেব-সংবাদ ও শিবের তপস্যা বর্ণন ১৩
১১ অঃ। মদনভস্ম ও পার্ব্বতীর প্রত্যাবর্ত্তন ১৫
১২ অঃ। পার্ব্বতীর তপস্যা ... ১৬
১৩ অঃ। পার্ব্বতীর তপস্যায় সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণের শিবসন্নিধানে গমন এবং জটিল ব্রাহ্মণবেশে পার্ব্বতীর নিকট শিবের আগমন... ... ১৭
১৪ অঃ। হরপার্ব্বতী-সংবাদ ... ১৮
১৫ অঃ। শিব-বিবাহোদ্যোগ ... ২০
১৬ অঃ। শিবের বিবাহযাত্রা ... ২৩
১৭ অঃ। শিবের রূপদর্শনে মেনকার খেদ ও তাঁহার প্রতি ভগবতীর জ্ঞানোপদেশ ২৫
১৮ অঃ। হরপার্ব্বতীর বিবাহ ২৭

বিষয় পৃষ্ঠা
১৯ অঃ। কার্ত্তিকের জন্ম, দেবসেনাপতিত্ব, তারক-বধ এবং ব্রহ্মার বরে তারক-পুত্রগণের ত্রিপুরে অধিষ্ঠান .. ৩০
২ অঃ। ত্রিপুরনাশের বিষ্ণুর উপায় নির্দ্ধারণ ৩২
২১ অঃ। বিষ্ণুসৃষ্ট মুণ্ডী কর্ত্তৃক দৈত্যগণের মোহ-উৎপাদন.. ৩৪
২২ অঃ। মুণ্ডীর উপদেশে দৈত্যগণের ধর্ম্মনাশ ও দুরবস্থা দেখিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের শিবস্তব ... ৩৫
২৩ অঃ। বিষ্ণুর উপদেশে দেবগণের কোটি শিব-মন্ত্র জপ ও শিবস্তব ... ৩৬
২৪ অঃ। দেবময়-রথারোহণে শিবকর্ত্তৃক ত্রিপুর-নাশ এবং দেবগণের বরলাভ ... ৩৭
২৫ অঃ। হরিকর্ত্তৃক শিবার্চ্চন-ফল-কথন এবং অধিকারানুসারে দেবগণের প্রতি তৈজসাদি লিঙ্গদান... ... ৩৮
২৬ অঃ। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দেবগণের প্রতি শিবপূজা-বিধি কথন ৪০
২৭ অঃ। আহ্নিক-কর্ত্তব্য-শিবপূজা-বিধি ৪১
২৮ অঃ। ষোড়শোপচারে সাঙ্গ-শিবপূজা ৪৩
২৯ অঃ। ধান্যাদি দ্বারা শিবপূজায় ফলবিশেষ কথন ৪৪
৩০ অঃ। জানকীর শাপে কেতকীপুষ্পে শিবপূজা নিষেধ এবং রামচরিতকীর্ত্তন ৪৬
৩১ অঃ। চম্পকপুষ্পে শিবপূজার ফলে রাজার মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক কৃতচুর্ব্বা ব্রাহ্মণ ও চম্পকপুষ্পের প্রতি নারদের শাপ ৪৭
৩২ অঃ। গণেশচরিত্র ৪৯
৩৩ অঃ। গণেশকর্ত্তৃক শিব-গণের পরাজয় ও শিবকর্ত্তৃক গণেশের শিরশ্ছেদন ৫১
৩৪ অঃ। গণেশের শিরশ্ছেদনে দেবীর ক্রোধ এবং মহাদেবকর্ত্তৃক গণেশের প্রাণদান ও তাঁহাকে গাণপত্য প্রদান . . ৫৩

বিষয় পৃষ্ঠা

৩৫ অঃ। কার্ত্তিক-গণেশের বিবাদ ও গণেশের জয় লাভ ৫৫
৩৬ অঃ। গণেশের বিবাহ, তৎশ্রবণে কার্ত্তিকের ক্রোধ ও ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে গমন ... ৫৬
৩৭ অঃ। রুদ্রাক্ষ ধারণের মাহাত্ম্যাদি কথন ৫৬
৩৮ অঃ। প্রধান জ্যোতির্লিঙ্গ ও উপলিঙ্গের নাম এবং স্থান কথন ... ৫৮
৩৯ অঃ। নন্দিকেশ-তীর্থমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে গোবৎস সংবাদাদি ৫৯
৪০ অঃ। নন্দিকেশ-তীর্থমাহাত্ম্য কথন.. ৬১
৪১ অঃ। অত্রীশ্বর-শিব-মাহাত্ম্য কথন.. ৬২
৪২ অঃ। জ্যোতির্লিঙ্গাদিকে প্রদত্ত বস্তু গ্রাহ্য কথন এবং ইতিহাস ও শিবলিঙ্গ-মাহাত্ম্য কথন ৬৪
৪৩ অঃ। অন্ধকেশ্বর বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্ধকমর্দ্দন কথন ৬৫
৪৪ অঃ। শিবরাত্রি ব্রত ভঙ্গ হেতু দধীচি-তনয়-গণের দোষ কথন ... ৬৬
৪৫ অঃ। সোমেশ্বরকথা ও জ্যোতির্লিঙ্গোৎপত্তি কথন .. ৬৮
৪৬ অঃ। মহাকাল ও ওঙ্কারেশ্বরের উৎপত্তি ৬৯
৪৭ অঃ। কেদারেশ্বরের প্রসঙ্গ ... ৭০
৪৮ অঃ। ভীম-শঙ্করপ্রাদুর্ভাব ৭১
৪৯ অঃ। বিশ্বেশ্বর-মাহাত্ম্য, পঞ্চক্রোশী কাশীর কথা এবং শিবের হস্ত হইতে কপাল মোক্ষ ৭৩
৫০ অঃ। গৌরীর প্রতি শিবের কাশী-মাহাত্ম্য-কথন এবং গোপ্রেক্ষেশ্বর-মাহাত্ম্য কথন ... ৭৫
৫১ অঃ। কাশীমরণমাত্রেই মোক্ষপ্রাপ্তির শঙ্কা-নিরাস ৭৭
৫২ অঃ। গৌতমের তপস্যা ও তৎক্ষেত্র কথন ৭৮
৫৩ অঃ। গৌতমকে পীড়াদানের জন্য ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক গণেশপূজা ও গৌতম-চরিত ৭৯
৫৪ অঃ। গৌতমপ্রশংসা, গঙ্গাস্থিতি, কুশাবর্ত্ত-মাহাত্ম্য ও ত্র্যম্বকমাহাত্ম্য . ৮২
৫৫ অঃ। রাবণের তপস্যা ও বৈদ্যনাথের উৎপত্তি ৮৩
৫৬ অঃ। নাগেশ-মাহাত্ম্য ... ৮৪
৫৭ অঃ। রামেশ্বর-মাহাত্ম্য . ৮৬
৫৮ অঃ। ঘুশ্মেশ্বর-শিব-মাহাত্ম্য ... ৮৭
৫৯ অঃ। হরিকর্ত্তৃক বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষ বধ ও প্রহ্লাদচরিত্র ৮৯

বিষয় পৃষ্ঠা

৬০ অঃ। প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু প্রস্তাব ৯২
৬১ অঃ। হিরণ্যকশিপু বধ ও নৃসিংহচরিত ৯৩
৬২ অঃ। নলজন্মান্তর কথা ৯৫
৬৩ অঃ। পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক দুর্ব্বাসার প্রীতি-উৎপাদন ৯৬
৬৪ অঃ। ব্যাসের আদেশে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে অর্জ্জুনের তপস্যা ও ইন্দ্রসমাগম ৯৭
৬৫ অঃ। বরাহরূপী মূকদৈত্যবধ ১০০
৬৬ অঃ। বাণের জন্য অর্জ্জুন ও কিরাতের বিবাদ প্রসঙ্গে কিরাতরূপে শিবের আগমন ১০১
৬৭ অঃ। কিরাতরূপী শিবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও শিবের বরদান ১০২
৬৮ অঃ। পার্থিব-শিবপূজার বিধি ১০৩
৬৯ অঃ। বিশ্বেশ্বর মাহাত্ম্য ১০৪
৭০ অঃ। বিষ্ণুকর্ত্তৃক সহস্রকমলে শিবপূজা ও শিবের নিকট বিষ্ণুর সুদর্শন-চক্রলাভ ১০৫
৭১ অঃ। শিবের সহস্র নাম ... ১০৭
৭২ অঃ। বিষ্ণুপ্রভৃতির প্রতি শিবকর্ত্তৃক শিবরাত্রিব্রত কথন ... ১১১
৭৩ অঃ। শিবরাত্রি ব্রতের উদ্‌যাপন-বিধি ১১২
৭৪ অঃ। ব্যাধের ইতিহাস-কথন ও অজ্ঞানপূর্ব্বক কৃত শিবরাত্রিব্রতের প্রশংসা ১১৫
৭৫ অঃ। শিবরাত্রিব্রতের ফলে পশু পক্ষী প্রভৃতির মুক্তি .. . ১১৮
৭৬ অঃ। চতুর্ব্বিধ মুক্তি ও ব্রহ্মলক্ষণকথন ১১৯
৭৭ অঃ। শিব কর্ত্তৃক বিষ্ণুপ্রভৃতির উৎপত্তিকথন ১২০
৭৮ অঃ। একমাত্র ভক্তিসাধনেই শিবত্বের লাভ কথন ১২০

জ্ঞানসংহিতার সূচীপত্র সমাপ্ত।

বিদ্যেশ্বর-সংহিতা।

১ অধ্যায়। সাধ্যসাধন নিরূপণ ... ১২৩
২ অঃ। মননাদি-স্বরূপনিরূপণ . ১২৩
৩ অঃ। শ্রবণাদি-অসক্ত ব্যক্তির লিঙ্গপূজনরূপ সাধন-কথন ১২৪
৪ অঃ। ব্রহ্মা-বিষ্ণুর যুদ্ধদর্শনে শিবসমীপে দেবগণের গমন .. ১২৫
৫ অঃ। তেজোময় লিঙ্গপ্রাদুর্ভাব এবং তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদশান্তি .. ১২৬
৬ অঃ। ভৈরবকর্ত্তৃক ব্রহ্মার শিরশ্ছেদন ও ব্রহ্মার প্রতি শিবের অনুগ্রহ .. ১২৭

বিষয় পৃষ্ঠা
৭ অঃ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিবপূজা এবং শিবকর্তৃক তাঁহাদিগের প্রতি লিঙ্গপূজাদি কথন ১২৮
৮ অঃ। শিবকর্তৃক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সৃষ্ট্যাদি স্বীয় কৃত্যপঞ্চক ও প্রণবাদির স্বরূপ কথন ১২৯
৯ অঃ। লিঙ্গনির্ম্মাণ, লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা ও মূর্ত্তিপূজার নিয়ম কথন . . ১৩১
১০ অঃ। শিবতীর্থ-সেবামাহাত্ম্য ১৩৩
১১ অঃ। বিপ্রাদি-সদাচারের নিত্যকর্ত্তব্যতা ১৩৫
১২ অঃ পঞ্চমহাযজ্ঞ-কথন এবং দিনবিশেষে দেবপূজার কর্ত্তব্যতা কথন . ১৩৬
১৩ অঃ। দেশকালাদি-বিশেষে পূজাফল কথন ১৩৮
১৪ অঃ। পার্থিব-প্রতিমাপূজা বিধি ১৩৯
১৫ অঃ প্রণবমাহাত্ম্য, ষড়্লিঙ্গমাহাত্ম্য ও শিবভক্ত-পূজাকথন .. . ১৪২
১৬ অঃ বন্ধন ও মুক্তির স্বরূপ কথন এবং লিঙ্গক্রম কথন ১৪৭

বিদ্যেশ্বর-সংহিতার সূচীপত্র সমাপ্ত।

কৈলাস-সংহিতা।

১ অধ্যায়ঃ বারাণসী ধামে সূতকর্তৃক মুনিগণের নিকট প্রণবার্থ কথনারম্ভ ... ১৫২
২ অঃ। কৈলাসধামে দেবীকর্তৃক শিবকে প্রণবার্থ জিজ্ঞাসা ১৫৩
৩ অঃ। প্রণব মাহাত্ম্য ও সন্ন্যাসাদি কথন ১৫৩
৪ অঃ। প্রণবার্থপ্রকাশক মন্ত্রের লিখনভঙ্গী ১
৫ অঃ প্রণবোচ্চার, বিবিধপূজা ও স্নানসন্ধ্যাদি বিধি ১৫৭
৬ অঃ। ষট্ ও ত্রিংশাদি পূজার পর পঞ্চাবরণসহিত শিবপূজাবিধি ১৫৮
৭ অঃ। কার্ত্তিকের প্রতি বামদেব মুনির প্রণবার্থ প্রশ্ন ১৬২
৮ অঃ। কুমারকর্তৃক বামদেবকে প্রণবোপাসনা কথন ১৬৫
৯ অঃ। গুরূপদেশে প্রণবোপাসনা ও সন্ন্যাস-বিধি ১৬৬
১০ অঃ। বহুবিধ-অর্থ-পরিজ্ঞান, বিস্তৃত প্রণবার্থ ও কলাতত্ত্বাদির বিবরণ কথন ১৬৮
১১ অঃ। যোগপট্টাদি কথন ... ১৭৩
১২ অঃ। যোগীদিগের অন্ত্যেষ্টিকর্ম্মের পদ্ধতি কথন ১৭৬

কৈলাস-সংহিতার সূচীপত্র সমাপ্ত।

সনৎকুমার-সংহিতা।

বিষয় পৃষ্ঠা
১ অঃ। নৈমিষারণ্যে সনৎকুমারের আগমন, ব্যাসাদির মিলন ও শিবপূজাবিষয়ে ঋষিগণের প্রশ্ন ... ১৮১
২ অঃ। সনৎকুমারকর্তৃক পৃথিব্যাদির সংস্থানক্রম প্রভৃতির কথন . ১৮১
৩ অঃ। প্রকৃতি হইতে মহদাদিক্রমে জগতের সৃষ্টি ও সপ্তদ্বীপ বর্ণন ১৮২
৪ অঃ। অধোলোক ও নরকাদিবর্ণন ১৮৫
৫ অঃ। ঊর্দ্ধলোক ও যোগমাহাত্ম্য কথন ১৮৭
৬ অঃ। সবিস্তারে রুদ্রমাহাত্ম্য ও পঞ্চমূর্ত্তি কথন ১৮৮
৭ অঃ রুদ্রকীর্ত্তনফল ও রুদ্রস্তব ১৯০
৮ অঃ সনৎকুমারের চরিত্র ও তাঁহার পরমসিদ্ধি ১৯১
৯ অঃ। শিবসর্ব্বজ্ঞাদি কথন ... ১৯৩
১০ অঃ। ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক ও রুদ্রলোক কথন ১৯৪
১১ অঃ রুদ্রেশগুহন কথন .. ১৯৫
১২ অঃ। রুদ্রশব্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কথন ১৯৬
১৩ অঃ বিভীষণ মহেশ্বর সংবাদ ১৯৭
১৪ অঃ। লিঙ্গপূজা ও শিবনামকীর্ত্তনফল ১৯৯
১৫ অঃ। স্থানমাহাত্ম্যাদি ২০২
১৬।১৭ অঃ তীর্থাদি কথন ২০৩
১৮ অঃ ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে প্রধান এইরূপ ব্যাসপ্রশ্ন ও সনৎকুমারের উত্তরদান এবং শিবলিঙ্গমাহাত্ম্যাদি কথন ... ২০৪
১৯ অঃ লিঙ্গস্থাপনাদির ফল ২০৬
২০ অঃ। শিবসন্তোষকর পূজাবিধি ২০৭
২১ অঃ শিবপূজায় পুষ্পনিরূপণ ... ২০৯
২২ অঃ অনশনবিধি ২১০
২৩ অঃ শিবপ্রীতিকর ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত উপদেশ ২১৩
২৪ অঃ। লক্ষণাষ্টমীব্রত . ২১৫
২৫ অঃ। অন্নদানমাহাত্ম্য ও ভিন্ন ভিন্ন দানের প্রশংসা .. . ২১৫
২৬ অঃ। বিবিধ ধর্ম্মকার্য্যের উপদেশ ২১৭
২৭ অঃ। সবিস্তার নিয়মফল ... ২১৯
২৮ অঃ। পার্ব্বতীর প্রশ্নে শিবকর্তৃক চন্দ্রমণ্ডলধারণ ও বিষভক্ষণের বিষয় কথন ২২১
২৯ অঃ। ভস্মপ্রশংসা ও ভস্মধারণের ফলকথন ২২২
৩০ অঃ। শিবের শ্মশানবাসের হেতু ও শিবপূজার ফল কথন ২২৪
৩১ অঃ। শিববিভূতিকথন ও শিবজ্ঞানফলনির্দ্দেশ ২২৭

বিষয় পৃষ্ঠা

৩২ অঃ। প্রণবের উপাসনা, প্রণবফল ও প্রণব দেবতা কথন ২২৯
৩৩ অঃ। প্রণবের সহিত ধ্যানাদির ক্রম নিরূপণ ২৩০
৩৪ অঃ। দুর্ব্বাসার প্রতি মহাদেবের ধ্যানযোগ কথন ২৩১
৩৫ অঃ। পুনর্ধ্যানবর্ণন ও ধ্যানার্থিকে কাশী বাস নির্দ্দেশ ... ২৩১
৩৬ অঃ বায়ুনাড়িকাদি নিরূপণ ২৩২
৩৭ অঃ। ধ্যানবিধির প্রশংসা ২৩২
৩৮ অঃ। প্রাণায়ামাদি লক্ষণ ও প্রণবোপাসনা নিরূপণ . ২৩৩
৩৯ অঃ। শরীরের সর্ব্বদেবময়ত্ব কথন ২[illegible]
৪০ অঃ। নাড়ীবিস্তার কথন ২৩৫
৪১ অঃ। হর পার্ব্বতীসংবাদে [illegible] মাহাত্ম্য কথন ২[illegible]
৪২ অঃ। শিবপ্রসাদে হৃষিকেশ [illegible] পাশুপত প্রাপণ ২৩৬
[illegible] অঃ [illegible] এবং [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] অঃ। [illegible] ২[illegible]
৪৬ অঃ। নন্দীর তপস্যা [illegible]
[illegible] অঃ নন্দীর প্রতি শিবের [illegible] ২[illegible]
[illegible] অঃ [illegible] ২[illegible]
[illegible] অঃ [illegible]
[illegible] অঃ নন্দীর বিবাহ ২[illegible]
৫১ অঃ নীলকণ্ঠ [illegible] [illegible]
৫২ অঃ ত্রিপুর [illegible] সন্তোষ ২[illegible]
৫৩ অঃ। ত্রিপুরবাসের উদ্যোগ ও [illegible] অসুরগণের যুদ্ধোদ্যোগ ২[illegible]
৫৪ অঃ। ত্রিপুর দাহ . ২৫০
৫৫ অঃ। পার্ব্বতীর [illegible] শিবকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ[illegible] কীর্ত্তন . . ২৫১
৫৬ অঃ। পাশুপত যোগ ২৫৩
৫৭ অঃ। দেহস্থ নাড়ীর বিবরণ . ২৫৪
৫৮ অঃ। বিমলজ্ঞানে ঐশ্বর-পদপ্রাপ্তি ২৫[illegible]
৫৯ অঃ শিবস্তুতি ও শ্লোককথন ... ২৫[illegible]

সনৎকুমার-সংহিতার সূচীপত্র সমাপ্ত।

বায়বীয়-সংহিতা।

পূর্ব্বভাগ।

বিষয়

১ অধ্যায়। মহাদেবের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণের পুত্রলাভ কথন, বেদাদি-ব্যবস্থা ও পুরাণসংখ্যা কথন .
২ অঃ ব্রহ্মার নিকট ঋষিগণের শিবতত্ত্ব শ্রবণ ও ব্রহ্মার আদিষ্ট যজ্ঞ করিতে নৈমিষারণ্যে গমন . ...
৩ অঃ। নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের প্রতি বায়ুর কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক উক্তি
৪ অঃ। শিবতত্ত্ব ও মায়া[illegible] কথন
৫ অঃ। শিবের কালরূপত্ব প্রকটন .
৬ অঃ। সবিস্তার কালমান কথন
[illegible] অঃ সংক্ষেপে [illegible] সৃষ্টির বিবরণ
৮ অঃ প্রাকৃত সৃষ্টি কথন
[illegible] অঃ [illegible]
[illegible] অঃ শিবপ্রসাদে [illegible]
১১ অঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পরস্পর [illegible] এবং ব্রহ্মা হইতে মহাদেবের উৎপত্তি
১২ অঃ। [illegible] দক্ষের প্রতি [illegible] আদেশ
১৩ অঃ [illegible]
১৪ অঃ [illegible]
১৫ অঃ [illegible] দেবীর [illegible]
১৬ অঃ। [illegible]
১৭ অঃ। বীরভদ্র ও কালীর সৃষ্টি
১৮ অঃ। দক্ষযজ্ঞ নাশ
১৯ অঃ। বীরভদ্র কর্তৃক বিষ্ণু প্রভৃতির পরাজয়
২০ অঃ। বীরভদ্র কর্তৃক শিবের নিকট দেবগণের আনয়ন ও দক্ষের ছাগমুণ্ডতা
২১ অঃ। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য কৌশিকীরূপে দেবীর আবির্ভাব ...
২২ অঃ। ব্যাঘ্রের প্রতি পার্ব্বতীর অনুগ্রহ
২৩ অঃ। শিব-সমীপে দেবীর গমন ও ব্যাঘ্রের সোমনন্দী নামকরণ ...
২৪ অঃ। দেবীর নিকট শিবকর্তৃক অগ্নীষোমাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ কথন

	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৫ অঃ।	ত্রিবিধ পদার্থ কথন ও জগতের শক্তিরূপিত্ব কীর্ত্তন	৩০৭
২৬ অঃ।	মহর্ষিগণের শিব-চরিত্র কীর্ত্তন ও নাস্তিকতা বিনাশের প্রশ্ন	৩০৮
২৭ অঃ।	বায়ুকর্ত্তৃক সবিস্তারে শিবতত্ত্ব ও মুক্তিকারণ জ্ঞানের উপদেশ	৩১০
২৮ অঃ।	পাশুপত যোগে মুক্তিলাভ কথন	৩১৩
২৯ অঃ।	পাশুপত ব্রত ও ভস্মমাহাত্ম্য কথন	৩১৫
৩০ অঃ।	দুগ্ধপ্রাপ্তির জন্য বালক উপমন্যুর তপস্যা ও মহাদেবের বরে তৎকর্ত্তৃক দুগ্ধসমুদ্র প্রাপ্তি	৩১৬

বায়বীয়-সংহিতার পূর্ব্বভাগের সূচীপত্র সমাপ্ত।

উত্তরভাগ।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অধ্যায়।	যে কারণে প্রয়াগে মুনিগণ-জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বায়ুকথিত বিবিধ [illegible] কথন	[illegible]
২ অঃ।	শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপমন্যুর পাশুপতজ্ঞান কথন	[illegible]
৩ অঃ।	সুরেশাদি-পরীক্ষা	[illegible]
[illegible] অঃ	ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতির শিবস্বরূপত্ব কথন	[illegible]
[illegible] অঃ	[illegible] উমা ও মহেশের জগৎ [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] একত্ব কথন	[illegible]
[illegible]	মহাদেবের [illegible] ও প্রণব [illegible] কথন এবং প্রণবস্বরূপ কথন	[illegible]
[illegible]	[illegible] দ্বারা মানবগণের শিবপ্রাপ্তিযোগ্যতা	[illegible]
[illegible] অঃ।	ব্রহ্মাদি দেবতা ও দেবীর প্রতি মহাদেবের বেদসার জ্ঞানোপদেশ	[illegible]
১০ অঃ।	শিবাবতার কথা ও যোগেশ্বর কথন	৩৩০
১১ অঃ।	শিবকর্ত্তৃক দেবীকে শৈবধর্ম্ম কথন	৩৩১
১২ অঃ।	শৈবপঞ্চাক্ষর মন্ত্রের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য কথন … …	৩৩৫
১৩ অঃ।	শৈবমন্ত্র গ্রহণাদির কথা …	৩৩৯
১৪ অঃ।	দীক্ষাপ্রয়োগ ..	৩৪১
১৫ অঃ।	ষড়ধ্বশুদ্ধি প্রভৃতি বর্ণন ..	৩৪৩
১৬ অঃ।	শিবনাম ও শিবমন্ত্রের সাধনবিধি	৩৪৬
১৭ অঃ।	আচার্য্যত্ব সিদ্ধির অভিষেকাদি ও সংস্কার কথন	৩৪৭
১৮ অঃ।	শৈবদিগের আহ্নিকক্রিয়া …	৩৪৮
১৯ অঃ।	অন্তর্যাগ ও বহির্যাগ-কথনক্রম	৩৫১
২০ অঃ।	নানাবিধানে হরপার্ব্বতীর পূজাবিধি	৩৫২
২১ অঃ।	হোমকুণ্ড-পরিমাণাদির নির্ণয়	৩৫৬
২২ অঃ।	মাসাদি-বিশেষে নৈমিত্তিক শিবপূজা-কথন … …	৩৫৮
২৩ অঃ	কাম্য শিবপূজা …	৩৫৯
২৪ অঃ।	শিবস্তোত্র ..	৩৬২
২৫ অঃ।	প্রকারান্তরে লিঙ্গপূজা …	৩৬৭
২৬ অঃ।	শিবপূজাফলে ব্রহ্মাদির স্বীয় স্বীয় পদপ্রাপ্তি …	৩৬৯
২৭ অঃ।	ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর লিঙ্গদর্শন	৩৬৯
২৮ অঃ।	শিবপ্রতিষ্ঠা ও শিবপ্রোক্ষণ-বিধি	৩৭৩
২৯ অঃ।	যোগোপদেশ	৩৭৪
৩০ অঃ।	মুনিগণের সমীপে শিবচরিত বর্ণনপূর্ব্বক বায়ুর অন্তর্দ্ধান, যজ্ঞসমাপ্তির পর ব্রহ্মার নিকট মুনিগণের গমন, [illegible] আদেশে [illegible] পর্ব্বতে সনৎকুমারের নিকট মুনিদের গমন, নন্দিসমাগম এবং নন্দিকর্ত্তৃক শিবকথা বর্ণন	৩৭৯

বায়বীয় সংহিতার উত্তরভাগের সূচী সমাপ্ত।

বায়বীয় সংহিতার সূচীপত্র সমাপ্ত।

ধর্ম্ম-সংহিতা।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ অধ্যায়।	শিবমাহাত্ম্য নিরূপণ	৩৮২
২ অঃ।	উপমন্যুর নিকট শ্রীকৃষ্ণের শিবমন্ত্র দীক্ষা …	৩৮৩
৩ অঃ।	ত্রিপুর দাহন ..	৩৮৬
৪ অঃ।	অন্ধক-বধ	৩৯০
৫ অঃ।	শিবজঠর হইতে শুক্রের নির্গম, শুক্রের প্রতি দেবীর দয়া ও অন্ধকসিদ্ধি	৩৯৮
৬ অঃ।	রুরু-দৈত্যবধ …	৩৯৯
৭ অঃ।	গৌরীপ্রভৃতিরূপে মহাদেবের সহিত অপ্সরাগণের বিহার, ঊষা ও অনিরুদ্ধের সমাগম এবং বাণরাজার যুদ্ধাদি কথন	৪০২
৮ অঃ।	কামতত্ত্বাদি কথন …	৪০৮
৯ অঃ।	কামপরাক্রম … …	৪১১
১০ অঃ।	কালীর তপস্যা, আড়ীদৈত্য বৃত্তান্ত, বীরকের নন্দিরূপে জন্মিবার কারণ, শিবের কামচার এবং লিঙ্গোদ্ভব কথা	৪১৩
১১ অঃ।	শক্রাদির কামকিঙ্করত্ব কথন	৪২০

বিষয়		পৃষ্ঠা
১২ অঃ।	মহাপাতকিদিগের কারাভোগ	৪২৩
১৩ অঃ।	বিষাদিদাতাদির কারাবস্থা কথন	৪২৬
১৪ অঃ।	শ্রীদানের কারাধীনত্ব কথন	৪২৮
১৫ অঃ	বিদ্যা-বৈদিক 'শিবপূজা' বিধি	৪২৮
১৬ অঃ	মহাদানাদিপ্রদান ও ফলকথন ...	৪৩১
১৭ অঃ	শিবভক্ত পূজা ও ফলকথন ..	৪৩৪
১৮ অঃ।	বিবিধ পাপ কথন	৪৩৮
১৯ অঃ।	পাপফল ...	৪৪১
২০ অঃ।	ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ...	৪৪[illegible]
২১ অঃ।	অন্নদান বিধি	৪৫০
২২ অঃ।	জলদান, সত্য তপস্যা ও পুরাণপাঠের মাহাত্ম্য	৪৫[illegible]
২৩ অঃ	ধর্ম্মশ্রবণ-মাহাত্ম্য	[illegible]
২৪ অঃ	ব্রহ্মাণ্ড কথন	[illegible]
২৫ অঃ	দ্বীপ পৃথিবীমান	৪৬২
২৬ অঃ	[illegible] দান	
২৭ অঃ	একবিংশের প্রারম্ভবারিধি দশদেবের কথা	৪৬৫
২৮ অঃ।	শিবের সহস্র নাম	৪৬৯
২৯ অঃ।	মনু দিগ্দেবেশ ও তুলাপুরুষ দান	৪৭০
৩০ অঃ	পুণ্যবানের তুলাপুরুষ দান	৪৭৩
৩১ অঃ	ব্রহ্ম ও অগ্নি	৪৭৫
৩২ অঃ।	মন্বন্তরাদি কীর্তন	[illegible]
৩৩ অঃ।	দ্বীপাদি কথন	[illegible]
৩৪ অঃ	ভারতবর্ষাদি কথন	[illegible]
৩৫ অঃ	যযাতির কথা ও সত্যব্রত উদ্ধার	[illegible]
৩৬ অঃ	সূর্য্যবংশপ্রভাবকীর্তন	৪৯১
৩৭ অঃ	পঞ্চভূত কথন	[illegible]
৩৮ অঃ।	পঞ্চভূত বিধান	[illegible]
৩৯ অঃ।	ভূসম্পূরণ বিধান	[illegible]
৪০ অঃ।	ব্যাসের জন্ম, বামদেব জন্ম ও সত্যো জাতকল্পাদি কথন	৪৯৭
৪১ অঃ।	ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, সংগ্রাম-মাহাত্ম্য ও যুদ্ধে হত ব্যক্তিদিগের সদ্গতি লাভ	৪৭৮
৪২ অঃ।	সংসার কথা ...	৪৭৯
৪৩ অঃ।	দৈত্যবধাদি কথন ...	৪৮০
৪৪ অঃ	অদিতি ও দেবগণ সংবাদ	৪৮৭
৪৫ অঃ।	বিষ্ণু কথা	৪৮৮
৪৬ অঃ	দুর্গাচরিত ও অসুর প্রবোধ ..	৪৮৮
৪৭ অঃ।	কালকথন ...	৪৮৯
৪৮ অঃ।	ভাষাপুরাণ লক্ষণ ...	৪৯০
৪৯ অঃ	ধার্ম্মিকের শান্তি ও শিবপুরাণের কারণ	৪৯১
৫০ অঃ	[illegible] শিবপুরাণের ফল	৪৯[illegible]
১ অঃ	ঐ	ঐ
২ অঃ।	[illegible] শিবতত্ত্ব কথন	৪৯৬
৩ অঃ	[illegible] পুরাণাদির কথা ...	৪৯৯
৪ অঃ	[illegible] ...	৫০০
৫ অঃ	[illegible] বিবৃত ...	৫০২
৬ অঃ	[illegible] ...	৫০৪
৭ অঃ	শিবচরিত্র বর্ণন ...	৫০৫
৮ অঃ।	রুদ্রাদি বর্ণন ..	৫০৫
৯ অঃ	সংখ্যা ও কালাদির কথন ..	৫০৭
১০ অঃ।	মহাপ্রলয়বর্ণনা ...	৫০৯
১১ অঃ।	সত্যাবৃত্ত ও অন্য [illegible] বিবরণ কথন	৫১১
১২ অঃ।	শিবতত্ত্ব ও [illegible]	৫১৪
১৩ অঃ।	শিবমাহাত্ম্য বর্ণন ও দুঃখান্তে [illegible] প্রাপ্তি	৫১৬
১৪ অঃ	সাধুসঙ্গে মুনিগণের সদ্গতি লাভ	৫১৭
১৫ অঃ।	বায়ুপুরাণ ...	৫১৮

বায়ু সংহিতার সূচীপত্র সমাপ্ত।

শিবপুরাণের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শিব পুরাণ।

জ্ঞানসংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয় অর্থাৎ পুরাণাদি পাঠ করিবে।

জগতের পিতামাতা হরপার্ব্বতীকে এবং তদীয় পুত্র গণপতিকে প্রণাম করিয়া আমি ইহা বর্ণনা করিতেছি। যাঁহার বদনে সরস্বতী, বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী এবং হৃদয়ে পরম জ্ঞান সতত বর্ত্তমান—আমি সেই নৃসিংহদেবকে ভজনা করি।

একদা নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ, নিখিল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাস শিষ্য সূতকে পরম ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—সূত! মহাভাগ সূত! চিরজীবী হও, সুখে কালযাপন কর। হে অনঘ! আমরা তোমার মুখ-কমল নিঃসৃত জ্ঞানামৃত নিরন্তর পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, ইচ্ছা হইতেছে আরও পান করি, অতএব পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি,—তুমি ব্যাসদেবের প্রসাদে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ। ১—৫। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—কিছুই তোমার অবিদিত নাই। গুরুকৃপাবলে তুমি সকল বিষয়ই সফল করিয়াছ। এখন তুমি সর্ব্বোত্তম শিবরূপ, পরম শিবা তদীয় পূজা এবং তাঁহার নানাবিধ আচরণের কথা অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন কর। নির্গুণ মহেশ্বর, জগতে আবার সগুণ হইলেন কিরূপে? আমরা কেহই সবিশেষ শিবতত্ত্ব অবগত নহি। ত্রৈলোক্য-মঙ্গল বিধাতা মহেশ্বর স্বয়ং সৃষ্টির পূর্ব্বে, জগতের স্থিতিকালে এবং প্রলয় হইলে কিরূপে থাকেন? তিনি প্রসন্ন হন কিরূপে? প্রসন্ন হইয়াই বা লোককে কিরূপ ফল প্রদান করেন?—৬। সুব্রত! তৎসমস্ত কীর্ত্তন কর। শুনা আছে, ভগবান সদা প্রসন্ন হন, তাহা সত্য কিনা? এবং এতদ্ভিন্ন শিব-সম্বন্ধে যাহা যাহা বক্তব্য, হে অনঘ! তৎসমুদায় তোমার বলিতে হইবে। সূত, নৈমিষারণ্যে ঋষিমণ্ডলীকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে প্রশ্নানুসারে সমুদয় কথা বলিয়াছিলেন। ৭—১১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে মুনিবরগণ! আপনারা ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি ইহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি। স্বকপোলকল্পিত কোন কথাই বলিব না। এখন আপনারা আমার নিকটে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পূর্ব্বে স্বয়ং নারদ শিবতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া পিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। হে বিপ্রগণ! কোন সময়ে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ ভূমণ্ডল পর্য্যটন করত বহুতর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে পূজা ও প্রণাম করিলেন, অনন্তর মহাত্মা শিবের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া তদীয় রূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মবিৎ-প্রধান ব্রহ্মন্! হে জগৎপ্রভো! পিতামহ! আমি আপনার প্রসাদে উত্তম বিষ্ণুমাহাত্ম্য, ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ, দুষ্কর তপোমার্গ, দানমার্গ এবং তীর্থমার্গ এ সমুদয় বিষয়ই শ্রবণ করিয়াছি। প্রভু হে! কিন্তু আমি শিবতত্ত্ব জানিতে পারি নাই—যথাবিধিক্রমে তাঁহার পূজাও অবগত নহি, তাঁহার বিবিধ চরিত্রও বিদিত হইতে পারি নাই—অতএব আপনি আমার নিকট তৎসমস্ত ব্যক্ত করুন। ১—৭। পরমেষ্ঠী পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া এই গুণাতীত সন্দেহসঙ্কুল পরম তত্ত্বের কথা আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? অতএব

অ[illegible]ই [illegible] ও জন্ম বিষয়ের অভিপ্রায়, ইহার সাধুগণের মঙ্গল হয়, যিনি সন্তুষ্ট হইলে ভক্তদিগকে কি কি অভিলষিত ফল প্রদান করেন, তাহা—ইহার উৎপত্তি এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গত বিবরণ এই সকল বিষয় সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন, যে [illegible] অনেকের নিকট এই সকল বিষয় শুনিয়াছি বটে কিন্তু তাহাতে আমার তৃপ্তি জন্মে নাই। সূত ব্যাসের এই কথা শুনিয়া [illegible] ত্রৈলোক্যের হিত[illegible] কথা [illegible] সকল লোকেরই মঙ্গল লাভ [illegible] বিষ—আমার [illegible] অবশ্য এই যে সময়ে [illegible] ছিল না, যে সময় [illegible] প্রলয়প্রাপ্ত ছিল [illegible] সময় জ্যোতিঃ [illegible] ছিলেন, যিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন শীতল নহেন উষ্ণ নহেন যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই [illegible] যোগিগণ [illegible] চিন্তা করিয়া যাঁহাকে লাভ করেন, আদিঅন্তশূন্য [illegible] কেবল অবস্থিত ছিলেন [illegible] হইলেন সেই [illegible] ইচ্ছা [illegible] প্রকাশ পাইল, সেই ইচ্ছাই প্রকৃতি ও মূল কারণ নামে অভিহিত। বিবিধ [illegible] নানা বিচিত্র [illegible] সেই কল্যাণী [illegible] সুলক্ষণ [illegible] বিরাজমান, [illegible] নানা অলঙ্কার। ইহার অনির্ব্বচনীয় তেজ, সকল প্রকার কার্য্যেই ইহার অনুপম। ইহার সজাতীয় দ্বিতীয় কেহ নাই, তবে এই মায়াদেবী পুরুষ-সাহচর্য্য অপেক্ষায় প্রতীক্ষমাণ হন। ১৪—২১। মুনে! প্রকৃতি যাহা হইতে ব্যক্ত হইলেন অনন্তর পুরুষও তাহা হইতেই প্রকাশ পাইলেন। তখন তাঁহারা মিলিত হইয়া "সৃষ্টি করা যাইবে কিরূপে" এই বিচার করিতে লাগিলেন। "আমরা উভয়ে কি করিব" পরস্পরে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে মনোহরা কর্ত্তব্যবোধিকা আকাশবাণী হইল যে, 'এই সংশয় অপনোদনের জন্য তপস্যাই করিবে।" অনন্তর প্রকৃতি পুরুষ তাহা শুনিয়া কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে বিপ্র! প্রকৃতি ও পুরুষ কিয়ৎকাল ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই সমাধি হইতে বিরত হইলেন। মুনে! তাঁহারা ধ্যানবিরত হইয়া "আমরা কত তপস্যা করিলাম' ভাবিয়া এবং অঙ্গ হইতে বিপুল জলধারা নির্গত হইল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সকল বস্তুই সেই জলধারা দ্বারা ব্যাপ্ত হইল, তখন জলরাশি, ব্রহ্মরূপ অনন্ত এবং সর্ব্বপাপের কলুষনাশক হইল। তখন পুরুষ শ্রান্ত হইয়া প্রকৃতির সহিত পরম প্রীতিসহকারে জল মধ্যে বহুকাল শয়ন করিলেন। মুনে! এই জন্য সেই মহাত্মা পুরুষের নাম নারায়ণ ও প্রকৃতির নাম মায়া সম্পন্ন হইল। তখন প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ব্রহ্মন্! ইত্যবসরে সেই মহাত্মা পুরুষের মহতী ইচ্ছায় কতিপয় পদার্থ উৎপন্ন হইল। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব,—মহত্তত্ত্ব [illegible] ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার,* অহঙ্কার হইতে [illegible] পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূত হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল।† হে ঋষিবর! এই পদার্থ [illegible] সংখ্যা কল্পিত হইয়াছে। ২২—৩১। প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত [illegible] সহিত যোগ করিলে সকলই চৈতন্য লাভ [illegible] হয়। [illegible] নারায়ণের [illegible] রূপ ধারণ করে শয়ন করিলে, তাঁহার নাভি[illegible] [illegible] সমস্ত এক পদ্ম [illegible] প্রকাশ পাইল, [illegible] অনন্ত [illegible] সেই পদ্ম হইতে উৎপন্ন হই[illegible] হইয়া আমি এক পদ্ম ব্যতীত আর কিছুই জানিতে পারি নাই। আমি কে? কে [illegible] আমাকে [illegible] কেন [illegible] আমার পিতামাতাই বা কে? তখন আমার এইরূপ মায়াবিমো[illegible] সন্দেহ হইতে লাগিল, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পরে ভাবিলাম যে, এরূপ বিচারে ফল কি? কেননা যেখানে এই পদ্মের মূল, আমার পিতাও সেইখানে আছেন। মুনে! ইহা ভাবিয়া সেই পদ্মকোষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নালে নালে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার এক শত বৎসর অতীত হইল, কিন্তু পদ্মের আধারস্থল প্রাপ্ত হইলাম না, তখন সংশয়াকুলিতচিত্তে পুনরায় পদ্মকোষ মধ্যে আসিতে উৎসুক হইলাম। ৩২—৬১। মুনিবর! তখন পদ্মকোষে যাইবার জন্য নাল-পথ ধরিয়া উঠিতে লাগিলাম, কিন্তু পরমেশ্বরের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কমল কোষ আর পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম না। নালপথে ঘুরিতে ঘুরিতেই শত বৎসর অতীত হইল। তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শান্তি অপনোদনের জন্য ক্ষণকাল তথায় অবস্থিতি করিলাম। তখন পরম মঙ্গলদায়িনী আকাশবাণী হইল যে, 'ব্রহ্মন্! তুমি তপস্যা কর।' আমি তাহা শুনিয়া দ্বাদশ বৎসর মনঃসংযোগে তপস্যা করি। মুনিবর! তখন শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পীতাম্বর সুলোচন নবঘনশ্যামল

---

* সাংখ্যমতে অন্তঃকরণ ত্রিবিধ,—মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও মন। এই মতে অন্তঃকরণ দ্বিবিধ, মনের স্বতন্ত্র সত্তা কল্পিত হয় নাই।

† অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, তন্মাত্র হইতে অহঙ্কার, * * * পঞ্চভূত হইতে মন ও দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। এই অর্থ টীকাকারের অভিপ্রেত। এই অর্থে অনেক দোষ আছে।

প্রসন্নবদনকমল মৃদুহাসি [illegible] [illegible] কোটি কন্দর্পকমনীয় পরম মঙ্গলময় প্রকৃতিসম্ভূত ভগবান বিষ্ণু আমার প্রতি অনু[illegible] করিয়া পরম সন্তোষ সহকারে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিলাম। সেই সুন্দর কান্তি দর্শনে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি শঙ্খ চক্র সুদর্শন [illegible] বিমল [illegible] কারণরূপ সেই সর্বাঙ্গ সম্পন্ন [illegible] [illegible] আমার প্রতিরূপে [illegible] [illegible] হইয়া যেন [illegible] আমি আনন্দিত হইলাম। তখন আমি [illegible] মহামায়ায় মোহিত হইয়া সেই সনাতন দেবকে [illegible] সম্বোধনপূর্বক সক্রোধে বলিলাম "বৎস—তুমি কে?" [illegible] [illegible] বলিলাম—"হে [illegible] [illegible] কি প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন—বল।" [illegible] বিষ্ণু আমার এই কথা শুনিয়া "আমি তোমাকে [illegible] করি" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্বক আমাকে বলিলেন,—হে সুরেশ্বর! [illegible] বিষ্ণু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমার [illegible] [illegible] তুমি [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] মুনিবর! আমার [illegible] তদীয় মায়ায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমি পুনর্বার [illegible] করিয়া সেই [illegible] বলিলাম,—"আমাকে কেবল 'বৎস বৎস' বলিয়া ডাকিতেছ? হে অনঘ! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিতে লাগিলেন,—[illegible] সনাতন [illegible] [illegible] বিশ্বরূপ, বিধাতা জগতের [illegible] প্রতিপালক পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণুকে কি কারণে এরূপ বলিতেছ কেন? সত্বর উত্তর দাও।" আরও বলিলেন,—"দেখ—আমিই জগতের কর্তা বিধাতা, আমার অক্ষয় অবয়ব হইতে তুমি উৎপন্ন হইয়াছ। আমার পুরাণ জগতের [illegible] [illegible] অনাময় [illegible] সনাতন পুরুষ নারায়ণকে কিনা তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? ইহাতে তোমার অপরাধ নাই, আমার মায়া-প্রভাবেই এরূপ ঘটিয়াছে। চতুরানন! সত্য সত্য বলিতেছি শ্রবণ কর; যাহা দেখিতেছ, এ সকলই আমা হইতে উৎপন্ন, অধিক কি চতুর্বিংশতি তত্ত্বও পূর্বে আমা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে।" আমি ব্রহ্মা হইলেও তদীয় মায়ায় মোহিত হওয়াতে তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র "তুমি কে? তোমারও কেহ কর্তা অবশ্য আছেন" সক্রোধে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার সহিত দারুণ যুদ্ধ করিলাম। আমাদিগের উভয়ের বিবাদশান্তি ও জ্ঞানোদয়ের জন্য আমাদিগের মধ্যস্থলে সহস্র সহস্র জ্বালামালাসঙ্কুল কালানলসন্নিভ একটী অদ্ভুত জ্যোতির্ময় লিঙ্গ উদ্ভূত হইলেন। তাঁহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, আদি মধ্য অন্ত নাই; তিনি অতুলনীয় অনির্দেশ্য অব্যক্ত এবং জগতের মূলকারণ। ১৩—১৫। ভগবান বিষ্ণু সেই লিঙ্গের সহস্র সহস্র শিখা-কলাপে বিমোহিত হইয়া [illegible] আমাকে বলিলেন,—এখন আর [illegible] করিতেছ কেন? তৃতীয় ব্যক্তি এখানে আসিয়া উপস্থিত, আমাদের যুদ্ধ এখন থাক", এই অনলসদৃশ লিঙ্গ কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, এখন আমরা উভয়ে তাহাই স্থির করি। হে বিধাতঃ! তুমি হংসরূপ ধারণ করত স্বর্গের মধ্যে সত্বর ঊর্দ্ধে গমন কর। আমি বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া অধোদেশে গমন করি। বিধাতা বিষ্ণু এই কথা বলিয়া বরাহ রূপ ধারণ করিলেন, আমিও পক্ষসংযুক্ত শ্বেতবর্ণ হংসরূপ ধারণ করিলাম। তদবধি লোকে আমাকে "বিরাট্ হংস—হংস" বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি হংস হংস বলিয়া জপ করে সে অবশ্যই হংসত্ব প্রাপ্ত হইবে। আমি প্রথমে উগ্র শ্বেতবর্ণ [illegible] সর্বাঙ্গ বায়ু ও মনের তুল্য বেগশালী সেই হংসরূপে ঊর্দ্ধে গমন করিলাম। বিশ্বাত্মা নারায়ণ যে নীলবর্ণ [illegible] বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত [illegible]. দশ যোজন প্রশস্ত শতযোজন দীর্ঘ, পর্বত সদৃশ উচ্চ, [illegible] সুমেরু পর্বতের ন্যায় [illegible] দীর্ঘ, অগ্নি যেমন তেজস্বী, তাহার চরণচতুষ্টয় [illegible], অঙ্গ সকল বিচিত্র, প্রলয় কালের মেঘের ন্যায়। বিষ্ণু এইরূপে [illegible] অধোদেশে গমন করিলেন। বিষ্ণু এইরূপে অধোদেশ ভ্রমণ করিয়া চারি সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করেন। তদবধি সেই কল্পকে লোকে শ্বেত বরাহকল্প বলিয়া থাকে। ১ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিপুঙ্গবগণ! তৎপরে যাহা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। (ব্রহ্মা বলিলেন) প্রভু বিষ্ণু শূকররূপে বহুকাল গমন করিলেন, কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গের কিছুমাত্র মূল অবগত হইতে পারিলেন না। হে [illegible] [illegible] নারদ! বহুকাল বিষ্ণু অধোদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, আমিও সেই লিঙ্গের চূড়া জানিতে বাসনায় বহুকাল ঊর্দ্ধদেশে গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু তদন্ত জানিতে পারি নাই, সুতরাং কালক্রমে অধোদেশে অবতরণ করি। ভগবান বিষ্ণুও বারংবার শিবকে প্রণামপূর্বক শ্রান্ত হইয়া তখনই সুবিস্তৃতনয়নে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন। আমি ও তিনি—শিবমায়া-মোহিত; আমরা উভয়েই শিবকে প্রণাম করিয়া ভীতচিত্তে রহিলাম এবং মনে করিতে লাগিলাম,—"এ কি! অনির্দেশ্য, নামরূপ বিবর্জিত, এ—রূপ বস্তুতঃ লিঙ্গ না হইলেও লিঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা ধ্যানমার্গেরও অগোচর।" "দেবদেব! আমরা তোমার রূপ জানিতে অক্ষম, যাহা হউক, তুমি

যে হও সে হও, তোমাকে নমস্কার।" এই বলিয়া একাগ্র মনে যখন আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। এইরূপে নমস্কার করিতে করিতে এক শত বৎসর অতীত হইল। হে মুনিবর! তখন তথায় আনন্দময় ওঙ্কারাত্মক সুব্যক্ত নিনাদ শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন বিষ্ণু এবং আমি "এ মহাশব্দ কোথা হইতে আসিল" ভাবিতে লাগিলাম এবং বলিলাম—"এই শব্দ যথা হইতে উদ্ভূত হইল সেই তোমাকে নমস্কার।" তখন লিঙ্গের দক্ষিণভাগে সনাতন আদ্যবর্ণ অকার আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার উত্তরে উকার এবং মধ্যে নাদময় মকার—আমরা এইরূপে ওঙ্কার অবলোকন করিলাম। ১১। হে মুনিবর! আমরা লিঙ্গের দক্ষিণভাগে [illegible] আদিবর্ণ উকারনামা সূর্য্যমণ্ডলসদৃশ উকার এবং মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ মকার অবলোকন করিয়া চতুর্দিকে [illegible] স্ফটিকসঙ্কাশ তুরীয়াতীত অমল নিষ্কল [illegible] নির্দ্বন্দ্ব শিবতত্ত্ব দর্শন করিলাম। যাঁহার আদি মধ্য অন্ত নাই, বাহ্য অভ্যন্তর নাই, তিনি আনন্দময় আনন্দ কারণ সত্য অক্ষর পরব্রহ্ম এবং পরমশক্তি। ভগবান্ নীললোহিত একাক্ষর অর্থাৎ ওঙ্কারের অর্থ [illegible] অকার বলিতে সৃষ্টিকর্তা, উকারের অর্থ জগদ্যোনি ও এবং মকারের অর্থ নিত্য অনুগ্রহকারী মহাদেব। যে অকার, উহাতে আমি এবং সেই বিষ্ণু উকারেই বিনিঃসৃত হইলাম। এই সময় আরও একটি বিস্ময়ের কারণ উপস্থিত হইল। অতি বিচিত্র সুন্দর পঞ্চমুখ দশবাহু কর্পূরের মত গৌর, নানাবিধ কান্তিসংযুক্ত, নানা অলঙ্কারে ভূষিত, অতিশয় উদার, মহাবীর্য্য মহাপুরুষের লক্ষণ সকলে শোভিত, একটি আকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই অদ্ভুতের লিঙ্গাত্মক পরম রূপ দেখিয়া এবং পরে ঐ হাতে সাক্ষাৎ দেবেশ মহেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া বেদশব্দ দ্বারা যথাবিধ ভাবে সেই মহোদয় মহেশ্বর দেবের স্তব করিতে লাগিলাম। ১২—২০। সেই নিরঞ্জন মহাদেব আমাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া হাস্য করত সেই শব্দময় দিব্য শব্দময় রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিলেন। অকার তাঁহার মস্তক, আকার ললাট, ইকার দক্ষিণ নেত্র, ঈকার বাম নেত্র, উকার দক্ষিণ কর্ণ, ঊকার বাম কর্ণ, ঋকার সেই পরমেশ্বরের দক্ষিণ কপোল, ৠকার বাম কপোল, ঌকার এবং ৡকার এই দুইটী দুই নাসিকা। হে বিপ্রেন্দ্র! একার তাঁহার ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ, ঐকার অধরোষ্ঠ এবং ওকার ও ঔকার যথাক্রমে তাঁহার উপর নীচের দন্তপংক্তি। সেই পরম নির্ম্মল শক্তিশালী দেবাদিদেবের অং (অনুস্বার) এবং অঃ (বিসর্গ) এই দুইটী [illegible] রূপ। ককারাদি পাঁচটী অক্ষর অর্থাৎ কবর্গ তাঁহার দক্ষিণ দিকের পাঁচটী হস্ত, চকারাদি পাঁচটী অক্ষর অর্থাৎ চবর্গ তাঁহার বামদিকের পাঁচটী হস্ত। টবর্গ এবং তবর্গ তাঁহার পদদ্বয়। পকার [illegible] দক্ষিণপার্শ্ব, ফকার বামপার্শ্ব, বকার পৃষ্ঠ, ভকার উদর, মকার হৃদয়, যকার হইতে [illegible] সকার পর্য্যন্ত যতগুলি অক্ষর আছে, উহারা সেই বিভুর সপ্তপ্রকার ধাতু। হকার আত্মা এবং ক্ষকার নাভি। ২১—২৬। সেই নির্গুণ অথচ গুণময় মহেশ্বরের এইরূপ শব্দময় রূপ দেখিয়া আমরা দুজনে পুনর্বার সেই ভগবান মহাদেবের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম যে, "বিভো! আপনি আমাদের উপর দয়া করুন।" এইরূপ বাক্য শুনিয়া ভগবান মহাদেব আমাদিগকে বলিলেন, "প্রসন্ন হইয়াছি।" তখন বিষ্ণু আমার সহিত মহাদেবের বাক্য শুনিয়া বলিলেন, "হে দেবেশ! যদি আপনি আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাদের সম্বন্ধে [illegible] ইচ্ছা করেন, কিছু উপকার করুন।" তখন প্রভু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "[illegible] ও বিষ্ণু [illegible] পালক হইবেন এবং আমার [illegible] অংশ এই জগতের সংহারকারী হইবেন। [illegible] প্রকৃতি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেন এবং [illegible] হইতে তাহাদের অন্য আর একটি শক্তিও উৎপন্ন হইবে। [illegible] রুদ্র নামে শিব, আমার অংশকে ভজনা করিবেন। তিনি জগৎকার্য্যের নিমিত্ত জ্যোতীরূপে সম্ভূত হইবেন। তিন দেব ও তাঁহাদের তিন প্রকার তরঙ্গমালিনী শক্তি উৎপন্ন হইল। ইঁহারা মিলিত হইয়া আমার আজ্ঞাক্রমে সৃষ্টিকার্য্য করুন।" এই কথা শুনিয়া ভগবান বিষ্ণু বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমরা সকলে মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই আপনার উক্তি অনুসারে কার্য্য করিব। তবে আমাদের কিছু প্রার্থনা আছে তাহাও আপনি নিষ্পাদন করুন।" তখন পরমেশ্বর [illegible] বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, "হে কমলনয়ন! [illegible] আমি তোমাকে অভীষ্ট পদ প্রদান করিব।" ২৭—৩১। মহাদেব এই কথা বলিলে শ্রীভগবান বিষ্ণু আমার সহিত, সেই লোকের মঙ্গলকারী শঙ্করকে বলিলেন, "হে দেবদেব! আপনাকে নমস্কার করি আপনি আমাদিগকে শিবতত্ত্ব প্রদান করুন, আপনাকে নমস্কার। হে সুরত্রাণ! আমাদিগের নিকট সেই বেদ, মেধা এবং পূজনীয় শিবতত্ত্বের কীর্ত্তন করুন। কারণ ঐ তত্ত্ব ধ্যানাদি করিলে আমাদিগের নিশ্চয়ই সকলবিষয়ে সামর্থ্য উৎপন্ন হইবে।" শঙ্কর, বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সেই মঙ্গলময় মন্ত্রাত্মক রত্ন প্রদান করিলেন। হরি তখন সেই পরমাত্মা মহাদেবের নিকট হইতে প্রণবরূপ পরতত্ত্ব লাভ করিলেন এবং সেই পরতত্ত্ব বিদিত হইয়া তাহাতে পরমেশ্বরের স্বরূপ দর্শন করিলেন। বিতর্ক পথ আশ্রয় করিয়া আমি সেই শিবতত্ত্ব দর্শনের উপায়ীভূত মন্ত্রতত্ত্বের বিষয় পরে কীর্ত্তন করিব। অনন্তর ভগবান বিষ্ণু

মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, পুনর্ব্বার উচ্চৈঃ প্রণব হইতে উৎপন্ন একাক্ষর* শুক্লবর্ণ অকারাক্ষরকে এবং মহাদেবের "ওঁ নমঃ শিবায়" ইত্যাকার মন্ত্রাক্ষর [illegible] বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ সর্ব্বোত্তম মন্ত্ররূপ দর্শন করিলেন। সর্ব্বপ্রকার কাম এবং অর্থের সাধক ঐ মন্ত্র পুনর্ব্বার যেন তাঁহার পবিত্র হইল। পরে তিনি চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর চতুষ্কলা সুললিত গায়ত্রী নামক আর একটী মহৎ মন্ত্র দর্শন করিলেন। তাহার পর যথাক্রমে মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র এবং [illegible] পঞ্চাক্ষর মন্ত্র চিন্তামণি মন্ত্র এবং দক্ষিণামূর্ত্তি মন্ত্র দর্শন করিলেন।† তখন বিষ্ণু সেই সকল মন্ত্র জপ করিয়া মহাদেবকে স্তব করিলেন। ১—২১

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, বিষ্ণু মন্ত্র জপ করিলে মহাদেব সাক্ষাৎ করুণাসমুদ্র [illegible] হইয়া পুনর্ব্বার সেই পরমাত্মা হরির উপর সেই স্থানেই প্রসন্ন হইলেন। তিনি তখন সেই অসাধারণ লৌকিকসম্পন্ন হরিকে স্বীয় নিঃশ্বসিত স্বরূপ নিগম অর্থাৎ বেদ প্রদান করিলেন। ঐ বেদে অনেকবিধ মন্ত্র এবং সর্ব্বাত্মক ক্রিয়া উক্ত হইয়াছে। হে মহামুনে! মহাদেবের সকল বিদ্যার নিধি এবং সকল বিদ্যার ঈশ্বর, সনাতন শক্তি হইতে ইহাই জ্ঞাত হওয়া যায় বিষ্ণু তখন হর হইতে বেদ লাভ করিয়া আমাকে প্রদান করেন। আমি তৎকালে সেই শাস্ত্ররূপ নিগম প্রথমে সেই বিষ্ণু হইতে প্রাপ্ত হই। হে মুনে! পুনর্ব্বার মহাদেব, পরমাত্মা বিষ্ণুকে স্বীয় জ্ঞানরূপ ধন অর্থাৎ সর্ব্বনিগম প্রদান করিলেন, পরমাত্মা বিষ্ণুও কৃপাপূর্ব্বক তাহা আবার আমাকে দান করিলেন। বিষ্ণু নিগম লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সেই মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভো! আপনি কিরূপে সন্তুষ্ট হন এবং কি প্রকারেই বা আপনাকে আমি ধ্যান করিতে সমর্থ হইব? কিরূপ ধ্যান করিব, কিরূপেই বা শঙ্করকে বশ করা যায়? হে মহারাজ! আমার উপর কৃপা করিয়া, শ্রবণকারীর পাপনাশক এই সকল বিষয় যত্নপূর্ব্বক আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।" ভগবান্ হর, হরির এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে হরে! সাবধানে শ্রবণ কর। আমার এই লিঙ্গই সর্ব্বদা পূজ্য এবং আমার ধ্যানও এইরূপ। এক্ষণে তুমি আমার যাদৃশ স্বরূপ দেখিতেছ এই রূপেই সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। ১—১০ এই লিঙ্গরূপে আমার পূজা করিলে আমি প্রসন্ন হইয়া সকল লোককে নানাবিধ সকল প্রকার অভীষ্ট ফল দান করি। অধিক কি বলিব, যখন যখন মনুষ্য দুঃখ প্রাপ্ত হইবে, তখন তখন এই লিঙ্গের পূজা করিলে সকল প্রকার দুঃখ বিনষ্ট হইবে।" ভগবান্ হর সেই শুভাবলোকী বিষ্ণুকে উহা এবং অন্যান্য অনেক প্রকার বর দান করিয়া পুনর্ব্বার এই কথা বলিলেন, "এই লক্ষ্মী নিত্যই তোমার পত্নীর কার্য্য করিবেন [illegible]। তুমি ব্রহ্মাণ্ডে [illegible] সর্ব্বদা হৃষ্টমনে পালন করিবে।" এই কথা বলিয়া মহাদেব বিষ্ণুকে সেই মঙ্গলকর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। তদনুসারে পূজা করিলে শম্ভু অনবরত বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। আমি পরে সেই সমুদায় পাপনাশক বাক্যাবলির কথা বলিব। অনন্তর বিষ্ণু সেই অনন্ত, নিষ্কল, অব্যয়, মায়াবী, [illegible] প্রসন্নরূপ, মঙ্গলময় ব্রহ্ম পরমেশ্বর মহেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। হরি বলিলেন, "একাক্ষররূপ অকার ও উকার স্বরূপ, [illegible] এবং লিঙ্গরূপী আদিদেব আপনাকে নমস্কার। তৃতীয় মকারস্বরূপ, পরমাত্মা, জলরূপী, [illegible] জলশায়ী আপনাকে নমস্কার করি। আপনি চিদ্রূপ, অহঙ্কারস্বরূপ, স্মৃতিস্বরূপ, জ্ঞানরূপ, পরমাত্মা এবং জ্ঞানময়, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি হিরণ্যবাহু এবং হিরণ্যরেতা আপনাকে নমস্কার। আপনি কপর্দ্দী এবং গঙ্গাধর আপনাকে নমস্কার করি। ১১—২০। আপনি বৃষাকপি, শর্ব্ব, ভব, রুদ্র, শিব, শিবস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী এবং সোমব্যাপী, আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। আপনি বিদ্যসমূহের পতি, লিঙ্গী, লিঙ্গরূপী, আপনি তেজঃস্বরূপ, তেজের আধার এবং সর্ব্বরূপী, আপনাকে নমস্কার। আপনি শান্ত, বহ্নি, বাগীশ এবং বেদী। আপনি ত্রিকালস্থায়ী, সামবেদের গেয় এবং আমাদের দুজনের রক্ষকর্ত্তার স্বরূপ। আপনি আত্মা, ঋষি, শাস্তা ও বিষ্ণু, আপনি ওঙ্কাররূপী এবং সর্ব্বজ্ঞ, আপনাকে নমস্কার।" বিষ্ণু, ব্রহ্মার সহিত এইরূপে স্তব করিয়া বিরত হইলেন। এই পরম পবিত্র সর্ব্বপাপবিনাশন স্তোত্র যে পাঠ করে, শ্রবণ করে, অথবা ব্রাহ্মণদিগকে শুনায়, সে যদি পাপকর্ম্মরত হইলেও ব্রহ্মলোকে গমন করে। শুক্লপক্ষে যেরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ তাহার কল্যাণ প্রত্যহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই স্তোত্র সর্ব্ববিধ পাপের নিবৃত্তির হেতু বিষ্ণু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর মহাদেব আমায় বলিলেন, "হে সুরশ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি তোমাদিগের উপর প্রীত হইয়াছি। মহাদেব স্বরূপ আমাকে দর্শন কর এবং সকল প্রকার ভয় পরিত্যাগ কর। হে মহাবল দেবদ্বয়! তোমরা দুই জনে আমার

---

* টীকাকার বলেন শিবপুরাণের প্রণব [illegible] গায়ত্রী বলিতে এ স্থলে শিবগায়ত্রীই বলিতে হইবে।

† মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রাদির বিষয় স্থানান্তরে বলিবেন [illegible] আছে। পাঠক [illegible] ইচ্ছা করিলে তন্ত্রশাস্ত্র দর্শন করিবেন।

উৎপন্ন [illegible] হইতে উৎপন্ন হইয়া আমি [illegible] তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া [illegible] করিয়াছি। [illegible] এই [illegible] বিষ্ণু এবং [illegible] আমি [illegible] করিবে, সেই [illegible]। [illegible]

[illegible] এই কথা বলিয়া [illegible] আমি [illegible] কর, এবং হে বৎস বিষ্ণো! তুমি এই চরাচর জগৎ প্রতিপালন কর। হে বিধাতঃ! [illegible] আমি স্বভাবতঃ নির্গুণ হইয়াও সৃজন, পালন এবং সংহারকার্য্য বশতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র নামে তিন প্রকার বিভক্ত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমার পরমরূপ এতাদৃশ হইলেও আমার অঙ্গ হইতে লোকে রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ আর একটী দেব উৎপন্ন হইবেন এবং আমার অংশ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহার সামর্থ্য কোনরূপে ন্যূন হইবে না। সেই রুদ্র এবং আমি একই, যেমন জলাদির সংসর্গে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের কোন অন্যথা হয় না, সেইরূপ আমাদেরও কোন ভেদ নাই। শুদ্ধ শিব একরূপই বিধান। আমি নির্গুণ হইলেও সংযোগ বশতঃ আমার বন্ধন নাই আমার এই—রূপ শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, রুদ্রও সর্ব্বদা শিব তুল্য নির্গুণ। [illegible] শিব বলিয়াছেন, "এই [illegible] আমার এবং [illegible] রূপ, [illegible] যেমন [illegible] অন্যথা হয় না, সেইরূপ [illegible] কোন ভেদ নাই [illegible]

[illegible]

[illegible] আর সকল ভূতেই এক রূপ, অতএব হে পিতামহ! তুমি আমার অংশ স্বরূপ রুদ্রের যথোচিত সম্মান কর। এই প্রকৃতির অংশভূতা লক্ষ্মী উৎপন্না হইবেন এবং এই প্রকৃতির অপর দুইটী অংশ যথাক্রমে সরস্বতী ও মহাকালী নামে জন্মগ্রহণ করিবেন। এই মূল প্রকৃতি এক হইয়াও নিঃসন্দেহ জগৎকার্য্যের জন্য অনেকত্ব প্রাপ্ত হইবেন। হে বিষ্ণো! তুমি উহাদের মধ্যে লক্ষ্মীকে আশ্রয় করিয়া জগতের কার্য্য করিবে এবং হে ব্রহ্মন্! তুমিও সরস্বতী দেবীকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত কার্য্য করিবে। আমিও কালীকে আশ্রয় করিয়া জগতের হিতকর কার্য্য সকল করিব। ৫১—৬১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের লোক, ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম এবং আরও দুষ্টের দমন ও শিষ্টপালন প্রভৃতি কার্য্য সকল করিয়া তোমরা সুখ প্রাপ্ত হইবে

তোমরা জ্ঞান এবং বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়া লোকদিগের হিত অনুষ্ঠান কর [illegible] বিধেয়। তুমি [illegible] [illegible] ফল [illegible] ফল হইবে [illegible] আমার মন্দিরে এবং [illegible] এই উদ্দেশে [illegible] সেই আমার [illegible] [illegible] এই [illegible]—ইহা [illegible] পূজা করিবে [illegible] ইহা [illegible] সেই [illegible] এই কথা [illegible] অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি [illegible] প্রবৃত্ত হইয়াছে। [illegible] এবং [illegible] [illegible] ব্যাখ্যা করিতে [illegible] মধ্যে এই [illegible] হয়, সে [illegible] নাই।

[illegible]

পঞ্চম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন [illegible]। আমরা মহত্তম [illegible] শ্রবণ করিলাম [illegible] শ্রবণ করিলে [illegible] অজ্ঞান নাশ হয়, সে বিষয়ে [illegible] যে কথা হইয়াছিল [illegible] হইয়াছিল, তাহা [illegible] কীর্ত্তন করা। [illegible] আপনারা উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন [illegible] যেরূপ শুনিয়াছি তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিব। শিবরূপ সনাতন দেব অন্তর্হিত হইলে [illegible] এবং বিষ্ণু ও ব্রহ্মাদের রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ঋষিগণ বলিলেন, প্রথমে তুমি আমাদের এই সংশয় অপনোদন কর,—কি নিমিত্ত ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু অন্য প্রকার রূপ পরিত্যাগ করিয়া হংস ও বরাহের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহার কারণ বল। এই কথা শুনিয়া সেই পুরাণজ্ঞ সূত বলিতে আরম্ভ করিলেন, হংস গগনে যে কেবল স্থিরভাবে গমন করে তাহা নহে, হংসের জল ও দুগ্ধের বিবেক আছে [illegible] হংস যেমন একত্র মিশ্রিত জল ও দুগ্ধের বিবেকে সক্ষম সেইরূপ এই জগতে [illegible] স্থিত অজ্ঞান অবিদ্যা ও জ্ঞান (বিদ্যা) এই উভয়ের তত্ত্ববিবেকের নিমিত্তই হংসরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং এতদিন পর্য্যন্ত সেই বিবেক লাভ করিতে না পারায় সেই হংসরূপেই পর্য্যটন করিতে ছিলেন। [illegible] আপনার [illegible] হইতে হইল, এ অবস্থায় [illegible] কিরূপে উদ্ধার হইতে পারে, এই ভাবিয়া এবং [illegible] প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে বরাহরূপকে কারণ বিবেচনা করিয়া তাহাই ধারণ করিয়াছিলেন। ১১ [illegible] হইতে [illegible] বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন সেই দিনে যে কল্পের আরম্ভ হয়, তাহার নাম বরাহকল্প। অনন্তর পরমেশ্বর শিবের ইচ্ছানুসারেই ব্রহ্মা [illegible] রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব এই হংস এবং বরাহরূপ ধারণে কোন প্রকার বিরোধের বিষয় কিছুই নাই। অনন্তর বিষ্ণু [illegible] প্রসন্ন হইলে, [illegible] হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করুন, তিনি [illegible] বর দিলেন, "তুমি [illegible] উপর প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত হও, [illegible] ইহারা সকলই জড়, অতএব সকল লোকে তুমিই একমাত্র পুরুষ [illegible]। বলিয়া পূজা হইবে। এই সময় [illegible] লোকপালদিগের [illegible] হইবে [illegible] তুমি সেই সকল [illegible] তুমি লোকের উদ্ধারের নিমিত্ত নানাবিধ রূপে অবতীর্ণ হইয়া সংকীর্ত্তি বিস্তার কর। আমার [illegible] আমি এই [illegible] কার্য্য সকল করিব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ হইবে এবং আমিই তোমার শ্রেষ্ঠ হইব। বিচার করিলে আমাদের [illegible] প্রভেদ নাই। [illegible] এক হইয়াও তুমি বাধ্য অনেক [illegible] হইয়াছ মাত্র। অতএব যে মনুষ্য আমার অনুরূপে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়া তোমার নিন্দা করিবে সেই পাপে আমি তাহার সমুদয় পুণ্য একেবারে ভস্মীভূত করিয়া তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিব। তুমি এই লোকে মনুষ্যদিগের ভুক্তি এবং বিশেষ করিয়া মুক্তিপ্রদ, শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। তুমিই সকলের নিগ্রহ ও অনুগ্রহের বিধান কর। ১১—২০ তিনি উক্ত প্রকারে বিষ্ণুকে বর দান করিয়া পরে ব্রহ্মাকে হস্তে ধারণ করিয়া আবার বিষ্ণুকে বলিলেন, "সর্ব্বদা দুঃখেতে সহায় হও। তুমি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাধ্যক্ষ, ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ, শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বদা সকল কার্য্যের সাধক হও। তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে সকলের প্রাণরূপ হও এবং যাহারা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহারা আমার আশ্রিত বলিয়াও গণ্য হইবে। যে আমাদের মধ্যে ভেদ জ্ঞান করিবে, সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার এক শত বৎসর আয়ুঃ পূর্ণ না হইবে, সেই পর্য্যন্ত তুমিও এই রূপের অর্চ্চন করিবে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ সহস্রবার পরিবর্ত্তিত হইলে

বৎসরে এক দিবস হয় এবং ঐরূপ সহস্র চারি যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি। পক্ষ, মাস ও বৎসরাদির পরিমাণও এই অনুসারে হইয়া থাকে। সেই কাল পর্য্যন্ত তুমি বিবিধ ভবের সভাবে সৃষ্টি কার্য্য করিবে। হে পুরুষোত্তম! দেবগণের মধ্যে তোমারই প্রাধান্য, কারণ তুমি সত্ত্বরূপ।" হরি এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া শঙ্করের প্রিয়কামনায় বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে।" শ্রীহরি বলিলেন, "হে কৃপাসিন্ধো জগৎপতে শঙ্কর! আমার নিবেদন শ্রবণ করুন, আমি আপনার আজ্ঞানুসারে এই সকলই করিব। ২১—৩০। আমি সর্ব্বদা আপনার ধ্যানে রত থাকিব, তাহার অন্যথা হইবে না। কারণ আমি প্রথমে আপনার নিকট হইতেই সম্পূর্ণ শক্তি লাভ করিয়াছি। হে পরমাত্মন! কখনও যেন ক্ষণমাত্রের নিমিত্ত আপনার ধ্যান আমার চিত্ত হইতে অপগামী না হয়। যে ব্যক্তি আমার ভক্ত হইয়া আপনার নিন্দা করিবে, তাহাকে নিশ্চয়ই আমি নিয়ত নরকে বাস সমর্পণ করি। যে আপনার ভক্ত, সে আমার ভক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যে এই তত্ত্ব জানে, তাহার পক্ষে মুক্তি দুর্লভ নয়। আপনি নিঃসন্দেহ আমার মহিমা বর্দ্ধন করিয়াছেন; যদি কখন আমা হইতে আপনার অবজ্ঞা হয়, তবে তাহা ক্ষমা করিবেন।" অনন্তর শম্ভু সেই বিনয়-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার অবজ্ঞা ক্ষমা করিব।" সকল কল্যাণকারী শম্ভু এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাদেব অন্তর্হিত হইলে, তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার বচন প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া ও বিষ্ণুর নিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ অনুভব করত সৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিলেন এবং সেই স্থানে সেই সময় বিষ্ণুও অন্তর্হিত হইলেন। তিনি প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া সেই সৃষ্ট জলে অঞ্জলিপূর্ণ স্ববীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে চতুর্বিংশতি তত্ত্বময় একটী অণ্ড উৎপন্ন হইল। ৩১—৪০। ব্রহ্মা স্বয়ং বিরাট্‌রূপ ধারণ করিয়া সেই অণ্ডকে ঘনীভূত দেখিলেন। তখন তিনি সংশয়িতচিত্তে অতি কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বিষ্ণুধ্যানে নিমগ্ন হইয়া দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিলেন। তখন বিষ্ণু স্বয়ং সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন এবং বলিলেন, আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর; তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। ব্রহ্মা বলিলেন, "হে মহাত্মন্! আপনি সমুচিত বাক্যই বলিয়াছেন, কারণ শম্ভু আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। শিব যে অণ্ডের কথা বলিয়াছেন, আমি উহাকে জড়স্বরূপ দেখিতেছি; অতএব আপনি ইহার প্রাণস্বরূপ হইয়া অদ্য ইহাতে চৈতন্যের সঞ্চার করুন।" ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর বিষ্ণু মহাদেবের আজ্ঞা অনুসরণ করিয়া অনন্তরূপে সেই অণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি সহস্রমস্তক, সহস্রনেত্র, সহস্রচরণবিশিষ্ট একটী পুরুষাকার ধারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক সেই অণ্ড ব্যাপিয়া রহিলেন। ৪১—৫০।

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! শঙ্কর কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে প্রেরিত হইয়া বিষ্ণু সেই অণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যে ঘটনা হইয়াছিল, সেই পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করুন। সেই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সংজ্ঞক অণ্ড বিষ্ণুর প্রবেশে পাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক অবধি আপনা স্বয়ং সচেতন হইল। সেই বিরাট্‌পুরুষ পুরুষোত্তম হরি সত্যপদ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করত শোভা পাইয়াছিলেন। তপোনিধি ব্রহ্মা, তপোলোক আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতে লাগিলেন এবং অপর সকল লোকে যথাযোগ্য অপরাপর পুরুষের অবস্থান হইল। প্রথমে ব্রহ্মা কতকগুলি মানস পুত্রের সৃজন করিলেন; তাঁহারা সকলে ঊর্দ্ধরেতা হওয়ায় অপর ঋষিদিগের সৃজন করিলেন। তাঁহারা সকলে সংসারে বিরাগী হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মা পরে ক্রোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ক্রোধবশতঃ তিনি রোদন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মহাদেব উৎপন্ন হইলেন। রোদন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া সেই ভগবান্ মহাদেব রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি হইয়াই ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, বল, আমি তাহা নিশ্চয় নাশ করিব। ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া বলিলেন, হে দেব! আমার বোধ হইতেছে, সৃষ্টিতে বিঘ্ন হইবে। অতএব আপনি সেইরূপ বিধান করুন, যাহাতে সৃষ্টি বিঘ্নশূন্য হয়। লোকের দুঃখহন্তা মহাদেব এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া বলিলেন, আমিই এই সৃষ্টিকে চিরস্থায়িনী করিব। সেই রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ সুবর্ণী স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া অনন্তর আপনার গণের সহিত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা, [illegible] প্রভৃতি সাত জন ঋষির সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর [illegible] নারদকে উৎসঙ্গ হইতে, কর্দ্দমকে ছায়া হইতে এবং দক্ষকে অঙ্গুষ্ঠ হইতে নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপ ক্রমে দশ জন ঋষির সৃষ্টি হইল এবং তৎপরে মরীচি নামে ঋষি জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করিলেন; ঐ কশ্যপই স্বীয় সন্তান বিস্তার করিয়া জগৎকে পূর্ণ করিলেন। মহাত্মা দক্ষ হইতে ষাট জন কন্যার উৎপত্তি

হইল। হে ঋষিগণ! দক্ষ তাহার মধ্য হইতে তেরটী কন্যা কশ্যপকে যথাবিধি অর্পণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের এবং কশ্যপের সন্তানে জগৎ ব্যাপ্ত হইল। সেই দক্ষ কন্যাগণ নানাবিধ দেব, দৈত্য, মনুষ্য, বৃক্ষ, পক্ষী, সর্প পর্ব্বত ও লতা প্রসব করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা এই চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত হইল। পাতালতল হইতে সত্য লোক পর্য্যন্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড কোন না কোন প্রকার বস্তুতে পূর্ণ আছে, ইহার মধ্যে শূন্য স্থান একটীও নাই। দক্ষ সতী নাম্নী কন্যাকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন, দক্ষকন্যা সতীই ভবানী নামে কীর্ত্তিত হন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র এই তিন জন তিনটী গুণের স্বরূপ। তাহার মধ্যে বিষ্ণু সত্ত্বগুণের, ব্রহ্মা রজোগুণের এবং রুদ্র তমোগুণের স্বরূপ ১—২। সেইরূপ গুণময়ী দেবী লক্ষ্মী, সত্ত্বগুণান্বিতা, ব্রাহ্মী রজোগুণময়ী এবং সেই সতী তমোগুণস্বরূপা। রুদ্রকে যে শাঙ্করী দেবী আশ্রয় করিয়াছিলেন, তিনি মহাকালী নামে প্রসিদ্ধা এবং পরে তিনি পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে আশ্রয় করেন। অনন্তর সেই পর্ব্বতাত্মজা অনেক নাম প্রাপ্ত হন, যথা, কালিকা, চণ্ডিকা, ভদ্রা, চামুণ্ডা, বিজয়া এবং জয়া। সেই গুণময়ী দেবীগণ এবং গুণময় দেবগণ মিলিত হইয়া নানাবিধ সৃষ্টিরূপ উত্তম কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই '[illegible] যোগীন্দ্র নারদাদি* ঋষিগণের মানস হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই পুরাতনী অতি বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি লাভ না হওয়ায় তাঁহারা পুনর্ব্বার সেই সূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সূত! তুমি ভক্ত প্রভাবে এই সংসারে সকলই অবগত হইয়াছ। তোমার মুখপদ্ম হইতে নির্গত হরকথারূপ অমৃত পান করিয়া আমরা তৃপ্ত হইতেছি না, আমরা পুনর্ব্বার সেই কথারূপ অমৃত পান করিতে ইচ্ছা করি। দেবী প্রথমে দক্ষপুত্রী, পরে পর্ব্বতাত্মজা হন, এক শরীরে কিরূপে দুই জনের পুত্রী হইলেন এবং কিরূপেই বা সেই পুণ্যচরিত্রা পার্ব্বতী শিবকে আশ্রয় করেন? এই সকল এবং শিবসম্বন্ধী অপর বৃত্তান্ত যাহা এ স্থলে জিজ্ঞাসিত হয় নাই, তাহাও তুমি আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন কর। সূত সেই কথা শুনিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২১—৩০।

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! আমি সেই শুভ কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে জন্ম সফল হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দক্ষ এবং রুদ্র এই দুই মহাত্মার মধ্যে পরস্পর স্পর্দ্ধা হয়, সেই স্পর্দ্ধা বশতঃ দক্ষ দেবগণের সম্মুখে একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে রুদ্রদেবকে নিমন্ত্রণ না করিয়াই ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সতীদেবীও পিতা কর্ত্তৃক আহূতা হন নাই। কিন্তু সেই সতীদেবী অনাহূতা হইয়াই পিতৃগৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া আপনার দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন বীরভদ্র প্রভৃতি, রুদ্রের অনুচর সমুদয় যজ্ঞের ধ্বংস করিয়া পরে দয়াপরবশ হইয়া দেবগণকে পুনর্ব্বার জীবিত করিয়াছিল। হে সাধুগণ! রুদ্র রুষ্ট হইলে কিরূপে সুখ হইবে? কিন্তু দেবগণের স্তবে সেই রুদ্র পরে প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মহাত্মা রুদ্র কৃপানুভাব বলিয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞের পূর্ণতা করিয়াছিলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠ রুদ্রও তৎকালে দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। তৎকালে সতীদেহ হইতে সর্ব্বলোকভয়প্রদ, একটী জ্বালা উৎপন্ন হইয়া ঐ পর্ব্বতে পতিতা হইয়াছিল, উহার পূজা করিলে সুখ হয়। সেই অখিল কাম-ফলপ্রদায়িনী জ্বালা, জ্বালামুখী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অদ্যাপি লোক সকল সর্ব্বপ্রকার কামফল-প্রাপ্তির নিমিত্ত ঐ জ্বালার পূজা করেন। পিতৃদিগের মানসী কন্যা মেনা নামে যে শৈলরাজ হিমালয়ের পত্নী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে সেই সতীদেবী পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। ১—১০। পর্ব্বতের কন্যা বলিয়া তাঁহার 'পার্ব্বতী' এই নাম প্রসিদ্ধ হয় এবং তিনি শিবের আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার শিবকেই ভর্ত্তৃরূপে প্রাপ্ত হন। তিনি ভক্তদিগকে অনেক প্রকার ফল প্রদান করেন। আমাকে আপনারা যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন কথা সকলই বলা হইল। ইহা শ্রবণ করিলে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নৈমিষারণ্য-নিবাসী ঋষিশ্রেষ্ঠগণ সূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া এই পাপনাশিনী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ সূত! তোমার মুখ হইতে পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করিয়া, আমরা তৃপ্ত হইতেছি না, অতএব শিবের আরাধনাক্রম পুনর্ব্বার আমাদের নিকট কীর্ত্তন কর। শিবের আরাধনা বিষয়ে যে সকল বিধি উক্ত হইয়াছে, যে বিধি অনুসারে শিব আরাধিত হইয়াছেন এবং শিব প্রসন্ন হইয়া যাহাকে যেরূপ ফল দান করিয়াছেন, পার্ব্বতীর তপস্যা ও বিবাহ, ত্রিপুরাসুরের বধ, জ্যোতির্লিঙ্গের উৎপত্তি, জ্যোতির্লিঙ্গ কতপ্রকার,

---

* মূলে 'সতঃ' এইরূপ পাঠ আছে, তাহার অর্থ 'সেই তুমি'। কিন্তু তাহা অপেক্ষা 'ততঃ' পাঠ অধিক সঙ্গত হয়।

প্রভৃতির মধ্যে কি রূপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহাদের কর্ত্তৃক কিরূপ পূজা কিরূপে অনুষ্ঠেয়, তাহা বলুন। এ সকল বিষয় ব্যাসের মুখ হইতে তুমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, সেইরূপ বল। ঋষিগণের সেই বেদসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত, প্রশ্নানুসারে সকল কথার উত্তর বলিলেন। ১৯—২০। সূত বলিলেন, হে মুনীশ্বরগণ! আপনারা অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহার বক্তা আমি যেমন জানি এবং যেরূপ শুনিয়াছি তাহা অবিকল কীর্ত্তন করিতেছি। আপনারা আজ আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে ব্যাসদেব সনৎকুমারকে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং উপমন্যু শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ব্যাস, শিবপূজাবিধি শ্রবণ করিয়া লোকের হিতকামনায় আমাকে শিখাইয়াছিলেন। মহাত্মা উপমন্যুর নিকট হইতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, হে ঋষিগণ! তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি সংক্ষেপে শিবার্চ্চনবিধির ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ করুন, কারণ শতবর্ষেও ইহা বিস্তারপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে না। সকল প্রকার কামনা এবং ফললাভের নিমিত্ত অতিশয় ভক্তিসহকারে শিবের পূজা করিবে। যে পর্য্যন্ত শিবের পূজা না করিবে, তাবৎকাল দারিদ্র্য, রোগ, দুঃখ এবং শত্রুকৃত পীড়া এই চারি প্রকার পাপের বৃদ্ধি হইবে; শিবের পূজা করিলে ঐ সকল দুঃখ একেবারে বিনষ্ট হয়। যে, মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া পুত্র সম্পদের অভিলাষ করে, সে সকল প্রকার কাম এবং অর্থের সাধক মহাদেবের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র ইহারা সকলে প্রাতঃকালে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে [illegible] শয্যা হইতে উত্থান করিবে। তাহার পর বিশুদ্ধচিত্ত [illegible] শ্রীবিশ্বনাথের গুরু চিন্তা করিবে যথা,— হে ভক্তদিগের অভয়প্রদ! দেবদেব! চন্দ্রশেখর! [illegible] ভব! আপনার সুখময় রূপ সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে বাস করুক। ২১—৩১। তাহার পর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] স্থানে মলত্যাগ করিবে [illegible] [illegible] [illegible] লেপন পূর্ব্বক শৌচ করিবে [illegible] [illegible] চারিবার, [illegible] তিনবার এবং [illegible] ঐরূপ শৌচের নিয়ম করিবে। তাহার পর হস্তদ্বয় এবং পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া পুনর্ব্বার মৃত্তিকা লেপন করিবে। স্ত্রীলোকের [illegible] শূদ্রের তুল্য। অনন্তর ব্রাহ্মণ দ্বাদশাঙ্গুল, ক্ষত্রিয় একাদশাঙ্গুল, বৈশ্য দশাঙ্গুল এবং শূদ্র নবাঙ্গুল পরিমিত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা, যে সকল দিনে দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ নিষিদ্ধ নয়, এইরূপ দিনে দন্তধাবন করিবে। বিশেষতঃ অপরের উচ্ছিষ্ট দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে না। তাহার পর তীর্থাদি পবিত্র স্থানে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিবে, যে দেশে এবং যে কালে স্নান নিষিদ্ধ নয়, এইরূপ দেশ ও কালে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিবে। তাহার পর আচমন করিয়া, ধৌত বস্ত্র ধারণ করিবে এবং নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। অনন্তর পূজাগৃহে প্রবেশ করিয়া, যথাসাধ্য আয়োজন, মন স্থির এবং পূজার অনুষ্ঠান করিবে। তাহার পর পূজাদ্রব্য নিকটে রাখিয়া ক্রমে মহাদেবের পূজা করিবে। ৩২—৪১। সেই পূজার ক্রম এই যে, প্রথমে গণেশের পূজা করিবে, অনন্তর দ্বারপালের পূজা করিবে, তাহার পর দিক্‌পালগণের পূজা করিয়া পূজাদ্রব্যের সমীপে আসন স্থাপন অথবা একটী অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। অনন্তর সেই আসনে উপবেশন করিয়া শিবলিঙ্গের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবে, তাহার পর তিনবার আচমন এবং পুনঃপুনঃ প্রক্ষালন করিবে। তাহার পর তিনবার প্রাণায়াম করিয়া মহাদেবের ধ্যান করিবে, যথা,—পঞ্চমুখ, দশবাহু শুদ্ধস্ফটিকের মত সমুজ্জ্বল, সকল প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মের উত্তরীয়ধারী। এইরূপ ধ্যানের পর ঐ রূপের সহিত আপনার সারূপ্য করিয়া, পূজক শরীরস্থ পাপের দহন করিবে। তাহার পর হৃদয়ে শিবমূর্ত্তির স্থাপনা করিয়া মহাদেবের পূজা করিবে। অনন্তর যথাক্রমে দেহশুদ্ধি ও মূলমন্ত্রের ন্যাস করিবে। পরে প্রতিবার প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর আজ অমুক সময়, অমুক দিন ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া পূজা আরম্ভ করিবে। অনন্তর বুদ্ধিমান পূজক আচমনীয়ার্থ কল্পিত পাত্র এবং নূতন কুম্ভ বিধিপূর্ব্বক স্থাপিত করিবে। তাহার পর ঐ সকল কুম্ভ স্থাপিত ও দর্ভ দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া দর্ভ দ্বারা আচ্ছাদন করিবে এবং উহাদের সকলের ভিতর সুশীতল জল নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর সুধীর পূজক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ঐ সকল কুম্ভে উশীর চন্দন প্রভৃতি দ্রব্য প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ জলকে পাদ্যের [illegible] [illegible] [illegible]। আচমনীয় জলে জাতি, কঙ্কোল, [illegible] [illegible] তমাল এই সকল একত্র [illegible] [illegible] নিক্ষেপ করিবে। [illegible] [illegible] এলাচ এবং চন্দন দান করিবে। তাহার পর দেবদেবের পার্শ্বে নন্দীশ্বরের পূজা করিবে। তাহার পর পূজক আসনস্থ শিবকে অলঙ্কৃত করিয়া গন্ধ, পুষ্প এবং নানাবিধ ধূপ দ্বারা শিবের পূজা করিবে। সকল মন্ত্রের আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিয়া প্রণব দ্বারা পদ্মময় আসনের কল্পনা করিবে। ইহার পূর্ব্বদল অণিমাত্মক এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী, দক্ষিণদল লঘিমাত্মক, পশ্চিমদল মহিমাস্বরূপ, উত্তরদল প্রাপ্তিস্বরূপ, অগ্নিকোণ প্রাকাম্য, নৈঋত ঈশিত্ব, বায়ুকোণ বশিত্ব, এবং ঈশানকোণ সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং কর্ণিকা সোমস্বরূপ। সোমের

অর্ধচন্দ্রাকার পৃথ্বী এবং ঐ পৃথ্বীর অর্ধভাগে অগ্নি অবস্থিত। ক্রমশঃ সর্ব্বদিগেই শক্তি ও অনন্তের কল্পনা করিবে। সেই পদ্মের চতুর্দিকে অনন্ত প্রভৃতির এবং অষ্ট দলের কল্পনা করিবে "সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিয়া, "বামদেব" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আসনের উপর উপবেশন করিবে। তৎপুরুষ দ্বারা সান্নিধ্য এবং অঘোরের দ্বারা নিরোধন করিয়া "ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৫১—৬০। তাহার পর মহাদেবকে পাদ্য, আচমনীয় এবং অর্ঘ প্রদান করিবে। তাহার পর গন্ধচন্দন মিশ্রিত জল দ্বারা রুদ্রকে বিধি পূর্ব্বক স্নান করাইবে। অনন্তর পঞ্চগব্য যথাবিধি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণব দ্বারা সংস্কৃত করিয়া সেই পঞ্চগব্য-মিশ্রিত জল দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইবে। তাহার পর দধি, মধু, ইক্ষুরস ও ঘৃত দ্বারা সেই সকল প্রকার স্নান এবং হিতপ্রদ মহাদেবের পূজা করিবে। পরে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক পুষ্প ও দ্রব্য দ্বারা মহাদেবের অভিষেক করিবে। অনন্তর পবিত্র জলভাণ্ড হইতে মন্ত্রপূত জল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর সাধক সিতবস্ত্র দ্বারা তাঁহার শরীর মুছাইয়া সেই পরিধান দেবদেবে উহা স্থাপিত করিবে,—[illegible] চন্দনের পতিত হয়, তাহা অপেক্ষা দূরে রাখিবে না। তাহার পর শিবমূর্ত্তি রক্ষা করিয়া অনন্যচিত্তে সুগন্ধ ধুতুর, কুশ, অপামার্গ, কর্পূর, জাতি, চম্পক, পাটল, শ্বেত করবীর, মল্লিকা, কমল, উৎপল, এবংবিধ বিচিত্র পুষ্প ও চন্দনাদি দ্বারা মহাদেবের পূজা করিবে এবং উহার উপর নিহিত ঘট হইতে জলধারা চুর্ণিত সেই মহেশ্বরকে স্নান করাইবে। মন্ত্রপূর্ব্বক পূজাই সর্ব্বফল প্রদান করে বলিয়া মনুষ্য সর্ব্ব প্রকার অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল মন্ত্র দ্বারা অহরহঃ একবারও মহাদেবের স্নান করাইবে, আমি সেই সকল মন্ত্রের কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৬১—৬৯।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭।

অষ্টম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পবমান, [illegible], রুদ্র, নীলরুদ্র, শ্রীসূক্ত, রজনীসূক্ত, চমক, প্রণব, অথর্ব্বশীর্ষ, শান্তি, ভারুণ্ড, অরুণ, জ্যেষ্ঠ অথবা দেবব্রত নামক সাম, রথন্তর-সূক্ত, পুষ্পসূক্ত, পুরুষসূক্ত, অথবা পঞ্চাক্ষর মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্র, বেদোক্ত শিবলিঙ্গ-রহিত কিংবা নামমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সহস্র জলধারা বা একশত এক জলধারা ঢালিয়া শিবপূজা করিবে। তাহার পর শিবের উপর চন্দন পুষ্পাদি স্থাপন করিবে। পরে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক মুখবাসাদি প্রদান করিবে। তাহার পর স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল, অক্ষয়, সর্ব্বলোকের কারণ সর্ব্বলোকময়, ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র প্রভৃতি লোকের অগম্য। যোগিগণ যাঁহাকে বেদান্তেরও অগোচর বলে কীর্ত্তিত, আদি মধ্য-অন্তরহিত, সকল রোগীর ঔষধ শিবতত্ত্ব নামে বিখ্যাত শিবলিঙ্গেও অবস্থিত সেই পরম দেবকে ধূপ, দীপ, তাম্বুল দ্বারা প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক শিবের সমক্ষে পূজা এবং আরতি করিবে। ১—১০। নমস্কার, স্তব, অষ্ট নানাবিধ মন্ত্র দ্বারা স্তব, জপবিধি পূর্ব্বক নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পর অর্ঘ্য দান করিয়া পাদমূলে পুষ্প প্রক্ষেপ করিবে। তাহার পর প্রণাম করিয়া মনে মনে সেই সর্ব্বদেবেশ শিবের অর্চনা করিবে। পরে হস্তে পুষ্প গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঈশান মহেশ্বরের নিকট বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে ;—হে শঙ্কর! আমি, অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক অথবা জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক, আপনার যে পূজা করিয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া তাহা সফল করুন। এইরূপ পাঠ করিয়া সেই পুষ্প শিবের উপর নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর স্বস্ত্যয়ন করিয়া, নানাবিধ আশীর্ব্বচন-পাঠ করিবে। তদনন্তর শিবলিঙ্গের উপর মার্জ্জনা করিবে ; তাহার পর নমস্কার এবং পুনরাগমনের নিমিত্ত অপরাধ ক্ষমা করাইবে। তদনন্তর অদ্য ইত্যাদি বাক্যের উচ্চারণ করিয়া নমস্কার করিয়া সম্পূর্ণ ভক্তিসহকারে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিবে ;—আমার যেন জন্মে জন্মে শিবে ভক্তি হয়। শিবভক্তি ভিন্ন আর কিছুই শরণ নাই ; হে শিব! আপনি আমার আশ্রয় হউন। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সেই মহাদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পরম ভক্তিসহকারে বিশেষতঃ গানবাদ্য করিয়া পূজা করিবে। তাহার পর সপরিবারে নমস্কার করিয়া অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া, যাহাতে সুখ হয়, এইরূপ উৎসব কার্য্য করিবে। যে মনুষ্য শিবভক্তি-পরায়ণ হইয়া প্রত্যহ এইরূপ পূজা করে, তাহার পদে পদে সমুদয় সিদ্ধি লাভ হয়। জন্মাবধিকাল এই নিয়মে শিবপূজা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি এবং মনোভীষ্ট ফল লাভ হয়। আর সেই মঙ্গলদাতা পরমদেবতা শিব তাহার রোগ, দুঃখ, শোক, মনঃকষ্ট উদ্বেগ, কৌটিল্য বিষভয় ইত্যাদি যত প্রকার দুঃখ উপস্থিত থাকে, সে সকল সমূলে উন্মূলিত করেন। শিবের পূজা হইতে তাহার মঙ্গল উৎপন্ন হয় এবং শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার সদ্গুণ সকল প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ব্যাসের মুখে আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, এ স্থলে অবিকল তাহাই কীর্ত্তন করিলাম। ইহার পর আপনারা যে কথার বিষয় প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই পাপনাশিনী কথার যথাবিধি কীর্ত্তন করিব। ১১—২৩।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮।

নবম অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ, বেদব্যাসশিষ্য, অনঘ সূত ! তুমি উত্তম বলিয়াছ ; এক্ষণে ত্রিপুরত্রয় এবং ত্রিপুরবিনাশের কথা কীর্ত্তন কর । ত্রিপুরের স্বরূপ কীদৃশ, কোথায় বা স্থিত সেই দুষ্টের সৈন্য কিরূপ ছিল এবং মহাদেবের যুদ্ধস্থলের বিষয় কীর্ত্তন কর । তখন তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সূত পূর্ব্বাপর বলিলেন,—হে মহাত্মগণ আপনারা লোকের হিতকামনায় উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । ঐ কথা শুনিলে সকল লোকের দুঃখের হানি হইবে । সেই মহাত্মা এবং মায়াবীদিগেরও বিমোহনকারী তার নামক অসুরের পুত্র ত্রিপুর, নিখিল দেবগণকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত অজর আত্মা প্রতিপালন করত মধুর বন আশ্রয় করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিল । সে প্রবীণ অঙ্গুষ্ঠতলের উপর দৃষ্টি অর্পিত করিয়া ঊর্দ্ধবাহু ও একপদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিয়াছিল এবং কেবল পাদাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর করিয়া একশত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিল । সে একশত বৎসর কেবল জল পান করিয়া ও একশত বৎসর কেবল বায়ুপান করিয়া তপস্যা করিয়াছিল । সেই অসুর একশত বৎসর জলে দণ্ডায়মান হইয়া, একশত বৎসর স্থণ্ডিলে অবস্থান করিয়া, একশত বৎসর অগ্নিমধ্যে স্থিতিপূর্ব্বক, শতবৎসর অধোমুখ হইয়া এবং একশত বৎসর হাতের তলায় ভর দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া তপস্যা করিয়াছিল । হে মুনে ! তাহার পর সে একশত বৎসর বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধকায়, পরে অধোমুখ হইয়া তপস্যা করত একশত বৎসর অতীত করে । ১—১০ । যাহা ভাবিলেও দুঃখ হয় এইরূপ দুষ্কর তপস্যা অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাহার মস্তক হইতে মহা তেজ নির্গত হইয়াছিল । ঐ তেজঃ দ্বারা দেবগণ সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, আপনার ইন্দ্রপদের কখন অপকার উপস্থিত হয় ভয় করিয়াছিলেন । তখন দেবগণ অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন বুঝি অকালে জগতের সংহার করিবেন । কিন্তু তাঁহারা এইরূপ সংশয়যুক্ত হইয়া কোনরূপ নিশ্চয় করিতে সক্ষম হন নাই । ইতিমধ্যে দেবগণ পরস্পর ভাবিতে লাগিলেন যে, সেই অসুর, ব্রহ্মার উদ্দেশে অতি নিদারুণ তপস্যা করিতেছে । যদি ব্রহ্মা ইহার অভিমত দুষ্কর বর প্রদান না করেন, তাহা হইলে ইহার তপস্যা দ্বারা সর্ব্বলোকের নাশ হইবে, আর যদি একেবারেই ইহাকে বর প্রদান না করেন, তাহা হইলে ত সর্ব্ব প্রকারে দুঃখ উৎপন্ন হইবে এবং যদি বরদান করেন, তাহা হইলেও নিশ্চয়ই দুঃখ হইবে । অথচ যদি মনুষ্যের দুঃখ হরণের নিমিত্ত তাহাকে বরদান না করা যায়, তাহা হইলে এখনই সকল লোকের নাশ হইবে ; কিন্তু তাহাকে বরদান করিলে, শীঘ্র নাশ না হইয়া কিছু বিলম্বে নাশ হইবে । এই নিমিত্ত তাহাকে বর দেওয়া উচিত, সে বিষয়ে সংশয় নাই । দেবগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সকল বিষয় নিবেদন করিলেন । ১১—২০ । দেবকার্য্য সাধক ব্রহ্ম সমুদয় নিশ্চয় করিয়া হংসের উপর আরোহণ পূর্ব্বক তাহাকে বরদান করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিলেন । যে স্থানে তারকাসুর সুদারুণ তপস্যা করিতেছিল, ব্রহ্মা সেই স্থানে গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, তোমার অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর । তুমি যেরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছ, তোমাকে অদেয় কিছুই নাই । তখন সেই মহাসুর তারক, ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক অতি কঠিন বর প্রার্থনা করিল । দৈত্য বলিল, আপনি যখন প্রসন্ন হইয়া বরদানার্থ আগমন করিয়াছেন, তখন আর আমার অপ্রাপ্য কি হইবে ? হে দেবেশ পিতামহ ! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমাকে বরদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে যে দুইটী বর দিতে হইবে, তাহা শ্রবণ করুন । আপনার নির্ম্মিত লোকে কেহ যেন আমার তুল্য বলবান না হয় এবং শিববীর্য্য হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যখন সেনাপতি হইয়া আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিবেন, তখনই যেন আমার বিনাশ হয় । দেবগণ প্রেরিত লোক পিতামহ ব্রহ্মা, তারকাসুরের এই কথা শ্রবণান্তে তাহাকে তাদৃশ বর প্রদান করিয়া আপনার ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন, তদনন্তর দেবেরও শান্তি হইল । হে মহামুনে ! সেই দৈত্যও শুভবর লাভ করিয়া দারুণ তপস্যা হইতে বিরত হইল এবং শোণিতপুর নামক পুরে গমন করিল । ২১—৩০ । তখন চতুর্দ্দিক হইতে দৈত্যগণ মিলিত হইয়া তাহাকে বলিল, হে তারকাসুর ! তুমি এই ত্রিলোকের মধ্যে আমাদিগের রাজা হও । পূর্ব্বকালে সেই দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া তারকাসুর ত্রৈলোক্যাধীশ হইয়াছিল এবং পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল । সেই দুরাত্মা তারকাসুর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অন্যান্য জীবগণকে পীড়িত করিয়াছিল । দেবতা এবং যাহারা উহার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, এইরূপ অন্য দানব, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণ, ইহারা সকলে তাহা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিল, ঐ তারকাসুর তাহাদিগের নিকট হইতে রত্ন সকল গ্রহণ করিয়াছিল । ইন্দ্রাদি দিক্পালগণ নিজে নিজেই স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ বস্তু তাহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন । যথা,—ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব এবং স্বর্ণ রত্নময় দণ্ড তাহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন । কুবের তাহাকে গদা এবং নবটী নিধি দান করিয়াছিলেন । বরুণ শ্বেত অশ্ব এবং ঋষিগণ কামধেনু দান করিয়াছিলেন । যেখানে যেখানে যে কোন উত্তম বস্তু দেখিতে পাইয়াছিল, তারকাসুর তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল । হে মুনে ! সমুদ্রও

তাহাকে বর সকল দান করিয়াছিলেন। তাহার বাক্যে সূর্য্য তদনুরূপ তেজ প্রকাশ করিতেন, যাহাতে লোকের দুঃখ হইত না। তাহার বাক্যে সকল দিনই চন্দ্রের উদয় হইত এবং অনুকূল বায়ু সর্ব্বদা বহন করিত। সেই বলবান্ অসুর, দেবগণের হব্য এবং পিতৃগণের কব্য গ্রহণ করিয়াছিল। সমুদয় ত্রৈলোক্য তারকাসুরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছিল; সেই সকল দেবগণ সর্ব্বদা তাহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। ঋষিগণ, যক্ষগণ কিম্পুরুষগণ ইহারা সকলে যখন তাহার আজ্ঞা প্রতিপালনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন মনুষ্যদিগের ত কথাই নাই। হে মহামুনে! সেই তারকাসুর নিজের গৃহে যাবতীয় দেবোদ্যান ও তীর্থই আনয়ন করিয়াছিল; কিছুই বাকি রাখে নাই। এইরূপে অনেক বৎসর গত হইলে সেই পীড়িত দেবগণ মিলিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ৩১—৪০।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! তখন সেই দেবগণ জগতের প্রভু ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হইয়া নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে নম্রভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগকে বিষণ্ণ দেখিয়া বলিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ এবং তোমাদের দুঃখই বা কি? যদি আমার সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের দুঃখ মোচন করিব। হে মুনিগণ! ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া সেই অনুচর সহিত দেবগণ সমুদায় বাক্য সকল বলিয়াছিলেন। দেবগণ বলিলেন, আমাদের যে দুঃখ তাহা আপনার অবিদিত কিছুই নাই হে পরমেশ্বর! ঐ দুঃখ তারকাসুর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, আপনি উহার নাশ করুন, এইজন্য আমরা সকলে আগত হইয়াছি। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, সেই তারকাসুর যখন আমার নিকট হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে তখন আমি আর তাহার নাশ করিতে পারি না। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ঋষিগণ!* তোমাদিগকে উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। শিববীর্য্য হইতে উৎপন্ন পুত্র উহাকে বিনাশ করিবে। হে দেবগণ! সেই কার্য্য অতি দুর্লভ, এইরূপ নিরন্তর বিচার করত আমার একরূপ বুদ্ধি হইয়াছে, দেখ, যদি করিতে পার। মহাদেব এক্ষণে সর্ব্বদা হিমালয়ের সুরম্য শিখরদেশে তপস্যা করিতেছেন এবং নারদের বচনে পিতার অনুমতিক্রমে উমাদেবী সখীদ্বয়ের সহিত সেই স্থানে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, অতএব এই স্থানেই শিবের সহিত উমার সংযোগ হইতে পারে। যখন শিব সেই স্থানে উমাতে স্বীয় বীর্য্য বপন করিবেন, তখনই তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১—১১। যেমন জলরূপী মহাদেব ভিন্ন আমার বীর্য্য ধারণ করিতে অন্য কেহই সমর্থ হয় না; তদ্রূপ শিববীর্য্য ধারণ করিতে সেই দেবীশ্রেষ্ঠা শিবা ভিন্ন অন্য কোন নারী সমর্থ নহে; অতএব তোমরা সেই উপায় সংঘটন কর তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ হইবে। সেই সকল দেবগণ ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করণানন্তর পরস্পর বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রকে নিবেদন করিলেন,—হে মঘবন্! ব্রহ্মা যে উপায় বলিয়া দিয়াছেন, আপনি অবশ্য তাহার অনুষ্ঠান করিবেন এবং যে উপায়ে শিবের কামপ্রবৃত্তি হইতে পারে, তাহা আপনার কর্ত্তব্য। সেই সকল মুনিগণ এবং দেবগণ ইন্দ্রদেবকে যথারীতি ব্রহ্মার বাক্য সকল নিবেদন করিয়া তদনন্তর স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে ইন্দ্র কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই সেই প্রতাপশালী কন্দর্প রতির সহিত সেই স্থানে সমাগত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আপনার কি আবশ্যক হইয়াছে? আমাকে কি কারণে স্মরণ করিয়াছেন? হে দেবেশ! আমাকে যথার্থ আজ্ঞা করুন, আমি উহা সম্পাদন করিতেই আগত হইয়াছি। কন্দর্প ইন্দ্রকে এই কথা বলিয়া রতির সহিত নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১২—১৯। ইন্দ্রও মহাত্মা কন্দর্পের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তুমি ঠিক ঠিক অনুমান করিয়াছ, এইরূপে প্রশংসা করত তাঁহাকে বলিলেন,—হে মকরধ্বজ! তুমি উত্তম বিবেচনা করিয়াছ, তোমার সেরূপ কার্য্য উপস্থিত হউক না, তুমি যে তাহা করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। হে অনঙ্গ! সম্প্রতি তোমার যে কার্য্য উপস্থিত, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার যে কার্য্য, তাহা তোমারই কার্য্য। আমার অনেক মিত্র আছেন বটে, কিন্তু তোমার তুল্য কেহ নাই। আমার ভয়ের নিমিত্ত পরমেশ্বর পূর্ব্বকালে বজ্র নামে একটি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আর একটি অস্ত্র তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বজ্র হিংসাত্মক, তুমি অতি সুখকর। হে সখে! ঐ দুয়ের মধ্যে সকল বিষয়ে তুমিই শ্রেষ্ঠ। বজ্র কখন কখন নিষ্ফল হয়, কিন্তু তুমি কখন নিষ্ফল হও না। যেহেতু তুমি আমার হিতকর কার্য্য কর, অতএব তোমা অপেক্ষা আর কে প্রিয় আছে? এই নিমিত্ত তুমি মিত্রপ্রবর এবং তুমিই এই কার্য্য করিতে উপযুক্ত পাত্র। আমার অনেক দিন অবধি একটি অসাধ্য দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে; তোমা ভিন্ন আর কেহই ঐ দুঃখ দূর করিতে সমর্থ নয়। দেখ, দুর্ভিক্ষ সময়েই

---

* যদিও পূর্ব্বে কেবল দেবগণের ব্রহ্মার নিকট গমনের কথা আছে, কিন্তু ১৭ শ্লোকে ঋষিগণও সেই সঙ্গে ছিলেন, এইরূপ আভাস থাকায় এস্থলে সম্বোধন অসঙ্গত নয়।

মনুষ্যগণ ধাতুর পরীক্ষা করিতে পারে। এইরূপ, দুঃখ বীরের পরীক্ষা, আপৎকালে মিত্রের পরীক্ষা, অর্থক্ষয় কালে স্ত্রীদিগের এবং বিপত্তি কালে পুত্রের পরীক্ষা হয়। যেমন পরোক্ষে দেবের পরীক্ষা এবং সকল সময়ে সাধুর পরীক্ষা হয়, হে মিত্রবর! সেইরূপ অদ্য তোমারও পরীক্ষা হইবে ১০—২০। কেবল ইহা আমার একার কার্য্য নয়, ইহা নিখিল দেবগণের সুখাবহ কার্য্য। আমরা সমুদয় দেবগণ যাচ্ঞা করিতেছি, তুমি এই শুভকার্য্য অবশ্য করিবে। মকরধ্বজ ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মিতমুখে সপ্রণয়ে প্রেমপূর্ণ বাক্য বলিলেন। কাম বলিলেন, হে দেব! আপনি কি নিমিত্ত এরূপ বলিতেছেন? এই সংসারে আমাদের উভয়ের মধ্যে কিছুই ভেদ নাই। লোকে উপকারের নিমিত্ত প্রীতি করে, যদি কেবল কতকগুলি বাক্য বলে, তাহা হইলে বন্ধুত্ব বলিয়া জ্ঞান হয়। যে মুখে আনুগত্য করে, তাহা দ্বারা কি কার্য্য হইতে পারে? তথাপি হে মহারাজ! আমি কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ করুন। যদি আপনার কোন শত্রু মুনিমার্গ পাপ হইতে উৎকট করিয়া থাকে তাহা হইলে আমি তাহাকে সেই পদ হইতে পাতিত করিব। হে দেব সুরেশ! যদি দেব, দানব অথবা কোন মুনি আপনার পদ লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি অল্পকালের মধ্যেই স্ত্রীর কটাক্ষ দ্বারা তাহার সেই তপস্যা নষ্ট করিব। মনুষ্যের নিমিত্তে আমার কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা হয় না। আপনার বজ্র বা অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্র পড়িয়া থাকুক, হে প্রভো! আমি থাকিতে ঐ সকল অস্ত্রে প্রয়োজন কি? আমি অপর কাহাকেও গণনা করি না, মহাদেবেরও ধৈর্য্য চ্যুতি করাইতে পারি ২১—২৯। ইন্দ্র মদনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং বিচিত্র কর্ণসুখকর বাক্যের রচনা করিয়া কন্দর্পকে বলিলেন,—আমাদের মনের উচিত কার্য্য তুমি ব্যক্ত করিলে, অতএব হে কাম! তোমাকে যে জন্য স্মরণ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। তারক নামে মহাদৈত্য ব্রহ্মার নিকট হইতে উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া লোককে বাধিত করিতেছে এবং তাহা দ্বারা অনেক প্রকারে ধর্ম্ম সকল নষ্ট হইতেছে। হে প্রভাবশালিন কন্দর্প! সমুদয় দেবগণ ও অমলস্বভাব ঋষিগণ তাহা হইতে অতিশয় দুঃখ পাইতেছেন এবং তাহার নিকট দেবগণের অস্ত্র সকল বিফল হইয়াছে। তাহার কখনই সাধারণ উপায়ে মৃত্যু হইবে না, কারণ মহাদেবের বীর্য্য হইতেই সেই দুরাত্মার মরণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই দেবগণের পরম সুখকর কার্য্য তোমা কর্ত্তৃকই সাধিত হইবে এবং এই সংসারে উহা আমারও হিতকর; অতএব তুমি উহা সম্পাদন কর। মহাদেব এক্ষণে হিমালয়ে পরম তপস্যায় অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং তাঁহার নিকটে পিতার আজ্ঞায় পার্ব্বতী সখী সমভিব্যাহারে সেবার নিমিত্ত অবস্থান করিতেছেন, হে মহাবাহু কন্দর্প! আমি এই কথা শুনিয়াছি। অতএব সেই পার্ব্বতীর উপর পরমাত্মা মহাদেবের কামপ্রবৃত্তি যাহাতে উৎপন্ন হয়, হে কাম! তুমি নিশ্চয় সেইরূপ কার্য্য করিবে। এই কার্য্য নিষ্পাদন করিতে পারিলে তুমিও যশস্বী হইবে এবং আমাদেরও দুঃখ দূর হইবে। তোমার প্রভাবে যে লোকের স্বাস্থ্য হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মদনের মুখপদ্ম প্রফুল্ল হইল এবং সেই প্রভু ইন্দ্রকে হিতসূচক বাক্য বলিলেন,—আমি নিশ্চয়ই সেই দেবদেব মহাদেবের হৃদয় প্রেমে আর্দ্র করিব। ৩০—৪৯। মদন ইন্দ্রকে এই কথা বলিয়া ওঁ বলিয়া অবনতমস্তকে ইন্দ্রের বাক্য গ্রহণ করিয়া, যে স্থানে মহাদেব স্বয়ং সেই পরম তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই স্থানে রতি এবং বসন্তের সহিত উপস্থিত হইলেন। বসন্ত সেই স্থানে প্রথমে আপনার ধর্ম্ম প্রকাশ করিল। বসন্তের ধর্ম্ম সকল সেই বনে প্রকাশিত হইলে, বন সকল পুষ্পিত হইল এবং সেই বনে পলাশ, সহকার, অশোক ও বকুল বৃক্ষসকল পুষ্পময় হইল এবং তাহাতে ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে লাগিল, হে মহামুনে! সেই বনে তিলপুষ্প সকল প্রফুল্ল হইল। কোন কোন বৃক্ষে কোকিলগণ কুহু রব করিতে লাগিল এবং কোন কোন বৃক্ষে ভ্রমরগণ নানাবিধ শব্দ করিতে লাগিল। সেই সময় চন্দ্রের কিরণ অতিশয় নির্ম্মল হইল এবং দূতীর ন্যায় মানী জনকে কন্দর্পের আজ্ঞাধীন করিয়া প্রিয়ার নিকট পাঠাইতে লাগিল। বিরহিগণের সুখসেব্য বায়ু মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল এবং উহা সেই বনবাসী মুনিদিগের পক্ষে অতিশয় দুঃসহ হইয়া উঠিল। অধিক কি সেইকালে অচেতন সচেতন সকলেরই কামপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইল। সেই দেবশ্রেষ্ঠ দুঃখহর মহাদেব বসন্তের আকালিকী প্রবৃত্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে দৃঢ়তার সহিত সেই পরম দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বসন্ত সেই বন অধিকার করিলে কন্দর্প রতির সহিত মিলিত হইয়া এবং চূতবাণ আকর্ষণ করিয়া সেই দেবদেবের বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিল। এ সংসারে এমন কে আছে, যে, রতির সহিত কন্দর্পকে অবলোকন করিয়া বিমোহিত না হয়? ৫১—৬০। এই সময় দেবী পার্ব্বতী পুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া যেখানে স্বয়ং মহেশ্বর বিরাজ করিতেছিলেন, সেই স্থানে সখীদ্বয়ের সহিত নানাবিধ পুষ্প লইয়া শিবপূজার্থ গমন করিলেন। পৃথিবীতে যত প্রকার উত্তম উত্তম সৌন্দর্য্য আছে, তৎসমুদয় মিলিত হইয়া নিশ্চয় পার্ব্বতীতে অবস্থান করিতেছিল, আবার সেই সৌন্দর্য্যের উপর ঋতুকালীন পুষ্প সমূহে বিভূষিত হওয়ায় তাঁহার যে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল,

তাহা শত বৎসরেও বর্ণনীয় নহে। যখন সেই পর্ব্বত-সুতা দেবী শিবের সমীপে উপস্থিত হইলেন, তখনই কন্দর্প ভূতগণাদির কামপ্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত ধনুক আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ধনুক প্রথমে হস্ত হইতে পার্শ্বে খসিয়া পড়িল। এই অবসরে সেই উৎপলাক্ষী পার্ব্বতী সেই স্থানে গমন করিয়া স্বয়ং মহাদেবকে দর্শন করিলেন। পার্ব্বতী প্রণাম পূর্ব্বক পূজা করিয়া তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইলে প্রভু মহাদেব সেই সুন্দর অবয়বশোভা গিরীকে দর্শন করিলেন। তখন শিব তাঁহার অবয়বের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন, যথা,—এ কি মুখ, না শশাঙ্ক? এ কি নেত্র, না উৎপল? ইহার ভ্রূযুগল কন্দর্পের ধনুকদ্বয়। ইহার অধর পক্ববিম্বতুল্য এবং নাসিকা শুকপক্ষীর চঞ্চু সম। ইহার আলাপ কি কোকিলের স্বর এবং মধ্য কি সাক্ষাৎ বেদী। ইহার গতি বা রূপের বিষয় কিরূপে কেমন করিয়া বর্ণন করিব। ৬১—৭০। ইহার পুষ্প এবং বস্ত্রের বিষয়ই বা সংক্ষেপে কি বর্ণনা করিব? এই সংসারে যত প্রকার লাবণ্য উৎসন্ন যেন একত্র করিয়া ইহার শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ বর্ণনা করিয়া, তিনি হৃষ্ট, মুগ্ধ ও বিবশ হইলেন। তাহার পর তিনি যেমন পার্ব্বতীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিবার নিমিত্ত হস্ত বাড়াইলেন, অমনি পার্ব্বতী একটু দূরে সরিয়া গেলেন। সেই সুন্দরী পার্ব্বতী স্ত্রীস্বভাব প্রযুক্ত যদিও লজ্জিত হইলেন এবং অঙ্গ বাঁকা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করত মহাদেবের দিকে বারংবার দেখিতে লাগিলেন। তখন শম্ভু পার্ব্বতীকে আপনার অভিলাষানুরূপিণী দেখিয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন এবং ইহার আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করিব কি, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি পুনর্ব্বার ভাবিলেন, আমি কি মোহ প্রাপ্ত হইয়াছি? আমি ঈশ্বর হইয়াও যদি যদৃচ্ছাক্রমে আনন্দসহকারে পরস্ত্রী স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তবে ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা কি অন্যায় কার্য্য না করিবে? এইরূপ বিবেক লাভ করিয়া, তিনি দৃঢ়রূপে পর্য্যঙ্ক-বন্ধন (আসন বিশেষ) রচনা করিলেন। এ সংসারে ঈশ্বরের কি পতন আছে? ৭১—৭৫।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত! তাহার পর কি হইয়াছিল, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই পাপনাশিনী কথার কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! তদনন্তর যাহা হইয়াছিল, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন। মহাদেব ধৈর্য্যস্খলন দেখিয়া চিন্তা-তৎপর হইলেন। অবশ্যই এ বিষয়ে কোন কারণ উৎপন্ন হইয়াছে, কেননা, কারণ ব্যতীত ইহা সম্ভবিত হইতে পারে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া, মহাদেব চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। তিনি দেখিলেন, বামভাগে মদন বাণ আকর্ষণ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধসংযুক্ত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! আমি এইরূপ ঈশ্বর হইয়াও দুরাশয় মদন কর্তৃক পরিভূত হইলাম না। সদাশিব এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন। তখন তাঁহার ললাটস্থিত তৃতীয় চক্ষু হইতে জ্বলন্ত অগ্নি নির্গত হইল এবং ঐ অগ্নি তৎক্ষণাৎ মদনকে ভস্মসাৎ করিল। "হে প্রভো! আপনি ক্ষমা করুন" দেবগণ এইরূপ বলিতে না বলিতে মকরধ্বজ কন্দর্প পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সেই মহাবীর্য্য কন্দর্প নিহত হইলে দেবগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। শিবও তৎক্ষণাৎ সেই আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্তর চলিয়া গেলেন। এদিকে গিরিরাজপুত্রী পার্ব্বতীও সখীগণের সহিত ক্ষুব্ধ আবেশে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! রতি সেই সময় ক্ষণকালের জন্য মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, এইহেতু প্রথমে ভর্ত্তৃনাশ জন্য দুঃখ অনুভব করিতে পারে নাই। ১—১০। তাহার পর চৈতন্য লাভ করিয়া দুঃখাকুলা রতি এরূপ করুণস্বরে বিলাপ করিয়াছিল যে, তাহাতে নিখিল বন শোকাকুল হইয়াছিল। মৃগগণ তৃণ ত্যাগ করিল, বৃক্ষগণ পবন-হিল্লোলের কম্পন ত্যাগ করিল, আর ভ্রমরেরা গুঞ্জন এবং ময়ূরেরা নর্ত্তন ত্যাগ করিল, হে বিপ্রগণ! পক্ষী সকল তৎকালে বাচংযম ঋষির ন্যায় মূকত্ব অবলম্বন করিল এবং বায়ুগণ মৃদুচলন পরিত্যাগ করিয়া দশদিকে আর প্রবাহিত হইল না। রতি রোদন করিতে লাগিলেন, আমি কি করিব, কোথায় যাইব! আমার স্বামীকে ঢাকিয়া দেবগণ আজ কি করিলে! হায় প্রিয়! তুমি কোথায়? রতি হস্তপদ আছাড়িয়া কেশ উপড়াইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমার কর্ম্মবশে বিধাতা আমাদের সদৃশ স্ত্রীপুরুষের যোগ সহ্য করিতে পারিলেন না। এই সংসারে সুখদাতাও কেহ নাই, দুঃখদাতাও কেহ নাই, সকলেই আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে; অতএব আমি কেন বৃথা দেবগণের উপর অনুযোগ করিতেছি? তাহার সেই অতিবিলাপ শ্রবণ করিয়া দেবগণ শিবের নিকটে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, হে প্রভো! হে ভগবন্! আপনি আমাদের এই ভক্তবাক্য শ্রবণ করুন। হে লোকমঙ্গল-কারিন্! কামদেব কোনরূপ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য এরূপ কার্য্য করে নাই। দুষ্ট তারকাসুর কর্তৃক পীড়িত দেবগণই তাহা দ্বারা এইরূপ কার্য্য করাইয়াছেন, অন্যথা কন্দর্পের এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইত না। এখন রতি সতী একাকিনী অতিশয় দুঃখিতা হইয়া বিলাপ

করিতেছে। হে শঙ্কর! আপনি তাহার উপর সর্ব্বপ্রকারে প্রসন্ন হউন। ১১—২০। হে শঙ্কর! আর কেন আপনি দেবগণের সহিত এই সংসারের সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? সেই রতির তথাবিধ দুঃখ দেখিয়া দেবগণ অতিশয় কাতর হইয়াছেন, অতএব আপনি রতির শোক অপনোদন করুন। তখন দেবগণ বিবিধপ্রকার স্তব এবং প্রণাম করিয়া, লোকের মঙ্গলদাতা মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, হে নিখিল দেবগণ এবং ঋষিগণ! যাহা হইয়াছে তাহার অন্যথা হইবে না। পরে যে পর্য্যন্ত রুক্মিণীপতি কৃষ্ণ স্বয়ং দ্বারকা নগরে অবস্থান করিয়া পুত্র উৎপাদন না করিবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কন্দর্প অনঙ্গরূপে অবস্থান করিবে। তাহার পর কৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীর গর্ভে কন্দর্পকে উৎপাদন করিবেন এবং তখন তাহার নাম প্রদ্যুম্ন হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে দেবগণ! কন্দর্প জন্মগ্রহণ করিলে শম্বরাসুর তাহাকে হরণ করিবে এবং তাহাকে হরণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যস্থিত একটী নগরে গমন করিবে। সেই পর্য্যন্ত সেই নগরে রতি সুখে অবস্থান করুন। সেই স্থানে কামের সহিত মিলিত হইয়া শম্বরাসুরকে নিহত এবং তাহার সমুদয় বস্তু আত্মসাৎ করিয়া পুনর্ব্বার স্বনগরে গমন করিবেন। হে দেবগণ! আমি যাহা বলিলাম, সমুদয় সত্য জানিবে। মহাদেব এই কথা বলিয়া সেই স্তবকারী দেবগণের সম্মুখেই অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণ মহাদেবের বাক্যানুসারে সেই রোরুদ্যমানা রতির নিকটে গমন করিয়া সেই সমুদয় বাক্য তাহাকে বলিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন আর কামপত্নী রতিও যথানির্দিষ্ট নগরে গমন করিলেন এবং হে মুনিবরগণ! রতি সেই স্থানে মহাদেব কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ২১—৩১। দেবগণও দুঃখিত হইয়া, 'কিরূপে তারকাসুরের নাশ হইবে' এই বলিয়া পরস্পর হাহাকার করিতে লাগিলেন। এদিকে পর্ব্বতদুহিতা উমা পিতৃভবনে গমন করিয়া মাতার সহিত মিলিত হইয়া আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী হা হতাস্মি বলিয়া আপনার রূপের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তিনি কি শয়নে, কি পানে, কি ভোজনে, কি গমনে, আর কি সখীমধ্যে অবস্থানে, সকল কার্য্যেই আপনার রূপকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী মহাদেবের সেই চেষ্টা স্মরণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি কোন কাজে কিঞ্চিন্মাত্র সুখলাভ করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা মুখে শিব শিব বলিতে লাগিলেন। এই সময়ে নারদ ঋষি সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি পূজিত ও সুখাসীন হইয়া মহাদেবের প্রাপ্তি বিষয়ে পৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে দেবি! মহাদেব স্বয়ং কেবল তপস্যা দ্বারা লভ্য; তপস্যা ভিন্ন ব্রহ্মাদি দেবগণও তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন না। তপোবৃদ্ধ নারদ সেই পার্ব্বতীকে এইরূপ বলিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিলেন। ৩১—৩৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পার্ব্বতী নারদের বচন শুনিয়া, মহাদেবকে তপস্যা দ্বারা লভ্য বিবেচনা করিয়া তপস্যার নিমিত্ত মন স্থির করিলেন। তখন সেই বিনয়বতী পার্ব্বতী নিজমুখে বলিতে লজ্জিত হইয়া সখী দ্বারা মাতাপিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সখীগণ বলিল, হে হিমালয়! আমরা এক্ষণে আপনার পুত্রীর কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন তিনি এক্ষণে নিজের দেহ ও রূপের এবং আপনার কুলের সাফল্য করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সেই মহাদেব তপস্যারই আরাধ্য, অন্য উপায়ে তিনি বশীভূত হইবার নহেন, অতএব হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তপস্যার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করুন। গিরিরাজ হিমালয় এইরূপে পৃষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে সখীগণ! এ কথায় আমার রুচি হইতেছে, এক্ষণে যাহাতে মেনকার রুচি হয়, তাহা কর। যদি এই ঘটে, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা উত্তম কার্য্য আর কি আছে? ইহাতে আমার কুলের সাফল্য হইবে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। এ কথা যদি তাঁহার মনোনীত হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা শুভতর আর কি হইবে? হে মুনীশ্বরগণ! তখন সখীগণ পার্ব্বতীর পিতা কর্ত্তৃক উক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার মাতার নিকট গমন করিল। তাহারা তাঁহার মাতার নিকট গমন করিয়া বলিল, হে মাতঃ! আপনি স্বীয় কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। ১—৯। আপনার পুত্রী মহাদেবের নিমিত্ত পরম তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, পিতার আজ্ঞাও প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছেন। সেই সতী এইরূপে স্বীয় রূপের সাফল্য করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন। এক্ষণে যদি তাহাতে আপনার আজ্ঞা হয়, তবে তিনি তপস্যায় প্রবৃত্তা হন। মেনকা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বিমনা হইয়া আপনার পুত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, হে পুত্রি! তুমি কেন দুঃখিত হইয়াছ? পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলে বলিয়াই আমার গৃহে জন্মলাভ করিয়াছ; এখানে তোমার কিসের অভাব? তুমি তপস্যা করিতে কোথায় যাইবে? সকল দেবতাই আমার গৃহে আছেন এবং তোমার পিতার ভবনে সকল প্রকার তীর্থই অবস্থিত। অতএব তুমি এই স্থানে থাকিয়া তপস্যাচরণ কর, তাহাতে তোমার

নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ হইবে। তুমি সেই শিবের নিকটে গমন করিয়া কি ফললাভ করিলে? তাহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু বা লাভ করিবে? হে বৎসে! তোমার শরীর কোমল, তপস্যা অতি কঠিন; অতএব গৃহে থাকিয়া যাহা সুলভ হয় তাহাই কর। কন্যা এইরূপ নানা প্রকারে মাতাকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও মহাদেবের আরাধনা ব্যতীত অন্য কিছুতেই সুখলাভ করিলেন না। মাতা তাঁহার দুঃখ বুঝিতে পারিয়া তপস্যার জন্য আজ্ঞা করিলে, তিনি মাতা এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার শিবের আরাধনার্থ গমন করিলেন। তিনি নানাবিধ আভরণ এবং বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সখীদ্বয়ের সহিত তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। ১—১৯। তিনি বল্কল ধারণ ও সুশোভন মৌঞ্জী মেখলা বন্ধন করিলেন এবং হার ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট মৃগচর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। যেখানে ভবিষ্যতে গৌরীশিখর নামক উত্তম তীর্থ হইবে, হিমালয়ের সেই শৃঙ্গে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। সেই স্থানে অতি পবিত্র এবং ফলভরে অবনত সুন্দর বৃক্ষ সকল বিদ্যমান ছিল। তিনি সেই স্থানে গমন করিয়া ভূমির শুদ্ধি ও বেদিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক শরীরের চাঞ্চল্য বিশেষরূপে অবরোধন করিয়া মুনিদিগেরও দুষ্কর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি উষ্ণকালে প্রদীপ্ত অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত, বর্ষাকালে মৃত্তিকার উপর বাস করত ও শীতকালে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দুষ্কর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ তপশ্চরণের সময় কতকগুলি বৃক্ষও রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ ঐ সকল বৃক্ষে জলসেক করিতেন এবং অতিথিদিগেরও সমুচিত সৎকার করিতেন। বাত আতপ, শীত বৃষ্টি ও অন্য নানাবিধ দুঃখকে কিছুই গণনা করিতেন না। ফলতঃ তিনি, যাহা মুনিগণের দুষ্কর সেইরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন। ঋষিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে, তিনি কিরূপ তপস্যা করিতেছেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। সাধুগণ ধর্ম্মবৃদ্ধের নিকট গমন শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন, তাঁহারা বয়সের পরিমাণের উপর লক্ষ্য করেন না; কারণ পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা ধর্ম্মেরই সম্মান করিয়া থাকেন। সেই কঠোরশরীর ঋষিগণও তাঁহার তপস্যার বিষয় শ্রবণ এবং দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, অন্যে যে তপস্যা করে, তাহা কিছুই নয়। সিংহ, গো এবং অপর-ব্যাঘ্রাদি বৈরযুক্ত পরস্পর-বিরোধী জীব তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া নির্ব্বিরোধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রভাবেই তাহারা কেহ কাহাকে পীড়া দিত না। হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! সেখানে বৃক্ষ সকল ফলাঢ্য, নানাবিধ তৃণ এবং বিচিত্র পুষ্প সকল বিকসিত হইয়াছিল। অধিক কি, সেই বন তখন কৈলাসপুরীর তুল্য রমণীয় হওয়ায় তাঁহার তপস্যার সিদ্ধিস্বরূপ লক্ষিত হইত। ২০—৩০।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, এই সময়ে দেবগণ এবং নারদাদি ঋষিগণ পার্ব্বতীর সেই তপশ্চর্য্যা দেখিয়া, সেই তপস্তেজে দেহ পরিপূর্ণ করিয়া, যে স্থানে বৃষভধ্বজ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন এবং তথায় গমন করিয়া সেই দেবগণ নারদকে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। নারদ সেইস্থানে গমন করিয়া দেবগণকে আহ্বান করিলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, আপনি শম্ভু শঙ্কর এবং বিশেষতঃ দয়ালু বলিয়া বিখ্যাত। এদিকে পার্ব্বতী লোকমোহন নিরাকাঙ্ক্ষ তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন। এইরূপ তপস্যা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই, পরেও কেহ অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না, উহা দেবদানবের দুর্লভ। হে সদাশিব! আপনি আমাদিগের উপর প্রীত হইয়া ঐ তপস্যার ফল প্রদান করুন। নারদাদি ঋষিগণ এইরূপ বলিলে পর শম্ভু বলিলেন,—দেবগণও দুষ্কর তপস্যা করিয়া আমাকে দেখিতে পান না; তথাপি আমি সেই পর্ব্বতরাজ-দুহিতার তপস্যা দ্বারা প্রীত হইয়াছি। তোমাদিগের হিতকর তাঁহার বচন আমি অবশ্য প্রতিপালন করিব। ইহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না। অতএব তোমরা স্ব স্ব ভবনে গমন কর; আমি এ বিষয়ে আবদ্ধ হইয়াছি। আমি নিজেই তোমাদিগের প্রিয়-কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিব। দেবগণকে সেইরূপে আশ্বাস দিয়া শিব শীঘ্রই স্ববাক্য-প্রতিপালনে তৎপর হইলেন। তখন শঙ্কর দেবগণকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিয়া জটিল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া পার্ব্বতীর তপোবনে গমন করিলেন। ১—১০। শিবা পার্ব্বতীও তাঁহাকে আগত দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন এবং সেই বৃদ্ধকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করিলেন। তখন পার্ব্বতী,—ফল-পুষ্পাদি দ্বারা পূজিত, অত্যন্ত হর্ষসহকারে অবস্থিত, জরা-জর্জ্জরিত এবং সর্ব্বদা নিদ্রা দ্বারা আক্রান্ত সেই অতিথিকে কুশলপ্রশ্ন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? পার্ব্বতী কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া মহাদেব আপনার পরিচয় দান করিয়া ছলে আপনার স্বরূপ গোপন করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি দেবি! তোমার এ স্থানে জল ও ফলাদি সর্ব্বদা পরিপূর্ণ ত? তুমি স্বীয় শক্তি অনুসারে তপশ্চরণ করিতেছ ত? তুমি এই নবীন বয়সে যখন এতাদৃশ দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছ, তখন আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিব, তুমি এক্ষণে যথাযথ উত্তর দান করিবে। হে দেবি! তুমি যখন সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আমার পূজা করিয়াছ, তখন তোমার সহিত আমার মৈত্রী

উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমার নিকট যথার্থ ব্যক্ত কর। হে দেবি! অতঃপর আমি এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি কিরূপ বর কামনা করিতেছ? কারণ সকল প্রকার তপস্যার ফল তোমার আয়ত্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি মনোমত পতির কামনায় এইরূপ তপঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে এক্ষণে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও; কেননা, রত্ন কখন গ্রহীতার কামনা করে না, গ্রহীতা নিজেই রত্নকে খুঁজিয়া লয়। তুমি যখন নানাবিধ আভরণ পরিত্যাগ করিয়া চর্ম্মাদি ধারণ করিয়াছ, তখন তোমার এই অলৌকিক সৌন্দর্য্য সকল একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে। অতএব তুমি কারণ এক্ষণে বল, আমি শুনিয়া হর্ষ প্রাপ্ত হই। সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া তিনি সখীকে বলিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন এবং সেই সুব্রতা পার্ব্বতী সখীমুখ হইতে আপনার সমুদয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। ১১—২১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! পরে পার্ব্বতী ও মহাদেবের যেরূপ বৃত্তান্ত হইয়াছিল, আপনারা সেই পাপপ্রণাশিনী কথা শ্রবণ করুন। পার্ব্বতী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সখী সেই জটিলকে বলিল,—হে বিপ্র! যদি আপনার শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমার সখী ঐরাবত-সম্পন্ন ইন্দ্রাদি দেবগণকেও পরিত্যাগ করিয়া যাহার জন্য এই কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন। আমার এই সখী সম্প্রতি পিনাকপাণি মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইনি প্রথমে কতকগুলি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। হে প্রভো! দেখুন, সেই সকল বৃক্ষে ফল উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহার মনোরথের কোন ফল অঙ্কুরও দেখিতেছি না। মদনসংহারী মহাদেব রূপদ্বারা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের বশ নহেন, এই নিমিত্ত দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন। আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সখীর ইঙ্গিত সেই সমস্তই বলিলাম। তখন সেই জটিল সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—সখী এই যাহা বলিল, ইহা কি সত্য, না পরিহাস? হে দেবি! নিজ মুখে সত্য কথা কেন বলিতেছ না? ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে সখী আর কিছুই বলিল না। পার্ব্বতী দেবী নিজেই বলিলেন,—ইহা সম্পূর্ণ সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে। আমি মন ও বাক্য দ্বারা সেই শঙ্করকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। আমি উঁহাকে দুর্লভ বস্তু বলিয়া জানি, তিনি কিরূপে সহজে প্রাপ্য হইবেন? ১—১১। তথাপি আমি মনের ঐ স্পৃহা বশতঃ এক্ষণে এই নিদারুণ তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি। সেই ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী নীরবে অবস্থান করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি এক্ষণে গমন করি। এতক্ষণ অবধি আমার মনে বড় আশার উদয় হইয়াছিল যে দেবী কিরূপ দুর্লভ বস্তুর কামনা করিয়াছেন, তাহা জানিয়া ইহার তপস্যার সাধুবাদ দিয়া গমন করিব; হে সুন্দরি! এক্ষণে তোমার নিজ মুখে শুনিয়া সকলই সম্যক্‌রূপে অবগত হইলাম, (আর কেন?) আমি এখান হইতে চলিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর, আমি তোমাকে কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। তাহাতে মিত্রতা নিষ্ফল হয়, হউক; কারণ হে ভদ্রে! ভবিতব্যতা অনুসারেই লোকে কার্য্য করিয়া থাকে; সে বিষয়ে কিছুই বলা উচিত নয়। এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন পার্ব্বতী দেবী তাঁহাকে বলিলেন,—কেন আপনি গমন করিতেছেন? পার্ব্বতী এই কথা বলিলে, সেই জটাধারী সেই স্থানে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! আমি হিতপ্রযুক্ত যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহার পূর্ব্বে তুমি আমার সম্মান এবং ভক্তির পাত্র হইয়াছিলে; কিন্তু এক্ষণে আমার যে, যে কারণে বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এরূপ বৈপরীত্য তুমিই করিয়াছ। কেন,—তাহা শ্রবণ কর। তুমি সুবর্ণ ত্যাগ করিয়া, কাচ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ এবং চন্দন ত্যাগ করিয়া কর্দ্দম লেপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি হস্তী ত্যাগ করিয়া বলীবর্দ্দকে বন্ধন করিতে এবং গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়া, কূপোদক পান করিতে অভিলাষ করিয়াছ। তুমি সূর্য্যজ্যোতিঃ পরিহার করিয়া খদ্যোতের দ্যুতি গ্রহণ এবং চীনাংশুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক চর্ম্মাম্বর পরিধান করিতে রুচি করিয়াছ। ১২—২২। যেমন গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসে রুচি করা, হে দেবেশি! তুমিও সেইরূপ অযুক্ত কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ। সমুদয় দেবগণের সন্নিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক অসুরগণের সহবাস ইচ্ছা করা যেমন, তুমিও সেইরূপ অযুক্ত কার্য্যের আচরণ করিতেছ। কারণ তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া, মহাদেবের উপর যে অনুরক্ত হইয়াছ, ইহা লোকে যুক্তিযুক্ত কার্য্য নহে, বরং সম্প্রতি লোকবিরুদ্ধই হইয়াছে। হে পঙ্কজপলাশলোচনে! তুমি কোথায়, আর সেই তিনচোখ শিবই বা কোথায়? আরও দেখ, তুমি শশাঙ্কবদনা, আর সেই শিব পাঁচমুখো। তোমার কবরীর সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত, আর সেই শিবের মাথা কতকগুলা জটাজুটে পরিপূর্ণ তোমার অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত, আর শিবের অঙ্গ ভস্ম-প্রলেপিত। তোমার দিব্য দুকূলই বা কোথায়, আর মহাদেবের

সেই অদ্ভুত গজাজিনই বা কোথায়? হে শ্রীস্মিতভাষিণি! তোমার সেই অঙ্গদাদি দিব্য অঙ্গরাগই বা কোথায়, আর মহাদেবের সেই ভয়ঙ্কর সর্পগণই বা কোথায়? কোথায় তোমার অঙ্গীয় সেই সমুজ্জ্বল বেশভূষা আর কোথায় বা সেই মহাদেবের পরিধেয় কৃত্তিবাস? কোথায় তোমার পিতৃগৃহে সুগন্ধের গন্ধ, আর কোথায়ই বা মহাদেবের সেই ডমরু? কোথায় তোমাদিগের গৃহে দুন্দুভিসমূহ, আর কোথায়ই বা মহাদেবের সেই অশুভ শিঙ্গার রব? কোথায় তোমাদের গৃহে পটহাদি প্রচুর বাদ্যের নিনাদ, আর কোথায়ই বা মহাদেবের গালবাদ্য? অতএব তোমার এবং শিবের সংযোগ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। ২২—৩১। মহাদেবের শরীর বিকলাঙ্গ এবং তাঁহার জন্মের বিষয় কোন কালে কিছু জানা যায় না। আর যদি তাঁহার কিছু ধন থাকিত, তবে সে দিগম্বর হইয়া বেড়াইবে কেন? বরের যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটিও শিবের নাই। তাহার বাহন বলীবর্দ্দ এবং বসন চর্ম্ম। যদি সেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে বসন ত্যাগ করিবে কেন? শিবচরিত তাহার স্বভাব এবং ক্রিয়া বিষে পরিপূর্ণ। লোকে তাহার এরূপ জনরব যে, সে সর্ব্বত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করে। তাহার জাতির স্থিরতা নাই এবং কোনরূপ বিদ্যা, জ্ঞান বা দেশ চরিত্র নাই। সে সর্ব্বদা একাকী থাকে আর তাহার বৈরাগ্যও উৎকট, অতএব তুমি শিবের সহিত মনের যোগ করিও না। কোথায় তোমার হার, আর মহাদেবের সেই মুণ্ডমালাই বা কোথায়? তোমার এবং শিবের রূপ সর্ব্বপ্রকারে বিরোধী। হে দেবি! তোমার কার্য্য আমার ভাল লাগিতেছে না, তোমার যাহা ইচ্ছা, কর। আমি সেই দেবকে বিশেষ জানি, তাহার কেবল শ্মশানে বাস করিতে ইচ্ছা। যে সকল অসৎ মদ্যসেবী তাহারাই সেবা করে। অতএব তাহা হইতে মন নিবৃত্ত কর, নতুবা আমার সমীপ হইতে গমন কর। এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী ক্রোধযুক্ত হইলেন এবং ক্রোধের সহিত সেই শিবনিন্দাকারী ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, তুমি বুঝি আর কোন পুরুষের কথা বলিতেছ; কিন্তু এক্ষণে সকল জ্ঞাত হইয়া বুঝিলাম, তুমি শিবের বিষয় কিছুই জান না ৩২—৪১। আমি ক্রমে তোমার সকল কথার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যে বলিয়াছ, আমি সেই দেবকে জানি এ কথা মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অথবা শিবকে তুমি যেরূপ জান, সেইরূপ বলিতেছ। যেমন বহুরূপী যুবা পুরুষও বৃদ্ধরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, বোধ হয়, তুমিও কোন বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী স্বরূপে আগমন করিয়াছ। যাহা হউক, মহাদেবের স্বরূপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। বস্তুতঃ তিনি নির্গুণ, কারণবশতঃ তিনি সগুণ হইয়া থাকেন। অতএব সেই সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়াত্মক মহাদেবের জাতি কিরূপে হইতে পারে? সেই সদাশিব সকল বিদ্যার অধিষ্ঠান; তিনি পূর্ব্বে নিজের উচ্ছ্বাসস্বরূপ বেদ সকল বিষ্ণুকে দান করিয়াছিলেন। সেই পরিপূর্ণ পরমাত্মার বিদ্যার আবার প্রয়োজন কি? তিনি সকলের আদি; তাঁহার বয়সের পরিমাণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? প্রকৃতি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব তাঁহার শক্তির কথন অন্বেষণে প্রয়োজন কি? যে সেই নিত্য মহাদেবের ভজনা করে, তাহার সর্ব্বদা শক্তিত্রয়ের বিকাশ হয়। তাঁহার সেবা করিয়া মনুষ্য নিশ্চয় মৃত্যুকে জয় করে, এই নিমিত্ত এই জগতীতলে তিনি মৃত্যুঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার পূজাপ্রভাবে মনুষ্যের আরোগ্যলাভ হয়, যে সুস্থ হয়। তাঁহার আবার আরোগ্যের কথা কি? তাঁহার অনুগ্রহেই দেবগণের দেবত্ব হইয়াছে। সেই শিবের সর্ব্বার্থ ইন্দ্র সতত গমন করিয়া থাকেন, সেই সময়ে ভূতই হউক বা পিশাচই হউক, শিবের যে দ্বারপাল থাকে, তাহাদের দণ্ড দ্বারা ইন্দ্রের মুকুট খণ্ড খণ্ড হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। ৪২—৫২। তাঁহার বিষয় অধিক আর কি বলিব? তিনি স্বয়ংই সর্ব্বদা প্রভু। তিনি কল্যাণরূপী; তাঁহার সেবার কত ফল, তাহা শ্রবণ কর। তাঁহার সেবায় কিছুরই ন্যূনতা থাকে না; সেই সদাশিব আমাকে তাঁহার সেবিকা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি সাত জন্মের দরিদ্রও সেই শঙ্করের সেবা করে, তবে এই সংসারে তাহার এইরূপ স্থির এবং দুর্লভ লক্ষ্মী লাভ হয় যে যাহার সম্মুখে প্রত্যহ আট প্রকার সিদ্ধি লজ্জায় অধোমুখ হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। মহাদেবের নিকট বিত্ত আবার দুর্লভ কোথায়? যদি বল, শঙ্কর সর্ব্বদা অমঙ্গল বস্তুর সেবা করেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম স্মরণে মঙ্গল সকল উৎপন্ন হয়। 'শিব' এই মঙ্গলময় নাম নিরন্তর যাহার মুখে বিরাজ করে, তাহারই দর্শনে অপর বস্তু সকল নিত্য পবিত্র হয়। তুমি যে চিতার ভস্ম অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ উহা যদি অপবিত্র হইত, তবে দেবগণ তাঁহার নৃত্যাবসানে পতিত ভস্ম মস্তকে ধারণ করেন কেন? যিনি জগতের আদি এবং জগতের ঈশ্বর ও সংহার কর্ত্তা, তিনি কিরূপে জ্ঞেয় হইবেন? পরমাত্মা পরব্রহ্ম শিবের স্বরূপ অজ্ঞেয়; তোমাদিগের ন্যায় স্থূলদর্শী অজ্ঞ ব্যক্তিরা কিরূপে তাঁহার তত্ত্ব জানিবে? দুরাচারী, পাপী এবং বেদ বহিষ্কৃত ব্যক্তিরা সেই নির্গুণ শিবের তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হয় না। ৫৩—৬১। যে মনুষ্য তত্ত্ব না জানিয়া শিবের নিন্দা করে, তাহার আজন্মসঞ্চিত পুণ্য ভস্মীভূত হয়। তুমি সেই অমিত-তেজা মহাদেবের নিন্দা করিতেছ, অতএব তোমার পূজা করিয়া আমি পাপভাগিনী হইলাম। শিবনিন্দককে দেখিয়া পরিধান-বস্ত্রের সহিত স্নানের আচরণ করিতে হয়। অরে দুষ্ট! তুমি বলিতেছ, আমি মহাদেবকে জানি; কিন্তু আমার

বিবেচনায় তুমি নিশ্চয় সেই সনাতন শিবকে জান না। শিব যেরূপই হউন না কেন, তিনি আমার সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্টতম। এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন। দেবী পার্ব্বতী সখীকে বলিলেন, এই দ্বিজাধমকে নিবারণ কর; নতুবা এ মন্দমতি শিবের আবার নিন্দা করিবে। শিবের নিন্দাকারী যে কেবল পাপভাগী হয়, এরূপ নহে, যে সেই নিন্দা শ্রবণ করে, সেও পাপভাগী হয়। এই দুষ্ট পুনর্ব্বার শিবের নিন্দা করিবে বোধ হইতেছে, অতএব এস, আমরাই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করি। এই বলিয়া পার্ব্বতী যেমন গমনের নিমিত্ত পা উঠাইলেন, অমনই সেই ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ শিবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া [illegible] অবলম্বন করিলেন। [illegible]। পার্ব্বতী এতদিন ধ্যানে যে মূর্ত্তির ধ্যান করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ সেই মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক শঙ্কর তাঁহাকে দর্শন দিয়া, লজ্জাবনত অধোমুখী পার্ব্বতীকে বলিলেন, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? আমি কিন্তু তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। অদ্য প্রভৃতি তপস্যা, সৌন্দর্য্য এবং সৌজন্য দ্বারা আমি তোমার ক্রীতদাস হইলাম, তোমা ব্যতীত এক ক্ষণও যুগের ন্যায় বোধ হয়। তুমি লজ্জা পরিত্যাগ কর, এস, আমরা গৃহে গমন করি। মহেশ এই কথা বলিলে পার্ব্বতী [illegible] ত্যাগ করিলেন। তপস্যা [illegible] মহৎ দুঃখ হইয়াছিল, ফল প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহা আর শ্রম বলিয়া বোধ হইল না, [illegible] প্রাপ্ত হইল। [illegible]।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। [illegible]।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ [illegible]! তদনন্তর যাহা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই পাপনাশিনী মঙ্গলময় কথার কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন,—হে মুনিগণ! আপনারা সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন, আমি ভক্তিচিত্তে সেই কথার কীর্ত্তন করিতেছি। পার্ব্বতী দেবী পরমাত্মা হরের বাক্য শুনিয়া ব্রীড়িতা হইয়া পুরাতন বাক্য স্মরণ করত সেই স্থানে স্থিরভাবে অবস্থিত শিবকে, সখীর মুখ দিয়া বলিলেন;—"হে দেবি! এস, গৃহে গমন করি; আর বিলম্ব করিতেছ কেন" শিব এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় পার্ব্বতীর বচনানুসারে সখী তাঁহাকে বলিল;—হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, যদি কৃপা করিবার মানস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার উপর কৃপা করিয়া আপনি এইরূপ করুন,—আমি এক্ষণে আপনার আজ্ঞা ক্রমে পিতৃগৃহে গমন করিতেছি। প্রসিদ্ধ পুরুষেরা যে রীতিতে কন্যা বিবাহ করিয়া থাকেন, আপনিও লোকে সুকীর্ত্তি ঘোষিত করিয়া সেইরূপ রীতিতে বিবাহ করিবেন; তাহাতে আমার পিতার গৃহ ও আত্মীয়াদি সফল হইবে। বিবাহের যেরূপ রীতি আছে, তদনুসারে আপনার কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে হিমবান্, নিজপুত্রী আমার লব্ধবরা হইয়াছে বলিয়া জানিবেন। শিব এই কথা শ্রবণ করিয়া শিবাকে বলিলেন,—তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তাহাই হউক ১—১০। শম্ভু এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন এবং কাশীক্ষেত্রে গমন করিয়া বিবাহাদির অনেক বিবেচনার পর সপ্তর্ষিকে স্মরণ করিলেন। সখী ও পার্ব্বতীও এইরূপে স্বীয় রূপের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া, [illegible] প্রভুর গৃহে গমন করিলেন। তখন তাঁহার পিতামাতা, নানাপ্রকার সঙ্গীত এবং অপরাপর সম্বন্ধিগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহার জয় উচ্চারণ করিয়া দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—তুমি নিজ কুলের মঙ্গল করিয়াছ এবং আমাদের সকলকে পবিত্র করিয়াছ। পরে তাঁহারা সেই শিবাকে চন্দন এবং উত্তম পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বর্দ্ধমান-পুরের গৃহে প্রবেশ করাইলেন। হিমবান্ তখন নারদকে সাধু সাধু বলিয়া স্তব করত স্বীয় আত্মাকে সফল এবং কুলপুত্র হইতে এক দশ কন্যাও শ্রেষ্ঠ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। এদিকে সপ্তর্ষিগণও শম্ভু কর্ত্তৃক স্মৃত হইবামাত্র দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সেই স্থানে শীঘ্র উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে স্বর্ণ-বস্ত্রধারী, বিচিত্র মুক্তাফল ও শ্রেষ্ঠ রত্নে ভূষিত, [illegible] ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন। সাক্ষাৎ সিদ্ধিরূপা অরুন্ধতীও ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। শম্ভু সেই সূর্য্যসঙ্কাশ ঋষিগণকে দেখিয়া লজ্জা ত্যাগ করিলেন। ১১—১৩। সেই তপস্বী ঋষিশ্রেষ্ঠ সপ্তর্ষিগণ মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—নির্গুণ প্রভু অগম্যরূপ মহাদেব সত্য সত্যই কি আমাদের নয়নগোচর হইয়াছেন? অথবা স্বীয় সত্তার প্রমাণ হেতুকই তিনি এইরূপ নয়নগোচর হইয়াছেন; নতুবা আমরা কোথায়, আর সেই শিবের রূপ ও দর্শনই বা কোথায়? এইরূপ বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহারা নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে, সেই লোকের চিত্তকলাপহারী মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন,—হে অমিততেজঃ কপর্দ্দিন্ পঞ্চবক্ত্র শিব! আপনাকে নমস্কার। আপনি হিরণ্যবাহু, শিতিকণ্ঠ এবং ব্যাপক ও ব্যাপ্য এই উভয়াত্মক; আপনাকে নমস্কার।

আপনি শিব, সুন্দর স্বরূপ, সংসারের সাক্ষাৎ শিব এবং সর্ব্বদর্শী, আপনাকে নমস্কার। এইরূপ স্তব করত সেই ঋষিগণ পরমাত্মা শিবকে পুনর্ব্বার বলিলেন,—হে মহাপ্রভো! সদা সুপ্রসন্নকারিন্ মহাদেব! আমাদের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব। আমরা পূর্ব্বে পুনঃপুন বিবিধ প্রকার তপস্যা করিয়াছিলাম, [illegible] বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলাম, অতিথি সৎকার ও দান করিয়াছিলাম, নানা বিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং বিবিধ তপস্যা, [illegible] তীর্থভ্রমণ ও [illegible] পুণ্য [illegible] করিয়াছিলাম, সেই সকল [illegible] আপনার [illegible] হইয়াছে। যে ব্যক্তি আপনাকে চিত্তে কল্পনা করে সে নিশ্চয়ই কৃতকৃত্য হয়।—৩০। হে সদাশিব! আপনি [illegible] আমাদের যে দর্শন প্রদান [illegible] আর কি বলিব? [illegible] হইয়াছি। আপনি মনোরথ পথেরও দুর্লভ, আমরা বা কোথায় আছি! যেরূপ বামনের উচ্চফল-প্রাপ্তি, অন্ধের সুন্দর চক্ষুদ্বয়ের উন্মীলন, [illegible] এবং [illegible] পুত্রলাভ [illegible]। আমাদের পক্ষে [illegible] সেইরূপ [illegible] আপনার জন্য এতেই আজ হইলে [illegible] ত্রিভুবনে মধ্যে, ধন্য এবং [illegible] করিলাম, অধিক আর কি বলিব, [illegible]। আপনি সকল [illegible], অপরের [illegible] হইয়া থাকে, হে দেব! [illegible] কার্য্য করিতে এই [illegible] আদেশ করুন। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, ঋষিগণ সকলেই পূজ্য, হে বিপ্রগণ! আমি তোমাদের [illegible] করিয়াছি। আমার যে কেবল পরোপকারার্থ [illegible], তাহা তোমরা [illegible] তারকাসুর দেবতাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ দিতেছে, হে মহর্ষিগণ! আমি কি করিব? ব্রহ্মা তাহাকে দুষ্প্রাপ্য বর প্রদান করিয়াছেন। হে সপ্তর্ষিগণ! আমার মূর্ত্তি অষ্ট এবং তিন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল প্রকার মূর্ত্তিই পরের উপকারের জন্য, নিজের কোন প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত নহে। অতএব আমি পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি।৩১—৪০। কেবল ইহা করিয়াছি, এমন নহে, সেই পার্ব্বতীও কঠিনতর দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার হিতের নিমিত্ত তাঁহার অভীষ্ট এই বিবাহরূপ বর প্রদান করিয়াছি। অতএব তোমরা নিশ্চয় হিমাচল গৃহে গমন কর। হে সত্তমগণ! সেই স্থানে গমন করিয়া, 'সেই হিমালয়ের পুত্রীকে আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি' ইহা সেই হিমালয় এবং তাঁহার পত্নীর নিকট এইরূপ ভাবে বলিবে, যাহাতে উভয়পক্ষের কার্য্যসিদ্ধি হয়। হিমালয়-গৃহে পার্ব্বতী নামী কন্যা অতি পবিত্রা। তাহার নিমিত্ত তোমরা সেই স্থানে গমন করিয়া হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিবে। ইহা যে দেবগণের হিতকর কার্য্য, ইহা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে। তোমরা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে কোন সংশয় থাকিবে না। তোমাদিগকে অধিক আর কি বলিব, তোমরা সকলেই কৃতার্থ। সেই অমলাত্মা মুনিগণ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত কৃতার্থ হইয়া আনন্দলাভ করিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন—আমরা সম্পূর্ণ কৃতকৃত্য হইলাম। যিনি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর আরাধ্য, সকল অর্থের সাধক সেই মহাদেব আমাদিগকে লোকের উপকারার্থ প্রেরণ করিতেছেন। এই মহাদেব জগতের স্বামী আর সেই উমা জগতের জননী, এই দুই দম্পতির মঙ্গল বৃদ্ধি পাউক। সেই দিব্য ঋষিগণ সদাশিব মহাদেবকে নমস্কার করিয়া আকাশমার্গে হিমালয়ের রাজধানীতে গমন করিলেন।৪১—৫০। তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে শিব কর্ত্তৃক এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া এই স্থানে আগমন করায় আমাদের কত পুণ্য প্রকাশ হইল। তখন ঋষিগণ সেই দিব্য হিমালয় নগর দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! ইহা কি? স্বর্গস্থিত অমর, [illegible] এবং অমরাবতীর [illegible] শোভা, [illegible]। এখানে যে সকল নানাবিধ [illegible] ও [illegible] এবং অন্যান্য সকল মণি [illegible]। [illegible] কত সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত মণি রহিয়াছে এবং প্রত্যেক গৃহে স্বর্গজাত বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। প্রত্যেক গৃহেই অপূর্ব্ব শোভাবিশিষ্ট [illegible] সকল [illegible] বিমান [illegible] শোভিত হইয়াছে। [illegible] সকল বস্ত্র, [illegible] ও তোরণ [illegible] বিচিত্র। নানাবিধ জলাশয় এবং নানা প্রকার দীর্ঘিকা বিরাজমান। উদ্যানগুলি অতি বিচিত্র ও পুষ্প পরিপূর্ণ এবং এখানে অসংখ্য কলকণ্ঠ পক্ষী অবস্থিত। এখানকার মনুষ্য সকল দেবতাসদৃশ এবং স্ত্রীগণ অপ্সরা তুল্য, তাহারা পরস্পরে বিভিন্ন স্বরূপ, তাহাদের রূপের কথা আর কি বলিব। হে ঋষীশ্বরগণ! এই নগরের মহিমার কথা আর কি বলিব। যে সকল ব্যক্তিরা হিমালয়ের নগর পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গকামনায় পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের পরিশ্রম বৃথা; কারণ যে পর্য্যন্ত হিমালয়ের নগর দৃষ্ট না হইবে, সেই পর্য্যন্তই মনুষ্যগণ স্বর্গের কামনা করিবে।৫১—৫৯। সেই ঋষিশ্রেষ্ঠগণ হিমালয়-নগরের বর্ণনা করত সেই হিমালয়ের সর্ব্বসমৃদ্ধি সম্পন্ন গৃহে গমন করিলেন। সেই সূর্য্যসঙ্কাশ মুনিগণকে দেখিয়া, হিমালয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—

"এ কি! সাতটী সূর্য্য আমার প্রিয়ার গৃহের দিকে কি নিমিত্ত আগমন করিতেছেন? তিনি বলিলেন,—"হে প্রিয়ে! আমরা যখন গৃহস্থ, তখন যত্নপূর্ব্বক অভ্যাগতের পূজা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের মত গৃহস্থাশ্রমীরা ধন্য কারণ আমাদের নিকট হইতে অপর আশ্রমীরা সুখ প্রাপ্ত হয়। এই সময়েই সেই ঋষিগণ আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন। তাহা দেখিয়া, হিমালয় অতিশয় সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখে গমন করিলেন ও তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া, দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও সেই সুশোভন হিমালয়কে হস্তে গ্রহণ করিয়া, শুভবাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর হিমালয় তাঁহাদিগকে অগ্রে করিয়া, "আমার গৃহ ধন্য" এই কথা বলিতে বলিতে, আসন আনিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়া, সেই জ্যোতির্ম্ময় ঋষিদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য; আমার জীবন সফল হইল। লোকমধ্যে আমি বহু তীর্থসদৃশ দর্শনীয় হইলাম; কারণ বিষ্ণুস্বরূপ আপনারা আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। আপনারা সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ, মাদৃশ দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে আপনাদিগের কিসের অপেক্ষা? ৬০—৬৮। তবে সেই দরিদ্রদিগের দুঃখনাশার্থ সাধুগণ তাহাদের গৃহে আগমন করেন; আপনারাও কেবল আমার গৃহ পবিত্র করিবার নিমিত্তই সমাগত হইয়াছেন। তথাপি আপনারা মাদৃশ সেবক জনের যোগ্যকার্য্যের আদেশ করুন, তাহাতে আমার আশ্রম সফল হউক। মহতের আজ্ঞায়, লোকে নিশ্চয় মান্যতা প্রাপ্ত হয়, অতএব হে ঋষিসত্তমগণ! কোন্ কার্য্যে আমার যোগ্যতা, তাহা বলুন। এই বচন শ্রবণে, ঋষিগণ প্রহৃষ্ট হইয়া, মহাদেবকে বারংবার স্মরণ পূর্ব্বক গিরিরাজকে বলিলেন,—তুমি ধন্য, কৃতকৃত্য এবং সম্প্রতি ভাগ্যবান্ হইয়াছ। শিব সম্প্রতি পরোপকারার্থ সন্তান উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। শঙ্কর স্বয়ং আমাদের মুখ দিয়া, তোমার কন্যাকে যাচ্ঞা করিতেছেন। তুমি নিশ্চয় সেই জগদ্গুরুর গুরু হইবে। সেই শিবের অনুগ্রহে তোমার কন্যা জগতের মাতা হইবেন; কারণ শিব জগতের পিতা এবং শিবা জগতের মাতা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। সেই শিবকে তুমি কন্যা দান কর, তাহা হইলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে। এই কথা শুনিয়া, গিরিরাজ বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন;—আমার দেহের স্বরূপ মেনানাম্নী পত্নী আছেন, তিনিই আমার ঋদ্ধি, সিদ্ধি, কীর্ত্তি এবং শ্রী; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৭৯—৭৭। এইরূপে সেই কন্যাকে জগতের মাতা বলিয়া জ্ঞাত হইয়া, তাঁহার অঙ্গ ভূষিত করিয়া, ঋষিগণের ক্রোড়ে বসাইলেন। আর বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! আমি ইহাকে আজ ভিক্ষা দিব। তখন ঋষিগণ বলিলেন—যখন আমাদের মত ভিক্ষুক উপস্থিত এবং তুমি স্বয়ং দাতা ও পার্ব্বতীকে ভিক্ষার বস্তু বলিয়া কল্পনা করিয়াছ, তখন ইহা অপেক্ষা আর উত্তম কি হইতে পারে? হে হিমবন্! তোমার শিখর সকল যেমন উচ্চ, তোমার মনও সেইরূপ উচ্চ। এই কথা বলিয়া সেই বিমলাশয় ঋষিগণ, সেই কন্যাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, তুমি মহাদেবকে সুখী কর। অনন্তর তাঁহারা সেই কন্যার গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—তোমার কল্যাণ হউক। তাহার পর হিমালয়কে—শুক্লপক্ষে চন্দ্র যেমন প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তোমার গৃহে মিলিত তোমার স্বপক্ষীয় সকল নিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক,—এই কথা বলিয়া পরস্পর ফলযুক্ত পুষ্পের বিনিময় দ্বারা সদাচার প্রতিপালন করিলেন এবং তখন অরুন্ধতীও অশ্রুমুখী মেনকাকে বলিলেন,—পরমসাধ্বি! তোমার পুত্রী স্বীয়গুণে মহাদেবের মন হরণ করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া, তিনি হরিদ্রা ও কুঙ্কুম দ্বারা তাঁহার অশ্রু মার্জ্জনা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা চতুর্থ দিনে বিবাহের উপযুক্ত লগ্ন স্থির করিয়া, পরস্পর হাস্যপরিহাস করত শিবের সমীপে গমন করিলেন। যেখানে সাক্ষাৎ শঙ্কর বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই মহাকাশীতে গমন করিলেন। তাহার পর মহাদেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, গৃহে গমন করিলেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, বিবাহকালে তোমরা আমার পৌরোহিত্য করিবে। হে ব্রহ্মবিত্তম ঋষিগণ! তোমরা আমার কার্য্যকারক। অতএব শিষ্যগণের সহিত শীঘ্র আসিবে। ৭৮—৮৯। তাঁহারা শিবকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করত স্বস্থানে গমন করিলেন। শিব প্রসন্নমুখে স্বীয় গণের সহিত বিবাহানুষ্ঠানের উদ্‌যোগ করিবার নিমিত্ত কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং নারদকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্র নারদ সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নারদ হৃষ্ট হইলেন। শিবও নারদের নিকট পার্ব্বতীর বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। শিব বলিলেন,—সেই পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যায় আমি বশীভূত হইয়াছি। মহাদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ বলিলেন,—"আমি ভক্তের বশীভূত হইব" ইহাই ত আপনার ব্রত। হে দেব! পার্ব্বতীর মনোভিলষিত বর প্রদান করিয়া আপনি তাহা সম্যক্ সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে হে প্রভো! আমার অনুরূপ কিঞ্চিৎ আজ্ঞা করুন। শিব নারদ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি প্রসঙ্গানুগত বাক্যের উপন্যাস করিয়াছ, সন্দেহ নাই। তুমি এই কার্য্যটী কর,—সমুদয় দেবগণকে নিমন্ত্রণ কর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অন্যান্য দেবগণ ও ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ করিবে; সমুদয় মাতৃগণ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে। যাহারা না আসিবে, তাহারা

আমার আত্মীয় মধ্যে গণ্য হইবে না। হে ব্রহ্মন্! নারদ এইরূপে উক্ত হইয়া শিবকে প্রণাম করিয়া মহাদেবের বাক্যানুক্রমে সমুদয় দেবগণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পুনর্ব্বার মনোবেগে শিবের নিকট আগমন করিলেন। ৯০—৯৯।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ শিবের সেবায় অভিলাষী হইয়া শিবের সেবার্থ স্ব স্ব উপকরণ সকল পাঠাইয়া দিলেন। সেই স্থানে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ আসিয়া নৃত্য ও বাদ্য করিতে লাগিল। সপ্ত মাতৃদেবতা সানন্দচিত্তে মহাদেবের যথাযোগ্য বেশভূষা করিয়া দিলেন। যদ্যপি শিব পরিপূর্ণ এবং তাঁহার বেশভূষা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাঁহার বেশভূষা নিষ্প্রয়োজন, তথাপি কেবল তাঁহার প্রীত্যর্থ তাঁহারা সকলে তাদৃশ ভূষণবিধির অনুষ্ঠান করিলেন। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! তৎকালে শিব কিরূপ সজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তখন চন্দ্র স্বয়ং তাঁহার মুকুটস্থানে সান্নিধ্য করিলেন। তাঁহার তৃতীয় নেত্র সুন্দর তিলকস্বরূপ ধারণ করিল। কর্ণে যে আভরণ ছিল, তাহাই আভরণত্ব প্রাপ্ত হইল। ভূতি অর্থাৎ ভস্ম চন্দনরূপ ধারণ করিল, চর্ম্ম দুকূল হইল এবং সর্প সকল বিবিধ মণিময় আভরণ তুল্য হইল। সেই শিবের প্রভাবে প্রাকৃত বস্তু সকল বিকৃত অর্থাৎ কৃত্রিমরূপ ধারণ করিল; তাহাতে তাঁহার রূপ এরূপ সুন্দর হইল যে, বর্ণনা দুঃসাধ্য। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন এবং গণেরা নানাবিধ বাদ্য আরম্ভ করিল। এই সময়ে সেই দেবগণ সেই প্রভুর সেবার্থ আগমন করিলেন। ব্রহ্মা ঋষিগণে পরিবৃত এবং হংসারূঢ় হইয়া আপনার পদোচিত ভঙ্গী প্রকাশ করত সেই ভূতপতি ঈশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক অবস্থান করিলে, সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ বিষ্ণু আগমন করিলেন। ১—১১। বিষ্ণুর বাহন পক্ষিরাজ গরুড় এবং সমিভিব্যাহারে নিজ সেবকগণ; তিনি আপনার চিহ্নসমুদায়ে ভূষিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক শিবকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে অবস্থান করিলেন। ঐ সময়ে ইন্দ্র, যম, কুবের এবং বরুণ আপনার আপনার পদোচিত আসবাবের সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন। অন্যান্য লোকপাল সকল, বসু, সূর্য্য ও পবিত্র ঋষিগণ স্ব স্ব চিহ্নের সহিত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপ গঙ্গাপ্রভৃতি নদী সকল, সমুদ্র সকল, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং নাগগণও সেবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, সানন্দচিত্তে সুশোভিত হইয়া সেই দিনে, সেই স্থানে আগমন করিলেন। দেবগণ নিজ নিজ দলবলের সহিত মিলিত হইয়া এক একটী ব্যূহরচনা করিলেন এবং ক্রমশঃ এক একটী করিয়া কৈলাসপর্ব্বত হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন। শিব সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে অগ্রগামী করিলেন এবং সেই দেবগণও শিবের আজ্ঞাক্রমে বাদ্যকরগণের সহিত পুরঃসর হইলেন ও পরস্পর সেইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন, যাহাতে মহাদেবের সন্তোষ হয়। হিমালয়ও সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া যথাশাস্ত্র মণ্ডপাদি রচনা বিধির অনুষ্ঠান করাইলেন। তিনি অতিশয় আনন্দসহকারে স্থানে স্থানে বিচিত্র তোরণ নির্ম্মাণ এবং নানা প্রকারের ধ্বজা আরোপিত করাইলেন। ১২—২০। পর্ব্বত সকল তৎকালে স্বীয় পত্নী, পুত্র ও পুত্রীর সহিত জঙ্গমরূপ ধারণপূর্ব্বক নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিত হইয়া, হর্ষাকুলচিত্তে হিমালয়গৃহে উপস্থিত হইয়া, তৎকালোচিত কার্য্য সকল করিতে লাগিল। হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! সেই সময় হিমালয়-গৃহের যে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণন করিতে অক্ষম। অনন্তর হিমালয়, সম্প্রদানের নিমিত্ত কন্যাকে স্নান করাইয়া অলঙ্কৃত করিলেন। তিনি কন্যার বিবাহযোগ্য বেশ সম্পাদনানন্তর দেবতার্চ্চন এবং বহুবিধ উপকরণ সঙ্কলন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদায় আয়োজন করিয়া গন্ধমাদন এবং অপর একজন ভৃত্যকে শিবকে শীঘ্র আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। হিমালয় বরাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় সর্ব্বসিদ্ধি-সমন্বিত মহাবীর্য্য-সম্পন্ন রুদ্র স্বগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। তাঁহার আগমন শ্রবণ মাত্রই হিমালয় দলবলের সহিত “আমি ধন্য হইলাম” মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গিনী সেই দেবসেনা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। দেবগণও হিমালয়ের দলবল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তখন পর্ব্বতসেনা ও দেবসেনা মিলিত হইয়া বিশেষ শোভা ধারণ করিয়াছিল এবং দেবগণ ও পর্ব্বতগণ পরস্পরে মিলিত হইয়া একত্রে দুইটী সাগরের ন্যায় বিরাজমান হইয়াছিল। পর্ব্বতগণ শিবিররচনা এবং তন্মধ্যে দেবতাদিগের বল সংস্থাপিত করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল। ২১—৩১। অনন্তর হিমালয় বিবাহবেদীর সমীপে গমন করিয়া সেইস্থানে তোরণ-সমন্বিত একটী চতুষ্কোণ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন। তৎপরে স্বয়ং স্নানদানাদি করিয়া বরাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই তত্ত্বজ্ঞানপরা মেনকা দেবী হর্ষাতিশয়যুক্ত হইয়া, “যাহার নিমিত্ত কন্যা তাদৃশ উগ্রতপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এক্ষণে সেই শিবকে দর্শন করিব” মনে মনে এইরূপ চিন্তা

করিয়া শিবের দর্শনার্থ মহর্ষি নারদের সহিত সর্ব্বোপরিগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শিবও তাঁহার সেই মানসিক অহঙ্কার জানিতে পারিয়া, যাহাতে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হয়, আপনার তাদৃশ রূপ দেখাইলেন। এমন সময় মেনকা, দেবতাদিগের সুশোভন সৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষে আকুল হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—ইঁহাদের অধিনায়ক শিব, না জানি কিরূপ সুন্দর হইবেন! ৩২—৩৭। সূত বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! সেই কৌতুকাবহ কথা শ্রবণ করুন। প্রথমে সুন্দর সুভগ গন্ধর্ব্বগণ নানাবিধ বস্ত্র এবং অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নানাবিধ বাহনে আরূঢ়, নানাবিধ বাদ্যবাদন-তৎপর, বিচিত্র-পতাকাশোভিত এবং অপ্সরাগণ-সংযুক্ত। সেই গন্ধর্ব্বদিগের পতি পরম সুন্দর বিশ্বাবসুকে দেখিয়া মেনকা অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং বিবেচনা করিলেন,—এই বুঝি শিব হইবেন। তখন ঋষিসত্তম নারদ বলিলেন,—এ ব্যক্তি সেই সনাতন মহাদেব ও দেবগণের একজন গায়ক মাত্র। এই কথা শুনিয়া মেনা মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলেন,—সেই শিব ইহা হইতেও অধিক; না জানি, কিরূপ সুন্দর! ইহার মধ্যে মণিগ্রীবাদি যক্ষ এবং তাহাদের সেনা পূর্ব্বোক্ত গন্ধর্ব্বগণ হইতে দ্বিগুণ-শোভাবিশিষ্ট দৃষ্ট হইল। তাহাদের পতি সৌন্দর্য্যযুক্ত কুবেরকে দেখিয়া মেনকা মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—ইনিই কি রুদ্র? তাহার পর বরুণ আগত হইলেন। বরুণের শোভা তাহা হইতে দ্বিগুণ দেখিলেন, অথচ রুদ্র নয় জানিলেন। তাহার পর সকল প্রকার শোভা-সমন্বিত ধর্ম্মরাজ আগমন করিলেন। মেনকা দেখিলেন,—ধর্ম্মরাজের শোভা বরুণ হইতেও দ্বিগুণ, অথচ তিনি রুদ্র নন। তাহার পর নিখিল দেবগণের প্রধান শুভরূপ ইন্দ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন। কি বলিব! সেই ইন্দ্রের শোভা যম অপেক্ষা দ্বিগুণ। এইরূপে যিনি যত পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন, তাঁহার শোভাই পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ। সেই ইন্দ্রকে দেখিয়া নারদমুখে জানিলেন,—ইনি শঙ্কর নহেন; শঙ্কর-কিঙ্কর। ৩৮—৪৮। তখন অত্যন্ত তেজস্বী সর্ব্বদেবময় মঙ্গলাস্পদ সূর্য্য তথায় সমাগত হইলেন দেখিয়া, নারদপ্রমুখাৎ অবগত হইলেন,—ইনিও রুদ্র নহেন। অনন্তর সূর্য্য অপেক্ষাও দ্বিগুণ-শোভাসম্পন্ন সর্ব্বগ্রহ-সমন্বিত চন্দ্র উপস্থিত হইলেন; কিন্তু মেনকা জানিলেন, ইনিও রুদ্র নহেন। তখন মেনকা নিজ তনয়াকে কুলানন্দদায়িনী ও ধন্যা বোধ করিলেন। ভাবিলেন, যিনি এই সকল দেবগণের স্বামী, সেই রুদ্র আমার কন্যার স্বামী হইবেন; অতএব তাহার ভাগ্যবর্ণনা শতবর্ষেও করা যায় না। অনন্তর উত্তম তেজোরাশিময় সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুঞ্জবৎ অবস্থিত ব্রহ্মা, প্রধান প্রধান ঋষিগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। মেনকা ভাবিলেন, ইনিই বুঝি রুদ্র; তৎপরে নারদের নিকট উত্তর পাইলেন, তাহা নহে। ইত্যবসরে ঘনশ্যাম, পীতাম্বর-পরিধান, চতুর্ব্বাহু, শ্রীবৎস চিহ্নিতবক্ষঃস্থল, শঙ্খাদিধারী, মকুটাদি ভূষণে ভূষিত, অষ্টসিদ্ধি-সমন্বিত, লক্ষ্মীপতি, শান্ত, কমললোচন শ্রীমান্ বিষ্ণু তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহার লাবণ্য কোটি কন্দর্পের ন্যায়, মুখকমল প্রসন্ন, সমভিব্যাহারে নিজ ভক্তগণ। তিনি অপ্রমেয়-পরাক্রম এবং গরুড়বাহন। মেনকা তাঁহাকে দেখিয়া "আমি ধন্যা, আমি সৎপথ-গতা" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বিস্মিতা হইলেন। ইনি বোধ হয় শিব, এইরূপ প্রশ্ন করায় নারদ বলিলেন,—না, তাহা নহে। শিব, ইহাঁ অপেক্ষাও প্রধান; তাঁহার বর্ণনা করা যায় না। অনন্তর শিষ্য শাখা-সমন্বিত পরম তেজস্বী ভৃগু প্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ, গঙ্গাদি তীর্থগণের সহিত তথায় গমন করিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন কামপূরক কল্পবৃক্ষ সকল, সুরভি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত গমন করিতেছে। আনন্দবর্দ্ধক তাঁহারা সকলেই স্বশাখাধ্যয়ন করত বেদধ্বনি করিতেছিলেন। তন্মধ্যে বৃহস্পতিকে দেখিয়া মেনকা ভাবিলেন,—ইনিই রুদ্র হইবেন। নারদ বলিলেন, ইনি রুদ্র নহেন। এতদন্য সেই সগুণ ও নির্গুণ রুদ্র আসিতেছেন। মানিনী মেনকা, নারদের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, যাহা জগতের সার, তাহা ত আমি দেখিলাম। কিন্তু এই বৃহস্পতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে রুদ্র, তিনি কিরূপ হইবেন? ইত্যবসরে রুদ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন নারদ তাঁহাকে বলিলেন, ইনিই সাক্ষাৎ শিব; সুন্দরি! অবলোকন কর। তখন মেনকা, হর্ষান্বিতা হইয়া তথায় শিব দর্শন করিলেন। সঙ্গে প্রমথগণ সমাগত হইল; কোন কোন প্রমথ বাত্যারূপধারী ও মর্ম্মর-স্বরসম্পন্ন। নারদ, শুভাননা মেনকাকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সাহায্যে কতিপয় শিবসেবকগণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, অন্য প্রমথবৃন্দ অবলোকন কর। ৪৯—৬৬। অন্যান্য ভূত, প্রেত, পিশাচগণও আগত হইল এবং অন্যান্য বক্রানন, কদাকার, কৃষ্ণবর্ণ, ভয়ঙ্কর, খঞ্জ, বহুরোমযুক্ত, দণ্ডপাশপাণি, মুদ্গারধারী, বিরুদ্ধবাহন, কুকথাভাষী প্রভৃতি ও কেহ কেহ ডমরু বাজাইতে বাজাইতে, কেহ কেহ 'বিল বিল' শব্দ করিতে করিতে, কেহ করতালি প্রদান করিতে করিতে, কেহ কেহ শিঙ্গা বাজাইতে বাজাইতে, এইরূপ অসংখ্য ভীষণাকার প্রমথগণ,—যাহাতে মেনা ভীতা হন, সেইরূপ ভাবে আগমন করিল। মেনাও সেইরূপ ভয়-সমাকুলচিত্তে তাহাদিগকে অবলোকন করিলেন। তখন তাহাদিগকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় শীর্ণ ও চঞ্চল হইল। তাহার মধ্যে নির্গুণ হইয়াও গুণবত্তর, বৃষারূঢ়, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, দশভুজ, ভূতিভূষণ, কপর্দ্দী, চন্দ্রশেখর, ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়, পিনাকপাণি, কপালী, শঙ্খাদিভূষণ-বিভূষিত শিবকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মুখে—নেত্রভূষা

গোময়চিহ্নযুক্ত, মুহুলিত, বায়ুতে কম্পমান গজচর্ম্ম আস্তরণ। পরে নারদ, মেনাকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইলেন, ইনিই ভগবান্ শিব। তাহা শুনিয়া মেনা অতিশয় দুঃখভরে বাতাহত লতার ন্যায় ভূমিতে পতিতা হইলেন এবং "হে দুষ্টে! দুরাগ্রহে পার্ব্বতি! কি করিলি! তোকেও ধিক্ আর আমাকেও ধিক্" এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষণকাল মধ্যেই সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাহার পর পরমাত্মা পিনাকীর বহুবিধ প্রযত্নে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন। ৬৭—৭৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—এইরূপে দেবী মেনকা চৈতন্য লাভ করিয়া শিব ও নারদকে তিরস্কার করিতে আবস্ত কবিলেন এবং তনয়ারও চবিত্রনিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ নাবদকে দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন, মেনকা বলিলেন, হে নারদ! প্রথমতঃ তুমিই ত বলিয়াছিলে যে, শিব এই আমার কন্যা পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবেন, তাবপব হিমালয়ের কার্য্য হইল; তিনি সেই শিবের পূজার নিমিত্ত সেই কন্যাকে নিয়োজিতা কবেন। তাহার পব তাহার ফলও দেখা গেল, কিন্তু তথাপি তুমি কন্যাকে বঞ্চনা করিলে! * পবে আবাব সেই কন্যা মুনিগণেব পর্য্যন্ত দুঃসাধ্য তপস্যা করে, পুনবায় তাহার ত এই দুঃখদায়ক ফল দেখা গেল। অতএব কি করি, কোথায় যাই, আমার এই নিন্দিত জীবনের বিনাশই শ্রেয়ঃ। এইরূপ হওয়াতে ত কাহাবও কোনও ক্ষতি হয় নাই, কেবল আমারই গৃহ বিনষ্ট হইল। স্বয়ং হস্তে দীপ গ্রহণ করিয়া শেষে আপনাকেই কূপে পতিত হইতে হইল! এইরূপ হওয়াতে তোমাদের আর কি ক্ষতি হইল? কেবল আমারই সকল বিফল হইল। সেই দিব্য ঋষিগণই বা কোথায় গেলেন? আর তাঁহাদিগের শ্মশ্রু উৎপাটন করা যাক্। আর তাঁহাদের পার্শ্বে যিনি স্বয়ং আগমন করিয়াছিলেন, সেই বসিষ্ঠ-পত্নীই বা কোথায় গেলেন? অথবা তাঁহাদিগের দোষ কি? কন্যাই ত এই সকলের মূল। সেই দুষ্টাই ত স্বয়ং অন্য দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া শিবকে বিবাহ করিতে যাইয়া, সুবর্ণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাচ গ্রহণে লোলুপা হইয়াছে; চন্দন ফেলিয়া গাত্রে কর্দ্দম লেপন করিয়াছে; হংসকে উড়াইয়া দিয়া হাতে কাক গ্রহণ করিয়াছে; ব্রহ্মজল (গঙ্গাজল) দূরে ফেলিয়া কূপজল পান করিয়াছে! সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া খদ্যোত-গ্রহণেচ্ছা, তণ্ডুল ত্যাগ করিয়া তুষ-ভক্ষণেচ্ছা, ঘৃত ত্যাগ করিয়া ঐরণ্ড তৈল (রেড়ীতৈল) পানেচ্ছা, সিংহসেবা ছাড়িয়া শৃগালের সেবা করা, যজ্ঞভূমি-ভস্ম পরিত্যাগ করিয়া চিতাভস্ম লেপন আর দেবগণকে ত্যাগ করিয়া, পার্ব্বতীর শিববিবাহে ইচ্ছা সমান হইয়াছে। ১—১২। অতএব হে পার্ব্বতি! তোকেও ধিক্! তোর্ বুদ্ধিকেও ধিক্! আর তোর্ চরিত্রেও ধিক্! ধিক্ তোর্ কুলে, আর ধিক্ তোর্ দক্ষতায়! আজ সকলই তুচ্ছ করিয়া ফেলিলি! গৃহ দগ্ধ হইয়া যাক্, আমার মৃত্যু হউক। আর পর্ব্বতরাজ হিমালয়ই বা কেন আমার নেত্রপথ অতিক্রম করিতেছেন না? ঋষিগণই বা কেন এ হতভাগিনীর মুখ অবলোকন করিতেছেন? সকলে মিলিয়া কি কার্য্য সাধন করিলেন? লাভ মাত্র, কেবল কুলকেই পাতিত করিলেন। আমার এরূপ সন্তান হওয়া অপেক্ষা কেন আমি বন্ধ্যা না হইয়াছিলাম, কেন আমার গর্ভ গলিত না হইয়াছিল অথবা কেন আমার মৃত্যু না হইয়াছিল, এ কন্যার মৃত্যুই বা না হইয়াছিল কেন? রাক্ষসগণই বা কেন আমাকে ও কন্যাকে বনে ভক্ষণ করে নাই? কেন বা কেহ তোকে ও আমাকে হনন করে নাই? বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঘ্রগণই বা কেন সংহার করে নাই? অথবা আজ আমিই তোর শিরশ্ছেদন করিব। কি করি?—কিংবা স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিব। আমি এখন কোথায় যাই? ওঃ! আমার জীবন বিনষ্ট হইল! এই কথা বলিয়া সেই মেনকা ভূমিতে পতিত হইলেন, হিমাচল-সমীপে আর আগমন করিলেন না। এই সময়ে স্বয়ং ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন। ১৩—১৯। মুনিসত্তম নারদ সেই মেনাকে বলিলেন,—শঙ্করের যে যথার্থ সুন্দর রূপ, তাহা অবগত হইতে পার নাই। মেনা, নারদকে বলিলেন,—তুমি থাক, তোমাব আর বলিতে হইবে না। পরে ব্রহ্মাও মেনকাকে বলিলেন, হে মেনকে! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা তোমার শুনা উচিত। শঙ্কর স্বয়ং লোককর্ত্তা এবং তিনিই হর্ত্তা ও তিনিই পালয়িতা। তুমি শিবের যথার্থ রূপ অবগত নহ, অতএব কেন বৃথা দুঃখ করিতেছ? ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, মেনকা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—আপনারা কেন তাহার রূপ বিফল করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন? আপনারা পার্ব্বতীকে হনন করুন; 'শিবকে কন্যাদান করি' এ কথা আর বলিবেন না। মেনকা এই কথা বলিলে পর, ইন্দ্রাদি লোকপাল দেবগণ তথায় আগমন করিয়া বলিলেন,—ঐ শিব সাক্ষাৎ পরম দুঃখনাশক পরম ভগবান্, আজ কৃপাবলে ঐ শঙ্করের আর তোমার কন্যা পার্ব্বতীর দর্শন লাভ করিব। কৃপাই আজ ঐ দর্শনের নিদান, কৃপা ব্যতিরেকে কদাচ ইহা ঘটিত না ও কোথায়ই বা ঘটিয়া থাকে? তাহাতে মেনকা আবার বলিলেন,—এই আমার কন্যাকে হনন কর; তথাপি সুরূপী শিবকে দান করা হইবে না। মেনকা এই কথা বলিলে পর, সপ্তর্ষিগণ সেই স্থলে আসিয়া বলিলেন,—হে সুভ্রু! আমরা মধ্যস্থ হইয়া আগমন করিয়াছি। যে কার্য্য হিতকর,

তাহাতে কেন আমরা অনুমোদন করিব? শঙ্করের সাক্ষাৎকারই আমাদিগের পরম লাভ। সেই শিব সম্প্রদানযোগ্য বর বেশে তোমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শিব দ্বারে আগমন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর অধিক মঙ্গলের বিষয় কি আছে? ঋষিগণ এই কথা বলিলে, মেনকা ঋষিগণের বাক্যে ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—আজ আমি কন্যাকে অস্ত্রে কাটিয়া ফেলিব, তবুও শিবের হাতে দিব না। তখন হিমালয় আসিয়া বলিলেন,—হে প্রিয়ে! এত বিকলা হইতেছ কেন? ইঁহারা কাহারা বাটীতে আসিয়াছেন যে, ইঁহাদিগকে এত নিন্দা করিতেছ? আমি জানিয়াছি যে, শঙ্করই এই জগতের পালক, তিনিই নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্তা, তিনিই জগতের পূজনীয়। দুঃখ পরিত্যাগ কর, এখন কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও। গিরিরাজ হিমালয় এ কথা বলিলে, মেনা বলিলেন,—হে হিমবন্! যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন; শুনিয়া পরে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এই কন্যাকে কণ্ঠে বন্ধন করত গ্রহণ করিয়া এই পর্ব্বত হইতে সাগরে নিক্ষেপ করত সুখী হউন; তবুও শিবকে দান করা হইবে না, এই আমার বিজ্ঞাপন। যদি শিবের হাতে পুত্রীকে প্রদান করেন, তাহা হইলে কলেবর পরিত্যাগ করিব, জানিবেন। মেনকা এই কথা বলিলে পর, পার্ব্বতী তথায় স্বয়ং আগমন করিয়া বলিলেন,—মাতঃ! বিপরীত বুদ্ধি আসিয়া আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে। জননি! আপনি ধর্ম্মমাত্রাবলম্বনা হইয়াও কেন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেছেন? ঐ পরম শিবই এই স্থাবর জঙ্গম জগতের কারণ; উনিই শঙ্কর, উনিই শম্ভু, উনিই দেবগণের প্রভু, উনিই ঈশ্বর, উনিই আশ্রয়, উনিই কর্ত্তা, উনিই পালক এবং ঐ দেবই সনাতন, আর এই যে সকল দেবগণ আসিয়াছেন, ইঁহারা সকলে উঁহারই কিঙ্কর। ২০—৪২। হে হিতকারিণি! তাঁহা অপেক্ষা উত্তমতর কে আছেন, বলুন? হে জননি! উঠুন। প্রযত্নপূর্ব্বক জীবন সার্থক করুন। শিবকেই এই কন্যা সমর্পণ করিয়া আশ্রম সফল করুন। দুঃখ পরিত্যাগ করুন। আর পরিতাপ করিবেন না, সুখ আশ্রয় করুন। যদি আমাকে অন্য পাত্রে সমর্পণ করেন, ঐ শিবকে প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমি সেই পাত্রকে কদাচ বরণ করিব না; সিংহভোজ্য কি করিয়া শৃগালে ভোগ করিতে সমর্থ হইবে? আমি কায়মনোবাক্যে সেই হরকেই বরণ করিয়াছি, ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি। এখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। মেনকা উমার তাদৃশ বাক্য শুনিয়া মত্ত স্ত্রীর ন্যায় দন্ত ঘর্ষণ করত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া মুষ্টি ও কূর্পরাঘাতে তাঁহাকে তাড়না করিতে লাগিলেন। পরে নারদাদি ঋষিগণ মেনকার হস্ত হইতে পার্ব্বতীকে আকর্ষণ করত কাড়িয়া লইয়া দূরতর স্থানে গেলেন। পার্ব্বতীকে কাড়িয়া লইয়াছেন দেখিয়া মেনকা পার্ব্বতীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন,—গ্রহবতী এই দুষ্টা কন্যাকে কি করিব, ইহাকে কি বিষ-পান করাইব? কি কূপে নিক্ষেপ করিব? কি অস্ত্রে কাটিয়া ফেলিব? কি সাগরে ফেলিয়া দিব? অথবা কি আপন শরীর কূপে পরিত্যাগ করিব? ৪৩—৫১। ঐ দুষ্টা কি প্রকারই বা বর লাভ করিয়াছে, দেখুন,—তাহার মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই, আপন গোত্রজাত কেহ নাই, কিংবা রূপ, কি চাতুর্য্য, কি উত্তমগৃহ, কি বস্ত্র, কি অলঙ্কার, কি উত্তম সহায়—কিছুই নাই। ভাল বাহনও তাহার নাই, বয়স নাই, ধন নাই, পবিত্রতা নাই, বিদ্যা নাই, এমন একটী কিছুই নাই, যাহা দেখিয়া বিবাহ দেওয়া যাইবে; অতএব কি দেখিয়াই বা তাহাকে কন্যাদান করি? এই সময় বিষ্ণু আসিয়া বলিলেন,—হে মেনকে! তুমি পিতৃগণের গুণবতী মানসী পুত্রী; তাহাতে আবার ব্রহ্মকুল-সম্ভূত হিমালয়ের পত্নী আর লোকে তোমার ঈদৃশ সহায়, অতএব তুমিই ধন্যা,—আর কি বলিব! এ হেন ধর্ম্মাধারভূতা তুমিও কেমন করিয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যুক্তা হইয়াছ? ব্রহ্মা, আমি, ঋষিগণ এবং এই দেবগণ, আমরা সকলেই কি বিরুদ্ধ কথা বলিতেছি, আর তুমিই কি শুভ কথা বলিতেছ? ইহা কখনই নহে। তুমি বস্তুতঃ শিবত্ব জান না। তিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, তৎকর্ত্তৃকই এই মূল কারণ প্রকৃতি নির্ম্মিতা হইয়াছেন। সেই প্রকৃতিপার্শ্বে আবার পুরুষোত্তমকে নির্ম্মাণ করেন। সেই প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃকই আমি ও ব্রহ্মা যথ ক্রমে সত্ত্ব-রজোময় হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছি; পরে স্বয়ং লোকহিতকারক শম্ভু তমোগুণময় হইয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহা হইতেই বেদচতুষ্টয় উৎপন্ন এবং দেবগণ ও এই যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ দেখা যাইতেছে, সকলই সেই শঙ্কর হইতে উৎপন্ন। এই ত্রিলোকে কে তাঁহার রূপবর্ণনা করিতে পারে, আর কেই বা জ্ঞাত আছে? আমি কিংবা ব্রহ্মা সহস্র বৎসরেও তাঁহার পার লাভ করিতে সক্ষম হইলাম না; অতএব কিরূপে অপরে তাহাতে সক্ষম হইবে? তিনি সত্ত্বজ্ঞানময়, তিনিই ব্যাপ্য এবং তিনিই এই ব্যাপ্য জগতে ব্যাপক (অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী)। তিনি অজর, অমর; তিনিই সর্ব্বসাক্ষী এবং তিনি সকলের সমীপে নিয়ত বিরাজমান। কি আমি, কি ব্রহ্মা, কি হর, কি সকল পুরাতন দেবগণ, কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি সকল শুভাবহ গ্রহগণ, কি পর্ব্বত, কি নদী, কি বৃক্ষ, কি কুবের,—ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই সেই শিব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আর বিচার্য্য নহে। তিনি সরূপ অর্থাৎ বাহু নেত্রাদি অবয়বযুক্ত হইয়াও অরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রাকৃত স্বরূপ নাই। যেমন এক বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া, তাহা হইতে নানা বৃক্ষাদি জন্মে এবং অন্তে ফল জন্মে, সেই

প্রকার এক শিব হইতেই এই প্রপঞ্চজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, পরে তাহা হইতেই ফল উৎপন্ন হইতেছে। আদিতেও শিব, মধ্যেও শিব এবং অন্তেও শিবই থাকিবেন, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই তিনি নিয়ত বর্ত্তমান। এ জগৎ মাঝারে সকলই শিবময় এবং স্বয়ং শিবও সর্ব্বময় জানিবে। যেমন সূত্রে পুষ্প থাকে, আর পুষ্পেও সূত্র থাকে, সেই প্রকার শিবে অখিল জগৎ বিদ্যমান; আবার অখিল জগতেও শিব বিদ্যমান আছেন। আমিই শিব, আবার শিবও আমি এবং তুমিও শিব; অধিক কি বলিব, সকলই "শিবময় ব্রহ্ম।" এ জগতে শিব ব্যতীত আর কিছুই নাই। এ জগতে যে শিব ভিন্ন অন্য জ্ঞান জন্মে, তাহা অজ্ঞান বশতই জানিবে। আর যখন জ্ঞান উদয় হয়, তখন কার্য্যকারণ বস্তু সকল এক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তখন 'অন্য আর কিছুই নাই,' এই জ্ঞানই উদিত হইয়া থাকে। এ জগতে শিবই কারণ, আর এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই কার্য্য বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কথিত আছে। ঐ কার্য্যে এবং কারণে যে ভেদজ্ঞান হয়, তাহা অজ্ঞান বশতই হইয়া থাকে, জ্ঞান জন্মিলে, কি কার্য্য কি কারণ, কিছুই ভেদজ্ঞান থাকে না; কেবল "সর্ব্ব জগৎ—শিবময়" ইহাই জ্ঞান হইয়া থাকে। ৫২—৭৩।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বিষ্ণু কহিলেন,—এ জগতে শিব ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। এই যে কার্য্যাত্মক জগৎ, ইহাও শিব ব্যতীত আর কিছুই নহে। হে মেনকে! বস্তুতঃ বিশ্বভুবন ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রভৃতি যে শিবরূপ, ইহা বেদসম্মত প্রসিদ্ধ জানিবে। অজ্ঞান বশতই লোকের যথার্থ জ্ঞান জন্মে না, আর জ্ঞান-উদয় হইলেই যথার্থ বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। দেখ, স্তম্ভাদিরূপ স্থাণুতে যে পুরুষভ্রান্তি জন্মে, তাহা অজ্ঞান বশতই জানিবে, আর যখন জ্ঞান-উদয় হয়, তখন সেই ভ্রম বশতঃ পুরুষ বলিয়া জ্ঞাত স্তম্ভের যাথার্থ্য—"ইহা স্তম্ভরূপ স্থাণু" এ তাদৃশ যথার্থ বস্তুজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আরও দেখ, এ জগতে যে, মনুষ্যের রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, তাহা অজ্ঞান বশতই হইয়া থাকে, আর জ্ঞান-উদয় হইলেই তখন সেই ভ্রম বশতঃ সর্প বলিয়া জ্ঞাত রজ্জু, যথার্থ রজ্জু বলিয়াই জ্ঞান হইয়া থাকে; তখন আর তাহাতে সর্পাদি জ্ঞান জন্মে না। আরও দেখ, কোন জন ভ্রমজনিত বিবেচনায় শুক্তিকে রজত বলিয়া অবগত হয়, পরে যখন তাহার বিবেক জন্মায়, তখন বিচার করিয়া সেই ভ্রান্তিজ্ঞাত রজতকে যথার্থ শুক্তি বলিয়াই সে অবগত হইয়া থাকে, তখন আর তাহাতে শুক্তি ব্যতীত অন্য জ্ঞান থাকে না। এই প্রকার এই জগৎ যে 'শিব ভিন্ন' ইত্যাকার বুদ্ধি, তাহা অজ্ঞান বশতই হইয়া থাকে আর জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নগণের "সকলই সর্ব্বমঙ্গলময় শিব" ইত্যাকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। তখন তাহার আর অন্য বলিয়া কিছু জ্ঞান থাকে না। হে দেবি! আর এক দৃষ্টান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন কোন নট অন্য বেশ ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বিবিধ বেশ গ্রহণ করে, কিন্তু অন্যরূপ বেশ ধারণ করিলেও সেই নট বস্তুতঃ সেই নটই থাকে, পরে যাহারা তাহার ঐরূপ বেশধারণ অবগত নহে, তাহাদিগকে ভুলাইয়া সে, ধন হরণ করে, আর যাহারা তাহা অবগত আছে, তাহারা নটই ধন হরণ করিল, ইহা জানিতে পারিয়া হাসিতে থাকে; সেই প্রকার হে দেবি! যাহারা জ্ঞানবান্, তাহারা শিব ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পায় না; আর যাহারা নানাবিধ দেখিতে থাকে, তাহারা অজ্ঞান বশতই সেইরূপ নানাপ্রকার দেখে, ইহা নিশ্চয় জানিও। প্রাণিগণ নানাপ্রকার ইচ্ছা বশতঃ বিবিধ বেশ ধারণ করে, তাহাতে তাহাকে নানাপ্রকার দেখায়; কিন্তু সেই ধারক একই, বেশই মাত্র নানাবিধ; সেইরূপ শিবরূপ একই, কেবল প্রকৃতি-সংযোগে নানারূপ হইয়াছে; বস্তুতঃ পরম কারণ আকার-রহিত, অতএব শিবের কোন দেহাদি বন্ধন নাই। ১—১১। যে পর্য্যন্ত দেহ জন্মে, সেই পর্য্যন্তই দৃঢ়বন্ধন থাকে, অহঙ্কার নিবৃত্ত হইলে একমাত্র শিবই কর্ত্তা বলিয়া উদাহৃত হন। যেমন স্ফটিকমণি জবাকুসুমাদির সংযোগে নানাবিধ হয়, সেইরূপ সেই শিবও প্রকৃতি সংযোগে অনেক বলিয়া কথিত হন। সেই নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ হরই আবার সগুণরূপে অবতীর্ণ হন, সুতরাং আমরা সেই প্রভুর তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ নহি। অতএব হে হিমালয়পত্নি! তুমি দুঃখ পরিত্যাগ কর, শিবকে সমাদর কর। মেনকার মন এইরূপে বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া কিঞ্চিৎ কোমল হইল। এই সময় রুদ্র নারদ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া ভক্তবাৎসল্য প্রযুক্ত সুভগ রূপ ধারণ করিয়া স্বীয় কৃপালুতা প্রকাশ করত সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার তাদৃশ ভক্তবাৎসল্যসূচক মনোহর রূপ অবলোকনে মেনকা মোহিত হইলেন। তখন নারদও পুনর্ব্বার মেনকাকে বলিলেন,—হে মেনকে! শিবকে অবলোকন কর। মেনকা নারদের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে মনোহরমূর্ত্তি সুপ্রসন্ন শিবকে অবলোকন করিলেন,—তাঁহার কোটিসূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান বর্ণ, তাঁহার শোভন নেত্রত্রয় দেহের সৌন্দর্য্যাধিক্য প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার মস্তকে মুকুট বিরাজমান, অন্যান্য ভূষণ সকলও দেহের সমধিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে, আর তাঁহার বিচিত্র বসন পরিধান, মুখে নিয়ত মৃদুমৃদু হাসি শোভা পাইতেছে ও তাঁহার বাহনের যে কত শোভা, তাহা

বর্ণনা করা যায় না। স্বয়ং সূর্য্য তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া রহিয়াছেন, চন্দ্র ব্যজন করিতেছেন, সম্মুখে অষ্ট সিদ্ধি নৃত্য করিতেছে, গঙ্গা ও যমুনা চামব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব বেশ-ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া 'জয় জয়' এই কথা উচ্চারণ করত সম্মুখে বিচরণ করিতেছেন। ঋষিগণ "পরমব্রহ্ম" এইরূপ উচ্চারণ করিতেছেন। পতাকাপরিশোভিত বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণের সহিত পরস্পরে শোভান্বিত হইয়া গান করিতেছে, প্রমথগণ মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাজাইতেছে; তত্ত্ব সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া সম্মুখে বিচরণ করিতেছে, সমুদ্র নদ নদী প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃগণ নানা ভূষণে বিভূষিত হইযা সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। অধিক আর কি বলিব, সেই সময় মহাত্মা দেবের যে কীদৃশী শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না, আর কেই বা বর্ণনা করিতে সক্ষম হয়? ১২—২৮। এহেন দেবকে অবলোকন কবিয়া মেনকা ক্ষণকাল চিত্রলিখিতার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিতা রহিলেন। পরে আপন কন্যাকে প্রশংসা কবিতে লাগিলেন,—দেবগণ তাঁহার যাদৃশ রূপ ও তাঁহার যাহা যাহা বর্ণনা করিলেন,—তাহা যথার্থ। বস্তুতঃ অবিকল তাহাই এই দেবে বিদ্যমান, অতএব এহেন পুরুষকেও যে আমাব কন্যা বশীভূত করিতে সক্ষমা হইয়াছে,—ধন্যা আমার সেই পুত্রী পার্ব্বতী। তখন মেনকা তাঁহাকে বর্ণনা কবিয়া লজ্জিতা হইলেন এবং শিবও লজ্জিত হইয়া দেবগণের সহিত দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মেনকা সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণুসমন্বিত দেবকে পূজা কবিলেন। সেই সময় স্ত্রীগণ স্ব স্ব অভিলষিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কোন কোন স্ত্রী মজ্জন করিতেছিল, তাহা পরিত্যাগ কবিয়া সেই মজ্জনোপকরণ কেশাদিলেপন চূর্ণসমন্বিতা হইয়াই তথায় শিবকে দেখিতে আগমন করিল। কোন কোন স্ত্রী স্বামিসেবা পরিত্যাগ করিয়া হাতে চামর লইয়াই সখীর সহিত শিবকে দেখিতে তথায় উপস্থিত হইল। কোন কোন স্ত্রীর বালক স্তন পান করিতেছিল; সেই স্ত্রী—বালক, স্তন্য পানে তৃপ্ত না হইলেও, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কোন কোন স্ত্রী মেখলা পরিধান করিতে করিতেই তথায় আগমন করিল। কোন স্ত্রী বিপরীতভাবে বস্ত্র পরিধান করিয়া তথায় আগমন করিল। কোন স্ত্রী বা নয়ন ভূষিত করিবার নিমিত্ত এক হস্তে অঞ্জন-শলাকা ও অপর হস্তে নেত্র-সমীপে দর্পণ লইয়াই তথায় উপস্থিত হইল। কোন স্ত্রী স্বামীর ভোজনের নিমিত্ত অন্ন আনিতেছিল, সে স্ত্রী স্বামীকে ভোজন করিতে না দিয়া সেই অন্ন লইয়াই তথায় শিবকে দেখিতে আগমন করিল। কোন স্ত্রী গো-দোহন করিতেছিল; এইরূপ কোলাহল শুনিয়া তাহা পরিত্যাগ করত সেই স্থলে উপস্থিত হইল। কোন স্ত্রী অলক্তকাদি রাগে চরণ রঞ্জিত করিতেছিল; সেই স্ত্রীও এই শিব-আগমনজাত কোলাহল শ্রবণে সেই রঞ্জন শেষ না হইলেও তাহা পরিত্যাগ করত তথায় আগমন করিল। ২০—৩৮। এইরূপ অন্যান্য স্ত্রীগণ বিবিধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শিবের অবলোকন বাসনায় তথায় আগমন করিল। পুত্তিকাসমূহ (উই) অচেতন অবস্থায় যেরূপ ভাবে থাকে, সেই সমাগত স্ত্রীগণও শঙ্করের রূপ দেখিবা মাত্র মোহিত হইয়া, সেইরূপ অচেতন অবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহারা এইরূপ ক্ষণকাল থাকিয়া পবে বলিতে লাগিল,—পার্ব্বতী যথার্থ ন্যায়সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছে, ইহাঁকে পতিত্বে বরণ না করিলে পার্ব্বতীর এহেন অসাধারণ রূপই বিফল হইত। সখীগণ! আহা কি মনোহর রূপ দেখ! ইহা বর্ণনাতীত। ইহাঁর "শিব" নাম যথার্থই বটে, যেহেতু, ইনি যেমন শিব নামে বিখ্যাত, সেইরূপ উহাঁর দর্শনেও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। আজ এই হিমালয়-পুরবাসিগণের নয়ন সফল হইল। আজ জানা গেল, যাহারা ঐ রূপ দেখিয়াছে, তাহাদেরই নয়ন সার্থক হইয়াছে। যে জন এই সর্ব্বপাপনাশক শিবকে সাক্ষাৎ করিয়াছে, তাহারই সফল জন্ম, তাহারই সার্থক ক্রিয়া। পার্ব্বতী এই শিবলাভের জন্য যে সকল কার্য্য সম্পাদন কবিয়াছে ও যে তপস্যা করিয়াছে, তাহা সকলই সফল হইয়াছে। এই পার্ব্বতীই ধন্যা, এই পার্ব্বতীই ইহজগতে কৃতকৃত্যা হইয়াছে এবং নিশ্চয় এই পার্ব্বতীই এই অচিন্তনীয় সুখহেতু শিবকে পতিত্বে লাভ করিয়া নিয়ত উহাঁর প্রীতি সম্পাদন করিবে। ব্রহ্মা যদি এই অনুরূপ যুগলের মিলনসাধনে অক্ষম হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল শ্রমই বিফল হইত; অতএব তিনি এই যুগলের মিলন সাধন করিয়া সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আর এই পার্ব্বতী যে তপস্যা করিয়াছে, সে সকলও সার্থক হইয়াছে; কারণ তপস্যা বিনা কিরূপে এহেন পতিসুখ লভ্য হইতে পারে? দেখ, লক্ষ্মী নারায়ণকে যেরূপ পতিত্বে লাভ করিয়াছেন, এই পার্ব্বতীও সেইরূপ সুভূষিত হরকে পতিত্বে লাভ করিয়া মণিকাঞ্চন-যোগের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। এই কথা বলিয়া স্ত্রীগণ চন্দন ও অক্ষত দ্বারা শিবকে অর্চ্চনা করিতে লাগিল এবং "ইনিই ধন্য" এই কথা বলিতে লাগিল। শিব স্ত্রীগণের তথাবিধ কথা শুনিতে শুনিতে দ্বারে আগত হইলেন ৩৯—৫১। অচ্যুতাদি দেবগণ, পাছে কেহ শিবকে কৌতুক করে, ইহা ভাবিয়া সেই স্থলে শিবকে লক্ষ্য করিয়া সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে মেনা হর্ষান্বিত হইয়া সুন্দর বেশ পরিধান করত শিবসমীপে আগমন করিয়া শিবকে পূজা করিলেন। পরে সত্বর পশ্চাদ্ভাগে গমন করিয়া শিবের কণ্ঠে বস্ত্র লগ্ন করিয়া, আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দেব-ভয়ে ক্ষণকাল আকর্ষণ করিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে

গমন করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা ঋষিগণ পরিবৃত হইয়া বিবাহ বেদিতে গমন করিলেন। সেই সময় শিবও হর্ষান্বিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন এবং হিমালয়ও পত্নীর সহিত স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তত্রত্য সকল প্রযোগাদি করাইলেন, হিতকারী ঋষিগণও স্ব স্ব কর্ত্তব্য প্রযোগাদি সমাপন করিয়া বেদ উচ্চারণ ও পার্ব্বতী পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পরে হিমালয় শিবকে আহ্বান করিয়া পাদ্য, সুন্দর দুকূল প্রভৃতি সকলই বিধিপূর্ব্বক সেই মহাত্মা শিবকে প্রদান করিলেন এবং তিলক ও সুবর্ণের পুষ্পহারও যথাবিধি প্রদান করিলেন। তাহার পর সেই দম্পতী শিব-পার্ব্বতী হর্ষান্বিত হইয়া বিবাহ বেদিতে আগমন করিয়া অগ্নি স্থাপন করত তাহাতে বিবাহ কর্ত্তব্য কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিলেন। পুরন্ধ্রীগণ ব্রহ্মার আজ্ঞায় দম্পতীর ললাটে অক্ষত প্রদান করিতে লাগিল ৫২—৬১ যখন দম্পতী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় পার্ব্বতীর অঙ্গুষ্ঠ দর্শনে ব্রহ্মার রেতঃস্খলন হইল। সেই সময় ব্রহ্মা ভীত হইয়া সেই উৎসঙ্গে পতিত রেতঃ গোপন করিলেন, তাহা হইতে অসংখ্য যজ্ঞোপবীতযুক্ত জটাদণ্ডধর কৌপীনধারী বটুকগণ উৎপন্ন হইল। এইরূপে উৎপন্ন সেই বালকরূপী ঋষিগণ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল। শিব সেই সকল উৎপন্ন বটুকগণকে অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার উপর কুপিত হইলেন। শিব এইরূপ কুপিত হইলে দেবগণ ও ব্রহ্মা করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ভগবান শিব, দেবী গঙ্গাকে দান করিয়া ব্রহ্মাকে পবিত্র করিলেন এবং রোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রকাশে ব্রহ্মাকে পুনর্ব্বার স্বকার্য্যে নিয়োজিত করিলেন ও বটুকগণকে সূর্য্যশিষ্য করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। সেই সূর্য্যসকাশেই বটুকগণ সূর্য্যের সেবাপরায়ণ হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; সেই তপস্বিগণ কখন রথপৃষ্ঠে, কখন বা রথাগ্রে এইরূপ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বেদপারগ হইয়া ব্রহ্মচারিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পিতামহ এইরূপ শিব কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নিয়োজিত হইয়া অবশিষ্ট বিবাহ-কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করাইলেন ও পার্ব্বতীকে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে ধ্রুব দর্শন করাইলেন। পরে পুনর্ব্বার দেবকে আসনে উপবেশন করাইয়া শুভ স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন ও "আপনারা সকলে 'ইঁহাদিগের বৃদ্ধি হউক' এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন" ইত্যাদি বেদোক্ত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ৬২—৭০। তাহার পর সেই সকল দেবগণ জগদ্ধাত্রী শিবাকে নমস্কার করিয়া দেব শঙ্করকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করত বলিলেন,—হে ভগবন্ শিব! আপনিই জগতের পিতা, অতএব আজ হইতে এই দেবীও জগতের মাতা হইলেন। সেই সময় দেব, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ পরম প্রমোদে নৃত্য গান বাদ্য করিতে লাগিল। আর গিরিরাজ হিমালয়ও সেইস্থলে উত্তম কর্ত্তব্য বিধি অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে ও গৃহ আশ্রম সকলকে কৃতার্থ বলিয়া বহুমান করিতে লাগিলেন। পরে সেই দম্পতী পার্ব্বতী-পরমেশ্বর, কুলদেবতা-পূজা করিয়া মণ্ডপদেবতাগণকে "উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে" ইত্যাদি মন্ত্রে বিসর্জ্জন করত কৌতুকসূত্র মোচন করিলেন। তাহার পর ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের সকলকে অনুগ্রহ বিতরণ করিলেন। পরে হিমালয়ও, যাঁহারা শিবসেবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন, সেই সকল দেবগণকে সেইরূপ ভাবে যথাযোগ্যরূপে পূজা করিলেন—যাহাতে সেই দেবগণ মনে করিতে লাগিলেন যে, আমরা কেমন করিয়া গিরিরাজ হিমালয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলাম? মহাত্মা হিমালয় তাঁহাদিগকে সেইরূপ পূজা করিয়াছিলেন,—যাহাতে সেই দেবগণ লজ্জা বশতঃ অধোমুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭১—৭৮ সেই সমাগত দেব ঋষি প্রভৃতির মধ্যে কেহই দুঃখিত হন নাই, প্রত্যুত সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিল যে, শিব ও গিরিরাজ আমার নিকটে যেমন 'আমি ধন্য হইলাম' বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, এরূপ আর কাহারও নিকট করেন নাই। পরে গিরিরাজ সেই সকল দেব-ঋষিগণের নিকটে আগত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—আজ আমার জীবন সার্থক হইল, আজ হইতে ধন্য আমার জীবন-ধারণ। শুভাননা মেনকাও সেই স্থলে আগমন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বকৃত শিবনিন্দার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—আজ আমি ধন্যা, আজ আমি কৃতকৃত্যা হইলাম, যেহেতু আমার এহেন কন্যা বিদ্যমানা রহিয়াছে। আর ঐ কন্যা কর্ত্তৃক আমার কুল ধন্য ও পবিত্র হইল; কেননা, যদি আমার এই কন্যা না জন্মিত, তাহা হইলে কেমন করিয়া আপনাদিগের, শিবের, সনাতন বিষ্ণুর এবং ঋষিগণের এই আমার বাটীতে আগমন হইত? ধন্য এই আমার সর্ব্বপাপ-বিনাশ নিদান কন্যা। হে জগদীশ্বরগণ! আমি যাহা যাহা দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। এইরূপ প্রার্থনা করত নমস্কার করিয়া মেনকা তাঁহাদিগের সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গিরিরাজ হিমালয়ও তাঁহাদিগকে নমস্কার করত সেইরূপ প্রার্থনা করিলেন। এইরূপে সেই দেবগণ পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইলেন ও গিরিপতিকে বলিলেন,—হে গিরিচূড়ামণে! তুমিই ধন্য, তুমিই কৃতকৃত্য ও তোমারই জীবন সফল হইয়াছে; যেহেতু তুমি ভগবান্ শিবকে কন্যা সম্প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছ। এই কথা বলিয়া দেবগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার মেনকাকে বলিলেন,—

হে গিরিরাজপত্নি মেনকে শুভাননে! তুমিই ধন্যা, যেহেতু তোমার গর্ভে পার্ব্বতীরূপ রত্ন উৎপন্ন হইয়াছে। হে সৌভাগ্যবতি! তোমার তিরস্কার আমরা সুখ বলিয়া অনুমান করিয়াছি। হে গিরীন্দ্রপত্নি! তোমার দিন দিন সৌভাগ্যলক্ষ্মী বৃদ্ধি পাইতে থাকুক। আমরা চলিলাম, তোমার মঙ্গল হউক ৭৯—৯০। সেই দেবগণ গিরিরাজের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করত তাঁহাকে বন্দনাপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে গমন করিলেন। সকলে বাদ্যগান-পরায়ণ হইয়া পার্ব্বতীর অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং গিরিবর হিমালয় প্রভৃতি ও মেনাদি-তৎপত্নীগণও পার্ব্বতীর অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে গিরিরাজ হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতগণ গন্ধমাদন পর্ব্বত পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া তাঁহাদিগের অনুজ্ঞায় উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিন অবধিই এই হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বতগণ কৃতার্থ হইলেন এবং বর্ণনাতীত সুখ ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পরে অচ্যুতাদি দেবগণ ও নির্ম্মলাশয় ঋষিগণ ঐরূপ বাদ্য-নৃত্যপরায়ণ হইয়া অনুগমন করিতে করিতে কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কৈলাসে উপস্থিত হইয়া শিব-পার্ব্বতী উভয়কে মিলিত করিয়া মন্দিরে অধিষ্ঠিত করাইলেন ও প্রার্থনাপূর্ব্বক গমনে অনুমতি পাইয়া শিববিবাহ ও তাঁহার অনুগ্রহ বিষয়ে প্রশংসা করিতে করিতে সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ঐ সকল দেবগণ এই শিব-পার্ব্বতীর মিলন দর্শনে যে কিরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শত বৎসরেও বর্ণনা করা যায় না। হে মুনীশ্বরগণ! আপনারা আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই সেই পরমাত্মা শিবের বিবাহবিধি কীর্ত্তন করিলাম। যে, এই কথার একটীও শ্লোক শ্রবণ করে, কিংবা যে, শ্লোকার্দ্ধও শ্রবণ করে, তাহার বিপুলা লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে; তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া নিয়ত সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সেজন আরোগ্য লাভ ও কন্যা লাভ করিয়া অসীম আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ৯১—১০২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত! তাহার পর কি হইয়াছিল এবং কি করিয়াই বা তারকাসুর-বধ হয়, তাহা বর্ণনা কর। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! যে কথা শ্রবণে কলিযুগে মনুষ্যগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, সেই প্রধান ঘটনাসূচিকা সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবদেব শিব এইরূপে পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়া কৈলাসে আগমন করত গিরিসুতার সহিত মিলনে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে দেবকার্য্য ও লোকের তারকাসুরকৃত পীড়ার বিষয় বিচার করিতে লাগিলেন। বিচার করিয়া পরে যে কি করিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবান্ শিব যখন পার্ব্বতীর সহিত কৈলাসে আগমন করিলেন, তখন মহাবল প্রমথগণ হর্ষ-নির্ভরচিত্তে সেই স্থানে বিবিধ বাদ্য করিতে লাগিলেন। যে সকল দেবগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা "ইহার পর শিব আমাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবেন" ইহা বিবেচনা করিয়া হর্ষান্বিত হইলেন। সেই সময় শিব সেই স্থলে পার্ব্বতীর সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তারকাসুর-পীড়িত সেই দেবগণ বিবেচনা করিতে লাগিলেন,—কৈ দেবদেব শিব আমাদিগের ত কিছুই করিলেন না? এখন তিনি কি করিতেছেন? কেনই বা তিনি বিলম্ব করিতেছেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত অগ্নিকে প্রেরণ করিলেন। পরে অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া সেই স্থলে আগমন করিলেন। কপোতরূপধারী অগ্নি, শিব সমীপে আগমন করিয়া দেবদেবকে যেমন নিরীক্ষণ করিলেন, অমনি শিব অগ্নিকে আগত দেখিয়া, ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে "কপটরূপধারী তুমি কে? আমার এই শুক্র গ্রহণ কর" মহাত্মা দেবদেব এই কথা বলিয়া সেই কপোতরূপী অগ্নিকে বীর্য্য প্রদান করিলেন। কপোতরূপী অগ্নি সেই চঞ্চুপুটগত মহাবীর্য্যকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া, বাহিরে আগমন করিলেন এবং দুঃখে পীড়িত হইয়া সেই মহাবীর্য্য গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিলেন। গঙ্গাও সেই পরমাত্মার দুঃসহ বীর্য্য ধারণে অসমর্থ হইয়া শরবণে নিক্ষেপ করিলেন। পরে সেইস্থলে সুন্দর শ্রীমান্ দর্শন-সুখকর এক বালক উৎপন্ন হইল। এই সময় ছয়জন রাজকন্যা সেই স্থলে স্নান করিতে আগমন করিলেন। তাঁহারা সেই বালককে দেখিতে পাইয়া "এই শিশু আমার, এই শিশু আমার" বলিয়া সকলে স্নেহভরে ক্রোড়ে লইতে যাইলেন। ঐ সুকুমার কুমার ছয় মুখ সম্পাদনে সেই ছয় রাজকন্যার স্তন্যদুগ্ধ পান করিলেন; সেইজন্যই মহাত্মা শরজন্মা "ষাণ্মাতুর" নামে কীর্ত্তিত হন। তাঁহার প্রথম নাম পার্ব্বতীনন্দন, দ্বিতীয় নাম অগ্নিভূ হইল। পরে তাঁহার নাম স্কন্দ হইল, তাহার পর গঙ্গাপুত্র, তাহার পর শরজন্মা ও তাহার পর ষাণ্মাতুর নাম; এইরূপ তাঁহার বহু নাম হইল। তাহার পর সেই রাজকন্যাগণ তাঁহাকে গ্রহণ করত পুত্র করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। দেবগণ নারদমুখে এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, দেবদেবের আজ্ঞা লাভ করত সকল দেবগণকে সেনা ও তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া, তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিলেন। পরে তাঁহারা শোণিতপুরে গমন করিয়া

সুদারুণ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় দশদিন নিয়ত ঘোর তুমুল সংগ্রাম হইল। পরে সেই মহাত্মা সকল অসুরগণের সহিত দৈত্যাধিপতিকে নিহত করিলেন। সেই অসুরগণের মধ্যে কতক কতক পলায়ন করিল ও কতক কতক চূর্ণ হইয়া যাইল; কেহ কেহ বা পাতালে পলায়ন করিল। অবশিষ্ট সকলেই বিনষ্ট হইল। ঐ যুদ্ধ শোণিতপুরেই হয়। সেই দুরাত্মা তারকাসুর বিনষ্ট হইলে, সকল নিষ্কণ্টক হইল। তখন দেবগণ স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। দেবগণ এইরূপে পরম আনন্দ লাভ করিয়া, সেই সেনাপতি স্কন্দকে শিবসমীপে লইয়া যাইলেন ও তাঁহার সম্মুখে অধিষ্ঠিত করাইয়া ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার ও স্তুতি করত কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে পুনর্ব্বার সেই দেবগণ আনন্দে প্রফুল্ল-মুখকমল হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে ভক্তগণের অভয়প্রদ দেবদেব মহাদেব! আপনার প্রভাবাদি গতি, কি স্বরূপ, আমরা কিছুই অবগত নহি। হে বিশ্বেশ্বর! আপনি যিনিই হউন না কেন, আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেব; আপনাকে আমাদিগের অসংখ্য নমস্কার। হে বরদ মহাদেব দেবদেব মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার করি। যিনি ভব, যিনি ভব্য; যিনিই চতুর্দ্দশ ভুবন ও যিনি এই চতুর্দ্দশ ভুবনের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়া "উদ্ভব" নাম ধারণ করেন এবং যিনি অনন্ত-বলবীর্য্য ও ভূতপতি, সেই দেব-উদ্দেশে আমাদিগের নমস্কার। যিনি সংহর্ত্তা যিনি কপিশাঙ্গ, যিনি গঙ্গাসলিল-ধারক, যিনি আধার ও যিনি ব্যয় হইয়াও অব্যয়, সেই মহাত্মাকে আমরা নমস্কার করি। যিনি ত্র্যম্বক, যিনি ত্রিনেত্র, যিনি ত্রিশূলবরধারী, যিনি কন্দর্পের হুতাশন (অর্থাৎ যিনি মদনভস্মকারী), সেই পরমাত্মা উদ্দেশে আমাদিগের নমস্কার। যিনি শঙ্কর, যিনি বৃষাঙ্ক, যিনি গণপতি, যিনি দণ্ডহস্ত, যিনি কাল ও যিনি পাশপাণি, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি। যিনি বেদমন্ত্রপ্রধান ও শতজিহ্ব, সেই দেব উদ্দেশে আমাদিগের কোটি কোটি নমস্কার। হে ভগবন্! যাহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ও যাহা স্থাবর জঙ্গম বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই সেই সকল জগৎ আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেব! আপনিই পালন করিতেছেন, আপনিই নিধন করিতেছেন, আপনাই মঙ্গল, অতএব হে ভগবন্! প্রসন্ন হইয়া এই দেবগণকে অভয় দান করুন। ১—৩৩। ঋষিগণ বলিলেন,—হে ত্রিশূলিন্! আপনিই [illegible], আপনিই কৃতান্ত, আপনিই বিকট, আপনিই করাল, আপনিই করাল-বদন, আপনিই অরূপ, আপনিই সরূপ এবং আপনি বিশ্বরূপ, আপনাকে আমরা নমস্কার করি। হে শ্রীকণ্ঠ! আপনি সর্ব্বপ্রণত-দেহ (অর্থাৎ আপনাকে সকলে নমস্কার করে), কিন্তু আপনি স্বয়ং অপ্রণত (অর্থাৎ আপনীর নমস্ক কেহ নাই) এবং আপনিই নীলশিখণ্ড, আপনার উদ্দেশে আমাদিগের অসংখ্য নমস্কার। হে নীলকণ্ঠ! আপনি অঙ্গে চিতা-ভস্ম ধারণ করেন বলিয়া চিতাভস্মাঙ্গধারী হইয়াছেন, আপনাকে আমরা মুহুর্ম্মুহুঃ নমস্কার করি। হে দেব! আপনিই সকল দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা স্বরূপ, রুদ্রের মধ্যে নীললোহিত, সর্ব্বভূতের মধ্যে সাংখ্যপুরুষ আত্মা, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণের মধ্যে বশিষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, সকল বেদের মধ্যে ওঙ্কার, সামবেদের মধ্যে জ্যেষ্ঠসাম এবং হে পরমেশ্বর! আপনিই সকল আরণ্য পশুর মধ্যে সিংহ স্বরূপ। হে সুরেশ্বর! নিয়ত দুঃখদগ্ধগণকে পরিত্রাণ করুন। হে মহেশ্বর! আপনিই লোকহিতের নিমিত্ত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতকে সৃজন করিয়াছেন। হে শুভাশুভ-নিরীক্ষক মহাভাগ মহাদেব! হে নাথ! আজ্ঞা করুন। আপনি যাহা বলিবেন, আমরা সেই বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিতে সজ্জিত আছি। হে দেবদেব! আপনার সহস্র কোটি অবতারের ও শতকোটি অবতারের মধ্যে কাহারও অন্ত পাইতে সমর্থ হই নাই, হে দেব! এহেন আপনাকে নমস্কার করি। দেব ও ঋষিগণ এইরূপে স্তব করিয়া স্কন্দকে তাঁহার অগ্রে অধিষ্ঠিত করাইয়া করপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র প্রসন্ন হইয়া দেব ও ঋষিসত্তমগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ! হে মুনীশ্বরগণ! যখন যখন তোমাদিগের দুঃখ উপস্থিত হইবে, সেই সময়ই তোমরা আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে ভজনা করিতে থাকিবে। সকলে পরমাত্মা শিবকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া (ওঁ) বলিয়া তাঁহার অনুমতি স্বীকার করত স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন,—হে সখে! ইহার পর যাহা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করুন। ৩৪—৪৬। সূত কহিলেন,—বিশ্বার্থ-সূচক ব্যাসসকাশে ইহার পর যাহা যাহা ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তারপুত্র তারকাসুর, দেবসেনানী স্কন্দ কর্ত্তৃক অনায়াসে সম্মুখবে নিহত হইলে মহাবল-পরাক্রম বিদ্যুন্মালী, তারকাক্ষ ও বীর্য্যবান্ কমলাক্ষ নামক তারক-পুত্রত্রয় তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইল। দানবোত্তম তারকতনয়গণ পরম নিয়মে থাকিয়া এইরূপ তপস্যা করিয়া আপন আপন কান্তিমান্ সুদেহকে কৃশ করিয়া ফেলিল। সেই বলবত্তর সুদারুণ দুরাত্মা দানবোত্তম তারকতনয়গণ শতবৎসর নিয়ত ভূমিতে একপদ স্থাপিত করিয়া আর একপদ শূন্যে রাখিয়া তপস্যা করিতে লাগিল এবং সহস্র বৎসর বায়ু ভক্ষণে তপস্যা করিয়া অতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিল। অনন্তর সহস্র বৎসর ভূমিতে মস্তক রাখিয়া ঊর্দ্ধদিকে পাদ বিধান করিয়া ও শত বৎসর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া জনদুঃসাধ্য তপস্যা করিল। সেই দুরাগ্রহ-পর দানবত্রয় এইরূপে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে

লাগিল। পরে ভগবান্ পিতামহ তাহাদিগের এইরূপ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে বরদানোন্মুখ হইয়া বলিলেন;—হে বলদর্পিত দানবগণ! তোমাদিগের তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। ৪৭—৫৪। দানবগণ কহিল,—হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদিগের এই প্রার্থনা,—"সকল প্রাণীর মধ্যে আমাদিগকে অবধ্য করুন"। সেই দানবোত্তমগণ পিতামহ-সকাশে এইরূপ বর প্রার্থনা করিল। তাহাদিগের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণে লোকপ্রভু অব্যয় দেব পিতামহ কহিলেন,—হে অসুরগণ! সর্ব্বামরত্ব বরদানে আমার শক্তি নাই, অতএব তাহা হইতে নিবৃত্ত হও। এতদ্ভিন্ন তোমাদিগের যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই প্রার্থনা কর; আমি তাহা প্রদানে অঙ্গীকৃত আছি। পিতামহের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে তাহারা সকলে পরস্পর যুক্তি করিয়া, জগদ্গুরু ব্রহ্মাকে প্রণাম করত বলিল,—হে লোকেশ! আপনার সকাশে, আমরা তিনজনে কাঞ্চন, রজত ও অয়োময় দুর্গরূপ পুবত্রয়কে বরলাভ করিয়া, আপনার প্রসাদে এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিব, এইরূপ সহস্র বৎসর বিচরণের পর, আমরা সকলে পরস্পর মিলিত হইব। হে অনঘ! সেই সময় ঐ পুরত্রয় পরস্পরে এক হইয়া যাইবে। যে সময় সেই পুরত্রয় সমভাব প্রাপ্ত হইবে, হে ভগবন্! তখন সেই মিলিত ত্রিপুরকে একবাণে যে হনন করিতে পারিবে, সে-ই আমাদিগের নিহন্তা হইবে। ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। দেব ব্রহ্মা তাহাদিগের তাদৃশ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন ও ময়দানবকে "তুমি এই কাঞ্চন, রজত ও লোহময় পুবত্রয় নির্ম্মাণ কর" এইরূপ আজ্ঞা দান করিয়া, তাহাদিগের সম্মুখেই অদৃশ্য হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এইরূপ আজ্ঞা দানপূর্ব্বক ব্রহ্মা গমন করিলে পর, ধীর ময়দানব সত্বর ত্রিপুর নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজতময় ও পৃথিবীতে লোহময় পুর নির্ম্মাণ করিল। এইরূপে ময় কর্ত্তৃক সেই মহাত্মগণের সুভগ-সুন্দর ত্রিপুর নির্ম্মিত হইল। সেই পুরত্রয় এক যোজন বিস্তৃত। তাহার মধ্যে তারকাক্ষের কাঞ্চনময় পুর, কমলাক্ষের রজতময় ও বিদ্যুন্মালীর লোহময় পুর নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই দুর্গস্বরূপ পুরে কল্পদ্রুম ও উচ্চ উচ্চ প্রাসাদ সকল বিরাজমান। সূর্য্যমণ্ডল-সদৃশ বিশ্বতোমুখ বিমান সকল সেই পুরসমূহের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেলাগিল; বাপী, কূপ, গৃহ-দীর্ঘিকা, বিবিধাকার রথ, শিবিকা সকল বিরাজমান হইল; কৈলাস-শিখরোপম পদ্মরাগময় চন্দ্রসদৃশ শুভ্র গোপুর সকল এবং সভাগৃহ, পানীয়শালা ও বেদাধ্যয়ন-শালা সকল সেই পুরত্রয়কে সাতিশয় শোভিত করিল; দিব্য স্ত্রীগণ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধচারণগণ নিরত সেই পুরে আমোদে মাতিয়া রহিল; সেই পুর সকল মত্তমাতঙ্গ অশ্ব প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। পতিব্রতা স্ত্রীগণ সর্ব্বত্র পবিত্রতা সম্পাদন করিতে লাগিল। নানাবিধ শ্রৌত-স্মার্ত্তার্থ-ধর্ম্মজ্ঞ স্বধর্ম্মপরায়ণ দ্বিজগণ, দৈত্যেশ্বরগণ এবং বিশালবক্ষা বৃষস্কন্ধ, সামযুদ্ধকারী, নীলোৎপলদলকান্তি কোমল-কুঞ্চিতকেশ, যুদ্ধলালস, শিক্ষিত বীর দানবগণ ও বামন কুব্জ প্রভৃতি দ্বারা সুত সহ সেই সকল পুরে ময়কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, যথাসুখে বাস করিতে লাগিল এবং অন্য শিবপূজায় লব্ধবীর্য্য, ইন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-সদৃশ সমরব্যসনী সুদৃঢ় অন্যান্য দৈত্যগণ কর্ত্তৃক সেই পুর সকল সেবিত হইল ও শাস্ত্র বেদ পুরাণ প্রভৃতিতে ও সনাতন ধর্ম্মে রত পবিত্রচেতাগণ সেই পুরত্রয়ের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিতেছিল। ফলে পৃথিবীতে যে যে ধর্ম্ম আছে, তাহাই সেই পুবত্রয়ে বিরাজমান। সেই দৈত্যগণের প্রভায় ইন্দ্রাদি দেবগণ দগ্ধপ্রায় হইলেন। তখন সেই দুঃখকাতর দেবগণ, ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া শরণাপন্ন হইয়া আপন আপন দুঃখকথা নিবেদন করিলেন। ৫৫—৮২।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,— ভগবান পিতামহ, দেবগণের ত্রিপুরজাত দুঃখ শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—দৈত্যগণ যখন আমা কর্ত্তৃকই বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, তখন আমা দ্বারা তাহাদের বিনাশ সম্ভবপর নহে। আর তাহা কর্ত্তব্য হইলেও আমি কিছুতেই এবিষয়ে সক্ষম হইতে পারিতেছি না, যেহেতু ঐ ত্রিপুরে পুণ্য প্রবর্ত্তিত হইতেছে; অতএব তোমরা শিবসকাশে গমন করিয়া এ বিষয় প্রার্থনা কর; তিনি সকল কার্য্য করিবেন। ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবগণ যেখানে বৃষধ্বজ আসীন রহিয়াছেন, তথায় গমন করিয়া সকলে আপন আপন দুঃখ নিবেদন করত কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ দুঃখকথা শ্রবণে শিবও বলিলেন,—এখন ঐ ত্রিপুরাধ্যক্ষগণ পুণ্য অর্জ্জন করিতেছে, যেখানে যেখানে পুণ্য প্রবর্ত্তিত হয় তাহাদিগকে পণ্ডিতগণের সংহার করা অনুচিত; অতএব যে পর্য্যন্ত তাহাতে পুণ্য বৃদ্ধি পাইতেছে, সে পর্য্যন্ত সেই ত্রিপুরকে হনন করা কর্ত্তব্য নহে। তবে হে দেবগণ! তোমরা এই ঘটনা বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া সুস্থ হও। দেবগণ শিবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে বিষ্ণুসমীপে আগমন করিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবে[illegible]রিলেন। তাঁহাদিগের এইরূপ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিষ্ণু কহিলেন,—ইহা যথার্থ কথা যে, যেখানে সনাতন ধর্ম্ম বিদ্যমান, সূর্য্য বিদ্যমানে যেমন তমোনাশ হয়, সেইরূপ সেখানেও দুঃখ নাশ হইয়া থাকে। বিষ্ণুরও এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবগণ অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। পরে সেই মলিন-বদনাম্বুজ দেবগণ

পুনরায় বলিলেন,—হে দেব! তবে আমরা কি করিয়া কার্য্য করিব, কি করিয়াই বা আমরা অবস্থান করিব, আর ঐ ত্রিপুর বিদ্যমানে কেমন করিয়াই বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব? হে দেব! হয় অকালে সমস্ত সংহার করিতে প্রবৃত্ত হউন, না হয় সেই ত্রিপুরকে বিনাশ করুন। এই কথা বলিয়া দেবগণ পুনঃপুনঃ দুঃখ প্রকাশ করত বলিতে লাগিলেন,—হে ত্রিপুর। ব্রহ্মার বর বশতঃ তোমার আর বিনাশোপায় পাইলাম না। শ্রীমান্ ভগবান্ বিষ্ণু সেই বিনয়ান্বিত দেবগণকে অতিশয় বিষন্ন দেখিয়া "এক্ষণে কি কর্ত্তব্য" চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে "যজ্ঞগণই এই ত্রিপুর বধের উপায়" ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেন। যজ্ঞগণ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই দিব্য-পুরুষ নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। সনাতন ভগবান্ অচ্যুত, সেই সনাতন যজ্ঞগণকে আগত দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ। তোমরা ত্রিপুর বিনাশ ও ত্রিজগতের উন্নতির নিমিত্ত এই উপসদ্ নামক যজ্ঞে ভগবান্ পরমেশ্বর দেবদেবকে অর্চ্চনা কর। ১—১৬। ধীমান দেব অচ্যুতের তাদৃশ বাক্যশ্রবণে দেবগণ মহান্ সিংহনাদ করিয়া পরে যজ্ঞেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভগবান্ ত্রিদশেশ্বর জনার্দ্দন চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল দেবগণকে বলিলেন,—হে সুরগণ। যাহারা নিষ্পাপ, তাহাদিগকে হনন করা অবিধেয়; আর যাহারা পাপী, তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; অতএব হে সুরোত্তমবৃন্দ। কেমন করিয়া ঐ নিষ্পাপ অসুরগণকে বিনাশ করা যাইতে পারে? আর যদি কদাচিৎ দুর্ম্মদ অসুরগণ পাপী হয়, তাহা হইলেই বা দেবগণ কেমনে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন? কেননা, পরমেষ্ঠী রুদ্রের প্রভাববলেই তাহারা নিহত হইবে। এ জগতে কি ব্রহ্মা, কি দৈত্যগণ, কি রিপুসূদন দেবগণ ও কি মহাত্মা মুনিগণ, ঈশ্বরের প্রসাদ ব্যতিরেকে তাহার বধে কাহারও শক্তি নাই। সেই সর্ব্বপ্রদ সকলের মঙ্গলদাতা দেবদেব শর্ব্বই লীলাচ্ছলে সকল কার্য্য করিবেন। সেই শঙ্করের প্রভাবেই যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই। দেখ, এই দেবগণ তাঁহার এক অবতার-বিশেষকে অর্চ্চনা করিয়া, দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন ও বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। বল দেখি, এ জগতে কোন্ পুরুষ তাঁহার অর্চ্চনা না করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছে? অতএব আমরা সেই শিবপূজা ও যথাবিধি রুদ্রযাগ করিয়া, লিঙ্গার্চ্চন-বিধির প্রভাবে দৈত্যগণকে জয় করিতে সমর্থ হইব। বিষ্ণু দেবগণকে এই উপদেশ দান করিয়া উপসদ্ নামক যজ্ঞে হর-উদ্দেশে যাগ করিলেন ও লক্ষ পার্থিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া গন্ধ পুষ্প অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিলেন, আর দেবগণও সেইরূপ হর-উদ্দেশে যাগ করিলেন। এই বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এইরূপ উপাসনা করিয়া, দন্ত চাপ ও শিলা প্রভৃতি রূপ আয়ুধ এবং নানাবিধ প্রহরণে বিভূষিত, শূলশক্তিগদাপাণি, নানা বেশধর, কালাগ্নিরুদ্র সদৃশ, কাল সূর্য্যোপম, সহস্র সহস্র ভূতগণকে দেখিতে পাইলেন। সেই ভূতগণ আসিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে প্রণাম করিল, তাহার পর বিষ্ণু সেইসকল প্রণত ভূতগণকে বলিলেন,—হে ভূতগণ। তোমরা লোক কল্যাণের নিমিত্ত দৈত্যগণের পুরত্রয়কে দগ্ধ, ভগ্ন ও বিদীর্ণ করিয়া ছারখার করত স্ব স্ব স্থানে গমন কর। তৎপরে ভগবান পুরুষোত্তম, পরমাত্মা দেবদেব ঈশ্বরকে প্রণাম করত ভূতগণকে অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্ষণকাল চিন্তার পর বিষ্ণু সন্তপ্তচিত্ত হইয়া দুঃখিত দেবগণকে বলিলেন,—দেবদেবের প্রসাদে কিরূপে সেই দৈত্যগণের বলনাশ করিয়া দেবকার্য্য সাধন করিব? যেহেতু অভিচার উপায়ে ধর্ম্মিষ্ঠগণের নাশ-সম্ভাবনা নাই; সেই ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়াই অবধ্যত্ব লাভ করিয়াছে, তদ্ব্যতীত তাহাদিগের অবধ্যতার আর কোন কারণ নাই। ১৭—৩৪। যদি কোন ব্যক্তি মহৎ পাপ করিয়াও রুদ্রকে অর্চ্চনা করে, পদ্মপত্রের উপর জল পড়িলে, তাহা যেমন মুক্ত অর্থাৎ নির্লিপ্ত থাকে, সেইরূপ সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে; শিবপূজাবলে এ ভূমণ্ডলে ভোগসম্পত্তিও জন্মিয়া থাকে। সেইজন্যই সেই দৈত্যগণ লিঙ্গার্চ্চন-পরায়ণ হইয়া এত ভোগী হইয়াছে। দেবকার্য্যের নিমিত্ত আমি ক্ষণকাল মধ্যেই স্বীয় মায়াবলে দৈত্যগণের ধর্ম্মবিঘ্ন করিয়া অবিলম্বেই ত্রিপুরকে বিনাশ করিতেছি। এইরূপ বিচার করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম সুররিপুগণের ধর্ম্মবিঘ্ন নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইলেন। যে পর্য্যন্ত বেদধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, যে পর্য্যন্ত শিবপূজা থাকে ও যে পর্য্যন্ত স্নান দান জপাদি পবিত্র কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, সে পর্য্যন্ত কাহারও বিনাশ করিবার ক্ষমতা থাকে না; অতএব যাহাতে সেই দৈত্যগণ হইতে ধর্ম্ম বিচলিত হন, এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বিষ্ণু দেবগণের প্রতি আজ্ঞা দান করত দৈত্যগণের বিঘ্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন এবং দেবগণও সেই বিষ্ণুর আজ্ঞা লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তাহার পর বিষ্ণু দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত যে উত্তম অনুষ্ঠান করিলেন, সেই সর্ব্ব-পাপনাশন বিধি সম্যক্‌রূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৫—৪১।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—মহাতেজা মায়াবী অচ্যুত, সেই দৈত্যগণের ধর্ম্মবিঘ্নের নিমিত্ত এক মায়াময় পুরুষকে সৃজন করিলেন। সেই পুরুষেব মস্তক মুণ্ডিত, বস্ত্র মলিন, হাতে কাষ্ঠময় কমণ্ডলু। সেই পুরুষ পাছে জন্তুগণকে অঙ্গ বস্ত্র দ্বারা তাড়না করিলে হিংসা হয়, এই ভয়ে জন্তুগণের তাড়না করিবার নিমিত্ত হাতে কোমল-কূর্চ্চিকা গ্রহণ করিয়া প্রতি পদক্ষেপে তাহা চালনা করিতেছেন, সর্ব্বদা হস্তে বস্ত্র গ্রহণ করিয়া মুখে প্রদান করিতেছেন, আর সদা "ধর্ম্ম" এই কথা উচ্চারণ করিতেছেন। পরে সেই সৃষ্ট মায়াময় পুরুষ হরিকে নমস্কার করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে অরিঘাতন! আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন। সেই মাযাময় পুরুষের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে, ভগবান্ অচ্যুত কহিলেন—তুমি যেজন্য সৃষ্ট হইয়াছ, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; অতএব তোমাকে আমার কার্য্য করিতে হইবে। তুমি আমার কৃপাবলে সকল লোকের পূজ্য হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই জানিবে। হে মায়িন্! শ্রৌত-স্মার্ত্ত-মতবিরুদ্ধ, বর্ণাশ্রম-বিবর্জ্জিত, বেদভ্রষ্ট, প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাচক, এতাদৃশ ষোড়শ সহস্র শাস্ত্র তুমি অধিগত হইবে; তাহাতে "ইহজগতেই স্বর্গ নরক, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই" এইরূপ প্রত্যয় জন্মিবে। পরে তোমা হইতে সেই শাস্ত্র লোকে বিস্তীর্ণ হইবে। তোমাকে সেই শাস্ত্র নির্ম্মাণেব সামর্থ্য দিতেছি, সেই সামর্থ্যবলে তুমি তাদৃশ শাস্ত্র রচনা করিবে। তোমা হইতে বশ্যাবশ্যকরী প্রভৃতি মায়া উৎপন্ন হইবে, সেই মায়ায় আবির্ভাব তিরোভাব প্রভৃতি শক্তি তোমার জন্মিবে এবং ইষ্টানিষ্ট প্রদর্শন, নানা পিশুনকল্পনা ও অন্যান্য যে সকল বিচিত্র কার্য্য, তাহা তোমার জন্মিবে। ১—১১। পরমাত্মা হরির তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই পুরুষ নমস্কার করত অবস্থান করিয়া বলিলেন,—হে দেব! এখন আমায় কি করিতে হইবে? সেই পুরুষ এই কথা বলিলে পর ভগবান্ অচ্যুত তাঁহাকে মায়াময় শাস্ত্র পাঠ করাইলেন। এইরূপ শাস্ত্র উপদেশ দিয়া ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন,—আমার আজ্ঞায় তুমি ত্রিপুরে গমন পূর্ব্বক দৈত্যগণকে মোহিত করিয়া তাহাদিগকে এই শাস্ত্র পাঠ করাও; সেস্থলে শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম্ম প্রচলিত হইতেছে, তুমি ঐ ক্রিয়াবলে সেই সকল শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম্মাদিকে বিচলিত কর। শীঘ্র পুরত্রয়কে বিনাশ করিবার নিমিত্ত হরি সেই পুরুষকে আরও বলিলেন,—হে মায়িন্! তুমি শীঘ্র সেই স্থলে গমন কর। পরে সেইখানে স্বদীয় ঐ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া পুরত্রয়কে বিনাশিত করত তাহার পর মরুভূমিতে অবস্থান করিবে। পরে যে পর্য্যন্ত না কলিযুগ আগত হইবে, সে পর্য্যন্ত আপন জৈন ধর্ম্মে থাকিবে। সেই কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে পর আপন ধর্ম্ম প্রকাশ করিবে; শিষ্য, প্রশিষ্য এবং সেই প্রশিষ্যেরও শিষ্য দ্বারা ঐ আপন ধর্ম্মকে বর্দ্ধিত করিবে। আমার আজ্ঞাক্রমে তোমার ঐ ধর্ম্ম নিশ্চয় বৃদ্ধি পাইয়া বিস্তীর্ণ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ করিও না। প্রভু বিষ্ণুর এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া সেই মুণ্ডিতমস্তক যতি হরির আজ্ঞা পালন কবত চারিজন শিষ্যকে সংগ্রহ করিলেন। পরে তাহাদিগকে সম্প্রদায় অনুসারে মায়াময় শাস্ত্র পাঠ করাইলেন। যেমন ঐ পুরুষ, তাহারাও সেইরূপ মুণ্ডিতমস্তক হইল। অনন্তর তাহারা আসিয়া পরমাত্মা হরিকে নমস্কার করিল। ভগবান্ হরি সেই শিষ্যচতুষ্টয় অবলোকনে পরম প্রীত হইয়া "তোমরাই ধন্য" এইরূপ প্রশংসা করত তাহাদিগকে বলিলেন,—আমার আজ্ঞায় তোমরাও তোমাদের গুরুর ন্যায় হইবে। সেই মুণ্ডিতমস্তক শিষ্যগণ ঐ জৈন ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া অল্পভাষী হইল, হাতে কমণ্ডলু ও বস্ত্রখণ্ড নির্ম্মিত কূর্চ্চিকা ধারণ করিল, মস্তকে বস্ত্র বন্ধন কবিল, মলিন বসন পরিধান করিল এবং "লব্ধ ধর্ম্মই পরম তত্ত্ব" এইরূপ বলিতে লাগিল। তাহার পর তাহাবা দেব ভগবানকে হর্ষনির্ভরচিত্তে প্রণাম করিল। তৎপরে হবি তাহাদিগকে হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগেব গুরুর হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন,—তুমি যেমন মদীয়, সেইরূপ ইহারাও আমার জানিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১২—২৮। তোমরা লোক-সুখাবহ কার্য্য কবিতে প্রবৃত্ত হও। বিষ্ণুর এইরূপ আজ্ঞালাভ করিয়া সেই মাযাবী ঋষি তাঁহাকে প্রণাম কবত সশিষ্যে সত্বরগতিতে সেই পুরে আগমন করিযা মায়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই মায়াবী পুরুষ ঐ পুরের এক নিকটস্থ বনে শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সেখানে থাকিয়া মায়িগণেরও মোহিনী মায়া প্রচার করিতে লাগিলেন। সেখানে যে যে আসিতে লাগিল, তাহারাই মায়ায় বশীভূত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল এবং যাহারা তাঁহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। এমন কি, মায়াবী পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মায়ায় মুগ্ধ হইল। অধিক কি, নারদ পর্য্যন্ত মায়াবী বিষ্ণুর মায়ায় প্রেরিত হইয়া সেই পুরে প্রবেশ করত দীক্ষিত হইলেন। এইরূপে দীক্ষিত হইয়া নারদ, রাজা বিদ্যুন্মালীর নিকট গমন করত সকল নিবেদন করিলেন,—হে দৈত্যরাজ! কোন এক ধর্ম্মপরায়ণ যতি এই রাজ্যে আগমন করিয়াছেন, আমি অনেক ধর্ম্ম দেখিয়াছি, এরূপ কখন দেখি নাই। আমরা সেই সনাতন ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছি। আপনার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এখনই সেই স্থলে গমন করিয়া সেই মহাপুরুষ কর্ত্তৃক দীক্ষিত

হউন। নারদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে রাজা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এবং "নারদও যখন দীক্ষিত হইয়াছেন, তখন আমাদেরও দীক্ষিত হওয়া উচিত" ইহা বিবেচনা করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই মুণ্ডিতমস্তক যতির আড়ম্বর দেখিবামাত্র তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। পরে রাজা সেই মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন,—ঋষিগণ নির্ম্মলাশয়; আমি দীক্ষিত হইবার বাসনায় আগমন করিয়াছি, অতএব আমাকে দীক্ষিত করুন। রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে মুণ্ডিরাজ তাঁহাকে এই পরম বাক্য বলিলেন যে, "হে মহারাজ! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা প্রতিপালন করুন; কদাচ ব্যর্থ করিবেন না।" মায়ী পুরুষের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে রাজা তাঁহার মায়ায় অভিভূত হইয়া বলিলেন,—আপনি যাহা উপদেশ দিবেন, আমি তাহাই করিব, কদাচ অন্যথা করিব না। দৈত্যরাজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পুরুষ আপন মুখ হইতে বস্ত্র অপনোদন করিয়া বলিলেন,—হে রাজশার্দ্দূল! আসুন! এই মন্ত্র দিতেছি, তাহাতে দীক্ষিত হউন। এই বলিয়া সেই পুরুষ, দৈত্যকে একান্তে লইয়া যাইয়া, যাহাতে ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, সেই তত্ত্ব-উপদেশ প্রদান করিলেন এবং "দীক্ষিত হউন" এই বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ রাজা বিদ্যুন্মালী দীক্ষিত হইলেন; পরে ত্রিপুরবাসী সকলেই দীক্ষিত হইল। এইরূপে ক্রমশঃ সেই ত্রিপুর, মায়ীর শিষ্য-প্রশিষ্যে পরিপূর্ণ হইল। ২৯—৪৭।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—পরে মায়াবী পুরুষের প্রভাবে স্ত্রীধর্ম্ম, শ্রাদ্ধধর্ম্ম, শিবপূজা, যজ্ঞ ও পর্ব্বকালে স্নানদানাদি কার্য্য সকল দূর হইল, আর, বেদধর্ম্মের প্রসঙ্গও রহিল না। তখন দেবদেব প্রভু বিষ্ণুর আজ্ঞায় মায়া আসিয়া, সেই পুরে অধিষ্ঠান করিলেন। অলক্ষ্মীও প্রভু বিষ্ণুর নিয়োগে ঐ ত্রিপুরে আসিয়া স্বপ্রভাব বিস্তার করিলেন। প্রভু ব্রহ্মার আজ্ঞায় সেই দৈত্যগণ যে লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিল, দেবেশ্বর বিষ্ণুর আজ্ঞায় সেই লক্ষ্মীও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মায়াবী নারদ, মুণ্ডিরাজের ধর্ম্মসম্পন্ন হইয়া, তাহাদিগের সেইরূপ ধর্ম্মনাশক বিষ্ণুমায়া-বিনির্ম্মিত বুদ্ধিমোহ উৎপাদন পূর্ব্বক সেই স্থল হইতে গমন করিলেন। এইরূপে সুশোভন শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, সেই সময়ে বিশ্বনিদান বিষ্ণু কর্ত্তৃক পাষণ্ডধর্ম্ম (বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম) সংস্থাপিত হইল। তখন দৈত্যগণ মহেশ্বরকে পরিত্যাগ করিল, অর্থাৎ তাঁহাকে আর মানিত না; লিঙ্গার্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল দুরাচার অবলম্বন করিল। এইরূপে স্ত্রীধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া দুরাচার ধর্ম্ম ব্যবস্থিত হইলে, পুরুষোত্তম দেবেশ বিষ্ণু আপনাকে কৃতার্থ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, সত্বর-গতিতে সর্ব্বজ্ঞ উমাপতি সকাশে আগমন করত স্তব করিতে লাগিলেন,—যিনি মহেশ্বর দেব, নারায়ণ ও রুদ্র; যিনি ব্রহ্মা ও ব্রহ্মরূপী, সেই পরমপুরুষ আপনাকে নমস্কার করি। এইরূপ স্তব করিয়া বিষ্ণু দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ও দক্ষিণামূর্ত্তি-সম্ভব রুদ্রমন্ত্র জপ করিলেন। সেই সময় দেবগণ সার্দ্ধত্রিকোটী বৎসর জলে থাকিয়া, পরমেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি রুদ্র, আপনি নীলরুদ্র ও আপনিই প্রচেতাঃ; হে দেব! সর্ব্বাত্মা আর্ত্তিহারী বিরূপ আপনাকে নমস্কার। হে দেবারিসূদন! আপনি আমাদিগের গতি, অতএব আপনি আমাদিগের বন্দনীয়; হে প্রভো! আপনি আদি, অনাদি, অক্ষয়; হে জগদ্গুরো! আপনি আনন্দময় ও সাক্ষাৎ প্রকৃতি-পুরুষের স্রষ্টা এবং আপনিই এজগতে সকলের হর্ত্তা, কর্ত্তা, পালয়িতা। হে বরদ! আপনিই বাঙ্ময়, আপনিই বাচ্য অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদ্য, আবার আপনিই বাচ্যবাচক-বর্জ্জিত। ১—১৫। হে ঈশান! যোগবিত্তম আপনি যোগিগণ কর্ত্তৃক মুক্তির নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া তাঁহাদিগের হৃৎপদ্মশিখরে অধিষ্ঠিত থাকেন। বেদকর্ত্তৃক আপনি শাশ্বত পরব্রহ্মস্বরূপী তেজোরাশি পরাৎপর বলিয়া কথিত হন। হে প্রভো! ইহজগতে আপনিই পরমাত্মা বলিয়া কথিত আছেন। হে জগদ্গুরো! এ জগতে যাহা ঘটাদি দ্রষ্টব্য পদার্থ ও যাহা স্বর্গ-নরকাদি শুনিতে পাওয়া যায় এবং এ জগতে যাহা যাহা বহুমানাস্পদ আছে, সে সকল আপনি ব্যতীত আর কিছুই নয়। হে প্রভো! আপনি অণু অপেক্ষা অণীয়ান্ এবং আপনিই আবার মহৎ অপেক্ষা মহীয়ান্ বলিয়া কথিত। হে জগদীশ! সর্ব্বদিকেই আপনার হস্ত ও চরণ; আপনার নয়ন, মস্তক ও বক্তৃ ও সর্ব্বদিকেই বিরাজমান। হে দেব! এ জগতে আপনিই মহাদেব, অনির্দ্দেশ্য (শব্দ দ্বারা অপ্রতিপাদনীয়), সর্ব্বজ্ঞ, অনাবৃত (অবিদ্যা-সম্পর্কশূন্য), বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, সদাশিব, অনুত্তম, কোটিভাস্কর-সঙ্কাশ, ষড়্‌বিংশ তত্ত্বরূপী ও অনীশ্বর (নিয়ামকশূন্য)। প্রকৃতির প্রবর্ত্তক হইয়াও কূটস্থ (উদাসীন) পিতামহ বলিয়া আপনিই কীর্ত্তিত হন। হে প্রভো! শ্রুতি সকলে আপনি বরদ, দেব, সর্ব্ববাসী, শ্রুতিসার ও শ্রুতিসারজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তিত আছেন। হে অনেকমূর্ত্তে, জগন্নাথ! আপনা কর্ত্তৃক ইহলোকে যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হে প্রভো! এ জগতে দেব, অসুর, ব্রাহ্মণ, দৈত্য ও স্থাবর জঙ্গম যত আছে, তাহারা সকলেই আপনার স্তব করিয়া থাকে। হে শম্ভো! ক্ষণকাল মধ্যে অসুরগণকে

নিহত করিয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আমাদিগের আপনি ব্যতীত আর গতি নাই। মহেশ্বর শঙ্কর এইরূপে বিষ্ণু ও দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া বিষ্ণুকে আলিঙ্গন করত তাঁহার হস্তগ্রহণ করিয়া, দেবগণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গম্ভীর বাক্যে বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে সুরেশ্বর বিষ্ণো! আমি দেবকার্য্য অবগত হইয়াছি ও ধীমান্ নারদের মায়াবলও জ্ঞাত হইয়াছি। হে দেবসত্তম! আমি অবিলম্বেই সেই অধর্ম্মনিষ্ঠ দৈত্যগণের পুরত্রয় বিনাশ করিব। প্রভু দেবদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই সকল সমাগত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শচীপতি প্রভৃতি দেবগণ প্রণাম করিলেন ও হর্ষ-গদগদবচনে স্তব করিলেন। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া এই মহাপুণ্য স্তব পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে সকল অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৬—৩০।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অনন্তর দেবগণ, পুত্রগণের সহিত "জয় হউক, জয় হউক" এই শুভ শব্দ সমন্বিত বাক্য বলিলেন। তাহার পর নন্দী স্বয়ং প্রণত হইয়া এবং দেবগণ কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া, পার্ব্বতী ও কার্ত্তিকেয়ের সহিত সর্ব্ব-মনোরথ শিবভবনে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় দেবগণ "কি করি, কোথায় যাই, হায়! আমরা হত হইলাম" এই বলিতে বলিতে ধীমান্ দেবদেবের দ্বারপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত সমাকুলচিত্তে পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া, কেহ কেহ বা "আমরা অতিশয় পাপী," কেহ কেহ বা "আমরা অতিশয় অভাগ্যবান্" ও কেহ কেহ বা "দৈত্যগণ অতিশয় সৌভাগ্যবান্" এইরূপ বলিতে লাগিলেন। এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া দেবগণ শিবালয়ে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় কুম্ভোদর নামে এক মহাতেজা শিবসেবক, দেবগণের শব্দ শ্রবণে তথায় আসিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডাঘাতে তাড়না করিতে লাগিল। দেবগণ এইরূপে তাড়িত হইয়া ভয়াকুলিত-চিত্তে খেদ করিতে করিতে পলায়ন করিলেন; ইন্দ্র ও মুনিগণ ধরণী-তলে পতিত হইলেন। তখন কশ্যপাদি মুনিগণ, লোক-সুখাবহ হরিসমীপে আগত হইয়া "অহো কি দৈববল" এইরূপ খেদ করিতে লাগিলেন এবং অপর দ্বিজগণ "অভাগ্য বশতঃ আমাদিগের কার্য্য সমাপ্ত হইল না"—সেই হরিসমীপে এইরূপ খেদ-সূচক বাক্য বলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে হরি বলিলেন,—কিজন্য আপনারা দুঃখিত হইতেছেন! দুঃখ পরিত্যাগ করুন। হে দেবগণ! মহৎস্বরূপী শিবের আরাধনা মনুষ্যগণের অসাধ্য; অতএব সর্ব্বগণাধ্যক্ষ শিব কিরূপে বশীভূত হইবেন? তবে প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, পরে 'নমঃ', তাহার পর 'শিবায়', তাহার পর 'শুভং কুরু' ইহা দুইবার উচ্চারণ করিবে, অর্থাৎ ওঁ নমঃ শিবায় শুভং কুরু শুভং কুরু এইরূপ উচ্চারণ করিবে। পরে আবার 'শিবায়', তাহার পর 'নমঃ', তাহার পর প্রণব, এইরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে। হে দেবগণ! যে পর্য্যন্ত ভূতভাবন শিব কৃপাদানে মনোবাঞ্ছা পূরণ না করেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা এই মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিতে থাক। এইরূপ এককোটি জপ সমাপ্ত হইলে ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইয়া কার্য্য করিবেন। প্রভু হরি এইরূপ উপদেশ দান করিলে দেবগণ ধৈর্য্যসমন্বিত হইয়া সেই সময় হইতে নির্জ্জনে "শিব শিব" এইরূপ উচ্চারণ করত হরের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কোটিসংখ্যক জপ সমাপ্ত হইলে, সাক্ষাৎ ভগবান্ শিব সেই স্থলে স্বয়ং যথোক্ত দিব্যস্বরূপে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগকে বরদান করিতেছি, অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দেব মহেশ্বর হর এইরূপ প্রসন্ন হইয়া বরদানোন্মুখ হইলে সকল দেবগণ তাঁহাকে শুভাবহ স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১৮।

দেবগণ বলিলেন,—হে শঙ্কর! আপনাকে নমস্কার করি; হে পরমাত্মন্! আপনাকে আমাদিগের নমস্কার। হে শূলপাণে! আপনি পরাবর (উচ্চনীচ স্বরূপ) স্বরূপ, আপনা উদ্দেশে এই দেবগণের অসংখ্য নমস্কার। হে গণাধিপ! হে কপর্দ্দিন্! আপনাকে আমরা নমস্কার করি। হে ত্রিনেত্র! আপনি বেদপতি, আপনাকে আমাদের কোটি কোটি নমস্কার। হে প্রভো! আপনিই এ জগতের কারণ, আবার আপনিই কার্য্যরূপী; হে মূলপ্রকৃতিহেতো! আপনিই এ জগতে ব্যাপক, আবার আপনিই ব্যাপ্য, এহেন আপনাকে আমরা সদা অসংখ্য নমস্কার করি। দেবগণের এইরূপ স্তব শ্রবণে জগদীশ্বর শিব আরও প্রসন্ন হইলেন। তখন দেবকে প্রসন্ন দেখিয়া সকল সুরপতিগণ কহিলেন,—হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহা হইলে এই দেবগণের প্রতি কৃপাকটাক্ষদানে ত্রিপুরকে বিনাশ করুন। দেবগণের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পিনাকী পুনর্ব্বার বলিলেন,—হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি "ত্রিপুর বিনষ্ট হইয়াছে" এইরূপ ভাবিয়া আমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম রথ, সারথি, কার্ম্মুক, শর এই সকল যত্নপূর্ব্বক নির্ম্মাণ কর। বিশ্বকর্ম্মা শম্ভুর এতাদৃশ আজ্ঞা পাইয়া বিশ্বহিতের নিমিত্ত সর্ব্বদেবময় সুশোভন দিব্যরথ স্বয়ং নির্ম্মাণ করিলেন। ১৯—২৪।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—বিশ্বকর্ম্মা, দেব রুদ্রের নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক সাদরে যে দিব্য সর্ব্বোত্তম রথ নির্ম্মাণ করিলেন,সেই রথ চতুর্দ্দশভুবনময়, সর্ব্বপ্রাণিময় ও সকল সুবর্ণ-নির্ম্মিত। সেই রথের দক্ষিণদিকের অবয়ব (চক্রে) সূর্য্য ও বাম অবয়ব (চক্র) চন্দ্র ঐ দক্ষিণ চক্রে দ্বাদশদল ও বাম চক্র ষোড়শ দল। দক্ষিণ চক্রের দ্বাদশ দল দ্বাদশাদিত্যময় এবং বাম চক্রের ষোড়শ দল ষোড়শকলাময়। ঐ বাম চক্রে নক্ষত্র সকল তাহার ভূষণ স্বরূপ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। ঐ বাম ও দক্ষিণ ভাগে সেই সকল নক্ষত্র হইতে কল্পিত ছয় ঋতু অধিষ্ঠান করিয়া আছে। সেই রথের অন্তরীক্ষ রথাগ্র, মন্দরপর্ব্বত রথনীড়, উদয় ও অস্ত পর্ব্বত যুগধারক কূবর,* সংবৎসর বেগ এবং অয়নদ্বয় দুই লৌহ-ধারক। চারি সমুদ্র রথের পরিবেষরূপী হইয়া ঐ রথে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সর্ব্বাভরণভূষিত শ্রেষ্ঠ গঙ্গাদি নদী সকল দিব্য স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক চামর গ্রহণ করিয়া ঐ রথে বিরাজ করিতেছেন ; দেবব্রহ্মা সারথি হইয়া রজ্জু (লাগাম) ধারণ করিয়া আছেন এবং ব্রহ্মদৈবত প্রণব, প্রতোদ (চাবুক) হইয়া ব্রহ্মার হস্তে রহিয়াছেন। নর্ম্মদাজনক মেকলাচল শস্ত্ররূপে, মন্দর পার্শ্বদণ্ডরূপে, সুমেরু কার্ম্মুকরূপে, অনন্ত ঐ কার্ম্মুকের জ্যারূপে, শ্রুতিরূপিণী সরস্বতী চাপঘণ্টিকারূপে, মহাতেজা বিষ্ণু বাণরূপে, অগ্নি শল্যাস্ত্ররূপে, নিগম-চতুষ্টয় অশ্বরূপে ও ধ্রুবাদি জ্যোতির্গণ সেই অশ্বগণের ভূষণ হইয়া ঐ রথে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত দ্বারাই ঐ রথ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইরূপে রথ, শর, কার্ম্মুক প্রভৃতি নির্ম্মিত হইলে ও ব্রহ্মা সারথি হইলে, তখন জগৎপ্রভু ঈশ্বর শিব, সর্ব্বদেবময় হইয়া যেন স্বর্গ মর্ত্ত্য কম্পিত করিতে করিতে, সেই অশ্বাদি নানা রথাভরণে বিভূষিত রণভূষণ অদ্ভুত রথে আরোহণ করিলেন। ১—১৪। তখন ঋষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন ও অপ্সরা সকল চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। দেবদেব রথে আরোহণ করিলে পর ধরণীধর কূর্ম্ম তাঁহার অধোদেশে মহাবৃষভরূপে উত্থিত হইয়া রথকে স্থাপন করিলেন। পরে ভূতপতি, যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত সেই তরস্বী দানবগণের পুর লক্ষ্য করিয়া, মানস বায়ুর ন্যায় বেগবত্তর ঐ রথ চালনা করিলেন। সেই সময় দেবগণ ও ঋষিগণ সেই লোকসুখকর সদাশিব রুদ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং "পশুপতির জয় হউক" এইরূপ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন ; তখন চতুর্দ্দিকে কেবল "পশুপতির জয় হউক" এই শব্দই প্রকাশ পাইতে লাগিল। তৎকালে মহাত্মা শিবের যাদৃশ রূপ হইয়াছিল, তাহা শত বৎসরেও বর্ণনা করা যায় না। দেবদেবের সহিত সুখদায়িনী দেবী পার্ব্বতীও ত্রিপুর-বিজয়ের নিমিত্ত গমন করিলেন। সেই দেবের অগ্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, দিবাকর প্রভৃতি সুরপতিগণ হল, শাল, মুষল, ভুশুণ্ড ও পর্ব্বত সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ ইত্যাদি আয়ুধ গ্রহণ করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, সিংহ, বৃষ প্রভৃতিতে আরোহণ করত গমন করিতে লাগিলেন। তখন দণ্ডপাণি জটাধারী মুনিগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন, খেচর সিদ্ধচারণগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং প্রক্রন্দু, কুন্দদন্ত, কম্পন, প্রকম্পন, ইন্দ্র, ইন্দ্রযব, বস্তা, হিমকর, শতাক্ষ, পঞ্চাক্ষ, সহস্রাক্ষ, মহোদর, শতজিহ্ব, শূতাস্ত, করট, কটপূতন, দ্বিশিরা, ত্রিশিরা, একানন, অজবক্ত্র, হয়বক্ত্র, গজবক্ত্র, অর্দ্ধবক্ত্র ইত্যাদি লক্ষণবর্জ্জিত অসংখ্য গণেশ্বরগণ, ঈশ্বর দেবদেবের অনুগামী হইয়া সেই পুরত্রয়ে গমন করিতে লাগিল। পরে সেই সকল শিব-গণ মহাদেবসমীপে আগমন করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল,—স্বয়ং যিনি মনে করিলেই ক্ষণকাল মধ্যে এই সচরাচর জগৎ বিনাশ করিতে পারেন, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সেই এই পিনাকী, ত্রিপুর বিনাশের নিমিত্ত গণপরিবৃত হইয়া গমন করিতেছেন! ইহাতে উঁহার রথেই বা কি প্রয়োজন, শরেই বা কি প্রয়োজন এবং এই গণ ও দেবগণেই বা কি প্রয়োজন? তবে যে দেব এই রথাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা কেবল দুষ্টগণের নিকট স্বমাহাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্ত ও লোকে নির্ম্মল যশ বিস্তার করিবার নিমিত্তই জানা যাইতেছে। ১৫—৩১। হে ঋষিসত্তম শৌনক! আপনাকে আমি আরও এক কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সকল দেবগণের মধ্যে দেব শিবই সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহা অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বজ্ঞ নাই। এহেন মহাদেব রুদ্র যখন সজ্জিতকার্ম্মুক হইয়া রহিলেন, তখন সেই পুরত্রয় এক হইয়া যাইল। সেই পুরত্রয় এক হইয়া ত্রিপুর নাম ধারণ করিলে, সুমহাত্মা দেবগণের তুমুল হর্ষ হইল। পরে দেবতা, সিদ্ধ ও পরম ঋষিগণ "দেবদেবের জয় হউক" এইরূপ জয়ধ্বনি করত তাঁহার সেই অষ্ট মূর্ত্তিকে স্তব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা ও জগৎপতি বিষ্ণু বলিলেন,—হে দেব! সময়ও হইয়াছে এবং ঐ পুরত্রয় মিলিতও হইয়াছে। পরে মহাদেব চাপে গুণ আরোপণ করিয়া পাশুপত অস্ত্র যোজিত করত সেই ত্রিপুর লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করিয়াই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবেশ! এই ত্রিপুর যেন বিশ্লিষ্ট না হয়। ব্রহ্মার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে মহাদেব সেই ত্রিপুরে অবজ্ঞা পূর্ব্বক এইরূপে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, যেন সেই দৃষ্টিনিক্ষেপে পুরত্রয় ভস্ম হইয়া যাইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবেশ! কটাক্ষপাতেই এই ত্রিজগৎ দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল আমাদিগের কীর্ত্তিবর্দ্ধনের নিমিত্ত

---

* যে স্থানে যুগকাষ্ঠ থাকে, তাহা কূবর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আপনাকে ঐ ত্রিপুর উদ্দেশে শরনিক্ষেপ করিতে হইবে। সেই সময় শিবমুখ শর ত্রিপুরে আগমন করিয়া তাহাকে দগ্ধ করত দেবদেবকে নমস্কার পূর্ব্বক সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিল। সেই শতকোটি দৈত্য-পরিবৃত পুরত্রয় শিববাণে দগ্ধ হইয়া, প্রলয়কালে রুদ্রকর্ত্তৃক দগ্ধ ত্রিজগতের ন্যায়, শোভমান হইল। তাহার মধ্যে যে সকল দৈত্য সবান্ধবে রুদ্রকে পূজা করিল, তাহারা শিবপূজার প্রভাবে গাণপত্য লাভ করিল। ৩২—৪২। বিষ্ণু পুরন্দর প্রভৃতি সুরপতিগণ, তদানীন্তন পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের রূপ অবলোকনে ভীত দেবসৈন্যগণকে দেখিয়া কিছু বলিলেন না; কিন্তু দেবগণ "একি হইল" বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে এইরূপ বলিয়া চতুর্দ্দিকে দেবদেবকে নমস্কার করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, সকল দেবগণের সহিত সন্তুষ্ট-হৃদয়ে ত্রিপুরারি মহেশ্বর ভবকে স্তব করিতে লাগিলেন। পিতামহ বলিলেন,—হে পরমেশ্বর দেবদেবেশ! হে আনন্দদায়ক জগন্নাথ! আপনি প্রসন্ন হউন। হে ওঙ্কারস্বরূপিন্! আপনাকে নমস্কার। হে স্বর্গেশ! আপনি নির্গুণ হইয়াও সগুণ, আপনাকে নমস্কার। হে সদাশিব শান্ত! হে মহেশ! হে পিনাকিন্! সর্ব্বজ্ঞ, শরণ্য, সদ্যোজাত আপনাকে আমরা নমস্কার করি। সকল দেবগণ এইরূপ স্তব করত পরম আনন্দিত-হৃদয়ে সদাশিবকে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভগবন্ দেবদেবেশ ত্রিপুরান্তক শঙ্কর! হে পরমেশ্বর! যেন আপনাতে আমাদিগের ভক্তি থাকে, প্রসন্ন হইয়া এরূপ বর দান করুন। হে দেবেশ! কৃপাকটাক্ষ দানে প্রসন্ন হইয়া এই দেবগণকে ভক্তিরূপ সহায় প্রদান করুন। ৪৩—৫১। পরে ভগবান্ জনার্দ্দন বিষ্ণুও মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে প্রকৃতি-পুরুষরূপিন্! যিনি নির্গুণ হইয়াও সগুণস্বরূপী, সেই আপনাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। হে গুণস্বরূপিন্! হে বিশ্বাত্মন্! আপনাকে আমার পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে ভক্তিপ্রিয় শান্ত পরমাত্মন্ শিব! হে জগৎপতে সদাশিব রুদ্র! আপনাকে নমস্কার করি। প্রসন্ন হইয়া এই বর দান করুন, যেন আপনাতে আমার ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহার পর সকল দেবগণ পরমেশ্বরকে নমস্কার আপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—হে জগন্নাথ পরমেশ্বর! আপনি এই দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে শঙ্কর! যেন আপ সর্ব্বকর্ত্তা, হে দেবেশ! আমরা নমস্কার করিতেছি, নিয়ত অবস্থা ত আমাদিগের দৃঢ়ভক্তি অবিনশ্বরী হইয়া এইরূপে দেবগণ ন করে। লোকশুভকর সর্ব্বদেবেশ শঙ্কর আমি সন্তুষ্ট হ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া বলিলেন,—হে দেবগণ! হইয়াছি, তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। ৫২—৫৮ কজ। তখন দেবগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হই/ করয়া আমাদিগের প্রতি বরদানোন্মুখ হইয়াছেন, তাহা হইলে এই প্রার্থনা,—হে দেবসত্তম! যখন দেবগণের দুঃখ হইবে, তখন আপনি আবির্ভূত হইয়া এই শরণাগত দেবগণের দুঃখ নাশ করিবেন। দেবগণের এই প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান্ রুদ্র "তথাস্তু" বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, আর "হে দেবগণ! তোমাদিগের স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব এই ত্রিলোকের মধ্যে তোমাদিগের যাহা যাহা অভিলষিত আছে, তাহা তোমাদিগকে ইহলোকেই দান করিতেছি" এই বলিয়া তিনি সকল অভিলষিত প্রদান করিলেন। এই অবকাশে সেই মুণ্ডিগণ সমাগত হইয়া প্রণাম করত সেই দেবগণকে বলিল,—আমাদের এখন কি করিতে হইবে? তাহাদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত কলি যুগ আগমন না করে, সে পর্য্যন্ত তোমরা মরুভূমিতে যাইয়া বাস কর। সেই মুণ্ডিগণ এইরূপ আদেশ পাইয়া, যথোদ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, আর দেবগণও স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। যে এই ত্রিপুর-বিজয়োপাখ্যান কীর্ত্তন করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে সকল অভীষ্ট লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫৯—৬৫।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মা আপন ধামে গমন করিয়া সকল সুরপতি ও ঋষিগণকে আহ্বান করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—যদি তোমাদিগের শুভলাভে ইচ্ছা থাকে ও যদি তোমরা সিদ্ধি প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আমার সহিত ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করিতে যত্নবান্ হও। ব্রহ্মার এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া সেই সকল দেব ও ঋষিগণ, যেখানে সর্ব্বহিত-কারক বিষ্ণু বিরাজমান, সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে দেবগণ সেই স্থলে আগমন করিয়া দেবদেব জনার্দ্দনকে নানাবিধ স্তবে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিলেন,—হে ভক্তগণের অভয়প্রদ দেবদেব জগন্নাথ! হে সর্ব্বদা-অভয়দায়ক লক্ষ্মীকান্ত! আপনাকে আমাদিগের নমস্কার। হে মেঘশ্যাম পীতাম্বরধর! হে চতুর্ব্বাহো অব্যয়! আপনাকে আমরা নমস্কার করি। হে পুরুষোত্তম! আপনি করকমলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে সত্তম! আপনি মুকুটাদি ভূষণে ভূষিত। হে শ্রীবৎসলক্ষণ! আপনার কণ্ঠে কৌস্তভ শোভা পাইতেছে, আপনার কোটি মদনের ন্যায় লাবণ্য ও কোটি সূর্য্যের ন্যায় কান্তি। হে ভুক্তিমুক্তি-ফলপ্রদ! আপনি সকল প্রাণিগণের শরণ্য; মায়া আপনার নিকটে গমন করিতে না পারিয়া দূর হইতে দাসীর ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। হে হৃষীকেশ! অষ্ট

সিদ্ধি আপনার দাসী স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। হে নানালঙ্কারভূষিত জনার্দ্দন! ভক্তগণ আপনাকে সর্ব্বদা সেবা করে; হে দেবেশ! আপনার কৃপায় সকলে দুর্লভ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হে অচ্যুত! যাহার অন্য কাহারও নিকটে কিছুতেই দুঃখনাশ হয় না, হে হরে! আপনি সেই অনন্যগতিক অশরণ্যের দুঃখনাশক। অতএব হে শ্রীপতে! প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে কৃপা বিতরণ করুন। এইরূপ স্তব করিয়া সেই দেবগণ "পুরুষোত্তমের জয় হউক" এইরূপ জয়ধ্বনি করত পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবেশ পুরুষোত্তম! প্রসন্ন হউন। হে করুণাকর জগন্নাথ! এই সেবকগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। দেবগণের এইরূপ স্তবে প্রসন্ন হইয়া জগদীশ্বর বিষ্ণু দেবগণকে স্বকীয় স্বরূপ দেখাইয়া, আপনার ভক্তাধীনতা প্রকাশ করিলেন।১—১৪। সেই সময় দেবগণ ভূয়োভূয়ঃ জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু সেই দেবগণকে অবলোকন করিয়া পরম শ্রুতিসুখকর বাক্যে বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ, এখন তোমাদের কি কার্য্য আছে? বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনার কৃপায় আমাদিগের সকল দুঃখ বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি সকল দেবগণের হিতের নিমিত্ত এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, নিয়ত কাহার সেবা করিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়? আর সেই দুঃখনাশের নিমিত্ত আমরা কাহাকে সেবা করিব, সেই উপদেশ প্রদান করুন। ব্রহ্মাদি দেবগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার প্রষ্টব্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। ইহা আপনিও পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন; তাহা হইলেও আমি পুনর্ব্বার আপনার ও দেবগণের সকাশে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সর্ব্বদুঃখ নাশের নিমিত্ত শঙ্কর যে সদা সেবনীয়, হে দেবগণ! ইহা তোমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছ ও এখনও দেখিতেছ, তবে কেন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছ? এ বিষয় সেই দেবেশ্বর মহাদেব, আমার ও ব্রহ্মার সমক্ষে বিশেষরূপে বলিয়াছেন। আর তোমরা ইহার অদ্ভুত প্রকৃত দৃষ্টান্তও দেখিতে পাইয়াছ, তাহার শেষে যে কি হইল, তাহাও দেখিয়াছ,—এই তারকপুত্রগণ লিঙ্গমূর্ত্তি দেবেশ মহেশ্বরকে অনাদর করিয়া সবান্ধবে বিনষ্ট হইল। আমি প্রথমতঃ তাহাদিগকে মায়ায় মোহিত করিয়া দূর করিয়া দিলাম, পরে যখন ইহারা শিবকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, তখন সকলে বিনষ্ট হইল। অতএব হে সুরেশ্বরগণ! যদি নিরন্তর সুখলাভ বাসনা থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদা লিঙ্গমূর্ত্তিধর হরকে পূজা করা উচিত। এক্ষণে এই দেবপুঙ্গবগণেরও দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত, সেই সর্ব্ব লিঙ্গে অন্তর্যামিরূপে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বলিঙ্গময় দেব শিবকে পূজা করা কর্ত্তব্য। অতএব দেবগণ! তোমরা যদি আপনার সিদ্ধি লাভ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিয়ত শিবকে পূজা করিতে রত হও। দেখ, এই কি দেব, কি দানব, কি দৈত্য, কি আমরা, সকলেই সেই লিঙ্গপূজার বলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! ইহা আপনি জানিয়াও কেন বিস্মৃত হইয়াছেন? হে ব্রহ্মন্! আপনি সিদ্ধির নিমিত্ত সেই লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা করুন; ইহাতে যে সিদ্ধি লাভ হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে সুরগণ! তোমরাও নিয়ত লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা করিবে, কদাচ অন্যথা করিও না। ১৫—২৮। এমন কি, মুহূর্ত্ত বা ক্ষণমাত্রও যে শিবচিন্তা না করা, তাহা কেবল হানি, মহৎছিদ্র ও মাত্র মূঢ়তাপ্রকাশ জানিবে। আর যাহারা ভবভক্তিপরায়ণ, ভবপ্রণতচেতা ও ভবস্মরণ-তৎপর, তাহারা কখনও দুঃখভাজন হয় না জানিবে। মনোজ্ঞ ভবন, বিবিধ আভরণভূষিতা স্ত্রী, তৃপ্তি পর্য্যন্ত ধন, পুত্রপৌত্রাদি সন্ততি, শারীরিক আরোগ্য, বিবিধ বস্ত্র, দিব্য বাহন, হিতকর মিত্র, আয়ু, মান, অলৌকিকী প্রতিষ্ঠা, স্বর্গে বাস এবং শেষে মুক্তিফল ইত্যাদি যাহারা লাভ করিতে বাঞ্ছা করে, তাহারা সদাশিবের অর্চ্চনাপরায়ণ হউক। যে ব্যক্তি নিয়ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া লিঙ্গপূজা করে, সে সকল সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় এবং সে ব্যক্তি কখন পাপপঙ্কে বিলিপ্ত হয় না। ব্রহ্মার এইরূপ উপদেশ শ্রবণে দেবগণ হরিকে প্রণাম করত মনুষ্যগণের সর্ব্বকাম প্রাপ্তির নিমিত্ত লিঙ্গমূর্ত্তি প্রার্থনা করিলেন। দেবগণের প্রার্থনায় হরি ও ব্রহ্মা, বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন,—হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি উত্তম উত্তম লিঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আমাদিগের আজ্ঞায় এই দেবগণকে প্রদান কর। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া লিঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই সকল দেবগণকে যোগ্যতা অনুসারে প্রদান করিলেন। হে ঋষিসত্তমগণ! যিনি যে লিঙ্গের পূজায় অধিকারী, সেই বিষয় এখন বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইন্দ্র পদ্মরাগময় লিঙ্গের পূজা করেন; কুবের সুবর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা করেন এবং ধর্ম্ম পীতমণিময়, বরুণ শ্যামবর্ণ মণিময়, বিষ্ণু ইন্দ্রনীল মণিময়, ব্রহ্মা সুবর্ণময়, বিশ্বদেব ও বসুগণ রৌপ্যময়, বায়ু আরকূটময় (পিত্তলময়), অশ্বিনীকুমার মৃত্তিকাময়, লক্ষ্মী স্ফটিকময়, আদিত্যগণ তাম্রময়, চন্দ্র মুক্তাময়, অগ্নি হীরকময়, বিপ্র ও বিপ্রপত্নীগণ মৃত্তিকাময়, ময়দানব চন্দনময়, অনন্তাদি নাগগণ প্রবালময়, পিশাচগণ লৌহময় এবং দৈত্য ও রাক্ষসগণ গোময় নির্ম্মিত লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে। আর শচী প্রভৃতি দেবীগণ-পূজিতা পার্ব্বতী, নবনীত-নির্ম্মিত লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন, নির্ঋতি দারুনির্ম্মিত লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন, যোগী ভস্মনির্ম্মিত লিঙ্গের পূজা করেন, এবং সূর্য্যপত্নী ছায়াপিষ্টকময়, ব্রহ্মাণী রত্নময় ও বাণরাজ পারদময় লিঙ্গের পূজা করেন। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ অধিকারানুসারে সকলকে লিঙ্গমূর্ত্তি প্রদান করেন। ২৯—৪৭। সেই অবধি

সকল দেব ও ঋষিগণ বিশ্বকর্ম্ম-সকাশে সেই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবগণ সিদ্ধিলাভের বাসনায় সেই অবধি বিশ্বকর্ম্ম-সকাশে প্রাপ্ত লিঙ্গমূর্ত্তির নিয়ত পূজা করেন। বিষ্ণু এইরূপে দেবগণের হিতের নিমিত্ত লিঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অনন্তশক্তি ব্রহ্মাকে শিবপূজা বিধি বলিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু সকাশে সেই শিবপূজা বিধি শ্রবণ করিয়া হর্ষনির্ভর মানসে দেবগণের সহিত স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। বিষ্ণুও এইরূপ শিবপূজাবিধির উপদেশ দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মাও, "যে পূজাবিধি অনুষ্ঠান করিলে উত্তম ফল লাভ হয়, সেই পূজাবিধি সকলকে উপদেশ দান করিব" এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বর্গে আগমন করত! সমাহিতচিত্তে সকল দেব ও ঋষিগণকে শিবপূজা বিধি উপদেশ করিলেন। অতএব হে ঋষিসত্তমগণ। সকলের সর্ব্বদা শিবপূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ৪৮—৫৩।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ সূত! ইহার পর কি কি ঘটনা হইয়াছিল এবং ব্রহ্মাই বা দেবগণকে কি প্রকার শিবপূজা-বিধি বলিয়াছিলেন? ব্রহ্মা শিবপূজা-বিধি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের নিকট তাহা সেইরূপই বর্ণনা কর। ঋষিগণের এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা লোক-হিত কামনায় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা পূর্ব্বে মহর্ষি ব্যাস, সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন; সনৎকুমার সেই বেদব্যাস কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাস-সকাশে সেই সকল বিষয় কীর্ত্তন করেন। আমি আবার সেই ব্যাস-সকাশে সেই পূজাবিধি প্রভৃতি যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনাদিগের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রহ্মা ঋষিগণকে কহিলেন,—হে ঋষিগণ। আমি ক্রমশঃ শিব-পূজা-বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সকল জন্তুর মধ্যে দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম, তাহার মধ্যে সৎকুলে উৎপত্তি, তাহাতে আবার অবিকল অঙ্গ লাভ করিয়া স্ব স্ব জাত্যুক্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম আচরণ করিবে। যে যে জাতির যাহা যাহা ধর্ম্ম উক্ত আছে, তাহা কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। লঙ্ঘন করিলে তাহা হইতে অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, জানিবে। অতএব এইরূপে যে পর্য্যন্ত জ্ঞান না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ বিধি অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। সহস্র কর্ম্মযজ্ঞ অপেক্ষা একটী তপোযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; সহস্র তপোযজ্ঞ অপেক্ষা জপযজ্ঞ ও সহস্র জপযজ্ঞ অপেক্ষা ধ্যান-যজ্ঞ অতিশায়ী জানিবে। ধ্যানযজ্ঞ অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; ঐ ধ্যানযজ্ঞ হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখ, যোগিগণ ধ্যানযজ্ঞ দ্বারা হৃদয়ে সদা সন্নিহিত পরমব্রহ্মকে মানসিক অবলোকন করিয়া থাকেন। ১—১০। যে সময় ঐ ধ্যানযজ্ঞ-রত যোগী সমরসং হইয়া ধ্যান যাগ দ্বারা ঐ পরমব্রহ্মকে মানস প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, সেই সময় ভগবান্ শিব সেই ধ্যানযজ্ঞ রত যোগীর সদা সন্নিহিত থাকেন। বিজ্ঞানী ব্যক্তিগণের বাহুল্যপরিমাণে চিত্তাদি-শুদ্ধি থাকে বলিয়া কোন প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মশুদ্ধি নাই। তাহার কারণ, ঐ ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্ যোগিগণের চিত্ত ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে; তাঁহাদিগের আর লোকে কি ক্রিয়া, কি সুখ, কি দুঃখ, কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, কি জপ, কি হোম, কিছুই বিচার থাকে না। অতএব ধ্যানযাগকেই জ্ঞানাধি বলিয়া জানিবে। ঐ যোগিগণের হৃদয়ে পরম আনন্দকর বিশুদ্ধ কূটস্থ নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত থাকেন। লিঙ্গ দুই প্রকার বলিয়া কথিত,—বাহ্যলিঙ্গ ও আভ্যন্তর লিঙ্গ। বাহ্যলিঙ্গ স্থূল; আভ্যন্তর লিঙ্গ সূক্ষ্ম ও স্থূল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। যাহারা কর্ম্মযজ্ঞ-রত, তাহারা স্থূললিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকে; অজ্ঞানী লোকের সূক্ষ্ম-লিঙ্গে ভক্তি-উদয়ের নিমিত্ত লিঙ্গের স্থূল বিগ্রহ জানিবে। যে অজ্ঞানী ব্যক্তির আধ্যাত্মিক লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হন না, সেই পুরুষের আভ্যন্তর লিঙ্গে ভক্তির নিমিত্ত স্থূললিঙ্গ দ্বারা আভ্যন্তরিক লিঙ্গের কল্পনা করিবে, তদ্ব্যতিরিক্ত স্থূললিঙ্গের আবশ্যকতা নাই। জ্ঞানীদিগেরই সূক্ষ্ম অমল অব্যয় লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; কারণ অজ্ঞানীদিগের স্থূল-লিঙ্গ মৃৎকাষ্ঠাদিতেই কল্পিত হইয়াছে। তত্ত্বার্থবাদীরা বলেন যে, বিচার করিয়া দেখিলে এ জগতে আর কিছুই নাই, কেবল সেই জ্ঞানীদিগের হৃদয়ে "জগৎ সকল নিষ্কল শিবময়" ইহাই ভাসমান থাকে। জ্ঞান-বিমুক্তগণের এই প্রকার বিধি, নিষেধ, দোষ বিকল্পনা প্রভৃতি কিছুই নাই, যেরূপ জলস্থিত পদ্ম জলের সহিত লিপ্ত থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হন না। অতএব যে পর্য্যন্ত এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম দ্বারা শিবকে আরাধনা করিবে। ১১—২২। হে সুব্রতগণ! দেখুন, জগতের এই প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্ত এক দিবাকর এক স্থানে থাকিয়াও জলাধার-নিকরে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবে নানাবিধ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এ জগতে যাহা যাহা দেখা যায় ও যাহা যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, সে সকলই শিবময় জানিবে। এ জগতে লোকের ভেদজ্ঞান বিচার করিয়া দেখিলে কেবল বিম্ব-প্রতিবিম্বের জ্ঞানই জানিবে। যেদার্থ-তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ ইহাই

---

* সকলই এক; কারণ, দ্বৈত ইত্যাদি কিছুই ভেদ নাই,—এইরূপ অভেদজ্ঞানী।

বলিয়া থাকেন যে, সংসারিগণের হৃদয়ে সগুণ পরমেশ্বর বিরাজমান থাকেন। যাঁহারা এইরূপ বিজ্ঞানী, তাঁহাদিগের আর প্রতিমাদিতে কি প্রয়োজন? আর যাহারা বিজ্ঞানহীন, তাহাদিগের প্রতিমা কল্পনাই শুভকরী। যাহারা উচ্চ স্বর্গাদি পদে আরোহণাভিলাষী, তাহাদিগের লিঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই অবলম্বন নাই। সেই উচ্চ পদে আরুরুক্ষুদিগের আলম্বন ব্যতীত উচ্চ পদে আরোহণ করা দুষ্কর জানিবে। নির্গুণ শিবের প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতিমাই অবলম্বন (অর্থাৎ সাধন জানিবে)। কেননা, সগুণ হইতেই নির্গুণের প্রাপ্তি ইহাই নিশ্চয়। এইরূপ প্রতিমাই সকল দেবগণের জ্ঞানদায়িনী জানিবে। "ঐ দেব মদীয়, তাঁহার নিমিত্তই এই পূজা" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া প্রতিমা পূজা করিবে। যে যে দেবতাতে ভক্তি থাকিবে, সেই সেই দেবতার পূজা করিবে। পূজা দানাদি ব্যতিরেকে পাপ দূর হয় না। যে পর্য্যন্ত এ দেহে পাপ থাকে, সে পর্য্যন্ত সিদ্ধি জন্মে না, অতএব পাপ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন দেহ হইতে পাপ যায়, তখন সকল সফল হয় জানিবে। যেমন মলিন বস্ত্রে রং উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না, কিন্তু ক্ষারাদি দ্বারা পরিষ্কৃত বস্ত্রে সেই রং প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ এই দেহ নির্ম্মল হইলে ইহাতে জ্ঞানরূপ রং উত্তমরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ও ইহা হইতেই পরে বিজ্ঞান জন্মে, কর্ম্ম দ্বারাই বিজ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞানের) মূল বলিয়া উক্ত। অতএব সেই বিজ্ঞান-সাধন জ্ঞানের অব্যভিচারিণী ভক্তিই মূল, সেই ভক্তির দেবপূজাদি কর্ম্মই মূল ও সেই পূজাদি কর্ম্মের সদ্গুরুই নিদান জানিবে এবং সাধুলোকের সহিত সংসর্গই ঐ সদ্গুরু লাভের কারণ, অতএব সৎ লোকের সহিত সংসর্গ হইতে সদ্গুরু লাভ করা যায়, সদ্গুরু হইতে মন্ত্রপূজাদি শিক্ষা, মন্ত্রপূজাদি হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান হইতে বিজ্ঞানসম্পত্তি জন্মে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপ যে সময় বিজ্ঞান জন্মে, তখন ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। তখন সেই বিজ্ঞানী ব্যক্তির "এই আমি, এই আমার পুত্র, এই আমার মিত্র, এই আমার শত্রু, এই আমার ধন ও এই আমার স্ত্রী" ইত্যাদি কিছুই অহঙ্কার থাকে না। তখন তাহার কি মান, কি অপমান, কি লাভ, কি অলাভ, কি জয়, কি পরাজয় সকলই সমান বোধ হয় এবং সেই ব্যক্তি শীতোষ্ণ শত্রুমিত্রাদিদ্বন্দ্ব জন্য দুঃখবিহীন হইয়া কেবল শিবরূপী হইয়া সকল শিবময় দেখিতে থাকে। আর যদিচ সেই বিজ্ঞানী ব্যক্তি শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব লাভ করে, তাহা হইলেও তাহার তজ্জন্য কিছু সুখ দুঃখ জন্মে না। ২৪—৪২। হে ঋষিসত্তমগণ! সেই বিজ্ঞানী ব্যক্তির তখন কি বিধি, কি নিষেধ, কিছুই নিয়ম থাকে না। এহেন লোক গৃহাশ্রমস্থিত ব্যক্তির মধ্যে দুর্লভ। যদিচ কখনও দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনে অখিল পাপ নাশ হয়। হে ঋষিসত্তমগণ! তীর্থ অপেক্ষা তাদৃশ পুরুষ শ্লাঘনীয় জানিবে। কি জলময় তীর্থ, কি শিলা মৃন্ময় দেবতা, কেহই তাদৃশ পুরুষের সদৃশ হইতে সক্ষম হন না। কেননা, সেই তীর্থ ও দেবতা দীর্ঘকালে পবিত্রতাসাধন করেন, আর ঐ বিজ্ঞানী পুরুষ দর্শনমাত্রেই পবিত্রতাসাধক। যে পর্য্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত প্রতিমাপূজায় রত থাকিবে। ঐ প্রতিমা শিবেরই, দেবী সর্ব্বাণীরই হইবে বা দেব বিষ্ণুর কিংবা সূর্য্যেরই হইবে, অথবা দেব গণপতিরই হউক কারণ এই পাঁচ কল্পনই শ্রেষ্ঠ। কিংবা মাত্র মূল শিবকে পূজা করিবে, যেহেতু মূলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। দেখ, যেমন মূলে জলসেচন করিলে সকল শাখার পর্য্যন্ত তৃপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু শাখায় সেচন করিলে মূলের তৃপ্তি হয় না, সেই প্রকার শিবকে পূজা করিলে সকল দেবতাই পূজিত হন, কিন্তু অন্য দেবতাকে পূজা করিলে শিব পূজিত হন না। অতএব সর্ব্বকামপ্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বভূতহিতসাধন লোকসুখকর ত্র্যম্বক দেব শঙ্করের পূজা করিবে, কদাচ অন্যথা করিবে না। ৪৩—৫০।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—এখন পূজাবিধি বলিতেছি, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সেই পাপনাশিনী সুখাবহা কথা শ্রবণ করুন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া দেব গদাধরকে স্মরণ করিয়া "উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ দেবেশ" এই মন্ত্র দ্বারা হে দেবেশ জগদীশ্বর! আপনি উঠুন। হে কমলাস্বামিন্! আপনি উঠিয়া জগতের মঙ্গল করুন, এইরূপ প্রার্থনা করিবে এবং গুরুপাদপদ্ম স্মরণ করিবে। পরে মল-মূত্রোৎসর্গাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধি করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিবে, পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া দন্ত ধাবন করিবে। ঐ দন্তধাবন সূর্য্য উদয় না হইতেই সমাপন করিয়া অঞ্জলি-পরিমিত জলে ষোড়শবার মুখ প্রক্ষালন করিবে। তাহার পর অবকাশ অনুসারে নদ্যাদিতেই হউক আর গৃহেই হউক, স্নান করিবে। ঐ স্নান যাহাতে দেশ-কাল-বিরুদ্ধ না হয়, সেইরূপ করিবে। রবিবারে, শ্রাদ্ধদিনে, সংক্রান্তিতে, তীর্থে, উপবাস দিবসে, অশৌচ থাকিলে ও ষোড়শ দানাদি মহাদান করিতে হইলে উষ্ণজলে স্নান করিবে না। নিষিদ্ধ বারে তৈল মাখিবে না। রবিবারে তৈল মাখিলে তাপ পাইতে হয়, সোমবারে মাখিলে কান্তি লাভ, মঙ্গলবারে মৃত্যু, বুধবারে লক্ষ্মীলাভ, বৃহস্পতিবারে দরিদ্রতা, শুক্রবারে অসুখ ও শনিবারে তৈল মাখিলে সুখলাভ হইয়া থাকে। ইহাই বারফল কথিত আছে। ১—১০। হে

ঋষিসত্তমগণ! অসামর্থ্য পক্ষে কি কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রবিবারে তৈলে পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া মাখিবে, বৃহস্পতিবারে দূর্ব্বা, মঙ্গলবারে রজঃ (ধূলি) ও শুক্রবারে জলবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া মাখিবে। নিত্য অভ্যঙ্গে ও বাসিত তৈলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু শ্রাদ্ধদিনে, গ্রহণদিবসে, উপবাস দিবসে ও প্রতিপদ্ তিথিতে কোন তৈলই মাখিবে না। অথবা গ্রহণ ব্যতীত অন্য দিবসে মাখিলে সার্ষপ তৈল দোষকর হয় না। উত্তরাভিমুখ কিংবা পূর্ব্বমুখ হইয়া শাস্ত্রানুসারে দেশকাল বিচারপূর্ব্বক স্নান আচরণ করিবে। হে মুনিসত্তমগণ। উচ্ছিষ্ট, অন্যকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কিংবা রাত্রিবাসীয় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক স্নান করিবে না। তবে সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করিতে পারা যায়,—যদি জলে ক্ষালন করা হয়। প্রথমতঃ চরণদ্বয় উত্তমরূপে প্রক্ষালন করত আচমন করিবে। তদনন্তর তীর্থ সকলের আবাহন এবং স্মরণ করিবে। হে ঋষিবরগণ! মনুষ্য প্রতিদিন স্নানকালে "অদ্য" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক প্রথমতঃ মস্তকে জল সেচন করিবে। তীর্থ সমূহের নাম বিধিপূর্ব্বক পাঠ করিয়া তদনন্তর অপর অঙ্গে জল সেচন করত মার্জ্জন করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 'উদ্ধৃতাসি' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গশোধন করিবে, তার পর জলে সেই অঙ্গলিপ্ত মৃত্তিকা ক্ষালন করিয়া আচমনপূর্ব্বক গঙ্গা বিষ্ণু প্রভৃতি ইষ্ট নাম স্মরণ করিবে। ১১—২০। তদনন্তর ধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আচমন করিবে। তদনন্তর গোময়াদি দ্বারা সংস্কৃত শুদ্ধ স্থানে গমন করত সুন্দর আসন রচনা করিবে। হে দ্বিজবর্য্যসমূহ! কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত, শুদ্ধকাষ্ঠনির্ম্মিত, সকল সিদ্ধিসাধক চিত্রাসন নির্ম্মাণ করিবে, কিংবা যথোচিত মৃগচর্ম্মাদিতে উপবেশনপূর্ব্বক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিলক করিবে। শাস্ত্রকারেরা তিলকবিধি পাঁচ প্রকারে নির্ণয় করিয়াছেন,—ত্রিপুণ্ড্র, উর্দ্ধপুণ্ড্র, অর্দ্ধচন্দ্র, বংশপত্রসদৃশ এবং পারিজাত পুষ্পসদৃশ। ইহার মধ্যে যে কোন প্রকারই হউক, তিলক করিবে। শিব ভক্তগণের ত্রিপুণ্ড্র ও উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক করা উচিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহারা অতিরিক্ত চারি প্রকার তিলক করিবে। শূদ্র অর্দ্ধচন্দ্র কিংবা উর্দ্ধপুণ্ড্র এই দুই প্রকার তিলকই করিতে পারে। বিষ্ণু ভক্তের প্রতি বিশেষ নিয়ম,—উর্দ্ধপুণ্ড্র কিংবা বংশপত্রাকৃতি তিলক করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব যে কোন উপাসকই হউন, নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট তিলক করিয়া সকলেই সিদ্ধিলাভ করিবেন। জপ তপস্যা প্রভৃতি সকল পুণ্যকর্ম্ম তিলক দ্বারা সফল হয়। ২১—২৯। তিলকের অন্য উপায় উপস্থিত না থাকিলে অন্ততঃ জল দ্বারাও তিলক করিবে। স্বকীয় বর্ণানুসারে তিলকবিধি সম্পাদন করত অন্যান্য কর্ম্ম সকল শেষ করিবে, অনন্তর পুনর্ব্বার শিবপূজা করিবে। গঙ্গা বিষ্ণু এই নাম তিনবার, অন্ততঃ একবার উচ্চারণ করত আচমন করিবে। মনুষ্য আচমনকালে "আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। পূজার নিমিত্ত সেই স্থানে অর্ঘ্যোদক আনয়ন করিবে এবং পূজোপযোগী অন্যান্য বস্তু সকল যথাশক্তি তথায় উপস্থিত করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিবে। জল, গন্ধ এবং অক্ষতযুক্ত এক অর্ঘ্যপাত্র দক্ষিণদিকে স্থাপন করিয়া উপচার কল্পনার নিমিত্ত গুরুদেবকে স্মরণপূর্ব্বক বিশেষরূপে তাঁহাকে প্রণাম করিবে। অনন্তর তাঁহার আজ্ঞানুসারে পূজা ধ্যান প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া "অদ্য" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কামনা জানাইবে। পরম ভক্তিপূর্ব্বক গণের সহিত মহাদেবের পূজা করিয়া শঙ্খ কিংবা ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। তদনন্তর সিন্দূর ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা সিদ্ধি এবং বুদ্ধিপ্রদাতা বিঘ্নহর হেরম্বের পূজা করিবে। তৎপরে 'লক্ষ' এবং 'লাভ' নামক অনুচরের পূজা ও প্রণাম সম্পাদনপূর্ব্বক ভ্রাতার সহিত নন্দিকেশ্বরের পরম ভক্তিসহকারে পূজা করত প্রণাম করিবে। সর্ব্বদা দ্বারে উপস্থিত দ্বারপাল মহোদরের পূজা করত প্রণাম করিবে। ৩০—৪০। অনন্তর চন্দন, কুঙ্কুম, অনেক প্রকার ধূপ, দীপ এবং বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা নগেন্দ্রনন্দিনী পার্ব্বতীর পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। দুর্গাপূজা শেষ করিয়া শিবের মন্দিরে গমন করিবে। গৃহমধ্যে অবস্থিতা মৃন্ময়ী সৌবর্ণা, রাজতী, পারদনির্ম্মিতা কিংবা অন্য যে কোন ধাতুনির্ম্মিতা শিবমূর্ত্তি পূজা করিলে সকলেরই পূজা হয়। গৃহে লিঙ্গস্থাপন করিয়া শাস্ত্রোক্ত সকল কর্ম্মই বিধিপূর্ব্বক আচরণ করিবে। পূজা বিষয়ে গৃহের কোনপ্রকার নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই। জীব এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। শিবালয় স্থাপন হইলে তথায় দিক্পাল সকলের পূজা করিবে। গৃহে মূলমন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন শিবপূজা করিবে। সে গৃহের দ্বারপালগণের পূজার নিয়ম নাই। গৃহে সেই লিঙ্গময় মহাদেবের পূজা করিয়া, তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত দেবগণের পূজা করিবে। পূজা সময়ে পরিবারগণের সহিত দেব মহাদেবকে আবাহনপূর্ব্বক অঙ্গের সহিত পূজা সম্পাদন করিবে। এ বিষয়ে নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই, সাধ্যানুসারে পূজা করিবে। শিবের সমীপে গমন করিয়া আসন কল্পনা করিবে। তদনন্তর উত্তরাভিমুখ হইয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবে; হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া প্রাণায়াম আচরণ করত দশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। কুশলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্য পূজাপ্রারম্ভে পাঁচপ্রকার মুদ্রা করিবে। ঐ মুদ্রা দর্শন করাইয়া পূজা আচরণ করিবে। ৪১—৫১। সেই স্থানে দীপ প্রজ্বালিত করিবে। পরে গুরুদেবকে নমস্কার করত পদ্মাসন কিংবা ভদ্রাসন বন্ধন করিয়া পর্য্যঙ্কাসন দ্বারা উত্তানাসন করিবে। সেই আসনে সুখাসীন হইয়া পুনর্ব্বার পূজাবিধি আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বকৃত পূজা সকল ব্রাহ্মণ

দ্বারা সম্পাদন করাইবে; কিংবা স্বয়ংও গৃহে শিবপূজা করিতে পারে, তাহার বিশেষ নিয়ম নাই। অনন্তর উৎকৃষ্ট অর্ঘপাত্রে শিবলিঙ্গ ক্ষালন করিয়া অনন্যমানসে যথাবিধি পূজা করিবে। অনন্তর মনুষ্য এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবের আবাহন করিবে,—"সর্ব্বোত্তম যে দেব প্রিয়তমা পার্ব্বতীর সহিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে অধিষ্ঠান করেন; যিনি নির্গুণ হইলেও গুণস্বরূপী অনির্ব্বচনীয়; যে পুরুষের রূপ সর্ব্বত্র নির্ব্বাচিত হইয়াছে, যাহার পাঁচটী মুখ, দশটী হস্ত ও তিনটী চক্ষু, যিনি বৃষভধ্বজ; যাঁহার বর্ণ কর্পূরের ন্যায় শুভ্র; দিব্যমূর্ত্তি, কপর্দ্দধারী যে পুরুষ মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিয়াছেন; শুভনিলয় যে পুরুষ গজচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক ব্যাঘ্রচর্ম্ম উত্তরীয়রূপে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার অঙ্গসমূহ বিষধর বাসুকিবংশীয়গণ কর্ত্তৃক বিরাজিত; হস্তে পিনাক, কপাল ও ডমরু ধারণ করিয়া যে পুরুষ কণ্ঠে বিষপানসূচক গরল ধারণ করিতেছেন; আটজন প্রসিদ্ধ সিদ্ধ যাঁহার অগ্রে এই স্থানে নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন; নিজ ভক্তগণ "জয় জয়" শব্দে যাহার উপাসনা করেন, দেববৃন্দ-বন্দিত যে পুরুষ দুঃসহ তেজঃপুঞ্জের আধার, যাহার মুখপদ্ম প্রফুল্লকমলসদৃশ এবং যিনি সকল জনের শরণ্য;—বেদ ও শাস্ত্রে তাঁহাকে যে প্রকারে গান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা শিবকে সেইরূপে আবাহন করি"। ৫২—৮১।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল দ্বারা উত্তম শিবলিঙ্গ প্রক্ষালন করিবে কিংবা তাঁহার পার্শ্বে অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলক্ষেপ করিবে। এই প্রকার ধ্যান বিষয়ে অসমর্থ ব্যক্তি "শাস্ত্রোক্ত রূপসম্পন্ন মহাদেবকে আবাহন করি" এই সূক্ষ্ম মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। এই প্রকারে আবাহন করত বিধিপূর্ব্বক উপচার কল্পনা করিবে। পূর্ব্বোক্ত ধ্যান দ্বারা আসনশুদ্ধি করিবে। "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে সকল কর্ম্ম সমাধান করিবে। তদনন্তর পরমাত্মা শিবের উদ্দেশে পাদ্য প্রদান করিয়া গুণবান মহাদেবের মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আচমন দিবে। অনন্তর আনন্দিত-চিত্তে পঞ্চগব্য দ্বারা বেদমন্ত্র কিংবা স্বকীয় মন্ত্রে শঙ্করের স্নান সম্পাদন করিবে। "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র দ্বারা সকল বস্তু সমর্পণ করিবে। ঐ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দ্রব্য সকলের নাম অনুসারে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু এবং শর্করা প্রভৃতি দ্রব্য সমর্পণ করিবে। অভিলাষানুসারে শিবের উপরে দ্রব্য সকল সমর্পণ করিবে। অনন্তর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম জল প্রক্ষেপ করিবে। পশ্চাৎ শিবের বারুণ-স্নান সম্পাদন করিয়া একহস্ত-পরিমিত, দূরে অবস্থিত হইয়া চন্দন দ্বারা স্নান করাইবে। বেদমন্ত্র কিংবা ষড়ঙ্গ-নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শুদ্ধ জল দ্বারা মহাদেব-শিরে একাদশ বার জলধারা সেচন করিবে। ১—১০। যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত সেই জলধারা বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করিবে। পরমাত্মা শিবের জল মার্জ্জন করিয়া আচমন দিবে। তদনন্তর সুভগ মহাদেবের উদ্দেশে বস্ত্র চন্দন অর্পণ করিয়া পরমাত্মাকে শ্বেততণ্ডুল প্রদান করিবে। কিংবা কাম্য-পূজার উপযোগী ধান্য প্রদান করিবে। পরে তিল, যব, গোধূম, মাষকলায় প্রভৃতি দ্রব্য নানাপ্রকার মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মহাদেবকে অর্পণ করিবে। তদনন্তর মহাত্মা পঞ্চবক্ত্রের পঞ্চমুখের ধ্যান উচ্চারণ পূর্ব্বক ধান্যের সহিত দিব্য পুষ্প সকল প্রদান করিবে। পশ্চাৎ অভিলাষানুসারে নানাপ্রকার পুষ্প মন্ত্র দ্বারা মহাদেবকে সম্প্রদান করিবে। শতদল কমল, শঙ্খপুষ্প, বিল্বদলের সহিত করবীর পুষ্প, কুশ, দূর্ব্বা, ধুস্তূর পুষ্প এবং তুলসীদলাদি দ্বারা আনন্দ সহকারে দেবের পূজা করিবে। গৃহে স্থাপিত লিঙ্গ কিংবা মৃন্ময় লিঙ্গে এইরূপে পূজা করিয়া নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত তৈল প্রদান করত গুগ্গুলু অগুরু প্রভৃতি দ্বারা ধূপ এবং পরমাত্মা শিবের উদ্দেশে দীপ প্রদান করিবে। ১১—২০। অনন্তর এই মন্ত্র দ্বারা পুনর্ব্বার অর্ঘ্য প্রদান করিবে,—"ভগবন পরমাত্মন্ শিব! মদ্দত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করত আমাকে রূপ, জয়, সৌভাগ্য, ভুক্তি এবং মুক্তিফল প্রদান করুন"। পশ্চাৎ পরমাত্মা শিবকে বিবিধ নৈবেদ্য প্রদান করিবে। তদনন্তর বুদ্ধিমান সেবক পরমাত্মার আরাত্রিক করিবে। মন্ত্র দ্বারা নীরাজনবিধি-নির্দ্দিষ্ট পাঁচ বর্ত্তিকাযুক্ত আরাত্রিক করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কল্প করিবে। উক্ত ক্রমে নীরাজনবিধি সম্পাদন করত পরমাত্মাকে তাম্বূল প্রদান করিবে এবং শিবরূপী শিবকর শম্ভুকে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে। অনন্তর যথোক্তরূপে ধ্যান করিয়া সংখ্যানুসারে যথাস্থানে মন্ত্র জপ করিবে। মনুষ্য গুরূপদেশানুসারে উৎকৃষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া নানাবিধ স্তব দ্বারা মহাদেবকে সন্তোষিত করিবে। হে ঋষিবরগণ! তদনন্তর কর্ত্তব্য কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তখন এইরূ[illegible] পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে যে, হে শঙ্কর! অজ্ঞান[illegible]ক কিংবা জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক, আমি যে কিছু জপপূজাদি করিলাম, সে সমস্তই আপনার অনুগ্রহে সফল হউক। হে কৃপানিধে মহাদেব! আমি আপনারই; আপনিই আমার প্রাণসমূহের একমাত্র পরিত্রাতা; আপনিই আমাকে পালন করিতেছেন;—এই প্রকার জ্ঞান করত হে ভূতনাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই প্রকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক "আমি অপরাধী, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এইরূপ বাক্য দ্বারা আত্মনম্রতা প্রকাশ

করিয়া, "হে দেব! পূজাকালে পুনর্ব্বার আপনাকে আসিতে হইবে"। এই প্রকারে যথোক্তরূপী শিবকে বিসর্জ্জন করিবে। ২১—৩০।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাত্মন ব্যাসশিষ্য! শিব কোন কোন্ উপায় দ্বারা পূজিত হইয়া কি কি ফল প্রদান করেন, সেই বিষয় শাস্ত্রানুসারে আমাদের নিকট বলুন। সূত কহিলেন,—হে ঋষিবর্য্যগণ! আপনাদের প্রশ্ন সকলের যথোচিত উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রীকামী ব্যক্তি বিল্বপত্র, শতপত্র (পদ্মবিশেষ) এবং শঙ্খপুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিবে। লক্ষসংখ্যক ঐ পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলে নিশ্চয়ই লক্ষ্মী লাভ হইবে। পুরাতন পণ্ডিতগণ বিংশতিটী কমলে এক প্রস্থ, বলিয়াছেন। সহস্র বিল্বদলে এক প্রস্থ এবং সহস্র শতপত্রে অর্দ্ধপ্রস্থ পরিভাষিত হয়। ষোড়শ পলে এক প্রস্থ, দশটঙ্কে এক পল, তুলারোহণ নিয়মে এইরূপ পরিমাণ জানিবে। হে মুনীশ্রগণ! যে ব্যক্তি রাজ্য কামনা করে, সে দশকোটি পুষ্প দ্বারা [illegible] শিবলিঙ্গ আরাধনা করিবে। চন্দনাক্ত প্রস্ফুটিত অখণ্ডিত দল পুষ্প, [illegible] এবং জলধারা প্রদানপূর্ব্বক যথোক্ত মন্ত্রানুসারে শিবের প্রতি পূজা করিবে। শতপত্র অথবা কমল দ্বারাও পূজা করিতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ [illegible] বিশেষরূপে আদর করিয়াছেন। ধূপ, দীপ অর্ঘ্য, নৈবেদ্য, আরাত্রিক, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, [illegible] এবং বিসর্জ্জন করিয়া যে ব্যক্তি ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা মহাদেবের [illegible] করে, লোক-মঙ্গলকর শঙ্কর তাহাকে নিখিল রাজ্যের অধিপতি করেন। ১—১১। প্রাধান্যপ্রার্থী মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার অর্দ্ধপরিমাণে শিবের পূজা করিবে। কারাবদ্ধ মনুষ্য লক্ষ পুষ্প এবং রোগগ্রস্ত পুরুষ তাহার অর্দ্ধেক (পঞ্চাশৎ সহস্র) পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিবে। কন্যাকামী ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র পুষ্প এবং বিদ্যার্থী মনুষ্য তাহারও অর্দ্ধেক পুষ্প দ্বারা শিবের পূজা করিবে। শত্রুসঙ্কট সমুপস্থিত হইলে অযুতসংখ্যক [illegible] শিবের পূজা করিবে। শত্রুগণের উচ্চাটনের [illegible] পূর্ব্বোক্ত ক্রমেই পূজা করিবে। মারণপ্রয়োগ [illegible] হইলে চারি লক্ষ এবং মোহনপ্রয়োগ করিতে হইলে দুই লক্ষ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। শত্রুজয়েচ্ছু ব্যক্তি কোটি পুষ্প দ্বারা এবং নৃপমণ্ডলের বশীকরণ করিতে হইলে অযুত পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিবে। যশঃপ্রার্থী মনুষ্য অযুত এবং বাহনার্থী নর সহস্রসংখ্যক পুষ্প দ্বারা শিবের পূজা করিবে মুমুক্ষু মনুষ্য পাঁচকোটি এবং জ্ঞানার্থী নর এককোটি পুষ্প দ্বারা শিবপূজা সমাচরণ করিবে। শিবদর্শনার্থী ব্যক্তি অর্দ্ধকোটি পুষ্পে শিবপূজা করিলে তাঁহার দর্শন পায়, কাম্য-বিষয়ের ফলস্বরূপে মৃত্যুঞ্জয়কে জপ করিবে। এই প্রকারে পাঁচলক্ষ জপ হইলে সদাশিব প্রত্যক্ষ হন। লক্ষ জপ দ্বারা দেহ শুদ্ধ হয়, দুই লক্ষ জপ দ্বারা জাতিস্মরত্ব লাভ করে। তিনলক্ষ বার জপ করিলে কামনা লাভ হয়, চারিলক্ষ বার জপ দ্বারা স্বপ্নে সেই দেবাদিদেবের দর্শন পায়; পাঁচলক্ষ জপ করিলে তাহার অগ্রে মহাদেব স্বয়ং আবির্ভূত হন। ১২—২১। দশলক্ষ বার জপ করিলে সকল ফলই লাভ করে। মুমুক্ষু ব্যক্তি কুশ দ্বারা পূজা করিবে এবং হে ঋষিসত্তমগণ! লক্ষবার জপ সর্ব্বত্রেই জানিবে। আয়ুষ্কামী ব্যক্তি দূর্ব্বা এবং পুত্রকামী ব্যক্তি ধুস্তূর-পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিবে। যাহার নাল রক্তবর্ণ, সেই ধুস্তূর পুষ্পই শুভকর এবং শিবপূজায় প্রসিদ্ধ। বক-কুসুম দ্বারা শিবপূজা করিলে বিপুল যশ বৃদ্ধি পায়। তুলসী পত্র দ্বারা পূজা করিলে ভোগ ও মোক্ষফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি অর্ক (আকন্দ), প্রতাপ, কুব্জ, কহ্লার এবং জপাকুসুম দ্বারা শিবপূজা করে, অবশ্যই তাহার শত্রুসমূহ বিনষ্ট হয়। করবীর পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে রোগ হইতে মুক্ত হয়। বন্ধূক-পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে ভূষণ এবং জাতি পুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিলে বাহনসম্পৎ লাভ হয়। অতসীপুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিলে বিষ্ণুর ভক্ত হয়। পুরুষ শমীপত্র দ্বারা শিবপূজা করিলে মুক্তিলাভ করে। মল্লিকাকুসুম দ্বারা শিবপূজা করিলে কল্যাণবতী পত্নী লাভ করে। যূথিকাপুষ্প দ্বারা শিবের আরাধনা করিলে গৃহ শস্যহীন হয় না। কর্ণিকার দ্বারা মনুষ্য শিবপূজা করিলে বিবিধ বসনসমূহ লাভ করে। নির্গুণ্ডীপুষ্পে শিবপূজা করিলে মন প্রসন্ন হয়। চম্পক এবং কেতক পুষ্প ব্যতীত সকল পুষ্পই শিবের প্রিয়, উক্ত দুই পুষ্প ব্যতীত অপর সকল পুষ্পই শিবকে অর্পণ করিবে। মহাদেবকে মনুষ্যগণ চম্পক ও কেতক পুষ্প যে সমর্পণ করিবে না, তাহার গূঢ় কারণ বর্ণন করিব। লক্ষপুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক শিবকে সমর্পণ করিলে, মহৎ ফল সম্পন্ন হয়। তিলপুষ্প দ্বারা শিব পূজিত হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি প্রদান করেন। রাজিকা পুষ্প দ্বারা শিব পূজিত হইলে শত্রুগণের মৃত্যু সাধন করেন। হে ঋষিসত্তমগণ! অনন্তর ধান্য দ্বারা পূজার ফল বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শিবোদ্দেশে তণ্ডুল সমর্পণ করিলে মনুষ্যগণের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তিন প্রস্থে এক পল এবং ছয় প্রস্থে দুই পল; দুই পল ধান্যের সংখ্যা এক লক্ষ। বিধিপূর্ব্বক রুদ্রপূজা করিয়া মহাদেবের উপরি ভাগে উত্তম তণ্ডুল বিশিষ্ট বস্ত্র স্থাপন করিবে।

তাহার উপরি দেশে গন্ধপুষ্পাদি বিশিষ্ট একটী বিল্বফল সংস্থাপন করিবা ধূপাদি প্রদানপূর্ব্বক পূজাফল লাভ করিবে। অনন্তর দুই প্রাজাপত্য-যাগের উপযুক্ত দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণের ভোজন সম্পাদন করিবে। এইরূপেই সমন্ত্রক লক্ষ পূজা সাঙ্গ হয়। ২২—৩৮। ইহাতে অষ্টোত্তর শত মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। লক্ষ তিল দ্বারা মহাদেবের তৃপ্তি সাধন করিলে মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়। একাদশ পল তিলে এক লক্ষ পরিমাণ হয়। হিতকামী ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ সকল পূজা করিবে মনুষ্য পূজান্তে ব্রাহ্মণসমূহের পূজা করিবে। তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি মহাপাতক জনিত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। লক্ষ যব দ্বারা শিবপূজা পরমোৎকৃষ্টা। সাড়ে আট প্রস্থ এবং সার্দ্ধ দুই পল যব লক্ষযব, তদ্দ্বারা শিবপূজা করিলে, মানস সরোবরে কৃত পূজার ফল হয়। যে প্রকার পূজার নিয়ম, তাহা বলিলাম, ইহা দ্বারা স্বর্গলোকে সুখভোগ করে। অনন্তর ফলার্থী ব্যক্তি প্রাজাপত্য যজ্ঞের ন্যায় উৎসবে ব্রাহ্মণগণের ভোজন সম্পাদন করিবে। হে ঋষিবর্য্যগণ। গোধূম দ্বারা শিবপূজাও পরমং প্রশস্তা। লক্ষ পরিমিত গোধূমে শিবপূজা করিলে সন্ততি বৃদ্ধি হয়। অর্দ্ধদ্রোণ গোধূমে এক লক্ষ পরিমাণ হয়। ৩৯—৪৫। পুনর্ব্বার এ পূজাতেও প্রাজাপত্য যজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। মুদ্গ দ্বারা শিবপূজা করিলে সুখ লাভ হয়। পণ্ডিতগণ সাড়ে সাত প্রস্থ দুই পল মুদ্গে এক লক্ষ পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। মাষ দ্বারা শিবপূজা করিলে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। আট প্রস্থে কিংবা সাড়ে সাত প্রস্থে এক লক্ষ মাষ হয়। রুদ্র সংখ্যানুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। পরমাত্মা সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাদেবের প্রিয়ঙ্গু (ধান্য-বিশেষ) দ্বারা পূজা করিলে ধর্ম্মার্থ প্রভৃতি সকল সুখই বৃদ্ধি পায়। তাহার এক প্রস্থেই লক্ষ পরিমাণ হয়। সূর্য্য-সংখ্যানুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। রাজিকা-পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে শত্রুনাশ হয়; এক প্রস্থ একপলে লক্ষ পরিমাণ হয়। বিংশতি পলে এক লক্ষ সর্ষপ হয়, সেই সর্ষপ দ্বারা পূজা করিলে অবশ্যই শত্রুমরণ হয়। পূজান্তে এক শত এক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং সৎকুলপ্রসূত সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণকে এক গো এবং এক বলীবর্দ্দ (বলদ) প্রদান করিবে। মরীচ দ্বারা শিবপূজা করিলে শত্রু বিনষ্ট হয়। অন্যান্য নানাপ্রকার ধান্য দ্বারা শিব পূজা করিলেও শত্রুনাশ হয়। হে ঋষিসত্তমগণ। আঢকীপত্র দ্বারা শিবকে রঞ্জিত করিয়া পূজা করিলে নানা সুখ হয়। ৪৬—৫৬। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ঋষিবরগণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। লক্ষ পুষ্প কত পরিমাণে হয়, এই হিতকর কথা বলুন। সূত তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন,—হে ঋষিবর্য্যগণ। শ্রবণ করুন, আপনাদের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি। এক প্রস্থ শঙ্খপুষ্পে এক লক্ষ হয়। বেদব্যাস সূক্ষ্ম-দর্শনাভিলাষী হইয়া এইরূপ লক্ষমান কীর্ত্তন করিয়াছেন। জাতিপুষ্পের একাদশ প্রস্থে লক্ষ পরিমাণ হয় এবং যূথিকা-পরিমাণও ঐ প্রকার। উক্ত পরিমাণের অর্দ্ধেক রাজিকা পুষ্প লক্ষসংখ্যক, বিংশতিপ্রস্থে মল্লিকা কুসুম এক লক্ষ হয় এবং তিলপুষ্প ঊনবিংশতি প্রস্থে একলক্ষ হয়। করবীর-পুষ্প তদপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে একলক্ষ হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—নির্গুণ্ডীকুসুমও ঐরূপ পরিমাণে একলক্ষ হয়। কর্ণিকার এবং বন্ধুজীব পুষ্পের ঐ প্রকার পরিমাণ। বন্ধুজীব পুষ্প দশপ্রস্থে একলক্ষ হয়। এইরূপ নানাপ্রকার পরিমাণ আলোচনা পূর্ব্বক সকল সমৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত পরমেশ্বর শিবের পূজা করিবে। অনন্তর ধারাপূজা-ফল বলিতেছি, মনুষ্যগণ ইহা শ্রবণ মাত্রে কল্যাণরাশি লাভ করে। হে মুনিবরগণ! বিধিপূর্ব্বক শিবপূজা করত জলধারা অর্পণ করিবে। প্রবল জ্বর প্রশমের পক্ষে জলধারা শুভকরী। শতরুদ্রীয় মন্ত্র একাদশরুদ্রীয়, রুদ্রজাপ্য, পুরুষসূক্ত, ষড়ক্ষর মন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র, গায়ত্রী, বিশেষ বিশেষ নাম এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসমূহ, এই সকলের মধ্যে যে কোন মন্ত্রে হউক, শিব-জলধারা অর্পণ করিবে। ৫৭—৬৯। সুখকর সন্তান বৃদ্ধির নিমিত্ত উত্তম ধারাপূজা করিবে। যে কাল পর্য্যন্ত সহস্র মন্ত্র উচ্চারণ না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত মহাদেবের মস্তকে জলধারা দিবে, তাহা হইলে নিশ্চয় বংশবৃদ্ধি হয়। এই প্রকার অযুত মন্ত্র দ্বারা শিবপূজা কর্ত্তব্য এবং হিতাকাঙ্ক্ষী ইহা দ্বারা প্রমেহ রোগ হইতে মুক্তি পায়। পণ্ড (ক্লীব) স্বকীয় পীড়াশান্তির জন্য ঘৃত দ্বারা শিবপূজা করিবে। প্রাজাপত্য যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। মুনীন্দ্রগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তাদৃশ রোগী ব্যক্তি কেবল দুগ্ধধারা প্রদান করিবে। জড়বুদ্ধি ব্যক্তি বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণতা সম্পাদনের নিমিত্ত শর্করামিশ্রিত দুগ্ধধারা দ্বারা মহাদেবের স্নান সম্পন্ন করিবে। শত্রুগণ কর্ত্তৃক শরীরে অভিচারাদি প্রযুক্ত হইলে, অযুত মন্ত্র পাঠ করত ধারাপূজা করিবে। কারণ ব্যতিরেকে শরীরোচ্চাটন উপস্থিত হইলে কিংবা নিষ্কারণ কোন ব্যক্তির প্রতি অস্নেহ অথবা নিজের দৈহিক কষ্ট এবং গৃহে প্রতিদিন কলহ উপস্থিত হইলে ধারাপূজা করিবে, তাহা দ্বারা ঐ সকল উপদ্রব উপশান্ত হয়। শত্রুগণকে সন্তাপিত করিতে হইলে, তৈলধারা দ্বারা শিবপূজা করিবে। সুবাসিত তৈলধারা অর্পণ করিলে সকল সুখ হয়। সার্ষপতৈল-সম্পাদিত ধারা দ্বারা পূজা করিলে নিশ্চয় শত্রুনাশ হয়। মধুধারা দ্বারা শিবপূজা করিলে রাজযক্ষ্মা রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। ইক্ষুরস সম্পন্ন ধারায় শিবপূজা করিলে সকল দুঃখ

দূরীভূত হয়। গঙ্গাজল-ধারা দ্বারা শিবপূজা করিলে মোক্ষফল লাভ হয়। মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের কল্যাণকরী জলধারার বিষয় বর্ণন করিলাম। ৭০—৮০। অযুত সংখ্যানুসারে বিধিপূর্ব্বক জলধারা সমাপনান্তে, রুদ্রসংখ্যা ক্রমে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; তাহা হইলে নিশ্চয়ই মনোরথ সকল সফল হইবে। হে মুনিবর্য্যগণ! আপনারা যে যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর প্রদান করিলাম; এই প্রকারে পূজাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। এই শিবপূজা-বিধি লোকের সকল অভিলাষ পূর্ণ করত সুখসাধন করেন। মনুষ্য কার্ত্তিকেয় এবং পার্ব্বতীর সহিত পরমেশ্বর মহাদেবের একবার পূজা করিয়া যে ফল লাভ করে, তাহা ক্রমশ বলিতেছি ইহলোকে পরম ঐশ্বর্য্যবান হইয়া পুত্র-কলত্রাদির সহিত বিবিধ ভোগ উপভোগ করত অন্তে যাহা লাভ করে, তাহা শ্রবণ করুন;—হে মুনিমণ্ডলাগ্রগণ্যগণ! কোটি সূর্য্য সদৃশ কান্তিশালী সকল কামনা-সাধক বিমানে আরূঢ় হইয়া গান ও বাদ্য-পরায়ণ রুদ্রকন্যাগণের সহিত প্রলয়কাল পর্য্যন্ত মহাদেবের ন্যায় সুখে ক্রীড়া করে। ৮১—৮৬।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে প্রভো! আপনি ধন্য, কৃতকৃত্য ও পরমপবিত্র; আপনি শঙ্করের যে সকল মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন, তাহাতে কহিলেন,—চম্পক ও কেতক পুষ্প শিবপূজার অযোগ্য; ইহার কারণ কি, বলুন। সূত কহিলেন, হে ঋষিবরগণ। আমি উহার কারণ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন সময়ে রঘুনাথ রামচন্দ্র পিতার আদেশে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত ফল্গুনদীর তীরে যাইয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের কাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া "অদ্য কি করিব" এইরূপ ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া তিনি শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যের সংগ্রহার্থ লক্ষ্মণকে নিকটস্থিত গ্রামে প্রেরণ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ, লজ্জিত হইয়া একখানি পাত্র হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক রামের আজ্ঞানুসারে গমন করিলেন, কিন্তু বিলম্ব হইতে লাগিল। তাঁহার কালবিলম্ব দেখিয়া, শ্রাদ্ধের কালও অতীত হয় জানিয়া, রামচন্দ্র স্বয়ং গমন করিলেন। তখন তথায় জানকী একাকিনী থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—মধ্যাহ্ন প্রায় অতীত হইতেছে, দিবা-করণীয় শ্রাদ্ধ কিরূপে হইবে? দেবর লক্ষ্মণ কেন এখন না আসিলেন? প্রাণনাথও তথায় যাইলেন, এখনও কেন না আসিলেন? শ্রাদ্ধের কাল প্রায় অতীত হয়, অতঃপর রাক্ষসীবেলা উপস্থিত হইবে। এইরূপ বিচার করিয়া তিনি ফল্গুনদীতে যথাবিধি স্নানকার্য্য সমাধা করিলেন এবং ইঙ্গুদীতৈলের প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া কিছুকাল উহাঁদিগের প্রতীক্ষায় থাকিলেন। যখন রাম ও লক্ষ্মণ কেহই আসিলেন না, তখন "আমিই স্বয়ং অদ্য নিজ পতির পিতৃগণকে পিণ্ডপ্রদান করিব" এই স্থির করিয়া জানকী উপস্থিত মত যে কিছু বস্তু গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশে পিণ্ড দিবামাত্র "হে জনকনন্দিনি! আজ আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম, তাহাতে তুমিও ধন্য হইলে" এইরূপ বাক্য উচ্চারিত হইল এবং কেবল হস্ত সকল পিণ্ডগ্রহণার্থ নিঃসৃত হইল। জানকী ঐ বাক্য শ্রবণ ও নানা অলঙ্কারে ভূষিত হস্ত সকল অবলোকন করিয়া কহিলেন, আপনারা কাহারা উপস্থিত হইয়াছেন, বলুন। জানকীর এই বাক্য শ্রবণে অদৃশ্য দশরথ কহিলেন, হে সুব্রতে সীতে! আমি তোমার শ্বশুর, আমার নাম দশরথ; তোমার পিণ্ডে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম, তোমার কৃত শ্রাদ্ধ সফল হইয়াছে। এইরূপ কহিলে তখন জানকী উত্তর করিলেন, হে পিতঃ! "আমার পতি আপনাদিগের হস্ত-দর্শনাদি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা কিছুই বিশ্বাস করিবেন না।" অনন্তর "হে নিষ্পাপে! তুমি এ বিষয়ে কতকগুলি সাক্ষী রাখ" এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া জনকদুহিতা, ফল্গুনদী, ধেনু, অগ্নি ও কেতকীকে কহিলেন,—তোমরা সকলে এ বিষয়ে সাক্ষী রহিলে। পরে তাঁহারা সকলে অন্তর্হিত হইলে রামচন্দ্র প্রত্যাগত হইয়া জানকীকে কহিলেন, হে সাধ্বি! এক্ষণে অতিশীঘ্র পাকার্থ শুচি হও, শ্রাদ্ধকাল গতপ্রায় এবং অন্তরালে এ সময়ে তোমার শ্বশুরও উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব বিলম্ব করিও না। কিন্তু জানকী এইরূপ উক্তা হইয়া বিস্মিতা হইলেন ও কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন শ্রীরাম জানকীকে নিরুত্তরা ও বিলম্বকারিণী দেখিয়া কহিলেন, হে বৈদেহি! কেন এরূপ বিস্মিতার মত তোমাকে দেখিতেছি? অনন্তর জানকী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ কহিলেন। উহা শ্রবণে রাঘব, ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! জানকী যাহা কহিল, তাহা কি শুনিলে? আমরা শাস্ত্রমত আহ্বান করিয়া যাঁহার দর্শন পাই না, তিনি এক্ষণে অযথা আহ্বানে দর্শন দিলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্য। নিশ্চয়ই কার্য্য করিতে ব্যাকুল হইয়া সীতা মিথ্যা কহিয়াছে। রামের ঈদৃশ বচনে লজ্জিতা হইয়া সীতা কহিলেন, হে রঘুনন্দন! এ বিষয়ে এই ফল্গুনদী প্রভৃতি ইহারা সাক্ষী আছেন। রাম কহিলেন, হে সুভ্রু! যদি ইহারা তোমার বাক্য সত্য বলিয়া কহেন, তবে গ্রাহ্য করিব। অনন্তর ফল্গু প্রভৃতি সাক্ষি-চতুষ্টয়কে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা মোহে আক্রান্ত হইয়া কহিলেন, আমরা ইহার কিছুই জানি না। তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া

রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতায় পরস্পর হাস্য করিলেন, পরে রাম বলিলেন, শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য, অথচ মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়; তুমি এখনও অভুক্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত; জানকীর বড়ই কষ্ট হইয়াছে; উদ্‌যোগ হইবে কি করিয়া? এক্ষণে করি কি? অনন্তর সীতা পাক করিলেন, রামচন্দ্র শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া পিতৃগণকে আবাহন করিলে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে বক্ষ্যমাণ বাক্য নির্গত হইল,—"হে বৎস! কিজন্য পুনরায় আহ্বান করিতেছ? জানকী আমাদিগের তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও রাম কহিলেন, "হে প্রভো! আমি এই বাক্য মানিলাম না।" পুনরায় আকাশবাণী হইল, "হে রাম! জানকী শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, পুনরায় শ্রাদ্ধ করিও না। ইহাতেও রাম গ্রাহ্য না করিলে সূর্য্যদেব স্বয়ং সাক্ষী হইয়া কহিলেন, কেন তুমি পুনরায় শ্রাদ্ধ করিতেছ? তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সীতার প্রতি "জয়" "জীব" ইত্যাকার শব্দ প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, আমরা ধন্য হইলাম যে, আমাদিগের কুলের ঈদৃশী পবিত্র বধূ। পাক হইলে, ভোজন করিবার পর, শ্রীরাম, লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! ইহারা সাক্ষী থাকিয়াও কি দুষ্টবৎ আচরণই করিল! এমন সময়ে জানকী তাহাদিগকে শাপ দিলেন। ২৭—৩১। হে ফল্গুনদি! তুমি যাহা শুনিয়াছ, যাহা দেখিয়াছ, তাহা সত্য নিবেদন করিলে না, এজন্য পাতালে প্রবাহিতা হও। হে কেতকি! আজ তুমি সত্য কহিলে না, ইহার ফলভোগ কর; তুমি সকল সময়েই শিবের অগ্রাহ্য হইবে এবং সমীপস্থিতা গোকে কহিলেন, হে নিষ্পাপে! তুমি যে মিথ্যা কহিলে, এ কারণ তুমি পুচ্ছদেশে পবিত্রা ও মুখে অপবিত্রা হও। হে অগ্নে! তুমি দেবগণের মুখ হইয়াও যে মিথ্যা কহিলে, একারণ আমার শাপে সর্ব্বভক্ষক হও। হে কেতকি! তুমি যথাশ্রুত যথাদৃষ্ট কহিলে না, একারণ সর্ব্বসময়েই শিবের অপ্রিয়া হইবে। তখন উহারা এইরূপ যথোচিত অভিশপ্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে গমন করিল। তদবধি ফল্গুনদী অধোবাহিনী, অগ্নি, সর্ব্বভুক্, কেতকী শিবপূজার অযোগ্যা এবং সীতা-বচনানুসারে গোর মুখদেশ অপবিত্র ও পুচ্ছদেশ পবিত্র হইল। এই আপনাদিগকে কেতকীর শাপকারণ সমস্তই কহিলাম, অতঃপর চম্পকপুষ্পের শাপকারণ কহিতেছি। ৩৩—৪২।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—সম্প্রতি অদূরবর্ত্তী দক্ষিণদিকে গোকর্ণদেশে গোকর্ণেশ নামে বিখ্যাত হইয়া ভগবান্ শম্ভু সর্ব্বলোকের সুখ দান করত অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেই পাপরাশি ভস্মসাৎ হয়। কোন সময়ে মহর্ষি নারদ তাঁহাকে দেখিবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সুগন্ধি প্রস্ফুটিত চম্পকপুষ্প দেখিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ পুষ্পচয়নার্থ তথায় আগমন করিয়া, মহতী-বীণা-বাদনতৎপর নারদকে অবলোকন করত ক্ষণকাল তথায় রহিল এবং যে কার্য্যার্থ আসিল, তাহা না করিয়া চিন্তা করিল, "যদি এক্ষণে আমি আমার কর্ত্তব্য করি, তবে এই ব্যক্তি সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবে।" ইহা মনে করিয়া সেই দ্বিজ, ঐ উত্তম কার্য্য করিল না। তখন নারদ উহার হস্তে "চুপড়ি" দেখিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কিজন্য আসিয়াছ? তোমার হস্তে উহা কি? ব্রাহ্মণ ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া অযথার্থ উত্তর করিল; আমি ভিক্ষার্থ যাইতেছি। তারপর নারদ পূর্ব্বোক্ত শিব-মন্দিরে গিয়া ভগবান্‌কে নমস্কার করিলেন ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ প্রকৃত কার্য্য পুষ্পচয়ন করিয়া পুষ্পপাত্র আচ্ছাদন করত পথে গমন করিতেছিলেন, নারদ পুনরায় দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ? তৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ পুনরায় মিথ্যা কহিল;—"আমি ভিক্ষার্থ যাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি। নারদ, উহা শুনিয়া সকল রহস্যই জানিতে পারিলেন এবং পূর্ব্বদৃষ্ট চম্পকবৃক্ষ-সন্নিধানে সমাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাদপশ্রেষ্ঠ! ঐ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কোথায় যাইল ও কতগুলি পুষ্প গ্রহণ করিয়াছে? বৃক্ষ, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ইহার যথার্থ উত্তর দিতে নিষিদ্ধ আছে, একারণ এইরূপ কহিল,—ব্রাহ্মণ কে? পুষ্প কি? তুমি কে? কিবা জিজ্ঞাসা করিতেছ? অনন্তর মহাত্মা নারদ সকল বুঝিতে পারিয়া, শিবসন্নিধানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং সংখ্যায় দেখিলেন, এক শত এক চম্পকপুষ্প শিবলিঙ্গে অর্পিত আছে। অন্য এক মহাত্মা ব্রাহ্মণ শিবপূজা করিতেছেন দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? কি প্রার্থনা করিতেছ? এই পুষ্পসমূহ কোন্ ব্যক্তি আনিয়া শিবকে সমর্পণ করিয়াছে? ইহা শ্রবণে তত্রত্য ব্রাহ্মণ সত্য কহিল,—আমি ভগবান্ শিবকে পূজা করিয়া, মুক্তিপ্রার্থনা করিতেছি এবং এই একটী ব্রাহ্মণ চম্পকপুষ্প দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রত্যহ পূজা করিয়া, রাজাকে মুগ্ধ করিতেছে। সে ঐ রাজসকাশে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া, বহু ব্রাহ্মণের পীড়া দিতেছে এবং শিবপূজাবলে রাজার

দানাধ্যক্ষতা লাভ করিয়া ধনমদে অন্ধ হইয়া, আত্মীয় ও পর বিবেচনা করে না। হে প্রভো। আমি পূজার্থে এই পুষ্প সমর্পণ করিয়াছি। নারদ তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তোমার অক্ষয়ামুক্তি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই, ইহা আমি সত্য বলিতেছি। আর ভাবিলেন, "ঐ মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ শম্ভুকে পুষ্প দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিয়া রাজাকে বশে আনিয়াছে, ব্রাহ্মণগণকে পীড়া দিতেছে এবং রাজার দানাধ্যক্ষ হইয়া, ব্রাহ্মণদিগকে কষ্ট দিতেছে। এ সকল ফল চম্পক হইতেই লাভ করিয়াছে, কারণ ভগবান চম্পকপুষ্প দ্বারাই পূজিত হইয়া পূজকের বশীভূত হইতেছেন। অনন্তর নারদ পরমাত্মা শিবকে কহিলেন, হে প্রভো। আপনি ঐ ব্রাহ্মণকে এরূপ ফল কেন প্রদান করিতেছেন? ভগবান উত্তর করিলেন,—হে নারদ। আমি কি করিব, ঐ মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ চম্পক হইতেই ঈদৃশ ফল লাভ করিয়াছে। চম্পক দ্বারা আমাকে পূজা করিলে, তাহার ত্রিজগৎ বশীভূত হয়। এমত সময় এক ব্রাহ্মণী "হা মহারাজ। আমাদিগের সকল যায়, ঐ দুষ্ট ব্রাহ্মণকে নিবারণ করুন, ঐ ব্রাহ্মণ আমাদিগের গৃহস্থিত যাবৎ ধন অপহরণ করিল" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে দুঃখিত হৃদয়ে শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইল। নারদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে? কেন বিলাপ করিতেছ? এইরূপ নারদ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণী কহিতে লাগিল, হে দ্বিজবর। আমাদিগের দুঃখকারণ শ্রবণ করুন। সম্প্রতি আমার স্বামী অদৃষ্টদোষে পঙ্গু হইয়াছেন এবং আমার একটী কন্যা দানযোগ্যা হইয়াছে, তাহার বিবাহ দিবার জন্য আমার স্বামী রাজার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই লব্ধ অর্থের অর্দ্ধাংশ এই মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ কেন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে? ঐ ব্রাহ্মণ রাজাকে অন্ধ করিয়াছে, একারণ রাজা এ বিষয়ে কিছুই প্রতিবিধান করেন না, এক্ষণে আমি কি করিব? কোথায় যাইব? কেহই রক্ষক নাই। ঐ ব্রাহ্মণ প্রত্যহ শিবপূজার্থ এই স্থানে আগমন করে। নারদ কহিলেন,—"হে সুমুখি। তোমার স্বামীকে রাজা কি অর্থ দিয়াছেন?" ঐ দ্বিজপত্নী, নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া কহিতে লাগিল, হে প্রভো! রাজা একটী প্রসবোন্মুখী গো ও প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণই প্রযোজক হইয়া দিয়াছেন সত্য; এই বলিয়া তিনি ইহার অর্দ্ধেক গ্রহণ করিতেছেন। কি করি? কোথায় যাই? আমার স্বামী কখনও এরূপ দুষ্ট দান গ্রহণ করেন না, কেবল আমি ও ঐ ব্রাহ্মণ উভয়ে "হে দ্বিজ! তোমার কন্যা দানযোগ্যা হইয়াছে, এক্ষণে অর্থ অতি আবশ্যক" এই বলিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাইয়াছি। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণই তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ করিতেছে। আমরা ধেনু ভিন্ন সকল অর্থের অর্দ্ধাংশ তুল্য করিয়া লইতে কহিলে, ঐ ব্রাহ্মণ উত্তর করে, ধন ও ধেনু উভয়ই বিভাগ কর। হে নাথ। আমরা গো বিভাগ করিয়া সঞ্চিত পাপের কোথায় ক্ষালন করিব? ২৭—৪০। নারদ এইরূপ উঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবকে প্রণাম করত কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো। আপনি শুনুন। হে দেব! যে ব্যক্তি এতাদৃশ অসাধু, তাহার হস্তে কেন পূজা গ্রহণ করেন? ইহার তুল্য দুষ্ট, পরদ্রব্যাপহারী আর কে আছে? দেখুন, প্রথমতঃ রাজসন্নিধানে প্রতিগ্রহাদি অতি দুষ্কার্য্য, তাহাতে বিভাগ, তন্মধ্যে আবার যে গোবিভাগ করিয়া লয়, সে মহাপাপী; ইহার পর দুষ্ট অন্য কেহ নাই। দেখুন, যাঁহার দক্ষিণ শৃঙ্গে গঙ্গা, বাম শৃঙ্গে যমুনা ও শৃঙ্গমধ্যে দেবী সরস্বতী অবস্থান করেন; যাঁহার স্কন্ধে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে নন্দিপ্রভৃতি স্বানুচর-সমবেত ভগবান্ রুদ্র, কটীদেশে বিষ্ণু, পৃষ্ঠভাগে তীর্থ সকল, দক্ষিণ-কুক্ষিতে ঋষিগণ, বাম-কুক্ষিতে দেবগণ, অধোভাগে নদী সকল, খুরদেশে বেদচয় দুগ্ধধারা-বয়বে সমুদ্রগণ অবস্থিত, অতএব ত্রিজগৎ গোরুতে প্রতিষ্ঠিত। ঈদৃশী গোরুকে যে ব্যক্তি পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করে, সে নিশ্চয় পৃথিবীপ্রদক্ষিণ জন্য পুণ্য লাভ করে। আর যে ব্যক্তি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীকে সুবর্ণপূরিত করিয়া প্রদান বা একটী ধেনু প্রদান করে, সে উভয় দানে তুল্য ফললাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। মানব যাহার দুগ্ধ পান করিয়া গঙ্গোদকপানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং যাহার বিষ্ঠা বা মূত্র পান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, সেই গোরুর সকল অঙ্গই পবিত্র, উহা স্পর্শমাত্রেই পাপ সকল বিনষ্ট হয়। পৃথিবী মধ্যে গোদান, পৃথিবীদান ও বিদ্যাদান করিলে শতসংখ্যক পূর্ব্বপুরুষগণ নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। হে দেবদেব। যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোন শাস্ত্রে নাই, ঐ গো প্রদান করিলে সেই সকল মহাপাতকেরও শুদ্ধি হয়, সেই ধেনুর দান, স্পর্শ ও দর্শনের বিষয় অধিক আর কি কহিব। যে ব্যক্তি সুরূপা, বহু পয়স্বিনী, সংস্বভাবা, সবৎসা ধেনুর শৃঙ্গদ্বয়ে সুবর্ণ, খুরে রৌপ্য, নয়নে প্রবাল, কণ্ঠে অলঙ্কার, সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র ও পৃষ্ঠে তাম্র দিয়া এবং উহাকে কাংস্যদোহন-পাত্রসমন্বিতা করিয়া, তীর্থাদি পবিত্রস্থানে শুভ সময়ে সৎব্রাহ্মণকে অর্পণ করে, তাহার কিছুই দুর্লভ হয় না। ৪১—৫৬। এতাদৃশী ধেনু লাভ করিয়া দান করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অষ্টগুণ ফল হয়। মাতৃবিক্রয়, কন্যাবিক্রয়, বেদবিক্রয় ও গোবিক্রয় করিলে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; অধিক আর কি বলিব! এই মিথ্যাবাদী দুষ্ট ব্রাহ্মণ গোবিভাগ করিবে! হে দেব! কি বলিব, ঐ ব্যক্তি আপনার ভক্ত। মহাদেব এইরূপ নারদবচন শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, হে নারদ! তুমি

আমার প্রিয়তম ; তোমার চিত্তে যাহা আছে, তাহাই কর। ঐ ব্রাহ্মণ যাহাতে নিজ পাপফল ভোগ করিয়া সদ্গতি লাভ করে ও পুনরায় আমার ভক্ত হয়, তাহাই করিবে। নারদ এইরূপ উক্ত হইয়া, যে স্থানে চম্পক বৃক্ষ, তথায় যাইলেন ও পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৃক্ষবর। কোন ব্যক্তি প্রত্যহ তোমার পুষ্পচয়ন করে, আমার নিকট সত্য করিয়া বল। চম্পক এইরূপ উক্ত হইয়াও, যখন যথার্থ বলিল না তখন নারদ, শিবের আদেশে তাহাকে শাপ দিলেন,—হে চম্পক! আমি সত্য কহিতেছি, তোমার মত ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি সত্য বাক্য বলে, তবে তাহার ইহলোকে ও পরলোকে কিছুই দুর্লভ থাকে না, কিন্তু এক্ষণে তোমাকে মিথ্যা বলার উচিত ফল দিতেছি। অদ্য অবধি ত্রিলোকমধ্যে তুমি শিবের অমান্য হইবে এবং ত্বদীয় কুসুম কোন সময়েই শিবপূজার যোগ্য হইবে না। ৫৭—৬৭। হে মুনিবরগণ! এই সময়ে তথায় সেই দুষ্ট বিপ্র উপস্থিত হইল ; তখন তাহাকে দেখিয়া নারদ কহিতে লাগিলেন, "রে দুষ্ট! তুই নিশ্চয় রাজসকাশে-প্রতিগৃহীত বিপ্র-ধেনুর বিভাগ লইয়াছিস এবং চম্পকপুষ্পের প্রভাবে ভগবান শিবকে বশ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পীড়া দিতেছিস, অতএব তুই রাক্ষস হ" নারদ এইরূপ শাপ দিলে, ব্রাহ্মণ অতিভীত হইয়া "হে প্রভো! ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন ; আমার প্রতি কৃপা করুন" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। তখন নারদ পরমাত্মা শিবের পূর্ব্ব-বাক্য স্মরণ করিয়া এবং ব্রাহ্মণকে ঐরূপ রোদ্যমান দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে কহিলেন, হে দ্বিজ! আমি কখন শঙ্কর প্রতিকূলে মিথ্যা কহি না, এ কারণ আমার বচনে রাক্ষসত্ব লাভ করিবে। অনন্তর ঐ বিপ্র বিরাধ নামে রাক্ষস হইয়াছিল। তবে মহাত্মা নারদ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই বলিলেন যে, তুমি শ্রীরামকে দর্শন করিয়া তাঁহার হস্তেই নিহত হইয়া শঙ্করের প্রভাবে পুনরায় সুন্দর রূপ লাভ করিবে। হে দ্বিজগণ! সেই ব্রাহ্মণ নারদ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সেইক্ষণেই সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর বিরাধ নামে রাক্ষস হইল। নারদ সেই রাক্ষসকে অবলোকন করিয়া গোকর্ণনাথ শঙ্করকে পুনরায় প্রণাম করিয়া ও তাঁহার নিকট চম্পকের মহিমা বারংবার বর্ণনা করিয়া স্বৈরগমনে স্বস্থানে গমন করিলেন। হে মুনিগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সে সকলই কহিলাম ; মানব ইহা শ্রবণ করিলে ক্ষণকালমধ্যে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৬৮—৮০।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে ভাগবতোত্তম সূত! হে মহাভাগ সূত! আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি অনলস হইয়া সে সকলের যথার্থ উত্তর দিয়াছ ; তুমি আমাদিগের সংশয় দূর করিয়াছ, তুমি ধন্য ও কৃতকৃত্য ;—আমরা কি বর্ণনা করিব! হে সূত! যাহার গুরু বেদব্যাস মস্তকোপরি অবস্থিত, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ তোমার ত্রিলোকমধ্যে কিছুই দুর্লভ নাই। তুমি যে কল্যাণময় সর্ব্বোত্তম সংহিতা-নাম্নী পঞ্চায়তন অদ্যাবধি কহিয়াছ, হে প্রভো! ঐ পঞ্চায়তন-শ্রেণীতে আদিদেব বিষ্ণু, প্রকৃতিদেবী, দেবদেব শঙ্কর, সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মা সূর্য্য ও গণেশ ইঁহারা পূজনীয় ; ইহার ভিতর ঐ গণেশ কিজন্য পূজনীয় হইয়াছেন? উনি কে? কাহার পুত্র? কিহেতু ঐরূপ বলবান এবং কিজন্যই বা পূজ্যোত্তম মহৎশ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়াছেন?—তৎসমুদায় আমাদিগকে বল। ঋষিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত কহিতে লাগিলেন,—হে মহাভাগগণ! আপনারা লোকহিতার্থী হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; আমি গণেশের উৎপত্ত্যাদি বিষয় যথাশ্রুত কীর্ত্তন করিতেছি। ভগবান শিব, পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়া কৈলাসধামে গমন করিলে, কিছুকাল পরে জয়া ও বিজয়া নাম্নী পার্ব্বতীর দুই সখী তাঁহার সহিত মিলিতা হইয়া এইরূপ তর্ক করিতে লাগিল, হে সখি! পার্ব্বতি! রুদ্রের অনুচর নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি অসংখ্য প্রমথগণ রুদ্রেরই আত্মীয় ও তাঁহারই আজ্ঞাবহ হইয়া আমাদিগের দ্বারে অবস্থান করে। তাহারা যদিও আমাদের আত্মীয়, তথাপি মন মানিতেছে না ; হে পুণ্যশীলে। উমে! একজন আমাদিগের নিজস্ব আত্মীয় তোমার স্থাপনা করা উচিত। সখীগণ পার্ব্বতীকে এইরূপ অনুকূল বাক্য কহিলে, ঐ কার্য্যাকার্য্য-বিচারিণী দেবী তাহা তখন হিত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ১—১৩। একদিন পার্ব্বতী স্নান করিতেছিলেন, এমত সময়ে সদাশিব, দ্বারস্থিত নন্দীকে স্বয়ং ভর্ৎসনা করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সুন্দরী পার্ব্বতী লজ্জিতা হইয়া স্নান করিতে করিতে উঠিয়া পড়িলেন। আর তিনি জয়া বিজয়ার পূর্ব্বোক্ত পরামর্শকে বড়ই হিতকর ও সুখাবহ বিবেচনা করিলেন। তৎকালে ঐরূপ হইলে কল্যাণী পার্ব্বতী বিচার করিতে লাগিলেন, আমার আজ্ঞা হইতে অণুমাত্রও বিচলিত না হয়, এমন একটী আমার নিজস্ব আত্মীয় সেবক হওয়া আবশ্যক। অনন্তর দেবী, অঙ্গ হইতে পঙ্ক তুলিয়া হস্তদ্বয়ে লইলেন এবং তাহাতে সর্ব্বাবয়ব-সুন্দর ও নির্দ্দোষ গণেশাখ্য পুত্রকে সৃজন করিলেন। পার্ব্বতী তাহাকে নানাবিধ অলঙ্কারাদি দিয়া ও শুভ আশীর্ব্বাদে সন্তুষ্ট করিয়া, দ্বারদেশের রক্ষক করিয়া রাখিলেন এবং কহিলেন, হে পুত্র! যে ব্যক্তি আমার গৃহমধ্যে

আসিবে, তাহাকে নিবারণ করিবে। তুমি আমার পুত্র, কেবল আমারই; তুমি ভিন্ন আমার কেহ নাই। পার্ব্বতী এইরূপ কহিলে ঐ বালক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিল আমি কি করিব ও কি কর্ত্তব্য আছে? অনন্তর পার্ব্বতী "তুমি এক্ষণে আমার দ্বারপাল হও" এইরূপ কহিয়া গণেশকে যষ্টি ধারণ করাইয়া দ্বারে সংস্থাপিত করিলেন —তাঁহার সুন্দর রূপ সন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার মুখচুম্বন ও আলিঙ্গন করিয়া স্থাপন করিলেন। তিনিও পার্ব্বতীর হিতার্থী হইয়া দ্বারে থাকিলেন। তখন পার্ব্বতী সখীসমেতা হইয়া স্নানার্থ স্বয়ং গমন করিলেন; এমত সময়ে ভগবান স্বানুচর প্রমথগণের সহিত ঐ দ্বারে উপস্থিত হইলেন ও প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন গণেশ কহিলেন 'তুমি কোথায় যাইতেছ? এক্ষণে মা আমার স্নান করিতেছেন তুমি যাইও না" এইরূপ কহিয়া তাঁহাদিগের প্রবেশরোধের জন্য যষ্টিকা গ্রহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া শিব কহিলেন আমি শিব, অন্য কেহ নহি। ১৭—২৭। ভগবান এইরূপ কহিয়া প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিলে, গণেশ তাঁহাকে কহিলেন কে শিব? তুমি কোথায় যাইতেছ? কি জন্য যাইতেছ? এই বলিয়া যষ্টি দ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিলেন। "তুমি মূর্খ, কিছুই জান না, আমি পার্ব্বতীর পুত্র' এই কহিয়া শিব প্রবেশ করিতে যাইলে গণেশ পুনর্ব্বার তাঁহাকে দণ্ড দ্বারা তাড়না করিলেন। তখন শিব ক্রুদ্ধ হইয়া 'এ কোন ব্যক্তি রহিয়াছে? কি করিতেছে দেখ' প্রমথগণকে এইরূপ কহিয়া অতি ক্রোধে [illegible] অবস্থান করিলেন। অনন্তর প্রমথেরা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible]কে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কি নিমিত্ত বাস করিয়াছ? দ্বারপাল উহাদিগের এই বাক্য [illegible] কহিতে লাগিল তোমরা কাহার? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] গমন কর, কি জন্য এরূপ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বাক্য শুনে [illegible] [illegible] [illegible] এ ব্যক্তি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কহিল, "রে দ্বারপাল। শ্রবণ কর। আমরা শিবানুচর প্রমথ, শিবেরই আজ্ঞাবহ, তোমাকে কেবল পার্ব্বতীপুত্র বিবেচনায় নিধন করিতেছি না, অন্যথা তুমি এতক্ষণ বিনষ্ট হইতে। অতএব দূরে অবস্থান কর, কিজন্য নিজ মৃত্যু কামনা করিতেছ?" এইরূপ কথিত হইয়াও গণেশ দ্বার পরিত্যাগ করিলেন না, প্রমথগণও শিবসমীপে যাইয়া সকল নিবেদন করিল। তৎশ্রবণে শঙ্কর তাহাদিগকে কহিলেন, ঐ মূর্খকে দূর কর; কিজন্য তোমরা ক্লীবের মত অবস্থান করিতেছ? প্রমথেরা প্রভুর আদেশে পুনর্ব্বার তথায় আসিয়া কহিতে লাগিল, রে মূর্খ। তুই কে? কি জন্য রহিয়াছিস? কেন এই স্থাপিত হইয়াছিস? আমাদিগের অবমাননা করিয়া তুই জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিস। জানিস, আমরা সকলে দ্বারপাল। কি কহিতেছিস? তুই শৃগাল হইয়া সিংহের আসন গ্রহণ পূর্ব্বক শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছিস? রে মূর্খ। যাবৎকাল আমাদিগের পরাক্রম অবগত না হইবি, তাবৎকাল তুই গর্জ্জন কর, এইক্ষণেই অস্মদীয় পরাক্রম অনুভব করিয়া মরিবি। প্রমথেরা এইরূপ কহিলে গণেশ রোষান্বিত হইয়া হস্তদ্বয়ে যষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রমথদিগকে তাড়না করিলেন ও কহিলেন, তোমরা দূরে গমন কর, গমন কর। তাহা না করিলে উচিত শাস্তি প্রদান করিয়া নিজ পরাক্রম দেখাইব। ২৮—৪৩ গণসমূহ কহিতে লাগিল আমরা কি করিব? কোথায় যাইব? এ ব্যক্তি কি করিতেছে। আমাদিগের নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করা উচিত, অন্যথা লোকে কি বলিবে। অনন্তর প্রমথগণ সকলেই কৈলাস হইতে ক্রোশমাত্র দূরে অবস্থিত ভগবান শিবের নিকট যাইয়া সমুদয় কহিল। শিব হাসিয়া তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, অহে প্রমথগণ। তোমরা কি শূকর? কারণ এক ব্যক্তি তোমাদিগের সকলকে ভৎসনা করিতেছে। লোকে বলিবে কি? এক্ষণে এ ব্যক্তি যে হউক, তোমরা যাও, ইহাকে তাড়না কর। ভগবান কর্তৃক এইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া প্রমথগণ যাইয়া কহিতে লাগিল, রে বালক। তুই মূর্খের ন্যায় কি কহিতেছিস। শ্রবণ কর, এ স্থান হইতে অপসৃত হ, নচেৎ এই ক্ষণেই আমাদিগের পরাক্রম দেখিবি। তাহাদিগের ঐরূপ বাক্য শ্রবণে দুঃখিত গণেশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এমত সময়ে দেবী পার্ব্বতী উহাদের কলকল শব্দ শ্রবণে চিন্তিতা হইয়া সখীকে বৃত্তান্ত জানিতে আদেশ করিলে উহার সখী আসিয়া ক্ষণকাল ঐ ঘটনা দেখিয়া আনন্দিতা হইল এবং পার্ব্বতীসন্নিধানে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। আমাদিগের গণেশ যদি না থাকিত তবে শিব ও প্রমথগণ সকলেই বা [illegible]। তাহা হইলে কিরূপে আমাদিগের সুখ লাভ হইত। যদি উহারা হঠাৎ প্রবেশ করিত, তাহা তোমার পক্ষে শুভতর হইত না। গণেশ উদ্যম করিয়াছে তাহাদিগের নানা [illegible] অনুভব করিয়াও কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এক্ষণে পরস্পর বাক্কলহ করিতেছে। ৪৪—৫২। যদি বাক্কলহ না করিত, তাহা হইলে সকলেই অক্লেশে আসিত। এক্ষণে উহারা বাগ্‌যুদ্ধে পরাভূত হইয়া বিনয় করিলে পরে প্রবেশ করিতে দিউক। হে সখি। গণেশ অস্মদীয়, একারণ উহাকে ভর্ৎসনা করিলে আমরা সকলে ভর্ৎসিত হই। হে ভদ্রে। তুমি মান পরিত্যাগ করিও না; শিব তোমার নিকট বানরের ন্যায় বর্ত্তমান। উনি আজ কি করিবেন? পার্ব্বতী সখীবাক্য শ্রবণ করিয়া মানিনী হইলেন এবং কহিলেন, অহো। শিব, সানুচরে ক্ষণকাল স্থির হইতে পারিলেন না, বল প্রয়োগ করিলেন কিনা।

এক্ষেত্রে বিনয় করি কিরূপে? অতএব যাহা হইবে, তাহা হউক, যাহা হইয়াছে, তাহার আর অন্যথা হয় না। অনন্তর গণেশসমীপে সখীকে প্রেরণ করিলেন। সেই সখী আসিয়া গণেশকে কহিল, তুমি বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে প্রবেশ করিতে না দিয়া ভাল করিয়াছ। কিন্তু এখনও প্রমথগণ তোমার সম্মুখে সগর্ব্বে রহিয়াছে, তবে তুমি কি করিয়াছ। যাহা করিয়াছ, তাহার আর অন্যথা হয় না, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর। উহারা তোমাকে জয় করিয়া অথবা তোমার নিকট নত হইয়া প্রবেশ করুক। জননীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া গণেশ কবচ ও উষ্ণীষ বাঁধিলেন এবং জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় হস্ত দ্বারা তাড়িত করিয়া গণসকলকে কহিতে লাগিলেন হে প্রমথগণ। তোমরা শ্রবণ কর, আমি পার্ব্বতীর পুত্র, তোমরা শিবের অনুচর; উভয়েই সমান এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। তোমরা দ্বারপাল, আমিও দ্বারপাল, যখন তোমরা এখানে থাকিবে, তখন তোমাদিগের শিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য এক্ষণে আমিও শিবার আদেশ প্রতিপালন করিব। তোমরা যুদ্ধে আমাকে পরাজয় করিয়া অথবা আমার নিকট নত হইয়া এই গৃহে প্রবেশ কর। উহারা গণেশ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া শিবসন্নিধানে গমন করিল এবং অতি লজ্জিতভাবে উঁহাকে নমস্কার করিয়া সম্মুখে অবস্থান করিল পরে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া উহাদিগকে কহিতে লাগিলেন হে প্রমথগণ। শ্রবণ কর, এস্থলে [illegible] আমাদিগের যেন নাহ। আমাদিগের পক্ষে আমি ও তোমরা, উহার পক্ষে গৌরী ও গণেশ, কিরূপে যুদ্ধ হইবে? কিন্তু যদি বিনয় প্রকাশ করি লোকে [illegible] করিবে, যত দেব [illegible] অতএব যাহা আরব্ধ হইয়াছে, তাহা কর্ত্তব্য, গণেশ একাকী কি করিবে? তোমরা প্রমথগণ যুদ্ধদক্ষ বলিয়া লোকে বিখ্যাত আছ এবং আমার আত্মীয় হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কেন লঘুতা স্বীকার করিতেছ? পার্ব্বতী স্ত্রীলোক ও কিরূপে যুদ্ধ করিবে এবং করিলেও উচিত ফল পাইবে। এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ করা উচিত। যাহা হইবে, তাহা হউক। ৫৫—৭৩।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অনন্তর প্রমথগণ শিবকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া গণেশ সন্নিধানে গমন করিল। গণেশ তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া নিজেও যুদ্ধোদ্যোগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহাদেবের আজ্ঞাকারী প্রমথগণ যুদ্ধার্থ আগমন করুক; আমিও শিবার আজ্ঞাকারী একাকী বালক হইলেও তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। আজ দেবী পার্ব্বতী পুত্রের বল অবলোকন করুন, মহাদেবও স্বগণের বলাবল পরীক্ষা করুন। পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর এই উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধই প্রবল হইবে। হে সংগ্রামকুশল প্রমথগণ। পূর্ব্বে তোমরা অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছ, কিন্তু আমি বালক, পূর্ব্বে কখন যুদ্ধ করি নাই, এই সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ করিব। এই যুদ্ধে তোমাদিগের পরাজয় অথবা জয় হইলেও লজ্জা আছে কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনপ্রকারেই লজ্জা নাই। কিন্তু ইহাতে জয় বা পরাজয় হইলে তোমাদিগের বা আমার নহে, সকলই সেই পার্ব্বতী ও শিবের হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া তোমাদিগের যুদ্ধ করা উচিত। তোমরা নিজ প্রভুর সম্মুখে ও আমি জননীর সমক্ষে যুদ্ধ করি। ন্যায় অন্যায় তাঁহারা বিবেচনা করিবেন যাহা হইবার তাহা হইবে। প্রমথগণ, গণেশের ঈদৃশ কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ ও আরক্তনয়ন হইয়া বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উদ্যত হইল। তাহারা দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া পুনঃপুন হুঙ্কার করিতে লাগিল ও "দেখ দেখ" বলিতে বলিতে সকলে সমাগত হইল। প্রথমে নন্দী আসিয়া গণেশের একপাদ গ্রহণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিল পরে ভৃঙ্গী আসিয়া তাহার অপর পাদ গ্রহণ করিয়া সেইরূপ আকর্ষণ করিল, এমত সময়ে গণেশ বাহু দ্বারা উভয়কে আঘাত করিয়া নিজ চরণ আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং দ্বারস্থিত অর্গল গ্রহণ করিয়া ঐ শিবসেবকগণকে তাড়িত করিলেন। ১—১৩। গণেশ কাহাদিগের কটি ভগ্ন ও কাহারও শিরঃ কাহাদিগেরও মস্তক, কাহারও জানু কাহারও বা স্কন্ধ বিষম আহত করিলেন এবং [illegible] সম্মুখে আসিল তাহাদিগের [illegible] আঘাত করিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ভূমিতে পতিত হইল কেহ বা দিক্‌দিগন্তে গমন করিল এবং কেহ কেহ গণেশচরণে নমস্কার করিল, কেহ কেহ শিবসন্নিধানে গমন করিল। এইরূপে উহাদিগের মধ্যে কেহই [illegible] হইল না যেরূপ মৃগগণ সিংহকে দেখিলে দশদিকে পলায়ন করে, সেইরূপ প্রমথগণ নানাদিকে পলায়ন করিল। তখন গণেশ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দ্বারে উপস্থিত হইলে সকলে তাঁহাকে, জগৎগ্রাস করিতে উদ্যত প্রলয়কালীন মহাকালের ন্যায়, ভয়ঙ্কর দেখিয়াছিল, এমত সময়ে নারদমুখে অবগত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ব্রহ্মা, তথায় আগমন করিলেন, বিষ্ণুও শিবের হিতার্থী হইয়া সমাগত হইলেন এবং ঋষিগণ, অপ্সরোগণ, সকলে সমাগত হইয়া সকলকে আশ্বাস দান করিলেন। তৎপরে তাঁহারা সকলে শিবকে নমস্কার করিয়া "হে প্রভো আজ্ঞা প্রদান করুন, কি করিতে হইবে" এইরূপ কহিলেন। তখন ভগবান্ শিব, প্রমথদিগকে আহত ও নানাস্থানগত দেখিয়া দেবগণকে সকল

কথা বলিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন! তুমি যাইয়া ঐ মহাবল পরাক্রান্ত গণেশকে সান্ত্বনা কর। হে প্রভো! যাহা হইলে প্রলয় না হয়, সেই কার্য্য কর। অনন্তর সকল ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মা ও তুন্দিলাদি শিবানুচরগণ, গণেশসন্নিধানে গমন করিলেন। গণেশ, ব্রহ্মাকে আসিতে দেখিয়া শিবানুচর বিবেচনায় তাঁহার শ্মশ্রুরাজি উৎপাটন করিলেন এবং "হে দেব! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর; আমি যুদ্ধার্থ আসি নাই" এইরূপ কহিলেও ব্রহ্মার উদ্দেশে অর্গল গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে অর্গল গ্রহণ করিতে দেখিয়া সকলে পলায়ন করিল এবং কেহ কেহ ঐ অর্গল দ্বারা আহত হইয়া পতিত হইল, কেহ কেহ ভয়ে স্বয়ং পতিত হইল, কেহ কেহ বা সেইক্ষণেই শিবসন্নিধানে গমন করিল। শিব সেই অবস্থা দেখিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন এবং ইন্দ্রাদি দেবগণকে, ষন্মুখ প্রভৃতি প্রমথগণকে ও ভূত-প্রেত-পিশাচগণকে যুদ্ধার্থ আদেশ করিলেন। তাহারা সকলে নানাদিকে গমন করিয়া নিজ নিজ অস্ত্রসমূহ বিমোচন করিতে লাগিল। ১৪—২৯। তাহাতে ধরাদেবী অতি ব্যাকুলা হইয়া নিজ স্থিতিতে সংশয়াপন্না হইলেন। ব্রহ্মার আয়ুঃ সম্পূর্ণ না হইলেও ইচ্ছাবশ ভগবান শিব অকালে যেন ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। যুদ্ধগত ষন্মুখ প্রভৃতি সকলেই বিফলাস্ত্র হইয়া পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পার্ব্বতী গণেশের রক্ষার্থ দুইটী শক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একা মহামুখী শক্তি কৃষ্ণপর্ব্বতের ন্যায় ভীষণ বদনবিবর বিস্তার করিয়া প্রচণ্ডরূপে অবস্থিত ছিলেন এবং অপরা শক্তি অসংখ্য-বাহুশালিনী ও বিদ্যুতের ন্যায় অলৌকিক তেজঃসম্পন্না হইয়া শিবপক্ষীয় লোকসমূহকর্তৃক বিমুক্ত অস্ত্রজাল নিজমুখে গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধস্থলে দেবতাদিগের কাহাকেও দেখা যাইল না, কিন্তু গণেশের পরিঘ সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। যেরূপ পূর্ব্বে একক মন্দরপর্ব্বত সমুদ্র আলোড়িত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ একাকী গণেশ, দুস্তর সৈন্যসাগর আলোড়ন করিয়া ফেলিলেন। একাকী গণেশ সকলকে আহত করিলেন। তাহারা সকলে "কি করিব! কোথায় যাইব! দশদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি" এইরূপে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি বামে দক্ষিণে গদা ঘুরাইতে লাগিলেন, ঐ যুদ্ধ দেখিবার জন্য রম্ভা, মেনকা, উর্ব্বশী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরোগণ পুষ্প ও চন্দন লইয়া এবং নারদাদি ঋষিগণ, যে কেহ যুদ্ধ দর্শনেচ্ছুক, সকলেই আগমন করিলেন। গণেশের ন্যায় রূপগুণ তাঁহারা কখন দেখেন নাই; গণেশকে দ্বিতীয় কাল মনে করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সসাগরা সদ্বীপা ধরা কম্পমানা হইলেন, পর্ব্বত সকলেই যুদ্ধের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, অন্তরীক্ষ গ্রহনক্ষত্রের সহিত চঞ্চল হইয়া পড়িল এবং দেবগণ ও প্রমথগণ সকলে অতি ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৩০—৪৪।

তখন ষন্মুখ, সকলকে বেষ্টন করিয়া স্বয়ং সম্মুখ-যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; গণেশ তাঁহার সকল অস্ত্র পূর্ব্বোক্ত শক্তিদ্বয় দ্বারা বিফল করিলেন। অনন্তর সকলে শিবসন্নিধানে গমন করিলেন ও শিবকে নমস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেব! আমরা পূর্ব্বে কত যুদ্ধের কথা শুনিয়াছি, এক্ষণেও কত যুদ্ধ দেখিতেছি, কিন্তু এরূপ যুদ্ধ কখন শ্রবণ করি নাই ও দেখি নাই। ঐ শুভ গণশ্রেষ্ঠ কে?—কিছুই জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে আপনি স্বয়ং উদ্যোগী হউন, নচেৎ মহাপ্রলয় হইবে। ভগবান্ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অতিবেগে তথায় গমন করিলেন। দেবসেনাগণ তাঁহার অনুগমন করিল। এমত সময়ে নারদ আসিয়া ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেব! এই গণেশ জীবিত থাকিলে জগৎ ধ্বংস করিবে; অতএব উহাকে যে কোন উপায়ে সর্ব্বতোভাবে নিধন করুন। এই বলিয়া নারদ অন্তর্হিত হইলে শিব, সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া দারুণ যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিলেন। তিনিও গণেশকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং "ইহাকে কোন ছলে বিনাশ করিতে হইবে, নচেৎ নিহত হইবে না" এইরূপ বিবেচনা করিয়া সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিলেন। গুণাতীত গুণময় ভগবান শিব ও বিষ্ণুকে যুদ্ধস্থলে আসিতে দেখিয়া দেবগণ ও প্রমথগণ সকলে পরস্পর আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সর্ব্বানন্দদায়ী বিষ্ণু ভগবান্ শিবকে অগ্রসর হইতে বলিয়া, পরে কহিলেন, হে প্রভো! এই তমোগুণময় গণেশকে কাপট্য ব্যতীত নিধন করা দুরূহ; অতএব আমি উহাকে মুগ্ধ করিতেছি, আপনি বিনাশ করুন। অনন্তর গণেশের শক্তিদ্বয় মায়ামগ্ন বিষ্ণুকে দেখিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, অসীম বলশালী গণেশ বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া গদা নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে বিষ্ণুকে বিমুখ দেখিয়া শিব সক্রোধে স্বয়ং যাইলেন ও ত্রিশূল গ্রহণ করিবামাত্র গণেশাস্ত্রে তাহা পতিত হইল। পুনরায় নিজ ধনু পিনাক গ্রহণ করিলে, তাহাও গণেশ গদা দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন এবং পঞ্চ অস্ত্র দ্বারা ঐ পঞ্চাননের পঞ্চ বাহু ছেদন করিলেন; অমনি মহাদেব অপর পঞ্চ বাহু দ্বারা শূল গ্রহণ করিলেন। ৪৫—৬১। তাহাতে প্রমথদিগের দুঃখের অবধি রহিল না। দেবগণ গদাঘাতে দশদিকে পলায়ন করিলেন এবং বিষ্ণু, গণেশের তাদৃশ বীর্য্য অবলোকন করিয়া কহিলেন, এই ব্যক্তিই ধন্য; কারণ আমি অনেক দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্ব দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারা কেহই রূপে, গুণে, বলে, যে কোন অংশে ইহার সমান হইতে পারে না। বিষ্ণু এইরূপ কহিতেছেন, এমত সময় গণেশ, গদা উত্তোলন করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন; তখন ঐ গদা বিষ্ণুচক্রে পতিত হইয়া চূর্ণিত হইল। অনন্তর বিষ্ণু, সুদর্শন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে

গণেশ, ঐ চূর্ণিত গদা পুনরায় তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে, বিষ্ণুবাহন পক্ষিরাজ গরুড়, তাহা গ্রহণ করিয়া ভস্ম করিলেন। গণেশ যে যে স্থলে গদাক্ষেপ করেন, স্বয়ং বিষ্ণু সেই সেই স্থল হইতে তাহা দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জয় লাভ করিলে, তখন উভয়ে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে দেব শূলপাণি, পশ্চাৎ হইতে ত্রিশূল দ্বারা গণেশের শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন দেবসেনাগণ, গণেশের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন। এই সময় কলহপ্রিয় নারদ, পার্ব্বতী-সমীপে গমন করিয়া সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া কহিলেন,—হে মানিনি। আপনি এসময় কোন মতেই মান পরিত্যাগ করিবেন না। এই কথা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণও জয় জয় শব্দোচ্চারণপূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর দেবী পার্ব্বতী যাহা করিয়াছিলেন, হে ঋষিগণ। আপনারা তাহা শ্রবণ করুন। ৮২—৮৩।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৩॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ। অনন্তর যাহা হইয়াছিল,—দেবী কুপিত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শিব, গণেশের মস্তক ছেদন করিয়া দেবীর মর্ম্মে ব্যথা দিলে, তিনি কুপিতা হইয়া 'হা! আমি কোথায় যাইব, কি করিব? আমি তবে কি জগৎ সংহার করিব" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহস্র শক্তি নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ সমুৎপন্ন শক্তি সকল তেজে দেদীপ্যমান হইয়া জননীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, মাতঃ। আজ্ঞা কর, কি করিতে হইবে? পার্ব্বতী কহিলেন, "তোমরা জগৎ সংহার কর, ইহার মধ্যে দেব, দানব, যক্ষ রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও প্রমথ বলিয়া কিছু বিচার করিও না, আমার আত্মীয় পর বলিয়াও মনে করিও না।" পার্ব্বতীর এইরূপ আদেশে শক্তিগণ সংহার করিতে লাগিলে, বোধ হইতে লাগিল, যেন কল্পান্তকাল উপস্থিত বলিয়া উঁহারা সংহারার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, কুবের, কার্ত্তিক, সূর্য্য অথবা অন্য কোন দেবতা বলিয়া বিচার না করত কেবল নিরন্তর প্রপঞ্চ সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই দেখিবে, কুব্জ, খঞ্জ, দীর্ঘশিরা শক্তিগণ ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া অনুগমন করিতেছেন। তাঁহারা এক এক করিয়া দেবতাদিগকে হস্তে তুলিয়া বদনবিবরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ঋষিগণ অকালে ভগবতীকৃত সংহারোদ্যোগ সন্দর্শন করিয়া নিজ নিজ জীবনের এবং মঙ্গলের প্রতিও সংশয়াপন্ন হইয়া "ভগবতী কি সংহার করিবেন?—এক্ষণে কি করা উচিত" বিচার করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, দেবী পার্ব্বতী যদি প্রসন্না হন, তবে জগৎ রক্ষা হইবে; নচেৎ কিছুই থাকিবে না। শিবের কটিদেশ প্রহারে ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া উনি অতি দুঃখিত, স্বয়ং কখনই সেই ক্রোধময়ী পার্ব্বতীর নিকট যাইতে পারিবেন না। ১—১৫। আত্মীয় বা পর কোন যক্ষ, কিন্নর, দেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, কেহই তৎকালে পার্ব্বতীর সম্মুখে যাইতে পারিলেন না; সকলেই পার্ব্বতীর অসামান্য তেজ দেখিয়া দূরে অবস্থান করিলেন। এমত সময়ে দেবদর্শন নারদ দেবগণের হিতার্থ তথায় আগমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও প্রমথগণের সহিত মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, সকলে উপায় উদ্ভাবন কর। আমি দেখিতেছি, দেবী পার্ব্বতী যাবৎকাল কৃপা না করিতেছেন, তাবৎ কোনরূপেই কুশল হইতেছে না। অনন্তর নারদাদি ঋষিগণ শিবমন্দিরে যাইয়া জগজ্জননীকে নমস্কার করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, হে মাতঃ জগদম্বে। আপনি আদ্যা প্রকৃতি, আপনাকে নমস্কার। আপনি অপর্ণা, আপনাকে নমস্কার। আপনি গিরিজা, আপনাকে নমস্কার। হে মা দুর্গে। আপনি ভবের মনোমোহিনী ভবানী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভদ্রা ও আদি প্রকৃতি, আপনাকে নমস্কার। মাতঃ! আপনি চণ্ডিকা ও কাত্যায়নী, আপনাকে নমস্কার। তখন নারদাদি ঋষিগণ এইরূপ স্তব করিলে চণ্ডিকা তাঁহাদিগকে দেখিয়া কিছুই বলিলেন না। অনন্তর তাঁহারা তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, দেবি! ক্ষমা করুন, ক্ষান্ত হউন, নচেৎ জগৎ সংহার হয়। হে পরমেশ্বরি। এই শিব আপনার স্বামী এবং দেবগণ ও আমরা ঋষিগণ, অন্যান্য সকল প্রজাগণই আপনার, অতএব আমাদিগকে ক্ষমা করুন; তাঁহাদিগের ঈদৃশ বাক্যে দেবী চণ্ডিকা প্রসন্না হইয়া কহিতে লাগিলেন, দেখ, যদি আমার পুত্র জীবিত হয়, তাহা হইলে সংহার হইবে না এবং যদি ঐ গণেশ আজ হইতে তোমাদিগের মধ্যে পূজনীয় ও সকলের শ্রেষ্ঠ হয়, তবেই তোমরা সুখ পাইবে। পার্ব্বতীর এই বাক্য তাঁহারা শিবাদি দেবগণকে নিবেদন করিলেন। ১৬—৩০। তাহা সকলের শ্রুতিগোচর হইলে, ভগবান্ শিব, অনুচরদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, পার্ব্বতী যাহা কহিলেন, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য; নচেৎ কোন মতেই কুশল হইবে না। গণেশের মস্তক ছিন্ন হইয়া কোথায় পতিত হইয়াছে! অপ্সরোগণ তাহা ধরিয়াছিল বটে। সে যাহা হউক, এক্ষণে উঁহার শরীর ধৌত করিয়া পূজা কর; পরে তোমরা উত্তরদিকে গমন কর ও প্রথমেই যে ব্যক্তির দর্শন পাইবে, তাহার মস্তক ছেদন করিয়া গণেশদেহে সংযোজিত করিবে।

অনন্তর তাঁহারা শিবের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ গণেশের ছিন্ন দেহ যথাবিধি ধৌত করিয়া পূজা করিলেন এবং উত্তরদিকে গমন করিয়া প্রথমেই একটী একদন্ত হস্তীকে দেখিতে পাইয়া, তাহার মস্তক ছেদন করত গণেশদেহে সংযোজিত করিলেন। অনন্তর দেবতারা সকলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে কহিলেন, ইহার পর কর্ত্তব্য আপনারা করুন। অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইঁহারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা গণেশে তেজঃসঞ্চার করিলেন,—"আমরা সকলে যে তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, বেদমন্ত্রবলে সেই তেজ গণেশদেহে আবির্ভূত হউন।" তখন সুন্দর গজানন গণেশ, অন্যান্য গণনায়ক প্রমথগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া পার্ব্বতীকে নিজ রূপ দেখাইলে, দেবী পরমানন্দিতা হইয়া বিবিধ বস্ত্র অলঙ্কার প্রদানে গণেশকে পূজা করিয়া কর দ্বারা স্পর্শ করত কহিতে লাগিলেন, হে পুত্র! দুঃখিত হইয়াছ, তা হউক এক্ষণে তুমিই ধন্য, কৃতকৃত্য। এখন অবধি তুমি সকলের পূজ্য হইলে। সম্প্রতি তোমার মুখে যেহেতু সিন্দুর দেখা যাইতেছে, একারণ মানবগণ সর্ব্বদা সিন্দুর দ্বারাই তোমার পূজা করিবে। যে ব্যক্তি গন্ধপুষ্প-নৈবেদ্যাদি দানে তোমার পূজা করিয়া নীরাজনা কার্য্য করত প্রদক্ষিণ করে অথবা কেবল নমস্কার দ্বারা উপাসনা করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। পার্ব্বতী এইরূপ কহিয়া নিজ শক্তি সমুদায় সংহার করিলেন, তখন তাহারা দেবীর দেহে বিলীন হইল। ৩১—৪৭। তখন দেবগণের উদ্বেগশান্তি হইল। তাঁহারা সকলে পার্ব্বতীকে স্তব দ্বারা প্রসন্ন করিয়া শিবসন্নিধানে গণেশকে লইয়া যাইলেন এবং শিবকে নানা স্তব করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার ক্রোড়ে গণেশকে নিবেশিত করিলেন। শিবও তাঁহার মস্তকে করকমল স্পর্শ করাইয়া দেবগণকে কহিলেন,—ইনি আমার পুত্র। অনন্তর গণেশ গাত্রোত্থান করিয়া, ভগবান্ ও ভগবতীকে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও নারদাদি সকল ঋষিগণকে নমস্কার করিয়া কহিলেন,—হে প্রভুগণ! আপনারা আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, জীবগণের নিজপক্ষ সমর্থন করা স্বাভাবিক গুণ। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইঁহারা তিনজনে কহিলেন,—আমরা যেরূপ পূজনীয়, তদ্রূপ এই গণেশও পূজ্য। আমরা যেমন প্রথমে পূজনীয়, ইনিও তদ্রূপ। অগ্রে ইঁহার পূজা করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগের পূজা করিবে; যদি অগ্রে গণেশের পূজা না করিয়া আমাদিগের পূজা করে, সেই পূজায় অমঙ্গল হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর অগ্রে শিব, তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পার্ব্বতী ও অন্যান্য দেবগণ, তাঁহার পূজা করিয়, তাঁহাকে গণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিলেন। পুনরায় শিব তাঁহাকে অনেক বর দিলেন; "হে গণেশ! তোমার বিঘ্নহর্ত্তা এই নাম, সকলের শ্রেষ্ঠ হইবে, এখন অবধি তুমি আমার গণাধ্যক্ষ ও পূজনীয় হইলে।" এইরূপ কহিয়া, নানা বাদ্যধ্বনি পূর্ব্বক পূজা করিয়া, বহুতর আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং দেব ও অপ্সরোগণকে নৃত্যগীত-বাদ্যসহকারে তাঁহার পূজা করাইয়া, পুনরায় ঐ মহাত্মা শিব, বর দিলেন, "হে গণেশ্বর! যেহেতু দেবী পার্ব্বতী, এই কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথির প্রথম প্রহরে তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, একারণ লোকে তোমার চতুর্থী ব্রত করিবে। আমার আদেশে ঐ চতুর্থী হইতে, পুনরায় বর্ষান্তে ঐ চতুর্থী পর্য্যন্ত তদীয় ব্রত হইবে। ৪৮—৬৭। যাহারা সংসারে অসীম সুখ বাসনা করে, তাহারা চতুর্থী তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি তোমার পূজা করুক। অগ্রহায়ণ মাসের যে কৃষ্ণা চতুর্থী দিনে, মানব প্রাতঃস্নায়ী হইয়া, ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে ও উপবাসী থাকিয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে পুনরায় স্নান করত গণেশের ধাতুময়ী কি প্রবালসম্ভূতা বা শ্বেত অর্ক নির্ম্মিতা অথবা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে, পরে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য অর্ঘ্য তাম্বূল প্রভৃতি প্রদানে এবং বিতস্তি পরিমিত অগ্রশালী ত্রিপত্র একশত এক অথবা একবিংশতি দূর্ব্বাদল দিয়া ঐ পরমেশ্বর গণেশকে পূজা করিবে। অনন্তর স্তব ও নমস্কারাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া উহার কিরীটস্থিত বালচন্দ্রকে পূজা করিবে। পরে ব্রাহ্মণকে পূজা করিয়া, অকপটচিত্তে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া স্বয়ং মধুর ও লবণ রস বর্জ্জিত ভোজন করিবে, তৎপরে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে গণেশের ব্রত করিবে। এই ব্রত একবৎসর করিয়া, ব্রত সম্পূর্ণ হইলে, উহার উদ্‌যাপন করিবে। ঐ উদ্‌যাপনকার্য্যে আমার আজ্ঞায় দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ও একটী ঘটে উহার মূর্ত্তি বিবেচনা করিয়া পূজা করিবে। তখন অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি হোম করিবে। এ বিষয়ে অর্থ থাকিতে কার্পণ্য করিবে না। ঐ মূর্ত্তিসন্নিধানে নারীদ্বয় ও বালকদ্বয়কে পূজা করিয়া ভোজন করাইবে এবং সেই রাত্রি জাগ্রৎ থাকিয়া প্রাতঃকালে পুনরায় পূজা করিয়া, পুনরাগমনার্থ বিসর্জ্জন করিবে। পরে ব্রতসম্পূর্ণার্থ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া স্বস্তিবাচন করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্নিধানে আশীর্ব্বাদ ও হোমতিলক গ্রহণ করিবে এবং নমস্কার করিয়া মনে নানা অভীষ্ট প্রার্থনা করিবে। এইরূপ ব্রত করিলে অভীষ্টফল লাভ হয়। যে যে মানব, সিন্দূর শ্বেতচন্দন, অক্ষত ও নানা উপচার প্রদান করিয়া, নিত্য গণেশের পূজা করে, তাহাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি ও বিঘ্ননাশ হয়। ৬৫—৮৩। এই গণেশপূজা বিপ্রাদি চতুর্বর্ণেই করিবে। বিবিধ কাম্যসিদ্ধির জন্য স্ত্রীলোকে এবং উন্নতিপ্রার্থী রাজারাও এই ব্রত করিবে। "হে গণেশ! যে ব্যক্তি যে কামনা করুক না, সকলেই সকল কামনায় তোমার সেবা

কর্ত্তব্য" মহাত্মা গণেশকে ভগবান্ শিব এইরূপ কহিলে, তখন দেবগণ, বসুগণ ও ঋষিগণ সকলে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া গণেশকে গাণপত্যে নিয়োজিত করিলেন; প্রমথগণ, তাঁহাকে নমস্কার করিল। হে দ্বিজগণ! তখন দেবী পার্ব্বতীর যে আনন্দাতিশয় হইয়াছিল, আমি তাহা একমুখে কিরূপে বর্ণনা করিব? অনন্তর গণেশ গাণপত্যে নিযুক্ত হইলে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবদুন্দুভি শব্দিত হইতে লাগিল এবং জগৎ নিরুপদ্রব হইল। ৮৬—৮৮।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! অনন্তর কি হইয়াছিল শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণমাত্রে সকল পাপ নষ্ট হয়। তখন দেবগণ ঋষিগণ ও যাহারা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই পার্ব্বতী, গণেশ, গণেশকৃত যুদ্ধ এবং আনন্দিতহৃদয় শিবের প্রশংসা করিতে করিতে শিবের আদেশে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। যখন পার্ব্বতী দেবী কোপশূন্যা হইলেন, তখন শিব, প্রমথগণ ও দ্বিজগণ সমস্তই স্বাস্থ্য লাভ করিল এবং ভগবানও পুনরায় পূর্ব্বের মত পার্ব্বতীকে প্রসন্ন করিয়া লোককে শিক্ষা দিবার জন্য অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়ে এই অত্যদ্ভুত কার্য্য করিয়া শিবের আদেশে নিজ ভবনে গমন করিলেন, ভগবান্, নারদও পার্ব্বতীকে প্রশংসা করিয়া অদ্ভুত যশ গান করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিলেন। ১—৭। হে মুনিগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই তৎসমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম। এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! আমরা গণেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম, পুনরায় কিছু কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন, হে ঋষিবরগণ! আপনারা উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। তখন শিব ও শিবার, গণেশের প্রতি অসাধারণ প্রেম হইল; গণেশও উঁহাদিগকে সুখী করিতে লাগিলেন। গণেশ এবং কার্ত্তিক উভয়েই পিতামাতার অধিকতর শুশ্রূষা করিতে লাগিলে, পিতামাতার পুত্রদ্বয়ের প্রতি শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মত স্নেহ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কোন সময়ে জগদম্বা ও জগদীশ্বর উভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই পুত্রদ্বয়ের কিরূপে বিবাহ দিব? ষণ্মুখ ও গণেশ, উভয়েই আমাদের প্রিয়তম; "আমি অগ্রে বিবাহ করিব, আমি অগ্রে করিব" বলিয়া উঁহারা পরস্পর নিত্য বিবাদ করে; ইহাতে আমরা অতি বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু কি কর্ত্তব্য, কিরূপে কাহার প্রথমে বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন করিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া একটী যুক্তি স্থির করিলেন এবং এক সময়ে পুত্রদ্বয়কে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পুত্রদ্বয়! আমরা একটী নিয়ম করিয়াছি, শ্রবণ কর, তোমরা উভয়েই সমান, কিছুই ইতরবিশেষ নাই, এ কারণ এইরূপ করিয়াছি, তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে তাহারই শুভবিবাহ প্রথমে দিব,—যিনি এই সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া অগ্রে আগমন করিবেন।" উঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিক পৃথিবী-পরিক্রমণার্থ মন্দির হইতে শীঘ্র বহির্গত হইলেন। তখন গণেশ, বারংবার বিচার করিতে লাগিলেন, কি করিব, কোথায় যাইব, পৃথিবী লঙ্ঘন করিতে পারিব না, কারণ ক্রোশমাত্র পথ যাইলেই আর যাইতে পারি না, সেই আমি সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়া সুখ লাভ করিব ইহা অতি অসম্ভব। ৮—২২। হে দ্বিজগণ! গণেশ, এইরূপ বিচার করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন; তিনি যথাবিধি স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া নিজ পিতা ও মাতাকে কহিলেন,—"হে পিতঃ! হে মাতঃ! আপনাদিগের পূজার্থ এই আসনদ্বয় স্থাপিত করিয়াছি" তৎশ্রবণে পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর, পূজা গ্রহণের জন্য আসনে উপবেশন করিলেন। গণেশ তাঁহাদিগের পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন, ঐরূপ সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রেমার্দ্রহৃদয় পিতামাতাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "ভো মাতঃ! ভো পিতঃ! আপনারা শ্রবণ করুন, শীঘ্রই আমার শুভবিবাহ দিন" ইহা শ্রবণে পিতামাতা কহিলেন, তুমি সসাগরা ধরাকে প্রদক্ষিণ কর। কার্ত্তিক যাইয়াছে, তুমিও শীঘ্র গমন কর; যদি অগ্রে আসিতে পার, তোমারই বিবাহ হইবে। ইহা শ্রবণে গণেশ ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি সপ্তবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলাম, তবে কেন পুনরায় এইরূপ কহিতেছেন? তখন উঁহারা কহিলেন, হে পুত্র! এই অরণ্যসঙ্কুলা পৃথিবীকে তুমি কখন্ প্রদক্ষিণ করিলে? উহা শ্রবণে গণেশ উত্তর করিলেন, আমি যে আপনাদের পূজা করিয়া সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়াছি, উহা কি পৃথিবী প্রদক্ষিণ নহে? ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বেদশাস্ত্রে ঐরূপ কথাই আছে, তবে উহা কি সত্য নহে?—"যে ব্যক্তি পিতামাতার পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করে, তাহার পৃথিবীপ্রদক্ষিণজন্য ফল হয়; ইহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি গৃহে পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া তীর্থে গমন করে, পিতামাতার বধজন্য পাপ তাহার হয়। পিতামাতার পাদপদ্মই পুত্রের প্রধান তীর্থ; দূরে যাইলে, অন্যান্য তীর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ তীর্থ সমীপস্থিত, সুলভ ও ধর্ম্মের সাধন। পুত্র ও ভার্য্যার তীর্থ গৃহেই আছে, পুত্রের পিতামাতা এবং স্ত্রীর স্বামীই সকল তীর্থ"। ২৩—৪০।

শাস্ত্র ও বেদ নিরন্তর ঐ কথাই বলিয়া থাকেন, যদি ইহা পৃথিবীপ্রদক্ষিণ না হইয়া থাকে, তবে ঐ বেদবাক্যকে মিথ্যা বলুন। বেদবাক্য মিথ্যা হইলে, আপনার স্বরূপও মিথ্যা হইবে, তাহাতে যাবৎ বেদই মিথ্যা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার যাহাতে শীঘ্র শুভবিবাহ হয়, তাহাই করুন অথবা বেদশাস্ত্রকে মিথ্যা বলুন। ইহার মধ্যে যেটী শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহা করুন। এই গণেশবাক্য শ্রবণে উঁহারা অতি বিস্মিত হইলেন। ৪১—৫৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! অনন্তর শিব ও পার্ব্বতী সুবুদ্ধি গণেশকে কহিলেন, বৎস। তুমি যথার্থই কহিয়াছ, তুমি মহাত্মা, তোমার বুদ্ধি নির্ম্মল, তুমি যাহা কহিলে, সে সকলই সত্য, দুঃখ উপস্থিত হইলে, যাহার বুদ্ধি অধিকতর বিকসিত হয়, তাহার দুঃখ—সূর্য্যপ্রকাশে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হয়। বেদ ও পুরাণশাস্ত্রে যাহা কথিত আছে, তাহাই তুমি করিয়াছ, পিতামাতার প্রদক্ষিণ করিলে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হয়, ইহা বেদাদি নানাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, তুমি যে প্রদক্ষিণকার্য্য করিলে, তাহা উত্তমই করিয়াছ। আমরা যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না। ১—৫। উঁহারা সুবুদ্ধি গণেশকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া উঁহার বিবাহ দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। এমত সময়ে বিশ্বরূপের সিদ্ধি ও বুদ্ধি নাম্নী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুলক্ষণা দুই কন্যা উপস্থিত হইল। তাহাদের সহিত গণেশের বিবাহ দিলেন, ঐ বিবাহে দেবগণ আনন্দিতমনে আগমন করিলেন। হরপার্ব্বতীর যেমনটী ইচ্ছা ছিল, বিশ্বকর্ম্মা বিবাহের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী সভাগৃহ, অলঙ্কার প্রভৃতি তদনুসারেই প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঋষিগণ ও দেবগণ যেমন পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তেমন গণেশও পত্নীদ্বয় লাভে যে অচিন্তনীয় সুখ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে আমি অশক্ত। অনন্তর কোন সময় গণেশের পত্নীদ্বয় মধ্যে সিদ্ধির গর্ভে লক্ষ ও বুদ্ধির গর্ভে পরমসুন্দর লাভ নামক পুত্র হইল। গণেশ এই অপরিমিত সুখ ভোগ করিতেছেন এমত সময় কার্ত্তিক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া কৈলাসে উপস্থিত হইবামাত্র নারদ আসিয়া গোপনে কহিতে লাগিলেন, তোমার পিতামাতা তোমাকে ছল করিয়া পৃথিবীপ্রদক্ষিণের জন্য প্রেরণ করিয়া যাহা করিয়াছেন শ্রবণ কর, গণেশের বিবাহ দিয়াছেন, গণেশও স্ত্রীদ্বয় লাভ করিয়া তাহাতে পুত্রদ্বয় লাভ করিয়াছেন এবং নিরন্তর সুখভোগ করিতেছেন। তুমি পৃথিবীপ্রদক্ষিণ করিয়া গণেশেরই ভাল করিয়াছ। পিতামাতা যদি এরূপ অন্যায় করিলেন, তবে অন্যে কে কিনা করিতে পারে? আজি তাঁহারা তোমার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন, মনে ভাল বোধ হইতেছে না। যদি মাতা, বিষদান, পিতা, বিক্রয় ও রাজা সর্ব্বস্ব অপহরণ করেন, তাহা হইলে, অন্যে তাহাতে কি বলিবে? যিনি এইরূপ করেন, তাঁহার মুখাবলোকন না করাই শাস্ত্রসিদ্ধ, ইহাতে যাহা ইচ্ছা কর, তাহা কর, এই কথা বলিয়া নারদ অন্তর্হিত হইলেন। কার্ত্তিকও তৎশ্রবণে কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া পিতৃমাতৃচরণে প্রণামপূর্ব্বক ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে গমন করিলেন। ৬—১০। তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, “বৎস। তোমার বিবাহার্থ বাগ্দান করিয়াছি; এক্ষণে কোথায় যাইতেছ?” অনন্তর “আমি এখানে থাকিব না, যেহেতু আপনারা কাপট্য করিয়াছেন” এই বলিয়া কার্ত্তিক তথায় যাইলেন। অদ্যাপি সেই পর্ব্বতে রহিয়াছেন, তৎকালে দর্শনমাত্রে সকল লোকের পাপ নষ্ট হয়। তিনি অবিবাহিত থাকায় সেই অবধি কুমার নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঐ নাম ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ ও শুভপ্রদ। দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাদিনে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে যাইয়া অদ্যাপি তাঁহার দর্শন করেন। যে ব্যক্তি কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিনে কুমার সন্দর্শন করে, তাহার সকল পাপ দগ্ধ হয় ও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। স্কন্দের বিরহে দুঃখিতা পার্ব্বতী এবং স্বয়ং ভগবান শম্ভু, শিবার দুঃখের জন্য, অংশরূপে ঐ পর্ব্বতে অবস্থান করেন। ঐস্থানে তেজোময় মল্লিকার্জ্জুন নামে সুখাবহ জ্যোতির্লিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন, তথায় অদ্যাপি শিবার সহিত শিবকে দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিক, শিবকে সমাগত জানিয়া অন্যত্র গমনেচ্ছুক হইলে, দেবগণের প্রার্থনায় সেই স্থান হইতে তিন যোজন দূরে অবস্থান করিলেন। লোক প্রীত পক্ষে তাহার দর্শনার্থ গমন করে, শম্ভু অমাবস্যা দিনে ও পার্ব্বতী পূর্ণিমা দিনে স্বয়ং তথায় গমন করেন। হে ঋষিগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে সকল বৃত্তান্তই আমি কহিলাম, মানব ইহা শ্রবণ করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ২১—৩১।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! তুমি সকলই জান, তোমার কিছুই অবিদিত নাই, এক্ষণে শিবের মহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণনা কর। তুমি ধন্য ও কৃতকৃত্য; তোমার

সহিত সর্ব্বদা বাস করায়, আপনাদিগের দেহধারণ সার্থক হইয়াছে; অধিক আর কি বলিব? ঋষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত কহিতে লাগিলেন, আপনারা লোকহিতার্থী হইয়া উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আপনারা ধন্য, অতি পবিত্র ও কুলভূষণ। সাক্ষাৎ ভগবান্ শিব, যাঁহাদিগের পরম দেবতা ও শিবকথাই যাঁহাদিগের প্রিয়, সেই আপনারা ধন্য, আপনাদের দেহধারণ সফল। যাহারা শিবের উপাসনা করে, তাহাদের অনন্তকুল উদ্ধার হয়, যাহার মুখে শিব শিব এই নাম সর্ব্বদা আছে, যেরূপ খদিরকাষ্ঠের অঙ্গারকে লোক স্পর্শ করে না, তদ্রূপ পাপ সকলও তাহাকে স্পর্শ করে না। যখন যাহার মুখ হইতে "শ্রীশিবায় তুভ্যং নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তৎকালে সেই মুখ, যে মানব, দর্শন করে, তীর্থদর্শন জন্য ফল, তাহার হয়। যে মানবে, শিবনাম, ভস্ম ও রুদ্রাক্ষ কল্যাণময় এই তিনটী বস্তু আছে, তাহাকে দর্শন করিবামাত্র, প্রয়াগস্নানের ফল হয়। ঐ তিনটী যাহার দেহে নিত্য আছে, তাহার দর্শন ত্রিলোক মধ্যে দুর্লভ ও পাপনাশক, তাহার দর্শনকে যে ব্যক্তি গয়া গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ও উহাদের সঙ্গমস্থান সন্দর্শন বলিয়া মনে না করে, সে পুরুষ অথবা স্ত্রী, যেই হউক, ধার্ম্মিক হইলেও সেই ক্ষণেই পাপিষ্ঠ হয়। যাহার ললাটে ভস্ম, গলে রুদ্রাক্ষ ও মুখে শিবনামবাণী নাই, তাহাকে অন্ত্যজ জাতির ন্যায় তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করিবে। শিবনাম, গঙ্গা ভস্ম যমুনা ও সর্ব্বপাপনাশক রুদ্রাক্ষই ব্রহ্মতনয়া দেবী সরস্বতী। ১—১৪। উক্ত তিন বস্তু যাহার দেহে বর্ত্তমান, তাহার ফল একদিকে এবং প্রয়াগদর্শনের ফল অন্যদিকে দিয়া হিতকারী ব্রহ্মা ওজন করিয়াছিলেন, তাহাতে দুই ফলই তুল্য হইয়াছিল। এই কারণ ঐ তিন বস্তু সাধুগণের সর্ব্বদা ধারণ করা উচিত। ব্রহ্মাদি পুরাতন পুরুষেরা অনন্তকাল হইতে দর্শনমাত্র পাপনাশক ঐ তিনটীকে ধারণ করিতেছেন। দর্শনের এই ফল, উহা ধারণে তদপেক্ষা অনন্ত ফল হয়। ঋষিগণ কহিলেন, তুমি এই রুদ্রাক্ষ দর্শনের ফল কহিলে, এক্ষণে তাহার ধারণাদির বিশেষ মাহাত্ম্য সম্যক্ বর্ণনা কর। ইহা শ্রবণে সূত কহিতে লাগিলেন, হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ। উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক্ষণে পুরাতন কথা কহিতেছি। মানব, একাদশ শত রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে রুদ্রতুল্য হয় ও তাহা ধারণে যে ফল হয়, উহা শতবর্ষেও বর্ণনা করা যায় না। যে ব্যক্তি শত, শতার্দ্ধ অথবা পঞ্চসংখ্যক রুদ্রাক্ষ দ্বারা মুকুট রচনা করিয়া ধারণ করে, সে স্বয়ং শিব। হে মুনিগণ! ঐ মুকুট ধারণ করিয়া তিন শত ষাটটী রুদ্রাক্ষ যজ্ঞসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিয়া পরে তাহাকে ত্রিরাবৃত্ত করত যজ্ঞোপবীতরূপে ধারণ করিবে এবং শিখাতে তিনটী, দক্ষিণ কর্ণে পাঁচটী, বামকর্ণে ছয়টী, কণ্ঠে একোত্তর শত, বাহুদ্বয়ে একাদশটী করিয়া, আর কঙ্কণ স্থানে ও যজ্ঞোপবীতে তিনটী রুদ্রাক্ষ মুক্তিকামী মানব ধারণ করিবে এবং পঞ্চাশংটী রুদ্রাক্ষ কটিসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিয়া নাভিদেশে ধারণ করিবে; এতৎসংখ্যক রুদ্রাক্ষ যে ব্যক্তি ধারণ করে, সে শিব, ইহাতে সংশয় নাই। যখন তিনি সুচারু আসনে উপবেশন করিয়া 'শিবশিব' কহিতে কহিতে ধ্যানমগ্ন হন, তখন তাঁহাকে দেখিলে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং যখন তিনি একাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, পঞ্চলক্ষ শিবমন্ত্র জপ করেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় এবং যখন তিনি কৃতত্রিপুণ্ড্রক হইয়া রুদ্রাক্ষমালায় মৃত্যুঞ্জয় নাম জপ করেন, তখন তাঁহার দর্শন রুদ্রদর্শনের ফল হয়। ১৫—৩০। রুদ্রাক্ষমালা কণ্ঠে ধারণ করিলে, সকল পাপ বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি ঐ মালায় নিত্য মন্ত্র জপ করে, তাহার শত নাম জপে সহস্র নাম জপের ফল হয়। রুদ্রাক্ষ সকল শিব বিষ্ণু সূর্য্য গণেশ ও শক্তির জপ বিষয়েই অধিক ফলপ্রদ, উহা সকল দেবতার জপেই নির্দিষ্ট আছে। যে কোন দেবের ভক্ত হইলেও রুদ্রাক্ষমালায় ফললাভ করিবে। ভোগার্থী, পুত্রার্থী, বিদ্যার্থী, ধনার্থী, কন্যার্থী, যশোর্থী, কি মুক্তিকামীরা, যে কোন বিষয়প্রার্থী হইবেন, তিনি নিরন্তর, রুদ্রাক্ষে ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে, রুদ্রাক্ষগণ, তাঁহার মনোবাঞ্ছাই পূরণ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা, বিশেষতঃ রুদ্রভক্ত ঐ মালা ধারণ করিবে এবং বৈষ্ণব তন্মালা দ্বারা জপ করিবে, বাস্তবিক রুদ্রাক্ষ, সকল দেবতার জপ বিষয়ে ফলপ্রদ বলিয়া কথিত আছে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় জপ করিলেও রুদ্রাক্ষ দ্বারা ফললাভ করা যায়। সেইজন্য জগতে রুদ্রাক্ষ শ্রেষ্ঠতম। লক্ষ্মীপ্রার্থী, মনুষ্য, সুবর্ণগুলিকা দ্বারা জপ করিবে। যশোর্থী, মুক্তা দ্বারা অনুত্তম জপ করিবে। ৩১—৪০। পুত্রকাম, স্ফাটিকগুলিকা দ্বারা জপ করিবে। প্রবালগুলিকা দ্বারা জপ করিলে, বশ করা যায়। বাহনের নিমিত্ত, রৌপ্যগুলিকা দ্বারা জপ করিবে। রুদ্রাক্ষ দ্বারা জপ করিলে ভোগমোক্ষ হয় ও সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। দেবতাবিশেষে মালা নানাপ্রকার। শিব এবং বিষ্ণুর রুদ্রাক্ষমালা প্রীতিদায়ক। সূর্য্যমন্ত্র জপে স্ফাটিকমালা শ্রেষ্ঠ। চণ্ডী, মুক্তা ও প্রবালমালায় প্রীত হন। গণেশ প্রবালমালায় সন্তুষ্ট হন। রুদ্রাক্ষ মহাদেবের বিশেষ প্রীতিদায়ক। হরি, মুক্তাযুক্ত রুদ্রাক্ষে বিশেষ সন্তুষ্ট। মালা-উপাসনাভেদে ফল নানাপ্রকার। ঐ প্রকার পূর্ব্বোক্ত ফল রুদ্রাক্ষ দ্বারা পাওয়া যায়। লক্ষ্মীমন্ত্র জপে সুবর্ণমালা সুখদায়ক। পূর্ব্বতন ব্যাসাদি ঋষিরা শাস্ত্রবিচার করিয়া রুদ্রাক্ষকেই শুভদায়ক বলিয়াছেন এবং বিবিধ রুদ্রাক্ষের কথা বলিয়াছেন, তাহার ভেদ কহিতেছি,

শ্রবণ করুন। একমুখী রুদ্রাক্ষ সকল সিদ্ধিদায়ক। যে স্থানে সেই রুদ্রাক্ষ অবস্থিতি করে, সেস্থানে অষ্টসিদ্ধি সর্ব্বদা বিরাজমান। দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ থাকিলে লক্ষ্মী নিকটবর্ত্তিনী হন। যে স্থানে তিনমুখ রুদ্রাক্ষ, সেখানে বিদ্যা সকল অধিষ্ঠিতা হন। ৪১—৫০। চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল দান করেন। যেখানে পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ সেখানে পাপ ধ্বংস হয়। হে ঋষিসত্তমগণ। একমুখী রুদ্রাক্ষ দুর্লভ, তাহা যদি বদরীফলাকৃতি হয়, তাহা হইলে সুখ-সৌভাগ্য ফল-বিবর্দ্ধিনী হইয়া থাকে। যে রুদ্রাক্ষ আমলকসদৃশ সে সকল বিঘ্ন দূর করে। চণক-প্রমাণ বর্ত্তুল-রুদ্রাক্ষ শুভদায়ক ও বহুমূল্য, তাহার মালার কথা কি কহিব, প্রত্যেকটী শম্ভুস্বরূপ। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সার্ব্বভৌম-রাজ্যও ইহার তুল্য নহে। হে ঋষিসত্তমগণ। সুবর্ণরাশি অথবা একশত উৎকৃষ্ট মুদ্রা দান করিয়া সেই মালা ধারণ করিবে নচেৎ ধারণ করিবে না মূল্য দান না করিলে সেই মালা বিপরীত ফল দান করে, পুণ্যনিমিত্ত দক্ষ হইলে মূল্য অভাবেও গ্রহণ করিতে পারিবে। চণকসদৃশ রুদ্রাক্ষ বহুপুণ্যদ, পাপনাশক ও ভোগমোক্ষদায়ক। সর্ব্বস্ব দান করিয়া সেই মালা গ্রহণ করিবে। গুঞ্জাফলপ্রমাণ রুদ্রাক্ষ সর্ব্বার্থসাধন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, রুদ্রাক্ষ যত ক্ষুদ্র হইবে, পূর্ব্বাপেক্ষা ততই উহা দশগুণ ফলদায়ক। ৫১—৬০। রুদ্রাক্ষ যেরূপ শুভফলদায়ক হে ঋষিসত্তমগণ। অন্য মালা সেরূপ ফলদায়ক দেখা যায় না। রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে পাপনাশ হয়। তজ্জন্য সর্ব্বার্থসাধক রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে। যাহার অঙ্গে রুদ্রাক্ষ নাই অথবা রুদ্রাক্ষ দ্বারা যে জপ না করে, তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না এবং তাহাকে দেখিলে দূরে গমন করিবে। শিবভক্তদিগের বিশেষতঃ ধারণ করা উচিত এবং যে ব্যক্তি রুদ্রাক্ষধারণ ফল বলিবে ও ভক্তিমান হইয়া ধারণ করাইবে এতদুভয়ের শুভ হইবে। সকল বীজে অঙ্কুর দেখা যায়, রুদ্রাক্ষ-বীজে মুক্তিরূপ অঙ্কুর নিহিত আছে। হে ঋষিসত্তমগণ। রুদ্রাক্ষের অন্য অনেক ফল দেখা যায়, তাহা অদ্য আমি ধারণকারীদের হিতের নিমিত্ত কহিব। রুদ্রাক্ষমালা-ধারীকে দেখিলে ভূত প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, শাকিনী ও অন্যান্য যাহারা হিংসাকারক তাহারা এবং কৃত্রিম অভিচারাদি নষ্ট হয়। রুদ্রাক্ষমালা দেখিলে, শিব ও বিষ্ণু প্রসন্ন হন। হে মুনীশ্বরগণ! পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত চিহ্ন সকল দ্বারা শুভ নির্ণয় করিবেন। যে একমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, তাহার জলমজ্জনে ভয় থাকে না। যে দ্বিমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, তাহার অগ্নিভয় থাকে না। ত্রিমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে শস্ত্রঘাতাদির ভয় নিবারণ হয়। চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষধারীর গৃহে চোর প্রবিষ্ট হইলে, সে অন্ধ হয় এবং সেই চতুর্মুখী রুদ্রাক্ষকে জলে ত্যাগ করিলে মগ্ন হয়, ভাসে না। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষধারীর অনর্থ সকল নষ্ট হয় এবং তাহা জলে মগ্ন হয়। এই প্রকার ফল জানিয়া ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিবে। কেবল জননমরণাশৌচে, মল-মূত্র ত্যাগের সময়ে, ভোজন-কালে ও রতিকালে, তাহা ধারণ করিবে না। স্নানসময়ে, দানকালে, জপ-হোমে, স্বাধ্যায়ে, পিতৃতর্পণকালে, বিষ্ণু ও শিব পূজায় এবং শ্রাদ্ধকালে উহা ধারণ করিবে। হে মুনীশ্বরগণ! আপনাদের প্রশ্নের এই উত্তর কহিলাম। রুদ্রাক্ষের পরমশুভ মাহাত্ম্য যে শ্রবণ করে, সে শিবের প্রিয় হয়। ৬১—৭৮।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, হে সূত। লোকহিতকামনায় তুমি উত্তম কহিয়াছ। পুনরপি ঐ উত্তম শিবমাহাত্ম্য বল। হে প্রভো। তোমার মুখ হইতে এই শিবকথা শুনিয়া আমাদিগের আশা মিটিতেছে না। পৃথিবীতে তীর্থে তীর্থে যে সকল লিঙ্গ আছে, অথবা অন্যস্থলে প্রসিদ্ধ যাহা আছে, সেই সকল লিঙ্গের কথা তুমি বল। সূত এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ। "লিঙ্গের কথা বল" এই যে আপনারা প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই লিঙ্গের সংখ্যা আমি কহিতে অক্ষম। এই সকল ভূমিই লিঙ্গময়ী, এই লোক লিঙ্গময়, লিঙ্গময় তীর্থ সকল; লিঙ্গে সকলই প্রতিষ্ঠিত। সেই লিঙ্গের সংখ্যা কোথা হইতে হইবে? যাহা কিছু দৃশ্য দেখা যায়, বর্ণনা করা যায়, অথবা স্মরণ করা যায়, সেই সকলই শিব স্বরূপ, শিব ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ। তথাপি আমি যথাশ্রুত লিঙ্গ সকল কহিব, শ্রবণ কর। পৃথিবীতে, পাতালে ও স্বর্গে, যে সকল লিঙ্গ আছে,—দেবতা অসুর মনুষ্য সেই শম্ভুরূপী লিঙ্গকে পূজা করিয়া থাকেন। শম্ভু—দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণকে ব্যাপিয়া আছেন। মহেশ্বর লোকানুগ্রহার্থ তীর্থে ও স্থলে বিবিধ লিঙ্গাকারে অবস্থিতি করিতেছেন। যেখানে যেখানে ভক্ত, ভক্তির সহিত মহাদেবকে স্মরণ করে, তিনি সেখানে সেখানেই অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের কার্য্য করিয়া অবস্থিত আছেন। লোকোপকারের নিমিত্ত লিঙ্গরূপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১—১১। সেই লিঙ্গপূজা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। হে ঋষিসত্তমগণ! তাহাদের সংখ্যা কিরূপে হইবে? তথাপি পূর্ব্বে যেরূপ শুনিয়াছি, যথাজ্ঞানে তাহা কহিব। প্রধান প্রধান লিঙ্গের কথা কহিতেছি, যাহা শ্রবণ করিলে মানব ক্ষণকাল মধ্যে পাপ-মুক্ত হয়। তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, এখন তাহা বলিতেছি, ইহা শুনিলে পাপ নষ্ট হয়। সৌরাষ্ট্রদেশে

সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন নামক লিঙ্গ আছেন। উজ্জয়িনীতে মহাকাল ও ওঙ্কাররূপী লিঙ্গ আছেন। হিমালয়-পার্শ্বে কেদারলিঙ্গ, ডাকিনীপুরে ভীমশঙ্কর লিঙ্গ অধিষ্ঠিত। বারাণসীপুরীতে বিশ্বনাথ নামক লিঙ্গ, গোদাবরীতীরে ত্র্যম্বকলিঙ্গ চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথলিঙ্গ, দারুকাবনে নাগেশলিঙ্গ, সেতুবন্ধে রামেশ্বরলিঙ্গ, শিবালয়ে ঘুশ্মেশ নামক লিঙ্গ। ঐ দ্বাদশ নাম প্রাতঃকালে উঠিয়া যে পাঠ করে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং তাহার সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। যে মনুষ্য যে অভিলাষ করিয়া ইহা পাঠ করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয় এবং ইহাদের দর্শনে পাতকনাশ হয় ১৮—২২। যাহার প্রতি মহেশ্বর তুষ্ট হন তাহার কল্মষক্ষয় হয়। যে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিয়াছে তাহাকে আর জননী গর্ভে বাস করিতে হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বর্ণ তাঁহাদের পূজা করিতে পারে কোন দোষ নাই। ইহাদিগের নৈবেদ্য গ্রহণ ও ভোজন অতি যত্নের সহিত করিবে। নৈবেদ্য ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ সকল ভস্ম হইয়া যায়। জ্যোতির্লিঙ্গগণের পূজা করিলে যে ফল হয়, তাহার সীমা নাই। একটী জ্যোতির্লিঙ্গ যে ছয় মাস নিরন্তর পূজা করে, তাহার মাতৃগর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হীনবর্ণোদ্ভব ব্যক্তি যদি জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করে, তাহার নিশ্চয় সৎকুলে জন্ম হয় সে সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধনাঢ্য ও বেদপারগ হয় এবং শুভকর্ম্ম করিয়া শেষে অনপায়িনী মুক্তি লাভ করে। ম্লেচ্ছ অন্ত্যজ অথবা ষণ্ড (ক্লীব) যদি তাহাকে দর্শন করে, সে দ্বিজ হইয়া মুক্তি লাভ করে। হে ঋষিসত্তমগণ! অতঃপর তীর্থে ও স্থলে যে সকল প্রধান লিঙ্গ আছেন, তাঁহাদের নাম ও জ্যোতির্লিঙ্গের উপলিঙ্গ সকল কহিব শ্রবণ কর।২৩—৩১। পৃথিবীতে সাগর সঙ্গমস্থলে সোমেশ্বর লিঙ্গের উপলিঙ্গ অন্ধকেশ নামে খ্যাত। পশ্চাতটে ভৃগুকচ্ছ প্রদেশে মল্লিকার্জ্জুন লিঙ্গ হইতে উৎপন্ন রুদ্রক নামে উপলিঙ্গ আছেন, মহাকালের উপলিঙ্গ দুগ্ধেশ নামে প্রসিদ্ধ। ওঙ্কারলিঙ্গসম্ভূত কর্দ্দমেশ নামক উপলিঙ্গ, যমুনাতটে কেদারেশ্বরলিঙ্গ হইতে উৎপন্ন ভূতেশসংজ্ঞক উপলিঙ্গ আছেন। ভীমশঙ্কর লিঙ্গের উপলিঙ্গ ভীমেশ্বর নামে খ্যাত। বিশ্বেশ্বর হইতে যাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে, তিনি শরণেশ্বর নামে খ্যাত। ত্র্যম্বকের উপলিঙ্গ সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত, বৈদ্যনাথ হইতে জাত উপলিঙ্গ বৈজনাথ নামে বিখ্যাত। নাগেশ্বরসম্ভূত উপলিঙ্গ ভূতেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ, ঝিল্লিকানদী ও সরস্বতীনদীতীরে অবস্থিত গুপ্তেশ্বর নামে লিঙ্গ রামেশ্বর হইতে জাত উপলিঙ্গ। তাঁহার দর্শনে পাপ নষ্ট হয়। ঘুশ্মেশ মহাদেব হইতে জাত উপলিঙ্গ ব্যাঘ্রেশ্বর নামে কথিত। ঐ সকল লিঙ্গ প্রধান ও মুখ্যরূপে পরিগণিত। অন্যান্য মুখ্য লিঙ্গের কথাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। গঙ্গাতীরে যিনি মুখ্যরূপে পরিগণিত, সেই মুক্তিদাতা লিঙ্গের নাম কৃত্তিবাসেশ্বর, বৃদ্ধকাল লিঙ্গও সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা কৃত্তিবাসেশ্বরের সদৃশ। ৩২—৪০। বারাণসীতে তিলভাণ্ডেশ্বর, দশাশ্বমেধেশ্বর এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সঙ্গমেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। যমুনাতীরে স্থিত লিঙ্গ গোধূমেশ্বর নামে খ্যাত, বৃন্দাবন সমীপে নীলেশ্বর নামক মহাদেব আছেন। কৌশিকী নদী সমীপে ভূতেশ্বর এবং নাটীশ্বর নামক মহাদেব আছেন, ভূতেশ্বর মনুষ্যদের সর্ব্বার্থ সাধন করিয়া থাকেন। গণ্ড(ও)কী নদীতটে কটকেশ্বর নামক লিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন, পুষ্কর সমীপে পুরেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। ফল্গুনদীতীরে মণ্ডকেশ সদাশিব ও দর্শনমাত্রে সর্ব্বসিদ্ধিদ সিদ্ধনাথেশ্বর লিঙ্গ আছেন। উত্তর পত্তনে দ্বারেশ্বর লিঙ্গ, তাহার উত্তরে মৃগেশ্বর ও জগন্নাথ লিঙ্গ অবস্থিত। নর্ম্মদা নদীতীরে বহু লিঙ্গ আছেন, তাহার সংখ্যা নাই, সেই নর্ম্মদা রুদ্রস্বরূপা হইয়া পাপ হরণ করিতেছেন সেই নর্ম্মদায় যে সব পাষাণ আছে তৎসমস্তই শিবস্বরূপ, তাহার মধ্যে যে সকল মুখ্য লিঙ্গ, তাহা বলিতেছি। পাপহারক আবর্ত্তেশ্বর লিঙ্গ পঙ্কেশ্বর লিঙ্গ ও সিংহেশ্বর নামক লিঙ্গ, সুমেশ্বর মহাদেব, কুমারেশ্বর মহাদেব, পুণ্ডরীক লিঙ্গ, মণ্ডপেশ্বর নামক লিঙ্গ তথায় আছেন। ৪১—৫০। সেই নর্ম্মদাতীরে তীক্ষ্ণেশ নামক লিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেই পাপ নষ্ট হয়। ধুন্ধরেশ্বর লিঙ্গও সেইখানে আছেন। তথায় শূলেশ্বর ও কুম্ভেশ্বর লিঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন, ত্রিভুবনে বিখ্যাত কুবেরেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ তথায় অবস্থিত। সেস্থানে সোমেশ্বর নামক লিঙ্গ ও নীলকণ্ঠ লিঙ্গ আছেন। মঙ্গলায়তন মঙ্গলেশ্বর লিঙ্গ সেস্থানে আছেন। কোটিহত্যা-নিবারক নন্দিকদেব, সেখানে আছেন। নন্দিকেশ্বরকে যে আনন্দযুক্ত হইয়া পূজা করে, তাহার সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং সেই তীরে যে স্নান করে, তাহার পাপনাশ হয়। ৫১—৫৫।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, এক্ষণে তুমি শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর, অতঃপর যাহা বক্তব্য, তাহাও যথার্থতঃ বল। সূত কহিলেন, আপনারা ভাল প্রশ্ন করিয়াছেন, যাহা শুনিয়াছি, তাহা কহিব। পুরাকালে যুধিষ্ঠিরও নারদ ঋষিকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রেবানদীর পশ্চিম তীরে কর্ণকী নামে পুরী আছে, তাহাতে উতথ্য-

কুল-সম্ভূত কোন দ্বিজবর বাস করিতেন। তিনি নিজ পত্নীকে পুত্রদ্বয়ের নিকটে রাখিয়া কাশীতে গমন করিলেন, পরে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পুত্রেরা শ্রবণ করিল। উভয় পুত্র তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। মৃতের পত্নী পুত্রহিতৈষিণী হইয়া পুত্র পালন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রদ্বয়ের বিবাহ দেওয়াইলেন। তাহাদিগকে ধন বিভাগ করিয়া দিলেন, নিজেও কিছু রাখিলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি কিছুকাল জীবিত রহিয়া বিবিধ পুণ্যকার্য্য করিলেন। কালক্রমে তাঁহার মৃত্যুসময় উপস্থিত হইল, মরণোন্মুখী মাতার মৃত্যু না হওয়ায় কষ্ট দেখিয়া পুত্রেরা মাতাকে কহিল, আপনার কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট আছে, যাহার জন্য আপনি এরূপ কষ্ট পাইতেছেন, আমাদিগকে তাহা বলুন, আমরা সম্পন্ন করিব। মাতা কহিলেন, আমার অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে, তাহা যদি তোমরা কর তো আমার সুখে মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠপুত্র কহিল, আপনি বলুন। মাতা কহিলেন, আমার কাশীগমন করিতে মানস ছিল, এখন তো মৃত্যুসময় উপস্থিত। আমার অস্থি যদি গঙ্গাজলে তোমরা নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে, তোমাদের শুভ হইবে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। পুত্র কহিল, আপনি সুখে প্রাণত্যাগ করুন, আপনার কার্য্য অগ্রে সম্পন্ন করিব, পরে আমার কার্য্য করিব। ১—১৩। এবংবিধ বাক্য কহিয়া পুত্র গৃহে আসিলে, সেই সময়ে মাতা হরিস্মরণ করত মৃতা হইলেন। তাঁহার আবশ্যকীয় কৃত্য এবং মাসিক সম্পন্ন করিয়া পুত্র, গমনের উপক্রম করিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুবাদী, মাতার পিণ্ডকরণেচ্ছু। পত্নী পুত্রকে আশ্বস্ত করিয়া, মাতার অস্থি গ্রহণপূর্ব্বক ভৃত্যের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। তীর্থ যাত্রাকালীন যথাবিধি শ্রাদ্ধ দানাদি সমাপন ও মঙ্গলস্মরণ করিলেন। বহির্গত হইয়া তিনি সেই দিনে যোজন পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া শুভগ্রামে দ্বিজগৃহে আশ্রয় লইলেন। যথাবিধি সন্ধ্যাদি করিতে দুই মুহূর্ত্ত রাত্রি হইল, সেবকের সহিত সেই দ্বিজ তথায় রহিলেন এবং অদ্ভুতকর্ম্মা হরির স্তব করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হইল। ১৪—২১। সেই অঙ্গনে একটী গোরু বদ্ধ ছিল। তখন, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ স্থানান্তর হইতে গৃহে আসিয়া, "প্রিয়ে। এখনও গোদোহন হয় নাই" এই কথা বলিয়া বৎস আনয়ন করিল ও দোহনের নিমিত্ত নিজ পত্নীকে শীঘ্র আহ্বান করিল। ব্রাহ্মণ, বৎসকে বন্ধনশঙ্কুতে বন্ধন করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। বৎস আকৃষ্ট হইয়া নিজ পাদ দ্বারা ব্রাহ্মণের চরণে আঘাত করিল; ব্রাহ্মণ সেই আঘাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কূর্পর দ্বারা বৎসকে অতিশয় তাড়না করিল, বৎস পীড়িত হইয়া শান্ত হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ দোহন করিয়া বৎসকে বন্ধনমুক্ত করিল না। ইহাতে গাভী অত্যন্ত দুঃখবোধ করিল এবং রোদন করিল। মাতার রোদন দেখিয়া বৎস বলিল, "হে মাতঃ! তুমি কেন রোদন করিতেছ? কি দুঃখ আপনার উপস্থিত হইয়াছে?" পুত্রের বাক্য শুনিয়া মাতা বলিল, হে পুত্র। আমার দুঃখ শ্রবণ কর, যাহা বলিতে বড় কষ্ট হয়। দুষ্ট ব্রাহ্মণ তোমাকে তাড়না করিয়াছে, তজ্জন্য আমার দুঃখ উপস্থিত। ২২—২৯ তখন মাতার দুঃখের কারণ শুনিয়া, বৎস কহিল, কি করিব কোথা যাব, যেহেতু জীব কর্ম্মবদ্ধ। যেমন কর্ম্ম পূর্ব্বে করিয়াছি, তেমন ফল ভোগ করিতেছি, যখন এই ব্যক্তির অধীনে আছি, তখন যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। কর্ম্ম হাসিতে হাসিতে করা যায়, কিন্তু ভোগ করিবার সময় কাঁদিতে হয়। সেই কর্ম্ম হইতেই সুখও হয় দুঃখও হয় সেইজন্য কর্ম্ম এবিষয়ে মূলাধার। কর্ম্মাধীন সকলেই, তুমি, আমি, আর ঐ সকল জীব, সকলেই কর্ম্মবদ্ধ। বৃথা শোক করিও না এই প্রকার পুত্রের বাক্য শুনিয়া গাভী বলিল, বৎস। জীব মাত্রেই কর্ম্মাধীন, রোদন করিলেও দুঃখ নিবৃত্ত হইবে না, ইহা জানিয়াও মায়াশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইতেছি। এই প্রকার মাতার বাক্য শুনিয়া বৎস বলিল, যদি এই প্রকার জানেন, তবে কেন রোদন করিতেছেন, রোদন করিয়াই বা কি হইবে? দুঃখ ত্যাগ করুন। এই প্রকার পুত্রের বাক্য শুনিয়া মাতা বলিলেন, আমার দুঃখশান্তি তখন হইবে, যখন এই প্রকার দুঃখ ব্রাহ্মণের হইবে। আমি অবশ্য এই প্রকার পুত্রহননদুঃখ ব্রাহ্মণকে দিব, দিলে ব্রাহ্মণ মনে জানিতে পারিবে। আমি কাল প্রাতঃকালে, তাহার পুত্রকে শৃঙ্গ দ্বারা আঘাত করিব, সেই আঘাতে সে প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা নিশ্চয়। গাভী এইরূপ বলিলে বৎস মাতাকে বলিল, পূর্ব্বে যে কার্য্য করিয়াছি, তাহার এখন ফল ভোগ করিতেছি, , হে মাতঃ। এই ব্রহ্মহত্যা করিলে যে কি ফল হইবে, তাহা বলা অসাধ্য। ৩০—৪২। সেই ব্রাহ্মণপুত্র দৈব কর্ত্তৃক হত হইয়াছে, আপনি হনন করিবেন বৃথা, শুভ কর্ম্মে স্বর্গ হইবে, মন্দ কর্ম্মে পতন হইবে। মিশ্রকর্ম্মে জন্ম, কর্ম্মক্ষয়ে মুক্তি হয়, শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয় হইলে আর কখন কি ভোগ হয়? তবে এপ্রকার কর্ম্ম করিবেন না, আমিই বা পুত্র হইলাম কোথা হইতে, আপনিই বা মাতা হইলেন [illegible] হইতে? মাতাই বা কোথা, পিতাই বা কোথা, বন্ধুই বা কোথা, স্বামীই বা কোথা, বালকই বা কোথা? কেহই কাহার নয়; সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে। এই প্রকার জানিয়া দুঃখ ত্যাগ করুন, মঙ্গল চিন্তা করুন। পুত্রবাক্য শুনিয়া মাতা পুনরপি কহিলেন, হে পুত্র! আমি ইহা জানি, কিন্তু প্রভুর মায়া বলবতী; সেই মায়াকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু মায়া, আমাকে ত্যাগ করে না। তোমার

বেশ দেখিলাম, তাহাতে আমারও ক্লেশ হইতেছে অত্যন্ত; ব্রহ্মহত্যা পাপের নাশ যেখানে হয়, সেস্থল আমি দেখিয়াছি, হত্যা করিয়া সেস্থানে যাইব। দ্বিজপুত্রকে হত্যা করিলে অঙ্গ শ্যামবর্ণ হইবে, পাপ নষ্ট হইলে পুনঃ শ্বেত অঙ্গ হইবে, এই লক্ষণ তুমি জানিবে। বৎস আর কিছু বলিল না। তাহাদের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিয়, সেই পথিক দ্বিজ ভাবিলেন, কাল প্রাতঃকালে এই ব্যাপার দেখিয়া যাইতে হইবে। ৪১—৫২।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—প্রাতঃকাল হইলে, গৃহস্বামী উঠিলেন এবং পান্থকে কহিলেন,—হে পান্থ। তুমি এখনও শয়ন করিয়া আছ? এখানেই কাল অতিক্রান্ত হইবে। পথিক কহিলেন,—হে বন্ধন। মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া যাইব, আমার উদরের গর্ভে ব্যথা হইয়াছে। এই প্রকার ছল করিয়া, পথিক শয়ন করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ দোহনের কাল উপস্থিত হইলে পুত্রকে কহিল,—আমি কার্য্যার্থ স্থানান্তরে চলিলাম। তখন দ্বিজপুত্র উঠিয়া, বৎসকে বন্ধনমুক্ত করিল, তাহার মাতা দোহনের নিমিত্ত সেখানে আনীত হইল। দ্বিজের [illegible] বৎসকে আবৃত করিয়া, দোহনের নিমিত্ত অগ্রমুখ হইলে, ধেনু গাভী শৃঙ্গ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল। সে মর্ম্মে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। গাভী বালক নষ্ট করিয়াছে, এই ধ্বনিতে অনেক লোক আসিল এবং তাহারা "জল জল" এই কথা কহিল, অনেক যত্নও করিল কিন্তু দ্বিজপুত্র আর বাঁচিল না। বালক মৃত হইলে, হাহাকার ধ্বনি উঠিল। অনন্তর ব্রাহ্মণের কিঙ্কর, গাভীকে প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিল। তাহার বর্ণ শুভ্র ছিল, এই হত্যার পর, শ্যামবর্ণ দেখা যাইতে লাগিল। সমাগত লোকেরা বলিতে লাগিল,—গোরুতে মানুষ মারিয়াছে আপনারা কি কখন দেখিয়াছেন? ১—১০। পথিক ব্রাহ্মণ, এই আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া, বহির্গত হইলেন। যেখানে গাভী যাইতে লাগিল, তাহার অনুগমন করিলেন। সেই সময়ে গাভী, পুচ্ছ ঊর্দ্ধ করিয়া, নর্ম্মদা উদ্দেশে ধাবিত হইল। নর্ম্মদার নন্দিকেশতীর্থে নির্ম্মল জলে তিনবার স্নান করিল। পুনর্ব্বার তাহার শ্বেতবর্ণ হইল এবং যে যে পথে আসিয়াছিল, সেই সেই পথে প্রত্যাবৃত্ত হইল। এই সকল দেখিয়া, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—ওঃ কি আশ্চর্য্য। এই মহাতীর্থ ব্রহ্মহত্যা-নিবারক। সেই তীর্থে নিজে স্নান করিলেন, তাঁহার ভৃত্যও স্নান করিল। তাঁহারা মজ্জন করিয়া, নদীর প্রশংসা করিতে করিতে গমন করিলেন। এমন সময়ে পথে, সালঙ্কারা কোন সুন্দরী স্ত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা যাইতেছ, আমার নিকট সত্য বল। দ্বিজ তাহার বাক্য শুনিয়া, যথাবৃত্তান্ত সত্য কহিলেন। ১১—১৬। পুনরপি সেই স্ত্রী দ্বিজকে কহিলেন,—"স্থির হও।" তাহার বাক্য শুনিয়া, ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমি অবস্থিতি করিতেছি, বলুন। সেই স্ত্রী কহিলেন হে দ্বিজোত্তম। তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও। তুমি যে স্থল দেখিয়াছ, এখন তাহাতে অস্থি নিক্ষেপ কর। তোমার মাতা দিব্যদেহ ধারণ করিয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে। বৈশাখ মাসে সপ্তমীদিনে শুক্লপক্ষে গঙ্গা এইস্থানে আগমন করেন। অদ্য সপ্তমী, আমিই গঙ্গা, সেখানে যাইতেছি এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। দ্বিজও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সেস্থানে আগমন করিলেন। যে সময়ে ব্রাহ্মণ তথায় অস্থিনিক্ষেপ করিলেন, তখনই দিব্যদেহধারিণী তদীয় মাতা দৃষ্টিগোচর হইলেন। অনন্তর তিনি পুত্রকে বলিলেন হে পুত্র। তুমি ধন্য, তুমি কৃতকৃত্য, তুমি কুল পবিত্র করিয়াছ তোমার ধন, ধান্য, আয়ু, বংশ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, এইপ্রকার আশীর্ব্বাদ করিয়া উত্তম গতি লাভ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ অস্থিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিল। সেই দিন হইতে সেই উত্তমতীর্থ প্রসিদ্ধ হইল। নন্দিকেশ তীর্থসমীপে নর্ম্মদায় স্নান করিলে মোক্ষ ফল পাওয়া যায়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, ইহা মহাজনগণের বাক্য। কোন বালবিধবা ঋষিকা নাম্নী ব্রাহ্মণী, নর্ম্মদাতীরে পার্থিব শিব পূজা করত অতি দারুণ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মূক নামক কোন মহাদৈত্য, তাঁহার তপোবিঘ্নের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি বিঘ্ন গণ্য না করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, পশ্চাৎ সেই দৈত্য ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। তখন তিনি ভয়ভীতা হইয়া 'শিব শিব' বলিতে লাগিলেন এবং শরণাগত রক্ষাকামিও শিবব্রত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আনন্দের নিমিত্ত মহাত্মা নন্দী সেইস্থানে আসিলেন, শঙ্করও লোকোপকারেচ্ছায় সেইস্থানে অবস্থিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণী, তখন তীর্থাগত প্রসন্নহৃদয় শঙ্করকে পার্থিবাংশে স্থাপিত করিলেন। ১৭—৩০। তারপর গঙ্গাও প্রসন্না হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে সাধ্বি। তুমি বর প্রার্থনা কর। তখন ব্রাহ্মণী গঙ্গাদেবীকে কহিলেন যে, বৈশাখ মাসে একটী দিনে আমার নিমিত্ত আপনি এখানে থাকিবেন, গঙ্গা তাহা স্বীকার করিলেন। সেই দিন অবধি এই তীর্থ অতি উত্তম হইয়াছে। মনুষ্য তাহাতে স্নান করিলে নিশ্চয় পাপমুক্ত হইবে। হে মুনীশ্বরগণ। আপনারা যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আমি এই কহিলাম। ৩১—৩৩।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়

ঋষিরা কহিলেন, হে সূত! পুনর্ব্বার উত্তম লিঙ্গের প্রস্তাব কর। সূত কহিলেন, মহাত্মা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক স্থাপিত ব্যাসেশ্বর নামে খ্যাত লিঙ্গ আছেন। সুকেশ, ভণ্ডারেশ, হুঙ্কারেশ, সুরেশ্বর, ভূতেশ্বর ও সংযমেশ এই সব লিঙ্গ মহাপাতক নাশ করেন। তপ্তিকা নদীতীরে কুমারেশ্বর সিদ্ধেশ্বর ও ভবেশ্বর লিঙ্গ বর্ত্তমান। দর্শনমাত্রে পাপহারী রামেশ্বর, ঋষীশ্বর এবং বৃদ্ধেশ্বর লিঙ্গ আছেন। নন্দেশ্বর, পঞ্চ পুষ্পেশ্বর, পূর্ণাতীরে পূর্ণকনামা শিব, বীরেশ্বর, গোদাতীরে কপালেশ, চক্রেশ্বর, চন্দ্রবৎ শৈত্যাহ্লাদদায়ী চন্দ্রেশ্বর, ধৌতপাপেশ্বর সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের অংশ, ভীমেশ্বর, সূর্য্যেশ্বর, তপ্তিক নদীতীরে ত্র্যম্বক, গোকর্ণেশ, নাক্রকেশ, মহাপুণ্যজনক রামেশ্বর, লোকপূজিত এবং জ্ঞানদায়ী নন্দেশ্বর, বিমলেশ্বর, কণ্টকেশ্বর। ১-১০। পূর্ব্বসাগরসঙ্গমে ধর্ম্মকেশ এবং পশ্চিমসাগরে সিদ্ধেশ্বর আছেন। আর দুই লিঙ্গ বিল্বেশ্বর ও অন্ধকেশ। যেখানে শঙ্কর অন্ধক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেখানে মহাদেব স্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন। লোক-সুখ-দায়ক শঙ্খেশ্বর, বন্দমেশ এবং অর্ব্বুদাচলে কোটীশ লিঙ্গ অবস্থিত। বহুলোকের দুঃখ নাশক অচলেশ্বর, কৌশিকানদীতীরে নাগেশ্বর সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। ইহপরলোকে সুখপ্রদ অনন্তেশ্বর, যোগেশ্বর, বৈদ্যনাথেশ্বর, কোটীশ্বর, সপ্তেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, চণ্ডীশ্বর এবং সঙ্গমেশ্বর বর্ত্তমান। তাহার পশ্চিমভাগে গৌতমেশ্বর আছেন। পূর্ব্বদিকে যে সব লিঙ্গ আছেন, তাহাদের পরিচয় দিলাম। দক্ষিণদিকে অত্রীশ্বর নামে যে এক লিঙ্গ আছেন, তিনি সাক্ষাৎ সদাশিব, তিনি অনাবৃষ্টি সময়ে পূজিত হইয়া লোকোপকারের ও অনসূয়াসুখের নিমিত্ত অংশরূপে তথায় আবির্ভূত হন। মহর্ষিরা এই প্রকার সূতের বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে, পরমেশ্বর হর, অত্রীশ্বর নামে আবির্ভূত হইলেন কিরূপে তাহার কারণ বল। ১১—২২। সূত কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা অতি ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই পবিত্র কথা শুনিলে পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়। দক্ষিণদিকে কামদ নামে এক বিখ্যাত বন আছে, সেই বন তপস্যার পক্ষে উৎকৃষ্ট। তাহাতে ব্রহ্মার পুত্র অত্রিঋষি অনসূয়ার সহিত তপস্যা করিতেন; এই বনে পূর্ব্বে কোনকালে শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি হওয়াতে প্রাণী সকল দুঃখিত হইয়াছিল, জল পৃথিবীতে দেখা যায় নাই, বৃক্ষ শুষ্ক হইল, শাখাপল্লব শুষ্ক হইল। নিত্যকর্ম্মের নিমিত্ত কোন স্থানে জল পাওয়া গেল না, দশদিকে বায়ু খরতররূপে বহিতে লাগিল, বৃক্ষ সকল পত্রহীন হওয়াতে ছায়ারহিত হইল। ইহাতে ঋষি, প্রাণিগণের প্রলয়কাল উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীও বলিলেন, আমার এ দুঃখ সহ্য হয় না। সেই সময়ে অত্রিঋষি তিনবার প্রাণায়াম করিয়া আসনোপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং আত্মস্থ পরজ্যোতিকে আত্মা দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বামী ধ্যানস্থ হইলে শিষ্যেরা অন্নাভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইল। তখন একাকিনী অনসূয়া হর্ষসহকারে তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিলেন। ২৩—৩২। তাঁহার অগ্রে সুন্দর পার্থিব শিব নির্ম্মাণ করিয়া সংস্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি মন্ত্র দ্বারা ও মানসোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকারে স্বামীর সেবাও করিতে লাগিলেন। বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শিব ও স্বামীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। দৈত্যদানবেরা তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিহ্বল হইল, যেমন অগ্নি দেখিয়া লোক দূরে অবস্থিত করে, তাহারাও তদ্রূপ তাঁহার তেজে দূরে রহিল, নিকটে আসিতে তাহাদের শক্তি হইল না। অত্রির তপস্যা হইতে অনসূয়ার তপস্যার আধিক্য হইতে লাগিল। যে কালে সেই দেবী, পতিপরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের অগ্রে সেখানে অন্য কেহই ছিল না, কেবলমাত্র সেই দম্পতিই ছিলেন। এই প্রকারে কাল অতিক্রম হইতে লাগিল, ঋষিসত্তম অত্রি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সাধ্বী অনসূয়াও স্বামী ও শিবের আরাধনায় আসক্ত থাকায় তিনিও কিছুই জানিতে পারিলেন না। ৩৩—৫০। সেই দম্পতির তপোগুণে দেবতা, ঋষি ও গঙ্গাদি নদী সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহাদের দেখিতে আসিলেন। তাহাদের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া ইহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, উভয়ের তপস্যার মধ্যে কাহার তপস্যায় ক্লেশ ও ফল অধিক? অত্রি ও অনসূয়ার তপস্যা সমালোচনা করিয়া অনসূয়ার তপস্যাকেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ স্থির করিলেন। পূর্ব্বঋষিরা দুষ্কর তপস্যা করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ অদ্ভুত তপস্যা কেহই করিতে পারেন নাই। এই ঋষি ধন্য ও এই অনসূয়াও ধন্যা, যেহেতু এই অদ্ভুত তপস্যা ইহাঁরাই করিতেছেন। এ প্রকার শুভকার্য্য এখন কে করিয়া থাকে? তাহাদের এই প্রকার প্রশংসা করিয়া তাঁহারা যথাস্থানে গমন করিলেন। কেবল গঙ্গা ও মহাদেব গমন করিলেন না। গঙ্গাদেবী সাধ্বীর ধর্ম্মে বিমোহিত হইয়া স্থির করিলেন যে, ইহার উপকার করিয়া যাইব। মহাদেবও ধ্যানাকৃষ্ট হইয়া ইহাঁদের প্রতি কৃপা করিবেন স্থির করিলেন। হে ঋষিসত্তমগণ! এই প্রকার হইলে যাহা হইয়াছিল, তাহা শুনুন। ক্রমে ৫৫ বৎসর গত হইল, তথাপি বৃষ্টি হইল না। যে পর্য্যন্ত অত্রি ধ্যানাবলম্বী ছিলেন, সে সময়ে অনসূয়াও আহার গ্রহণে ইচ্ছা করেন নাই। কোন সময়ে ঋষিবর্য্য ব্রহ্মবিদাংবর অত্রি, জাগ্রৎ

হইয়া অনসূয়ার প্রতি জল যাচ্ঞা করিলেন। সাধ্বী অনসূয়া কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া বনে গমন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন কোথা যাই, কোথা যাইলে জল পাইব। গঙ্গাদেবী তাঁহাকে এই প্রকারে ভাবিতা দেখিয়া অনুগমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হে দেবি! আমি প্রসন্না হইয়াছি, তোমার কোন আজ্ঞা পালন করিব? ঋষিপত্নী তাঁহার বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে কমলপত্রাক্ষি! তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? অনসূয়া এই প্রকার বলিলে, গঙ্গা বলিলেন, তোমা কর্ত্তৃক স্বামীর ও শিবের সেবা দেখিয়া এবং তোমাকে সাধ্বী ধর্ম্মবতী দেখিয়া আমি বিস্মিতা হইয়াছি। হে শুচিস্মিতে! আমি গঙ্গা, তোমার তপস্যা দেখিতে আসিয়াছি এবং অত্যন্ত প্রীতা হইয়াছি, যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর। ৫১—৫৮। সাধ্বী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আমাকে জল দান করুন। গঙ্গা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে একটা গর্ত্ত করিতে আদেশ করিলেন, অনসূয়াও তৎক্ষণাৎ গর্ত্ত করিলে, গঙ্গা তাহাতে প্রবেশ করিয়া জলময়ী হইলেন। তখন অনসূয়া অতি আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক লোকসুখের জন্য এই কথা বলিলেন, যদি আপনি প্রসন্না হইয়া থাকেন এবং আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত আমার স্বামী না আসিতেছেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি এস্থানে থাকুন। গঙ্গা বলিলেন, হে দেবি! আমি সত্য কহিতেছি, শ্রবণ কর, আমি থাকিতে পারি, যদি তুমি তোমার তপস্যার এক মাসের ফল আমাকে দাও। তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। [illegible]। সকল দেবতার দুর্লভ সেই জল আনিয়া স্বামীকে দিয়া অনসূয়া অগ্রে দাঁড়াইলেন। ঋষি যথাবিধি আচমন করিয়া সেই নির্ম্মল জল পান করত বড় সুখ অনুভব করিলেন। অত্যন্ত সুখলাভ হওয়াতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঋষি মনে মনে ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! নিত্য যে জল পান করি, সে জল তো নয়, এই ভাবিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, দেখেন, বৃক্ষ সকল শুষ্ক, দিক্ সকল রুক্ষতর। অবলোকন করিয়া তিনি পত্নীকে কহিলেন, প্রিয়ে! বর্ষণ তো হয় নাই? পত্নী স্বামীকে কহিলেন, "বর্ষণ হয় নাই।" ঋষি পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি তবে কোথা হইতে জল আনয়ন করিলে? ঋষি ইহা বলিলে, পত্নী অনসূয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ও ভাবিলেন, "যদি আমি সত্য বলি, তাহা হইলে আমার উৎকর্ষ খ্যাপন হয়, যদি না বলি, তাহা হইলেও আমার ব্রতভঙ্গ হয়। যাহাতে উভয় রক্ষা হয়, ইহা করিতে হইবে।" অনসূয়া যে সময়ে এবংবিধ চিন্তা করিতেছেন, ঋষিও সে সময়ে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ৬৫—৭২ অনসূয়া কহিলেন, হে স্বামিন্! যথার্থ বলিব, শ্রবণ করুন। শঙ্করের কৃপায় ও আপনার সেবায় গঙ্গা এস্থানে আসিয়াছেন, তাঁহার এই নির্ম্মল জল। মুনি এই বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, হে সুন্দরি! তুমি সত্য কহিতেছ কি মিথ্যা কহিতেছ? আমি যথার্থ ভাবিতেছি না; যেহেতু এই জল অত্যন্ত দুর্লভ। যোগীর যাহা সাধ্য নয়, দেবতারা যাহা করিতে পারেন না, তাহা অদ্য কিরূপে হইল? এজন্য আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যদি তুমি ইহা দেখাতে পার তাহা হইলে বিশ্বাস করি। অনসূয়া স্বামীর বাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে নাথ! যদি আপনার দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, ত আসুন। এই বলিয়া অনসূয়া যেখানে গঙ্গা ছিলেন, স্বামীর সহিত সেখানে যাইলেন এবং গর্ত্ত তাঁহাকে দেখাইলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ সেখানে যাইয়া, আকণ্ঠ সুন্দর জলপূর্ণ গর্ত্ত দেখিয়া নিজ পত্নীকে ধন্যবাদ দিলেন এবং কহিলেন, আমার তপস্যাই বা কি অন্যের তপস্যাই বা কি? ইহার তপস্যাই তপস্যা। ৭৩-৮০। পুনঃপুনঃ স্তব করিয়া, সেই সুভগ দুর্লভ জলে স্নান ও আচমন করত পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন। অনসূয়া, সেই জলে স্নান করিলেন এবং উভয়ে নিত্যকর্ম্মও সম্পন্ন করিলেন। তখন গঙ্গা কহিলেন,—আমি এখন চলিলাম। গঙ্গা এই বাক্য কহিলে, সাধ্বী অনসূয়া কহিলেন,—হে দেবেশি! উচিত অনুচিত যাহাই কেন হউক না, যে কার্য্য স্বীকার করিবে, তাহা পরিত্যাগ না করা, মহৎ ব্যক্তিগণের স্বভাব, যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন এবং যদি আমার প্রতি আপনার দয়া থাকে, ত একটী বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। হে নদীশ্রেষ্ঠে! আমাকে দয়া করিতে হইবে। ৮১—৮৫। এই বলিয়া, প্রণিপাত ও স্তব করিতে লাগিলেন। অত্রি-ঋষিও স্তব করিয়া, গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমার প্রতি কৃপা করুন। তাঁহারা উভয়েই গঙ্গাকে কহিলেন যে হে সরিদ্বরে! আপনি তপোবনে অবস্থিতি করুন। তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া, গঙ্গা কহিলেন,—হে সাধ্বি! এক বৎসরের শঙ্করারাধনার ও স্বামি সেবার ফল যদি আমাকে দাও, তাহা হইলে লোকোপকারের নিমিত্ত আমি এই তপোবনে অবস্থিতি করি। পতিব্রতা দর্শনে আমার যেরূপ সন্তোষ হয়, দান, পুনঃপুন স্নান, যজ্ঞ এবং যোগ দ্বারাও সেরূপ তুষ্টি হয় না, পতিব্রতার দর্শনে আমারও পাপনাশ হয়। ৮৬—৯২। লোকের হিতের নিমিত্ত, তুমি যদি বর্ষ পরিমিত পুণ্যফল প্রদান কর ও শুভপ্রার্থনা কর, তাহা হইলে, আমি এস্থানে অবস্থিতি করি। অনসূয়া এবংবিধ বাক্য শুনিয়া, বর্ষসঞ্চিত পুণ্য তাঁহাকে দান করিলেন। পরের হিতাকাঙ্ক্ষা মহদ্দিগের স্বভাবই। দৃষ্টান্ত দেখ,—সুবর্ণ, চন্দন, ইক্ষু ইহারা আত্মাকে পীড়িত করিয়া, অন্যের উপকার করে। গঙ্গা, পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া, তাহাই স্থির করিলেন, অন্য কিছু বিচার করিলেন না। অনন্তর শম্ভু,

পার্ব্বতীরূপে অবস্থিতি করিয়া কহিলেন,—হে অনসূয়ে! বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার নিকট অতি প্রিয়া হইয়াছ। তিনি পঞ্চবক্ত্রাদি সংযুক্ত হরকে দেখিয়া, অতি বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, হে দেবেশ! যদি আপনি ও জগদম্বিকা গঙ্গা প্রসন্ন হইয়া থাকেন ত, লোকের সুখের নিমিত্ত এই বনে বাস করুন ও লোক সকলের সুখ বিধান করুন। গঙ্গা ও মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া ঋষি যে স্থানে থাকিতেন, সেই স্থানে স্থিতি করিলেন। এইজন্য ঈশ্বর পরদুঃখহারী অত্রীশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। ৯৩—১০০। সেস্থানে পার্ব্বতীও গঙ্গার নিকট অবস্থিতি করিলেন। সেই দিন অবধি সেই গর্ত্তে জল অক্ষয় হইয়া রহিল। স্বর্গীয় ঋষিরা হস্তপরিমিত অক্ষয়জল সেই গর্ত্তের নিকটে সস্ত্রীক আসিয়া বাস করিলেন। যাঁহারা তীর্থান্তরবাসী, তাঁহারা সেই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া সেখানে বাস করিলেন এবং সেস্থানে যব ধান্য, বিবিধ ফল হইতে লাগিল। এই প্রকারে যজ্ঞজপপরায়ণ ঋষিরা কামফলদায়ী সেই বনে বাস করিতে লাগিলেন। দেবতারা কর্ম্মে তুষ্ট হইয়া পরিমিত বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অত্রীশ্বর সন্নিধানে ঋষিগণ উত্তম ব্রত অনুষ্ঠান করাতে জগতের অনাবৃষ্টি-দুঃখ ঘুচিয়া পরমানন্দ লাভ হইল। অত্রীশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে শুভ হয়। ১০১—১০৫।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করুন। ব্যাসমুখে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই কহিব। ঋষিরা কহিলেন, হে সূত! তুমি সকল বিষয়ই ব্যাসানুগ্রহে জানিয়াছ, তোমার অজ্ঞানতা নাই; এজন্য আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, লোকে যে লিঙ্গ পূজা করে, তাহার কারণ তুমি বলিয়াছ, তদ্ভিন্ন আর কোন কারণ আছে কি না? সূত কহিলেন, হে ঋষিসত্তমগণ! কল্পভেদে কথা শুনিয়াছি, অদ্য তাহাই কহিব, শ্রবণ করুন। পুরাকালে দারুবনে ব্রাহ্মণদের যাহা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন, যথাশ্রুত কহিব। দারু নামক শ্রেষ্ঠ বনে ঋষিরা বাস করিতেন। সকলে শিবভক্ত শিবধ্যানপরায়ণ, তাঁহারা ত্রিকালে শিবপূজা করিতেন এবং ধ্যানমার্গপরায়ণ হইয়া নানাবিধ স্তব ও মন্ত্র দ্বারা শিবসেবা করিতেন। কোন সময়ে তাঁহারা সমিদাহরণের নিমিত্ত বনমধ্যে গমন করিলেন। এই সময়ে সাক্ষাৎ নীললোহিত শঙ্কর অযোগ্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের পরীক্ষার নিমিত্ত আসিলেন। শিবের কটিতে বস্ত্র নাই, শরীর ভস্মাচ্ছাদিত, অতি তেজস্বী এবং তাঁহার বিকৃত চেষ্টা, বিকৃত কটাক্ষ, তিনি হস্ত দ্বারা লিঙ্গ ধারণ করিয়া স্ত্রীদের মন মোহিত করিয়া আগমন করিলেন। ঋষিপত্নীরা তাঁহাকে দেখিয়া অতি ভীতা হইলেন। ১—১১। কোন কোন ঋষিপত্নীরা ব্যগ্রা ও বিস্মিতা হইয়া তথায় আসিলেন। অপরেরা সেই শিবের হস্ত ধরিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিল। এই সময়ে ঋষিরা আসিলেন। তাঁহারা এইরূপ বিরুদ্ধ ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দুঃখিতান্তঃকরণে "কে এ কে এ" বলিতে লাগিলেন। যখন সেই বিরূপ পুরুষ কিছু বলিলেন না, তখন তাঁহারা বলিলেন, তুমি বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ কেন? তোমার লিঙ্গ পৃথিবীতলে পতিত হউক। এই কহিলে লিঙ্গ তৎক্ষণাৎ পতিত হইল। সেই লিঙ্গ, অগ্রে যাহা ছিল, তৎসমুদয় দগ্ধ করিল এবং যেখানে যেখানে যাইতে লাগিল, তৎসকলই দগ্ধ করিতে লাগিল। পাতালে, স্বর্গে, পৃথিবীতে, যাইল, কোন স্থানে থাকিল না। লোক সকল ব্যাকুল হইল ঋষিরা দুঃখিত হইলেন। দেবতা-ঋষিরা কোথায়ও সুখলাভ করিতে পারিলেন না। তখন দেবতা-ঋষিরা শিবকে জানিতে না পারিয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ১১—২০। সেখানে যাইয়া ব্রহ্মাকে সকল নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, তোমরা জ্ঞানী হইয়া গর্হিত কার্য্য করিতেছ, যখন অজ্ঞানীরা এরূপ করিবে, তখন কি বলিব? হে দেবগণ! শিবের সহিত বিরোধ করিয়া কে কুশল লাভ করিবে? গৃহাগত অতিথিকে যে অবমাননা করে, অতিথি তাহার সুকৃত লইয়া নিজ দুষ্কৃত তাহাকে অর্পণ করিয়া গমন করে, শিবকে অপমান করিলে যে কি হয়, তাহা কহিতে পারি না। যে পর্য্যন্ত লিঙ্গ স্থিরভাব অবলম্বন না করিতেছে, সেই পর্য্যন্ত ত্রিজগতের কোথায়ও শুভ হইবে না, ইহা সত্য কহিতেছি। তোমাদের সেই কার্য্য করা উচিত, যাহাতে এই জগতের স্বাস্থ্য হয়। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া দেবতা ঋষিরা প্রণাম করিয়া কহিলেন, 'সে কার্য্য কি, তাহা আদেশ করুন।' তাঁহারা এইরূপ কহিলে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, মঙ্গলদায়িনী গিরিজা দেবীর আরাধনা কর, তিনি যদি প্রসন্না হইয়া যোনিরূপ ধারণ করেন, তাহা হইলে এই লিঙ্গ স্থিরভাব অবলম্বন করিবে। মহাদেবের আরাধনার নিয়ম এই প্রকার করিবে। অষ্টদল পদ্ম আঁকিয়া তদুপরি দূর্ব্বা, যবাঙ্কুর এবং ওষধিসমন্বিত এক কুম্ভ স্থাপনা কর, এবং তাহা তীর্থজলে পূর্ণ করিবে। বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা কুম্ভ অভিমন্ত্রিত করিবে। হে ঋষিসত্তমগণ! সেই জল দ্বারা লিঙ্গকে অভিষেক করিবে। শতরুদ্রিয় মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত হইলে শান্তি লাভ করিবে। ২১—৩১। গিরিজাযোনিস্বরূপ বাণ তথায় স্থাপন করিয়া তাহাতে সেই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া অভিমন্ত্রিত

করিবে। গন্ধ চন্দন পুষ্প ধূপ দীপ আরাত্রিক পূজা দ্বারা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবে। প্রণিপাত স্তব বাদ্য গান করিবে। এই প্রকার স্বস্ত্যয়ন করিয়া জয়ধ্বনি করিবে। হে দেবেশ। প্রসন্ন হও, হে জগদাহ্লাদকারক। তুমি কর্ত্তা, তুমি পালক, তুমি সংহারক, তুমি জগতের আদি, তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি জগতের অন্তর্গত হইয়াও সকল লোককে পালন করিতেছ, হে শুভ। শান্ত হও। এই প্রকারে স্তব করিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয় স্বাস্থ্য হইবে। দেবতারা এই প্রকারে অভিহিত হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। অনন্তর শিবের শরণাপন্ন হইয়া দেবতা-ঋষিরা পরম ভক্তিসহকারে পার্থিব শিবপূজা করিতে লাগিলেন, শঙ্কর, আরাধনায় সন্তুষ্ট হইলেন। পার্ব্বতী বিনা অন্য লিঙ্গ ধারণ করিতে সমর্থা হইবে না, তিনি ধারণ করিলেই শান্তি হইবে। দেবতা ঋষিরা এই বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া গিরিজাকে প্রসন্না করিয়া প্রার্থনা করিলেন। পার্ব্বতী তাহা পূর্ণ করিলেন। দেব ঋষিরা পূর্ব্বোক্ত বিধি দ্বারা যথাবিধি মধ্যে উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। স্তব পূজা মন্ত্র দ্বারা সকল লোকের সুখের নিমিত্ত মহাদেবকে পরিতুষ্ট করত অবস্থিতি করিলেন। শিবও কৃপাযুক্ত হইয়া বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, লোকের সর্ব্বদা সুখ হইবে। ৩২—৪৩। ভগবান এই কথা কহিলে দেবতা সকল, ঋষি সকল আহ্লাদিত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম ও স্তব করিলেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ইহাঁরা দয়ার্দ্র হইয়া সেখানে সকল সুখ বিধান করিলেন। লিঙ্গ স্থাপিত হইলে জগতে সুখ হইল। সূত কহিলেন, প্রসিদ্ধ যে সকল লিঙ্গ এবং এই লিঙ্গের প্রভেদক, তাহা বলি, শ্রবণ করুন। পার্থিব রুদ্রপ্রদর্শিত যে লিঙ্গ, সেই লিঙ্গই এই, এতদতিরিক্ত জ্যোতির্লিঙ্গ, এ বিষয়ে সংশয় নাই, মক্ষিকাপাদপ্রমাণ শিবনির্ম্মাল্যও স্পর্শ করিবে না। তাহা শুনিয়া ঋষিরা কহিলেন, কেন শিবনির্ম্মাল্য স্পর্শ করিতে নাই? সূত কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ। তোমরা ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যাহা শুনিয়াছি কহি। দক্ষশাপে এবং এখানকার এই দারুবন ব্যাপারে যে দোষ হইয়াছে, তৎসমস্তই লিঙ্গপক্ষে জানিবে; কিন্তু ভক্তের কোন দোষ হইবে না। আর রুদ্রপ্রদর্শিত লিঙ্গেই দোষ হইবে, সেই লিঙ্গেরই নির্ম্মাল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। ৪৪—৫১।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, অন্ধকের বধের কথা সূচিত হইয়াছে, তাহা আমরা ভাল করিয়া শুনি নাই, সেই উত্তম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বল। সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। হিরণ্যাক্ষ অসুরের পুত্র অন্ধক নামে বিখ্যাত দৈত্য, ব্রহ্মাকে আরাধনা করিয়া সুদুর্লভ বল প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিবেক উদয়ে যখন আমার দেহ ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মতুল্য হইবে তখনই আমার জীবন থাকিবে না, নচেৎ আমি জীবিত থাকিব। এবংবিধ বর লাভ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করত ত্রিলোক বিজয়ের উপক্রম করিল। দেবতাগণকে জয় করিল, দিক্‌পাল সকলকে বশীভূত করিল। অনন্তর দেবগণ স্বর্গত্যাগ করিয়া মন্দর পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অন্ধকও দেবতারা মন্দরাচল আশ্রয় করিয়াছেন শুনিয়া সসৈন্যে দেবনাশে সেইখানে গমন করিল। সেখানে দেবদানবের অতি যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে দানবেরা সর্ব্বতোভাবে পরাজিত হইল। তখন অন্ধক নৈঋতকোণে সমুদ্রের নিকটে একটী গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া সেই গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিল। সে সেই গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া প্রজা পীড়ন করত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত। মহাবলপরাক্রম সেই দানব এই প্রকারে প্রজাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সেই গর্ত্তটী ত্রিযোজন আয়ত নগরকল্প দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল এবং তাহাতে দৈত্যেরা বাস করিল। ইহাতে দেবতারা দুঃখিত হইলেন এবং এই সকল বৃত্তান্ত ভগবান্ শিবকে জ্ঞাত করাইলেন। ভগবান তাহা শুনিয়া দেবতাদের সৈন্য আনিতে আদেশ করিলেন এবং তিনি নিজেও সগণে গমন করিলেন। ১—১২। সেই দৈত্য গর্ত্ত হইতে নিঃসৃত হইলে, সেই সময়ে দেবতারা গর্ত্তকে আশ্রয় করিয়া দৈত্যগণের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন। দৈত্যাধিপতি অন্ধক পীড়িত হইয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলে, মহাদেব শূল দ্বারা তাহাকে তাড়িত করিলেন। অন্ধক সেই অবস্থায় তখন মহাদেবকে চিন্তা করিয়া বলিলেন, অন্তকালে তোমাকে দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ তোমার ন্যায় হওয়া যায়। সেই ভগবান এবংবিধ স্তুত হইয়া প্রসন্নমনে তাহাকে কহিলেন, বর প্রার্থনা কর, দান করিব। সেই দৈত্য তাঁহার বাক্য শুনিয়া কহিল, হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তো এই বর দান করুন যে, আপনাতে আমার ভক্তি থাকে। এখন তো বর লাভ করিয়াছি। পরজন্মেও যেন তাহাই হয়। সেই শম্ভু "তাহাই হইবে" বলিয়া তাহাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং নিজেও লোক হিতেচ্ছায় সেই গর্ত্তে রহিলেন। অন্যান্য দৈত্য সকলও বিনষ্ট হইল। জগৎ সুস্থ হইল। দেবতারা পরমসুখে স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৩—২০। ঈশ্বর সেখানে অবস্থিত হইয়া অন্ধকেশ্বর নামে আখ্যাত ও পূজ্য হইলেন। যে নিত্য অন্ধকেশ্বরকে পূজা করে, ষণ্মাসের মধ্যে তাহার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যে লোকত্যাগ-

হারী শিবকে নিত্য পূজা করে, সে কখন দুঃখী হয় না। সে অতুল সুখলাভ করিতে পারে। স্বকুটুম্বসম্বন্ধীর হিতকারক হইয়া, পরদ্রব্যাভিলাষে শিবারাধনা করিতে পারে, কিন্তু জীবিকার নিমিত্ত পারে না। ছয়মাস পর্য্যন্ত যে পরদ্রব্যাভিলাষী হইয়া শিবারাধনা করে, তাহাকে দেবলক বলিয়া জানিবে। দেবলক দ্বিজাধিকারে বঞ্চিত থাকে। এই সকল কথার পর, ঋষিরা আপনাদিগের বক্তব্য বলিয়াছিলেন। ২১—২৬।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, যে দেবল, তাহার কি কার্য্য? সূত কহিলেন, দধীচি নামে এক ধর্ম্মিষ্ঠ বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শিবভক্ত, শিবশাস্ত্রপরায়ণ; তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতেন, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। তাঁহার পুত্রের নাম সুদর্শন। সুদর্শনের দুষ্কুলোদ্ভবা দুকূলা নাম্নী পত্নী ছিল। দুকূলা স্বামীকে বশীভূত করিয়াছিল। তাঁহার চারিটী পুত্র হইয়াছিল। সুদর্শনও শিবপূজা করিতেন। হে ঋষিগণ! ব্রহ্মার পুত্র দধীচি পূর্ব্বে যেরূপ শিবপূজা করিতেন, এখনও সেইরূপ শিবপূজা ও নিত্যকর্ম্মে তৎপর ছিলেন। তিনি কর্ম্ম কিরূপে করিতে হয়, তাহা কহিতেন, নিজেও কর্ম্ম করিতেন, পরকেও করাইতেন। হে ঋষিগণ! এই প্রকারে তাঁহার কিছু কাল গত হইলে, তাঁহার দুর্দ্দৈব বশতঃ কোন সময়ে বিপরীত হইয়াছিল। যাহা হইয়াছিল, যথাশ্রুত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দধীচি কোন সময়ে গ্রামান্তরে গমন করিয়াছিলেন। জ্ঞাতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে গৃহে যাইতে দিল না। তিনি পুত্রকে শিবভক্ত হইতে কহিয়া গিয়াছিলেন, পুত্রও তাহাই করিতেন। হে ঋষিগণ! এরূপে শিবরাত্রি আসিল। তখন সকলে সংযুক্ত হইয়া উপবাস ও পূজা করিল। ১—১০। সুদর্শনও উপবাস করিয়া রাত্রিতে স্ত্রীসংসর্গ পূর্ব্বক পূজা করিতে লিঙ্গসমীপে আসিল। স্নান না করিয়া সেই মহাত্মার পূজা করিল; পশ্চাৎ প্রাতঃকালে তাহার জড়ত্ব হইল। অনন্তর মহাদেব সাক্ষাৎ হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। হে দুষ্ট! তুই শিবরাত্রিতে স্ত্রীসেবা করিয়া অস্নাত হইয়া আমার পূজা করিলি! তুই এই সকল জ্ঞাত হইয়াও যখন করিয়াছিস্, তখন তোর জড়তা হউক। রে পাপিষ্ঠ! আমাকে স্পর্শ করিস্ না, আমার দৃষ্টি হইতে দূর হ। শঙ্কর যাহা কহিলেন, তাহাই হইল। সেই সময়ে দধীচিও আসিয়া সেই ব্যাপার শুনিলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া 'হা হতোস্মি' এই প্রকারে খেদ করিতে লাগিলেন আর বলিলেন, কুপুত্র আমার কুল নষ্ট করিয়াছে। যাহার জন্য সুদর্শন পতিত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল, সেই সুদর্শনভার্য্যা এই সময়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সুদর্শনের পিতাও শিবকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া অতি দুঃখী হইলেন এবং শিবকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাঁহার পূজা আরম্ভ করিলেন। সুদর্শন পত্নীকে অভিশাপ প্রদান করিল যে, তুই পরজন্মে অসতী হইবি। পিতা পুত্রের নিমিত্ত গিরিজাকেও পূজা করিলেন, গিরিজা সন্তুষ্টা হইয়া সুদর্শনকে পুত্ররূপে স্বীকার করিলেন। সুদর্শনও নিজে গিরিজাকে পূজা করিতে লাগিল। ১১—২০। চণ্ডী এইপ্রকার পূজাতে প্রসন্না হইয়া স্বয়ং পুত্রের নিমিত্ত মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করিলেন। তিনি বৃষভধ্বজ ঈশ্বরকে পুনঃপুনঃ সন্তুষ্ট করিয়া, প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার ক্রোড়ে সুদর্শনকে স্থাপিত করিলেন। গিরিজা তখন পুত্রকে ঘৃতস্নান করাইলেন। ত্রিরাবৃত্ত গ্রন্থি সংযুক্ত উপবীত ধারণ করাইলেন এবং ষোড়শাক্ষর সংযুক্ত শিবগায়ত্রী উপদেশ করিলেন। সঙ্কল্প পূর্ব্বক "ওঁ নমঃ শ্রীশিবায়" এই মন্ত্র ষোড়শ বার জপ করাইয়া পাদ্যাদি ষোড়শোপচারে মন্ত্রোচ্চারণ করত বাদ্য পুরঃসর যথাবিধি বৃষভধ্বজকে এই ব্রাহ্মণ পূজা করিল। তখন গিরিজা, সুদর্শনকে নামমন্ত্রও অনেক বার জপ করাইলেন। মহাদেবের নিমিত্ত যাহা কিছু ধান্য, ফল, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই সমস্ত তাহাকে গ্রহণ করিতে কহিলেন। 'তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই' একথাও কহিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন, আমার কার্য্যে তুমি মুখ্য অগ্রে পূজনীয় বিশেষতঃ দেবীকার্য্যে। কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য-ব্রত এবং তোমার পূজার ফল তুল্য। তুমি যেখানে পূজিত না হইবে, সেখানে সকল কার্য্য নিষ্ফল হইবে। তুমি যেখানে থাকিবে, সেখানে আমার পূজা সম্পূর্ণ হইবে। ২১—৩০। পরমাত্মা শিব, মহাত্মা সুদর্শনের পুত্রচতুষ্টয়কে চতুর্দ্দিকে অভিষেক করিলেন এবং সুদর্শনকে উপদেশ দিলেন যে, তুমি বর্ত্তুলাকার তিলক করিবে, স্নান করিবে, শিবসন্ধ্যা করিবে, শিবগায়ত্রী জপ করিবে। এই প্রকারে আমার সেবা করিয়া, কুলোচিত অন্য কার্য্য করিবে। বেদমন্ত্র পাঠ করিবে না, তোমার যোগ্যমন্ত্র পাঠ করিবে। চণ্ডী ও চণ্ড শিব এই প্রকারে সুদর্শনকে পুত্রভাবে অনুগ্রহ করিয়া এবং তাহার পুত্রচতুষ্টয়কে অনেক বর দান করিয়া বোধিত করিলেন। তোমাদের মধ্যে একজন বটু যদি উভয় সৈন্যের মধ্যে এক পক্ষে থাকেন, তবে সেই পক্ষের জয় হইবে, ইহাতে সংশয় নাই এবং তোমরা যেখানে পূজিত হইবে, তাহাতেই আমার পূজা হইবে। বেদমন্ত্র ব্যতীত বরদান করিলেন। তোমরা সর্ব্বদা নিজ কর্ম্ম করিবে। তাহারা শিব-শিবা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া বটুক

নামে প্রসিদ্ধ হইল। যেহেতু তাহারা তপোভ্রষ্ট হইয়াছিল, এইজন্যও "তপোধম" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইল। কেবল শিব-শিবার কৃপায় পূজিত হইল। তাহাদের অগ্রে পূজা করিয়া, পরে মহাত্মা শঙ্করের পূজা করিবে। তাহাদেরই পূজা অগ্রে না হইলে, শঙ্করের পূজা হইবে না। শঙ্কর এই কহিয়াছেন। বটুক, শুভ বা অশুভ যাহাই হউক, তাহারা পরিত্যাজ্য নহে। ৩১—৭০। প্রাজাপত্য নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-ভোজনে এই বটুককে ভোজন করাইলে অধিক ফল হয় এবং শিব-শিবার কার্য্যে বটুকপূজায় বিশেষ ফল হয়। হে ঋষিগণ! এবিষয়ে একটী ইতিহাস আছে, কহিতেছি শ্রবণ করুন। অঙ্গকেশ সমীপবর্ত্তী কোন নগরে ভদ্র নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রাজাপত্য ব্রতে ব্রাহ্মণভোজনে যাহা হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শঙ্কর সেই রাজাকে একটী ধ্বজ দান করিয়াছিলেন। এবং তিনি বলিয়াছিলেন, আমার কার্য্য ও প্রাজাপত্যব্রত সম্পন্ন হইলে, প্রাতঃকালে এই ধ্বজকে উচ্ছ্রিত করিয়া রাখিলে রাত্রিতে পতিত হইবে, নচেৎ রাত্রিতেও পতিত হইবে না। তাহার শিবপূজা বিধানের এই নিয়ম ছিল—রাজা, সেই অবধি প্রতিদিন প্রাজাপত্য ও শিবব্রত করিতেন প্রাতঃকালে ধ্বজ উত্থাপিত করিতেন, কার্য্য সম্পন্ন হইলে এই ধ্বজ রাত্রিতে পতিত হইত, নচেৎ পতিত হইত না। এক সময়ে এস্থানে বটুক ভোজন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। রাজা তাহাকে ভোজন করাইয়া পাঠাইয়া দিলে, অন্যান্য বিপ্রে ভোজিত না হইলেও ধ্বজদণ্ড পতিত হইল। তখন রাজা ধ্বজদণ্ড পতিত হইল দেখিয়া চিন্তা করিলেন, ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতেছে, এসময়ে কেন ধ্বজ পতিত হইল? উত্থিত হওয়াই ত উচিত। ব্রাহ্মণদের কহিলেন, হে সত্যবাদী দ্বিজগণ! এবিষয়ে আপনারা সত্য বলুন। ৪১—৫১ তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন অগ্রে বটুককে ভোজন করাইয়াছেন, এইজন্য ধ্বজ পতিত হইয়াছে, যেহেতু তাঁহারা চণ্ডী ও শিবের পুত্র। শঙ্কর এই প্রকারে তাহাদের মহিমা বর্দ্ধন করিয়াছেন। পুরাবিদেরা তাহাদিগকে এইজন্য শ্রেষ্ঠরূপে কীর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলের অগ্রে শিবপূজা করিবেন এবং শেষে প্রার্থনা করিবেন যে, পূজা পূর্ণ হউক। এইহ তাঁহাদের কার্য্য, অন্য কিছুই নাই। হে মুনীশ্বরগণ! যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তর করিলাম। ইহা শুনিলে শিবপূজার ফল পাওয়া যায়। ৫২—৫৪।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, হে সূত! জ্যোতির্লিঙ্গের মাহাত্ম্য বল এবং তাঁহাদের উৎপত্তি যেরূপ শুনিয়াছ, তাহা কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন, আমি সকলই যথাজ্ঞান ও যথাশ্রুত কহিব। তাঁহাদের মাহাত্ম্য শতবর্ষেও কহা যায় না, তথাপি আপনাদের কিছু কহিব। মহাত্মা দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যা হইয়াছিল। সেই দক্ষ, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রকে দিয়াছিলেন। তাঁহারা চন্দ্রকে স্বামিরূপে লাভ করিয়া বিশিষ্ট শোভা ধারণ করিলেন। চন্দ্রমাও তাঁহাদিগকে পাইয়া নিরন্তর শোভা পাইতে লাগিলেন। মণি, সুবর্ণ সংযোগে প্রদীপ্ত হয়, সুবর্ণও মণির সঙ্গে দ্যুতি ধারণ করে। এ সময়ে যাহা হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। সকল পত্নীর মধ্যে রোহিণী নাম্নী পত্নী চন্দ্রের প্রিয়তমা হইয়াছিলেন, অন্য পত্নীরা সেরূপ হন নাই। অন্য পত্নীরা দুঃখিত হইয়া পিতার শরণাগত হইলেন এবং আপন আপন মনোদুঃখ সমস্তই পিতাকে জানাইলেন। পিতা তাঁহাদের দুঃখ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। তখন দক্ষ চন্দ্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন হে কলানিধে! নির্ম্মল কুলে তোমার জন্ম, আশ্রিতগণের প্রতি তোমার ন্যূনাধিক্য করা উচিত নয়, তাহাদের প্রতি সমান ভাব রাখিবে। জামাতাকে এই কথা কহিয়া দক্ষ নিশ্চিন্তচিত্তে নিজ গৃহে গমন করিলেন। ১—১১। কিন্তু চন্দ্র, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন না। যখন যাহার শুভ হইবে, তখন সে শুভ রোধ করা কাহারও সাধ্য নহে এবং যখন যাহার অশুভ হইবে, তখন তাহাও কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, সেইজন্য চন্দ্রও অবশ্যম্ভাবী ফলের বশবর্ত্তী হইয়া শ্বশুরের বাক্য রক্ষা করিলেন না। রোহিণীতে আসক্ত হইয়া অন্যান্য স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। তখন দক্ষ অতি দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার চন্দ্রের নিকট আসিলেন এবং চন্দ্রকে কহিলেন, তোমাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছি, তাহা অবজ্ঞা করিয়াছ, এইজন্য তুমি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হও। দক্ষ এইরূপ বলিলে, চন্দ্র তৎক্ষণাৎ ক্ষয়বিশিষ্ট হইলেন এবং অতি দুঃখিতান্তঃকরণে কোথায় যাই, কি করি, এই প্রকার খেদ করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইলে, সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। দেবতা, প্রাচীনঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা—সকলে দুঃখিত হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন, হায়! এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? কি করিলে এ রোগশান্তি হইবে? এই প্রকারে দুঃখিত ঋষি ও দেবগণ, চন্দ্রকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং তদীয় বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মাও তাঁহাদের কথা শুনিয়া কহিলেন, এরূপ গর্হিত কার্য্য চন্দ্র কেন করিল? চন্দ্র ত অতি [illegible],

কিন্তু দক্ষ এ কার্য্য কেন করিলেন? পূর্ব্বকালে এই দুষ্ট চন্দ্র অনেক মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে। ১২—২১। হে ঋষিগণ! চন্দ্রের পূর্ব্বতন কর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দুষ্ট চন্দ্র, বৃহস্পতির গৃহে যাইয়া তাহার পত্নী তারাকে হরণ করিয়াছিল। এই অকার্য্য করিয়া অনেক দৈত্যের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিল। আমি ও অত্রি তারাগ্রহণে চন্দ্রকে নিষেধ করিলে, তবে, চন্দ্র তারাকে ফিরাইয়া দেয়। বৃহস্পতিও তারাকে গর্ভবতী জানিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। যদি তারা গর্ভত্যাগ করিতে পারে, তবে গ্রহণ করিব, এই কথা কহিলেন। হে ঋষিগণ! তখন আমি গর্ভত্যাগ করাইয়া তারাকে কহিলাম, এই গর্ভ কাহার উৎপাদিত? তারা কহিল, চন্দ্রের। তার পর বৃহস্পতি আমাদের অনুরোধে তারাকে গ্রহণ করিলেন। এই প্রকার চন্দ্রের বহুতর মন্দ কর্ম্ম আছে তাহা কত আর বলিব? এখন উপায় কি করা যায়। যাহা হইবার তাহা হইবে, কে অন্যথা করিবে? অতঃপর চন্দ্র, শুভ প্রভাসক্ষেত্রে মঙ্গলপ্রদ, লোককর্ত্তা, দেবদেব মূর্ত্তিমান শিবকে যথাবিধি আরাধনা করুক, শিব প্রসন্ন হইলে তাহার পাপ নষ্ট হইবে। ২২—৩০। পদ্মযোনি ব্রহ্মার মুখে এবংবিধ বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবতা ও পুরাতন ঋষিরা, তখন দক্ষকে আশ্বাসিত করিয়া, [illegible] হইল, জামাতা বিনা, দক্ষ শাপ দিয়া বড় দুঃখিত হন চন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া প্রভাসে গমন করিলেন। চন্দ্র সেখানে সরস্বতীতীরে একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তীর্থ সকলকে আবাহন পূর্ব্বক যথাবিধি পার্থিব লিঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ের পূজা করিতে লাগিলেন। তখন দেবতা ও ঋষিরা প্রভাসে চন্দ্রকে রাখিয়া স্বীয় স্বীয় স্থানে গমন করিলেন। চন্দ্র ছয় মাস নিরন্তর তপস্যা করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দ্বারা বৃষভধ্বজকে পূজা করিলেন, দশকোটি মন্ত্র জপ করিলেন। তখন লোকমঙ্গলকারক ভগবান্ বৃষভধ্বজ শঙ্কর প্রসন্নমনে চন্দ্রকে কহিলেন, হে চন্দ্র! বর প্রার্থনা কর, যাহা তোমার মনের অভীপ্সিত হয়। চন্দ্র কহিলেন, হে দেবেশ! যখন আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমার কিছুই অসাধ্য নাই; তথাপি প্রার্থনা করিতেছি, আমার শরীরের ক্ষয় নিবারণ করুন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, শুভবিধান করুন। চন্দ্র এরূপ কহিলে শিব কহিলেন, হে চন্দ্র! কৃষ্ণপক্ষে তোমার কলার প্রতিদিন ক্ষয় হইবে। শুক্লপক্ষে সেই কলার নিরন্তর বৃদ্ধি হইবে। মহাদেব এইপ্রকার বর দান করিলে দেবতা ও ঋষিরা হর্ষভরে তখন তথায় আগমন করিলেন। আসিয়া চন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিলেন, হে স্বামিন্! উমার সহিত আপনি এখানে অবস্থিতি করুন। চন্দ্র, মন্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রভু নিরাকার হইয়াও সাকার হইলেন। শিব প্রসন্ন হইয়া, সেই ক্ষেত্রকে উত্তম বস্তির স্থান করিবার জন্য এবং চন্দ্রের যশের নিমিত্ত চন্দ্রের নামানুসারে সোমেশ্বর নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইলেন। ৩১—৪৪। এই চন্দ্রই ধন্য ও কৃতকৃত্য, যেহেতু শঙ্কর ইঁহার নামে জগৎ পবিত্র করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। সেই চন্দ্রকুণ্ড সকলে প্রতিষ্ঠা করিলে শিব এবং ব্রহ্মা, সেই কুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্দ্ধন করিলেন। পাপনাশক প্রসিদ্ধ চন্দ্রকুণ্ডে যে স্নান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। রোগের শান্তি হয়। তাহাতে ছয়মাস স্নান করিলে অসাধ্য রোগও নষ্ট হয়। কুষ্ঠিও তথায় স্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হয়। প্রভাসতীর্থ প্রদক্ষিণ করিলে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফল পাওয়া যায়। যে যে ফল উদ্দেশ করিয়া সেই তীর্থ করা যায়, নিশ্চয় সেই সেই ফল সেখানে পাওয়া যায়। ঋষিরা ও দেবতারা এবংবিধ ফল দেখিয়া, চন্দ্রের সহিত সহর্ষে শিবকে প্রণাম করিয়া, সেই তীর্থ প্রদক্ষিণ করিলেন এবং প্রশংসা করিতে করিতে স্বস্থানে গমন করিলেন। চন্দ্রও নিজ পূর্ব্বকার্য্য করিতে লাগিলেন। ৪৫—৫২। হে মুনীশ্বরগণ! এই সোমেশ্বরের কথা কহিলাম। সোমেশ্বর লিঙ্গ এই প্রকারে উৎপন্ন। যে তাঁহার উৎপত্তি শ্রবণ করে, সে পাপমুক্ত হয়। অতঃপর মল্লিকার্জ্জুন লিঙ্গের উৎপত্তি কহিব। পূর্ব্বে যাহার প্রস্তাব হইয়াছে, অদ্য তাহা কহিব। কুমারের বিয়োগে গিরিজাকে দুঃখিতা দেখিয়া শম্ভু কহিলেন, হে প্রিয়ে! উৎকট দুঃখ ত্যাগ কর, তোমার পুত্র আসিবে। যখন গিরিজা, সে কথায় শান্ত হইলেন না তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণকে কুমারসমীপে পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলে হর্ষান্বিত হইয়া কুমারকে আনিতে গমন করিলেন। গমন করিয়া কুমারের আগমনের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন, তিনি যখন আগমন করিলেন না, তাঁহারা তখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাহাতে গিরিজা ও শম্ভু, অতি দুঃখিত হইয়া শীঘ্র কার্ত্তিকেয় সমীপে গমন করিলেন। পুত্র, তথা হইতে আরও তিন যোজন দূরে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৫৩—৬০। তাঁহারা (শিবশিবা) তখন সেখানে আসীন হইয়া জ্যোতীরূপ ধারণ করিলেন। সেই দিন হইতে মল্লিকার্জ্জুন নামে শিবের লিঙ্গ ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ হইল। সেস্থানে সনাতন মহাদেব জ্যোতীরূপে অবস্থান করিলেন। সেই লিঙ্গ দেখিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, দুঃখ দূরে যায় এবং অত্যন্ত সুখ হয়। পুনর্ব্বার তাহাকে জননীগর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ধন, ধান্য, প্রতিষ্ঠা, আরোগ্য সকল অভীষ্ট সম্পূর্ণ হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দ্বিতীয় জ্যোতির্লিঙ্গের কথা কহিলাম। ৬১—৬৫।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, হে সূত! তুমি ব্যাসপ্রসাদে সকল পদার্থই অবগত হইয়াছ। জ্যোতির্লিঙ্গের উপাখ্যান শুনিয়াও তৃপ্তি হইতেছে না। সেইজন্য জ্যোতিলিঙ্গের কথা বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন, আপনাদের সঙ্গলাভে আমি ধন্য হইয়াছি, কৃতকার্য্য হইয়াছি; এই পাপনাশিনী কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সকল দেহীর মুক্তিদাত্রী অবন্তী নাম্নী নগরী আছে। সেই নগরীপ্রান্তে মহাপুণ্যা লোকপাবনী ক্ষিপ্রা (শিপ্রা) নদী প্রবাহিতা। সেই নগরীতে আহিতাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণ বেদপ্রিয় নামক এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বাস করিতেন। তিনি বেদপাঠ ও বেদোক্ত কর্ম্ম করিতেন এবং সতত শিবপূজাপরায়ণ ছিলেন। সেই দ্বিজ প্রত্যহ পার্থিব লিঙ্গ পূজা করিতেন। সম্যক্‌জ্ঞানী সেই বিপ্র তখন সকল কর্ম্মের ফললাভ করিয়া, সদ্গতি লাভ করিলেন। হে ঋষিগণ! তাঁহার চারিটী তাদৃশ পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম দেবপ্রিয়, দ্বিতীয় প্রিয়মেধ, তৃতীয় সুবৃত্ত, চতুর্থ ধর্ম্মবাদী সুব্রত। তাঁহারাও বেদোক্ত কর্ম্মকর্ত্তা ও শিবপূজাপরায়ণ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মই তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়; পিতা যেরূপ ছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পুণ্যবলে পৃথিবীতে সুখ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের গুণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই অবন্তী নগরী যেন ব্রহ্মতেজোময়ী হইল। ঐ সময়ে সেখানে যাহা হইয়াছিল, শুনুন। রত্নমাল পর্ব্বতে দূষণ নামে মহাসুর ছিল। সেই বলবান্ দৈত্যরাজ নিরন্তর ধর্ম্মদ্বেষ করিত এবং ব্রহ্মার বর পাইয়া সে, জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞান করিল। সেই অসুর, পৃথিবীতে বেদোক্ত ধর্ম্ম, স্মার্ত্ত ধর্ম্ম সকলকে নষ্ট করিতে লাগিল। যেরূপ সিংহ শশক সকল নষ্ট করে, তদ্রূপ সেই দুষ্ট, যত বেদধর্ম্ম ছিল, সব দূর করিয়া দিল। সকল তীর্থস্থানে অরণ্যে যে যে ধর্ম্ম ছিল, সেই এক দুরাত্মা তৎসমুদয় নষ্ট করিল। কোথায়ও আর বেদোক্ত ধর্ম্ম রহিল না। ১—১৬। সে দেখিল, এখন এই দেশে এক অবন্তী নগর রম্য আছে; এইরূপে চিন্তা করিয়া যাহা করিয়াছিল; অতঃপর তাহাই শ্রবণ করুন। সেই অসুর বহুসৈন্যপরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিকটে উপস্থিত হইল এবং নিজ সৈন্যগণকে বলিল, এই হৃষ্টপুষ্ট ব্রাহ্মণগণ কি আমার কথা রাখিবে না? হে দৈত্যসত্তমগণ! আমি জগতের সকল দেবগণ ও রাজগণকে বশীভূত করিয়াছি; ব্রাহ্মণগণকে কি জয় করিতে পারিব না? যদি বাঁচিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, শৈবধর্ম্ম এবং যাগযজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিয়া, সুখভাগী হও; নচেৎ তোমাদিগের জীবন থাকিবে কি না ও সুখে বাস রহিবে কি না সন্দেহ। তখন চারজন মহাবল দৈত্য ব্রাহ্মণদিগকে এই কথা বলিতে নিশ্চয় করিয়া, চতুর্দ্দিকে গমন করিল। তাহাতে বোধ হইল, যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। অবন্তীবাসী ব্রাহ্মণগণ, দৈত্যগণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন না; কারণ তাঁহারা শিবধ্যানে তৎপর। সেই ধৈর্য্যসম্পন্ন ঋষিগণ, পরম চিন্তা হইতে অল্পমাত্রও বিচলিত হইলেন না; মনে করিলেন, এ সকল ক্ষুদ্র দৈত্যগণ শিবের নিকটে অতি সামান্য। ইত্যবসরে অবন্তীনগরী দৈত্যগণে পরিব্যাপ্ত হইল। লোক সকল দূষণপীড়িত হইয়া ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইল এবং বলিতে লাগিল, হে স্বামিগণ! দুষ্ট দৈত্যগণ উপস্থিত হইয়াছে, বহুতর লোকের সংহারও করিয়াছে, ক্রমে আরও আসন্নতর হইতেছে; এখন কর্ত্তব্য কি? উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ, তাহাদিগের সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, শুন, শত্রুদিগের ভয়াবহ পরাক্রম বা সৈন্য আমাদিগের নাই; অস্ত্রশস্ত্রও নাই যে, ইহারা পরাঙ্মুখ হইবে। তবে সাহসের মধ্যে এই যে রক্ষক-ব্যক্তি যদি সামান্য ব্যক্তিও হয়, তথাপি রক্ষিতদিগের পীড়া নিরাকরণে তাহাদিগের অভিমান হয়, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বসমর্থ শিবের কি তাহা হইবে না? ১৭—২৮। শিব আজ আমাদিগের রক্ষা করুন; শিব ভিন্ন আমাদিগের আর রক্ষাকর্ত্তা নাই। এইরূপ ধীরতা অবলম্বনপুরঃসর শিবপূজা ও প্রণিধান করিয়া শিবধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পূরক, কুম্ভক ও রেচকরূপ প্রাণায়ামে রত হইলেন। দূষণ-দৈত্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া "ইহাদিগকে বধ কর, বন্ধন কর" এইরূপ বলিল; কিন্তু তাঁহারা শিবধ্যানে আসক্তচিত্ত হওয়াতে তাহা শুনিতে পাইলেন না। এমন সময়ে পার্থিব-শিবলিঙ্গপূজনস্থানে শব্দযুক্ত এক গর্ত্ত হইল; দীনজনের দুরাবস্থা দর্শনে মহাকাল, তথা হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। "ব্রাহ্মণগণের নিকটে আসিস্ না, দূরে গমন কর্" এই কথা বলিয়া দেবদেব হুঙ্কার মাত্রে দূষণাসুরকে ভস্মসাৎ করিলেন। কিঞ্চিৎ সৈন্যকে তিনি স্বয়ং নষ্ট করিলেন, কিঞ্চিৎ সৈন্য পলাইয়া গেল আর দূষণকে ত সেই পরমাত্মা শিব সংহার করেন। যেমন অন্ধকার সূর্য্যদর্শনে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ তদীয় সৈন্য শিবদর্শনে নষ্ট হইয়া গেল। স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, পুষ্পবৃষ্টি হইল। তখন শিব, প্রসন্নভাবে ব্রাহ্মণগণকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। তাঁহারা দেবদেব শিবকে বলিলেন, দেব! আমাদিগকে মুক্তি প্রদান করুন এবং হে শিব! লোকরক্ষার জন্য আপনাকে এস্থানে থাকিতে হইবে। ব্রাহ্মণগণ, এই কথা বলিলে, শিব, দ্বিজগণকে মুক্তি প্রদান করিয়া ভক্তরক্ষার জন্য সেই সুশোভন গর্ত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই দ্বিজগণ, মুক্তিলাভ করিয়া শিবসমীপে ক্রোশমধ্যে লিঙ্গস্বরূপী হইয়া রহিলেন। সেই গর্ত্তস্থিত শিব, ত্রিভুবনে মহাকালেশ্বর নামে বিখ্যাত।

হে ঋষিবরগণ! তাঁহাকে অবলোকন করিলে স্বপ্নেও আর দুঃখলাভ হয় না। যে, যে কামনা করিয়া সেই মহাকালেশ্বরের সেবা করিবে, সে, সেই ফল প্রাপ্ত হয়; এই সমস্ত বিষয় বলিলাম, এক্ষণে পরম কথা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ওঙ্কারযন্ত্র যেরূপ ছিল, তাহা শ্রবণ করুন। কোন সময়ে *স্বয়ং ভগবান্ নারদ, গোকর্ণ শিবের নিকট গমন করিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে প্রস্থান করেন। তথায় তিনি বহুমানপুরঃসর বিন্ধ্যকর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। তখন বিন্ধ্য বলিলেন,* আমাতে সকল বস্তু সর্ব্বদা সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। দর্পহারী নারদ, এইরূপ তাহার সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাসশব্দ শ্রবণে বিন্ধ্য বলিলেন, আপনি আমাতে কিসের ন্যূনতা দেখিলেন যে, নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন? তৎ-শ্রবণে নারদ বলিলেন, শুন; তোমাতে সকল বস্তু আছে বটে,তথাপি সুমেরুই সর্ব্বপ্রধান; কেননা, সুমেরু দেবগণের মধ্যে গণ্য আর তুমি কদাচ তাহা নহ। তথায় নারদ এই কথা বলিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। ২৯—৪৭। বিন্ধ্য, অনুতপ্ত হইয়া আপনার জীবনাদির প্রতি ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর শম্ভুকে আরাধনা করিয়া "এই সুমেরুকে জয় করিব" এরূপ নিশ্চয় করিলেন। অনন্তর তিনি তথাতেই ওঙ্কারযন্ত্রে পার্থিব শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, ছয়মাস নিরন্তর শিবারাধনা করিলেন। কেবল শিবধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিলেন আসন হইতে বিচলিত হন নাই। অনন্তর শম্ভু প্রসন্ন হইয়া যোগিগণের দুর্লভ ভক্তগণের অভিলষিত বেদবর্ণিত রূপ তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, আমার নিকট তোমার অভিলষিত বিষয় ব্যক্ত কর। বিন্ধ্য বলিলেন, হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিলাষানুরূপ বুদ্ধিশক্তি প্রদান কর। তখন শিব ভাবিলেন, কি করি? যখন এ ব্যক্তি এই বর আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছে, অতএব প্রদান করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই অশুভ বরদান পরের দুঃখাবহ; সুতরাং অনুচিত কার্য্য হইতেছে। এরূপ হইলেও শিব সেই বর তাহাকে প্রদান করত বলিলেন, যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হইবে। এমত সময়ে দেবগণ এবং পবিত্র ঋষিগণ, শঙ্করকে পূজা করিয়া বলিলেন, এইস্থানে আপনাকে থাকিতে হইবে। লোকসুখের জন্য দেবদেব, তাহাই করিলেন। ওঙ্কারযন্ত্রে এক লিঙ্গ এবং পার্থিব মূর্ত্তিতে এক লিঙ্গ এই প্রকারে এক লিঙ্গই দুইরূপে উদ্ভূত হইলেন। ওঙ্কারযন্ত্রাবির্ভূত সদাশিবের নাম ওঙ্কার। আর পার্থিব মূর্ত্তিতে আবির্ভূত লিঙ্গের নাম অমরেশ্বর। তখন দেবগণ ও ঋষিগণ, সেই শিবের পূজা করিয়া সন্তোষ সাধন পূর্ব্বক এই সমস্ত বরপ্রদান করিলেন;—যে মানব, ইঁহার পূজা করিবে, তাহার গর্ভে বাস হইবে না এবং যাহা অভীষ্ট ফল, তাহা লাভ করা যাইবে। এই কথা বলিয়া সেই সকল দেবগণ, অন্তর্হিত হইলেন। এই আমি আপনাদের নিকট ফলজনক ওঙ্কারলিঙ্গাবির্ভাব-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। অতঃপর পাপনাশক কেদারবিবরণ বলিব। ৪৮—৬১।

ষট্ চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন;—পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা হইতে স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। প্রিয়ব্রত নামে তাঁহার অতি তেজস্বী এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র; তিনি স্বয়ং তাহাদিগের বাসস্থান জন্য সুমেরু পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে পুনঃপুনঃ রথ ভ্রমণ করাইয়া ঐ পর্ব্বত সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্তদ্বীপ সৃষ্টি করিলেন। তৎকালে রথচক্রঘর্ষণ বশতঃ যে গর্ত্ত হইয়াছিল তাহাই সপ্তসমুদ্ররূপে পরিণত হয়। সেই মহাত্মা, এইরূপে সসাগর সপ্তদ্বীপ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক পুত্রকে এক একটী দ্বীপের আধিপত্যে স্থাপনপূর্ব্বক উত্তম বংশ বিস্তার করিয়া সুরলোকগত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপে সুখে রাজত্ব করেন। তৎপরে লোকনন্দন তৎপুত্র নাভি পিতার ন্যায় রাজ্যপরিপালন করেন। হে মুনীন্দ্রগণ! ঋষভ প্রভৃতি—তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মহাত্মা ঋষভের একশত পুত্র ছিল; তন্মধ্যে ভরতই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তাঁহার নয়জন পুত্র বৈরাগ্য বশতঃ মহাযোগী হইয়াছিলেন। রাজা জনক এই মহাত্মাদিগের নিকটই জ্ঞানউপদেশ প্রাপ্ত হন। অপর একাশীতি পুত্র ক্ষত্রিয়োচিত প্রজাপালনাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষমার্গের পথিক হন। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! মহাত্মা ঋষভ অবশিষ্ট নয় পুত্রের হিতার্থে জম্বুদ্বীপকে নয় খণ্ডে বিভক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে সর্ব্বাধিপত্যে দেববাঞ্ছিত এই খণ্ডে স্থাপন করেন। তদবধি তাঁহার নামে এই খণ্ডের নাম ভারত খণ্ড হইল। এই ভারত, সকল খণ্ডের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এমন কি, দেবগণও সকল সৎকর্ম্মফলে এই ভারতে জন্মগ্রহণে ইচ্ছা করেন। মুনীন্দ্রগণ! ভগবান্ বিষ্ণু লোকরক্ষার্থ উক্ত সমুদয়ের যে যে খণ্ডে যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা কীর্ত্তিত আছে। তন্মধ্যে এই ভারত খণ্ডে বদরিকাশ্রমে ভগবান্ বিষ্ণু নরনারায়ণরূপে অবস্থান করিয়া লোকহিতের জন্য নিয়ত তপস্যা করিতেছেন। উক্ত বদরিকাশ্রমে কেদার নামক হিমালয়ের একশৃঙ্গ আছে। ভক্তবৎসল শিব তাঁহাদিগের প্রার্থনায় পূজাসময়ে পার্থিব লিঙ্গে আবির্ভূত হইয়া তথায় আগমন করেন। একদা ভগবান্ শিব, তাঁহাদিগের পূজায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন;—"জগতে আপনাদিগের তপস্যার কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না, আপনা

পূর্ণকাম, শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য, তথাপি যখন আমার পূজা করিতেছেন, তখন আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ করুন।" ভগবান এই কথা বলিলে পর তখন স্বয়ং নরনারায়ণ বলিলেন—হে দেবদেব শঙ্কর। যদি প্রসন্ন হইয়া বরদানে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূজার জন্য স্বীয় জ্যোতির্মূর্ত্তিতে এই স্থানে স্বয়ং অবস্থান করুন। তাঁহারা এই বর প্রার্থনা করিলে সেই কেদার নামক হিমালয় শৃঙ্গে ভগবান শঙ্কর স্বয়ং জ্যোতির্মূর্ত্তিতে অবস্থান করিলেন। তিনি ত্রিতাপহারী সুতরাং নরনারায়ণ ঋষি তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান শম্ভু লোকের উপকারার্থ ও ভক্তগণকে আত্মদর্শন দিবার ইচ্ছায় কেদারেশ্বর নামে স্বয়ং তথায় আবির্ভূত হইয়া রহিলেন। দেবগণ ও সনাতন ঋষিগণ, বদরিকাশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। বদরিকাশ্রমবাসী ঋষিগণ, নিত্য তাঁহাকে পূজা করায় আপনাদিগকে পবিত্র বোধ করিলেন। শিবনামের এমনই মহিমা যে সেই দিন হইতে যে ব্যক্তি কেদারেশ্বরকে ভক্তিসহকারে পূজা করে স্বপ্নেও সে দুঃখভাগী হয় না। যে বৈষ্ণব হরি-[illegible] কার বলয় হস্তে ধারণ করে, সে হরমূর্ত্তি হয়। যে ব্যক্তি বদরিকাশ্রমে গিয়া ভগবান কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি দর্শন করে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। তথায় নর নারায়ণ ও কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া মনুষ্য মুক্তিভাজন হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! এক্ষণে আপনাদিগের জিজ্ঞাসা মত ইহা বলা হইল ইহা শুনিলে সমুদয় পাপ নষ্ট হয় ইহাতে সংশয় নাই। অতঃপর ভগবান ভীমশঙ্করের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১—৩১।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

…NA DEY … 1681 … CALCUTTA

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে মুনীন্দ্রগণ! ভক্তের কল্যাণদাতা ভগবান্ শঙ্কর কি নিমিত্ত কামরূপেশ্বর দেশে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ভীম নামে সর্ব্বপ্রাণীর উৎপীড়ক, ধর্ম্মদ্রোহী, লোকধ্বংসক এক মহাবলশালী রাক্ষস, কুম্ভকর্ণের ঔরসে ও কর্কটীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। তাহারা মাতা ও পুত্রে সহ্যপর্ব্বতে বাস করে। দশরথের পুত্র রাম লোকভয়ঙ্কর কুম্ভকর্ণকে বধ করাতে কর্কটী বালকপুত্রকে লইয়া সহ্যপর্ব্বতেই বাস করিতে থাকে। একদা ভীম, বাল্যকালে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, মাতঃ, আমার পিতা কে? কেনই বা তুমি একাকিনী রহিয়াছ? পুত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রাক্ষসী বলিল;—বৎস! তোমার পিতা রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ। রাম সেই রাবণ ও মহাবলশালী কুম্ভকর্ণকে বধ করিয়াছেন। তিনি একবার মাত্র আমার নিকট এই স্থানে আসিয়াছিলেন। আমি লঙ্কা কখন দেখি নাই,—এই স্থানেই বাস করি। আমার পিতার নাম কর্কট, মাতার নাম পুষ্কসী। পূর্ব্বে বিরাধ নামক রাক্ষস আমার ভর্ত্তা ছিলেন। তিনিও রামকর্ত্তৃক নিহত হয়েন। স্বামীর মৃত্যু হইলে আমি পিতামাতার নিকট অবস্থান করি। একদিন আমার পিতামাতা মহাতপা সুতীক্ষ্ণ মুনিকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, সেই মহাত্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভস্ম করেন। এইরূপে পিতৃমাতৃহীন হইয়া আমি একাকিনী এই পর্ব্বতে দুঃখিতভাবে বাস করিতেছি,—এমন সময়ে রাবণের কনিষ্ঠ কুম্ভকর্ণ আসিয়া আমায় সম্ভোগপূর্ব্বক এই স্থানে রাখিয়া প্রস্থান করেন। তৎপরে মহাবল-পরাক্রমশালী তুমি উৎপন্ন হইলে। আমি তোমাকেই অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিতেছি। ভীমপরাক্রম ভীম, মাতার এই বাক্য শুনিয়া কুপিত হইয়া চিন্তা করিল,—কিরূপে হরির অনিষ্ট করিতে পারিব। আমার পিতা মাতামহ ও বিরাধ রাক্ষস ইঁহা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন ইহাতে যৎপরোনাস্তি দুঃখ দেওয়া হইয়াছে। আমি যদি বিরাধ বা কুম্ভকর্ণের পুত্র হই, তবে অবশ্যই হরির অনিষ্ট আচরণ করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সে ব্রহ্মার উদ্দেশে তথায় সহস্র বৎসর ঘোর তপস্যা করিল। যখন সে ঊর্দ্ধবাহু একপাদে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মার ধ্যান করত ঘোর তপস্যা করিতে লাগিল; তখন তাহার মস্তক হইতে অতি ভীষণ তেজ বহির্গত হইয়া দেবগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন,—"হে পিতামহ! হে ব্রহ্মন্! তপস্যাকারী ভীম নামক রাক্ষসের তেজ লোকপীড়নে উদ্যত হইয়াছে, এক্ষণে সে দুরাত্মা যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই তাহাকে দিউন। নতুবা আমরা সকলেই তাহার তেজে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইব।" লোক পিতামহ ব্রহ্মা—তাঁহাদিগের এই বাক্য শুনিয়া সেই দুরাত্মা রাক্ষসকে বরদানার্থ গমন করিলেন। তখন ব্রহ্মা হংসোপরি আরোহণ করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"হে ভক্ত! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি কি বর চাও, বল।" রাক্ষস ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া বলিল,—"হে দেব কমলাসন! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছেন, তবে আমাকে অতুল বল দান করুন।" সে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাকে নমস্কার করিল। ভগবান্ ব্রহ্মাও, তাহাকে বরদান করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। তখন রাক্ষস ভীম, ব্রহ্মার বরে অমিতবলশালী হইয়া মাতাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিল,—"মাতঃ! দেখুন, অদ্য আমি দেবগণের উচ্ছেদ সাধন করি।" এই কথা বলিয়া প্রবল

পরাক্রান্ত ভীম প্রথমে তথাকার কামরূপ দেশের রাজাকে বন্ধন ও তাড়নপূর্ব্বক তাঁহার হস্তী, অশ্ব, রথ, ছত্র, চামর ও শিবিকাদি যান হরণ করিয়া তদীয় রাজ্য গ্রহণ করিল। হে মুনীন্দ্রগণ! তখন ধার্ম্মিকবর পরমবৈষ্ণব বিশুদ্ধ রাজা, সেই দুরাত্মা রাক্ষসকর্ত্তৃক শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া হিত কামনা পূর্ব্বক পার্থিব শিবমূর্ত্তি গঠিত করিয়া নির্জ্জনে শিবের আরাধনা আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই নৃপশ্রেষ্ঠ, মানস স্নানাদি কর্ম্ম করিয়া বিবিধ গঙ্গাস্তব পাঠপূর্ব্বক যথাবিধি শিবপূজা করিলেন। পূজাকালে বিধিপূর্ব্বক ধ্যান, প্রণাম, স্তব, মুদ্রা ও আসনাদি করিয়া তিনি সানন্দমনে ভগবান শঙ্করের আরাধনা করত প্রণবযুক্ত "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি অন্য কার্য্য করিবার অবসর পাইলেন না। কেবল মাত্র এই সকল কার্য্য হিতকামনায় করিতে লাগিলেন। দক্ষিণা নামে তাঁহার প্রিয়তমা পতিব্রতা পত্নীও উক্তরূপে শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সেই দম্পতি এক মনে পরম ভক্তিসহকারে অভীষ্টদাতা শঙ্করের উপাসনায় নিরত রহিলেন। হে মুনীন্দ্রগণ। এদিকে রাক্ষস সমগ্র পৃথিবী বশীভূত করিয়া, সনাতন বেদধর্ম্ম, উপনিষদ্‌ধর্ম্ম ও স্মৃতিধর্ম্ম বিলোপ করত সমস্ত স্বয়ং ভোগ করিতে লাগিল। ঋষি ও দেবগণ সেই রাক্ষস কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হওয়ায়,অতি দুঃখিত হইয়া, শিবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা পবিত্র মহাকোশী নদীর তটে পার্থিব মূর্ত্তি রচনাপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করত কল্যাণদাতা ভগবান শঙ্করকে বিবিধ স্তোত্রে স্তব ও প্রণামাদি করিয়া, প্রসন্ন করিয়াছিলেন। তখন ভগবান্ শম্ভু দেবগণকে বলিলেন,—হে দেবগণ। আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর, আমায় তোমাদিগের কি কার্য্য করিতে হইবে বল। তিনি এই কথা বলিলে দেবগণ ভগবান শম্ভুকে বলিলেন,—হে দেবদেব। আপনি সমস্তই জানেন, আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই, তথাপি শ্রবণ করুন। হে দেব সদাশিব। ভীম নামে এক রাক্ষস দেবগণের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক সেই দুষ্ট রাক্ষসকে শীঘ্র বধ করিয়া, তাহাদিগের প্রিয়কার্য্য সাধন করুন। দেবগণের বাক্য শুনিয়া, ভগবান্ শঙ্কর তথাস্তু বলিয়া, তাহাদিগকে বলিলেন,—হে দেবগণ। তোমাদিগকে যেমন সে উৎপীড়িত করিতেছে, তেমনই মদীয় ভক্ত কামরূপেশ্বরকে নিয়ত ক্লেশ দিতেছে, অতএব জানিও, অচিরেই তোমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এইরূপ আশ্বাসবাক্য শুনিয়া, তখন দেব ও মহর্ষিগণ পরমানন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ভগবান শিবও প্রমথগণের সহিত হিতার্থে গমন করিলেন। ইত্যবসরে কতিপয় রাক্ষসানুচর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল,—"হে রাক্ষসরাজ! আপনা কর্ত্তৃক বন্দীকৃত কামরূপ প্রদেশের রাজা পার্থিব শিবলিঙ্গের সম্মুখে ধ্যাননিমগ্ন হইয়া আপনার অভিচার করিতেছে, এক্ষণে শুনিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করুন।" রাক্ষস লোকমুখ এই সংবাদ শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজাকে বধ করিতে গমন করিল।" সে তথায় গমনপূর্ব্বক পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রভৃতি দেখিয়া এবং রাজা নিজ মতবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাইয়া, কুপিত হইয়া, পূজোপকরণ সমেত শিবলিঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে ইহা মনে স্থির করিয়া, তাহাকে বলিল,—রাজন্! তুমি কি করিতেছ সত্য বল, তোমায় বধ করিব না, নতুবা নিশ্চিতই যমালয়ে প্রেরণ করিব। রাজা, রাক্ষসের এই বাক্য শুনিয়া সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া, যাহা হইবার তাহাই হইবে, এই ভাবিয়া, বলিতে লাগিলেন, এই পার্থিব শিবলিঙ্গে, দয়াময় শঙ্কর বিরাজমান আছেন। আমি হীন, সেবার অযোগ্য, তজ্জন্যই তিনি আমার শুভ সম্পাদন করিতেছেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা আছে,—যে আমার ভক্তকে দারুণ উৎপীড়িত করিবে, আমি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য সেই দুরাত্মাকে নিঃসংশয় বধ করিব। সেই প্রতিজ্ঞা অবশ্যই তিনি পালন করিবেন। এইরূপ বলিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক রাজা ভগবান শঙ্করের ধ্যান করিয়া রাক্ষসকে পুনরায় বলিলেন,—মহারাজ। এক্ষণে আমি আপনার আয়ত্ত, অতএব যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন। আমি ভগবান শঙ্করের উপাসনা করিতেছিলাম, এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন। রাজা নির্ভীকভাবে রাক্ষসরাজের অবমাননা করত এই সত্য বাক্য শিব প্রীতির জন্য বলিয়াছিলেন। তখন রাক্ষসরাজ ভীম তাহার এই বাক্য শুনিয়া বলিল,—আমি শঙ্করকে জানি, সে আমার কি করিবে? মদীয় পিতৃব্য রাবণ যাহাকে কিঙ্করের ন্যায় স্থাপন করিয়াছিলেন সেই শঙ্করের বল সাহায্যে তুমি জয় করিতে ইচ্ছা কর, তবেই তোমার নিঃসন্দেহ জয় সিদ্ধ হইয়াছে। যাবৎ না—তোমার প্রতিপালক শঙ্করের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতেছে তাবৎ এইরূপ বোধ থাকিবার সম্ভব কিন্তু দেখা হইলে সবই প্রকাশ হইবে. সে যাহা হউক, রাজন্! অবিলম্বে এই শিবলিঙ্গ দূর করিয়া দিবে নতুবা—আমি শরীরে কি বল ধারণ করি দেখিতে পাইবে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, আমি পামর বলিয়া শঙ্করকে দূর করিয়া দিব বটে কিন্তু তিনি সর্ব্বোত্তম, কখনই আমায় ত্যাগ করিতে পারিবেন না। তৎপরে রাক্ষস, রাজার কথায় হাস্য করিয়া বলিল,—উন্মত্ত, ঘোর বিষয়ী শঙ্কর নিজেরই উদরান্নের জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়,—সে আবার কি দিবে। যোগের তত্ত্ব কিরূপে জানিবে? ভক্তকেই বা কেমনে প্রতিপালন করিবে? রাজন। ইহা মনে বুঝিয়া শিবের আরাধনা ত্যাগ কর। তোমার আরাধ্য দেব শঙ্কর আসুক, আমি যুদ্ধ করি। সে এই কথা বলিলে রাজা

উত্তর করিলেন,—আমি যুদ্ধের কথা বলিতে পারি না; তুমি শক্তিমান্, তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। রাজার এই বাক্য শ্রবণে রাক্ষস ভীম তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া "অদ্য তোমার আরাধ্যদেব শিবের ভক্তহিতজনক বল পরীক্ষা কর" ইহা বলিয়া রাজার প্রতি করাল করবাল নিক্ষেপ করিল। হে মুনীন্দ্রগণ। সেই নিক্ষিপ্ত করবাল রাজার গাত্র স্পর্শ করিতে না করিতে সেই পার্থিব মূর্ত্তি হইতে স্বয়ং ভগবান্ হর আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—আমি হংস মন্ত্রের রক্ষার জন্য ভীমেশ্বররূপে আবির্ভূত হইলাম, আমি ইতিপূর্ব্বে রাজাকে রক্ষা করিতে মানস করিয়াছিলাম; অতএব শীঘ্র আমার ভক্তরক্ষাক্ষম বল দেখ। ইহা বলিয়া শিব পিনাক দ্বারা সেই করবাল শত খণ্ডে খণ্ডিত করিলেন। তাহা দেখিয়া দুরাত্মা রাক্ষস ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল। ভগবান তাহা তৎক্ষণাৎ শত খণ্ড করিলেন। পুনরায় সেই দুষ্ট রাক্ষস শক্তি অস্ত্র ত্যাগ করিলে ভগবান তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন। তৎপরে দুরাত্মা রাক্ষস যে যে অস্ত্র ভগবানের প্রতি নিক্ষেপ করিল, তিনি তাহা স্বকীয় ত্রিশূল দ্বারা তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিলেন এইরূপে দুরাত্মার শস্ত্রক্ষয় হইলে প্রমথগণ ও রাক্ষসগণে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা দর্শনকারিগণের দর্শনে ক্লেশ উৎপাদন করিল। তখন সমগ্র পৃথিবী ব্যাকুল হইল। সমুদ্র পর্ব্বত, আকাশ, গ্রহ ও নক্ষত্র ক্ষুভিত হইল এবং দেব ও ঋষিগণ সকলেই দুঃখিত হইলেন। তৎকালে দেবর্ষি নারদ তথায় সমাগত হইয়া ভগবান শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—হে প্রভো। ক্ষমা করুন, অবিলম্বে এই দুষ্টগণের বধ সম্পাদন করুন। ভগবান শম্ভু, এইরূপে প্রার্থিত হইয়া হুঙ্কার দ্বারা সকল রাক্ষসগণকে ভস্ম করিলে তাহারা দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। দাবানল যেরূপ বন দগ্ধ করে, সেইরূপ শিবের ক্রোধে রাক্ষসগণ মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মীকৃত হইল। ভীমের ভস্ম যে কোথায় পড়িল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। ভীম সপরিবারে বিনষ্ট হইল; তাহার নাম আর শ্রুতিগোচর হইল না। হে মুনীন্দ্রগণ। তাহাতেও শিবের ক্রোধশান্তি হইল না, তাহা ফুৎকার হইতে জ্বালারূপে বনে বনে নিঃসৃত হইতে লাগিল। তখন রাক্ষসগণের যে ভস্মরাশি বন ব্যাপিয়া ছিল, তাহা নানা কার্য্যকরী ওষধিরূপে পরিণত হইল। সেই ওষধি হইতে রূপান্তর, বেশান্তর, ভূত, প্রেত, পিশাচাদির দূরীকরণ হয়। অধিক কি, হে ব্রাহ্মণগণ। পৃথিবীতে এরূপ কার্য্য নাই, যাহা তাহা হইতে সম্পন্ন হয় না। তখন দেবগণ আসিয়া প্রার্থনা-বাক্যে বলিলেন,—হে শম্ভো। আপনি শান্তি অবলম্বন করিয়া লোকের মঙ্গলহেতু এই দেশে অবস্থান করুন। এই দেশ অতি কুৎসিত ও অরণ্য ওষধিগণ অতি দুঃখদ; আপনাকে দেখিলে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ হইবে ও আপনি ভীম-শঙ্কর নামে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা হইবেন। এইরূপ প্রার্থনা করিলে ভগবান্ শঙ্কর তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১—৯৩।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ। অতঃপর মহাপাতকনাশন বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মুনীশ্বরগণ। এই যে কাশী নামে পুণ্য-ক্ষেত্র পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপিয়া আছে দেখিতেছেন, ইহা—যখন জগতে বস্তু সৃষ্টি হয় নাই, তখনও ছিল, ইহা কেন নির্ম্মিত হইল, তাহাই প্রথমে বলিতেছি। প্রথমে চিদানন্দস্বরূপ, নির্ব্বিকার সনাতন, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, নির্গুণ ও তেজঃস্বরূপ পরমাত্মা বিদ্যমান ছিলেন। তৎপরে প্রকৃতি ও পুরুষ তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়া, "আমাদিগের কি কার্য্য করিতে হইবে ও আমরা কাহার সৃষ্ট" যখন এইরূপ সংশয়াপন্ন হইতেছেন এমন সময়ে নির্গুণ পরমাত্মা হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হইল যে, তোমরা তপস্যা ও সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি করিবে। এই বাক্য শুনিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ বলিলেন,—তপস্যার স্থান দেখিতেছি না, আমরা এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিব? তৎপরে নির্গুণ পরমাত্মা স্বকীয় তেজের সারভূত, প্রাসাদাদি-উপকরণ-শোভিত, সুন্দর, পঞ্চক্রোশব্যাপী নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে তপস্যার্থ প্রদান করিলেন। ঐ কাশী-নগর অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া আছে। তথায় সেই পুরুষ নানাবিধ সৃষ্টিকামনা করিয়া, পরমপুরুষের আদেশক্রমে বহুকাল ধরিয়া ঘোর তপস্যা করিলেন। তপস্যাজনিত পরিশ্রমে তাঁহার গাত্র হইতে বিচিত্র জলধারা নিঃসৃত হইয়া, সমস্ত ব্যাপিয়া ফেলিল। অন্য কিছুই দৃশ্যমান হইল না। পরে ভগবান্ বিষ্ণু, তাহা দেখিয়া, "একি আশ্চর্য্য" বলিয়া মস্তক কম্পিত করিলেন? মস্তক কম্পন করিবা মাত্র ভগবানের কর্ণ হইতে মণি পতিত হইল। যেস্থানে ঐ মণি পতিত হইল, তথায় মণি কর্ণিকা নামে তীর্থ হইল। তখন নির্গুণ শিব জলরাশিপ্লাবিত সেই প্রাচীন পঞ্চক্রোশব্যাপিনী কাশীকে ত্রিশূলাগ্রে ধারণ করিলেন। বিষ্ণু তদুপরি প্রকৃতির সহিত নিদ্রাগত হইলেন। সেই জনার্দ্দন কিয়ৎক্ষণ জলোপরি শয়ন করিলে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে পিতামহ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন তিনি শিবের আজ্ঞাক্রমে সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মুনীন্দ্রগণ। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দৃশ্যমান হয়, সেই স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতন—সমস্তই তখন বিশেষ শিবতেজে ব্যাপ্ত

ছিল। তৎপরে চতুর্দ্দিকে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইল। তখন ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্ট হইল। মুনিগণ ঐ ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার পঞ্চাশ কোটি যোজন পরিমাণ বলিয়াছেন। ১—২০। যেরূপ জলে নৌকা ও তক্রে (ঘোলে) নবনীত পিণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ জলোপরি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতে লাগিল। ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজ উহা ধরিয়া রাখায় স্থির-ভাবে পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগে অৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধভাগ কল্পিত হইল। অবশিষ্টের অৰ্দ্ধভাগ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একভাগ ঊর্দ্ধে ও অপরভাগ অধোদেশে নির্দ্দিষ্ট হইল। মধ্যে ভূর্লোক ও তাহার অধোভাগে তল, অতল, সুতল, বিতল, মহাতল, পাতাল এবং রসাতল এই সপ্ত ভুবন স্থাপিত হইল। ঊর্দ্ধভাগে ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক উপরি উপরি বিন্যস্ত হইল। ইহাদিগের প্রত্যেকের বিস্তার ও সীমা নানা পুরাণে বর্ণিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব গ্রন্থবিস্তারভয়ে তদ্বর্ণনে নিবৃত্ত হইলাম। যে লোকে যাহাদিগের অধিকার, তাহারা তথাকার অধিবাসী। সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ, সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত, বিবিধ নদী ও নানাবিধ বিচিত্র বন, এই ব্রহ্মাণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নির্গুণ পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বিবিধ রূপ—ক্ষর ও অক্ষর। যাহা দৃশ্য, তাহাকে ক্ষর ও যাহা নির্গুণ, তাহাকে অক্ষর কহে। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ, এই ভূতময় রূপকে, সগুণ বলিয়া থাকেন। যেরূপ মণি ও সূত্র, পুষ্প ও গন্ধ এবং জ্যোতিঃ ও তেজ পরস্পরে সংলগ্ন, সেইরূপ নির্গুণে সগুণ ও সগুণে নির্গুণ এই দুই রূপ পরস্পর সংশ্লিষ্ট আছে। ইহা তত্ত্বদর্শী বিবেকবান্ পুরুষে জানিয়া থাকেন। যাহারা সগুণ ব্রহ্মকে জানিয়া পরে নির্গুণ ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা ঐ নির্গুণ ব্রহ্মকে জানায় সগুণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। যতদিন না নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ হয়, ততদিন সগুণ-উপাসনা করিবে। নির্গুণ লাভ হইলেই পুরুষের অহঙ্কার-নিবৃত্তি হয়। অহঙ্কার-নিবৃত্তি হইলে জীবভাব নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তখন পুরুষ সমস্তই ব্রহ্মময় দেখিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। তখন সেই যোগীর "সোহহং" ইত্যাকার জ্ঞান জন্মায়। ঐ জ্ঞান জন্মিলে তাহার বৈধ ও অবৈধ কর্ম্ম কিছুই থাকে না। এইরূপে সগুণ ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া লোকহিতের জন্য চিন্তান্বিত হইলেন। ২১—৪০। ভাবিলেন,—কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ জীব সকল পুনরায় কিরূপে আমার সাক্ষাৎকার করিবে? ইহা ভাবিয়াই শুভদায়িনী কর্ম্ম-বন্ধনচ্ছেদকরী এই পঞ্চক্রোশীর সৃষ্টি করিলেন এবং তথায় স্বয়ং পরমাত্মা "মদীয় অংশভূত এই ক্ষেত্র কদাচ ত্যাগ করিবে না" এই কথা বলিয়া অবিমুক্ত-লিঙ্গ স্থাপন করিলেন। ইহা করিয়া স্বয়ং হর ঐ ক্ষেত্রকে ত্রিশূল হইতে অবতারণ করিয়া মৃত্যুলোকে মোচন করিলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! ব্রহ্মার দিনাবসানে যখন জগতের ধ্বংস হয়, তখন ভগবান্ শিব এই ক্ষেত্র ত্রিশূল দিয়া ধরিয়া রাখেন এবং ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলে পুনরায় স্থাপন করেন। কর্ম্ম-বন্ধন কর্ষণ অর্থাৎ নাশ করে বলিয়া উহার নাম 'কাশী'। ঐ কাশীতে অবিমুক্ত শিবলিঙ্গ নিত্য বিরাজমান আছেন। ইনি মহাপাতকীদিগেরও মুক্তি দান করিয়া থাকেন। হে মুনিবরগণ! অপর পুণ্যক্ষেত্রে সারূপ্য-মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু এই কাশীতে সাযুজ্য নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যাহাদিগের অন্য কুত্রাপি সংসারসমুদ্রতরণে উপায় নাই, তাহাদিগের কোটি কোটি হত্যাপাপনাশিনী এই বারাণসীপুরী একমাত্র গতি। ভুক্তিমুক্তিদাতা বলিয়া কীর্ত্ত্যমান ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং দেব, ঋষি, সিদ্ধ ও মনুষ্যগণ এই কাশীতে মৃত্যুবাঞ্ছা করেন; অতএব ইহার সেবা সকলেই করিয়া থাকেন। এই কাশীর মাহাত্ম্য-সমুদয় শত শত বর্ষেও আমি বলিতে অক্ষম; তথাপি কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা নির্গুণ, গুণবান্ কৈলাসপতি ভগবান্ শঙ্কর, কাশী আগমন করিয়া পাপনাশন স্বকীয় অবিমুক্ত-লিঙ্গ দর্শন করিলেন। এই অবিমুক্ত-লিঙ্গের মাহাত্ম্য ভগবান্ ভব যাহা সবিস্তারে বলিয়াছিলেন, তাহা আমি, অধিক কি, মহাত্মা ব্রহ্মাও শত শত কোটি বর্ষেও বলিতে অক্ষম। তখন ঐ অবিমুক্ত-লিঙ্গ তাঁহাকে দেখিয়া পরমানন্দিত হইয়া নমস্কার, স্তব ও মন্ত্র দ্বারা দেবদেব শঙ্করকে পার্ব্বতীসহ পূজা করিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে দেবদেব! আমি আপনারই, আপনি কৃপাপূর্ব্বক লোকের হিত জন্য এই স্থানে অবস্থান করুন। পুনঃপুনঃ এই প্রার্থনা করিয়া তিনি সাশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার চরণ ধরিয়া রহিলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, হে দেব! আপনি এই কাশী রাজধানী গ্রহণ করুন। আমি অচিন্তনীয় সুখের জন্য ধ্যানে রত থাকি। ৪১—৬০। এই জগতে আপনিই একমাত্র মুক্তিদাতা, অতএব আপনি লোকের উপকারার্থ পার্ব্বতীসহ এই স্থানে থাকিয়া নিখিল জীবগণকে পরিত্রাণ করুন। তিনি এইরূপে প্রার্থনা করিলে ভগবান্ কৈলাসপতি কপালমোচনের জন্য লোকের উপকারার্থ তথায় অবস্থান করিলেন। নির্ম্মলান্তঃকরণ ঋষিগণ সূতের এই বাক্য শুনিয়া পরম ভক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কপাল-মোচনের বৃত্তান্ত কি? আমাদিগকে বল। সূত কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তাহা যথাশ্রুত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কোন সময়ে দেবদেব শঙ্কর, প্রিয় কামনায় পার্ব্বতীসহ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা বহু সমাদরপূর্ব্বক ধর্ম্ম হেতু অতিথিসৎকার দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা পঞ্চমুখে তাঁহার স্তব করিতে গিয়া একমুখে অপভ্রংশ শব্দ উচ্চারণ করিয়া-

ছিলেন। তখন ভগবান শঙ্কর স্তবে তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু যে মুখে অপভ্রংশ শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা দুর্ম্মুখ, অতএব ছেদনার্হ বিবেচনা করিয়া মনুষ্যগণের কল্যাণকারী ভগবান্ শিব দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তৃতীয় নেত্রপাতে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক দুর্ভাষী ব্রহ্মার মস্তক ছেদন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যাপাপ বশতঃ সেই মস্তক তাঁহার পৃষ্ঠে সংলগ্ন হইল। তিনি যথায় গমন করিতে লাগিলেন, সেই মস্তকও পৃষ্ঠসংলগ্ন হইয়া তথায় গমন করিল। এইরূপে পৃষ্ঠসংলগ্ন মস্তক ভগবান্ শিব লোকশিক্ষার্থ সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া অনেক বিচারের পর যখন নিজে মহিমা প্রকাশ করিতে করিতে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন, অমনি সেই মস্তক স্খলিত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া স্বয়ং লোকেশ্বর, ক্ষেত্রের আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য মনে মনে বিচার করিয়া, উহা বিখ্যাত করত অবিমুক্তেশ্বরের কথাক্রমে তথায় অবস্থান করিলেন। মুনীন্দ্রগণ তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া সংশয়াকুল-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মার মুখ কেন এরূপ বিরুদ্ধভাষী হইল? সূত বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা স্বীয় দুহিতা সরস্বতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক কামবিহ্বল-চিত্তে তাঁহাকে "অয়ি সুন্দরি! গমনে নিরস্ত হও" এই কথা বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া সরস্বতী ক্রুদ্ধভাবে অভিসম্পাত করিলেন যে, পিতা হইয়া তুমি যে মুখে ধর্ম্মবিরুদ্ধ অশুভ কথা বলিলে, সেই মুখে তুমি বিরুদ্ধভাষী হইবে। তদবধি ব্রহ্মা পঞ্চম মুখে অতি কঠোর দুষ্টশব্দ উচ্চারণ করিতেন। ৬১—৮০। পরে ভগবান্ শিব, তাঁহার দুষ্টভাষী মুখ ছেদন করেন। এই ভগবান্ শিবও পরব্রহ্মের আরাধনা ও স্মরণ করিয়া, পাপ দূর করিয়া থাকেন, নহিলে পাপ স্বয়ং দূরীভূত হয় না। হে ঋষিগণ! ইহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করিয়া থাকেন, মনুষ্যে তাহাই আচরণ করে ও উপদেশ করিয়া থাকে। সদাচারের প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরও তদনুরূপ কার্য্য করেন। যখন ঈশ্বরে পাপ সংলগ্ন হইল, তখন মনুষ্য ত কোন্ ছার? তীর্থস্পর্শে শিবের পৃষ্ঠ হইতে সেই মস্তক খসিয়া পড়িয়াছিল; অতএব এই তীর্থবর মহাপাতকের নাশন; এইরূপে জগতে তাহার মাহাত্ম্য ঘোষিত হইল। অথবা ভগবানের ইচ্ছা ও চেষ্টা কে জানিতে ক্ষম? নহিলে কোথায় অনঙ্গদাহ, আবার কোথায় অঙ্গে যুবতিধারণ! তিনি কণ্ঠে বিষ ধারণ করেন, তথাপি তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া থাকে। তিনি স্বয়ং দিগম্বর, কিন্তু ভক্তজনের স্থিরসম্পদবিধাতা। পিশাচমাত্র তাঁহার নিজ সৈন্য, কিন্তু তাঁহার ভক্তগণের চতুরঙ্গিণী সেনা। তাঁহার নিজ অঙ্গে নরমুণ্ডমালা ও তাঁহার ভক্তের গলে মুক্তামালা; তিনি স্বয়ং চিতা-ভস্ম মাখেন; কিন্তু ভক্তজনকে চন্দন মাখিতে দেন। বৃষ তাঁহার নিজ বাহন, কিন্তু ভক্তের বাহন হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি। গালবাদ্য তাঁহার নিজবাদ্য, কিন্তু ভক্তজনকে পটহবাদ্য দিয়া থাকেন। তাঁহার নিজ মস্তকে দিব্য জটা ও তাঁহার ভক্তের মস্তকে মুকুটাদি শোভা পাইয়া থাকে। তাঁহার নিজ ভূষণ সর্প, কিন্তু ভক্তের কুণ্ডলাদি। তাঁহার নিজ পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি, কিন্তু ভক্তজনকে সুন্দর পট্টবস্ত্র দিয়া থাকেন। তিনি নিজের জন্য একপ্রকার বিধান করেন, ভক্তের জন্য আর এক প্রকার করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তদিগকে, যে যাহা কামনা করে, তাহাই দিয়া থাকেন। অতএব ঋষিগণ! ঈশ্বরের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞেয়। ত্রিভুবন মধ্যে এই কাশীর ন্যায় পুণ্যক্ষেত্র আর দ্বিতীয় নাই। অথবা স্বয়ং হর—মর্ত্ত্যলোকে পাপিগণের পাপমোচনার্থ এই শুভক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। যে সে ভাবেই হউক, যখন সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর আসিয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন, তখন এই কাশীই ধন্য! যে দিন ভগবান্ কাশীক্ষেত্রে আগমন করেন, সেই দিন অবধি এই ক্ষেত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। হে ঋষিগণ! এক্ষণে আপনাদিগের জিজ্ঞাস্য মত বলিলাম। যে ব্যক্তি এই আখ্যান প্রতিদিন শ্রবণ করিবে, তাহার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। ৮১—৯৬।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে মহর্ষি সূত! বারাণসী যদি এতই পুণ্যক্ষেত্র, তবে এক্ষণে আমাদিগকে তাহার মাহাত্ম্য বল। সূত বলিলেন, ঋষিগণ! বারাণসী ও বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা ভগবতী পার্ব্বতী লোকের হিতকামনায় পরম আনন্দ সহকারে ভগবান্ শঙ্করকে পঞ্চক্রোশীর মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ বৃষধ্বজ! আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই বারাণসী-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সবিস্তার বলুন। তখন দেবদেব জগৎপতি, দেবীর এই বাক্য শুনিয়া জীবের মঙ্গল হেতু বলিলেন, দেবি! লোকের সুখনিদান, শুভাবহ উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অতি গোপনীয় হইলেও আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মদীয় বারাণসীক্ষেত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বজীবের মুক্তিহেতু। ভদ্রে! সংযতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধগণ এই বারাণসীক্ষেত্রে মৎসালোক্য-প্রাপ্তি-কামনায় জন্য ত্রিপুণ্ড্রাদি চিহ্ন ধারণপূর্ব্বক মদীয় ব্রত অবলম্বন করিয়া নিয়ত পরম যোগ অভ্যাস করেন। এই ক্ষেত্র বিবিধ বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ, নানা বিহঙ্গনিনাদিত, কমল উৎপল

প্রভৃতি পুষ্পশোভিত সরোবরে বিরাজিত ; সুতরাং অতি মনোহর। গন্ধর্ব্ব, নাগ ও অপ্সরোগণ ইহাকে সতত আশ্রয় করিয়া আছে। এই ক্ষেত্রে আমি যে কারণে সর্ব্বদা বাস করিতে ভাল বাসি, তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বদর্শী মদীয় ভক্ত লোক—রাগ, ভয়, ক্রোধ, দম্ভ ও মৎসর ত্যাগ পূর্ব্বক চিত্ত ও সর্ব্বকর্ম্ম আমায় সমর্পণ করিয়া মদীয় ভাবে সর্ব্বজগৎ দেখিয়া "সেই হরই আমি" এই বোধ করত দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী এবং ইষ্টলাভে হৃষ্ট ও অনিষ্টসংযোগে ম্লান না হইয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া ইহাকে তীর্থরাজ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ঐ ভক্তলোকে ও আমায়, কোন পার্থক্য নাই ; এই জন্যই এই তীর্থ আমার এত প্রিয়। অধিক কি, আমি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, সকলেই আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত উক্তরূপ পুরুষকে দর্শন ও তদধিষ্ঠিত স্থান বাঞ্ছা করিয়া থাকি। মৃত্যুকালে যে ব্যক্তির সমীপে উক্তরূপ পুরুষ অবস্থান করেন, নিশ্চয়ই সে মুক্তি পাইয়া থাকে ; সুতরাং তাঁহার নিজের মুক্তিলাভ অবিসংবাদিত। তীর্থ, হরি বা আমার অপেক্ষা তাঁহাকে করিতে হয় না। তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অতীত জীবন্মুক্ত, ইহা জানিবে। সেই পুরুষ যথায় তথায় মরিলেও মুক্তি ভাজন হইবেন। সুন্দরি ! এই তীর্থে কিছু বিশেষ আছে, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, যতি, কুমার, বালক ও যুবা—অশুচি হউক, শুচি হউক, নিষ্পাপ হউক, পাপী হউক অথবা কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধই হউক, এই তীর্থে মরিলে অসংশয়ই মুক্তিভাজন হইবে। বালিকা, কুমারী, পতিতা, বিধবা, বন্ধ্যা, রজস্বলা, প্রসবকালে মৃতা বা সংস্কারশূন্যা ; যে-ই হউক, এই তীর্থে মরিলে মুক্তিলাভ করিবে। স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ—এই সমস্তই এই স্থানে মরিলে যে মুক্তি পাইবে, অন্যত্র কুত্রাপি পাইবে না। ১—২৩। কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ জীব যে মুক্তি পাইবে, ইহাতে তাহার জ্ঞান, ধ্যান ও নামের অপেক্ষা কদাচ নাই, এস্থানে যে সে ভাবে মরিলেই মোক্ষলাভ করিবে। ইহাই আমার দিব্য নগর গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তম ; সিদ্ধ, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মাদি কেবল ইহার মহিমা জানেন। ইহাতে মরিলে জীবের সদ্গতি হয় বলিয়াই ইহা আমার প্রিয়ক্ষেত্র। ইহাকে আমি কখন ত্যাগ করি নাই ও করিব না বলিয়া এই মহাক্ষেত্রকে অবিমুক্ত বলে। নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার ও পুষ্করে স্নান ও নিয়ত অবস্থান করিয়া মরিলে মুক্তি হয়, কিন্তু এখানে মরণ মাত্রেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে—এইমাত্র বিশেষ। প্রয়াগে মৃত্যু হইলে মোক্ষ হয় বটে, কিন্তু এই তীর্থ আমার অধিষ্ঠিত বলিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেরূপ ধর্ম্মের রহস্য সত্য ও মোক্ষের রহস্য শান্তি, সেইরূপ এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে পণ্ডিতেরা ক্ষেত্র ও তীর্থের রহস্য বলিয়া থাকেন। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে যথেচ্ছ ভোজন, ক্রীড়া ও নিদ্রাদি বিবিধ কার্য্য করিয়াও প্রাণত্যাগ করিলে, জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। এই কাশীতে সহস্র সহস্র পাপ করিয়া পিশাচ হওয়াও ভাল, তথাপি সহস্র যাগ করিয়া স্বর্গে বাস ভাল নহে ;* অতএব মোক্ষের নিমিত্ত ঐ ক্ষেত্রের সেবা করিবে। মুনিগণ অব্যক্ত চিহ্ন ধারণ করিয়া সদাশিবের ধ্যান করিবেন। প্রিয়ে ! এইস্থানে মুক্তি সুলভ, অন্যত্র কোথায় তাদৃশ সুলভ নহে। মনুষ্যেরা যে ফল উদ্দেশে এইস্থানে তপস্যা করে, তাহা সাযুজ্য হউক, ব্রহ্মাদি পদ হউক, আমি তাহাদিগকে প্রদান করি। যক্ষরাজ কুবের আমায় সকল কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া এই ক্ষেত্রসেবা করায় গণাধিপত্য লাভ করিয়াছেন। যোগী পরাশর ও মহাতপা ব্যাস এই ক্ষেত্র-সেবা-বলেই ভবিষ্যতে বেদাদি-সংস্থাপনে সমর্থ হইবেন। বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, দেবর্ষিগণ, অষ্টবসু, দিবাকর, দেবরাজ ইন্দ্র ও অপরাপর দেবগণ, এই মহাত্মারা ব্রত অবলম্বন করিয়া এই ক্ষেত্রে আমার উপাসনা করিতেছেন। অন্য যোগিগণও প্রচ্ছন্ন রূপ ধারণ করিয়া একচিত্তে আমার উপাসনায় রত। ঘোর বিষয়ী, ধর্ম্মরুচিবর্জ্জিত ব্যক্তিও এই ক্ষেত্রে মরিলে সংসারে পুনরায় প্রবেশ করিবে না। হে সুব্রতে ! যাহারা নির্ম্মম, ধীর, সাত্ত্বিক, জিতেন্দ্রিয়, যমনিয়মযুক্ত, নিষ্কামকর্ম্মা, সঙ্গবর্জ্জিত ও মচ্চিন্তায় রত ; তাহারা মরণান্তে আমার প্রসাদে এককালে নানা শরীরে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। যোগী সহস্র সহস্র জন্মান্তরে যে মুক্তিলাভ করিতে অসমর্থ, এই ক্ষেত্রে মরণমাত্রেই তাহা লাভ করে। দেবি ! ইহাই ব্রহ্মার স্থাপিত গোপ্রেক্ষক নামে ক্ষেত্র, ইহাতে কৈলাস ভবন ও গো-প্রেক্ষনাথকে দেখ। মনুষ্য এই গোপ্রেক্ষনাথকে দেখিবামাত্র দুর্গতিমুক্ত ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয়। ২৪—৪৭। পূর্ব্বে ব্রহ্মা কপিলাহ্রদ নামে হ্রদ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দর্শনে লোকে পাপমুক্ত হয়। দেবি ! ব্রহ্মার স্থাপিত এই রুদ্ররূপী কপিলাহ্রদ দর্শন কর। সকল দেবগণ এই দেশে আমায় প্রসন্ন করিয়াছেন। দেবি ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা এইস্থানে আমায় লিঙ্গরূপে আনয়ন করিয়া রক্ষা করেন। বিষ্ণু ব্রহ্মার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া পুনরায় স্থাপন করেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা দুঃখিতচিত্তে বিষ্ণুকে বলিলেন, "এই লিঙ্গ আমি আনয়ন করিয়াছি, আপনি কেন স্থাপন করিলেন ?" তাহা শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু ব্রহ্মাকে বলিলেন, রুদ্রদেবে অতি ভক্তি বশতঃ আমি স্থাপন করিলাম বটে, কিন্তু আপনার নামে ইহার নাম হিরণ্যগর্ভেশ্বর হইবে। দেবি ! তখন আমি এই হিরণ্যগর্ভেশ্বররূপে এই ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলাম। আমার ঐ মূর্ত্তি দেখিলে লোকে মদীয় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে ব্রহ্মা পুনরায় পরম ভক্তিসহকারে স্বলীনেশ্বর নামে এই লিঙ্গ স্থাপন করেন। আমি সেই রূপে তথায় অবস্থান করি। এই স্বলীনেশ্বরক্ষেত্রে

প্রাণত্যাগ করিলে মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই স্থানে আমি ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া বলদর্পিত দেবশত্রু একজন দৈত্যকে বধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমি ব্যাঘ্রেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছি। উহা দর্শন করিলে মহাপাতক নাশ হয়। পার্ব্বতি! পূর্ব্বে তোমার পিতা হিমালয় আমার প্রিয়তম স্থান বোধ করিয়া এই স্থানে স্বয়ং শৈলেশ্বর নামে এক লিঙ্গ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাকে ভক্তিসহকারে দর্শন কর। যখন পাপনাশিনী এই পবিত্র বারাণসী মহালিঙ্গে ভূষিত হইয়া জাহ্নবীর সহিত মিলিত হয়, তখন ব্রহ্মা তথায় সঙ্গমেশ্বর নামে এক অদ্ভুত লিঙ্গ স্থাপন করেন। ঐ সেই লিঙ্গ রহিয়াছে, দেবি! দর্শন কর। তৎপরে সুন্দরি! মধ্যমেশ, জম্বুকেশ, শুক্রাচার্য্য-স্থাপিত শুক্রেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণের স্থাপিত তত্তৎনামে বিখ্যাত অপরাপর সর্ব্বকামপ্রদ পাপহর পুণ্য লিঙ্গ সকল দর্শন কর। এই প্রকারে পূজ্য লিঙ্গস্থান অনেক রহিয়াছে বলিলাম, এক্ষণে আমার এই ক্ষেত্রের অন্য রহস্যকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপিয়া আছে, এই পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে যে-সে স্থানে মরিলে মুক্তি হইয়া থাকে। শ্রোত্রিয়, পণ্ডিত, চণ্ডাল, পতিত বা সন্ন্যাসী, মরিলে সকলেই মোক্ষ লাভ করে। পার্ব্বতী এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! ইহাতে আমার অতীব বিস্ময়বৃদ্ধি হইতেছে যে, সন্ন্যাসী, নিষ্কর্ম্মা ও গৃহস্থাদি কর্ম্মী এবং একজন সৎকর্ম্মকারী পুণ্যবান্ ও অপর একজন কর্ম্মবর্জ্জিত পাপী, ইহাদিগের উভয়েরই সমান গতি বলিলেন, ইহাদের কর্ম্ম ফলভোগ কোথায় যাইল? হে শঙ্কর! সংশয় বশতঃ অপর এক কথা শ্রবণ করুন। মৃত্যুকালে স্বীয় মন যথা গমন করে, দেহীর তথায় পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহা আমার শুনা আছে। ইহা যদি হইল, তবে এই তীর্থে মৃত্যুকালে যাহার মন—গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, ধন অথবা অন্য অভীষ্ট বস্তুতে গমন করিবে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হইবে, না—কি তীর্থ-মরণ জন্য মুক্তি হইবে?—ইহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন। পার্ব্বতীর বাক্য শুনিয়া তখন শঙ্কর বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৪৮—৭৩।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

শঙ্কর বলিলেন, পতিব্রতে! উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে নিষ্পাপ হইয়া মরে, সে তৎক্ষণাৎ মোক্ষ পায় ও পাপী হইয়া মরিলে কায়ব্যূহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক অনেক যাতনা ভোগ করিয়া কর্ম্ম-ফলভোগের পর মুক্তি পাইয়া থাকে। সুন্দরি! যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে পাপকর্ম্ম করে, সে পিশাচ হয়। সে মরণান্তে দশসহস্র বর্ষ ভৈরবী-যাতনা ভোগ করিয়া পাপভোগের পর মোক্ষ লাভ করে। এইরূপ পাপের গতি তোমায় বলিলাম। ইহা জানিয়া মনুষ্যে এই অবিমুক্তক্ষেত্রের সম্যক্ সেবা করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ সেবা করিয়া মরে, সে অন্তে মুক্তিভাজন হয়। সূত বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! পার্ব্বতী ও শঙ্কর-সংবাদ আরও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তিনি পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া আরও বলিলেন, হে সুন্দরি! শত শত কোটি কল্পেও ভোগ বিনা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কেবল পাপকর্ম্মে নরক, কেবল পুণ্যকর্ম্মে স্বর্গ ও পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ হয়। তন্মধ্যে পুণ্যের আধিক্যে উত্তম জন্ম ও পাপের আধিক্যে অধম জন্ম এবং পাপ-পুণ্য উভয়-কর্ম্মক্ষয়ে মুক্তি হইয়া থাকে। পঞ্চক্রোশী-প্রদক্ষিণাদি শুভকর্ম্মে ক্ষেত্রানুষ্ঠিত অশুভ কর্ম্মের নাশ হয়। কর্ম্মবিপাক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অশুভ কর্ম্মের ক্ষয় হয়। যাবজ্জীবন বিশ্বেশ্বরের উপাসনাদি কর্ম্মে সকল পাপকর্ম্ম ধ্বংস হইয়া থাকে। সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ, এই তিন প্রকার কর্ম্ম কথিত আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মকে সঞ্চিত বলিয়া থাকে। ইহা দ্বারা জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান জন্মে যে শুভাশুভ কার্য্য করা হয়, তাহাকে ক্রিয়মাণ কহে। যাহার ফল এই শরীরে ভোগ করা যায়, তাহাকে প্রারব্ধ বলে। এই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ বিনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। পাপ বিনা প্রতিক্ষণে শরীরের দুঃখ হয় না। স্থূলই হউক, সূক্ষ্মই হউক, যাহা কিছু দুঃখ দেখা যায়, তৎসমস্তই পাপ হইতে সমুদ্ভূত। যখন শরীর অপাপ হয়, তখনই সুখের ভাজন হইয়া থাকে। কোন তীর্থে শুভবৃদ্ধি হয়, কোন তীর্থে বা পাপনাশ হয়; কিন্তু কাশীক্ষেত্র বিনা অন্য কোন তীর্থে সকল কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। অন্য সকল তীর্থই সুলভ, কিন্তু কাশীতীর্থ দুর্লভ। কেননা, "আমি কাশী-গমন করিব" এইরূপ মতি শত জন্মে করিলে, তবে কাশীদর্শন ঘটিয়া থাকে; অন্য কোনরূপেই ঘটে না। পূর্ব্বজন্মে পুষ্করাদি-তীর্থে বাস করিলে, তৎপরজন্মে অযোধ্যাদি ছয়টী মুক্তিপুরীর মধ্যে অন্যতরের লাভ হয়। তৎপরে তৃতীয় জন্মে কাশীলাভ হয়, অন্যথা সুলভ নহে। এইরূপে একজন্মে কাশী-দর্শন ঘটিলে তৎপরে কাশী মুক্তি-দাত্রী হইয়া থাকে, তখন কাশীতে মরণ হয়, অন্যত্র কোথায়ও হয় না। ১—২১। কাশী প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি গঙ্গায় স্নান করে, তাহার ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হয় না, ইহা নিশ্চিত। ভোগ বিনা প্রারব্ধ কর্ম্মের কদাচ ক্ষয় হয়

না। কাশীতে যদি মৃত্যু ঘটে, তবেই ঐ প্রারব্ধ-কর্ম্মের ক্ষয় ঘটিয়া থাকে। হে সুন্দরি! কর্ম্মই মনের গতিসাধন চরণ,—সেই কর্ম্ম ক্ষয় হইলে ভগ্নচরণ-মন কোথায় যাইবে? তখন বিকারশূন্য, শীর্ণপদ-মন তীর্থে লীন হইয়া যায়। তখন সে তীর্থ-জন্য ও ধ্যান জন্য এই উভয়বিধ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপ বেদে কথিত আছে। প্রথমে কাশীতীর্থ করিয়া পরে যে পাপ আচরণ করে, সে পূর্ব্বপুণ্যসামর্থ্যে কাশীতে পুনরায় নীত হয়। তখন তাহার সকল কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায়; অতএব লোকে কর্ম্মপাশমোচনী এই কাশীর সেবা করিবে। গিরিজা তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া তখন বলিলেন, স্বামিন! যদি কোন এক ব্যক্তি স্ত্রী বা রাজ্যধন কামনা করিয়া প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম স্থলে দেহত্যাগ করে অথবা কামনাপূর্ব্বক শিবপূজা করত কাশীতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাদিগের কিরূপে ফল সংযোগ ঘটিবে? একজন মুক্তি প্রাপ্ত হইবে আর একজন কামনা পাইবে? যেহেতু আপনি মুক্তিদাতা ও ভগবান্ হরি কামনাদাতা। আপনি সাক্ষাৎ সদাশিব। তাহার ফললাভ কিরূপে হইবে? হে দেব! এ বিষয়ে সংশয় ছেদন করুন। দেবীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন, ভদ্রে! আমি তদ্বিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ কর। কাশীতে যে ব্যক্তি মরিল, তাহার পুনরায় জন্ম হইবে না। প্রয়াগে যে মরিল তাহার নিশ্চয়ই কামনা লাভ হইবে। নচেৎ ফল-সংযোগ হইলে কাশী মরণ-জন্য ফল বৃথা হইয়া থাকে এবং প্রয়াগে মরিলে যদি ফলপ্রাপ্তি না হয়, তবে তীর্থরাজের ফল বৃথা হইয়া যায়; অতএব স্বয়ং হরি অভিনব স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের উদ্দেশ্য-সিদ্ধ করেন। স্ত্রী, পুত্র, ধন, বাহন, রাজ্য, যাহা কিছু কামনা করে, হরি তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। উভয়ের সিদ্ধিরক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং হরি এই কার্য্য করেন। তিনি এই কথা বলিলে দেবী পরম আনন্দ লাভ করিলেন। সেই দিন হইতে ভগবান্ হর সেই পার্ব্বতীর সহিত তথায় অবস্থান করিলেন। এইরূপ কাশীতে ভগবান্ কেন আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগকে বলিলাম। অতঃপর ত্র্যম্বকের উৎপত্তিকথা বলিব। ইহা শুনিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হইবে। ২২—৪৩।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিগণ! ব্যাসমুখে শ্রুত পাপনাশিনী ত্র্যম্বকের উৎপত্তিকথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে মহর্ষি গৌতম দক্ষিণদিকে ব্রহ্মপর্ব্বতে পতিব্রতা পত্নী অহল্যার সহিত দশ সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করেন। তাঁহার তপস্যাকালে শত বর্ষ ধরিয়া অশেষ দুঃখকরী অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছিল। তাহাতে লোকের ভয়ঙ্কর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি, পৃথিবীতলে আর্দ্রপল্লবও দৃষ্টিগোচর হইল না। জীবের প্রাণধারক জল কুত্রাপি দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। তৎকালে কত শত ঋষি, মনুষ্য, পশু ও পক্ষী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মৃতাবশিষ্টগণ দশদিকে পলায়ন করিল। তখন কতিপয় ব্রহ্মর্ষি প্রাণায়ামপর হইয়া ধ্যানবলে সেই নিদারুণ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। স্বয়ং গৌতম মুনি প্রাণায়ামপর হইয়া বরুণের উদ্দেশে ছয়মাস ধরিয়া তপস্যা করিলেন। তাঁহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া বরুণদেব তাঁহাকে বর দিবার উদ্দেশে আসিয়া বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! কি বর প্রার্থনা কর, বল। তখন গৌতম তাঁহার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিলে বরুণদেব বলিলেন, হে মহর্ষে! যাহার আজ্ঞা ব্রহ্মারও অলঙ্ঘনীয়, এই অনাবৃষ্টি সেই দেবকৃত, আমি কিরূপে তাহা লঙ্ঘন করিব? অতএব অন্য বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতেছি। তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া গৌতম বলিলেন, হে প্রভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়া থাকেন, তবে আমি যাহা প্রার্থনা করি, তাহা দিয়া অনুগৃহীত করুন। ভবাদৃশ মহাত্মার আশ্রয়ে পুরুষের মহত্ত্বই জন্মিয়া থাকে। মহতেরাই দুঃখের স্বরূপ বুঝিতে পারেন, অপরে পারে না। সজ্জনসেবায় মন্দ ব্যক্তি নানা ফল লাভ করে। অন্ধকার সূর্য্যকে দেখিলে যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনই তাহার দারিদ্র্য দূরে যায়। মনুষ্য যে, শোক, দুঃখ, ভয়, পাপ ও উৎকর্ষ লাভ করে, তাহার কারণ, যে যেমন লোকসেবা করে, সে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়। দেখ,—সিংহের মন্দিরের সেবায় মুক্তাফল ও শৃগালের মন্দিরের সেবায় অস্থিলাভ হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা এই কথা বলেন। সজ্জনের স্বভাব এই যে, পরে তাহাকে দুঃখ দেয় দিউক, কিন্তু অপরের দুঃখ তিনি নিবারণ করিবেনই করিবেন। হে জলাধিপতে! সজ্জন ও কল্পবৃক্ষ উভয়ই এক-প্রকৃতিসম্পন্ন। পৃথিবীতে বৃক্ষ, সুবর্ণ, চন্দন ও ইক্ষু ইহাদিগকেও যখন পরপ্রয়োজনসাধক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কোন্ উত্তম ব্যক্তি পরোপকারী না হইবে? সজ্জনেরা অসার দেহ দ্বারা দুঃখ নাশ করিতে পারিলে আপনাকে সুখী বোধ করেন। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, পাপিষ্ঠ পরোপকারী ব্যক্তিকেও দেখিয়া যাহারা দূরে যায়, তাহারা পাপী। যাহারা দীনের প্রতি নিয়ত দয়াপর, যাহাদিগের বিদ্যা শৌর্য্যাদি জনিত অভিমান নাই, যাহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপকারে রত ও যাহারা যৌবনব্যাধিগ্রস্ত না হইয়া সুস্থ অবস্থায় আছে, এই চারি প্রকার ব্যক্তিই পুণ্যের স্তম্ভস্বরূপ ও ইঁহারা এই পৃথিবীদেবীকে ধারণ করিয়া আছেন। কেবলমাত্র স্বয়ং অনন্তদেব ইহাকে ধারণ করিয়া নাই;

অতএব আপনি জলাধিপতি, আমার সকল ঈপ্সিত প্রদান করুন। হে মহারাজ! যদি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, তবে আমি প্রার্থনা করি, আপনি শস্যাদি-উৎপত্তির কারণী-ভূত মেঘজল আমায় প্রদান করুন। ১—২৬। মহাত্মা গৌতম এইরূপ প্রার্থনা করিলে বরুণদেব তাঁহাকে গর্ত্ত খনন করিতে বলিলেন। তিনি গর্ত্ত খনন করিলে ভগবান্ বরুণ তাহা জলে পূর্ণ করিয়া বলিলেন, এই জল অক্ষয় থাকিবে; এই তীর্থ তোমার নামে বিখ্যাত হইবে এবং এই তীর্থে দান, হোম, জপ ও শ্রাদ্ধ অক্ষয় ফল প্রসব করিবে। এই কথা বলিয়া বরুণদেব অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহাত্মা গৌতম তথায় দুর্লভ জল প্রাপ্ত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ যথাবিধি করিতে লাগিলেন। হে মুনীন্দ্রগণ! তথায় তিনি হোমের নিমিত্ত নানা প্রকার ব্রীহি, যব ও নীবার বপন করিলেন। জল তথায় স্বতই অক্ষয় রহিল। তথায় বিবিধ বৃক্ষ, ফল, পুষ্প ও ধান্য হইতে লাগিল। অপরাপর ঋষিগণ, পশু ও পক্ষী সকলেই সমাগত হইয়া তথায় সুখে অবস্থান করিয়া রহিল। পৃথিবী মণ্ডলে সেই তপোবনই পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। অনেক সৎকর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণ পুত্র ও শিষ্য সমেত তথায় আসিয়া বাস করিয়া ধান্য বপন পূর্ব্বক কালযাপন করিতে লাগিলেন। তদ্বনবাসী কোন ব্যক্তিরই তৎকালকৃত দুঃখ অনুভব করিতে হয় নাই। এইরূপে গৌতমের প্রভাবে সেই তপোবন আনন্দপূর্ণ হইয়াছিল। এইরূপে কিছুকাল গেলে, তথায় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। একদা মহর্ষি গৌতম কতিপয় শিষ্যকে জলানয়নে প্রেরণ করিলেন। তাহারা জলসমীপে উপস্থিত হইবামাত্র কতিপয় ঋষিপত্নী বলিলেন যে, আমরা জলগ্রহণ করিব, তোমরা এক্ষণে দূরে যাও, পরে আমাদিগের জল লওয়া হইলে তোমরা লইও এবং তৎসঙ্গে তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। তখন শিষ্যগণ ঋষিপত্নীদিগের কথায় কুপিত হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গুরুপত্নী অহল্যাকে নিবেদন করিল। তিনি শিষ্যগণকে অনুগৃহীত করিয়া সেই ঋষিপত্নীদিগকে বুঝাইয়া তপস্বী গৌতমকে স্বয়ং জল আনিয়া দিলেন। এইরূপে তিনি নিত্য জল আনিয়া দিতেন। মহর্ষি গৌতমও সেই জলে নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। তাহা দেখিয়া সেই ঋষিপত্নীগণ কুপিত হইয়া স্ত্রীস্বভাবসুলভ ঈর্ষা বশতঃ তাঁহাকে এক দিন ভর্ৎসনা করিল। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব স্বামীর নিকট বিপরীত করিয়া লাগাইল। বলিল, স্বামিন্! অহল্যা নামে ইতর স্ত্রীলোক আমাদিগকে নিত্য ভর্ৎসনা করে। আমরা তাহা শুনিয়া জীবিত আছি মাত্র। সত্য বটে স্ত্রীলোকের মিথ্যা-বাদিতা, সাহস, কপট, অতি লোভ, অশুচিতা ও নির্দ্দয়তা এই সকল সহজ দোষ আছে, তথাপি আমরা নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। আমাদিগের কিনা অহল্যার এইরূপ ভর্ৎসনা প্রতিনিয়ত শুনিতে হয়! আপনাদিগের তপস্যা কোন্ ফলের? আপনাদিগের জীবনে ধিক্! আমাদিগেরও জীবনে ধিক্!—অহল্যা যখন আমাদিগের উপর নিত্য কুপিত হয়। তাঁহারা নিজ পত্নীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিলেন ও ভাবিলেন, এইরূপ বাক্য অহল্যার কদাচ হইবে না ও হইতে পারে না। যদ্যপি তিনি সত্যই বলিয়া থাকেন, তথাপি আমরা কিরূপে তাঁহাকে কটুবাক্য বলিয়া কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিব? কারণ তিনিই আমাদিগকে জীবন দিতেছেন ও পোষণ করিতেছেন। ঐ কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিলে আমাদিগের জীবন কিরূপে থাকিবে? এদিকে সেই ঋষিপত্নীরা মিলিত হইয়া অহল্যাকে নিত্য ক্লেশ দিতে লাগিল; কিন্তু তিনি তথাপি বিনীতভাবে তাহাদিগকে মধুরবাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। সেই দুষ্ট ঋষিপত্নীগণ নিজ নিজ পতিগণকে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে দেখিয়া, তাঁহাদিগকেই ভর্ৎসনা করিল। এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া সেই ঋষিগণ, একদা বন-বিচরণচ্ছলে গৌতমমুনির আশ্রমে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, অহল্যাকৃত নিজ নিজ পত্নীগণের দুঃখ গৌতম মুনিকে নিবেদন করিলেন। তখন তাহা শুনিয়া তত্রত্য সকলে দুঃখিত হইল ও তাঁহাদিগের পত্নীর বাক্য সত্য বোধ করিল। তৎপরে ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ একত্র মিলিত হইয়া, ভবিষ্যৎ ফলের জন্য কর্ত্তব্যবিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৭—৫২।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! তৎপরে সেই ঋষি ও ঋষিপত্নীগণ কি কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন এবং মহর্ষি গৌতমই বা কিরূপ চেষ্টা করিলেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। তখন তন্মধ্যে কতিপয় ঋষি অন্য কতিপয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা আমাদিগের জীবনস্বরূপ, যাহাতে মাননীয় গৌতমমুনির অভিমান জন্মিয়া মনে দুঃখ বোধ না হয় ও যাহাতে আমাদিগের কৃত তপোবিঘ্নে তিনি পীড়িত না হন, অথচ বহু ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে আশ্রম হইতে নিষ্কাসিত করা যায়, এইরূপ ছল করা উচিত হইতেছে। এইরূপে তাঁহারা কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া বিঘ্নবিনাশনের জন্য দূর্ব্বাদল, অসংখ্য শতদল, সিন্দুর, চন্দন, তণ্ডুল, ধূপ, বিবিধ মোদক ও আরাত্রিক দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করিলেন। তখন ভগবান্ গণপতি, প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। ঋষিগণ বরগ্রহণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে দেবপতে! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা যাহাতে গৌতম মুনিকে পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনা করিয়া আশ্রম হইতে

বিদূরিত করিতে পারি, সেইরূপ বর প্রদান করুন। ঋষিগণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে তিনি হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! নিরপরাধে গৌতম মুনির প্রতি ক্রোধ করা ন্যায়সঙ্গত হইতেছে না; ইহাতে তোমাদিগেরই হানি। উপকারীকে দুঃখ দেওয়া উচিত নহে; যাহারা দেয়, তাহাদিগেরই সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। তোমরা যে কঠোর তপস্যা করিয়াছ, তাহার উত্তম ফলই সাধন হইতেছে। তোমরা স্বয়ং শুভফল ত্যাগ করিয়া ভাল করিতেছ না। কাঞ্চনের বিনিময়ে কাচ গ্রহণ করা হইতেছে। আমার বক্তব্য আমি বলিলাম; এক্ষণে তোমাদিগের যাহা রুচি হয়, তাহাই করিবে। ১—১৪। তখন ঋষিগণ তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া বুদ্ধিমোহ বশতঃ বলিল, প্রভো! আমরা অন্য কিছু প্রার্থনা করি না, আমাদিগের সেই পূর্ব্ব অভীষ্টই সিদ্ধ করুন। তাহা শুনিয়া ভগবান্ বিঘ্নরাজ বলিলেন, অসাধু কখনই সাধু হয় না ও সাধু কখন অসাধু হন না, ইহা স্থির। অসাধু লোক দুষ্টসংসর্গে সাধুকে দুঃখ দিয়া থাকে; কিন্তু সাধুজন সেই দুঃখকে সুখ বোধ করিয়া দুঃখদাতাকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন; তাহাতে তাঁহারই ভবিষ্যতে সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে। হে ঋষিগণ! তোমাদিগের সর্ব্বগ্রাসী দুঃখাবস্থায় এই গৌতমমুনি সুখবিধান করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকেই দুঃখ দিতে উদ্যত হইয়াছ! ইহা সর্ব্বতোভাবে লোকগর্হিত। তোমরা দুষ্টপত্নী-সংসর্গে মুগ্ধ হইয়া এইরূপ কার্য্য করিলে অসংশয় তাঁহারই অতিশয় হিত করা হইবে। পুনরায় তিনিই আবার তোমাদিগকে সুখ প্রদান করিবেন। ভগবান্ গণপতি এইরূপ কথা বলিলেও তাহারা তাহাতে কর্ণপাত করিল না। তৎপরে ভক্তপরবশ বলিয়া তিনি যাহা করিলেন, পুনরায় তাহা শ্রবণ করুন। তখন তিনি "তোমাদিগের প্রার্থনামতে কার্য্য করিব, পরে যাহা হইবার হইবে" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ও-দিকে মহর্ষি গৌতম, ঋষিগণের দুরভিসন্ধির বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, তিনি সানন্দচিত্তে আপনার নিত্য কর্ম্ম করিতেছিলেন। ১৫—২৫। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। হে ঋষিসত্তমগণ! মহর্ষি গৌতমের যে ক্ষেত্রের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রচুর ধান্য ও যব জন্মিয়াছিল। ভগবান্ মায়াবলে শীর্ণকায় গোরূপ ধারণ করিয়া কম্পিতকলেবরে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই শস্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে গৌতম মুনি তথায় দৈবাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, একটী গাভী তথাকার শস্য ভক্ষণ করিতেছে। তখন দয়ালু গৌতম তৃণগুচ্ছ লইয়া তাহাকে তাড়াইতে গেলেন। সেই গাভী তৃণগুচ্ছস্পর্শ মাত্রই ঋষির সমক্ষে ভূতলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহা দেখিয়া প্রচ্ছন্নরূপী ঋষি ও তৎপত্নীগণ সকলেই বলিয়া উঠিল, "গৌতম! তুমি এ কি কাজ করিলে?" তখন স্বয়ং গৌতম ও অহল্যাও বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, "হায়! কি হইল? ভগবান্ মধুসূদন আমাদিগের প্রতি কেন কোপ করিলেন? এক্ষণে গোহত্যা ঘটিয়াছে, আমরা কোথায় যাইব ও কি করিব?" ইত্যবসরে ঋষিগণ গৌতমকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ও তৎপত্নীগণ অহল্যাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথা দিয়াছিল। ঋষিপত্নীগণ বলিল, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম! তোমার জ্ঞানে ধিক্, তপস্যায় ধিক্, বহুদর্শিতায় ধিক্, তোমার ত্রিকালীন হোমে ধিক্, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে ধিক্, তোমার চাতুর্থে ধিক্ ও জ্ঞানরাশিকে ধিক্; অধিক কি, তোমার সকল গুণরাশিতে শত শত ধিক্! এইরূপে ঋষিপত্নীগণ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলে পর ঋষিরা পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "গোঘাতক এই দুরাত্মার মুখ দর্শন করিতে নাই।" হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! সেই দুরাত্মা ঋষিগণ অপর কার্য্য যাহা করিয়াছিল, তাহা যথাশ্রুত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পরে ঋষি, ঋষিপত্নী, শিষ্য ও তৎপুত্রগণ সকলে মিলিত হইয়া গৌতমকে ভর্ৎসনা করিয়া "তোর্ মুখ দেখিতে নাই, তোর্ মুখ দেখিলে আমাদিগের কর্ম্মফল-হানি হইবে, তুই যতক্ষণ আশ্রমনিকটে থাকিবি, ততক্ষণ কি পিতৃপুরুষ, কি দেবগণ, কেহই আমাদিগের প্রদত্ত কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিবেন না; অতএব তুই সপরিবারে এই স্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর্" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে লোষ্ট্রপ্রহার করিতে লাগিল। ২৬—৪১। তখন গৌতম "হায় হায় আমার কি হইবে, হে ঋষিগণ! তোমরা যথার্থ কথাই বলিয়াছ ও আমি প্রস্থান করিতেছি" ইহা বলিয়া সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া সেই ঋষিদিগের আজ্ঞাক্রমে এক ক্রোশ অন্তরে গমন করিয়া আশ্রম সন্নিবেশিত করিলেন এবং কি দৈব, কি পিত্র্য, কি বৈদিক, সকল কার্য্য হইতে বিরত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায় কি ঋষি, কি ঋষিপত্নী, কেহই গমন করিল না বা তাঁহার সহিত আলাপ করিল না। একদা ঋষিপত্নীগণ, তাঁহাকে পথে দেখিয়া বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া চলিয়া গেলে, তিনি অতি দুঃখে একপক্ষ যাপন করিলেন। পরে একদিন ঋষিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, আপনারা অনুকম্পা করিয়া যাহাতে আমার পাপ যায়, এইরূপ উপদেশ করুন; কেনন', উপদেশ বিনা কাহারও কার্য্যসিদ্ধি হয় না। তিনি এইরূপ জানাইলে ঋষিগণ বিদ্বেষ বশতঃ কিছুই উত্তর করিলেন না। পরে তাঁহার অত্যন্ত সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্ধারণের জন্য একত্র মিলিত হইলেন। তখন গৌতম মুনি, দূরে অবস্থান করিয়া বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে আমায় কি করিতে হইবে বলুন।" তখন ঋষিগণ

বলিলেন, প্রায়শ্চিত্তই শুদ্ধির একমাত্র কারণ, অতএব হে গৌতম! দেহশুদ্ধির নিমিত্ত তোমায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইতেছে। প্রথমে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া স্বকৃত পাপখ্যাপন কর। তৎপরে এই স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এক মাস কাল ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক থাকিয়া এই ব্রহ্মগিরি একশত একবার প্রদক্ষিণ করিলে তোমার দেহশুদ্ধি হইবে। অথবা গঙ্গা আনয়নপূর্ব্বক তাহাতে স্নান ও কোটি পার্থিব-শিবলিঙ্গ পূজা করিলে বিশুদ্ধি লাভ করিবে; কিন্তু ইহার প্রথমে একাদশ বার ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিয়া শতকলসে স্নান করিতে হইবে। ৪২—৫৭। ঋষিগণ এইরূপ ব্যবস্থা দিলে ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম "তথাস্তু" বলিয়া গিরিপ্রদক্ষিণ ও যথাবিধি ধ্যানপূর্ব্বক শিবপূজা করিলেন। সাধ্বী অহল্যা দেবীও তদ্রূপ আচরণ করিলেন। তৎকালে শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। একদা ভগবান্ বৃষবাহন তাঁহার পূজায় প্রসন্ন হইয়া দেবী পার্ব্বতী ও প্রমথগণসহ তথায় আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মুনে! অভিলষিত বর গ্রহণ কর। তখন মুনি তাঁহার সুন্দর রূপ দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইয়া ভাবিলেন, আমার অসাধ্য আর কি আছে! তিনি সেই পরমাত্মস্বরূপী ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেবশঙ্কর! তুমি নির্গুণ, তুমি প্রকৃতি, তুমি পুরুষ, তুমি বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ, তোমার নমস্কার। হে রুদ্র! তুমি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পূজ্য, তুমি ভক্তগণের সংশয়চ্ছেদী, তুমি ব্যাপ্য ও ব্যাপক, তুমি পরমাত্মা, তোমায় নমস্কার। হে নির্গুণ! তুমি অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বীজাক্ষরস্বরূপ, তুমি গুণস্বরূপী, তোমায় নমস্কার। হে দেব! আমায় নিষ্পাপ করুন। এইরূপে স্তব করিয়া সেই গৌতমমুনি কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিলেন। ৫৮—৬১। তখন ভগবান্ ভবানীপতি বলিলেন, হে মহামুনে! তুমি ধন্য,—তুমি কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছ! তোমার দেহ সর্ব্বদাই নিষ্পাপ। কেবল স্ত্রীপরায়ণ এই ঋষিগণ তোমায় ছলনা করিয়াছে। তুমি এত পবিত্র যে, তোমাকে দেখিলে, লোকে নিষ্পাপ হইয়া থাকে। যাহারা তোমার উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। তবে যদি তোমার কোন পাপের আশঙ্কা থাকে, তাহা মদ্দর্শন মাত্রেই বিদূরিত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাকে ঋষিগণের দুর্ব্ব্যবহার যথাযথ বিজ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া গৌতম বিস্মিত মনে ভগবান্ দেবদেবকে বলিলেন—প্রভো! তাহারা আমার মহান্ উপকার করিয়াছে, নতুবা আমি কিরূপে আপনার দর্শন লাভ করিতাম? সেই ঋষিগণ ধন্য; তাঁহাদিগেরই কৃপায় আমি এই শুভ লাভ করিলাম। তাঁহার বাক্যে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া পুনরায় বলিলেন,—মহর্ষে! তুমি ধন্য, তুমি উত্তম বর প্রার্থনা কর। তখন গৌতম মনে মনে ভাবিলেন, যখন আমার পাপ পৃথিবীতে খ্যাত হইয়াছে, তখন মাদৃশ ব্যক্তির তাহা অপনোদন করা উচিত। এই নিশ্চয় করিয়া দেবদেবকে বলিলেন। ৬০—৭৪। ভগবন্! আপনি সত্য কথাই বলিতেছেন, তথাপি পাঁচজনের কৃত অন্যথা হয় না। সে যাহা হউক, যদি দেবদেব প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আমায় গঙ্গা প্রদান করুন। গৌতম এই কথা বলিয়া তাঁহার পাদপদ্ম ধরিয়া লোকহিতের জন্য দেবদেবকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে ভগবান্ শঙ্কর আপনার ভক্তবৎসলতা খ্যাপন করিবার জন্য স্বর্গ ও পৃথিবীর সার উদ্ধার করিয়া যাহা পূর্ব্বে রক্ষা করিয়াছিলেন ও যাহা বিবাহকালে ব্রহ্মাকে দিয়া অবশিষ্ট ছিল, সেই গঙ্গাজল মহাত্মা গৌতমকে প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই জল স্ত্রীরূপ ধারণ করিল। তখন মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে স্তব ও প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে গঙ্গে! তুমি ধন্য, তুমিই সার্থক, তুমিই জগৎ পবিত্র করিলে। তুমি, এক্ষণে নরকে পতিত এই পাপীকে উদ্ধার কর। তখন জীবের কল্যাণদাতা ভগবান্ শিবও বলিলেন, অয়ি গঙ্গে! তুমি আমার আজ্ঞায় এই ঋষিকে পবিত্র কর। ৭৫—৮৫। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! তখন ভগবান্ শম্ভু ও গৌতমমুনির এইরূপ বাক্য শুনিয়া গঙ্গা বলিলেন, আমি সপরিবার ঋষিকে পবিত্র করিব বটে, কিন্তু সত্য বলিতেছি, পরে শঙ্করে বিলীন হইব। গঙ্গার এই বাক্য শুনিয়া দেবদেব বলিলেন, দেবি! তুমি লোকের উদ্ধার জন্য বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ যুগ পর্য্যন্ত যাবৎ কলি পূর্ণ না হইবে, তাবৎ থাকিবে। গঙ্গা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শুনিয়া বলিলেন, আমি এই কাশীতে লোকপাবনের জন্য থাকিলাম। এক্ষণে এই স্থানে আমায় কি থাকিতে হইবে, না ঋষিকে পবিত্র করিয়া চলিয়া যাইব? তখন ঋষি ও শঙ্কর তাঁহাকে বলিলেন, না, চলিয়া যাইবে না। তখন গঙ্গা কিঞ্চিৎকাল বিরত হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক বলিলেন, হে মুনীশ্বর! যদি সকল তীর্থ অপেক্ষা আমার মাহাত্ম্য অধিক হয় ও আমার সমীপে ভগবান্ শঙ্কর গিরিজা, প্রমথগণের সহিত অবস্থান করেন, তাহা হইলে আমি এইস্থানে থাকিতে পারি; কিন্তু আমি এই ছলকারী ঋষিগণকে পবিত্র করিতে সমর্থ হইব না ও তাহাদিগের মুখ দেখিব না। শঙ্কর তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, দেবি! তুমিই ধন্য, যদিও আমি তোমা ভিন্ন নহি, তথাপি এখানে অবস্থান করিব, তুমি এইস্থানে অবস্থান কর। এই কথা বলিলে গঙ্গা "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন। ৮৬—৯৬।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ইতি মধ্যে দেবগণ, পুরাণ ঋষিগণ, সাক্ষাৎ পুষ্করাদি তীর্থ ও কাশী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র তথায় উপস্থিত হইয়া জয় জয় শব্দে গঙ্গা, গিরিশ ও গৌতমকে সাদরে পূজা করত হর্ষান্বিত হইয়া বিবিধ স্তব করিলেন। তখন গঙ্গাদেবী ও ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাহা শুনিয়া ঋষিগণ বলিলেন, হে দেবদেব! হে গঙ্গে! আপনারা যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে সৎকর্ম্মশালী মনুষ্যগণের হিতের জন্য আপনারা এই স্থানে অবস্থান করুন, এই বর আমরা প্রার্থনা করি। গঙ্গা বলিলেন, তোমরা থাকিতে আমার অবস্থানে প্রয়োজন কি? আমি গৌতম মুনিকে পবিত্র করিয়া যথাস্থানে গমন করিব, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরাই এই জগৎ পবিত্র করিতে থাক। তিনি এই কথা বলিলে তাঁহারা সকলে "আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য এই পৃথিবীতে আপনাকে অবস্থান করিতে হইবে" এই মঙ্গলময় বাক্য বলিলেন। তখন গঙ্গা বলিলেন, তোমাদিগের অপেক্ষা আমার বিশেষত্ব কিরূপে জানা যাইবে? সূত কহিলেন, গঙ্গা এই কথা বলিলে দেবগণ, ঋষিগণ সাক্ষাৎ নদী, পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থ সকল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, অয়ি সরিদ্বরে গঙ্গে! আমরা একাদশবর্ষ ধরিয়া লোকের পাপ ক্ষালনে মলিন হইয়া থাকি, সেই মালিন্য পাপক্ষালনের জন্য সুরগুরু বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গত হইলে সকলেই আপনার নিকট আসিব। লোকের অনুগ্রহ জন্য ও আমাদিগের হিতের জন্য অপনার ও ভগবান শঙ্করের এই স্থানে থাকিতে হইবে। ১—১২। বৃহস্পতি যতদিন সিংহরাশিতে থাকিবেন, ততদিন আমরা আপনাতে ত্রিসন্ধ্য স্নান করিয়া ও ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিয়া পাপ মোচন করিব, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহারা ও গৌতম মুনি এইরূপ প্রার্থনা করিলে সরিদ্বরা গঙ্গাদেবী ও ভগবান্ শঙ্কর তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে বৃহস্পতি সিংহরাশিস্থ হইলে সকল তীর্থ, পুণ্যক্ষেত্র ও দেবগণ তথায় আগমন করিয়া থাকেন। পুষ্করাদি তীর্থনিচয়, গঙ্গা প্রভৃতি নদী ও বাসুদেবাদি দেবগণ গৌতমীতটে তাবৎ বাস করিয়া থাকেন। যাবৎ তাঁহারা তথায় অবস্থান করেন, তাবৎ তাঁহাদিগের স্নান ও দর্শনাদি জন্য ফলদানে সামর্থ্য থাকে না। পরে তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে আসিলে উক্ত মত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র বৃহস্পতির সিংহরাশিতে অবস্থানকালে গঙ্গা, রেবা, গোমতী নদী ও গয়াক্ষেত্রে গমন করিলে ফললাভ হইবে, অন্যত্র কুত্রাপি হইবে না। যে ব্যক্তি প্রথমে গোমতীতে গিয়া গোদাবরী গমন করে, পরে আবার গোমতীতে যায়,—সে হত্যাপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। হে মুনীন্দ্রগণ! এইরূপে গৌতমীতটে মহাপাতকনাশন ত্র্যম্বক নামে বিখ্যাত জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ কেন অবস্থান করিলেন, তাহা আপনাদিগকে বলা হইল। ১৩—২১। তখন ঋষিগণ ব্যাসশিষ্য, সূতের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, হে ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণ! জলময়ী গঙ্গা কোথা হইতে অবতীর্ণা হইলেন বলুন; তাঁহার মাহাত্ম্যও বিশেষরূপে বলুন এবং যে দুরাত্মা মুনিগণ গৌতমের প্রতি এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাদিগেরই বা পরে কি হইল? তাহা বলিয়া অনুগৃহীত করুন। তাঁহাদিগের এই বাক্য শুনিয়া, রোমহর্ষণ সূত বলিলেন; হে ঋষিগণ! আমি এই সমস্ত যথাশ্রুত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবগণ ও গৌতম এইরূপে প্রার্থনা করিলে, সরিদ্বরা গঙ্গা স্বয়ং সেই ব্রহ্মগিরি হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন তাঁহার প্রবাহ উডুম্বর বৃক্ষের শাখা হইতে ভূতলে পতিত হইল। তথায় মহর্ষি গৌতম ও সমাগত সকলেই হর্ষান্বিত হইয়া স্নান করিলেন। ঐ প্রবাহ, গঙ্গাদ্বার নামে প্রসিদ্ধ হইল। পরে গৌতমক্ষেত্রবাসী সেই দুর্ব্বৃত্ত ঋষিগণ তথায় স্নান করিতে আসিলে, গঙ্গাদেবী স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন। তাহা দেখিয়া দয়ালু মহর্ষি গৌতম বলিলেন, মাতঃ! অন্তর্হিত হইবেন না, ইহারা সজ্জন হউক, দুর্জ্জনই হউক, ইহাদিগেরই পুণ্যপ্রভাবে আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়াছি। ২২—৩০। তখন আকাশবাণী হইল; হে ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম! ইহারা অতি দুর্ব্বৃত্ত, কৃতঘ্ন, বৃথাতাপস-বেশধারী, অসমীক্ষ্যকারী, ক্ষুদ্র ও অভিমানী;—আমি ইহাদিগের মুখ দেখিব না। তখন সেই মহর্ষি গৌতম আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মাতঃ! আমার কথা শুনুন, অপকারীর উপকার করাই মহতের রীতি। ভগবান দেবদেব আপনাকে এইমাত্র কহিলেন যে, 'তুমি এইস্থানে থাকিয়া সকলকে পবিত্র কর।' এক্ষণে তাঁহার বাক্য আপনার পালন করা উচিত। মহর্ষি গৌতম এই কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ পুনরায় দৈববাণী হইল, মহর্ষে! তুমি সত্য কথাই বলিতেছ বটে; কিন্তু উহারা তোমার সহিত ব্যবহারের জন্য একশত একবার ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমার অনুগ্রহভাজন হইবে না। তখন গৌতমমুখে গঙ্গাদেবীর এই বাক্য শুনিয়া সেই দুষ্ট ঋষিগণ তাঁহার কথানুযায়িক প্রায়শ্চিত্ত করিল। তৎপরে সদাশয় গৌতম তাহাদিগকে নিজের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে বলিলেন। অনন্তর মহর্ষি গৌতম, দেবীর আদেশক্রমে গঙ্গাদ্বারের নিম্নভাগে কুশাবর্ত্ত নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তীর্থ নির্ম্মাণ করিলেন। তথায় স্বয়ং গঙ্গাদেবী, প্রীতিবশে আবির্ভূত হইলেন। ঐ কুশাবর্ত্ত তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য

মুক্তিলাভ করে। মহর্ষি গৌতমের এইরূপ প্রভাব দেখিয়া ঋষি ও তৎপত্নীগণ তাঁহার ও তৎপত্নী অহল্যা দেবীর পুনঃপুনঃ স্তব করিয়া তথায় স্নানপূর্ব্বক কৃতার্থ হইলেন ও ভগবান ত্র্যম্বকেশ্বরকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ৩১—৪২। গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত ও ত্র্যম্বকেশ্বরের নিকট কোটিতীর্থে স্নান করিলে মনুষ্যের গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ভগবতী গঙ্গা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হরেরও আরাধ্য দেবতা। সামান্য লোকেও তাঁহার সেবা করিলে অথবা তাঁহার নিকটে অবস্থান করিলে মোক্ষভাজন হয়। এমন কি, বিষ্ণুরূপী স্বয়ং রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে গঙ্গা দেখিয়া জগৎ পবিত্র করিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেখানে গঙ্গা ও বিষ্ণু উভয়েই বর্ত্তমান আছেন, তথায় কিছুই দুর্লভ নহে। আমরণ বারাণসীবাসে যে ফল, প্রতিমাসে পঞ্চবটীতে বাস করিলে সেই ফললাভ হয়। প্রথমে রামচন্দ্র, পরে কল্যাণদাতা ত্র্যম্বকেশ্বর, তৎপরে গঙ্গাদ্বার দেখিলে কোন্ পাপী না মুক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল তীর্থে স্নান করিলে লোক পাপমুক্ত হইয়া থাকে। হে মুনীন্দ্রগণ! ত্র্যম্বকেশ্বর ও গৌতমীর মাহাত্ম্য এবং কিরূপে গৌতম ও অন্য ঋষিরা পরস্পর মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগকে বলিলাম। ইহা শুনিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। অপর মহর্ষিগণ! নন্দিকেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৪৩—৫২।*

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—একদা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত রাক্ষসরাজ রাবণ, কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের আরাধনা করিতেছিল। যখন সে কিয়ৎকাল আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন হইতে দেখিল না, তখন বৃক্ষখণ্ডক নামক হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগে ভূতলে গর্ত্ত খনন করিয়া তথায় অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক তন্নিকটে শিবস্থাপনা করিয়া বিবিধ হোম করিতে লাগিল। তথাপি ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া নিজ মস্তক ছেদন পূর্ব্বক মহাদেবের পূজা আরম্ভ করিল। ক্রমে নয়টী মস্তক ছিন্ন হইল, একটী মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বলিলেন, হে রাক্ষসরাজ! তোমার কি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে বল। তখন রাক্ষস বলিল, দেব! যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আমায় অতুল বল দিন, আর প্রভো। আমার মস্তকগুলি পূর্ব্বমত করুন। ভক্তবৎসল ভগবান শঙ্কর তাহা শুনিয়া তাহাকে অতুল বল প্রদান করিলেন ও তাহার মস্তকগুলি পূর্ব্ববৎ সুস্থ করিলেন। ১—১০। এইরূপে তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষস স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তাহা দেখিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, যখন রাবণ সহায় প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। তবে আমাদিগের কি হইবে, হায়। আমরা কি করিব, কোথায় যাইব। এইরূপে দুঃখিত হইয়া তাঁহারা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবর্ষে। আপনি দেবগণের নিমিত্ত সকল কার্য্য করিতে শক্ত, এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন, এই দুষ্ট রাবণ যখন আমাদিগকে উৎপীড়ন করিবে, তখন আমরা কোথায় যাইব? তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া নারদ বলিলেন, হে দেবগণ। তোমরা দুঃখ ত্যাগ কর, আমি যুক্তি বলিতেছি। ইহা বলিয়া দেবর্ষি নারদ যে পথে রাবণ যাইতেছিল, সেই পথে বীণা বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান করিলেন। তখন নারদ পথিমধ্যে রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া দেবকার্য্যের নিমিত্ত বলিলেন, হে রাক্ষসরাজ। তুমিই ধন্য। তোমাকে দেখিয়া আমার মন অদ্য অনির্ব্বচনীয় প্রসন্ন হইয়াছে। তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আজ কেনই বা এত হৃষ্ট হইয়া শীঘ্র যাইতেছ? তাহা শুনিতে আমার পরম কৌতূহল জন্মিয়াছে। নারদ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে রাক্ষস রাবণ বলিল, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ। তাহা বলিতেছি, শুন। আমি বহু আরাধনায় দেবদেব শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অতুল বল পাইয়া গৃহে গমন করিতেছি। নারদ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাক্ষসরাজ! তুমি কিরূপে শিবের আরাধনা করিয়াছ? তাহা বল। আত্মীয় বলিয়াই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১১—২০। তখন রাবণ বলিল, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ। বলিতেছি তাহা শুন। হে মুনে। পূর্ব্বে আমি তপস্যার নিমিত্ত কৈলাসপর্ব্বতে গিয়াছিলাম। তথায় বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। যখন শঙ্কর তাহাতেও প্রসন্ন হইলেন না, তখন আমি তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বৃক্ষখণ্ডে আসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলাম। গ্রীষ্মকালে অগ্নিমধ্যে, বর্ষায় স্থণ্ডিলে ও শীতকালে জলমধ্যে থাকিয়া তিন প্রকার তপস্যা করিয়াছিলাম। তথাপি শঙ্কর প্রসন্ন হইলেন না। হে মুনীশ্বর! তখন আমি ক্রুদ্ধ হইয়া ভূতলে গর্ত্ত খনন করিয়া অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক পার্থিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া গন্ধ, চন্দন, ধূপ, নৈবেদ্য ও আরাত্রিক দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া স্তব, প্রণাম, নৃত্য, গীত, বাদ্য, গালবাদ্য ও অন্যান্য বিবিধ উপচারে আরাধনা করিলাম; তথাপি দেব প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া আমি দুঃখিত হইলাম। ২১—২৮। তখন শরীর, বল ও তপস্যায় ধিক্কার দিয়া সেই স্থাপিত বহ্নিতে

---

* এই গৌতমানীত গঙ্গা এক্ষণে গোদাবরী নামে প্রসিদ্ধ।

অনেক হোম করিলাম। তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। তখন অগ্নিতে দেহত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া চন্দনাদি দ্বারা মস্তকগুলি শোধন করত একাদিক্রমে নয়টী মস্তক ছেদন করিয়া সমর্পণ করিলাম। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ। তৎপরে দশম মস্তকটী ছেদন করিতে উদ্যত হইলে জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্ হর স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া আমার মস্তক ছেদন করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, হে ভক্ত। কি বর প্রার্থনা কর, বল। এই কথা বলিলে আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই বলিলাম, প্রভো। প্রসন্ন হইয়াছেন তো অতুল বল প্রদান করুন। আপনি প্রসন্ন হইলে কিছুই দুর্লভ নহে। শিব তখন সন্তুষ্ট হইয়া আমায় অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন ও তৃতীয় দৃষ্টিপাতে মস্তকগুলি পূর্ব্বমত যোজনা করিয়া দিলেন। তখন আমার শরীর পূর্ব্বমত হইল ও আমি অভীষ্ট ফল লাভ করিলাম। সেই ভগবান আমাকে বর প্রদান করিয়া তথায় অবস্থান করিলেন। ইনিই বৈদ্যনাথেশ্বর নামে লোকে প্রসিদ্ধ আছেন। এক্ষণে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ত্রিভুবন জয় করিতে যাইতেছি। ২৯—৩৮।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—তাহার এই বাক্য শুনিয়া নারদ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, হে রাক্ষসরাজ। তোমার হিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যে এইমাত্র বলিলে, শিব তোমার হিতসাধন করিয়াছেন, তাহা তুমি সত্য বোধ করিও না। কেননা, শিব উন্মত্ত,—উন্মত্তে কি না বলিয়া থাকে? তুমি আমার প্রিয়পাত্র, আমার কথায় বিশ্বাস করিও। এক্ষণে এই স্থান হইতে ফিরিয়া গিয়া নিজ হিতের জন্য কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন করিবার যত্ন কর। যদি উত্তোলন করিতে পার, তবে তোমার সকলই সফল হইবে। পরে সেই পর্ব্বত পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিয়া সুখে আগমন করিও। তোমার যদি ইহাতে বিশ্বাস ও ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে এইরূপ কার্য্য কর। নারদ এই কথা বলিলে বলদর্পিত রাবণ, মুনির সেই বাক্য, হিতজনক এবং সত্য বিবেচনা করিয়া কৈলাসে গমন করিল। তথায় গিয়া রাবণ কৈলাস পর্ব্বতকে উত্তোলন করে, তাহাতে পর্ব্বতে অবস্থিত যাবৎ বস্তুই পরস্পর বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। তখন শিবও, তাহা দেখিয়া বলিলেন, "কি হইল।" তৎকালে, পার্ব্বতী হাস্য করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এই ফল আপনি, আপনার শিষ্যের নিকটেই পাইলেন, যাহা হউক, সুশিষ্য করিয়া উত্তম হইয়াছে!' শিব, জানিতে পারিয়া সেই বলদর্পিত রাবণকে [illegible] প্রদান করেন, "তোর বাহুগর্ব্বখর্ব্বকারী পুরুষ শীঘ্রই উৎপন্ন হইবে।" শিব এইপ্রকার অভিশাপ দিলে, নারদ তাহা শুনিতে পাইলেন। বল বিমোহিত রাবণও আত্মবলে বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া, কৈলাস-পর্ব্বতকে পূর্ব্ববৎ স্থাপন পূর্ব্বক যথাগত প্রস্থান করিল। ১—১২। বিশ্বত্রাস রাবণ, তখন ক্রমে ক্রমে ত্রৈলোক্য আয়ত্ত করিল। বৈদ্যনাথেশ্বরের এই সমস্ত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণের পাপরাশি ভস্মীভূত হয়। পরমাত্মা শিবের নাগেশনামক জ্যোতিঃলিঙ্গমূর্ত্তি যেরূপে হয়, অতঃপর তাহা বলিতেছি। দারুকানাম্নী পার্ব্বতীর বলে বলদর্পিতা কোন রাক্ষসী ছিল। তাহার স্বামীর নাম ছিল দারুক, দারুকও অতিশয় বলশালী ছিল। বহুতর রাক্ষসের সহিত মিলিত হইয়া দারুক, যজ্ঞধ্বংস ও ধর্ম্মধ্বংস করত লোকসমূহের মহাপীড়ন করিতে লাগিল। পশ্চিম-সাগরের সমীপে দারুকের সর্ব্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন বন ছিল। চতুর্দ্দিকে ষোড়শ যোজন তাহার পরিমাণ। দেবী পার্ব্বতী, দারুকা রাক্ষসীকে বর দিয়াছিলেন, "দারুকে। তুমি, বৃক্ষরাজি এবং সমুদয় উপকরণের সহিত এই বন, তোমার ইচ্ছানুসারে, তোমার সহিত যথাতথা গমন করিবে।" দারুকা যেখানে যাইত, সেই বনও সেইখানেই যাইত। দারুক রাক্ষসও সেইখানে থাকিয়া সকল লোকের ভীতি উৎপাদন করিত। মন্মপীড়িত লোক সকল, ঔর্ব্ব ঋষির শরণাপন্ন হইল, তাহারা বলিল, হে মহর্ষে। রক্ষা করুন, নতুবা দুষ্ট রাক্ষস আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে। আপনি অতিতেজে দীপ্ত, আপনি সব করিতে পারেন। যাঁহার নিকটে গিয়া সুখে থাকিব, এমন শরণ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে এক আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই। আপনাকে দেখিয়াই রাক্ষসেরা দূর হইতে পলায়ন করে। আপনাতে শৈবতেজ অগ্নিবৎ জাজ্বল্যমান। আর প্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে আপনি চন্দ্রস্বরূপ। তাহাদিগকে সুখ বিতরণ করেন। হে মুনিবরবৃন্দ! লোকের বারংবার প্রার্থনায় সেই মানী-শরণ্য ঔর্ব্ব বলিলেন, "আমি রক্ষা করিব।" হে ঋষিবরগণ! এই কথা বলিয়া ঋষি ঔর্ব্ব, রাক্ষসদিগকে শাপ দিলেন, এই সব রাক্ষসেরা পৃথিবীতে প্রাণিহিংসা করিলেই, তাহারা বলসম্পন্ন হইলেও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে। যজ্ঞ ধ্বংস করিলেও তাহাদের প্রাণনাশ হইবে। ঔর্ব্ব, রাক্ষসদিগের উদ্দেশে এই কথা বলিয়া ও প্রজাগণকে আশ্বাসিত করিয়া লোকদুঃখকর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১৩—২৮। তখন দেবগণ, সেই হিতজনক শাপের বিষয় অবগত হইয়া রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধার্থে উদ্যত হইলেন। দেবগণ, সর্ব্বপ্রযত্নে যুদ্ধ করিবার জন্য সমাগত হইলেন।

করা যায়, কোথায়ই বা যাওয়া যায়? মহৎ সঙ্কট পস্থিত, করিতে হয় ত যুদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু রিবার জন্ত এ যুদ্ধ করিবার যো নাই। দারুকা রাক্ষসী, সেই উপস্থিত দুঃখ অবগত হইয়া ভবানীর বরের কথা লিল,—পূর্ব্বে আমি ভবানীকে আরাধনা করিলে, তিনি আমাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, "তুমি যেখানে যাইতে উদ্যত হইবে, বন, সেখানেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।" এমন বর যদি পাইয়াছি, তবে দুঃখ সহিব কেন? জল বন লইয়া যাই, তখন রাক্ষসেরা তাহাতে সুখে অবস্থান করিতে পারিবেন। দারুকা রাক্ষসীর সেই কথা শুনিয়া পরমানন্দিত রাক্ষসবৃন্দ বলিতে লাগিল, আমাদিগের রাজ্ঞী ধন্তা এবং কৃতকৃত্যা; ইনিই আমাদিগের জীবনদান করিলেন। ঔর্ব্ব ত আমাদিগকে মারিয়া ফেলিযাছিলেন, এরূপ না হইলে, আমাদের উপায় কি হইত? রাক্ষসেরা এইরূপ বিচার করিয়া এবং দারুকা রাক্ষসীকে পরম হিতকারিণী বুঝিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক সাদরে বলিতে লাগিল, "গমনে যদি শক্তি থাকে ত চলুন, কি ভাবিতেছেন? হে দেবি! সেই জলে গিয়া নিত্য আমরা সুখে অবস্থান করিব।" ইত্যবসরে, দেবগণের সহিত বহু লোক রাক্ষস বন সমীপে আসিয়া রাক্ষসদিগকে বিবিধ দুঃখ প্রদান করিল। দারুকা রাক্ষসীও ভবানীর বলে স্থল সমেত সেই সমগ্র বন লইয়া "জয় জয়" উচ্চারণপূর্ব্বক ভগবতীর স্তব করিয়া সপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় উড়িয়া সমুদ্রমধ্যে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। ২৯—৪১। সেই বনে উপবন, ক্রীড়াস্থান, জল, দুর্গ ও প্রাসাদাদি বর্ত্তমান থাকায় স্বর্গ হইতেও তাহা অধিকতর শোভা পাইল। হে মুনীন্দ্রগণ! তথায় রাক্ষসগণ বিলাসীর মত সুখে ও নির্ভয়ে বিহার করিতে লাগিল, পৃথিবীতে আর আগমন করিল না। তখন তাহারা ঔর্ব্বমুনির শাপভয়ে জলে ভ্রমণ করত নৌকারোহী ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহাকে ধরিয়া বন্ধনাগারে নিক্ষিপ্ত করিল ও কাহাকে বা একেবারে বধ করিতে লাগিল। এইরূপে পুনরায় তাহারা লোকপীড়ন আরম্ভ করিল। হে মুনীন্দ্রগণ! এইরূপে স্থলের মত জলেও লোকগণের নিরন্তর ভয় উপস্থিত হইল। একদা রাক্ষসগণ—লোকপীড়ার্থ নির্গত হইয়া জলমার্গ-রোধপূর্ব্বক মনুষ্য ধরিবার জন্ত গুপ্তরূপে অবস্থান করিয়া আছে, ইত্যবসরে বহুলোকসমন্বিত বহু নৌকা তথায় আসিয়া পড়িল। তাহারা তাহা দেখিয়া পরম আনন্দিত হইল ও নৌকারোহী সমস্ত মনুষ্যকে ধরিয়া নিজ নগরে লইয়া ইল। হে মুনীন্দ্রগণ! সেই ধৃত মনুষ্যেরা তথায় দুঃখে বস্থান করিতে লাগিল। ৪২—৫২। তন্মধ্যে একজন শিবভক্ত বৈশ্য ছিলেন। তিনি নিজে শিবপূজা না করিয়া কদাচ ল গ্রহণ করিতেন না। তিনি কারাগারে অবস্থান করিয়া অপর সকলকে শিবমন্ত্র ও শিবপূজা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। তখন তাহারা সকলেই যথাবিধি শিবপূজা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে কেহ বা পদ্মাসনাদি উৎকৃষ্ট আসন বন্ধন করিয়া ধ্যানপূর্ব্বক মানস পূজা করিয়া দুঃখ দূর করিতে লাগিল। তাহাদিগের অধিপতি বৈশ্যরাজ পার্থিবলিঙ্গপূজোক্ত বিধানে শিবপূজা করিতে লাগিলেন। অপরে যাহারা বিধি জানিত না, তাহারা "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রে শিবকে ধ্যান মাত্র করিতে লাগিল। পরে সুপ্রিয় নামে সেই শিবপ্রিয় বৈশ্যশ্রেষ্ঠ ধ্যানপূর্ব্বক মানস উপচারে পূজা করিতে লাগিলে ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ তৎপ্রদত্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ৫৩—৬১। সে কিন্তু সমস্ত তাহা জানিতে পারিল না। এইরূপে ছয়মাস অতীত হইল। একদা সুপ্রিয় বৈশ্যের সম্মুখে শঙ্করের সুন্দর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সেবকগণ, রাক্ষসরাজের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত যথার্থরূপে নিবেদন করিল। রাক্ষসরাজ তখন আসিয়া বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করিল, বৈশ্য। আজ তুমি কাহাকে ধ্যান করিতেছ? সত্য বল, মিথ্যা বলিও না। তিনি বলিলেন, তুমি ত জান; রাক্ষসরাজ তৎশ্রবণে কুপিত হইয়া রাক্ষসদিগকে "অহে রাক্ষসগণ। তোমরা এই সমস্ত লোক নষ্ট কর" বলিয়া প্রেরণ করিলেন। এই কথা বলিলে রাক্ষসগণ, লোকহননার্থ নানাবিধ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক গমন করিল। সুপ্রিয় তাহাদিগকে আগত দেখিয়া ভ। চকিত-নেত্রে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে দেবেশ। শঙ্কর! রক্ষা কর; রক্ষা কর; শিব! শিব! হে দেবসত্তম। আপনি আমার সর্ব্বস্ব। তখন, শিব এইরূপ প্রার্থিত হইয়া সুন্দর চতুর্দ্বারযুক্ত মন্দিরের সহিত ভূমিচ্ছিদ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উক্ত মন্দিরের মধ্যে মহাদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় শিবরূপ, সঙ্গে পরিবারবর্গ। বৈশ্য তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র পূজা করিলেন। শিব পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইলেন। তখন, সুপ্রিয়কে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিয়া সহায় ও সজ্জা সমেত সমুদয় প্রধান রাক্ষস ও সামান্ত রাক্ষসগণকে বধ করিলেন। অনন্তর প্রধান ভক্ত সেই বৈশ্যকে বরপ্রদান করিলেন;—এই বনে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ ও তদুপযুক্ত আশ্রমোচিত ধর্ম্ম চিরদিন অক্ষুন্ন থাকিবে। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম যথাযথ আচরিত হইবে। এখানে অনেক মুনিবর হইবেন; তাঁহারাও কদাপি তামসভাবাপন্ন হইবেন না। ইত্যবসরে রাক্ষসী গৌরীদেবীর স্তব করিল। তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, আমি কি করিব? রাক্ষসী বলিল, আপনি আমার বংশ রক্ষা করুন। গৌরী বলিলেন, আমি তোমার বংশ রক্ষা করিব সত্য কহিতেছি। তিনি এই কথা বলিয়া শিবের সহিত কলহ করিলেন। ৬২—৭৫। শিব, কুপিত

হইয়া বলিলেন, দেবি। তোমার যাহা ইচ্ছা কর। তাঁহার এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী বলিলেন, যুগশেষে আপনার কথা সফল হইবে। কিন্তু ততদিন তামসসৃষ্টি হইতে থাক। এই আমার মত। নচেৎ প্রলয় হইবে না; শিব। আমি সত্য কহিতেছি। আমার রাক্ষসী শক্তি, বলবতী দারুকাদেবী রাক্ষসরাজ্ঞীরূপে তাহাদিগকে শাসন করিবেন। এই সকল রাক্ষসপত্নীগণ, পুত্র প্রসব করিবে। ইহারা সকলেই বনে বাস করিয়া থাকিবে, ইহা আমার অভিপ্রায়। তখন শঙ্কর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি ভক্তপালনের জন্য এই বনে থাকিব। বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মনিষ্ঠ মনুষ্য যদি আমার এই স্থানস্থিত মূর্ত্তি অবলোকন করে, তাহা হইলে সে চক্রবর্ত্তী হয়। সূত বলিলেন, হে মুনিবরগণ! শিব ইহা বলিলেন যে, অন্য কলিযুগাবসানে সত্যপ্রারম্ভে মহাসেনপুত্র বীরসেন আমাকে দর্শন করিয়া চক্রবর্ত্তী হইবে। স্বয়ং দম্পতি হর পার্ব্বতী পরস্পরে এইরূপে হাস্য করিয়া তথায় সাক্ষাৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথাকার শিবের নাম নাগেশ। ৭৬—৮৪। ঋষিগণ বলিলেন, বীরসেন, সেই দারুকাবনে কিরূপে যাইবেন? সূত বলিলেন, সুরম্য নিষধ দেশে ক্ষত্রিয় বংশে ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন বীরসেন মহাসেনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করত পরম দুষ্কর তপস্যা করিলেন। তখন দেবদেব শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া প্রত্যক্ষেই বলিলেন, বীরসেন। আমি ধপুধাংলিপ্তা এক কাষ্ঠময় মৎসী প্রদান করিব। ঐ মৎসী সাক্ষাৎ যোগমায়া। তুমি এখন কেবল তাহা লইয়া নৌকাসহ গমন কর। অপর বনবাসী সকলেই ম্লেচ্ছ স্বরূপ হইবে। একমাত্র তুমি মৎকৃত বিবর দ্বারা প্রবেশপূর্ব্বক নাগেশ্বরের পূজা করিয়া তাঁহার নিকট পাশুপত অস্ত্র লাভ করিবে। তখন রাক্ষসী প্রভৃতিকে বধ করিবেন। অনন্তর পার্ব্বতীর বর সম্পূর্ণ হইবে। আমাকে দর্শন করিলে তোমার আর কোন বিষয়ে ন্যূনতা থাকিবে না। পরমাত্মা শিব, তাঁহাকে এই বর দিলে তিনি সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। জ্যোতিঃপতি নাগেশ্বরদেব এইরূপে আবির্ভূত হন। যে ব্যক্তি নিত্য এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করে, তাঁহার মহাপাতক পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। অতঃপর রামেশ্বরলিঙ্গ পূর্ব্বে যেরূপে উৎপন্ন হন, তাহা আমি বলিতেছি। ৮৫—৯৫।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ। আপনারা শিবমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। একদা শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবাদি মহাবলবান্ অষ্টাদশ পদ্ম সংখ্যক বানরগণের সহিত মিলিত হইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। দক্ষিণদিকে যে লবণসমুদ্র অবলোকিত হয়, শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও বানরগণ মিলিত হইয়া তাহারই তীরে অবস্থান করিলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, জনকনন্দিনী কোথায় যাইলেন? কবেই বা আসিবেন? এই সমুদ্র অতলস্পর্শী, বানরসেনা এই পারে অবস্থিত, এবং অরাতি পর্ব্বত ধারণ করিতেও সমর্থ, দুর্জ্জয় রাক্ষস, এস্থলে কি উপায় হইবে? সাগরতীরস্থিত রঘুনাথ লক্ষ্মণ ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণের সহিত এইরূপ বিচার করিতে করিতে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ। আমি অতি পিপাসু হইয়াছি, জল আনয়ন কর, তৎশ্রবণে বানরগণই দশদিকে ধাবিত হইল এবং শীঘ্র জল আনিয়া সম্মুখে অবস্থান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে প্রভো। আপনার আদেশে জল আনিয়াছি, আপনি গ্রহণ করুন। ১—৮। অনন্তর প্রভু স্বয়ং জলপান করিতে উদ্যত হইবামাত্র তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি শিবদর্শন করেন নাই কিরূপে জলপান করিবেন। তখন জল পরিত্যাগ করিলেন, পরে পার্থিব শিবলিঙ্গ গঠন করিয়া গন্ধপুষ্প প্রভৃতি নানা উপচার প্রদান করত শঙ্করকে নমস্কার ও নানা দিব্য স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সানন্দে ইহা প্রার্থনা করিলেন হে প্রভো। এই সমুদ্রের জল অগাধ, ঐ রাক্ষস অতি বলবান্ এবং বানর সকল আমার যুদ্ধসাধন সৈন্য, ইহারা অতি চপল। হে শম্ভো। একারণ আপনি এবিষয়ে আমার সাহায্য করিবেন। ত্বদীয় ভক্ত রাবণ মানবগণের সর্ব্বথা অজেয়, তথাপি হে শিব। আপনি সর্ব্বদা ধর্ম্মের পক্ষপাতী থাকিবেন, ইহা আমার প্রার্থনা। এইরূপ কহিয়া বারংবার নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিয়া "জয় জয় শঙ্কর শঙ্কর" এই নাম উচ্চৈঃস্বরে উদ্ঘোষণ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীরাম শিবকে এইরূপ স্তব করিয়া মন্ত্রধ্যান যোগে পুনরায় পূজা করিয়া যখন গালবাদ্য করেন, এমত সময়ে দেবশঙ্কর জ্যোতির্ম্ময় নিজরূপ ধারণ পূর্ব্বক পার্ব্বতী প্রভৃতি নিজ পরিবারগণের সহিত শ্রীরামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক। তখন পরমশৈব রঘুনাথ, ঐ শিবরূপ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় সকল উপচার প্রদানে পূজা করিয়া বিবিধ স্তব ও অসংখ্য নমস্কার করত নিজ জয় প্রার্থনা করিলে, শিব কহিলেন, তোমার জয় হউক। অনন্তর শিবদত্ত জল পান করিয়া তাঁহারই আদেশে পুনরায় প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো। শিব! আপনি দয়াময়, হে দেব। লোকের উপকারার্থ ও জগৎ পবিত্র

র্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া লিঙ্গরূপী হইলেন এবং মহীতলে মেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ঐ সমুদ্রতীরে অবস্থান রিলেন। শ্রবণমাত্রে পাপনাশক এই শিবমাহাত্ম্য াপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। ৯—২৩।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে ঋষিসত্তমগণ! ঘুশ্মেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ যে জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ আছেন, অতঃপর তাঁহারই মাহাত্ম্য কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঋষিবরগণ! দক্ষিণদিকে দেব নামে পর্ব্বত আছে, তাহার অদূরে ভরদ্বাজ-বংশসম্ভূত সর্ব্বদা ব্রহ্মপরায়ণ সুধর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার সুদেহা নামে পত্নী অতি ধর্ম্মশীলা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ সুধর্ম্মা সর্ব্বদা দেবপূজা, অতিথিসংকার, অগ্নিসেবা ও বেদমার্গের অনুসরণ করিতেন; তিনি সূর্য্যের ন্যায় কান্তিশালী ছিলেন ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ত্রিকালে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন। সৌজন্যগুণের আধার ধনবান পরমদাতা সুধর্ম্মা, বেদশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন ও শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইতেন। এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার বহুকাল অতীত হইল, কিন্তু তাঁহার পুত্র হইল না। পত্নীর ঋতু বিফল হইতে লাগিল, তাহাতে যাথার্থ্যবিৎ সুধর্ম্মা দুঃখিত হইলেন না; কারণ তিনি মনে জানিতেন যে, আত্মাই আত্মার উদ্ধারক। তিনিই আপনার পবিত্রতার কারণ; পুত্রাদি কেহই নহে। কিন্তু তাঁহার পত্নী সুদেহা, পুত্রমুখ সন্দর্শন করিতে না পাওয়ায় সর্ব্বদাই স্বামীকে কহিতেন, আপনি পুত্রের জন্য বিশেষ যত্ন করুন। তাহাতে সুধর্ম্মা স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, দেবি! পুত্র কি করিবে, কে পিতা? কে মাতা? কে বন্ধু? কোন ব্যক্তিই বা প্রিয়তম? সকলেই স্বার্থ অন্বেষণ করিতেছে জানিবে। প্রিয়ে! একারণ তুমি দুঃখ ত্যাগ কর। ১—১১। হে শুভব্রতে! একথা পুনরায় আমাকে কহিও না। পরম ধার্ম্মিক সুধর্ম্মা, পত্নীকে এইরূপ নিবারণ করিয়া শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বদুঃখ ত্যাগ করত পরম সন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন। কোন সময়ে সুদেহা প্রতিবাসীদিগের গৃহে গমন করিয়া, গোষ্ঠীপ্রিয়তার জন্য বিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই প্রতিবাসিপত্নী স্ত্রীস্বভাব বশতঃ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "তুমি অপুত্রবতী, আমি পুত্রবতী; অতএব কেন বৃথা গর্ব্ব করিতেছ? আমার সম্পত্তি আমার পুত্র ভোগ করিবে, তোমার সম্পত্তি কে ভোগ করিবে? যখন রাজা তোমার ধন হরণ করিবে, তখন হে বন্ধ্যে! তোমার সম্মানকে ধিক্!" তখন সেই সুদেহা প্রতিবাসিপত্নীকর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃতা হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বামীর নিকটে তদীয় সমস্ত বিবরণ সযত্নে ব্যক্ত করিলেন। জ্ঞানী ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ তাঁহার স্বামী) তৎশ্রবণে দুঃখিত না হইয়া কহিলেন, হে প্রিয়ে! উহারা যাহা বলিতেছে বলুক, যাহা ভবিতব্য, তাহার অন্যথা নাই। এইরূপে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বারংবার আশ্বস্তা হইয়াও সুদেহা দুঃখ ত্যাগ না করিয়া পুত্রের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "হে নাথ! আপনি আমার স্বামী, যাই কেন হউক না, পুত্র উৎপাদন করুন; হে নরোত্তম! যদি তাহাতে যত্ন না করেন, তবে আমি দেহত্যাগ করিব।" তদীয় এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, পরে দুইটী বিকসিত কুসুম লইয়া সমীপবর্ত্তী অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন; তন্মধ্যে একটী পুষ্পকে পুত্রফলপ্রদ, অতএব অনুকূলরূপে চিত্তে স্থির করিয়া রাখিলেন। অনন্তর ভার্য্যাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি পুত্রফলপ্রাপ্তির জন্য ইহার মধ্যে একটীকে গ্রহণ কর।" তখন সুদেহা, "আমার পুত্র হউক এবং যে পুষ্পটী স্বামীর ঈপ্সিত, তাহাই আমাকর্ত্তৃক গৃহীত হউক" এইরূপ চিন্তা করিয়া শিব ও অগ্নিকে নমস্কার পূর্ব্বক একটী পুষ্প গ্রহণ করিলেন। ১২—২৪। কিন্তু সুধর্ম্মা যেটী স্থির করিয়াছিলেন, সেটী গ্রহণ করেন নাই; তাহা দেখিয়া সুধর্ম্মা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রিয়ে! তোমার পুত্র হইবে না, ইহা ঈশ্বরলিখন; কিরূপে অন্যথা হইবে? এক্ষণে সে আশা পরিত্যাগ করিয়া হরিসেবা কর। ব্রাহ্মণ এইরূপ কহিয়া নিজেও হতাশ হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে রত এবং নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সুদেহা কিন্তু পুত্রবতী হইবার বাসনা পরিত্যাগ না করিয়া পতির নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে নাথ! যদি আমাতে পুত্র না হইল, তবে আমি বলিতেছি, অন্য একটী নারীকে বিবাহ করুন; তাহাতে নিশ্চয়ই আপনার পুত্র হইবে। তখন সুধর্ম্মা কহিলেন, হে প্রিয়ে! তাহাতেই যদি তোমার ও আমার দুঃখ যায়, তবে তাহা হইবে; এক্ষণে আমার ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করিও না। অনন্তর সুদেহা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আনয়ন করিয়া স্বামীকে কহিলেন, নাথ! ইহাকে বিবাহ করুন। তখন তাঁহার স্বামী কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এখন কহিতেছ বটে, 'এই নারী আপনার পত্নী হউক।' * কিন্তু পরে যখন এই পত্নী পুত্রপ্রসবিনী হইবে, তখন তোমার ঈদৃশ চিত্ত থাকিবে না; নিরন্তর উহার সহিত স্পর্দ্ধা করিবে। স্বামী কর্ত্তৃক এইরূপ কথিতা হইয়া সুদেহা পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিলেন, হে দ্বিজ! এই ঘুশ্মা নাম্নী মদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী জ্যেষ্ঠাভগিনীর ন্যায় আমার প্রেয়সী থাকিবে এবং আমি ইহার

---

* 'এখন বলিতেছ বটে, এ নারী আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী, অতএব স্নেহের পাত্র; কিন্তু' এই ব্যাখ্যাও সঙ্গত।

দাহ করিব; ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ কহিলে ব্রাহ্মণের চিত্ত চঞ্চল হইল। ধর্ম্মাত্মা সুধর্ম্মা, তাহাকে পত্নীত্বে স্বীকার করিয়া সুদেহাকে কহিলেন, "হে পুণ্যশীলে! এই ঘুশ্মা তোমার আত্মীয়া, অতএব সর্ব্বদা ইহাকে তুমি পালন করিবে। অনন্তর তিনি নিজ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, সুদেহাও ভ্রাতুষ্পুত্রীর নিকট দাসীর মত রহিলেন এবং বিপ্রের ঐ কনিষ্ঠাপত্নী ঘুশ্মা স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া প্রতিদিন একোত্তরশত পার্থিব শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ২৫—৩৭। আর যথাবিধি সকল উপচার প্রদানে পূজা করিয়া সমীপবর্ত্তী তড়াগে নিক্ষেপ করিতেন ও বিসর্জ্জন করিয়া পুনরায় পূজা করিতেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ঐ তড়াগে একলক্ষ লিঙ্গ হইল। তখন শিবের কৃপায় সুধর্ম্মার ঐ ঘুশ্মা নাম্নী পত্নীতে পরম সুন্দর সুভগ গুণাকর এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, তাহা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিষয়ে আসক্ত না হইয়া সুখভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুদেহা তদবধি তাহার প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল; পূর্ব্বে তাহার হৃদয় কোমল ছিল, পুত্র হওয়া অবধি শাণিত অস্ত্রের ন্যায় হইল। হে ঋষিগণ! অনন্তর যাহা হইয়াছিল, শ্রবণ করুন; ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠা পত্নী, কনিষ্ঠার পুত্র দর্শনে দুঃখিতা হইল এবং সকলের মুখে পুত্রপ্রসবিনীর নিরন্তর প্রশংসা ও তদীয় শিশুর রূপের নিরন্তর প্রশংসা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল; তাহাতে দুঃখাগ্নি তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। একদা কতকগুলি ব্রাহ্মণ, সুধর্ম্মার পুত্রকে কন্যা দিবার জন্য উপস্থিত হইলে, সুধর্ম্মা পুত্রের যথাবিধি বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঘুশ্মার সহিত পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন; কুটুম্বগণ, ঘুশ্মার সম্মান করিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া সুদেহা অন্তরে দগ্ধা হইতে লাগিল। সুধর্ম্মা গৃহে আসিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে ক্রোড়ে করিয়া আহ্লাদিত মনে পত্নীদ্বয়কে দেখাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ঘুশ্মা আনন্দিতা ও সুদেহা অন্তরে দুঃখিতা হইয়া গমন করিতে লাগিলে দুঃখভরে 'হা হতাস্মি' বলিয়া পতিতা হইল। তখন ঘুশ্মা কহিল, আর্য্যে! এই বধূ আপনারই, আমার নহে! অনন্তর পুত্র, জ্যেষ্ঠ মাতার ও পুত্রবধূ জ্যেষ্ঠা শ্বশ্রূর সম্মান করিল। স্বামীও কনিষ্ঠা পত্নীর আদর না করিয়া জ্যেষ্ঠা পত্নীর আদর করিলেন। ৩৮—৫১। তথাপি সুদেহার অন্তরের খলতা না যাওয়ায় সে বিচার করিতে লাগিল, "এই দুঃখ কিরূপে যাইবে; আমার অন্তর্দাহ ঘুশ্মার নেত্রজলেই শান্ত হইতে পারে; অন্যথা ইহার শান্তি দেখিতেছি না। এক্ষণে উহার ঐ প্রিয়বাদী প্রিয়তম পুত্রকে বিনাশ করিব; যাহা ভবিতব্য, তাহা হইবে।" সুদেহা এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করিল। কদর্য্য ব্যক্তিদিগের কার্য্যাকার্য্যবিচার থাকে না। ঐ
সুদেহা, একদিন পত্নীর সহিত সুখসুপ্ত ঘুশ্মাতনয়
ছুরিকা দ্বারা ছেদন করিল এবং তাহার ছিন্নদেহ রাত্রি
মধ্যেই সেই সরোবরে নিক্ষেপ করিল;—যাহাতে ঘু
প্রত্যহ পূজিত শিবলিঙ্গ নিক্ষেপ করে। পরে বা
আসিয়া সুখে নিদ্রা যাইল। ঘুশ্মা ও দ্বিজবর সুধ
প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত স্নানাদি করিয়া নিত্যক
করিতে লাগিলেন। এদিকে জ্যেষ্ঠা দ্বিজপত্নী সুদে
সানন্দমনে গৃহকার্য্য করিতে লাগিল, হৃদয়ের অগ্নি তখ
নির্ব্বাপিত হইয়াছিল কিনা। অনন্তর বধূ নিদ্রাত্যাগ করি
গাত্রোত্থান করত রক্তাক্ত এবং খণ্ড খণ্ড মাংসযুক্ত শয
দেখিবামাত্র দুঃখিতা হইয়া জ্যেষ্ঠা শ্বশ্রূকে নিবেদন করি
"মাতঃ! তোমার পুত্র কোথায় গেলেন? শয্যায় রক্ত ও
অঙ্গ রহিয়াছে।" তৎশ্রবণে অন্তরে আনন্দিতা পাপি
সুদেহা কপট দুঃখ করিল, "হে সুব্রতে! হায় আমি নিহ
হইলাম, কে এই গর্হিতকর্ম্ম করিল!" এবং বারংবার "
হতাস্মি" এইরূপ কহিয়া নিজ দুঃখ দেখাইতে লাগিল
কিন্তু ঘুশ্মা তখন শিবপূজারতা ছিলেন; তিনি পুত্রব
তাদৃশ দুঃখকারণ শুনিয়াও নিত্যকর্ত্তব্য শিবপূজা হই
বিরতা হইলেন না। হে মুনিগণ! তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র
চঞ্চল হইল না, সুধর্ম্মাও সেইরূপ নিজ নিত্যকার্য্যে র
ছিলেন; কিছুমাত্রও চঞ্চল না হইয়া তাহাতেই আস
রহিলেন। ৫২—৬৫। হে মুনিগণ! ক্রমে মধ্যাহ্নকা
উপস্থিত হইলে ঘুশ্মা তাদৃশ রক্তময়ী ভয়ঙ্করী শয্যা সন্দ
করিয়াও দুঃখিতা না হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, জগ
পাতা জগদীশ্বরের ইচ্ছাতে ঐ জীব উৎপন্ন হইয়াছিল এ
তিনি উহাকে রক্ষা করিলেন না। যেরূপ মালাকার পু
চয়কে সূত্রে গ্রথিত করে ও নিজেচ্ছায় বিযুক্ত করে, তদ্রূ
তিনি জীবগণের সংযোগ ও কখন বিয়োগ সাধন করি
ছেন; এবিষয়ে আমার চিন্তার প্রয়োজন নাই। এ
রূপ বিচার করিয়া শিবপরায়ণা ঘুশ্মা কিছুমাত্র দু
না করিয়া পূজিত পার্থিবশিবলিঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সরো
বরতীরে গমন করিলেন এবং তথায় ঐ সকল নিক্ষে
করিয়া আসিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, তড়া
নিকটে তাঁহার পুত্র রহিয়াছে, কহিতেছে; মাতঃ
আপনি আমার নিকটে আসুন, আমি মৃত্যুমুখে পতি
হইয়া পুনরায় জীবিত হইয়াছি। তাহা দেখিয়া তি
আনন্দিতা বা দুঃখিতা হইলেন না; তাঁহার চিত্তে
কিছুমাত্র বৈপরীত্য ঘটিল না। তখন জ্যোতীরূ
মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া জ্যোতীরূপে প্রকাশ পাই
কহিলেন, হে বরাননে! আমি তোমার প্রতি প্র
হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর; তোমার পুত্রকে ঐ পাপীয়
নিধন করিয়াছিল, আমি উহাকে ত্রিশূলাঘাতে বিন
করিব। অনন্তর ঘুশ্মা, বর প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো
আমার ভগিনীতুল্যা সুদেহাকে রক্ষা করুন; হে না

সুদেহা আপনার অপকার করিয়াছে; কিজন্য তাহার উপকার করিবেন? কারণ আপনাকে দেখিলে সকল পাপ মুক্ত হয়। সূত বলিলেন, এক্ষণে ঘুশ্মাকে দেখিয়া সুদেহার সকল পাপ ভস্মসাৎ হইবে এবং আমি পুরাতন বেদবিদগণ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি অপকারীর উপকার করে, তাহার দর্শন পাইলেই ঐ পাপীর পাপ [illegible]। ঘুশ্মা কহিলেন, হে শিব! এক্ষণে লোকরক্ষার জন্য এই স্থানে আপনি সর্ব্বদা অবস্থান করুন। —৭৭ [illegible]।

ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় কহিলেন, হে ঘুশ্মে! অন্য বর প্রার্থনা কর, আমি দিতেছি। ঘুশ্মা কহিলেন, হে নাথ! যদি আমাকে বর দিবেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া লোকরক্ষার্থ এই স্থানে অবস্থান করুন। অন্য বরে কাজ নাই। তখন শিব কহিলেন হে ঘুশ্মে! আমি এখানে থাকিব ও তোমার নামেই আমি 'ঘুশ্মেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইব এবং এই সরোবর আমার লিঙ্গের আধার হইবে; [illegible] 'শিবালয়' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। [illegible] জগতে যতকাল [illegible] থাকিবে, তাবৎ তোমার বংশে একটী করিয়া পুত্র থাকিবে অর্থাৎ তোমার বংশলোপ হইবে না। তোমার বংশের সকল পুরুষের [illegible] সাত্ত্বিক বিদ্বান ধনবান সুশীল এবং [illegible] হইবে; তোমার বংশে [illegible] হইবে [illegible] বলিয়া বিখ্যাত হইবে। শিব এই বলিয়া [illegible] লিঙ্গরূপী হইলেন এবং ঘুশ্মেশ নামে বিখ্যাত হইলেন। ঐ সরোবরও শিবালয় নামে প্রসিদ্ধ আছে। তখন সুদেহা ও ঘুশ্মা উভয়ে লিঙ্গরূপী শিবকে ও সরোবরকে [illegible] শতবার প্রদক্ষিণ করিয়া সুদেহা পাপবিমোচনের জন্য তাহাকেও প্রদক্ষিণ করাইলেন এবং [illegible] মিলিত হইয়া মানসিক মল পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ শিবলিঙ্গ সন্দর্শন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং শুক্ল পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন মনের সুখ বর্দ্ধিত হয়। এই আপনাদিগকে দেশবিশেষপ্রসিদ্ধ শিবের কারণ [illegible] জ্যোতির্লিঙ্গ সকলের বিষয় যথাশক্তি কহিলাম। ইহা ক্ষণকাল শ্রবণ করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ঋষিগণ সূতের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোকহিতার্থে পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাভাগ! পবিত্র পরমাত্মা শিবের অন্যান্য চরিত্রও প্রসন্ন হইয়া বর্ণনা কর, আমরা ইহাতে পরিতৃপ্ত হই নাই; একারণ পরম দেবকে স্মরণ করিয়া তদীয় মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বল। ৭৮—৯২।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা পরমাত্মা শিবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। যেরূপ ধূলিকণা, অন্তরীক্ষ, গ্রহনক্ষত্র বৃষ্টিধারা প্রভৃতির সংখ্যা বর্ণনাতেও করা যায় না, তেমন শিবের গুণসমূহেরও ইয়ত্তা নাই। তথাপি যথাশ্রুত তদীয় মাহাত্ম্য নিজ বুদ্ধি অনুসারে বলিতেছি। যখন [illegible] হরি হিরণ্যকশিপুর প্রতি কুপিত হইয়া কোনমতেই ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত না হইলেন, তখন শিব দেবগণের হিতার্থে [illegible] শরভরূপ ধারণ করিলেন। [illegible] অন্তর্হিত হইলেন এবং তখন সকলেই [illegible] ভীত হইয়াছিল। ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! এক্ষণে [illegible] চরিত্র বর্ণনা কর। সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! একদা ভগবতী লক্ষ্মীর যুদ্ধ দর্শন করিতে অভিলাষ হইলে, তিনি বলিলেন, "হে নাথ! আপনি কোমল শরীরে কিরূপে যুদ্ধ করেন?" এইরূপ কহিলে, ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে বলিলেন, হে সুব্রতে! তোমাকে [illegible] দেখাইব। অনন্তর [illegible] ভাবিতে লাগিলেন যে কাহার সহিত যুদ্ধ করা যায়। ১—৭।

[illegible] বৈকুণ্ঠের [illegible] শুনিতে পাইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, জয় বিজয় নামক নিজ দ্বারপালদ্বয়কে সমাগত সনকাদি ঋষিকুমারগণ কোন অপরাধে অভিশাপ দিয়াছেন, তাহাতেই কোলাহল হইতেছে। অনন্তর তিনি দ্বারপালদ্বয়কে ও কুমারগণকে কহিলেন সকলেরই অনুচিত ব্যাপার করা হইয়াছে; কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা অন্যথা হইবার নহে। কুমারগণকে [illegible] বলিলেন আপনারা এক্ষণে এই দুই জনের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন। কুমারগণ কহিলেন, কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া [illegible] হইতে ইচ্ছা করে ত সপ্ত জন্মে, আর শত্রুভাবে আরাধনা করে ত তিন জন্মে পুনরায় এই স্থান [illegible] হইবে। অনন্তর জয় ও বিজয় শীঘ্র শাপমুক্তির জন্য "বৈরিভাবে আরাধনাই শ্রেয়" ভাবিল। তিনবার জন্মগ্রহণ করিয়াই শাপমুক্তি হইবে অতএব ইহাই ভাল, এই কথা তাহারা বলিল। হরির যাহা ইচ্ছা, জয় বিজয় দ্বারা তাহাই সম্পন্ন হইল। জয় বিজয় [illegible] পতিত হইল ও কশ্যপ মুনির ঔরসে হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে মহাবলপরাক্রান্ত প্রসিদ্ধ অসুরদ্বয় হইয়া অবতীর্ণ হইল। ঐ জন্মে ভগবান্ বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করেন। ও সনকাদি ঋষিগণ পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদাদি অসুররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় জন্মে উহারা দুই জন রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং বিষ্ণু রামরূপী ও সনকাদি কুমারগণ বিভীষণ হনুমান প্রভৃতি রূপ ধারণপূর্ব্বক প্রভুর অনুচর হইয়াছিলেন। অন্য দেবতারাও নানারূপে আবির্ভূত হয় এবং তৃতীয় জন্মে উহারা দুই জন দমঘোষগৃহে মহাবল পরাক্রান্ত

বিষ্ণুদ্বেষী শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে অবতীর্ণ এবং বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ ও কুমারগণ অক্রূরাদি হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই পাপনাশক নৃসিংহচরিত শ্রবণ করুন। হিরণ্যাক্ষ বালক-অবস্থায়ই নিজক্রীড়ার্থ সূর্য্যদেবকে আনিয়াছিল; হস্তী ও সিংহে আরোহণপূর্ব্বক সে ক্রীড়া করিত। ৮—২০। যেরূপ কুকুর নিজমুখে পিষ্ট পিণ্ড গ্রহণ করে, তদ্রূপ হিরণ্যাক্ষ দেবতাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য পৃথিবীকে মুখে গ্রহণ করিয়া জলাভ্যন্তরে গমন করিলে ব্রহ্মা দুঃখিত হইয়া বারংবার বিষ্ণুর স্তব করিয়া ধ্যান করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে বরাহরূপে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ শরীরের বৃদ্ধি করিলেন; পুনরায় তিনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া জলসমীপে গমন করিলেন। তথায় সন্ধ্যার সহিত মিলিত নারদকে দেখিতে পাইলেন। নারদ তাঁহাকে দেখিবামাত্র বহুতর স্তব করত কহিলেন, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে। বরাহ কহিলেন, আমি যতকাল হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিব, তুমি তাবৎ ক্রমশ জলশোষণ করিবে; এই তোমাকে কহিতেছি। অনন্তর যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ সমাপ্ত না হইল, ঋষিবর সেই পর্য্যন্ত অঞ্জলি দ্বারা মুখে জল লইয়া পান করিতে লাগিলেন। তখন বরাহরূপী বিষ্ণু পঞ্চশত বর্ষ জলে ও পঞ্চশত বর্ষ স্থলে হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করত পৃথিবীকে মুখে লইয়া জল হইতে নিঃসৃত হইলেন এবং ব্রহ্মাকে পৃথিবী অর্পণ করিলেন। এই সুদুষ্কর কার্য্য করিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। হিরণ্যকশিপুও এই ভ্রাতৃবিনাশদুঃখের প্রতীকারার্থ অযুত বর্ষ ব্রহ্মার উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিল। তাহার শরীরে বৃক্ষ জন্মাইল, সেই বৃক্ষ সকলে পক্ষিগণ নীড় করিল, তথাপি হিরণ্যকশিপু তপস্যা হইতে বিরত হইল না। অনন্তর ব্রহ্মা, সকল দেবগণের সম্মতিক্রমে বর দিবার জন্য ঐ অসুরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে হিরণ্যকশিপো! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। তাহাতে অসুররাজ কহিল, হে নাথ! তোমার সৃষ্ট এই স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে কেহই আমাকে নিধন করিতে পারিবে না; ইহাই আমার প্রার্থনা। ২১—৩৩। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে হিরণ্যকশিপু শোণিতনগরে গমন করিয়া সকল অসুরগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানে নিজাজ্ঞা প্রচার করিতে লাগিল; যাহারা আজ্ঞাপালন না করিল, তাহাদিগকে হিরণ্যকশিপু নিধন করিল; যাহারা পালন করিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিল। হিরণ্যকশিপু স্বর্গ পাতাল বিতল সকল ত্রিভুবন জয় করিয়া নিজ বশে আনিয়া স্বরাজ্য নিষ্কণ্টক করিল এবং হরিদ্বেষী হইয়া ধর্ম্মলোপ করিতে লাগিল। অনন্তর তাহার ঔরসে প্রহ্লাদ নামে পরম বৈষ্ণব এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনি রোদন সময়েও হরিসেবা ত্যাগ করিতেন না। পঞ্চম বর্ষ বয়স হইলে তিনি অধ্যয়নার্থ গুরুসমীপে নিয়োজিত হইলেন। যখন প্রহ্লাদ গুরুগৃহে গমন করেন তখন 'বিবিধ বাদ্যধ্বনি সাধুবাদ হইতে লাগিল। গুরু প্রহ্লাদকে আসুরীবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ সকল পাঠেই 'নমো নারায়ণায়' এই বাক্য উচ্চারণ করিতেন। গুরু বারণ করিলেও বারংবার তাহাই পাঠ করিতে লাগিলেন। গুরু কহিলেন, এক্ষণে তুমি গৃহে যাও, কিন্তু প্রহ্লাদ সর্ব্ব সময়েই হরিনাম ভিন্ন কিছুই পড়িতেন না। 'প্রহ্লাদ যখন হরিনাম না করিবে, তখন যেন আইসে' এই কথা গুরু বলিয়া পাঠাইলেন। পিতা ক্রোড়ে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিশো! তুমি কি অধ্যয়ন করিয়াছ? তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, 'নমো নারায়ণায়' এই আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। তাঁহার পিতা তৎশ্রবণে 'হা কি হইল! হা কি হইল! দুরাত্মা কিরূপ শিক্ষা করিয়াছে' বলিয়া গুরুকে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দুষ্ট! তুমি প্রহ্লাদকে এইরূপ শিক্ষা কেন দিয়াছ? গুরু কহিলেন, রাজন্! ঐ দুরাত্মাই সকলকে নষ্ট করিতেছে; বিশেষ কি কহিব? তখন দৈত্যরাজ পুত্রকে লইয়া পত্নী কয়াধুকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার পুত্র কি অধ্যয়ন করিয়াছে শ্রবণ কর। প্রহ্লাদজননী কয়াধু পুত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পুত্র! ঐরূপ করিলে রাজ্য পাইবে না, তাহাতে দুঃখের অবধি থাকিবে না; অতএব সেই হরির নাম পরিত্যাগ করিয়া অসুরদেবতার আশ্রয় কর। প্রহ্লাদ, জননীকে কহিলেন, মাতঃ! শ্রবণ করুন, আমি হরিভজনা ত্যাগ করিব না; দিগ্গজ কি কখন মশকভয়ে রাজদ্বার পরিত্যাগ করে? ৩৪—৪৭। আমি সামান্য ব্যক্তির ভয়ে হরিকে পরিত্যাগ করিব না। আজি হরিসেবা করায় আমার জিহ্বা কর্ণ মস্তক হস্ত পাদ সকল ইন্দ্রিয়ই সার্থক হইয়াছে; যাহা হইবার, তাহা হইবেই; আমি কদাপি হরিকীর্ত্তন ত্যাগ করিব না। কয়াধু পুত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতা হইয়া স্বামীকে কহিলেন, এ বালক সর্ব্বতোভাবে অবাধ্য। তখন রাজা মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে অমাত্যগণ! এই কুলাঙ্গার আমার বংশে পুত্ররূপে আসিয়াছে, ইহা হইতেই কুলনাশ হইবে; অতএব ইহাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ইহাকে অগ্নিতে দগ্ধ কর, বা অস্ত্র দ্বারা ছেদন কর, অথবা বিষপান করাও বা জলে ডুবাইয়া বিনাশ কর,—যে কোন উপায়ে নিধন কর, ইহা আমার স্থির নিশ্চয় জানিবে। এই পুত্র হরিকে অথবা নিজ প্রাণকে পরিত্যাগ করুক। প্রধান অমাত্যেরা এই আজ্ঞা পাইয়া বালককে আদেশানুরূপ হনন করিতে লাগিল; কিন্তু প্রহ্লাদের হরিনামসঙ্কীর্ত্তনে অগ্নি, শীতল হইল; জল, স্থল হইল; বিষ, অমৃত হইল; শাণিত অস্ত্রচয়

কুসুম কোমল হইল; কিছু অপকার সাধন করিতে পারিল না। তখন প্রহ্লাদ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে 'হরির উপকারার্থই তোমাদিগের অবস্থান' ইহা কহিয়া পরমানন্দ অনুভব করত কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। তদ্দর্শনে মন্ত্রিগণ অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিতে লাগিল, প্রহ্লাদ কোন উপায়েই বিনষ্ট হইল না, এক্ষণে গমন করি। কিরূপেই বা রাজসন্নিধানে যাইব? তখন প্রহ্লাদ তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমরা কি জন্য বিস্মিত হইতেছ? আমার নিকট সেই দ্রব্য আছে যাহা দ্বারা এই পীড়া অনুভব হইতেছে না। ৫৮—৬০। জল আমার পরমাত্মা হরির শয্যা, অগ্নি মুখ এবং এক সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত বলিয়া বিষ লক্ষ্মীর সহোদর; একারণ আমার মাতুল;—এ সকল আমার আত্মীয় বলিয়া কোন অপকার করে নাই এবং ধরাদেবী, আমার হরির কৃত নানাবিপদুদ্ধার কখন ভুলিবেন না; তিনি জগজ্জনক হরির আদেশ ভিন্ন কিছুই করেন না। সমস্ত প্রপঞ্চ তাঁহার অধীন, কেহই স্বাধীন নহে জানিবে। বিফলকৃত্য অমাত্যগণ প্রহ্লাদবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সকল নিবেদন করিল, হে স্বামিন্! এরূপ কখন দেখি নাই শুনি নাই; প্রহ্লাদ অমর; কোন রূপেই উহার যাতনা নাই, এক্ষণে উহাকে সান্ত্বনা করিয়া প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করুন। অসুররাজ তৎশ্রবণে দুঃখিত হইয়া পুত্রকে অশ্বগজাদি নানা ঐশ্বর্য্যে লুব্ধ করিবার চেষ্টা করিলেও পুত্র হরিনাম পরিত্যাগ করিল না। সূত কহিলেন, যাঁহারা অন্তরে সাংসারিক সুখকে স্বপ্নসুখের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী বিবেচনা করেন, তাঁহারা স্থিরচিত্তে শ্রীহরির সেবা ভজনা ধ্যান পূজা ও স্মরণকেই অনন্তসুখদ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং প্রাণান্তেও ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন না; প্রহ্লাদের অন্তর তদ্রূপ বলিয়া তিনি নানা যাতনাভোগ করিয়াও ধর্ম্মপথ হইতে চ্যুত হন নাই। রাজা পুনরায় প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে পাঠাইলেন। গুরু তাঁহাকে নিজ গৃহে রাখিয়া অন্যান্য বালকগণের সহিত বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলেন এবং গুরু যখন বলিতেন, হে বালক! দেখ, কেমন ইহারা পড়িতেছে! তুমিও ইহাদিগের মত অধ্যয়ন কর; তাহাতে রাজা তোমাকে সন্তুষ্ট করিবেন। পিতৃআজ্ঞা পালন করা পুত্রের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তুমিই পিতৃরাজ্যভার বহন করিবে; ইহাতে সন্দেহ নাই। ৬১—৭২। তখন প্রহ্লাদ উহা শ্রবণ করিয়া 'নমো নারায়ণায়' এইরূপ কহিতেন এবং সকল বালককে ঐ নাম শিক্ষা দিতেন। গুরুর অসাক্ষাতে তাহাদিগের জ্ঞানোপদেশ দিতেন। প্রহ্লাদ বলিতেন, দেখ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, ভার্য্যা, মিত্র, সুহৃদ্, কেহই সেই অনামাস্ত সুখ দিতে পারেন না। এই সংসারসুখ স্বপ্নসুখের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; একমাত্র সেই হরিই ভজনীয় অর্থাৎ ভক্তিভাবে তাঁহার সেবাই কর্ত্তব্য। বালকেরা প্রহ্লাদবাক্য শ্রবণ করিত ও সকলেই পরমানন্দমনে পরস্পর 'নমো নারায়ণায়' এই কথা সর্ব্বদা কহিতে লাগিল। তৎশ্রবণে গুরু অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদকে ভর্ৎসনা করত নানা তাড়না করিয়া কহিলেন, তোমার নিশ্চয় আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। অপরাপর বালকেরা গুরুর তাড়না পাইবামাত্র পূর্ব্বপ্রকৃতিস্থ হইল; কিন্তু পরমধৈর্য্যশীল প্রহ্লাদ, তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পুনরায় গুরু কহিলেন, রে প্রহ্লাদ! তুই পিতাকে লক্ষ্য করিতেছিস না; যদি হরিকে ত্যাগ না করিস, তোকে অতিশয় তাড়না করিব। ইহা শুনিয়া প্রহ্লাদ কহিলেন, আপনি যাহা কহিলেন, সকলই সত্য; কিন্তু আমি পিতাকে লঙ্ঘন করিতেছি না। তাবৎ হিরণ্যকশিপু আমার পিতা, যাবৎ নিজ সৌভাগ্যবলে সেই সর্ব্বদুঃখনিবারক জগৎপিতাকে না পাইতেছি। যেমন যাবৎ সূর্য্যদেব উদিত না হন, লোক তাবৎ দীপশিখাতেই আনন্দিত থাকে। সূর্য্য উদিত হইলে, দীপ কি লোকের সুখকর হয়? তদ্রূপ জগৎপিতাকে পাইলে, পিতাও আর সুখকর থাকেন না। "ইহা আমার পিতার কার্য্য, অতএব ইহাই আমার কর্ত্তব্য"; সকল পুত্রই সর্ব্বথা যদি এই মনে করিয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে, বরুণনন্দন অগস্ত্য, সমুদ্রজলহারক হইতেন না।* হে বিপ্র! যে উপায় অবলম্বন করিলে সেই শাশ্বতপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, পুরুষের তাহাই করণীয়; অন্য কিছুই নহে। ইহাতে আমাকে যদি তাড়না করেন, তাহাতে নিষেধ করি না। আমার যিনি পিতা, তিনিই আমাকে রক্ষা করিবেন; যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার; তথাপি হরিকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিব না। গুরু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদকে পীড়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু হরির প্রভাবে তাঁহার একটী রোম পর্য্যন্ত ছিন্ন হইল না। গুরু নিজ যত্ন বিফল বুঝিয়া প্রহ্লাদকে লইয়া তখন রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! তোমার পুত্র গ্রহণ কর; ইনি আমার অন্যান্য ছাত্র সকলকে নিজতুল্য করিয়াছেন; একারণ ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই, আপনারা যদিচ্ছা করুন। গুরু ইহা কহিয়া প্রস্থান করিলে রাজা অতি দুঃখিত হইলেন। হে ঋষিগণ! তদনন্তর যাহা হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। ৭৩—৯১।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

---

* শিবপুরাণের টীকাকার বলেন "সাদাগ্নিকঃ কবী"।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হিরণ্য-কশিপু, তৎকালে মন্ত্রি-পুত্রদিগকে আহ্বান করত কহিতে লাগিলেন,—তোমরা ধন্য, তোমরাই কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছ; যেহেতু পিতার শাসন লঙ্ঘন কর নাই। এক্ষণে তোমরা আমার আজ্ঞাক্রমে আমার পুত্রকে শিক্ষা প্রদান কর। মন্ত্রি-পুত্রগণ হিরণ্যকশিপুর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক 'আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, তাহাই হইবে' এই বলিয়া হিরণ্য-কশিপু-পুত্রকে নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইয়া কহিতে লাগিল, হে মিত্র! আমরা যাহা বলি, তাহা শ্রবণ কর এবং আমাদিগের বাক্যানুসারে কার্য্য কর। তোমার পিতা, ইন্দ্রাদি-দেবগণেরও ভয়-প্রদর্শক; তাঁহাকে রোষ-পরতন্ত্র করিলে তোমার কিছুতেই সুখ হইবে না; অতএব তোমার পিতা যেরূপ আদেশ করেন, তুমি তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন কর। আমরা এইরূপ বলিলাম, তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহা কর। প্রহ্লাদ, মন্ত্রি পুত্রকর্ত্তৃক নানাপ্রকারে শিক্ষিত হইয়াও পিতার বাক্য মানিলেন না এবং মন্ত্রি-পুত্রদিগকে কহিতে লাগিলেন, হে মন্ত্রিবরগণ! তোমরা শ্রবণ কর। এই জগতে পিতা কে? বন্ধু কে? মাতা কে? কেই বা ভগিনী? কেই বা মিত্র? কেই বা স্ত্রী? সকলেই স্বার্থপর। নানাজাতীয় পক্ষিগণ, যেরূপ সায়ংকালে এক এক বৃক্ষে অবস্থান করত প্রাতঃকালে যে স্থানে আপনার কার্য্য থাকে, সেই স্থানেই গমন করে এবং ইচ্ছানুসারে উড্ডীন হয়, তাহার ন্যায় এই শরীরে পিতা, মাতা, বন্ধু, কন্যা, ইহাদিগের সম্বন্ধ ও বিয়োগ জানিবে। মনুষ্যগণ, ভাগ্যানুসারে স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করত গমন করে। এই জগতে যে কিছু সংসারের সুখ দেখিতেছ, তাহা সমস্তই স্বপ্নবৎ মিথ্যা; ইহাতে কোন বিচার করিবে না। দিবাভাগে পাপ এবং পুণ্যবশতঃ যেরূপ মনের ইচ্ছা হয়, রাত্রিকালে তাহাই স্বপ্নে অবলোকন করে। এই সংসার-সুখও সেইরূপ জানিবে। ১—১০। তোমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা হরিকে ভজনা কর। তাহা না করিলে, যমরাজের বন্ধন-পাশে পতিত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। পিতা, কতবার আপনাকে পিতা, অপরকে পুত্র কল্পনা করিতেছেন, পুনর্ব্বার ঐ পুত্র, কতবার ঐ পিতাকে পুত্র বলিয়া কল্পনা করিতেছেন। জীব, আপন-আপন কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া জনন-মরণ নিবন্ধন দুঃখময়যোনি মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। যে জীব, কেবলমাত্র পাপসঞ্চয় করে, সে নরকে গমন করে; যে জীব, কেবলমাত্র পুণ্যসঞ্চয় করে, সে স্বর্গলাভ করে। পাপ এবং পুণ্য উভয়ই সমান হইলে, মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। ঐ পাপ পুণ্যের ক্ষয় হইলে মুক্তি হয়, ইহাই নিশ্চয় জানিবে। জীব, যে পর্য্যন্ত কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকে সেইকাল পর্য্যন্ত মুক্তি অতি দুর্লভ; অতএব কর্ম্মনাশের নিমিত্ত সর্ব্বদা হরিকে ভজনা করিবে। হরিকে ভজনা করিলেই কর্ম্মক্ষয় হয়। হে বালকগণ! দেহী ভোগ এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পবিত্রতা লাভ করে, তাহা না হইলে পুনর্ব্বার সংসারে পতিত হয়। যেমন বস্ত্র যে পর্য্যন্ত মলিন থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাতে কোন রাগ সংলগ্ন হয় না; পুনর্ব্বার ঐ বস্ত্র পরিষ্কৃত হইলে, তাহাতে রাগ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়; সেইরূপ এই শরীর, পাপ দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হয়, হরিভজন করিলে পবিত্রতা লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। তোমরা সকলে মূর্খ, অতএব পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়তররূপে তাঁহার আজ্ঞা পালন কর। রাজা যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহা করিতে পারিব না। আমি যেরূপ হরিভজনা করিতেছি, তাহা করিব; তোমরা এ স্থান হইতে গমন কর। ১১—২১। মন্ত্রিপুত্রগণ, প্রহ্লাদকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক এইরূপ উক্ত হইলে, তাহারা প্রহ্লাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া হিরণ্যকশিপুর নিকট আগমন করিল। মন্ত্রি-পুত্রগণ, আগমন করত প্রহ্লাদের বচনানুসারে রাজাকে কহিতে লাগিল, রাজাও মন্ত্রি-পুত্রদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদকে আহ্বান করিলেন। হে শৌনকাদি মুনিগণ! প্রহ্লাদ আগমন করিলে রাজা স্বয়ং তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, হে পুত্র! আমি বলিতেছি শ্রবণ কর, এক্ষণে মোহ ত্যাগ কর। মনুষ্যগণ যে নিমিত্ত হরিকে নিরন্তর ভজনা করে, তুমি আমার নিকটে তাহা সমস্তই প্রাপ্ত হইবে; আমাকেই 'হরি' বলিয়া জান। দেবগণ, সমস্ত দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, প্রধানতম নাগগণ এবং ঋষিগণ, ইহাঁরা সকলেই এক্ষণে আমার বশীভূত। আমিই হরি। অন্য আর কেহই হরি নাই, তুমি যে হরিকে ভজনা কর, সে কোথায়? এক্ষণে তাহা বল। আমি নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ সকলই করিতে পারি, তাহাতে আমার ক্ষমতা আছে; অতএব আমি ভিন্ন এক্ষণে অন্য কোন্ ব্যক্তি হরি হইবে? এক্ষণে তুমি বালক, কি কারণে আমাকে ভজনা করিতেছ না, তাহা বল। ২২—৩০। প্রহ্লাদ, পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দৈত্য! শ্রবণ কর। "আমিই বিষ্ণু, অন্য কেহ নহে" তুমি কি নিমিত্ত এরূপ বলিতেছ? তোমাতে এবং হরিতে বহুতর ভেদ আছে। যেমন মণি ও কাচ, কোকিল ও মণ্ডূক, কর্দ্দম ও চন্দন, সাত্ত্বিক ও তামস, সূর্য্য ও খদ্যোত, বেদ ও লৌকিকবাক্য, লৌহ ও সুবর্ণ এবং গো ও শূকরে বহুতর ভেদ, তেমনি হরি ও তুমি উভয়ে অনেক ভেদ, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। তুমি অহঙ্কার-পরায়ণ, বিষ্ঠা ও মূত্র দ্বারা দুষ্ট, কামী, অভিমানযুক্ত, ক্ষুদ্র, পরদূষক এবং বিনাশী। তুমি সন্তুষ্ট হইলে মুক্তি হইবে না, হরি সন্তুষ্ট হইলে উত্তম মুক্তি

হইবে। এক্ষণে আপনাকে হরি বলিতে কি জন্য তোমার লজ্জা হইতেছে না? হে দৈত্যসত্তম! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও, কোন্ ব্যক্তি গজে আরোহণ ত্যাগ করিয়া শৃগালে আরোহণ করে? অতএব সর্ব্বদাই হরিকে ভজনা করিবে। তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, নিরন্তর সেই কার্য্য কর। হিরণ্য-কশিপু পুত্রকর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার প্রহ্লাদকে এই বাক্য বলিলেন, হে পুত্র! তুমি যাঁহাকে ভজনা করিতেছ, সেই হরি কোন্ স্থানে আছে তাহা বল। প্রহ্লাদ, পিতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পূজ্যবর! শ্রবণ কর, শ্রবণ করিলে পাপ দূর হইবে। ৩১—৩৮।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! প্রহ্লাদ যাহা বলিলেন, তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে দৈত্য! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। পৃথিবীতে যে কিছু স্থূল এবং সূক্ষ্ম পদার্থ দেখিতেছ এবং সমুদ্র, পর্ব্বত, বৃক্ষ, দেবতা, নদী, চেতন ও অচেতন, গ্রাম, নগর, স্বর্গ, অরণ্য, চিত্ররথ-কানন এবং পিতৃ-কানন, সর্ব্বত্রই তিনি বর্ত্তমান। তিনি তোমাতে বিদ্যমান আছেন, তিনি আমাতেও আছেন, ইহাতে সংশয় নাই। তিনি পরে, পূর্ব্বে, মধ্যকালে ও অন্তসময়েও থাকিবেন। হে দৈত্যসত্তম! আমি তাঁহার রূপ বর্ণন করিতে সক্ষম নহি। দৈত্য হিরণ্য-কশিপু, পুত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পুত্র! তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহা পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ কর।—"স্বয়ং হরি যে স্থানে নাই এরূপ স্থান কোথাও নাই।" এই কথা তুমি ত বলিয়াছ। দৈত্যবর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হরি যদি সর্ব্বত্রই থাকেন, তাহা হইলে এই স্তম্ভমধ্যে আছেন কি না বল। হিরণ্য-কশিপু প্রহ্লাদকে এই কথা বলিলে প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন, হরি নিশ্চয় এই স্তম্ভমধ্যে আছেন। প্রহ্লাদ, এই কথা বলিলে হিরণ্য-কশিপু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি তোমার পূজনীয় হরিকে দর্শন কর। ১—১০। হে ঋষিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। হিরণ্য-কশিপু এই কথা বলিয়া অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং নেত্রদ্বয় আরক্তবর্ণ করত দন্ত দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক আসন হইতে বেগে গমন করিলেন। "দেখ, পূজা করি," এই বলিয়া স্তম্ভে খড়্গাঘাত করিলেন। ঐ স্তম্ভে খড়্গ সংলগ্ন হইবামাত্র যেরূপ পূর্ব্বে পর্ব্বতে বজ্রপাত হইলে শব্দ হইয়াছিল, সেইরূপ ভয়ানক শব্দ হইল এবং সেই স্তম্ভ হইতে স্বয়ং দেবদেব বিষ্ণু ক্রোধভরে দৈত্যদিগকে ত্রাসিত করত আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ মনুষ্যের ন্যায়, অপরার্দ্ধ সিংহের তুল্য। তখন তিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করত শব্দ করিতে লাগিলেন। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! মেঘ যেরূপ প্রলয়কালে শব্দ করে, সেইরূপ পুনঃপুনঃ 'হড়-হড় গড়-গড়' এইরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কেশর সকল, শোভা পাইতে লাগিল এবং ঐ কেশর দ্বারা মেঘ সকলকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তাঁহার শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মুখমণ্ডলের কিরণ দ্বারা দৈত্যগণকে জ্বালা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হুঙ্কারশব্দে দৈত্য-স্ত্রীদিগের গর্ভপাত হইতে লাগিল। নৃহরির শরীর বৃহৎ বৃহৎ নখ দ্বারা ভয়ানক হইয়া উঠিল। সম্মুখবর্ত্তী দৈত্যগণ, তাহা দর্শন করত ভয় প্রাপ্ত হইল এবং তাহারা উদ্যমসহকারে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগবান্ বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিঃশ্বাস বায়ু দ্বারা বিনাশ করিলেন। পরে হিরণ্যকশিপু ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। ১১—২০। পৃথিবী যুদ্ধ দর্শন করিয়া সংশয় প্রাপ্ত হইলেন, সমুদ্র সকল চঞ্চল হইয়া উঠিল। নক্ষত্রের সহিত আকাশ চঞ্চল হইল এবং পর্ব্বত সকলও চঞ্চল হইল। হে ঋষিসত্তমগণ! এক মুহূর্ত্তকাল উভয়ের এইরূপ যুদ্ধ হইল। পরে নৃসিংহদেব, আপনি লোকদিগের অদ্ভুত দুঃখ অনুমান করিয়া সায়ংকালে দৈত্যরাজ হিরণ্য-কশিপুকে স্তম্ভমধ্যে আকর্ষণ করিলেন এবং আপনার ক্রোড়ে দৈত্যকে ধারণ করত নখ দ্বারা হৃদয়বিদারণপূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার রক্ত পান করিতে লাগিলেন। তাহার নাড়ী সকল আপনার কণ্ঠদেশে ধারণ করিলেন। দেবতাগণ বিষ্ণুকর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপুকে নিহত দেখিয়া 'জয় জয়' এই শব্দ করত তাঁহার সম্মুখে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় প্রীত হইয়া নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎসংখ্যক দৈত্য বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হইল, কিয়ৎসংখ্যক দৈত্য পৃথিবী হইতে পলায়ন করিল। পৃথিবী দৈত্যশূন্য হইলেন, সমস্ত দুঃখ নষ্ট হইল। জগৎ সুস্থ হইল, সকলেই আনন্দলাভ করিলেন। লক্ষ্মী তৎকালে বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন,—প্রভু কি অদ্ভুত রূপ দর্শন করাইলেন! দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন, সকলেই নিশ্চল হইয়া রহিল। হিরণ্য-কশিপু-পত্নী কয়াধূ দুঃখ প্রকাশ করত পুত্র প্রহ্লাদকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ বিস্ময়প্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, অহো! স্বয়ং হরিই ধন্য! যদিও সেই হিরণ্যকশিপু নিহত হইয়াছেন, তথাপি নৃসিংহদেবের তেজঃশিখা নিবৃত্ত হয় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত জগৎ

ব্যাকুল রহিয়াছে। দেবতাগণ দুঃখিত হইয়া 'হা পুনর্ব্বার কি হইবে,' এইরূপ বলিতে বলিতে ভয়ে দূর হইতে নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রহ্লাদকে বলিলেন, 'তোমায় অগ্রে গমন করিতে হইবে, পরস্পরে এই কথা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবতাগণ, ইন্দ্রকে বলিলেন, তোমায় অগ্রে গমন করিতে হইবে। ২১—৩১। ইন্দ্র বলিলেন, আমি অগ্রে গমন করিলে আমার চক্ষু নষ্ট হইবে। ব্রহ্মা কহিলেন, আমি অগ্রে গমন করিতে পারিব না; কারণ তাহা হইলে আমার শ্মশ্রু দগ্ধ হইয়া যাইবে। লক্ষ্মী বলিলেন, আমি ভগবানের এ রূপ কখন দর্শন করি নাই; অতএব কিরূপে গমন করিব? হে প্রধানতম ঋষিগণ! দেবতা এবং ঋষিরা নৃসিংহদেবের সকাশে গমন করিতে পারিলেন না; কি প্রকারে নৃসিংহদেবের ক্রোধের শান্তি হইবে, এইরূপ তর্ক বিতর্ক করত প্রহ্লাদের নিকটে প্রার্থনা করিলে, প্রহ্লাদ অগ্রে গমন করিলেন। নৃসিংহদেব, প্রহ্লাদকে দর্শন করিয়া জিহ্বা দ্বারা প্রহ্লাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন আর প্রহ্লাদ যে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, জনসমীপে এইরূপ প্রকাশ করত বক্ষঃস্থল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় শীতল করিলেন এবং বলিলেন, দুষ্ট দৈত্য, আমার হৃদয়কে অতিশয় সন্তাপিত করিয়াছে, হে পুত্র! তোমার সংযোগে আজ শীতল হইল; যেহেতু পুত্রের অঙ্গ অতিশয় সুশীতল ও পুত্রের আলিঙ্গন পিতার সুখের কারণ; অতএব হে পুত্র! আমার সহিত সংযোগে তোমার সদ্গতি হইবে। নৃসিংহদেব এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদকে পুত্র বলিয়া, লালন করত কহিলেন, হে পুত্র! তুমি পুত্রপৌত্রাদি উৎপাদন কর, রাজ্যভোগ কর। তোমার বংশসম্ভূত কোন ব্যক্তিই আমার বধ্য হইবে না। ঐ প্রকার বর প্রদান করিয়া হুংকার ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই দেবগণ, গণেশের নিকট প্রার্থনা করিলেন, আপনি বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব নৃসিংহদেবের নিকটে গমন করুন এবং তাঁহাকে শান্ত করুন। ৩২—৪০। গণপতি, দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া প্রসন্নমুখে মূষিকোপরি আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। গজাননের শরীর স্থূল, বাহন মূষিক এবং উদর অতি বৃহৎ; অতএব তাঁহার রূপ অতি হাস্যকর হইল। দেবতারা গণপতিকে দর্শন করিয়া অতি বিস্ময়সহকারে তৎকালে তাঁহার রূপ বর্ণন করিতে লাগিলেন। এদিকে, নৃসিংহদেব, সেই সময়েই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হুংকার ত্যাগ করিতেছিলেন, সেই হুংকারে গণেশের বাহন উল্টাইয়া পড়িল, গণেশও তখন বাহন হইতে পতিত হইলেন। ইহাতে দেবতারা এবং নৃসিংহদেব, অতিশয় হাস্য করিতে লাগিলেন। দেবতারা নৃসিংহদেবকে হাস্য করিতে দেখিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিলেন। নৃহরি হাস্য করিতেছেন, অতএব হরির ক্রোধশান্তি হইয়াছে, দেবতারা ইহা ভাবিলেন; কিন্তু নৃহরির তেজঃশিখা নিবৃত্তি পায় নাই দেখিয়া, আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবগণ, দুঃখিত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং লোকদিগের সুখের নিমিত্ত তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে সদাশিব! তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার। পূর্ব্বে যৎকালীন আমাদিগের দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে আপনিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। হে শম্ভো! যৎকালে সমুদ্র মথিত হইয়াছিল, তৎকালে দেবতারা তোমাকে পৃথক্ পৃথক্ স্তব করিলে, তুমি রত্নসমূহে অনাদর করিয়া হলাহল গ্রহণ করত আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ এবং তুমি নীলকণ্ঠ নামে খ্যাত হইয়াছ। হে প্রভো! যখন যাহার উৎকট দুঃখ উপস্থিত হয়, তৎকালে তোমাকে নমস্কার করিলেই সমস্ত দুঃখই নষ্ট হইয়া যায়। হে সদাশিব! এক্ষণে নৃসিংহদেবের তেজঃশিখা আমাদিগকে অতিশয় পীড়িত করিতেছে, হে দেব! ঐ জ্বালার শান্তি করিতে আপনিই একমাত্র সক্ষম। ৪১—৫০। দেবতারা শম্ভুকে এইরূপে স্তব করিলে, শম্ভু কহিলেন, হে দেবসত্তমগণ! তোমরা গমন কর, আমি তোমাদিগের দুঃখ শান্তি করিব, দুঃখশান্তি করাই আমার ব্রত। যে ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন হয়, নিশ্চয়ই তাহার দুঃখ নষ্ট হয়। দেবতাগণ শম্ভুকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করত যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। হে ঋষিসত্তমগণ! পরে যাহা হইল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। তৎকালে শিব মনে মনে নানাপ্রকার বিচার পূর্ব্বক অদ্ভুত শরভ মূর্ত্তি ধারণ করত যে স্থানে নৃসিংহদেব অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। নৃসিংহ দূর হইতে শরভের সেই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়া কহিলেন, আজ তুমি দেবগণকে রক্ষা করিলে। "তোমার জয় হউক, জয় হউক"; শম্ভু, এই কথা বলিয়া নৃসিংহদেবকে নমস্কার করত অন্তর্হিত হইলেন। তখন মহাত্মা নৃসিংহদেবের নিকটে বিচিত্র বাদ্য, নানা প্রকার নৃত্য এবং নিরন্তর পুষ্প বর্ষণ হইতে লাগিল। নৃসিংহদেবের উক্তিতে, দেবগণ পরমানন্দ লাভ করত শিব, বিষ্ণু ও প্রহ্লাদকে নমস্কার পূর্ব্বক পূজ্যতম নৃসিংহদেবের অদ্ভুত রূপ বর্ণন করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। শিব অন্তর্হিত হইবার সময়ে দেবগণ ও নৃসিংহদেবের নিকট বলিয়াছিলেন, "নৃসিংহ, তোমাদের সকল কামনা পূর্ণ করিবেন।" সেই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে দুই প্রধান দৈত্য পুনর্ব্বার রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ নামে রাক্ষসরূপে জন্মগ্রহণ করিলে, শ্রীরাম তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন; পুনর্ব্বার সেই দুই জন দমঘোষের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন। ৫১—৬০। পরে

তাঁহারা দুইজনে পরমাত্মা বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ঋষিগণ! আপনাদিগের নিকটে নৃহরি এবং শিবের চরিত্র বর্ণন করিলাম। হে প্রধানতম ঋষিগণ! যাহারা বিষ্ণু, শিব এবং পরম ভক্ত প্রহ্লাদের এই আশ্চর্য্য চরিত্র শ্রবণ করে, তাহারা কোনকালে দুঃখভাজন হয় না; ইহাতে সংশয় নাই। তাহাদিগের নানাবিধ ফল এবং পুত্রপৌত্র প্রভৃতি সম্পত্তি হইয়া থাকে; ইহাতে সন্দেহ নাই; অতএব আমি ইহা আপনাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। হে প্রধানতম ঋষিগণ! ইহার পরের বক্তব্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৬১—৬৪।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! হে সূতজ্ঞ! হে মহাবাহো! হে সুব্রত! তুমি পরম জ্ঞানী, অতএব পুনর্ব্বার বিস্তার পূর্ব্বক শিবের চরিত্র বর্ণন কর। পুরাতন রাজগণ, ঋষিগণ, দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ, কাহারই বা আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন কর। সূত কহিলেন, হে শৌনকাদি ঋষিগণ! আপনারা উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি আপনাদিগের নিকট ইহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পিতামহ ব্রহ্মা, তাঁহার পুত্র পরমর্ষিগণ এবং প্রাচীন অন্যান্য যে সকল কশ্যপ প্রভৃতি ঋষি, তাঁহারা সকলে শিবেরই পূজা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ মৃণ্ময়, সুবর্ণাদি ধাতুময়, অথবা মনোময় মূর্ত্তিকল্পনা করত তাঁহার পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমরাও পূজা করিতেছি। ১—৫। পূর্ব্বকালে নারদ, ঋষিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, পতিব্রতা অরুন্ধতী, মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ এবং অদিতি প্রভৃতি, প্রতিদিন পার্থিব লিঙ্গপূজা বিশেষরূপে করিয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনুগণ, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত, ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা, সগর, নহুষ, দিলীপ, দিলীপের পুত্র এবং রাজা দশরথ, ইহারা সকলেই উত্তমরূপে শিবের পূজা করিয়াছেন। রাজা দশরথ প্রাচীন অবস্থাতেও পুত্র না হওয়াতে অতিশয় দুঃখিতভাবে পুত্র প্রার্থনা করত পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা এবং পুত্রেষ্টিযাগ করিয়াছিলেন। এমন সময় স্বয়ং হরি চতুর্মূর্ত্তিতে পূর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। পতিব্রতা কৌশল্যা, বসিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষির আদেশ অনুসারে বহুতর পার্থিব লিঙ্গ পূজা করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রও প্রতিদিন পার্থিবলিঙ্গ পূজা করিতেন। শ্রীরামবংশে যে সকল রাজারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সম্যক্‌রূপে মহাদেবের পূজা করিয়াছেন। ইলানন্দন রাজা পুরূরবা অতি পবিত্রভাবে স্বয়ং মহাদেবের পূজা করিতেন। সুদ্যুম্ন পার্ব্বতীর অভিশাপে ইলানামী স্ত্রী হইয়াও শঙ্করের কৃপাবলে পুনর্ব্বার পুরুষ হইয়াছিলেন। সেই সুদ্যুম্ন, পার্থিবলিঙ্গ পূজা করিয়াই একমাস স্ত্রী একমাস পুরুষ হইতেন, ইহাতে সংশয় নাই। ভরতও শিবের মহাপূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন মহাভাগ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণও প্রতিদিন শিবপূজা করিতেন। অর্জ্জুন, ব্যাসের বাক্যানুসারে বিশেষরূপেই পূজা করিয়াছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ বটুক নামক পর্ব্বতে সপ্তমাসাবধি প্রতিদিন স্বয়ং শিবের পূজা করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর, প্রসন্ন হইয়া কৃষ্ণকে বহুতর বর প্রদান করিলে, কৃষ্ণ বরলাভ করত সমস্ত জগৎকে আপনার অধীন করিয়াছিলেন। হে মুনীশ্বরগণ! শ্রীকৃষ্ণ, রাশীকৃত বিল্বপত্র দ্বারা শিবপূজা করাতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব বিল্বেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ৬—১৮। হে বিপ্রগণ! নল রাজা পূর্ব্বজন্মে শিবপূজা করিয়া এবং এক যতিকে রক্ষা করিয়া সেই পুণ্যবলে, রাজা হন। ঋষিগণ, সূতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন; নল রাজা কিরূপে আনন্দসহকারে শঙ্করের পূজা করিয়াছিলেন এবং কোন্ যতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তুমি তাহা বিস্তার পূর্ব্বক যথার্থরূপে বল। তদ্ভিন্ন অর্জ্জুন, ব্যাসের আদেশে যেরূপে শঙ্করের সেবা করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনের কি হইয়াছিল এবং কি নিমিত্ত পূজা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাও বিশেষ করিয়া বল। সূত, ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমি অমিততেজা নলের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মুনীশ্বরগণ! অর্ব্বুদাচল নামক পর্ব্বতে আহুক নামে ভিল্লবংশ-সম্ভূত এক ব্যক্তি বাস করিত, আহুকী নামে তাহার পত্নী স্বামীর নিকটে থাকিয়া কোটীশ্বর নামক শিবলিঙ্গে জলসেচন করত নিরন্তর শিবপূজা করিত। তাহারা উভয়ে ঐ শিবপূজাফলে সুন্দর যৌবন লাভ করত নিরন্তর যৌবন-সুখ ভোগ পূর্ব্বক পরমানন্দে প্রীতি লাভ করিয়া নানারূপ ভোগ করিত। ১৯—২৭। কোন সময়ে স্বামী আহুক, শিবের আরাধন নিমিত্ত গমন করিয়াছে, এমন সময়ে এক জটাজূটধারী যতি আগমন করিলেন; তিনি মনে করিয়াছিলেন, আমি সন্ধ্যা সময়ে শঙ্করকে দর্শন করিয়া এই রাত্রি এই স্থানে থাকিব; পরে প্রাতঃকালে যে স্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানে গমন করিব। কিন্তু তিনি তৎকালে আহুকীকে একাকিনী দর্শন করত ভীত হইলেন। পরে আহুকপত্নী তাঁহাকে ভীত দেখিয়া ‘তুমি আমার পিতা’ এই কথা বলিলে তিনি স্থির হইলেন। এমন সময়ে সেই গৃহবাসী আগমন করিলেন। পরে আহুক তাঁহাকে পূজা করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! আপনার কি আবশ্যক, তাহা বলুন। যতি কহিলেন, অদ্য আমাকে এ স্থানে থাকিতে স্থান প্রদান কর, প্রাতঃকালেই গমন করিব। যতি ভিল্লকে এই কথা বলিলে আহুক কহিল, হে প্রভো!

আপনি শ্রবণ করুন। আমার স্থান অল্প, তাহা না হইলে আপন্যকে স্থান দিতে কোন বাধা ছিল না। আহুক এই কথা বলিলে যতি গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ভিল্লপত্নী আহুকী কহিল, আপনি গমন করিলে আমাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। পরে স্বামীকে বলিল, তোমরা দুই জনে গৃহের মধ্যে অবস্থান কর; আমি অস্ত্রগ্রহণ করত বাহিরে অবস্থান করিব। ২৮—৩৫। স্বামী আহুক, পত্নীর এই বাক্য শ্রবণে বিবেচনা করিলেন, আমি স্ত্রীকে বাহিরে রাখিয়া কিরূপে গৃহ মধ্যে অবস্থান করিব? অতএব যাহা হইবার হইবে, আমি আপনিই বাহিরে থাকিব, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া পত্নীকে এবং যতীকে গৃহ মধ্যে রক্ষা করিলেন। বনেচর আহুক স্বয়ং অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক গৃহের বাহিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যোগিশ্রেষ্ঠ যতি ধ্যানাবলম্বন করত গৃহের এককোণে অবস্থান করিলেন। আহুকপত্নী নিদ্রা যাইল; আহুক, গৃহের বাহিরে রহিল। পরে রাত্রিকালে ব্যাঘ্র প্রভৃতি সকল হিংস্র জন্তু আহুককে অতিশয় পীড়া দিতে লাগিল; আহুক, যথাশক্তি নিবারণের চেষ্টা করিলেও তাহা নিষ্ফল হইল। তৎপরে যাহা ঘটিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্যাঘ্রেরা আহুককে ভক্ষণ করিল। যোগীন্দ্র যতি, প্রাতঃকালে জন্তুগণ ভিল্লকে ভক্ষণ করিয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলে, তাহার পত্নী আহুকী কহিল, হে প্রভো! আপনি কি নিমিত্ত দুঃখ করিতেছেন? যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার স্বামী, ধন্য এবং কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমিও আপনার শরীর দগ্ধ করিব; কারণ স্ত্রীদিগের ইহাই পরম ধর্ম্ম। 'এই আমার হিতকর' এইরূপ জ্ঞান করত স্বয়ং চিতা রচনাপূর্ব্বক আহুকী, তাহাতে পতিদেহ স্থাপন পূর্ব্বক আপনার হিত-নিমিত্ত স্বয়ং সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিল। এমন সময় শিব, স্বয়ং তাহার অগ্রে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে ধন্যে! হে ধন্যে! হে পতিব্রতে! হে অপাপে! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহজন্মে তোমার কিছুই সুখ হইল না, অতএব তুমি আর একবার জন্মগ্রহণ করিবে, তৎপরে আর জন্ম হইবে না। এই মহাযোগী, হংসরূপ ধারণ করত পরজন্মে তোমাদিগের উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধ যোজনা করিবেন। ৩৬—৪৬। ভিল্লবংশ-সম্ভূত আহুক, সুন্দর নৈষধনগরে রাজা বীরসেনের পুত্র নল হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই। তুমিও বৈদর্ভ নামক নগরে ভীমরাজের গুণবতী কন্যা দময়ন্তীরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। পরে তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া সুবিস্তৃত রাজ্য ভোগ করত যোগিগণের সুদুর্লভ মুক্তি লাভ করিবে। শম্ভু, এই কথা বলিয়া তৎকালে অচলেশ নামে খ্যাত হইলেন; কারণ তিনি, ভক্তদিগের রক্ষণাদি ধর্ম্ম হইতে কখনই বিচলিত হন নাই; এজন্য তাঁহার নাম অচলেশ হইয়াছিল। শম্ভু যাহা কহিয়াছিলেন, মহাত্মা আহুক আহুকীর সেই ঘটনা হইয়াছিল। নলের বৃত্তান্ত কহিলাম, এক্ষণে অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ৪৭—৫৮।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবগণ, অক্ষক্রীড়ায় দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পতিব্রতা দ্রৌপদীর সহিত দ্বৈতবনে গমন করিলেন। হে প্রধান ঋষিগণ! পাণ্ডবগণ তৎকালে ঐ বনে সূর্য্যদত্ত-স্থালী আশ্রয় করিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসাকে ঐ বনে প্রেরণ করিলে, দুর্ব্বাসা, দশ সহস্র শিষ্যগণের সহিত ছলনা করিবার জন্য পাণ্ডবগণের নিকটে আগমন করত দ্রৌপদীর নিকটে 'আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ ভোজন বস্তু প্রদান কর' এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। হে প্রধান ঋষিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। দুর্ব্বাসা এইরূপ প্রার্থনা করিলে, পাণ্ডবগণ তৎকালে তাঁহাকে স্নান করিতে পাঠাইলেন। ১—৪। পরে পাণ্ডবগণ দুঃখিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্‌যোগী হইলে, দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করিবামাত্র কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আগমন করিলেন। পরে কৃষ্ণ স্বয়ং শাকভক্ষণ করিয়া সশিষ্য দুর্ব্বাসার তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া পাণ্ডবদিগের সিদ্ধি বিধান করিলেন। দুর্ব্বাসাও শিষ্যদিগকে ভোজনে পরিতৃপ্ত বিবেচনা করিয়া পলায়ন করিলেন এবং "ভগবান্ যাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার কিছুতেই পরাভব হয় না; অতএব যাহাদিগের উপর ভগবানের কৃপা থাকে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই কৃতার্থ;" এই কথা বলিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। পরে পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! আমাদিগের কি হইবে? প্রকৃষ্ট বলসম্পন্ন শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমরা কি করিব? পাণ্ডবগণ এই কথা বলিলে, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! তোমরা শ্রবণ কর এবং আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য কর। আমি শত্রুদিগের জয়েচ্ছায় দ্বারকাতে গমন করত বিচারপূর্ব্বক মহাত্মা উপমন্যু নামক মহর্ষির উপদেশানুসারে শম্ভুর আরাধনা করিয়াছিলাম, তাহাতে পরমেশ্বর প্রসন্ন হন। আমি পবিত্র বটুক নামক পর্ব্বতে ক্রমিক সাত মাস শম্ভুর সেবা করিয়াছিলাম, পরে বিশ্বেশ্বর শম্ভু, আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া ঐ পর্ব্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি সেই শম্ভুর প্রভাবে এই সমস্ত উত্তম সামর্থ্য লাভ করিয়াছি। এক্ষণেও সেই ভোগ এবং মুক্তি-

প্রদানক্ষম দেবদেব শম্ভুর সেবা করিতেছি। তোমরাও মঙ্গল-সুখ-প্রদ শিবের সেবা কর। কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে আশ্বাস প্রদান করত গমন করিলেন। ৫—১৪। পরে পাণ্ডবগণ, দুর্য্যোধনের যথার্থরূপে গুণ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একজন ভিল্লকে প্রেরণ করিলেন। ঐ ভিল্ল দুর্য্যোধন-রাজ্যে গমন করত ঐ স্থানে দুর্য্যোধনের সমস্ত গুণ যথার্থরূপে অবগত হইয়া পুনর্ব্বার প্রভুর নিকটে আগমন করিল। হে মুনীশ্বরগণ। পাণ্ডবেরা ভিল্লের বাক্যে দুর্য্যোধনের প্রজাপালন বিষয়ে সদ্‌গুণ শ্রবণ করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। আমরা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়াছি, অতএব কি করিব? কোথায় যাইব? এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জটাজূটবিভূষিত সাক্ষাৎ অপর ধর্ম্মের ন্যায়, তেজোরাশি স্বরূপ বেদব্যাস, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ, তাঁহাকে দর্শন করত প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান্ হইলেন এবং তাঁহাকে কুশাজিন-শোভিত আসন প্রদান পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া সেই আসনে উপবিষ্ট ব্যাসের পূজা করিলেন। পূজার পরে তাঁহারা যথাবিধি নানাপ্রকার স্তব করত সেই আসনে উপবিষ্ট মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন, আমরা ধন্য হইলাম। আজ আমাদিগের জন্ম সফল হইল; আজ আমাদিগের সমস্ত কার্য্য সফল। দেবতারা আজ আমাদের উপর প্রসন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণদিগের বাক্য সত্য হইল। আমাদিগের তপস্যা, দান, যোগ, সমস্তই সফল হইল। হে প্রভো! আপনার দর্শনে আমাদিগের নানারূপ দান, নানারূপ পূজা, সমস্তই সফল হইল। হে পিতামহ! আপনার দর্শনে সকল দুঃখই দূরীভূত হইল। ক্রূরকর্ম্মা দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমাদিগকে অতিশয় কষ্ট দিয়াছে, এক্ষণে আপনার দর্শন হইয়াছে; অতএব সেই দুঃখ নষ্ট হইবে। তাহা না হইলে, কখনই সেই দুঃখ নষ্ট হইত না, ইহা আমি স্থির করিয়াছিলাম। ১৫—২৫। যিনি সমস্ত কার্য্য করিতে সক্ষম, এরূপ মহতের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া যদি দুঃখ নষ্ট না হয়, তাহা হইলে অদৃষ্টই কারণ বলিতে হইবে। এক্ষণে দুঃখের কারণ দারিদ্র্য নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে, কারণ দরিদ্রকে প্রতিপালন করাই মহতের স্বভাব। মহতের কত গুণ, তাহা গণনা দ্বারা কোন ব্যক্তিই সংখ্যা করিতে পারে না, যে হেতু মহতের মহিমা, সকল ব্যক্তির নিকটেই সমান ভাবে অবস্থান করে, আশ্রয়গুণে তাহার গুরুত্ব এবং লঘুত্ব হইয়া থাকে, ইহাতে অন্য কোনরূপ বিবেচনা নাই। দরিদ্র প্রতিপালনই প্রধান ব্যক্তির স্বাভাবিক কার্য্য। ইহলোকে দরিদ্র-প্রতিপালনই অতি শুভকর। মহতের সেবাই পুরুষের একমাত্র ফলসাধন উপায়। তাহাতেও যদি দুঃখ নষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহাতে দুর্দ্দৈবই কারণ, পুরুষের কোন দোষ নাই; অতএব হে স্বামিন্! আপনার দর্শনে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনার আগমন মাত্রেই আমাদিগের মন অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছে। ব্যাস, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে নানা কথা বলিয়াছিলেন। ২৬—৩২।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, তোমরা ধন্য এবং কৃতকৃত্য হইয়াছ, কারণ তোমরা সত্যের লোপ কর নাই। সুজন ব্যক্তিদিগের এই স্বভাব যে, তাহারা প্রাণান্তেও পরম পবিত্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; কেবল স্বর্গাদি ফলসাধন সত্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। তোমরা এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি উভয়ই আমাদিগের সমান, তাহা হইলেও ধর্ম্মিষ্ঠদিগের দিকেই পাণ্ডিতগণের পক্ষপাত হয়। দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র প্রথমেই চক্ষুর সহিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে এবং আপনিই লোভ বশতঃ তোমাদিগের রাজ্য অপহরণ করিয়াছে; অথচ তোমরা এবং দুর্য্যোধনাদি উভয় পক্ষই সেই দুরাত্মার পুত্র, তাহাতে সংশয় নাই। তোমাদিগের পিতার মৃত্যু হইলে মহাবল ধৃতরাষ্ট্র, তোমাদিগকে বাল্যাবস্থায় যথেষ্ট দয়া করিতেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পরে কখনই আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে তোমাদিগকে পীড়া দিতে নিবারণ করেন নাই। ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ করিলে মহান্ অনর্থ ঘটিয়া উঠিল। ইহার পর যাহা হইবার হইল, তাহার অন্যথা হইল না। এই ধৃতরাষ্ট্র অতি দুরাত্মা, তোমরা ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সত্যবাদী; অতএব শুভকর্ম্মের পরে বারংবার শুভফলই হইবে। এই সংসারে যে প্রকার বীজ বপন করা হয়, তদনুরূপই অঙ্কুর হয়, অতএব তোমরা দুঃখ করিও না; সর্ব্বদাই তোমাদিগের শুভ হইবে জানিবে। ব্যাস পাণ্ডবদিগকে এই কথা বলিলে পাণ্ডবগণ, পুনর্ব্বার ব্যাসকে বলিলেন, হে প্রভো! আপনি সত্য বলিয়াছেন। দুষ্ট দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রভৃতি, আমাদিগকে এই বনে নিরন্তর বারংবার ক্লেশ প্রদান করিয়াছে; অতএব হে প্রভো! আমাদিগের দুঃখনাশের নিমিত্ত কোন্ মঙ্গলজনক উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা আপনি চিন্তা করুন। ১—১০। পূর্ব্বে কৃষ্ণ আমাদিগকে কহিয়াছিলেন যে তোমরা সর্ব্বদা শঙ্করের আরাধনা কর, কিন্তু আমরা তাহা করি নাই; এক্ষণে কি করিব, তাহা উপদেশ করুন। ব্যাস এই বাক্য শ্রবণ করত হর্ষযুক্ত হইয়া কহিলেন, হে শ্রেষ্ঠগণ! আমি শিবের সেবা করিতেছি, তোমরাও প্রতিদিন শিবের সেবা কর; তাহা হইলে চিরস্থায়ী সুখ হইবে। পরে ব্যাস বিচারপূর্ব্বক ‘পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে অর্জ্জুনই শঙ্করারাধনায় যোগ্য, কারণ অর্জ্জুন নররূপী পুরাতন মুনি’; মনে মনে

এইরূপ স্থির করিয়া এবং শিবারাধনার স্থান স্থির করিয়া অর্জ্জুনের উদ্দেশে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যাহাতে তোমাদিগের সর্ব্বদা মঙ্গল হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১—১৫। ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যে কিছু জগৎ অবলোকন করিতেছ, তাহা সমস্তই শিবস্বরূপ; যাহা দৃশ্য, যাহা ধ্যেয়, তৎসমস্তই শিবস্বরূপ; সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক শঙ্কর সকলেরই সেবনীয়। যিনি বিষ্ণু, তিনিও ঐ শিবেরই অদ্ভুত রূপান্তর মাত্র। পরন্তু ঐ বিষ্ণু, বহুকালে প্রসন্ন হন, শিব অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রসন্ন হন এবং নানাবিধ ভোগ প্রদানপূর্ব্বক নিশ্চয়ই মুক্তিদান করেন; অতএব যাহারা, ভোগ এবং মুক্তিফল ইচ্ছা করে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই শিবসেবা করা উচিত। ইন্দ্র প্রসন্ন হইলে, পরোক্ষেও সর্ব্বদা ক্ষত্রিয়দিগের হিতসাধন করেন, কখনই বিঘ্ন আচরণ করেন না এবং শিবমন্ত্র প্রদান করেন। এই কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে আহ্বান করত ইন্দ্রমন্ত্র উপদেশ করিলেন। অর্জ্জুনও স্নানানন্তর পূর্ব্বমুখ হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসের নিকট হইতে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরে ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস, অর্জ্জুনকে পার্থিব লিঙ্গ-পূজনবিধি উপদেশ করিলেন। তুমি প্রথমে ইন্দ্রের আরাধনা করিবে, পরে ইন্দ্র তোমাকে আজ্ঞা করিলে শিবের আরাধনা করিবে। হে পার্থ! এক্ষণে এ স্থান হইতে সুশোভন ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে গমন কর; ঐ স্থানে ভাগীরথীর নিকটে অবস্থান করত তপস্যা করিও। সমস্ত অস্ত্র ধারণ করিয়া তপোবিঘ্নকারী প্রাণিগণের পথরোধ করিবে। সর্ব্বদা সেই শিবের স্তব পাঠ করিবে। মহামুনি ব্যাস, অর্জ্জুনকে ঐ গোপনীয় এবং হিতজনক বিদ্যা প্রদানপূর্ব্বক সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—হে রাজসত্তমগণ! তোমরা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান কর; হে শ্রেষ্ঠগণ! তোমাদিগের সর্ব্বত্রই সিদ্ধিলাভ হউক। আমি যাহা বলিলাম, তাহ'তে বৈধ করিও না। ১৬—২৬। ব্যাস পাণ্ডবদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তৎকালে মন্ত্র-প্রভাবে অর্জ্জুনের অতিশয় দীপ্তি হইল এবং তিনি শিবমন্ত্র-প্রভাবে অনুপম তেজ ধারণ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই অর্জ্জুনের তেজ দেখিয়া নিশ্চয় করিলেন, 'তুমিই এই কার্য্য করিতে সক্ষম; কখনই অন্য কেহ এ কার্য্য করিতে পারিবে না'; অতএব হে ভ্রাতঃ! ব্যাসের বাক্যানুসারে জীবনকে সফল কর। অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া, অর্জ্জুনের আসন্ন-বিরহে উৎকণ্ঠিত এবং কাতর হইলেন। অনন্তর সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকিলেও অর্জ্জুনকে সেই ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে প্রেরণ করিলেন। দ্রৌপদী অতিশয় দুঃখিত হইয়া নেত্রজল ধারণ করত অর্জ্জুনকে প্রেরণ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! তুমি অতি যত্নসহকারে এই শুভকর্ম্ম করিবে। সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনকে যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে প্রেরণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে পাঁচজনে একত্র মিলিত হইয়া সেইস্থানে অবস্থান করত পরস্পর কহিতে লাগিলেন; দুঃখের সময়ে যদি প্রিয় বস্তুর লাভ হয়, তাহা হইলে ঐ দুঃখের অনুভব হয় না; কিন্তু প্রিয়বস্তুর বিচ্ছেদ হইলে ঐ দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠে, অতএব আমরা এক্ষণে কিরূপে ধৈর্য্যাবলম্বন করিব? পাণ্ডবগণ এইরূপ দুঃখ করিতেছেন, এমন সময়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস তথায় আগমন করিলেন। ২৭—৩৪। পাণ্ডবগণ ব্যাসকে প্রণাম পূর্ব্বক আসন প্রদান করত পূজা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! হে প্রভো! আপনি শ্রবণ করুন। হে মুনে! আমরা দুঃখে দগ্ধ হইয়াও আপনার দর্শনে আনন্দ লাভ করিলাম। অতএব হে প্রভো! আমাদিগের দুঃখশান্তি নিমিত্ত আপনি এইস্থানে কিছু কাল বাস করুন। পাণ্ডবগণ এই কথা বলিলে, সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস পাণ্ডবদিগের সুখের নিমিত্ত সেইস্থানে অবস্থান করিলেন এবং নানাপ্রকার কথাপ্রসঙ্গ দ্বারা পাণ্ডবদিগের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার কথোপকথন স্থলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আপনি শ্রবণ করুন; দুঃখশান্তি হউক, ইহ আমার ইচ্ছা; কিন্তু হায়! হে মহাবাহো! আপনা জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন, পূর্ব্বকালে কোনও ব্যক্তি আমাদিগের ন্যায় দুঃখ পাইয়াছে কি? বোধ করি, আমর যেরূপ দুঃখভাজন হইয়াছি, আর কোন ব্যক্তিই এরূপ হ নাই। পাণ্ডবগণ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যা পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! তুমি শ্রবণ কর তোমার দুঃখ অতি অল্প, কিছুই নহে। হে রাজন্! পাণ্ডব! পূর্ব্বকালে সেই মহাত্মা নলরাজ, হরিশ্চন্দ্র এব শ্রীরামচন্দ্রের যেরূপ দুঃখ হইয়াছিল, আমি তাহা বর্ণ করিতে সক্ষম নহি। ৩৫—৪২। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি এ শরীরকে দুঃখময় বিবেচনা করিয়া এক্ষণে দুঃখ ত্যাগ কর যে ব্যক্তি এই শরীর ধারণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই দুঃ পাইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। প্রথমে মাতৃগ জন্মগ্রহণে নানা ক্লেশ হয়, তৎপরে যৌবনাবস্থায় দুঃখ রূপী বহু প্রকার প্রিয়বস্তু ভোগে নানা দুঃখ উপস্থি হয়। দিন আসিতেছে, যাইতেছে; তথাপি লোক সক আপনার জীবিকা-নির্ব্বাহ-চেষ্টায় আসক্ত হইয়া, দিন দি যে আয়ুঃক্ষয় হইতেছে, তাহা জানিতে পারিতেছে না শেষাবস্থায় মরণ; ইহাতে অতিশয় দুঃখ, ইহা হই আর কি দুঃখ হইতে পারে? অতএব এই অসত্য বিষ পরিত্যাগ করিয়া সত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যেরূপে শম্ভু পরিতোষ হয়, মনুষ্যের সেইরূপ করা উচিত। শঙ্করে আরাধনা করিলে সমস্ত দুঃখই নষ্ট হয়। ৪৩—৪৭

তৎকালে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ এইরূপে বিবিধ জ্ঞানের আলোচনা এবং স্বীয় স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির উপায় চিন্তা করত দিনযাপন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন গমনকালে শুভসূচক নানা পক্ষিসমূহ অবলোকন করত তাহা দ্বারাই শত্রুগণের ক্ষয় হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অতি রমণীয় স্থান অবলোকন করত, হর্ষযুক্ত হইয়া সেই উত্তম ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেই পর্ব্বতে গঙ্গার তীরস্থ সুন্দর স্থানে গমন করিয়া তথায় স্বর্গসদৃশ অশোক-কাননে অবস্থান করিলেন। পরে গুরুর উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত তিনি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আপনি সেইরূপ বেশ ভূষা করিলেন। পরে সম্মুখে সমস্তর-নির্ম্মিত পার্থিব মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। তৎসমীপে অনুপম তেজোরাশি ধ্যান করত জপ এবং ত্রিকালীন স্নান পূর্ব্বক তাঁহার নানারূপ পূজা করিতে লাগিলেন এবং সেই স্থানে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক উপাসনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মস্তক হইতে তেজ নির্গত হইল। দেবতাগণ তাহা অবলোকন করত ভীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এই তপস্বী কোন্ সময়ে এস্থানে আগমন করিল? এই সংবাদ ইন্দ্রের নিকটে ব্যক্ত করা উচিত, এইরূপ স্থির করিয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ। আপনার অশোক-কাননে দেবতা, কি ঋষি, কি সূর্য্য, কিংবা অগ্নি তপস্যা করিতেছেন, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। আমরা তাঁহার তেজে দগ্ধ হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। দেবতাগণ ইন্দ্রকে এই কথা বলিলে ইন্দ্র স্বীয় পুত্র অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দেবগণের নিকট তাহা গোপন করত দেবগণকে বিদায় করিয়া আপনি আশ্চর্য্য রূপ ধারণ করত অর্জ্জুনের নিকটে গমন করিলেন। ইন্দ্র যষ্টি ধারণ করিয়া অতিবৃদ্ধ জরাগ্রস্ত জটাধারিরূপে মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ করত যেন প্রতি পদক্ষেপে পড়িতে পড়িতে সেই স্থানে গমন করিলেন। তৎকালে অর্জ্জুন তাঁহাকে আগত দেখিয়া আপনি পূজা করিলেন এবং তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিলেন, তাহা বলুন। ৪৮—৬০। অর্জ্জুন ইন্দ্রকে এই কথা বলিলে ইন্দ্র অর্জ্জুনের ধৈর্য্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে স্বামিন। তুমি এক্ষণে এ নবীন বয়সে কিজন্য তপস্যা করিতেছ? তোমার এই তপস্যা মুক্তির নিমিত্ত নহে, নিশ্চয়ই জয়ের নিমিত্ত হইবে। তৎকালে ইন্দ্র অর্জ্জুনকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অর্জ্জুন সমস্তই আবেদন করিলেন। ইন্দ্র অর্জ্জুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করত পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, আমি যাহা বলি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। তুমি এক্ষণে সুখের নিমিত্ত তপস্যা করিতেছ, কিন্তু তাহা যুক্ত নহে; কারণ লৌকিক সুখ স্বপ্নতুল্য, অতএব ঐ সুখের নিমিত্ত কখনই তপস্যা করা উচিত নহে। যদ্যপি মুক্তির নিমিত্ত তপস্যা করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, কর। ইন্দ্র কেবল সুখদান করিতে সক্ষম, কখনই মুক্তিদান করিতে পারেন না। হে শ্রেষ্ঠ। হে সুব্রত। অতএব তুমি সর্ব্বতোভাবে মুক্তির নিমিত্ত তপস্যা করিতে যত্নবান্ হও। তৎকালে অর্জ্জুন ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করত কহিলেন, আমি রাজ্য মাত্র ইচ্ছা করি, মুক্তি ইচ্ছা করি না। আপনি কিজন্য এরূপ বলিতেছেন? আমি বেদব্যাসের বাক্যানুসারে এতাদৃশ তপস্যা করিতেছি। আপনি এস্থান হইতে গমন করুন, কিজন্য আমার তপস্যা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? অর্জ্জুন এই কথা বলিলে ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া পরিচ্ছদের সহিত আপনার আশ্চর্য্য সুন্দর রূপ দর্শন করাইলেন। তৎকালে অর্জ্জুন ঐ রূপ দর্শন করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন। ইন্দ্র অর্জ্জুনকে আশ্বাসযুক্ত করত পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, তুমি ধন্য, তুমি কৃতার্থ, তোমার মন নিশ্চল। তোমার দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত্রুগণ অতি বলিষ্ঠ। দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, ইহারা সকলেই অজেয়, অধিক কি, তাহাদিগকে জয় করা আমারও সাধ্য নহে, অতএব সর্ব্বতোভাবে তোমায় হিতবাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। শিব ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই ইহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ নহে, অতএব এক্ষণে শম্ভুকে ভজনা কর। ভোগফল এবং মুক্তিফলদাতা শঙ্কর সমস্ত কার্য্যই করিতে পারেন। আমি ও ব্রহ্মাদি অন্যান্য দেবগণ, সকল বর প্রদানে সমর্থ বিষ্ণু এবং অন্যান্য জয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, সকলেই শিবের পূজক অতএব অদ্য হইতে আমার মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমি শিবকে ভজনা কর। ৬১—৭৪। হে ভারত। তুমি পার্থিব লিঙ্গ পূজা বিধানে ধ্যান এবং নানাবিধ উপচার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শিবের ভজনা কর। তাহা হইলে তুমি স্থির সিদ্ধিলাভ করিবে, ইহাতে বিচার করিবে না। ইন্দ্র এই কথা বলিয়া নানারূপ বর প্রদান পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে রাজন্। তুমি সাবধানে তপোনুষ্ঠান করত অবস্থান করিবে। কখনই অনবধানে থাকিবে না। কারণ, হে রাজসত্তম! মঙ্গল কার্য্যে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তোমার যেরূপ ধৈর্য্য আছে, তুমি সেইরূপ রক্ষা করিবে। তাহা হইলে শিব তোমাকে সম্যক্ ফলপ্রদান করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। ইন্দ্র অর্জ্জুনকে এইরূপ বরদান পূর্ব্বক স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। অর্জ্জুনও তৎকালে শিবের উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৭৫—৭৯।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অর্জ্জুন যথাবিধি স্নান, যথাবিধি ন্যাসাদি করিয়া, ব্যাস যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপে শাস্ত্রসম্মত ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং পরম যোগীর ন্যায় একপাদে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত বারংবার মন্ত্রজপ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবগণ অর্জ্জুনের তপস্যা-তেজে ব্যাপ্ত হইয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। পরে দেবগণ শিবের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে প্রভো! এই মনুষ্য আপনার নিমিত্ত তপস্যা করিতেছে, অতএব সে যাহা ইচ্ছা করিতেছে, কিজন্য আপনি তাহা প্রদান করিতেছেন না? দেবতারা তৎকালে শিবকে এই কথা বলিয়া নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ শিব দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমরা গমন কর, তোমাদিগের কার্য্য করিব, তাহাতে সংশয় নাই। দেবগণ আপনাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এমন সময়ে মূক নামে দৈত্য, শূকর রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের নিকটে আগমন করিল। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! দুরাত্মা মায়াবী দুর্য্যোধনই ঐ দৈত্যকে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল। শূকররূপী দৈত্য, যে স্থানে অর্জ্জুন অবস্থান করিতেছেন, সেই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক পর্ব্বতের শৃঙ্গ এবং বহুতর বৃক্ষভেদ করত নানারূপ শব্দ করিতে করিতে শীঘ্র বেগে আগমন করিল। অর্জ্জুনও ঐ শূকররূপী দৈত্যকে দর্শন করিয়া মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি কে, কোথা হইতেই বা আগমন করিল? এই ব্যক্তিকে অতি ক্রূরকর্ম্মা বলিয়া বোধ হইতেছে। নিশ্চয় আমার ঘোরতর অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত আসিতেছে, আমার মন এইরূপ বলিতেছে; অতএব এ যে শত্রু, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১—১০। বিচারকুশল পার্থ এই কথা বলিয়া মনে করিলেন, পূর্ব্বে আমি বহুতর দৈত্য এবং দানবগণকে বধ করিয়াছি; বোধ করি, তাহাদিগের আত্মীয় কোন দৈত্য বৈর-সাধনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছে; ইহাতে সন্দেহ নাই, আর বিচার করিতে হইবে না। অথবা দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী তাহার কোন সখা আগমন করিয়াছে। যে ব্যক্তিকে দর্শন করিলে মন প্রসন্ন হয়, সেই ব্যক্তিই সখা এবং হিত সাধন করিয়া থাকে। যাহাকে দর্শন করিলে মন কলুষিত হয়, সেই ব্যক্তিই শত্রু। আচার দেখিয়া সৎকুলোৎপন্ন বা অসৎ কুলোৎপন্ন ইহা নিশ্চয় করা যায়। শরীর দেখিয়া কিরূপ ভোজন করে, তাহা নিশ্চয় হয়। বাক্য শুনিলে শাস্ত্রজ্ঞান আছে কি না স্থির করা যায়। লোচন, কাহার কিরূপ স্নেহ তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। আকার, গমন, চেষ্টা, বাক্য, এবং মনোবৃত্তি এই সকল দ্বারা পরের হৃদগত অভিপ্রায় জানা যায়। উজ্জ্বল, প্রীতিযুক্ত, বক্র এবং ঈষদ্রক্ত, এইরূপে নেত্র চারি প্রকার। সেই নেত্রের চেষ্টা পৃথক্ পৃথক্। নেত্র, মিত্র দর্শনে উজ্জ্বল, পুত্র দর্শনে প্রীতিযুক্ত, কামিনী দর্শনে বক্র এবং শত্রু দর্শনে আরক্ত হইয়া থাকে। যখন এই দৈত্যকে দর্শন করিয়া আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কলুষিত হইতেছে, অতএব এই ব্যক্তি আমার শত্রুই হইবে, ইহাকে বিনষ্ট করা উচিত, ইহাতে সংশয় নাই। গুরু ব্যাসও আদেশ করিয়াছেন যে, হে রাজন্! যে ব্যক্তি তোমাকে দুঃখ প্রদান করিবে, তাহাকে সর্ব্বতোভাবে বধ করিবে; ইহাতে কোন বিচার করিবে না। আমি এই নিমিত্তই স্বীয় আয়ুধ গ্রহণ করিয়া আছি, তাহাতে সংশয় নাই। অর্জ্জুন মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করত ধনুকে বাণ যোজন করিলেন। ১১—২১। শিবও স্বগণের সহিত ব্যাধের আকার ধারণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের রক্ষার্থ এবং পরীক্ষার্থ তথায় আগমন করিলেন। তৎকালে হর, কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক লতা দ্বারা কেশ আবদ্ধ করিয়া শরীরে মৃত্তিকাদি দ্বারা শুক্ল বর্ণ রেখা করত হস্তে ধনুর্ব্বাণ ও পৃষ্ঠদেশে বাণপূর্ণ তূণীর ধারণ করিয়া আগমন করিলেন। তাঁহার পারিষদবর্গও সেইরূপ বেশ ধারণ করিল। তখন শিব ব্যাধগণের রাজা হইলেন। সেই কিরাত-সেনাপতি-রূপী শিবের গমন সময় বিবিধ শব্দ হইতে লাগিল। শূকররূপী দৈত্য এবং সেনা উভয়ের শব্দে দিক্ বিদিক্ সমস্ত ব্যাপ্ত হইল। তৎকালে অর্জ্জুন বনের শব্দে ব্যাকুল হইলেন এবং পর্ব্বতবাসী সমস্ত প্রাণীই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন অর্জ্জুন চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো কি হইবে? শিব, মঙ্গল বিধান করুন। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, কৃষ্ণও পুনর্ব্বার কহিয়াছেন, ব্যাসও বলিয়াছেন, স্মৃতিশাস্ত্রে এবং বেদেও কথিত আছে, শিবই মঙ্গলকারী, শিবই সর্ব্বদা মঙ্গল করিয়া থাকেন, শিবই কেবল ভুক্তিদাতা এবং মুক্তিদাতা, ইহাতে সংশয় নাই। যে সকল পুরুষ শিবনাম স্মরণ করে, তাহাদিগের নিশ্চয় মঙ্গল হয়। যে ব্যক্তি তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে ভজনা করে, তাহার দুঃখ এবং পাপ নষ্ট হয়। যদি কখন কর্ম্ম বশতঃ দুঃখাদি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে বহুতর দুঃখসম্ভাবনা থাকিলেও শিব অল্প দুঃখ প্রদান করেন। যদি মহাদুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধ কর্ম্মেরই ভোগ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। তৎকালেও শঙ্কর ইচ্ছা করিলে, বহুফল স্থলে অল্প ফল ভোগ করাইতে পারেন; একেবারে ইচ্ছা হইলে ঐ দুঃখ দূর করিতেও পারেন; ইহাতে সংশয় নাই। শিব ইচ্ছা করিলে বিষকে অমৃত এবং অমৃতকে বিষ করিতে পারেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতে পারেন। প্রভুকে কে নিবারণ করিতে পারে? যেরূপে ভক্তের মঙ্গল

হয়, শিব তাহাই করেন। শিব, 'ভক্তদিগকে রক্ষা করিব' এই ব্রত পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই কারণে আমাদিগের মঙ্গল হইবে, ইহাতে বিচার করিতে হইবে না। শুভফল প্রদানে ভক্তকে রক্ষা করিতে তাঁহার অভিমান আছে, ইহা নিশ্চয়। এইরূপ বিচার করত আমি, এই সকল পুরাতন ভক্তগণ, এবং ভাবী ভক্তগণ সকলেরই মনকে স্থির করা কর্ত্তব্য। ২২—৩৬। লক্ষ্মী গমন করেন করুন, মরণ নিকটে উপস্থিত হয় হউক, লোকেরা নিন্দা করে করুক অথবা স্তব করে করুক, দুঃখসঞ্চয় হয় হউক, শঙ্করই সকল সময়ে সুখদাতা। শিব কোন সময়ে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত দুঃখ প্রদান করেন। তিনি অতি দয়ালু, অতএব পরিণামে সুখ প্রদান করেন, তাহাতে সংশয় নাই। সুবর্ণ যেরূপ অনলাদি দ্বারা শোধিত হইয়া পরিশুদ্ধ হয়, সেইরূপ শিবভক্তও শুদ্ধি লাভ করে, আমি ব্যাসের নিকটে পূর্ব্বে এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি। শিবের ভজনা করিতেছি, অতএব আমার এক্ষণেই মঙ্গল হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ৩৭—৪০। অর্জ্জুন বাণক্ষেপ কাল পর্য্যন্ত এইরূপ বিচার করিতেছেন, ইত্যবসরে শূকর অর্জ্জুনের নিকটে আগমন করিল। শিবও শূকরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। তৎকালে ঐ শূকর শিব ও অর্জ্জুনের মধ্যে পর্ব্বত-শিখরে দৃষ্ট হইতে লাগিল। শিব 'শূকর আমার পরম ভক্তকে হিংসা করিতে না পারে' এইরূপ ভাবিয়া শীঘ্র আগমন করিলেন। তৎকালে শিব ও অর্জ্জুন, উভয়ে এক সময়ে শূকরের প্রতি বাণক্ষেপ করিলে শিবের বাণ পুচ্ছভাগে এবং অর্জ্জুনের বাণ মুখে সংলগ্ন হইল। শিবের বাণ পুচ্ছভাগে প্রবেশ করত মুখবিবর দ্বারা বহির্গত হইয়া ভূমিতে লীন হইল। অর্জ্জুনের বাণ শূকরের পুচ্ছ পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাহার পার্শ্বে পতিত হইল। হে শৌনকাদি ঋষিগণ! শূকর তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করত ভূমিতে পতিত হইল। তৎকালে দেবতাগণ, অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রাণত্যাগ সময়ে দৈত্যের যথার্থ ভীষণরূপ দেখিয়া শিবের সন্তোষ হইল এবং অর্জ্জুনের সুখ হইল। অর্জ্জুন, সমস্তই অদ্ভুত মায়া, ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেন। পরে 'ঈশ্বর অদ্য আমাকে সুবুদ্ধি দিয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই' এইরূপ বিচার পূর্ব্বক তৎকালে "শিব শিব" বলিতে লাগিলেন। ৪১—৪৯।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে শৌনকাদি ঋষিগণ! শিব তৎকালে বাণানয়ন নিমিত্ত স্বীয় ভৃত্যকে প্রেরণ করিলেন; অর্জ্জুনও তৎকালে উপস্থিত হইলেন। শিবভৃত্য ও অর্জ্জুন উভয়ে এক সময়ে বাণাহরণ নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন তৎকালে শিবভৃত্যকে তিরস্কার করত বাণ গ্রহণ করিলেন। তৎকালে শিবভৃত্য কহিল, তুমি কিজন্য বাণ গ্রহণ করিলে? এই বাণ আমাদিগের, অতএব হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! তুমি এই বাণ ত্যাগ কর। ভৃত্য এই কথা বলিলে অর্জ্জুন কহিলেন, রে বনেচর! তুমি মূর্খ, না জানিয়া কিজন্য এই কথা বলিতেছ? আমি এই ক্ষণেই বাণ পরিত্যাগ করিয়াছি, কিরূপে তোমার হইল? আমি বাণে এই রেখা করিয়াছি, আমার বাণের এই আকার, ইহার পশ্চাদ্ভাগে ময়ূরপুচ্ছ সংলগ্ন আছে এবং ইহাতে আমার নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব এই বাণ কিরূপে তোমাদের হইল? ইহাতে জ্ঞান হইতেছে, স্বভাব দুষ্পরিহরণীয়। ব্যাধরূপী শিবভৃত্য তৎকালে অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, অরে তুই শোন্, তুই তপস্যা করিতেছিস্, না তুই মাত্র তপস্বীর বেশ ধারণ করিতেছিস্? তুই যথার্থ তপস্বী নহিস্, কোন্ তপস্বী মিথ্যাকথা কহিয়া থাকে? আমি একাকী নহি; আমাদিগের সেনাপতি আছেন। আমার স্বামী বহুতর বনবাসী ব্যাধে পরিবৃত হইয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ করিতে সমর্থ। তুমি এক্ষণে যে বাণ গ্রহণ করিয়াছ, ঐ বাণ তাঁহার। এই বাণ তোমার নিকটে কখনই থাকিবে না। হে তাপস! তুমি কিজন্য তপস্যার ফল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? আমি ইহা সত্য সত্যই শুনিয়াছি যে, চৌর্য্য, চাঞ্চল্য, অভিমান, বিস্ময় এবং সত্যত্যাগ এই সকল হইতে তপস্যাক্ষয় হয়; অতএব এক্ষণে তোমার কিরূপে তপস্যার ফল হইবে? ১—১১। সুতরাং তুমি এই বাণ পরিত্যাগ কর, তাহা না করিলে তুমি কৃতঘ্ন হইবে। আমার স্বামী, তোমার রক্ষার্থ এই বাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার স্বামী তোমার শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার এই বাণ রক্ষা করিয়াছেন। দেখিতেছি, তুমি অতিশয় কৃতজ্ঞ! তোমার তপস্যাও উত্তম! আর তুমি সত্যবাদী! এক্ষণে অন্য কি সিদ্ধি ইচ্ছা করিতেছ! যদ্যপি এই বাণে তোমার কোন প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে আমার স্বামীর নিকট যাচ্ঞা কর। আমার স্বামী আপনিই এরূপ বহুতর বাণ দান করিতে সমর্থ। তিনি আমাদিগের রাজা, তুমি কেন যাচ্ঞা করিতেছ না? তুমি বিশেষরূপে প্রার্থনা করিলে তিনি নানাপ্রকার

ফলপ্রদান করিতে পারেন; অতএব তুমি উপকার পরিত্যাগ করিয়া কিজন্য অপকারচেষ্টা করিতেছ? তুমি উপযুক্ত কার্য্য করিতেছ না, এক্ষণে চপলতা পরিত্যাগ কর। পার্থ ভৃত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, অহে ব্যাধ! আমি বলিতেছি শ্রবণ কর, তোমার সমস্ত বাক্যই মিথ্যা। হে বনচর! তোমার যেরূপ জাতি, তুমিও সেই প্রকার, ইহা আমি জানি। আমি ক্ষত্রিয়, তুমি চোর, কিরূপে যুদ্ধ হইতে পারে? ইহা কোন মতেই যুক্ত নহে। তুল্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ এবং মিত্রতা করা উচিত, হীন ব্যক্তির সহিত কখনই উচিত নহে। ১২—২০। অতএব তোমরা অতি অপকৃষ্ট ও তোমাদিগের স্বামীও তোমাদিগের ন্যায় হইবে। আমরা দাতা, বনেচরগণ চোর। ব্যাধ রাজাই হউক আর যাহাই হউক, আমি তাহার নিকট কিরূপে যাচ্ঞা করিব? হে বনেচর! আমার নিকট তুমি কিজন্য বাণযাচ্ঞা না করিতেছ? আমার বহুতর বাণ আছে, তোমাকে নিশ্চয় বাণ প্রদান করিব। যদ্যপি রাজা আগ্রহ-সহকারে আমাকে বাণ প্রদান না করেন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবে না। হে বনেচর! যাচ্ঞা না করিলে, কি নিমিত্ত তোমাকে এই বাণ প্রদান করিব? যদি তোমার বাণ গ্রহণে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কিজন্য এক্ষণে আসিতেছ না? কথায় কাজ কি? তোমার স্বামী এখানে যাহাতে আসে, তাহা কর। তোমার স্বামী আগমন পূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ করত আমাকে জয় করিয়া বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক সুখে গমন করুক, কিজন্য বিলম্ব করিতেছ? ভিল্ল অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, তুমি অতিশয় অজ্ঞ, তুমি ঋষি নহ; তুমি কিজন্য মরণের চেষ্টা করিতেছ। অতএব বাণ প্রদান পূর্ব্বক সুখে অবস্থান কর, তাহা না করিলে অত্যন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইবে। ভিল্ল এই কথা বলিলে অর্জ্জুন পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে বনেচর! শ্রবণ কর। তোমার স্বামী যৎকালে আগমন করিবে, তৎকালে তাহার ফল প্রদর্শন করাইব। সিংহ ও শৃগালের যুদ্ধ, অতিশয় উপহাসকর, ইহা তুমি শুনিয়াছ; এক্ষণে দেখিতে পাইবে। এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। অর্জ্জুন এই কথা বলিলে, ভিল্ল যে স্থানে সেনাপতি অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করত সমস্ত নিবেদন করিল। সেনাপতি তাহা শ্রবণ করিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন। ২১—৩০। ভিল্লরূপধারী শঙ্কর স্বীয় সৈন্যের সহিত তথায় আগমন করিলেন। অর্জ্জুন তৎকালে সৈন্যদর্শন করিয়া সম্মুখে গমন করিলেন। তৎকালে শিব একজন ভৃত্যকে অর্জ্জুনের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং ভৃত্যকে কহিলেন, তুমি অর্জ্জুনকে এই কথা বলিবে যে, "হে তপস্বিন্। আমাদিগের সৈন্য অবলোকন কর এবং এক্ষণে বাণ পরিত্যাগ কর। সম্প্রতি অস্ত্রের নিমিত্ত কিজন্য মরণ ইচ্ছা করিতেছ? তোমার মরণ হইলে তোমার ভ্রাতৃগণ অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইবে, তোমার পত্নী তাহা হইতে অধিক দুঃখিতা হইবে। পৃথিবী, এইক্ষণেই তোমার হস্ত হইতে গমন করিবে, এইরূপ আমার বুদ্ধি হইতেছে।" শিব এই কথা বলিলে ভৃত্য, অর্জ্জুনের নিকট আগমন পূর্ব্বক শিব যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত নিবেদন করিল। অর্জ্জুন ভৃত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহার বিপরীত হইবে। যদ্যপি আমি আমার এই বাণ তোমাকে প্রদান করি, তাহা হইলে কুলকে মলিন করিব, ইহাতে সংশয় নাই; ভ্রাতৃগণও দুঃখিত হইবে। বাণ প্রদান না করিলে নিশ্চয়ই দুঃখিত হইবেন না; এই বাণ প্রদান করিলে আমার সমস্ত বিদ্যা বৃথা হইবে, অতএব আমি স্থিরভাবে বলিতেছি তোমরা আগমন কর। ইহা আমি কখন শুনি নাই—সিংহ যে শৃগাল হইতে ভীত হয়। অর্জ্জুন এই কথা বলিলে, ভৃত্য পুনর্ব্বার গমন করিয়া অর্জ্জুন যেরূপ বলিয়াছিলেন, প্রভুর নিকটে তৎসমস্ত নিবেদন করিল। তখন শিব হর্ষযুক্ত হইয়া অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিলেন। ৩১—৩৮।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, অর্জ্জুন তৎকালে ভিল্লরাজকে আগত দেখিয়া শিবের ধ্যান করত তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভিল্লগণ নানা প্রকার আয়ুধ দ্বারা অর্জ্জুনকে পীড়িত করিতে লাগিল। স্বয়ং শিবও তৎকালে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লগিলেন। অর্জ্জুন তৎকালে তাহাদিগের বাণসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। সেনাগণ যে আয়ুধ ক্ষেপ করিতে লাগিল, অর্জ্জুন তাহা সমস্তই বিফল করিতে লাগিলেন। সেনাগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সকলকেই নিবারণ করিলেন; কেহই অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিল না। তখন শিব এবং অর্জ্জুন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে শিব মনে মনে দয়া করত অর্জ্জুনকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন তৎকালে দৃঢ়তররূপে শিবশরীরে প্রহার করিতে লাগিলেন। শিব অর্জ্জুনের সকল আয়ুধই নষ্ট করিয়া দিলেন। শিব অর্জ্জুনের বর্ম্ম ছেদন করিয়া দিলেন, কেবল অর্জ্জুনের শরীর মাত্র রহিল। তৎকালে অর্জ্জুন শিবের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সসমুদ্রা পৃথিবী অতিশয় ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। দেবতারা দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হা আমাদিগের কি হইবে? এমন সময়ে ভগবান্ শিব আকাশে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিতে

লাগিলেন। অর্জ্জুনও আকাশে থাকিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শিব এবং মহারাজ অর্জ্জুন উভয়ে উড়িয়া উড়িয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া শিবের দুই চরণ ধারণ করিলেন এবং চরণ ধারণ করিয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। শিব আপনাকে ভক্তের অধীন জানাইবার নিমিত্ত ঘুরিতে লাগিলেন। ১—১১। তাহার পর শঙ্কর কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া অর্জ্জুনের হস্তভ্রষ্ট হইয়া বেদশাস্ত্রোক্ত আপনার কল্যাণময় অদ্ভুত সুন্দর রূপ দর্শন করাইলেন। হে শৌনকাদি ঋষিগণ। অর্জ্জুন ঐ পুরাতন পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন। অহো। আমি যাঁহাকে ঈশ্বররূপে পূজা করিয়াছি, ইনি সেই শিব। ত্রিলোকপতি আমার সম্মুখে; হা। আমি এক্ষণে কি করিয়াছি। প্রভুর মায়া বলবতী. এই মায়া, মায়াবীদিগেরও মোহ বিধান করে। প্রভু স্বকীয় রূপ আবরণ করিয়া কি করিলেন। আমি লজ্জিত হইলাম। মনে মনে এইরূপ বিচার পূর্ব্বক শঙ্করের চরণে পতিত হইয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, প্রভো। আপনি ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। হে মহাদেব। আপনি মঙ্গলকারী, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। শঙ্কর পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে আশ্বাসযুক্ত করত কহিতে লাগিলেন, হে পুত্র। তুমি আমার ভক্ত, আমি তোমার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এরূপ করিয়াছি, অতএব শোক ত্যাগ কর। এই কথা বলিয়া হস্তগ্রহণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিলেন। তাহাতে এবং প্রমথগণের নিকট তদীয় গুণাবলী শ্রবণ করাতে অর্জ্জুন লজ্জাশূন্য হইলেন। শিব পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে কহিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব বর গ্রহণ কর। তুমি আমাকে যে অস্ত্রাদি দ্বারা প্রহার করিয়াছ, আমি তাহা পূজা জ্ঞান করিয়াছি। আমি ইচ্ছাক্রমেই তোমার সহিত যুদ্ধাদি করিয়াছি, ইহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। এক্ষণে তোমাকে অদেয় কিছুই নাই, যাহা ইচ্ছা, সেই বর প্রার্থনা কর। হে রাজন্! শত্রুগণের নিকটে তোমার যশোবিস্তার নিমিত্ত আমি এই অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছি। তুমি কিছুমাত্র দুঃখ করিও না, এক্ষণে মোহ পরিত্যাগ কর। ১২—২২। শঙ্কর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলে অর্জ্জুন সেই স্থানে সাবধানে অবস্থান করত শঙ্করকে কহিতে লাগিলেন, প্রভুর যাহা ইচ্ছা। তৎপরে আবার বলিলেন, জগতে আপনিই বর্ণনীয়, আপনি মহাদেব, আপনি দয়ালু সদাশিব। এই কথা বলিয়া মহাদেবের বেদসম্মত স্তব করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন কহিলেন, হে দেবদেব। তোমাকে নমস্কার। তুমি কৈলাসবাসী, তোমাকে নমস্কার। হে সদাশিব। তোমাকে নমস্কার করি। তুমি পঞ্চবক্ত্র, তোমাকে নমস্কার। তুমি কপর্দ্দী, তুমি ত্রিনেত্র, তুমি কুণ্ডলী, তুমি সুমুখ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বদা ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তোমার বদন সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত, হে নীলকণ্ঠ। তুমি সদ্যোজাত, তোমাকে নমস্কার করি। হে বৃষধ্বজ! তোমার বামাঙ্গ গিরিজা দুর্গা, তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি দশভুজ, তুমি পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্বহস্তে ডমরু এবং নরকপাল ধারণ করিতেছ, তুমি নরকপাল মালাধারী, তোমাকে নমস্কার। তোমার শরীর নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এবং কর্পূরের ন্যায় শুক্লবর্ণ, তুমি পিনাকপাণি, তুমি ত্রিশূলধারী, তোমাকে নমস্কার করি। ব্যাঘ্রচর্ম্ম তোমার উত্তরীয় বস্ত্র, তুমি গজচর্ম্ম ধারণ করিতেছ, তোমার অঙ্গে সর্প রহিয়াছে, হে গঙ্গাধর! তোমাকে নমস্কার করি। তোমার চরণ অতি সুন্দর, তুমি মুক্তিদাতা, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি নির্গুণ, তুমি সগুণ, তোমাকে নমস্কার। এই জগতে যে কিছু রূপ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সমস্তই তোমার তেজ মাত্র। হে দেব। দেবতারা তোমার গুণ সংখ্যা করিতে পারেন না, হে সদাশিব। আমি মন্দবুদ্ধি, তোমাকে কিরূপে বর্ণন করিব? তুমি যে হও সে হও, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি আমাকে কৃপা কর। শম্ভু অর্জ্জুনের এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, তুমি কোন্ বর প্রার্থনা করিতেছ, তাহা শীঘ্র বল, আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। ২৩—৩৫। মহাদেব অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলে অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ সদাশিবকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! যদিও আপনি সকলের অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি আপনার আদেশে আমি প্রার্থনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমাদিগের শত্রু হইতে যে ভয়, তাহা আপনার দর্শনে দূরীভূত হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে ইহলোকে বিশেষ যশঃপ্রাপ্ত হই, আপনি তাহা সম্পাদন করুন। অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করত বদ্ধাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। শিব অর্জ্জুনকে পরমভক্ত জানিয়া তাঁহাকে স্বীয় পাশুপত নামে অস্ত্র প্রদান করিলেন এবং তুমি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে শত্রুগণের অজেয় হইবে, এই বর প্রদান পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, তুমি এই পাশুপত অস্ত্র দ্বারা শত্রুদিগকে জয় করিয়া শুভফল ভোগ কর। আমি কৃষ্ণকে বলিয়া দিব, তিনি তোমার সাহায্য করিবেন। সেই কৃষ্ণ, আমার অংশ, তিনি তোমার কার্য্য করিবেন। তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মাচরণ কর। শিব আপনার হস্ত অর্জ্জুনের মস্তকে ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে সম্মানিত করিলেন। পরে অর্জ্জুনের সহিত প্রেমালিঙ্গন (কোলাকুলি) করিয়া আপনার ভক্তবৎসলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক জয় দান করত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। শিব অন্তর্হিত হইলে অর্জ্জুন আপনাদিগের আশ্রমে

গমন পূর্ব্বক, হর্ষযুক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করিয়াছিলেন। শিব অস্ত্র প্রদান করিলে দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ৩৬—৪৪। হে শৌনকাদি ঋষিগণ! অপ্সরোগণ তৎকালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবতারা স্বয়ং তৎকালে অর্জ্জুনকে স্বীয় স্বীয় অস্ত্র প্রদান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভ্রাতৃগণের নিকট আগমন করিলেন। অর্জ্জুন আগমন করিলে সমস্ত ভ্রাতৃগণ, যেন শরীরে প্রাণ আসিল, এইরূপ বিবেচনা করিলেন। সকলে মিলিত হইয়া সুখলাভ করিলেন, দ্রৌপদীও সুখলাভ করিলেন। তৎকালে সেই মহাত্মাদিগের আশ্রমে শুভফল সূচক চন্দনযুক্ত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন ভ্রাতৃগণ অর্জ্জুনকে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে অর্জ্জুনের নিকটে সমস্ত শ্রবণ করিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন। পরে পাণ্ডবগণ 'শিবই ধন্য' এই কথা বলিয়া পরম সন্তোষশীল কল্যাণদাতা শিবকে নমস্কার পূর্ব্বক "আমাদিগের দুঃখের সীমা হইয়াছে, এক্ষণে জয় হইবে" ইহা নিশ্চয় করিলেন। এমন সময়ে কৃষ্ণ 'অর্জ্জুন আগমন করিয়াছেন' ইহা শ্রবণ করিয়া মেলন নিমিত্ত আগমন করিলেন। পরে অর্জ্জুনের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত হর্ষযুক্ত হইয়া কহিলেন, আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, শঙ্কর সকল দুঃখ নষ্ট করেন। আমি সেই শিবের সেবা করিয়া থাকি, তোমরাও তাঁহার সেবা কর। কৃষ্ণ তৎকালে এই কথা বলিয়া দ্বারকাতে গমন করিলেন। ৪৫—৫২।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! হে মহাভাগ! হে সূত! হে অনঘ! তুমি উত্তম কহিয়াছ। ঋষিবর ব্যাস, তৎকালে অর্জ্জুনের সুখের নিমিত্ত যে পার্থিব-শিবপূজাবিধি কহিয়াছিলেন, তুমি তাহা বিশেষরূপে আমাদিগের নিকট বল। সূত কহিলেন, হে প্রধানতম ঋষিগণ! আপনারা উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, অতএব আমি কহিতেছি। হে প্রধানতম ঋষিগণ। যৎকালে আত্যন্তিক দুঃখ উপস্থিত হইবে, তৎকালে আধিদৈবিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ শান্তির নিমিত্ত কিংবা স্বর্গাদিসুখের নিমিত্ত অথবা মুক্তির নিমিত্ত সদ্‌গুরু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে। তৎপরে মনুষ্য যথাবিধি শরীরশুদ্ধি করিয়া মলমূত্র ত্যাগ পূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে। পরে বিশেষ বিশ্বাসযুক্ত হইয়া শিবের আরাধনা করিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গুরুকে প্রণাম করত শিবনাম এবং তীর্থনাম কীর্ত্তন করিবে। হে ঋষিগণ! পরে মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক স্নানকালে স্নান করিবে। তৎপরে আচমন করিয়া মন্ত্র এবং শিবাদিনাম যুক্ত পদ দ্বারা ললাট, হৃদয়, নাভি, গলদেশ, উভয় স্কন্ধ, উভয় বাহু, পৃষ্ঠ, মস্তক ইত্যাদি দ্বাদশ স্থানে তিলক ধারণ করত ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি করিয়া শিবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। পরে শিবের সেবা করিবে; শিবসেবাই মনুষ্যের সর্ব্বদা সিদ্ধিদায়িনী। হে প্রধানতম ঋষিগণ! 'সেই জ্যোতিঃস্বরূপ শম্ভু আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; অতএব হৃদয়স্থ শম্ভু জপসিদ্ধির নিমিত্ত আমার শরীর পবিত্র করুন' এই অর্থের মন্ত্র দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া শিবের পূজাদি করিবে। প্রথমে পিতৃকার্য্য, তৎপরে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান, তৎপরে গণেশের পূজা, তৎপরে বিষ্ণুপূজা, তৎপরে যথাবিধি ভবানীর পূজা করিয়া যথাবিধি পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করিবে। পবিত্র স্থান হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে। ১—১৩। "ওঁ হ্রীঁ অষ্টমূর্ত্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সযত্নে মৃত্তিকা সংগ্রহ করত ঐ মৃত্তিকা যথাবিধি শোধন করিয়া পবিত্র স্থানে রক্ষা করিবে। প্রতিদিন সংগ্রহে অশক্ত হইলে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে সংগ্রহ করিবে। ঐ মৃত্তিকায় একমাস পর্য্যন্ত কার্য্য হইবে। পরে পুনর্ব্বার মৃত্তিকা-সংগ্রহ করিবে। পরে আচমনানন্তর মাস-পক্ষ তিথ্যাদির উল্লেখ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। অনন্তর 'শিবায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ' 'ভবায় তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ' 'সর্ব্বায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ' 'পশুপতয়ে অনামিকাভ্যাং নমঃ' 'মহাদেবায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ' এবং 'ঈশানায়' করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ' এই মন্ত্রপাঠে করন্যাস করিবে এবং 'শিবায় হৃদয়ায় নমঃ' 'ভবায় শিরসে স্বাহা' 'সর্ব্বায় শিখায়ৈ বষট্' 'পশুপতয়ে কবচায় হুং' 'মহাদেবায নেত্রত্রয়ায় বৌষট্' 'ঈশানায় অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্রপাঠে অঙ্গন্যাস করিবে। পরে যিনি রজত-পর্ব্বতেব ন্যায় শোভা সম্পন্ন; মনোহর চন্দ্রখণ্ড যাঁহার শিরোভূষণ; যাঁহার শরীর রত্নালঙ্কার দ্বারা সমুজ্জ্বল; যিনি স্বহস্তে কুঠার, মৃগমুদ্রা, বরমুদ্রা এবং অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন; যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট; যিনি পদ্মাসনে আসীন; দেবগণ যাঁহাকে চতুর্দ্দিকে স্তব করিতেছেন; ব্যাঘ্রচর্ম্ম যাঁহার পরিধান, যিনি বিশ্ব-সংসারের আদি কারণ; যিনি ত্রিজগতের পূজ্য এবং যিনি সমস্ত ভয় নষ্ট করেন; সেই পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র মহেশকে অহরহঃ ধ্যান করিবে। যিনি কর্পূরের ন্যায় শুক্লবর্ণ, যিনি দয়ার অবতার স্বরূপ, যিনি সংসার মধ্যে সার, সর্পরাজ যাঁহার কণ্ঠভূষণ এবং যিনি হৃদয়পদ্মে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, ভবানীর সহিত সেই ভবকে নমস্কার করি। যিনি কৈলাস-পর্ব্বতে পীঠাসন মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, নন্দী প্রভৃতি ভক্তগণ যাঁহাকে সেবা করিতেছেন, যিনি ভক্তগণের

পীড়াদাহ বিষয়ে দাবানল স্বরূপ, যিনি অপ্রমেয়, পার্ব্বতী যাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, সেই বিশ্বরূপী শিবের ধ্যান করিবে। ১৪—১৯। এইরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহার পূজা করিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে ধ্যান করিতে অশক্ত হইলে 'আমি আনন্দ পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্তরূপধারী ভগবান্ শিবকে ধ্যান করি' এইরূপ ধ্যান করিবে। হে দ্বিজগণ! ধ্যানের পর যাহা করিতে হইবে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। হর, মহেশ্বর, শূলপাণি, পিনাকধৃক্, পশুপতি, শিব, যজমান * এই নামক্রমে মৃত্তিকাহরণ, সংঘট্টন, প্রতিষ্ঠা, আহ্বান, স্নপন, পূজন এবং 'ক্ষমস্ব' এই মন্ত্র দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে। 'হরায় নমঃ' এই বলিয়া মৃত্তিকা আহরণ করিবে। 'মহেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক লিঙ্গগঠন করিবে। 'শূলপাণয়ে নমঃ' এই মন্ত্র দ্বারা লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিবে। 'পিনাকপাণয়ে নমঃ' এই বলিয়া আবাহন করিবে। এইরূপে সামান্য আবাহন করিয়া "হে প্রভো! রমণীয় কৈলাস শিখর হইতে আগমন পূর্ব্বক আমার এই পূজা গ্রহণ করত আমাকে যথাবিহিত বর প্রদান কর। আমি যথোক্ত রূপধারী শম্ভুকে আবাহন করিতেছি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিশেষরূপে আবাহন করিবে। যে পরিমাণে মন্ত্র জপ করিবে, তাহার দশাংশ হোম করিবে, তাহার দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে শিবের মহাপ্রতাপশালী বৃষ এবং প্রমথগণকে পূজা করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহা করিবে। 'শ্রীপশুপতয়ে নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া স্নান করাইবে। মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি নাম এবং মন্ত্র দ্বারা শিবকে সম্যক্রূপে গঙ্গাজলে স্নান করাইবে। 'শ্রীশিবায় নমঃ' এই বলিয়া ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য নিবেদন করিবে। তৎপরে আরতি করিবে। ২০—২৫। 'যজমানায় নমঃ ক্ষমস্ব' এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। পুনর্ব্বার 'ধ্যায়েন্নিত্যং' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ধ্যান করিয়া জপ আরম্ভ করিবে,—এই শ্রীসদাশিব মন্ত্রের বামদেব ঋষি, দৈবীপংক্তি ছন্দঃ, শ্রীশিব দেবতা, আমার ভুক্তি এবং মুক্তি প্রাপ্তি নিমিত্ত জপে বিনিয়োগ, ইহা পাঠ করিয়া অনন্ত ফলসিদ্ধির নিমিত্ত গুরু যে মন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, ঐ মন্ত্র শিবের নিকটে যথাবিধি জপ করিবে। জপসময়ে তদ্গতচিত্ত হইয়া ভগবান ত্র্যম্বকের ধ্যান করিবে। শুভফলাকাঙ্ক্ষী নর যথাশক্তি জপ করিয়া তাহার দশাংশ তর্পণ করিবে এবং তাহার দশাংশ মার্জ্জন করিবে। সাঙ্গপূজাফল নিমিত্ত অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি "সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ" "রুদ্রায় তেজোমূর্ত্তয়ে নমঃ" † "উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ভীমায়াকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ" "পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ" "মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ" "ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ" যথাক্রমে এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অক্ষত অথবা চন্দন দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে নৃত্য, গীত, গালবাদ্যাদি করিবে। হে শৌনকাদি ঋষিগণ! পুনর্ব্বার একাঞ্জলি পরিমিত অক্ষত এবং পুষ্প গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শঙ্করের নিকটে প্রার্থনা করিবে,—হে মৃড়! আমি তোমার, আমার প্রাণ এবং মন উভয়ই তোমাতে রহিয়াছে। হে কৃপানিধে! হে অনঘ! তুমি ইহা অবগত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে শঙ্কর! আমি অজ্ঞানপূর্ব্বক অথবা জ্ঞানপূর্ব্বকভাবে যে পূজাদি করিয়াছি, তোমার কৃপায় তাহা সফল হউক। আমি এক্ষণে মহাপাপী, তুমি মহাপবিত্রকারী, হে দেবেশ! ইহা অবগত হইয়া যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহা কর। ঋষিগণ,—বেদ, পুরাণ, মীমাংসা প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র দ্বারাও তোমাকে জানিতে পারেন না, হে মহাদেব! হে সদাশিব। আমি তোমাকে কিরূপে জানিব? হে মহেশ্বর! তুমি যাহাই হও আমি সর্ব্বতোভাবে তোমারই। এই অর্থের মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শিবের মস্তকে অক্ষত এবং পুষ্প ক্ষেপ করত নানাপ্রকার প্রার্থনা করিয়া শিবের বিসর্জ্জন করিবে। ২৬—৩৮। হে দেবেশ! এক্ষণে দয়া করিয়া যেরূপ আগমন করিয়াছ, হে দেব! তুমি পুনর্ব্বার সেইরূপ আগমন করিবে, এই বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে মাস, পক্ষ, তিথ্যাদির উল্লেখ করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে। তৎপরে কর্ম্মদক্ষ মনুষ্যগণ সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এইরূপে যথাবিধানে পূজা করিলে ঐ পূজা হইতে বহু ফললাভ হয়। পূজাবিধানার্থ ব্রাহ্মণগণের অলাভ হইলে স্বয়ং মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। তাহাতেই সাঙ্গ পূজার ফললাভ হইবে। ভগবান্ শঙ্করের এইরূপ আজ্ঞা, যিনি এইরূপে পূজা করিয়া থাকেন, মনুষ্যেরা কেবল সেই ব্রাহ্মণ হইতে অক্ষত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি হরের পূজা করে, তাহার কোন বিষয়ে অভাব থাকে না। যে নর নিরন্তর ছয় মাস যথাবিধি শিবপূজা করে, সে জীবন্মুক্ত হয় এবং শাপপ্রদান ও বরদান এই উভয় কার্য্যে সক্ষম হয়, তাহাতে সংশয় নাই। ঋষিদিগের এইরূপ আজ্ঞা যে, যে মানব শিবভক্তকে দর্শন করে, সে শিবদর্শন জন্য ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি আপনার বুদ্ধি অনুসারে এই প্রকার কহিলাম। ভগবান্ কৃষ্ণ, দেবরাজ ইন্দ্র, প্রধান প্রধান মুনিগণ, সকলেই এইরূপে পূজা করিয়া থাকেন। যিনি এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার অবিনাশিনী সিদ্ধি লাভ হয়। ৩৯—৫৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

---

* 'যজমান' এই স্থলে, 'মহাদেব' এই পাঠ এ দেশে প্রচলিত আছে।

† অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ইতি মতান্তরে পাঠ।

উগ্র, পশুপতি, তার্ক্ষ্য, প্রিয়ভক্ত, পরন্তপ, দাতা, দয়াকর, দক্ষ, কর্ম্মদী, কামশাসন, শ্মশাননিলয়, সূক্ষ্ম, শ্মশানস্থ, মহেশ্বর, লোককর্ত্তা, মৃগপতি, মহাকর্ত্তা, মহৌষধি, উত্তর, গোপতি, গোপ্তা, জ্ঞানগম্য, পুরাতন, নীতি, সুনীতি, শুদ্ধাত্মা, সোম, সোমরত, সুখী, সোমপ, অমৃতপ, সৌম্য, মহাতেজাঃ, মহাদ্যুতি, তেজোময়, অমৃতময়, অন্নময়, সুধাপতি, অজাতশত্রু, আলোক, সম্ভাব্য, হব্যবাহন, লোককর, বেদকর, সূত্রকার, সনাতন, মহর্ষি, কপিলাচার্য্য, বিশ্বদীপ্তি, বিলোচন, পিনাকপাণি, ভূদেব, স্বস্তিদ, স্বস্তিকৃৎ, সুধী, ধাতৃধামা, ধামকর, সর্ব্বগ, সর্ব্বগোচর, ব্রহ্মসৃক্, বিশ্বসৃক্, সর্গ, কর্ণিকার, প্রিয়, কবি, শাখ, বিশাখ, গোশাখ, শিব, ভিষক, অনুত্তম, গঙ্গাপ্লবোদক, ভব্য, পুষ্কল, স্থপতি, স্থির, বিজিতাত্মা, বিষয়াত্মা, ভূতবাহন, সারথি, সগণ, গণকায়, সুকীর্ত্তি, ছিন্নসংশয়, কামদেব, কামপাল, ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহ, ভস্মপ্রিয়, ভস্মশায়ী, কামী, কান্ত, কৃতাগম, সমাবর্ত্ত, নিবৃত্তাত্মা, ধর্ম্মপুঞ্জ, সদাশিব, অকল্মষ, চতুর্ব্বাহু, দুরাবাস, দুরাসদ, দুর্ল্লভ, দুর্গম, দুর্গ, সর্ব্বায়ুধবিশারদ, অধ্যাত্মযোগনিলয়, সুতন্তু, তন্তুবর্দ্ধন, শুভাঙ্গ, লোকসারঙ্গ, জগদীশ, জনার্দ্দন, ভস্মশুদ্ধিকর, মেরু, ওজস্বী, শুদ্ধবিগ্রহ, অসাধ্য, সাধুসাধ্য, ভৃত্যমর্কটরূপধৃক্, হিরণ্যরেতা, পৌরাণ, রিপুজীবহর, বল, মহাহ্রদ, মহাগর্ত্ত, সিদ্ধবৃন্দারবন্দিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর, ব্যালী, মহাভূত, মহানিধি, অমৃতাশ, অমৃতবপু, পাঞ্চজন্য, প্রভঞ্জন, পঞ্চবিংশতিতত্ত্বস্থ, পারিজাত, পরাবর, সুলভ, সুব্রত, শূর, ব্রহ্মবেদনিধি, নিধি, বর্ণাশ্রমগুরু, বর্ণী, শত্রুজিৎ, শত্রুতাপন, আশ্রম, ক্ষপণ, ক্ষাম, জ্ঞানবান, অচলেশ্বর, প্রমাণভূত, দুর্জ্ঞেয়, সুপর্ণ, বায়ুবাহন, ধনুর্দ্ধর, ধনুর্ব্বেদ, গুণরাশি, গুণাকর, সত্যঃসত্যপর, দীন, ধর্ম্ম ধর্ম্মসাধন, অনন্তদৃষ্টি, আনন্দ, দণ্ড, দময়িতা, দম, অভিবাদ্য, মহামায়, বিশ্বকর্ম্মা, বিশারদ, বীতরাগ, বিনীতাত্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, জিতকাম, অজিতপ্রিয়, কল্যাণপ্রকৃতি, কল্প, সর্ব্বলোকপ্রজাপতি, তরস্বী, তারক, ধীমান্, প্রধানপ্রভু, অব্যয়, লোকপাল, অন্তর্হিতাত্মা, কল্পাদি, কমলেক্ষণ, বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, অনিয়ম, নিয়তাশ্রয়, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, বরাঙ্গ, বিদ্রুমচ্ছবি, ভক্তিবশ্য, পরব্রহ্মমৃগবাণার্পণ, অনঘ, অদ্রি, অদ্র্যালয়, কান্ত, পরমাত্মা, জগদ্গুরু, সর্ব্বকর্ম্মালয়, তুষ্ট, মঙ্গল্য, মঙ্গলাবৃত, মহাতপাঃ, দীর্ঘতপাঃ, স্থবিষ্ঠ, স্থবির, ধ্রুব, অহঃ, সংবৎসর, ব্যাপ্তি, প্রমাণ, পরমন্তপ, সংবৎসরকর, মন্ত্রপ্রত্যয়কর, সর্ব্বদর্শন, অজ, সর্ব্বেশ্বর, সিদ্ধ, মহারেতা, মহাবল, যোগী, যোগ্য, মহাতেজা, সিদ্ধি, সর্ব্বাদি, অগ্রহ, বসু, বসুমনাঃ, সত্য, সর্ব্বপাপহরোহর, সুকীর্ত্তি, শোভন, শ্রীমান্, অবাঙ্মনসগোচর, অমৃতঃশাশ্বত, শান্ত, বাণহস্ত, প্রতাপবান্, কমণ্ডলুধর, ধন্বী, বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, মুনি, ভ্রাজিষ্ণু ভোজন, ভোক্তা, লোকনাথ দুরাধর, অতীন্দ্রিয়, মহামায়, সর্ব্ববাস, চতুষ্পথ, কালযোগী, মহানাদ, মহোৎসাহ, মহাবল, মহাবুদ্ধি, মহাবীর্য্য, ভূতচারী, পুরন্দর, নিশাচর, প্রেতচারী, মহাশক্তি, মহাদ্যুতি, অনির্দ্দেশ্যবপু শ্রীমান, সর্ব্বাচার্য্যমনোগতি, বহুশ্রুত, মহামায়, নিয়তাত্মা, ধ্রুব, অধ্রুব, ওজস্তেজোদ্যুতিধর, নর্ত্তক, সর্ব্বশাসক নৃত্যপ্রিয়ো নৃত্যনিত্য, প্রকাশাত্মাপ্রকাশক, স্পষ্টাক্ষর, বুধ, মন্ত্র, সমান, সারসংপ্লব যুগাদিকৃদ্যুগাবর্ত্ত, গম্ভীর, বৃষবাহন, ইষ্ট, বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ট, শলভ, শরভ, ধনুঃ, তীর্থরূপ তীর্থনামা, তীর্থদৃশ্য, স্তুত, অর্থদ, অপাংনিধি, অধিষ্ঠান বিজয়, জয়কালবিৎ, প্রতিষ্ঠিত, প্রমাণজ্ঞ হিরণ্যকবচ, হরি, বিমোচন, সুরগণ, বিদ্যেশ, বিন্দুসংশ্রয়, বালরূপ বলোন্মত্ত, বিকর্ত্তা, গহন, গুহ, করণ, কারণ কর্ত্তা, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, স্থানদ, জগদাদিজ, গুরুদ ললিত, অভেদ, ভাবাত্মাত্মনিসংস্থিত, বীরেশ্বর, বীরভদ্র বীরাসনবিধি, বিরাট, বীরচূড়ামণি, বেত্তা তীব্রানন্দ নদীধর, আজ্ঞাধার, ত্রিশূলী, শিপিবিষ্ট, শিবালয়, বালখিল্য মহাচাপ, তিগ্মাংশু, বধির, খগ, অভিরাম, সুশরণ, সুব্রহ্মণ্য সুধাপতি, মঘবান্কৌশিক গোমান, বিরাম, সর্ব্বসাধন ললাটাক্ষ, বিশ্বদেহ, সার, সংসারচক্রভৃৎ, অমোঘদণ্ড মধ্যস্থ, হিরণ্য ব্রহ্মবর্চ্চসী, পরমার্থ, পরোমায়ী, শম্বর ব্যাঘ্রলোচন, রুচি, বিরিঞ্চি, স্বর্বন্ধু বাচস্পতি, অহর্পতি রবি, বিরোচন, স্কন্দ শাস্তা বৈবস্বতো যম যুক্তিরুন্নতকীর্ত্তি সানুরাগ, পরঞ্জয়, কৈলাসাধিপতি, কান্ত সবিতা রবিলোচন, বিদ্বত্তম, বীতভয়, বিশ্বভর্ত্তা, অনিবারিত, নিত্য নিয়তকল্যাণ, পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন, দূরশ্রবা, বিশ্বসহ, ধ্যেয় দুঃস্বপ্ননাশন উত্তারণ, দুষ্কৃতিহা, বিজ্ঞেয়, দুঃসহ, ভব অনাদি, ভূর্ভুবলক্ষ্মী, কিরীটী, ত্রিদশাধিপ, বিশ্বগোপ্তা বিশ্বকর্ত্তা, সুবীর, রুচিরাঙ্গদ, জনন জনজন্মাদি, প্রীতিমান, নীতিমান, ধব, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভানু, ভীম, ভীমপরাক্রম, প্রণব, সৎপথাচার, মহাকোশ, মহাধন জন্মাধিপ, মহাদেব, সকলাগমপারগ, তত্ত্ব, তত্ত্ববিৎ, একাত্মা, বিভু, বিশ্ববিভূষণ, ঋষি, ব্রাহ্মণ, ঐশ্বর্য্যজন্মমৃত্যুজরাতিগ পঞ্চযজ্ঞসমুৎপত্তি, বিশ্বেশ, বিমলোদয়, আত্মযোনি, অনাদ্যন্ত, বৎসল, ভক্তলোকধৃক্ গায়ত্রীবল্লভ, প্রাংশু, বিশ্বাবাস, প্রভাকর, শিশু, গিরিরত, সম্রাট সুষেণ, সুরশত্রুহা, অমোঘ, অরিষ্টনেমি কুমুদ, বিগতজ্বর, স্বয়ংজ্যোতিস্তনুজ্যোতিঃ, আত্মজ্যোতিঃ, অচঞ্চল, পিঙ্গল, কপিলশ্মশ্রু, ভালনেত্র, ত্রয়ীতনু, জ্ঞানস্কন্দোমহানীতি, বিশ্বোৎপত্তি, উপপ্লব, ভগ, বিবস্বান আদিত্য, যোগপার, দিবস্পতি, কল্যাণগুণনামা, পাপহা, পুণ্যদর্শন, উদারকীর্ত্তি, উদ্যোগী, সদ্যোগী সদসন্ময়, নক্ষত্রমালী, নাকেশ, স্বাধিষ্ঠানপদাশ্রয়, পবিত্র, পাপহারী, মণিপূর, নভোগতি, হৃৎপুণ্ডরীকমাসীন, শক্র, শান্ত, বৃষাকপি, উষ্ণ, গৃহপতি, কৃষ্ণ

পরমার্থ, অনর্থনাশন, অধর্ম্মশত্রু, অজ্ঞেয়, পুরুহূতঃপুরুশ্রুত, ব্রহ্মগর্ভ, বৃহদ্গর্ভ, ধর্ম্মধেনু, ধনাগম, জগদ্ধিতৈষী, সুগত, কুমার, কুশলাগম, হিরণ্যবর্ণোজ্যোতিষ্মান্, নানাভূতরত, ধ্বনি, অরাগ, নয়নাধ্যক্ষ, বিশ্বামিত্র, ধনেশ্বর, ব্রহ্মজ্যোতি, বসুধামা, মহাজ্যোতিরনুত্তম, মাতামহ, মাতরিশ্বা, নভস্বান্, নাগহারধৃক্, পুলস্ত্য, পুলহ, অগস্ত্য, জাতূকর্ণ্য, পরাশর, নিরাবরণনির্ব্বার, বৈরঞ্চ্য, বিষ্টরশ্রবাঃ, আত্মভূ অনিরুদ্ধ, অত্রি, জ্ঞানমূর্ত্তি, মহাযশাঃ, লোকবীরাগ্রণী, বীর, চণ্ড, সত্যপরাক্রম, ব্যালাকল্প, মহাকল্প, কল্পবৃক্ষ, কলাধর, অলঙ্করিষ্ণু, অচল, রোচিষ্ণু, বিক্রমোন্নত, আয়ুঃশব্দপতি, বেগীপ্লবন, শিখিসারথি, অসংসৃষ্ট, অতিথি, শক্রপ্রমাথী, পাদপাসন, বসুশ্রবা, হব্যবাহ, প্রতপাঃ, বিশ্বভোজন, জপ্য, জরাদিশমন, লোহিতাত্মা, তনূনপাৎ, বৃহদশ্ব, নভোযোনি, সুপ্রতীক, তমিস্রহা, নিদাঘ, তপন, মেঘ, স্বক্ষ, পরপুরঞ্জয়, সুখানিল, সুনিষ্পন্ন, সুরভি, শিশিরাত্মক, বসন্ত, মাধব, গ্রীষ্ম, নভস্য, বীজবাহন, অঙ্গিরা, গুরুরাত্রেয়, বিমল, বিশ্ববাহন, পাবন, সুমতি, বিদ্বান্, ত্রৈবিদ্য, নরবাহন, মনোবুদ্ধি, অহঙ্কার, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রপালক, জমদগ্নি, বলনিধি, বিগাল, বিশ্বগালব, অঘোর, অনুত্তর, যজ্ঞ, শ্রেয়ঃ, নিঃশ্রেয়সাংপথ, শৈল, গগনকুন্দাভ, দানবারি, অরিন্দম, রজনীজনক, চারুবিশল্য, লোককল্পধৃক্, চতুর্ব্বেদ, চতুর্ভাব, চতুরশ্চতুরপ্রিয়, আম্নায়, সমাম্নায়, তীর্থবেদশিবালয়, বহুরূপ, মহারূপ, সর্ব্বরূপ, চরাচর, ন্যায়নির্ম্মায়কোন্যায়ী, ন্যায়গম্য, নিরন্তর, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বশস্ত্রপ্রভঞ্জন, মুণ্ড, বিরূপ, বিক্রান্ত, দণ্ডী, দান্ত, গুণোত্তম, পিঙ্গলাক্ষ, জনাধ্যক্ষ, নীলগ্রীব, নিরাময়, সহস্রবাহু, সর্ব্বেশ, শরণ্য, সর্ব্বলোকধৃক্, পদ্মাসন, পরংজ্যোতিঃ, পরংপার, পরংফল, পদ্মগর্ভ, মহাগর্ভ, বিশ্বগর্ভ, বিচক্ষণ, চরাচরজ্ঞ, বরদ, বরেশ, মহাবল, দেবাসুরগুরুর্দেব, দেবাসুরমহাশয়, দেবাদিদেব, দেবাগ্নি, দেবাগ্নিসুখদঃপ্রভু দেবাসুরেশ্বর, দিব্য, দেবাসুরমহেশ্বর, দেবদেবময়, অচিন্ত্য, দেবদেবাত্মসম্ভব, সদ্যোনি, অসুরব্যাঘ্র, দেবসিংহ, দিবাকর, বিবুধাগ্রবরশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদেবোত্তমোত্তম, শিবজ্ঞানরত, শ্রীমান্, শিখিশ্রীপর্ব্বতপ্রিয়, বজ্রহস্ত, সিদ্ধখড়্গী, নরসিংহনিপাতন, ব্রহ্মচারী, লোকচারী, ধর্ম্মচারী, ধনাধিপ, নন্দী, নন্দীশ্বর, অনন্ত, নগ্নব্রতধর, শুচি, লিঙ্গাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, যোগাধ্যক্ষ, যুগাবহ, স্বধর্ম্মা, স্বর্গত, স্বর্গধর, স্বরময়স্বন, বাণাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, ধর্ম্মকৃদ্ধর্ম্মসম্ভব, দম্ভ, অলোভ, অর্থবিচ্ছম্ভু-সর্ব্বভূতমহেশ্বর, শ্মশাননিলয়, ত্র্যক্ষ, সেতু, অপ্রতিমাকৃতি, লোকোত্তরস্ফুটালোক, ত্র্যম্বক, নাগভূষণ, অন্ধকারি, মখদ্বেষী, বিষ্ণুকন্ধরপাতন, হীনদোষ, অক্ষয়গুণ, দক্ষারি, পূষদন্তভিৎ, ধূর্জ্জটি, খণ্ডপরশু, সকল, নিষ্কল, অনঘ, অকাল, সকলাধার, পাণ্ডুরাভ, মৃড, নট, পূর্ণ, পূরয়িতা, পুণ্য, সুকুমার, সুলোচন, সামগেয়প্রিয়, অক্রূর, পুণ্যকীর্ত্তি, অনাময়, মনোজব, তীর্থকর, জটিল, জীবিতেশ্বর, জীবিতান্তকরোনিত্য, বসুরেতাঃ, বসুপ্রদ, সদ্গতি, সংকৃতি, সিদ্ধি, সজ্জাতি, কালকণ্টক, কলাধর, মহাকাল, ভূতসত্যপরায়ণ, লোকলাবণ্যকর্ত্তা, লোকোত্তরসুখালয়, চন্দ্রসঞ্জীবন, শাস্তা, লোকগূঢ়, মহাধিপ, লোকবন্ধু, লোকনাথ, কৃতজ্ঞ, কীর্ত্তিভূষণ, অনপায়োঽক্ষর, কান্ত, সর্ব্বশস্ত্রভৃতাংবর, তেজোময়োদ্যুতিধর, লোকানামগ্রণী, অণু, শুচিস্মিত, প্রসন্নাত্মা, দুর্জ্জেয়, দুরতিক্রম, জ্যোতির্ম্ময়, জগন্নাথ, নিরাকার, জলেশ্বর, তুম্ববীণ, মহাকোপ, বিশোক, শোকনাশন, ত্রিলোকপ, ত্রিলোকেশ, সর্ব্বশুদ্ধি, অধোক্ষজ, অব্যক্তলক্ষণোদেব, ব্যক্তাব্যক্ত, বিশাম্পতি, বরশীল, বরগুণ, সারোমানধন, ময়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রজাপাল, হংস, হংসগতি, বয়, বেধাবিধাতাধাতা, স্রষ্টা, হর্ত্তা, চতুর্ম্মুখ, কৈলাসশিখরবাসী, সর্ব্বাবাসী, সদাগতি, হিরণ্যগর্ভ, দ্রুহিণ, ভূতপাল, ভূপতি, সদ্যোগী, যোগবিদ্যোগী, বরদ, ব্রাহ্মণপ্রিয়, দেবপ্রিয়, দেবনাথ, দেবজ্ঞ, দেবচিন্তক, বিষমাক্ষ, বিশালাক্ষ বৃষদোবৃষবর্দ্ধন, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্ম্মোহ, নিরুপদ্রব, দর্পহাদর্পদ, দৃপ্ত, সর্ব্বর্ত্তুপরিবর্ত্তক, সহস্রজিৎ, সহস্রার্চ্চিঃ, স্নিগ্ধপ্রকৃতিদক্ষিণ, ভূতভব্যভবন্নাথ, প্রভব, ভ্রাতনাশন, অর্থ, অনর্থ, মহাকোশ, পরকার্য্যৈকপণ্ডিত, নিষ্কণ্টক, কৃতানন্দ, নির্ব্যাজোব্যাজমর্দ্দন, সত্ত্ববান্, সাত্ত্বিক, সত্যকীর্ত্তি, স্নেহকৃতাগম, অকম্পিত, গুণগ্রাহী, নৈকাত্মানৈককর্ম্মকৃৎ, সুপ্রীত সুমুখ, সূক্ষ্ম, সুকর, দক্ষিণানিল, নন্দিস্কন্ধধর, ধুর্য্য, প্রকট, প্রীতিবর্দ্ধন, অপরাজিৎ, সর্ব্বসত্ত্ব, গোবিন্দ, সত্ত্ববাহন, অধৃত, স্বধৃত, সিদ্ধ, পূতমূর্ত্তি, যশোধন, বারাহভৃঙ্গধৃক্ভৃঙ্গী, বলবান, একনায়ক, শ্রুতিপ্রকাশ, শ্রুতিমান্, একবন্ধু, অনেককৃৎ, শ্রীবৎসলশিবারম্ভ, শান্তভদ্র, সমোযশ, ভূশয়, ভূষণ, ভূতি, ভূতকৃৎ, ভূতভাবন, অকম্প, ভক্তিকায়, কালহা, নীললোহিত, সত্যব্রতমহাত্যাগী, নিত্যশান্তিপরায়ণ, পরার্থবৃত্তির্বরদ, বিবিক্ষু, বিশারদ, শুভদ, শুভকর্ত্তা, শুভনামাশুভ, অনর্থিত, অগুণ, সাক্ষীঅকর্ত্তা, কনকপ্রভ, স্বভাবভদ্র, মধ্যস্থ, শীঘ্রগ, শীঘ্রনাশন, শিখণ্ডীকবচীশূলী, জটীমুণ্ডীকুণ্ডলী, অমৃত্যু, সর্ব্বদৃক্সিংহ, তেজোরাশির্মহামণি, অসংখ্যেয়োঽপ্রমেয়াত্মা, বীর্য্যবান্ বীর্য্যকোবিদ, বেদ্য, বিয়োগাত্মা, পরাবরমুনীশ্বর, অনুত্তমোদুরাধর্ষ, মধুরপ্রিয়দর্শন, সুরেশ, শরণং, সর্ব্ব, শব্দব্রহ্মসতাঙ্গতি, কালপক্ষ, কালকারী, কঙ্কণীকৃতবাসুকি, মহেষ্বাস, মহীভর্ত্তা, নিষ্কলঙ্ক, বিশৃঙ্খল, দ্যুমণিস্তরণি, ধন্য, সিদ্ধিদঃসিদ্ধসাধন, বিশ্বতঃসংবৃত, স্তুত্য, ব্যূঢ়োরস্ক, মহাভুজ, সর্ব্বযোনি, নিরাতঙ্ক, নরনারায়ণপ্রিয়, নির্লেপোনিষ্প্রপঞ্চাত্মা, নির্ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গনাশন, স্তব্য, স্তবপ্রিয়, স্তোতা, ব্যাসমূর্ত্তি, নিরঙ্কুশ, নিরবদ্যময়োপায়, বিদ্যারাশি, রসপ্রিয়, প্রশান্তবুদ্ধি, অক্ষুণ্ণ, সংগ্রহী, নিত্যসুন্দর, বৈয়াঘ্রধুর্য্য, ধাত্রীশ, শাকল্য, শর্ব্বরীপতি, পরমার্থগুরু, দৃষ্টি, শরীরাশ্রিত-

বৎসল, সোম, রসজ্ঞোরসদ, সর্ব্বসত্ত্বাবলম্বন। ২—১৩২। বিষ্ণু এই নামসহস্র দ্বারা বৃষভধ্বজকে স্তব করিলেন এবং বহুতর পদ্ম দ্বারা শম্ভুকে পূজা করিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পূজা করিবার সময়ে প্রভু ত্রিভুবনেশ্বর মহেশ্বর, হরির পরীক্ষার নিমিত্ত সমস্ত কমল মধ্যে একটী পদ্ম গোপন করিলেন। পরে হরি মনে মনে বিচার করিলেন, একটী পদ্ম কোথায় গেল? যাক্, স্বচ্ছন্দে যাক্; আমার নেত্র কি পদ্ম নহে? হরি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া আপনার নেত্র উৎপাটন করত সমস্ত প্রাণিগণের আশ্রয় সেই শিবকে ভক্তিভাবে উক্ত স্তব দ্বারা পূজা করেন; তৎপরে জগদ্‌গুরু হর, অতিশয় ভক্তিযুক্ত হরিকে স্তব করিতে দেখিয়া 'আর কষ্ট পাইতে হইবে না' এই বাক্য বলিতে বলিতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই মহেশ্বর পার্থিব মূর্ত্তি হইতে তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হইলেন। পরে দেবেশ হরি, পার্থিব মূর্ত্তি হইতে বিনির্গত সম্মুখস্থিত তেজোরাশিস্বরূপ শম্ভুকে নমস্কার পূর্ব্বক অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষরূপে স্তব করত পার্ব্বতীর সহিত শিবকে পূজা করিলেন। পরে হরি প্রসন্নবদন হইয়া শম্ভুর সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। কোটিভাস্কর-ভূষিত প্রাণিগণের ঈশ্বর কল্যাণকারী দেবাধিদেব মহাদেব শঙ্কর, জনার্দ্দন বিষ্ণুকে কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখস্থিত এবং সম্যক্ দর্শনশীল দেখিয়া প্রকৃষ্ট হাস্য পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি এই সমস্ত দেবকার্য্য অবগত হইয়াছি; এক্ষণে তোমাকে সুন্দর সুদর্শন নামক চক্র প্রদান করি। হে দেবেশ! হে সুব্রত! তুমি সকল লোকের সুখজনক যে রূপ দর্শন করিলে, তাহা তোমার হিতের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছি; অতএব পুনঃপুনঃ চিন্তা কর। ১৩৩—১৪৩। রণস্থলে এই রূপ স্মরণ করিলে দেবতাদিগের দুঃখ নষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক সর্ব্বদা এই চক্র, এই রূপ, এই সহস্রনাম স্মরণ করে, তাহার অবিনাশিনী সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। মহাদেব এই কথা বলিয়া অযুত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন চক্র বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। তৎকালে বিষ্ণু স্নানপূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া চক্র গ্রহণ করিলেন এবং মহাদেবকে প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে দেব! হে প্রভো! লোকশঙ্কর! আপনি শ্রবণ করুন। আমি দুঃখনাশের নিমিত্ত কাহাকে ধ্যান করিব, কি বা পাঠ করিব; তাহা আপনি বলুন। তৎকালে বিষ্ণু এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে শিব সন্তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, সমস্ত অমঙ্গলনাশের নিমিত্ত আমার রূপ ধ্যান করিবে। অনেক দুঃখনাশের নিমিত্ত আমার সহস্রনাম পাঠ করিবে। সমস্ত অনর্থের বিনাশ নিমিত্ত আমার চক্র সর্ব্বদা ধারণ করিবে। অন্য যে কোন ব্যক্তি যদ্যপি প্রতিদিন এই স্তব পাঠ করে কিংবা পাঠ করায়, তাহা হইলে তাহাদিগের স্বপ্নেও দুঃখ জন্মায় না, ইহাতে সংশয় নাই। রাজাদিগের সঙ্কট উপস্থিত হইলে নর যথাবিধি সাঙ্গ সহস্রনাম শতবার পাঠ করিবে, তাহা হইলে কল্যাণ লাভ করিবে। এই সহস্রনাম পাঠ করিলে রোগ নষ্ট হয়, উত্তম বিদ্যা হয়। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ফল উদ্দেশ করিয়া সহস্রনাম পাঠ করে, সে উত্তম ফল লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই, ইহাই আমার যথার্থ ব্রত। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাকে পূজা করিয়া নিত্য আমার সম্মুখে সহস্রনাম পাঠ করে, তাহার সিদ্ধি দূরবর্ত্তিনী নহে। হে সুরেশ্বর! পাঠক ঐহিকী সিদ্ধি লাভ করিয়া অষ্টম মাসের পর পারলৌকিকী সিদ্ধি লাভ করে, পরে সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। ১৪৪—১৫৫। তৎকালে শঙ্কর প্রীতমানসে বিষ্ণুকে এই প্রকার বলিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করত পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি বরদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি অভিলষিত বরসমূহ প্রার্থনা কর। তুমি ভক্তিতে এবং পুনঃপুনর্ব্বার স্তবে আমাকে নিশ্চয়ই বশ করিয়াছ। দেবদেব শিব এই কথা বলিলে, বিষ্ণু তাঁহাকে প্রণমম করিয়া কহিলেন, হে দেব! এক্ষণে যেরূপ কৃপা করিলেন্—হে প্রভো! আপনি কৃপালু অতএব—ইহার পরেও এইরূপ বিশেষ কৃপা যেন আমার প্রতি থাকে। হে মহাদেব! আপনার প্রতি ভক্তি হউক, এই উত্তম বর আমাকে প্রদান করুন। হে ভগবন্! আমি অন্য কিছু ইচ্ছা করি না; আপনার প্রসাদে আমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। দয়াবান্ মহাদেব ভব বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পরমাত্মস্বরূপ অচ্যুতকে কহিলেন, হে সুরোত্তম! আমার প্রসাদে তোমার আমাতে ভক্তি হইবে। তুমি দেবতাদিগেরও বন্দনীয় এবং পূজনীয়; তুমি বিশ্বম্ভর; তোমার নাম, সমস্ত পাপ নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে, সন্দেহ নাই। ভগবান্ নীললোহিত রুদ্র এই প্রকার কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান্ জনার্দ্দনও শঙ্করের বাক্যে মঙ্গলজনক চক্র প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর শিবরূপ ধ্যান এবং সেই সহস্রনামরূপ স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন ও ভক্তদিগকে তাহা উপদেশ দিতে লাগিলেন। অন্য যে ব্যক্তিই এই স্তব পাঠ করিবে, সে যথাভিলষিত ফল লাভ করিবে। এই মুনিগণ পৃষ্ট উপাখ্যান যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহার পাপ নষ্ট হয়। হে শ্রেষ্ঠগণ! ইহার পর পুনর্ব্বার কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ১৫৬—১৬৬।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! তুমি ধন্য, তুমি সমস্ত কার্য্যই করিয়াছ; তোমার জীবন সফল। যদিও বহুতর ঋষির নিকটে একথা শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি আমাদিগের সন্দেহ যায় নাই। এজন্য আমরা হিতাভিলাষী হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি চরিত-বোধনে দক্ষ, এই নিমিত্ত আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমরা যাহাকে অনন্ত সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, কোন্ ব্রত আচরণ করিলে. ভগবান্ শিব সন্তুষ্ট হইয়া সেই সুখ প্রদান করেন, তাহা বিশেষ করিয়া বল। হে ব্যাসশিষ্য! যে যে ব্রত আচরণ করিলে ভুক্তি এবং মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, তাহা কীর্ত্তন কর। ঋষিপ্রোক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সূত কহিতে লাগিলেন; হে ঋষিবরগণ! আপনারা উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে কহিতেছি। আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দুর্গা শিবের নিকট এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। "কোন ব্রত আচরণ করিলে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া ভুক্তি এবং মুক্তি প্রদান করেন" এই কথা পরমাত্মা শিবের নিকটে তাঁহারা কোন সময়ে জিজ্ঞাসা করিলে, শিব যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি অদ্য কহিতেছি, সেই পাপনাশক বাক্য শ্রবণ করুন। শিব বলিয়াছিলেন, হে বিষ্ণো! যে ব্রত, সকল ব্রত হইতে উত্তম, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই ব্রত ঋক্ প্রভৃতি বেদের, আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদের, মন্বাদি সংহিতার, ব্রাহ্মাদি সমস্ত পুরাণের এবং বেদাদিশাস্ত্রে কথিত ধর্ম্মসমূহের পরম তত্ত্ব, গোপনীয় সকলের মধ্যে এই ব্রতই অদ্বিতীয় সার। সমস্ত ব্রতের মধ্যে আমার এই ব্রত অতীব হিতকর। ১—১০। শিবপূজা, রুদ্রাধ্যায় জপ, অষ্টমী সোমবার কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী এই তিন দিবস উপবাস এবং বারাণসীতে মরণ, এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য মুক্তির কারণ। এই চারিটী কার্য্য শিবের সন্তোষজনক, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। হে হরে! পূর্ব্বোক্ত চারিটী কার্য্যের মধ্যে শিবরাত্রিব্রত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। একারণ, যাহারা ভোগ এবং মুক্তি অভিলাষ করে, তাহাদিগের এই শিবরাত্রিব্রত কর্ত্তব্য। হে হরে! এই ব্রত অপেক্ষা অন্য কোন ব্রত হিতজনক নাই। হরি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবকে কহিলেন, হে দেবদেব! হে মহাদেব! এক্ষণে আমার নিকটে বলুন;—এই ব্রত কি প্রকারে করিবে, কোন্ মাসে করিবে এবং কোন্ বিধি দ্বারা করিবে, এক্ষণে আমার নিকট এ সমস্ত ব্যক্ত করুন। হে সদাশিব! লোকদিগের উপকারের নিমিত্ত আমি আপনাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। কতকাল পর্য্যন্ত ব্রত করিতে হইবে, কিরূপেই বা পূজা করিবে এবং কিজন্যই বা চতুর্দ্দশী আপনার প্রিয়া হইল, হে দেব! লোকহিতের নিমিত্ত এই সমস্ত কথা আপনি বলুন। শিব, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই ব্রত ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকল আশ্রমীর, সকল স্ত্রীলোকের এবং বালকদিগের উত্তম ধর্ম্মসাধন। এই অনুত্তম ব্রত, দাস, দাসী, দেবতা দানব,—সকল শরীরীর মঙ্গলজনক। ১১—২০। এই ব্রত কামনা অনুসারে সকলকে ভোগ এবং মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী নিশার্দ্ধব্যাপিনী হইলে তাহাতে এই ব্রত করিবে। ঐ চতুর্দ্দশী কোটি কোটি হত্যাজন্য পাপ নষ্ট করে। ঐ চতুর্দ্দশীতে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাতঃকালে উঠিয়া পরমানন্দ সহকারে মনে মনে স্থির করিবে, "মনুষ্যজন্ম অতি দুর্ল্লভ, কিন্তু অসার এবং চঞ্চল; শিবরাত্রি ব্রত দ্বারা ঐ মনুষ্যজন্মকে সার্থক করিব।" হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের অদ্য শিবরাত্রিব্রত কর্ত্তব্য. এইরূপে মনুষ্য অপরকেও এই ব্রতে প্রবৃত্ত করিবে। অনন্তর অনিষিদ্ধ দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া দন্তধাবন করিবে। পরে দেশ এবং কালের অবিরোধে নদ্যাদিতে স্নান মাত্র করিবে। পরে স্বকীয় নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক নৈমিত্তিক শিবরাত্রিব্রত আচরণ করিবে। হে সুরোত্তম! তৎকালে শিবের অগ্রে গমন করত বক্ষ্যমাণ কার্য্য করিবে। শিবের নিকটে যে কিছু কার্য্য করা যায়, তৎসমুদয় অনন্ত-ফলজনক হয়। এই নিমিত্ত অনন্ত-ফলের জন্য শিবের নিকটে গমন করিবে। নরোত্তম প্রথমে উপচার দ্বারা যথাক্রমে শিবের পূজা করিবে। পশ্চাৎ প্রীতিপূর্ব্বক শিবকে নমস্কার করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা শিবের নিকটে প্রার্থনা করিবে; হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে নীলকণ্ঠ! হে সদাশিব! শিবরাত্রিব্রত করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। হে দেবেশ! তোমার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে এই ব্রত সম্পন্ন হউক। ২১—৩০। কাম ক্রোধ প্রভৃতি শত্রুগণ, আমাকে যেন পীড়া প্রদান না করে। হে দেবেশ! হে সুব্রত! আমি আপনার প্রভাবে ব্রতকাল পর্য্যন্ত নিন্দিত ব্যক্তির সহিত আলাপ, নিন্দিত ব্যক্তিকে স্পর্শ, নানা প্রকার বাসনা, দিবানিদ্রা এবং জলপান পর্য্যন্ত করিব না। এই প্রকার নিয়ম অবলম্বন করিয়া পূজাদ্রব্য আহরণ করিবে। পরে সেই নরোত্তম শৈবাগমাদি-শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ যে পবিত্রস্থানে অবস্থিত, রাত্রিকালে সেই স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া পূর্ব্ব-সংগৃহীত উত্তম পূজোপকরণ দ্রব্য, শিবের পশ্চিমভাগে অথবা দক্ষিণভাগে উত্তম স্থান নির্ণয় করিয়া, শিবের নিকটে রাখিয়া সেই স্থানে পুনর্ব্বার বিধিপূর্ব্বক স্নান করিবে। স্নানাদি নির্ব্বাহ করিয়া সহর্ষে তৎপশ্চাৎ মৌনব্রত অবলম্বন করিবে। পরে উত্তম বস্ত্র এবং অন্তর্ব্বাস পরিধান করত তিনবার আচমন করিয়া পূজারম্ভ

করিবে। সমগ্র উপাচার দ্বারা যত্ন পূর্ব্বক লিঙ্গের পূজা করিবে। হরের অমন্ত্রক পূজা করিবে না। যে উপচারদানের যে মন্ত্র, তাহা দ্বারা পূজা করিবে। বিচক্ষণ মানব, সাত্ত্বিকভাব অবলম্বন করত নৃত্য, গীত, বাদ্যযোগে প্রথম প্রহরে পূজা করিবে, পরে মন্ত্রজপ করিবে। যদি নিত্য পার্থিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎকালেও সেই ব্রতী পার্থিব লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। প্রথমে পার্থিব-লিঙ্গের পূজা এবং তাহার পরে তথায় স্থিত অনাদি শিবলিঙ্গের পূজা করিবে; হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক পার্থিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। ৩১—৪১। নানা প্রকার স্তব দ্বারা বৃষভধ্বজের প্রীতি সাধন করিবে। ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি এই ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। চারি প্রহরে চারিটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যথাক্রমে আবাহন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবে। অবশিষ্ট রাত্রিকালে জাগরণ এবং মহান্ উৎসব করত পরদিন প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার সেই স্থানে শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। পরে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া “হে দেব! তোমার আজ্ঞাক্রমে অদ্য আমি এই ব্রত করিলাম এবং সমাপন করিতেছি, হে স্বামিন্! ব্রত উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়াছে; হে দেবেশ! শক্তি অনুসারে অনুষ্ঠিত এই ব্রত দ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হও। হে দেবেশ! ব্রত উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। হে শিব! হে শঙ্কর! হে সর্ব্বাত্মন্! আমার উপর কৃপা কর” এই অর্থের মন্ত্র পাঠ করিয়া শিবব্রত সমাপন করিবে। মহাদেবকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত ব্রতসমাপন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার এবং তদুদ্দেশে যথাবিধি দান করিবে। তাহার পরে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া পারণ জল গ্রহণ করিবে। প্রহরে প্রহরে যেরূপে পূজা কর্ত্তব্য, তাহা আমি কহিতেছি। প্রথম প্রহরে পরম ভক্তিসহকারে নানা প্রকার উপচার দ্বারা সেই স্থাপিত লিঙ্গ এবং পার্থিব-লিঙ্গকে পূজা করিবে। ৪২—৫০। সঙ্কল্পবাক্য কীর্ত্তন করত কামনা প্রকাশ করিয়া প্রথমে পঞ্চামৃত দ্বারা মহেশ্বরকে পূজা করিবে। দুগ্ধ, দধি, মধু, সর্পিঃ, শর্করা—যথাক্রমে তত্তৎ দ্রব্যের মন্ত্র দ্বারা সেই সেই দ্রব্য শিবে সমর্পণ করিবে। পঞ্চামৃত এবং গন্ধাদি সমর্পণ করিয়া তাহার উপর জলধারা প্রদান করিবে। পরে নিরন্তর জলধারা দিয়া সমস্ত দ্রব্য অবতারণ করত অষ্টোত্তর শত মন্ত্র পাঠ করিয়া জলধারা দ্বারা নির্গুণ অথচ গুণরূপী শিবকে পূজা করিবে। গুরুদত্ত মন্ত্র দ্বারা বৃষভধ্বজকে পূজা করিবে। গুরুদত্ত মন্ত্রের অভাবে নামমন্ত্র দ্বারা সদাশিবকে পূজা করিবে। বিচিত্র চন্দন, অখণ্ডিত তণ্ডুল এবং তিল এই সকল বস্তু দ্বারা মহাত্মা শিবের পূজা করিবে। সামান্য পুষ্প, পদ্মপুষ্প, এবং করবীর পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। আটটী নামমন্ত্র দ্বারা লিঙ্গের উপরিভাগে পুষ্প অর্পণ করিবে। শর্ব্ব, ভব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম, ঈশান এই আটটী নাম; ইহাদিগের প্রত্যেকের পূর্ব্বে ‘শ্রী’ এই পদ যোগ করিয়া চতুর্থ্যন্ত পদ দ্বারা পঞ্চবক্ত্রকে পূজা করিবে। তাহার পরে ধূপ, দীপ, তাহার পর নৈবেদ্য দান করিবে। প্রথম প্রহরে পক্বান্ন নৈবেদ্য দিবে। আর শ্রীফলযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাম্বূল নিবেদন করিবে। পরে নমস্কার, তৎপরে চিন্তা, তাহার পর জপ করিবে। গুরূপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবে। তাহার পরে জপ করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। ৫১—৬২। তৎপরে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। অশক্তপক্ষে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করানও আবশ্যক, শাস্ত্রে ইহা উক্ত আছে। একটী যতিকে ভোজন করানও কর্ত্তব্য। সঙ্কল্প করিয়া গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং নানাপ্রকার গান করিবে। প্রতি প্রহরেই এইরূপ করিবে। প্রথম এবং দ্বিতীয়াদি প্রহরের পূজার ফল পরমাত্মা মহাদেবের সমীপে নিবেদন করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিবে। পুনর্ব্বার দ্বিতীয় প্রহরে পূর্ব্বকৃত পূজা সমাপন করিয়া অন্য পূজা আচরণ করিবে। হে বিষ্ণো! দ্বিতীয় প্রহরে ভোগ এবং মুক্তিকামনায় প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে এবং পার্থিব লিঙ্গে শিবপূজা করিবে। এই প্রকার পূজার অনুষ্ঠান করিয়া জলধারা প্রদান করিবে। প্রথম প্রহরে যেরূপে মন্ত্র উচ্চারণ, তাহা হইতে দ্বিগুণ স্বরে সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণে শিবকে পূজা করিবে। তৎপরে চন্দন দ্বারা, তাহার পর তণ্ডুল দ্বারা, তাহার পর যব দ্বারা শঙ্করের পূজা করিবে। তৎপরে পুষ্প দ্বারা এবং পদ্মপুষ্প দ্বারা শিবকে পূজা করিবে। দ্বিতীয় প্রহরে বিল্বপত্র দ্বারা শিবের পূজা করিবে এবং পরমাত্মার উদ্দেশে লড্ডুকের নৈবেদ্য করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে ব্রত করে, তাহার জন্ম সফল হয়। এইরূপে পূজা করিলে আমি ভোগ প্রদান পূর্ব্বক মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি, ইহাতে সংশয় নাই। দ্বিতীয় প্রহরে বীজপূর দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। আমি পূর্ব্বে যেরূপ কহিলাম, সেইরূপই নিশ্চয় জানিবে। তৎপরে ধূপ, দীপ এবং পায়সান্ন নিবেদন করিবে। ৬৩—৭৩। তাহার পরে তাম্বূল দান করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে। পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার মন্ত্র জপ করিবে। হে জনার্দ্দন! প্রথম প্রহরের পূজা অপেক্ষা এ পূজায় দ্বিগুণ মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর ব্রাহ্মণ-ভোজনের সঙ্কল্প আচরণ করিবে। পূর্ব্বের ন্যায় নমস্কার করিবে। পুনর্ব্বার আনন্দযুক্ত হইয়া গীত, নৃত্য, দ্বিতীয় প্রহরের শেষাবধি করিবে; দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, তৃতীয় প্রহর আগমন করিলে পূর্ব্বের শিবমূর্ত্তি বিসর্জ্জন করিয়া সেই স্থলে পুনরায় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। হে হরে! অথবা স্থাপিত শিবমূর্ত্তিতে সেই সেই পূজার অনুষ্ঠান করিবে। অগ্রে দ্রব্য দ্বারা পূজা করিয়া পশ্চাৎ বারিধারা প্রদান

করিবে। যথাবিধি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দ্বিতীয় প্রহর অপেক্ষা সমস্ত কার্য্য দ্বিগুণ করিবে। তৎপরে শিবপ্রীতি-পরায়ণ ব্রতী, চন্দন এবং তণ্ডুল দ্বারা শিবপূজা করিয়া গোধূম দ্বারা পূজা করিবে। পূর্ব্বোক্ত অতি উত্তম মাস মন্দারপুষ্প, নানা প্রকার ধূপ, নানা প্রকার দীপ দ্বারা শিবপূজা করিবে। বর্ত্তুল পিষ্টক, নানাবিধ শাক দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিয়া কর্পূর দ্বারা আরতি করিবে। শঙ্করের উদ্দেশে দাড়িম্বযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পরে নমস্কার করিয়া ধ্যান করিবে; তৎপরে মন্ত্রজপ করিবে। ৭৯—৮২। দ্বিতীয় প্রহর অপেক্ষা দ্বিগুণ জপ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে বাক্য পূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদান করিয়া পূজাবিধি শেষ করিবে। যে পর্য্যন্ত তৃতীয় প্রহর শেষ না হয়, সেই পর্য্যন্ত নৃত্য-গীতাদি করিবে। হে হবে। তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে, চতুর্থ প্রহর প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বের শিবমূর্ত্তি বিসর্জ্জন করিয়া, পুনর্ব্বার পার্থিবলিঙ্গে পূজা করিয়া, পুনর্ব্বার সঙ্কল্প পূর্ব্বক পূজার অনুষ্ঠান করিবে। দ্রব্য দ্বারা পূজা করিয়া জলধারা প্রদান করিবে। পরে তৃতীয় প্রহর অপেক্ষা দ্বিগুণ মন্ত্র জপ পূর্ব্বক চণক গ্রহণ করিয়া পূজা করিবে। পরে তণ্ডুল, মাসকলাই, মুগ, প্রিয়ঙ্গু (ধান্যবিশেষ) দ্বারা অথবা সপ্তধান্য দ্বারা পরমেশ্বরকে পূজা করিবে। সকল প্রহরেই প্রথমে জাতি পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে, পরে শঙ্খপুষ্প অথবা চম্পক পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। হিতকাঙ্ক্ষী মানব, এইরূপ করিয়া "শ্রীভবায়" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত আটটী নামমন্ত্র দ্বারা বিশেষ রূপে রুদ্রের পূজা করিয়া সেই মহাদেব শঙ্করকে যথাক্রমে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রদান করিবে। ঐ পূজাতে নানা প্রকার মধুর-রসযুক্ত দ্রব্য দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিবে অথবা আমার দ্বারা সদাশিবকে পরিতুষ্ট করিবে। হে হবে। কদলী ফল যোগ করিয়া অর্ঘ্য প্রদান চতুর্থ প্রহরে করিবে; অথবা নানারূপ ফলযোগ করিয়া শিবের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ৮৩—৯২। তৎপরে নমস্কার, তাহার পর চিন্তা করিয়া জপ করিবে। সেই নরোত্তম, এই চতুর্থ যামে তৃতীয় যাম অপেক্ষা দ্বিগুণ জপ করিবে। নমস্কার, তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণাবাক্য এবং যে পর্য্যন্ত অরুণোদয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার গীত বাদ্যাদি করিবে। সূর্য্য উদয় হইলে শঙ্করের নিকটে প্রার্থনা করিবে। পরে পুনর্ব্বার স্নান করত নানাপ্রকার পুষ্প, তণ্ডুল, নানাপ্রকার ধূপ, অর্ঘ্য এবং নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিয়া যথাবিধি অভিষেক করিবে। সগর্বে সাধ্যানুসারে পূজা করিয়া শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিবে। পরে নানাপ্রকার দান করিবে। চারি প্রহরে সঙ্কল্প পূর্ব্বক সর্ব্বশুদ্ধ যত ব্রাহ্মণ ও যতি ভোজন করান হইয়াছে, সেই পরিমাণে ব্রাহ্মণ এবং যতিদিগকে পারণদিনে ভোজন করাইবে। পরে হে নরোত্তম! আপনার হিতের নিমিত্ত শঙ্করকে নমস্কার পূর্ব্বক নানাপ্রকার স্তুতি করত পরমাত্মা শিবের উদ্দেশে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। "হে মৃড়! তোমার পূজাদি সমস্ত করিয়াছি; আমার প্রাণ এবং চিত্ত তোমাতেই অর্পণ করিয়াছি; হে কৃপানিধে! ইহা অবগত হইয়া যেরূপ উচিত হয়, তাহাই কর। হে কৃপানিধে! হে ভূতনাথ! আমি জ্ঞানপূর্ব্বক হউক বা অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক, পূজাদি সমস্ত করিয়াছি; তুমি প্রসন্ন হও। এই সমস্ত উপচার দ্বারা আমার যে ফল জন্মিয়াছে, ইহার দ্বারা—সুখদায়ক দেব শঙ্কর প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! হে মহেশ্বর! আমার কর্ম্ম ন্যূন হইলেও আমার এই পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা সম্পূর্ণ হউক" এই অর্থের মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া তিলক এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। পরে ব্রাহ্মণগণকে এবং শঙ্করকে প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার আগমন নিমিত্ত শিবকে বিসর্জ্জন করিবে। ৯৩—১০৪। "হে দেবদেব! আমার বংশে সর্ব্বদা তোমার ভজনা হউক। হে দেবেশ! আমার মানস হইতে কখনই তুমি গমন করিও না। দিবারাত্রি, অথবা একক্ষণ-কালও তোমার স্মরণ ব্যতীত আমার নিশ্বাসবায়ু নির্গত না হউক; তুমি আমার নিকট হইতে কখনই গমন করিও না" এই অর্থের মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া সগর্বে শঙ্করকে বিসর্জ্জন করত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলে তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি এইরূপে ব্রত আচরণ করে, হর তাহা হইতে দূরে গমন করেন না এবং কোন ব্যক্তি দশ হাজার বৎসরেও এই ব্রতের ফল কহিতে পারেন না। কোন ব্যক্তি যদি অনাদরপূর্ব্বক এই অনুত্তম ব্রত করে, ঐ ব্রত তাহার মুক্তি-কারণ হয়, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। হে ঋষিসত্তমগণ! এই ব্রত প্রতি মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে কর্ত্তব্য। এইরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর ব্রত করিয়া, পরে সাঙ্গ উদ্‌যাপন বিধির অনুষ্ঠান করিবে। এই ব্রত আচরণ করিলে, শঙ্কর নিশ্চয়ই সকল দুঃখ নষ্ট করেন এবং ইহলোকে ভোগপ্রদান করিয়া পরে মুক্তিপ্রদান করেন, ইহাতে সংশয় নাই। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, এইরূপ ব্রতের ফল শ্রবণ করত পরম আনন্দপ্রাপ্ত হইয়া, স্বকীয় স্বকীয় ভবনে গমন করিলেন। ১০৫—১১২।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, শিবরাত্রি-ব্রতের উদ্‌যাপন-বিধি কীর্ত্তন কর, যে কার্য্য করিলে সাক্ষাৎ শঙ্কর নিশ্চয় প্রসন্ন হন। সূত, ঋষিদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রধানতম ঋষিগণ! আমি যেরূপ বিধি শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ কহিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। মানব, শিবরাত্রি দিন আসিলে সন্ধ্যাবন্দনাদি

নিত্য-কার্য্য সম্পাদন করত শিবালয়ে গমনপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া, যথাবিধি ব্রতের সঙ্কল্প করিবে। রাত্রিকালে জাগরণ করত চারি প্রহরে স্থাপিত-লিঙ্গে অথবা পার্থিব-লিঙ্গে বিধিপূর্ব্বক শিবের পূজা করিয়া পারণদিনে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত শিবের নিকটে সঙ্কল্প করিবে,—"শিবের প্রসাদে এই উত্তম ব্রত করিব। হে দেব! তোমার আজ্ঞায় প্রতি মাসে আমি ব্রত করিব। তোমার কৃপায় এই ব্রত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক।" শিবের গৃহে এইরূপ নিয়ম করিয়া পারণ করিবে। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সেদিনকার নিয়ম সমাপ্ত করিবে। পরে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী লাভ হইলে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া পুনর্ব্বার তীর্থাদিতে অথবা গৃহে স্নান, সন্ধ্যাবন্দনাদি সমস্ত কার্য্য সমাপন করত ব্রত আচরণ করিবে। শিবের নিকটে গমন করত যথাবিধি পূজা করিয়া, "হে দেব! তোমার আজ্ঞায় আমার আজ ব্রত কর্ত্তব্য হইয়াছে, হে প্রভো! আহার করিতে নাই এজন্য জল পর্য্যন্ত পান না করিয়া যথাবিধি উপবাস করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আমাকে ধৈর্য্য সম্পাদন কর" এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ১—১১। পরে কাম-ক্রোধ-বিবর্জ্জিত হইয়া শম্ভুকে নমস্কার করত দিনযাপন করিবে। রাত্রিকালে প্রতি প্রহরে পূজা করিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত স্বয়ং জাগরণ করিবে। তাহার পর গুরুদত্ত মন্ত্র জপ এবং গানাদি করিয়া তৎকালে পুনর্ব্বার স্নান ও শিবের পূজা করত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরে যতিকে ভোজন করাইবে। অশক্ত হইলে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তৎপরে আপনি ভোজন করিবে। ব্রাহ্মণ ও যতীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সমস্ত কার্য্য করিবে। হে সত্তম! যে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার মহাশিবরাত্রি না আইসে, সেই পর্য্যন্ত প্রতিমাসে এই প্রকারে উত্তম ব্রত করিয়া সেই মহাশিবরাত্রি দিবসে স্বয়ং কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন-বিধি আচরণ করিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত শৈব-শাস্ত্র আলোচনা করত, ঐ শৈব শাস্ত্রে যে প্রকার কর্ত্তব্য উক্ত হইয়াছে, ব্রতী স্বয়ং তদনুসারে কার্য্য করিবে। আমি আজ বিধিপূর্ব্বক সেই সমস্ত কার্য্যের বিষয় কহিতেছি। উদ্‌যাপনদিনে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শ্রবণ করুন। প্রাতঃকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঐ স্থানে গৌরীতিলক নামে ত্রিভুবন-প্রসিদ্ধ মণ্ডল করিবে। ঐ মণ্ডলের উপরিভাগে প্রাজাপত্য সংখ্যায় দ্বাদশটী কুম্ভ স্থাপন করিবে। মণ্ডলের পার্শ্বভাগে যত্নপূর্ব্বক দক্ষিণার সহিত সুন্দর সহস্র কলস স্থাপন করিবে। ১২—২১। মণ্ডলের মধ্যভাগে একটী কলস স্থাপন করিবে, রাত্রিতে ঐ কলসের দক্ষিণভাগে দীপ প্রদান করত তাহাতে পার্ব্বতীর সহিত শিবকে পূজা করিবে। ব্রত-পরায়ণ নর, রাত্রিকালে জাগরণ করত প্রহরে প্রহরে পূজা করিয়া নৃত্য গীতাদি দ্বারা রাত্রিযাপন করিবে। বেদবিহিত-বিধানে শিবের যথাবিধি পূজা করত দিবসে প্রাতঃকালে পূজা করিবে। পরে ঋষিতুল্য, বিখ্যাত, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র, একযোড় পাদুকা, স্বর্ণমুদ্রা ও অলঙ্কার প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া রুদ্রাধ্যায়োক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঘৃত এবং পায়স দ্বারা হোম করিবে। ব্রতশীল অগ্রে নবগ্রহ হোম করিয়া, তিল, যব এবং ঘৃত দ্বারা শিবমন্ত্রে শিবের হোম, তাহার পর শিবার হোম করিবে। ব্রতের ফলপ্রাপ্তি নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে সুবর্ণের রুদ্রমূর্ত্তি, রজতের গৌরীমূর্ত্তি, শয্যা, শয্যার উপকরণ, সাত প্রকার ধান্য এবং গো দান করিবে। এইরূপে হোম সমাপন করিয়া, অর্ঘ্য, পুষ্প, বস্ত্র, অলঙ্কার দ্বারা আচার্য্যকে পূজা করিবে। ২২—৩০। ভক্তিপূর্ব্বক বিশেষরূপে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। সুবর্ণময়-শৃঙ্গ, রজতময় খুর, কাংস্যময় দোহন-পাত্র, রত্নময় পুচ্ছ এবং তাম্রময় পৃষ্ঠ—এইরূপ এব অন্যবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা বস্ত্রাচ্ছাদিতা সুশীলা দুগ্ধবতী ধেনু ও সুবর্ণ, সাধু-আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। ঘৃত পায়স ও শর্করা দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে শিবের আজ্ঞানুসারে নানাবিধ বস্তু প্রদান করিবে এবং আপনার শক্তি অনুসারে দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া সমস্ত ব্রতফ শিবকে অর্পণ করিবে। "হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! হে শঙ্কর! হে হর! হে দেবেশ! আমার এই ব্রত দ্বারা তুমি আমার প্রতি দয়া কর। হে শিব! শক্তি অনুসারে আমি এই ব্রত করিয়াছি। অজ্ঞানপূর্ব্ব অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক আমি যে জপ এবং পূজাদি করিয়াছি হে শঙ্কর! তোমার কৃপায় তাহা সুফল সম্পন্ন হউক" এ অর্থের মন্ত্র পাঠ করিয়া পরমাত্মা শিবের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নমস্কার করিবে। পরে "তোমার চরণযুগল, আমা চিত্ত হইতে যেন কখনই দূরে গমন না করে" এই বলিয় পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিবে। যে ব্যক্তি, এই প্রকারে ব্রতা নুষ্ঠান করে, নিশ্চয়ই তাহার কোন অনিষ্ট হয় না এবং মনের অভিলষিত সিদ্ধি লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই শাস্ত্রানুসারে, মুক্তির বীজ বলিয়া এই ব্রত কথিত হই য়াছে ৩১—৪০। অজ্ঞানে হউক অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক হউক এই ব্রত করিলে শিব সন্তুষ্ট হন। হে ব্রাহ্মণগণ! ব্যক্তি, এইরূপে ব্রত করে, সে পরম পদ লাভ করে। শরী মন এবং বাক্য দ্বারা যে সকল পাপ কৃত হয়, তৎসমুদ পাপ, এই ব্রতের প্রভাবে নষ্ট হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ অমাবস্যাতে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া মধ্যাহ্নকালে পিণ্ডদা করিবে, পরে ঐ অমাবস্যাতে পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রাহ্ম ভোজন করাইবে, তাহা হইলে পিতৃলোকের চারিগুণ তৃ হইবে। পরে, পণ্ডিত-নিকটে পরীক্ষিত, শাস্ত্রজ্ঞ, কুলী

এবং স্বভার্য্যারত বৈষ্ণব ব্যক্তিকে মিষ্টান্ন প্রদান করিবে। তৃষিত এবং যতিকে অন্ন-জল দিবে। সৎপাত্রে মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা প্রদান করিবে। তাহার পর বন্ধুর সহিত সঙ্কাজ-ক্ত পক্কান্ন ভোজন করিবে। হে ব্রহ্মন্! আমি এই প্রধান ব্রতবিধি আপনাদের নিকট কহিলাম ; ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সম্যক্ যত্নসহকারে এই ব্রত কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে, সে উত্তম গতি লাভ করে। ৪১—৪৮।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! আমরা তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম এবং পুনর্ব্বার বিস্তারপূর্ব্বক এই ব্রতের প্রভাবও শ্রবণ করিলাম। হে মহাভাগ! এক্ষণে তুমি বল, কোন ব্যক্তি অজ্ঞানপূর্ব্বক এই ব্রত করিয়া কি উত্তম ফল প্রাপ্ত হইয়াছে? সূত কহিলেন, হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! আমি সকল পাপনাশক পুরাতন নিষদৈতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কোনও বনে বলবান্, ক্রূর, ক্রূরকর্ম্মরত; রুরুদ্রুহ নামে ভিল্ল ভ্রাতাদির সহিত বাস করিত। সেই বনেচর, বনে গমন করিয়া নিরন্তর বহুতর মৃগ-হত্যা করিত এবং নানাপ্রকার চৌর্য্যকর্ম্ম করিত। সে বাল্যকাল হইতে ইহলোকে কোন শুভকর্ম্ম করে নাই। এইরূপে সেই দুরাত্মা বনচরের বহুকাল গত হইল। কোন সময়ে সুশোভন শিবরাত্রি উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই দুরাত্মা, অনুত্তম মহাব্রতের বিষয় জানিত না। ঐ শিবরাত্রি-দিনে, ভিল্লের মাতা, পিতা এবং স্ত্রী, ইহারা তাহার নিকট আসিয়া বলিল,—হে বনেচর! তুমি কুৎসিত-কর্ম্ম দ্বারাও ভক্ষ্যদ্রব্য আনয়ন করিয়া আমাদিগকে প্রদান কর। এইরূপ প্রার্থনা করিলে সেই ভিল্ল, ধনুঃ গ্রহণপূর্ব্বক মৃগহিংসার নিমিত্ত বনে গমন করিয়া সমস্ত বন ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভিল্ল, দৈব বশতঃ সেদিন কিছুই পাইল না এবং সূর্য্যাস্ত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল। ১—১০। "আমি কি করি, কোথায় যাই? ভক্ষ্যদ্রব্য পাইলাম না, গৃহে বালক সকল ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে; তাহাদিগের এবং মাতাপিতার কি হইবে? আমার পত্নীরই বা কি হইবে? এক্ষণে আমার কিছু খাদ্যবস্তু লইয়া গৃহে গমন করা উচিত" ভিল্ল এইরূপ বিবেচনা করিয়া এক জলাশয়ের নিকটে গেল। "এস্থলে কোন-না কোন জীব জলপান করিবার জন্য অবশ্যই আসিবে" ইহা স্থির করিয়া সেই জলাশয়ের ঘাটে একটী বিল্ববৃক্ষে উঠিয়া রহিল। যদি তৃষ্ণা পায়, এই শঙ্কা করিয়া খানিকটা জলও সঙ্গে লইল। "কখন্ কোন্ প্রাণী আসিবে, কখন্ আমি বধ করিতে পারিব" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রাণীর আগমনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্যাধ, বৃক্ষে রাত্রিতে রহিল। ব্যাধের সমস্ত দিন আহার হয় নাই, রাত্রিতে সে পর্য্যন্ত কিছুই জুটে নাই। প্রথম প্রহরে তৃষ্ণায় কাতরা চকিতা এক মৃগী, লাফাইয়া লাফাইয়া সেই জলাশয় সমীপে আগমন করিল। তৎকালে ভিল্ল, তাহাকে দর্শন করিয়া ধনুকে বাণযোজনা করিল। হে পণ্ডিতগণ! এমন সময়ে ব্যাধের 'নড়াচড়া'য় কিঞ্চিৎ জল এবং শাখাচ্যুত বিল্বপত্র নিম্নে পতিত হইল। নিম্নভাগেই এক শিবলিঙ্গ ছিলেন। অতএব তাঁহার উপরেই জল ও বিল্বপত্র পতিত হওয়াতে শিবলিঙ্গের প্রথম প্রহরের পূজা হইল। শিবের মহিমাতে ভিল্লের সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া গেল। ১১—২০। তখন সেই হরিণী তৎকালের শব্দ শ্রবণ করত ভয়ে ব্যাকুলহৃদয়ে ব্যাধকে দর্শন করিয়া, "হা! ব্যাধ, বাণ দ্বারা আমাকে বধ করিবে! কি করিব, কোথায় যাইব! যা হউক, এক কৌশল অবলম্বন করিতে হইল" এই স্থির করিয়া ব্যাধকে কহিল, হে ব্যাধ! তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ? এই বাক্য শ্রবণে ব্যাধ কহিল, আমার পরিবারবর্গ ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছে, অতএব তোমাকে নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইব। তখন মৃগী, ব্যাধের নিদারুণ বাক্য শ্রবণে হর্ষযুক্ত হইয়া কহিতে লাগিল, হে ব্যাধসত্তম! এই বৃথাদেহের মাংসে কাহারও যদি সুখ হয় ত আমি ধন্য হইব। ইহলোকে পরোপকারী ব্যক্তিদিগের যে পুণ্য জন্মে, কোন ব্যক্তি তাহা একশত বর্ষেও বলিতে সক্ষম হয় না। অহো! আমার এই অসার শরীর সফল হইবে; কিন্তু আমার গৃহে কতকগুলি বালক-সন্তান রহিয়াছে, তাহাদিগকে ভগিনী এবং স্বামীর নিকটে যথাবিধি সমর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার আগমন করিব। আমার মাংস দ্বারা তোমার সর্ব্বপ্রকারে উত্তম তৃপ্তি হইবে। মৃগী এইরূপ কহিলেও ব্যাধ তাহার বাক্য মানিল না এবং কহিল, বিপদ উপস্থিত হইলে সকলেই মিথ্যা কহিয়া থাকে। এই কথা শুনিয়া মৃগী পুনরায় বলিল, বায়ু প্রভৃতি দেবতা, সপ্ত সমুদ্র এবং জলধারা ইহারা সকলে সত্যকে আশ্রয় করিয়া, স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, সকলেই সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। ২১—৩০। হে পশুঘাতক! তুমি আমার বাক্য মিথ্যা বলিয়া জানিও না। মৃগী এইরূপ বলিলেও ব্যাধ, তাহার বাক্য মানিল না। একারণ মৃগী, পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, হে ব্যাধ! আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যদ্যপি এস্থানে আগমন না করি, তাহা হইলে পাপ, আমার মস্তকে আরোহণ করিবে। আমি যদ্যপি পুনর্ব্বার না আসি, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বেদবিক্রয় করিলে এবং ত্রিকালে সন্ধ্যা না করিলে তাহার যে পাপ হয়, আমার সেই পাপ হইবে। স্বামীর আজ্ঞা

লঙ্ঘন করিলে স্ত্রীর যে পাপ হয়, কৃতঘ্ন ব্যক্তির যে পাপ হয়, হরির আরাধনা না করিলে যে পাপ হয়, পরাপকারীর যে পাপ হয়, স্বীয় ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিলে যে পাপ হয়, সেই সমস্ত পাপে আমি লিপ্ত হইব। মৃগী এই প্রকার অনেক শপথ করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তখন ব্যাধ বলিল, তুমি শীঘ্র সেইস্থানে যাও। তখন মৃগী, সহর্ষে জলপান করিয়া আপনার আশ্রমে গমন করিল। ব্যাধ, তাবৎ প্রথম প্রহর জাগরণ করিয়া রহিল। এদিকে পূর্ব্বোক্ত সেই মৃগীর ভগিনী,—ভগিনীর অন্বেষণ করত, মৃগী যে পথে গমন করিয়াছিল, সেই পথ অবলম্বন করত জলপানার্থ আগমন করিল। তখন ব্যাধ, স্বয়ং তাহাকে দেখিয়া বাণ আকর্ষণ করিল। পূর্ব্বের ন্যায় তাহার "নড়া-চড়াতে" জল এবং বিল্বপত্র শিবের উপর পতিত হইল, তাহাতেই মহাত্মা শিবের দ্বিতীয় প্রহরের পূজা সম্পন্ন হইল। ৩১—৩৯। মৃগী, ভিল্লকে বাণ আকর্ষণ করিতে দেখিয়া বলিল, হে বনেচর! তুমি কি করিতেছ? এই কথা বলিলে ব্যাধ, পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত কহিল। তখন মৃগী, ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহর্ষে কহিতে লাগিল, হে শ্রেষ্ঠ! শ্রবণ কর: আমি ধন্য হইলাম, এতদিনে আমার দেহধারণ সফল হইল; কারণ আমার এই অনিত্য শরীর দ্বারা পরের উপকার হইবে। কিন্তু গৃহে আমার কতকগুলি বালক-সন্তান আছে, তাহাদিগকে ভর্ত্তার নিকট সমর্পণ করিয়া নিশ্চয় আগমন করিব। ব্যাধ কহিল, তোমার বাক্য মানি না, তোমাকে মারিব ইহাতে সংশয় নাই। মৃগী এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, হে ব্যাধ! আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যদ্যপি পুনর্ব্বার আগমন না করি, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ পাপ আমার হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। বিশেষতঃ যাহার বাক্য অন্যথা হয়, তাহার সকল পুণ্য নষ্ট হয় এবং পৃথিবী তাহার পাপে বারংবার কম্পিত হন। যদি আমি পুনর্ব্বার আগমন না করি, তাহা হইলে যে পুরুষ, পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্ত্রীতে গমন করে, তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ আমার মস্তক আশ্রয় করিবে। যদি আমি পুনর্ব্বার আগমন না করি, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বেদবিহিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কল্পিত পথে গমন করে, তাহার যে পাপ হয়; যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হইয়া শিবকে নিন্দা করে, তাহার যে পাপ হয়; যে ব্যক্তি এই কর্ম্মভূমিতে মাতাপিতার মৃততিথি প্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে কালক্ষেপ করে, তাহার যে পাপ হয়; যে ব্যক্তি পরের সন্তাপ উৎপাদন করিয়া তাহাকে বঞ্চনা করে, তাহার যে পাপ হয়,—সেই সমস্ত পাপে আমি লিপ্ত হইব। ৪০—৪৯। ব্যাধ, মৃগীকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া কহিল, তুমি গমন কর, পুনর্ব্বার আগমন করিও। তখন মৃগী, সহর্ষে জলপান করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিল। তখন মৃগীদ্বয়ের স্বামী মৃগ, "মৃগীরা কোথায় গমন করিল" এই চিন্তা করত বহির্গত হইল। হে শুভগণ! ব্যাধের এইরূপে নিদ্রা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় প্রহর গত হইল। পরে মৃগ, মৃগীকে অন্বেষণ করত জলাশয়ের পথে আগমন করিল। তখন ব্যাধ, সেই মৃগকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া সহর্ষে কহিতে লাগিল, এই মৃগের শরীরে বহুতর মাংস আছে, আমার চিরস্থায়ী তৃপ্তি হইবে। ভিল্ল এই বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বাণ আকর্ষণে যত্ন করিল। তৎকালে ব্যাধের শরীর-চালনে জলযুক্ত বিল্বপত্র শিবের উপর পতিত হইল। হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! আপনারা, শিব কিরূপ দয়ালু, তাহা দর্শন করুন; সেই জলযুক্ত বিল্বপত্র পতিত হওয়াতেই শিবের তৃতীয় প্রহরের পূজা সম্পূর্ণ হইল। পরে মৃগ, সেই বাণাকর্ষণের শব্দ শ্রবণে, "তুমি কি করিতেছ" এই কথা ব্যাধকে বলিল। তখন ব্যাধও মৃগের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় কহিলে, সেই হরিণ সহর্ষে কহিতে লাগিল, আমি অদ্য ধন্য হইলাম, সার্থক শরীর পোষণ করিয়াছি! যেহেতু আমার মাংস দ্বারা তোমাদিগের তৃপ্তি হইবে। যাহার শরীর, পরের সদুপকারের নিমিত্ত হইল না, তাহার সমস্তই বিফল; এ বিষয়ে কোন বিচার করিবে না। যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া উপকার না করে, তাহার সামর্থ্য বিফল, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। আমার এই অনিত্য শরীর দ্বারা তোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইবে, কিন্তু আমি সমস্ত বালকদিগকে তাহাদিগের জননীর নিকটে সমর্পণপূর্ব্বক আশ্বাসযুক্ত করিয়া নিশ্চয় আগমন করিব। ৫০—৫৯। ব্যাধ মৃগকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল,—যে যে মৃগী, এস্থানে আগমন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই তোমার ন্যায় কহিয়া গমন করিয়াছে, আর পুনর্ব্বার আসে নাই; অতএব আমি বঞ্চিত হইয়াছি। তুমিও বিপদ সময়ে মিথ্যা কহিয়া গমন করিবে। হে মৃগ! এক্ষণে আমার জীবন থাকে কিসে? মৃগ, ব্যাধের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল,—হে ব্যাধ! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর; আমি মিথ্যা কথা কহি না। সমস্ত চরাচর ব্রহ্মাণ্ড, সত্য আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে। যাহার বাক্য মিথ্যা হয়, তাহার পুণ্য তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া যায়। হে ভিল্ল! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তথাপি তুমি আমার প্রতিজ্ঞা মানিতেছ না। আমি তোমাকে বঞ্চনা করিয়া যদ্যপি পুনর্ব্বার আগমন না করি, তাহা হইলে সন্ধ্যার সময় মৈথুন করিলে, শিবরাত্রি দিনে ভোজন করিলে, ছলপূর্ব্বক সাক্ষ্য দিলে, গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলে, দ্বিজগণের সন্ধ্যা না করিলে যে পাপ হয়; যে ব্যক্তি মুখে শিব নাম উচ্চারণ করে না, যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়া উপকার করে না, যে ব্যক্তি দিবাতে মৈথুন করে, ইহাদিগের যে পাপ

হয় ; পরিকালে, রজোনিঃসরণ কাল হইতে তিনদিনের মধ্যে এবং ব্রতদিনে মৈথুনকারীর যে পাপ হয় ; অভক্ষ্য-ভক্ষণ করিলে যে পাপ হয়,—সে সকল পাপ আমার মস্তক আশ্রয় করুক। ৬০—৬৭। ব্যাধ, মৃগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, তুমি গমন কর, কিন্তু সত্বর আগমন করিও। মৃগ, ব্যাধকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া জলপান করত গমন করিল। হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! পরে দুই মৃগী এবং মৃগ, আপনাদিগের বাসস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল। পরে তাহারা, "যেহেতু আমরা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়াছি, অতএব আমাদিগের নিশ্চয় গমন করিতে হইবে" ইহা স্থির করিয়া, বালকদিগকে আশ্বাসযুক্ত করিয়া গমনে উদ্যোগী হইল। তখন উভয় মৃগীর মধ্যে জ্যেষ্ঠাঙ্গী স্বামীকে কহিল, হে মৃগ! বালকেরা কিপ্রকারে পিতৃমাতৃশূন্য হইয়া এস্থানে অবস্থিতি করিবে? হে প্রভো! যেহেতু আমি অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এজন্য আমি গমন করি; তোমরা উভয়ে এই স্থানে থাক। তৎকালে কনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, আমি তোমাদিগের দাসী, অতএব তুমি থাক, আমি গমন করি। তখন মৃগ, উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, আমি গমন করি। মৃগীরা মৃগের এই বাক্য শ্রবণ করত "বিধবার জীবনে ধিক্" এই কথা বলিল। তারপর তাহারা বালকদিগকে আশ্বস্ত এবং সহবাসীর নিকটে সমর্পণ করিয়া, যে স্থানে ব্যাধশ্রেষ্ঠ অবস্থিত ছিল, সকলেই সে স্থানে গমন করিল। ব্যাধ, পথ নিরীক্ষণ করত তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছে এমন সময়ে তাহারা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া সকলেই ব্যাধের নিকট গমন করিল। ব্যাধ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া হর্ষপূর্ব্বক ধনুতে বাণযোজনা করিল। মৃগশাবকেরাও "ইঁহাদিগের যে গতি, আমাদিগেরও সেই গতি হইবে" এই স্থির করিয়া পিতামাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিল। এমন সময়ে ব্যাধের শরীর-চালনায় জল এবং বিল্বপত্র পুনর্ব্বার শিবের উপর পতিত হইল ; তাহা দ্বারা শিবের চতুর্থ প্রহরের উত্তম পূজা নির্ব্বাহ হইল। তৎকালে ব্যাধের সমস্ত পাপ, তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন মৃগীদ্বয় ও মৃগ কহিতে লাগিল, হে ব্যাধসত্তম! শীঘ্র মাংস ভক্ষণ করিয়া আমাদিগের দেহকে সার্থক কর। ব্যাধ তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ৬৮—৮০। তৎকালে শিবপূজা-প্রভাবে ব্যাধের জ্ঞান জন্মিল। তখন সে ভাবিতে লাগিল,—এই জ্ঞানহীন মৃগেরাই ধন্য এবং লোকদিগের সম্মত ; যেহেতু ইহারা, স্বীয় শরীর দ্বারা পরের উপকার করিতে সমর্থ। আমি মনুষ্যজন্ম পাইয়া এক্ষণে কি করিলাম? আমি কেবল পরের শরীরপীড়ন করিয়া আপনার শরীরপোষণ করিয়াছি ; আমি অন্যকে বহুতর পীড়া দিয়া আজও কুটুম্বপোষণ করিতেছি, পূর্ব্বেও সকলকে পোষণ করিয়াছি ; অতএব আমার কি গতি হইবে? আমি আজন্ম পাপ করিয়াছি, কোন্ কোন্ গতি প্রাপ্ত হইব, আমি এক্ষণে চিন্তা করিতেছি ; আমার জীবনে ধিক্। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাধ, তৎকালে বাণ সংবরণ করত মৃগদিগকে কহিল, হে শ্রেষ্ঠ মৃগগণ! তোমরা ধন্য ; এক্ষণে গমন কর। ব্যাধ এইরূপ কহিলে তৎকালে শঙ্কর প্রসন্ন হইলেন এবং ব্যাধকর্তৃক পূজিত হইয়া ব্যাধকে স্বীয় মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। করুণামৃত-সাগর মহাদেব, দয়াপূর্ব্বক ব্যাধকে আপনার সেই রূপ দর্শন করাইয়া কহিলেন, হে বনেচর! বর প্রার্থনা কর, আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তখন ব্যাধও শিবস্বরূপ হইয়া তৎক্ষণাৎ জীবন্মুক্ত হইল। পরে ব্যাধ, "এক্ষণে আমি সমস্ত পাইয়াছি" এই কথা বলিয়া শিবের পাদপদ্মের অগ্রে পতিত হইল। তখন শিব, ব্যাধের গুহ এই নাম স্থাপন করিয়া তাহাকে বর প্রদান করত কহিলেন, হে ব্যাধ! শ্রবণ কর। তুমি এক্ষণে মনের অভিলষিত সুখভোগ কর। তুমি রাজধানী ভোগ কর। তোমার বংশবৃদ্ধি হউক ; আর তোমার বংশ দেবতাদিগেরও মাননীয় এবং চিরস্থায়ী হউক। হে ব্যাধ! দশরথ পুত্র শ্রীরাম তোমার গৃহে গমন করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই। তুমি শ্রীরামের পূজা এবং তাঁহাতে ভক্তি করিয়া সমস্ত মনুষ্য, পণ্ডিত ও মুনিদিগেরও দুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। ৮১—৯৩। তোমার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সকলে আমার পূজাতে রত হইবে এবং অতিশয় বলবান্ হইবে। এমন সময়ে মৃগেরা, শিবকে দর্শন করিয়া বালকের সহিত মৃগযোনি ত্যাগ করত স্বর্গে গমন করিল। মৃগেরা শিবের দর্শন মাত্রেই দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করত সংসারপাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিল। এইরূপে অর্ব্বুদাচল নামক পর্ব্বতে ব্যাধেশ্বর শিবের আবির্ভাব হইল। হে প্রধানতম ঋষিগণ! তৎপরে ব্যাধও সেই দিন হইতে উত্তমরূপে ভোগ্য সকল উপভোগ করত শ্রীরাম-চন্দ্রের কৃপায় শিবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল। অজ্ঞান পূর্ব্বক এই ব্রত করিয়াই শিবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইল ; ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রত করিলে শিব হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি! সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা, অনেক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, নানাবিধ ব্রত, নানাতীর্থে গমন এবং নানাপ্রকার বিচিত্র বস্তু দান করিলে যে সকল ফল হয়, শিবরাত্রি-ব্রত করিলে তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে। অতএব হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির এই মঙ্গলজনক ব্রত করা কর্ত্তব্য। হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! আমি এই সমস্ত কহিলাম, পুনর্ব্বার ইতিহাসচ্ছলে পাপনাশক উৎকৃষ্ট ব্রতকথা কহিতেছি। ৯৪—১০২।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! রম্য অবন্তিনগরে, নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তা, সৎকুলোৎপন্ন, সদাচারসম্পন্ন, সর্ব্বদা শুভকর্ম্মে রত, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ এক দীক্ষিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার ভার্য্যাও সৎকুলোৎপন্না এবং পতিধর্ম্ম পরায়ণা ছিলেন। তিনি ভক্তিভাবে পতির আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণের সুনিধি এবং বেদনিধি নামে দুইটী পুত্র ছিল। সুনিধি, জ্যেষ্ঠ ও পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। বেদনিধি বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত, কিন্তু তাহার বেশ্যার সহিত ক্রীড়া প্রভৃতি নিন্দিত ব্যসন ছিল। বেদনিধি, বেশ্যার গৃহে সর্ব্বদা ভোজনাদি করিত। তাহার পিতা, তাহা অবগত হইয়া নিষেধ করিলেও বেদনিধি তাহা পরিত্যাগ করিল না। মাতা এবং ভ্রাতা, পুনঃপুনঃ বেদনিধিকে ভর্ৎসনা করিলেও দুরাত্মা পাপিষ্ঠ বেদনিধি, সেই ব্যসন পরিত্যাগ করিল না। কোন সময়ে রাজা, প্রসন্ন হইয়া ঐ দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে অঙ্গুরীয় প্রভৃতি উত্তম অলঙ্কার স্বয়ং প্রদান করিলেন। দীক্ষিত ব্রাহ্মণ গৃহে গমন করিয়া গোপনভাবে স্ত্রীকে তাহা দিলেন। ব্রাহ্মণপত্নী ঐ অলঙ্কার একস্থানে রাখিলেন। দুরাত্মা বেদনিধি তাহা দর্শন করিয়া রাত্রিতে অপহরণ করত বেশ্যাকে প্রদান করিল। সেই নর্ত্তকী বেশ্যা রাজাকে নৃত্য দেখাইতেছে এমন সময়ে রাজা সেই উত্তম অলঙ্কার দেখিতে পাইলেন। ১—১০। রাজা তৎকালে "তুমি এই উত্তম অলঙ্কার কোন স্থানে পাইয়াছ" এই কথা বেশ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলে, নর্ত্তকী তাঁহাকে প্রতারণা করিলেও রাজা পুনঃপুনঃ তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তারপর রাজা অতি আগ্রহ সহকারে বেশ্যাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সেই নর্ত্তকী-বেশ্যা যথার্থরূপে সমস্ত কহিল তখন রাজা বলপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে অলঙ্কার গ্রহণ করিয়া আপনার পার্শ্বদেশে স্থাপন করিলেন। পরে রাজা প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনি সেই বলয় প্রদান করুন, আমার বিশেষ কোন কার্য্য আছে, অতএব তাহা পুনর্ব্বার আনয়ন করুন। ব্রাহ্মণ, রাজা কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া গৃহে গমন করত গৃহিণীকে কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমাকে যে বলয় দিয়াছি, সেই বলয় আমাকে দেও ত।" তখন ব্রাহ্মণ-পত্নী, স্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে স্থানে সেই অলঙ্কার রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমন করত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহা পাইলেন না। পরে স্বামীকে কহিলেন, হে প্রভো! আমি পাইলাম না। তখন ব্রাহ্মণ, পত্নীর বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় দুঃখিত হইয়া রাজার নিকটে আবেদন করিলেন, হে রাজন্! আমি বলয় পাইলাম না, কি করিব! কোথায় গেল! রাজা, ব্রাহ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে সমস্ত কহিলেন। ব্রাহ্মণ, রাজার বাক্যশ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, রে পাপিষ্ঠে! রে কুভার্য্যে! তুমি কি করিয়াছ! পরে ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার পত্নী উভয়ে পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, রে পুত্র! তুই গৃহ হইতে গমন কর্, আমাদিগের তোর দ্বারা প্রয়োজন নাই; তুই কেবলমাত্র আমাদিগের কুলকে দূষিত করিবি। অনন্তর দ্বিজ-তনয় বেদনিধি গৃহ হইতে দূরীকৃত হইয়া স্থানান্তরে গমন করত কোন স্থানে দিনযাপন করিতে লাগিল। ১১—২০। বেদনিধি ক্ষুধিত, তৃষ্ণাযুক্ত এবং নর্ত্তকী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া বেশ্যাগৃহে রাত্রিযাপন করিল। বেদনিধি যে দিবসে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণাযুক্ত, সেই দিনে লোকদিগের পালনীয় শিবরাত্রি উপস্থিত হওয়াতে এক ধনবান্ নানাপ্রকার পূজাদ্রব্য, নানাপ্রকার নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া শিবমন্দিরে গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে বেদনিধি তাহা দর্শন করত হর্ষযুক্ত হইয়া, "আমি ভক্ষণ করিব" মনে মনে এই স্থির করিয়া সন্তোষসহকারে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। ক্ষুধিত দুষ্ট বেদনিধি, মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া শিবমন্দিরে গমন করত লোকজনের সহিত পূজা দেখিতে লাগিল। পরে অন্নভোজনে ইচ্ছুক ক্ষুধিত বেদনিধি ভাবিল,—অদ্যই ইহারা গমন করিবে বটে, কিন্তু আমি কখন অন্নভোজন করিব, অতএব আমার এক্ষণে যে কোন প্রকারে অন্ন গ্রহণ করা উচিত। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধি নিমিত্ত সে জাগরণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই সকল লোকেরা প্রহরে প্রহরে কর্ত্তব্য পূজা সমাপন করিয়া এবং প্রহরে প্রহরে নৃত্যগীতাদি করিয়া নিদ্রিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি গৃহে গমন পূর্ব্বক নিদ্রিত হইল, কোন কোন ব্যক্তি সেইস্থানে মন্দিরেই শয়ন করিল। ২১—২৮। ব্রাহ্মণ বেদনিধি, তৎকালে লোকদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া নিবেদিত অন্ন এবং নানাপ্রকার পক্বান্ন গ্রহণে ইচ্ছা করত শিবের নিকটে অগ্রে অগ্রে গমন করিল। তৎকালে দীপ সকল উজ্জ্বল না থাকায় সম্যক্রূপে অন্ন দেখিতে পাইল না; আর ঐ দীপের ছায়া, শিবের উপরে পতিত হইয়াছিল। তখন বেদনিধি, সম্যক্রূপে অন্ন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শিরোবেষ্টন (পাক্ড়ি) হইতে বস্ত্রখণ্ড গ্রহণ করিয়া, তাহা দ্বারা দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিল। তখন শিবের উপর যে অন্ধকার ছিল, তাহা দূরীভূত হইল এবং আলোক প্রকাশ হইল। বেদনিধি তৎকালে দীপ উজ্জ্বল করত সুন্দররূপে অন্ন দর্শন করিয়া সমস্ত অন্ন গ্রহণ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে গমন করিল। গমনকালে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগের গাত্রে

বেদনিধির পাদস্পর্শ হওয়ায়, বিহ্বল হইয়া গাত্রোত্থান করত তাহারা "এ কে? এ কে? এই চোর" এই কথা বলিতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করত ভীত হইয়া পলায়ন করিল। সেই লোকেরা এবং রাজার রক্ষিত রক্ষকেরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। পরে তাহারা তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণে বাণক্ষেপ করিল। সেই বাণ সকল তাহার গাত্রে লগ্ন হওয়াতে বেদনিধি পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। ২৯—৩৬। হে ঋষিসত্তমগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণের অজ্ঞানপূর্ব্বক ব্রত এবং জাগরণ উভয়ই নির্ব্বাহ হইল। শিব অতিশয় দয়ালু, এজন্য ব্রাহ্মণের সমস্ত কার্য্যই শুভ-ফলপ্রদ হইল। এমন সময়ে যমদূতেরা এবং মহাবল পরাক্রান্ত শিবের অনুচরবর্গ, সেই স্থানে আগমন করিল। পরে উভয় পক্ষে পরস্পরে অতিশয় বিবাদ হইতে লাগিল। তখন শিবদূতেরা কহিতে লাগিল, তোমরা দণ্ড লইয়া কিজন্য এস্থানে আগমন করিলে? যমকিঙ্করেরা কহিল, তোমরা ভগবান শিবের ভক্ত, কিজন্য এস্থানে আগমন করিলে? এই ব্রাহ্মণ, জন্মাবধি কেবল পাপকর্ম্ম করিয়াছে, অনুমাত্র পুণ্যকর্ম্ম করে নাই। শিবগণেরা কহিতে লাগিল, ব্রাহ্মণের যতদূর পাপ ছিল বটে, কিন্তু শিবের ব্রত এবং শিবরাত্রি-জাগরণ দ্বারা তৎসমস্ত ভস্মসাৎ হইয়াছে। রে মূর্খ সকল! অদ্যাপি কি পাপ থাকিতে পারে?—সমস্ত নষ্ট হইয়াছে। তখন তাহারা পরস্পরে এইরূপ বিবাদ করিয়া যমের নিকট গমন করিলে যম কহিলেন, শিবদূতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; ব্রাহ্মণের সমস্ত পাপ ভস্মসাৎ হইয়াছে। পরে যম, শৈবগণকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করত 'তুমি ভাগ্যবান্' এই কথা বলিয়া কলিঙ্গ দেশের অধিপতি করিয়া দিলেন। শিবপূজা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, কলিঙ্গদেশের অধিপতি হইয়া নিত্য শিবপূজারত এবং শিবরাত্রি-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পরে আপনার রাজ্যে সকলকে শিবপূজা এবং শিবের মন্দিরে দীপ প্রদান করাইয়া মুক্তিলাভ করিলেন। ৩৭—৪৬। হে শ্রেষ্ঠতম ঋষিগণ! আপনারা ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন;—দুরাত্মা ব্রাহ্মণ, কোন যত্ন না করিয়াও এই ব্রত কোন প্রকারে করিয়াছে বলিয়া তাহার এই ফল হইল। যাহারা পরম ভক্তিপূর্ব্বক এই উত্তম ব্রত আচরণ করে, তাহারা মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! দুরাত্মা ব্রাহ্মণ, মাত্র চুরি করিবার নিমিত্ত প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়াছে, সদ্বুদ্ধিতে করে নাই। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক শিবরাত্রিতে দীপ প্রদান করে, তাহারা উত্তম পদলাভ করে। হে প্রধানতম ঋষিগণ! এইজন্যই শিবরাত্রি-ব্রতের সদৃশ আর কোন ব্রত নাই, শিব হইতে আর কেহই দয়ালু নাই এবং পরম পবিত্রকারীও কেহ নাই। হে প্রধানতম ঋষিগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত কহিলাম। মানব, ইহা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপ-মুক্ত হয়। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত আর নাই; যেহেতু ইহা হইতেই পরম মুক্তি লাভ হয়। শিবই জ্ঞান-প্রকাশক, শিবই পরমপদ, শিবতাদাত্ম্যই মুক্তি। যে ব্রতে শিবের উপাসনা নাই, সে ব্রত, ব্রতই নহে। ৪৭—৫৩।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিরা কহিলেন, হে সূত! তুমি মুক্তির কথা কহিলে, এক্ষণে মুক্তিপ্রাপ্তিকালে এই অহঙ্কারাদিযুক্ত আত্মার কি হয় এবং কি প্রকার বা অবস্থা হয়, এই সমস্ত তুমি আমাদিগের নিকট বল। সূত কহিলেন, হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! মুক্তি চারি প্রকার উক্ত হইয়াছে; তাহা আপনাদিগের নিকট কহিতেছি, শ্রবণ করুন। সারূপ্য, সালোক্য, সান্নিধ্য ও সাযুজ্য এই চারি প্রকার মুক্তি। হে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ! এই শিবরাত্রি-ব্রত আচরণ করিলে যে মুক্তি হয়, তাহার লক্ষণ শ্রবণ করুন। হে প্রধান মুনিগণ! যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি সকলকে পালন করিতেছেন, প্রলয়কালে যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়, যিনি সমস্ত বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, সেই শিবের স্বরূপই মুক্তি, ইহা কথিত হইয়াছে। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সনৎকুমারাদি ঋষি, নারদ, মার্কণ্ডেয়াদি ঋষি, ব্যাসশিষ্য শুকদেব, ব্যাস, ব্রহ্মার পুত্রগণ এবং চারি বেদ ইঁহারা "তন্ন তন্ন" করিয়া সমস্ত কার্য্যজাতকে পরিত্যাগ করত অপ্রত্যক্ষতা বশতঃ যাঁহাকে অবগত হইতে পারেন নাই; যিনি সত্য এবং জ্ঞানস্বরূপ; যাঁহার অন্ত নাই; যিনি নিত্যানন্দ স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন; যিনি ত্রিগুণাতীত; যিনি মায়ারহিত; যিনি প্রপঞ্চলেশ শূন্য; যাঁহার ক্ষয় নাই; যিনি শ্বেত নহেন, যিনি রক্ত নহেন, যিনি পীত নহেন, যিনি নীল নহেন; বাক্য সকল যাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা হইতে মনের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হয়,—সেই ব্রহ্মই প্রথমে শিব নামে কথিত হইয়াছেন। ৩—৯। আকাশ যেরূপ সর্ব্বব্যাপী, এই ব্রহ্মও সেইরূপ। ব্রহ্ম স্থূল নহেন এবং সূক্ষ্মও নহেন। ব্রহ্মের সুখ-দুঃখ নাই, মাৎসর্য্য নাই, ইহলোকে এবং পরলোকে কোন স্থানে ব্রহ্মের বিকার নাই; শিবের ভজনা করিলেই ইহলোকে সেই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। হে শ্রেষ্ঠতম ঋষিগণ! সেই হেতু মুক্তির নিমিত্ত শিবকেই সেবা করিবে। আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তাহাই কহিলাম; ইহা শ্রবণ করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই। ১০—১৩।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—কে শিব, কে হরি, কে রুদ্র এবং যিনি জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা বলিয়া খ্যাত, তিনিই বা কে? ইঁহাদিগের মধ্যে নির্গুণ কে? তুমি আমাদিগের এই সংশয় ছেদন কর যিনি নির্গুণ হইয়াও গুণবান্, তিনি কে,?—তুমি এই সমস্ত বল। সূত কহিলেন,—সমস্ত জগৎ, যে নির্গুণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারই নাম শিব। ইহা বেদ-বেদান্তবেত্তারা অবগত আছেন, পুরুষের (বিষ্ণুর) সহিত প্রকৃতি (মায়া) সেই শিব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। হে মুনে! প্রকৃতি এবং পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, ত্রিশূলে স্থিত পঞ্চক্রোশী কাশী নামে বিখ্যাত স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ স্থান বিষ্ণুরূপী পুরুষের হর্ষে জলে পরিপূর্ণ হইলে, ক্রমে সকল স্থানই জলপূর্ণ হইল। তৎকালে স্বয়ং হরি, তাহাতেই শয়ন করিলেন বলিয়া মুনিগণ তাঁহাকে 'নারায়ণ' এই নামে বিখ্যাত করিলেন এবং যিনি পূর্ব্বোৎপন্না মায়ারূপা প্রকৃতি, তাঁহাকে 'নারায়ণী' এই নামে প্রসিদ্ধ করিলেন। যিনি সেই জলশায়ী নারায়ণের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই পিতামহ ব্রহ্মা। মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী বৈকুণ্ঠবাসী সেই সনাতন বিষ্ণুকে, ব্রহ্মা তপোবলে দর্শন করেন। তার পর হে পণ্ডিতগণ! সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ের বিবাদ ভঞ্জনের নিমিত্ত, শিব, যে রূপ প্রদর্শন করেন, তাহা 'মহাদেব' নামে বিখ্যাত। তিনিই বলিলেন, আমি রুদ্ররূপে কপোলদেশ হইতে আবির্ভূত হইব। পরে লোকানুগ্রহকারী শিব, রূপ না থাকিলেও সকলের ধ্যানের নিমিত্ত রুদ্ররূপ ধারণ করত 'রুদ্র' নামে বিখ্যাত হইলেন। ১—১০। সেই রুদ্রই ভক্তবৎসল সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ। ব্রহ্মা প্রভৃতি যাঁহারাই উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই আপনার আপনার কালানুসারে লয়প্রাপ্ত হন, কিন্তু রুদ্র তাহা না হইয়া শিবেই লয়প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মাদি দেবগণ মায়ার অধীন, এজন্য রুদ্ররূপে মিলিত হইয়া লয়প্রাপ্ত হন না, কেবল প্রকৃতিতেই লয় পাইয়া থাকেন; রুদ্রও ব্রহ্মাদিতে মিলিত হইয়া লয়প্রাপ্ত হন না; শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। সমস্ত লোক, রুদ্রকেই ভজনা করিয়া থাকে; রুদ্র কাহাকেই ভজনা করেন না। যাহারা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকে নিত্য ভজনা করে, তাহারা তাঁহাতেই লীন হয়; পরে তাহাদিগের বহুকালের পর বিষ্ণুপ্রভৃতির সহিত পুনর্ব্বার শিবতাদাত্ম্যরূপ মুক্তিপ্রাপ্তি হয়। যাহারা রুদ্রকে ভজনা করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ শিবতাদাত্ম্যস্বরূপ মুক্তিলাভ করে; তাহাদিগের অন্তের অপেক্ষা থাকে না; এইরূপ নিত্য শ্রুতি আছে। অজ্ঞানই নানাবিধ; তত্ত্বজ্ঞান এক। মিথ্যা অনেক; সত্য কিন্তু এক। ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত যে কোন বস্তু দেখা যাইতেছে, সমুদায়ই এক সত্য শিবস্বরূপ, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। হে প্রধানতম ঋষিগণ! একমাত্র শিবই কেবল, সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টিকালে এবং সৃষ্টির অন্তে অবস্থান করেন, এজন্য তিনি 'সদাশিব' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এজন্য শিবই নির্গুণ, এইরূপ কথিত আছে। ১১—১৮। হে পণ্ডিতগণ! যিনি বিষ্ণুকে নিশ্বাসবায়ু দ্বারা বেদ নামক বাক্য, বহুতর মন্ত্র, ধ্যান এবং পূজা প্রদান করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বর, ইহাই সনাতনী শ্রুতি। তিনিই শিব, তিনিই সাক্ষাৎ সকলকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। সেই শিবই বিষ্ণু প্রভৃতি সকলকেই সৃজন করিয়াছেন, তিনিই পালন করিতেছেন, তিনিই পুণ্যপাপের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এবং সংহারকর্ত্তা। সেই শিবই কালের পরিমাণ, তাঁহা দ্বারাই কালের সংখ্যা হইয়া থাকে; কিন্তু শিবের কালকৃত পরিমাণ ও কালকৃত সংখ্যা নাই। শিবই, স্বয়ং সাক্ষাৎ মহাকাল স্বরূপ, মহাকালী তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছেন। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, রুদ্র যেরূপ ব্রহ্মরূপী শিব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, মহাকালীও সেইরূপ শিব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই শিব, কারণস্বরূপ; অচ্যুত প্রভৃতি সকলেই কার্য্যস্বরূপ। সমস্ত জগৎ, মহাকাল এবং মহাকালী কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের ইচ্ছাতেই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে; শিবের উৎপাদক, সংহারকর্ত্তা এবং অপ্রিয় কেহই নাই। তিনি, আপনিই আপনার কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারণ নাই। তিনি এক হইয়াও সৃষ্টিকালে অনেকত্ব প্রাপ্ত হন এবং অনেক হইয়াও প্রলয়কালে একত্ব প্রাপ্ত হন; যেমন একটী বীজ পুষ্প এবং ফল দ্বারা বহু হইয়া পুনর্ব্বার বীজ জন্মাইয়া দেয়; বাস্তবিকত্ব পক্ষে, সমস্তই স্বয়ং মহেশ্বর শিবস্বরূপ। হে ঋষীশ্বরগণ! জ্ঞানবানেরাই সেই শিবকে জানেন, তদ্ভিন্ন কেহই তাঁহাকে জানে না। মুনীশ্বরেরা এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন,—এক্ষণে জ্ঞানের লক্ষণ বল, যাহা অবগত হইয়া শিবতাদাত্ম্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কিপ্রকারে শিবই সমস্ত,—সমস্তই শিব? হে সূত! তুমি আমাদিগের হিতের নিমিত্ত এই সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বল। ১৯—২৯।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে শ্রেষ্ঠতম ঋষিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই কহিতেছি। ব্রহ্মা, নারদ, সনৎকুমার প্রভৃতি, ব্যাসদেব, কপিল, ইঁহাদিগের সভায় বিচারপূর্ব্বক এইটী কথিত হইয়াছে। জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়; এই ত্রিবিধ ভাবাপন্ন এই সমস্ত জগৎই শিবস্বরূপ। ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত যে কিছু জগৎ

দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তৎসমস্তই শিবস্বরূপ, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। যখনই ইচ্ছা হয়, তৎক্ষণাৎ শিব এই জগৎ নির্ম্মাণ করেন। তিনি সকলকে জানেন, কেহ তাঁহাকে জানে না। শিব স্বয়ং সমস্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে প্রবেশ করিয়াও দূরে অবস্থান করেন। যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব, জলে পতিত হয়, কিন্তু সূর্য্য দূরে অবস্থান করেন; সেইরূপ বাস্তবিক শিবের প্রবেশ নাই, তিনি সর্ব্বস্বরূপ বলিয়া আপনিই প্রবিষ্টের ন্যায় প্রকাশ পান। বাস্তবিক শিবই সমস্তরূপেই নানারূপে প্রতীয়মান হন। "এই জগৎ, ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত" এই সকল বুদ্ধি, কেবল অজ্ঞানমূলক। বাস্তবিক সমস্তই ব্রহ্ম, তদ্ভিন্ন কিছুই নাই। অজ্ঞানই মতিভেদের কারণ, অজ্ঞান না থাকিলে, নানাবুদ্ধি হয় না। বৈশেষিকাদি দর্শনে যে দ্বৈতমত দেখা যায়, তাহাও অবিদ্যাকৃত। কেবল বেদান্তবেত্তারা সর্ব্বদাই অদ্বৈত প্রতিপাদন করিয়াছেন। জীব পরমাত্মারই অংশ, তবে যে ভেদবুদ্ধি হয়, তাহা কেবল অবিদ্যার বশে। জীব, মায়াবশে আত্মাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন জ্ঞান করে। যৎকালে জীব, শ্রবণ মননাদি উপায় দ্বারা মায়া কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তখনই শিবস্বরূপ হয়। শিব সর্ব্বব্যাপী, অতএব সকল প্রাণীতেই সমভাবে ব্যাপকরূপে অবস্থান করিতেছেন। কি চেতন, কি অচেতন, সকল পদার্থেই স্বয়ং শঙ্কর অবস্থান করিতেছেন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত শ্রবণ মননাদি উপায় অবলম্বন করে, সেই ব্যক্তি শিবের দর্শন নিশ্চয়ই লাভ করে। ১—১। যেরূপ অগ্নি প্রত্যেক কাষ্ঠে ব্যাপকভাবে অবস্থান করে বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি সেই কাষ্ঠকে ঘর্ষণ করে, সেই ব্যক্তিই নিশ্চয় অগ্নি দর্শন করে; সেইরূপ, হে ঋষিসত্তমগণ! যে ব্যক্তি ইহলোকে ভক্তি এবং শ্রবণ-মননাদি উপায় আশ্রয় করে, সে শিবকে অবশ্যই দর্শন করে, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলই শিবস্বরূপ, সমস্তই শিব, সমস্তই শিব এই জগতে শিব ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই। শঙ্করই নানারূপে এবং স্বরূপে প্রকাশ পান। যেমন সমুদ্র এক হইয়াও ফেন-তরঙ্গাদিরূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন; মৃত্তিকা, ঘট শরাব প্রভৃতি উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন, সুবর্ণ, কুণ্ডল বলয়াদিরূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন; তেমনই পরমাত্মাও অহঙ্কারাদিরূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পান। ১১—১৪। কার্য্য ও কারণের বাস্তবিক ভেদ নাই। যেমন অঙ্কুর হইবার পূর্ব্বে কেবল বীজ মাত্র থাকে, তাহার পর মৃত্তিকা ও জল এই উভয়ের যোগ হইলে ঐ বীজ হইতে বিবিধ অঙ্কুর-প্ররোহাদি উৎপন্ন হয় এবং পরিপাকদশাতে ফলের অভ্যন্তরে বীজমাত্র থাকে, আর সমস্ত নষ্ট হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং অন্তে কেবলমাত্র পরমাত্মাই অবস্থান করেন, এ সম্বন্ধে কোন বিকল্প নাই। জীবের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ বোধ হয়, অজ্ঞানাবস্থায় থাকিলে, বহুরূপ-সম্পন্ন জগতের প্রত্যক্ষ হয়। এই জগতে সমস্তই শিব, শিবই সমস্ত, শিব ভিন্ন কিছুই নাই। অজ্ঞানী ব্যক্তি, নানাপ্রকারই অবলোকন করে, কখনই অভিন্নরূপ অবলোকন করে না। ১৫—১৭। যেরূপ মনুষ্য, চক্ষুর দোষে এক জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র এবং সূর্য্যকে জলাদিতে বিশেষরূপে ভিন্ন ভিন্ন অবলোকন করে, তেমনই জীব মায়ার অধীন হইয়া পরমাত্মাকে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করে। চন্দ্র এবং সূর্য্য, প্রকাশ দ্বারা সর্ব্বব্যাপক, কিন্তু তাহাদিগের জগতের সহিত স্পর্শসম্বন্ধ নাই; সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলেও সমস্ত জগৎ মিথ্যা, এজন্য তাঁহার কিছুতেই সম্বন্ধ নাই। যে জীবের "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমান না থাকে, সেই জীব স্বীয় জ্ঞান দ্বারা অভিমান ত্যাগ করত সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হন। যেরূপ এক সুবর্ণ যেকালে তাম্রাদির সহিত মিশ্রিত হয়, সেইকালে তাহার অল্প মূল্য হয়, সেইরূপ জীব অহঙ্কারযুক্ত হইলে বদ্ধ হয়। পুনর্ব্বার ঐ সুবর্ণ যে কালে পাকাদি দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়, সেই কালে পূর্ব্বের ন্যায় মূল্যবান্ হয়, জীবেরও সেইরূপ ভাব। যেমন সদ্গুরু পাইয়া ভক্তিভাবে শিববোধে তাঁহার উত্তম পূজা, মঙ্গলজনক নামকীর্ত্তন, ধ্যান এবং স্তব করিবে, অমনি সমুদয় পাপ দূরে যাইবে এবং অজ্ঞান নষ্ট হইবে। তখন সেই ব্যক্তি, সমস্ত জগৎকে অস্থির বিবেচনা করিয়া সনাতন শিবকেই নিত্যস্বরূপ বিবেচনা করে। জীব যখন অজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া উত্তম জ্ঞানী হয়, সে তৎকালে অহঙ্কারমুক্ত হইয়া শিবতাদাত্ম্যরূপ মুক্তিলাভ করে। যেরূপ দর্পণে আপনারই স্বরূপ অবলোকন করা যায়, সেইরূপ শম্ভুকেও সর্ব্বব্যাপীরূপে অবলোকন করিতে পারা যায় এবং সেই ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয়, পরে দেহ নষ্ট হইলে শিবরূপী নির্গুণ ব্রহ্মে তাহার লয় হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি শুভলাভ করিয়া হর্ষযুক্ত হন না এবং অশুভ লাভ করিয়াও কোপ প্রকাশ করেন না। ১৮—২৮। সুখ ও দুঃখে যাহার সমজ্ঞান, সেই জ্ঞানী, অথবা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আত্মযোগ দ্বারা তত্ত্ব বিবেচনা করত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবে। যে কালে শরীরের পতন হইবে, সেই কালে শিবে লীন হইবে। যে কালে মুক্ত হইবে, সেই কালে তাহার সমস্ত বন্ধন নষ্ট হইবে, আর পুনর্ব্বার জন্ম হইবে না। আত্মযোগই শিবতত্ত্ব-জ্ঞানের মূল, শিবভক্তিই আত্মযোগের মূল। ভক্তির মূল—ভগবানে প্রেম, প্রেমের মূল—বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ, শ্রবণের মূল—সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গের মূল—সদ্গুরু। মনুষ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি হইবে। এইজন্য বিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তি, কেবল শিবে ভক্তি করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভজনা করিবে; তাহা হইলে, শম্ভুকে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে। ২৯—৩২। যদি কোন রূপে

ভক্তির বিঘ্ন হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার শ্রবণ-মননাদি সংস্কারের সহিত জন্মগ্রহণ হয়। পরে পুনর্ব্বার ভক্তিযুক্ত হইয়া শম্ভুকে ভজনা করত অন্তকালে মুক্তিলাভ করে, ইহাই স্থির, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। শিব [illegible] কোন দেবতার প্রাধান্য নাই, এই শিবকে [illegible] হয় না যদি [illegible] যজ্ঞ, দান এবং ব্রতাদি [illegible] ধারণ, [illegible] হয়, যাহার এইরূপ ভক্তি হয়, সেই ব্যক্তিই ভক্ত এবং সেই জীবন্মুক্ত হয়। আমি এই যে সকল নানাবিধ বাক্য কহিলাম, তাহা সনৎকুমারাদি ঋষিগণ এবং নারদাদি ঋষিগণ, বহুতর ঋষি একত্রিত হইয়া নিশ্চয় করিয়া ব্যাসদেবের নিকটে কহিয়াছিলেন, সেই ব্যাস আমাকে এই বিষয় অধ্যয়ন করাইয়াছেন। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ। শিব, লিঙ্গ হইতে প্রাদুর্ভাবকালে প্রথমে এই উপদেশ বিষ্ণুকে প্রদান করিয়াছিলেন, বিষ্ণু ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা সনৎকুমারাদি ঋষিগণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পর সনৎকুমারাদি ঋষিগণ নারদের নিকটে, নারদ ব্যাসের নিকটে কহিয়াছেন। ৩৩—৩৯। দয়ালু ব্যাস আমাকে কহিয়াছেন, আমি আপনাদিগের নিকটে কহিলাম, আপনারা লোকদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক এই উত্তম শিবপ্রাপ্তিকর বাক্য প্রকাশ করিবেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ। আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই আমি কহিলাম। শৌনকাদি ঋষিগণ, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। পরে হর্ষগদ্গদ বাক্যে পুনর্ব্বার সূতকে বিনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আপনার কৃপাতে আমাদিগের মনের ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। ব্যাসশিষ্য সূত, ঋষিদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ঋষিসত্তমদিগকে, ব্যাসদেব যেরূপ কহিয়াছিলেন, সেইরূপ কহিলেন,—হে পণ্ডিতগণ! নাস্তিক, শ্রদ্ধাহীন, অভক্ত এবং অশুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট এই সমস্ত কথা বক্তব্য নহে। ব্যাসদেব ব্রাহ্মাদি অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি অনেকানেক ইতিহাস বহুতর বেদার্থ পুনঃপুনঃ বিচার পূর্ব্বক এই শিবতত্ত্ব-জ্ঞানাত্মক সার, সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিয়া কহিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিলে, ভক্তিহীন ব্যক্তি ভক্তি লাভ করে ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা একবার শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়; পুনর্ব্বার শ্রবণ করিলে, পুরুষের ভক্তি জন্মে; পুনর্ব্বার শ্রবণ করিলে, ভক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহাতে সংশয় নাই। হে মুনীশ্বরগণ! পুনর্ব্বার শ্রবণ করিলে, সাক্ষাৎ শিবকে দর্শন করা যায়। পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিলে, ভক্তেরা শিবকে স্বচক্ষে দেখিতে পায়, অতএব আপনারাও ভক্ত, পুনর্ব্বার শ্রবণ করিলে, শিবকে দেখিতে পাইবেন, ইহা নিশ্চয়। এজন্য ভোগ এবং মুক্তি-ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা, এই শিবতত্ত্ব পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিবে। ৪০—৪৯। ব্যাসের এই বাক্য আছে যে, শ্রেষ্ঠফল উদ্দেশ করিয়া এই বাক্য পাঁচবার আবৃত্তি করিলে নিশ্চয়ই সেই সেই ফল প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি এই উত্তম ব্যাস-বাক্য শ্রবণ করে, তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না। ঋষিশ্রেষ্ঠগণ, সূত কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া অতি আহ্লাদের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রাচীন রাজারা, সেই শিবতত্ত্ব প্রতিপাদক পুরাণ পাঁচবার শ্রবণ করত শিবের দর্শনলাভ করিয়া উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'যে ব্যক্তি এক্ষণে ইহা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি উত্তম সিদ্ধি লাভ করে' শৌনকাদি ঋষিগণ সূতের এই বাক্য শ্রবণ করত পরম আনন্দ লাভ করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সুশোভন নানাপ্রকার বাক্য, বিচিত্র চন্দন, নানাপ্রকার অলঙ্কার, নমস্কার এবং স্তব দ্বারা সূতকে পূজা করিলেন, পরে বিবিধ আশীর্ব্বাদ দ্বারা সূতকে যথোচিতরূপে সংবর্দ্ধনা করত পরম সন্তুষ্ট হইলেন। সূতও সন্তুষ্ট হইলেন। ঋষিগণ পরস্পর হৃষ্টান্তঃকরণে শিবভক্তিপরায়ণ হইয়া "এইটী উত্তম" এইরূপ বিবেচনা করত নমস্কার এবং ভজনা করিতে লাগিলেন। যে নর ইহলোকে এই শিবপুরাণ শ্রবণ করে, সে, সমস্ত অভিলষিত ফল লাভ করে এবং অন্তকালে উত্তম ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি চতুর্ব্বেদ-সম্মত এই শিবপুরাণ লিখিয়া সুবর্ণময় বৃষের সহিত দান করে, তাহার নিয়ত শিবলোকে বাস হয়, ইহাতে সংশয় নাই এবং সে ব্যক্তি, শিবের তুল্য শরীর ধারণ করে, ইহাতেও সংশয় নাই। হে দ্বিজগণ! এজন্য আপনারা সম্যক্ প্রযত্ন-সহকারে এই শিবপুরাণ নামক পুস্তক দান করুন। এই দানেও চারিটী সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে হইবে। যে ব্যক্তি, ভক্তি পূর্ব্বক ইহা দান করে, সে শিবলোকে পূজিত হয় এবং শিবলোকেই অবস্থান করে, তাহা হইতে কোন কালেই চ্যুত হয় না, তাহার শিবসাযুজ্য রূপ মুক্তি লাভ হয়। যাহার নিকটে শিবপুরাণ শ্রবণ করিবে সমস্ত কামনা এবং অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে ভক্তিপূর্ব্বক বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ এবং মিষ্টান্ন-ভোজন দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। তাহা হইলে জন্মে জন্মে শিব-ভক্তি, শিব-ভক্তি, শিব-ভক্তি লাভ হইবে। ৫০—৬৩।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

জ্ঞানসংহিতা সমাপ্ত।

বিদ্যেশ্বরসংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

যিনি সৃষ্টির আদি ও অন্তে প্রাণিগণের মঙ্গলজনক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যাঁহার তুলনা নাই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিরন্তর যাঁহাতে অবস্থিত এবং উৎকট পঞ্চ মহাপাতক হইতে ভক্তগণকে নিষ্কৃতি দান করা যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণ, সেই স্বয়ং-প্রকাশমান অম্বিকানাথ পঞ্চানন মহেশ্বরকে আমি মনোমধ্যে ধ্যান করি। যে স্থানে গঙ্গা ও যমুনা একত্র প্রবাহিতা হইতেছেন ও যে স্থান ব্রহ্মলোক গমনের পথস্বরূপ, সেই পরম পুণ্য ধর্ম্মজনক মহাক্ষেত্র প্রয়াগ তীর্থে একদা প্রশংসিতাত্মা সত্যব্রত-পরায়ণ মহাতেজা মহাভাগ শৌনকাদি মুনিগণ, মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে, পৌরাণিক-প্রধান ব্যাসশিষ্য মহামুনি সূত, সেই যজ্ঞবার্ত্তাশ্রবণে মুনিগণের দর্শন নিমিত্ত তথায় সমাগত হন। ১—৪। অনন্তর মুনিগণ সমাগত সেই সূতকে অবলোকনান্তে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিলেন,—মুনিবর! আমাদিগের নিকট বেদান্তসার সর্ব্বস্ব কোন পুরাণবার্ত্তা কীর্ত্তন কর। তখন সূত বলিলেন ঋষিগণ! আপনাদিগের জিজ্ঞাসানুরূপ পুরাণবিষয়ক বর্ণন করিতেছি, সকলে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বহুকালে পুনঃপুনঃ বহুতর কল্প অতীত হইয়াছে, কিন্তু উপস্থিত এই কল্পের সৃষ্টি সময়ে ত্রিবেণীর ষট্‌কুলসম্ভূত মুনিগণ মধ্যে কেহ বলিলেন, "ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব" কেহ বলিলেন, "ইহা নহে", পরস্পর এইরূপ ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তদ্বিষয় যথার্থরূপে পরিজ্ঞানার্থ তাঁহারা সকলে সনাতন জগদ্বিধাতা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয় বাক্যে বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সমুদয় জগতের বিধানকর্ত্তা এবং সমস্ত কারণেরও কারণ; অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কোন পুরুষ, মহদাদি সমুদয় তত্ত্ব হইতে পুরাণ ও পরাৎপর? তখন ব্রহ্মা বলিলেন, মুনিগণ! যিনি বাক্য ও মনের অগোচর,—যাঁহা হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশাদি ভূতগণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ—এই সমুদয় চরাচর প্রথমে সম্ভূত হইয়াছে,—সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর মহাদেবই সর্ব্বতত্ত্ব হইতে পুরাণ ও পরাৎপর। পরম ভক্তি ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহার দর্শনলাভ করা যায় না। কি রুদ্র, কি হরি, কি হর, কি অন্যান্য সুরেশ্বরগণ, ইঁহারা সকলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিরত সেই মহাদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষী; অধিক কি, জীবগণ শিবভক্তিবলেই বিমুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু যেরূপ অঙ্কুর হইতে বীজ ও বীজ হইতে অঙ্কুর সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ দেবতাপ্রসাদে দেবতাভক্তি এবং দেবতাভক্তিতে দেবতার প্রসন্নতা হইয়া থাকে। ৫—১৪। অতএব দ্বিজগণ! তোমরা সকলে পৃথিবীতে গমন পূর্ব্বক সেই পরমেশ্বরের প্রসন্নতার্থ সহস্রবর্ষব্যাপী দীর্ঘ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর; কারণ, এই যজ্ঞেশ্বর মহাদেব প্রসন্ন হইলেই সাধ্য সাধন রূপ বেদোক্ত বিদ্যাসার পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। মুনিগণ বলিলেন, বিধাতঃ! ভবদুক্ত পরম সাধ্য ও সাধনই বা কি এবং সাধকই বা কি প্রকার? তাহা যথার্থরূপে বর্ণন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, মুনি সকল! শিবপদ-প্রাপ্তি সাধ্য, তাঁহার সেবাই সাধন, আর যে ব্যক্তি, শিবপ্রসাদে নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কার্য্যে ফল কামনা শূন্য, তিনি সাধক। যে জীব বেদবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরমেশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ করে, সে অনায়াসে ক্রমে সালোক্যাদি-রূপ পরমেশ্বরের পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদয় ভক্তই নিজ নিজ ভক্তি অনুসারে পরম ফলের অধিকারী হয়। আর স্বয়ং পরমেশ্বরই পূর্ব্বোক্ত সাধনকে বহুপ্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তোমাদিগের নিকট প্রধানতম সাধন বিষয়ই সংক্ষেপরূপে প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর, কর্ণ দ্বারা তাঁহার আকার-প্রকারাদি শ্রবণ, বাক্য দ্বারা গুণকীর্ত্তন ও মন দ্বারা নিরন্তর তাঁহাকে মনন করাই মহাসাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এতদ্বিষয়ে এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণ আছে যে, প্রথমে মহেশ্বরের গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও পরে তাঁহাকে মনন করা কর্ত্তব্য, অতএব হে সর্ব্বার্থসাধন-তৎপর মুনিগণ! তোমরা এইরূপ সাধন দ্বারাই উৎকৃষ্ট সাধনলাভে যত্নবান্ হও। দেখ, সমস্ত লোকই প্রত্যক্ষ বিষয় নেত্রগোচর আর সর্ব্বত্র অপ্রত্যক্ষ বিষয় শ্রুতিগোচর করিয়াই তল্লাভে সচেষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে গুরুমুখ হইতে শ্রবণরূপ সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া পরে কীর্ত্তন ও মনন করিয়া থাকেন। এইরূপে ক্রমে মননরূপ সাধন পর্য্যন্ত সুসাধিত হইলে শিবযোগ নিষ্পন্ন হয়, অনন্তর ক্রমে সেই শিবযোগবলে সালোক্যাদি মুক্তিলাভ করিতে পারে। ঐ সকল পুরুষ,

প্রথমে ব্যাধিশূন্য হইয়া পরিণামে পরমানন্দময় পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত সাধনত্রয় অভ্যাসকালেই ক্লেশপ্রদ, কিন্তু পরে নিরন্তর মঙ্গলদায়ক। ১৫—২৭।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি যে শিববিষয়ক মনন, শ্রবণ ও কীর্ত্তনের কথা বলিলেন, উহা কি প্রকার? তাহা যথার্থরূপে বর্ণন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে জগদীশ্বর শঙ্করের পূজা, জপ, গুণ, রূপ, বিলাস ও নামের যে নিরন্তর পরিশোধন, তাহাই সর্ব্বসাধন মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মনন নামে প্রসিদ্ধ, উহা পরমেশ্বরের করুণাকটাক্ষ ভিন্ন কিছুতেই লাভ করা যায় না এবং শম্ভুর প্রতাপ, গুণ, রূপ, বিলাস ও নাম প্রকাশক সঙ্গীত, বেদবাক্য বা ভাষা দ্বারা সানুরাগে তাঁহার যে স্তব, তাহাই মধ্যম সাধন—কীর্ত্তন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে জ্ঞানিগণ! স্ত্রীকেলিতে যেমন মনের আসক্তি হয়, যে কোন কারণে যে কোন স্থলে উদ্ভূত শিববিষয়ক রচনাবলীতে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তদ্রূপ যে দৃঢ়তর আসক্তি, তাহাই শ্রবণ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ আছে। সর্ব্বাগ্রে সাধুসঙ্গ বশতঃ শ্রবণ, পরে কীর্ত্তন ও অন্তে সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠ শঙ্করবিষয়ক মনন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ সমুদয় ঘটনাই তাঁহার কৃপাদৃষ্টির অধীন। সূত বলিলেন, হে মুনিপুঙ্গবগণ! আমি আপনাদিগের জন্য এই সাধন মাহাত্ম্য বিষয়ে এক পুরাবৃত্ত বলিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে পরাশর মুনির পুত্র মদীয় গুরু ব্যাসদেব, আগ্রহের সহিত পবিত্র সরস্বতীতীরে তপস্যা করিতেছেন এমত সময়ে ভগবান্ সনৎকুমার সূর্য্যসন্নিভ বিমানারোহণে যদৃচ্ছাক্রমে গমন করত আমার গুরুদেবকে নেত্রগোচর করিলেন। তখন ধ্যানারূঢ় মুনিবর ব্যাসদেবও সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া সেই ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে অবলোকনান্তে সসম্ভ্রমে প্রণিপাত পূর্ব্বক পরম কৌতূহলান্বিত হইয়া দেবযোগ্য অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিলে, তিনি পরম সন্তুষ্টচিত্তে বিনয়াবনত মদীয় প্রভুকে গম্ভীর বাক্যে বলিলেন, মুনে! যখন সেই সত্য সনাতন ভগবান্ শঙ্করকে হৃদয়মধ্যে চিন্তা করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পার, তখন কি নিমিত্ত একাকী এস্থানে এরূপ তপঃক্লেশ সহ্য করিতেছ? ১—১১। মুনিবর ব্যাসদেব, সনৎকুমার কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া নিজাভিপ্রায় বলিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন, ভগবন! আমি আপনার অনুগ্রহে জনসমাজে বেদাদৃত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা বহুপ্রকারে নির্দ্দেশ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সকলের পূজ্য হইয়াছি বটে, কিন্তু অদ্যাপি আমার হৃদয়ে পরম-অদ্ভুত মুক্তি-সাধন জ্ঞানোদয় না হওয়ায় তন্নিমিত্ত তপস্যা করিতেছি, ফলতঃ মুক্তিকারণ আমার পরিজ্ঞাত নাই। হে বিপ্রপ্রবরগণ! মুনিবর ব্যাসদেব ভগবান্ সনৎকুমারকে এইরূপ কহিলে, তিনি তাঁহাকে যথার্থ মুক্তিকারণ বলিতে লাগিলেন। সনৎকুমার বলিলেন, তপোধন! ভগবান্ শম্ভুর রূপ-গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও তদ্বিষয়ক মনন, এই সাধনত্রয়ই বেদসম্মত বলিয়া সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি মন্দর পর্ব্বতে অন্যপ্রকার সাধনাবলম্বনপূর্ব্বক ব্যগ্রতার সহিত শঙ্করের তপোনুষ্ঠান করায়, কিয়দ্দিন গত হইলে একদা সর্ব্বসাক্ষী গণাধিপ দয়ালু ভগবান নন্দিকেশ্বর, শিবাজ্ঞায় মদীয় সন্নিধানে উপনীত হইয়া সস্নেহ-বচনে আমাকে উৎকৃষ্ট মুক্তিসাধন উপদেশ করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, ব্রহ্মন্! শঙ্কর আমাকে বলিয়াছেন, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মনন এই তিনটীই বেদসম্মত মুক্তির সাধন, অতএব তুমি নিরন্তর উহারই অনুশীলন কর। ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার ব্যাসদেবকে এইরূপ কহিয়া অনুচরগণের সহিত শীঘ্র বিমানারোহণে পরম মনোহর স্থানে গমন করিলেন। এই আমি সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট পূর্ব্ববৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলাম। সূতের এই প্রকার বাক্য শ্রবণে ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! তুমি যে শ্রবণাদিত্রয় মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাহাতে অশক্ত ব্যক্তি কি প্রকার কার্য্য করিলে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারে, তাহা প্রকাশ কর। ১২—২৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন, শ্রবণাদিত্রয়ে অশক্ত ব্যক্তি শিবলিঙ্গ বা শিব-প্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিদিন তাহার অর্চ্চনা করিলে, সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। সাধক কাহাকেও বঞ্চনা না করিয়া, যথাশক্তি উপকরণ দ্রব্য সকল আহরণ পূর্ব্বক সেই লিঙ্গ বা প্রতিমার উদ্দেশে অর্পণ করিবে এবং সতত তাহার অর্চ্চনায় নিরত থাকিবে। ঐ শিবলিঙ্গ বা শিবপ্রতিমার উদ্দেশে পরম ভক্তিসহকারে রাজোপভোগযোগ্য মণ্ডপ, গোপুর, তীর্থমঠ, ক্ষেত্র, উৎসব, বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, নানাপ্রকার ব্যঞ্জনের সহিত বিবিধ অন্ন, নৈবেদ্য, অপূপ, ছত্র, ধ্বজ, ব্যজন ও চামর অর্পণ করা সাধকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং সাধক নিত্য ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আবাহনপূর্ব্বক পূজা করত যথাশক্তি প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও জপসমর্পণান্তে বিসর্জ্জন করিবে। শ্রবণাদি ব্যতীত নিয়ত এইরূপে শিবপ্রতিমা বা শিবলিঙ্গের পূজা করিলেও শিবপ্রসাদে সাধক সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়; অনেকানেক পূর্ব্বতন মহাজনগণ, কেবল এইরূপে লিঙ্গ-প্রতিমার অর্চ্চনাফলেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সূত

এইরূপ কহিলে, মুনিগণ বলিলেন, হে সূত! সমুদয় দেবগণেরই ত প্রতিমূর্ত্তিমাত্রে পূজা হইয়া থাকে, তবে কি কারণে, লিঙ্গ ও প্রতিমাতে ভগবান্ শঙ্করের পূজা বিহিত হইয়াছে? সূত কহিলেন, মুনীন্দ্রগণ! আপনাদিগের এই পবিত্র প্রশ্ন পরম আশ্চর্য্যজনক, মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন পুরুষই ইহার প্রত্যুত্তর দানে সমর্থ নহেন, অতএব আমি গুরুমুখে যেপ্রকার শিববাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই অদ্বিতীয় ভগবান শঙ্কর নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্গুণ এবং রূপবান্ বলিয়া সগুণরূপেও পরিকীর্ত্তিত, ফলতঃ এক মহাদেবই সগুণ অথচ নির্গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাঁহার নির্গুণত্ব নিবন্ধন নির্গুণ লিঙ্গ ও সগুণত্ব হেতু সকলাবয়ব-সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তিও যে পূজাধার হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ তিনি সগুণ ও নির্গুণ বলিয়াই পরমব্রহ্মরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১—১২। এই নিমিত্ত যাবতীয় জনগণ কর্ত্তৃক লিঙ্গ ও প্রতিমূর্ত্তিতে তিনি পূজিত হন। আর অন্যান্য দেবগণের অব্রহ্মত্বনিবন্ধন কখনই নির্গুণত্বের সম্ভব নহে, সুতরাং সেই সুরেশ্বরগণের নির্গুণলিঙ্গে পূজা হইতে পারে না। সমুদয় দেবগণ মধ্যে কেহই ব্রহ্ম নহেন, সকলেই জীব, এজন্য তাঁহারা সগুণ বলিয়া কেবল প্রতিমূর্ত্তিমাত্রেই পূজিত হইতেছেন। ফলতঃ এক ভগবান শঙ্করই ব্রহ্ম, আর অন্যান্য সকলেই যে জীব, তাহা উপনিষৎসমূহে প্রণবার্থের কথন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে মুনিবর ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমার, মন্দরপর্ব্বতে নন্দিকেশ্বরকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—ভগবন্! শিব ব্যতীত অন্যান্য দেবভক্ত সকল, অভীষ্টদেবের পূজার নিমিত্ত মূর্ত্তিমাত্রেরই কল্পনা করিয়া থাকেন, ইহা সর্ব্বত্রই নিয়ত দেখা যায় ও শুনা যায়; কেবল এক শিবপূজাতেই দেখা যাইতেছে যে, লিঙ্গ ও প্রতিমা উভয়ই বিহিত; অতএব হে মঙ্গলময়! সেই পরমতত্ত্ববিষয় আমার নিকট প্রকাশ করুন। সনৎকুমার এইরূপ কহিলে নন্দিকেশ্বর বলিলেন, মুনে! তোমার এই ব্রহ্মবিষয়ক নিগূঢ় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দান করা অতি সুকঠিন; কিন্তু তথাপি, হে পুণ্যাত্মন্! তোমার হৃদয় ভক্তিরসে পরিপূর্ণ বলিয়া এতদ্বিষয়ে শঙ্কর যে প্রকার কহিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবান্ শশাঙ্কশেখর নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্গুণলিঙ্গে তদীয় পূজা সর্ব্ববেদের অভিপ্রেত এবং তিনি সগুণও বটেন, এজন্য তাঁহার সগুণমূর্ত্তিপূজনও লোকসম্মত। আর শিব ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় দেবগণই সগুণ জীব বলিয়া বেদনিচয়ে প্রতিমা মাত্রে তাঁহাদিগের পূজা নির্ণীত হইয়াছে। আরও দেখ, সমুদয় শৈবশাস্ত্রে দেখা যায় যে, আবির্ভাবকালে সমস্ত দেবগণের কেবল সগুণরূপ; কিন্তু মহেশ্বরের সগুণরূপ ও নির্গুণ লিঙ্গ উভয়েরই আবির্ভাব হইয়াছে, সুতরাং লিঙ্গপূজা যুক্তিসঙ্গত। ১৩—২৩। সনৎকুমার বলিলেন, হে মহাভাগ! যে কারণে মহেশ্বরের লিঙ্গ ও প্রতিমা এবং অন্যান্য দেবগণের মূর্ত্তিমাত্রের পূজা হইয়া থাকে, তাহা আপনি প্রকাশ করিলেন, হে যোগীন্দ্র! শঙ্করের লিঙ্গশরীর আবির্ভাবের কারণ এবং কি প্রকারেই বা তাহা আবির্ভূত হইয়াছে, সেই পরম গূঢ় বিষয় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইতেছে। তখন নন্দিকেশ্বর বলিলেন, বৎস! তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি তদ্বিষয় যথার্থরূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। লোকবিখ্যাত পূর্ব্বকল্পের বহুকাল অতীত হইলে একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পর সমরাসক্ত হওয়ায়, তাঁহাদিগের অভিমান দূরীকরণার্থ ত্রিগুণাতীত ভগবান মহেশ্বর, উভয় যোদ্ধার মধ্যস্থলে স্তম্ভরূপে আবির্ভূত হইলেন। পরে সেই স্তম্ভে স্বীয় লিঙ্গচিহ্ন নিবন্ধন জগতের হিতকামনায় তাহা হইতে নির্গুণ নিজলিঙ্গ প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি ত্রিলোক মধ্যে পরমেশ্বর শঙ্করের নির্গুণ লিঙ্গ ও সগুণ কলেবর পূজা বিষয়ে কল্পিত হইতেছে। অন্যান্য দেবগণের মূর্ত্তিমাত্রেরই কল্পনা হইয়া থাকে। ফলতঃ অন্যান্য সমুদয় দেবতার কেবল মূর্ত্তিই নিয়মিত ভোগ ও শুভ দায়ক, কিন্তু শঙ্করের লিঙ্গ ও মূর্ত্তি উভয়ই সমুদয় ভোগ, মোক্ষ ও শুভপ্রদ। ২৪—৩১।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন, হে যোগীন্দ্র! পূর্ব্বকালে কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু, গরুড়াদি অনুচরবর্গে পরিবৃত ও পরম ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া অনন্তশয্যায় শয়ান আছেন, এমত সময়ে ব্রহ্মবিদগণের অগ্রগণ্য ব্রহ্মা, যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমাগত হইয়া সেই পরম সুন্দর অনন্তশায়ী পুণ্ডরীকাক্ষকে বলিলেন, কে হে তুমি, আমাকে দেখিয়াও উদ্ধত পুরুষের ন্যায় শয়ান রহিলে? "বৎস! আমি তোমার প্রভু এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাকে অবলোকন কর। দেখ, যে ব্যক্তি পূজনীয় গুরুকে আগত দর্শন করিয়াও উদ্ধতের ন্যায় আচরণ করে, সেই গুরুদ্রোহী মূঢ়চেতার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।" ব্রহ্মার এই প্রকার বাক্য শ্রবণে ভগবান্ বিষ্ণু অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়াও ব্রহ্মা যাহাতে ক্রুদ্ধ বলিয়া না জানিতে পারেন, বাহিরে এইরূপ শান্তভাব প্রকাশ করত বলিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ত সুখে আগমন করিয়াছ? আইস, এই সিংহাসনে উপবেশন কর। কিজন্য তোমাকে এরূপ ব্যগ্র দেখিতেছি? তোমার নেত্রনিচয়ের বিপরীত ভাবের হেতু কি? বিষ্ণু এইরূপ কহিলে ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস বিষ্ণো! আমি কালবেগ বশতঃ তোমার নিকট উপস্থিত

হইয়াছি, আমি জগতের পিতামহ এবং তোমার প্রভু। তখন বিষ্ণু বলিলেন, বৎস! পরিদৃশ্যমান সমুদয় জগৎই আমাতে অবস্থিত, অতএব তুমি কেবল তস্করের ন্যায় পরসম্পত্তিকে* আপনার জ্ঞান করিতেছ! দেখ, তুমি আমার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন, সুতরাং আমার পুত্র, এজন্য তুমি যেরূপ কহিতেছ, তৎসমুদয়ই অসত্য। নন্দিকেশ্বর বলিলেন, মুনে! তৎকালে সেই অনাদি-অনন্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণু মোহ বশতঃ "আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই প্রভু, তুমি নহ," এই প্রকার বলিতে বলিতে পরস্পর নিধনবাসনায় সমরে উদ্যত হইলেন। পরে সেই বীরদ্বয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু স্ব স্ব বাহন হংস ও গরুড়ে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলে, ব্রাহ্মগণ ও বৈষ্ণবগণ পরস্পর সংগ্রাম করিতে লাগিল। ১—১০। তৎকালে সমুদয় দেবতাগণ, সেই পরমাদ্ভুত-সমরদর্শন-লালসায় বিমানাধিরূঢ় হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক অম্বরতলে অবস্থিতি করত সমর দর্শন ও পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে গরুড়বাহন ভগবান্ বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলে বিবিধপ্রকার অসংখ্য দুঃসহ বাণ ও অস্ত্রনিচয় নিক্ষেপ করিলে, বিধাতাও রুষ্টচিত্তে বিষ্ণুর হৃদয়ক্ষেত্রে অনল-সন্নিভ কঠোর শরসমূহ ও বহুপ্রকার অস্ত্রনিচয় নিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে দেবগণ, তাঁহাদিগের সেই আশ্চর্য্য সংগ্রামকৌশল সন্দর্শন করিয়া নিরতিশয় আকুলচিত্তে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমরাসক্ত মহাজ্ঞানী বিষ্ণু যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া ভয়ঙ্কর মাহেশ্বরাস্ত্র সন্ধান করিলে, ব্রহ্মাও নিরতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া বিশ্বমণ্ডল কম্পিত করত বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল উদ্দেশে ঘোরতর-পাশুপতাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। অতঃপর অযুতসূর্য্যসন্নিভ, সহস্রমুখ অত্যুগ্র সেই ব্রহ্মা বিষ্ণুর অস্ত্রদ্বয় আকাশমার্গে সমুত্থিত হইলে, নিরন্তর তাহা হইতে প্রচণ্ড বায়ু নির্গত হওয়ায় আরও অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হে তাত! ব্রহ্মা বিষ্ণুর পরস্পর ঐরূপ সমর দর্শন করিয়া সমুদয় দেবগণ, রাজক্ষোভ উপস্থিত হইলে দ্বিজগণের ন্যায়, নিতান্ত বিষণ্ণ ও আকুলচিত্তে বলিতে লাগিলেন, যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তিরোভাব ও অনুগ্রহ প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং যাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন এই ভূমণ্ডলে যদৃচ্ছাক্রমে কখনই কেহ তৃণক্ষয়েও সমর্থ হয় না, সেই ত্রিশূলধারী ব্রহ্মরূপী মহেশ্বরকে নমস্কার। ১১—২১। দেবগণ ভীত হইয়া এইরূপ চিন্তা করত যথায় চন্দ্রশেখর বিরাজ করিতেছেন, সেই শিবস্থান কৈলাস-শিখরে গমনপূর্ব্বক প্রণবাকার শঙ্করস্থান সন্দর্শন করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে প্রাসাদান্তর শিবভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, সভামধ্যে দেবী পার্ব্বতীর সহিত রত্নাসনে বিরাজমান দেববর মহাদেবকে অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার বামপাদের উপরিভাগে দক্ষিণপাদ এবং তদুপরি বাম করকমল অর্পিত রহিয়াছে। সেই সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন পরমেশ্বরের চতুর্দ্দিকে শৈবগণ দণ্ডায়মান, শিবপরায়ণ রমণীনিচয় নিরন্তর তাঁহাকে বীজন করিতেছে। বেদস্তুত সর্ব্বানুগ্রহকারী পরমেশ্বর শঙ্করকে অবলোকন করিয়া অমরগণের নয়নযুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। বৎস! তৎকালে তাঁহারা, অনুচরবর্গের সহিত দূর হইতে দণ্ডের ন্যায় নমস্কার করিলে ভগবান্ শঙ্কর, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া আত্ম সমীপে আহ্বান করিলেন। অনন্তর সেই দেবশিখামণি মহাদেব, দেবগণকে আনন্দিত করত অর্থ-গম্ভীর মঙ্গলময় সুমধুর বাক্য বলিয়াছিলেন। ২২—২৮।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

শঙ্কর বলিলেন, বৎস দেবগণ! তোমাদিগের মঙ্গল ত? সমুদয় জগদ্বাসী ও দেবজাতি সকলে মদীয় শাসনে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছে ত? আমি পূর্ব্বেই ব্রহ্মা-বিষ্ণুর পরস্পর যুদ্ধবৃত্তান্ত বিদিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমাদিগের আগমনে উহা পৌনরুক্ত্যবৎ হইয়াছে। হে সনৎকুমার! সেই পার্ব্বতীপতি সহাস্যবদনে এইরূপ মধুর বাক্যে অমরবৃন্দের সন্তোষসাধন পূর্ব্বক ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সমরাঙ্গণে গমন নিমিত্ত সেই সভা মধ্যে প্রধান প্রধান শত অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন। অনন্তর পরমেশ্বরের গমন নিমিত্ত বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র নিনাদিত হইতে লাগিল এবং অনুচরবর্গ নানাপ্রকার বিভূষণে ভূষিত হইয়া স্ব স্ব বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে থাকিল। পরে অম্বিকাপতি মহেশ্বর, পঞ্চ-উপবেশনস্থান-মণ্ডিত প্রণবাকার শুভরথে আরোহণ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে, সেই সপুত্র সানুচর শঙ্করের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা উড্ডীয়মান, চামরাদি ব্যজন, পুষ্পবর্ষণ, সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ভগবান্ পশুপতি এইরূপে সম্মানিত হইয়া ভগবতী পার্ব্বতী ও সৈন্যগণের সহিত ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সমরাঙ্গণে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সংগ্রাম দর্শনে অনুচরবর্গের কোলাহল ও বাদ্যধ্বনি সকল প্রশান্ত করত গুপ্তভাবে আকাশমার্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১—৮। অনন্তর মাহেশ্বরাস্ত্র ও পাশুপতাস্ত্রে পরস্পর-হননেচ্ছু ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রপ্রভাবে জগত্রয় দগ্ধ হইতে আরম্ভ হওয়ায়; ত্রিগুণাতীত ভগবান্ শশাঙ্ক-শেখর নিদারুণ অকাল প্রলয় দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ ভীষণাকার অনল-স্তম্ভরূপে, উভয় যোদ্ধার মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইবামাত্র ত্রিলোকসংহারে সমর্থ শিখারাজি-মণ্ডিত ভয়ঙ্কর অস্ত্রদ্বয় সেই অনল-স্তম্ভে নিপতিত হইয়া প্রশান্ত

হইল। তখন তত্রত্য সকলে, অস্ত্রশান্তিকর জগতের হিতজনক অদ্ভুত ঘটনা সন্দর্শনে "এ কি আশ্চর্য্য! এ কি আশ্চর্য্য!" পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন এবং বীরাভিমানী ব্রহ্ম বিষ্ণু বলিলেন, "এ কি! এই অতীন্দ্রিয় অগ্নিময় স্তম্ভ কি প্রকারে সমুত্থিত হইল? যাহা হউক আমাদিগের ইহার উর্দ্ধ ও মূলদেশের অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য" সেই বীরদ্বয় পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহার অনুসন্ধানার্থ সত্বর উদ্যুক্ত হইলেন। ৯—১৫। পুনরায় ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, কিন্তু উভয়ে মিলিত হইয়া এক কার্য্য করা আমাদের সঙ্গত নহে। এই বলিয়া তিনি বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক স্তম্ভের মূলদেশে গমন করিতে লাগিলে, ভগবান ব্রহ্মাও হংসরূপী হইয়া অন্তানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বরাহরূপী হরি, পাতালতল ভেদ করত বহুদূর গমন করিয়াও যখন সেই অনলস্তম্ভের মূলদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না, তখন নিরতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় সেই সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। হে তাত! এদিকে ত্বদীয় পিতা বিধাতা আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে নিরতিশয় সৌগন্ধ্যময় কিঞ্চিৎ বিচ্যুত অদ্ভুত এক কেতকীকুসুম সন্দর্শন করিলেন। উহা দেখিলে বোধ হয় যেন বহুবর্ষ হইতে পতিত হইতেছে। ভগবান্ চন্দ্রশেখর, ব্রহ্ম-বিষ্ণুর অধ্যবসায় দর্শনে পরিহাস করায় তাঁহার শিরঃকম্পন হয়। তৎকালে ঐ উৎকৃষ্ট কেতক "যখন ভগবানের শিরঃকম্পন হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম-বিষ্ণুকে অনুগৃহীত করুন" এই ভাবিয়াই যেন তাঁহার মস্তক হইতে পতিত হইতেছিল। ১৬—২১। পরে ব্রহ্মা কেতককে বলিলেন, পুষ্পরাজ! তুমি কোন্ স্থান হইতে পতিত হইতেছ এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তোমাকে ধারণ করিয়াছিলেন? তখন কেতক বলিল, ব্রহ্মন্! আমি এই স্তম্ভমধ্য হইতে বহুকাল পতিত হইতেছি, কিন্তু অদ্যাপি ইহার আদি দর্শনে বঞ্চিত; অতএব তুমি এই অপ্রমেয় স্তম্ভের অন্ত-দর্শনাশা পরিত্যাগ কর। কেতক এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা কহিলেন, সখে! আমি ইহার অন্তাবলোকনার্থই হংসরূপে এই স্থানে আসিয়াছি, কিন্তু সে যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে আমার এক উপকার সাধন করিতে হইবে,—বিষ্ণুর নিকটে আমার সহিত তোমাকে এই কথা বলিতে হইবে যে, "হে অচ্যুত! বিধাতা এই স্তম্ভের অন্ত দর্শন করিয়াছেন, আমি তাহার সাক্ষী আছি" ব্রহ্মা কেতককে এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। মুনে! ব্রহ্মা যে এইরূপ অসত্য-পথ আশ্রয় করিলেন, তাহার কারণ, 'আপৎকালে অসত্যও প্রশস্ত হইয়া থাকে' এই প্রকার অনুশাসন আছে। অনন্তর ব্রহ্মা, সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুকে নিরানন্দ ও পরিশ্রান্ত নিরীক্ষণে আনন্দে নৃত্য করণানন্তর ক্লীবের ন্যায় মিথ্যাবাক্যে বলিলেন, হরে! আমি এই স্তম্ভের অগ্রভাগ দর্শন করিয়াছি, এই কেতক তাহার সাক্ষী আছে। ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে কেতকও বিষ্ণুর সন্নিধানে "ব্রহ্মা যাহা কহিলেন, তাহা সত্য বটে" এই প্রকার মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিল। ২২—২৭। তখন হরি তাহা সত্য বোধ করিয়া স্বয়ং বিধাতাকে প্রণাম পূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। পরে ভগবান্ শশাঙ্কশেখর, কপটাচারী বিধাতার শাসনার্থ স্বমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সেই অগ্নিলিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইলে, কমলযোনি প্রভুদর্শনে গাত্রোত্থান করত তাঁহার চরণকমল ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। তৎকালে বিধাতার করযুগল ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "প্রভো! আমরা মোহ বশত অনাদি-অনন্ত মূর্ত্তি আপনার প্রতি অতিকামনা-জনিত বহুতর বিতর্ক করিয়াছি, অতএব হে করুণাকর! প্রসন্ন হউন। আপনার দর্শনে আমাদিগের সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দেখুন, সমস্তই আপনার লীলামাত্র।" ব্রহ্মা এই বলিয়া বিরত হইলে মহেশ্বর হরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস হরে! তুমি প্রভুত্বাভিলাষী হইয়াও সত্য বাক্য বলায় তোমার প্রতি আমি পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব ইহার পর পবিত্র প্রদেশে তোমার পৃথক্ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, উৎসব ও পূজা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। মুনিবর! পূর্ব্বে ভগবান্ মহেশ্বর, সত্য হেতু এইরূপে প্রীত হইয়া দেবগণ সমক্ষে হরিকে সম্পূর্ণ নিজসাম্য প্রদান করিয়াছিলেন। ২৮—৩২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন, অনন্তর মহাদেব, ব্রহ্মার দর্পনাশের জন্য ভ্রূমধ্য হইতে ভৈরব নামে এক অদ্ভুত পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। পরে সেই প্রাদুর্ভূত ভৈরব, প্রভু শঙ্করকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন, প্রভো! শীঘ্র আজ্ঞা করুন, আমায় কি করিতে হইবে? তখন শঙ্কর কহিলেন, বৎস! এই যে জগতের আদিদেব সাক্ষাৎ বিধাতাকে দেখিতেছ, সত্বর শাণিত খড়্গ দ্বারা ইঁহাকে স্বকর্ম্মোচিত প্রতিফল দান কর। তখন ভৈরব, এক করে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক অন্য হস্তে ব্রহ্মার উপরিতন অসত্যভাষী পঞ্চম মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া অপর শিরশ্চতুষ্টয়ের ছেদনার্থ উদ্যত হইয়া সেই উদ্দীপ্ত অসি ঘূর্ণিত করিতে লাগিলে তোমার পিতার বিভূষণসমূহ, বস্ত্র, মাল্য, উত্তরীয় ও বিমল কেশকলাপ স্খলিত হইয়া পড়িল। তৎকালে তিনি, প্রচণ্ড বাতাহত কদলীতরু ও লতার ন্যায় কম্পিত-কলেবরে সেই ভৈরবের চরণপঙ্কজে নিপতিত হইলেন। ১—৫।

হে তাত। তৎকালে কৃপাপরায়ণ ভগবান্ কেশব, বিধাতার ব্রহ্মার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পবারি বর্ষণে মৎপ্রভুর পদপদ্ম অভিষিক্ত করত, পিতাকে পুত্রের ন্যায়, অস্ফুট-মধুর বাক্যে বলিলেন, প্রভো। পূর্ব্বে আপনিই সযত্নে ইহাঁকে ঈশ্বরচিহ্ন পঞ্চবদন প্রদান করিয়াছিলেন, অতএব এই অনুগ্রহার্থ বিধাতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অপরাধ ক্ষমা করুন। ভগবান্ অচ্যুত দেবগণ মধ্যে পরমেশ্বর মহাদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মদণ্ড হইতে ভৈরবকে নিবারণ পূর্ব্বক ভ্রষ্টকন্ধর কপটাচারী ব্রহ্মাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্। তুমি যখন পূজাকাঙ্ক্ষী হইয়া শঠতাপূর্ণ প্রভুত্ব অবলম্বন করিয়াছ, তখন বিশ্বমধ্যে তোমার পূজা ও উৎসবাদি কিছুই হইবে না। শঙ্করের এই কঠোর বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা কহিলেন, হে স্বামিন্। হে মহাবিভূতে। প্রসন্ন হউন, হে বরপ্রদ! আজ আপনি যে আমার মস্তক ছেদন করিলেন, ইহাও আমার বর বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। ১—১০। হে ভগবন্! বিশ্বযোনে! হে শৈলধন্বন্। হে শম্ভো। আপনি জগতের বন্ধু, আপনি স্বভাবগুণে সকলেরই সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মার এই প্রকার স্তবে শঙ্কর তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বৎস। জগতে রাজদণ্ডভয় না থাকিলে, সমস্তই বিনষ্ট হইবে, অতএব তুমি লোকভার বহন করত দণ্ডার্হদিগের বিনাশে প্রবৃত্ত হও এবং আমি যে সুদুর্লভ বর দান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর। তুমি আজ হইতে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য, স্মৃত্যুক্ত কার্য্য ও সমুদয় যজ্ঞের গুরু হইবে, তোমা ভিন্ন সমস্ত যজ্ঞই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ ও সদক্ষিণ হইলেও নিষ্ফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ব্রহ্মাকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদ প্রতারক কেতককে বলিলেন, অরে প্রবঞ্চক কেতক। তুই অতিশয় জঘন্য, অতএব আমার সম্মুখ হইতে দূর হ; আজ হইতে ত্বদীয় পুষ্পে আমার পূজা করিলে কিছুমাত্র প্রীতি হইবে না। মহেশ্বর এই কথা বলিলে সমুদয় দেবগণ কেতককে শিবসন্নিধান হইতে অন্যত্র গমন করিতে নিবারণ করিলেন। তখন কেতক বলিল, হে নাথ! আপনাকে নমস্কার। প্রভো! ভবদীয় অবজ্ঞায় আজ আমার জন্ম বিফল হইল, অতএব হে পিতঃ! অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার জন্মের সাফল্য করুন। দেখুন, আপনাকে স্মরণ করিলেই জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, অতএব সেই আপনি আজ যখন আমার নয়নপথের পথিক হইয়াছেন, তখন কিজন্য সামান্য মিথ্যাদোষ হইতে মুক্ত না হইব? ভগবান্ শঙ্কর দেবসভামধ্যে কেতককর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া বলিলেন, কেতক! আমি জগতের ঈশ্বর, আমার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে; একারণ তোমাকে ধারণ করা আমার কোন ক্রমেই উচিত নহে। তবে, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ তোমাকে ধারণ করিবেন; তাহা হইলেই তোমার জন্ম সফল হইবে। আর তুমি বিতানচ্ছলে আমার উপরিভাগে অবস্থান করিতে পারিবে। ভগবান্ চন্দ্রমৌলি,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কেতককে এইরূপে অনুগৃহীত করত নিরন্তর সমুদয় দেবগণ-কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সেই সভামধ্যে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ১১—২১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

নন্দিকেশ্বর বলিলেন, তৎকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু, উভয় শঙ্করকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যথাক্রমে তাঁহার দক্ষিণ ও বামভাগ অবলম্বন করত অবস্থান করিতেছিলেন। পরে তাঁহারা সেই পূজনীয় পরমেশ্বরকে পরিবারবর্গের সহিত উৎকৃষ্ট সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া পবিত্র পুরুষ-বস্তু দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। যাহা পুরুষসঙ্কল্প প্রভব, তাহাই পৌরুষ বস্তু, আর যাহা প্রকৃতি সম্ভব, তাহাকে প্রাকৃত বস্তু কহে। তাহার মধ্যে কোন্ কোন বস্তু দীর্ঘকালস্থায়ী ও কোন কোন বস্তু অল্পকালস্থায়ী হইয়া থাকে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, ক্রমে হার, নূপুর, কেয়ূর, কিরীট, মণিময় কুণ্ডল, যজ্ঞসূত্র, উত্তরীয় স্রক্, ক্ষৌমবস্ত্র, মাল্য, অঙ্গুরীয়ক, পুষ্প, তাম্বূল, কর্পূর, চন্দন, অগুরু, ধূপ, দীপ, শ্বেতচ্ছত্র, ব্যজন, ধ্বজ, চামর এবং বাক্য ও মনের বর্ণনাতীত সাধারণ জীবগণের অপ্রাপ্য পতিযোগ্য অন্যান্য দিব্যোপহারে প্রভু শঙ্করকে পূজা করিলেন। হে সর্ব্বলোক হিতাকাঙ্ক্ষিন্ সনৎকুমার! যে সকল বস্তু উৎকৃষ্টতম, তাহাই পতিযোগ্য বলিয়া জানিবে। অনন্তর পরমেশ্বর পূজ্যগণের কর্ত্তব্যানুসারে ব্রহ্ম-বিষ্ণু প্রদত্ত অখিল বস্তুই [illegible] যথাক্রমে সভ্য-সম্প্রদায়কে বিভাগ করিয়া দিলেন। তন্নিবন্ধন তৎকালে মহৎ কোলাহল হইয়া উঠিল। ব্রহ্ম-বিষ্ণু এবম্প্রকারে পূজা করিলে, সেই ভক্তিবর্দ্ধন শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া সস্মিতবদনে তাহাদিগকে কহিলেন, বৎসদ্বয়! অদ্য আমি এই মহৎ দিনে তোমাদিগের পূজায় পরম প্রীতিলাভ করিলাম, অতএব চিরকাল এই পবিত্র দিন শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সমাদৃত হইবে এবং মৎপ্রিয় এই তিথি 'শিবরাত্রি' নামে জগতে খ্যাতিলাভ করিবে। যে ব্যক্তি এই কালে মদীয় লিঙ্গ বা প্রতিমূর্ত্তিতে আমার পূজা করিবে, সে জগতের সৃষ্টি-স্থিত্যাদি কার্য্যে সমর্থ হইবে। [illegible] ব্যক্তি শিবরাত্রি-দিনে ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অহোরাত্র উপবাসী হইয়া যথাশক্তি যথাবিধি আমার পূজা করিলে, একবর্ষ নিরন্তর মদীয় পূজায় যে ফললাভ হইয়া থাকে, সদ্যঃ সেই ফললাভ করিবে, সন্দেহ নাই। ফলতঃ চন্দ্রোদয়-কাল যেরূপ সাগরের বৃদ্ধিকারক, সেইরূপ

এতৎকালও মদ্ধর্ম্মের পুষ্টিজনক জানিবে। আর হে বৎসদ্বয়! অগ্রহায়ণ মাসের আর্দ্রা নক্ষত্রে মদীয় প্রতিষ্ঠাদি উৎসব অতিশয় মঙ্গলপ্রাপক, কারণ ইতিপূর্ব্বে আমি তৎকালেই স্তম্ভরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। অধিক কি, যে ব্যক্তি তৎকালে পার্ব্বতীর সহিত আমাকে বা মৎপ্রতিমা বা মল্লিঙ্গ দর্শন করিবে, কার্ত্তিকেয় হইতেও সে আমার অধিক প্রিয় হইবে। সেই শুভদিনে যখন কেবল দর্শন মাত্রেই এই প্রকার পর্য্যাপ্ত ফল, তখন তদ্দিনে অর্চ্চনায় যে কিরূপ ফল, তাহা বাক্য ও মনের অগোচর। আর আমি যখন এই রণরঙ্গস্থলে লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছি তখন এইস্থান 'লিঙ্গস্থান' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ১—১৮। হে পুত্রদ্বয়! জগদ্বাসীদিগের দর্শন ও পূজনার্থ আদ্যন্তহীন এই স্তম্ভ ক্ষুদ্ররূপে অবস্থিত থাকিবে। ভোগজনক আমার এই লিঙ্গ ভুক্তি মুক্তির প্রধান সাধন। ইহা দর্শন, স্পর্শন বা ধ্যান করিলে জীবগণ অনায়াসে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে এবং অনলাচল সঙ্কাশ সমুত্থিত এই লিঙ্গ 'অরুণাচল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এই স্থানে বহু তীর্থের অধিষ্ঠান থাকিবে ও জীবগণের অবস্থান বা মৃত্যুলাভ ঘটিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে। এই স্থান নিরন্তর জনগণের আবাস ও রথোৎসবাদি কল্যাণ কার্য্যে পরিপূর্ণ থাকিবে। এস্থানে দান, হোম ও জপাদি কার্য্য করিলে তাহা কোটিগুণ ফলজনক হইবে। অধিক কি, সমুদয় মদীয় ক্ষেত্র হইতে ইহা উৎকৃষ্টতম। এই স্থানে আমাকে স্মরণ করিলেই দেহিগণ মুক্তিলাভ করিবে অতএব সর্ব্বকল্যাণকর সর্ব্বমুক্তিপ্রদ পরমশোভন এই শুভক্ষেত্র যে সর্ব্বোত্তম, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই স্থানে লিঙ্গরূপী আমাকে পূজা করিলে সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য সার্ষ্টি ও সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, অতএব হে বৎসগণ! শীঘ্র তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে। নন্দিকেশ্বর বলিলেন, ভগবান্ মহেশ্বর, ব্রহ্মা-বিষ্ণুকে এইরূপে অনুগৃহীত করিয়া নিজ প্রভাবে অমৃতধারা বর্ষণ করত তাঁহাদিগের যুদ্ধে পরস্পর হত সৈন্যদিগকে জীবিত করিলেন। পরে তাঁহাদের মূঢ়তা ও পরস্পর বিরোধ তিরোহিত করিবার জন্য বলিলেন, বৎসদ্বয়! সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় প্রকার মূর্ত্তি কেবল আমারই আছে, অন্য কাহারই নাই; এজন্য অপর কেহই ঈশ্বর নহেন। দেখ, আমি পূর্ব্বে নির্গুণ স্তম্ভরূপে ও পশ্চাৎ সগুণ স্বমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছি। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মত্ব ও সগুণ ঈশ্বরত্ব আমা ভিন্ন কাহারই নাই, একারণ তোমাদের উভয়ের বা অন্য কাহারই কোন ক্রমে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অজ্ঞানতা নিবন্ধনই তোমাদিগের এতাদৃশ মহাদ্ভুত ঈশ্বরাভিমান সমুৎপন্ন হইয়াছে, আমি তন্নিরাকরণার্থই এই সমর-ভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছি। এক্ষণে আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে চিত্ত সন্নিবেশিত কর। ইহা নিশ্চয় জানিও যে, মদীয় প্রসাদেই ত্রিজগতে সমুদয় কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। গুরুবাক্যই এতদ্বিষয়ের ব্যঞ্জক বা পুনঃপুনঃ প্রমাণ হইয়া থাকে; সম্প্রতি তোমাদিগের প্রীতির নিমিত্ত নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ববিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৯—৩৫। আমিই সেই নিরাকার পরমব্রহ্ম এবং সগুণ ও নির্গুণ। যাহা দেখিতেছ, তাহাও আমার স্বরূপ। উক্ত ব্রহ্মত্ব নিবন্ধন আমিই ঈশ্বর ও অনুগ্রহাদি আমারই কার্য্য। হে ব্রহ্ম কেশব! আমি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জগতের বৃদ্ধিকারক বলিয়া ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইয়া থাকি এবং আমি সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন ও সর্ব্বব্যাপী, এজন্য সকলে আমাকে আত্মা বলিয়া থাকে, মদ্ভিন্ন অপর সমুদয় জীবই যে অনাত্মা; তাহার আর সংশয়মাত্র নাই। আমি ঈশ্বর বলিয়াই অনুগ্রহাদি-সর্গান্ত পঞ্চ জগৎকৃত্য নিয়মিতরূপে বিধান করিয়া থাকি আমা ব্যতীত অন্য কাহারই তাহাতে সামর্থ্য নাই। আর তোমাদিগকে আমার ব্রহ্মত্ব-জ্ঞাপনার্থই অগ্রে নির্গুণ লিঙ্গরূপে উৎপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অজ্ঞাত ঈশ্বরত্ব প্রকাশের জন্য সাক্ষাৎ সগুণ ঈশ্বররূপে তোমাদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছি। অতএব আমাকেই সগুণ ঈশ্বর বলিয়া জানিবে, আর দৃশ্যমান নির্গুণ এই স্তম্ভই আমার ব্রহ্মত্ব ব্যঞ্জক। বৎসদ্বয়! ঐ স্তম্ভে যখন আমার লিঙ্গচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে, তখন উহা আমার লিঙ্গ, তোমরা নিত্য ঐ লিঙ্গের পূজা করিবে। উহা আমার স্বরূপ ও আমার সান্নিধ্যকারক। ঐ লিঙ্গ নিত্য মহৎ পূজনীয়, কারণ, লিঙ্গ ও লিঙ্গবানে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। হে কুমারযুগল! অধিক কি বলিব, যে স্থানে ঈদৃশ মদীয় লিঙ্গমানের প্রতিষ্ঠা হইবে, তথায় আমি অপ্রতিষ্ঠিত হইলেও প্রতিষ্ঠিত হইব। যে ব্যক্তি ঐরূপ এক লিঙ্গ স্থাপন করিবে, সে আমার সাম্য এবং যে লিঙ্গদ্বয় স্থাপিত করিবে, সে আমার ঐক্যরূপ ফলভাগী হইবে। ফলতঃ আমার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন অপেক্ষা লিঙ্গস্থাপনই প্রধান, কারণ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইলেও যে স্থানে লিঙ্গ স্থাপন না হইবে, তাহা শিবক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইবে না। ৩৬—৪৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭॥

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বিষ্ণু বলিলেন, প্রভো! কৃপা করিয়া আমাদিগের নিকট আপনার সৃষ্ট্যাদি পঞ্চকৃত্যের লক্ষণ প্রকাশ করুন। তখন শঙ্কর বলিলেন, বৎসদ্বয়! মদীয় পঞ্চকৃত্য-লক্ষণ নিগূঢ় হইলেও তোমাদিগের প্রতি প্রীতি নিবন্ধন বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ব্রহ্ম-কেশব! সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ, এই পঞ্চ জগৎকৃত্য

আমার নিত্যসিদ্ধ। তন্মধ্যে সংসারারম্ভ—সৃষ্টি, সংসারবৃদ্ধি—স্থিতি, সংসারক্ষয়—সংহার, জীবগণকে সংসার হইতে উদ্ধরণ—তিরোভাব এবং সংসার হইতে জীবগণের মুক্তিবিধানই অনুগ্রহ-পদবাচ্য। এই যে আমি পঞ্চবিধ কৃত্যের নির্দ্দেশ করিলাম ইহা আমারই জানিবে। তবে যে পৃথিব্যাদি হইতে এই কার্য্য সাধিত হইতেছে, সে কেবল পুরদ্বারস্থ জলপতিত জনগণের প্রবেশাদিরূপ ব্যাপারান্বিত প্রতিবিম্বের ন্যায়। বস্তুতঃ সৃষ্ট্যাদি সাংসারিক চতুঃকৃত্য এবং মুক্তির নিদান অনুগ্রহ, নিয়ত আমাতেই অবস্থিত; কিন্তু জনগণ এই পঞ্চকৃত্য ভূম্যাদি পঞ্চভূতে দর্শন করিয়া থাকে। তাহারা ভূমিতে সৃষ্টি, জলে স্থিতি, অগ্নিতে সংহার, অনিলে তিরোভাব ও অম্বরে অনুগ্রহের জ্ঞান করে। ফল কথা,—বিদ্বদ্‌গণের এইরূপ জ্ঞাতব্য যে, মদীয়মূর্ত্তি ধরা দ্বারা সমুদয়ের সৃষ্টি, জল দ্বারা বর্দ্ধন, অনল দ্বারা সংহার, অনিল দ্বারা তিরোভাব ও অম্বর দ্বারা অনুগ্রহ সাধিত হইতেছে। এই পঞ্চকৃত্যভার বহনজন্য দিক্‌চতুষ্টয়ে ও তন্মধ্যে আমার পঞ্চবদন বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে চারিটী মুখ চারি দিকে এবং অপর পঞ্চম মুখটী মধ্যস্থলে অবস্থিত। ১—৯। বৎসদ্বয়! তোমরা উভয়ে তপস্যা দ্বারা আমাকে প্রীত করিয়া মৎপ্রিয় সৃষ্টি-স্থিতি নামক কৃত্যদ্বয় গ্রহণ করিয়াছ এবং রুদ্র ও মহেশ অপর কৃত্যদ্বয় লাভ করিয়াছেন, কিন্তু অনুগ্রহাখ্য কৃত্য কেহই প্রাপ্ত হইতে সমর্থ নহেন। তোমরা কালবশে সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল বিস্মৃত হইয়াছ, কেবল রুদ্র ও মহেশের তাহা অদ্যপি স্মৃতিপথারূঢ় আছে। আমি এই নিমিত্তই তাঁহাদিগকে কি রূপ, কি বেশ, কি কৃত্য, কি বাহন, কি আসন, কি আয়ুধাদি—সর্ব্ব বিষয়েই মৎসাদৃশ্য অর্পণ করিয়াছি। বৎসদ্বয়! তোমাদিগের কেবল মদীয় ধ্যান-পরাঙ্মুখতা নিবন্ধনই এবম্প্রকার অজ্ঞানতা উপস্থিত হইয়াছে, নতুবা আমাকে যথার্থরূপে বিদিত থাকিলে মহেশের ন্যায় তোমাদিগেরও কখন এরূপ অভিমান ঘটিত না। একারণ বলিতেছি, আমাকে যথার্থরূপে বিদিত হইবার জন্য আজ হইতে 'ওঙ্কার' নামক মান-নাশন মদীয় পরম-মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ কর। নিরতিশয় মঙ্গলজনক মদীয় ঐ ওঙ্কার পূর্ব্বে আমি তোমাদিগকে উপদেশ করিয়াছি। মত্তত্ত্বপ্রকাশক উক্ত ওঙ্কার পূর্ব্বে মন্মুখ হইতেই নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। উহা আমার বাচক ও আমি উহার বাচ্য, সুতরাং ঐ মন্ত্র আমারই স্বরূপ; কারণ, বাচ্য ও বাচকে বিভিন্নতা নাই। এজন্য নিত্য উহার স্মরণ করিলেই আমাকে স্মরণ করা হইবে। প্রথমে আমার উত্তর মুখ হইতে অকার, পশ্চিম মুখ হইতে উকার, দক্ষিণ মুখ হইতে মকার, পূর্ব্বমুখ হইতে বিন্দু ও মধ্য মুখ হইতে নাদ সমুৎপন্ন হয়। এইরূপ পঞ্চাক্ষরে বিবৃত ওঙ্কার পুনরায় একীভূত হইয়া একাক্ষর হইয়াছে। শিবশক্তি বোধক উক্ত ওঙ্কার মন্ত্রে স্ত্রীপুরুষরূপ ভূতকুলত্রয়, বেদচতুষ্টয় ও সমুদয় নাম-রূপাত্মক পদার্থই পরিব্যাপ্ত আছে। ১০—২০। পরে ঐ ওঙ্কারের অকার হইতে নকার ও উকার হইতে মকার ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চাক্ষর সমুদ্ভূত হইলে, পুনরায় সেই পঞ্চাক্ষর হইতে অকারাদি ৯কারান্ত পঞ্চ প্রকার মাতৃকাবর্ণ উৎপন্ন হয়। অনন্তর মদীয় পঞ্চবক্ত্র হইতে ত্রিপদ গায়ত্রী সমুদ্ভূত হইলে, তাহা হইতে সমুদয় বেদ এবং সমুদয় বেদ হইতে কোটি কোটি মন্ত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল মন্ত্রে কেবল নির্দ্দিষ্ট ফলসিদ্ধি আর ওঙ্কার হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। ফলতঃ সর্ব্বমন্ত্রের মূলস্বরূপ ঐ ওঙ্কার, সর্ব্বপ্রকার ভোগ ও মুক্তি পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকে, আর অন্যান্য শুভ মন্ত্ররাজ সকল কেবল সাক্ষাৎ ভোগপ্রদ। নন্দিকেশ্বর বলিলেন, গুরু ভগবান্ শঙ্কর, এইরূপ কহিয়া বস্ত্র দ্বারা আবরণ পূর্ব্বক উদঙ্মুখস্থিত সেই শিষ্যদ্বয়—ব্রহ্মা-বিষ্ণুর মস্তকে হস্তার্পণ করত অম্বিকার সহিত পুনরায় মন্ত্র প্রদান করিলে, সেই শিষ্যদ্বয়ও যন্ত্র-তন্ত্র-সমন্বিত মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দক্ষিণার্থ গুরু উদ্দেশে আত্ম সমর্পণ করিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই জগদ্‌গুরু মহাদেবকে কহিলেন, হে গুরো! আপনি নির্গুণ অথচ সগুণ ও যাবতীয় সগুণ পদার্থের প্রভু এবং নির্গুণ তেজোময়; আমরা সর্ব্বরূপী আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। হে প্রভো! আপনি প্রণববাচ্য, প্রণবলিঙ্গী, সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা এবং পঞ্চবদন; আপনাকে নমস্কার। ২১—২৯। হে শম্ভো! যিনি পঞ্চ ব্রহ্ম ও পঞ্চকৃত্যস্বরূপ, যাঁহার গুণ ও শক্তির ইয়ত্তা নাই, সেই সগুণ-নির্গুণরূপী পরমাত্মা পরমব্রহ্ম গুরুদেব আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এইরূপে গুরু মহেশ্বরকে স্তব ও প্রণাম করিলে, তিনি কহিলেন, বৎসযুগল! আমি তোমাদিগকে সমুদয় তত্ত্বই কহিয়াছি এবং দর্শন করাইয়াছি, এক্ষণে কেবল দেবীর অভিপ্রেত মদাত্মক প্রণব-মন্ত্রেরই জপ করিতে থাক, তাহা হইলেই সুস্থির জ্ঞান ও সর্ব্ব প্রকার শাশ্বত-ভাগ্য লাভ হইবে। আর্দ্রা নক্ষত্র ও চতুর্দ্দশী তিথিতে উক্ত মন্ত্র জপ করিলে অক্ষয় ফলজনক এবং সূর্য্যের গতি অনুসারে মহার্দ্রা হইলে তৎকালীন জপ কোটিগুণ-ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মৃগশিরার অন্ত্যপাদ ও পুনর্ব্বসুর আদ্যপাদও জপ, হোম এবং তর্পণাদি কার্য্যে আর্দ্রার তুল্য জানিবে। প্রভাতি কাল হইতে সঙ্গব কাল (চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মুহূর্ত্ত) পর্য্যন্ত মদীয় লিঙ্গ বা প্রতিমা দর্শন প্রশস্ত। পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশী, নিশীথ-ব্যাপিনী কিম্বা প্রতিপদযুক্ত প্রদোষ-ব্যাপিনীই জপ-পূজাদি কার্য্যে গ্রাহ্য। মদীয় লিঙ্গ ও প্রতিমা তুল্য হইলেও উপাসকদিগের পক্ষে লিঙ্গই প্রধান; একারণ মুমুক্ষু জীবগণের প্রতিমা অপেক্ষা লিঙ্গপূজনই উৎকৃষ্ট। সাধকগণ ওঙ্কার

দ্বারা লিঙ্গের ও পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বারা প্রতিমার পূজা করিবে। যদীয় লিঙ্গ বা প্রতিমা পর-প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্বয়ং সংত্র্য উপচারে তাহার পূজা করিলে সাধকগণ অনায়াসে শিবপদলাভে সমর্থ হয়। ভগবান্ শঙ্কর শিষ্যদ্বয়কে এইরূপ উপদেশ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ৩০—৩১।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

নবম অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে সূত! কি প্রকারে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং ঐ লিঙ্গের লক্ষণ কিরূপ? আর কিরূপে তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য ও কীদৃশ দেশ-কালেই বা তাহা বিহিত আছে, তাহা কীর্ত্তন কর। ঋষিগণের ঈদৃশ প্রস্তাবে সূত বলিলেন, ঋষিগণ! আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় ব্যক্ত করিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। যে স্থানে নিত্য পূজা হইতে পারে, এরূপ পুণ্য নদীতট বা তীর্থস্থানে শাস্ত্রোক্ত অনুকূল শুভসময়ে যথাভিরুচি মৃন্ময়, জলময় বা যে কোন ধাতুময় লিঙ্গ স্থাপন করিবে। ঐ লিঙ্গ শৈবশাস্ত্রোক্ত লক্ষণ সমন্বিত হইবে, তাহা হইলেই তৎপূজনে যথাসময়ে তাহার ফললাভ হয়, আর সর্ব্বলক্ষণান্বিত হইলে সদ্যঃ পূজার ফলপ্রদ হইয়া থাকে। চলনযোগ্য আধারে সূক্ষ্ম লিঙ্গের ও স্থাবরে স্থূল লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাই প্রশস্ত এবং তাহা যথোক্ত লক্ষণান্বিত ও পীঠযুক্ত করিয়া স্থাপন করা বিহিত। উক্ত লিঙ্গপীঠ মণ্ডলাকৃতি, চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ হইবে, আর উহার যদি খট্টাঙ্গবৎ মধ্যভাগ ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে মহাফল জনক হইয়া থাকে। মৃত্তিকা বা শিলাদি অপেক্ষা লৌহাদি-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গের স্থাপন প্রশস্ত এবং স্থিরতর আধারে লিঙ্গ ও পীঠ একবস্তু গঠিত হইলে ভাল হয়; কিন্তু বাণলিঙ্গ ব্যতীত অন্যত্র লিঙ্গ ও পীঠ একবস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হওয়া উচিত। উক্ত শিবলিঙ্গ, কর্ত্তার দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত হইলে উত্তম; উহার অধিক হইলেও দোষাবহ নহে, কিন্তু তদপেক্ষা ন্যূন হইলে ফলেরও ন্যূনতা জানিবে। কেবল চলনযোগ্য আধারে একাদশাঙ্গুল পরিমিতও বিহিত আছে। ১—৯। শিবস্থাপক ব্যক্তিগণ, অগ্রে কারুকার্য্য-নিপুণ ব্যক্তি দ্বারা নানা দেবমূর্ত্তি-সমন্বিত মন্দির নির্ম্মাণ করাইবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে উহার প্রধান দুই দ্বার থাকিবে। পরে নীলকান্ত, পদ্মরাগ, বৈদূর্য্য, স্তাম, মরকত, মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ ও বজ্র নামক নবরত্ন ভূষিত দর্পণ-জড়িত দৃঢ় রমণীয় মন্দিরের অভ্যন্তরগৃহে বেদিকার উপর যে স্থানে লিঙ্গস্থাপন হইবে, তাহার মধ্যদেশে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নবরত্ন নিক্ষেপ পূর্ব্বক "সদ্যোজাতায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে পঞ্চস্থানে লিঙ্গের পূজা করিয়া সপরিবার শিব উদ্দেশে অগ্নিতে বহুবার ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর প্রচুর অর্থ ও অভিলষিত বস্তু দ্বারা গুরু, আচার্য্য ও বান্ধবগণের পূজা করিয়া অর্থীদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি প্রভূত ঐশ্বর্য্য দান করত সযত্নে অভিলষিত দ্রব্যে সর্ব্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গম জীবনিচয়ের সন্তোষসাধন পূর্ব্বক সুবর্ণ ও নবরত্ন-পূরিত পূর্ব্বোক্ত গর্ত্তমধ্যে লিঙ্গ স্থাপন করিবে। পরে পীঠের সহিত লিঙ্গের যোজনা করিয়া লাক্ষা প্রভৃতি বহুকালস্থায়ী বিলেপন-দ্রব্যে লিঙ্গ ও পীঠ দৃঢ়রূপে সংযোজিত করিবে। পরম শুভজনক শিবপ্রতিমা-স্থাপনেরও এইরূপ বিধি জানিবে, কেবল উৎসবার্থ একবার বহির্দ্দেশে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে প্রতিমার পূজা করিতে হয়, এইমাত্র বিশেষ। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিবলিঙ্গ বা শিবপ্রতিমা স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিলে অথবা গুরুদত্ত বা সাধুগণ-পূজিত শিবপ্রতিমার পূজা করিলে, শিবপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। মুনিগণ! পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক আরও দ্বিপ্রকার শিবলিঙ্গ উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানিগণ তরু-গুল্মাদিকে স্থাবর ও কৃমি-কীটাদিকে জঙ্গম শিবলিঙ্গরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহাদিগেরই সুখাভিলাষে জলসেকাদি দ্বারা স্থাবরের শুশ্রূষা ও অন্নাদি দ্বারা জঙ্গম লিঙ্গ কীটাদির তৃপ্তি সাধন করে, সে শিবপূজার ফললাভ করে। হে তপোধন-নিচয়! সমুদয় লিঙ্গপীঠ পার্ব্বতী স্বরূপ ও সমুদয় লিঙ্গই চিন্ময় শিবস্বরূপ জানিবে। ভগবান্ শঙ্কর যে প্রকার দেবী কাত্যায়নীকে ক্রোড়ে ধারণ করত অবস্থান করেন, সেইরূপ ঐ লিঙ্গও পীঠকে অবলম্বন করিয়া নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ১০—২১। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহালিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক উপচারসমূহে পূজা করিবে এবং যথাশক্তি নিত্য তাঁহার পূজা ও ধ্বজাদি দান করা বিধেয়। ঐরূপ করিলে সাক্ষাৎ শিবপদ লাভ হইয়া থাকে। অথবা প্রত্যহ আবাহন, আসন, অর্ঘ্য, পাদ্য, পাদ্যাঙ্গ, আচমনীয়, অভ্যঙ্গ পূর্ব্বক স্নানীয়, বস্ত্র, গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নীরাজন, তাম্বূল, নমস্কার ও বিসর্জ্জন এই ষোড়শোপচারে যথাবিধি, চরলিঙ্গের পূজা করিলেও ক্রমে শিবপদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। কিংবা নিত্য অর্ঘ্য হইতে নৈবেদ্য পর্য্যন্ত দান করিয়া পরে পুনরায় যথাশক্তি অভিষেক, নৈবেদ্য, নমস্কার ও তর্পণ করিলেও ক্রমে তাহা শিবপদ-প্রাপক হইয়া থাকে। অথবা যে কোন মনুষ্য, ঋষি বা দেবতা-স্থাপিত কিংবা স্বয়ং-উদ্ভূত বা যাহার স্থাপনের আদি নির্ণয় হয় না, এ সকল লিঙ্গে প্রত্যহ যথাশক্তি প্রদক্ষিণ ও নমস্কারের সহিত উপচার দানে পূজা করিলেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফললাভ হয়; তাহা হইলেই ক্রমে শিবপদ প্রাপণে সমর্থ হইতে পারা যায়। আর নিয়মিতরূপে লিঙ্গ দর্শন করিলেও শিবপদ লাভ হয়। সাধকগণ যত্নের

সহিত যথারুচি মৃত্তিকা, গোময়, পুষ্প, ফল, গুড়, নবনীত, ভস্ম বা অন্ন দ্বারাও শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিতে পারেন এবং কেহ কেহ অঙ্গুষ্ঠাদিতেও শিবপূজা বিহিত বলিয়াছেন। ফলতঃ কোন প্রকার লিঙ্গকল্পনাতেই নিষেধ নাই। কিন্তু ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বত্র পরিশ্রমানুরূপ ফলদান করিয়া থাকেন। আর শ্রদ্ধার সহিত শিবলিঙ্গ বা তৎপ্রাপ্তি-যোগ্য মূল্য শিবভক্তকে দান করিলে, তাহাতেও শিবপদ লাভ হয়। কিংবা নিত্য দশ সহস্র সংখ্যক বা উভয় সন্ধ্যাতেই সহস্রসংখ্যক করিয়া প্রণব জপ করিলে, তাহাও শিবপদপ্রদ হইয়া থাকে। উক্ত প্রণব মন্ত্রের জপকালে মনের শুদ্ধি সম্পাদন আবশ্যক। সমাধি হইলে মানস জপ ও অপর সমুদয় কালে অপরিস্ফুট জপ বিহিত হইয়াছে, কিন্তু যে কোন প্রকার জপ করিতে হইলেই এরূপে করিতে হইবে যে, যাহাতে উক্ত প্রণব সমভাবে উচ্চারিত হয় এবং বিন্দু ও নাদ সুস্পষ্ট থাকে। ২৭—৩৮। অথবা নিত্য সযত্নে অযুতসংখ্যক কিংবা উভয় সন্ধ্যাকালেই সহস্রসংখ্যক পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে পারিলে, শিবপদ প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। ব্রাহ্মণের উক্ত পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে হইলে, অগ্রে প্রণবযুক্ত করা প্রশস্ত। সমুদয় মন্ত্রই গুরূপদিষ্ট হইলেই ফলজনক হইয়া থাকে, আর গুরুকর্তৃক অভিষিক্ত হওয়া ও তন্নিকটে মাতৃকান্যাস শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাপেক্ষা সত্যপূতাত্মা জ্ঞানী ব্রাহ্মণ গুরুই সুপ্রশস্ত জানিবে। সাধুগণ দ্বিজগণের পক্ষে উক্ত মন্ত্রের পূর্ব্বে ও অন্যের পক্ষে পরে নমঃপদ বিহিত করিয়াছেন এবং স্ত্রীলোকের কোন স্থানে উহা নমোহন্ত ইচ্ছা করেন, কিন্তু কেহ কেহ বিপ্রস্ত্রীদিগের পক্ষে পূর্ব্বে নমঃপদ প্রদানের বিধান বলেন। সাধক পঞ্চকোটি বার উক্ত মন্ত্রের জপ করিলে সদাশিবের সমান হইয়া থাকেন এবং এককোটি, দ্বিকোটি, ত্রিকোটি ও চতুষ্কোটি বার জপ করিতে পারিলে ব্রহ্মাদির পদলাভ করা যায়। অথবা উক্ত মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরের পৃথক্ পৃথক্রূপে লক্ষবার কিংবা মন্ত্রাক্ষরের সংখ্যানুসারে লক্ষবার জপ করিলেও শিবপদ লাভ হইয়া থাকে। ৩৯—৪৪। আর প্রতিদিন সহস্র করিয়া দশলক্ষ জপ এবং যথাসাধ্য ব্রাহ্মণভোজন করাইলে সর্ব্বপ্রকার ইষ্টসিদ্ধি হয়। অথবা যে ব্রাহ্মণ, নিত্য প্রাতঃকালে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবেন, ক্রমে তিনি শিবপদ প্রাপ্ত হইবেন। কিংবা যথানিয়মে একাক্ষর, দশাক্ষর, শতাক্ষর বা তদূর্দ্ধক একশতাক্ষর-বিহীন সহস্রাক্ষর অথবা অযুতাক্ষর বেদমন্ত্র ও সূক্ত পাঠ করিলে বা বেদপারায়ণ করিলেও শিবপদ লাভ হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য বহুতর মন্ত্রেরও অক্ষর সংখ্যানুসারে লক্ষ জপ করিলে শিবস্থান লাভ হয়; কিন্তু একাক্ষর মন্ত্রের কোটি বার জপ ও পরে পুনরায় ভক্তিপূর্ব্বক সহস্রবার জপ করা বিধেয়। স্বয়ং মহেশ্বর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিত্য ওঙ্কাররূপ একাক্ষর মন্ত্র সহস্রবার করিয়া জপ করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আর শিবকার্য্যার্থে পুষ্পোদ্যানাদি প্রস্তুত ও সম্মার্জ্জনাদি করিলেও শিবপদ লাভ হয়। সকলেরই ভক্তিভাবে নিত্য শিবক্ষেত্রে বাস করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই সর্ব্বপ্রকার ভোগ ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। এজন্য সুবুদ্ধি জীবগণের মরণ পর্য্যন্ত শিবক্ষেত্রে বাস সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে স্থানে মনুষ্য কর্তৃক শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়, এরূপ শিবক্ষেত্রের উক্ত শিবলিঙ্গ হইতে শতহস্ত পর্য্যন্ত স্থান পুণ্যজনক হইয়া থাকে, আর দেবতা বা ঋষি-স্থাপিত শিবলিঙ্গযুক্ত ক্ষেত্রে সহস্র অরত্নি পর্য্যন্ত স্থান পুণ্যপ্রদ এবং যে ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তথায় উক্ত লিঙ্গ হইতে সহস্র ধনুঃ পরিমাণ পর্য্যন্ত ভূমি পুণ্য হইয়া থাকে। ভগবান্ শঙ্কর কহিয়াছেন, পুণ্যক্ষেত্রস্থিত বাপী, পুষ্করিণী ও কূপাদি সকল শিবগঙ্গা বলিয়া জানিবে; সেই স্থানে স্নান, দান ও হোমাদি কার্য্য করিলে শিবপদ লাভ করা যায়, একারণ সকলেই মরণ পর্য্যন্ত শিবক্ষেত্রে বাস করিবে। ৪৫—৫৭। উক্ত ক্ষেত্রে যাহার দাহ, দশাহকৃত্য, মাসিক, সপিণ্ডীকরণ বা বার্ষিককৃত্য হয় এবং যদুদ্দেশে ক্ষেত্রপ্রাপ্তি নিমিত্ত পিণ্ডদান করা যায়, সে তৎক্ষণাৎ শিবপদ লাভ করিয়া থাকে। অথবা ঐস্থানে সপ্তরাত্র, পঞ্চরাত্র, ত্রিরাত্র বা একরাত্র বাস করিলেও ক্রমে শিবপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানবগণ বিশুদ্ধ আচার ও ভক্তিবলে ক্রমে উচ্চোচ্চতর বর্ণে জন্মগ্রহণ করত স্ববর্ণানুরূপ ফলাতিশয্য লাভ করে। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল কামনাকৃত হইলে সদ্যঃফলজনক এবং অকামকৃত হইলে সাক্ষাৎ শিবপদপ্রদ হইয়া থাকে। শিবারাধনা-কার্য্য কি প্রাতঃকাল, কি মধ্যাহ্নকাল, কি সায়াহ্নকাল, সর্ব্বসময়েই বিহিত আছে। তন্মধ্যে প্রাতঃকাল নিত্য-বিধির সম্পাদক, মধ্যাহ্নকাল কাম্যফলের সম্পাদক এবং সায়াহ্ন ও রাত্রিকাল বৈরাগ্যের সম্পাদক বলিয়া জানিবে। আর রাত্রির মধ্যম যামদ্বয়রূপ নিশীথকালে শিবপূজা করিলে তাহা বিশেষরূপে অভীষ্ট-সিদ্ধিদায়ক হয়। মানবগণ, এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিলে যথোক্ত ফলভাগী হইতে পারে; বিশেষ কলিযুগে অধিকারিভেদে উক্ত যে কোন কার্য্য দ্বারাই বিশিষ্ট ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি সদ্বৃত্তি ও পাপভীরু, সেই তত্তৎকার্য্যের যথার্থ ফল প্রাপ্ত হয়। সূতের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ বলিলেন, হে যোগিগণাগ্রগণ্য সূত! সমুদয় স্ত্রীপুরুষগণ যাহাকে অবলম্বন করিয়া অনায়াসে শিবপদ লাভ করিতে পারে, সংক্ষেপে সেই সকল পবিত্র-ক্ষেত্র ও শিবমাহাত্ম্যপ্রকাশক বেদভাগ আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। তখন সূত বলিলেন, মুনিগণ! আপনাদিগের জিজ্ঞাসানুরূপ

ক্ষেত্র ও বেদভাগ বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তৎসমুদয় শ্রবণ করুন। ৫৮—৬৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

সূত কহিলেন, হে জ্ঞানী ঋষিগণ! অগ্রে মুক্তিপ্রদ শিবক্ষেত্র বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন; পরে লোকরক্ষার্থ শিবমাহাত্ম্য-প্রকাশক বেদভাগ কীর্ত্তন করিব। পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজন-বিস্তীর্ণা, শৈলকাননান্বিতা এই পৃথিবী শিবাজ্ঞায় সকলের আধাররূপে অবস্থিত আছে। ইহার স্থানে স্থানে ক্ষেত্রনিবাসী ব্যক্তিগণের মুক্তির নিমিত্ত ভগবান্ শঙ্কর, ক্ষেত্র সকল কল্পনা করিয়াছেন এবং ঋষিগণ ও দেবগণের পরিগ্রহ নিবন্ধন কতিপয় ক্ষেত্র সমুদ্ভূত হইয়াছে, আর স্বত-উৎপন্নও কতিপয় ক্ষেত্র দেখা যায়। তীর্থ ও ক্ষেত্রে মানবগণের সদা স্নান, দান ও জপাদি কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে রোগ, দারিদ্র্য ও মূকত্বাদি জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। মানবগণ এই ভারতবর্ষে মৃত হইলে পুনরায় মনুষ্যযোনিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। হে দ্বিজদেবগণ! পুণ্যক্ষেত্রে পাপাচরণ করিলে তাহা দৃঢ়তর হয়, এজন্য তথায় বসতিকালে কোনরূপ যৎসামান্যও পাপ করা অকর্ত্তব্য। যে কোন উপায়ে মানবের পুণ্যক্ষেত্রে বাস করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সমুদ্রের নিকট গঙ্গাতীরে বহুতর পুণ্যক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে পবিত্রা সরস্বতী নদী ষষ্টিমুখা বলিয়া প্রসিদ্ধা। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তত্তীরে বাস করা উচিত; কারণ, তাহা হইলে ক্রমে ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। হিমালয়সম্ভূতা পুণ্যা ভাগীরথী শতমুখা নামে অভিহিতা; কাশ্যাদি বহুতর পুণ্যক্ষেত্র তাহারই তীরে অবস্থিত। ১—১০। যৎকালে বৃহস্পতি মকরস্থ হন, সেই সময় ঐ গঙ্গাতীর অতি প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। অভীষ্টপ্রদ পবিত্র শোণভদ্র নদী দশমুখ বলিয়া বিখ্যাত; তথায় স্নান ও উপবাসাদি ব্রতাচরণ করিলে গণেশলোক লাভ করা যায়: পবিত্রা মহানদী নর্ম্মদা চতুর্ব্বিংশতিমুখা; তথায় স্নান ও তত্তীরে বাস করিলে বিষ্ণুলোকে গমন হয়। তমসানদী দ্বাদশমুখা ও রেবানদী দশমুখা এবং ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা-নিবারিণী মহাপুণ্যা। গোদাবরীনদী একবিংশতিমুখা; তাহাতে স্নানাদি করিলে রুদ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। সর্ব্বপাপ-নিবারিণী বিষ্ণুলোকপ্রদা পুণ্যনদী কৃষ্ণবেণী অষ্টাদশমুখা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ব্রহ্মলোকপ্রদায়িনী তুঙ্গভদ্রানদী দশমুখা এবং পুণ্যা সুবর্ণমুখরী-নদী নবমুখা নামে অভিহিতা। ব্রহ্মলোকচ্যুত জীব সকল তাহার তীরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। শুভদায়িনী সরস্বতী, পম্পা, কন্যা ও শ্বেতনদী-তীরে বাস করিলে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। সহ্যপর্ব্বত সম্ভূতা মহাপুণ্যা মহানদী কাবেরী, সপ্তবিংশতিমুখা ও সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী বলিয়া কথিত আছে। তত্তীরে অবস্থানাদি করিলে স্বর্গবাস, ব্রহ্ম-বিষ্ণুপদ লাভ, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি এবং অন্তে শিবলোকে গমন হইয়া থাকে। রবি ও বৃহস্পতির মেষরাশিতে অবস্থানকালে নৈমিষারণ্য বা বদরিকাশ্রমে স্নান ও তপঃপূজাদি করিলে ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। সূর্য্য সিংহ ও কর্কট রাশিতে অবস্থিতি করিলে, সিন্ধু নদীতে স্নানও ঐরূপ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ১১—২১। কেদার-নদীর জলপান ও তাহাতে স্নান করিলে জ্ঞানলাভ হয়, ইহা বিদ্বদ্গণ বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বে স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সৌর-ভাদ্রে বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে গোদাবরীতে স্নান করে, সে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। বৃহস্পতি ও সূর্য্যের কন্যারাশিতে অবস্থিতি কালে যে মানব যমুনায় স্নান করে, তাহার ধর্ম্মলোক আর যে শোণনদীতে স্নান করে, তাহার গণেশলোক লাভ হয় এবং উভয় স্থানেই মহৎ ঐশ্বর্য্য ভোগ হইয়া থাকে। বৃহস্পতি ও সূর্য্য তুলারাশিস্থ হইলে যে ব্যক্তি, কাবেরী নদীতে স্নান করিতে পারে, বিষ্ণু-বাক্যানুসারে তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। সূর্য্য ও বৃহস্পতির বৃশ্চিকরাশিতে অবস্থান কালে নর্ম্মদানদীতে স্নাত হইলে বিষ্ণুলোক লাভ করা যায়। রবি ও বৃহস্পতি ধনুরাশিস্থ হইলে সুবর্ণমুখরী নদীতে স্নান-ফলে শিবলোক গমন হয়, ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। সৌর-ফাল্গুনে সুরগুরু মকরস্থ হইলে গঙ্গাস্নানে শিবলোক, ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোকে আনন্দ ভোগ করিয়া, পরে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে, ইহাও ব্রহ্মার উক্তি। মকর বা কুম্ভরাশিতে সূর্য্যদেবের অধিষ্ঠান কালে যে মানব ভাগীরথী-কূলে শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান বা তিলতর্পণ করে, সে পিতৃকুল ও মাতৃকুলের কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে। সুরগুরু ও সূর্য্যদেব মীনরাশিস্থ হইলে কৃষ্ণবেণী নদীতে ও তদুপকূলবর্ত্তী তীর্থেও যে স্নান, তাহা ইন্দ্রপদপ্রদ বলিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। বুধগণের গঙ্গা বা সহ্যপর্ব্বতসম্ভূতা কাবেরীকে আশ্রয় করিয়া বাস করা উচিত; কারণ, তাহা হইলে নিশ্চয় তৎকালকৃত পাপ সমুদয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ, রুদ্রলোক-ফলপ্রদ অন্যান্য ও অনেক পুণ্যক্ষেত্র আছে। ২২—৩২। তাম্রপর্ণী ও বেগবতী এই উভয় নদীই ব্রহ্মলোকদায়িনী এবং ইহাদের তীরেও বহুতর স্বর্গদায়ক ভূরি ভূরি পুণ্যজনক পুণ্যক্ষেত্র অবস্থিত; প্রাজ্ঞব্যক্তি তত্তৎস্থানে বাস করিলে যথোচিত ফললাভ করিয়া থাকে। কিন্তু যে মানব সর্ব্বদা সদ্বৃত্তি, সদাচার, শিবধ্যান-নিরত এবং দয়ালু, তাদৃশ প্রাজ্ঞই পুণ্যক্ষেত্রবাসের ফলভাগী হইতে পারে। পুণ্যক্ষেত্রকৃত পুণ্য বা পাপ অল্প হইলেও তাহা পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু পুণ্যক্ষেত্রে

বাস কালে পাপ যদি জীবিকার্থ কৃত হয়, তবে তাহা পুণ্য দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। বিজ্ঞগণ পুণ্যকে ঐশ্বর্য্যপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। হে দ্বিজগণ! উক্ত পুণ্য কায়িক, বাচিক ও মানস এই ত্রিবিধ। ঐরূপ পাপও ত্রিপ্রকার জানিবে। সকলেরই ঐ পাপকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। উক্ত ত্রিবিধ পাপের মধ্যে মানস পাপ অতি ভয়ঙ্কর। ঐ পাপ বজ্রলেপের ন্যায় কল্প-কল্পান্তস্থায়ী হয়। তাহা শিবধ্যান ব্যতীত কিছুতেই বিনষ্ট হইবার নহে। বাচিক পাপ জপসমূহে ও কায়িক পাপ কায়শোষণে ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু দান ভিন্ন কোটি কোটি কল্পেও ধনকৃত পাপের নাশ হয় না, আর কখন পুণ্যও পাপবলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে উক্ত পাপ-পুণ্যের বীজাংশ, বৃক্ষাংশ ও ভোগাংশ এই তিন অবয়ব আছে, এ কারণ বীজাংশ ও বৃক্ষাংশ বিনষ্ট হইলেও অবশিষ্টাংশ ভোগ করিতে হয়। দেবগণের পূজা, ব্রাহ্মণগণকে দান ও অধিকতর তপোনুষ্ঠান করিতে পারিলেই মানবগণের ঐ ভোগাংশ কেবল সহনীয় হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সুখপ্রার্থী মনুজগণ যৎকিঞ্চিৎ পাপাচরণেও বিমুখ হইয়া পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিবে। ৩৩—৪৩।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে মুনে! বুধগণ যদ্দ্বারা ত্রিলোকজয়ে সমর্থ হন, সেই সদাচার এবং স্বর্গ নরক-জনক ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সকল ত্বরায় আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। সূত কহিলেন, যে দ্বিজ সদাচারসম্পন্ন ও বিদ্বান্, তিনিই ব্রাহ্মণ; যিনি বেদাচারযুক্ত, তিনি বিপ্র এবং যাঁহার এই গুণদ্বয়ের মধ্যে এক মাত্র গুণ থাকে, তিনি দ্বিজপদ বাচ্য। যিনি অল্প সদাচার ও অল্প বেদাচারযুক্ত এবং রাজসেবক, তাঁহাকে ক্ষত্র বলা যায়। যে মানব, কৃষি বাণিজ্যকারী ও কিঞ্চিৎ আচারান্বিত, তাহাকে বৈশ্য বলে। যে ব্রাহ্মণ স্বয়ং কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করে, সে শূদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত। যে ব্রাহ্মণ অসূয়া পরবশ ও পরদ্রোহী, তাহাকে চণ্ডাল-দ্বিজ বলা যায়। যে ক্ষত্রিয় পৃথিবী-পালক, তিনিই রাজা, আর অপরাপর ক্ষত্রিয়, কেবল ক্ষত্রিয়পদ-বাচ্য। যে বৈশ্য ধান্যাদি-ক্রয়বিক্রয়কারী, তাহাকে বৈশ্য ও অপরকে বণিক্ বলে। যে শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শুশ্রূষাপরায়ণ, সেই শূদ্র, তন্মধ্যে যে কৃষিকার্য্যকারী, সে বৃষল এবং অপর সকলে দস্যুপদে অভিহিত হইয়া থাকে। মানবগণ উষাকালে পূর্ব্বমুখ হইয়া দেবতা স্মরণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম, অর্থ ও আয়-ব্যয়াদি চিন্তা করিবে। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান সময়ে পূর্ব্বদিক্ সম্মুখবর্ত্তী হইলে, আয়ু, অগ্নিকোণ হইলে যশ, এইরূপ ক্রমে অপর ছয়দিকে মরণ, পাপ, ভাগ্য, ব্যাধি, পুষ্টি ও শক্তিরূপ ফললাভ হয়। রাত্রির শেষ যামের নাম 'উষা' এবং তাহার শেষার্দ্ধকে 'সন্ধি' কহে। দ্বিজগণ সেই সন্ধিকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিণ্মূত্র ত্যাগ করিবে। উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত গৃহ হইতে দূরদেশে গমন পূর্ব্বক আবৃত ও উদঙ্মুখ হইয়া উপবেশন করিবে, আর কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিলে অন্যদিঙ্মুখ হইবে। জল, অগ্নি, ব্রাহ্মণাদি ও দেবতার অভিমুখীন হইয়া মলত্যাগ করা গর্হিত। বামহস্তে লিঙ্গ ও দক্ষিণহস্তে মুখ আবরণ করত মলত্যাগানন্তর গাত্রোত্থান করিয়া পুরীষোপরি দৃষ্টিপাত করিবে না। জলাশয়ের বহির্দ্দেশে উদ্ধৃত জল দ্বারা শৌচ সম্পাদন বিহিত। ১—১২। অথবা দেবতীর্থ, পিতৃতীর্থ বা ঋষিতীর্থ ব্যতীত অন্য জলাশয়ে উক্ত শৌচকার্য্য করিলেও করিতে পারে। সপ্তবার, পঞ্চবার বা ত্রিবার গুহ্যদেশে মৃত্তিকাশৌচ কর্ত্তব্য। কক্কোলফল-পরিমিত মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ ও অর্দ্ধাঞ্জলি-পরিমিত মৃত্তিকা দ্বারা মলদ্বার শোধিত করিতে হয়। পরে গাত্রোত্থান করিয়া হস্তপাদের শৌচ সম্পাদন পূর্ব্বক অষ্টবার গণ্ডূষ (কুল্লী) করিবে এবং জলের বহির্ভাগে যে কোন পত্র বা কাষ্ঠ দ্বারা যেরূপে তর্জ্জনী স্পৃষ্ট না হয়, এরূপে দন্তধাবন করিবে। অনন্তর জল দেবতাদিগকে প্রণাম পুরঃসর স্নান করা কর্ত্তব্য। স্নানে যদ্যপি অশক্ত হয়, তাহা হইলে কণ্ঠদেশ, কটিদেশ বা জানু পর্য্যন্ত জলাভিষিক্ত করিয়া পরে মন্ত্রস্নানাচরণ করিবে। অতঃপর তীর্থজলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করা বিধেয়। পরে পঞ্চকচ্ছে ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবে এবং সকল কার্য্যেই উত্তরীয় ধারণ করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নদ্যাদি তীর্থে স্নান করিলে তাহাতে পরিধেয় ধৌত করা অকর্ত্তব্য, বুধগণ স্নানানন্তর বাপী, কূপ বা গৃহাদিতে স্নানবস্ত্র প্রক্ষালন করিবেন। দ্বিজগণ পূর্ব্বে শিলা বা কাষ্ঠাদিতে কিংবা জলে বা স্থলে বস্ত্র সংশোধন করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তি-উদ্দেশে তাহা পীড়ন করিবে। জাবালকোক্ত মন্ত্রে ত্রিপুণ্ড্রক করিতে হইবে, তাহা না করিয়া ভস্ম অকারণ জলে নিক্ষেপ করিলে, পরকালে নরকগামী হয়। মানবগণ পাপশান্তির নিমিত্ত "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তক এবং "যস্ত ক্ষয়ায়" ইত্যাদি মন্ত্রে পাদদ্বয় প্রোক্ষণ করিবে; ইহার নাম 'সন্ধিপ্রোক্ষণ'। "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রের এক এক চরণ দ্বারা পাদ, মস্তক, হৃদয়; মস্তক, হৃদয়, পাদ এবং হৃদয়, পাদ ও মস্তকে যে প্রোক্ষণ, পণ্ডিতগণ তাহাকে মন্ত্রস্নান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সাধারণ অমেধ্য-বস্তুর স্পর্শে, শরীরের অসুস্থতাতে, রাজভয়ে, রাষ্ট্রভয়ে এবং পথগমনকালে অগত্যা ঐরূপ মন্ত্রস্নান করিবে। ১৩—২৪। সন্ধ্যাবন্দন মধ্যে প্রাতঃকালে "সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের ও সায়ংকালে "অগ্নিশ্চ মামন্যুশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের পাঠান্তে আচমন করিয়া পুনরায়

পূর্ব্ববৎ মার্জ্জন করিতে হয়। হে দ্বিজগণ! প্রাতঃকালে গায়ত্রী-জপের পর ঊর্দ্ধে বারত্রয়, মধ্যাহ্নে মধ্যভাগে একবার এবং সায়ংকালে পশ্চিমাস্য হইয়া জলোত্তোলনপূর্ব্বক ভূমিতে একবার সূর্য্য-উদ্দেশে সমন্ত্রক অর্ঘ্যদান করিবে। প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে দৈবতীর্থ ও সায়ংকালে অঙ্গুলিনিচয়ের রন্ধ্র দ্বারা গগনবিলম্বী দিবাকরকে অবলোকনপূর্ব্বক আত্মপ্রদক্ষিণ করিয়া শুদ্ধাচমন করিবে। মুহূর্ত্তাত্মক সায়ংকালের পূর্ব্বে সায়ংসন্ধ্যা করিলে, অকালে করণ নিবন্ধন তাহা নিষ্ফল হয়; কারণ, যথাকালেই তাহার বিধি আছে। আর একদিন সন্ধ্যাবন্দনরূপ নিত্যকর্ম্মের বাধ হইলে, পরদিন যথাক্রমে শত গায়ত্রীজপ ও দশদিন অতীত হইলে, লক্ষ গায়ত্রী জপ করিবে। আর এক মাস অতীত হইলে পুনরায় উপনয়ন দান করিবে। মানবগণ অভিলষিত-সিদ্ধির জন্য জপ দ্বারা মহেশ্বর, গৌরী, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও যমরাজের তর্পণ করিবে; পরে ব্রহ্মে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া আচমন করিবে। জ্ঞানিব্যক্তি তীর্থের দক্ষিণস্থ প্রশস্তমঠ, মন্ত্রালয়, প্রসিদ্ধ দেবালয়, গৃহ বা নিয়মিত স্থানে স্থিরমতি ও স্থিরাসন হইয়া সমুদয় দেবগণকে প্রণামপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণ করত গায়ত্রী জপ করিবে। জীব-ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান করিয়া উক্ত প্রণব উচ্চারণ করিতে হয় এবং গায়ত্রী-জপকালে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, "যাঁহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে আমাদিগের মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিকে নিরন্তর ভোগ মোক্ষপ্রদ ধর্ম্ম এবং জ্ঞানমার্গে প্রেরণ করিতেছেন, সেই ত্রিলোকীর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা নারায়ণ ও সংহারকারী রুদ্রদেবকে উপাসনা করি।" গায়ত্রীর এবংবিধ অর্থ মনোমধ্যে চিন্তা করত জপ করিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। ২৫—৩৭। আর ব্রহ্মণ্য বৃদ্ধির জন্য এতাদৃশ অর্থজ্ঞান না করিয়াও জপ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ-পুঙ্গবের প্রত্যহ প্রাতঃকালে অষ্টাধিক সহস্র, মধ্যাহ্নে অষ্টাধিক শত এবং সায়াহ্নে অষ্টাধিক দ্বিশত গায়ত্রী জপ করা কর্ত্তব্য। আর অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে সাধ্যানুসারে জপের আবশ্যকতা। মূলাধার প্রভৃতি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রে যথাক্রমে অবস্থিত বিঘ্নেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ঈশ, জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে ব্রহ্মবোধে অভেদ জ্ঞান ও "সোঽহং" এইরূপ ভাবনা করত উক্ত জপ করিতে হইবে। উল্লিখিত বিঘ্নেশ্বরাদি দেবগণকে ব্রহ্মরন্ধ্রাদিতে ও শরীরের বহির্দ্দেশে ভাবনা করত এক একবার জপ দ্বারা মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অনন্ত শরীরের এক একটীকে অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে পরমাত্মাতে জীবাত্মার সম্মিলন সাধিত করিতে হয় এইরূপ জপতত্ত্ব কথিত হইয়াছে। অষ্টাধিক শত ও দ্বিশত প্রভৃতি জপসংখ্যাবিশেষই ঐ জপতত্ত্বের দেহস্বরূপ। যে কোন প্রকার মন্ত্র জপ করিতে গেলেই এতাদৃশ ক্রমের আবশ্যক, ইহা বিদ্বদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। সহস্র জপে ব্রহ্মলোক ও শতজপে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি এবং দ্বিশতাদি জপে আত্মরক্ষা ও ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ হইয়া থাকে। প্রতিদিন অগ্রে দিবাকরকে অর্চ্চনা করিয়া জপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। যিনি এইরূপ দ্বাদশলক্ষ জপ করেন, তিনিই সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য, আর যে ব্যক্তি লক্ষ গায়ত্রী জপ না করিয়াছে, তাহাকে বৈদিক কার্য্যে নিয়োজিত করা অবিধি। মানবগণের উক্ত নিয়ম সপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্তই বিহিত। সপ্ততিবর্ষ অতীত হইলে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী ব্যক্তির, প্রতিদিন প্রাতঃকালে দ্বাদশ সহস্র প্রণব জপ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু এক এক দিন পতিত হইলে দ্বাদশ সহস্র ও মাসাদি অতিক্রান্ত হইলে সার্দ্ধ লক্ষ জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জপবাধ-জনিত পাপের শান্তি করিতে হয়; নতুবা রৌরব নরকে অবস্থিতি হইয়া থাকে। আর যদি পূর্ব্বোক্তের অধিককাল জপের বাধ হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। ৩৮—৪৯। যতি ব্যতীত সকলেরই ধর্ম্ম ও অর্থের প্রতি অনুরাগী হওয়া বিধেয়। ব্রাহ্মণ মুক্তি-বাসনায় নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করিবেন। ধর্ম্ম হইতে যে অর্থ ও সেই অর্থ হইতে যে ভোগ লাভ হয়, তাহা হইতেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর অধর্ম্মাচরণোপার্জ্জিত অর্থ হইতে যে ভোগপ্রাপ্তি হয়, তদ্দ্বারা বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে বিষয়ানুরাগই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম—দ্রব্য ও দেহ-সম্বন্ধ-বশে দ্বিবিধ বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে যাগাদিরূপ ধর্ম্মকার্য্য দ্রব্য জনিত ও তীর্থ-স্নানাদিরূপ ধর্ম্ম-কার্য্য দৈহিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঐ ধর্ম্মকার্য্য দ্বারা ধন ও তপস্যা দ্বারা দিব্যরূপতা লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহার প্রথমে শুদ্ধিলাভ এবং সেই চিত্তশুদ্ধি হইতেই জ্ঞানলাভ হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সত্যাদি যুগত্রয়ে তপোনুষ্ঠান, আর কলিযুগে দ্রব্যধর্ম্মই প্রশংসনীয়। সত্যযুগে ধ্যানবল, ত্রেতায় তপোনুষ্ঠান, দ্বাপরে যজনকার্য্য ও কলিযুগে প্রতিমাপূজা দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়। পাপ-পুণ্যের সাধন দ্রব্য ও দেহ দ্বারা যাদৃশ পাপ বা পুণ্য-সঞ্চয় করা যায়, তাহাতে বৃদ্ধি ক্ষয়াদি বিকারশূন্য তাদৃশ ফলই লাভ হইয়া থাকে। এই ভূমণ্ডলে অবৈধ কুৎসিত হিংসা হইতে অধর্ম্ম ও সুখকর যাগযজ্ঞাদি হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়; তন্মধ্যে অধর্ম্ম হইতে দুঃখ ও ধর্ম্ম হইতে সুখলাভ হইয়া থাকে। এইরূপ দুর্ব্বৃত্তি ও সুবৃত্তিও যথাক্রমে দুঃখ ও সুখের সম্পাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মানব এই কারণেই নিরন্তর ভোগ-মোক্ষপ্রদ ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকিবে। যে ব্রাহ্মণের বহুতর পরিবারবর্গ বা যাহার অনেক আত্মীয় আছে, তাহাকে শতবর্ষ-ব্যাপিনী বৃত্তি দান করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে এবং পণ্ডিতগণ সহস্র

চান্দ্রায়ণকেও ব্রহ্মলোক-প্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে ক্ষত্রিয় সহস্র কুটুম্বের ভরণ পোষণ করে, তাহার ইন্দ্রলোক ও যে অযুত কুটুম্বের প্রতিষ্ঠাকারী, তাহার ব্রহ্মলোক লাভ হয়। বেদবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, মানব যে দেবতার সম্মুখে দান করে, তাহার সেই দেবলোকেই গমন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অর্থহীন, সে তপোনুষ্ঠানেই ধর্ম্মার্জ্জন করিবে। তীর্থস্থান হইতে তপস্যা দ্বারা যে সুখলাভ হয়, তাহার আর ক্ষয় হয় না। এক্ষণে ন্যায়-সঙ্গত অর্থোপার্জ্জনের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৫০—৬৩। ব্রাহ্মণ দৈন্য জ্ঞাপন না করিয়া সংপ্রতিগ্রহ বা অনতিক্লেশে যাজন কার্য্য দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিবে এবং ক্ষত্রিয়ের বাহুবীর্য্যে ও বৈশ্যের কৃষি-গোরক্ষাদি-কার্য্যে অর্থোপার্জ্জন বিধেয়। এই প্রকার ন্যায়োপার্জ্জিত ধনের দান দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধি, জ্ঞানসিদ্ধি হইতে মোক্ষসিদ্ধি এবং মোক্ষসিদ্ধি হইতেই সকলের স্বরূপসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; আর তৎকালে জীব পরম আনন্দ উপভোগে সমর্থ হয়। কিন্তু ঐ সমুদয় সিদ্ধিই গুরু কৃপা ভিন্ন অপ্রাপ্য। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বকথিত সমুদয় কার্য্যই মানবগণের সাধুসঙ্গ বশতঃ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি ধন ধান্যাদি সমস্ত বস্তুই দান করিবে এবং যে সময়ে যে বস্তু, ফল বা ধান্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, আত্মহিতার্থে সেই সময়ে সেই দ্রব্যই ব্রাহ্মণসাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর সর্ব্বদা তৃষ্ণার্ত্তকে জল, ক্ষুধাশান্তির নিমিত্ত ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন এবং দ্বিজগণকে ক্ষেত্র, ধান্য, আমান্ন ও চতুর্ব্বিধ অন্ন দান করা বিধেয়; কারণ, জীবগণ যাবৎকাল যে অন্নে প্রাণধারণ করে, দাতা তাবৎকাল তৎকৃত পুণ্যের অর্দ্ধাংশভাগী হইয়া থাকে; ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। প্রতিগ্রহকারী ব্যক্তি গৃহীত বস্তুর দান ও তপস্যা দ্বারা প্রতিগ্রহ-জন্য পাপের শান্তি করিবে; তাহা না হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে রৌরব নরকে গমন করিতে হইবে। ধর্ম্মকার্য্য, বৃদ্ধি ও আত্মভোগ এই ত্রিবিধ কার্য্যের জন্য সাধক স্বকীয় ধন ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মাংশ দ্বারা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম; বৃদ্ধ্যংশ দ্বারা বর্দ্ধন এবং ভোগাংশ হইতে যে বস্তু ব্যবহারে অপরের কোনরূপ ক্লেশ হয় না, এরূপ অনিষিদ্ধ অথচ পরিমিত বস্তু দ্বারা আত্মভোগ সাধন করিবে। ৬৪—৭৩। যে ধন কৃষিকার্য্য হইতে উপার্জ্জিত হয়, পাপশুদ্ধি নিমিত্ত তাহার দশাংশ দান এবং অবশিষ্ট দ্বারা যে মানব ধর্ম্মকর্ম্মাদি না করে, সে রৌরবগামী অথবা পাপমতি কিংবা তাহার শস্য সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিচক্ষণ দ্বিজসত্তমগণ কুসীদ বা বাণিজ্য-লব্ধ ধনের ষড়্‌ভাগ, বিশুদ্ধ-প্রতিগ্রহলব্ধের চতুর্থাংশ ও অকস্মাদুত্থিত ধনের অর্দ্ধাংশ দান করিবেন। আর অসংপ্রতিগ্রহোপার্জ্জিত সমুদয় ধনই সাগর-সলিলে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বানপূর্ব্বক দান করাই সকলের পক্ষে বিধেয়, তাহা হইলে সমধিক আত্মভোগ লাভ করা যায়। আর ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক যে কোন বস্তু প্রার্থিত হয়, তাহাই আপনার শক্ত্যনুসারে দান করা উচিত; কারণ যে ব্যক্তি প্রার্থিত দ্রব্য দান না করে, জন্মান্তরে তাহাকে ভীষণ ঋণজালে জড়িত হইতে হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি অপরের দোষ বিশেষরূপে শ্রুত বা দৃষ্ট হইলেও তাহা ব্যক্ত করিবে না এবং যে কোন জীবের হৃদয়সন্তাপকর বাক্য-প্রয়োগ পণ্ডিতের পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সাধক যথাবিধি তণ্ডুল, ধান্য, আজ্য, ফল, কন্দ, হবিঃ ও স্থালীপক্ব অন্ন এই সকল হোমীয় দ্রব্য সংগ্রহ করত ঐশ্বর্য্যসিদ্ধির জন্য প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে কিংবা অশক্তি নিবন্ধন এক কালেও যথাশাস্ত্র হোম এবং সূর্য্য ও অগ্নির আরাধনা করিবে। অথবা হব্যের অভাব হইলে মাত্র প্রধান হোমও করিতে পারে। বুধগণ সদাসংস্থিত ঐ অগ্নিকে 'অজস্র' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উপাসকগণ অশক্তি বশতঃ কেবল হোমমন্ত্রের জপ বা সূর্য্যের বন্দনাও করিতে পারে। কিন্তু আমি যে বিধি বলিলাম, এরূপ কার্য্য আত্মার্থী ব্যক্তিগণই করিবেন, আর যে অর্থার্থী, তাহাকে যথাবিধি করিতে হইবে। যে সকল মানব নিত্য ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবপূজা, অগ্নিবন্দন, গুরুর অর্চ্চনা এবং প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গবাসে সক্ষম হন। ৭৪—৮৫।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে প্রভো! এক্ষণে ক্রমে অগ্নিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, গুরুপূজা ও ব্রহ্মতৃপ্তি বিষয় কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন, তপোধনগণ! অগ্নিতে তণ্ডুলাদির যে আহুতি দান, তাহাকেই অগ্নিযজ্ঞ বলে। আর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমীদিগের পক্ষে জাতাগ্নিতে সমিধ্‌-প্রক্ষেপই অগ্নিযজ্ঞ। দ্বিজগণ! ব্রহ্মচারিগণের সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সমিৎসংরক্ষিত জাতাগ্নিতেই ব্রতাদি ও বিশেষ যজনাদি সমুদয় কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় এবং আত্মাতে অগ্নি সমারোপণকারী বানপ্রস্থাশ্রমী ও যতিগণের যথাসময়ে পরিমিত ও পবিত্র অন্নের ভোজনই হোম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। নিত্যহোমার্থ কুণ্ডমধ্যে অথবা ভাণ্ডমধ্যে সুরক্ষিত সমাবর্ত্তনাগ্নিকে মনীষিগণ 'অজস্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন। রাজোপদ্রব বা দৈবব্যাঘাত বশতঃ অগ্নিত্যাগ ভয়ে আত্মাতে ও অরণীতে সংস্থাপিত যে অগ্নি, তাহাকে 'সমারোপিত' কহে। দ্বিজগণ! সায়ংকালে অগ্নিতে আহুতি দান করিলে সম্পদ্‌ ও প্রাতঃকালে সূর্যে আহুতি দানে আয়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দিবসে অগ্নি, সূর্য্যে প্রবিষ্ট হন বলিয়া, বিদ্বদ্‌গণ ইহাকেই

অগ্নিযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবগণ-উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দান, স্থালীপাকাদিকক্রতু, ও লৌকিকাগ্নি-প্রতিষ্ঠিত চৌলাদিক কার্য্যকে দেবযজ্ঞ কহে [illegible] বেদের যে অধ্যয়ন, তাহাই ব্রহ্মযজ্ঞ পদবাচ্য।১—১০। নিত্যকর্ম্ম সমাধানান্তে সায়ংকাল পর্য্যন্ত উক্ত যজ্ঞের অধিকার; রাত্রিতে উহার বিধান নাই। দ্বিজগণ দেবতাদিগের তৃপ্ত্যর্থে প্রত্যহ একবার উহার অনুষ্ঠান করিবেন। এক্ষণে অগ্নি ব্যতীত অন্যত্র দেবার্চ্চনের বিধি বলিতেছি, আপনারা শ্রদ্ধার সহিত সাদরে তাহা শ্রবণ করুন। করুণাময় সর্ব্বজ্ঞ ভগবান মহাদেব, সৃষ্টি-প্রারম্ভে জনগণের হিতকামনায় সপ্ত বারের সৃজন করেন। সেই সংসার-বৈদ্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শঙ্কর, প্রথমে মায়াবলে সর্ব্বপ্রকার ঔষধের ঔষধস্বরূপ আরোগ্যপ্রদ স্বকীয় বার; পরে পীড়াদি দুর্গতিযুক্ত জাত বালকগণের মঙ্গলকর কার্ত্তিকেয়ের বার; তৎপরে আলস্য ও দুরিত-শান্তির নিমিত্ত বিশ্বপাতা বিষ্ণুর বার; অতঃপর জীবগণের পুষ্টি ও রক্ষার্থ আয়ুঃকর্ত্তা বিধাতার আয়ুষ্কর বার; অনন্তর জগদ্বাসিগণের আয়ুঃসিদ্ধির জন্য ত্রৈলোক্যের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার বার; তদনন্তর ত্রৈলোক্যের বৃদ্ধির নিমিত্ত যে পুণ্য ও পাপ কল্পিত হইয়াছে, সেই পুণ্যের অধীশ্বর ইন্দ্রের ভোগপ্রদ বার এবং পাপের অধীশ্বর যমরাজের সর্ব্বলোকীয় মৃত্যুহর বার সৃজনপূর্ব্বক জ্যোতিশ্চক্র-প্রতিষ্ঠিত সুখ দুঃখ সূচক আদিত্যাদি সপ্তদেবতাকে যথাক্রমে সপ্ত বারের অধিপতি করিয়া তত্তৎ-বারে তত্তৎ-দেবতার তত্তৎ-বারানুযায়িক ফলদায়িনী পূজা কল্পনা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ ক্রমানুসারে তত্তৎ-দেবতার প্রীতি-সহকৃত আরোগ্য, সম্পদ্, ব্যাধিশান্তি, পুষ্টি, আয়ুঃ, ভোগ ও মৃত্যুহানি এই কয়েকটীকে রব্যাদি সপ্ত বারের ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।১১—২১। কিন্তু মানবগণ পূর্ব্বোক্ত রব্যাদি সপ্ত দেবতা ও অন্যান্য যে কোন দেবতারই পূজা করুন না কেন, এক ভগবান্ শঙ্করই তাহার ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি দেবগণের প্রীত্যর্থে তত্তন্মন্ত্রের জপ, হোম, দান, তপস্যা এবং স্থণ্ডিল, প্রতিমা, অগ্নি, কিংবা ব্রাহ্মণশরীরে ষোড়শোপচারে আরাধনা, এই পঞ্চবিধ পূজা বিহিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে উত্তরোত্তর হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকার অধিক ফলজনক বলিয়া পূর্ব্ববিধিতে অসামর্থ্য হইলেই পর প্রকারে প্রবৃত্ত হইবে। মানব নেত্ররোগ, শিরোরোগ বা কুষ্ঠব্যাধির শান্তির নিমিত্ত একদিন, একমাস, একবর্ষ কিংবা প্রাক্তন দুরদৃষ্ট যদি নিরতিশয় বলবৎ হয়, তবে ত্রিবর্ষকাল প্রত্যহ আদিত্যদেবকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক বহুল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে; তাহা হইলে রোগ ও জরাদি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। মনীষিগণ বলিয়াছেন, তত্তৎ-বারে অভীষ্ট দেবতার জপাদি-কার্য্য করিলে, তাহা তত্তদ্বার-ফলের সম্পাদক হয়।

মানবগণ বিশেষ যত্নসহকারে উত্তমোত্তম বস্তু সকল রবিবারে আদিত্যাদি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে অর্পণ করিলে, তাহাদিগের সমুদয় পাপের শান্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পদ্ নিমিত্ত সোমবারে লক্ষ্যাদিকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক আজ্যান্ন দ্বারা সস্ত্রীক বিপ্রসমূহকে ভোজন করাইবে। যে মানব রোগশান্তির কামনা করে, তাহার মঙ্গলবারে কালী প্রভৃতি দেবতাকে পূজা করিয়া আঢ়ক-পরিমিত মাষ-মুদ্গান্নে ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বুধবারে দধ্যন্ন দানে বিষ্ণুর আরাধনা করে, তাহার সর্ব্বদা পুত্র, মিত্র ও কলত্রাদির পুষ্টি হইতে থাকে। বিচক্ষণ ব্যক্তি আয়ুষ্কাম হইলে পুষ্টিসিদ্ধির নিমিত্ত উপবীত, বস্ত্র, ক্ষীর ও আজ্য দ্বারা বৃহস্পতিবারে দেবগণকে পূজা করিবে এবং ভোগার্থী হইলে শুক্রবারে সমাহিতচিত্তে ঐরূপ দেবগণের অর্চ্চনা, ষড়্‌রসযুক্ত অন্নদানে দ্বিজগণের তৃপ্তি-সম্পাদন ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি দ্বারা রমণীদিগকে পরিতৃপ্ত করা আবশ্যক। আর যে মানব অপমৃত্যু হরণে অভিলাষী, সে শনিবারে রুদ্রাদি দেবতার পূজা, তিলহোম, তিলদান ও তিলান্নদানে ব্রাহ্মণগণের ক্ষুধা দূর করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপে দেবগণের আরাধনা করেন, তিনি আরোগ্যাদি ফললাভে সমর্থ হইতে পারেন।২২—৩৫। নিত্য দেবপূজা কিংবা একদা সমধিক পূজা এবং স্নান, দান, জপ, হোম, দ্বিজগণের সন্তোষসাধন, আর তিথি নক্ষত্র-যোগে ও আদিত্যাদিবারে আদিত্যাদির অর্চ্চনা করিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর শশাঙ্কশেখরই তত্তৎ-দেবতারূপে সমুদয় সাধকগণের আরোগ্যাদি ফল দান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশ, কাল, পাত্র, উপকরণ দ্রব্য, সাধকের শ্রদ্ধা ও লোক অনুসারেই উক্ত ফলের তারতম্য হয়। অতএব দেবগণের অর্চ্চনাই যখন সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ফলদানের একমাত্র কারণ, তখন মঙ্গল-কর্ম্মের আরম্ভে ও অনিষ্ট সংঘটন উপস্থিত হইলে, আরোগ্যাদি সমৃদ্ধি নিমিত্ত জন্মনক্ষত্রযুক্ত দিবসে নিজ ভবনে আদিত্যাদি গ্রহগণের পূজা করা গৃহীর কর্ত্তব্য কার্য্য। ফলতঃ যাঁহারা আপনার কল্যাণ বাসনা করেন, সেই সকল মানবগণ নিজ শক্ত্যনুসারে সর্ব্বদা সপ্ত বারে সূর্য্যাদিদেবতার পূজা করিবে। ঐ পূজা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে বৈদিকমন্ত্রে ও অন্যান্য বর্ণের তান্ত্রিক মন্ত্রে বিহিত। দরিদ্র ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি ধন দ্বারা দেবতার আরাধনা করিবে; তাহা হইলে সেই সাধক পুনরায় জন্মলাভ করত পরম শ্রদ্ধা সহকারে এতাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণান্তে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া পরে ভূমণ্ডলে উৎকৃষ্ট জন্মভাগী হয়। ধনশালী ব্যক্তি ভোগ-লাভার্থ সর্ব্বদা বৃক্ষ, জলাশয় ও দ্বিজপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে। তাহা হইলে কালান্তরে পুণ্যের পরিপাক বশতঃ তাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়

থাকে। হে দ্বিজসত্তমগণ! যে নর এই অধ্যায় শ্রবণ বা পাঠ করে কিংবা অন্যকে শ্রবণ করায়, তাহার দেবযজ্ঞের ফললাভে অধিকার জন্মে। ৩৬—৪৬।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সর্ব্ববিজ্ঞ সূত! একণে দেশ-কালাদির বিষয় বর্ণন কর। সূত কহিলেন, মুনিগণ! পবিত্রগৃহে যজ্ঞাদি করিলে সমান ফল লাভ হইয়া থাকে; গোষ্ঠে তদপেক্ষা দশগুণ ও জলতীরে তাহা হইতেও দশগুণ অধিক ফল হয়। বিল্ব, তুলসী ও অশ্বত্থ-মূলে পূর্ব্বাপেক্ষাও দশগুণ। এইরূপ দেবালয়ে তীর্থস্থানে, নদীতীরে, তীর্থ-নদীতীরে এবং সপ্তগঙ্গা-নদীতীরে উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক ফল জানিবেন। গঙ্গা, গোদাবরী, কাবেরী, তামপর্ণিকা, সিন্ধু ও সরযূ এই সপ্ত নদীই সপ্তগঙ্গা বলিয়া প্রসিদ্ধা। আবার এই সপ্তগঙ্গা অপেক্ষা সমুদ্রতীর ও তদপেক্ষা পর্ব্বতাগ্র দশগুণ অধিক ফলজনক এবং যে স্থলে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অভিরুচি হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। সত্যযুগে যজ্ঞ-দানাদি কার্য্যের পূর্ণফল, ত্রেতায় ত্রিভাগ, দ্বাপরে অর্দ্ধ, কলিতে একপাদ এবং কলির কিয়দ্দিন গত হইলে সেই একপাদ ফলেরও একপাদ হীন হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ বলেন, শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি শুভদিনে পুণ্যকার্য্য করিলে সমান ফল, রবি-সংক্রমণে দশগুণ অধিক এবং বিষুব-সংক্রান্তিতে, অয়ন-সংক্রান্তিতে, মকর-সংক্রান্তিতে ও চন্দ্রগ্রহণে ক্রমে ক্রমে দশগুণ অতিরিক্ত ফললাভ করে; আর কালোত্তম সূর্য্যগ্রহণে সম্পূর্ণ ফল জানিবেন। জগদাত্মা সূর্য্যদেবের রাহুগ্রাসরূপ বিষযোগ সকলেরই রোগপ্রদ, এজন্য সেই বিষশান্তির নিমিত্ত স্নান, দান ও জপাদি করা কর্ত্তব্য এবং সেই কালে বিষশান্তি হয় বলিয়াই তাহা পুণ্যজনক। আর জন্মনক্ষত্রে ও ব্রতান্তে যে কার্য্য করা যায়, তাহাও সূর্য্য-গ্রহণকালীন কর্ম্মের ন্যায় ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যে কালে মহতের সহিত সঙ্গ হয়, বিদ্বদ্গণ সেই কালকে কোটি সূর্য্য-গ্রহণের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১—১২। তপোনিষ্ঠ জ্ঞাননিষ্ঠ যোগী এবং যতি ব্যক্তিই যথার্থ পূজার পাত্র ও পাপক্ষয়ের কারণ, অথবা যে ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বিংশতি লক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়াছেন, তিনিও সম্পূর্ণ ফলপ্রদ পাত্র হইয়া থাকেন। দাতাকে পতন হইতে ও পাতক হইতে ত্রাণ করেন বলিয়াই শাস্ত্রে উঁহারা 'পাত্র' বলিয়া কথিত এবং গায়ত্রী গানকারীকে ত্রাণ করেন এজন্য তাঁহার নাম 'গায়ত্রী' হইয়াছে। যেরূপ ইহজগতে অর্থহীন ব্যক্তি অপরকে অর্থদানে সমর্থ নহে, কিন্তু ধনবান্ হইলে তৎসম্পাদনে সক্ষম হয়, সেইপ্রকার স্বয়ং শুদ্ধ ও পূতাত্মা হইলেই অনায়াসে অপরকে ত্রাণ করিতে পারেন। যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রীজপ দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই শুদ্ধ-ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য। সেই নিমিত্ত দান, জপ, হোম ও পূজাদি সমুদয় কার্য্যে ব্রাহ্মণরূপ পাত্রই দানাদি-গ্রহণে ও পরিত্রাণে সমর্থ হন। আর নর-নারী মধ্যে ক্ষুধিত ব্যক্তিই অন্নদানের পাত্র। সুসমাহিত অভীষ্ট-প্রদান-সমর্থ দানগ্রহণেচ্ছু বিচক্ষণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে স্বেচ্ছাক্রমে দান করিলে তাহা সম্পূর্ণ ফলজনক হইয়া থাকে, আর প্রার্থনানন্তর দানে অর্দ্ধ ফল ও সেবককে দান করিলে তাহারও অর্দ্ধফল লাভ হয়, ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। হে দ্বিজপুঙ্গবগণ! দীনদশাপন্ন জাতি মাত্র ব্রাহ্মণকে অর্থ দান করিলে দশবৎসর ভূর্লোকে, বেদজ্ঞ বিপ্রকে দান করিলে দশবৎসর স্বর্গলোকে, গায়ত্রী-জপযুক্ত ব্রাহ্মণকে দান করিলে দশবৎসর সত্যলোকে, বিষ্ণুভক্ত বিপ্রকে দান করিলে তদ্রূপ কাল বৈকুণ্ঠে ও শিবভক্ত বিপ্রকে দান করিলে ঐরূপ কাল কৈলাসে সুখভোগ করিতে পারে। যিনি পূর্ব্বোক্ত সেই সমুদয় লোকেই সুখভোগের বাসনা করেন, তিনি উক্ত সর্ব্বপ্রকার ব্রাহ্মণকেই দান করিবেন। ১৩—২৫। যে ব্যক্তি রবিবারে বিপ্রকে দশবিধ অঙ্গের সহিত অন্ন দান করেন, তিনি পরজন্মে দশবর্ষ আরোগ্যলাভে সমর্থ হন। আহ্বান, অতিশয় সম্মান, অভ্যঙ্গ, পাদসেবন, বস্ত্র-গন্ধাদি দ্বারা পূজা, ঘৃতপিষ্টক, ষড়্বিধ রসান্বিত ব্যঞ্জন, সদক্ষিণ তাম্বূলদান, নমস্কার ও অনুগমন ইহাই অন্নদানের দশবিধ অঙ্গ। যে মানব রবিবারে এই দশবিধ অঙ্গের সহিত দশজন ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করে, সে অন্য জন্মে শতবর্ষ অরোগী হয়। সোমাদি বারে অন্নদান-জনিত সেই সেই বারানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐরূপ অন্নদান-ফলে পরজন্মে ভূর্লোকে সুখভোগ করা যায়, জানিবেন। যে ব্যক্তি সপ্ত বারেই দশজন ব্রাহ্মণকে ঐপ্রকার দশাঙ্গের সহিত অন্ন দান করে, সে শতবর্ষ কাল আরোগ্যাদি সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। যে মানব সূর্য্যবারে শত ব্রাহ্মণকে ঐরূপ অন্নদান করে, সে শিবলোকে সহস্রবর্ষ আরোগ্যভাগী হয়, আর সহস্র ব্রাহ্মণকে দান করিলে, অযুত বৎসর ঐরূপ ফল ভোগ করা যায়। পণ্ডিতগণ সোমাদিবারেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ফল জানিবেন। রবিবারে গায়ত্রী-পূতাত্মা সহস্র ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে সত্যলোকে, অযুত ব্রাহ্মণকে দান করিলে বিষ্ণুলোকে ও লক্ষ ব্রাহ্মণকে দান করিতে পারিলে রুদ্রলোকে আরোগ্যাদি লাভ করা যায়। ২৬—৩৫। যে সকল মানবগণ বিদ্যার্থী, তাহারা ব্রহ্মবুদ্ধিতে বালকগণকে,—যাহারা পুত্রপ্রার্থী, তাহারা বিষ্ণুবুদ্ধিতে যুবকগণকে,—যাহারা জ্ঞানার্থী, তাহারা রুদ্রবুদ্ধিতে বৃদ্ধদিগকে,—যাহারা বুদ্ধিপ্রার্থী, তাহারা

সরস্বতীবুদ্ধিতে বালিকাদিগকে—যাহারা ভোগাভিলাষী, তাহারা লক্ষ্মীবুদ্ধিতে যুবতী স্ত্রীদিগকে এবং আত্মজ্ঞানার্থী সাধুমানবগণ পার্ব্বতীজ্ঞানে বৃদ্ধা রমণীদিগকে অন্নদান করিবে। শীলবৃত্তি ও উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা অর্জ্জিত যে বস্তু হইতে গুরুর প্রাপ্য দক্ষিণা দান করা হয়, সেই বস্তুই পবিত্র ও সম্পূর্ণ ফলজনক। যে ধান্যাদি বস্তু দ্বিজাদি হইতে গৃহীত, তাহা মধ্যম এবং কৃষি বা বাণিজ্য-লব্ধ দ্রব্য অধম বলিয়া পরিগণিত আছে। পণ্ডিতগণ ক্ষত্রিয়ের বীরতার্জ্জিত বৈশ্যের বাণিজ্যার্জ্জিত ও শূদ্রের বেতনলব্ধ বস্তুই উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। মানবগণ চৈত্রাদি দ্বাদশমাসে অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যথাক্রমে গো, ভূমি, তিল, হিরণ্য, আজ্য, বস্ত্র, ধান্য, গুড়, রৌপ্য, লবণ, কুষ্মাণ্ড ও কন্যা এই দ্বাদশ বস্তু দান করিবে, অথবা বসন্তকালে এই সমুদয়ই একত্রে দান করিতে পারে। গো দান করায় সেই গোরুর উপকারী গোময় দ্বারা ধনধান্যাদি বিষয়ক পাপ; গোজল দ্বারা জল ও অন্যান্য স্বত্বস্ব বিষয়ক পাপ এবং ক্ষীর দধি ও ঘৃতাদি দ্বারা কায়িকাদি ত্রিবিধ পাপেরই শান্তি লাভ ও পুষ্টি লাভ হয়, ইহা জ্ঞানিগণের জ্ঞাতব্য। দ্বিজগণ! ভূমিদান-ফলে ইহকালে ও পরকালে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং তিলদানে বল ও মৃত্যুকে জয় করা যায়, ইহা বিদ্বদ্গণ বলিয়া থাকেন। ৩৬—৪৮। হিরণ্যদানে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি ও বলাধান, আজ্যদানে পুষ্টি, বস্ত্রদানে আয়ুর্বৃদ্ধি ধান্যদানে অন্ন ও সমৃদ্ধি লাভ, গুড়দানে মধুর ভোজ্য প্রাপ্তি, রৌপ্যদানে শুক্রবৃদ্ধি, লবণদানে ষড়্‌বিধ রসাস্বাদন, সর্ব্বপ্রকার বস্ত্রদানে সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ, কুষ্মাণ্ডদানে পুষ্টি এবং কন্যাদানে যাবজ্জীবন উভয়লোকেই সর্ব্ববিধ ভোগপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ! পনস, আম্র, কপিত্থ, কদল্যাদ্যোষধিজাত ও গুল্মজাত ফল এবং মাষ মুদ্গ, মরীচ সর্ষপাদি শাক, তাহার উপকরণ, যে ঋতুতে যে ফল উৎপন্ন হয়, সেই ঋতুতে সেই ফল, আর শব্দাদি দশবিধ ভোগ্যবস্তুর উপভোগার্থ দিক্‌প্রভৃতির সন্তোষকর, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক দ্রব্য সকল নিরন্তর ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন। গুরুমুখ হইতে সম্যক্‌রূপে বেদার্থ অবগত হওয়ায় 'কর্ম্মফল আছে' এইরূপ যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই বুদ্ধিকেই "আস্তিক্য" কহে। আর বন্ধু বা রাজভয়ে কর্ম্ম বিষয়িণী যে বুদ্ধি হয়, তাহাকে "শ্রদ্ধা" বলা যায়; কিন্তু তাহা নিকৃষ্টা। দরিদ্র ব্যক্তি সমুদয় বস্তুর অভাবে বাচিক বা কায়িক যজন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পণ্ডিতগণ, জপাদি ও স্তোত্র পাঠকে বাচিক-যজন এবং তীর্থযাত্রা ও ব্রতাদিকে কায়িক-যজনরূপে নির্দ্দেশ করেন। দেবতার তৃপ্তিসাধন-বুদ্ধিতে যে কোন উপায়ে অল্প বা বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা সুখভোগের কারণ হইয়া থাকে। তপশ্চর্য্যা ও দান এই উভয় কার্য্যই মনুষ্যের নিরন্তর কর্ত্তব্য। বুধগণ দেবগণের তৃপ্তির নিমিত্ত স্বর্ণ-গুণ শোভিত গৃহাদি দান করিবেন। তাহা হইলে ইহকাল ও পরকালে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার ভোগ ও উত্তম জন্ম লাভে সমর্থ হইতে পারা যায়। আর যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ-বুদ্ধিতে উক্ত কার্য্য সকল করেন, তাঁহার মোক্ষফল লাভ হয়। যে মানব নিরন্তর এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৪৯—৬১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে সত্তম! যে বিধি অনুসারে পূজা করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়, পার্থিব-প্রতিমা-পূজনের সেই বিধি আমাদিগকে বল। সূত বলিলেন, আপনারা অতি উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ইহা সর্ব্বদা সর্ব্বার্থপ্রদ এবং সদ্যই দুঃখবিনাশক; আমি বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। হে দ্বিজগণ! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা অপমৃত্যু-নিবারক, কালমৃত্যু হইতেও রক্ষা করিতে সমর্থ এবং সদ্য কলত্র-পুত্রাদি স্বজন ও ধন-ধান্য-সম্পাদক। অন্নাদি ভোজ্য এবং বস্ত্রাদি বিবিধ বস্তুও ইহার প্রভাবে পাওয়া যায়। অতএব পার্থিব প্রভৃতি শিবলিঙ্গপূজা এই ভূতলে অভীষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। এ কার্য্যে পুরুষের এবং স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে, ইহা নিশ্চয়। নদী, তড়াগ বা কূপের জলমধ্য হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিবে। অনন্তর কঙ্করাদি নিরাকরণ করত সেই মৃত্তিকা সংশোধন পূর্ব্বক গন্ধচূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা উত্তম মণ্ডপে একহস্তে দুগ্ধসংস্কৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত, অস্ত্রশস্ত্র-সমন্বিত, পদ্মাসনে আসীন প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। দ্বিজ—গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, দুর্গা এবং শিবের প্রতিমা ও শিবলিঙ্গ সর্ব্বদা পূজা করিবে। সম্পূর্ণ ফল ইচ্ছা করিলে, ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। পুষ্প দ্বারা প্রোক্ষণ ও সমন্ত্রক অভিষেক করিবে। সকলেরই নৈবেদ্য কুড়ব-পরিমাণে শাল্যন্ন দ্বারা করিবে। গৃহে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা পূজার নৈবেদ্য কুড়ব পরিমাণে হইবে। ঋষিপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার পক্ষে প্রস্থ পরিমাণ বিহিত। ১—১০। দেবস্থাপিত প্রতিমার পক্ষে তিন প্রস্থ এবং অনাদি মূর্ত্তির পক্ষে পাঁচ প্রস্থ পরিমিত নৈবেদ্য হইবে। এইরূপ হইলেই সম্পূর্ণ ফল হয়। ছয় প্রস্থ পরিমাণে নৈবেদ্যদান অধিক ফলপ্রদ। দ্বিজ সহস্র প্রস্থ দ্বারা পূজা করিলে সত্যই সত্যলোকে গমন করে। বিস্তার দ্বাদশাঙ্গুল, দৈর্ঘ্য পঞ্চবিংশতি অঙ্গুল, ঊর্দ্ধে পঞ্চদশ অঙ্গুল, লৌহ বা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত এইরূপ পাত্রকে পণ্ডিতগণ 'শিব' বলিয়া থাকেন। সেই পাত্রের আট ভাগের এক

ভাগ প্রস্থ; প্রস্থ-চতুর্থাংশের নাম কুড়ব। জল, তৈল ও গন্ধাদির পরিমাণ যথাযোগ্য দশপ্রস্থ শতপ্রস্থ এবং সহস্রপ্রস্থ। মানুষ-প্রতিষ্ঠিত, ঋষি-প্রতিষ্ঠিত এবং অনাদি লিঙ্গের মহাপূজা এইরূপে হয়। স্নান করাইবার ফল আত্মশুদ্ধি, গন্ধদানের ফল পুণ্যলাভ, নৈবেদ্যদানের ফল আয়ু ও তৃপ্তি এবং ধূপদানের ফল ধনলাভ। দীপ দান করিলে জ্ঞানলাভ হয়। তাম্বূলদানের ফল ভোগ-প্রাপ্তি। অতএব স্নানাদি ছয়টী কার্য্য যত্নপূর্ব্বক সম্পাদনীয়। নমস্কার ও জপ এই দুইটী কার্য্য সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। ভোগ মোক্ষার্থী মনুষ্যগণ পূজাশেষে উক্ত কার্য্যদ্বয় অবশ্য করিবে। প্রথমে মানসিক পূজা করিয়া মনুষ্য সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকল করিবে; কারণ দেবতাদিগের পূজা দ্বারা সেই সেই দেবতার ধামে গমন করে। হে দ্বিজগণ! সেই সকল স্থানান্তর লোকে যে যে ভোগ্যবস্তু যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করা যায়, তাহাদের বিশেষ বিবরণ বলিতেছি, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। ১১—২০। বিঘ্নেশের পূজা দ্বারা ভূর্লোকে যথাভিলষিত ফল লাভ হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র বা পৌষ মাসের শুক্লপক্ষে শতভিষা-নক্ষত্র ও শুক্রবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে যথাবিধি পূজা করিবে। দেবতা এবং অগ্নির প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে শত বা সহস্র দিন নিয়মিত একবার করিয়া পূজা করিলে, মনুষ্যাদিগের পুত্র এবং অভিলষিত বস্তুর লাভ, সকল প্রকার পাপের শান্তি ও নানাবিধ দুষ্কৃতির বিনাশ হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, বিহিত বারে শিবাদি দেবগণের পূজা করিলে, আত্মশুদ্ধি হয়। বারই তিথি, নক্ষত্র ও যোগদিগের আধার এবং সর্ব্ববিধ কামফলের প্রদাতা। বারের বৃদ্ধি বা ক্ষয় না থাকায়, পণ্ডিতগণ উঁহাকে [illegible] স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সূর্য্যের এক উদয় হইতে অপর উদয় পর্য্যন্ত কালের নাম বার, উহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ২১—২৫। বিহিত তিথির পূর্ব্বভাগে অনুষ্ঠিত দেবপূজা মনুষ্যদিগকে সম্পূর্ণ ফল প্রদান করে, কিন্তু তিথি মধ্যাহ্নের অনন্তর প্রবৃত্ত হইলে, উহার যে (পূর্ব্ব) ভাগ রাত্রির সহিত যুক্ত, তাহাই পিতৃকার্য্যের জন্য প্রশস্ত এবং (পরদিনের) দিবার সহিত যুক্ত উহার পরভাগ দেবকার্য্যের জন্য প্রশস্ত। আবার যদি ঐ তিথি উভয় দিনের মধ্যাহ্ন প্রাপ্ত হয়, তবে যে দিনে সূর্য্যোদয়কাল ও মধ্যাহ্নকাল প্রাপ্ত হইবে, সেই দিনই ঐ তিথি-বিহিত কর্ম্ম করিবে। দেবকার্য্যে সেইরূপ তিথি এবং শুভ নক্ষত্রাদি গ্রাহ্য। বারাদির বিষয় সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া পূজা এবং জপাদি করিবে। বেদে 'পূজা' শব্দের অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে যে, যাহা দ্বারা 'পূর্' উৎপন্ন হয়, তাহার নাম "পূজা"। পূর্ শব্দের অর্থ ভোগফল-সিদ্ধি, উহা ঐরূপ ক্রিয়াতেই সিদ্ধ হয়। ঐ কর্ম্ম দ্বারা মনের অভিলষিত ভোগ এবং অভীষ্ট জ্ঞান সিদ্ধ হয়। সেই জ্ঞান এবং ইষ্টভোগরূপ অর্থের যোজক কার্য্যই লোকে এবং বেদে পূজাশব্দে বিশ্রুত। ২৬—৩০। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল কালান্তরে ফল প্রদান করে এবং কাম্য-কর্ম্ম অনুষ্ঠান মাত্রেই ফলপ্রদ হয়। নিয়ত মাস পক্ষ ও বৎসর যথাক্রমে কর্ম্মবিশেষের ফল এবং পাপক্ষয়ের কারণ হইয়া থাকে। যেমন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে মহাগণপতির পূজা দ্বারা পক্ষের মধ্যে পাপক্ষয় এবং পক্ষের মধ্যে ভোগরূপ ফলের লাভ হয়। চৈত্রমাসের চতুর্থীতে ঐ পূজা করিলে মাসের মধ্যে ফললাভ হয় এবং যে ভাদ্রমাসে সূর্য্য সিংহরাশিতে থাকেন, এইরূপ ভাদ্রমাসের চতুর্থীতে ঐ পূজা করিলে বৎসরের মধ্যে অভীষ্ট ফলের সিদ্ধি হয়। শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত রবিবারে, হস্তানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীতে, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীতে এবং জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্রমাসের বুধবারে শ্রবণনক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে আদিত্য-যজন করিবে। দ্বাদশীতে বিষ্ণুযাগ করিলে অভিলষিত সম্পদ্ বর্দ্ধিত হয় এবং শ্রবণা নক্ষত্র ঘটিত তিথ্যাদিতে বিষ্ণুযজন করিলে ইষ্ট ও আরোগ্যলাভ হয়। সমুদয় অবয়বের সহিত গো আদি সপ্ত পদার্থ দান করিলে যে ফললাভ হয়, দ্বাদশীতে বিষ্ণুতর্পণ করিলে সেইরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। বিষ্ণুর দ্বাদশ নামে দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে ষোড়শ উপচার দ্বারা পূজা করিলে বিষ্ণুপ্রীতি লাভ হয়। এইরূপ নিখিল দেবতার স্ব স্ব দ্বাদশ নাম দ্বারা দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের পূজা করিলে সেই সেই দেবতার প্রীতিলাভ হয়। শ্রাবণ মাসের সোমবারে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমীতিথিতে ঐশ্বর্য্য-প্রার্থী মনুষ্য সেই নিখিল ভোগদায়িনী অম্বার পূজা করিবে। ৩১—৪০। আশ্বিন মাসের শুক্ল নবমীতে জগদম্বার পূজা, সকল প্রকার অভীষ্ট প্রদান করে। বিশেষতঃ রবিবারযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে পূজা বিশেষ ফলদায়িনী হয়। সামান্যতঃ আর্দ্রা-নক্ষত্রে ও রবিবারযুক্ত আর্দ্রা-নক্ষত্রে শিবপূজা বিশেষ ফলপ্রদ; মাঘের কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীতে শিবপূজা সর্ব্ব প্রকার অভীষ্ট প্রদান করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে মহার্দ্রাযুক্ত চতুর্দ্দশীতে শিবপূজা মনুষ্যদিগের আয়ুর্বৃদ্ধি করে, মৃত্যুভয় অপহরণ করে এবং সকল প্রকার সিদ্ধি উৎপাদন করে। অগ্রহায়ণ মাসে আর্দ্রা-নক্ষত্রযুক্ত তিথিতে ষোড়শ উপচারে শিবের মূর্ত্তিবিশেষের যে পূজা করে, তাহার পাদদর্শন কর্ত্তব্য। শিবপূজা মনুষ্যদিগকে ভোগ এবং মোক্ষ প্রদান করে। কার্ত্তিক মাসে বারবিশেষে দেবমূর্ত্তিবিশেষের পূজাও বিশেষ ফল প্রদান করে। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য কার্ত্তিক মাস আগত হইলে নিখিল দেবগণকে দান, তপস্যা, হোম, জপ, নিয়ম অর্থাৎ উপবাসাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। হে বিপ্র! ঐ কার্ত্তিক মাসে ষোড়শ উপচার দ্বারা প্রতিমাপূজা এবং মন্ত্র পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কামক্রোধাদি জনিত পীড়াশূন্য হয়। কার্ত্তিক

মাসে দেবগণের পূজা সর্ব্বপ্রকার ভোগপ্রদান ও অশেষ ব্যাধিবিনাশ করে এবং তদ্দ্বারা ভূত ও গ্রহাদির উপদ্রব দূরীভূত হয়। কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যপূজা এবং তৈল ও কার্পাস প্রদানে মনুষ্যদিগের কুষ্ঠাদি-রোগের উপশম হয়। হরীতকী, মরীচ, বস্ত্র ও ক্ষীরাদি প্রদান এবং ব্রাহ্মণ স্থাপন করিলে ক্ষয়রোগের ক্ষয় হয়। ৪১—৫০। দীপ এবং সর্ষপদানে অপস্মার-রোগের ক্ষয় হয়। কার্ত্তিক মাসের সোমবারে অথবা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত সোমবারে শিবের পূজা করিলে মনুষ্যদিগের অতিশয় দারিদ্র্যনাশ এবং সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ লাভ হয়। ঐরূপ কার্ত্তিক মাসের অথবা কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবারে গৃহ, ক্ষেত্র, দীপ ও ঘণ্টাদি দান পূর্ব্বক এবং গৃহোপকরণাদি দ্বারা কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিলে বাক্সিদ্ধি হয়। ঐরূপ কার্ত্তিক মাসের বা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত বুধবারে বিষ্ণুর পূজা এবং দধ্যোদন দান করিলে সাধু-সন্তান লাভ হয়। ঐরূপ কার্ত্তিক মাসের বা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত বৃহস্পতিবারে ধন দ্বারা ব্রহ্মার পূজা এবং মধু, স্বর্ণ ও ঘৃত দান করিলে মনুষ্যদিগের ভোগের বৃদ্ধি হয়। কার্ত্তিক মাসের বা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত শুক্রবারে গণেশের পূজা এবং গন্ধপুষ্পাদি দান করিলে মনুষ্যদিগের ভোগ্য বস্তুর বৃদ্ধি হয়। কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত বা কার্ত্তিক মাসের শনিবারে সুবর্ণ ও রৌপ্যাদি দান এবং দিক্পালগণের পূজা করিলে বন্ধ্যাও সুপুত্র লাভ করে। দিগ্গজদিগের, নাগদিগের, মর্য্যাদা প্রতিপালকদিগের, ত্রিনয়ন রুদ্রের এবং পাপহর বিষ্ণুর পূজাতেও ঐরূপ ফল লাভ হয়। ব্রহ্মার পূজনে জ্ঞানলাভ হয় এবং ধন্বন্তরি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পূজায় রোগ ও অপমৃত্যুর ভয় থাকে না এবং সদ্য ব্যাধি সকল নিবৃত্ত হয়। ৫১—৫৯। যে মাসে সূর্য্য ধনু-রাশিতে গমন করেন, ঐ মাসে লবণ, লৌহ, তৈল, মাষকলাই, ত্রিকটূফলের গন্ধযুক্ত জলাদি এবং অন্য প্রকার দ্রব ও কঠিন পদার্থ প্রস্থ বা পল পরিমাণে দান করিলে এবং উষাকালে পূজা করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। শিব প্রভৃতি নিখিল দেবগণের নিকট সমুদয় সিদ্ধি প্রাপ্তির নিমিত্ত শালি-অন্ন এবং হবিষ্য দ্রব্যের নৈবেদ্য দান করিবে; কারণ, ঐরূপ নৈবেদ্য প্রশস্ত। ধনুঃসংক্রান্তিযুক্ত মাসে নানাবিধ অন্নের নৈবেদ্য বিশেষ-ফলদায়ক। মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে অন্নপ্রদানকারীর সকল প্রকার অভিলষিত ফল লাভ পাপক্ষয়, ইষ্টসিদ্ধি, আরোগ্য, ধর্ম্ম, সম্যক্প্রকার বেদের জ্ঞান এবং সদনুষ্ঠান লাভ হয়। মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে অন্নদাতা ইহ এবং পরকালে সমুদয় ভোগের পর শাশ্বতযোগ এবং বেদান্ত-জ্ঞান-সিদ্ধি লাভ করে। ভোগাভিলাষী ব্যক্তি অগ্রহায়ণ মাসে প্রাতঃকালে অথবা উপর্য্যুপরি তিন দিন দেবগণের পূজা করিবে এবং কখনই ধনুঃসংক্রান্তি অতিক্রম করিবে না। সূর্য্যের যাবৎকাল ধনুরাশিতে সংক্রম থাকে, তাবৎকাল ধনুর্ম্মাস নামে অভিহিত হয়, ঐ ধনুর্ম্মাসে একমাস বরাবর জিতেন্দ্রিয় ও নিরাহারী হইয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করিবে; পরে নিদ্রাকাল যতক্ষণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত পঞ্চাক্ষরাদি মন্ত্রের জপ করিবে। ব্রাহ্মণ একবারমাত্র উক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক দেহান্তে মুক্তিলাভ করে। অন্যজাতীয় নরনারীরা তিনবার স্নান এবং পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের তিনবার জপ দ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে মহাপাপের ক্ষয় হয়। ৬০—৭০। ধনুর্ম্মাসে বিশেষ করিয়া ভারপরিমিত শালিধান্যের তণ্ডুল এবং প্রস্থ পরিমিত মরীচ দ্বারা মহানৈবেদ্য নির্ম্মাণ করিবে। ঐ মহানৈবেদ্যে যে দ্রব্যের যে পরিমাণ বলা হইল, তাহা দ্বাদশগুণ বুঝিতে হইবে। উহাতে কুডব-পরিমিত মধু ও আজ্য; দ্রোণপরিমিত মুদ্গ এবং দ্বাদশ প্রকার ব্যঞ্জন দান করিবে। মহানৈবেদ্যে ঘৃতপক্ব অপূপ, মোদক, দ্বাদশবিধ শালিতণ্ডুল, দ্বাদশ প্রস্থ পরিমিত দধি ক্ষীর, দ্বাদশ প্রস্থ পরিমিত নারিকেল ফল-প্রভৃতি, দ্বাদশ প্রস্থ সুপারি, ষট্ত্রিংশৎ প্রস্থ তাম্বূল-পত্র—উহা আবার কর্পূর, খুর (খদির কি ?), চূর্ণ (চূণ), এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার সুগন্ধি ফলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবে; কারণ মহানৈবেদ্যের এইরূপ লক্ষণই কথিত হইয়াছে। উক্ত লক্ষণ সম্পন্ন মহানৈবেদ্য দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া বর্ণানুক্রমে সেই সেই দেবগণের ভক্তগণকে প্রদান করিবে। কেবল ওদনের নৈবেদ্য দান করিলে মনুষ্য রাষ্ট্রপতি হয় এবং মহানৈবেদ্য দান করিলে মনুষ্যের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। হে দ্বিজর্ষভগণ! সহস্র মহানৈবেদ্য দান করিলে, মনুষ্য সত্যলোক প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সত্যলোকে পূর্ণ আয়ু লাভ করে। ত্রিংশৎ সহস্র মহানৈবেদ্য দান করিলে, সত্যলোকের ঊর্দ্ধস্থিত লোক প্রাপ্ত হয় এবং তাহার আর জন্ম হয় না। ষট্ত্রিংশৎ সহস্র মহানৈবেদ্যের নাম জন্মনৈবেদ্য; ঐ পরিমাণে নৈবেদ্যদানের নাম মহাপূর্ণ। ৭১—৮০। মহাদেবের নৈবেদ্যকেও জন্মনৈবেদ্য বলে। জন্মনৈবেদ্য দান করিলে পুনর্ব্বার আর জন্ম হয় না। সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, জন্মনক্ষত্র এবং পৌর্ণমাসী ও অমবস্যাদিযুক্ত কার্ত্তিক মাসের কোন পুণ্য দিবসে জন্মনৈবেদ্যের আয়োজন করিবে। জন্মতিথির দিবস এবং অন্য মাসে যে দিবসে জন্মনক্ষত্রের পূর্ণযোগ হইবে, সেই দিবসে উত্তমরূপে জন্মনৈবেদ্য দান করিবে। সকল পুণ্যযোগের সম্মিলনে বা শনৈচর-দিবসে সহস্র জন্মনৈবেদ্য নির্ম্মাণ করিবে। জন্মনৈবেদ্য প্রদান করিলে, জন্মদানের ফল লাভ হয়। জন্মদান করিলে, শিব প্রীত হইয়া সাযুজ্য প্রদান করেন। অতএব এই জন্মনৈবেদ্য শিবকেই দান করিবে। শিবই যোনি-লিঙ্গস্বরূপে জন্মের কারণ; অতএব

জন্মনিবৃত্তির নিমিত্ত শিবেরই পূজা কর্ত্তব্য। এই সমুদয় স্থাবর জঙ্গম স্বরূপ জগৎ বিন্দু এবং নাদাত্মক। বিন্দু বলিতে শক্তি এবং নাদ বলিতে স্বয়ং মহাদেব; সুতরাং সমুদয় জগৎ শিব ও শক্ত্যাত্মক। নাদের আধার বিন্দু এবং এই জগৎ বিন্দুর আধার। এদিকে বিন্দু ও নাদ এই উভয়ই জগতের আধাররূপে অবস্থিত। বিন্দু ও নাদযুক্ত সমুদয় বস্তু কলানিচয় দ্বারা মিশ্রীকৃত হয়; ঐরূপ মিশ্রীকরণ হইতে সমুদয় জগৎ জন্মলাভ করে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। বিন্দু এবং নাদ এই উভয়াত্মক লিঙ্গকে পণ্ডিতেরা জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিন্দু সাক্ষাৎ দেবী এবং নাদ শিব, এই নিমিত্ত ঐ উভয়াত্মক লিঙ্গ শিবলিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। ৮১—৯০। অতএব জন্মনিবৃত্তির জন্য শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। বিন্দুরূপা দেবী—মাতা এবং নাদরূপ শিব—পিতা। মাতা ও পিতা পূজিত হইয়া পরম আনন্দ দান করেন; অতএব পরম লাভের নিমিত্ত শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। সেই দেবী জগতের মাতা এবং শিব জগতের পিতা। সেবাকারী পুত্রের প্রতি সর্ব্বদাই পিতামাতার কৃপা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। পিতামাতা, সেবানিরত পুত্রকে আপনাদের অন্তর্গত অর্থাৎ গুপ্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন; অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! অন্তর্গত আনন্দ লাভার্থ পিতা-মাতা স্বরূপে শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। কারণ মহাদেব পুরুষস্বরূপ এবং পার্ব্বতী প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হন। যে উপাদানস্বরূপ গর্ভ সূক্ষ্মরূপে অভ্যন্তরে অবস্থান করে, তাহার নাম পুরুষ এবং যে উপাদানীভূত গর্ভ স্থূলভাবে অবস্থান করে, তাহার নাম প্রকৃতি। পুরুষ আদিগর্ভ এবং প্রকৃতিরূপ গর্ভের সম্বন্ধে গর্ভবান হইয়া জগতের জনক হন। পুরুষ হইতে প্রকৃতিতে সংক্রমের নাম প্রথম জন্ম। প্রকৃতি হইতে ব্যক্ততা-লাভের নাম দ্বিতীয় জন্ম। জীব পুরুষ হইতে জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। মায়া দ্বারা অন্য প্রকটীকৃত এবং উৎপাদিত হয় বলিয়া উহাকে 'জন্ম' বলা হয় এবং জন্মকাল হইতে জীর্ণ হইতে থাকে বলিয়া প্রাণিগণ 'জীব' বলিয়া অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন, যাহা জন্মিয়া অবাধ মায়াপাশে আবদ্ধ হয়, তাহার নাম জীব। জীব জন্মপাশ-নিবৃত্তির নিমিত্ত জন্মলিঙ্গের পূজা করিবে। ৯১—১০০। ভগ শব্দের অর্থ—বৃদ্ধি। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রকৃতি—ভগশব্দে অভিহিত হয়। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারাই ভোগ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ভগ অর্থাৎ প্রকৃতির ভোগ এই কথাটী লোকে বিশ্রুত হইয়াছে। ভগশব্দের মুখ্য অর্থ—প্রকৃতি; এই নিমিত্ত শিবকে ভগবান্ এই নামে অভিহিত করা হয়। ভগবান্ শিবই ভোগদাতা, তিনি ভিন্ন ভোগদাতা আর কেহই নাই এবং সেই ভগবান্ ভগ অর্থাৎ প্রকৃতির স্বামী বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'ভর্গ' এই নামে অভিহিত করেন। ভগের সহিত লিঙ্গ এবং লিঙ্গের সহিত ভগ ইহলোকে ও পরলোকে নিত্য ভোগের কারণ হন। শিবলিঙ্গস্বরূপ ভগবান্ মহাদেবের পূজা করিবে। লোক-প্রসবিতা সূর্য্য; জগতের প্রসব হেতু সেই প্রসবিতার চিহ্ন ভগ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। মনুষ্যপ্রভৃতি অর্থাৎ জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা মহাদেবকে লিঙ্গময় মূর্ত্তিতে পূজা করিবে। লিঙ্গের অর্থবোধক চিহ্নও লিঙ্গ নামে অভিহিত হয়। এই লিঙ্গ 'শিবস্বরূপ—পুরুষ' এই অর্থকে বোধ করায়। শিব ও শক্তি এই উভয়ের চিহ্নের মেলনকেও লিঙ্গ বলা যায়। আপনার চিহ্নের পূজায় প্রীত হইয়া চিহ্নের কার্য্য আর তাহাকে ভোগ করান না;—চিহ্নের কার্য্য—জন্মাদি, সুতরাং তাহার জন্মাদির নিবৃত্তি হয়। বাহ্য এবং অভ্যন্তর-সম্ভূত প্রাকৃত ও পুরুষ সম্বন্ধীয় ষোড়শবিধ উপচার দ্বারা শিবলিঙ্গের পূজা করিবে। আদিত্যবারে অর্থাৎ রবিবারে এইরূপ পূজা করিলে আর জন্ম হয় না। আদিবারে * প্রণব দ্বারা মহালিঙ্গের পূজা করিবে। ১০১—১১০। আদিবারে পঞ্চগব্য দ্বারা অভিষেক বিশেষ ফলপ্রদ। গোময়, গোমূত্র, দুধ, দধি এবং ঘৃত এই পাঁচটীকে পঞ্চগব্য বলে। ক্ষীরাদি এক একটীকে মধু বা ইক্ষু-গুড় বা চিনি দ্বারা মিশ্রিত করিবে; প্রণব দ্বারা গব্য দুগ্ধ মিশ্রিত অন্নের নৈবেদ্য দান করিবে। প্রণবধ্বনি স্বয়ম্ভু মহাদেবের নাদের ব্যঞ্জক, উহার রেখা (যন্ত্র) বিন্দুর লিঙ্গ, মকার প্রতিষ্ঠার লিঙ্গ, উকার চরের লিঙ্গ, অকার গুরুর বিগ্রহ; এই ষট্‌লিঙ্গের পূজা দ্বারা জীব জীবন্মুক্তি লাভ করে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ভক্তিপূর্ব্বক শিবের পূজা করিলে মনুষ্যদিগের আর জন্ম হয় না। রুদ্রাক্ষ ধারণে একপাদ ভক্তি লাভ হয়, ভূতি অর্থাৎ ভস্ম-ধারণে অর্দ্ধ ভক্তি লাভ হয়, মন্ত্রজপ দ্বারা ত্রিপাদ ভক্তি লাভ হয় এবং পূজা দ্বারা সম্পূর্ণ ভক্তি লাভ হয়। শিবলিঙ্গ এবং উহার ভক্ত এই উভয়ের পূজা করিলে মনুষ্য মোক্ষলাভ করে। যে মনুষ্য সমাহিতচিত্তে এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে ব্রাহ্মণ; তাহারই শিবভক্তি বর্দ্ধিত হয়। ১১১—১১৭।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে প্রভো! হে মহামুনে! প্রণবের মাহাত্ম্য, ষট্‌লিঙ্গের মাহাত্ম্য এবং শিবভক্তের পূজার বিষয় আমাদের নিকট ক্রমশঃ কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন, হে তপোধনগণ! আপনারা অতি সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহার উত্তর কেবল মহাদেব জানেন; আর

---

* আদিবার—রবিবার।

কেহই জানেন না তবে আমি সেই শিবের কৃপাতেই আপনাদিগের প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি। শিব আমাদের এবং আপনাদের ভূরি পরিমাণে রক্ষা করুন। 'প্র' এই কথাটী প্রকৃতিজাত সংসাররূপ মহোদধির নূতন নৌকা বিশেষ; সেই 'প্র'র সহিত যোগ থাকাতেই পণ্ডিতেরা প্রণবের গৌরব করেন। প্র শব্দ বলে, 'তোমাদিগের প্রপঞ্চ নাই', এইজন্য প্রণব; অথবা যাহা দ্বারা প্রকৃষ্ট মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম প্রণব। প্রণব জাপক যোগীদিগের ও প্রণবমন্ত্রের পূজকের সমুদয় কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া যে দিব্য জ্ঞান হয়, তাহার নাম নব বা নূতন। সেই প্রণবকেই প্রকৃষ্টরূপে নূতন শুদ্ধস্বরূপ মায়ারহিত পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন পদার্থের সৃষ্টি করেন বলিয়া পরমেশ্বরকে পণ্ডিতগণ প্রণব বলেন। প্রণব দুই প্রকার; সূক্ষ্ম এবং স্থূল। একাক্ষর প্রণবের নাম সূক্ষ্ম এবং পঞ্চাক্ষর প্রণবের নাম স্থূল। প্রথমে পঞ্চাক্ষরের অভিব্যক্তি না থাকায় তাহার নাম সূক্ষ্ম এবং দ্বিতীয়ে পঞ্চাক্ষর সুব্যক্ত বলিয়া উহার নাম স্থূল। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সূক্ষ্ম প্রণবই সকলের সার এবং হিতের জনক। তাঁহাদের স্বকীয় দেহ যে পর্য্যন্ত বিলীন না হয়, সেই পর্য্যন্ত মন্ত্র দ্বারা অর্থের অনুসন্ধান করেন। ১—১০। তাঁহারা স্বীয় দেহ গলিত হইলে নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ শিবস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন এবং কেবল অর্থাৎ অর্থানুসন্ধান ব্যতিরেকে মন্ত্রের জপকারী ব্যক্তি স্বদেহান্তে যোগ প্রাপ্ত হন। ষট্‌ত্রিংশৎ কোটি জপকারী নিশ্চয়ই যোগ প্রাপ্ত হয়। সূক্ষ্মও আবার হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে দ্বিবিধ। অকার, উকার, মকার, নাদ (ধ্বনি), বিন্দু (অনুস্বার) এই পঞ্চবর্ণে নিষ্পন্ন কাল-কলা-মাত্রা-সমন্বিত প্রণবই দীর্ঘপ্রণব; তাহা যোগিগণের হৃদয়েই বিরাজিত। অকার, উকার এবং মকার এই ত্রিতত্ত্বস্বরূপ প্রণবই হ্রস্বপ্রণব। সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কামী ব্যক্তি এই হ্রস্বপ্রণব জপ করিবে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত আর শব্দ. স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চবিষয়; সমষ্টিতে হইল—দশটী বস্তু; এতন্মধ্যে এক একটী বস্তুতেও যে যে পুরুষের আশা আছে, তাহারা প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী। আশার বিষয়ভেদে প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী পুরুষও দশবিধ, ইহা বলা যায়। প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী পুরুষ হ্রস্বপ্রণব জপে অধিকারী; আর নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী পুরুষ দীর্ঘপ্রণব জপে অধিকারী। সকলেরই ব্যাহৃতি-আরম্ভে, মন্ত্র-আরম্ভে, বেদপাঠের আরম্ভে, গুরুবন্দনাদির আরম্ভে এবং সন্ধ্যারম্ভে প্রণব-উচ্চারণ বিধেয়। আর নিবৃত্তিমার্গাবলম্বীরা ইচ্ছামত প্রণব উচ্চারণ করিবে; কিন্তু তাহা পঞ্চবর্ণ ও কালমাত্রাদিসহ হওয়া আবশ্যক। নবকোটি প্রণব জপে, পুরুষ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধিলাভ করে। পুনর্ব্বার নবকোটি জপ করিলে, পৃথিবীজয়ে সমর্থ হওয়া যায়, অর্থাৎ পৃথিবীর বিকারে তাহার বিকৃতি ঘটে না এবং পার্থিব পদার্থের উপর তাহার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা হয়। পুনর্ব্বার নবকোটি জপ করিলে, জলজয়ে সামর্থ্য হয়। পুনর্ব্বার নবকোটি জপ করিলে, তেজোজয়ে সামর্থ্য হয়। পুনর্ব্বার নবকোটি জপ করিলে, বায়ুজয় করিতে পারা যায় পুনরায় নবকোটি জপ করিলে, আকাশজয় করিতে পারা যায়। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই পঞ্চবিষয়কে, যথাক্রমে নবকোটি করিয়া প্রণব জপ করিলে, জয় করিতে পারা যায়। আবার নবকোটি জপ করিলে অহঙ্কারজয় হয়। নিত্য সহস্র মন্ত্র জপে পুরুষ, নিত্য শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজগণ! অনন্তর আত্ম-সিদ্ধির জন্য. (নবকোটি) জপ বিহিত আছে। পঞ্চভূত, পঞ্চ বিষয়, অহঙ্কার এবং আত্মা এই দ্বাদশ বস্তুর জয়ের জন্য প্রত্যেকে নবকোটি করিয়া জপ করিলে সর্ব্বশুদ্ধ, অষ্টোত্তর শতকোটি জপ করা হয়। এতৎসংখ্যক প্রণব-জপে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধযোগ লাভে অধিকারী হয়। ১১-২৩। শুদ্ধযোগযুক্ত পুরুষ জীবন্মুক্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমাধিমগ্ন অবস্থায় সর্ব্বদা শিবরূপী প্রণবের জপধ্যান-পরায়ণ মহাযোগী সাক্ষাৎ শিবস্বরূপই, এ বিষয়ে সংশয় নাই। ঋষি, ছন্দ এবং দেবতাদি ন্যাস করিয়া প্রণব জপ করিবে। যথা-বিধানে মাতৃকাযুক্ত প্রণব দেহে ন্যাস করিলে, ঋষিত্ব-প্রাপ্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত দশমাতৃকা ও ষড়ধ্বাদি নিয়মানুসারে প্রণব ন্যাস করিলে, ন্যাসফল সমগ্র পাওয়া যায়। প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী এবং প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় লক্ষণযুক্ত পুরুষের স্থূল প্রণব জপই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত। কর্ম্ম, তপস্যা এবং জপ এই ত্রিবিধ সাধনভেদে শিবযোগীও ত্রিবিধ। ধনাদি বিভব দ্বারা, হস্ত এবং অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা, আর নমস্কারাদি দ্বারা শিবকার্য্য ও শিবপূজায় আসক্ত ব্যক্তিই ক্রিয়াযোগী বলিয়া কথিত। শিবপূজারত, মিতাহারী বাহ্যেন্দ্রিয়জয়ী এবং পরদ্রোহাদি-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিই তপোযোগী নামে কথিত। তপোযোগীর লক্ষণসম্পন্ন, সর্ব্বদাশুদ্ধ, সর্ব্বকামাদি-বিবর্জ্জিত, শান্তিগুণাবলম্বী এবং সদা জপনিরত ব্যক্তিই জপযোগী নামে প্রথিত। মানব ষোড়শ উপচার দ্বারা শিবযোগীদিগের পূজা করিলেও ক্রমে শুদ্ধ হইয়া সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিতে পারে। হে দ্বিজগণ! আমি জপযোগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জপযোগীরও জপ করা বিধেয়; কেননা, বক্ষ্যমাণ মন্ত্রজপে পাপ নাশ হয়। হে দ্বিজগণ! প্রথমে 'নমঃ,' তৎপরে চতুর্থ্যন্ত শিবনাম অর্থাৎ 'শিবায়'; শিবাত্মক পঞ্চাক্ষরময় পঞ্চতত্ত্বস্বরূপ স্থূল প্রণবই এই মন্ত্র। মনুষ্য পঞ্চাক্ষর জপ দ্বারাই সর্ব্ববিধ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। প্রথমে প্রণব যোগ করত এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিবে। হে দ্বিজগণ! গুরূপদেশ প্রাপ্তির পর

সর্ব্বকাল-শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট মাঘ মাস বা ভাদ্রমাসে একাহারী, মিতাহারী, মৌনী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া শুক্লপক্ষে আরম্ভ করত কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত পবিত্র দেশে উত্তম স্থানে এই মন্ত্র জপ করিবে। এ সময়েও আপনার ও রাজার এবং মাতা-পিতার নিত্য শুশ্রূষা করিবে। এইরূপ ভাবে সহস্রবার জপ করিলেও শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। উঁহাদিগের শুশ্রূষা না করিলে ঋণগ্রস্ত থাকে। পদ্মাসনে অবস্থিত, গঙ্গা এবং চন্দ্রকলা-শোভিত, মৃগচর্ম্মধারী, বরা-ভয়কর, সর্ব্বদা অনুগ্রহকর্ত্তা, মঙ্গলপ্রদ শিবকে—যাঁহার বাম ঊরুতে ভগবতী-শক্তি সমাসীনা, সেই মহাগণ-সমূহ-পরিবৃত শিবকে—হৃদয়ে অথবা সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পঞ্চলক্ষ বার জপ করিবে। সেই শুদ্ধাচারী ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া মনোরম পবিত্র দেশে শুদ্ধচিত্তে, একাগ্রভাবে, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বাদশ সহস্র জপ করিবে। তৎপরে সেই ব্যক্তি পত্নীযুক্ত উত্তম শৈব ব্রাহ্মণগণকে বরণ করিবে। তন্মধ্যে একজন প্রধান শিষ্ট ব্যক্তিকে উমাসহচর শিবস্বরূপী প্রধান গুরুরূপে বরণ করিবে। আর পাঁচজন শিবভক্ত ব্রাহ্মণোত্তমকে ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব এবং সদ্যোজাতরূপে বরণ করিবে। তারপর যথাবিধি পূজাদ্রব্য সম্পাদন পূর্ব্বক শিবপূজা আরম্ভ করিবে। যথাবিধি শিবপূজা করিয়া হোম আরম্ভ করিবে। ২৪—৪৫। স্বকীয় গৃহোক্ত সূত্র অনুসারে অগ্নিস্থাপন অবধি কর্ম্ম করিয়া হোমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ হোম কপিলাধেনুর দুগ্ধজাত ঘৃত দ্বারা স্বয়ংই দশবার, শতবার বা সহস্রবার করিবে অথবা শিবভক্ত দ্বারা করাইবে। হোমাবসানে পূর্ব্বোক্ত শিবভক্তদিগকে ঈশানাদি স্বরূপ এবং গুরুকে সাম্বমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া গুরুকে দক্ষিণা এবং গোমিথুন দান করিবে। তাঁহাদিগের অভিষেকাবশিষ্ট জল দ্বারা আপনার মস্তক ধৌত করিয়া সদ্য ষট্ত্রিংশৎ কোটি তীর্থস্নানের ফল লাভ করিবে। অনন্তর তাঁহাদিগের মধ্যে গুরুপত্নীকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-শক্তি বিবেচনা করিয়া উঁহাদিগকে ঈশানাদিক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক দশাঙ্গ অন্নদান করিবে। তদনন্তর পরমান্ন দান করিয়া আপনার বিত্তবানুসারে রুদ্রাক্ষ ও বস্ত্র দানপূর্ব্বক বটকা (বড়া) ও অপূপ (পিষ্টক) দান করিবে। তাহার পর বলিদান করিয়া ভূরি পরিমাণে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। তাহার পর মহাদেবের নিকট বর প্রার্থনা করিয়া জপ সমাপন করিবে। এইরূপ পুরশ্চরণ করিলে মনুষ্যের মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয়। অতঃপর পঞ্চলক্ষ জপ করিলে সকল প্রকার পাপের ক্ষয় হয়। প্রত্যেক পঞ্চলক্ষ জপ দ্বারা, অতল হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত যাবতীয় লোক আছে, যথাক্রমে তাহার এক একটীর ঐশ্বর্য্য লাভ করে। ঐরূপ জপ করিবার মধ্যে যদি মৃত হয়, তবে দুষ্কৃত কর্ম্মফলের ভোগান্তে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জাপক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ঐরূপ জন্মলাভের পর পঞ্চলক্ষ বার জপ করিলে ব্রহ্মসামীপ্য প্রাপ্ত হয়। তাহার উপর পঞ্চলক্ষ বার জপ করিলে সারূপ্যৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। তাহার উপর শতলক্ষ বার জপ করিলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মতুল্য হয়। এইরূপে কার্য্য ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সাযুজ্য লাভ করিয়া, যে পর্য্যন্ত তাঁহার বিনাশ না হয়, সেই পর্য্যন্ত যথেষ্ট ভোগ প্রাপ্ত হয়। পুনর্ব্বার কল্পান্তর উপস্থিত হইলে, সে ব্রহ্মার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনর্ব্বার তপস্যা দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে। পরমেশ্বর পৃথিবী আদি পঞ্চ স্থূলভূত হইতে যথাক্রমে পাতালাদি সত্যান্ত চতুর্দ্দশ লোকের নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ইহারা ব্রহ্মলোক নামে প্রসিদ্ধ। সত্যের উর্দ্ধে ক্ষমা পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশলোক সৃষ্ট হইয়াছে; উহারা বিষ্ণুলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষমালোক বৈকুণ্ঠ-নগর বলিয়া বিখ্যাত; উহাতে কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট বিষ্ণু বাস করেন। ৪৬—৬০। তিনি কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদি বিশিষ্ট লক্ষ্মীর সহিত মহাভোগে নিরত হইয়া ঐ লোকের রক্ষাবিধান করেন। ক্ষমালোকের উর্দ্ধে শুচ্যন্ত অষ্টাবিংশতি লোক অবস্থিত। শুচিলোক কৈলাস-নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত রুদ্র বাস করেন। তাহার উর্দ্ধে অহিংসান্ত ষট্পঞ্চাশৎ লোক অবস্থিত। ঐ অহিংসা-লোকান্তর্গত জ্ঞানকৈলাস নামক নগরে, কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্ত্যাদি-বিশিষ্ট ঈশ্বর সকল বস্তুকে তিরোভাব করত অধিষ্ঠান করেন। সেই অহিংসা-লোকের অন্তে কালচক্র, তাহার পর কালাতীত; উহাতে শিবকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত চক্রেশ্বর নামক কাল বাস করেন। ঐ কাল বক্ষ্যমাণ মাহিষধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, সকল বস্তুকে কালের সহিত যুক্ত করিতেছেন। অসত্য, অশুচি, হিংসা, নির্দ্দয়তা, এই চারিটী মাহিষধর্ম্ম। ঐ কাল শর্ব্ব অর্থাৎ শিবের অংশ, অসত্যাদি চতুষ্পাদ-বিশিষ্ট, কামরূপী, নাস্তিক্য-প্রচারকারী, দুষ্টসংসর্গী এবং বেদবিরুদ্ধবাদী। ঐ কাল ক্রোধসঙ্গী, কৃষ্ণবর্ণ এবং মহামহিষরূপধারী। তিনিই মহেশ্বর এবং তাঁহাতেই সকলের তিরোধান হয়। তাঁহার নীচে কর্ম্মভোগ এবং তাঁহার উর্দ্ধে জ্ঞানভোগ। তাহার নিম্নে কর্ম্মমায়া এবং তাহার উর্দ্ধে জ্ঞানমায়া। মা শব্দের অর্থ লক্ষ্মী, কর্ম্মভোগ যাহাতে গমন অর্থাৎ আশ্রয় করে, তাহার নাম কর্ম্মমায়া এবং জ্ঞানভোগ যাহাতে আশ্রয় করে, তাহার নাম জ্ঞানমায়া। ৬১—৬৯। ঐ জ্ঞানমায়ার উর্দ্ধে অনশ্বরভোগ এবং তাহার নীচে নশ্বরভোগ। তাহার নীচে তিরোধান এবং তাহার উর্দ্ধে তিরোধানের অভাব। উহার নীচে পাশবন্ধন এবং উহার উর্দ্ধে বন্ধনাভাব। উহার নীচে কাম্যকর্ম্মানুসারিগণ পরিবর্ত্তিত হয়।

তাহার ঊর্দ্ধে নিষ্কাম-কর্ম্মভোগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার নীচে বিন্দুপূজা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ অবস্থান করে। তাহার ঊর্দ্ধে নিষ্কাম ভাবে লিঙ্গপূজকগণ অবস্থান করে। তাহার নীচে শিব ভিন্ন দেবপূজকগণের আবাস। যাঁহারা একমাত্র শিবভক্ত, তাহারা তাহার ঊর্দ্ধে বাস করে। তাহার নীচে জীবকোটি এবং তাহার ঊর্দ্ধে ঈশ্বরকোটি। তাহার নীচে সাংসারিক লোকেরা অবস্থান করে এবং তাহার ঊর্দ্ধে মুক্ত পুরুষেরা বিচরণ করে। তাহার নীচে প্রাকৃত দ্রব্যপূজকগণ বাস করে। তাহার ঊর্দ্ধে চৈতন্যময় দ্রব্য-পূজকেরা বাস করে। তাহার নীচে শক্তিলিঙ্গ এবং তাহার ঊর্দ্ধে শিবলিঙ্গ। তাহার নীচে আবৃতলিঙ্গ এবং তাহার ঊর্দ্ধে নিরাবৃত অর্থাৎ নির্গুণ লিঙ্গ ও তাহার নীচে কল্পিত লিঙ্গ এবং তাহার ঊর্দ্ধে অকল্পিত লিঙ্গ। তাহার নীচে বাহ্য অর্থাৎ আধিভৌতিক লিঙ্গ এবং তাহার ঊর্দ্ধে অন্তরঙ্গ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক লিঙ্গ। তাহার নীচে দ্বাদশ শত শক্তিলোক। তাহার নীচে বিন্দুরূপ, তাহার ঊর্দ্ধে নাদরূপ। তাহার নীচে কর্ম্মলোক, তাহার ঊর্দ্ধে জ্ঞানলোক। তাহার ঊর্দ্ধে মদ ও অহঙ্কারের বিনাশক নম্রভাব। যাহা জনিজ (উৎপত্তিজাত) তিরোধান অর্থাৎ অজ্ঞানকে নিবারণ না করিয়া বৃদ্ধি পায় না, তাহার নাম জ্ঞান; এইরূপ ব্যুৎপত্তি-বলে জ্ঞান শব্দের অর্থ তিরোধান-নিবারক। তাহার নীচে আধিভৌতিক পূজকগণ অবস্থান করে। ৭১—৮০। তাহার ঊর্দ্ধে আধ্যাত্মিক পূজকগণ সঞ্চরণ করে। মহালোকাত্মক লিঙ্গে এইরূপে বেদীর বিভাগ হইয়াছে। সেই বেদীর অন্তে প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র, এই আট প্রকার বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদয় লৌকিক ও বৈদিক পদার্থ এইরূপ জানিবে। যাহারা সত্যাদি-ধর্ম্মযুক্ত এবং শিবপূজাপরায়ণ, তাহারা পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্ম-মহিষারূঢ় কালচক্র উল্লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হয়। তাহার ঊর্দ্ধে ব্রহ্মচর্য্য-স্বরূপধারী ধর্ম্মবৃষভ বাস করেন। সত্যাদি তাঁহার পা এবং তিনি শিবলোকের অগ্রে অবস্থিত। ক্ষমা তাঁহার শৃঙ্গ, শম তাঁহার কর্ণ এবং তিনি বেদধ্বনি দ্বারা বিভূষিত। তাঁহার চক্ষু আস্তিকা, তিনি বৃষভরূপী এবং তাঁহার মন ও বুদ্ধি বেদাক্ষরাত্মক ও গৌরবান্বিত। পূজা, তপস্যা, জপ, জ্ঞান ও ধ্যানাদিরূপ ক্রিয়া সকলই ধর্ম্ম এবং ঐ সকল ধর্ম্ম, সর্ব্বদা জগতের কারণ ব্রহ্মাদিতে অবস্থিত। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত কালকে অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাই ঐ ক্রিয়ারূপী ধর্ম্ম-বৃষভে অধিষ্ঠান করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, ইঁহাদের প্রত্যেকের আয়ুর সমষ্টি পরিমাণে শিবের একদিন হয়। তাহার পর আর দিবারাত্রি বা জন্ম মরণাদির বিভাগ নাই। উহার ঊর্দ্ধে কারণরূপী ব্রহ্মার কারণ। সত্যান্ত লোক অবস্থিত; উহারা গন্ধাদি ভূত হইতে নির্ম্মিত। ঐ সকল লোকের সংখ্যাও চতুর্দ্দশ; উহারা সূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্ররূপ গন্ধাদির স্বরূপ। উঁহাদের ঊর্দ্ধে কারণরূপী বিষ্ণুর চতুর্দ্দশ লোক অবস্থিত। ৮১—৯০। তাহার পর কারণরূপী রুদ্রের অষ্টাবিংশতি লোক এবং তাহার ঊর্দ্ধে কারণরূপ ঈশের ষট্পঞ্চাশৎ লোক। তাহার ঊর্দ্ধে শিবের প্রিয় ব্রহ্মচর্য্য নামক লোক সকল অবস্থিত। সেই স্থানে পঞ্চাবরণ-সংযুক্ত জ্ঞানময় কৈলাস নামক পুরে পঞ্চমণ্ডল-সংযুক্ত পঞ্চব্রহ্ম-কলাবিশিষ্ট, আদিশক্তি-সংশ্লিষ্ট আদিলিঙ্গ বিরাজ করেন। উহাই পরমাত্মার স্বরূপ শিবের আলয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ঐ স্থানেই পরমেশ্বর শিব পরাশক্তির সহিত বাস করেন। ঐ পরমাত্মা শিব সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি এবং সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ এই পাঁচটী কার্য্যে নিপুণ। সর্ব্বদা ধ্যানই তাঁহার ধর্ম্ম এবং তিনি সর্ব্বদা লোকানুগ্রহে তৎপর, যোগাসনে উপবিষ্ট ও স্বকীয় আত্মার অনুধ্যান-নিরত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। পূজনাদি এবং ধ্যানাদি কর্ম্ম দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার সন্দর্শন হইতে পারে। নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা দ্বারা শিবের কার্য্যে মতি হয়। ক্রিয়া-তপস্যাদিরূপ শিবকর্ম্মের সাহায্যে শিবজ্ঞান লাভে যত্ন করিবে। শিবকে যাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইয়াছেন, এবিষয়ে সংশয় নাই। আত্মার স্বরূপাবস্থাই মুক্তি; স্বাত্মারামত্ব অর্থাৎ আত্মার নিরতিশয় আনন্দরূপতাই সেই স্বরূপাবস্থা। ক্রিয়াযোগ, তপোযোগ, জপযোগ, জ্ঞানযোগ অথবা ধ্যানযোগে তৎপর ব্যক্তিই শিবের দর্শন লাভ করিয়া স্বাত্মারামত্ব প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য যেরূপ নিজ কিরণাবলী দ্বারা জগতের অশুদ্ধি দূর করেন, তদ্রূপ করুণাময় শিব, লোকের অজ্ঞান অপনীত করেন। অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই শিবজ্ঞান প্রকাশ পায়। শিবজ্ঞান হইলেই আত্মার স্বরূপাবস্থা আত্মারামত্ব-প্রাপ্তি হয়। আত্মারামত্ব-প্রাপ্তি হইলেই মানব কৃতার্থ হয়। পুনরায় শতলক্ষ জপ করিলে, ব্রহ্ম পদ-প্রাপ্তি হয়। আবার শতলক্ষ জপ করিলে বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি হয়। তদুপরি শতলক্ষ জপ করিলে রুদ্রপদ-প্রাপ্তি হয়। আরও শতলক্ষ জপ করিলে, ঈশ্বরপদ-প্রাপ্তি হয়। সুসমাহিত-চিত্তে আরও এই প্রকার জপ করিলে, শিবলোকাদিভূত কালচক্র লাভ হয়। ৯১—১০৫। কালচক্র পঞ্চচক্রস্বরূপ; সেই পাঁচটী চক্র যথাক্রমে এক একটী চক্রের উপরে। সৃষ্টিমোহ নামক ব্রহ্মচক্র, ভোগমোহ নামক বিষ্ণুচক্র, কোপমোহ নামক রুদ্রচক্র, ভ্রমণ নামক ঈশ্বরচক্র এবং জ্ঞানমোহ নামক শিবচক্র; পণ্ডিতেরা এই পঞ্চচক্রের বিষয় জানেন। পুনর্ব্বার দশকোটি জপে কারণ-ব্রহ্ম পদ প্রাপ্তি হয়। আরও দশকোটি জপ করিলে, সেই পদের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ ক্রম-

নিয়মে, মহাতেজা বিষ্ণু প্রভৃতির পদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আবার সেই মহাত্মাদিগের পদের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইবে। আলস্য-রহিত হইয়া পঞ্চাধিক শতকোটি মন্ত্র জপ করিলে, শিবলোক প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু পঞ্চম আবরণের বহির্ভাগে থাকিতে হইবে। সেই স্থানে রাজস মণ্ডপ, অত্যুত্তম নন্দীর স্থান; তথায় তপোময় বৃষভ দর্শনগোচর হইয়া থাকেন। পঞ্চমাবরণ, সদ্যোজাতের স্থান। চতুর্থাবরণ, বামদেবের স্থান। তৎপরে তৃতীয়াবরণ অঘোরমুর্ত্তির স্থান। অম্বিকাসহচর তৎপুরুষের শুভস্থান—দ্বিতীয়াবরণ। পরমপুরুষ ঈশানের স্থান—প্রথমাবরণ। তার পর পঞ্চম মণ্ডপ—ধ্যান-ধর্ম্মের স্থান। তথায় পূর্ণ-মুক্তিপ্রদ বলিনাথ শিবের বাসস্থান। চতুর্থ-মণ্ডপে চন্দ্রশেখর-মূর্ত্তি। তৃতীয় মণ্ডপ উমা এবং কার্ত্তিকেয়ের বাসস্থল। দ্বিতীয় মণ্ডপ নৃত্যমণ্ডপ,—ইহা আস্তিকগণ বলেন। প্রথম মণ্ডপে মূল-প্রকৃতির সুশোভন স্থান। তারপর পরম শুভ লিঙ্গস্থান গর্ভগৃহ। নন্দি-স্থান পর্য্যন্ত অনেকেই জানিতে পারে, কিন্তু তৎপরে শিবের বৈভব প্রকাশক গৃহাদি অনেকেই অবগত নহে। স্বয়ং নন্দীশ্বরও পঞ্চমাবরণের বহির্ভাগে থাকিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উপাসনা করিতেছেন। নন্দীশ তবে গুরুক্রমে, এ তত্ত্ব প্রাপ্ত হন, আমি নন্দীশের মুখে ইহা শুনিয়াছি। তারপর নিজ হৃদয়-বিজ্ঞেয়, শিব, কৃপা করিয়া যথাসময়ে সে বিষয়ের অনুভব করাইয়া দেন। সাক্ষাৎ শিবের কৃপা হইলেই শিবলোকের বৈভব জানিতে পারা যায়; অন্য কোনরূপে তাহা জানিতে পারা যায় না;—আস্তিকেরা এই কথা বলেন। জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ এইরূপে মুক্তিলাভ করেন। ১০৬—১২০। ক্ষত্রিয়াদি অপর বর্ণের এ সম্বন্ধে নিয়ম বলিতেছি, আদর পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণ-দিগের জপ্য পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রই গুরূপদেশ অনুসারে 'নমঃ' পদ আদিতে না দিয়া, কিন্তু পরে দিয়া (শিবায় নমঃ) পঞ্চলক্ষ বার জপ করিবে, এই বিধি আয়ুর্ব্বর্দ্ধক। স্ত্রীলোক, স্ত্রীত্ব অপনয়নের জন্য এই মন্ত্র পঞ্চলক্ষ বার জপ করিবে। ক্রমে মন্ত্রপ্রভাবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া এবং জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তি পাইবে। ক্ষত্রিয়, পঞ্চলক্ষ জপ করিলে তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব অপনীত হইবে। আবার পঞ্চলক্ষ জপ করিলে, সেই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইবে। এইরূপে জপ-প্রভাবেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, ক্রমে মুক্তিলাভ হইবে। পঞ্চলক্ষ জপে বৈশ্যের বৈশ্যত্ব দূর হয়। আবার পঞ্চলক্ষ জপ করিলে, সেই বৈশ্যকে মন্ত্র-ক্ষত্রিয় বলা যায়। আবার পঞ্চলক্ষ জপ করিলে ক্ষত্রিয়ত্ব অপনীত হইবে। আরও পঞ্চলক্ষ জপ করিলে, বৈশ্য মন্ত্র-ব্রাহ্মণ হইবে। শূদ্রও উক্ত নমোহন্ত মন্ত্র ঐরূপে পঞ্চবিংশতি লক্ষ জপ করিয়া মন্ত্র-ব্রাহ্মণত্ব লাভের পর ক্রমে মুক্তি পাইবে। নর, নারী, ব্রাহ্মণ অথবা অন্য যে কেহ, আতুরাবস্থায় আদিতে নমঃ পদযুক্ত বা শেষে নমঃ-পদযুক্ত পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিবে। গুরু বিচার করিয়া স্ত্রী এবং শূদ্রজাতিকে, প্রণব-রহিত পঞ্চাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিবেন। সাধক, প্রত্যেক পঞ্চলক্ষ জপের পর, শিবপ্রীতি-উদ্দেশে, মহাভিষেক ও নৈবেদ্য করিয়া শিবভক্তগণকে পূজা করিবে। ১২১—১৩০। শিবভক্তের পূজা করিলে, শিব অতীব প্রীত হন। শিবে এবং শিবভক্তে প্রভেদ নাই; যেহেতু, শিবভক্ত শিবই। শিবস্বরূপ মন্ত্রের ধারণ প্রভাবে, সাধক শিবই হয়। অতএব শিবভক্তের শরীরস্বরূপ শিবের প্রতি দৃঢ়ভক্তি-যুক্ত হইবে। শিবভক্ত-দিগের সকল কার্য্যই বেদোদিত কর্ম্ম সমূহ মধ্যে নিবিষ্ট, ইহা পণ্ডিতেরা জানেন। যে ব্যক্তি ক্রমে যেমন যেমন শিবমন্ত্র জপ করিবে, তাহার দেহে তেমনি তেমনি শিব-সান্নিধ্য হইতে পারিবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। শিবভক্ত-পত্নীগণ শক্তি স্বরূপ। যেমন মন্ত্রজপ, তদনুসারে শিবভক্ত-পত্নীগণেও দেবীর সান্নিধ্য হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি স্বয়ং শিবপূজা করিবে; তাহাতে শব্দরূপভাগী শিবস্বরূপ হইয়া পরম শক্তি পূজা করিবে। সাধক শক্তিমূর্ত্তি এবং শিব লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া অকপটে পূজা করিবে। শিবকে লিঙ্গ ও আপনাকে শক্তিরূপী বিবেচনা করত এবং দেবীকে শক্তিপীঠ ও আপনাকে শিবস্বরূপ বিবেচনা করত, শিব-লিঙ্গ নাদস্বরূপ, শক্তি বিন্দুস্বরূপ, প্রণব সাহায্যে এই শক্তিলিঙ্গ ও শিবলিঙ্গের এক যোগ সম্পাদনপূর্ব্বক মূলমন্ত্র ভাবনা সহকারে শিবশক্তির পূজা যে করিবে, সে-ই শিব। শিবভক্ত—শিবমন্ত্র স্বরূপ, অতএব শিব-স্বরূপ। তাঁহাদিগকে ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিলে ইষ্টসিদ্ধি হয়। ১৩১—১৪০। বিদ্বান্ ব্যক্তি শুশ্রূষা দ্বারা শৈবচিহ্নধারী শিবভক্তের যে আনন্দ উৎপাদন করে, তাহাতে শিব অতিশয় প্রীতিলাভ করেন। যে সকল শিবভক্ত সদার, তাঁহাদিগকে পত্নীর সহিত পাঁচ, দশ বা শতবার ভোজনাদি দ্বারা পূজা করিবে। যে সাধক ধনে, দেহে এবং মন্ত্রে শিব-শক্তিস্বরূপ চিন্তা করে, তাহার পুনর্ব্বার আর পৃথিবীতে জন্ম হয় না। নাভির অধোদেশে ব্রহ্মভাগ এবং নাভির উর্দ্ধে কণ্ঠ পর্য্যন্ত বিষ্ণুভাগ, আর মুখ লিঙ্গ; শিবভক্তের স্বরূপ এইরূপে বিভক্ত। দাহাদিযুক্ত অর্থাৎ যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাহাদের হইয়াছে—এইরূপ মৃত অথবা যাহাদের দাহাদি হয় নাই—এইরূপ মৃত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে আদিপিতা শিবের পূজা করিবে; তাহার পর আদিমাতার পূজা করিয়া শিবভক্তদিগের পূজা করিবে। ঐরূপ পূজক মরণান্তে পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ মুক্ত হয়। দশজন ক্রিয়া-কারী অপেক্ষা একজন তপোযুক্ত বিশেষ ফলভাগী হয়; শত শত তপোযুক্ত অপেক্ষা একজন জপকারী বিশেষ ফলভাগী হয় এবং সহস্র সহস্র জপকারী অপেক্ষা একজন

শিবজ্ঞানী বিশেষ ফল লাভ করে। এইরূপ লক্ষ লক্ষ শিবজ্ঞানী অপেক্ষা একজন ধ্যানযুক্ত বিশেষ ফলভাগী, আবার কোটি কোটি ধ্যানযুক্ত অপেক্ষা একজন সমাধিস্থ বিশেষ ফললাভ করে। এইরূপ উত্তরোত্তর বিশেষ ফলপ্রাপ্তির কথা থাকায়, পূজা বিষয়ে উত্তরোত্তর ফলের কিরূপ তারতম্য হইবে, তাহা পণ্ডিতগণের দুর্জ্ঞেয়। অতএব শিবভক্তের মহিমা কোন্ মনুষ্য জানিতে পারে ? যে মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক শিব ও শক্তির এবং শিবভক্তের পূজা করে, সে শিবস্বরূপ হইয়া নিঃশ্রেয়স লাভ করে। যে ব্যক্তি এই বেদতুল্য গুর্ব্বর্থযুক্ত এই অধ্যায় পাঠ করে, সেই ব্রাহ্মণ শিবজ্ঞানী হইয়া শিবের সহিত আনন্দ ভোগ করে। হে বিদ্বান্ মুনীশ্বরগণ! যে ব্যক্তি শিবভক্তদিগকে এই অধ্যায় শ্রবণ করায়, শিবের কৃপায় তাহার শিবপ্রসাদ সিদ্ধ হয়। ১৪১—১৫৩।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ সূত! তুমি আমাদিগের নিকট বন্ধ এবং মোক্ষের স্বরূপ কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন, আমি বন্ধ, মোক্ষ এবং উহাদের উপায় বলিতেছি, আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। প্রকৃতি প্রভৃতি আট প্রকার বন্ধ দ্বারা বদ্ধকে জীব বলে এবং ঐ প্রকৃত্যাদি আট প্রকার বন্ধ মুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত বলে। প্রকৃত্যাদিবশীকরণের নাম স্বাভাবিক মোক্ষ, পূর্ব্ববদ্ধ জীব মুক্তি লাভ করিলে মুক্তজীব বলিয়া অভিহিত হয়। প্রথমে প্রকৃতি, তাহার পর বুদ্ধি ও গুণস্বরূপ অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র; এই আটটীকে পণ্ডিতেরা প্রকৃত্যাদি আট বলিয়া জানেন। প্রকৃতি প্রভৃতি আট হইতে দেহ উৎপন্ন হয়, দেহ হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, পুনর্ব্বার আবার কর্ম্মজন্য দেহ উৎপন্ন হয়; এইরূপ জন্ম ও কর্ম্ম পুনঃপুনঃ হইয়া থাকে। শরীর তিনপ্রকার; স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ। স্থূল শরীর ব্যাপার অর্থাৎ চেষ্টাপ্রদ, সূক্ষ্ম-শরীর ইন্দ্রিয়ের ভোগ প্রদান করে এবং জীবের সদসৎ কর্ম্মানুসারে আত্মার ভোগের নিমিত্ত যে শরীর, তাহাকে কারণ-শরীর বলে। ঐ কারণ-শরীর সুখ, দুঃখ, পুণ্য এবং পাপকর্ম্ম দ্বারা ফলভোগ করে। অতএব জীব কর্ম্মরূপ রজ্জু দ্বারা পুনঃপুনঃ বদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত শরীরত্রয় এবং কর্ম্মের সহিত চক্রের মত সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। ঐ চক্রভ্রম-নিবৃত্তির নিমিত্ত চক্রকর্ত্তার পূজা করিবে। প্রকৃতি আদি মহাচক্র এবং শিব প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। যেহেতু চক্রকর্ত্তা মহেশ্বর প্রকৃতির পর অবস্থান করেন। বৃক্ষবিশেষের আলবাল যেমন জলপান করে এবং বমন করে, সেইরূপ শিবও প্রকৃত্যাদি আট বস্তুকে আপনার বশীভূত করিয়া অধিষ্ঠান করেন। সমুদয় বস্তু তাঁহার বশীভূত বলিয়া তাঁহাকে 'শিব' বলে; ঐ শিব সর্ব্বজ্ঞ, পরিপূর্ণ এবং নিঃস্পৃহ। সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ নিত্য-স্বতন্ত্রতা, অলুপ্তশক্তি এবং অনন্তশক্তি এই কয়টী মহেশ্বরের মানসিক ঐশ্বর্য্য। অতএব শিবের অনুগ্রহে প্রকৃত্যাদি বশীভূত হয়। শিবের অনুগ্রহলাভার্থ শিবেরই পূজা করিবে। ১—১২। শিব স্বয়ং পরিপূর্ণ এবং নিঃস্পৃহ; পূজা দ্বারা তাঁহার কোনরূপ অভাবমোচন হয় না সত্য, কিন্তু শিবের উদ্দেশে কর্ম্ম করিলে ঐ কর্ম্ম তাঁহার অনুগ্রহের জনক হয়। শিবকে উদ্দেশ করিয়া লিঙ্গে, বেরে (দেহে) এবং ভক্ত ব্যক্তিতে কায়, মন, বাক্য বা ধন দ্বারা পূজা করিবে। প্রকৃতির পরে বর্ত্তমান মহেশ্বর, শিবপূজা দ্বারা পূজকের উপর সত্য সত্য বিশেষ অনুগ্রহ করেন। শিবের অনুগ্রহে ক্রমশঃ কর্ম্মাদি পূজকের বশীভূত হয়। যখন কর্ম্ম হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত সমুদয় বশীভূত হয়, তখন সে মুক্ত বলিয়া অভিহিত হয় অর্থাৎ তখন সে আত্মারাম হইয়া বিরাজ করে; মহাদেবের অনুগ্রহে যৎকালে কর্ম্মদেহ বশীভূত হয়, তখন শিবলোকে বাস হয়, উহার নাম সালোক্য এবং তন্মাত্র বশীভূত হইলে শিবের সামীপ্য প্রাপ্ত হয়। ঐ তন্মাত্রকে বশীভূত করিবার পর ত্রিশূলাদি আয়ুধ এবং ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা শিবের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, আর মহাপ্রসাদ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনুগ্রহ লাভ করিলে বুদ্ধি বশীভূত হয়। বুদ্ধি প্রকৃতির কার্য্য; উহা সার্ষ্টি নামে অভিহিত হয়। পুনর্ব্বার মহা-প্রসাদ লাভ হইলে প্রকৃতি স্বয়ং বশীভূত হন। ১৩—২০। প্রকৃতি বশীভূত হইলে অনায়াসে শিবের মানসৈশ্বর্য্য লাভ হয়। তখন সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি শিবৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া নির্ম্মল আত্মস্বরূপে বিরাজ করে। বেদাগমপরায়ণ পণ্ডিতগণ ঐরূপ অবস্থাকেই সাযুজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ লিঙ্গাদি পূজাক্রমে আপনা-আপনি মুক্তিলাভ হয়। অতএব শিবের অনুগ্রহার্থ ক্রিয়াদি দ্বারা শিবের অর্চ্চনা করিবে। ঐ শিব-প্রীতিকরী ক্রিয়া আর কিছুই নয়, কেবল শিবের ধ্যান করত তপস্যাচরণ এবং সর্ব্বদা শিবমন্ত্রের ধ্যান-করা। শিবজ্ঞান এবং শিবধ্যান ইহা উত্তরোত্তর অর্থাৎ ক্রমশঃ অধিকরূপে অভ্যাস করিবে; যে পর্য্যন্ত নিদ্রা না হয় অথবা যে পর্য্যন্ত মৃত্যু না হয়, সে পর্য্যন্ত শিবের চিন্তা করিয়া কাল অতিবাহিত করিবে। পূর্ব্বোক্ত সদ্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুসুম দ্বারা অর্চ্চনা করিলে শিবত্ব লাভ হয়। ঋষিগণ বলিলেন, হে সুব্রত! লিঙ্গাদিতে যাদৃশ বিধানে শিবপূজা করিতে হয়, তাহার কীর্ত্তন কর। সূত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি লিঙ্গসমূহের ক্রম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সমুদয় কামপ্রদ প্রণবই প্রথমলিঙ্গ। সূক্ষ্মপ্রণবরূপ অতি সূক্ষ্ম এবং নিষ্কল স্থূললিঙ্গ সকল এবং উহা পঞ্চাক্ষর। এই উভয়বিধ লিঙ্গপূজার

নাম তপ এবং এই উত্তরবিধ লিঙ্গই সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ। পুরুষ ও প্রকৃতিসম্ভূত বহুবিধ লিঙ্গ আছেন। সেই সকল লিঙ্গের বিষয় বিস্তাররূপ বলিতে, শিব ভিন্ন আর কেহই সক্ষম নহে; তবে তাঁহাদের মধ্যে ভূমির বিকারোৎপন্ন বিজ্ঞাত লিঙ্গদিগের বিষয় আপনাদের নিকট বলিতেছি। ২১—৩০। প্রথম স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, দ্বিতীয় বিন্দুলিঙ্গ, তৃতীয় প্রতিষ্ঠিতলিঙ্গ, চতুর্থ চরলিঙ্গ, পঞ্চম গুরুলিঙ্গ। দেবর্ষির তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিবার নিমিত্ত সকল জগতের বীজ নাদরূপী পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত মহাদেব, স্থাবর বস্তুর অঙ্কুরের ন্যায়, সেই স্থানে ভূমি উদ্ভেদ করিয়া অভিব্যক্ত হন। তিনি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া স্বয়ং উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। ঐ লিঙ্গের পূজা দ্বারা জ্ঞান স্বয়ং বর্দ্ধিত হয়। সুবর্ণ বা রজতখণ্ডে ভূমিতে অথবা বেদি প্রভৃতি উচ্চ পরিষ্কৃত স্থানে স্বহস্তে লিখিত বিশুদ্ধ প্রণবমন্ত্রাত্মক লিঙ্গের নাম বিন্দুলিঙ্গ। এই যন্ত্রলিঙ্গ অঙ্কিত করিয়া প্রতিষ্ঠা এবং আবাহন করিবে। যে সকল বিন্দুনাদময় স্থাবর বা জঙ্গমলিঙ্গ, তাঁহারা সকল শিবকর্তৃক দৃষ্ট, সে বিষয়ে সংশয় নাই। যেখানে শম্ভু আছেন বলিয়া যে বিশ্বাস করে, সেই স্থানেই তিনি তাহার ফলপ্রদ হন। স্বহস্ত-লিখিত স্থাবরাদি অকৃত্রিম যন্ত্রে শিবের আবাহন করিয়া ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। ঐরূপ পূজার ফলে স্বয়ং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, আর পুনঃপুনঃ ঐরূপ পূজার অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক স্বকীয় আত্মার সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত বিশুদ্ধ মণ্ডলে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্বহস্তে-লিখিত, বিশুদ্ধ ভাবনাপূর্ব্বক স্থাপিত উত্তম লিঙ্গকে পৌরুষ এবং প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ বলে। নিত্য ঐ লিঙ্গ পূজা করিলে, অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিপ্রদ পৌরুষৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। মহাত্মা সাধুগণ, ব্রাহ্মণগণ রাজগণ, অথবা বিপুল-ধনশালী [illegible] কর্তৃক শিল্পী দ্বারা নির্ম্মিত এবং মন্ত্রপূর্ব্বক স্থাপিত লিঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতলিঙ্গ বলে। ঐ লিঙ্গ বক্ষ্যমাণ প্রাকৃতৈশ্বর্য্য ও ভোগ প্রদান করেন। ৩১—৪০। যাহা প্রভাবসম্পন্ন এবং নিত্য, তাহাকে পৌরুষ বলা যায় এবং যাহা দুর্ব্বল ও অনিত্য, তাহাকে প্রাকৃত বলা হয়। কটী প্রভৃতি অর্থাৎ কটী, হৃদয় এবং মুখ এই তিন স্থানে যথাক্রমে নাভী, জিহ্বা, নাসার অগ্রভাগ এবং শিখারূপ যে আধ্যাত্মিক লিঙ্গ, তাহার নাম চরলিঙ্গ। পর্ব্বত পৌরুষ এবং ভূতল প্রাকৃত। বৃক্ষাদি পৌরুষ এবং লতাদি প্রাকৃত। ষাষ্টিক নামক ধান্যবিশেষ প্রাকৃত এবং শালি ও গোধূম পৌরুষ। অণিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধিপ্রদ ঐশ্বর্য্যও পৌরুষ, আস্তিক লোকে সুন্দরী স্ত্রী এবং ধনাদি বিষয়কে প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য বলিয়াছেন। চরলিঙ্গের মধ্যে প্রথমে রসলিঙ্গের বিষয় কথিত হইয়াছে। রসলিঙ্গ ব্রাহ্মণদিগের সকল প্রকার অভীষ্টপ্রদ হন এবং বাণলিঙ্গ ক্ষত্রিয়দিগের সুমহৎ রাজ্যপ্রদ ও শুভাবহ হন। সুবর্ণলিঙ্গ বৈশ্যদিগকে মহৎ ধনপতিত্ব প্রদান করেন এবং শিলালিঙ্গ শূদ্রদিগের অতিশয় শুদ্ধিকর ও শুভপ্রদ। কিন্তু স্ফটিকময় বাণলিঙ্গ, সকল জাতিকেই নিখিল কামফল প্রদান করেন। যদি নিজের না থাকে, তবে অপরের লিঙ্গ পূজা করিতে কোন দোষ নাই। ৪১—৫০। সধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে পার্থিব লিঙ্গ বিশেষ ফলপ্রদ এবং সংসারাসক্ত বিধবাদিগের পক্ষে স্ফাটিক লিঙ্গ বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পরন্তু হে সুব্রতগণ! বালক কালেই হউক, যৌবনকালেই হউক অথবা বৃদ্ধকালেই হউক, মুমুক্ষু বিধবাদিগের পক্ষে রসলিঙ্গই বিশেষ ফলপ্রদ। সামান্যতঃ স্ত্রীদিগের পক্ষে শুদ্ধ স্ফটিকময় লিঙ্গ, সকল প্রকার ভোগপ্রদ এবং ভোগার্থিনী স্ত্রীদিগের পক্ষে তৎপূজা সমুদয় অভীষ্ট-প্রদায়িনী হয়। যে পূজক উপযুক্ত গুরুর সহিত প্রবৃত্ত, সে সকল প্রকার লিঙ্গের পূজা করিতে পারে। অভিষেকের পর শাল্যন্ন দ্বারা নৈবেদ্য নির্ম্মাণ করিবে। পূজার পর ঐ লিঙ্গকে পৃথক্ গৃহে সংপুট নামক পাত্রবিশেষে রক্ষা করিবে। যে সকল ভক্ত কেবল মানসপূজাপরায়ণ, তাহারা আপনার ভোজ্যই দেবতাকে নিবেদন করিবে। মুমুক্ষুদিগের পক্ষে সূক্ষ্ম লিঙ্গ বিশেষ ফলপ্রদ। বিভূতির অর্চ্চন করিবে এবং বিভূতি দান করিবে; সেই লিঙ্গের পূজা করিয়া সর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিবে। বিভূতি তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে; লৌকিক, বৈদিক এবং শৈব-অগ্নিজ। লৌকিক-অগ্নিজ ভস্ম—মৃত্তিকা, দারু, লৌহ, রৌপ্য এবং ধান্য প্রভৃতি দ্রব্যশুদ্ধির নিমিত্ত ব্যবহার করিবে। তিলাদি, বস্ত্রাদি এবং পর্য্যুষিত বস্তুর ভস্ম দ্বারা শুদ্ধি হয়। কুক্কুরাদি দ্বারা সংপৃক্ত বস্তুরও ভস্ম দ্বারা শুদ্ধি হয়। যেখানে যেরূপ যোগ্য বিবেচনা করিবে, সেই স্থানে সেইরূপ অর্থাৎ সজল অথবা নির্জ্জল ভস্ম ব্যবহার করিবে। ৫১—৬০। সেই সেই কর্ম্মসম্পন্ন হইলে বৈদিকাগ্নি-জন্য ভস্ম ধারণ করিবে। মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত-ক্রিয়াজন্য কর্ম্ম অগ্নিতে ভস্মরূপ ধারণ করে। অতএব সেই ভস্ম ধারণ করিলে ঐ কর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত করা হয়। অঘোরাত্মক মন্ত্র দ্বারা বিল্বকাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিবে। ঐ অগ্নির নাম শিবাগ্নি এবং তজ্জাত ভস্মকে শিবাগ্নিজ ভস্ম বলে। কপিলা গোরুর গোময়, অথবা সামান্য গোরুর গোময় এবং শমী, অশ্বত্থ, পলাশ, বট, আরগ্বধ, বিল্ব এই সকল বৃক্ষ শিবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে যে শুদ্ধ ভস্ম হয়, তাহাকেও শিবাগ্নিজ ভস্ম বলে। অথবা পূর্ব্বোক্ত শিবমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দর্ভাগ্নিতে কাষ্ঠ দহন করিবে; তাহার ঐ অগ্নিজাত ভস্মের বস্ত্র দ্বারা সংশোধন করিয়া উহা নূতন কুম্ভে রাখিবে। দীপ্তির নিমিত্ত ঐ ভস্ম গ্রহণ করিবে। শিব পূর্ব্বে ভস্ম শব্দের অর্থ মাত্র

এবং পুণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেরূপ রাজা আপনার রাজ্যের যাহা সার, তাহাই করস্বরূপে গ্রহণ করেন, সেইরূপ মনুষ্য, শস্যাদিকে দহন করিয়া তাহা হইতে সাররূপ ভস্ম গ্রহণ করে। যেরূপ জাঠরাগ্নি বহু পরিমাণে বহুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য সকল দহন করিয়া, তাহাদের সার হইতে সারতর গ্রহণ করিয়া শরীর পোষণ করে; সেইরূপ প্রপঞ্চকর্ত্তা সেই পরমেশ্বর শিব আপনার অধিষ্ঠেয় প্রপঞ্চকে দহন করিয়া তাহা হইতে সার গ্রহণ করিয়াছেন। শিব প্রপঞ্চকে দহন করিয়া তাহার ভস্ম আপনাতে আরোপিত করিয়াছেন। উদ্ধূলনচ্ছলে তিনি জগতের সার গ্রহণ করিয়াছেন। ৬১—৭০। রত্নের সহিত ঐ ভস্ম আপনার দেহে স্থাপিত করিয়াছেন। আকাশের সাররূপ ভস্ম কেশে এবং বায়ুর সাররূপ ভস্ম মুখে স্থাপন করিয়াছেন। অগ্নির সাররূপ ভস্ম হৃদয়ে, জলের সাররূপ ভস্ম কটিপ্রদেশে, অবনির সাররূপ ভস্ম জানুতে,—এইরূপে সমুদয় অঙ্গে ভস্মলেপন করিয়াছেন। মহেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রের সার লইয়া ত্রিপুণ্ড্রক এবং ললাটে তিলক ধারণ করিয়াছেন। যেহেতু মহেশ্বর 'ভ' অর্থাৎ জগতের বৃদ্ধির নিমিত্ত ঐ সমুদয় সারকে সমর্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, এই হেতু তিনি প্রপঞ্চসাররূপ সর্ব্বস্বকে আপনার বশীভূত করিয়াছেন। যাঁহার কেহ বশীকর্ত্তা নাই, তাঁহার নাম শিব; যেমন সমুদয় পশুগণের হিংসক কেশরী, নিজের অপর কেহ হিংসক নাই বলিয়া 'সিংহ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ 'শ' শব্দের অর্থ নিত্য সুখ এবং আনন্দ, ইকার শব্দের অর্থ পুরুষ, বকার শব্দের অর্থ অমৃত শক্তি, এই কয়ের মেলনে শিব; অতএব আপনাকে শিব-স্বরূপ করিয়া শিবের অর্চ্চনা করিবে। সুতরাং পূর্ব্বে উদ্ধূলন, তৎপশ্চাৎ ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিবে। পূজার সময় সজল এবং অন্য সময় নির্জ্জল ভস্ম ধারণ করিবে। দিবাতেই হউক অথবা রাত্রিতেই হউক, পুরুষ হউক অথবা স্ত্রী হউক, পূজার্থ ত্রিপুণ্ড্রের সহিত সজল ভস্ম ধারণ করিবে। যে মনুষ্য সজল ভস্ম সহিত ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া পূজা করে, তাহারই নিশ্চয় সম্পূর্ণ শিবপূজার ফললাভ হয়। ৭১—৮০। শিবমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভস্ম ধারণ করিয়া উত্তমাশ্রম আশ্রয় করিবে; ঐরূপ সর্ব্বদা শিবপরায়ণ বলিয়া শিবাশ্রমী নামে সে উক্ত হয়। একমাত্র শিবব্রত অবলম্বনকারীদিগের মৃতাশৌচ বা সূতকাশৌচ নাই। সে ব্যক্তি সর্ব্বদা ললাটের অগ্রভাগে শুভ্র ভস্ম এবং মৃত্তিকার তিলক নিজ হস্ত এবং গুরুহস্ত দ্বারা ধারণ করিবে। যিনি গুণদিগকে রোধ অর্থাৎ আবরণ করেন, তাঁহার নাম গুরু। সেই গুণাতীত পরম শিব, গুরুরূপ আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব বিকারের সহিত বর্ত্তমান রাজসাদি গুণসমূহকে নিরুদ্ধ অর্থাৎ তিরোধান করেন। তিনি গুণত্রয়কে তিরোহিত করিয়া বিশুদ্ধ শিষ্যদিগকে শিব-স্বরূপ বোধ করান বলিয়া 'গুরু' এই নামে অভিহিত হন। এই নিমিত্ত হে পণ্ডিতগণ! গুরুশরীরও পূজ্য লিঙ্গ। ঐ গুরুলিঙ্গের পূজা করিলে গুরুশুশ্রূষা হয়। শরীর, মন এবং বাক্য দ্বারা গুরুসেবা শাস্ত্রজ্ঞান উৎপাদন করে। গুরু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শক্যই হউক বা অশক্যই হউক, যে পূতাত্মা ব্যক্তি স্বীয় ধন ও প্রাণ পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া উহা সম্পাদন করে, সেই গুরুশাসনানুসারীই প্রকৃত শিষ্য নামে অভিহিত হয়। সুশিষ্য গুরুকে আপনার শরীর ও সমুদয় অর্থ সমর্পণ এবং প্রথম পক্ব অন্ন নিবেদন করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। সর্ব্বদা শাসনপালনকারী শিষ্য পুত্র বলিয়া অভিহিত হয়; কারণ, শিষ্যের কর্ণরূপ যোনিতে জিহ্বারূপ লিঙ্গ হইতে মন্ত্র স্বরূপ শুক্রের সেক দ্বারা ঐ শিষ্যরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐজন্য পুত্রস্থানীয় শিষ্য পিতৃস্বরূপ গুরুর পূজা করিবে। উৎপাদক-পিতা, পুত্রকে সংসারে নিমগ্ন করেন; কিন্তু জ্ঞানদাতা গুরুরূপী পিতা শিষ্যরূপী পুত্রকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন। উৎপাদক ও গুরুরূপী পিতা এই উভয়ের মধ্যে উক্ত ভেদ অবগত হইয়া গুরুরূপী পিতারই অর্চ্চনা করিবে। ৮১—৯০। শরীর সংবাহনাদি ক্রিয়া ও স্বোপার্জ্জিত ধনাদি দ্বারা গুরুর সেবা করিবে। গুরুর পা হইতে কেশ পর্য্যন্ত যত অঙ্গ আছে, তৎসমুদয়ের—ধনদান, পাদুকাদি দান, পাদগ্রহণ, স্নান, অভিষেক ও নৈবেদ্যাদি দান দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। গুরুপূজা দ্বারাই পরমাত্মা শিবের পূজা হয়। গুরুপূজাবশিষ্ট বস্তু দ্বারা আত্মার শুদ্ধি করিবে। হে দ্বিজগণ! গুরুপূজাবশিষ্ট ও শিবোচ্ছিষ্ট জল বা অন্নাদি বস্তু শিবভক্ত শিষ্যদিগের গ্রাহ্য এবং ভোগ্য হইবে। যে সকল বস্তু গুরুকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হয় নাই, উহার গ্রহণে চৌর্য্য সদৃশ পাপ হয় এবং গুরু নির্ব্বাচন সময়ে যিনি পূর্ব্বস্বীকৃত গুরু অপেক্ষা বিশেষজ্ঞ বলিয়া জ্ঞাত হইবেন, তাঁহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করিবে। অজ্ঞান মোচনই গুরুর কার্য্য; যিনি বিশেষজ্ঞ, তিনিই অজ্ঞানের মোচক। কর্ম্মের পূর্ত্তির নিমিত্ত প্রথমে বিঘ্নের শান্তি কর্ত্তব্য। অঙ্গের সহিত কর্ম্ম যদি নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহা সফল হয়। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিখিল কর্ম্মের প্রারম্ভে বিঘ্নেশ গণপতিদেবের পূজা করিবে। বুদ্ধিমান্ উপাসক সমুদয় বাধানিবৃত্তির নিমিত্ত নিখিল দেবতার অর্চ্চনা করিবে। জ্বর প্রভৃতি শারীরিক রোগাদি আধ্যাত্মিক বাধা বলিয়া কথিত হয়। ৯১—১০০। পিশাচ ও শৃগালাদির উপদ্রব, গৃহে বল্মীকাদির (উই পোকার) উৎপত্তি, হঠাৎ টিকটিকি প্রভৃতির পতন, কচ্ছপ সর্প ও দুর্জ্জনের সমন্তাৎ পরিদর্শন এবং বৃক্ষ স্ত্রী ও গো প্রভৃতির সময় বিশেষে প্রসব—এই সকল ঘটনা ভাবী দুঃখের সূচনা করে, এই নিমিত্ত ইহারা আধিভৌতিক বাধা বলিয়া

অভিহিত হয়। অমেধ্য অর্থাৎ মূত্রাদি অপবিত্র বস্তুর বর্ষণ, বজ্রপাত, মহামারী, জ্বরমারী (ম্যালেরিয়া), বিসূচিমারী (কলেরা), গোমারী, বসন্ত, স্বীয় রাশিতে জন্মনক্ষত্র ও গ্রহের সংক্রমণ বা অন্য দুষ্ট গ্রহের যোগ এবং অন্যান্য দুঃখ প্রদর্শন, ইহারা আধিদৈবিক বাধা বলিয়া বিখ্যাত। গৃহমধ্যে শব, চণ্ডাল বা পতিতাদির স্পর্শ বা এতাদৃশ অপর কোনরূপ ভাবী দুঃখের সূচক ঘটনা উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ সকল দুর্ঘটনার শান্তির নিমিত্ত শান্তিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। দেবালয়ে, গোষ্ঠে, চৈত্যস্থানে অথবা গৃহের অঙ্গণে একটী প্রাদেশমাত্র উন্নত এবং দ্বিহস্ত পরিমিত উত্তমরূপে অলঙ্কৃত বেদী নির্ম্মাণ করিবে। উহাতে ভার পরিমিত ব্রীহিধান্য স্থাপন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে। উহার মধ্যে একটী পদ্ম অঙ্কিত করিবে ও পূর্ব্বাদি দিকে তন্তু দ্বারা বেষ্টিত কুম্ভ অঙ্কিত করিয়া মধ্যস্থলে গুগ্‌গুল দ্বারা ধূপিত একটী মহাকুম্ভ স্থাপন করিবে এবং অষ্টদিকেও আম্রপল্লবাদি-যুক্ত কলস স্থাপন করিবে। পরে ঐ কুম্ভ সকল সৌগন্ধিক পঞ্চদ্রব্য-সংযুক্ত মন্ত্রপূত জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। ১০১—১১০। তাহার পর ক্রমশঃ নীলাদি নবরত্ন নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর শান্তিকর্ম্মে নিপুণ সপত্নীক আচার্য্যকে বরণ করিবে। তাহার পর ঐ বেদীর উপর বিষ্ণুর ও ইন্দ্রাদি দেবতার সুবর্ণময়ী প্রতিমা স্থাপন করিবে। পরে সমস্তক মধ্যকুম্ভে বিষ্ণুর আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। অনন্তর পূর্ব্বাদি দিগ্‌ভাগে ইন্দ্রাদি দেবতার স্ব স্ব নামে চতুর্থ্যন্ত ও প্রত্যেকের অন্তে 'নমঃ' এই শব্দের যোগ করিয়া যথাক্রমে পূজা করিবে। আচার্য্য দ্বারাই আবাহনাদি নিখিল কার্য্য করাইবে। আচার্য্য পুরোহিতের সহিত সাতবার এই মন্ত্রের জপ করিবেন। জপের পর হে পণ্ডিতগণ! কুম্ভের পশ্চিমভাগে কোটি, লক্ষ, সহস্র বা অষ্টোত্তর শতবার হোম করিবে। একদিন হউক, নয়দিন হউক অথবা চল্লিশ দিন হউক, দেশ, কাল এবং আপনার যোগ্যতানুসারে এইরূপ শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শান্তির নিমিত্ত শমীহোম এবং বৃদ্ধির নিমিত্ত পলাশহোম করিবে অথবা সমিধ্, অন্ন এবং আজ্যাদি দ্রব্য দ্বারা দেবতার নাম বা মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক হবন করিবে। যে দ্রব্য দ্বারা হোমকর্ম্মের আরম্ভ করিবে, হোমের সমাপন অবধি সেই দ্রব্যের ব্যবহার করিবে। সেই দিবসে কর্ম্মের শেষে পুণ্যাহ পাঠ করাইয়া জল দ্বারা উহার প্রোক্ষণ করিবে। আহুতির সংখ্যা অনুসারে পরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। হে পণ্ডিতগণ! ঐ দিবস আচার্য্য এবং ঋত্বিক্‌গণ হবিষ্যাশী হইবে। সকল হোমের অন্তে আদিত্যাদি গ্রহগণের পূজা করিবে; তাহার পর ঋত্বিক্‌দিগকে যথাক্রমে নবরত্ন দক্ষিণাদান করিবে। তাহার পর দশদান দান করিবে; অনন্তর উপনীত বালক এবং গৃহিণীগণকে ভূরিপরিমাণে ধনদান করিবে। তাহার পর সভর্তৃকা, কন্যা ও বিধবাদিগকে দান করিবে; তাহার পর উপকরণ সকল আচার্য্যকে নিবেদন করিবে। ১১১—১২২। উৎপাত ও মারী প্রভৃতি দুঃখের অধিপতি যম, অতএব যমের প্রীতির নিমিত্ত একখানি কালের প্রতিমা দান করিবে। শত বা দশ নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ দ্বারা পাশাঙ্কুশধর পুরুষরূপী যমের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। দক্ষিণার সহিত সেই সুবর্ণপ্রতিমা দান করিবে। তাহার পর পূর্ণ-আয়ুষ্যের প্রসিদ্ধির নিমিত্ত তিল দান করিবে। ব্যাধিনিবৃত্তির জন্য আজ্যাবেক্ষণ দান করিবে; অনন্তর সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। আর যদি দরিদ্র হয়, তবে শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। দরিদ্র ব্যক্তি বিত্তের অভাব নিবন্ধন যথাশক্তি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং ভূতাদির উপদ্রবশান্তির নিমিত্ত ভৈরবের মহাপূজা করিবে। কর্ম্মের অবসানে শিবের উদ্দেশে মহাভিষেক এবং নৈবেদ্য করিবে; তাহার পর ভূরিভোজন দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে দোষের শান্তি হয়। প্রতিবর্ষ ফাল্গুনমাসে এইরূপ শান্তিযজ্ঞ করিবে। কোনরূপ দুর্দ্দর্শন উপস্থিত হইলে, সদ্য বা একমাসের মধ্যে শান্তিকর্ম্ম করিবে; মহাপাতকাদি উপস্থিত হইলে ভৈরবের পূজা করিবে। ১২৩—১৩০। মহাব্যাধির উৎপত্তি হইলে পুনর্ব্বার সঙ্কল্প করিবে। দরিদ্র ব্যক্তি অন্য কোনপ্রকার সামগ্রীর আয়োজনে অক্ষম হইলে দীপদান মাত্র করিবে। তাহাতেও অশক্ত হইলে স্নান করিয়া যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ দান করিবে এবং মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অষ্টোত্তর শতবার সূর্য্যকে নমস্কার করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সহস্র, অযুত, লক্ষ বা কোটি নমস্কার করিবে; কারণ নমস্কারাত্মক যজ্ঞ দ্বারা নিখিল দেবগণ তুষ্ট হন। "হে শিব! নম্র, সগুণ এবং দীপ্যমান তোমার স্বরূপে আমি বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছি, আমার যে অহংভাব আছে, তোমার দর্শনে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। আমি স্বকীয় দেহে নত হইয়াছি। হে প্রভো! আপনি আকাশ তুল্য মহান্, কিন্তু আপনি শূন্য নহেন, আমার স্বরূপ; সম্প্রতি আমি আপনার দাস।" এইরূপ যথাযোগ্য আত্মযজ্ঞরূপ নমস্কারের কল্পনা করিবে। অনন্তর শিব-নৈবেদ্য দান করিয়া তাম্বুল প্রদান করিবে। স্বয়ং অষ্টোত্তর শতবার শিবের প্রদক্ষিণ করিবে এবং অন্যের দ্বারা সহস্র, অযুত, লক্ষ ও কোটিবার প্রদক্ষিণ করাইবে। শিবের প্রদক্ষিণ বশতঃ মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদয় পাতক বিনষ্ট হয়। দুঃখের মূল ব্যাধি এবং ব্যাধির মূল পাতক। ধর্ম্মপ্রভাবেই পাপের অপনোদন হয়। শিবের উদ্দেশে যে ধর্ম্ম করা যায়, তাহা পাপের অপনোদনে সমর্থ হয়। শিবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের মধ্যে প্রদক্ষিণই মুখ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; কারণ, প্রদক্ষিণ আর কিছুই নহে, ক্রিয়া

দ্বারা প্রণবের জপ মাত্র। জনন ও মরণ এই দুইটী মায়াচক্র শিবের মায়াচক্র বলিপীঠ নামে অভিহিত হয়। ১৩১—১৪১। বলিপীঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণক্রমে পায় পায় চলিয়া পুনর্ব্বার বলিপীঠে প্রবেশ করিবে। তাহার পর নমস্কার করিবে। এই সমুদয় ক্রিয়ার নাম প্রদক্ষিণ। দক্ষিণক্রমে গমন হইতে জন্মলাভ হয়, নমস্কার দ্বারা আত্মসমর্পণ করা হয়। জনন ও মরণ এই উভয় শিবমায়াতে সমর্পণ করিবে। যে ব্যক্তি শিবমায়াতে ঐ উভয় অর্পণ করিয়াছে, সে পুনর্ব্বার আর জন্ম লাভ করে না। যে অবধি দেহ থাকে, সেই অবধি ক্রিয়ার অধীন জীব বদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। দেহত্রয়ের বশীকারের নাম মোক্ষ। মায়াচক্রের প্রণেতা শিবই পরম কারণ; শিবের মায়ায় অর্পিত দ্বন্দ্বকে শিবই পরিশুদ্ধ করেন। শিব কর্ত্তৃক, নির্ম্মিত দ্বন্দ্বকে শিবেই সমর্পণ করিবে, এই নিমিত্ত হে পণ্ডিতগণ! প্রদক্ষিণ এবং নমস্কারকে শিবের অতিশয় প্রিয় বলিয়া জানিবে। পরমাত্মা শিবের উদ্দেশে কৃত প্রদক্ষিণ ও নমস্কার সকল ষোড়শ উপচার দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজার ফল প্রদান করে। এই পৃথিবীতে এমন কোন পাপ নাই, যাহা প্রদক্ষিণ দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। অতএব প্রদক্ষিণ দ্বারা সমুদয় পাপের বিনাশ করিবে। সাধক শিবপূজা-পরায়ণ, মৌনী এবং সত্যবাদিত্বাদি গুণবান্ হইয়া ক্রিয়া, তপস্যা, জপ, জ্ঞান এবং ধ্যান ইহাদের মধ্যে এক একটীর অনুষ্ঠান করিবে। ১৪২—১৫০। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, দিব্যদেহ, জ্ঞান, অজ্ঞানক্ষয়, শিবের সান্নিধ্য এই কয়টী ক্রিয়াদির ফল। ক্রিয়াচরণ দ্বারা অজ্ঞানরূপী অন্ধকারের বিনাশ হওয়ায় মনুষ্য ফললাভ করে এবং জন্মের পরিশোধন হেতু ক্রিয়া প্রভৃতি যেন পরব্রহ্ম-বুদ্ধি প্রেরণায় জনিত, এইরূপ ভাবে অনুষ্ঠান করিবে। এবঞ্চ দেশ, কাল, শরীরসামর্থ্য, ধন ও যোগ্যতা অনুসারে ভক্তিমান্ ব্যক্তি ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শিবক্ষেত্রে ন্যায়পূর্ব্বক ধনার্জ্জন এবং জীবহিংসা পরিত্যাগ করত ক্লেশশূন্য হইয়া বাস করিবে। পঞ্চাক্ষর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সংস্কৃত জল ও অন্ন সুখপ্রদ জানিবে অথবা দরিদ্রের ভিক্ষান্ন জ্ঞানপ্রদ হইবে। শিবভক্তের ভিক্ষান্ন শিবভক্তির বিবর্দ্ধক এবং শিবযোগীর ভিক্ষান্ন শম্ভুসত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। যে কোন উপায়ে পৃথিবীর যে কোন স্থলে শুদ্ধান্ন-ভোজী এবং সর্ব্বদা মৌনীভাবে বাস করত রহস্য প্রকাশ করিবে না। ভক্তদিগের নিকট শিবমাহাত্ম্য প্রকাশ করিবে। শিবমন্ত্রের রহস্য শিব ভিন্ন আর কেহ জানে না। শিবভক্ত নিত্য শিবলিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া বাস করিবে; হে ব্রাহ্মণগণ! মহাদেবের লিঙ্গের আশ্রয়ে মনুষ্য মহাদেব তুল্য হয়। চরলিঙ্গের পূজা দ্বারা নিশ্চয় ক্রমশঃ মুক্তিলাভ হয়। সংক্ষেপে উত্তম সাধ্য-সাধন সমুদয়ই উক্ত হইল। ব্যাস এই পুরাণ বলিয়াছেন এবং পূর্ব্বে আমি ইহা শ্রবণ করিয়াছি। আপনাদিগের মঙ্গল হউক এবং আমাদেরও দৃঢ় শিবভক্তি হউক। যে মনুষ্য এই অধ্যায় পাঠ করে এবং যে শ্রবণ করে, হে পণ্ডিতগণ! সে, মহাদেবের কৃপায় শিব-জ্ঞানলাভ করে। ১৫১—১৬২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

বিদ্যেশ্বরসংহিতা সমাপ্ত।

কৈলাসসংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ এবং প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, সেই মঙ্গলময় শিব, জগন্মাতা পার্ব্বতী, গণেশ, কার্ত্তিকেয় ও প্রমথগণকে নমস্কার। পূর্ব্বকালে মহাতেজা মুনিগণ হিমালয়শৃঙ্গে তপস্যা করিতে করিতে বারাণসী গমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা হিমগিরি হইতে বহির্গত হইয়া "একেবারে কাশীধামে উপস্থিত হইয়া স্নান করিব" এইরূপ একাগ্রচিত্তে মণিকর্ণিকায় উপস্থিত হইলেন। বেদপারগ সেই মুনীন্দ্রগণ তথায় স্নান পূর্ব্বক দেবাদিতর্পণ সমাপনান্তে গঙ্গায় অবগাহন করিয়া, দেবদেব বিশ্বেশ্বরকে পরম ভক্তিসহকারে প্রণাম এবং তাঁহার পূজা ও রুদ্রাধ্যায় প্রভৃতি স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, ইত্যবসরে মহর্ষি সূত কাশীদর্শন-বাঞ্ছায় তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সূতকে সমাগত দেখিয়া আনন্দসহকারে বন্দনা করিলেন। সেই সূতও সাক্ষাৎ ভবানীপতি দেবদেব বিশ্বনাথকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মুক্তিমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সূত তথায় উপবিষ্ট হইলে পর সকল মুনিগণ তাঁহাকে অর্ঘ্যাদিদানে যথাবিধি পূজা করিলেন। অনন্তর মহর্ষি সূত সেই মুনিগণকে সদাচারী দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা আত্মকুশল নিবেদন করিলেন। পরে সেই মুনীন্দ্রগণ সূতকে সন্তুষ্ট চিত্ত দেখিয়া প্রণবার্থ অবগতির জন্য স্তুতিপূর্ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ, ব্যাসশিষ্য, মহাত্মন্ সূত। বিশ্বপূজ্য ভগবান্ ব্যাসদেব আপনাকেই পুরাণ সকলের গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ১—১২। অতএব পৌরাণিক বিদ্যা আপনার হৃদয়ে বিরাজিত আছে। সকল পুরাণই বেদার্থ-প্রতিপাদক; বেদ সকল প্রণব হইতে সমুৎপন্ন; প্রণব শব্দে মহেশ্বরকে বুঝায়; অতএব আপনার হৃৎপুণ্ডরীকে মহেশ্বরই প্রতিষ্ঠিত আছেন। আপনার মুখপদ্ম-নিঃসৃত মকরন্দে মনোহর অপূর্ব্ব অর্থসুধা পান করিয়া আমরা সুশীতল হইব। বিশেষতঃ হে মহামতে! আপনি ভিন্ন আমাদিগের কেহ গুরু নাই। তাঁহাদিগের এইরূপ বাক্য শুনিয়া ব্যাসের তপঃফলস্বরূপ সেই সূত গণেশ, কার্ত্তিকেয়, ভবানী, ভব, শিলাদ মুনির পুত্র সুযশার স্বামী নন্দিদেব, সনৎকুমার ও ব্যাসকে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, সাধু! সাধু!! মহাভাগ মুনিগণ! আপনারাই যথার্থ কৃতপুণ্য। যেহেতু এই বিষয় জানিতে আপনাদিগের দৃঢ়বুদ্ধি হইয়াছে; ইহা অকৃত-পুণ্যের দুর্লভ। হে মুনিপুঙ্গবগণ! পরাশর-পুত্র শুকদেব ব্যাস নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি; আপনারা অবহিতচিত্তে পরম আনন্দে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে স্বারোচিষ মন্বন্তরে ঋষিগণ কঠোর ব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক সিদ্ধগণ সেবিত নৈমিষারণ্যে তপস্যা করিতেন। একদা তাঁহারা বহুকালসাধ্য যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া, যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ রুদ্রদেবের প্রীতি সাধন পূর্ব্বক ঈশ্বরের পরমতত্ত্ব জানিবার উদ্দেশে ব্যাসদেবের দর্শনবাসনায় উপবিষ্ট আছেন, ইতিমধ্যে জগদ্গুরু, সর্ব্বান্তর্যামী, নারায়ণের অংশ সমুৎপন্ন, পরাশর মুনির তপঃফল স্বরূপ ভগবান্ বাদরায়ণ সেই মুনিগণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলেন। ১৩—২৪। তাঁহাকে দেখিয়া সকল মুনিগণ প্রফুল্লমুখে উৎফুল্ললোচনে গাত্রোত্থানাদি বিবিধ উপচারে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহারা সুবর্ণ-নির্ম্মিত শুভ আসন প্রদান করিলে, পরাশরপুত্র মহর্ষি ব্যাস তাহাতে সুখে উপবেশন করিয়া, তাঁহাদিগকে গম্ভীর বাক্যে বলিলেন, হে মুনিগণ! আপনাদিগের এই আরব্ধ যজ্ঞের কুশল ত? আপনারা ভগবান্ যজ্ঞস্বামীর যথাবিধি পূজা করিয়াছেন ত? আপনারা এই যজ্ঞে ভক্তিভাবে জগন্মাতা পার্ব্বতীর সহিত ভববন্ধ-মোচক দেবদেবের কি নিমিত্ত পূজা করিয়াছেন, তাহার আভাস মদীয় শুশ্রূষায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। অমিততেজা মহর্ষিব্যাস এইরূপ বলিলে, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ মহাত্মা ব্যাসকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে সাক্ষাৎ নারায়ণাং[illegible]ৎপন্ন ভগবন্ মুনিপুঙ্গব! আপনিই ভবানীপতি, প্রমথনাথ, ত্রিভুবন-নায়ক, স্রষ্টা মহাদেবের কৃপার পাত্র। ২৫—৩২। আমাদিগের চিত্তভৃঙ্গ আপনার চরণারবিন্দ-মধুপানে লোলুপ; অদ্য আপনার পাদপদ্ম দর্শনে আমরা কৃতার্থ হইলাম। আপনার পাদপদ্ম দর্শন পাপিগণের দুর্লভ; তাহা যখন অদ্য লাভ করিয়াছি, তখন আমাদিগের অপেক্ষা পুণ্যবান্ কে? হে মহাত্মন্! "নৈমিষারণ্য নামক এই স্থানে দীর্ঘযজ্ঞ বিস্তার করত

প্রণবের অর্থপ্রকাশক পরমেশ্বরকে জানিব" এই নিশ্চয় করিয়া, আমরা পরস্পরে যখন বিচার করিয়াও ঈশ্বরের পরমভাব জানিতে পারি নাই, তখন হে প্রভো! আমাদিগের হৃদয়স্থিত সকল সংশয় দূর করুন। ত্রিভুবন-মধ্যে আপনি ভিন্ন এই সংশয়ের ছেদনকর্ত্তা কেহ নাই; অতএব হে কৃপানিধে! আমরা অনন্ত গম্ভীর অজ্ঞানসমুদ্রে নিমগ্ন; আমাদিগকে সেই সমুদ্র হইতে শিবতত্ত্বজ্ঞানরূপ ভেলায় উত্তীর্ণ করুন। তথায় এইরূপে বেদপারগ মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সর্ব্ববেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি, তপোধন, শুকদেবের পিতা,—হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে সংসারতারক, বেদান্তসারসর্ব্বস্ব, প্রণবস্বরূপ সেই পরমেশ্বরকে ভবানীর সহিত চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৩—৪১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনারা সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন; আপনারা অতিশয় ভাগ্যবান্; যেহেতু প্রণবের অর্থপ্রকাশক শিবজ্ঞান দুর্ল্লভ। শূলপাণি, বরহস্ত, সাক্ষাৎ ভগবান্ যাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন, তাহাদিগেরই প্রণবের অর্থপ্রকাশক শিবজ্ঞান নিঃসংশয় জন্মে অন্যের জন্মে না, এইরূপ শ্রুতি আছে। আপনারা দীর্ঘযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া ভগবান ভবানীপতির উপাসনা করিয়াছেন, ইহা অদ্য আমি নিশ্চয় জানিয়াছি। অতএব হে শ্রদ্ধালুমুনিগণ! আমি উমা-মহেশ-সংবাদরূপ অদ্ভুত পুরাতন ইতিহাস আপনাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন;—হে মুনিসত্তমগণ! পূর্ব্বকালে জগন্মাতা সতী দাক্ষায়ণী, শিবনিন্দা প্রসঙ্গে তপোবলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া হিমবান্ পর্ব্বতের কন্যারূপে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই পর্ব্বতরাজ হিমালয়ে মহাদেব স্বয়ংবর-বিধি মতে দেবীর পাণিগ্রহণ করিলে, দেবী তাঁহাকে বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! ভক্তি-সুলভ! অবিনাশিদেহ! সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি পঞ্চকার্য্যের বিধায়ক! ভগবন্ পরমেশ্বর! আমি দাক্ষায়ণী, দেহ পরিত্যাগ করিয়া হিমবান্ পর্ব্বতের পুত্রী হইয়াছি; হে মহেশ্বর! অদ্য মন্ত্রদীক্ষা দান করিয়া আমায় বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্বস্থ করুন। দেবী এইরূপ প্রার্থনা করিলে, দেব চন্দ্রশেখর বলিলেন, দেবি! যদি তোমার ঈদৃশ মতি হইয়া থাকে; তবে কৈলাসশিখরে গিয়া তোমায় মন্ত্রদান পূর্ব্বক বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বস্থ করিব। এই কথা বলিয়া মহাদেব হিমালয় পর্ব্বত হইতে কৈলাসশৈলে গমন পূর্ব্বক দেবীকে প্রণবাদি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বস্থ করিলেন; পরে দেবীসহ নন্দনকাননে সমুপস্থিত হইলেন। ১—১৩। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ শঙ্কর, সুমালিনী প্রভৃতি দেবীর প্রিয়সখীজন কর্ত্তৃক আহৃত, বিকসিত, কল্পতরুপুষ্পে দেবীকে ভূষিত করিয়া নিজ ক্রোড়দেশে বসাইয়া তন্মুখে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক প্রফুল্লমুখে অবস্থান করিলেন। এইরূপ অবস্থানের পর পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরে সর্ব্বলোক-হিতকর সাক্ষাৎ বেদার্থ ঘটিত, নানা প্রিয় কথা হইতে লাগিল। তখন হে তপোধনগণ! বিশ্বজননী দেবী পতির ক্রোড়দেশে বসিয়া বদন নিরীক্ষণ করিয়া এই কথা বলিলেন,—হে দেব! আপনি প্রণবপ্রমুখ মন্ত্র আমায় উপদেশ করিয়াছেন; তন্মধ্যে আমি প্রথমে প্রণবের নিশ্চিত অর্থ শুনিতে ইচ্ছা করি। প্রণবের উৎপত্তি কিরূপে হইল? তাহাকে প্রণবই বা বলে কেন? মন্ত্র কতপ্রকার আছে? কেনই বা প্রণবকে বেদের আদি বলিয়া থাকে? দেবতা কতপ্রকার আছেন? সেই সেই দেবতার চিন্তাই বা কিরূপে হয়? ক্রিয়া কতপ্রকার? মন্ত্রবর্ণের ব্যাপ্য-ব্যাপকস্বভাব কিরূপ? এই প্রণব মন্ত্রে যথাক্রমে পঞ্চব্রহ্ম কিরূপে অবস্থান করিতেছেন? কলা কয় প্রকার কথিত আছে? এই প্রণবের প্রপঞ্চই বা কিরূপ? ইহার বাচ্য কে? বাচকই বা কি? হে মঙ্গলময়! ইহার স্থান কতগুলি? ইহার উপাসনার অধিকারী কে? বিষয়ই বা কি কথিত আছে? সম্বন্ধ ও প্রয়োজন কি কথিত আছে? হে প্রভো! ইহার অনুষ্ঠান-প্রণালী ও পূজাস্থান কি প্রকার? হে হর! পূজাকালে মণ্ডল কি? ঋষ্যাদি কি? ন্যাস কি? পূজা-প্রণালীই বা কি? হে ঈশান! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে এই সমস্ত বলুন। দেবীর এই প্রার্থনা-বাক্য শুনিয়া ভগবান্ চন্দ্রমৌলি সেই মহেশ্বরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন। ১৪—২৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, দেবি! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর; উহা শুনিবামাত্র সাক্ষাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে। প্রণবের অর্থ-জ্ঞান ও আমাকে জ্ঞান উভয়ই তুল্য; প্রণব নামক মন্ত্র সকল বিদ্যার বীজ। প্রণব বটবীজের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু উহার মহান্ অর্থ আছে। "ওঁ" এই একাক্ষর মন্ত্রে ত্রিগুণাতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্রষ্টা, প্রভু, দ্যুতিমান্ শিব বর্ত্তমান আছেন। গুণের প্রাধান্য বশতঃ সমস্ত বস্তুনিচয়ও উহাতে অবস্থিত আছে। প্রণব শব্দে সেই বিরাট্ পুরুষ বুঝায় এবং স্থাবর-জঙ্গমও বুঝায়; অতএব "ওঁ" এই অক্ষরই সর্ব্বার্থ-সাধক এক ব্রহ্ম। ঐ প্রণবই সর্ব্বার্থ-সাধক বলিয়া প্রথমে শিব উহা হইতে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন; অতএব মহাজনেরা শিবকে প্রণব

অথবা এই প্রণবকে শিব বলিয়া থাকেন; যেহেতু বাচ্য ও বাচকের অত্যন্ত প্রভেদ নাই; তজ্জন্য মনস্বী ঋষিগণ উহাদিগের অভেদ বিবেচনা করিয়া আমাকে একাক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া জানেন; অতএব হে পরমেশ্বরি! মুমুক্ষু ব্যক্তি উহাই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। তন্মধ্যে হে অম্বিকে! কিরূপে প্রণব উদ্ধার করিতে হয়, অগ্রে বলিব। পূর্ব্বে অকার, তৎপরে উকার, তৎপশ্চাৎ মকার, অনন্তর বিন্দু ও নাদ উদ্ধার করিবে। এইরূপ করিলেই পঞ্চবর্ণাত্মক এই প্রণবের উদ্ধার করা হইল। ১—১০। এই প্রণবই ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকল জীবের প্রাণ; এইজন্য ইহাকে প্রণব বলিয়া থাকে। অকার, উকার ও মকার এই তিনটী ক্রমে তিন মাত্রা, তৎপরে অর্দ্ধ মাত্রা। মহেশানি! ঐ অর্দ্ধ মাত্রা বিন্দু ও নাদ স্বরূপ; প্রিয়ে! উহাই সর্ব্ববিদ্যার ঈশ্বর ইত্যাদি নানা শ্রুতি আছে। আমা হইতেই সেই শ্রুতি সকল প্রাদুর্ভূত হয়, ইহা সত্য বটে। অতএব আমিই বেদের আদি; প্রণব শব্দে আমাকেই বুঝায়। আমাকে বুঝায় বলিয়াই এই প্রণবকে বেদের আদি বলিয়া থাকে। অকার সৃষ্টিসাধন-বীজ, রজোগুণ, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা স্বরূপ; উকার প্রকৃতি, সৃষ্টির আধার সত্ত্বগুণ, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু স্বরূপ; মকার পুরুষ, সৃষ্টিসাধন-বীজ-সম্পন্ন, তমোগুণ, সংহারকর্ত্তা রুদ্র স্বরূপ। বিন্দু সাক্ষাৎ মহেশ্বর, উহাকে তিরোভাব বলে; নাদ সদাশিব স্বরূপ, উহাই সকলের অনুগ্রহকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হয়। নাদ-মস্তকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর, পরাৎপরতর, নির্ম্মল, অদ্বিতীয় শিবকে চিন্তা করিবে। অকার, উকার, মকার, বিন্দু ও নাদ এই পঞ্চবর্ণ মধ্যে পর পর বর্ণ ব্যাপক ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ ব্যাপ্য বলিয়া জানিবে। ঐ অকারাদি পঞ্চবর্ণে সদ্য, বামদেব অঘোর, পুরুষ ও ঈশান এই পঞ্চ-ব্রহ্ম যথাক্রমে অবস্থিত; উহারা আমারই মূর্ত্তি। ১১—২০। হে শিবে! অকারে সদ্যঃসম্ভূত অষ্ট কলা, উকারে বামরূপিণী ত্রয়োদশ কলা, মকারে অঘোররূপিণী অষ্ট কলা, বিন্দুতে পুরুষগোচর চারি কলা ও নাদে ঈশানজাত পাঁচ কলা বিদ্যমান, ইহা কথিত আছে। বক্ষ্যমাণ ছয় প্রকার পদার্থ প্রণবের প্রপঞ্চ স্বরূপ। হে প্রিয়ে! মন্ত্র, যন্ত্র দেবতা, প্রপঞ্চ, গুরু ও শিষ্য; এই ছয় পদার্থের অর্থ শ্রবণ কর। মন্ত্র পঞ্চবর্ণ-সমবায়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই মন্ত্রই যন্ত্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এই যন্ত্রের মণ্ডলপ্রণালী পশ্চাৎ বলিব। যন্ত্র—দেবতার রূপ, দেবতা—বিশ্বমূর্ত্তি, গুরু—বিশ্বরূপ ও শিষ্য—গুরুর দেহ বলিয়া কথিত হয়। "ওঁ" এই শব্দে পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে বুঝায় ও সমস্ত বিশ্ব, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এই শ্রুতি থাকায় প্রণবের বাচ্য-বাচক ভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। হে দেবেশি! মূলাধার, মণিপূর, হৃদয়, বিশুদ্ধি, আজ্ঞা, শক্তি, শান্ত ও শান্ত্যতীত এই কয়েকটী যথাক্রমে প্রণবের স্থান। ঐ শান্ত্যতীত স্থানটী তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট; যাহার দৃঢ় বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ইহার অধিকারী ২১—২৯। হে দেবি! জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য-ভাবন প্রযুক্ত আমিই ইহার বিষয়। আমার সহিত জীবাত্মা ঐক্য এস্থলে ইহার বোধ্য এবং প্রণবই নিজে বোধক এইরূপ সম্বন্ধ উক্ত আছে। শুচি, সদাচার-সম্পন্ন, বেদজ্ঞ, সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, বেদান্তবিদ্যা-বিশারদ, সুবুদ্ধি-শ্রেষ্ঠ, যমনিয়মাদি-সম্পন্ন আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষ বিধান করিবে। "যিনি গুরু, তিনিই শিব; যিনি শিব, তিনিই গুরু বলিয়া অভিহিত হন" মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গুরুর নিকট আপন মত ব্যক্ত করিবে; পরে তাঁহার অনুমতিক্রমে দ্বাদশ দিন কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিয়া সমুদ্র বা নদীতীরে, পর্ব্বত বা শিবমন্দিরে অবস্থান করিবে। শুক্লপক্ষের পঞ্চমী অথবা একাদশী তিথিতে প্রাতঃস্নান ও নিত্যকর্ম্ম সমাধাপূর্ব্বক যথাবিধি গুরুকে আবাহন করিয়া নান্দীশ্রাদ্ধ করিবে। ৩০—৩৭। অনন্তর কক্ষ ও উপস্থ ভিন্ন সকল গাত্রের কেশ, শ্মশ্রু (দাড়ি) ও নখের ক্ষৌর সম্পাদন করিয়া পুনরায় স্নান সমাপনান্তে সংযতচিত্তে শক্তু (ছাতু) ভোজন করিবে। তৎপরে সায়ংস্নান করিয়া গুরুর সহিত সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্তি পূর্ব্বক গুরুরূপী শিবকে বস্ত্রাদি দক্ষিণা প্রদান করিবে। নিজ নিজ শ্রৌতগৃহ্যোক্ত বিধান অনুসারে সমিধ্ প্রভৃতি হোম-দ্রব্য আয়োজন করিয়া লৌকিকাদি ভেদে বিভিন্ন বহ্নি যথাবিধি স্থাপন করিবে। সেই স্থাপিত বহ্নিতে প্রাজাপত্য যাগ সম্পাদন করিয়া সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া গৃহত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। ঐ অগ্নিতে চরুপাক করিয়া পুরুষ-সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সমিধ্, অন্ন ও আজ্যাহুতি প্রদান করিবে; তৎপরে স্ব স্ব শ্রৌতসূত্র বিধি অনুসারে স্বিষ্টকৃৎ হোম এবং অগ্নির উত্তর দিকে উদীচ্য কর্ম্ম করিবে। অগ্রে কুশ, তদুপরি মৃগচর্ম্ম, তদুপরি বস্ত্রখণ্ড পাতিয়া সেই সুখাসনে উপবেশন করত দৃঢ়চিত্ত হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে। তৎপরে সেই সুধীর পূর্ব্বমত স্নান পূর্ব্বক চরুপাক করিয়া পুরুষসূক্ত হইতে বিরজাহোম পর্য্যন্ত যাবতীয় আহুতি দিবে। বামদেবের মতে অথবা শৌনকাদি ঋষির মতে উক্ত কার্য্য করিবে; কিন্তু তন্মধ্যে বামদেবের মতই প্রধান; যেহেতু, সেই মুনি গর্ভবাস-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। অনন্তর হোমশেষ সমাপন করিয়া প্রাতঃকালীন হোম করিবে; তৎপরে আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। পরে সূর্য্য উদিত হইলে যথাবিধি গায়ত্রী জপ করিবে। পুত্রেচ্ছা,

ধনেচ্ছা এবং লোকেচ্ছা—এই ইচ্ছাত্রয়ে জলাঞ্জলি দিয়া "প্রৈষং" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শিখা, যজ্ঞোপবীত ও মেখলা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বমুখে অথবা উত্তরমুখে গমন করিবে। ৩৮—৫০। লৌকিক ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইলে যথাযোগ্য দণ্ড ও কৌপীন প্রভৃতি গ্রহণ করিবে; কিন্তু যদি তাহার বৈরাগ্য হইয়া থাকে ও লৌকিক ব্যবহার মন্দ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা গ্রহণ করিবে না। অনন্তর গুরুসন্নিধানে গমন করিয়া তিনবার দণ্ডবৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক গুরুপদ-সমীপে দণ্ডায়মান থাকিবে। শিষ্য এইরূপে দণ্ডায়মান থাকিলে, গুরু, বিরজ হোমের বহ্নি হইতে বিশুদ্ধ ভস্ম গ্রহণ করিয়া শিষ্যের অঙ্গে বিধিমতে মাখাইয়া দিয়া "অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করাইবেন এবং হৃৎপদ্মে বিরাজমান আমাকে ও তোমাকে ধ্যান করত শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহার দক্ষিণ কর্ণে ঋষ্যাদি সহিত তিন প্রকার প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিবেন। গুরু এইরূপ মন্ত্র দিলে, শিষ্য, মন্ত্র যন্ত্র প্রভৃতি ছয় প্রকার অর্থ জ্ঞাত হইয়া গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিয়ত গুরুর আজ্ঞাবর্ত্তী হইবে, যথাবিধি বেদান্ত অভ্যাস করিবে এবং আপনাতে পরমাত্মস্বরূপ আমাকে প্রতিনিয়ত চিন্তা করিবে। শম-দমাদি-ধর্ম্ম-নিরত, বেদান্ত-জ্ঞানবান্, যম-নিয়মাদিশীল, নির্ম্মৎসর ব্যক্তিকেই ইহার অধিকারী বলিয়া জানিবে। কেশরসম্পন্ন, কর্ণিকাশোভিত, বিশুদ্ধ, ভাস্বর, প্রফুল্ল, অষ্টদল হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে আধারশক্তি হইতে আধার, মণিপুর ও হৃদয় এই তিন তত্ত্বের সীমাবচ্ছিন্ন স্থান চিন্তা করিয়া দহর নামক ব্যোম ভাবনা করিবে। ৫১—৬০। হে দেবি! সেই দহর নামক ব্যোমের মধ্যে "ওঁ" এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ করিয়া নিত্য একাগ্রচিত্তে আমাকে এবং তোমাকে চিন্তা করিবে। হে প্রিয়ে! যে এইরূপে উপাসনা করিবে, তাহার শিবলোকে গতি হইবে এবং আমার নিকট তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমার সাযুজ্য-ফল লাভ করিবে। যতি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া শুদ্ধস্ফটিক সন্নিভ, দ্বিনেত্র, বরাভয়দাতা, ধ্যানস্থলে অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান, মস্তকস্থ সহস্রদল শ্বেতকমলে সমাসীন, শিবস্বরূপ শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া গন্ধাদি মানস উপচারে যথাক্রমে পূজা করত কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। "হে জগন্নাথ! প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যাহা যাহা করিব, তৎসমস্তই আপনার পূজা হউক" এই কথা গুরুকে নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকট অনুজ্ঞা লইয়া সংযতচিত্তে সংযতেন্দ্রিয়ে প্রাণবায়ুরোধ করিয়া উপবেশন করিবে। এইরূপে উপবেশন করিয়া ধীশক্তি সম্পন্ন শিষ্য, মূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত বিদ্যুৎকোটিতুল্য ওঙ্কার চিন্তা করত ভূমিতলে তৃণ পাতিয়া তদুপরি শরীরস্থ মলত্যাগ পূর্ব্বক উপস্থ গ্রহণ করিয়া উঠিয়া জলাশয়ে গমন করিবে। তথায় গমন করত জল উত্তোলন করিয়া, আলস্যরহিত হইয়া যথাবিধি শৌচকার্য্য সমাধা করিবে; পরে হস্ত পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক দুইবার আচমন করিয়া "ওঁ" এই অক্ষর স্মরণ করত অমাবস্যা ও একাদশী ভিন্ন তিথিতে উত্তরমুখ হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তৃণ ও পত্র দ্বারা দন্তধাবন করিবে। ৬১—৭১। তৎপরে দ্বাদশ গণ্ডূষ জলে মুখ প্রক্ষালন করিবে; অনন্তর দুইবার আচমন করিয়া মৃত্তিকা-লেপন ও জলে কটিদেশ শুদ্ধ করিয়া অরুণোদয় সময়ে মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক স্নান করিবে। এই সন্ধ্যাদি ক্রিয়াকলাপের সময় আমাকে ও গুরুকে স্মরণ করিবে। পরে শঙ্খমুদ্রা বন্ধন করিয়া প্রণব দ্বারা মস্তকে দ্বাদশ বার, ছয় বার বা তিন বার অভিষেক করিবে। এইরূপ অভিষেকের পর জল হইতে তীরে উঠিয়া কৌপীন প্রক্ষালন করিয়া দুই বার আচমনপূর্ব্বক গাত্রমার্জ্জনী (গামছা) প্রণব দ্বারাই প্রোক্ষিত করিবে। সেই গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা প্রথমে মুখ, তৎপরে মস্তক আরম্ভ করিয়া সমস্ত দেহ মার্জ্জনা করিবে এবং বিশুদ্ধ ডোর, কৌপীন পরিধান করিয়া গুরুসমীপে বাগ্‌যত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে। পরে দুইবার আচমন করিয়া সদ্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ভস্ম গ্রহণ করিয়া "অগ্নিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করত দেহ স্পর্শ করিবে; অনন্তর "আপো বা" ইত্যাদি মন্ত্রে জল পূত করিয়া সেই মন্ত্রপূত জলে ভস্ম অভিষিক্ত করিবে। "ওঁ আপো জ্যোতিঃ" এবং "মানস্তোক" এই দুই মন্ত্র দ্বারা সেই ভস্ম সংমর্দ্দিত করিয়া দুই পিণ্ডে বিভক্ত করিবে; তন্মধ্যে উহার একটীকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিবে। হে পরমেশ্বরি! উক্ত পঞ্চভাগ দ্বারা মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্যদেশ ও চরণে ঈশান হইতে সদ্যোজাত পর্য্যন্ত পঞ্চব্রহ্মকে যথাক্রমে অভিষেক করিবে। ৭২—৮০। পরে দ্বিতীয় ভস্ম-কবল গ্রহণ করিয়া প্রণব দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে অভিষেক করিবে; তদনন্তর হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক অন্য ভস্ম গ্রহণ করিবে। সেই ভস্ম পূর্ব্ববৎ মর্দ্দিত করিয়া তদ্দ্বারা "জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং" ইত্যাদি, "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্র এবং শিবস্বরূপ প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক মস্তক, ললাট, বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নাভি, বাহুদ্বয়, সন্ধিস্থান-সমুদয় ও পৃষ্ঠদেশে যথাক্রমে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে। এইরূপে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন শিষ্য হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক বারদ্বয় আচমন করিয়া যথাবিধি পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করত নিজ গুরুর ভাবনা করিবে। পরে বক্ষ্যমাণ প্রকারে ছয়বার প্রাণায়াম করিবে; অনন্তর বক্ষ্যমাণ বিধিমতে ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া দক্ষিণহস্তে জল লইয়া বামপাণি দ্বারা নাসিকাদি

ইন্দ্রিয়-দ্বার রোধপূর্ব্বক সেই জল প্রণবমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। এইরূপে তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মস্তক প্রোক্ষিত করিয়া সেই জল তিনবার পান করিবে; তৎপরে সাধক একাগ্রচিত্ত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যস্থিত, সর্ব্বতেজোময় অষ্টবাহু, চতুর্ম্মুখ সকল দিব্য গুণসম্পন্ন, দিব্যালঙ্কার ভূষিত, অর্দ্ধনারীশ্বর, অদ্ভুত পরমেশ্বর স্বরূপে ওঙ্কারের ধ্যান করিয়া যথানিয়মে তিনবার অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পরে অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া দ্বাদশবার তর্পণ করিবে; পুনরায় আচমন করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর যথাবিধি ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পূজাগৃহে গমন করিয়া পাদপ্রক্ষালন করত বাগ্যত হইয়া থাকিবে। পশ্চাৎ দুইবার আচমন করিয়া দক্ষিণপাদ প্রক্ষেপ ক্রমে মণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় যথারীতি মণ্ডল রচনা করিবে। ৮১—৯২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, তথায় গন্ধ, বর্ণ ও রস প্রভৃতি দেখিয়া বিধিমতে ভূমি পরীক্ষা করিয়া, চন্দ্রাতপ-শোভিত, গোময়োপলিপ্ত, দর্পণতুল্য স্বচ্ছ, অরত্নিদ্বয়-পরিমিত, মনোভিলষিত ভূপৃষ্ঠে চতুরস্র মণ্ডল রচনা করিবে। সেই চতুরস্র-মণ্ডল-সমান দীর্ঘ ও বিস্তৃত তালপত্র লইয়া তাহাতে সমান অংশে ত্রয়োদশ ভাগ করিবে। তাহাতে সেই তালপত্র নিক্ষেপ করিয়া সেই চতুরস্র মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে পশ্চিমমুখে অবস্থান করত রঞ্জিত দৃঢ় সূত্র লইয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে চতুর্দ্দশটী সূত্র পাতিত করিবে; হে দেবদেবেশি! তাহাতে একশত উনসত্তরটী কোষ্ঠ (ঘর) হইবে। উহার মধ্য-কোষ্ঠ কর্ণিকা; ঐ মধ্য-কোষ্ঠের বাহিরে যে আটটী কোষ্ঠ উহাকে আটটী দল বলিয়া থাকে। হে সুরেশ্বরি! ঐ দলগুলি শ্বেতবর্ণ ও উহাদিগের অগ্রভাগ শ্যামবর্ণ করিবে এবং কর্ণিকা পীতবর্ণ ও সন্ধিস্থান রক্ত ও পীতবর্ণ করিয়া, দক্ষিণ দল হইতে ক্রমে দলসন্ধিগুলি রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিবে। কর্ণিকায় (মধ্য-কোষ্ঠে) প্রণবের অর্থপ্রকাশক মন্ত্র লিখিবে, উহার নিম্নে পীঠ অঙ্কিত করিয়া, ঊর্দ্ধে শ্রীকণ্ঠ, (অ), তদুপরি অমরেশ (উ), মধ্যে মহাকাল (ম), তন্মস্তকে দণ্ড (নাদ) ও তদূর্দ্ধে ঈশ্বর (বিন্দু) অঙ্কিত করিবে। ১—১০। শ্যামবর্ণে পীঠ, পীতবর্ণে অ, রক্তবর্ণে উ ও কৃষ্ণবর্ণে ম লিখিবে। নাদ ধূম্রবর্ণ ও বিন্দু ধবলবর্ণ করিবে, এইরূপ বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত মন্ত্র লিখিয়া ‘সদ্যোজাতং’ এই মন্ত্রে আচ্ছাদন করিবে। হে ঈশ্বরি! তাহা হইতে উৎপন্ন নাদ দ্বারা ঈশানের প্রভেদ করিবে। হে সুন্দরি! ঐ অষ্টদলের বহিঃস্থ পঙ্‌ক্তিতে (সারিতে) অগ্নিকোণাদিক্রমে চারিকোণে চারিটী কোষ্ঠ শুক্লবর্ণে পূরণ করিয়া লইবে; পরে গৈরিক-মৃত্তিকা ও কুঙ্কুমাদি চারি বর্ণে পূরণ করিয়া ঐ চারিটী কোষ্ঠ দ্বারস্বরূপ কল্পনা করিবে। অনন্তর ঐ দ্বারের উভয় পার্শ্বস্থ দুই দুই কোষ্ঠ পীতবর্ণে পূরণ করিবে। অগ্নিকোণস্থিত কোষ্ঠের মধ্যভাগ চতুরস্র ও ঈষৎ-পীতবর্ণ হইবে; উহাতে ঈষৎ-রক্তবর্ণ, পীত-কর্ণিকাবিশিষ্ট, অষ্টদল পদ্ম লিখিতে হইবে। হে ভদ্রে! তন্মধ্যে সাবধানে “হং” এই অক্ষরটী লিখিবে; উক্ত পদ্মের নৈর্ঋত কোষ্ঠে চতুরস্রের মধ্যে পীত কেশর ও কর্ণিকা বিশিষ্ট রক্তবর্ণ অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া উহার মধ্যে “শৃঁ ঔঁ” এই বীজ লিখিবে এবং ঐ পদ্মের ঈশানকোষ্ঠে পূর্ব্ববৎ পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে “গুং” এই বীজ লিখিবে। হে সুন্দরি গিরিরাজসুতে! উহার বহিঃস্থ পঙ্‌ক্তি তিনটীতে পূর্ব্বাদিক্রমে পাঁচটী কোষ্ঠ লইয়া উহাদিগের মধ্য-কোষ্ঠে পীতবর্ণ কর্ণিকা ও উহার বৃত্ত রক্তবর্ণ করিবে ১১—২২। যন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ শিষ্য উহার দলগুলি রক্তবর্ণ করিয়া উহার বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা ছিদ্রগুলি পূরণ করিবে। আগ্নেয়াদি কোষ্ঠচতুষ্টয় শুক্লবর্ণে পূরণ করিবে; পূর্ব্বকোষ্ঠে ছয়টী বিন্দু সংযুক্ত ষট্‌কোণ লিখিয়া কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিবে। দক্ষিণকোষ্ঠে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ, উত্তরকোষ্ঠে ঈষৎশ্বেত অর্দ্ধচন্দ্র, পশ্চিমকোষ্ঠে পীতবর্ণ চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া ক্রমে তাহাতে নিম্নোক্ত চারিটী বীজ লিখিবে; যথা,—পূর্ব্বকোষ্ঠে শুভ্রবর্ণে বিন্দু, দক্ষিণ-কোষ্ঠে কৃষ্ণবর্ণে উকার, উত্তরকোষ্ঠে রক্তবর্ণে মকার ও পশ্চিম কোষ্ঠে পীতবর্ণে অকার লিখিবে। এইরূপে চারিটী বর্ণ লিখিয়া সর্ব্বোর্দ্ধপঙ্‌ক্তির অধঃপঙ্‌ক্তিতে আরম্ভ করিয়া পীত, শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ; তন্নিম্নে শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত ও রক্ত এবং তাহার অধঃ ত্রিকোণে রক্ত, শুক্ল ও পীতবর্ণের চূর্ণ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পর্য্যন্ত প্রক্ষেপ করিবে। তাহার বহিঃস্থ পঙ্‌ক্তিতে পূর্ব্বাদি ভাগের মধ্যস্থান মাত্র পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, শ্যাম, শ্বেত ও পীতবর্ণে চিত্রিত করিবে। অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া রক্ত, শ্যাম, শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ ও রক্ত এই ছয়টী বর্ণ বিন্যস্ত করিবে। হে মহেশ্বরি! দক্ষিণ হইতে পূর্ব্ব অবধি, নৈর্ঋতকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত, পশ্চিম হইতে দক্ষিণ অবধি, বায়ুকোণ হইতে নৈর্ঋতকোণ পর্য্যন্ত, উত্তর হইতে পশ্চিম অবধি ও ঈশানকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্তরূপে বর্ণচিত্রণা করিবে। এইরূপে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পবিত্রাত্মা ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি সূর্য্যপূজা করিবে। ২৩—৩৫।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

ঈশ্বর কহিলেন, দেবি! সাধক, মণ্ডলের দক্ষিণভাগে ব্যাঘ্রচর্ম্ম আস্তৃত করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে বিশুদ্ধ জলে প্রোক্ষণ করিবে। "ওঁ আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাতে উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া "ওঁ" উচ্চারণ করত যথাবিধি প্রাণায়াম করিয়া "অগ্নিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গে ভস্মধারণ করিবে। পরে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া অগ্রে ত্রিকোণ, তৎপরে বৃত্ত, তদ্বাহে চতুরস্র এইরূপ প্রণালীক্রমে পুনরায় মণ্ডল রচনা করিবে। "আপ্রচ্যোৎ" এই মন্ত্রে আধারের-সহিত স্থাপন করিয়া শঙ্খপূজা করিবে; যথা,—প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক কর্পূরাদি-সুবাসিত বিশুদ্ধ জলে শঙ্খ পূর্ণ করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে "ওঁ" এই মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া শঙ্খে ধেনুমুদ্রা এবং ওঙ্কার দ্বারা শঙ্খমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। "ফট্" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণ ও আপনাকে প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর তিনবার প্রাণায়াম করিয়া এইরূপে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। এই সূর্য্যমন্ত্রের ঋষি—দেবভাগ, ছন্দ—গায়ত্রী এবং দেবতা—সূর্য্যমহেশ্বর। "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। তৎপরে অগ্নিকোণস্থিত কোষ্ঠে অঙ্কিত পদ্ম "ফট্" এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিবে। ১—১০। বিচক্ষণ শিষ্য সেই পদ্মে পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে প্রভূতা, বিমলা ও সারাব পূজা করিবে। অনন্তর পাদদেশে কালাগ্নি রুদ্র, আধার-শক্তি, অনন্ত, পৃথিবী, রত্নদ্বীপ, সঙ্কল্পবৃক্ষোদ্যান, মণিময় গৃহ ও রক্তপীঠ এই সকলের পূজা পূর্ব্বক পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং অগ্ন্যাদি কোণে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের অর্চ্চনা করিবে। পরে মায়াবীজ দ্বারা অধঃ ও বিদ্যাবীজ দ্বারা ঊর্দ্ধ আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং মধ্যে দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বৈদ্যুতা, সর্ব্বতোমুখসংজ্ঞা, কন্দ, নাল, সুষির, মৃণ, পত্র, কেশর, অঙ্কুর, তন্তুকণ্টক, পঞ্চগ্রন্থি কর্ণিকা, তৎসম্বিহিত দল কেশরস্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, আত্ম, অন্তরাত্মা, জ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা এই সকলের পূজা করিয়া সূর্য্যের যোগপীঠ অর্চ্চনা করিবে। মূলমন্ত্রজ্ঞ শিষ্য, মূলমন্ত্র দ্বারা সেই পীঠের উপর অক্ষমালা, পাশ, খট্বাঙ্গ, অঙ্কুশ, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মধারী, সিন্দূর-রক্তদেহ, বামভাগে অর্দ্ধনারী-বিরাজিত চতুর্ম্মুখ, দ্বাদশ লোচন, হৃৎপুণ্ডরীকশায়ী, মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কুম্ভক করিবে। পরে মূলমন্ত্রে মূল হইতে পিঙ্গলাপথে আধারশক্তিকে ঊর্দ্ধে নীত করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক "ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ প্রকাশশক্তিসহিতং মার্ত্তণ্ডমাবাহয়ামি নমঃ" এই মন্ত্রে আবাহনী-মুদ্রায় আবাহন পূর্ব্বক ক্রমে স্থিরীকরণ প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। হে মহেশ্বরি! মন্ত্রের অন্তে "হ্রাং হ্রীং হ্রূং" প্রয়োগ পূর্ব্বক অঙ্গন্যাস করিয়া পঞ্চোপচার কল্পনা করত পদ্মকেশরে মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার ষড়ঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। ১১—২৭। সুবুদ্ধি সাধক, দ্বিতীয় আবরণে বহ্নি, ঈশ, রক্ষঃ ও বায়ু এই চারি মূর্ত্তির যথাক্রমে পূজা করিবে। পার্ব্বতি! পূর্ব্বাদি উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত দলের মূলভাগে আদিত্য, ভাস্কর, ভানু ও রবির অর্চ্চনা করিয়া, হে প্রিয়ে! ঈশানাদি কোণে অর্ক, ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণুর পূজা করিবে। পরে তৃতীয় আবরণে সোম, অঙ্গারক, সুবুদ্ধি-শ্রেষ্ঠ বুধ, বিশালবুদ্ধি বৃহস্পতি, তেজোনিধি ভার্গব, শনৈশ্চর, রাহু ও শক্রভীষণ কেতু এই সকল দেবতার পূর্ব্বাদি-দল মধ্যে অর্চ্চনা করিবে। অথবা দ্বিতীয় আবরণে দ্বাদশ আদিত্য এবং তৃতীয় আবরণে শশী প্রভৃতি দেবগণের অর্চ্চনা করিবে। ইহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে সপ্তসাগর, গঙ্গা, ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অপ্সরোগণ, গ্রামণী, যক্ষ, যাতুধান, ছন্দোময় সপ্ত অশ্ব ও বালখিল্য এই সকলকে পূজা করিবে। ২৮—৩৫। তিনরূপ আবরণ সম্পন্ন সূর্য্যদেবকে এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া অবহিত-চিত্তে প্রথমে মণ্ডল, তৎপশ্চাৎ চতুরস্র অঙ্কিত করিবে। তন্মধ্যে প্রস্থ পরিমিত জলধারণক্ষম আধার তাম্রপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক কুসুমাদি-সুবাসিত বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে ভূতলে জানু পাতিয়া অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক "হুং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অনন্তর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সূর্য্যের এই মন্ত্র বলিবে; যথা,—হে সিন্দূরবর্ণ! সুমণ্ডল! শোভন হীরকালঙ্কৃত! কমলনেত্র! ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও নারায়ণের কারণ! শোভন পদ্ম স্বরূপ সূর্য্য! তোমায় নমস্কার। হে ভগবন্! হেমপাত্রে করিয়া লোহিত চূর্ণ, সুবর্ণ জল, মাল্য, কুঙ্কুম, কুশ ও পুষ্প সহিত প্রশস্ত অর্ঘ্য তোমায় দিতেছি; প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন। ৩৬—৪০। ইহা বলিয়া সূর্য্যদেবকে সেই অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে; যথা,—শিব, পার্ব্বতী ও প্রমথগণ স্বরূপ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু রুদ্ররূপী, জগতের আদিকারণ, হে সূর্য্য! তোমায় প্রণাম। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিজ আসনে বসিবে। পুনরায় ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া জলে হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে ভস্ম ধারণ করত শিবভাব বৃদ্ধির জন্য ন্যাসাদি করিবে। বিচক্ষণ সাধক শ্রীগুরুদেবকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া "ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ" এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে ওঁ গুং, গং, দুং এবং ক্ষং এই চারিটি বীজ পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া নামের অন্তে চতুর্থী বিভক্তি যোগ দিয়া ভুজদ্বয়ে গুরু ও গণপতি এবং উরুযুগে দুর্গা ও ক্ষেত্রপালকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিবে। তদনন্তর ষড়ঙ্গন্যাসপূর্ব্বক

"ওঁ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র বলিয়া করদ্বয় শোধন করিবে। পরে "অপসর্পন্তু" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র বলিয়া ভূতলে তিনবার পার্ষ্ণিঘাত করিয়া ভৌম বিঘ্ন উৎসারণ করত তিনবার করতালি দিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি পূর্ব্বক অন্তরীক্ষস্থিত ও দিব্য বিঘ্ন অপসারণ করিবে। অনন্তর প্রাণবায়ু রোধ করিয়া "সোহহং" এই মন্ত্রে হৃদয়স্থ জীবাত্মাকে সুষুম্নাপথ দিয়া মস্তকস্থ সহস্রদল-কমল কর্ণিকান্তর্গত চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে সংযোজিত করিয়া ও তৎসমান ভাবিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে আনয়ন করিবে। অনন্তর "যং" এই বায়ুবীজের ষোলবার জপে রেচক, "রং" এই অগ্নিবীজের চৌষট্টিবার জপে কুম্ভক এবং "বং" এই সলিলবীজের বত্রিশবার জপে পূরক করিয়া একমনে অকারাদিবর্ণ ও স্ব স্ব বেদের আদি মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। ৪১—৫৫। যোগরত সাধক, একাগ্রচিত্ত হইয়া আদ্যন্তে প্রণব সংযোগ করিয়া অন্তর্মাতৃকান্যাস করিবে; পরে বাহ্য-মাতৃকান্যাস করিবে। বিচক্ষণ সাধক, প্রাণবায়ু রোধ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। তাহার মন্ত্র এই, যথা,—প্রণবস্য ব্রহ্মর্ষির্গায়ত্রী ছন্দঃ পরমাত্মা সদাশিবো দেবতা অকারো বীজমুকারঃ শক্তির্ম্মকারঃ কীলকং মোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ। এই মন্ত্রানুসারে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া "ওঁ" এই বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় হইতে আরম্ভ করিয়া দুই করতলের শেষ পর্য্যন্ত মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর হে দেবেশি! "অং নমঃ," "উং নমঃ" এবং "মং নমঃ" এই তিন মন্ত্রে যথাক্রমে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সকল অঙ্গুলিতে ন্যাস করিয়া করন্যাস করিবে। যোগী শিষ্য "অং ব্রহ্মাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে হৃদয়ে, "উং বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রে মস্তকে এবং "মং" রুদ্রায় নমঃ" এই মন্ত্রে শিখায় ন্যাস করত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়া কবচ, নেত্র ও অস্ত্রন্যাস করিবে। তৎপরে হে দেবদেবেশি! অঙ্গ, মুখ ও কলা বিষয়ে সবিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্যদ্বার ও পাদদেশে পূর্ব্বোক্ত ঈশানাদি পঞ্চব্রহ্মের বিন্যাস করিয়া কলান্যাস করিবে। কলান্যাস যথা,—ঐ মস্তকাদি পঞ্চস্থানে ঈশানের পাঁচ কলা; পূর্ব্বাদি দিক্ ক্রমে চারি মুখে পুরুষের চারি কলা; হৃদয়, কণ্ঠ, স্কন্ধদেশ, নাভি, কুক্ষি, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে অঘোরের আট কলা; গুহ্যদেশ, শিশ্ন, উরু, জানু, জঙ্ঘা, কটিপশ্চাদ্ভাগ ও পার্শ্বদেশে বামদেবের ত্রয়োদশ কলা এবং পাদদ্বয়, হস্তদ্বয়, হৃদয়স্থান, মস্তক ও বাহুদ্বয়ে কমলাসনস্থ শিষ্য সদ্যের আট কলা ভাবিয়া যথাক্রমে বিন্যাস করিবে। প্রণবজ্ঞ বুদ্ধিমান্ সাধক এইরূপে অষ্টত্রিংশৎ কলান্যাস করিয়া বাহু, কূর্পর (কনুই) মণিবন্ধস্থান, পার্শ্ব, উদর, জঙ্ঘা ও পাদদ্বয়ে এবং পৃষ্ঠে প্রণবন্যাস করিবে। হে পরমাত্মজে গৌরি! ন্যাসদক্ষ সাধক, এইরূপে প্রণবন্যাস করিয়া হংস মন্ত্রন্যাস করিবে। ৫৬—৭২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন, দেবি! সাধক নিজের বামভাগে চতুরস্র মণ্ডল রচনা করিয়া "ওঁ" এই মন্ত্রে অর্চ্চনা পূর্ব্বক তন্মধ্যে আধারপাত্রের সহিত "ফট্" এই মন্ত্রে শোধিত শঙ্খ স্থাপন করিয়া প্রণবমন্ত্রে পূজা করিবে। পরে সেই শঙ্খ চন্দনাদি-সুবাসিত বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ করিয়া গন্ধ-পুষ্পাদি-দ্বারা পূজা পূর্ব্বক সাতবার "ওঁ" এই মন্ত্রজপে অভিমন্ত্রিত করত তাহাতে ধেনুমুদ্রা ও শঙ্খমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। তাহার সম্মুখে চতুরস্র, তন্মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র, তন্মধ্যে ত্রিকোণ ও তন্মধ্যে ষট্কোণ বৃত্ত এইরূপ মণ্ডল কল্পনা করিয়া, "ওঁ" এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত সেই মণ্ডলের মধ্যে সাধার অর্ঘ্যপাত্র স্থাপনা করিয়া গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। হে বরাননে! সেই অর্ঘ্যপাত্র পবিত্র জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে কুশাগ্র, আতপতণ্ডুল, যব, ব্রীহি, তিল, ঘৃত, শ্বেতসর্ষপ, পুষ্প ও ভস্ম নিক্ষেপ করিবে। সদ্যোজাতাদি ষড়ঙ্গ মন্ত্র ও প্রণব পাঠ পূর্ব্বক সেই অর্ঘ্য-পাত্র পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত "মং" মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠন পুরঃসর রক্ষণার্থ "ফট্" এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্পাদি পূজার উপকরণ-সামগ্রী ও আপনাকে "ফট্" এই মন্ত্রে প্রোক্ষিত করিবে। পদ্মের ঈশানকোণস্থ পদ্মে "ওঁ গুর্ব্বা-সনায় নমঃ" এই মন্ত্রে আসন ভাবনা করিয়া "ওঁ গুং গুরুভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া গুরুর উপদেশানুসারে তথায় গুরুর মূর্ত্তি কল্পনা করিবে। অনন্তর আবাহন পূর্ব্বক দক্ষিণমুখে উপবিষ্ট, প্রসন্নবদন, সৌম্য, বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, বরদাতা, অভয়হস্ত, দ্বিনেত্র, শিব-মূর্ত্তি গুরুদেবের ধ্যান করিবে। ১—১৩। এইরূপে ধ্যান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা যথাক্রমে পূজা করিবে। পদ্মের নৈর্ঋতকোণস্থ পদ্মে গণেশের আসনোপরি মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া 'গণানাং ত্বা' ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা আবাহন করত একাগ্রমনে রক্তবর্ণ, স্থূলতনু, সর্ব্বালঙ্কার-শোভিত, পাশা-ঙ্কুশধারী, বরদহস্ত, গজানন, উপাসকের সর্ব্ববিঘ্নহর, প্রভু গণেশের ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি উপচারে পূজা করত কদলী, নারিকেল, আম্র ও লড্ডুক পূর্ণ নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া গজাননকে প্রণাম করিবে। বিচক্ষণ শিষ্য, পদ্মের বায়ুকোণস্থ পদ্মে কার্ত্তি-কেয়ের আসন ভাবনা করিয়া তথায় তন্মূর্ত্তি কল্পনা পূর্ব্বক আবাহন করিবে। অগ্রে স্কন্দগায়ত্রী পাঠ করিয়া তরুণ-

পন সম্বিত, ময়ূর-বাহন, চতুর্ব্বাহু, অনবদ্যাঙ্গ, মুকুটাদি বিবিধ ভূষণে ভূষিত, বরদাতা অভয়হস্ত শক্তি ও কুক্কুট-ী কুমারের ধ্যান করিবে। এইরূপে ধ্যান করিয়া াদি উপচারে পূজা করত পূর্ব্বদ্বারের দক্ষিণশাখায় অন্তঃপুরাধিপতি সুমেরুসমকান্তি, নানালঙ্কার-ভূষিত, চন্দ্রার্দ্ধমুকুট, মধুরমূর্ত্তি, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ, তীক্ষ্ণশূল মৃগী টঙ্ক ও হেমবেত্রধারী, শশাঙ্কবদন অথবা সিংহের ন্যায় উগ্রমুখ সাক্ষাৎ নন্দীর যথাবিধি পূজা করিবে। তাহার উত্তর শাখায় গন্ধপুষ্পাদি উপচারে পতিপাদ-সেবারতা, জগন্মাতা, পতিব্রতা, মরুৎকন্যা নন্দিভার্য্যা সুযশাকে বিধিমতে পূজা করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে শঙ্খজলে পদ্ম প্রোক্ষিত করত আসন, তৎপশ্চাৎ আধারাদি যথাক্রমে কল্পনা করিবে। ১৪—২৭। ভূমির অধোভাগে কল্যাণদায়িনী শ্যামবর্ণা আধারশক্তি, তৎসম্মুখে উর্দ্ধকণ্ঠ কুণ্ডলাকৃতি ধবলবর্ণ পঞ্চফণারাজিত অভ্রংলিহ অনন্তদেব এবং তদুপরি সিংহাকার চারিপদ-বিশিষ্ট ভদ্রাসনের ধ্যান করিবে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য ঐ ভদ্রাসনের চারি পদ, উহারা আগ্নেয়াদিকোণে স্থিত। উহাদিগের বর্ণ শ্বেত, পীত, রক্ত ও শ্যাম। পূর্ব্ব হইতে উত্তর পর্য্যন্ত দিকে অধর্ম্ম প্রভৃতি উহার অপর চারিপদ আছে। ঐ অনন্তদেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাজাবর্ত্ত মণির ন্যায় উজ্জ্বল ও কান্তিশালী বিবেচনা করিবে। তৎপরে পদ্মের অধশ্ছদ, উর্দ্ধচ্ছদ, কন্দ, নাল, কণ্টক কর্ণিকা ও দলাদি ভাবনা করিয়া ক্রমশঃ অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকের দলে অষ্টসিদ্ধি; কেশরে বাম প্রভৃতি অষ্টরুদ্র ও অষ্টশক্তি; কর্ণিকায় বৈরাগ্য; বীজে নবশক্তি; পূর্ব্বাদি দিকে বামাদি অষ্টরুদ্র; পদ্মের মধ্যে মনোন্মনী; মূলে শিবরূপী ধর্ম্ম; নালে শিবাশ্রয় জ্ঞান; কর্ণিকার উপরে বহ্নিমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল এবং সকল আসনের উপরে দহরবিদ্যাবলে সুখময়, দীপ্তিশীল, বিচিত্র পুষ্পোজ্জ্বল, পরমাত্মা জ্ঞান ও শিবরূপী তত্ত্বত্রয় কল্পনা করিয়া আসন, মূর্ত্তি ও পুষ্পবিন্যাস পূর্ব্বক আধারশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানাসন অবধি প্রত্যেক নামে চতুর্থী বিভক্তি এবং তাহার আদিতে ওঙ্কার ও অন্তে নমঃ যোগ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বিচক্ষণ সাধক পূজা করিবে। সর্ব্বত্রই এইরূপ বিধি জানিবে। ২৮—৩৮। মুদ্রাভিজ্ঞ শিষ্য অঙ্গ, মুখ ও কলা বিষয়ে সবিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক পূর্ব্বমত পঞ্চব্রহ্ম বিন্যাস করিয়া সেই সেই মুদ্রা প্রদর্শন করত সেই সেই মূর্ত্তিতে ক্রমশঃ দেবতা আবাহন করিবে। তৎপরে করপুট মধ্যে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া 'সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি শিবো মেহস্তু সদাশিবোম্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত দ্বাদশচক্র গ্রন্থিভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মূলাধার হইতে উত্থিত নাদ উচ্চারণ করিয়া—যিনি শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, অবিনাশী, পূর্ণ, সর্ব্বলোকের কারণ, সর্ব্বলোকময়, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, মহৎ হইতে মহত্তর ও সর্ব্বব্যাপী; যিনি অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন; দুর্দ্দর্শ হইলেও যাঁহাকে ভক্তগণ অনায়াসে দেখিতে পায়; যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; পণ্ডিতেরাও যাঁহাকে দেখিতে পান না এইরূপ শ্রুতি আছে; যিনি সর্ব্বরোগীর ঔষধ স্বরূপ,—সেই বেদসার, সর্ব্বনিয়ন্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের অগোচর পরম দেবকে ধ্যান করিবে। এইরূপে অবহিত-মনে ধ্যান করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক আবাহন, স্থিরীকরণ, সন্নিরোধ, অভিমুখীকরণ ও নমস্কার করিবে। ৩৯—৪৬। এইরূপে সদাশিবের ধ্যান করিতে হইবে,—যে সদাশিব সাক্ষাৎ পূর্ণ ও কলাহীন, শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, সৌম্য ও স্নিগ্ধকান্তি; যাঁহার বর্ণ বিদ্যুন্মণ্ডলের মত উজ্জ্বল; ভূষণ—জটামুকুট, পরিধেয়-বসন—শার্দ্দূলচর্ম্ম, পাণিতল, পদতল ও অধর—রক্তপদ্মদল তুল্য লোহিত; যিনি স্মেরানন, সর্ব্বলক্ষণান্বিত, সর্ব্বালঙ্কার-শোভিত দিব্যাস্ত্রধারী, দিব্যগন্ধানুলেপন, পঞ্চমুখ, দশহস্ত ও চন্দ্রার্দ্ধমৌলি; যাঁহার পূর্ব্বমুখ প্রশান্ত, বালাদিত্যের মত প্রভাশালী, নয়নত্রয়ে বিরাজমান ও শিরোভূষণ অর্দ্ধচন্দ্র; যাঁহার দক্ষিণমুখের প্রভা নীলমেঘের ন্যায় মনোহর, নয়নমণ্ডল তিনটী রক্তবর্ণ, তদুপরি ভীষণ ভ্রুকুটী, নিম্নে ঘোর দংষ্ট্রা, অধরপল্লব কম্পিত, অতএব তৎপ্রতি লোকের দৃষ্টিপাত করিবার ক্ষমতা নাই; যাঁহার উত্তরমুখ প্রবাল-সমবর্ণ ভ্রমরকৃষ্ণ চূর্ণ কুন্তল যাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে, যাহা বিলাসপূর্ণ, যাহার তিনটী নয়ন ও অর্দ্ধচন্দ্র ভূষণ; যাঁহার পশ্চিমমুখ পূর্ণচন্দ্রের আভাময়, নয়নত্রয়ে উজ্জ্বল, চন্দ্রখণ্ডধর, প্রশান্ত ও ঈষৎহাস্যে শোভমান; যাঁহার পঞ্চম মুখ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, চন্দ্ররেখায় সমুজ্জ্বল, অতি প্রশান্ত ও বিস্ফারিত নয়নত্রয়ে শোভিত; যাঁহার দক্ষিণভাগে শূল, পরশু, বজ্র, খড়্গ ও অনল; যাঁহার বামভাগে পিনাক, নারাচ, ঘণ্টা, পাশ ও অঙ্কুশ সমুদ্ভাসিত আছে; যিনি নিবৃত্তি নামক কলা (অ) দ্বারা জানু পর্য্যন্ত, প্রতিষ্ঠা নামক কলা (উ) দ্বারা নাভি পর্য্যন্ত, বিদ্যা নামক কলা (ম) দ্বারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত, শান্তা নামক কলা (নাদ) দ্বারা ললাটদেশ পর্য্যন্ত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট শান্ত্যতীতা নামে কলা (বিন্দু) দ্বারা তাহার উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত—এই পঞ্চমার্গ ব্যাপিয়া আছেন; যাঁহার শরীর—নিবৃত্ত্যাদি পাঁচটী কলা, মুকুট—ঈশান, মুখ—পুরুষ, হৃদয়স্থান—অঘোর, গুহ্যদেশ—বাম ও পাদদেশ—সদ্যঃ, এইরূপে যিনি সেই সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; যিনি অষ্টত্রিংশৎ কলাময়, বর্ণময়, ঈশানাদি পঞ্চব্রহ্মময়, ওঙ্কারময়, হংসন্যাসময়, অকারাদি-পঞ্চাক্ষরময়, ষড়ক্ষরময় এবং যাঁহার ছয়টী অঙ্গ ও ছয়টী জাতি;—সেই পুরাণ মহেশ্বর সদাশিবকে এইরূপে ধ্যান করিয়া, হে ঈশ্বরি! আমার বামভাগে "ওঁ মনোন্মনীং গৌরীমিমায়" ইত্যাদি মন্ত্রে ভক্তিপূর্ব্বক

তোমাকে আবাহন করিয়া পূর্ব্বমত নমস্কার অবধি কার্য্য করিবে। তৎপরে হে দেবেশি! যোগী একাগ্রচিত্তে তোমার ধ্যান করিবে। ৪৭—৬৪। ধ্যান করিবার কালে তোমার রূপ—নীলোৎপলদল তুল্য, লোচনদ্বয় বিশাল ও আকর্ণায়ত, আনন পূর্ণশশিপ্রভ, কেশকলাপ কৃষ্ণ ও আকুঞ্চিত, মৌলিদেশে চন্দ্ররেখা বিরাজমান, পয়োধর-যুগল বর্ত্তুল নিবিড় উন্নত ও স্নিগ্ধ, মধ্যভাগ ক্ষীণ এবং নিতম্ব স্থূল—ভাবিতে হইবে; আর তুমি অতি-সূক্ষ্ম-পীতাম্বর-ধারিণী, সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা, ললাটদেশে তিলক-শোভিতা, কুসুমদামে সংযত-কেশ-পাশ শোভিনী, অনবদ্যাঙ্গী, ঈষৎ লজ্জাবনত-মুখী, দক্ষিণকরে স্বর্ণপদ্ম-ধারিণী, বামহস্ত মহাসনে দণ্ডবৎ স্থাপন করিয়া আসীনা—তোমার এই মূর্ত্তি ভাবনা করিতে হইবে। হে দেবেশি! এইরূপে তোমার ও আমার ধ্যান করিয়া সাধক সংযতচিত্তে ওঙ্কার দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া শঙ্খজলে স্নান করাইবে। "ভবে ভবে নাতিভবে" এই মন্ত্রে পাদ্য, "বামায় নমঃ" এই মন্ত্রে আচমনীয়, "জ্যেষ্ঠায় নমঃ" এই মন্ত্রে শুভ্রবস্ত্র, "শ্রেষ্ঠায় নমঃ" এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত, "রুদ্রায় নমঃ" এই মন্ত্রে পুনরাচমনীয় "কালায় নমঃ" এই মন্ত্রে দিব্য গন্ধ, "কলবিকরণায় নমঃ" এই মন্ত্রে অক্ষত, "বলবিকরণায় নমঃ" এই মন্ত্রে পুষ্প, "বলায় নমঃ" এই মন্ত্রে ধূপ এবং "বলপ্রমথনায় নমঃ" এই মন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক দীপ নিবেদন করিতে হইবে। হে বরবর্ণিনি! মাতৃকা, প্রণব ও শক্তিযুক্ত শিববীজ দ্বারা তোমায় ও আমায় মুদ্রা সকল প্রদর্শন করিবে। প্রথমে আমায়, তৎপরে তোমায় পাদ্যাদি উপচার নিবেদন করিতে হইবে। যৎকালে তোমায় নিবেদন করিবে, তখন স্ত্রীলিঙ্গ মাত্র যোজনা করিতে হইবে। অনন্তর যথাক্রমে পঞ্চ আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। ৬৫—৭৮। বিচক্ষণ সাধক প্রথমে যথায় গণেশ ও কুমারের পূজা করিয়াছিল, তথায় অগ্রে গন্ধাদি উপচারে তাহাদিগকে পূজা করিয়া মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে ঈশান, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমে পঞ্চ ব্রহ্মের অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে তাহাকে—সেই মণ্ডলের অগ্নি, ঈশান, নৈঋ‌ত ও বায়ুকোণে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া মধ্যে নেত্র ও পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে অস্ত্র পূজা করিতে হইবে। দেবি! এই প্রথম আবরণের কথা বলা হইল; দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। পূর্ব্বদলে অনন্ত, দক্ষিণে সূক্ষ্ম, পশ্চিমে শিবোত্তম, উত্তরে একনেত্র, ঈশানে একরুদ্র, অগ্নিকোণে ত্রিমূর্ত্তি, নৈঋ‌তে শ্রীকণ্ঠ ও বায়ুকোণে শিখণ্ডীশকে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে দ্বিতীয় আবরণে উক্ত চক্রবর্ত্তীদিগের পূজা করিবে। পূর্ব্বদ্বারের মধ্যে বৃষেশান, তদ্দক্ষিণে নন্দী, তদুত্তরে মহাকালকে পূজা করিয়া, দক্ষিণ দ্বারের পশ্চিমে ভৃঙ্গীশের পূজা করিতে হইবে। উহার পূর্ব্বকোষ্ঠে গন্ধাদি উপচারে বিনায়কের অর্চ্চনা করিয়া উত্তর-পশ্চিম কোষ্ঠে বৃষ দক্ষিণে গুহ এবং উত্তরদ্বারের পূর্ব্বে প্রদক্ষিণ ক্রমে ভ শর্ব্ব, ঈশান, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, ভীম ও মহাদেবে পূজা করিবে। ইহাই তৃতীয় আবরণ উক্ত হই "যো বেদাদৌ স্বরঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন পূর্ব্বক পূ দিকের পদ্মে কর্ণিকার উপরে মহেশ্বরকে পূজা করি পূর্ব্বদলে ঈশ্বর, দক্ষিণে বিশ্বেশ, উত্তরে পরমেশান পশ্চিমে সর্ব্বেশের পূজা করিবে। দক্ষিণদিকের কর্ণি ও দলে "আ বো রাজানং" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রে আবাহ পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা রুদ্রের অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বে শি দক্ষিণে হর, উত্তরে মৃড় ও পশ্চিমদলে ভব—ইহাদিগে যথাক্রমে পূজা করিতে হইবে। উত্তরপদ্মে "প্রতদ্বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করত গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিষ্ণুক অর্চ্চনা করিয়া কর্ণিকা ও দলের উপরে পূর্ব্বভাগে বাসুদেব, দক্ষিণে অনিরুদ্ধ, উত্তরে সঙ্কর্ষণ ও পশ্চিমে প্রদ্যুম্নের পূজা করিবে। তৎপরে মন্ত্রজ্ঞ সাধক "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্তত" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করত পশ্চিম-পদ্মে ব্রহ্মার পূজা সমাধা করিয়া পূর্ব্বদিকে হিরণ্যগর্ভ, দক্ষিণে বিরাজ, উত্তরে পুরুষ ও পশ্চিমে কালের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর সকলের ঊর্দ্ধপঙ্‌ক্তিতে পূর্ব্বাদি প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্বাদি দিকে লোকপালগণের যথাক্রমে পূজা করিতে হইবে। রান্ত, যান্ত, জ্ঞান্ত, লান্ত, লান্ত, অবর্ণাদি, ষান্ত, সান্ত, প্রণব ও স্ত্রীবীজ এই দশটী লোকপালগণের বীজ; এই বীজ দ্বারা উহাদিগের প্রত্যেককে যথাক্রমে পূজা করিবে। ৭৯—৯৯ নৈঋ‌ত, উত্তর ও ঈশানের দক্ষিণে যথাবিধি উপচারে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পূজা করিবে। হে দেবেশি! বহিঃস্থ রেখা সকলে পঞ্চম আবরণের পূজা করিতে হইবে; যথা,—ঈশানে ত্রিশূল, পূর্ব্বে বজ্র, বহ্নিকোণে পরশু, দক্ষিণে সায়ক, নৈঋ‌তে খড়্গ, পশ্চিমে পাশ, বায়ুকোণে অঙ্কুশ ও উত্তরে পিনাকের পূজা করিয়া পশ্চিমাভিমুখে রৌদ্র ক্ষেত্রপালের অর্চ্চনা করিবে। ইহারা সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে সস্মিত-মুখে সাদরে দেব ও দেবীকে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন এইরূপ ভাবিতে হইবে। এইরূপে আবরণ-পূজা সমাপ্ত করিয়া বিবিধ বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত দেবদেবকে পুনর্ব্বার পূজা করিয়া প্রণব ও শিব এই নাম উচ্চারণ করিবে। এইরূপে গন্ধাদি উপচারে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বৈধ নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, পূর্ব্বমত অর্ঘ্য, পানীয় জল, উপদংশ (চাট্‌নি) ও তাম্বূল নিবেদন করত আরত্রিকাদি করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবে। পরে পুনর্ব্বার দেব ও দেবীকে ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিতে হইবে। ১০০—১০৮। হে পরমেশ্বরি! তৎপরে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া উঠিয়া মহাদেবের ধ্যান করত "যো দেবানাং" ইত্যাদি মন্ত্র হইতে "যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তঃ"

ত্যাদি মন্ত্র পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তিনবার দক্ষিণ করিবে। পরে পরম ভক্তিসহকারে সাষ্টাঙ্গে ণাম পূর্ব্বক পুনরায় প্রদক্ষিণ করিয়া সকৃৎ প্রণাম রিবে। অনন্তর আসনে বসিয়া নামাষ্টক পাঠ করিয়া দেব! শম্ভো! সৎ হউক বা অসৎ হউক, আমি যে যে র্ম্ম করিয়াছি, তৎসমস্তই কেবল আপনার আরাধনার জন্য" হা বলিয়া শঙ্খজল ও পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা দেবের অর্চ্চনা রিবে। আরাধ্যা দেবীকে পুনরর্চ্চনা করিয়া অর্থসম্পন্ন মাষ্টক পাঠ করিবে। .শিব, মহেশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু, পিতামহ, সংসারবৈদ্য, সর্ব্বজ্ঞ ও পরমাত্মা এই আটটী নাম প্রধান; এইগুলিই নিয়ত শিবের প্রতিপাদক। তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটী শান্ত্যতীতাদিক্রমে পঞ্চ উপাধি ধারণ বশতঃ সদাশিবাদির সংজ্ঞামাত্র। কিন্তু উপাধির নিবৃত্তি হইলে উক্ত সংজ্ঞাদিরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেহেতু পদ নিত্য ও পদধারী অনিত্য বলিয়া কথিত আছে। ১০৯—১১৭। পদের পরিবর্ত্ত হইলে পদধারী উহা হইতে মুক্তি পায় বটে, কিন্তু ঐ পরিবর্ত্তনে পদধারীর পূর্ব্বমত উপাধি পুনরায় ঘটিয়া থাকে। যে প্রথম পাঁচটী নাম বলা হইয়াছে, উহাদিগকে আত্মান্তরও বলে। অবশিষ্ট তিনটী নাম প্রকৃতিপ্রভৃতির সম্পর্কে ত্রিবিধ উপাধি কথন হেতু শিবের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। আদি, মল ও প্রাগভাব না থাকায় স্বভাবতঃ অত্যন্ত বিশুদ্ধাত্মা বলিয়া ইহাকে শিব বলিয়া থাকে। অথবা শিবরহস্যজ্ঞ পণ্ডিতেরা অশেষকল্যাণময় বলিয়া ঈশ্বরকে শিব নামে অভিহিত করেন। প্রকৃতি, মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠা; ঐ প্রকৃতি হইতে পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে। উক্ত পুরুষই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। যাহাকে বেদাদিশাস্ত্র—বাচ্য ও বাচক ভাবে প্রণব, বেদৈকগম্য ও যথার্থরূপে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বলিয়া থাকেন; সেই পুরুষই প্রকৃতিতে লীন ও ভোক্তা কর্ত্তা। যিনি সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতিলীন সেই পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, তিনিই মহেশ্বর। যেহেতু প্রকৃতি ও পুরুষের প্রবৃত্তি তাঁহার অধীন। ১১৮—১২৫। অথবা এই অব্যয় সত্ত্ব-রজস্তমোরূপ ত্রিগুণ-তত্ত্ব-মায়াময়; মায়াকে প্রকৃতি ও মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। নারায়ণ মহেশ্বরের সম্পর্কেই মায়ার বিক্ষোভ করিতে সমর্থ। রুৎ শব্দের অর্থ দুঃখ বা দুঃখ-হেতু; তাহা দূর করেন বলিয়া আদিকারণ প্রভু শিবকে "রুদ্র" বলা হয়। ভগবান্ শিব শরীরাদি, ঘটাদি ও শিবতত্ত্ব হইতে ভূমি পর্য্যন্ত সমস্তই ব্যাপিয়া আছেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হয়। জগতের পিতৃভূত ব্রহ্মাদি সকলের পিতা বলিয়া শিবকে পিতামহ বলা হয়। যেরূপ নিদানজ্ঞ বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগের নিবৃত্তি করে, সেইরূপ ভগবান্ শিব, ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করিয়া স্থূল সংসারের নিবৃত্তি করিয়া থাকেন, অতএব শিবরহস্যের মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সংসারবৈদ্য নামে অভিহিত করেন। অনন্ত মায়ায় আবৃত ক্ষুদ্র জীবগণ শব্দাদি বিষয়-জ্ঞান সিদ্ধির জন্য শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়নিচয় থাকিলেও স্থূল অথবা সূক্ষ্ম ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বিষয় নিঃশেষে জানিতে পারে না, কিন্তু সদাশিব নিরিন্দ্রিয় হইলেও অনায়াসে যে-সে বিষয় জানিতে পারেন, এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়। তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সকল গুণ নিয়ত থাকা প্রযুক্ত তিনি সকলের আত্মা এবং তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ নাই;—এই জন্যই ভগবান্ শিব নিজে পরমাত্মা। এইরূপে প্রণবরূপী অব্যয় মহাদেবকে স্তব করিয়া ঈশান-মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করত পুনরায় সমাহিতভাবে প্রণব দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। ১২৬—১৩৭। এইরূপ অর্চ্চনার পর কৃতাঞ্জলিপুটে পূজা-পুষ্প লইয়া বামনাসা-পথে শিবকে উন্মনার (নাড়ী-বিশেষ) অন্তে লইয়া যাইয়া ও দক্ষিণনাসা-পথে দেবীকে ঊর্দ্ধে নীত করিয়া সাধক আপনাকে শিব হইতে অভিন্ন ভাবিবে। সকল আবরণ-দেবতাকেও হৃদয়ে স্থান দিয়া যথাক্রমে মন্ত্র ও গুরুর পূজা করিয়া, শঙ্খ ও অর্ঘ্যপাত্রের মন্ত্রগুলি ক্রমশঃ হৃদয়ে ন্যাস করিবে এবং মহাদেবের সমক্ষে চণ্ডেশকে নির্ম্মাল্য সমর্পণ করিবে। অনন্তর প্রাণবায়ু রোধ করিয়া পুনরায় ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। পূর্ব্বে যে মণ্ডল কীর্ত্তিত হইয়াছে, উহার নাম কৈলাস-প্রস্তর। উহার নিত্য অর্চ্চনা করিবে; অথবা পক্ষে, মাসে, চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম পর্ব্বদিনে, ষণ্মাসে বা বৎসরে অর্চ্চনা করিতে হইবে। উহা অর্চ্চনা করিতে অসমর্থ হইলে, আস্তিক সাধক নিত্য আমার লিঙ্গ পূজা করিবে। মহাদেবি! উক্ত লিঙ্গ পূজা করিতে গেলে কিছু বিশেষ আছে, বলিতেছি। ১৩৮—১৪৪। শিষ্য দীক্ষাদিবসে গুরু ও লিঙ্গ পূজা করিয়া লিঙ্গপূজা-ব্রত গ্রহণ করিবে। "আজীবন শিবলিঙ্গ পূজা করিব" গুরু-সন্নিধানে এইরূপে তিনবার শপথ করিয়া, প্রিয়ে! পূর্ব্বোক্ত বিধি মতে নিত্য লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। লিঙ্গমস্তকে অর্ঘ্যোদকের সহিত অর্ঘ্য সমর্পণ করিবে। প্রণব-মন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়া ধূপ ও দীপ নিবেদন করিবে। ঈশানকোণে চণ্ডের অর্চ্চনা করিয়া নির্ম্মাল্য অর্পণ করিবে। তৎপরে বস্ত্রপূত জলে লিঙ্গ ও বেদী প্রক্ষালিত করিয়া প্রণববীজে লিঙ্গমস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর আধারশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া শুদ্ধ বিদ্যাসন অবধি সমস্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া, পরমেশ্বরকে যথাশক্তি সংগৃহীত পঞ্চগব্য অথবা কেবল চন্দনাদি-সুবাসিত বিশুদ্ধ জলে স্নান করাইবে। স্নান করাইবার পূর্ব্বে পাবমানসূক্ত, রুদ্রাধ্যায়, নীলসূক্ত, ত্বরিতসূক্ত, লিঙ্গসূক্তাদি সূক্ত, শৈবাথর্ব্বশীর্ষ, ঋক্, সাম, সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্র, ওঙ্কার ও শিববীজ উচ্চারণে ওঙ্কার-বীজে বিশেষার্ঘ্যের জল দ্বারাও অভিষেক করিবে। ১৪৫—১৫৩।

স্নানের পর বস্ত্র দ্বারা লিঙ্গকে মার্জ্জনা করিয়া লিঙ্গমস্তকে পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে পীঠোপরি লিঙ্গ স্থাপন করিয়া সূর্য্যাদি দেবতার পূজা করিতে হইবে। পীঠের অধোভাগে আধারশক্তি ও অনন্ত, ঊর্দ্ধে সিংহাসন ও ঊর্দ্ধচ্ছদন এবং পাদদেশে স্কন্দের অর্চ্চনা পূর্ব্বক লিঙ্গে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তোমার ও আমার প্রীতি সাধন করিবে। প্রিয়ে! অতি গুহ্য কথাই এইরূপে তোমায় বলিলাম; ইহা যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিবে, যে কোন ব্যক্তিকে দিবে না। তবে যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, যমনিয়মাদি-সম্পন্ন, সংসার-বিরক্ত, গুরুভক্ত, শান্ত ও আমার নিমিত্ত চেষ্টাপর, তাহাকে দিতে পারিবে। দেবেশি! আমার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া যে মূঢ় ব্যক্তি ইহা দিবে, আমার অপকারী সেই ব্যক্তি নিশ্চিত নরকগামী হইবে; আর আমার ভক্তকে দান করিলে আমার প্রীতিপাত্র হইবে। ১৫৪—১৫৯। ব্যাস কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! পরমেশ্বরী মহাদেবী এইরূপ দেবদেবের বাক্য শুনিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে বেদার্থ-সম্বলিত বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিয়া পতির শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম পূর্ব্বক আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! এই প্রণবের অর্থপ্রকাশক সর্ব্বোত্তম শিবজ্ঞান অতি গুহ্য; ইহাতে আপনাদিগের অশেষ যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে। সূত বলিলেন, এই কথা বলিয়া মহাতপা, মুনিশ্রেষ্ঠ, পরাশরপুত্র তত্রত্য বেদজ্ঞ মুনিগণ কর্ত্তৃক পরম ভক্তিসহকারে পূজিত হইয়া সেই তপোবন হইতে কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেই মুনিগণও যজ্ঞান্তে ভগবান্ চন্দ্রার্দ্ধমৌলিকে অতি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া যমাদিযোগে নিরত হইয়া শিবধ্যানে তৎপর হইলেন। ভগবতী স্কন্দকে, স্কন্দ নন্দীকে, নন্দী সনৎকুমার ঋষিকে এই শিবরহস্য বলিয়াছিলেন। মহাতেজা মদ্‌গুরু ব্যাস সেই সনৎকুমার মুনির নিকট পাইয়াছিলেন; আমি তাঁহার নিকট পাইয়াছি। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারাও শিবভক্ত শান্তচিত্ত যতিগণকে শিবপ্রিয় এই গুহ্য বিষয় প্রদান করিবেন। এই কথা বলিয়া পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সূত তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে গেলেন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ সূতের নিকট এই পরম রহস্য লাভ করিয়া কাশীধামে অবস্থান করিয়া মুক্তি ও শিবপদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৬০—১৭০।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, সূত প্রস্থান করিলে পর মুনিগণ ইহা ভাবিয়া পরস্পরে অতি বিস্মিত হইলেন। “হায় কি কষ্ট! বামদেবের মত সূচনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্য জিজ্ঞাসা করিতে আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। ভবসাগরের অশেষ দুঃখহর তাঁহার সাক্ষাৎকার আমরা কবে লাভ করিব! এক্ষণে আমরা যে মহেশ্বরের আরাধনা করিয়াছি, তাহারই পুণ্যফলে মুনিবর আমাদিগের সমীপে সত্বর আবির্ভূত হউন” এই প্রকার চিন্তায় আকুল মুনিগণ ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবকে হৃৎপদ্ম মধ্যে পূজা করিয়া সূতের দর্শন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে বৎসরান্তে মহর্ষি সূত পুনরায় কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ঋষিগণ প্রফুল্লমনে প্রত্যুত্থান, আসনদান ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিলেন। মহর্ষি সূতও সস্মিতভাবে তাঁহাদিগের প্রত্যভিনন্দন করিলেন। অনন্তর তিনি পরম পবিত্র জাহ্নবীজলে স্নান করত তিল ও তণ্ডুল দ্বারা ঋষি, দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তীরে উঠিয়া প্রোক্ষণ পূর্ব্বক বস্ত্রযুগল পরিধান করিলেন। বিচক্ষণ মুনিবর বারদ্বয় আচমন করিয়া “সদ্য” আদি মন্ত্রে উদ্ধূলনাদি প্রণালী ক্রমে ভস্ম প্রস্তুত করিয়া লইয়া রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধানান্তে অতি ভক্তিসহকারে ভবানী, বিশ্বেশ্বর, হেরম্ব, কুমার এবং প্রমথগণের পূজা করিয়া পুনঃপুনঃ স্তব ও নমস্কার করিলেন। অনন্তর কালভৈরবনাথকে বিধিমতে পূজা করিয়া তিন বার প্রদক্ষিণ ও পাঁচবার নমস্কার পূর্ব্বক পুনরায় প্রদক্ষিণ ও ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। পরে পঞ্চাক্ষর মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্র বার জপ করিয়া মহেশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনান্তে চণ্ডেশের অর্চ্চনা করত মুক্তিমণ্ডপ মধ্যে বেদপারদর্শী মুনিগণের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মুনিগণও সকলে সমস্ত্র নমস্কার করিয়া স্ব. স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ১—১৩। এইরূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে পর মহর্ষি সূত মুনীন্দ্রগণের ধর্ম্মভাবোদ্দীপক বাক্য বলিতে লাগিলেন। সূত বলিলেন, দ্বিজেন্দ্রগণ! আমি এই স্থান হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া স্নান ও কল্যাণময়ী কুমারিকা দেবীকে যথাবিধি পূজা করিয়া সুবর্ণমুখরী নদীর তীরবর্ত্তী অতি বিচিত্র শ্রীকালহস্তিশৈল নামক নগরে প্রত্যাগত হইলাম। তত্রত্য সুবর্ণমুখরী নদীর জলে অবগাহন করিয়া ঋষি-দেবগণের তর্পণান্তে অতি বিচিত্র, পশ্চিমাস্য, পঞ্চবক্ত্র ও একবার দর্শনমাত্রে সর্ব্বপাপহর কালহস্তিনাথকে এবং তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তিনী কল্যাণদায়িনী জ্ঞানপ্রসূন-কলিকা দেবীকে অতি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র বার পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ সমাপনান্তে ক্ষণকাল প্রদক্ষিণ, স্তব ও পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া প্রত্যহ পরম আনন্দে গিরি প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম। ১৪—২০। মুনীন্দ্রগণ! এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি সেই প্রধান ক্ষেত্রে চারি মাস যাপন করিলাম। পরে পঞ্চম মাসে জ্ঞানপ্রসূন-

কলিকা দেবীর প্রসাদে একদিন কুশ-চর্ম্ম চেলময় সুখাসনে বসিয়া প্রাণবায়ু নিরোধ করত সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক "আমিই সেই পরমানন্দময়, চিন্ময়, পূর্ণাত্মা শিব" ইহা ভাবিয়া অনুদ্বিগ্ন-মনে রহিয়াছি এমন সময়ে উন্নতকায়, চর্ম্মদণ্ড কমণ্ডলুধারী, কৃপানিধি, মদীয় গুরুদেব স্বয়ং হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। আমি দেখিলাম,—নীল-নীরদের ন্যায় তাঁহার দেহচ্ছবি, মস্তকে বিদ্যুৎপিঙ্গলা জটা, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, গলে রুদ্রাক্ষমালা, লোচনদ্বয় রক্তোৎপলবৎ লোহিত ও আকর্ণ-বিস্তৃত, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মধূসরিত এবং তাহাতে সকল সুলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। হে আস্তিক মুনিগণ! এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল যে, ভগবান্ হৃৎপদ্ম মধ্যে এইরূপে প্রাদুর্ভূত হইবামাত্র অন্তর্হিত হইলেন। আমি তখন নয়নযুগল উন্মীলিত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলাম এবং গিরিনির্ঝর তুল্য আমার অশ্রুপাত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে দৈববাণী হইল যে, "হে মহাত্মন্ সূত! বারাণসীধামে গমন কর, তথায় যে মুনিগণকে তুমি পূর্ব্বে উপদেশ করিয়াছিলে, তাঁহারা এক্ষণে তোমার শুভাগমন প্রতীক্ষায় অনাহারে নিস্পন্দভাবে রহিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া আকাশবাণী বিরত হইল। ২১—৩১। ইহা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তত্রত্য হরপার্ব্বতী মূর্ত্তিকে ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ ও দ্বাদশবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, তাঁহাদিগকে গুরুর আদেশ জানাইয়া, তথা হইতে ত্বরায় নির্গত হইলাম। মুনীন্দ্রগণ! এই চল্লিশ দিনের পর উপস্থিত হইয়াছি; এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় কি বলিতে হইবে, বলুন। তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া ঋষিগণ আনন্দচিত্তে ব্যাসদেবকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ সূতকে বলিলেন,—মহাত্মন্ সূত! আপনিই আমাদিগের শ্লাঘনীয় গুরু; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি। গুরু কখনই শিষ্যের প্রতি রুক্ষভাব দর্শন করান না, ইহা আপনি পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন। মহর্ষে! পূর্ব্বে বিরজাহোম সময়ে আপনি যে বামদেবের মত সূচনা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সবিস্তর শ্রবণ করি নাই, এক্ষণে শুনিতে অভিলাষ হইতেছে; আপনি বলুন। ৩২—৩৮। তাঁহাদিগের এই কথা শুনিয়া মহর্ষি সূত পুলকিত শরীরে ভক্তি পূর্ব্বক হর-পার্ব্বতী ও ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া মুনিগণের আনন্দ বিধান করত গম্ভীর বাক্যে বলিলেন,—মুনিগণ! আপনারা সর্ব্বদা সুখে থাকুন, আপনাদিগের মঙ্গল হউক; আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা অতি বিচিত্র ও আমি গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি। আমি ইতিপূর্ব্বে রহস্যভেদ-শঙ্কায় ইহা প্রকাশ করি নাই। আপনাদিগকে মহাত্মা, দৃঢ়ব্রত ও শিবভক্ত দেখিতেছি বলিয়া বলিতেছি; পরমানন্দে শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে রথন্তরকল্পে মহামুনি বামদেব পৃথিবীপর্য্যটন-প্রসঙ্গে নিজ পদার্পণে ধরামণ্ডল পবিত্র করিতে করিতে আনন্দে কুমার-শিখর নামক সুমেরুর দক্ষিণশৃঙ্গে সশিষ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিজে গর্ভবাসযন্ত্রণামুক্ত ও শৈবদিগের পরম গুরু; তাঁহার চিত্ত নিরত পরম-ব্রহ্মে নিমগ্ন; বেদ, আগম, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহার নখদর্পণের মত; দেব, দৈত্য, মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণের কি কর্ম্মফলে জন্ম, তাহা তিনি বিশিষ্টরূপ অবগত আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম, মস্তকে জটাভার; তিনি নিরাশ্রয়, নিঃস্পৃহ, নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, নির্ভয় ও দিগম্বর; অতএব তাঁহাকে দেখিলে দ্বিতীয় মহেশ্বর বলিয়া বোধ হয়। সেই কুমার-শিখরে জ্ঞানশক্তিধর, সর্ব্বদৈত্য-প্রমথনকারী, সর্ব্বদেবের নমস্য, শিবতনয়, ভগবান্ শিখিবাহন অবস্থান করেন। তাঁহার সমীপে আশ্চর্য্য-গুণ-সম্পন্ন স্কন্দ-সরোবর নামক এক সরোবর আছে; উহার আকার সাগরতুল্য,—জল অগাধ, স্বচ্ছ, শীতল ও মধুর। ৩৯—৫০। মহর্ষি বামদেব শিষ্যসহ তথায় স্নান করিয়া দেখিলেন,—মুনিগণের আরাধ্য, বালাদিত্যনিভ; কুমার-শিখরনাথ স্কন্দ চতুর্হস্তে শক্তি, কুক্কুট, বর ও অভয় ধারণ করিয়া মুকুটাদি বিবিধ ভূষণে উজ্জ্বল অঙ্গে ময়ূরোপরি বিরাজমান আছেন; শ্রেষ্ঠ দুই শক্তি তাঁহাকে উপাসনা করিতেছে। মুনিবর তাঁহাকে পরমভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বামদেব বলিলেন,—হে ভগবন্! তুমি প্রণবের প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক, তুমি প্রণবাক্ষরে বর্ত্তমান, তুমি প্রণব; তোমায় অসংখ্য নমস্কার। তুমি বেদান্তের অর্থ, তুমি বেদান্তের অর্থবিধাতা, তুমি বৈদান্তিকদিগের নিত্য সন্নিহিত; তোমায় নমস্কার। হে গুহ! তুমি জীবগণের বুদ্ধিগুহায় উপাস্যভাবে অবস্থিত, তুমি গুহ্য, তোমার রূপ গুহ্য, কেবল গুহ্য আগমে তোমায় জানিতে পারা যায়; তোমায় নমস্কার। হে পরমাত্মস্বরূপিন্! তুমি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও মহৎ হইতে মহত্তর, তুমি পরাবরজ্ঞ; তোমায় নমস্কার। হে স্কন্দ! তুমি অসুরগণের শক্তিশোষণ, তোমার দেহকান্তি সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণ, তুমি মন্দারমালায় উজ্জ্বল-মুকুটাদিধারী; তোমায় সদা নমস্কার। হে শিবপুত্র! তুমি শিবের প্রিয় শিষ্য, কল্যাণদাতা ও হরপার্ব্বতীর আনন্দনিধান; তোমায় নমস্কার। হে গঙ্গাতনয়! তুমি কৃত্তিকা ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণের পুত্র, ধীমান্ ও শরবণবাসী; তোমায় নমস্কার। ৫১—৬০। হে ষড়ানন! তুমি ছয় ইন্দ্রিয়ের অতীত, মন্ত্র-যন্ত্রাদি ছয় অর্থের বিধাতা, ছয় অক্ষর তোমার শরীর; তোমায় অসংখ্য প্রণাম। হে দ্বাদশাক্ষন্! তোমার দ্বাদশ আয়ত লোচন, দ্বাদশ আয়ত বাহু, দ্বাদশ অস্ত্রধারী; তোমায় নমস্কার। হে অসুর-বিদারিন্! তুমি চতুর্ভুজ, শক্তি-কুক্কুটধারী, বরদ, অভয়-পাণি; তুমি শান্ত;

তোমায় নমস্কার। হে *গজাবল্লী কুচ-কুঙ্কুমাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল! ভ্রাতৃবাৎসল্য বশতঃ তুমি গজাননের আনন্দ-গৌরবে আনন্দিত; তোমায় নমস্কার। হে দেবগণারাধিত-পাদাব্জ! ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ ও কিন্নরগণ গাথা রচনা করিয়া তোমার কীর্ত্তি গানে ব্যগ্র, তোমায় নমস্কার করি। ৬১—৬৫। মহর্ষি বামদেব এইরূপে ভগবান্ সেনানীদেবের স্তব করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ ও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। হে দ্বিজগণ! তৎপরে পুনরায় প্রদক্ষিণ ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বিনয়নম্র-ভাবে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভগবান্ মহাসেন তাঁহাকে বলিলেন, মুনিবর! তোমার ভক্তি, স্তব ও পূজায় আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, আমাকে অদ্য তোমার কি করিতে হইবে, বল। মুনে! তুমি যোগিগণের প্রধান, পূর্ণকাম ও নিঃস্পৃহ; আমি জানি, ভবাদৃশ লোকের জগতে প্রার্থনার বিষয় কিছুই নাই, তথাপি লোকহিতার্থ সাধুগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মন্! যদি শুনিতে ইচ্ছা হয়, তবে বল; আমি তাহা লোকহিতের জন্ত এক্ষণেই বলিব। মহামুনি বামদেব মহাসেনের এই বাক্য শুনিয়া বিনয়াবনতভাবে প্রেমগদ্গদ বাক্যে বলিলেন, ভগবন্! আপনি পরমৈশ্বর্য্যদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিধর ভগবান্ পরমেশ্বর; আমরা ক্ষুদ্রজীব; আপনার নিকট বলিতে আমাদিগের সামর্থ্য নাই। তথাপি জ্ঞানের কণামাত্র দানে আমাকে কৃতার্থ করিতে হইবে। আমি আপনার প্রেরণাতেই জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমার অবিনয় ক্ষমা করিবেন। ৬৬—৭৪। প্রণবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমেশ্বরকে বুঝায়; পশুগণের পাশমোচক ভগবান্ পশুপতি ইহার প্রতিপাদ্য। শিবকে ঐ প্রণব দ্বারা উপাসনা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ জীবগণকে মোচন করেন; তাহা হইলেই প্রণবের বাচকতা সফল হইল। এদিকে সনাতন শ্রুতি বলেন, ওঙ্কারই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, ওঙ্কারই ব্রহ্ম এবং সমস্তই ব্রহ্ম। হে দেব-সেনানায়ক! তুমি দেবগণের পতি, দেবের দেব; তুমি পূর্ণকাম; তোমায় প্রণাম। এইরূপই যদি হইল, তবে এই জগতে শিবই একমাত্র বিদ্যমান আছেন। হে মহাসেন! আমি সমস্ত ও ব্যস্তভাবে কখনই প্রণবের অর্থ শুনি নাই; আপনি সেই অর্থ, উপদেশবিধি ও সদাচারপ্রণালী বলুন। আপনি সর্ব্বজীবের পাশমোচন-কর্ত্তা গুরু; অতএব আপনার অনুগ্রহে আজ সেই অর্থ শুনিব। বামদেব মুনি এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ স্কন্দদেব প্রণব-শরীরী, অষ্টত্রিংশৎ কলায় পূর্ণ সদাশিবকে ও পার্ব্বতীকে অসঙ্খ্য প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রার্থিত কল্যাণকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বাক্যটী চতুর্ব্বেদেও অপ্রকাশ আছে। ৭৫—৮২।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

সুব্রহ্মণ্য * বলিলেন, সাধু! সাধু! মহাত্মন্ মুনিবর বামদেব! তুমি অতি শিবভক্ত ও শৈবদিগের শ্রেষ্ঠ; জগতে তোমার অবিদিত কিছুই নাই; তথাপি হে লোকহিতৈষিন্! তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই জগতে জীবগণ পরমেশ্বরের অতি বিচিত্র মায়ায় প্রতারিত ও নানা শাস্ত্রে পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত দর্শনে মোহিত হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রণবের অর্থ যে মহেশ্বর, তাহা জানিতে পারে না। আমি কিন্তু দক্ষিণ-বাহু উত্তোলন করিয়া শপথ পূর্ব্বক সত্য, সত্য, সত্য বলিতেছি,—প্রধানতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রণবের অর্থ যে শিব, ইহাই কীর্ত্তিত আছে। যিনি বাক্য ও মনের অতীত, আনন্দময়; যাঁহাকে জানিলে জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভয় থাকে না; যাঁহা হইতে বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সহ এই সমস্ত জগৎ প্রথমে জন্মে; যিনি স্বয়ং স্বয়ম্ভু; সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ যাঁহাকে বিভাত করে না; যাঁহারই প্রভায় এই সর্ব্বজগৎ চতুর্দ্দিকে বিভাত; সকল ঐশ্বর্য্য থাকায় যাঁহার নাম সর্ব্বেশ্বর; মুমুক্ষুগণ যাঁহাকে ব্যোমচারী শম্ভুরূপে চিন্তা করেন; স্বষ্টি পদার্থ দেখিলে, যে পুরুষের নির্গুণ, নিজগুণে তিরোহিত, পূর্ণ, কল্যাণময়ী, মনোহর, পরমশক্তি প্রতীয়মান হয়; তাঁহারই রূপ তিন প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম। ১—১১। তন্মধ্যে যাঁহাকে পূর্ণ, সর্ব্বদেবের আদিদেব, সনাতন, জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বরূপ পরমাত্মা বলা যায়, সদাশিব সেই দেবাদিদেবের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি। সদ্যোজাতাদি পঞ্চ মন্ত্র ও নিবৃত্তিপ্রভৃতি পঞ্চকলা তাঁহার শরীর; তিনি শুদ্ধ-স্ফটিক তুল্য স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধপ্রভ; তাঁহার পাঁচ মুখ, দশ হস্ত, পঞ্চদশ নয়ন; মুকুট—ঈশান, আনন—পুরুষ, হৃদয়—অঘোর, গুহ্যদেশ—বামদেব ও চরণ—সদ্য। তিনি এইরূপ মূর্ত্তিসম্পন্ন, পুরাতন, প্রভু, পূর্ণ ও অংশ। সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ছয় শক্তি তাঁহার ছয় অঙ্গ; তিনি শব্দাদি শক্তিপূর্ণ হৃৎপদ্ম মধ্যে বিরাজমান; নিজ শক্তি মনোন্মনী তাঁহার বামভাগের শোভা সম্পাদন করিতেছে। তিনিই প্রণব। সেই প্রণবের অর্থ-প্রসঙ্গচ্ছলে মন্ত্র-যন্ত্রাদি ছয় প্রকার পদার্থের সমস্ত ব্যস্তভাব বলিব। ১২—১৮। প্রথমে উপদেশক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুনে! এই পৃথিবীতে চারি বর্ণ আছে; ইহা সর্ব্ববিদিত। তন্মধ্যে তিন বর্ণের শ্রুতিবিহিত আচারের

---

* গজাবল্লী—কুমারের পত্নী।

* কার্ত্তিকেয়ের নামান্তর।

বিধি আছে। শূদ্রগণ শ্রুতিবহিষ্কৃত; ঐ তিন বর্ণের সেবাই উঁহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণ নিজ নিজ আশ্রম পালন করিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি-বিহিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে; ইহার অন্যথা করিবে না। শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে কার্য্য করত বর্ণাশ্রমের আচাররূপ কুসুম দ্বারা পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অনেকানেক মুনিশ্রেষ্ঠগণ উহা করিয়া পরমেশ্বরের সাযুজ্যলাভ করিয়াছেন। শ্রুতিতে কথিত আছে, ব্রহ্মচর্য্যে ঋষিগণ, যজ্ঞে দেবগণ ও স্বধায় পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন। উঁহাদিগের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিবে। তখন শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া, ইন্দ্রিয়জয় ও আহার-সংযম করিয়া যাহাতে বুদ্ধির দৃঢ়তা ও অচলতা জন্মে, সেইরূপে যম-নিয়মাদি যোগ অভ্যাস করিবে। এইরূপে ক্রমে আত্মশুদ্ধি হইলে সকল কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে। সকল কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া জ্ঞানপূজা করিতে থাকিবে; যেহেতু শিবের সহিত ঐক্য থাকায় ঐ জ্ঞান-পূজা জীবন্মুক্ত ফল প্রদান করে। ১৯—২৭। বিচক্ষণ দ্বিজ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বেদান্তজ্ঞ, যম-নিয়মাদিসম্পন্ন, বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষবিধান করিবে। যিনি গুরু, তিনি শিব এবং যিনি শিব, তিনিই গুরু, ইহা মনে মনে স্থির করিয়া প্রণবোপাসনা বিষয়ে নিজ বিচার তাঁহাকে নিবেদন করত তাঁহার অনুমতি প্রাপ্তে তাঁহার সহিত বারদিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিবে। বিচক্ষণ শিষ্য শুক্লপক্ষের চতুর্থী বা দশমী তিথিতে যথাবিধি প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে গুরুকে আহ্বান করিয়া বিধিমতে নান্দীশ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে। ইহাতে বিশ্বদেবের সত্য ও বসু সংজ্ঞা। দেবশ্রাদ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ; ঋষিশ্রাদ্ধে দেব, ক্ষেত্র ও মনুষ্যজ; দিব্যোপপাদুকাখ্য দেবশ্রাদ্ধে বসু, রুদ্র ও আদিত্য; মানুষশ্রাদ্ধে সনকাদি চারি মুনি; ভূতশ্রাদ্ধে পঞ্চমহাভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার ভূতগ্রাম; পিতৃশ্রাদ্ধে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ; মাতৃশ্রাদ্ধে মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী; আত্মশ্রাদ্ধে আপনি, পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, প্রপিতামহ ও প্রপিতামহী এবং মাতামহ-শ্রাদ্ধে মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধমাতামহ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত। প্রতি শ্রাদ্ধে দুইজন ব্রাহ্মণ মনে মনে কল্পনা করিয়া আহ্বান করত স্বয়ং পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া পাঠ করিবে,—"সকল সম্পত্তিলাভের নিদান, বিপদ্বিনাশন, অপার-সংসার-সমুদ্রের সেতুস্বরূপ ব্রাহ্মণের পদরজঃ আমায় পবিত্র করুন। বিপত্তিরূপ গাঢ় অন্ধকার-নাশে সূর্য্য, অভিলষিতদানে কামধেনু, সর্ব্বতীর্থ-জলের ন্যায় পবিত্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মণের পদরজঃ আমায় রক্ষা করুন।" ইহা পাঠপূর্ব্বক সেই দুইজন আহূত ব্রাহ্মণকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করত পূর্ব্বাস্তে বসিয়া সদাশিবের পাদযুগল স্মরণ করিবে। পরে কুশহস্তে দৃঢ়াসনে উপবীতি-ভাবে তিনবার প্রাণায়াম পুরঃসর তিথ্যাদি উল্লেখ করিয়া "আপনাদিগের অনুমতিক্রমে বৈশ্বদেব হইতে মাতামহ পর্য্যন্ত, মদীয় সন্ন্যাসের অঙ্গভূত অষ্ট প্রকার শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ-বিধানে করিব" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া উত্তরদিকে কুশ ত্যাগ করিবে। ২৮—৪৪। অনন্তর আচমন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া বরণ করিতে আরম্ভ করিবে। পবিত্র হস্তে দিয়া সেই দুই জন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের পাণি স্পর্শ করিয়া "বিশ্বদেবের জন্য আপনারা ক্ষণকাল প্রসন্ন হইয়া থাকুন" এই কথা তাঁহাদিগকে বলিবে। সকল শ্রাদ্ধেই এইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে। এইরূপে বরণ-কার্য্য সমাধা করিয়া মণ্ডলরচনা করিবে। উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া দশটী মণ্ডল রচনা পূর্ব্বক সেই মণ্ডলোপরি ব্রাহ্মণদিগকে বসাইয়া অক্ষত দ্বারা তাঁহাদিগের চরণ পূজা করিয়া "বিশ্বদেবস্বরূপ ব্রাহ্মণের এই আসন" ইহা বলিয়া কুশাসন দিয়া, স্বয়ং কুশ হস্তে থাকিয়া "এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বিশ্বদেবের জন্য ক্ষণ-কাল বিলম্ব করুন" এই কথা বলিয়া "আপনারা আসন গ্রহণ করুন" ইহা তাহাদিগকে বলিবে। তাঁহারাও "গ্রহণ করিলাম" এই প্রত্যুত্তর দিবেন। পরে "আপনা-দিগের অনুগ্রহে শ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হউক, সঙ্কল্পসিদ্ধি হউক" ইহা তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবে। তৎপরে পবিত্র কদল্যাদি পাত্র প্রক্ষালিত করিয়া তাহাতে অন্নাদি ভোজ্য-দ্রব্য রাখিয়া, সেই পাত্রগুলির নিম্নে কুশ আস্তৃত করিয়া স্বয়ং তাহাতে জলসেক দিয়া, দুই হস্তে প্রত্যেক পাত্র সযত্নে ধরিয়া "পৃথিবী তে পাত্রং" ইত্যাদি মন্ত্রে দৈবপক্ষে তত্তৎপাত্রীয় দেবতাদির নাম চতুর্থ্যন্ত উল্লেখ করিয়া অক্ষত ও জল গ্রহণ পূর্ব্বক "স্বাহা ন মম" বলিয়া দেবতাকে অন্ন প্রদান করিবে। সর্ব্বই এইরূপ বিধি জানিবে। "যাঁহার পাদপদ্ম স্মরণে ও যাঁহার নামগ্রহণে অঙ্গহীন কর্ম্মও সাঙ্গ হয়, সেই সদাশিব ও ভগবতীকে বন্দনা করি" ইহা বলিয়া, "আমি যে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতেছি, তাহা আপনাদিগের প্রসাদে সম্পূর্ণ হউক, আপনারা বলুন" এই কথা তাঁহা-দিগকে বলিবে। ৪৫—৫৯। এই কথা বলার পর নিজ করস্থিত জল ফেলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক উঠিয়া দ্বিজগণকে "অমৃত হউক" বলিবে। পরে মনে মনে সদা-শিবের চিন্তা করিয়া বিধান মতে রুদ্রাধ্যায়, চমক (অগ্না-বিষ্ণু সজোষসা ইত্যাদি একাদশ অনুবাক), পুরুষসূক্ত ও সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করিবে। ভোজনের অন্তে দ্বিজগণকে দিয়া রুদ্রসূক্ত পাঠ করাইয়া "হে অমৃত! তুমি আচ্ছাদনস্বরূপ হও" এই অর্থের মন্ত্রে শেষ-গণ্ডূষ দিবে। তৎপরে স্বয়ং চরণ ধৌত করিয়া পিণ্ডস্থানে গিয়া পূর্ব্বমুখে

বসিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক তিন বার প্রাণায়াম করিবে। ঐ প্রাণায়ামের পর "নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের অঙ্গ পিণ্ডদান করিব" এই সঙ্কল্প করিয়া দক্ষিণধার হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পর্য্যন্ত দুই দুইটী করিয়া নয়টী রেখা অঙ্কিত করিবে। তন্মধ্যে পাঁচটী দেবাদি-স্থানে কুশ আস্তৃত করিয়া তিনটী স্থানে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অক্ষত ও জল দিবে। তদ্ভিন্ন মাতৃস্থানে "মার্জ্জয়ন্তাং অত্র পিতরঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অক্ষত ও জল অর্পণ করিয়া দেবাদি পাঁচ স্থানে ও উক্ত রীতিতে দিবে। পরে সেই সেই দেবাদির নাম চতুর্থ্যন্ত উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক স্থানে পিণ্ডদান করিবে তৎপরে পিত্রাদি পাঁচটী স্থানে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অক্ষত ও জল দিয়া নিজ গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধান ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদানপূর্ব্বক ষড়্‌গুণ ফলের জন্য পুনরায় অক্ষত ও জল দিবে। অনন্তর হৃৎপদ্ম মধ্যে ভগবান্ সদাশিবকে চিন্তা করিয়া "যাহার পাদপদ্ম স্মরণে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পুনরায় পাঠ করিবে। তাহার পর ব্রাহ্মণগণকে নমস্কারপূর্ব্বক যথাশক্তি দক্ষিণা দিয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করত বিদায় দিয়া উৎসৃষ্ট পিণ্ড গোরুকে ভক্ষণ করাইবে অথবা জলে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে শ্রাদ্ধ সমাপ্তি করিয়া পুণ্যাহবাচনপূর্ব্বক যথাযোগ্য ব্যক্তির সহিত স্বয়ং ভোজন করিবে। ৬০—৭১। পরদিন বিচক্ষণ দ্বিজ প্রভাতে নিত্যকর্ম্ম সমাধান্তে কর্ম্ম অবধি উপবাসী থাকিয়া কক্ষ, উপস্থ ও শিখা ব্যতীত কেশ, শ্মশ্রু ও নখ কর্ত্তনরূপ ক্ষৌরকর্ম্ম বিধিমতে করাইবে; পরে স্নানান্তর বস্ত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক শুচি ও বাগ্‌যত হইয়া দুইবার আচমন করিয়া যথাবিধি ভস্মধারণ ও পুণ্যাহবাচন করত দেহস্বভাব-শুদ্ধির জন্য উহা দ্বারাই আত্মপ্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর হোম ও আচার্য্য-দক্ষিণার জন্য দ্রব্য রাখিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য এবং বস্ত্রাদি সদাশিব ও ভক্ত ব্রাহ্মণগণকে এবং গুরু-রূপী শিবকে দক্ষিণা দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে। পরে প্রক্ষালিত পবিত্র ডোর, কৌপীন ও দণ্ডাদি এবং সমিধ্-আদি হোমের দ্রব্য লইয়া নদীতীর, সমুদ্রতীর, পর্ব্বত, শিবমন্দির, অরণ্য বা গোষ্ঠ মধ্যে উত্তম স্থান দেখিয়া লইয়া তথায় থাকিয়া আচমনপূর্ব্বক অগ্রে মানসজপ, পরে "ওঁ নমো ব্রহ্মণে" এই ব্রহ্মমন্ত্র তিন বার জপ করিবে। তৎপরে "অগ্নিমীলে পুরোহিতং" "অথ মহাব্রতম্" "অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ," "ইষেত্বোর্জ্জেত্বা", "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে" এবং "শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। অনন্তর ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ ও ল এই সকল সাঙ্কেতিক বর্ণময় ছন্দঃশাস্ত্র এবং সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, উদাবৎসর ও অনুবৎসর এই পঞ্চ সংবৎসরময় জ্যোতিঃশাস্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপে পাঠ করিয়া "শিক্ষা পাঠ করিব" এই কথা বলিয়া "বৃদ্ধিরাদৈৎ" এই শিক্ষাসূত্র পাঠ করিবে। অনন্তর "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই ধর্ম্মসূত্র এবং "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিবে, অথবা কেবলমাত্র বেদের আদিমন্ত্রগুলি পাঠ করিবে। ইহা পাঠের পর ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম, প্রজাপতি, আত্মা, অন্তরাত্মা, জ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মা ইহাঁদিগের অন্তে চতুর্থী-বিভক্তি যোগ করিয়া আদিতে ওঙ্কার ও শেষে "নমঃ" এই কথা দিয়া প্রণাম পূর্ব্বক একমুষ্টি শক্তু লইয়া ভক্ষণ করিবে। এইরূপে শক্তুভক্ষণের পর প্রণব দ্বারা দুইবার আচমন করিয়া নাভিদেশ স্পর্শ করত আত্মা, অন্তরাত্মা, জ্ঞানাত্মা ও প্রজাপতি, পরে পুনরায় আত্মা, ইহাদিগকে চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত করিয়া আদিতে "ওঁ," অন্তে "নমঃ" যোগ করিয়া উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত আত্মা প্রভৃতির অন্তে "স্বাহা" যোগ করত জপ করিবে। তৎপশ্চাৎ ঘৃত দুগ্ধ ও দধি তিনবার প্রণবমন্ত্রে ভোজন করিয়া দুইবার, আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। ৭২—৯১।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

সুব্রহ্মণ্য বলিলেন, অনন্তর দ্বিজ মধ্যাহ্নকালে স্নান করিয়া সংযতচিত্তে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত আদি পূজাদ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক নৈর্ঋতকোণে বিধিপূজ্য ভগবান্ বিঘ্ননায়কের পূজা করিবে। প্রথমে "গণানাং ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিবে। পরে রক্তবর্ণ, স্থূলকায়, সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, করকমলে বর অঙ্কুশ পাশ ও অক্ষমালাধারী প্রভু গজাননের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া গন্ধাদি উপচারে অর্চ্চনা পূর্ব্বক পায়স, পিষ্টক, নারিকেল ও গুড় প্রভৃতি দ্রব্য নিবেদন করিয়া প্রণাম করত "কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক" এই প্রার্থনা করিবে। এইরূপে গণেশ-পূজার পর আহবনীয় অগ্নিতে নিজ গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধান অনুসারে আজ্যভাগান্ত হোম করিয়া স্রুক্ দ্বারা "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া নিরলস-ভাবে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে। অনন্তর স্নান পূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যাবসানে আহবনীয় অগ্নিতে নিত্য হোম করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সেই অগ্নিতে চরুপাক করিয়া "পরিণোরুদ্রস্য হেতিঃ স্তুহি শ্রুতং" ইত্যাদি রুদ্রসূক্ত ও সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্রে সমিধ্-হোম, চরুহোম ও অন্নহোম করত সেই অগ্নিমধ্যে শিব-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি চিন্তা করিবে। পরে "গৌরীমিমায়" ইত্যাদি মন্ত্রে গৌরীকে স্মরণ করত হোম করিয়া "অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা" এই মন্ত্রে একবার আহুতি দিবে। ১—১০। অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজ উদীচ্য-কর্ম্ম করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে কুশ-চর্ম্ম-চেলময় আসনে বসিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে। তৎপরে জলে অবগাহন করিয়া অথবা অশক্ত হইলে ভস্ম দ্বারা স্নান করিয়া, সেই অগ্নিতে চরুপাক পূর্ব্বক অবঘট্টন করত অগ্নির উত্তরদিকে নামাইয়া কুশোপরি রাখিয়া ঘৃত দ্বারা চরু পুনরায় অবঘট্টিত করিয়া, ভূরাদি সপ্ত ব্যাহৃতি, রুদ্রসূক্ত ও সদ্যোজাতাদি পঞ্চ মন্ত্র—শিবপাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া পাঠ করিবে। পরে প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব ও ব্রহ্মা এই সকলের অন্তে চতুর্থী-বিভক্তি, আদিতে প্রণব ও সর্ব্বশেষে স্বাহা যোগ করিয়া পাঠ পূর্ব্বক পুণ্যাহবাচন করিয়া "অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিমুখাবধি উদীচ্যকর্ম্ম সমাধান্তে "প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি পঞ্চ মন্ত্রে আহুতি দিয়া রুদ্রসূক্ত ও সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্রে নিজ শাখানুসারে সমিধ্, চরু ও আজ্য হোম করিয়া নিজ নিজ ব্যূহ-মন্ত্রে সমিধ্, অন্ন ও ঘৃত দ্বারা শক্তির সহিত মহেশ প্রভৃতি চতুর্ব্যূহের আহুতি দিয়া তৎপশ্চাৎ ঘৃত ও চরু দ্বারা স্বিষ্টিকৃৎ অগ্নির আহুতি দিবে। ১১—১৯। বিচক্ষণ দ্বিজ পুনরায় রুদ্রসূক্ত, সদ্যোজাতাদি পঞ্চমন্ত্র ও মহেশ প্রভৃতি চতুর্ব্যূহ-মন্ত্র পাঠ করিয়া উদীচ্য-হোমাবসানে নিজ শাখোক্ত বিধান অনুসারে সেই সেই দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিবে। এইরূপে অগ্নিমুখাদি হোমকার্য্যের নিয়ম বলিলাম। ইহার পর প্রকৃতি প্রভৃতি ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বময় এই দেহে সংলীন আত্মার বিশুদ্ধি জন্য "আমার দেহস্থিত এই তত্ত্বগুলি বিশুদ্ধ হউক" ইহা ভাবিয়া বিরজা-হোম করিবে। তন্মধ্যে হে মুনে! আত্মতত্ত্বশুদ্ধির জন্য তৈত্তিরীয়ারণ্যকে পঠিত "অষ্টযোনীমষ্টপুত্রাং" ইত্যাদি হইতে "অথ পুরুষঃ সপ্তপুরুষঃ" এই পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শিব-পাদপদ্ম স্মরণ করত সাজ্য চরু দ্বারা আহুতি দিবে। ঐ তত্ত্ব ও বিশেষ-তত্ত্বগুলি এই,—পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ত্ব; শব্দাদি পঞ্চতত্ত্ব; বাগাদি পঞ্চতত্ত্ব; শ্রোত্রাদি পঞ্চতত্ত্ব; মস্তক, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর, জঙ্ঘা; ত্বক্ আদি সপ্তধাতু; প্রাণাদি পঞ্চবায়ু; অন্নাদি পঞ্চকোষ; মন, শুক্র, বুদ্ধি, অহঙ্কার, খ্যাতি, সঙ্কল্প, গুণ ও প্রকৃতি। ভোগকর্ত্তা পুরুষের ভোগের জন্য অন্তরঙ্গ যে পাঁচটী তত্ত্ব কীর্ত্তিত আছে; তাহা এই,—নিয়তি, কাল, রাগ, বিদ্যা ও কলা। হে মুনিবর! এই পাঁচটী, মায়া হইতে উৎপন্ন। মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, মায়া-বিষয়ক এইরূপ শ্রুতি আছে। ঐ প্রকৃতি হইতে এই তত্ত্বগুলি সম্ভূত হইয়াছে, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে, এবিষয়ে সংশয় নাই। "কালঃ স্বভাবো নিয়তিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি আছে। এই পাঁচটী তত্ত্বকে পঞ্চকঞ্চুক বলিয়া থাকে; ইহা না জানিলে কৃতবিদ্য ব্যক্তিও মূঢ় হইয়া থাকে। ২০—৩২। নিয়তির নিম্নে প্রকৃতির উপরে উক্ত পুরুষ 'কাকাক্ষি-গোলক' ন্যায়ে উহাদিগের পার্শ্বে প্রতি নিয়ত বর্ত্তমান আছেন। উঁহাকে বিদ্যাতত্ত্বও বলা যায়। হে দ্বিজ! "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি-বাক্যানুসারে শুদ্ধ বিদ্যা, মহেশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব এই পাঁচটীকে শিবতত্ত্ব বলা হয়। হে মুনিবর! পৃথিবী হইতে শিব পর্য্যন্ত যে সমস্ত তত্ত্ব বলা হইল; প্রকৃতির লয় দ্বারা উহাদিগের শুদ্ধি বিধান করিতে হইবে। বক্ষ্যমাণ একাদশ মন্ত্রের উদ্দেশ্য প্রকৃত দেবতোদ্দেশে ত্যাগ বলিয়া জানিবে। সেই মন্ত্রগুলি এই;—"পরস্মৈ শিবজ্যোতিষে ইদং ন মম," "বিবিটৈ্য স্বাহা," "কষোৎকায় স্বাহা," "ব্যাপকায় পরমাত্মনে ইদং ন মম," "শিবজ্যোতিষে ইদং ন মম," "বিশ্বভূতায় ইদং ন মম," "ঘসনোৎসুকায় ইদং ন মম," "লোকত্রয়ব্যাপিনে পরমাত্মনে পরস্মৈ দেবায় ইদং ন মম," "উত্তিষ্ঠস্ব বিশ্ব-রূপায় পুরুষায় ইদং ন মম" "ওঁ স্বাহা" এবং "লোকত্রয়ব্যাপিনে পরমাত্মনে শিবায় ইদং ন মম।" এই একাদশ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিবে। অতঃপর নিজ শাখোক্ত বিধি অনুসারে পূর্ব্বমত প্রধান কর্ম্ম সমাধা করিয়া ঘৃতমিশ্র চরু ভোজন পূর্ব্বক গুরুকে সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিয়া ব্রহ্মার বিসর্জ্জন করিয়া প্রাতঃকালে নিত্যহোম করিবে। ৩৩—৪৪। সেই মুনি "সং মা সিঞ্চন্তু মরুতঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত "যা তে অগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে হস্ত উত্তপ্ত করিয়া অদ্বৈত ধাম স্বীয় আত্মাতে অগ্নি আরোপণ পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা ও সূর্য্যোপস্থানান্তে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া নাভি পরিমিত স্থানে সাবিত্রীকে প্রবেশ করাইবে। উক্ত সাগ্নিক ব্রাহ্মণ শ্রৌত অগ্নিতে প্রাজাপত্য যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া আত্মাতে অগ্নি আরোপণ করিয়া গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা আশ্রম অবলম্বন করিবে। গায়ত্রীর প্রথম পাদ উচ্চারণ করত "গায়ত্রীকে প্রবেশ করাইতেছি" ইহা বলিয়া "ভূরোম্," উহার দ্বিতীয় পাদ উচ্চারণ করত "উহাকে প্রবেশ করাইতেছি" বলিয়া "ভুবরোম্," উহার তৃতীয় পাদ উচ্চারণ করত "উহাকে প্রবেশ করাইতেছি" বলিয়া "সুবরোম্," উহার দুই পাদ উচ্চারণ করত "উহাকে প্রবেশ করাইতেছি" বলিয়া "ভূরোম্," তৃতীয় পাদ উচ্চারণ করত "উহাকে প্রবেশ করাইতেছি" বলিয়া "ভুবরোম্," ও উহার তিন পাদ উচ্চারণ করত "উহাকে প্রবেশ করাইতেছি" বলিয়া "সুবরোম্" উচ্চারণ করিবে। ৪৫—৫৪। এই গায়ত্রীই শঙ্করের অর্দ্ধমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবতী। ইঁহার পাঁচ মুখ; দশ হাত, ঐ দশ হাতে দশ আয়ুধ; পঞ্চদশ চক্ষুঃ। ইঁহার মস্তকে অভিনব রত্নকিরীটের ন্যায় চন্দ্ররেখা দীপ্তি পাইতেছে। শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় ইঁহার আভা। হার, কেয়ূর, বলয়, কাঞ্চী ও নূপুর প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মুনি ও মানবের ইনি আরাধ্যা, সর্ব্বব্যাপিনী, শুভদায়িনী, মনোহারিণী ও ভগবান্ সদাশিবের ধর্ম্মপত্নী। যে পাপিষ্ঠ

শিব-স্বরূপা গায়ত্রী অন্যভাবে ভাবনা করে, সে কল্পকাল পর্য্যন্ত মহাঘোর নরকে পচিতে থাকে। সেই গায়ত্রী ব্যাহৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই ব্যাহৃতিতেই লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার সেই ব্যাহৃতিগুলি প্রণব হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই প্রণবেই বিলীন হইয়াছে। প্রণব সর্ব্ববেদের আদি; প্রণব শিববাচক, শিবই প্রণব, প্রণবই বা শিব—এইরূপ পরস্পরের অভেদ কথিত আছে। যেহেতু বাচ্য ও বাচকের অত্যন্ত প্রভেদ নাই, অতএব যতিশ্রেষ্ঠেরা এইরূপে গায়ত্রীকে শিববাচক প্রণবে বিলীন করিয়া, হৃৎপদ্মমধ্যে পরম কারণ একাক্ষর ভগবান্ শিবকে উপাসনা করিয়া থাকেন। ৫৫—৬৩। হে মুনে! অনন্তর দ্বিজ "অহংবৃক্ষস্য রেরিবা" ইত্যাদি অনুবাক ও "যশ্ছন্দসামৃষভঃ" ইত্যাদি হইতে "শ্রুতং মে গোপায়" এই পর্য্যন্ত অনুবাক জপ করিয়া 'পুত্রেচ্ছা, লোকেচ্ছা ও ধনেচ্ছা হইতে আমি অপসৃত হইলাম" এই কথা বলিয়া ইচ্ছাত্রয় ত্যাগ করিবে। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ক্রমে তিনপ্রকার (মন্দ, মধ্য ও উচ্চ্চায়) প্রণব উচ্চারণ করিয়া জপ করিতে হইবে। অনন্তর "ভূঃ সংন্যস্তং' "ভুবঃ সংন্যস্তং," এবং "স্বঃ সংন্যস্তং" এই মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিবে; ইহাদিগের প্রত্যেকের অন্তে "ময়া" এই পদটী যোজনা করিয়াও পাঠ করিবে। পরে প্রণব উচ্চারণ করিয়া সমষ্টি ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) বলিতে হইবে; ইহার অন্তে "সংন্যস্তং ময়া" যোজনা করিবে। তৎপরে মুনে! সদাশিবকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া মন্দ, মধ্য ও উচ্চ্চায় এই তিন প্রকার প্রণব ও প্রৈষ মন্ত্র এইরূপে অবহিত-চিত্তে জপ করিয়া "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো মত্তঃ স্বাহা" এই কথা বলিয়া এক অঞ্জলি জল উত্তোলন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে নিক্ষেপ করিবে। তৎপশ্চাৎ গায়ত্রী দ্বারা শিখা ও যজ্ঞোপবীত উৎপাটিত করিয়া হস্তে লইয়া "ওঁ ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত উদকাঞ্জলির সহিত জলে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে নিক্ষেপের পর "ভূঃ সংন্যস্তং ময়া" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে তিনবার জল পান করত আচমন করিয়া আসিয়া ভূমিতে বস্ত্রাদি ত্যাগ পূর্ব্বক উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া সপ্ত পদের অধিক গমন করিবে। এইরূপে কিঞ্চিৎ দূরে গেলে আচার্য্য ভগবান্ "তিষ্ঠ তিষ্ঠ, লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত কৌপীন ও দণ্ড গ্রহণ করুন" এই কথা বলিয়া স্বহস্তে কৌপীন ও দণ্ড দিবেন। আচার্য্যের এই বাক্য শুনিয়া ডোর, কৌপীন ও কাষায় বস্ত্র পরিধানান্তে দুইবার আচমন করিলে আচার্য্য তাঁহাকে শিষ্য বলিয়া ডাকিবেন। ৬৪—৭৭। অনন্তর শিষ্য "ইন্দ্রস্য বজ্রোঽসি সখে মাং গোপায়" এই মন্ত্রে আচার্য্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া 'সখা মা গোপায়" এই মন্ত্র বলিয়া দণ্ড গ্রহণ করিবে। পরে গুরুর পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক শিবপাদপদ্ম স্মরণ করত ভূতলে তিনবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া উঠিয়া গুরুপাদপদ্ম-সমীপে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিবে। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে গোময় সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা বৃহৎ আমলকী ফলের মত কতকগুলি পিণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিয়া হোমারম্ভের অগ্নি মধ্যে দিয়া হোমাবসানে তাহার ভস্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। তৎপরে গুরু বিরজা-হোমের অগ্নি হইতে ভস্ম লইয়া "অগ্নিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সেই শিষ্যের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ঈশানাদি পঞ্চমন্ত্র দ্বারা মস্তক হইতে মাখাইয়া "কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং" এবং "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করাইবেন। পরে হৃৎপদ্মে বিরাজমান শিব ও পার্ব্বতীকে চিন্তা করিয়া শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া প্রীতমনে তাহার দক্ষিণকর্ণে ঋষ্যাদির সহিত তিন প্রকার প্রণব উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকারে অর্থবোধপূর্ব্বক দ্বাদশবার সেই প্রণবের অর্থ উপদেশ করিবেন। শিষ্য গুরুকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বেদান্তের অর্থানুসারে নিয়ত তাঁহার অধীনে থাকিয়া শ্রবণ মনন ইত্যাদি করিয়া শিবজ্ঞান-পরায়ণ হইবে। গুরু প্রাতঃকৃত্য হইতে জপ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য ও পূজা তাহাকে করাইবেন। ৭৮—৮৯। শিষ্য কৈলাস-প্রস্তর নামক সেই মণ্ডলে সাক্ষাৎ শিব কর্ত্তৃক কথিত প্রণালীক্রমে নিত্য শিবপূজা করিবে। অশক্ত হইলে, গুরুদেব যে পীঠের উপর স্ফটিকময় শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিবে। "বরং প্রাণত্যাগ ও মস্তকচ্ছেদন আমার ইষ্ট, তথাপি ভগবান্ মহাদেবের পূজা না করিয়া আমি ভোজন করিব না" এইরূপে তিনবার গুরুসমীপে শপথ করিয়া সেই স্ফাটিক লিঙ্গে একাগ্রচিত্তে পরম ভক্তিসহকারে পঞ্চ আবরণ-পূজা-প্রণালী ক্রমে নিত্য মহাদেবের পূজা করিবে। ৯০—৯৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

বামদেব বলিলেন, ভগবন্ ষড়ানন! আপনি অনন্ত জ্ঞানামৃতের অক্ষয়-ভাণ্ডার; হে দেবদেব-তনয়! আপনি যে ছয় প্রকার অর্থ ও তাহার জ্ঞান অভীষ্ট-ফলদায়ক বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, ঐ ছয় প্রকার অর্থ কি? তাহার জ্ঞান কি প্রকার? তাহার প্রতিপাদ্য কে? তাহার জ্ঞানে ফলই বা কি? এই অর্থ না জানিয়া আমি বৃথাশাস্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছি; অতএব যাহাতে অদ্বৈত শিবতত্ত্ব জ্ঞানরূপ অমৃত পান করিয়া আমার মোহ অপগত হয়, শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত এই দীনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া সেইরূপ অনুগ্রহ করুন। ভগবান্ জ্ঞানময় শক্তিধর, সেই মুনীন্দ্রের এই কথা শুনিয়া যাহা বলিলেন, তাহা শিবশাস্ত্র ভিন্ন

অপর শাস্ত্রসেবীদিগের মহাসন্ত্রাসজনক কথা। সুব্রহ্মণ্য বলিলেন, মুনিবর! তুমি যে আদরপূর্ব্বক সমস্ত-ব্যস্ত-ভাবে মহেশ্বরের জ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন করিলে, উহাই প্রণবের অর্থজ্ঞান; হে সুব্রত! আমি ছয়প্রকার অর্থের ঐক্যজ্ঞান-সহকারে তাহা বিস্তৃতরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—৮। হে মুনিসত্তম! প্রথম মন্ত্র, দ্বিতীয় যন্ত্র, তৃতীয় দেবতা চতুর্থ প্রপঞ্চ, পঞ্চম গুরু ও ষষ্ঠ শিষ্য, এই ছয় অর্থ কীর্ত্তিত আছে। তন্মধ্যে মন্ত্র স্বরূপ বলিতেছি;—প্রথম ও পঞ্চম স্বর, পবর্গের অন্ত্যবর্ণ, তৎপরে বিন্দু ও নাদ এই পঞ্চবর্ণই মন্ত্রস্বরূপ বেদে কথিত,—ইহার অন্যথা নাই; ইহাদিগের সমবায়কে প্রণব বলিয়া থাকে। নাদ, সকল বর্ণের সমবায়; অবশিষ্ট বিন্দু আদি যে চারিটী বর্ণ আছে, উহারা ব্যস্ত-ভাবে প্রণবের শিব-অর্থ সংসাধন করিয়া থাকে। হে সুধীর! যন্ত্রস্বরূপ শ্রবণ কর;—শিবলিঙ্গই যন্ত্রস্বরূপ। সর্ব্বনিম্নে পীঠ অঙ্কিত করিবে। তদূর্দ্ধে প্রথমস্বর (অ), তদূর্দ্ধে উকার, তদূর্দ্ধে পবর্গের অন্ত্যবর্ণ (ম), তন্মস্তকে বিন্দু, তদূর্দ্ধে নাদ (অর্দ্ধচন্দ্রাকার) লিখিবে। ৯—১৫। এইরূপে যন্ত্র লিখিয়া ওঙ্কার দ্বারা বেষ্টন করিবে। দেবতা-স্বরূপ বিষয়ে ভগবান্ শঙ্কর যে গুহ্য কথা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি;—"সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি শিবো মে অস্তু সদা শিবোম্" এই প্রণব যে সাক্ষাৎ পঞ্চব্রহ্মের বাচক, ইহা শ্রুতিতে কথিত আছে। এই সদ্য প্রভৃতি পঞ্চ দেবতা ব্রহ্ম স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর; মহাদেবেরই মূর্ত্তি বিশেষ। যেহেতু শরীর ও শরীরীতে অত্যন্ত প্রভেদ নাই, অতএব ঐ মন্ত্র সাক্ষাৎ শিবের বাচক ও শিবমূর্ত্তির বাচক। ঈশান যাঁহার মুকুট ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব্বে শিবের মূর্ত্তি-বিষয়ে বলা হইয়াছে; এক্ষণে তাঁহার পঞ্চমুখের কথা শ্রবণ কর;—পঞ্চম হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত এবং সদ্যোজাত হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশান পর্য্যন্ত মহাদেবের পঞ্চমুখ। পুরুষ হইতে সদ্য পর্য্যন্ত চারিটী ব্রহ্ম ভগবান্ শিবের চারি ব্যূহ। হে মুনে! ঈশান-নামক প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম পঞ্চব্রহ্মের সমষ্টি এবং পুরুষ হইতে সদ্যোজাত পর্য্যন্ত সেই পঞ্চব্রহ্মের ব্যষ্টি। এই অনুগ্রহময় চক্রই সৃষ্টিপ্রভৃতি পঞ্চ অর্থের কারণ। অনুগ্রহও দুই প্রকার; তন্মধ্যে একটী তিরোভাবাদি-গোচর, অপরটী সাযুজ্য সালোক্যাদি মুক্তির বিধাতা। সদাশিবের এই দুইটী কথা বলা হইল। এই অনুগ্রহে বিভুর সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চকার্য্য হইয়া থাকে। ১৬—২৬। ঐ সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চ কার্য্যের সদ্য-আদি দেবতা কীর্ত্তিত আছে। ঐ অনুগ্রহময় চক্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা সদাশিব; উহা শান্ত্যতীত কলাময় পরম-পদ বলিয়া কথিত হয়। এই পদ প্রণব পরায়ণ, বিশুদ্ধাত্মা, সদাশিবের উপাসক যতিগণ পাইয়া থাকেন। মুনীন্দ্রগণ এই পদ পাইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান্ সদাশিবের সহিত একত্র অপর্য্যাপ্ত সুখ ভোগ করিয়া মহাপ্রলয়কালে শিব-সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। সনাতন বেদে কথিত আছে যে, "তাঁহারা সকলেই মহাপ্রলয়কালে মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন" ইহাই সদাশিবের ঐশ্বর্য্য-সমষ্টি। অথর্ব্ব উপনিষদে কথিত আছে, "তিনিই সকল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন" আর পণ্ডিতেরা বলেন, "তিনিই সকল ঐশ্বর্য্যদাতা।" চমকাধ্যায়ের প্রতিপাদ্য সদাশিবেরই পদ সর্ব্বপ্রধান, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাই। কারণ, এই জগৎপ্রপঞ্চ, ঈশানাদি পঞ্চব্রহ্মেই পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। ঐ পঞ্চব্রহ্ম হইতেই সূক্ষ্মভূতস্বরূপা কারণরূপে প্রসিদ্ধা নিবৃত্তিপ্রভৃতি কলার উৎপত্তি হইয়াছে। হে সুব্রত! এই পরিদৃশ্যমান স্থূলরূপ প্রপঞ্চে ঈশানাদি পঞ্চব্রহ্ম পঞ্চ প্রকারে অবস্থিত আছেন। হে মুনিসত্তম! বাক্, শ্রোত্র, শব্দ, আকাশ ও পুরুষ এই পাঁচটী ঈশান-রূপ ব্রহ্মে পরিব্যাপ্ত। হে মুনীশ্বর! ত্বক্, পাণি, স্পর্শ, বায়ু ও প্রকৃতি এই পাঁচটী, পুরুষ (তৎপুরুষ) রূপ ব্রহ্মে ব্যাপ্ত। চক্ষু, পাদ, রূপ, তেজ ও অহঙ্কার এই পাঁচটী অঘোররূপ ব্রহ্মে পরিব্যাপ্ত। রসনা, পায়ু, রস, জল ও বুদ্ধি এই পঞ্চক বামদেবরূপ ব্রহ্মে নিয়ত পরি-ব্যাপ্ত। মন, নাসা, উপস্থ, গন্ধ ও ভূমি এই পাঁচটী সদ্য নামক ব্রহ্মে ব্যাপ্ত, সুতরাং জগৎ পঞ্চব্রহ্মময় হইল। ২৭—৪০। নাদরূপ পঞ্চবর্ণের সমষ্টি এবং বিন্দু পর্য্যন্ত চারিবর্ণই শিববাচক প্রণব বলিয়া যন্ত্ররূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ভগবান্ শিবের উপদেশানুসারে যন্ত্ররূপ ভাবনা কর। আকাশপতি ভগবান্ সদাশিব সমষ্টি; মহেশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা এই সদাশিবের ব্যষ্টি। সদাশিবের সহস্র অংশ হইতে মহেশ্বরের উৎপত্তি। তিনি পুরুষ হইতে অভিন্ন বলিয়া বায়ুর অধিপতি; তাঁহার বামভাগে মায়াশক্তি বিরাজমান; তিনি পূর্ণ ও অধিক ক্রিয়াশালী। ঈশ, বিশ্বেশ্বর, পরমেশ ও সর্ব্বেশ্বর, ইহাঁরা এই মহেশ্বরের ব্যষ্টি; ইহাকেই তিরোভাব চক্র কহে। উক্ত তিরোভাব দুই প্রকার;—প্রথমটীর বিষয় রুদ্র প্রভৃতি এবং দ্বিতীয়টী পাপ ও পুণ্যের সাম্যক্ষণ অবধি জীবসমূহের শরীরস্বরূপে ভোগে অনু-রক্তি জন্মান। ঐ তিরোভাবই পাপ ও পুণ্যের সাম্য অবস্থা হইলে অনুগ্রহময় অর্থে পরিণত হয়। বিলোম-ক্রমে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বেশ্বর হইতে ঈশ পর্য্যন্ত চারিটী উহার দেবতা কীর্ত্তিত আছে। তিরোভাব চক্র শান্তি-কলাময়; উহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা মহেশ্বর এবং উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ। মহেশভক্ত শৈবগণ এই পদ পাইয়া থাকেন এবং ইহাই তাঁহাদিগকে সালোক্যক্রমে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। মহেশ্বরের সহস্র অংশ হইতে অঘোরমুখাকৃতি, বামভাগে গৌরীশক্তি-যুক্ত, সর্ব্বসংহারক, তেজস্তত্ত্বের অধীশ্বর, ভগবান্ রুদ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন। শিব, হর, মৃড় ও ভব এই চারিটী এই রুদ্রদেবের

ব্যষ্টি-স্বরূপ; ইহাকেই সংহার-চক্র বলে; এই চক্র অতি আশ্চর্য্য। নিত্য, নৈমিত্তিক ও মহাপ্রলয় ভেদে সংহার তিনপ্রকার। বিধাতার পরম ব্রহ্মে লয় মহাসংহার বলিয়া বেদে কথিত আছে। অমিততেজা রুদ্রদেব, কঠোর গর্ভ যাতনা প্রভৃতি দুঃখে ক্লান্ত অনাত্মজ্ঞ জীবগণের কর্ম্মপরিপাক জন্য সংহার তিন প্রকার কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারই এই তিনটী কার্য্য। সংহারকালেও সেই ভগবানের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তিরোভাব ও অনুগ্রহ এই পাঁচ কার্য্য সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছে। ভব, মৃড়, হর ও শিব এই চারিটী এই সংহার-চক্রের দেবতা কীর্ত্তিত আছেন। এই সংহারচক্র বিদ্যারূপ কলাময়; রুদ্রদেব ইহার অধিষ্ঠাতা এবং ইহাই নিরাময় পদ। রুদ্রসেবাপর রুদ্রভক্তগণ এই পদ পাইয়া থাকেন; হে মুনে! ইহাই তাঁহাদিগকে সালোক্য ক্রমে সাযুজ্য-মুক্তি দিয়া থাকে। ৪১—৫৯। রুদ্রমূর্ত্তির সহস্র অংশ হইতে বামদেব চক্রাকৃতি, বারিতত্ত্বের অধিপতি, বামভাগে রমাশক্তিযুক্ত, সর্ব্বরক্ষক বিষ্ণুর উদ্ভব হইয়াছে। বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন, এই চারিটী এই বিষ্ণুর ব্যষ্টিস্বরূপ। ইহাকে স্থিতিচক্র কহে; ইহা উৎকৃষ্ট। সৃষ্ট জগৎ ও তৎস্রষ্টা ব্রহ্মাদির স্থিতি এবং যাবৎ আরব্ধ কর্ম্মের ভোগ না হয়, তাবৎ সেই ফলভোগী জীবের পালন, ইহাই রক্ষামূর্ত্তি বিষ্ণুর কার্য্য। এই স্থিতিচক্র মধ্যেও ভগবান্ বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টিপ্রভৃতি পঞ্চ কার্য্য বর্ত্তমান আছে। প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ ও বাসুদেব তখন ইহার দেবতা। হে ব্রহ্মন্! এই স্থিতিচক্রের প্রতিষ্ঠা কলা; জনার্দ্দন অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা; ইহা পরম পদ বলিয়া উক্ত আছে। বিষ্ণুপদ-সেবী বৈষ্ণবেরা এই পদ পাইয়া থাকেন; ইহা তাঁহাদিগকে সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি দিয়া থাকে। উক্ত বিষ্ণুর সহস্র অংশ হইতে সদ্যোজাত-মুখাকৃতি, পৃথিবীতত্ত্বের অধিনায়ক, বামভাগে বাগ্দেবী-শক্তি-সমন্বিত, সৃষ্টিকর্ত্তা, জগৎপ্রভু পিতামহের উৎপত্তি হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, পুরুষ ও কাল এই চারিটী ইহার ব্যষ্টিস্বরূপ। ইহাকে সৃষ্টিচক্র কহে; এই চক্র স্বায়ম্ভুব ও ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণের সেব্য। জীব, প্রকৃতিতে লীন হইলে, তাহাকে পুনরায় কর্ম্মভোগের নিমিত্ত বাহিরে আনিয়া ভোগসাধন পুত্র-কলত্রাদির সহিত সংযোগ করাকে সৃষ্টি কহে; এই সৃষ্টি পিতামহের কার্য্য। হে মুনে! এই সৃষ্টিকালেও ভগবান্ পিতামহের উক্ত পঞ্চকার্য্য বিদ্যমান আছে; উহার দেবতা কাল, পুরুষ, বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভ, ইহা কীর্ত্তিত আছে। ৬০—৭৩। পণ্ডিতেরা বলেন,—এই সৃষ্টিচক্র নিবৃত্তিরূপ কলাময়; ইহার অধিদেবতা পিতামহ এবং ইহাই শোভন পদ। ব্রহ্মার্পিত-চিত্ত ব্রহ্মভক্তগণ এই পদ পাইয়া থাকেন; ইহাই তাঁহাদিগকে সালোক্যপ্রভৃতি মুক্তি দিয়া থাকে। মহেশাদিক্রমে উক্ত এই চারি চক্রে পরম্পরা-সম্বন্ধে প্রণবই বাচক। ইহাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জগচ্চক্র। হে মুনে! ইহা শ্রুতিতে পঞ্চার-চক্র বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ভগবান্ শম্ভুর শক্তি-বিজৃম্ভিত জগচ্চক্র এক; ইহাই সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চ অবয়ব-সম্পন্ন বলিয়া পঞ্চারচক্র নামে কথিত হয়। ইহা অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টি ও লয় উদ্ভাবন করিয়া অঙ্গারচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করে; অতএব ইহাকে চক্র কহে ও সৃষ্টি প্রভৃতি স্থূলকার্য্য সম্পাদন করে বলিয়া ইহার পৃথক্ সংজ্ঞাও আছে। এই চক্র হিরণ্ময়-স্বরূপী, অমিততেজা ভগবান্ শম্ভুর শক্তি হইতে উৎপন্ন ও হিরণ্যজ্যোতি নামে বিখ্যাত। ইহা জলে আবৃত; জল বহ্নিতে আবৃত; বহ্নি বায়ু দ্বারা আবৃত; বায়ু আকাশে আবৃত; আকাশ অহঙ্কারে আবৃত; অহঙ্কার মহান্ দ্বারা আবৃত; মহান্ প্রকৃতিতে আবৃত; এইরূপ সপ্ত আবরণ এই চক্রের রক্ষণার্থ আছে, ইহা আস্তিকগণ বলিয়াছেন। চক্র হইতে জল দশগুণ অধিক; তৎপরে অপর সমস্ত পরস্পরে এইরূপ দশগুণ অধিক বলিয়া জানিবে। একমাত্র শিব, শক্তি সহ সলিল ও তন্মধ্যে থাকিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, অনুগ্রহ ও তিরোভাব প্রকাশ করিয়া অবিরত লীলা করিতেছেন। হে মুনে! এবিষয়ে বহু উক্তি প্রয়োজন নাই, তোমায় সার কথা বলিতেছি;—এই নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ শক্তিযুক্ত শিব ভিন্ন আর কিছুই নহে ৭৪—৮৬। সূত বলিলেন—তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বামদেব গুরূপদেশ শ্রবণ করিয়া ভক্তিসহকারে পরমাত্ম-বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পরমানন্দময়! ভগবন্ জ্ঞানশক্তিধর! আপনার শ্রীমুখ নির্গত প্রণবের অর্থ শ্রবণ করিয়া আমার সংশয় দূর হইয়াছে ও তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি। সদাশিব হইতে কীট পর্য্যন্ত এই জগতের অবস্থান, স্ত্রী-পুরুষরূপে সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জগতের যিনি সনাতন-কারণ, তিনি স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীব, কি মিশ্র, কি এতদন্য, এ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ আছে। কারণ, নানাশাস্ত্রের নানামতে যে হিত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বহু বিবাদ করিয়া থাকেন। শ্রুতিতে সৃষ্টি-বিষয়ে পরস্পর যে বিরোধ আছে, তাহা ভঞ্জনপূর্ব্বক উক্ত বিষয় বলুন। "আমি জানি," "আমি করিতেছি," এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক ব্যবহারটী সকলেরই অনুভবসিদ্ধ; এতদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ইহা কি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার হইতে সমুদ্ভূত? অথবা আত্মার রূপ? এ বিষয়ে মহান্ সন্দেহ আছে। এই দুইটী বিষয় লইয়া বিচিত্র বিবাদ চলিয়াছে। ভগবন্! অজ্ঞান-জনিত সংশয়রূপ বিষবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া আমার চিত্তক্ষেত্রে যাহাতে শিবাদ্বৈতরূপ কল্পবৃক্ষ রোপিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানোপদেশ অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদান করুন। সূত বলিলেন, বামদেব মুনি বেদান্তঘটিত এইরূপ

কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ স্কন্দ ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে গূঢ় তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন। সুব্রহ্মণ্য কহিলেন, মুনে! এই রহস্যই পিতা শঙ্কর, মাতার নিকট বলিয়াছিলেন। আমি তাহা মাতার স্তন্যপান করিতে করিতে শুনিয়াছিলাম; এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব লইয়া শাস্ত্রে যত বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে সমস্ত শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছ, তন্মধ্যে কে তোমার সমান হইয়াছে? ৮৭—১০০। পূর্ব্বকালে গৌতম, দধীচ ও নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি ছয়জন মুনি, শিবনিন্দা পরায়ণ ব্যক্তিগণকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাহারা অদ্যাপি কপিলাদি মুনি-প্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্যাদি শাস্ত্রে ভ্রমণ করিতেছে। তাহারা বেদ-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তবাদী, তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করায় প্রয়োজন নাই; যেহেতু পরমেশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিয়োগ এই পঞ্চাঙ্গ অনুমান-প্রয়োগের অবকাশ আছে। হে সুব্রত! যেমন ধূমদর্শনে পর্ব্বতে বহ্নিজ্ঞান হয়, তদ্রূপ এই প্রত্যক্ষ জগৎপ্রপঞ্চ দেখিয়া পরমেশ্বরকে জানা যায়, এতদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই জগৎপ্রপঞ্চ স্ত্রীপুরুষরূপে বিরাজমান প্রত্যক্ষ হয়। দেহপিণ্ডের ছয় কোশ; তন্মধ্যে অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা এই তিন কোশ পিতৃ অংশ হইতে উৎপন্ন এবং চর্ম্ম, মাংস ও রুধির এই তিন কোশ মাতৃ-অংশ হইতে উদ্ভূত;—শ্রুতিতে এইরূপ লিখিত আছে। অতএব সকল শরীরে স্ত্রীপুরুষ ভাব বর্ত্তমান আছে, লোকে জানে। পণ্ডিতেরা পরমেশ্বরেও ঐ ভাবই বিদ্যমান আছে বলিয়া জানেন। বেদে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়া থাকে; এস্থলে সংশব্দে অসদ্ভিন্ন ও চিৎশব্দে জড়ত্ব-নিবৃত্তি বুঝায়। ঐ সংশব্দ ত্রিলিঙ্গ; এখানে প্রকাশ অর্থ হওয়ায় পুংলিঙ্গ এবং জ্ঞানবাচক চিৎশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; তাহা হইলেই এই প্রকাশ ও চিৎ—এই পুরুষ ও স্ত্রী জগতের কারণ হইলেন। সেই জগৎকারণ সচ্চিদাত্মা এক; তাঁহাতেই শিব ও শক্তি, এইরূপ ব্যবহার করা গিয়া থাকে। তৈল ও বর্ত্তি প্রভৃতির মালিন্য বশতঃ উহা প্রকাশে মলিন এবং চিতানলাদিতে অশিব দেখা যায়, তজ্জন্যই শ্রুতিতে ইহাঁকে শিব বলিয়াছেন। "আমি বলবান্, আমি শক্তিমান্" এইরূপ ব্যবহার যখন দেখিতে পাওয়া যায়; তখন জীবে চিৎশক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়; কিন্তু সে চিৎশক্তি নিয়তই দুর্ব্বল, তজ্জন্য ঈশ্বরে সেই চিৎশক্তি সার্ব্বকালিক বলিতে হইবে। ১০১—১১৪। এইরূপে পরমাত্মা যে শিব ও শক্তি, তাহা প্রদর্শিত হইল। ঐ শিব ও শক্তির সংযোগে যে নিত্য আনন্দ উদিত হয়, সেই আনন্দের উদ্দেশে নিষ্পাপ মুনিগণ শিবের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করায় অনাময় শিবকে প্রাপ্ত হন। উপনিষদে ব্রহ্মশব্দে সেই শিব ও শক্তিকে নিত্য, মুক্ত ও শুদ্ধস্বভাব প্রভৃতি বলিয়া বর্ণনা করা আছে। ঐ ব্রহ্ম শব্দটী বৃংহ ধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ নিত্য, মুক্ত ও শুদ্ধস্বভাব ইত্যাদি এবং সর্ব্বব্যাপী। পঞ্চব্রহ্মময় সদাশিব যেরূপ ঐ আখ্যায় আখ্যাত, এই প্রতীয়মান বিশ্বও তদ্রূপ ব্রহ্মশব্দে ব্যঞ্জিত। এক্ষণে হংসমন্ত্রের বিপরীত 'সোহং' এই মন্ত্রে প্রণবের উৎপত্তি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ সোহং মন্ত্রের 'স' এবং অকার সহিত 'হ' এই কয়েকটী অক্ষর পরিত্যাগ করিলে "ওঁ" এই স্থূল মহামন্ত্র হয়। উহা শিব ও শক্তির বাচক। তৎপরে সূক্ষ্ম মহামন্ত্র যাহা হয়, তাহার উদ্ধার বলিতেছি। যথা,—অকারে অনুস্বার ও তাহার আদিতে 'হ' যোগ করিলে "হং" হইবে এবং ঐ অকারে বিসর্গ ও তাহার আদিতে 'স' যোগ করিলে 'সঃ' হইবে। এই দুয়ের মিলনে যে "হংসঃ" হইল, তাহাকে বিপরীত করিলে সোহং উদ্ধার হইবে। এই উদ্ধার সূক্ষ্ম বলিয়াই ঐ মহামন্ত্রকে সূক্ষ্ম বলে। সকারের অর্থ—শক্ত্যাত্মক শিব এবং উহাই মহামন্ত্রের বাচ্য। গুরুর উপদেশকালে যখন ঐ মহামন্ত্রটী "আমিই সেই শক্ত্যাত্মক শিব" এইরূপ জীবপর হইবে, তখন শক্তিস্বরূপ, শিবের অংশ জীব, শিবের সহিত ঐক্য-ভাবনা বশতঃ শিবসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইবে। বেদ-বাক্যে "প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম" বলায় ব্রহ্মশব্দের অর্থ প্রজ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রজ্ঞান শব্দ চৈতন্যের পরিচায়ক। হে মুনে! উক্ত চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ, ইহা শৈব আগমের প্রথম সূত্র। এই বিশ্বের সর্ব্বজ্ঞান-ক্রিয়াস্বরূপ স্বাতন্ত্র্যকে চৈতন্য এবং ঐ চৈতন্যস্বভাবকে আত্মা কহে। আমি এই শিবসূত্রের আদিবার্ত্তিক কহিলাম। "জ্ঞানই বন্ধ" ইহা শিবের দ্বিতীয় সূত্র। বিশ্বের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান-ক্রিয়াস্বরূপ স্বাতন্ত্র্যকে জ্ঞান কহে। এখানে ভগবান্ শিব, জ্ঞানপদ দ্বারা পশুবর্গের লক্ষণ বলিয়াছেন। এই চৈতন্য ও জ্ঞান, মায়াশক্তির প্রথম চেষ্টা স্বরূপ। শ্বেতাশ্বতর শাখায় এই মায়াশক্তিই স্বাভাবিক জ্ঞানবল-ক্রিয়ারূপে বর্ণিত আছে। ১১৫—১২৯। জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছা, এই তিনটী শম্ভুর দৃষ্টি। উক্ত দৃষ্টিত্রয় মনোমধ্যে গত হইয়া দেহে প্রবেশ করিলে "করিতেছি ও জানিতেছি" পশুর এইরূপ সর্ব্বদা জ্ঞান হয়। অতএব আত্মার রূপ এই প্রকার প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে প্রণবের সহিত প্রপঞ্চের ঐক্য দেখাইবার জন্য প্রপঞ্চের অর্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সনাতন বেদে উক্ত আছে যে, "এই সমস্তই ওঁ" এবং "সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি ক্রমে জগতের সৃষ্টি কীর্ত্তিত আছে। ঐ বেদের তাৎপর্য্য বলিতেছি, শুন;—শিব ও মায়াশক্তির মিলনই পরমাত্মা, ইহা নিশ্চিত আছে। ঐ মায়াশক্তি হইতে চিৎশক্তি, তাহা হইতে আনন্দশক্তি, উহা হইতে ইচ্ছাশক্তি, ঐ ইচ্ছাশক্তি হইতে জ্ঞানশক্তি এবং ঐ জ্ঞানশক্তি হইতে ক্রিয়াশক্তি, এইরূপে এই পঞ্চশক্তি উদ্ভূত হয়। হে মুনে!

এই পাঁচ শক্তি হইতে নিবৃত্তিপ্রভৃতি কলার উৎপত্তি হইয়াছে। হে মুনিবর! চিৎ ও আনন্দ-শক্তি হইতে নাদ ও বিন্দু, ইচ্ছাশক্তি হইতে মকার, জ্ঞানশক্তি হইতে উকার এবং ক্রিয়াশক্তি হইতে অকার, এইরূপে বিলোম-ক্রমে প্রণব-বর্ণ উৎপন্ন হয়। আবার উক্ত শিব হইতে ঈশান, তাঁহা হইতে পুরুষ, তাঁহা হইতে অঘোর, তাঁহা হইতে বাম এবং ঐ বাম হইতে সদ্যোজাত আবির্ভূত হন। ঐ অকারাদি মাতৃকা হইতে আটত্রিশ কলার উদ্ভব হয়। ঈশান হইতে শান্ত্যতীতা কলা, পুরুষ হইতে শান্তি, অঘোর হইতে বিদ্যা, বাম হইতে প্রতিষ্ঠা এবং সদ্য হইতে নিবৃত্তি নাম্নী কলা সমুৎপন্ন। ঈশান ও চিৎশক্তি, পুরুষ ও আনন্দশক্তি, অঘোর ও ইচ্ছাশক্তি, বাম ও জ্ঞানশক্তি এবং সদ্যোজাত ও ক্রিয়াশক্তি, এই পাঁচটী শিবের মিথুন। ইঁহারাই অনুগ্রহ প্রভৃতি পঞ্চ কার্য্যের কারণস্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হন। হে মুনিবর! কলা ও বর্ণ স্বরূপ এই পঞ্চক বাচ্য বাচক সম্বন্ধ বশতঃ মিথুনভাব প্রাপ্ত হইলে, ঐ মিথুন হইতে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত ক্রমে উৎপন্ন হইল। তজ্জন্যই ঐ আকাশাদি পঞ্চভূতকে ঈশান ও চিৎশক্ত্যাদিময় বলিয়া থাকেন। ১৩০—১৪৩। আকাশের গুণ—শব্দ; বায়ুর—শব্দ ও স্পর্শ; বহ্নির—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস; এবং পৃথিবীর গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। ইহাদিগের মধ্যে যাহা অধিকে বিদ্যমান, তাহা ব্যাপক এবং অল্পে থাকিলে ব্যাপ্য। এই পঞ্চভূতকেই প্রপঞ্চ কহে। এই প্রপঞ্চ সর্বসমষ্টি হইয়া বিরাট্ ও ব্রহ্মাণ্ড নামে কথিত হয়। পৃথিবীতত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত সমুদয় তত্ত্ব শক্তিযুক্ত পরমেশ্বরে লীন করিয়া জীবরূপ বিরাট্ স্বয়ং লয়প্রাপ্ত হন। পুনরায় সৃষ্টিকালে মায়াশক্তি দ্বারা নির্গত হইয়া স্থূল প্রপঞ্চরূপে প্রলয় পর্য্যন্ত সুখে অবস্থান করেন। স্ব-ইচ্ছায় জগৎ-সৃজনে উদ্যত হইলে মহেশ্বরের যে প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাকে শিবতত্ত্ব কহে। সৃষ্টি প্রভৃতি সকল কার্য্যে অনুবৃত্তি বশতঃ এই ইচ্ছাই সেই ইচ্ছাশক্তিতত্ত্ব। হে মুনীশ্বর! জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির মধ্যে জ্ঞানের আধিক্যে সদাশিবতত্ত্ব, ক্রিয়ার উদ্রেকে মহেশ্বরতত্ত্ব এবং উহাদিগের সমপরিমাণকে বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ শিবতত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যখন শিব স্বকীয় অংশস্বরূপ উক্ত তত্ত্বগুলি মায়োৎপন্ন বলিয়া ভেদজ্ঞান করত মায়াবলে নিজ পরমেশ্বরীয় রূপ সংবৃত করিয়া নিখিল পদার্থের সংগ্রাহক হন, তখন তাঁহাকে পুরুষ আখ্যা দিয়া থাকে; তজ্জন্যই "তাহা সৃজন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন" এইরূপ শ্রুতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই ঈশ্বরই সংসার-বদ্ধ মায়ামুক্ত জীব। জগৎ শিব হইতে অভিন্ন, ইহা না জানিলেও এবং আপনাকে তাঁহা হইতে ভিন্ন জানিলেও যেরূপ ঐন্দ্রজালিক ও যোগিপুরুষের ভ্রম ঘটে না, সেইরূপ ইঁহারও মোহ কদাপি হয় না। গুরুর নিকট ঐশ্বর্য্য জানিয়া শিষ্য, জ্ঞানময় শিবরূপী হয়। সর্ব্বকর্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, পূর্ণত্ব, নিত্যত্ব ও ব্যাপকত্ব—শিবের এই পঞ্চশক্তি। সঙ্কোচরূপে নিয়ত প্রতীয়মান হইলেও ইহাদিগের রূপে সূর্য্যও তিরস্কৃত হন। কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি—জীবের এই পঞ্চতত্ত্ব। তন্মধ্যে আংশিক কর্ত্তৃত্বহেতুকে কলা, আংশিক তত্ত্বসাধনকে বিদ্যা ও বিষয়ানুরাগকে রাগ কহে। কালেই প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাব এবং কালই ভাব ও অভাব পদার্থের ক্রমপরিচ্ছেদক, তজ্জন্য ইহাকে পৃথিব্যাদি ভূতের আদি বলিয়া থাকে। "ইহা আমার কর্ত্তব্য, ইহা কর্ত্তব্য নহে" এইরূপ নিয়ামককে নিয়তি কহে। ঐ নিয়তি ঈশ্বরের শক্তি। উহা ত্যাগ করিলে জীবের অধঃপতন হয়। জীবের স্বরূপ আবরণ করে বলিয়া উক্ত কলাদিপঞ্চককে পঞ্চকঞ্চুক ও অন্তরঙ্গসাধন কহে। ১৪৪—১৫৪। বামদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, পুরুষ নিয়তির নিম্নে ও প্রকৃতির উপরে বিদ্যমান, এক্ষণে "সেই পুরুষ মায়াবলে রূপ সঙ্কোচ করিয়া মায়ার নিম্নে রহিয়াছেন" এইরূপ বিপরীত কথা কেন বলিতেছেন? সুব্রহ্মণ্য বলিলেন,—মুনে! ইহা অদ্বৈত শিববেদ; দ্বৈতবাদ কদাপি সহ্য করিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা শিবই স্বয়ং নিজ মায়াবলে রূপ সঙ্কোচ করিয়া পুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই পুরুষই প্রকৃতিস্থ হইয়া কলা প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব-বলে ভোক্তৃরূপে কল্পিত ও ঐ প্রকৃতির গুণ-ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে পুরুষ নিজরূপ সঙ্কোচ করত স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আছেন; সুতরাং ইহাতে কোন বিরোধ রহিল না। জ্ঞানপ্রভৃতির সমষ্টিরূপে পরিণত, সত্ত্বাদিগুণ-সাধ্য, বুদ্ধিপ্রভৃতি ত্রিতয়ের স্বরূপ চিত্তপ্রকৃতিতত্ত্ব; উহা সত্ত্বাদিকারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন গুণ-প্রকৃতি হইতে সম্ভূত। ঐ গুণ হইতে বস্তুগ্রাহিণী-বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত অহঙ্কারের তিন মূর্ত্তি;—জীবন, সংরম্ভ ও গর্ব্ব। সত্ত্বাদি-গুণ-ভেদে ঐ অহঙ্কার আবার তৈজসপ্রভৃতি তিন ভাগে বিভক্ত। তৈজস অহঙ্কার হইতে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় চয় উদ্ভূত হইয়াছে। মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্তি, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ ও আনন্দ ইহাদিগের কার্য্য। ভূতাদিক অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চ-তন্মাত্রের উৎপত্তি। ঐ পঞ্চ-তন্মাত্র হইতে ক্ষিতি, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতির

উদ্গত হইয়াছে। অবকাশ প্রদান, বাহন, পাচন, সংরক্ষ ও ধারণ ইহাদিগের ব্যাপার বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ১৬৫—১৭৯। বামদেব বলিলেন, ভগবন্! যদি অকার—আত্মতত্ত্ব, উকার—বিদ্যাতত্ত্ব, মকার—শিবতত্ত্ব এবং বিন্দু ও নাদ—সমস্ত তত্ত্ব হইল, ইহাদিগের অধিদেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর ও সদাশিব শ্রুতি-প্রসিদ্ধ সাক্ষাৎ শিবের মূর্ত্তি হইলেন এবং তৎপরে সমস্তই তন্মাত্র হইতে সম্ভূত বলিলেন, তবে কেন ভূতসৃষ্টি কলাদি হইতে হইয়াছে, পূর্ব্বে বলিয়াছেন? হে প্রভো! এবিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ আছে, ভঞ্জন করুন। সুব্রহ্মণ্য বলিলেন,—মুনে! ঐ সদাশিব হইতে ভূতসৃষ্টির বর্ণনাক্রমে যে পঞ্চভূত স্থূল প্রপঞ্চরূপে কলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সে সকলই ভূতনাথ শিবের শরীর। শিবতত্ত্ব হইতে পৃথ্বীতত্ত্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় তত্ত্বের উৎপত্তি, তন্মাত্র হইতে ক্রমে ক্রমে হইয়াছে বলিয়া জানিবে। হে ব্রহ্মজ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! তন্মাত্র ও কলা উভয়েই ভূতপঞ্চকের উৎপাদক বলিয়া উভয়েই এক, এ উভয়ে কোন পার্থক্য নাই জানিও। এই স্থূলপঞ্চাত্মক বিশ্বে চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণ, নক্ষত্রমণ্ডল, অপরাপর জ্যোতিঃ-পদার্থ, ব্রহ্ম-বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা, ভূতজাতি, ইন্দ্রাদি দিক্‌পালবর্গ, পিতৃ, দেব, দৈত্য, রাক্ষস, মানুষ, তদ্ভিন্ন যাবতীয় জঙ্গম পশু, পক্ষী, কীট, পন্নগ, তরু, গুল্ম, লতা, ওষধি, সুমেরুপ্রভৃতি বিখ্যাত অষ্টপর্ব্বত, গঙ্গাদি পুণ্যানদী, সপ্তসাগর, মহর্ষি এবং অন্যান্য যাবতীয় বস্তুজাত উহা হইতে উৎপন্ন হইয়া উহাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। শক্তি ও শিবময় স্ত্রী-পুরুষরূপী এই বিশ্ব, ভবাদৃশ শিবতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের সর্ব্বথা উপাস্য। হে মুনে! শ্রুতিতে কথিত আছে,—'সমস্তই ব্রহ্ম ও সমস্তই রুদ্র এই জ্ঞানে উপাসনা কর্ত্তব্য'; অতএব ভগবান্ সদাশিব এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চস্বরূপ। অষ্টত্রিংশৎ কলান্যাসে যাঁহার সামর্থ্য, সেই শিবই একমাত্র বিরাজমান এবং 'তাঁহাতে ও আমাতে ভেদ নাই' এইরূপ বোধ হইলে প্রপঞ্চ, দেবতা, যন্ত্র ও মন্ত্রস্বরূপী গুরু শিবরূপে গণ্য হন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ গুরুর কৃপায় নিখিল বন্ধন উৎপাটিত হইলে শিবপদাসক্ত শিষ্য সর্ব্বত্র পূজ্য হইয়া থাকেন। এই বিশ্বে যে যে বস্তু আছে, সেই সমস্ত বস্তুও তাহাদিগের এক একটী প্রধানতঃ গুণসম্পর্কে প্রণবের অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে; ইহা সাক্ষাৎ শিবের উক্তি,—রাগাদিদোষ শূন্য ও বেদের সার। হে মুনে! যদি কোনও দেবতা, কি সিদ্ধ, কি গন্ধর্ব্ব বা মনুষ্য মদমত্ত হইয়া ইহা অন্যথা ভাবে, তাহা হইলে শত্রুগণের পক্ষে কালাগ্নিতুল্য এই শক্তি দ্বারা আমি সেই দুরাত্মার মস্তক ছেদন করিব। হে মুনে! তুমি সাক্ষাৎ শিবাদ্বৈত-জ্ঞানের নিধি। তোমার কটাক্ষপাতে জীব, জীবের মধ্যে প্রধানই হইয়া থাকে। অতএব তোমার নিকট এই শ্রুতি গুহ্য কথা কথিত হইল; তুমিও শ্রদ্ধালু ও ভক্তজনকে ইহা উপদেশ দিয়া পরমেশ্বরে সকলকে লীন করিয়া লোকরক্ষাহেতু বিচরণ করত অক্ষয় সুখলাভ কর। সূত বলিলেন,—তখন সেই মুনি সুব্রহ্মণ্য ষড়ানন-কথিত বেদান্তনিষ্ঠ অদ্ভুত মত শ্রবণ করিয়া ভূতলে বারংবার দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের পাদপদ্ম-বিহারী ভৃঙ্গায়মাণ হইলেন। ১৮০-২০২।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

বামদেব বলিলেন, হে সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সুধাসাগর ভগবন্ ষড়ানন! যাহার বলে জীবগণের ভোগ মোক্ষ প্রভৃতি সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে, বিশুদ্ধাত্মা যতিগণের কিরূপে সেই গুরুত্ব ঘটিল? কারণ, পরম্পরাগত সম্প্রদায়-জ্ঞান ব্যতিরেকে কাহারও গুরুত্ব (উপদেশে অধিকার) হয় না। আর এই ক্ষৌর-কর্ম্ম ও স্নানই বা কিরূপ, বলুন। শ্রীসুব্রহ্মণ্য কহিলেন, হে মুনে! গুরুত্ব লাভের নিদানভূত যোগপট্ট (যোগাসন) বিষয়ক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে শুভদিনে পঞ্চমী বা পূর্ণিমা তিথিতে শিষ্য প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্নানপূর্ব্বক সংযত-চিত্তে আসনশুদ্ধি করিয়া বস্ত্র দ্বারা গাত্রমার্জ্জনা করত দ্বিগুণ ডোর কৌপীন বন্ধন-পূর্ব্বক উত্তরীয় ও অধোবাস পরিধান করিবে। পরে পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক বারদ্বয় আচমন করিয়া সদ্য আদি মন্ত্রে ভস্ম গ্রহণ করত উদ্ধূলনপ্রণালী ক্রমে তাহা ধারণ করিবে। তৎপরে গুরুদেব কর্ত্তৃক ধৃতহস্ত হইয়া সুচারু-মণ্ডপে গুরুপ্রদত্ত চেলাজিন-কুশোত্তর আসনে পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করিয়া থাকিবে। অনন্তর গুরুদেব সাধার শঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা তাহা শোধন করত আত্মাভিমুখে স্থাপন করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক অস্ত্র ও কবচ মন্ত্রে শোধিত জল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া ষড়ঙ্গোক্ত ক্রমে পূর্ব্ববৎ পূজা করত সপ্তবার প্রণব দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুনর্ব্বার অর্চ্চনা করত ধূপ ও দীপ দেখাইয়া অস্ত্রমন্ত্রে রক্ষা ও কবচ-মন্ত্রে অবগুণ্ঠন পূর্ব্বক ধেনুমুদ্রা ও শঙ্খমুদ্রা দেখাইবেন। ১—১৩। শঙ্খের দক্ষিণভাগে মণ্ডল রচনা করিবেন। তাহাকে বিশেষার্ঘ্যোক্ত বিধিক্রমে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া তন্মধ্যে সূত্রবেষ্টিত শুদ্ধ সুগন্ধি জলপূর্ণ পঞ্চপল্লব, পঞ্চমৃত্তিকা ও পঞ্চত্বক্ মিশ্রিত শোধিত সাধার শুদ্ধ ঘট স্থাপন পূর্ব্বক বস্ত্র, আম্র, পল্লব, নারিকেল ও পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তন্মধ্যে ইন্দ্রনীল, মাণিক্য, সুবর্ণ, প্রবাল, ও গোমেদ এই পঞ্চরত্ন অথবা তদভাবে কেবলমাত্র সুবর্ণ

নিক্ষেপ করিবেন। আদিতে "ন্ ম্ন্ স্ক্ম্" ও অন্তে "য়ম্" এই পদদ্বয় প্রয়োগ করিয়া আধারশক্তি প্রভৃতির পূজা করিবেন। তৎপরে আবরণদেবতার সহিত ভগবান্ শম্ভুকে আবাহন পূর্ব্বক পূজা করত পূর্ব্ববৎ পায়সান্ন ও তাম্বূলাদি নিবেদন করিয়া সর্ব্বপ্রভৃতি নামাষ্টকের অর্চ্চনান্তে উক্ত স্থাপিত ঘটকে অষ্টোত্তর শত প্রণবোচ্চারণে অভিমন্ত্রিত করিয়া, পঞ্চব্রহ্মের সহিত সদ্যপ্রভৃতি ঈশ পর্য্যন্ত দেবতা তাহাতে পূজা পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্রে রক্ষা ও কবচমন্ত্রে অবগুণ্ঠন করত ধূপ, দীপ, ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক দর্ভ দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন করিয়া মণ্ডপের ঈশানদিকে চতুরস্র কল্পনা করিবে। তদুপরি আসন কল্পনা করিয়া তাহাতে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া পূর্ণকুম্ভ তুলিয়া গুরুদেব স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ ক্রমে শিষ্যের মস্তকে সাতবার প্রণব উচ্চারণ করিয়া পঞ্চবেদমন্ত্রে অভিষেক করিবেন। তৎপরে শঙ্খজলে বেষ্টন পূর্ব্বক চরু ও দীপ দেখাইবেন। অনন্তর শিষ্য বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করত নূতন ডোর-কৌপীন ও বস্ত্রযুগল পরিধান পূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালন করিয়া বারদ্বয় আচমনান্তে ভস্ম ধারণ করিবে। তখন গুরুদেব তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক মণ্ডপ-মধ্যস্থিত আসনে উপবেশন করাইয়া আত্মজ্ঞানাভিলাষী পূর্ব্বাভিমুখে সুখাসীন শিষ্যকে "তোমার আত্মা নির্ম্মল হউক" এই কথা বলিবেন। ১৪—২৮। গুরুদেব আপনাকে পরিপূর্ণ শিবজ্ঞান করিবেন। তৎপরে সমাবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্তকাল একাগ্রচিত্তে থাকিয়া পরে নেত্র উন্মীলন করিয়া শিষ্যকে স্থিরভাবে দর্শন করত ভস্মলিপ্ত নিজ হস্ত তদীয় মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণকর্ণে "হংসঃ সোঽহম্" এই মন্ত্র স্পষ্ট উপদেশ করিয়া বলিবেন যে, উক্ত মন্ত্রের প্রথম "হং" পদের অর্থ—শক্তিস্বরূপ ও "সঃ" পদের অর্থ—স্বয়ং শিব ; "সেই শক্তিরূপী শিবই আমি" এইরূপ নিজ আত্মাকে ভাবনা কর। "য ইত্যেবঃ" এই মন্ত্রের অর্থ উপদেশ দিয়া গুরুদেব অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের অর্থতাৎপর্য্য আদর-পূর্ব্বক বলিবেন। হে ব্রহ্মস্বরূপিন্! আমি তোমাকে কতিপয় শ্রুতিবাক্য বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। শ্রুতিবাক্য যথা,—(১) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, (২) অহং ব্রহ্মাস্মি (৩) তত্ত্বমসি, (৪) অয়মাত্মা ব্রহ্ম, (৫) ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং, (৬) প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা, (৭) যদেবেহ তদমুত্র তদন্বিহ, (৮) অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি, (৯) এষ তথাত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ, (১০) স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ, (১১) অহমস্মি পরংব্রহ্ম পরাপরপরাৎপরং। বেদশাস্ত্রগুরূণাং তু স্বয়মানন্দলক্ষণং, (১২) সর্ব্বভূতস্থিতং ব্রহ্ম তদেবাহং ন সংশয়ঃ। তত্ত্বস্য প্রাণোঽহমস্মি পৃথিব্যাঃ প্রাণোঽহমস্মি, (১৩) অপাং চ প্রাণোঽহমস্মি তেজসশ্চ প্রাণোঽহমস্মি। বায়োশ্চ প্রাণোঽহমস্মি আকাশস্য প্রাণোঽহমস্মি, (১৪) ত্রিগুণস্য প্রাণোঽহমস্মি, (১৫) সর্ব্বোঽহং সর্ব্বাত্মকোঽহং সংসারী যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং। যদ্বর্ত্তমানং সর্ব্বাত্মকত্বাদদ্বিতীয়োঽহং, (১৬) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বেঽহং বিমুক্তোঽহং, এবং (১৭) যে হংসৌ সোঽহং হংসঃ সোঽহম্ ইত্যাদি বাক্যগুলি গুরুদেব তাহাকে সর্ব্বদা অধ্যয়ন করাইবেন। ২৯—৩৭। ১ম বাক্যের অর্থ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ২য় বাক্যস্থ "অহং" পদের অর্থ—শক্তিরূপী পরমেশ্বর ; কারণ, সর্ব্ববর্ণশ্রেষ্ঠ অকার শব্দের অর্থ—প্রকাশরূপী পরম শিব ও হকার শব্দের অর্থ—সর্ব্বকারণভূতা শক্তি ; এই শিব ও শক্তির সংযোগে সততই আনন্দ উদিত হয় এবং উক্ত বাক্যে ব্রহ্মপদ থাকায় শিব ও শক্তির সর্ব্বস্বরূপতা পরিস্ফুট হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ৩য় বাক্যের অর্থ—"আমি সেই পরমাত্মা" এইরূপ ভাবনা করিবে ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ; "তত্ত্বমসি" এই বাক্যস্থিত তৎপদের অর্থ—শক্তিরূপী শিব। অন্যথা মূলবাক্যে শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত অভেদভাবনা বোধ হইতেছে, কিন্তু বিবরণ-বাক্যে শক্ত্যাত্মক শিবের সহিত অভেদভাবনা উপদিষ্ট হইতেছে ; অতএব ভিন্নার্থের সম্ভাবনা হইতে পারে, আর "অহং" পুংলিঙ্গ ও "তৎ" ক্লীবলিঙ্গ, সুতরাং পরস্পরের বিরোধ বশতঃ উভয়ের অন্বয় হইতে পারে না এবং স্ত্রীপুরুষরূপী জগতের উপাদান-কারণ কার্য্য হইতে বিভিন্ন হইয়া যায় ; অতএব "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের আদিতে যে "সঃ" এই পদ আছে, তাহা লইয়া শক্ত্যাত্মক ব্রহ্মরূপী তুমি হইতেছ, এইরূপ উপদেশগত অর্থ ভাবনা করিবে। (৪) "অয়মাত্মা" এই বাক্যে কোন আশঙ্কা নাই, কারণ, দুইটী পদই ইহাতে পুংরূপী আছে। ৫ম বাক্যের অর্থ—এই জগৎ ঈশ্বরের রক্ষণীয়। ৬ষ্ঠ বাক্যের অর্থ—আমি সেই প্রজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাণপদার্থ। ৭ম বাক্যের অর্থ—যিনি কার্য্য ও কারণ-উপাধি সমন্বিত চৈতন্য,—অবিবেকিগণের পক্ষে সংসারী বলিয়া আভাসমান ; তিনিই কেবলমাত্র কারণোপাধিক, ইহা ভাবনা করিবে ; কারণ, পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, যিনিই কার্য্যোপাধি জীব, তিনিই কারণোপাধি ঈশ্বর ; তাহা হইলে পুরুষই পণ্ডিতগণের অভিমত উহার অর্থ। ৮ম বাক্যের অর্থ—তিনি কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্। কিন্তু হে মুনে! এতাদৃশ অর্থ করিলে ভেদজ্ঞান উপস্থিত হয়, অতএব মোক্ষফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং যাহা সদর্থ, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৮—৪৮। এই বাক্যে "বিদিত" শব্দের অর্থ—অযথাবিদিত ও "অবিদিত" শব্দের অর্থ—অপূর্ব্ববিদিত ; তিনি তদুভয় হইতে ভিন্ন; সুতরাং ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইল, ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে গোলযোগ থাকিল না। ৯ম বাক্যের অর্থ—এই তোমার অন্তর্যামী নিত্য আত্মাই সাক্ষাৎ শিবরূপী। ১০ম বাক্যের অর্থ—যে শম্ভু, পুরুষে অবস্থিত, তিনিই আদিত্যমণ্ডলে

অবস্থান করিতেছেন, কোন পার্থক্য নাই—উপাধিগত ভেদ মাত্র কথিত হয়, তাঁহাকেই শ্রুতি সকল হিরণ্ময় বলিয়া বর্ণনা করে; "হিরণ্যবাহু" তদীয় সর্ব্বাঙ্গের উপলক্ষণ মাত্র, নতুবা তিনি হিরণ্যপতি কদাচ হইতে পারেন না। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে যে, আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, নখ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত হিরণ্ময় যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিই ভক্ত কল্যাণকারী সাক্ষাৎ শিব। ১১শ বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছি, শ্রবণ কর।. "অহং" পদের অর্থ—শক্তিরূপী শিব কথিত হইয়াছে। "তিনিই আমি"—এইরূপ বাক্যার্থ যোজনা করিবে। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বাত্মা। শ্রুতিতে "পর". "অপর" ও "পরাৎপর" শব্দের অর্থ—রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কথিত আছে, তিনি তাঁহাদিগের হইতে পরম দেব, ইহা পরশব্দে বুঝাইতেছে। বেদশাস্ত্র-গুরুর বাক্যাভ্যাসে শিষ্যের হৃদয়ে পূর্ণানন্দময় শম্ভু প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। ১২, ১৩ ও ১৪শ বাক্যের অর্থ—আমিই সেই সর্ব্বভূতস্থিত শম্ভু, ইহাতে সংশয় নাই ৪৯—৬০। আমিই মহদাদি-নিখিল-তত্ত্বের প্রাণস্বরূপ সেই সাক্ষাৎ শিব, আমিই সেই পৃথিবীর প্রাণ, জলের জীবন, তেজের প্রাণ, বায়ুর প্রাণ, আকাশের প্রাণ ও ত্রিগুণের প্রাণ। হে মুনে! এ স্থলে পৃথিবী হইতে গুণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করায় সমস্ত আত্মতত্ত্ব সংগৃহীত হইল জানিবে। (১৫) পুনর্ব্বার সর্ব্বপদের উল্লেখ থাকায়, আমিই সেই বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের প্রাণ, আমি সর্ব্ব ও সর্ব্বাত্মক, আমিই সর্ব্বদা জীবের অন্তর্যামী বলিয়া সেই জীব; যাহা অতীত, ভাবী ও বর্ত্তমান, সে সমস্তই আমি, সমস্তই আমার স্বরূপ বলিয়া আমি সর্ব্ব। হে মুনে! সাক্ষাৎ শিব-মুখ নিঃসৃত শ্রুতি বলিতেছে,—"সমস্তই রুদ্র।" এই সমস্ত পরমগুণের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ থাকায় ও আমা হইতে পৃথক্ আত্মা না থাকায় আমিই অদ্বিতীয়। (১৬) এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। এই বাক্যের অর্থ পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি সর্ব্বপদার্থ স্বরূপ পূর্ণ ও আমি নিত্য-মুক্ত; কারণ, জীবগণ আমার প্রসাদে মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। (১৭) যিনি সর্ব্বাত্মক শম্ভু, তিনিই আমি এবং যিনি শক্তিরূপী শিব নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই আমি। জীবগণের সাক্ষাৎ শিবভাব-প্রদ ঈদৃশ শিববাক্য ও শ্রুতিবাক্যে উপদিষ্ট অর্থ, গুরুদেব সাদরে শিষ্যকে উপদেশ দিয়া অস্ত্র-মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সাধার শঙ্খগ্রহণ, তদ্ম শোধন ও শিষ্যের পুরোভাগে চতুরস্র-মণ্ডলে স্থাপন করিয়া প্রণবমন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা, অস্ত্র-মন্ত্রে শোধিত সুবাসিত জল পূরণ, প্রণব-মন্ত্রে পূজা ও সপ্তবার প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই জল পূত করিয়া, "যদি কোন উপাসক 'ইহার অন্তরে ছিদ্র আছে' এইরূপ বোধ করে, তাহা হইলে ভীতিভাজন হয়—শ্রুতিতে এই কথা উক্ত আছে; অতএব তুমি আত্মাকে দৃঢ় করিয়া ভীতিশূন্য হও" এই কথা বলিয়া শিষ্যকে সাক্ষাৎ দেবতা বোধ করিয়া অর্চ্চনা করিবে। ৬১—৭৩। প্রথমে শিষ্যের আসনপূজা; শিবাসন-কল্পনা; শিবমূর্ত্তি ভাবনা; শিষ্যের মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্য ও পাদদেশে পঞ্চব্রহ্মবিন্যাস; মস্তক ও মুখ সংক্রান্ত কলাবিশেষ দ্বারা প্রণবের অষ্টত্রিংশৎ মন্ত্ররূপ কলা, শিষ্যের মস্তকে শিবের আবাহন পূর্ব্বক তদীয় দেহে বিন্যাস; মুদ্রাপ্রদর্শন; সর্ব্বজ্ঞানি ইত্যাদি মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস; আসনাদি ষোড়শ উপচার কল্পনা; প্রণব ও স্বাহা মন্ত্রে নৈবেদ্য, পায়সান্ন, গণ্ডূষ, আচমন, অর্ঘ্যাদি ধূপদীপ পর্য্যন্ত যথাক্রমে নিবেদন ও পূর্ব্বোক্ত নামাষ্টক পূজা করিয়া "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি" ইত্যাদি 'ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ" ইত্যাদি এবং "যো দেবানাং" ইত্যাদি "পরঃ স মহেশ্বরঃ" ইত্যন্ত পাঠ করিবেন। তৎপরে কহ্লারাদি পুষ্প-রচিত মনোহর গন্ধাঢ্য, গুল্ফদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান মালা লইয়া শিবনির্ম্মিত পঞ্চবক্ত্রস্বরূপ-প্রতিপাদক শাস্ত্রস্থিত সিদ্ধিস্কন্ধ "খ্যাতিঃ পূর্ণাহম্" ইত্যন্ত পাঠ করিয়া শিষ্যের কণ্ঠে অর্পণ করিবেন। পরে নিজ সম্প্রদায়ানুযায়িক শ্রীপাদ-সংজ্ঞক তিলক ও চন্দন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিয়া দিবেন। অনন্তর ছত্র, পাদুকা, দূর্ব্বারচনার ব্যবস্থা, শিবমন্ত্রাদির ব্যাখ্যাকর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মারম্ভে গুরুর আসন-পরিগ্রহ-ভার প্রদান করিবেন। গুরুদেব এইরূপে শিবরূপী সেই শিষ্যকে অনুগৃহীত করিয়া "আমিই সাক্ষাৎ শিব" ইহা সমাধিস্থ হইয়া সর্ব্বদা ভাবিবে, এই কথা তাহাকে বলিয়া স্বয়ং নমস্কার করিবেন। তৎপরে অপর লোকে তাঁহাকে সম্প্রদায়-বিধিমত প্রণাম করিবে। তখন শিষ্য উত্থানপূর্ব্বক নিজগুরু, গুরুর গুরু ও নিজ গুরুর শিষ্য-দিগকে নমস্কার করিবে। এইরূপে শিষ্য নমস্কার করিলে গুরুদেব স্বয়ং তাহাকে বলিবেন,—অদ্য প্রভৃতি তুমি লোকের অনুগ্রহে রত হও, সংবৎসর পরীক্ষা করিয়া যথা-বিধি শিষ্য কর, রাগাদিদোষ ত্যাগ পূর্ব্বক শিবধ্যানপরায়ণ হও, সৎসঙ্গ কর, অসৎসঙ্গ করিও না, শিবপূজা না করিয়া প্রাণান্তে ভোজন করিও না এবং গুরুভক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক সুখী হও। এতাদৃশ উপদেশ প্রদান করিয়া গুরুদেব শিষ্যকে নিজ তুল্য আচরণ করিবেন। ৭৪—৯১। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই তোমাকে যোগপট্ট-বিধি বলিলাম। এই বলিয়া ষড়ানন তাঁহাকে যতির পরম পাবন ক্ষৌর ও স্নানবিধি-ক্রম বলিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে শিষ্য, গুরুকে সবিশেষ প্রণাম করিয়া তদীয় অনুমতি ক্রমে মস্তক প্রক্ষালন ও আচমন পূর্ব্বক সযত্নে ক্ষৌর-কার্য্য করিবে। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বস্ত্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বস্থাপিত জল-প্রোক্ষিত ক্ষুরাদি ও "হস্তদ্বয়ে মৃত্তিকা লেপন করিয়া প্রক্ষালন কর" ক্ষৌর-কারকে এই কথা বলিয়া তাহাকে মৃত্তিকা প্রদান করিবে। "শিবং শিবং" এই কথা উচ্চারণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা

দ্বারা অভিমন্ত্রিত নিজ নেত্রদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্র দ্বারা উন্মীলন ও ক্ষুরাদি ক্ষৌরসাধন অস্ত্র দর্শন করত দ্বাদশবার অস্ত্রমন্ত্রে অভিমন্ত্রণ ও তন্মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে প্রণব মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ক্ষুর গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ ভাগের কতিপয় কেশ ছেদন করত ক্ষৌরকার সমস্ত কেশ ছেদন করিবে। সেই উপ্ত কেশগুলি পত্রোপরি স্থাপন করিবে, মৃত্তিকায় রাখিবে না। তৎপরে শ্মশ্রু ও হস্ত-পাদস্থিত নখ কর্ত্তন করিয়া দিবে। অনন্তর শিষ্য বিল্ব, অশ্বত্থ ও তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষের মূলস্থিত মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক দ্বাদশবার জলে নিমজ্জন করত তীরে উঠিয়া উপবেশন করিবে। পরে সেই মৃত্তিকা বিশুদ্ধ স্থানে রাখিয়া তিনভাগ করিয়া, আবার তাহার একভাগকে তিনভাগ করত অস্ত্রমন্ত্রে প্রোক্ষণ ও অভিমন্ত্রণ করিবে। তন্মধ্য হইতে একভাগ মৃত্তিকা লইয়া অন্য হস্তে খণ্ডন, দ্বাদশ বার করদ্বয়ে লেপন ও প্রত্যেক বার বারি দ্বারা প্রক্ষালন করিবে। পুনরায় একভাগ লইয়া পাদদ্বয়ে ও অপর ভাগ লইয়া মুখে করদ্বয়োক্ত প্রণালীক্রমে লেপন ও জল দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক পুনরায় জলে নিমজ্জন করিবে। পরে অন্য একভাগ মৃত্তিকা লইয়া মুখ পর্য্যন্ত মস্তকে দ্বাদশ বার লেপন ও পুনঃপুনঃ নিমজ্জন করিয়া তীরে উঠিয়া ষোড়শ গণ্ডূষ দান, দ্বি-বার আচমন ও প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক অষ্টবার প্রাণায়াম করত অন্য একভাগ মৃত্তিকাকে তিনভাগে বিভক্ত করিবে। ৯২—১০৫। তাহার একভাগ দ্বারা কটিশৌচ ও পাদশৌচ বিধান পূর্ব্বক প্রণব-মন্ত্রে বারদ্বয় আচমন, বাগ্‌যত হইয়া ছয়বার প্রাণায়াম, পুনরায় অন্য মৃত্তিকা গ্রহণ, নিজ উরুদেশে তিনভাগ করিয়া বিন্যাস, প্রণব দ্বারা প্রোক্ষণ ও তাহা দ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রণ করিবে। তাহার একভাগ দ্বারা নিজ পাণিতলদ্বয়ে তিনবার লেপন, সূর্য্যদর্শন, অন্য একভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যত্যস্ত-পাণি দ্বারা মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত লেপন ও তৃতীয় ভাগ গ্রহণ করত উত্থান করিয়া দণ্ড লইয়া শিব ও গুরুগণকে স্মরণ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে তিনবার এবং পঞ্চাঙ্গে একবার প্রণাম করিবে; পরে উঠিয়া বন্দনা করিবে। অনন্তর তীর্থে প্রবেশ পূর্ব্বক তন্মধ্যে নিমগ্ন ও তৎপরে উন্মগ্ন হইয়া সেই মৃত্তিকা স্কন্ধে স্থাপন করত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লেপন করিয়া অবশিষ্টাংশ লইয়া জলমধ্যে মিশ্রণ করিবে। পরে তিনবার প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নান করত শিব-পাদপদ্ম-স্মরণান্তে দ্বাদশবার ওঙ্কার-মন্ত্রে শঙ্খমুদ্রা দ্বারা অভিষেক, তীরে আগমন, মৃত্তিকা দ্বারা করপাদদ্বয় শোধন, পুনরায় করশোধন, প্রণবস্মরণ পূর্ব্বক বারদ্বয় আচমন, অঙ্গোপমার্জ্জন, ভস্মস্নান, ত্রিপুণ্ড্র বিধান ও মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপন করিয়া গুরু ও তীর্থ বন্দনা করিবে। তদনন্তর মহেশ্বরকে প্রণাম পূর্ব্বক পঞ্চাবরণক্রমে কল্পিত মণ্ডলে পরমেশানের পূজান্তে যথোচিত ভিক্ষা করিবে; কিন্তু দূষিত লোকের অন্ন গ্রহণ করিবে না। হে মুনে! এই তোমাকে ক্ষৌর ও স্নানের ক্রম বলিলাম, এক্ষণে কি শুনিতে ইচ্ছা কর—বল। ১০৬—১১৭।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

বামদেব বলিলেন, মুক্ত যতিগণের শবদাহ নাই, কিন্তু তাঁহাদিগকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে হয়, সেই কর্ম্মের বিধি আপনি আমাকে বলুন। সম্পূর্ণ অহন্তাব অর্থাৎ পরমাত্মা পরমেশ্বরের সহিত একাত্মতা হইয়া যাহারা দেহরূপ পঞ্জর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এবং যাহারা উপাসনা-মার্গ আশ্রয় করিয়া, দেহ হইতে মুক্ত হইয়া মহাস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, হে ভগবন্! তাহাদের গতি কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন, বামদেবের কথা শুনিয়া সেই শক্তিধারী দৈত্যঘাতী সুব্রহ্মণ্য, সাক্ষাৎ মহাদেবের মুখ হইতে ঋভু নামক শিবযোগ-বিশেষ যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা সেই মুনিকে বলিলেন। হে মুনে! ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ পিনাকী সাক্ষাৎ মহাদেব, ঋভু নামক শিবযোগবিশেষের নিকট যে গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! অদ্য আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিব; ইহা যে-কোন ব্যক্তির নিকট কীর্ত্তন করিও না। যদি কোন মহাধীর যতি সমাধিস্থ হইয়া স্বকীয় দেহকে শিবভাবে ধারণ করে, তাহা হইলে সে-ই সম্পূর্ণ শিবত্বলাভ করিতে সমর্থ হয়। যে, চিত্তের অধৈর্য্য হেতু সমাধি লাভ করিতে অক্ষম, সে বেদান্ত-কথিত জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার স্বরূপরূপ পদার্থত্রয়ের জ্ঞান-নির্ব্বাহক যোগের বিষয় গুরুমুখে শ্রবণ এবং যমাদি অভ্যাস করিয়া প্রণবাসক্ত-চিত্তে নিত্য শিবের ধ্যানে রত হইবে। হে মুনে! ঐরূপ ব্যক্তি যদি শরীরের দৌর্ব্বল্য জন্য অধৈর্য্য-হেতু শরীর পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য সদাশিবের অনুগ্রহ বশতঃ নন্দীকর্ত্তৃক আতিবাহিক-রূপিণী * পাঁচ প্রকারে বিশ্রুতা দেবতা প্রেরিত হন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অগ্ন্যভিমানিনী, কেহ কেহ তেজোমাত্রাভিমানিনী, কেহ কেহ অহন্ অর্থাৎ দিবাভিমানিনী; কেহ কেহ শুক্লপক্ষাভিমানিনী, আর কেহ কেহ উত্তরায়ণাভিমানিনী, ইহারা সকলেই অনুগ্রহ করিতে উৎসুক। ১—১১। ইহাদের মধ্যে ধূম্রবর্ণা কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দক্ষিণায়নরূপা তমস্বিনী রাত্রিগণ, কর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপরদিগকে গ্রহণ

---

* প্রাণ-বিয়োগের পর পিণ্ডীভূত ইন্দ্রিয় সকলকে যাহারা বহন করে, তাহাদিগকে আতিবাহিক বলে।

করিয়া স্বর্গে গমন করে। ঐ সকল লোক, পুণ্যক্ষয় হইলে, পুনর্ব্বার পূর্ব্বজন্মের মত মানুষ লোক প্রাপ্ত হয়। ঐ আতিবাহিক-রূপিণীগণ ভূতল হইতে অগ্ন্যাদিক্রমে পাঁচ প্রকার পথ বিভাগ করিয়া যতিদিগকে লইয়া সদাশিব পদে উপস্থাপিত করে এবং তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া কেবল অনুগ্রহ-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া সেই দেবদেবের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করে। দেবদেব সদাশিব সেই যতি-পুরুষকে সমাগত দেখিয়া যদি তাহাকে বিরক্ত বোধ করেন তাহা হইলে মহামন্ত্রের তাৎপর্য্য উপদেশ করিয়া তাহাকে মৃগ, টঙ্ক, ত্রিশূলাগ্র্য এবং বরপ্রদানে বিভূষিত; ত্রিনেত্র, চন্দ্রকলা ও গঙ্গাজলে সমুজ্জ্বল; জটাধর এবং আত্মতুল্য শরীর-সম্পন্ন করত গণাধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়া সর্ব্বত্রগামী * সর্ব্ববিধ কামপ্রদ একটী শ্রেষ্ঠ বিমান প্রদান করেন। আর যদি ঐ যতি অবিরক্ত হন, তাহা হইলে তাহাকেও এই প্রকার ব্যবহারের পর রুদ্র-কন্যা-সমাবৃত, নৃত্যগীত ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যধ্বনিতে মনোহর, কোটিসূর্য্য-সমপ্রভ এবং কোটিচন্দ্রের তুল্য শীতল, মনের ন্যায় বেগশালী, সর্ব্বত্র গমনশীল একটী বিমান দান করিয়া, তাহার ভোগবৃত্তি চরিতার্থ হইলে তাহারও ভোগবিষয়ক কৌতূহলের ক্ষয়সাধন করেন; পরে পরমেশ্বর তাহাকে প্রকৃত্যাদি অতি দুর্গমকান্তার-দহনেচ্ছুদিগের পক্ষে প্রলয়ানল-সমপ্রভ তীব্রতর-শক্তিযুক্ত করিয়া, "আমি সম্পূর্ণরূপে শম্ভুস্বরূপ হইয়াছি" ইত্যাকার মহামন্ত্রের তাৎপর্য্য এবং স্থির-সমাধি শিক্ষা দিয়া, সেই জগদ্গুরু স্বকীয় দাস্য হইতে সম্ভূত, সূর্য্যাদির কর্ম্ম করিতে সমর্থ অপ্রতিহত-সিদ্ধির সহিত ব্রহ্মার আয়ুঃক্ষয়েও পুনরাবৃত্তি বর্জ্জিত পরমা মুক্তি প্রদান করেন। অতএব এই পদই সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যের সমষ্টিস্বরূপ এবং বেদান্তশাস্ত্রে ইহা প্রধান মুক্তিমার্গ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। ১২—২৭। যখন কোন যতি মুমূর্ষ-দশা প্রাপ্ত ও অবশেন্দ্রিয় হইয়া পড়েন, তৎকালে সৎ-সম্প্রদায়ী যতিগণ তাঁহার চারিদিকে অবস্থিত হইয়া সমাহিতচিত্তে যথাক্রমে প্রণবাদি-বাক্য এবং তাহাদের তাৎপর্য্য-উপদেশ করিয়া সেই মুমূর্ষুর প্রাণ নির্গম পর্য্যন্ত আপনাদের অনুরূপ উপদেশ-বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে থাকেন; এইরূপ অনুষ্ঠান সংস্কারই 'ক্রম' নামে অভিহিত হয়। যাহারা সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাদেবের শরণাগত হয়, তাহাদের শরীর-সংস্কার না হইলেও দুর্গতি লাভ হয় না। যদি কোন রাজাও তাহাদের দেহ দূষিত করে, তাহা হইলে তাহার রাজ্য বিনষ্ট হয় এবং সেই রাজ্যবাসী প্রজাগণ অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সেই দোষ-পরিহারের নিমিত্ত "নমো হিরণ্যায় চ" ইত্যাদি বাক্য জপ করত অন্তে ওঙ্কারের জপ করিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। ঐ যতির যদি গৃহস্থাশ্রমের পুত্রাদি থাকে, তাহা হইলে ঐ মৃত-দেহে অভ্যঙ্গ লেপনপূর্ব্বক তাহা স্নাপন করিয়া জল দ্বারা পরিশুদ্ধ এবং কুসুমাদি দ্বারা অর্চ্চিত করিয়া যথাবিধি উত্তমরূপ সংস্কার করিবে। সম্মুখে শঙ্খ স্থাপন করিয়া যথাক্রমে শ্রীরুদ্র-চমকদ্বয় এবং রুদ্রসূক্ত পাঠে সেই জল দ্বারা অভিষিক্ত করিবে। তাহার মস্তকে পুষ্প স্থাপনপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক উহা দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া পূর্ব্ব-কৌপীন পরিত্যাগ করাইয়া অন্য নূতন কৌপীন পরাইবে। যথোক্ত বিধানে ভস্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া চন্দন দ্বারা যথাবিধানে ত্রিপুণ্ড্র তিলক রচনা করিয়া এবং তাহার উরঃ, কণ্ঠ, শিরঃ, বাহু, প্রকোষ্ঠ এবং কর্ণ প্রভৃতি অবয়ব পুষ্পমালা দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। পরে রুদ্রাক্ষমালার আবরণ দ্বারা মন্ত্রযোগে অলঙ্কৃত করিবে এবং গন্ধ ও ধূপ দ্বারা সুবাসিত করিয়া একটী 'শিকা'র উপর রক্ষা করিবে। অনন্তর ঈশানাদি পঞ্চব্রহ্মাত্মকর ঐ দেহ স্থাপিত করিবে এবং প্রথমে প্রণবযুক্ত পাঁচটী ব্রহ্মমন্ত্র যথাক্রমে উচ্চারণ করিয়া ঐ রথের পূজা করিবে। তাহার পর সুগন্ধি-কুসুম এবং মাল্য দ্বারা উহা অলঙ্কৃত করিয়া সর্ব্বপ্রকার নৃত্য-বাদ্য এবং ব্রাহ্মণগণোচ্চারিত বেদ-পাঠের সহিত উহাকে সেই গ্রাম প্রদক্ষিণ করাইবে। তাহার পর গ্রামের পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে পবিত্র-স্থানে কোন এক পবিত্র বৃক্ষের সমীপে দণ্ডপ্রমাণ একটী গর্ত্ত খনন করিয়া প্রণব ও ব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে প্রোক্ষণ এবং শমীপত্র ও কুশ দ্বারা আস্তরণ করিবে। পরে তাহার উপর উত্তরাগ্র দর্ভ, পীঠ বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম এবং কুশ উপর্য্যুপরি বিছাইয়া প্রণব ও বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই মৃত-দেহ পঞ্চগব্য দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া রৌদ্রসূক্ত এবং প্রণব পাঠ করিয়া অভিষিক্ত করিবে। ২৮—৪৪। তাহার পর শঙ্খস্থিত জল দ্বারা উহাকে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করিয়া মস্তকের উপরে পুষ্পপ্রক্ষেপ করিবে। অনন্তর প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া ঐ দেহ উঠাইয়া ঐ গর্ত্তের ভিতর পূর্ব্বমুখে যোগাসনে স্থাপিত করিবে। অনন্তর গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, "বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব" এই মন্ত্র পাঠ করত গুগ্‌গুলুর সহিত ধূপ দাহন করিবে। তাহার পর উহার দক্ষিণ হস্তে দণ্ড এবং বাম হস্তে "প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলপূর্ণ কমণ্ডলু দান করিবে। পরে "ব্রহ্মজজ্ঞানং প্রথমং" এই মন্ত্র দ্বারা মস্তক স্পর্শ করত জপ করিয়া, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশ স্পর্শ করিয়া, রুদ্রসূক্ত জপ করিবে। তৎপরে "মানো মহান্তং" ইত্যাদি চারিটী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নারিকেল দ্বারা মস্তক ভেদ

---

* মূলে "সর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বকামদং" এইরূপ পাঠ আছে; ঐ পাঠ রাখিলে, 'সর্ব্বাঙ্গং'এর অর্থ—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এইরূপ একটা করিতে হয়, কিন্তু উহা লিপিকর-প্রমাদ বুঝিয়া, যদি "সর্ব্বগং" এইরূপ করা হয়, তাহা হইলে বেশ সঙ্গত হয়। এইজন্য আমরা তাহাই করিলাম।

করিয়া ঐ গর্ত্ত পূরণ করিবে ; তাহার পর 'ব্রহ্মভিঃ' ইত্যাদি পঞ্চমন্ত্র পাঠ করত সেই গর্ত্তস্থান স্পর্শ করিয়া একাগ্রমনে জপ করিবে। ৪৫—৫০। তাহার পর সংসার-রোগের ঔষধ, সর্ব্বজ্ঞ, অপরাধীন, সর্ব্বানুগ্রাহক, পরাৎপর, মঙ্গলময় মহাদেবকে স্মরণ করত "যো দেবানাং" ইত্যাদি এবং "যঃ পরঃ পরমেশ্বরঃ" ইত্যন্তক মন্ত্র জপ করিয়া,' এক-অরত্নি উচ্ছ্রিত এবং দ্বি-অরত্নি বিস্তীর্ণ একটী চতুষ্কোণ মৃণ্ময় পীঠ কল্পনা করিয়া, গোময় দ্বারা তাহা লেপন করিবে। তাহার মধ্যে গন্ধ ও অক্ষত-সংশ্লিষ্ট সুগন্ধি পুষ্প, বিল্বদল এবং তুলসী দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক ধূপ, দীপ এবং ঘৃত দান করিয়া পাঁচবার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিবে। পরে দ্বাদশবার প্রণব জপ করিয়া প্রণাম করিবে। তাহার পর প্রণব উচ্চারণ করত যথাক্রমে দিক্ ও বিদিকে ব্রহ্মার্ঘ্য দান করিবে। দশ দিবস পর্য্যন্ত এই প্রকার নিয়ম। একাদশ দিবসে ঐ বেদি সম্মার্জ্জন ও উপলেপন করিয়া, পুণ্যাহবাচনপূর্ব্বক পশ্চিমদিক্ আরম্ভ করিয়া, পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যথাক্রমে পাঁচবার প্রোক্ষিত করিবে। পরে স্বয়ং উত্তরাভিমুখে অবস্থিত হইয়া, মধ্যভাগে প্রাদেশমাত্র একটী চতুষ্কোণ নির্ম্মাণ করিয়া, যথাক্রমে বিন্দু, ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ ও বৃত্তাকার মণ্ডল অঙ্কিত করিবে এবং পূজাপদ্ধতি অনুসারে সম্মুখে শঙ্খ স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিয়া, "আমি পূর্ব্বোক্ত সেই আতিবাহিক রূপিণী পঞ্চ সুরেশ্বরীর পূজা করিব" এই বলিয়া সঙ্কল্প করিবে। ৫১—৬০। তাহার পর কুশত্যাগ করিয়া জল স্পর্শ করিবে। পরে পশ্চিম দিক্ হইতে উত্থাসনক্রমে ছয়টী মণ্ডল করিয়া, তাহাদের মধ্যে পীঠের মত পুষ্প নিক্ষেপ করত "ওঁ হ্রাং" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিরূপা আতিবাহিক-দেবতাকে আহ্বান করিবে, এই অর্থের মন্ত্র এবং "নমঃ" এইরূপ সকল প্রকার আতিবাহিক-দেবতাগণের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিবে ; তাহার পর প্রত্যেক দেবতাকে আদরপূর্ব্বক স্থাপনাদি মুদ্রা দর্শন করাইবে। "হ্রাং হ্রীং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাঁহাদিগের অঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর তাঁহাদের ধ্যান করিবে,—ইঁহাদের সকলেরই হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, অভয় এবং বর ; প্রভা চন্দ্রকান্ত মণির মত শ্যামল, ইঁহাদের রক্তবর্ণ অঙ্গুরীয়কের কান্তিতে দিঙ্মুখ সকল রঞ্জিত হইয়াছে। সকলেই রক্তবস্ত্র-পরিধানা এবং হস্তপাদরূপ পদ্ম দ্বারা শোভিতা। সকলেরই মুখ ত্রিনেত্রে উদ্ভাসিত ; সকলেই মুখরূপ পূর্ণচন্দ্রে মনোহর ; সকলেরই মস্তক মাণিক্যমুকুটে উদ্ভাসিত, চন্দ্রকলায় শোভিত ; গণ্ডস্থল কুণ্ডল দ্বারা আমৃষ্ট এবং পয়োধর পীন ও উন্নত। তাঁহারা হার, কেয়ূর, কটক ও কাঞ্চীদামে অলঙ্কৃতা, তনুমধ্যা, বিপুল-নিতম্বিনী এবং রক্তবর্ণ দিব্যবস্ত্রে আবৃত। তাঁহাদের পাদপদ্মে মাণিক্যময় নূপুর শব্দায়মান এবং পদের অঙ্গুলিগুলি অতিশয় মঞ্জুল ও মনোহর। মূর্ত্তি শূন্য কেবল অনুগ্রহ দ্বারা কিছুই সাধিত হয় না, যেমন বিশুদ্ধ স্বভাব পরমাত্ম-স্বরূপ শিবের কিছুই সাধ্য নাই, অতএব শক্তিযুক্ত মূর্ত্তিমানের অনুগ্রহ দ্বারাই অবিদ্যাবৃত জীবের সমুদয় সাধ্য হয়, যেমন মহেশ বিভূতির সাধন করেন। এই হেতু সেই সর্ব্বানুগ্রহকারী মহাদেব ঐরূপ পাঁচটী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন ৬১—৭০। সেই অনুগ্রহদায়িনী দেবীদিগকে এইরূপে ধ্যান করিয়া, শঙ্খস্থিত জলবিন্দু দ্বারা তাঁহাদিগকে পাদ্য দান করিবে। হস্তে আচমনীয়, মস্তকে অর্ঘ্য এবং শঙ্খ-জলবিন্দু দ্বারা তাঁহাদিগকে স্নানকর্ম্ম করাইবে। অনন্তর দিব্য রক্তাম্বর এবং উত্তরীয় দান করিবে। পরে অমূল্য মুকুট এবং আভরণ সকল দান করিবে। তাহার পর সুবাসিত গন্ধ, অতি শোভিত অক্ষত এবং সুরভি ও মনোজ্ঞ পুষ্প সকল দান করিবে। পরে সুগন্ধি ধূপ এবং ঘৃতাক্ত দীপ দান করিবে। পাদ্যাদি সমুদয় বস্তু প্রথমে প্রণব, তাহার পর "হ্রীং নমঃ সমর্পয়ামি" এই বলিয়া নিবেদন করিবে। দীপদানের পর ঘৃত, মধু ও শর্করার সহিত পক্বকদলীপিষ্টক-মিশ্রিত সুবাসিত পরমান্ন এক একখানি কদলীপত্র পূর্ণ করিয়া, প্রত্যেককে দান করিবে। "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" এই মন্ত্র দ্বারা ঐ সকল বস্তুর প্রোক্ষণাদি-ক্রিয়া করিবে এবং "ওঁ হ্রীং স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নৈবেদ্য দান করিবে। আর নৈবেদ্যের পূর্ব্বভাগে রক্ষা করিয়া "নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পানীয় দান করিবে। তাহার পর স্থান বিশুদ্ধ করিয়া, গণ্ডূষ, আচমন এবং অর্ঘ্য দান করিবে। অতঃপর যথাক্রমে তাম্বূল, ধূপ ও দীপ দানের পর প্রদক্ষিণ এবং নমস্কার করিবে। ৭১—৭৯। এইরূপ পূজাবিধানের পর, মস্তকে অঞ্জলি বিন্যাস করিয়া, ঐ সকল দেবতার নিকট বক্ষ্যমাণ বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করিবে ;—হে শ্রীমাতৃগণ! আপনারা সুপ্রসন্ন হইয়া, এই শিবপদ লাভেচ্ছু রক্ষণীয় যতিকে সেই পরমেশের পাদপদ্মে নীত করুন" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সেই দেবী সকলকে যথাস্থানে বিসর্জ্জন করিবে। অনন্তর তাঁহাদের প্রসাদান্ন গ্রহণ করিয়া কন্যকাদিগকে দান করিবে অথবা গোরুর মুখে বা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে ; অন্যস্থানে কদাচ নিক্ষেপ করিবে না। ঐ স্থানেই ঐ যতির উদ্দেশে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিবে ; কোন স্থানে যতির একোদ্দিষ্ট বিহিত হয় নাই এক্ষণে সেই পার্ব্বণশ্রাদ্ধের নিয়ম কথিত হইতেছে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা, স্নানানন্তর স্বাভাবিক উপবীতী হইয়া পবিত্র হস্তে "অদ্য অমুক মাসে অমুক পুণ্যতিথিতে অমুকের নিমিত্ত পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করি" এই বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া উত্তরভাগে দর্ভ আস্তীর্ণ করিয়া আচমন করিবে। সাভ্যঙ্গ-কৃত-মজ্জন শিবভক্ত চারিটী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে বলিবে, আপনি বিশ্বদেবার্থ অনুগ্রহ করুন

কাহাকেও বলিবে, আপনি আত্মার নিমিত্ত অনুগ্রহ করুন; তৃতীয়কে বলিবে, আপনি অন্তরাত্মার নিমিত্ত অনুগ্রহ করুন এবং চতুর্থকে বলিবে, আপনি পরমাত্মার নিমিত্ত অনুগ্রহ করুন। এই বলিয়া আদর পূর্ব্বক বরণ করিয়া তাঁহাদিগের পাদদ্বয় প্রক্ষালিত করিবে, পরে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া গন্ধাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া মহাদেবের সম্মুখে ভোজন করাইবে তাহার পর গোময় দ্বারা ভূমি লিপ্ত করিয়া দর্ভ সকল পূর্ব্বাগ্রভাবে বিস্তীর্ণ করিবে। অনন্তর প্রাণায়াম পূর্ব্বক "পিণ্ডদান করি" এই বলিয়া সঙ্কল্প করিবে। পরে মণ্ডলত্রয়ের অর্চ্চনা করিয়া আত্মা, অন্তরাত্মা এবং পরমাত্মা ইহাদিগকে চতুর্থ্যন্ত উচ্চারণ পূর্ব্বক "এই পিণ্ডদান করি" এই বলিয়া পিণ্ড এবং কুশোদক দান করিবে। পরে পাত্রোত্থান করিয়া প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করণানন্তর ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি দক্ষিণা দান করিবে। ৮০—৯২। সেই স্থানে এবং সেই দিনে নারায়ণ-বলি করিবে; কারণ, রক্ষার নিমিত্ত সকল কার্য্যে বিষ্ণুর পূজা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। বিষ্ণুর মহতী পূজা সমাপনান্তে পায়সান্ন নিবেদন পূর্ব্বক দ্বাদশটী বেদপারগ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। ঐ ব্রাহ্মণদিগকে কেশব, নারায়ণ প্রভৃতি দ্বাদশ নামে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া উপানহ, ছত্র ও বস্ত্রাদি দান করিবে। পরে ভূতলে পূর্ব্বাগ্র দর্ভ আস্তীর্ণ করিয়া আদিতে প্রণবযুক্ত "ভূঃ স্বাহা," "ভুবঃ স্বাহা" এবং "স্বঃ স্বাহা" এই কয়টী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পায়সান্নরূপ বলি প্রদান করিবে। পরে দ্বাদশদিনে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া স্নান ও আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক শিবভক্ত যতি বা শিবপ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ এবং মধ্যাহ্নে আহ্বান করিবে। পরে তাহাদিগকে সুগন্ধি দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া স্নান করাইয়া পরমেশ্বরের সমীপে বসাইয়া পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাবরণ প্রকারে পূজা করিবে। অনন্তর তিনবার প্রাণায়াম এবং বৃহৎ সঙ্কল্প-রীতিতে কালাদির উল্লেখ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া "এই স্থানে আমাদিগের গুরুর পূজা করি" এই বলিয়া দর্ভ স্পর্শ করিবে। তাহার পর কর্ত্তা স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক বাগ্যত হইয়া আচমন করিবে। ৯৩—১০০। পরে ঐ নিমন্ত্রিত যতি বা ব্রাহ্মণদিগকে ভস্মভূষিত করিয়া নানাবিধ আসনে পূর্ব্বাভিমুখে বসাইয়া তাহাদিগের মধ্যে আটজনকে পূর্ব্বোক্ত সদাশিব মহেশ্বরাদি স্বরূপে এবং অবশিষ্ট চারিজনকে যথাক্রমে গুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু এবং পরমেষ্ঠিগুরু স্বরূপে ধ্যান করিয়া সশক্তিক চিন্তা করত—যাঁহাকে যে ভাবে ধ্যান করিয়াছে, তাঁহাকে সেইরূপ—সম্বোধন পূর্ব্বক 'এই আসন'—এই বলিয়া আসন সকল সমর্পণ করিবে। পরে প্রথমে প্রণবযুক্ত ঐ সকল নাম দ্বিতীয়ান্ত উচ্চারণ করিয়া "আবাহয়ামি নমঃ" এই বলিয়া আবাহন করিয়া অর্ঘ্যোদক দ্বারা পাদ্য, আচমন, অর্ঘ্য, বস্ত্র, গন্ধ ও অক্ষত দান করিবে। পরে সেই সকল চতুর্থ্যন্ত নামের পর "নমঃ" উচ্চারণ করিয়া সুগন্ধি কুসুম ও পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। তাহার পর, ধূপ দীপ প্রদানানন্তর সমুদয় পূজা সমাপনপূর্ব্বক "সম্পূর্ণ হউক" এই কথা বলিয়া নমস্কার পূর্ব্বক উত্থান করিবে। কদলী-পত্ররূপ পাত্র পাতিয়া জল দ্বারা শুদ্ধ করিয়া তাহাতে বিশুদ্ধ অন্ন, পায়স, অপূপ, সূপ, ব্যঞ্জন এবং নারিকেল, গুড় ও কদলীযুক্ত নানা পদার্থ স্থাপন পূর্ব্বক প্রত্যেক পাত্রের নিকট এক একটী আসন বিছাইয়া প্রোক্ষিত, পরিষিক্ত সম্প্রোক্ষিত করিয়া "বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব" এই বলিয়া কর-স্পর্শ করিয়া সমূপান করিবে। আপোশান সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—হে সদাশিব প্রভৃতি দেবগণ! আপনারা আমার উপর প্রীত এবং বরদ হউন। ১০১—১১০। তাহার পর 'যে দেবাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া সাক্ষত-জল পরিত্যাগ করিবে। পরে নমস্কারান্তে উত্থান করিয়া, 'সর্ব্বত্র অমৃত হউক' এই কথা বলিবে। পরে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করাইয়া "গণানাং ত্বা গণপতিং" ইত্যাদি মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বেদসমূহের আনিভূত মন্ত্র, রুদ্রাধ্যায়গত রুদ্র-চমকদ্বয় এবং পাঁচটী রুদ্রসূক্ত পাঠ করিবে আর ব্রাহ্মণ-ভোজনান্তর রুদ্র-সম্বন্ধীয় যাবৎ মন্ত্র পাঠ করিবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণদিগকে হাত, পা এবং মুখ শোধনের নিমিত্ত আঁচাইবার জল দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে আচমন করাইয়া আসনের সম্মুখে উপবেশন করাইবে; তাহার পর শুদ্ধোদক এবং যথোচিত কর্পূরাদি দান করিবে। পরে তাঁহাদিগকে মুখবাস, দক্ষিণা, উপানহ, ছত্র, ব্যজন (পাখা বা চামর), পীঠ ও বংশদণ্ড দান করিবে। তাহার পর তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাহাদের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রণাম এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অচঞ্চলা গুরুভক্তি প্রার্থনা করিয়া, 'হে সদাশিববাদিগণ! আপনারা প্রীত হইয়া যথাসুখে গমন করুন' এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া দ্বার-দেশাবধি অনুগমন করিবে। পরে ঐ বিপ্রগণ তাহাকে আরও দূরে যাইতে নিষেধ করিলে, ফিরিয়া আসিয়া অতিথি-ব্রাহ্মণ, বন্ধুগণ এবং দীন ও অনাথদিগের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করত যথাসুখে অবস্থান করিবে। প্রতি বৎসর এইরূপ উত্তম রীতিতে যে ব্যক্তি গুরুর আরাধনা করে, সে ইহলোকে মহৎ ভোগ লাভ করিয়া অন্তে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ১১১—১১৯। সূত বলিলেন, স্কন্দদেব স্বীয় শিষ্য শ্রীবাম-দেবকে এইরূপে অনুগৃহীত করিয়া পুনরায় বলিলেন,—পূর্ব্বে মুনীশ্বর ব্যাসদেব, নৈমিষারণ্য-বাসী ঋষিদিগের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত ব্যাসদেবাদি গুরু এবং তুমি (বামদেব) দ্বিতীয় গুরু। তোমার মুখ-পদ্ম হইতে মুনীন্দ্র সনৎকুমার ইহা শ্রবণ

করিয়া পরে পৃথিবীতে শুকদেবের নিকট কীর্ত্তন করিবেন। হে মুনিশার্দ্দূল! ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণের প্রত্যেকের চারিজন করিয়া শিষ্য। বৈশম্পায়ন, পৈল, জৈমিনি এবং সুমন্ত, এই মহৌজস চারিজন, বেদব্যাসের শিষ্য। হে মহামুনে বামদেব! অগস্ত্য, পুলস্ত্য, পুলহ এবং ক্রতু, এই চারিজন মহাত্মা তোমার শিষ্য। সনক, সনন্দ, সনাতন এবং সনৎসুজাত, এই সর্ব্ব বেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ, যোগীদিগের প্রধান, শিবভক্ত চারিজন, সনৎকুমারের শিষ্য। অতএব উহাঁরা যথাক্রমে শুকদেবের গুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু এবং পরমেষ্ঠিগুরু; সুতরাং পূজনীয়। এই পূর্ব্বোক্ত প্রণববিজ্ঞান কেবল ঐ চারি চারিজন শিষ্যবর্গে অবস্থিত হইয়া আসিতেছে। এই অদ্ভুত ঋষিমণ্ডল,—পরমশিব সর্ব্বদা ইহাঁদিগের হৃদয়ে বাস করেন বলিয়া, সর্ব্বদা তাঁহার অধিষ্ঠান স্বরূপ, বেদান্তার্থের বিচারে নিপুণ বুদ্ধিশালী যতীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজ্য এবং ইহাঁরা বেদের আদিতে কল্পিত বিভাগযুক্ত মহাকাশাদি দ্বারা আবৃত অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি যুক্ত হইলেও আপনার সন্তোষকর, সুতরাং জগতের শ্রেয়স্কর ও শ্রীপ্রদ হউন। ইহা শিবকর্ত্তৃক কথিত বেদান্ত-সিদ্ধান্ত দ্বারা বিশেষরূপে নিশ্চিত অতিশয় গুহ্য; তুমি আমার নিকট শ্রবণ করিয়াছ বলিয়া, পণ্ডিতেরা ইহাকে 'তোমার মত' বলিয়া থাকেন। অতএব যতি এই পথ দ্বারা শিবারাধনে তৎপর হইয়া, "আমি শিবস্বরূপ হইয়াছি', এইরূপ চিন্তা করিলে, নদী সকল যেমন সমুদ্র-অভিমুখে গমন করে, সেইরূপ পিতামহাদি বিভাগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শিবেই লীন হন। ১২০—১৩০। সূত বলিলেন, সুরেশ্বর কার্ত্তিকেয়, মুনীশ্বর বামদেবকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, সকল দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত পিতামাতার চরণ স্মরণ পূর্ব্বক শিখর-পরিবৃত কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন এবং বামদেবও সংশিষ্য-সমূহে পরিবৃত হইয়া, কার্ত্তিকেয়ের অনুসরণ করিলেন। বামদেব মহর্ষি, কৈলাসপর্ব্বতে যাইয়া, হরপার্ব্বতীর চরণ দর্শন করিলে, ভক্তিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিকম্পিত হইতে লাগিল; তিনি নিজের শরীর বিস্মৃত হইয়া, সেই চরণসমীপে পতিত হইলেন এবং বারংবার প্রণত ও দণ্ডায়মান হইয়া, বেদাগম সম্মত ভক্তিরসপূর্ণ বহুবিধ স্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া, স্বীয় মস্তকে দেব ও দেবীর পাদপদ্ম রাখিয়া, সম্পূর্ণ অনুগ্রহ লাভ পূর্ব্বক সেই কৈলাসপর্ব্বতেই সুখে বাস করিতে লাগিলেন। আপনারাও এইরূপ সেই প্রণবের বাচক মহেশ্বরকে বিদিত হইয়া, এই স্থানেই সুখে অবস্থান করত শ্রীবিশ্বেশ্বর-পাদদ্বয়ের সাযুজ্যরূপা সর্ব্বোত্তমা ও অতুলা মুক্তি লাভ করুন। আমিও গুরু-পাদপদ্ম-সেবার্থ বদরিকাশ্রমে গমন করিব। সময়ে পুনরায় আপনাদিগের সহিত আমার সম্ভাষণ হইবে। হে মুনীশ্বরগণ! আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে বলা হইল। সেই সকল মুনিগণ এই সর্ব্বপাপ প্রশমন, সকল প্রকার অনিষ্টের নিবারণ, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ মনুষ্যদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সুখকর, মঙ্গলপ্রদ রুদ্রসহস্র বা শিব-সংজ্ঞক পুরাণ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ১৩১—১৪০। তাঁহারা সেই সূতকে বারংবার প্রণাম করিয়া, হর্ষগদ্গদ বাক্যে বলিলেন,—আপনার অনুগ্রহে আমাদের চিত্তের ভ্রান্তি দূর হইল। ব্যাসশিষ্য সূত, ঋষিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার ব্যাসের শাসন-বাক্য বলিতে লাগিলেন;—নাস্তিক, শ্রদ্ধাহীন, অভক্ত এবং শুশ্রূষাশূন্য ব্যক্তির নিকট এই পুরাণ কদাচ বলিবে না। কারণ, মহামুনি বেদব্যাস অষ্টাদশপুরাণ, অনেক ইতিহাস এবং বেদার্থ সকল বারংবার বিচার করিয়া, তাহা হইতে সার উদ্ধারপূর্ব্বক এই পুরাণ ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে অভক্ত ভক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি পায়। ইহা একবার মাত্র শ্রবণ করিলে, পাপ ভস্মসাৎ হয়, বারদ্বয় শ্রবণে ভক্তি জন্মে, তিনবার শ্রবণে নিঃসন্দেহ ভক্তির বৃদ্ধি হয়। চারি বার শ্রবণ করিলে জ্ঞানচক্ষুঃ-লাভে সাক্ষাৎ মহাদেবের দর্শন হয়। পুনঃশ্রবণে নিঃসন্দেহ "সোহহং"-তত্ত্ব দর্শন হয়, অতএব ভক্তি ও মুক্তিফল-লাভার্থ সমুৎসুক ব্যক্তিগণের এই পুরাণ বারংবার শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ব্যাস বলিয়াছেন,—এই পুরাণের পাঁচবার আবৃত্তিতে নিঃসংশয় যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ফলই প্রাপ্ত হয়। যে এই পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না। এইরূপে উক্ত হইয়া সেই মুনিগণ অতিশয় আহ্লাদের সহিত ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পুরাতন মুনিগণ পাঁচবার এই পুরাণ শ্রবণে মহাদেবের সাক্ষাৎকার ও পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। সেই মুনিগণও পাঁচবার এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই নানাবিধ সুশোভন বস্ত্র, চন্দন, অলঙ্কার, নমস্কার ও স্তব দ্বারা স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন। সেই ঋষিগণ ও সূত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নানা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া আপনাদিগকে বর্দ্ধিত করত পরস্পর সন্তুষ্ট এবং শিবভক্তি-পরায়ণ হইয়া এই শিবতত্ত্বকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া প্রণাম ও ভজনা করিতে লাগিলেন। এই পুরাণ যে শ্রবণ করে, সে সকল কাম প্রাপ্ত হয় এবং মহাদেবে পরা ভক্তি লাভ করিয়া শেষে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অতএব জন্ম জন্মান্তরে যেন শিবেই ভক্তি হয়, শিবেই ভক্তি হয়, শিবেই ভক্তি হয়। ১৪১—১৫৭।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

কৈলাসসংহিতা সমাপ্ত।

সনৎকুমারসংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি নিখিল-প্রাণীর উৎপত্তিস্থান ও জরা কর্ত্তৃক পরাজিত নহেন, সেই সর্ব্বতোমুখ অনাদিদেব ঈশানকে ভজনা করি। বেদের প্রথমে 'ওঁ' ইত্যাকার যে স্বর কথিত হইয়াছে, তিনিই মহেশ্বর, ঐ সর্ব্বমঙ্গলময় দেবই ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত দ্বারা নিখিল-জীব সৃজন করিতেছেন। ঐ আদিদেব উমাপতি সকল জ্ঞানের সম্পাদক এবং তান্ত্রিকদিগের পাশুপতব্রত ও পরমতত্ত্বস্বরূপ। ঐ ভগবান্ স্বয়ং প্রকাশ হইয়া নিজ তিন মূর্ত্তির বিকার-সঞ্জাত অবতারসমূহ সৃজন করিয়াছেন এবং ঐ অজ, নিখিল-জীবের রক্ষার্থ আপনাকে তিনভাগে সৃজন করিতেছেন। ভগবান্ মহেশ্বর স্বয়ং এক, কিন্তু ব্রহ্মাদি সংজ্ঞা বশতঃ ত্রিধা হইয়াছেন। ঐ অব্যয় শিব নিত্যমুক্ত ও ত্রিভুবনের হিতাভিলাষী। ঐ দেব প্রজ্বলিত মহাশূল ও ভীষণ বৃহৎ বজ্র ধারণ করিয়া নানা ক্রীড়নক-দ্রব্যে যোগমায়া দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। মহাদেব নৃত্যকালে নিজ শরীরের অর্দ্ধভাগকে পত্নী করিয়া জগৎস্থিতি এবং লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিতেছেন। শিবচিন্তায় নিমগ্ন ব্যক্তির ঐ চিন্তাপ্রভাবে জগতের কিছুই অবিদিত থাকে না, এজন্য আমিও তাঁহার প্রতি ভক্তিবলেই তৎকথিত শিবপুরাণ কহিতেছি। পূর্ব্বে মহুক্ত নৈমিষারণ্যের পবিত্র আশ্রমে কালযোগ-বেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ, জগদ্‌গুরু, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, ধর্ম্মাত্মা, সুবুদ্ধি, লক্ষশ্লোকান্বিত-ভারত-প্রণেতা সত্যবতীনন্দন পরাশরতনয় ব্রহ্মর্ষি ব্যাস, বেদগণ-পরিবৃত ব্রহ্মার মত স্বয়ং ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া, ব্রহ্মা কথিত ও ব্রহ্মপদ-প্রতিপাদক ব্রহ্ম নামে অভিহিত বেদকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্যদিগকে পৃথক্‌রূপে অধ্যয়ন করাইলেন। ১—১২। তাঁহারা সুখোপবিষ্ট হইয়া উত্তম কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহাদের সন্নিধানে অধ্যাত্ম ধর্ম্মের আশ্রয়, ব্রহ্মার তনয়, মঙ্গলনিদান সনৎকুমার উপস্থিত হইলেন। ঋষিবর কেবলমাত্র ঋষিগণের প্রতি দয়া বশতই দর্শন দিয়াছিলেন; স্বয়ংও ঐ অপরিমিত তেজস্বী সুখোপবিষ্ট ব্রহ্মর্ষিদিগকে দর্শন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মুনিবর সনৎকুমার, তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্ঘ্য, আচমনীয় যথাবিধি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ঐ শংসিতব্রত ব্রহ্মর্ষিগণকে বেদোক্ত বিধানে পূজা করিলেন। তখন সকল ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সনৎকুমার কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা লিঙ্গপূজা-বিধি, দেবদেবের পূজা, শিবমন্দির-নির্ম্মাণের ফল, সংবৎসর-ব্যাপী শিবপূজার ফল, আবর্ত্তক-বিধি, পুনরাবর্ত্তক বিধি, [illegible], মন্ত্রবিধি এবং মহাত্মা রুদ্রের অনুষ্ঠান, ইত্যাদি বিষয় সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মার তনয় যোগিবর ভগবান্ সনৎ-কুমার, তপস্যা ও বেশের অনুরূপ আসনে উপবিষ্ট মুনিগণে পরিবৃত হইয়া, ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত [illegible]ার ন্যায়, অধিকতর বিরাজিত হইলেন। প্রধান যোগী ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ সনৎকুমার, ঐ সাধুগণ মধ্যে উপবিষ্ট হইলে সকল ঋষিগণ অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ১৩—২৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে ভগবন্! এক্ষণে আমরা আপনার নিকট হইতে পবিত্র অবিনশ্বর শিবপুরাণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আমাদিগকে শিব চরিত্র বলুন; আপনার কিছুই অবিদিত নাই, যেহেতু ত্রিভুবনের সকল বিষয়ই আপনি জানিতেছেন। তখন ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার সেই সকল ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন,—হে দ্বিজবরগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, দেবতাদিগের নিকটেও গোপনীয় ঐ সনাতন পুরাণ আমি যথাবৎ কহিতেছি। সাধুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া শিবে চিত্ত সমর্পণ করত শিবপরায়ণ ও শিবচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বিশেষরূপে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। বেদতুল্য এই পুরাণ অতি পবিত্র, যশস্কর, আয়ু ও স্বর্গপ্রদ, আরোগ্যজনক এবং স্বর্গকামপ্রদ। দেবদেব মহাদেবের কীর্ত্তন পরম মঙ্গলজনক, বিশেষতঃ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদিগের ইহলোকে ও পরলোকে শুদ্ধি-বিধায়ক। হে দ্বিজগণ! আমি মহাদেবকে অধিকার করিয়া অর্থ-সঙ্গতি অনুসারে সেই মহাদেব-কথিত পুরাণ আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে আমি সর্ব্বজ্ঞ দেবদেব সম্বন্ধে বিস্তার-

রূপে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে কহিতেছি ; কারণ, শত বৎসরেও উহা সবিস্তারে বলা যায় না। ১—৯। ইহাতে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর উৎপত্তি, হরি ও ব্রহ্মার সংবাদ, সপ্তদ্বীপ ও সপ্তবর্ষের সমাখ্যান, অধোলোক ও উর্দ্ধলোকের কথন, চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহগণের বিষয়, সনৎকুমারের বিক্রম এবং ঐ রুদ্রতুল্য চতুর্মুখ তনয় সনৎকুমার কর্ত্তৃক আরাধিত মহাদেবকে বর্ণনা করিব। বরদান সম্বন্ধ, মুনি ও তৎশিষ্য-সমাগম, মেরুশৃঙ্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের গৃহ, মহাত্মা রুদ্র ও বিভীষণের সংবাদ, সকল তীর্থের ফল, শিবলিঙ্গপূজা, শিবলিঙ্গের উৎপত্তি, ঐ লিঙ্গেই প্রলয়োৎপত্তি, লিঙ্গ পূজাবিধি, মহাদেবের পূজা, শিবমন্দির-নির্ম্মাণের ফল, মহাদেবের বর্ষব্যাপী মহোৎসবের উৎকৃষ্ট ফল, আবর্ত্তন-পুনরাবর্ত্তনাদি ব্রতবিধি, মূর্ত্তিভেদে মহাদেবের পূজাবিধি, স্থান ও মূর্ত্তির প্রাধান্য, ঐ মহাত্মার রূপের ও স্থানবিশেষের রহস্য, পরমাত্মা শিবের পরম দিব্যতত্ত্ব, অতি পবিত্র শ্রী শিবাষ্টক, শিবলিঙ্গোৎপত্তি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিমোহন, লিঙ্গস্থাপনের ফল, পুষ্পদানের ফল, ধূপাবিধি, মাসফল, উপবাসবিধি, উত্তম দানবিধি, চতুর্দ্দশী-অষ্টমীতে ব্রতাদি অনুষ্ঠানের ফল, নামাষ্টমী ও বিশিষ্টাষ্টমী বিধানের ফল, অসামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ঈশ্বরের বিভূতি, বিশুদ্ধ আচারবিধি, উত্তম যোগবিধি, যোগনাড়ীর কথা, কাশীবাসের মাহাত্ম্য, ওঙ্কার-বর্ণন, যজ্ঞেশ্বরের মাহাত্ম্য, তীর্থবর্ণন, নন্দীর শিবারাধনা, নন্দীর অভিষেক, মহাদেবের মাহাত্ম্য, ত্রিপুরাসুর বধ, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও তাঁহার পূজাবিধি, সকল ধর্ম্মের আশ্রয় মহাদেবের কীর্ত্তন, জ্ঞানের প্রশংসা, পরম সম্পাদি মোক্ষ এবং বস্তু-বিচার ; এই সকল বিষয় আমি কহিব। এক্ষণে আশ্চর্য্যজনক ঈশ্বরের মূর্ত্তিবিভাগ বিস্তার পূর্ব্বক কহিতেছি। ১০—২৭। প্রথমে, এই সমুদয় বিশ্বই প্রত্যক্ষের অবিষয়, লক্ষণ-বিরহিত, অন্ধকারময় ছিল ; তথায় সকলের কারণ একমাত্র মহাযোগী রুদ্র অবস্থিত ছিলেন। সেই ভগবান্, স্বয়ং আত্মভাবনা করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে প্রথমতঃ মনকে, পশ্চাৎ অহঙ্কারকে সৃজন করিলেন। অহঙ্কার হইতে পঞ্চমহাভূত পরম্পরা উৎপন্ন হইল। সর্ব্বগুণ অষ্ট প্রকৃতি এবং ষোড়শ বিকার। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান, এই পঞ্চবায়ু এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণ—সকলই সেই ভগবান্ রুদ্র হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং সেই ভগবান্ রুদ্র হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিমোহনার্থ, শিবই মহৎস্বরূপে সম্ভূত হইলেন। শিব কিন্তু নিরাকার, উৎপত্তি-শূন্য ও উঁহার কারণ কেহই নাই। মহাদেব তেজ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিমোহিত করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন। ঐ দেবের অধিক আর কিছুই নাই এবং শিব অপেক্ষা মঙ্গলকর আর কিছুই নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইহাঁরা উভয়ে মহাদেব হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রতিকল্পে জগৎ মোহিত করত সকল সৃজন করেন। তপঃশালী রুদ্র নানাদিকে নানাজীব সংহার করিতেছেন। একাত্তরযুগে একটী মন্বন্তর হয় ; চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক একটী কল্প হয় ; ঐরূপ একটী কল্প ব্রহ্মার এক দিন ও একটী কল্প এক রাত্রি বলিয়া কথিত। হে দ্বিজগণ! ঐরূপ ত্রিংশৎ দিনে ব্রহ্মার এক মাস, ঐরূপ দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয় ; শতবৎসরও তাঁহার ঐরূপ। এই দ্বিপরার্দ্ধ বৎসরে মহাদেবের একটী নিমেষ হয়। ২৮—৩৮। ব্রহ্মা হইতে সূক্ষ্ম কীট পর্য্যন্ত নিখিল পদার্থই মহাদেবের নিমেষকাল মধ্যে অবস্থিত এবং অন্যান্য গ্রহগণের সহিত চন্দ্রাদি দেবগণের জীবনও শিব-নিমেষকাল মধ্যে অতিবাহিত হয়। স্থাবর-জঙ্গমরূপী সপ্তলোকাত্মক নিখিল বিশ্ব—দেবগণ, ঋষিগণ,—অর্দ্ধনিমেষকাল নিদ্রিত মহেশ্বরের লীলামাত্র। ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, সত্যলোক ও ব্রহ্মলোক, এই সাতটী লোকের এবং সুতল, তাল, বিতল, তল, পাতাল, রৌমসৌবণিক, শর্করাভূমি এবং বিজয়, এই অষ্টবিধ পাতালের আদি, মধ্য ও অন্তে রুদ্রদেব অবস্থিত আছেন ; মহেশ্বর ক্রীড়ার্থ এইরূপ লোকসৃজন করেন। ব্রহ্মলোকের পরিমাণাবস্থা পরে বর্ণনা করা যাইবে ; এক্ষণে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিক্, বিদিক্, পর্ব্বতসমূহ ও সমুদ্রসমূহের বিস্তার এবং স্থাবর, জঙ্গম, দেবতাগণ, স্বর্গবাসিগণ, চতুষ্পদ ও দ্বিপদ-সমূহের পরিমাণ শ্রবণ কর। স্থাবরদিগের পরিমাণ এক সহস্রগুণ ; অন্যান্য সকলের পরিমাণ পাদপাদহীন ;—স্বয়ং ভগবান্ শিব, নিষ্কাম ধার্ম্মিকগণকে এইরূপ কহিয়াছেন। মহেশ্বর এই সকলের মধ্যে নহেন ; সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ম্ভু এইরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৩৯—৪৯। ইহাঁদিগের যথাসময়ে যথাসম্ভব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, শিবভক্তি দ্বারা হয়। অব্যয় শিবস্বরূপ-জ্ঞান হইতেই লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়। সেই জ্ঞানকেই সকলে নমস্কার করেন। অনুৎপন্ন হইলেও উৎপন্ন সংজ্ঞক, গুণাতীত, নিষ্কল, শঙ্করোক্ত ঐ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। হে দৃঢ়ব্রত! শ্রোতুকাম ভক্ত ঋষিগণকে ঐ জ্ঞানসর্ব্বস্ব শ্রবণ করাইয়াছি এবং সকল বর্ণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে সর্ব্বজ্ঞ শিবের কথিত ঐ পরমশ্রেষ্ঠ জ্ঞান পুরাণসমূহেও গীত হইয়া থাকে। যখন ঈশ্বরের ইষ্টসাধনেচ্ছা হয়, তখন তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং "আমি আদি, আমি মধ্য ও আমিই অন্তে অবস্থিত" এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া সেই অব্যয় পুরুষ একমাত্র শিব ব্রহ্মাণ্ডলীলা করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই কাল উৎপন্ন হইলেন। এই সকলই কাল, কাল ব্যতীত কিছুই নাই। অনন্তর সেই ভগবান্ কাল চিন্তা করিয়া শিবের আজ্ঞানুসারে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে প্রকৃতিদেবীকে সৃজন করেন।

সেই প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন। * শিব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পরে ব্রহ্মা নিজমুখ হইতে ব্রাহ্মণগণকে, ধর্ম্মাধিকারে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পাদন্যূন করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে, ক্ষত্রিয় অপেক্ষা পাদন্যূন করিয়া বৈশ্যদিগকে এবং ধর্ম্মাধিকারে বৈশ্য অপেক্ষা পাদন্যূন ও বেদাচারভ্রষ্ট করিয়া চতুর্থবর্ণ শূদ্রদিগকে সৃজন করিলেন। আর সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিক্, লোকালোক পর্ব্বত, মনুষ্য, সরিৎ, তীর্থস্থান, বিদ্যুৎ, মেঘশব্দ, রোহিত, ইন্দ্রধনু, উল্কাপাত, ধূমকেতু, জ্যোতিঃপাত এবং সহস্র সহস্র স্বেদজ জীব—যুক মক্ষিকা মৎকুণ প্রভৃতিকে, শিবের আদেশে সৃজন করিলেন। ব্রহ্মা, এইরূপে শিবকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সর্ব্বপদার্থস্রষ্টা হইয়াছেন। ঐ সকলই উৎপন্ন হইয়া পুনরায় কালে নিপীড়িত হয়। ব্যাস কহিলেন, ব্রহ্মা কিরূপে উৎপন্ন, সৃষ্টি কিরূপে হইয়া থাকে এবং পৃথিবী-পালনকর্ত্তা দেব কিরূপেই বা ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন? ৫০—৬৪। সনৎকুমার কহিলেন, প্রথমে এ সকলই অন্ধকারময় ছিল, কিছুই প্রত্যক্ষের বিষয় ছিল না; তখন সেই পরমদেব শিব যোগাবলম্বন দ্বারা সকল স্থানে ক্রীড়ার্থ প্রবৃত্ত হইয়া সত্ত্বগুণস্বরূপ দুর্লভ-তেজ রচনা করিলেন। ঐ তেজ আপনাতে অবস্থিত রজোগুণস্বরূপ বহ্নিকে ধারণ করিলেন। ঐ সত্ত্বগুণ-সহিত রজোগুণ হইতে তমোগুণ উৎপন্ন হইলেন। ঐ গুণত্রয় হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী-তন্মাত্র এবং তাহা হইতে সূর্য্যস্বরূপ কাল উৎপন্ন হইলেন। এই সূর্য্যেরই তেজে সকল প্রকাশিত হইতেছে। মহাদেব অগ্রেই জলরূপী হইয়া সেই অন্ধকার বিদারণ করিয়াছিলেন। তখন সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত জলরূপী শঙ্কর হইতে একটী অণ্ড ও নারায়ণ উৎপন্ন হইলেন এবং ঐ জল ও অগ্নির সংযোগে বায়ু ও তেজ সম্ভূত হইল। তখন ঐ বিকৃত বায়ু হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল এবং অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই চারি হইতে বিশাল পৃথিবী সমুৎপন্ন হইল। ইহা মহেশ্বরের অন্যতম মূর্ত্তি। ঐ মহাভূত সৃষ্টির পর ক্ষুদ্রসৃষ্টিকালে ঐ শিবমূর্ত্তি অর্দ্ধনিমিষকাল জলে প্রবেশ করিলে, তাহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। জলে ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল—নারায়ণ। পরে ঐ জল হইতে সহস্র-সূর্য্য-সদৃশ প্রভাশালী সুবর্ণময় একটী অণ্ড উৎপন্ন হইল। ঐ অণ্ডে সেই ভগবান্ ব্রহ্মা বহুবৎসর বাস করিয়া পরে মহাদেবের আজ্ঞানুসারে যথাকালে, তিনি আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর তিনি সৃষ্টিকালের মধ্যে আকাশ, অষ্টদিক্ এবং নিত্য জলাধার সাগরসমূহ সৃষ্টি করিলেন। ৬৫—৭৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রকৃতি হইতে অবিজ্ঞেয় মহত্তত্ত্ব সমুৎপন্ন হইল; উহাই অমিত-বিস্তার ব্রহ্মাণ্ডরূপে উক্ত। ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হওয়ায় উহা ব্রহ্মাণ্ড নাম ধারণ করিয়াছে। সেই ব্রহ্মার সমুদ্রসমূহ শোণিত, আকাশ উদর, পবনদেব নিশ্বাস, তেজ জঠরানল, নদীসমূহ রস, আকাশ ও তমঃ শ্রোত্রদ্বয়, চন্দ্র-সূর্য্য নয়নযুগল, সুমেরু উরুযুগল, পৃথিবী বক্ষঃস্থল। রসাতলের অন্তে জল, জলের পর নাগরাজগণ, তাহার পর পুনরায় আকাশ, তাহার পরও পুনরায় জল, জলের পর অন্ধকার, উহার পর অগ্নি, তেজের পর পৃথিবী, ঐ পৃথিবী—সমুদ্র, অন্ধকার, তেজ, জল, রসাতল, সর্প এবং আকাশ—এই সপ্ত পদার্থে পরিবৃত। বৃহৎ অণ্ডের ধারণ প্রযুক্ত মহাত্মা ব্রহ্মার ভবন—এই ব্রহ্মাণ্ড, মহাধারণ নামে কথিত। যে যেরূপে যে যোনিতে গমন করে, তাহা বিশেষরূপে কহিব। সেই প্রধান নর (পুরুষোত্তম) কর্ত্তৃক জল সৃষ্ট হইয়াছে, এজন্য জল নার—অর্থাৎ নরসম্ভূত বলিয়া কথিত হয়; যেহেতু সেই নার পূর্ব্বে ঐ প্রধান নরের স্থান ছিল, একারণ তিনি নারায়ণ নামে কথিত হন। এই লোকে জীব ও আত্মা, এই দুই পুরুষ বলিয়া কথিত। সহস্র যুগ সংখ্যায় বহুকল্প অতীত হইলে প্রথমতঃ ভূরাদি লোকসৃষ্টি, অনন্তর জীবসৃষ্টি, তৎপরে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতাত্মক প্রাণিগণের সৃষ্টি হইয়াছে। ১—১০। জীব চতুর্ব্বিধ;—জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ এবং স্বেদজ। দেবযোনি অষ্টবিধ; মনুষ্য এক প্রকারই। তবে, মনুষ্যজাতি এক প্রকার হইলেও চতুর্ব্বর্ণ ভেদে নানা। পৃথিবী, আকাশ এবং স্বর্গ—এই তিন স্থান ভুবন নামে প্রসিদ্ধ। সরিৎ-সমুদ্র পর্ব্বতাদি পার্থিব স্থাবর জঙ্গমের পরিমাণ যাহা, পৃথিবীর পরিমাণও তাহা। আর এক স্বর্গীয় ভুবন আছে,—মহর্লোক প্রভৃতি লোকত্রয়; তাহা দেবগণ ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া ভোগ করেন। আর এক ভুবন কোটিযোজন বিস্তৃত (তাহা পাতাল বা ব্রহ্মলোক), এইরূপে ত্রিভুবন জানিবে। এক কোটি রুদ্র এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু, ইঁহারা পুরমধ্যে অবস্থিত হইয়া মহেশ্বরের উপাসনা করেন। পৃথিবীপ্রভৃতির সংখ্যাদি নির্ণয় তপোবলেই হইয়াছে। হে লোকবিখ্যাত পুরুষপ্রবরবৃন্দ! তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি;—শিবের ক্রীড়াস্থান স্বয়ং শিবকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে; সেই সেই স্থানে শিবলিঙ্গ-পূজা অতি উত্তম কার্য্য। সার্দ্ধ পঞ্চাশীতিশত যোজন বিস্তৃত জম্বুদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে সেই সেই দ্বীপবাসী ব্যক্তিগণ অভীষ্টসাধক শিবপূজা করিয়া থাকে। হে ব্যসে! আমার গতায়াত সর্ব্বত্রই আছে। জম্বুদ্বীপে ইঁহার নাম মহাদেব, গোমেদদ্বীপে গিরিজেশ্বর, শাল্মলিদ্বীপ মধ্যে পশুপতি, কুশদ্বীপে হর, ক্রৌঞ্চদ্বীপে

---

* অতএব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, শিবেরই সৃষ্ট। কল্পভেদে সৃষ্টি-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। সৃষ্টিপ্রণালীর বিরোধ দেখিলে, কল্পভেদে মীমাংসা করিবে।

বৃষধ্বজ, শাকদ্বীপে শঙ্কর এবং পুষ্করদ্বীপে ভাললোচন। লোকে জম্বুদ্বীপাদি দ্বীপে মহাদেবাদি নামে শিবপূজা করিয়া শিবের আদেশে ঐ সব শিবমূর্ত্তি হইতে প্রচুর অক্ষয় ভোগ ও মহৌষধি প্রাপ্ত হয়। জম্বুদ্বীপ গোমেদদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ পুষ্করদ্বীপ এই সাতটী দ্বীপ। অতঃপর দ্বীপসমূহের পরিমাণসংখ্যা ও তত্তৎ দ্বীপস্থিত বর্ণনীয় বস্তু সকল কহিতেছি;—জম্বুদ্বীপে প্রচুর জম্বুবৃক্ষ আছে; ঐ বৃক্ষ সকল লক্ষযোজন উন্নত ও উহার জম্বুফল-রস অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু। ঐ দ্বীপ জম্বুবৃক্ষ প্রমাণে বিস্তৃত ও দৈর্ঘ্যে উহার দ্বিগুণ এবং নিজের দ্বিগুণ-পরিমাণ লবণসমুদ্রে আবৃত। ১১—২৬। জম্বুদ্বীপের সপ্ত বর্ষ অর্থাৎ খণ্ড; ঐ সকল বর্ষে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা ইচ্ছামাত্রে গমন করিতে পারেন। তন্মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান। ভারতবর্ষের আবার নয়টী ভেদ আছে এবং সপ্ত কুলপর্ব্বত, উহার সপ্তবর্গরূপে কথিত হয়। মধ্যম বর্ষের বিস্তার পূর্ব্ব-পশ্চিমে, ইহা জানিবে। ভারতবর্ষের দক্ষিণে (অপসব্যে) ইলাবৃতবর্ষ আছে ও উহার উত্তর-দক্ষিণ ইন্দ্রধনুর মত আকৃতিসম্পন্ন। উহাতে দ্রোণী তুল্য ভূ-বিন্যাস সম্পন্ন বর্ষচতুষ্টয় আছে। হিমবদ্বর্ষ, রম্যবর্ষ, ক্রৌঞ্চবর্ষ, * ভববর্ষ, গিরিবর্ষ এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ আছে। পূর্ব্বদিকে মাল্যবান্, পশ্চিমদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত আছে। অনন্তর চতুর্দ্বারসমেত চতুষ্কোণ মধ্যম মণ্ডল আছে। সুমেরুশৃঙ্গের উত্তর পার্শ্বে নীল ও শ্বেত এই দুই পর্ব্বতরাজ সমন্তাৎ উত্থিত হইয়াছে। কালজ্ঞান-বিশারদেরা এইরূপ সহস্র পর্ব্বতের সংখ্যা করিয়াছেন। ২৭—৩৩। তথায় জম্বুদ্বীপের জম্বুফলাক্ত জলে দেবভূষণ সুবর্ণ উৎপন্ন হয় ও উহার উত্তরপার্শ্বে মেরুনামক মহাপর্ব্বত আছে। ঐ মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া জম্বুমূলে পুনরায় প্রবেশ করিবে। মেরু ঐ দ্বীপের মধ্যে কর্ণিকার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহা চতুরশীতি সহস্র-যোজন উন্নত, দশসহস্র-যোজন অধঃপ্রদেশে অবস্থিত ও পার্শ্বদেশে ষড়্‌বিংশতি-সহস্র যোজন। ঐ মেরু প্রদক্ষিণ করিলে পর কৈলাস নামক পর্ব্বত দৃষ্ট হয়; ঐ প্রকৃষ্ট পর্ব্বতরাজের বিস্তার চতুরশীতি যোজন। উহার বিচিত্র সানুদেশ, কন্দর ও দরীপ্রদেশে সূর্য্যদেব সন্তাপ প্রদান করিতে পারেন না, চন্দ্রদেব ও তারকাগণ জ্যোতিঃপ্রকাশে অসমর্থ এবং গিরিরাজের প্রভাবে পর্জ্জন্য বর্ষণ করিতেও অসমর্থ। ঐ পর্ব্বতে জিতক্রোধ, জিতলোভ, জিতক্লম, শিবচিন্তামগ্ন, শিবপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ আগমন করেন। স্বধর্ম্মজ্ঞ যে গৃহস্থ ব্যক্তিরা গো এবং ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে নিরত হন, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাদেবের অনুগ্রহে এই শ্রেষ্ঠ কৈলাসধামে গমন করেন। ঐ কৈলাসের দক্ষিণসীমায় শতসহস্র যোজন বিস্তৃত ও পঞ্চবিংশতি-সহস্র যোজন উন্নত নীল, নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় পর্ব্বত রহিয়াছে এবং পশ্চিমদিকে তিনটী পর্ব্বত-সম্ভূত সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে। ৩৪—৪৩। নলিনী হ্রদিনী ও প্লাবনী, এই নদীত্রয়ের পূর্ব্বদিকে গতি; জম্বুদ্বীপের প্রধানা নদী গঙ্গা, ঐ সকল নদী অপেক্ষা পবিত্রা। ঐ গঙ্গায় শতসহস্র নদী-উপনদী গমন করে। পৃথিবীতে গঙ্গার সমান পবিত্র তীর্থ, পর্ব্বতসমূহ ও যে সকল অতি পবিত্র দেবতীর্থ আছে, তাহা পশ্চাৎ কীর্ত্তন করিব। হে দ্বিজগণ! জম্বুদ্বীপ যথার্থরূপে বর্ণনা করিলাম; অপর ছয় দ্বীপের বিষয় যথার্থরূপে শ্রবণ কর। ঐ দ্বীপপুঞ্জের পরিমাণ জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ। উহারা উত্তরদিকে অবস্থিত। জীবগণ স্বর্গভোগ করিয়া অবশিষ্ট পুণ্যফলের ভোগার্থ ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে আগমন করে এবং লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও স্বাদুজল, এই সপ্ত সমুদ্রে প্রত্যেক দ্বীপ বেষ্টিত রহিয়াছে। হে দ্বিজগণ! সহস্র সহস্র দ্বীপ আমাদিগের অবিজ্ঞাত রহিয়াছে। এই সাতটীমাত্র দ্বীপ আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ঐ দ্বীপ সকলের বিষয় শতবর্ষেও বিস্তার পূর্ব্বক কহিতে পারি না। প্লক্ষদ্বীপে প্লক্ষবৃক্ষ, শাল্মলদ্বীপে শাল্মলিবৃক্ষ, কুশদ্বীপে কুশগুচ্ছ, ক্রৌঞ্চদ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামক মহাগিরি, শাকদ্বীপে শাকবৃক্ষ, পুষ্করদ্বীপে পুষ্করবৃক্ষ আছে। ঐ দ্বীপস্থ বৃক্ষ সকল উত্তরোত্তর পরিমাণে দ্বিগুণ অর্থাৎ জম্বুদ্বীপস্থ জম্বুবৃক্ষের যে পরিমাণ, শাক উহার দ্বিগুণ, ইত্যাদি। ঐ সকল বৃক্ষেরই অমৃতের ন্যায় আস্বাদ কথিত হয়। ঐ বৃক্ষ সকলের অমৃতের মত রস পান করিলে দীর্ঘায়ুঃ হয়। তথায় রোগ, জরা, শোক ও পরিশ্রম কিছুই নাই। ঐ ছয় দ্বীপে লোক যৌবনাবস্থাপন্ন হইয়া জাত হয় ও তদবস্থাতেই মৃত হয়। তাহাদের যৌবনেতর অবস্থা ভোগ করিতে হয় না এবং তাহারা চক্রবাক পক্ষীর সমধর্ম্মা; স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহাকেও কেহ প্রিয় বলিয়া জানে না। ঐ স্থানের ভূমি—মণিময়ী, বালুকা—সূক্ষ্ম সুবর্ণ, বৃক্ষ সকল—সকল কালে ফলবান্ ও নিজ নিজ সুগন্ধি ফলের আশ্রয়। ৪৪—৫৬। ঐ সপ্তদ্বীপেই সপ্ত কুলপর্ব্বত ও সপ্ত নদী আছে। শত সহস্র নদী-উপনদী তত্তৎ দ্বীপস্থ কুলাচলের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছে। ঐ সকল দ্বীপে শৃঙ্গশালী আশ্চর্য্য পর্ব্বত সকল আছে ও সেই সেই পর্ব্বতে বিদ্যাধর, সিদ্ধ, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, দানব, বিহগ, উরগ ও যক্ষগণ ক্রীড়া করিতেছেন এবং পর্জ্জন্য তথায় বর্ষণ করে না; তথায় কালেরও বিপর্য্যয় নাই। কিন্তু কল্পান্তকালে সকলই দগ্ধ হইয়া থাকে, ইহা ভগবান্ শিব কহিয়াছেন। ঐ দ্বীপপুঞ্জের পর্ব্বতনিকর, নিজ নিজ প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ষষ্টি সহস্র পর্ব্বত তত্রত্য কুলাচলের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এতদতিরিক্ত

---

* ক্রৌঞ্চ এবং ইলাবৃত—একই।

সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। ঐ সকল পর্ব্বতে শুক্লদন্ত প্রিয়ংবদ পুরুষগণ বিরাজ করেন; উঁহাদের কোনরূপ দুঃখ বা গ্লানি নাই ও কেহ তাঁহাদিগকে পীড়া দেয় না; কারণ ঐ তপোধন পুরুষেরা তত্তৎ-দ্বীপেই উৎপন্ন হন। উঁহারা দীর্ঘায়ু এবং কামচর। হে দ্বিজগণ! সম্প্রতি জম্বুদ্বীপের কালপর্য্যায় কহিতেছি। ৫৭—৬৫। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারিটী যুগ। হে বিপ্রগণ! মানবদিগের বর্ষসংখ্যায় ঐ সকল যুগপরিমাণ পুরাণ-বাক্যানুসারে তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। সপ্তদশ লক্ষ, দ্বি অযুত, আট হাজার বৎসর সত্যযুগের পরিমাণ। দ্বাদশলক্ষ, ষট্ সহস্র বৎসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ পুরাণে পরিকীর্ত্তিত আছে। আট লক্ষ, আট হাজার বৎসর দ্বাপরযুগের পরিমাণ পুরাণে পরিকীর্ত্তিত আছে এবং দশলক্ষ দ্বি-অযুত আট সহস্র বৎসর কলিযুগের কাল নির্ণীত আছে। ঐরূপ বাহাত্তর ৭২ যুগে এক মন্বন্তর হয়।* ঐরূপ চতুর্দ্দশ মনুতে একটী কল্প হয়। ঐরূপ একটী কল্পে ব্রহ্মার এক দিন ও একটীতে এক রাত্রি হয়। হে দ্বিজগণ! ঐ প্রকার দিনপরিমাণে শতবর্ষ ব্রহ্মার আয়ুঃকাল নির্দ্দিষ্ট; উহা মহাদেবের নিমিষ মাত্র কাল। ঈশ্বর নিমিষ মধ্যে. ব্রহ্মাদি সূক্ষ্ম কীট পর্য্যন্ত সৃজন করেন; সকলেরই জীবন মহাদেবের নিমিষ কালের মধ্যে; অন্যান্য গ্রহগণের সহিত চন্দ্র সূর্য্যের জীবনও নিমিষের মধ্যে। ৬৬—৭৪। মহাকল্প মহাদেবের নিমিষকাল বলিয়া খ্যাত। দ্বীপ ও বর্ষের বিষয় সংক্ষেপে কহিতেছি। অন্যান্য দ্বীপের বিবিধ অবস্থা কীর্ত্তিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ভারতবর্ষের নয়টী খণ্ড কীর্ত্তিত আছে,— ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, চারণ এবং সাগরের উত্তরে সাগর-সঙ্গত স্বাদূদকনামা এই নবম দ্বীপ, ইহাই মহান্। এই নবম দ্বীপই পৃথিবীর আদিভূত, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর পরে, পৃথিবীর দ্বিগুণ-পরিমাণ-সম্পন্ন লোকালোক নামে পর্ব্বত। তাহা সমগ্র পৃথিবী বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। সে স্থান হইতেই লোক প্রমাণ ও লোক বিস্তার হয়; এই জন্য তাহার নাম লোকালোক। তথাকার অধিবাসীরা মনঃসিদ্ধি-সম্পন্ন, নীরোগ, চিরজীবী, সুবর্ণময় এবং সৌম্যাকৃতি-সম্পন্ন। সমুদ্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণ ও চতুর্দ্দিক্‌পাল লোকালোক পর্ব্বতেই অবস্থিত। এইরূপে লোকালোক পর্ব্বত লইয়া পৃথিবীর পরিমাণ তিনগুণ। ৭৫—৮২।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—পৃথিবীর বিস্তার ও দীর্ঘতার বিষয় কহিলাম, এক্ষণে অধঃপ্রদেশে পাতাল-তলবাসী নাগগণের বিষয় কহিতেছি। সেই পাতালে বিবিধরত্ন-সুশোভিতা ভোগবতী নামে সুন্দর পুরী আছে; তথায় নাগরাজগণ সানন্দে বিশ্রাম করেন এবং সিদ্ধগণ, ভরতাদি মুনিগণ, বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, পবন, পূরণ, মণিমাল, ভদ্র, কৌশিক, বসু, ধুন্ধুমার, কম্বল, অশ্বতর, তিত্তিরি, হরিভদ্র, বলাহক, করবীর, পুণ্ডরীক, সংবৃত প্রভৃতি নাগগণ ও অন্যান্য অনন্ত প্রভৃতি নাগরাজগণ বিশ্রাম লাভ করেন। ১—৬। ঐ ভোগবতীপুরী বিচিত্র-পতাকা-সহস্রে সুশোভিতা, তথায় বিলম্বিত-বসনা মুক্তা-সমূহে অলঙ্কৃতা পূর্ণকামা অপ্সরাতুল্য সুন্দরী স্ত্রীগণ সর্ব্বদা হাস্য নাট্য গীত ও বাদ্যে আসক্তা হইয়া রহিয়াছে। ঐ ভোগবতী-নিবাসী ব্যক্তিগণের গ্লানি, শোক বা জরা কিছুই নাই। পরস্পর ঈর্ষা হইতে ভয় নাই। তত্রত্য ব্যক্তি সকল পরস্পর সাহায্যদানে তৎপর, হৃষ্টপুষ্ট ও সকলের মনোভীষ্ট-পরিপূরক। ভোগবতী-পুরী কান্তিজালে উদ্ভাসিতা, উহার চতুর্দ্দিকে সুবর্ণময় স্তম্ভসহস্র বিরাজমান; উহা বজ্র ও বৈদূর্য্য মণিময় অসামান্য রত্ননির্ম্মিত প্রদেশে শোভিতা ও ইন্দ্র-নীল মহা-নীলাদি দ্বারা অলঙ্কৃতা। উহার নদীসমূহে সর্ব্বদাই জলপ্রবাহ বর্ত্তমান। পায়সান্ন কর্দ্দমরূপে অবস্থিত এবং কৃত্রিম নদী সকল ঘৃতপরিপূর্ণ ও সর্ব্বদা বৃক্ষশ্রেণী-সুশোভিত। তথায় শঙ্খ কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের মত শুক্লবর্ণ অন্নময় পর্ব্বত পূর্ব্বে শিবের আদেশে ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং তত্রত্য বহু জলাশয় সর্ব্বদাই দুগ্ধপূর্ণ; মধু-কুল্যাও তথায় রচিত আছে এবং ঐ পুরীতে তাম্বুল-চর্ব্বণে রক্তদন্তা নিত্য প্রিয়বাদিনী যৌবনশালিনী ভার্য্যাগণ স্ব স্ব স্বামী কর্তৃক পুনঃপুনর্ব্বার উপভুক্তা হইলেও তাহাদের যোনি ক্ষত হয় না এবং প্রসব করিলেও নারীর যৌবন অপগত হয় না। পুরুষগণ সর্ব্বদা নিজ পত্নীতে আসক্ত, পারদার্য্য তাঁহাদিগের অবিদিত। ৭—১৮। নাগলোকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই পূর্ণমনোরথ এবং তত্রত্য স্ত্রী ও পুরুষদিগের গতি অব্যাহত। নাগলোকের একদেশ বর্ণনা করিলাম, উহার পরিমাণ ঊর্দ্ধ, দীর্ঘ এবং প্রস্থে চতুর্দ্দিকে বিস্তার এককোটি যোজন। সমগ্র নাগলোকের বিস্তার, তদপেক্ষা দ্বিগুণ। হে দ্বিজগণ! অনন্তর হিরণ্যপুর-নিবাসীদিগের বিষয় কহিতেছি; হিরণ্যপুরের পরিমাণও কোটি যোজন নির্দ্দিষ্ট আছে। তথায় পুষ্প-সমূহে সুগন্ধি ও ফলবান্ বৃক্ষ সকল আছে, পর্ব্বতীয় কন্দর সকল নানা বিচিত্র শব্দে পরিপূর্ণ। তথায় রমণীরা প্রিয়বাদিনী সুকুমারী যুবতী; পুরুষেরা রূপসম্পন্ন সদাচার-

---

* ভগবদ্গীতার ব্যতীত মীমাংসার উপায় নাই।

নিরত। তথায় সুধাধবলিত ভিত্তিসমূহে বিভূষিত সুবর্ণময় গৃহ। তত্রত্য সকল ব্যক্তিই বিমানচারী ও স্থির-যৌবন। সেই স্থানে অবিকলাঙ্গী, শুক্লদশনা, শুক্লবসনা, চন্দ্রকিরণতুল্য-বিমলকান্তি, সফলমনোরথা, অপ্সরার ন্যায় সুন্দরী রমণীরা চক্রবাক-চক্রবাকীর ন্যায় সতত একত্র অবস্থিত; তাহাদের উদ্বেগ, কোপ, ঈর্ষা বা অসূয়া কিছুই নাই এবং উহারা, মণিমুক্তা-মালা-বিশিষ্ট সুরচিত বহির্দ্বার-সমন্বিত ঐ পুরীতে আনন্দিত সিদ্ধগণের সহিত আনন্দ অনুভব করে। ১৯—২৭। সেই নগরী-শ্রেষ্ঠের গুণ গণনা করা বহুবৎসরসাধ্য। ঐ স্থানে প্রহ্লাদ প্রভৃতি বিষ্ণুভক্ত দৈত্যগণ বাস করেন, তাঁহাদিগের অনুগ্রহেই সকল লোক জীবিত রহিয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। পরাপর লোকসমুদায়ের ধারণোপায় লোক-ধারকগণ ব্রহ্মাদি দেবগণকে ধারণ করিয়া আছেন, সুরভি এই সমুদয় ধারণ করিতেছেন, সুধন্বা এই পৃথিবীকে ধারণ করিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ, সুসর্ব্বাঙ্গ, সুলভা ও চষকা ইঁহারা যমাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিক্ সর্ব্বদা ধারণ করিতেছেন। সুরভি প্রভৃতিব অনুগ্রহে ব্রহ্মাদি দেবগণ জীবিত আছেন। ঐ স্থানে কি ক্ষুদ্র গৃহ, কি প্রাসাদ সকলই দিব্য বিচিত্র ধ্বজপতকা-শোভিত। সকল অভীষ্টপ্রদ কল্পবৃক্ষনিকর, অন্যান্য বিচিত্র বৃক্ষ এবং স্বর্গ অপেক্ষা অধিক রমণীয় সুখস্পর্শ জলাশয় সকল তথায় আছে। ২৮—৩৪। পূর্ব্বে ব্রহ্মা যথেপ্সিত-গুণশালিনী করিয়া এই পুরী নির্ম্মাণ করেন, এইজন্য এবং সর্ব্বদা অত্রত্য লোকদিগেব সকল কামনা পূর্ণ করে বলিয়া ইহার নাম কাম্যা। তথাকাব সহস্র সহস্র পাত্র পায়সে পরিপূর্ণ; অধিক কি, এখানে সামান্য ব্যক্তির গৃহেও সকল পদার্থই সুখজনক। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ঐ স্থানে অরুণদেবের সুশোভিত ক্ষুদ্র গৃহ ও প্রাসাদশ্রেণী শরৎকালীন নির্ম্মল হ্রদসমূহের মত শোভা পাইতেছে। তথায় কুণ্ড সকল অমৃতময়, চতুর্দ্দিক্ দেবসমূহে অধিষ্ঠিত, পায়সপূর্ণ সহস্র সহস্র পাত্র, জল দিব্য সুধাতুল্য, নানাবিধ অন্ন ও অপরিসীম অলঙ্কার। ঐ নগরীর যে কত গুণ, তাহা নামমাত্রে উল্লেখ করিতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াও দেবগণ শতবৎসরেও সমর্থ হন না। ৩৫—৪০। হে দ্বিজগণ! এই পাতালের গুণ সংক্ষেপে কহিয়াছি। নাগ ও অন্যান্য পাতালবাসিগণ সূক্ষ্মশরীরধারী বলিয়া অতিসূক্ষ্ম অতি-বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করে; এজন্য উহা বর্ণনার অসাধ্য। ঐ পাতালে নাগরাজ অনন্তদেবের,—ব্রহ্মপুরী, বিষ্ণুপুরী ও ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়িনী অসামান্যা পুরী আছে। উহা অসংখ্য গুণের আধার বলিয়া দেবগণেরও প্রশংসাপাত্র। হে দ্বিজবর! অতঃপর সূর্য্যতনয় যমের অধিকৃত স্থান ও তত্রত্য সকল বিষয় বর্ণন করিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৪১—৪৫। রৌরব, রোধ, বালশূকর, কুম্ভীপাক ও গলগ্রহ নামে নরক তথায় বর্ত্তমান। ঐ গলগ্রহ হইতে বৈতরণী নদী অধোমুখে প্রবাহিত হইতেছে। অসিপত্রবন, ভীষণ-যমশূলী, ভৈরব, একপাষাণ, অসিতালবন, অসিপত্রবন, ঊর্দ্ধক, শূল, বৈতরণীনদী, করম্ভবালুকা, শৃঙ্গাটকবন, ঘোর অন্ধকার এবং মক্ষিকা প্রভৃতি বহুতর নরক যমের অধিকারে আছে। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ নরক প্রাপ্ত হয় ও নানাবিধ স্থানে পুনঃপুনঃ ক্লেশভোগ করে; সর্পদংশন, ক্রকচ দ্বারা কর্ত্তন, বৈতরণীর লবণাক্ত জলে শাল্মলি বৃক্ষ হইতে আকর্ষণ, যন্ত্রসূত্রের সংগ্রহ, কুম্ভীপাক নরকে মর্দ্দন, এই সকল পীড়ন ঐ স্থানেই হয়। কূটসাক্ষীদিগের রৌরব নরকে পতন, পরহিংসানিরত-দিগের রোধ নরকে পতন, ব্রহ্মস্ব হরণ করিলে শূকর কুম্ভীপাক প্রভৃতি অপকৃষ্ট নরকে পতন হয়। মানব পরস্ব হরণ করিলে গলগ্রহে প্রবেশ করে, ঐ নরাধম সহস্র বর্ষ তথায় পীড়িত হয়। স্ত্রীঘাতী পূতিমাংস নরকে নিক্ষিপ্ত হইয়া লক্ষবর্ষ বারংবার পীড়িত হইয়া পচিতে থাকে। ধন, ধান্য, সুবর্ণ বা বিশেষতঃ সুবর্ণ হরণ করিলে ভয়ঙ্কর যমশূল নরকে গমন করে। মাতৃহন্তার শতবর্ষ সূচী-মুখ নরকে পীড়ন হয়। পিতৃঘাতী অতি যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া অধোমুখ নরকে পীড়িত হয়। দেবদ্রব্য-বিনাশক ব্যক্তি সর্পময় বৈতরণী নদীতে নিপতিত ও একবিংশতিবর্ষ ঘোর নরকে, পরে অগ্নিপ্রয়োগে; গ্রামাদিধ্বংসক মানব, অসি-পত্রবনে পচিয়া থাকে: ধর্ম্মের মূল তপোব্রতাদি আচরণের দ্বেষক মনুষ্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া অতি কঠোর ভৈরব নরকে সহস্রবর্ষ অধোমুখে নিপতিত হয় এবং মিত্রপত্নী-গামীরা একপাষাণ নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি অভয় প্রদান করিয়া পুনরায় ভয়োৎপাদনে বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করে, সে নিঃসংশয় অসিতালবনে পচে। পরস্ত্রীগামী ও পরদ্রব্যাভিলাষী ব্যক্তিরা ভীষণ অসিপত্রবনে পচে, ইহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি সাক্ষী হইয়া মিথ্যা কথা কহে, সে বিষম যাতনাস্থান শূল নরকে ঊর্দ্ধপাদ হইয়া বদ্ধ হয় ও তাহার জিহ্বা উৎপাটিত হয়; স্বয়ং সেই ব্যক্তি তীক্ষ্ণ হল দ্বারা উৎখানিত হয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের শিখা ও যজ্ঞসূত্র প্রভৃতির নিন্দা করে, সেই নরাধম মহানদী বৈতরণীতে পচিতে থাকে এবং যাতনাস্থান শৃঙ্গাটকবনে যমশাসনে আকৃষ্ট হয়। যাহারা স্ত্রী বা পুরুষের হস্ত ছেদন করে, তাহারা করম্ভবালুকা ও ভীষণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হয় এবং গৃহদাহকারী নরাধম ব্যক্তি মহাঘোর অন্ধকার মাক্ষিক ও দুঃখ-সমুদ্রের প্রধান স্থান মহাঘোর নরকে সহস্র বর্ষ পচিয়া কোটিকল্প অসিপত্র-নরক ভোগ করিয়া থাকে। ৪৬—৭০। এইরূপ নানাবিধ শুভপ্রদ প্রদেশ তথায় অর্থাৎ স্বর্গও অবস্থিত আছে। ঐ সকল স্থান পাপীদিগের অতিদূর দূরে অবস্থিত ও বিশেষ

দুর্জ্ঞেয়। শুভ স্থান সকল, পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের মুহূর্ত্ত মধ্যে গমনযোগ্য। সুন্দর পথ ও বীথিসমূহ তথায় বিরাজ করিতেছে। সজ্জনেরা সেই স্থানেই নিশ্চয় গমন করেন। হে মহামুনে! দুস্তর নরক-নিকর সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম এবং গর্ভযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা, জন্মযন্ত্রণা, অজ্ঞান জন্য যে ভয়, অবিদ্যাজন্য কষ্ট, অজ্ঞবনবাসিগণের দুঃখ, হিংসাযাজ্ঞিকদিগের দুঃখ, সাংখ্যযোগীদিগের দুঃখ এবং রাগাদির অপরিত্যাগ-হেতুক মোক্ষাভিলাষীদিগের যে দুঃখ হয়, সে সকলই নরক-বিষয়ক বলিয়া জানিবে। এজন্য বহুল যত্ন সহকারে ঐ সকল দুঃখ-বিষয় পরিবর্জ্জন করিবে। আর সিদ্ধান্ন দ্বারা যজ্ঞ করিবে, পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবে, সে যজ্ঞে দুঃখ নাই সে যজ্ঞ আশ্রয়ণীয়। বিদ্বান্ ব্যক্তি, জন্ম এবং অহঙ্কারাদির বিনাশক জ্ঞানকেই সাধন দ্বারা আশ্রয় করিবে। কারণ জন্মের মূলীভূত অহঙ্কারের নাশ হইলে, সকল প্রকার ক্লেশেরই বিনাশ হয়। মিথ্যা-সাক্ষ্যদাতাদিগের রৌরব নরকে পতন হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই; জীবঘাতীর বৈতরণীতে পতন নিশ্চিত আছে এবং অন্যের জীবিকা যে নষ্ট করে, সে অসিপত্রবনে গমন করে। সিদ্ধান্ন দ্বারা অন্য যাগ করিলে এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ না করিলেও হিংসাদোষগ্রস্ত হয়। যাহারা শিবশাস্ত্র অনুসরণ করিয়া শিবোপাসনা করে, তাহারা অহিংসা-দোষে অর্থাৎ শিবসাক্ষাৎকার রূপ ফললাভ করে। শিবমায়া-মোহিত দুর্ব্বৃত্তদিগের বিষয় পূর্ব্বেই কহিয়াছি। ৭১—৮০। প্রাণিগণ যাহার ফলে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে, তাহা অবিদ্যা। সেই অবিদ্যামূলক কর্ম্ম হইতেই তাহারা মহাতমো-নিমগ্ন হয়। ধর্ম্ম-বেত্তৃগণ, বিদ্যা ও ধর্ম্মফল-সম্ভূত মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা অবিদ্যা-মূলক কর্ম্মের বশবর্ত্তী বলিয়া বহু স্থাবর সৃষ্টিতে সমর্থ হইয়া এবং ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও অবিদ্যা-প্রভাবে, সাতিশয় দুঃখেই নিমগ্ন থাকেন, প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ হন না। সে মহাদুঃখ কামতৎপর ব্যক্তিগণের পক্ষে অজেয়। বেদোপদিষ্ট-ধর্ম্মবেত্তা ব্রাহ্মণেরা মোক্ষকেই সার বোধ করেন। সকলেই যমরাজ্যে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া যেরূপ আবার ইহলোকে, স্বর্গ নরক ভোগ হয়, এবং মানুষ জন্ম সাংসারিকদিগের পক্ষে ক্লেশকর কিনা, তৎসমস্ত বলিতেছি। গর্ভবাস ভোগ করিবার পর, নরকভোগ হয়, নরকভোগের পর তির্য্যক্ মনুষ্য-যোনি ও দেবযোনি প্রাপ্ত হয়। তির্য্যগ্ যোনি, মনুষ্য-যোনি এবং দেবযোনি পরিবর্ত্তনশীল। কালক্রমে, পক্ষীও মানুষ বা দেবতা হয়, মানুষ বা দেবতাও পক্ষী হয়, দেবতা মানুষ হয় আবার মানুষেও দেবতা হয়, অতএব এ সমস্তই নরক। অতএব নরক-নিস্তারেচ্ছু হিতৈষী ব্রাহ্মণেরা, সুখলাভের জন্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র সমদর্শী ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। গর্ভবাসের মূলীভূত দুঃখ বা কর্ম্ম বিনষ্ট হইলেই নরকভয় দূর হয়। কিন্তু সংসার-চক্রারূঢ় ব্যক্তিগণ, যন্ত্রচক্রের ন্যায় নিয়ত নানাযোনি ভ্রমণ করে। অতএব সংসারচক্র-নাশের জন্য শিবচক্রে আশ্রয় করিবে। শিবচক্রারূঢ় জ্ঞানী ব্যক্তি দোষে লিপ্ত হন না। তিনি মায়ার অধীন অবিদ্যা-কর্ম্মসম্ভূত দোষরাশিকে বঞ্চিত করেন। এইরূপে শিবজ্ঞানে ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি শিবের প্রিয় হয়। অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সে ব্যক্তিও পাপরাশিকে তদ্রূপ দগ্ধ করে। ৮১—৯২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি পৃথিবীর পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক্‌বর্ত্তী সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্র বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধের বিবরণ কহিতেছি। প্রথম ভূতল ব্রাহ্মণদিগের ভবন, ইহা বলিয়াছি। ঐ ভূমি হইতে ঊর্দ্ধভাগে দ্বিতীয় নিবাস কিরূপ এবং কাহাদিগের—তাহা কহিতেছি। এই ভূমীতল হইতে লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে সূর্য্যলোক, তাহার লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্রলোক, তাহার লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে গ্রহগণ ও তারাগণের আশ্রয়; এইরূপে উপর্য্যুপরি গ্রহগণ অবস্থিত আছে। অন্তরীক্ষস্থ গ্রহ-তারাদি এক মন্বন্তর কাল একভাবে প্রকাশ পায়, সঞ্চরণ করে, শেষে পতিত হয়। ঐ অন্তরীক্ষে মন্বন্তরভেদে গ্রহ ও মেঘসমূহ নানাবিধ হয় অর্থাৎ বর্ত্তমান মন্বন্তরে যেরূপ, অপর মন্বন্তরে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। মেঘস্থান দশসহস্র দশ যোজন উন্নত। উহাতে নববিধ জলধরসমূহ আগ্নেয় ও অন্যান্য মেঘ সকল বরুণদেবের, ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। উহাদের ঊর্দ্ধে সূর্য্যলোক; ঐ সূর্য্যলোকের ঊর্দ্ধে দেবগণ-পূজিত মহোৎসাহপূর্ণ প্রধান প্রধান স্থান আছে। ১—৮। ঐ সূর্য্যলোকে বহুতর দেববিমান আছে, সে স্থানের অধিবাসীরা সকলেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী। ষষ্টিসহস্র ভাবিতাত্মা ঋষিগণ প্রশংসিতকর্ম্মা সূর্য্যদেবের প্রশস্ত রথকে সেবা করিতেছেন। ঐ সকল উপাসকদিগের মধ্যে ষষ্টিসহস্র মহাত্মা নাগ, হাহা হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও ষষ্টিসহস্র-সংখ্যক অপ্সরা আছে। গীত ও গন্ধর্ব্বদিগের নিনাদপূর্ণ ঘণ্টা-সমন্বিত বিবিধ রত্নে চিত্রিত, ধ্বজসমূহে পরিশোভিত, কিঙ্কিণীসমূহে শব্দিত, নানারত্নে সমুজ্জ্বল, সর্ব্বকামসমৃদ্ধ, কাব্যশব্দ-সমন্বিত, সহস্র নারী ও কল্পবৃক্ষে সংবৃত, শতশত বিমান রহিয়াছে। সূর্য্যদেব বৃষ্টির কারণ বলিয়া তৎপ্রসঙ্গে মেঘ বর্ণনা করিতেছি; উহারা অন্তরীক্ষচারী, অতিগুণপন্ন এবং বায়ু অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বত্র গমনাগমন করে ও জল ক্ষরণ করে। সূর্য্যলোকে [illegible]সংখ্যক বায়বা গণবিশেষ সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত হইয়া [illegible]

সলিল বহন পূর্ব্বক স্বর্গপথ আশ্রয় করত নিজ নিজ অংশে আকাশে শত শত দেব, অপ্সরা ও সিদ্ধগণের সহিত সঞ্চরণ করে। ঐ সূর্য্যলোকে পুণ্যবান্ জনসমূহে সমন্বিত সমুজ্জ্বল বিচিত্র বহু সহস্র দিব্য গৃহ রহিয়াছে। ঐ স্থানে দেবগণ বিহারেচ্ছায় বিমানে অবস্থিত হইয়া ক্রীড়া করেন ও দিব্যভোগ-সম্পন্ন হইয়া অন্তরীক্ষে বিরাজিত হন। আকাশে, জল অর্থাৎ মেঘাদি বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে, ঐ সকলই সূর্য্যতেজের আকর্ষণে সমুৎপন্ন হইয়াছে; ঐ সূর্য্যলোকে সংসারজেতা পুণ্যবান্ যতিগণ গমন করেন। এই মহাত্মা সূর্য্যের লোক সকল বর্ণনা করিলাম। ৯—২০। উহার ঊর্দ্ধে বৈবস্বত নামে লোক আছে, তথায় শতসংখ্য বিমানে পরিশোভিত ধার্ম্মিক-সেবিত পবিত্রলোকে শুচি দিব্য ব্যক্তিগণ বিচরণ করেন। উহার ঊর্দ্ধে এতদপেক্ষা সুন্দর বিস্তৃত সোমলোক আছে। তথায় যাগকর্ত্তা, মন্ত্র-আরাধনায় তৎপর, সোমরস-পাতা, শস্য বস্ত্র ও হিরণ্য-প্রদাতা ক্ষত্রিয়গণ সুখে অবস্থান করেন। তাহার ঊর্দ্ধে মহাত্মা ঋষিদিগের সমুজ্জ্বল লোক অবস্থিত আছে, তথায়, যাযজূক ব্রাহ্মণগণ শতবিমানে শোভিত হইয়া গমন করেন। তথাকার লোকসমুদয় দিব্যবসনধারী ও অলঙ্কৃত হইয়া সঞ্চরণ করেন। ঐ স্থানেই আকাশগঙ্গা ও সমুদয় গ্রহ অবস্থান করিতেছেন। তাহার ঊর্দ্ধে ঋষিপূজিত এক লোক আছে। যে বীরগণ মহারণে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই তথায় বাস করেন। উহা স্বর্গে ইন্দ্রের অমরাবতী পুরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঋষিলোকের ঊর্দ্ধে ইন্দ্রলোক, তাহার ঊর্দ্ধে কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী লক্ষকোটি সাধ্যগণে পরিবৃত ধ্রুবলোক; উহার পরিমাণ দেবলোকের চতুর্গুণ। এই স্থানে সনৎকুমার কার্ত্তিকেয় নন্দন প্রভৃতি অনেক অবস্থিত। শস্য, বস্ত্র এবং হিরণ্য দান যাঁহারা করেন, তাঁহারাও এইরূপ সুখে থাকেন। ২১—৩০। তাহার ঊর্দ্ধে জনলোক, উহার প্রশংসা পৃথিবীতে খুবই আছে। তারালোকের উপরিস্থিত লোক ব্রহ্মলোক নামে কথিত; ঐ লোকে সিদ্ধগণ, মুনিগণ, স্বয়ং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, সপ্তর্ষিগণ, ধ্রুব ও মহামতি বিষ্ণু বিহার করেন। ঐ লোকের পর সত্যলোক আছে, ইহা আমি সত্য কহিতেছি। তাহার ঊর্দ্ধে বিষ্ণুলোক ও গোলোক; পৃথিবীমণ্ডলের পর ঐ সকল লোক যথাক্রমে বর্ণিত হইল। অণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মলোক, উহারও শতকোটি যোজন ঊর্দ্ধে এক লোক আছে, ঐ স্থানে কেবলমাত্র জ্ঞানিগণ গমন করিতে পারেন। গমন করিলে পরম জ্ঞানের উদয় হয়। ঐ স্থানে শিবানুচর ভিন্ন কেহই গমন করিতে সমর্থ হয় না। শিবের অনুগ্রহ, যোগ অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য এই লোক-প্রাপ্তির কারণ। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ শিবই ব্রহ্মা হইয়া স্বয়ং তথায় বিরাজ করিতেছেন; এমত সময় ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ ঋষিগণ সকলেই আসিয়া ব্রহ্মার চরণে নিপতিত হইলেন ও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আনন্দে অবস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে মহাভাগগণ! তোমরা নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? কি ইচ্ছা করিতেছ? যে কার্য্যার্থ আসিয়াছ, তাহা বল। দেবগণ কহিলেন,—হে দেব! আমাদিগের বরে প্রয়োজন নাই। জগৎস্রষ্টা আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন! ইহার পর আর কি বর আছে এবং ভবদীয় দর্শন সহস্র বর হইতে প্রশংসনীয়। আমাদিগের প্রবল সংশয় উপস্থিত, আপনি তাহা দূর করুন। অতি দুর্লভ গোপনীয় উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৩১—৪১। সনৎকুমার বলিলেন,—ইচ্ছা-দ্বেষ-বিহীন জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যান যোগ-পরায়ণ, ঈশ্বর-জ্ঞান-সম্পন্ন নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ, আর ভৃগু এবং অঙ্গিরা এই বৃদ্ধ ঋষিদ্বয়কে অগ্রে করিয়া শুচি ঋষি, ব্রহ্ম-সভায় গিয়াছিলেন। আমি পরমাত্মা রুদ্রের নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে, (দেবতা ও ঋষিগণের মধ্য হইতে) ঋষিরাই সেই প্রশ্ন ব্রহ্মার নিকট করিলেন। আমি সেই সব পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিব। পরম-প্রভা-যুক্তা ব্রহ্ম-সভার নাম "কামময়া"। পরমাত্মার সহিত একত্বপ্রাপ্ত পুরুষেরাই তথায় দেখিতে পায়; অপরে দেখিবে কিরূপে? কেননা, সেখানে সূর্য্যরশ্মি নাই, চন্দ্রকিরণ নাই, তারকা-মণ্ডলের জ্যোতি নাই। ফল কথা, তমোতীত শিব ব্যতীত সে স্থান প্রকাশ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। পাপ ও সদাচার-বিহীনতা, শিব ভিন্ন সকলেরই কিছু না কিছু আছে, বা ছিল। তমোগুণের প্রকাশ ও অপ্রকাশেই পাপ ও পুণ্যের নির্ণয় হয়। কেবল একমাত্র যোগমায়া ও সকল পাপকে অপহরণ করেন, যোগশাস্ত্রোক্ত বিধানে ধ্যান করিলে জন্মজন্মান্তরকৃত পাপেরও ক্ষয় হয়। ৪১—৪৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ব্যাস সবিনয়ে সমাগত হইয়া শুদ্ধচিত্তে ভক্তি-সহকারে সর্ব্বজ্ঞ সনৎ-কুমারকে নিজ সন্দেহবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্ দ্বিজবর! আপনার অনুগ্রহ বশতই আমি সন্দেহ-নিরাকরণে ইচ্ছুক হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্ মহামুনে! এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আমাকে বলুন। হে ভগবন্! আমি এইরূপ সন্দিগ্ধ অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, ত্রিলোক মধ্যে আর কে ইহার সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া সদুত্তর দিতে পারিবে? মহাদেবের নিকট হইতে লব্ধ শক্তিবলে

ইহা শ্রবণ করাইতে সক্ষম হইতেছেন, এজন্য দেব-রুদ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন; আমরা সংশিতব্রত হইয়া শ্রবণ করিতেছি। সনৎ-কুমার কহিলেন,—এই দৃশ্যমান চরাচর পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল, তারপর দেখিতে দেখিতে সকলই মহাসমুদ্রের জলে প্লাবিত হইল। তখন অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, দশ দিক্, চন্দ্র, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত করণ, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষস সকলই মহেশ্বরের তেজ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল, তদ্বিষয়ে বিশেষ বলিতে সমর্থ নহি। তখন ঐ সকল অবলোকনে আমি মোহিত হইয়া কিছুকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিলাম। ১—৮। পরে ভগবান্ রুদ্র লক্ষকোটি সহস্র লোকের হিতার্থে দর্শন-মনোরম নিজ সুন্দর মুখ-কমল ব্যাদান করিয়া দুন্দুভি ও মেঘের শব্দের ন্যায় শব্দ করিয়া এই কথা বলিলেন,—আমি একমাত্র, আমার দ্বিতীয় নাই, সকলই যুগে যুগে আমা হইতে এককালীন প্রাদুর্ভূত হয়, হে মূঢ়গণ! কি জন্য ভাবিয়া শুষ্ক হইতেছ? মায়াদেবীর সাহায্যের জন্য রুদ্রকে নির্ম্মাণ করিয়াছি, তিনি নিখিল-লোক সৃজন করিতেছেন। তৎকালে রুদ্র ইহা এবং নিম্নলিখিত কথা বলিয়া তথায়. অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার শেষের কথা এই,—হে মহাভাগগণ! যথাক্রমে আমার উপদেশ শ্রবণ কর। স্থাবর জঙ্গম পূর্ব্বে যেমন থাকে, নূতন সৃষ্টিতেও তাহাই হয়। অন্নের দেবতা প্রজাপতি, অন্নই জীবের জীবন, অন্ন হইতেই প্রাণী সকল উৎপন্ন হইতেছে, অন্ন হইতে যজ্ঞেরও উৎপত্তি। যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য হইতেছে, যজ্ঞ নিখিল কর্ম্মের উৎপত্তি স্থান, এই সকল যজ্ঞই সেই ব্রহ্মযজ্ঞের অন্তর্ভূত আছে। ঋক্ যজুঃ ও সাম-বেদ, কল্প, উপনিষদ্, মন্ত্র, আরণ্যক ও রহস্যাথর্ব্বণ এই সকলই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ; কিন্তু সাঙ্খ্যোক্ত যোগনিপুণ ব্যক্তিরা ইহার মধ্যে একাক্ষর ওঙ্কারকে পরব্রহ্ম বলিয়া ষড়ঙ্গ-কথন-প্রস্তাবে সর্ব্বপ্রধান বলিয়াছেন। ঐ ওঙ্কার ব্রহ্মাক্ষরাত্মক, সাবিত্রী হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; শক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি, আমরাও ওঙ্কারের পূজা করি। ওঙ্কারই যজ্ঞের প্রদর্শক। ব্রহ্মার সামবেদ-প্রতিপত্তিও ওঙ্কার হইতে। মহাদেব ঈদৃশ উপদেশ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কমলযোনি ব্রহ্মা তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনায়াসে নিত্যমুক্ত মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলেন। মহেশ্বরের পঞ্চমূর্ত্তি আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। ভগবানের এক-মূর্ত্তি ঊর্দ্ধরোমা এবং ভয়ঙ্করী। দ্বিতীয়-মূর্ত্তি সূর্য্য-কিরণের ন্যায় প্রদীপ্তা। পরমাত্মা চন্দ্রের মূর্ত্তিই উঁহার তৃতীয়-মূর্ত্তি। কুবেরের বিশাল শরীরই ভগবানের চতুর্থ-মূর্ত্তি। শব্দগম্য ব্রহ্ম উঁহার পঞ্চমী তনু। জ্ঞানিগণ ধ্যানমগ্ন হইয়া ঐ ব্রহ্মকে অবলোকন করেন। ভগবান্ রুদ্র-এই পাঁচ প্রকারে আবির্ভূত হইতেছেন। ঐ সঙ্গে শিব-মূর্ত্তি লোকে ও বেদে পৃথক্‌পৃথক্ কার্য্যে আসক্ত আছেন। প্রথমমূর্ত্তি ক্রীড়া করেন, দ্বিতীয়মূর্ত্তি তপশ্চরণ করেন, তৃতীয়া মূর্ত্তি লোকসংহার করেন, চতুর্থী মূর্ত্তি প্রজাসৃজন করেন। ৯—২৫। পঞ্চমী মূর্ত্তি জ্ঞানপ্রধান, সত্ত্ব-সমন্বিত নিখিল জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই সকলের প্রভু, সকল জীবে অবস্থিত, সৃষ্টি ও প্রলয়-সম্পাদক এবং সকল জীবের রক্ষিতা; তাঁহার নাম ঈশান। উনি জীবের উৎপত্তি, প্রলয়, সঙ্গতি, গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যা জানেন বলিয়া ভগবান্ নামে কথিত হইতেছেন। তিনি মহৎ হইতেও মহান্, তিনি মহদ্ব্যক্তি ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক পূজিত এবং এই মহৎ পদার্থ জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন। এজন্য তিনি নিত্য মহাদেব নামে কথিত হন। যেহেতু সচরাচর সম্পূর্ণ ত্রৈলোক্যের সংহার ও পশু অর্থাৎ জীবের কর্ম্ম-বন্ধন মোচন করেন, এই জন্য তিনি পশুপতি নামে অভিহিত হন। তিনি, স্বয়ং মাতা, স্বয়ং পিতা এবং স্বয়ং প্রিয় হইয়া স্বয়ং উৎপন্ন হন। এই জন্য সেই সর্ব্বপ্রধান দেবতা লোকে স্বয়ম্ভূ বলিয়া খ্যাত হন। যেহেতু তিনি একটী মস্তক ছেদন করিয়া উহা ধারণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক কপালীনামে অভিহিত হন। যেহেতু কল্পান্তে ত্রৈলোক্য শঙ্করে লয় প্রাপ্ত হয়; এজন্য ঐ প্রলয়-কর্ত্তা স্রষ্টা শঙ্কর নামে অভিহিত হন। যেহেতু এই বিশ্ব, উঁহা হইতে জাত হইয়া উঁহা অপেক্ষা অধিক কিছুই দেখে না, সে জন্য বিশ্বেশ্বর দেব ঈশান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। মহদ্গণ অপেক্ষাও মহৎ ঐ দেব হইতে লোক, মহৈশ্বর্য্য প্রার্থনা করে ও তিনি স্বয়ং ব্রহ্মাদি মহদ্ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত বলিয়া মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। এই সচরাচর ত্রিভুবন তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞ হয় বলিয়া এবং নিজের বৃহত্ত্ব ও সর্ব্বপ্রকাশত্ব হেতু তিনি ব্রহ্ম নামে কথিত হন। অতিশুদ্ধ যে ব্রহ্ম, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; কিন্তু প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বশতঃ উক্ত ব্রহ্মই নীললোহিত নামে কথিত। ঐ ব্রহ্ম, জীবের প্রাণময় কোশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্নভাবে থাকেন, অর্থাৎ আনন্দময় কোশ আবির্ভূত হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়। যে দেবদেবেশ্বরকে অবলোকন করিয়া চির আনন্দ লাভ করা যায়, সেই রুদ্র কেবল প্রকৃতি হইতে পৃথক্; আমরা সকলে প্রাকৃতিক, রুদ্র আমাদিগের দেবতা; আমরা দেবগণের দেবতা, দেবগণ ব্রাহ্মণগণের দেবতা, ব্রাহ্মণগণ অবশিষ্ট সকলেরই দেবতা। এইরূপে রুদ্র—দেবদেবেরও পরম দেবতা। যে ব্যক্তি এই প্রকার যথার্থ রূপে জানিতেছে ও নিত্য কীর্ত্তন করে, তাহার উপস্থিত বিপদ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। ২৬—৩১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—(ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন) বায়ু, পৃথিবী, তেজ, জল এবং এক অখণ্ড আকাশ, এতৎ-কারণ-সমষ্টি ও কারণ-সম্ভূত নিখিল জগৎ বিরূপাক্ষ হইতেই উৎপন্ন। বিষ্ণু তাঁহার পার্শ্ব হইতে এবং অন্য দেবগণ তাঁহার লিঙ্গ হইতে উদ্ভূত। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎই লিঙ্গ-সম্ভূত; অনাদি, অক্ষয়, ভগবান্ শিবই লিঙ্গ-স্বরূপ। হে দ্বিজগণ! বহুবাক্যে প্রয়োজন কি? অমাক্ষর এই গুহ্য তত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর। আমি (ব্রহ্মা) বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং অপর সকল সুরবরেরাই বিরূপাক্ষের নয়ন-নিমিষোন্মীলনেই অবস্থিত। বিষ্ণু, ইন্দ্র, অন্যান্য দেবগণ ও আমি; আমরা সকলেই মহাদেবের নয়নের নিমিষকাল মাত্র স্থায়ী। আমি যাহা করিতে সক্ষম নহি, যাহা পরম নিত্য ও যাহা ঈশ্বরকে ব্যক্ত করে, হে দ্বিজগণ! তাহা কহিতেছি। ১—৬। দেব রুদ্রের নিয়ম অচিন্তনীয়, তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং অসামান্য বল ও পৌরুষ ধারণ করেন; তাঁহার মায়া কেহ বুঝিতে পারে না ও ভক্তিপ্রিয় সেই দেবকে ভক্তি ব্যতীত নিজের অধীন করা যায় না। লোক, নিত্য রুদ্রকে স্মরণ করে, রুদ্রেই পরমপদ প্রতিষ্ঠিত আছে। রুদ্রের ন্যায় অন্য কোন দেবকে আমরা দেখিতেছি না। দুরাচার হইয়াও সর্ব্বদা যাহারা ভক্তি-ভাবে ঐ পরমেশ্বরের চিন্তা করে, তাহারা ভাবিতাত্মা মুনিগণের তুল্য। যাহারা বিবিধ পাপে লিপ্ত হইয়াও মহেশ্বরের শরণাগত হয়, অর্থাৎ তাঁহার ভজনা করে, তাহারা সাংসারিক ক্লেশ লাভ না করিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজবরগণ! যাহারা নিরন্তর অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, তাহারাও সেই লোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না—যে লোকে রুদ্রভক্তেরা গমন করে। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ইহারা অবাধে সকল লোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হইলেও, কেবল রুদ্র-ভক্তদিগের লভ্য ঐ লোকে, শিবের বিনানুমতিতে গমন করিতে পারে না। রুদ্রদেব সন্তুষ্ট হইলে, বিষ্ণুত্ব, ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, দেবগণের সহিত একত্র বাস ও ত্রিভুবনের আধিপত্য সকলই প্রদান করেন।৭--১৩। হে সুব্রতগণ! যাহারা ভগবান্ রুদ্রের প্রতি অচলা ভক্তি করে, তাহারা শিবলোকে গমন করিয়া মহা-স্থান লাভ করে। মানবগণের চিত্ত অনবরত পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠানে কলুষিত আছে, তাহারাও ভগবান্ রুদ্রকে ভক্তি যোগে চিন্তা করিলে, উঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকে। ঐ অলৌকিক-শক্তিশালী দেবগণেরও প্রভু আদিদেব মহাদেব রুদ্রকে যাহারা সর্ব্বদা স্মরণ করে, তাহাদিগের কোন ভয় থাকে না। যাহারা নিরন্তর দেবদেব মহেশ্বরকে কীর্ত্তন করে, তাহারা মোহ প্রাপ্ত হয় না কিন্তু চণ্ডাল-প্রভৃতি নীচ-জাতিও দেবদেবের সঙ্কীর্ত্তন করিলে তেজস্বী ব্রাহ্মণ হয় ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে গমন করে। যে বিচক্ষণ ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা 'রুদ্র' এই দ্ব্যক্ষর নাম উচ্চারণ করে, সে ঐ নীলকণ্ঠের কীর্ত্তন বশতঃ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার-নিজ-ধর্ম্ম-বিহীন ও সকল পাপে লিপ্ত যে ব্যক্তি কেবল চিন্তা করিয়া শিবকে আশ্রয় করে, সেও সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়। জীবগণ এই সংসারে নিত্য নূতন নূতন যোনিতে জন্ম লাভ করে; ঐ কালে যদি তাহারা মহাদেবের শরণাগত হইয়া তাঁহারই ধ্যান করে, তবে তাহাদিগের পাপযোনিতে গমন করিতে হয় না বলিয়া তদ্‌যোনি-গমন-জন্য ভয় থাকে না। যে মানবগণ অন্তরে দেব শিবকে আশ্রয় করে, তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবগণের সহিত বিচরণ করে। যাহারা নিত্য অগ্নিহোত্র যাগ ও অন্যান্য বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, হে দ্বিজগণ! তাহারাও রুদ্রভক্তের ষোড়শাংশের একাংশের যোগ্যও নহে। ১৪—২৩। ঈশ্বর-চিন্তাতৎপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা মহাদেবের অনুগ্রহে পরম গতি লাভ করেন। সাংখ্য ও যোগসাধ্য ফলের উৎপাদক সর্ব্বব্যাপক অব্যয় নিত্য দেব বিরূপাক্ষকে না পাইয়া কোন্ পুরুষ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়? যিনি তীর্থগণের মধ্যে প্রধান তীর্থ, মঙ্গলের মধ্যে প্রধান মঙ্গল ও পবিত্র-সমূহের মধ্যে পরম পবিত্র, সেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই। এই সর্ব্বভূতের ঈশ দেব বিরূপাক্ষ জীবের অন্তরে অবস্থান করিলে ঐ জীব ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদজ্ঞান লাভ করে। যিনি গুণাতীত প্রধান পুরুষ, অখিল ব্রহ্মাণ্ড দ্বারা যাঁহার অনুমান হয় ও যিনি বিষাদের উপশমনে সমর্থ; কল্পবৃক্ষ তাঁহাকে কিরূপে লাভ করিব? যেমন দুগ্ধে ঘৃত, কাষ্ঠে অগ্নি, ভূমিতে জল, জলে শৈত্য, সর্ব্বস্থানে বায়ু ও সেই ঈশ্বরে আমরা নিত্য সমবেত আছি, তদ্রূপ অন্যান্য দেবগণ, সনৎকুমারাদি ঋষিগণ ও ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিগণ ইঁহারা সকলেই সেই ঈশ্বরে অনুস্যূত অর্থাৎ তিনিই ইঁহাদিগের কারণ। ২৪—৩০। আমি মহামহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিতেছি, তিনি অজা প্রকৃতির সাহায্যে লভ্য, স্তুতি ও হোম তাঁহার অনুমাপক; তথাপি ঐ ঈশ্বরে অনির্দ্দেশ্য আনন্দময় চিহ্নভূত লিঙ্গ পরিদর্শনীয়। দেব, গন্ধর্ব্ব, ভূতসমূহ, সিদ্ধ, যক্ষাধিপ ও নাগাধিপগণ কেহই সেই বিভু মহেশ্বরকে দেখিতে পান না, যিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত মহাবিষকেও জীর্ণ করিয়াছেন। যাঁহারা মৃত্তিকা-গঠিত লিঙ্গমূর্ত্তি বিরূপাক্ষ মহেশ্বরকে অর্চ্চনা করেন, পিতৃ, মানুষ ও নাগগণের ভয় তাঁহাদের কদাচ হয় না; যম তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হন না, কুম্ভীপাকাদি নরকে তাঁহাদের পতন হয় না। তাঁহারা অভিলাষমাত্রে অভীষ্ট-স্থানগামী বিমানে বিচরণ করেন এবং যে স্থানে ইন্দ্রলোক ও সকল দেবগণ আছেন, তথায় অবস্থান করেন। ৩১—৩৫।

অষ্টম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—ভক্তেরা রুদ্রকে কিরূপে আরাধনা করেন ও তিনিই বা কি হইলে প্রসন্ন হন? এই সকল কথা আমাদিগকে বলুন, ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বে এক কোটি ষাট হাজার ষাট বৎসর বিষ্ণু কর্ত্তৃক ঐ শূলপাণি মহাদেব মহেশ্বর আরাধিত হন; পরে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি বিষ্ণুকে শান্তভাবে এইরূপ প্রধান বর প্রদান করিয়াছিলেন,—হে হরে! তুমি সকল যুদ্ধে জয়ী হইবে, মহাচক্র সুদর্শন ধারণ করিয়া অতি বলবান্ হইবে, এমন কি, আমার প্রতি ভক্তি থাকায় তুমি মত্তুল্য বলশালী হইবে। তদবধি বিষ্ণু ঈশ্বরের অনুগ্রহে অজেয় পরম তেজস্বী হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে পালন করিতেছেন। ১—৫। ঐ দেব বিরূপাক্ষ মৎকর্ত্তৃক স্তব, পূজাবিশেষ ও ধ্যান ধারণা প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য দ্বারা আরাধিত হইয়া সন্তোষ লাভ পূর্ব্বক আমাকে বিশ্বমুখ ও আমার অঙ্গজাত রুদ্রের সাহায্যে আমাকে সংহারকর্ত্তা করিয়াছেন; এজন্য আমি প্রতিযুগেই দাতা, আহর্ত্তা, রক্ষিতা ও সংহর্ত্তা হইয়াছি। হে বিপ্র! তাঁহার অনুগ্রহেই আমার দেব ও অসুরগণের পিতামহত্ব, বেদাধিপত্য, পরম অবিনাশিত্ব, ভাবী ও বর্ত্তমান সকল বিশ্বেই প্রভুত্ব হইয়াছে এবং আমি শিক্ষাদি ষড়ঙ্গের সহিত বেদচতুষ্টয়, পরিভাষার সহিত সাংখ্যযোগ ও গুণাতীতত্ব এবং মনোরম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছি। ৬—১০। এইরূপ পূর্ব্বে ইন্দ্র জল ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া চর্ম্ম পরিধান করত দিব্য কষ্ট-সাধ্য পাশুপত ব্রত আচরণ করেন। ভগবান পিনাকধারী বিরূপাক্ষ উঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া উঁহাকে মহাবজ্র প্রদান করিয়া বলবান ও গণের অধিপতি করিয়াছেন; পুনরায় তপশ্চরণে ইন্দ্র স্বর্গস্থান লাভ করিয়াছেন। বৃত্রহন্তা ইন্দ্র এইজন্য স্বর্গে বিরাজ করেন। ১১—১৩। হে দ্বিজগণ! সনৎকুমার আমার মানস-পুত্র রূপে বিখ্যাত আছেন। পূর্ব্বে সপ্তসহস্র-সংখ্যক যে সকল বিমান ছিল, তন্মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য-সদৃশ প্রভাশালী বিমান সমূহে কমনীয় তেজঃসম্পন্ন ঐ সনৎকুমার সহস্র স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন এবং শিবদত্ত বলে গর্ব্বিত হইয়া শিব গিরিকে পাদ দ্বারা পীড়িত করিয়া, ঐ স্থানে সুবর্ণ-হীরক-খচিত অনুপম গৃহসমূহে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পুরুষগণে পরিবৃত থাকিয়া, সঙ্গীত বাদ্য ও নৃত্য-কুশল গন্ধর্ব্বগণের সহিত অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া-তৎপর হইয়া সর্ব্বদা অপ্সরাগণের মধ্যে উপবিষ্ট থাকেন। ১৪—১৮। সনৎকুমারের প্রসাদেই অনেক রাজা সংসারে থাকিয়াও শিবপূজা প্রভাবে সর্ব্বলোকে অবস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি স্বর্গ-জয়েচ্ছু অসুরগণের ভর্ৎসনা ও ভীরুদিগের ভয় নিবারণ করেন এবং তাঁহার গৃহস্থিত বৃক্ষ পুষ্পকালে পুষ্প, ফলকালে ফল প্রদান করে ও পাককালে পরিপক্ব হয়। ঐ স্থলে যাহারা দ্বাররক্ষক, যাহারা শৈলবাসী, যাহারা পাতালবাসী, যাহারা অন্তরীক্ষচারী, যাহারা স্বর্গবাসী, যাহারা নক্ষত্রপথে নক্ষত্রগণের আশ্রিত, যাহারা ক্ষয় ও বৃদ্ধি-কর, যাহারা চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করে, যাহারা সাংখ্যোক্ত যোগের অনুকূল ব্রতানুষ্ঠান করত স্বস্থানে অবস্থিত, তাহারা এবং এতদ্ভিন্ন আরও অনেক স্থাবর জঙ্গম তথায় রুদ্রপার্শ্বে অবস্থিত আছে। যাহারা ধীমান্ দেবদেব রুদ্রের পার্শ্বে অবস্থিত, তাহারা নির্ভয় এবং নিশ্বাস দ্বারা উষ্ণ অগ্নি মোচন করিতেছে। এই রুদ্রের পার্শ্বস্থিত গৃহ ও বৃক্ষ সকলই দিব্য। এই রুদ্রের পার্শ্বগত প্রমথগণ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র সুগন্ধি পদ্মমালা আঘ্রাণ করেন। উঁহাদিগের বর্ণ এবং পরিমাণ বিশেষ বিশেষ। এক পরিমাণ, এক বর্ণ, একটী গণের আছে; অন্য গণের অন্য একরূপ। গ্রহগণে পরিবৃত সূর্য্যদেবের মত দেবেশ্বর সনৎকুমার মেরু-মন্দর-পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত গণসমূহে পরিবৃত হইয়া গণনাথ মহাদেবকে প্রণাম করেন। ভীষণ-পরাক্রমশালী অতি তেজস্বী সনৎকুমারের বিষয় যাহা দেখিয়াছি, তাহা এই কহিলাম। যে ব্যক্তি গণসমূহের বর্ণনা শ্রবণ করে, কি মনে মনে সর্ব্বদা স্মরণ করে, কিংবা পর্ব্বে পর্ব্বে পাঠ করে, সে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়, মোক্ষ লাভ করে ও কোটি বৎসর রুদ্রলোকে পূজিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পত্নীর ঋতুকালে ইহা পাঠ করে, সে অমোঘবীর্য্য হয়; যুদ্ধকালে পাঠ করিলে যুদ্ধে জয় হয়। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া আহারকালে ও ব্রাহ্মণগণের সন্নিকটে ইহা নিত্য পাঠ করে, সে নিঃসন্দেহ শতাবৃত্ত রুদ্রাধ্যায়-পাঠসম ফল ও কোটিবার বেদপাঠ-ফল লাভ করে; সে অসীম পাপসম্পন্ন হইলেও রুদ্রলোকে গমন করে। গণসংখ্যা নিত্য পাঠ করিলে ইহা অপেক্ষা পুণ্য হয়। যে মনস্বী ব্যক্তি প্রভাতকালে উঠিয়া ইহা ভক্তিসহকারে শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১৯—৩৬। তখন সনৎকুমার, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ দেবদেব ব্রহ্মাকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! আমার পিতৃ পিতামহগণ যে ভগবান্ রুদ্রের জ্যোতির্ম্ময় ঊর্দ্ধনয়ন অবলোকন করিয়া সর্ব্বভূতের মাত্ত হইয়াছেন ও তৎকর্ত্তৃকই উত্তমলোকে নিবেশিত হইয়াছেন, পূর্ব্বে সিদ্ধগণ সেই প্রভুর অনুগ্রহে এই প্রকার সিদ্ধিলাভে গর্ব্বিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহা অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। সনৎকুমার এইরূপ কহিলে যখন ব্রহ্মা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, তখন ব্রহ্মতনয় পুনরায় সসম্ভ্রমে কহিলেন,—হে পিতঃ! অকৃতকর্ম্মা বালকের মত বিমান, রত্ন, নানাবিধ উত্তম গৃহ, এ সকল পাইয়া আমি মুগ্ধ হই নাই;

আমার বোধ হইতেছে, আমি নিগৃহীতই হইয়াছি। তাহাতে এতই দুঃখিত হইয়াছি যে, জীবন-পরিত্যাগেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ব্রহ্মা পুত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন হইলেন ও তখন চিন্তাবলে শিবসাক্ষাৎকার পাইয়া ভক্ত ও অভক্ত লোকদিগকে জ্ঞাত হইয়া, সনৎকুমারকে পরম ভক্ত ও সংসার হইতে অতীত জানিতে পারিলেন। ৩৭—৪৪। তৎকালে ঐ পরম তেজস্বী লোক-পিতামহ ব্রহ্মা আসন হইতে উত্থিত হইয়া জীবগণের উৎপাদক ও সংহারক স্বয়ং অবিনাশী ভূতনাথ ঈশ্বর মহাদেবকে নমস্কার করিয়া কহিতে লাগিলেন,—বৎস! যাঁহা হইতে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ভগবান্ মহাদেব প্রভুদিগেরও প্রভু, যোগিগণের মধ্যে প্রধান যোগী। অম্বিকানাথ, পূর্ব্বে শোকার্ত্ত নন্দীকে দেবগণ-মধ্যে কহিয়াছিলেন, 'হে পুত্র! শোক করা উচিত নহে; কারণ, জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি জরাশূন্য হইয়া আছে?' পরে মহাদেব তাহার প্রতি দয়ালু হইয়া নিখিললোক দেখাইয়াছিলেন। আত্ম-সাক্ষাৎকার বড়ই দুর্লভ। ঐরূপ বিষ্ণুকীর্ত্তিত প্রমথেরা অকৃতী হইয়াও গাণপত্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু আত্মা তাহাদের অগোচর হইয়া রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইয়া ভগবানের প্রতি ভক্তি করে, গাণপত্য-লাভ দূরে থাকুক, সে মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করে ও আত্ম-বিষয়িণী স্মৃতি, ছায়ার ন্যায়, তাহার অনুসরণ করে। অতএব এই অবশ্যম্ভাবী সুখে অন্য বিচার না করিয়া তুমি গমন কর, সেই ঈশানকে ভজনা কর, তিনি তোমাকে আত্ম-দর্শনের সাধন যোগ প্রদান করিবেন। প্রথমতঃ যাবৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ অন্যের দুর্লভ গাণপত্যরূপ বর প্রার্থনা কর; কারণ পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণুও প্রথমতঃ গাণপত্য স্বীকার করিয়া পরে আত্মদর্শী হইয়াছেন, অতএব গাণপত্য একটী আত্মদর্শনের প্রধান উপায়। এক্ষণে সযত্নে শিবমন্ত্র জপ কর, পরে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে। ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সনৎকুমার সম্মত হইয়া মানস-জপে মহাদেবের চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে দেবদেব মহাদেব উঁহার ঋক্-যজুঃ-সাম-বেদোক্ত শিবমন্ত্র-জপে, বিবিধ স্তবে ও অন্যান্য কর্ম্মে প্রসন্ন হইয়া অসীমতেজা সনৎকুমারের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। তখন সনৎকুমার প্রতিমান্বিত শ্রীমান্ মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৫—৫৫। সনৎকুমার কহিলেন,—আপনি স্থাবর জঙ্গম উভয়েই প্রীতি বিস্তার করেন বলিয়া চরাচর-প্রীতিচারী; আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ, বরদাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বভূতের পোষক, পর্ব্বতাধিপতি ও যম; আপনাকে নমস্কার। আপনি জীবগণের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন; ইন্দ্রিয়কে বশীকৃত করিয়াছেন বলিয়া 'গোপতি'; আপনি দেবগণের প্রভু; সাঙ্খ্যযোগের অধিপতি ও কর্ম্মাধী কুমার-ভাব ধারণ করেন; আপনার নয়নদ্বয় পদ্মের ন্যায়, অপর তৃতীয় নয়ন শত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী, আপনি চারু-নয়নে-ভূষিত; আপনি মূর্ত্তিভেদে চতুর্ম্মুখ, চতুর্ব্বাহু, চতুর্দ্দশন, চতুরঙ্গ, আপনার চারিটী মূর্ত্তি ও মন দ্বারাও প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া চারিটী নয়ন; আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য ঋগাদি বেদচতুষ্টয় চারিটী পথ; আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, রুদ্র ও ইন্দ্র; দিক্ আপনার বস্ত্র; আপনি সাগর, অনন্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্মভৃৎ জীবগণের ঈশ্বর পরমাত্মা, কার্ত্তিক, শুভপ্রদ শ্রীকণ্ঠ ও কলি-বিনাশক; আপনি বিষ্ণুরও বরদাতা, সমুদ্রে বড়বানল এবং দেব-দানব-জেতা ও দেব-দানবগণের কল্যাণার্থী; আপনি কপর্দ্দী, শূলপাণি, অনাদি; আপনিই একমাত্র গতি ও তপস্বীদিগের পরমতত্ত্ব; আপনি পরম পদ মোক্ষরূপী, জীবের উচ্চাবচ-জ্ঞাতা ও সর্ব্বদা সূর্য্যরূপী; আপনি অসিতাঙ্গ, সিতাঙ্গ; আপনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্তুত হন; আপনার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা অবস্থিত আছেন; আপনি নীল ও উগ্রজটা-সংযুত; আপনি শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ও লক্ষ্মী-সংযুত বলিয়া বিষ্ণুরূপী; আপনাকে নমস্কার। ৫৬—৬৪। আপনি গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু; আপনিই ঋক্, সাম, যজুঃ এই বেদত্রয় ও কল্প, উপনিষৎ এবং মন্ত্রের ও অথর্ব্ব-বেদের উৎপত্তি-স্থান বিভু। আপনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ও কারণ; আপনি পশুপতি ও সহস্র ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন। আপান শত সহস্র যোজন বিস্তৃত ভগবান্। আপানই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ত্রিকাল। আপনার অঙ্গ হইতেই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই অবিনাশী লোকত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। আপনার গতি ও বাক্য কেহ বুঝিতে পারে না। আপনি যোগেশ্বর মহাযোগী ও যোগেশ; আপনাকে নমস্কার। মহেশ্বর সনৎকুমার কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া প্রকাশ পাইলেন। তৎকালে প্রভু মহাদেব কমণ্ডলু ও দণ্ডধারী, চন্দ্রচূড়, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, সিংহ-চর্ম্মোত্তরীয় অক্ষমালায় ভূষিত, নাগযজ্ঞোপবীতী এবং গণসমূহে পরিবৃত হইয়া জটা, শিখণ্ড, পট্টিশ, খট্টাঙ্গ, অশনি, শূল, বাণ, শক্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শূকাগ্রের মত তীক্ষ্ণ হলায়ুধ, চন্দ্রকলা, কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্ম, নৃ-কপাল ও ভীষণ ধনু ধারণ করিয়া বৃষে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। শূলধারী নন্দী অগ্রে প্রভুকে সনৎকুমারের দৃষ্টিগোচর করাইলেন। ৬৫—৭৪। সনৎকুমার দেখিলেন, ভগবান্—সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্র এই নয়নত্রয়ে সমন্বিত আছেন। অনন্তর ভগবান্ মহাদেব কহিলেন,—হে সনৎকুমার! তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমাকে অবলোকন কর। হে দ্বিজ! তুমি দৃঢ়ব্রত ও অতি শুদ্ধ; তোমার মঙ্গল হইবে; আমার নিকটে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর; তুমি কুশলী হইবে, আমি

প্রসন্ন-বদন হইয়া তোমাকে ইহা কহিতেছি। সনৎকুমার কহিলেন,—হে মহাদেব! এই আমার বর যে, আপনাকে যেন সময়ে দর্শন করিতে পারি। পূর্ব্বে ব্রহ্মা আপনার বিষয় সকলই কহিয়াছেন; যদি আমি আপনার অনুগ্রাহ্য হই বা যদি আপনার বর দাতব্য হয়, তবে এই বর দেন, আপনাতে আমার যেন নিত্য ভক্তি থাকে; আপনা ভিন্ন যে কিছু বিষয় ধ্যান করিয়াছি, সে সকল আপনি ক্ষমা করিবেন। আমার মানসিক কামপোত, সকল ইন্দ্রিয়ের লোভ-জন্য চর্ব্বণ ক্ষমা করুন; কেননা প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান এবং সমান এই পঞ্চ বায়ু, ইন্দ্রিয় ও মন সকলই আপনি; প্রভো! সর্ব্বভূতের সৃষ্টি সংহার যথাকালে আপনিই করিয়া থাকেন। যাহার মন, আপনার প্রতি ভক্তিবশে নির্ম্মল হয় নাই, দেবগণ তাহার প্রদত্ত বস্তু ভোজন করেন না। ব্রহ্মাও আপনার সৃষ্ট; আমি ব্রহ্মপদও চাহি না। প্রভো! আপনি নাগ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ ও রাক্ষস, আপনিই আমার তাহাদিগের প্রভু; বিশ্ব-প্রপঞ্চ আপনার, এজন্য কায়মনোবাক্যে আপনা ভিন্ন আমি কাহারও ভক্ত নহি। সর্ব্বভূতেশ্বর উমাপতি মহেশ্বর সনৎকুমারের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—হে মহাযোগীশ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি প্রধান মুনিগণের শ্রেষ্ঠ, আমার নাম সকল তোমার গোচর হইবে। যে সকল নাম আমার লোকস্থ ব্যক্তির নিকট গুপ্ত আছে, সে সকলও তুমি জানিতে পারিবে, ইহাতে কোন তর্ক নাই। ৭৫—৮৭। মহাতপস্বী পরাশরনন্দন উৎপন্ন হইবেন, সেই ধর্ম্মাত্মা জ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী হইয়া বেদের বিভাগ করিবেন, সেই কমলদল-লোচন তোমার শিষ্য হইবেন। নির্ম্মল শুদ্ধ পথপ্রদর্শক, চন্দ্রের ন্যায় বিশদপ্রভ শ্রেষ্ঠরত্নে বিভূষিত, মুক্তাজালে আচ্ছন্ন ও সুবর্ণরাশি সমাবৃত সুবর্ণময়-বেদিযুক্ত, ইচ্ছামাত্রে অভীষ্টদেশযায়ী, দিব্য ধূপে সুগন্ধশালী, পতাকান্বিত ও দেবদানবগণ-সেবিত, সূর্য্যতুল্য তেজঃ-সম্পন্ন, সর্ব্বলোকসমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া তুমি সুরাসুর-পূজিত আমার লোকে আগমন করিবে। ঐ স্থানে আমার আদেশে তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য হইবে। ভগবান্ মহাদেব এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। ৮৮—৯৩।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন,—মহাদেবের বরপুত্র বলিয়া পার্ব্বতীনন্দন, ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার, তখন ঈশ্বর-সমীপে দিব্য দেহ লাভ করিয়া ত্রিভুবন বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর মহাদেবই যুগে যুগে দাতা, কর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই তিন কার্য্যই পরমাত্মা শিবের। যাজ্ঞিকগণ ঐ উমাপতিকে যজ্ঞেশ্বর, কৃতান্তদেব এবং হোতা ও হব্যরূপে জানেন। বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধও মহেশ্বর; তিনি জ্ঞানাতীত, প্রশান্ত, নির্ম্মল, ব্যক্ত তথাপি অব্যক্ত, জ্ঞান-অজ্ঞানস্বরূপ, সাংখ্য-যোগস্বরূপ; যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানগম্য শিবকে দর্শন করে, সে যথার্থ জানিতে পারে। পরে যাহারা প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠানে ইন্দ্রিয়গণকে বশীকৃত করিয়া, স্বয়ংও শুদ্ধ হইয়া, ঐ যোগীদিগের পরমপদ, সংসার-মোচনের একমাত্র প্রভু, অবিনাশী, অনুষ্ঠান বিধি ও যোগরূপী ওঙ্কারস্বরূপ ঈশ্বরকে ধ্যান করে, সেই যোগিগণ তপস্যার প্রসাদে উঁহাকে প্রাপ্ত হয়; কিন্তু পরে ঐ শত শত দেবগণের দুর্লভ অবিনশ্বর বিশুদ্ধ যোগাচারকেও পরিত্যাগ করিয়া, যাঁহারা ভেদজ্ঞান-বিরহিত ব্রত আচরণ করেন, তাঁহারা শিবের বদন-বিবরে অশ্রান্তভাবে লীন হন। যেমন সরোবরস্থিত পদ্ম, জলের সহিত লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ এই শিবের প্রধান শ্রুতি শ্রবণ করিয়া পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। ১—৯। ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় সকলেই ব্রহ্মার চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন,—হে দেব! ধ্যানকে পরম ধর্ম্ম ও পরম পদ বলিয়া কহিলেন; অতএব সেই ধ্যান-করণার্থ অনুজ্ঞা করুন; আমরা নিস্পৃহ হইয়া গমন করি। ঋষিগণ তদবধি ধূপ অলঙ্কার প্রভৃতি উপহার প্রদান, জপ, ওঙ্কারজপপূর্ব্বক নমস্কার ও গীত বাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা মহাদেবের উপাসনা করিতে লাগিলেন। সুব্রত মুনিগণ অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ ও মহাদেব অন্তরের তুষ্টিসাধক কার্য্য দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! তখন ব্রহ্মা ঋষিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া, উঁহাদিগকে উপযুক্ত বরপ্রদান করিলেন। অব্যয় মহেশ্বরে এইরূপ অন্যান্য যাহারা ভক্তিমান হইবে, তিনি তাহাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন। ঐ অব্যয় দেব, সকল অভীষ্টদাতাদিগের শ্রেষ্ঠ, অতিশয় ভক্তবৎসল, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের প্রতি দয়াবান্ এবং সকল তীর্থময়। বিষয়াসক্ত-চিত্ত হইয়াও যে ব্যক্তি সেই অব্যয় নিত্য ঈশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপাসনা করেন, তাঁহার কর্ম্ম বিফল হয় না এবং ঈশ্বর-চিন্তায় আসক্ত হইয়াও যে মানবগণের বুদ্ধি ভোগাসক্ত হয়, তাহারাও সূক্ষ্ম অভৌতিক যোগজ দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে আর শিবকে আশ্রয় করায়, সম্পূর্ণভাবে রজোগুণ রহিত হয়। যতিগণ-উদ্দেশে ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত এই ব্রহ্মগীতা যে নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করে, সেই ব্রাহ্মণ রুদ্রলোকে গমন করে। দেবালয়ে বা ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে ইহা নিত্য পাঠ করিবে; এইরূপ পঠমান ব্যক্তির

সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। শিবভক্ত যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মগীতা যথার্থরূপে জানিয়া, শুদ্ধভাবে পাঠ করে, সে জরামরণ-বিরহিত হইয়া শিবকে প্রাপ্ত হয়, পরে নিত্য সুখ অনুভব করে। ১০—২৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে মহামুনে! সর্ব্বোৎকৃষ্ট রুদ্রলোক, ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোক বিস্তারপূর্ব্বক জানিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস! চতুর্দ্দিকে অষ্টাশীতি সহস্র যোজন বিস্তৃত এবং তাবৎপরিমাণ উন্নত, বহু-নদী-প্রস্রবণ সমন্বিত পর্ব্বতরাজ সুমেরু স্তম্ভরূপে অবস্থিত আছে। সুমেরু পাতাল, ঊর্দ্ধ এবং মধ্যপ্রদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। ঐ সুবর্ণ তুল্য কান্তিশালী গিরি দেবগণের আশ্রয়। গিরিবরের নানাবিধ পুষ্পে মনোহর প্রত্যেক শৃঙ্গ, কন্দর ও গুহাপ্রদেশ ময়ূরদিগের সুমধুর রবে পূর্ণ। ভেরুণ্ড, স্বর্ণমুখ, চকোর প্রভৃতি পক্ষিগণ, মদস্রাবী গজবৃন্দ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, পক্ষী ও সুরূপ সিংহগণ তথায় বিরাজমান; সুবর্ণ স্তম্ভ শোভিত গৃহ-সমূহ তথায় রহিয়াছে। ঐ সুন্দর পর্ব্বতে প্রধান প্রধান দেবগণ ও কুবের প্রভৃতি যক্ষগণ ক্রীড়া করেন, চিত্রসেনাদি গন্ধর্ব্বগণ বিদ্যাধরগণে মিলিত হইয়া, নারীগণের সহিত সাহ্লাদে সুখে বিচরণ করেন, হাহা, হুহু ও তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর সহিত আসিয়া সানন্দে বিচরণ করেন। উহার যে যে স্থানে চন্দ্র-কিরণের ন্যায় শুভ্র বারিধারা পতিত হইয়া জ্যোৎস্না-নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, তথায় উহার সুগম্ভীর শব্দে ময়ূরকুল মেঘধ্বনি-বিবেচনায় নৃত্য করিয়া থাকে। যথায় গঙ্গা নিপতিত হইতেছেন, তথায় দেবতারা আত্ম সন্নিধানে ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় পরম স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন। সেই সুমেরুকে প্রাপ্ত হইয়া সকল জীবই সুবর্ণ-বর্ণ ও দীর্ঘকায় হইয়া, অনুপম পর্ব্বতরাজের শৃঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ স্থানে মধুর-শব্দসম্পন্ন সুগন্ধ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত; সুরগণ-দুর্লভ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গ তথায় বিদ্যমান। উহা অত্যুচ্চ বলিয়া ঐ স্থানে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহগণ ও সপ্তর্ষিগণ কেহই প্রকাশিত হন না, মেঘ-সমূহ অবস্থান করে না, ইন্দ্র বর্ষণ করেন না, শিব-প্রসাদ-লাভ ব্যতীত দেব ও মহর্ষিগণ উঁহাকে চিত্তেও প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন না এবং দেবগণ অপেক্ষা অধিক তেজঃসম্পন্ন বাসনা-বিরহিত মহাত্মা ব্যক্তিগণের জন্য সুবর্ণকান্তিশালী বিজয়ভুবন ও বিজয়া নদী তথায় আছে। ১—১৬। তথায় প্রকাণ্ড সৌবর্ণ প্রাচীরে সমাবৃত, পতাকা-শোভিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী অষ্টাদশ সহস্র সুরম্য গৃহ আছে। ঐ সকল গৃহের সহস্র দ্বার; প্রতিদ্বারে বালার্ক-সদৃশ কান্তিসম্পন্ন পবিত্রকর্ম্মা ব্রাহ্মণগণ রহিয়াছেন এবং পূর্ণকুম্ভ-পরিশোভিত, বিপুল-মুক্তাদাম-বিরাজিত, বিবিধ পুষ্পোপচার ও অগুরুসম্ভূত ধূমে সুরভীকৃত, পুষ্পমাল্য-সমন্বিত বহুতর স্বস্তিকাদি (গৃহ-বিশেষ) আছে। ঐ স্বর্গ রক্ষিগণে রক্ষিত ও অতুল ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহ-পঙ্ক্তিতে পরিবৃত আছে। উহার কতকগুলি প্রাসাদশ্রেণী কৈলাস-গিরিশৃঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অন্যান্য সুবর্ণময় ভবন বিপুল-শিখাশালী অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। কোন কোন মণিময় গৃহ শরৎকালীন সমুদিত গ্রহের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত করিতেছে। ঐ পর্ব্বতে মহাদেবের বিশাল ভবন আছে। হে নরোত্তমগণ! উহাতে ভূতলস্থিত নিখিল পদার্থই আছে এবং উহা সপ্ত সহস্র স্তম্ভের উপর অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে পরিষ্কৃত স্থান, কানন ও গবাক্ষ-সমূহে সমন্বিত, মুক্তামালায় ভূষিত, যবনিকা-সংযুত সুবিপুল দ্বারে সুশোভিত। ঐ দ্বার সকল শত শত রত্নরাজি-বিরাজিত পতাকা-সমূহে সমন্বিত। উহাতে রম্য-পুষ্প-ফলান্বিত বৃক্ষ ও পারিজাতের ন্যায় সুন্দরবর্ণ সুবর্ণের কদলীবৃক্ষবন, নদী, তড়াগ, পল্বল, বাপী, দীর্ঘিকা, হ্রদ এবং কূপ আছে। ঐ জলাশয় সকল পদ্ম-সমূহে সুশোভিত এবং মত্ত ভ্রমরের ঝঙ্কার শব্দে মুখরিত; আর কদম্ববৃক্ষের পল্লব বলাকা, ময়ূর শুক-সারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণে সমন্বিত। ১৭—৩২। হে দ্বিজোত্তম! ঐ শিবপুরে অষ্ট পুরদ্বার আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে প্রথম শ্রীদ্বারে পদ্মমালা-বিভূষিত তপোনিধি শৈব মহামিত্র অবস্থিত আছেন। অনন্তর লক্ষ্মীদ্বার। ঐ দ্বারে মহাবলী মেঘতুল্য দীর্ঘকায় ভগবান্ মহাকাল শূলহস্তে অবস্থান করিতেছেন। উহার দক্ষিণে শিবপুর; উহাতে শিবের আদেশে মহাবলী গণ্ডকর্ণ রহিয়াছেন। ঐ দিকেই নিকটে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করেন। পশ্চিম বারুণদ্বার, ভীমনাদ মহাত্মা গণেশ-কর্ত্তৃক রক্ষিত ও তথায় নন্দীশ্বর রহিয়াছেন। ঐরূপ উত্তরদিকে কীর্ত্তিদ্বার। সেখানেও দ্বিজগণ আছেন। সূর্য্য ও বরুণের ন্যায় প্রভু ভগবান্ মহেশ্বর ঐ দ্বারে রক্ষক হইয়া বিবিধ ক্রীড়নক দ্রব্যে ক্রীড়া করিতেছেন। জিত-ক্রোধ, জিত-লোভ, জিতেন্দ্রিয় রুদ্রভক্ত ব্রাহ্মণগণ উঁহার প্রতি ভক্তিবলে ঐ শিবলোকে গমন করেন। যে ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রাভ্যাসে নিরত, বেদজ্ঞ, যোগী এবং যে ব্রাহ্মণেরা অশ্রান্তভাবে রুদ্রভক্ত ধার্ম্মিক গৃহস্থ; যে সব ক্ষত্রিয় ন্যায়পূর্ব্বক সম্মুখযুদ্ধ করিয়া রণস্থলে নিহত হইয়াছেন কিংবা গোরক্ষার জন্য, মিত্রের জন্য বা রাজ্যের সুপালনের জন্য নিহত হন; যে সকল জিতেন্দ্রিয় সত্যবাক্ বৈশ্যগণ ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন; যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের হিতাভিলাষী এবং

রুদ্র, ইন্দ্র ও বিষ্ণুগত প্রাণ; যাঁহারা সহস্র গোদান, ভূমিদান, সুবর্ণদান করেন; যাঁহারা সকলের প্রতি প্রিয়ংবদ; যাঁহারা বেদপাঠ-নিরত, ধ্যানাসক্ত ও ব্রতানুষ্ঠায়ী; যাঁহারা প্রচুর দক্ষিণাশালী যজ্ঞ দ্বারা যথাবিধি যাগ করেন; তাঁহারা শিবলোকে যাইয়া যথাসুখে কালযাপন করেন। এইরূপ চতুর্দ্দশ-সহস্র-গুণিত অযুত সহস্র কল্প শিবলোকে বাসের পর তাঁহারা ভূতলে সমাগত হইয়া, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করত পরম সুখ অনুভব করেন ও স্বয়ং চির আনন্দভোগী হইয়া পৃথিবীকে আনন্দিত করেন। এই অভীষ্টানুরূপ-বস্তু-সম্পন্ন ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ দেবদেবের ভবন সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ বিষ্ণুর রজতশৃঙ্গে নিবেশিত সর্ব্বোত্তম ভুবনের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। ৩৩—৫০। বিষ্ণুলোকের আশ্রয় গিরিরাজ সুমেরুর শ্রী-সাগর রজতশৃঙ্গ চন্দ্রের নির্ম্মল কিরণের ন্যায় দৃশ্যমান, তিন সহস্র যোজন পরিমিত, পতাকা-ধ্বজশালী, বিবিধ দ্রব্যে ভূষিত, দিব্য মহৎ রজত প্রাচীরে পরিবৃত এবং মহাদেবের প্রভাবে সকল প্রকার সুখভোগের স্থান। ঐ বিষ্ণুলোকে মণিরত্নশালী বিচিত্র পুরদ্বারে, অন্যান্য সহস্র রজতদ্বারে ও দ্বি-সহস্র স্তম্ভে সমন্বিত উত্তম অট্টালিকা আছে এবং ঐ পুরমধ্যে কৈলাস-গিরির ন্যায় সুন্দর, বিবিধ-রত্ন-সমাকীর্ণ, নানা-বৃক্ষ-লতা-পরিবৃত, গৈরিকাদি-ধাতু-ভূষিত, চতুর্দ্বার-সমন্বিত বিষ্ণুপদ নামে এক রজতময় ভবন আছে। দেবগণও উহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাহার সম্মুখস্থ দ্বারে অতিপ্রাজ্ঞ প্রতাপশালী কৃষ্ণতুল্য রূপবান্ দ্বারাধ্যক্ষ আছেন। ৫১—৫৭। উহার পশ্চিম দ্বারে বিষ্ণুর প্রাণতুল্য প্রিয় হরিভদ্র নামক মহাকায় দ্বারপাল আছেন। ঐ পুরে সুবর্ণপদ্মবিশিষ্ট, নানাপক্ষিশব্দসমন্বিত, অভিমত বিহারের উপযুক্ত, মধুমতী নামে এক নদী আছে এবং নিত্য শিবপূজক ও অগ্নিহোত্রযাজীরা তথায় বাস করেন। তাঁহারা ভয়-শোকশূন্য হইয়া তথায় বহুকাল অবস্থানপূর্ব্বক মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া সৎকুলে জন্মলাভ করেন এবং নিজশক্তির অনুযায়ী পুণ্যকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া উহার প্রভাবে অচিরকাল মধ্যে পুনরায় পূর্ব্বোক্ত লোকে গমন করেন। এই সংক্ষেপে বিষ্ণুলোক কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ব্রহ্মলোক কহিতেছি শ্রবণ কর। ৫৮—৬৪। সুমেরুর তৃতীয় শৃঙ্গে লোহিতরত্নময় পদ্মাকারে অবস্থিত, দুই সহস্র যোজন বিস্তৃত, মণিরত্নময়, সুবর্ণ-প্রাচীরে পরিবৃত বিশোক নামে ব্রহ্মার নগর অবস্থিত। উহা অতি বৃহৎ বিচিত্র শিখরত্রয়ে অলঙ্কৃত; চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য প্রভাবশালী গ্রহের মত সমুজ্জ্বল। উক্ত মহাপুরে সহস্র স্তম্ভোপরি প্রতিষ্ঠিত, প্রাসাদশ্রেণীপরিবৃত, হর্ম্ম্য অট্টালিকা ও শত সংখ্যক বলভীসংযুক্ত, সহস্র গবাক্ষে সুশোভিত, পরিমিত-দ্বারচতুষ্টয়-সংযুক্ত, সুচারু এক ভবন আছে। তথায় বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত, সজল মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও সূর্য্যাগ্নিতুল্য তেজস্বী দ্বারাধিপ নামক এক দ্বাররক্ষক দ্বিজবর আছেন। উত্তর দ্বারে সন্ধ্যার ন্যায় লোহিতকান্তি পরমম নামে ব্রহ্মার পুত্র আছেন। ঐ শ্রেষ্ঠপুরে অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ সুরবর ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা ক্রীড়া করেন। সেই শ্রেষ্ঠ-নগরে পদ্মসংবৃত সুবর্ণ-বালুকাময়ী অমৃতা নামে এক নদী আছে। পুরবাসিগণ পরম সুখে ঐ নদীর জল পান করে, উহা পান করিয়া তাহাদিগের বার্দ্ধক্য, শোক বা পরিশ্রম কিছুই থাকে না। ৬৫—৭৪। ঐ ব্রহ্মলোকে বেদাধ্যয়ন-তৎপর সুকৃতী জিতেন্দ্রিয় সত্যপরায়ণ মহাত্মগণ গমন করেন। যাহারা যাযজূক, দাতা, গুরুজনের প্রিয়-কার্য্যে নিরত; যাহারা তীর্থবাসী হইয়া ভিক্ষামাত্র আশ্রয় করে; যে ব্রাহ্মণগণ ক্রোধশূন্য হইয়া ধর্ম্মকার্য্যাসক্ত; যাহারা যোগ আশ্রয় করিয়া ধ্যানপরায়ণ; যাহারা নিরন্তর ব্রহ্ম-ধ্যান করে; ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাহাদিগের সুলভ। যাঁহারা ব্রহ্মলোক-প্রার্থী হইয়া নিষ্পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শোক-মোহ-শূন্য হইয়া পরমস্থান ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং অযুত সহস্র কল্প পরম সুখে তথায় কালযাপন করেন। অনন্তর তাঁহারা কর্ম্মশেষে ভূর্লোক প্রাপ্ত হইয়া, বিশুদ্ধ আচারান্বিত হইয়া যথাবিধি যাগ করিয়া পরম সুখ লাভ করেন। জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, সাত্ত্বিক মহাত্মগণ নিজ জ্ঞানবলে ঐ সর্ব্ব-পূজ্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এই ব্রহ্মলোক সনাতন বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। হে দ্বিজবর! পর্ব্বতরাজ সুমেরুর তিন শিখরে পূর্ব্বোক্ত ভুবনত্রয়ের অধিষ্ঠান। ঐ সকল ভুবনস্থিত দেবগণ পুণ্যসীমা পর্য্যন্ত কল্যাণযুক্ত হইয়া প্রকাশ পান। তাবৎ আকাশমার্গে মেঘ হইয়া গর্জ্জন করেন, বিদ্যুৎপংক্তির মত প্রকাশ পান এবং উঁহারাই গ্রহ, নক্ষত্র, তারা হন; তন্মধ্যে কেহ কেহ ইচ্ছানুযায়ী গমন করিয়া সকল সিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া ঐ ভবনেই ক্রীড়া করেন। এই ব্রহ্ম-কথিত ত্রিভুবন কীর্ত্তন যে ব্যক্তি প্রতিপর্ব্বে পাঠ করে, সে শোকমোহশূন্য হইয়া সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করে। হে মুনীন্দ্র! অতি-পবিত্র, বিপুল লোকত্রয় কীর্ত্তন করিলাম। হে ব্রহ্মন্! মহাপাতকীও ইহা পাঠ করিলে, মহাদেবের প্রসাদে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ৭৫—৮৭।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০॥

একাদশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্! আমি পুণ্যজনক কার্য্যের মাহাত্ম্য ও রুদ্রের যে যে স্থান আছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি এবং

ভূরাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যেরূপে অণ্ডের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—মানব-পরিমিত লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক, তাহার দ্বিগুণ দূরে বিষ্ণুলোক, তাহার কোটি যোজন ঊর্দ্ধে শিবলোক,—যে স্থানে দেব উমাপতি বাস করেন। পঞ্চভূতাতিরিক্ত ষষ্ঠ পদার্থ ব্রহ্মলোক, সপ্তম বিষ্ণুলোক, অষ্টম রুদ্রলোক; এই লোকত্রয় লইয়া স্বর্গ ত্রিবিষ্টপ বলিয়া খ্যাত। উহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি অসামান্য বলশালী দেবগণ ও মনুষ্যগণের আশ্রয়। হে দ্বিজ! ঐ স্বর্গে এক রুদ্রলোক, পরিমাণে ত্রিভুবনের অর্দ্ধেক। উহা যোগিগণের আশ্রয়। ঐ স্থানে শতসহস্র রুদ্র, শতকোটি বিষ্ণু, শিবের প্রসাদে সকলেই নিষ্পাপ হইয়া ক্রীড়া করেন, সকলেই খড়্গা-যষ্টিধারী, সকলেই পুষ্পগন্ধ-সুরভীকৃত। শিবের প্রসাদে সকলেই শূলপাণি ও দংষ্ট্রী, অথচ পরের প্রতি দ্বেষশূন্য; শিব-প্রসাদে তথাকার সকলেরই অর্দ্ধচন্দ্র-শিরোভূষণ ও বৃষ-বাহন। ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোকস্থিত সকলেও ত্রিভুবন-বিখ্যাত নির্ম্মল মহাত্মা; তথাকার ভূমী রত্নময়ী ও বালুকা সূক্ষ্ম-সুবর্ণময়ী। ১—১১। তথায় চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ নাই, বায়ুসঞ্চরণ নাই, দেবগণও তথায় গমন করিতে পারেন না। সেই স্থানের সকলেই অর্দ্ধচন্দ্রে-ভূষিত ও সাক্ষাৎ বরদাতা অর্থাৎ শিব-মূর্ত্তিধারী। তথায় অট্টালিকা হর্ম্ম্যশ্রেণী সকল ও পুরদ্বারে নানা চিত্র আছে। ঐ শিবলোকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল গৃহস্থ সৎপথে থাকিয়া, মহাদেবের পূজা ও নিত্য রুদ্রাধ্যায় পাঠ করেন এবং উঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়ায় সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া, গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা সর্ব্বদা মহাদেবকে আরাধনা করেন। উঁহার প্রসাদে রুদ্রলোকেই অবস্থান করেন। রুদ্রলোকের অধোভাগে সকল লোক আছে। সকল ভুবনের দ্বিগুণ পরিমাণ শিবের দ্বিতীয় লোক। ঐ মহাযোগী তৃতীয় স্থানে ভূতগণ-পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করেন। তথায় দিব্যগৃহে মায়ানাথ শিব বাস করেন। মহৎ প্রচুর দিব্য গৃহ সকল সেই স্থানে বর্ত্তমান। ইহার নাম ভবলোক, ইহার পরিমাণ বিষ্ণুলোকের দ্বিগুণ। চতুর্থ লোক সর্ব্বনামক প্রভুর স্থান। পরম পবিত্র অগ্নির স্থান প্রভুর পঞ্চম স্থান বলিয়া কথিত। যে ব্যক্তি অগ্নিতে প্রবেশ বা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, সে ঐ স্থানে বাস করিতে পায়। এই অগ্নিস্থানের পরবর্ত্তী প্রভুর উগ্রনামে ষষ্ঠস্থান আছে, তাহার পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ। ঐ স্থানে পরমেশ্বর, শিবভক্ত যোগিগণের সহিত, অঙ্গে ভস্ম বিলেপন করিয়া লোকের প্রতি অনুগ্রহের জন্য ক্রীড়া করেন। ১২—২২। শম-দমাবলম্বী ভূতগণের প্রতি অভয়দাতা শিবের ধ্যান ও পূজা-তৎপর, যথাবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, ভিক্ষামাত্রোপজীবী যোগিগণ ঐ পাশুপত স্থানে গমন করেন। ঐ স্থানে গমন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ঐ স্থানের পর, পরিমাণে উহার দ্বিগুণ, প্রভুর মাহেশ্বর নামে সপ্তম স্থান আছে। তথায় আদ্যাপ্রকৃতির স্বামী মহাদেব মহেশ্বর শৈবগণে পরিবৃত হইয়া বাস করেন এবং ঐ সর্ব্বভূতপতি কামরূপধারী ঈশ্বর, নিখিল ভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন। ঐ সকল লোকের সংখ্যা ও পরিমাণের নির্ণয় নাই। যেহেতু ভূতনাথ মহাদেব ইচ্ছানুসারে সহস্র সহস্র ব্রহ্মলোক ও শত শত দেবলোকাদি সৃজন করিতেছেন। হে দ্বিজবর! ইহার পর প্রভুর স্থিরস্থান আছে, অর্থাৎ যে স্থানে গমন করিলে লোকের পুনর্জ্জন্ম হয় না। ২৩—২৯।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি শিবের যে একটী পরম স্থান কহিলেন, হে প্রভো! যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। সনৎকুমার কহিলেন,—হে বিপ্রগণ! পরমাত্মা শিবের ঐ স্থান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মাদি-দেবগণ যদি মহাদেবের অনুগ্রহ-ভাজন না হন, তবে তাঁহারাও ঐ স্থান দেখিতে পান না এবং শিবের অনুগ্রহ ব্যতীত সাংখ্যোক্ত যোগসাধকগণ ও শিবের কুটুম্ব মধ্যবর্ত্তী উমা, গণপতি, বিষ্ণু, রুদ্র ও অন্যান্য দ্বিজবরগণ কেহই উহা লাভ করিতে পারেন না। আমি তাঁহারই অনুগ্রহে যাহা কিছু জানিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। ঐ শিবস্থানে শতকোটি যোজন পরিমিত প্রভুর উপপীঠ আছে, উহাতে অব্যয় শিব সমাধিসুখ অনুভব করেন। তাঁহার শ্বেত কৃষ্ণ উন্নত নয়নদ্বয় আছে। প্রথমতঃ তাঁহার বাম নয়ন হইতে যশস্বিনী সুব্রতা উমাদেবী নিষ্ক্রান্তা হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বামলোচনা হইয়াছে। তিনি শিবের বাম-পার্শ্বে আসীনা। দক্ষিণ নয়ন হইতে শুক্লবর্ণ জলবিন্দু নিপতিত হইয়া ভূর্ভুবাদি সকল লোকে গমনের পর গো অর্থাৎ পৃথিবীতে সমাগত হইয়াছে বলিয়া, তিনিই গঙ্গানামে খ্যাত হইয়াছেন। ১—৯। হে দ্বিজবরগণ! যোগনিরত শিবের প্রথম চরিত গঙ্গোৎপত্তি; বহুশীল ব্রহ্মাকে উপেক্ষা করিয়াও কামদেবকে অশরীর করা উঁহার দ্বিতীয় চরিত; ব্রহ্মার বদনচ্ছেদ করিয়া কপাল ধারণ করা উঁহার তৃতীয় চরিত; বিষ্ণুকে সুদর্শন চক্রদান চতুর্থ চরিত এবং দক্ষযজ্ঞে বীরভদ্রের আবির্ভাবন পঞ্চম চরিত। হে মহামুনে! যৎকালে দেবদেব বালার্কসদৃশ প্রভাশালী রুদ্রগণে পরিবৃত

হইয়া হিমালয়ে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন অন্ধকাসুর বধ করেন, তাহাই শিবের ষষ্ঠ চরিত। পূর্ব্বোক্ত রুদ্রগণ অপেক্ষা দ্বিগুণ উঁহার দ্বিতীয় পরিবার; ত্রিংশৎকোটি সুবর্ণবর্ণ রুদ্রগণ তৃতীয় পরিবার; অপর কৃষ্ণবর্ণ অশীতিকোটি রুদ্র চতুর্থ পরিবার; তদপেক্ষা দ্বিগুণসংখ্যক পঞ্চম পরিবার; গৈরিকাভ, বিমল এবং কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রগণ যথাক্রমে উঁহার ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পরিবার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ শিব-পরিবার রুদ্রগণ কেহ কেহ ব্রহ্মপুরোগামী, কেহ কেহ বা বিষ্ণুপুরঃসর অর্থাৎ সকলেই নানাদিকে নানাদেবের অনুচর হইয়াছে এবং ত্রৈলোক্যের সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে সক্ষম। এই প্রকার আনন্দময় বিশুদ্ধ পরম শিবস্থান যে ব্যক্তি কীর্ত্তন করে, সে মদ্যপায়ী, পিতৃহন্তা গো-ঘাতী বা গুর্ব্বঙ্গনাগামী হইলেও ঐ পবিত্র শিবস্থানে গমন করিয়া নিত্যসুখ অনুভব করে। যাহারা বিশুদ্ধ ও শিব-পরায়ণ এবং যাহারা ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষী লোকদিগের মধ্যে ব্রহ্মক্রিয়াযোগী, তাহাদিগের ঐ স্থানে গমনে ত কিছুই বাধা নাই। ১০—২০।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে প্রভো! মহাদেবে অলৌকিক মাহাত্ম্য ও সর্ব্বভূত-প্রভুত্ব আছে, ইহা শুনিলাম; এক্ষণে ঐ বৃষবাহন দেব কপর্দ্দী কি প্রকারে পরিতুষ্ট হন, তাহা বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস! সকল পাপভয়নিবারক বাক্য শ্রবণ কর। যে বিধানে ঐ ভুবনপতি পরিতুষ্ট হন, তাহা আমি ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া, যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে দেবতা, যক্ষ ও নাগগণ, সুমেরু পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক মহাদেবের মাহাত্ম্য-শ্রবণ-শাসনায় অবস্থিত আছেন, এমত সময়ে সত্যাশ্রয়ী, অতিশান্ত, নম্রবেশ, জিতেন্দ্রিয়, বিভীষণ সমাগত হইয়া, সর্ব্বভূতাশ্রয় ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেব! বৃষভধ্বজ! আপনি দেবগণোক্ত বিষয়ে আমার সন্দেহ দূর করুন। ১—৬। ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহারাজ বিভীষণ! যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ঐ আমার অতি গোপনীয় বিষয় যথার্থরূপে শ্রবণ কর। ছাগলাণ্ড, ভদ্রকর্ণ, গোকর্ণ, বারাণসী ও উজ্জয়িনী এই পাঁচটী মহাদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবাসস্থান। এই সকল স্থান অবলোকন করিয়া, লোক মোক্ষপদ লাভ করে। এই পরম রহস্য কহিলাম, বিশেষতঃ কাশীক্ষেত্রে আমি নিত্য সন্নিহিত আছি। যে ব্যক্তি ওঙ্কাররূপী মহাদেবের ধ্যান করে, তাহার প্রতি আমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকি ও সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অশ্বমেধের ফল লাভ করে। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চস্থানের মধ্যে যে স্থানে আমি মুক্তিদান করিতে জাগ্রদ্ভাবে অবস্থিত আছি, সেই কাশীক্ষেত্রে সুকৃতিরহিত ব্যক্তিদিগের দুর্লভ, অগ্নিপ্রাচীরে পরিবৃত, চতুর্দ্দিকে দেবনিবাস-সম্পন্ন মদীয় বসতি-মন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন রমণীয় হরিশ্চন্দ্র-পদে মহামুনি রুদ্ররূপে অবস্থান করি। যোগীশ্বর প্রদেশে সুবর্ণপুরীতে আমি আদিকেশবরূপে; তরুবনে দণ্ডধর মহাকালরূপে; ভৈরবে, কমলে ও বিম্বিকারোহণে আমি সেই সেই মূর্ত্তিতে অবস্থিত। কালঞ্জর পর্ব্বতে কর্কটেশ্বর নামে অভিহিত হই। ভূতেশ্বরে বামকূট ও পরম গুহ্য কেদারে কেদারনাথ হইয়া আছি। ঐ কেদারের দেবদারুবনে সর্ব্বদাই আমি বাস করি। হে বিভীষণ! এই কয়টী আমার পরম পবিত্র গুহ্যস্থান। ৭—১৬৭ হে বিভীষণ! আমার যে ভক্তগণ সর্ব্বদা হৃদয়ে মচ্চিন্তা-পরায়ণ হইয়া ঐ পবিত্রস্থান-সমূহে আগমন করে, তাহারা সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ হয়। যাহারা ঐ বিশুদ্ধ-স্থানে গমনরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা অযুত অর্ব্বুদকোটি ও পদ্ম অযুত বর্ষ রুদ্রলোকে অবস্থান করে। হে বিভীষণ! পাপিষ্ঠ, ক্রূরকর্ম্মা বা ম্লেচ্ছ, স্ত্রীলোক বা ক্লীব, ইহারাও যদি যে-কোন সূত্রে পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে গমন করিয়া থাকে, পরে তাহাদিগের যে-কোন অপবিত্র স্থানে মৃত্যু হইলেও শিবত্বলাভ-রূপ সদ্গতি হয়। পৃথিবীতে যে সকল মানব পূর্ব্বোক্ত অষ্ট গুহ্য-স্থানস্থিত, মন্দিরের অর্চ্চনা করে, হে বিভীষণ! আমি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে গণের আধিপত্য প্রদান করি ও সেই ভক্তেরা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া আমার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক পরমগতি লাভ করে। তাহাদিগের যজ্ঞ, দান ও অন্যান্য সৎকার্য্যে কিছুই প্রয়োজন নাই। তাহারা ভক্তির সাহায্যে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ ও দানাদি জন্য ফল লাভ করিয়া থাকে। মানব অতি কঠোর তপস্যা আচরণ করিয়া যে ফল লাভ করে, সে ব্যক্তি আমাকে পূজা করিয়াই উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়। মানব মাঘমাসে প্রয়াগতীর্থে স্নান কিংবা শত অহোরাত্র স্নান অথবা শত চান্দ্রায়ণের অনুষ্ঠান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, আমার লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া সেই ফল লাভ করে। গোমূত্রমিশ্রিত যব ও ভিক্ষালব্ধ শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া, সহস্র সুবর্ণ দান করিলে, যে ফল প্রাপ্ত হয়, আমার পূজা করিয়া মানব ঐ ফল লাভ করে। দ্বিজগণ মন্দিরের অর্চ্চনা করিয়া, ব্রাহ্মণকে অষ্টশতপ্রস্থ-পরিমিত তিলদানের ফল লাভ করেন। ব্রহ্মঘ্ন, পিতৃহন্তা, গো-ঘাতী, মদ্যপায়ী এবং গুর্ব্বঙ্গনোপগত ব্যক্তিও মদীয় লিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া পরমগতি লাভ করে। হে বিভীষণ! লোক তপশ্চরণ, মানসপূজা, দান, যোগাভ্যাস ও কঠোরব্রত আচরণ করিয়া যে পুণ্য-সঞ্চয় করে, এক শিবলিঙ্গার্চ্চনায় নিরত হইলে, সে সকলই লাভ হয়। হে মহাত্মন্!

বিভীষণ! আমিই যুগে যুগে স্রষ্টা, রক্ষিতা ও সংহর্ত্তা এবং সর্ব্বভূতের কারণ পরমাত্মা। ব্রহ্মা বিষ্ণুও আমি; আমিই চন্দ্র। লোকে যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই আমি। আমিই কাম, আমিই বায়ু, আমিই নানা ঋষি। পরমাদরণীয় প্রমাণশাস্ত্রের কর্তৃত্বও আমা হইতে পৃথক্ নহে। ১৭—৩৪। ঐরূপ কুবের, ইন্দ্র, সূর্য্য, বৃষ, ধর্ম্ম, কার্ত্তিক প্রভৃতি দেবগণ; বসন্ত, গ্রীষ্ম, শিশির, বর্ষা ও শরৎকাল; গঙ্গা, নাগরাজ বাসুকি, অনন্ত, তক্ষক; মেরু, মন্দর, কৈলাস, গন্ধমাদন, মৈনাক, ত্রিকূট, পারিপাত্র প্রভৃতি পর্ব্বতনিচয়; প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ; লবণ, ইক্ষু, সুরা, ক্ষীর, লোহিত প্রভৃতি সমুদ্র ও এতদ্ভিন্ন স্থাবর, জঙ্গম, সকলই একমাত্র আমি; আমা ভিন্ন কিছুই নাই। হে বিভীষণ! লোক বৎসর, মাস, পক্ষ কিংবা এক অহোরাত্র, শিবপূজ-পরায়ণ হইয়া যাহা অভিলাষ করে, আমাতে সত্যবুদ্ধি আছে বলিয়া, তাহার সেই সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ হয়। যে ব্যক্তি অতি পবিত্রমনে ব্রাহ্মণকে দীপ-দান করে, তাহাতে সে শিবলোকে গমন করে। ঐরূপ সুবর্ণ-দানকারীকে আমি গণের আধিপত্য প্রদান করিয়া থাকি। অর্ঘ্যপাত্রদাতা ও ধূপদাতা আমার প্রসাদে পবিত্র গতি প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ বহুফলশালী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যে ফল লাভ করে, মদীয় লিঙ্গের অভিষেক করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয় ও যথাভিলষিত পুণ্যশালী হয়। উহাদের দোষক্ষালন করিয়া উত্তম গতি লাভ করাইয়া থাকি। লোক কায়-মনো-বাক্যে কর্ম্ম দ্বারা যে পাপসঞ্চয় করে, তাহারা আমার পূজাপরায়ণ হইলে সেই পাপে লিপ্ত হয় না। ৩৫—৪৭। যে ব্যক্তি মদীয় লিঙ্গের বর্ষব্যাপী পূজা করে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে গণাধিপত্ব প্রদান করি। যাহার চিত্ত তীর্থস্থানেও শিবধ্যান-পরাঙ্মুখ হয় না, তাহার গৃহে প্রভাস, পুষ্কর, প্রয়াগ, নৈমিষাদি তীর্থ অবস্থান করে। যে নরাধমগণ শিবসেবা-বিহীন হইয়া সহস্র-কোটি তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া বৃথাশ্রম করে, হে বিভীষণ! তাহারা মৎপূজা জন্য পুণ্য লাভ করে না। যাহাদিগের চিত্তে পাপস্পর্শ হইয়াছে, তাহারা আমার দর্শন পায় না। মানব অগ্নিপ্রবেশ ও মাসব্যাপী উপবাস করিয়া যে ফল লাভ করে, মদর্চ্চনা করিলে সেই ফল তাহাকে আশ্রয় করে; যে ব্যক্তি অরণ্যে, গিরিগুহায় অথবা গৃহে থাকিয়া একাগ্র-চিত্তে আমার অর্চ্চনা করে, সে মৃত্যুর পর শিবের গণলোকে গণাধিপত্য লাভ করে। যে ব্যক্তি শিবমাহাত্ম্য-প্রকাশক এই অধ্যায় পাঠ বা কীর্ত্তন করে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, শিবলোকে সদগতি লাভ করে। যে শিব-পূজাপরায়ণ হইয়া এই মাহাত্ম্য ধারণ করিবে, সে ভীষণ দারুণ নরকে গমন করে না এবং চন্দ্র সূর্য্য যেদেশে পূর্ব্বে কদাপি প্রকাশ পান নাই, তথায় অসীম তেজঃসম্পন্ন হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। দেবার্চ্চনা ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ইহা মন্ত্রস্থানীয় এবং সর্ব্বভূতনমস্কৃত এই মদীয় সুধাশুভ্র মাহাত্ম্য যাহারা পবিত্রভাবে পাঠ অথবা কবচরূপে ধারণ করে, আমি সন্তুষ্ট হই বলিয়া তাহাদের কিছুই পাপ থাকে না। ৪৮—৫৮। বিভীষণ কহিলেন,—হে প্রভো পঞ্চানন! আপনি ইচ্ছামাত্রে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন এবং স্বয়ং আদি-অন্তরহিত অবিজ্ঞেয় প্রধান-পুরুষ; আপনাকে নমস্কার। আপনি অগ্নি, বায়ু, অঘোর দেব, আপনি ভক্তরূপ ক্ষুদ্র নদীর সাগর ও দেবগণের প্রভু, আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বভূত-পূজনীয় সুরবর! আমি ভবদীয় ভক্ত; হে অক্ষমালিন্ মহাপ্রভো! আমাকে অষ্টবিধ অভীষ্ট প্রদান করুন। একমাত্র আপনি সর্ব্বভূতের গতি ও আশ্রয়। সকল ঋষিগণ আপনার পূজা করেন, আপনি শ্রেষ্ঠ বর প্রদানে আমাকে রক্ষা করুন। আপনি মোক্ষ, ইন্দ্র, অগ্নি ও ধর্ম্মকার্য্যে পণ্ডিতদিগের সঙ্গতবাক্য; আপনি তুষ্টি, বপুঃ মেধা, বুদ্ধি এবং কাম্যকার্য্যে চিত্তাভিনিবেশস্বরূপ। দেবতা ও ঋষিগণই অতি বিশুদ্ধ শিবস্বরূপ আপনাকে দর্শন করিয়া থাকেন। আপনি শান্তি ও পরমাত্মার যাথার্থ্য বিজ্ঞাতা ও নিখিল জীবের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। আপনি দেহে আত্মাভিমান বশীকৃত করাইয়া আমাকে সিদ্ধ করিবেন। হে ভগবন্ রুদ্র! হে ভগবন্ ত্রিলোক-বর্ত্তমান শিব! আপনাকে নমস্কার। হে বিশ্বমূর্ত্তে! সর্ব্বস্থানেই আপনার বহু চরণ, নয়ন, মস্তক, বদন; আপনি স্বয়ং অপ্রমেয়; আপনাকে নমস্কার। হে মহাদেব! আপনি যোগেশ্বর বলিয়া ইচ্ছামাত্রে যাদৃচ্ছিক দেহ ধারণ করেন, আমি আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ-রূপের কিছুই বিদিত নহি। হে প্রভো! আপনার স্বরূপ যে প্রকারই হউক, তৎস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। মহেশ্বর কহিলেন,—হে বিভীষণ! যে ব্যক্তি অতি পবিত্র হইয়া এই দেবগণ-পূজিত মদুক্ত সংবাদ যথাবিধি নিত্য পাঠ করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-চিন্তাপর হইয়া সর্ব্বদা মল্লিঙ্গের অর্চ্চনা করে কিংবা চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে শিবমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে কিংবা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শিবলিঙ্গে ভক্তিমান্ হয়, তাহাকেই এই মদুক্ত শাস্ত্র দিবে, অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না। এই শিবস্তব শ্রবণ করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ৫৯—৭৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রাহ্মণ সোমাদি যাগ, তুলা পুরুষাদি মহাদান, নানা তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য্য না করিয়াও কি প্রকারে উহাদিগের ফল লাভ করে, এ বিষয়ে আমার সংশয় দূর করুন। সনৎকুমার কহিলেন,—কৌশিকী ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষদায়িনী ভগবতী গঙ্গা, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থ, ত্রিস্রোতা, পয়োষ্ণী, গণ্ডকী, ব্রহ্মাবর্ত্তা, অতি পবিত্রা যমুনা, গঙ্গাদ্বার, সহস্রাক্ষ ভদ্রকর্ণ হ্রদ, দৃষদ্বতী, করতোয়া, মহানদী লোহিতা, সরযূ, সরিৎপতি সাগর, কোকা, অরুণা, তাম্রা নদী, মহাহ্রদ শোণ, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বেত্রবতী, কৃষ্ণা, কাবেরী ও মহানদী বিতস্তা প্রভৃতি তীর্থ সমুদায় এবং সাধুজনোক্ত সারস্বত তীর্থ, ইহাদিগের নিরন্তর আশ্রয়েও একবার শিবলিঙ্গ প্রণামের ষোড়শাংশের একাংশ ফল লাভ হয় না। ষষ্টিকোটি সহস্র, ষষ্টিকোটি শত, ষষ্টি সহস্র তীর্থ আছে, এই সকল তীর্থে যে ব্রাহ্মণ ক্রোধশূন্য ও পবিত্র হইয়া নিপুণভাবে গমন করেন, তিনিই সকল তীর্থের ফল লাভ করেন। ১—১০। শতবর্ষ নানা তীর্থে ভ্রমণ করিলে যে ফল হয়, এক মাস শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সচরাচর ত্রৈলোক্য শিবলিঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া শিবলিঙ্গ সর্ব্বতীর্থময়। ধ্যানযোগে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় মুহূর্ত্ত মধ্যে অসংখ্য তীর্থফল-প্রাপ্তি ও মুক্তিলাভ হয়। ব্যাস কহিলেন,—হে মুনে! এই ত্রিভুবন কি প্রকারে শিবলিঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন, কিরূপেই বা উঁহাতে লীন হয়, ঐ লিঙ্গের কিরূপ পূজাবিধি, কোন্ স্থানে উঁহার নিত্য অবস্থান, কিরূপে ভক্তপ্রিয় ভগবান্ শিব প্রসন্ন হন এবং ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, কিজন্য ঐ অসামান্য তেজের আশ্রয় ঈশ্বরের দক্ষিণা-মূর্ত্তির যাগ করেন এবং জীব রুদ্রলোকে গমন করিয়া কি হেতু প্রত্যাবৃত্ত হয় ও কিজন্যই বা তথায় যাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয় না, এই সকল বিষয় যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, আপনি বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—হে দ্বিজবর ব্যাস! যেরূপে এই বিশ্ব লিঙ্গ হইতে সমুৎপন্ন ও উহাতেই লীন হয়, ঐ শিবলিঙ্গের যাদৃশ আকার এবং যেরূপে শিবলোকগত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তি ও অপুনরাবৃত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখে অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। সৃষ্টির প্রথমে মহেশ্বর প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলে, মহাবায়ু প্রাদুর্ভূত হন। ঐ বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন, ঐ অগ্নি হইতেই অসংখ্য সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী বিপুল লিঙ্গ সমুৎপন্ন হন। ঐ লিঙ্গরাজ শতযোজন-বিস্তীর্ণ, লক্ষ-যোজন-উন্নত এবং সুবর্ণরত্নাদি-বিভূষিত প্রশান্ত সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন। ১১—২২। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ও যক্ষগণ লিঙ্গদৃষ্টে সংজ্ঞাহীন হওয়ায়, দুঃখিতান্তঃকরণে ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া ঐ লিঙ্গে মিলিত হইলেন। বিরূপাক্ষ নীলকণ্ঠ বিলোহিত উমাপতি, সত্ত্ব-রজস্তম এই গুণত্রয়, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ, প্রকৃতি, সাংখ্যযোগ, পর্ব্বত, নদ, নদী, সাগর, হ্রদ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্, বিদিক্, মাস, সংবৎসর এই সকলই ঈশান-লিঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইল। ভগবান প্রথমে লিঙ্গ হইতে সচরাচর ত্রিলোক উৎপাদন করিয়া, পুত্ররূপে ব্রহ্মাকে সৃজন করিলেন ও উঁহাকে প্রজাপালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, যিনি মায়াবলে নারীগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেবলোক পূজনীয় পরমেশ্বর বিষ্ণুকে সৃজন করিলেন ও সকলেরই পূর্ব্ব-স্মৃতি বিলোপ করিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে লিঙ্গ হইতে ত্রৈলোক্য উৎপন্ন হইয়াছে, যে প্রকারে ঐ সকল উহাতে লীন হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে ব্যাস! পূর্ব্বে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড জলময় থাকিলে, ঐ জলে অসামান্যতেজস্বী মহাদেবের অতি বৃহৎ গোলাকৃতি লিঙ্গ দেখা গেল। শিবলিঙ্গ অগ্নিশিখাতুল্য তেজোব্যাপ্ত ও সর্ব্বজীবের ভয়োৎপাদক। ঐ লিঙ্গ, অগ্নিরূপ ধারণ করায় তেজ দ্বারা স্বর্গ-মর্ত্ত্যকে অভিভব করিয়া, ঐ তেজোমণ্ডল মধ্যেই অবস্থান করিলেন। ২৩—৩২। ঐ লিঙ্গের তেজে ত্রিভুবন দগ্ধ হইতে লাগিল এবং দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ ও গন্ধর্ব্বগণ এবং ক্ষিত্যপ্‌তেজো-মরুদ্ব্যোম ও এতদ্ভিন্ন যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গম—সর্ব্বভূতই শিবমায়ায় মোহিত হইয়া, ঐ লিঙ্গে আকৃষ্ট হইতে লাগিল আর আকৃষ্যমাণ জীবগণের বেগ উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, পবনদেব প্রবৃত্ত হইলেও আকাশ পরিপূর্ণ করিবার মানসেই যেন ভীষণ শব্দ করিতে লাগিলেন। ঐ লিঙ্গ যৎকালে অসংখ্য জীব দগ্ধ করিয়া অন্যান্য দহন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন লিঙ্গদৃষ্টে চেতনাহীন, অতএব দুঃখিতহৃদয় সুরবর ব্রহ্মা ও দেবগণ বিষ্ণুর সহিত লিঙ্গ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই শিবমায়ায় বিমোহিত, অতএব ভীত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে উঁহারা শিব-মায়ায় বলহীন হওয়ায় চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণের সহিত অমিততেজা মহাদেবকে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর পূর্ব্বস্মৃতি-প্রাপ্তে জ্ঞান-চক্ষু লাভ করত মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া সেই সর্ব্বভূতপতি মহাদেবকে স্তব করিলেন। তথায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্র—ভগবান্ উমাপতিকে কহিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! আপনি কুমার, আপনিই কুমাররূপে জাত, আপনি সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই আপনার বদনবিবরে অবস্থান করিতেছে। ৩৩—৪২। হে দেবদেব! হে সর্ব্বভূতোৎপাদক! আপনি প্রণব,

বষট্‌কার ও দণ্ডনীতিস্বরূপ। আপনা হইতে ব্রহ্মাদি দেবগণ, বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ, যজ্ঞনিচয়, ইন্দ্র ও স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু সমুৎপন্ন হইয়া, আপনাতেই প্রবেশ করেন। ভগবতী মায়া পরাৎপরা, তাঁহারই প্রসাদে আমরা আপনার দর্শন পাইয়াছি। শিব কহিলেন,—হে দেবগণ! ঋষিগণ! আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে বর দিতেছি, আমার প্রসাদে তোমরা অসামান্য জ্ঞান ও পরমৈশ্বর্য্যশালী এবং জরামরণ-বিরহিত হইয়া পরম রূপবান্ ও যোগবলে যদৃচ্ছাগমনে সমর্থ হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হইবে। তখন ভগবান্ ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সর্ব্বজীবের সংহারকালে জগৎ একার্ণব হইলে, একমাত্র ঐ ভগবান্ অবস্থান করেন, পরে উনিই পুনরায় বিশ্ব সৃজন করেন। ঐরূপে সৃষ্টির অবসানে প্রলয়, তৎপরে পুনরায় সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে জগৎ সৃষ্ট হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাস্বামী হন। হে দ্বিজবর! ব্রাহ্ম শত বাজপেয় দ্বারা শিবলিঙ্গের যাগ করিয়া যে ফল লাভ হয়, শিবের প্রতি ভক্তিযোগে তল্লিঙ্গের ত্রিরাত্র অর্চ্চনায় তৎফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহস্র অশ্বমেধ যাগ করিলে যে ফল হয়, এক মাস শিবলিঙ্গের পূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহস্র রাজসূয় যজ্ঞ করিলে যে ফল হয়, মাসত্রয় শিবলিঙ্গের পূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ব্যাস! সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বস্বদান, নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বৈধ উপবাস ও বিধিপূর্ব্বক বিবিধ ব্রতাচরণ করিলে যে পুণ্য হয়, মানব মাসত্রয় শিবলিঙ্গ পূজা-পরায়ণ হইলে সেই পুণ্য প্রাপ্ত হয়। ৪৩—৫৪। যে ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয় ও শমগুণাবলম্বী হইয়া, নবমাস শিবলিঙ্গের আরাধনা করেন, তিনি সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করেন। হিমবান্, মন্দর, মেরু, কৈলাস, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য, অর্ব্বুদ, পুরশ্চন্দ্র, মহেন্দ্র, মলয় প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহ ও বালখিল্যাদি ঋষিগণ, নৈমিষারণ্যবাসী তপোধনগণ, অপ্সরোগণ, মাতৃগণ, তারাগণ, গ্রহগণ, পিতৃগণ, চারণ, উদুম্বর, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ ইঁহারা সকলেই স্বর্গে তাঁহার অভীষ্টসাধন করেন এবং যে মানব লিঙ্গকেই পরম প্রমাণ বিবেচনা করিয়া উঁহার অর্চ্চনা করেন, বৃষধ্বজ মহাদেব তাঁহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হন। পাকযজ্ঞ ও হবির্যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয়, শিবলিঙ্গার্চ্চনরত হইলে এক দিবসে সেই ফল লাভ হয়। একাদশ * রুদ্রস্থানের পূজা করিয়া যে ফল লাভ হয়, ব্রাহ্মণ লিঙ্গার্চ্চনায় নিরত হইলে এক দিবসে সেই ফল প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, গণনায়ক নন্দীশ্বর, বীর্য্যবান্, মহাকাল, ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, দধীচি, যম, শুক্র, বৃহস্পতি, চ্যবন, জমদগ্নি, উতঙ্ক, অগস্ত্য, প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ দক্ষ ও তাঁহার সপ্ত তনয়, ভগবান্ মনু, প্রহ্লাদ, নমুচি, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভগবান্ কাশ্যপ, মহাতপা গৌতম, ভরদ্বাজ, সুপণ্ডিত বিশ্বামিত্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, রুদ্র, মরুৎ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, বিদ্যাধর, নাগ, ঋষি ও বিশ্বদেবগণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বাসুকি, তক্ষক, কম্বল, অশ্বতর নাগ, এলাপত্র, ক্ষীরোদ পুষ্কর, ভগবতী গঙ্গা ও শ্মশানাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইঁহারা সকলেই শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছেন। হে ব্যাস! এই তোমাকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিষয় কহিলাম। ৫৫—৬৯। বালকেরা যেরূপ ক্রীড়নক লইয়া খেলা করে, সেইরূপ ভগবান্ শিব চরাচর বিশ্বকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন ও উনিই কার্য্য করাইতেছেন। সেই কার্য্য দ্বারা আমরা অতিশয় ব্যাকুলিত হইতেছি। আমরা শিব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি বলিয়া সকলই জানিতে পারি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, যম, কাল, মৃত্যু, বরুণ, কুবের, অগ্নি, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও গায়ত্রী দেবী ইঁহারা সকলেই শিবের আরাধনা করিয়া শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছেন। সংবৎসর বল্মীকমৃত্তিকায় সমাসীন হইয়া ও ভক্তিযোগে তপোনুষ্ঠান করিয়া শিবলিঙ্গসন্নিধানে তদ্গৃহের বিলেপন করিবে। শিব-গৃহে সম্মার্জ্জন করিলে শতগুণ, বিলেপনে সহস্রগুণ এবং পুষ্প উপহার ও ধূপ দানে বিলেপনসদৃশ ফল হয়। জল দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইলে দশ অপরাধ, ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইলে শতাপরাধ ও ঘৃত দ্বারা স্নান করাইলে সহস্র অপরাধ মার্জ্জিত হয়। মহাদেবের নিকট বর ইচ্ছা করিলে ক্ষীর ও ঘৃত দ্বারা স্নান করাইবে ও ঘৃতযুক্ত গুগ্গুলু প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি শিবোদ্দেশে দশ সুবর্ণপুষ্প প্রদান করে, মহাদেব তাহার সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করেন। লক্ষরুদ্রাক্ষ-মালা দ্বারা রুদ্রনাম জপ করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ ফল হয়, যেহেতু বিধিবোধিত বাহ্যপূজাদি হইতে জপযজ্ঞ দশগুণ, মানসিক পূজা শতগুণ ও মানস-ধ্যান সহস্রগুণ ফলদায়ক। যে ব্যক্তি মহাদেব-পূজার্থ তদুপযুক্ত তৃণ, ওষধি, গুল্ম, লতা, বল্লী, নানাবৃক্ষের ফল পুষ্প পত্র ত্বক্ এবং কালোচিত সুন্দর পুষ্প ও বীজাদি ছেদন করে, সে হিংসক নহে, সে যথার্থ ধার্ম্মিক। তাহার নিরুপদ্রবে স্বর্গগমন ঘটে। ৭০—৮২। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়া সংযতচিত্তে পবিত্রভাবে শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত ফল সমুদায় প্রাপ্ত হন। সেই সকল ব্রাহ্মণগণ শিবলিঙ্গার্চ্চনারূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, ইহলোকে কিছুমাত্র দুঃখ ভোগ না করিয়া, পরকালে স্বকর্ম্মার্জ্জিত শ্রেষ্ঠ স্থানে পূজিত হন। কল্পান্তরে যে যে স্থানে শিবস্থাপন ছিল, সেই সকল

---

* মতভেদে চতুর্ব্বিংশতি।

স্থানে যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে যথাবিধি লিঙ্গস্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিমান হইয়া পবিত্র-ভাবে এক বৎসর নিত্য তাঁহার পূজা করেন, তিনি কোটিসহস্র কল্প রুদ্রলোকে শিবের সহিত একত্র বাস করেন ও পূজিত হন। যে ব্যক্তি শিবপূজাপরায়ণ হইয়াও প্রত্যহ পূজার্থ গন্ধ-মাল্য প্রস্তুত না করে, সে অধার্ম্মিক ও পাপিষ্ঠ। এজন্য সানন্দ-মনে গন্ধাদি দ্বারা শিবপূজা করিবে। অতঃপর পূজাপরিচর্য্যা করিলেও পূজাফল প্রাপ্ত হইবে। ভক্ত ব্যক্তি যদি আপনার অভীষ্টসিদ্ধি কামনা করে, তবে সেই সর্ব্বভূতান্তর্যামী, সর্ব্বভূতজনক, সর্ব্বভূতপতি ও সর্ব্বময় ভক্তিপ্রিয় ভগবান বিরূপাক্ষকে সর্ব্বদা তদীয় লিঙ্গে অর্চ্চনা করিবে। যিনি শিবলিঙ্গ-স্থিত চিরপর্য্যুষিত মাল্য দূরীকৃত করেন, তিনি সহস্র-গোদানতুল্য পুণ্য প্রাপ্ত হন; শুচি ও নিয়মী হইয়া শতরুদ্রোক্ত বিধানে ঐ অনাদি লিঙ্গের অভিষেক করিলেও উক্ত ফল লাভ হয়। স্ত্রীলোক, শূদ্র, ম্লেচ্ছ ও যে-কোন অপবিত্র যোনি-জাত ব্যক্তিরাও 'নমঃ' 'নমঃ' বলিয়া অনাদি শিবের অভিষেক করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়। প্রণব-প্রভৃতি বেদমন্ত্রে উহাদিগের অধিকার নাই; নমস্কার মন্ত্রই বেদমন্ত্র স্থলে উহাদিগের পক্ষে বিহিত। জীব যদি নিজের মঙ্গল কামনা করে, তবে সে সর্ব্বদা মহাদেবকে বিশুদ্ধ জলে স্নান করাইবে ও চন্দনাদি গন্ধ-দ্রব্য দ্বারা উহাঁর অঙ্গরাগ করিয়া সুবাসিত মাল্য দ্বারা ভূষিত করিবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি পুষ্প বস্ত্র, উপহার ও নৈবেদ্য প্রদানে সর্ব্বদা মহাদেবকে পূজা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া উহার সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিয়মী হইয়া হৈম, রাজত, মৃণ্ময় ও উদুম্বর কুম্ভপূর্ণ জল দ্বারা ভগবানকে স্নান করাইবে এবং সর্ব্ব জীবের সুখ-সম্পাদক ঐ শিবকে রত্ন-মাণিক্য-সুবর্ণ-মিশ্রিত অর্ঘ্য দ্বারা ইন্দ্রনীল, মহানীল, বজ্র, বৈদূর্য্য, কেতক, প্রবাল, মারকত প্রভৃতি রত্ন দ্বারা এবং সুন্দর সঙ্গীত ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিবে। ৮৩—১০০। যিনি শুদ্ধ ও নিয়মী হইয়া স্তব, বাদ্য, মুখবাদ্য, নমস্কার, পশু, ধন, ধান্য, দারা প্রভৃতি প্রিয় বস্তুর উৎসর্গ, আন্তরিক যত্নের সহিত অর্জ্জিত প্রিয়-বস্তু প্রদান এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ ব্রতাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্ত ও অতি পবিত্র হইয়া স্বর্গাদিলোকে গমনপূর্ব্বক অভীষ্ট লাভ করেন; পরে সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া রুদ্রলোকে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সকলের নিকট পূজিত হন। পূর্ব্বোক্ত ব্রতাদি ও তদ্ভিন্ন বহুতর ব্রত-নিয়মের অনুষ্ঠান করিয়া ত্রিসন্ধ্যা ভক্তভাবে মহাদেবকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত ও সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়। হে মুনে! পূর্ব্বে মহাদেব এই সমস্ত নিজ পূজাবিধি, যোগাদি-সাধন-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকে কহিলে, তিনি পূর্ব্বোক্ত বিধানে তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। হে ব্যাস! এক্ষণে শিবের মূর্ত্তিবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বজীবের উৎপত্তিহেতু ইহাঁর ঐন্দ্রী নামে প্রথমা মূর্ত্তি ইন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বদিকে রহিয়াছেন। দক্ষিণা নামে দ্বিতীয় মূর্ত্তি যমকে আশ্রয়পূর্ব্বক সংহার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করিতেছেন। তৃতীয়া মূর্ত্তি বরুণকে আশ্রয় করিয়া পশ্চিমদিকে অবস্থিতি করত আমার সন্তোষ বিতরণ করিতেছেন। বরদা নামে চতুর্থী মূর্ত্তি কুবেরকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব-জীবের সুখ-সম্পাদনপূর্ব্বক উত্তরদিকে অবস্থিতি করিতেছেন। পঞ্চমী মূর্ত্তি পাতালে মহামুনি কপিলকে আশ্রয় করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। আর বেদ ও যজ্ঞের একমাত্র উদ্দেশ্য ষষ্ঠী মূর্ত্তি বৈষ্ণবী, বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন। হে ব্যাস! এতদ্ভিন্ন সর্ব্বজীবের সুখ সম্পাদিকা উপাধিশূন্যা জ্ঞানস্বরূপা এক অতিরিক্ত মূর্ত্তি আছেন, যাঁহাকে জরামরণ-ভীরু যতিগণ নিত্য আরাধনা করেন। ১০১—১১১। হে ব্যাস! পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে অক্ষয় পাশুপত ব্রত আচরণ করা হয়। শিবকে সর্ব্বব্যাপিস্বরূপে জ্ঞাত হইলে, সকল দুঃখ মোচন হয়; জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া যে-কোন স্থানে যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। হে বৎস! সৃষ্টি, প্রলয়, মূর্ত্তিভেদ, শিবলিঙ্গের পূজা বিধান ও অন্যান্য বিবিধ শিবসন্তোষকর বিশেষ আরাধনা-বিধি,—সকল বিষয়ই তোমাকে কহিলাম। সকল মূর্ত্তি অপেক্ষা দক্ষিণামূর্ত্তি পরম পূজনীয়া। এই দক্ষিণামূর্ত্তি জীবের সৃজন ও সংহার করেন এবং উহাদিগকে জীবিকা, ধর্ম্মকার্য্যে শ্রদ্ধা, সুখ কাম ও মেধা প্রদান করেন; আর ইনিই জীবের অভিলাষানুরূপ ফল বিতরণ করেন। হে পরাশর-তনয় ব্যাস! সর্ব্বদা যোগমগ্ন হইয়া, চিত্তশোধন-পূর্ব্বক ঐ দক্ষিণ মূর্ত্তির পূজা করিবে; কারণ, চিত্তশুদ্ধিই সকল কামনা পূর্ণ করে। হে ব্যাস! এই সর্ব্বাতিশায়ী লিঙ্গপূজাবিধি তোমাকে কহিলাম; যাহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করে, তাহারা পরম গতি লাভ করে এবং ইহা শ্রবণে সকল ব্যাধি ও সকল দুঃখ শান্ত হয়। শিবলিঙ্গের দর্শন বা তদ্বিষয়ক কাব্যাদি-ও শিবলিঙ্গ-পরিমাণ শ্রবণ কিংবা শিবনাম সংকীর্ত্তন করিলে নিষ্পাপ হওয়া যায়। স্ত্রী, শূদ্র, ম্লেচ্ছ বা যে কোন নিকৃষ্ট জাতি-সমুৎপন্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিলে, অশ্বমেধযজ্ঞ-ফল লাভ করিয়া, শিবলোকে গমন করে। এই ব্রহ্মোক্ত শিব-ইতিহাস ক্রোধ-মোহের দূরীকর্ত্তা ও সর্ব্ব-মহাপাতকের সংহারক। যে ব্যক্তি শিব-মন্দিরে একবার ইহা পাঠ করাইবেন, তিনি অশ্বমেধ-

ফল লাভ করিবেন এবং যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে নিজে নিত্য পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া, অন্তে শিবলোকে গমন করিবেন। ১১২—১২৫।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্! ত্রিভুবনে মহাত্মা শিবের যে সকল স্থান আছে ও যে যে স্থানে তিনি সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকিয়া, তত্রত্য জনগণের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করেন, সেই সকল স্থানের নামাদি কি এবং ঐ সকল স্থানে ভক্তদিগের সম্যক্‌ আরাধনায় ভগবান শিব কিরূপে সন্তুষ্ট হন, এই সকল শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি; আপনি বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—সেই সর্ব্বদেব-পূজিত ভগবান্ আদিদেব কপর্দ্দীকে নমস্কার করি, যিনি সর্ব্বদা ভক্তজনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া নিজ মহিমা বিস্তার করিতেছেন। হে ব্যাস! ভগবান্ যে যে স্থানে নিত্য সন্নিহিত থাকেন, সেই সর্ব্বজীব-হিতকর শুভবাক্য শ্রবণ কর। ঐ দেব অসংখ্য রূপ ধারণ করিয়া সকল জীবে রহিয়াছেন। ভক্তগণ বিবিধ নামে ও বিবিধ রূপে উঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। উপাসকগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, কার্ত্তিক, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, বায়ু, বরুণ, উমাপতি, মরুদ্গণ, কপিল, অব্যক্ত ও বুদ্ধি এই সকল নামে মহাদেবকেই উপাসনা করেন। লোকে ভক্তিপূর্ব্বক যে দেবের আরাধনা করে, মহাদেব সেই দেবের শরীর আশ্রয় করিয়া ভক্তের উপাসনা ফল প্রদান করেন। মহাদেবের স্থানসংখ্যা সহস্র-বর্ষেও বলিতে সক্ষম নহি, অতএব সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। ভূর্লোকস্থিত যে অষ্ট স্থান, তৎপরিমাণ ও তত্রত্য লোকের প্রতি মহাদেবের যেরূপ অনুগ্রহ, তাহা ভক্তিভাবে শ্রবণ কর। সর্ব্বোত্তম রুদ্রপদ, মাহেশ্বরপদ, শ্রেষ্মাতক, বারাণসীধাম, মহালয়, গোকর্ণ, ভদ্রকর্ণ ও স্বর্ণ নামে যে অষ্ট স্থান আছে, ভক্ত-প্রেমিক ভগবান্ ঐ অষ্ট স্থানে নিত্য অবস্থান করিয়া ভক্তগণের প্রতি দয়া বিস্তার করিয়াছেন। মহাদেব প্রথমোক্ত মাহেশ্বরপদে দেব, দেবর্ষি, সিদ্ধ ও অন্যান্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিত্য পূজিত হন। উহার উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য যোজনদ্বয়, বিস্তারও সেইরূপ, জীব ঐ স্থানে মৃত হইলে শিবদেহে লীন হইয়া পুনরাবৃত্তি-রহিত হয়। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও ঐ সকল স্থানে শিবের আরাধনা করিলে রুদ্রলোকে গমন করে, ইহা পূর্ব্বে ভগবতী বলিয়াছেন। শ্রেষ্মাতক-ক্ষেত্রে যক্ষ, রাক্ষস, নাগ ও পিশাচগণের সহিত ভগবান্ সর্ব্বদা বাস করেন। ঐ স্থান যোজনদ্বয় পরিমিত। ১—২০। ঐ স্থানে দেহ ত্যাগ করিলে পুরুষ মুক্ত হয়। চতুর্দ্দিকে যোজনদ্বয় পরিমিত রুদ্রপদ-ক্ষেত্রে রুদ্রকে পূজা করিয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও তপোধনগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। ঐ স্থানে ভগবান্ সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন বলিয়া, মানব দেহত্যাগ করিলে গাণপত্য লাভ করিয়া থাকে। ঐরূপ সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যস্থিত অর্দ্ধযোজন-বিস্তীর্ণ সুবর্ণাখ্য-ক্ষেত্রে ভগবান্ ত্রিলোচনকে বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় নিত্য আরাধনা করেন। ঐ ওঙ্কার-বীজ ধ্যেয় পরমাত্মা ভগবান্ সনাতন-পুরুষ কাশীক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর নামে পূজিত হইতেছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বতেজের আধার, সুর-সিদ্ধগণেরও দুর্লভ কল্যাণময় লিঙ্গ রহিয়াছেন, হে ব্যাস! কলিতে অন্তর্গত-লিঙ্গ হইয়া কাশীতে অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন। হে ব্যাস! ঐ কাশীক্ষেত্রে নিত্য-সন্নিহিত ওঙ্কাররূপী ভগবান্ বিশ্বেশ্বরকে দেব, ঋষি ও রাজর্ষিগণ সর্ব্বদা ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও স্তব করেন এবং বেদাধ্যয়ন ও ব্রতানুষ্ঠান-তৎপর সিদ্ধ মহর্ষিগণ নিত্য যোগানুষ্ঠানে নিষ্পাপ ও প্রশান্ত-হৃদয় হইয়া তত্রত্য কর্দ্দমেশ্বর প্রভৃতি পঞ্চস্থান-স্থিত ভগবানের নিত্য উপাসনা করেন। তন্মধ্যে চিন্তাপথাতীত ভগবানের শান্তিময় শরীর আছে, ঐ পরমদেহে জ্ঞানী মহাত্মারা লয় প্রাপ্ত হন। চতুর্দ্দিকে যোজনদ্বয়-পরিমিত ঐ কাশীকে বিশ্বেশ্বর কখনও ত্যাগ করেন না বলিয়া, উহা অনুপম অবিমুক্ত ক্ষেত্র নামে কথিত হয়। ঐরূপ ভদ্রকর্ণ ক্ষেত্রে ভগবানকে ব্রহ্মা, অগ্নি, চন্দ্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, বৃহস্পতি, সমুদ্র, নদী, দ্বীপ ও ওষধি—সকলেই সর্ব্বদা উপাসনা করেন। ঐ স্থান পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, উহা অতি উজ্জ্বল ও পরম পবিত্র। উহার সদৃশ আর কোন স্থান নাই। স্থানীয় পবিত্রতা, রমণীয়তা ও ভগবানের নিত্য সন্নিধান বশতঃ প্রভুপ্রিয় গঙ্গার ভাবস্বরূপ ঐ স্থানে নিয়মী হইয়া আমি নিত্য বাস করি। ঐ শিবাধিষ্ঠিত স্থান নিত্য সিদ্ধগণ-পরিবৃত আছে বলিয়া, অধর্ম্মাত্মা পাপিষ্ঠ মানবগণ থাকিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মাবর্ত্ত-নদের দক্ষিণে অবস্থিত পরম পবিত্র পুরাতন পীঠস্থান ভদ্রকর্ণে সিদ্ধগণ নিত্য তপস্যায় সংসক্ত রহিয়াছেন। পুরাতন ঋষিগণ ঐ সকল স্থানেই তপশ্চরণ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং দিব্য মাহেশ্বর-ভোগ ও অক্ষয্য শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ব্যাস! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ অতুল পুণ্যজনক পাপ-বিনাশক শিবস্থানের মাহাত্ম্য কহিলাম। ব্রাহ্মণ কিংবা শিবভক্তগণ এই স্থান মাহাত্ম্য পাঠ করিবে; বেদ-পাঠের ন্যায় ইহার পাঠ অতি প্রশংসনীয় ও পুণ্যপ্রদ। অন্য-দেবভক্ত বা শঠ, ক্রূর, আত্মশ্লাঘাকারী অথবা নীচজনের নিকট ইহার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবে না। ২১—৪০।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্! অন্যান্য সর্ব্বোত্তম স্থান মাহাত্ম্য এবং যে যে তীর্থ বা দেবগৃহ অতি গোপনীয় আছে ও তত্তৎসেবায় যে পুণ্যফল হয়, তাহা আমাকে বলুন, পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না। হে ব্রহ্মন্! দেবদেব মহাত্মা শঙ্করের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে অতি আনন্দিত হই বলিয়া উহা শ্রবণে আমার পরম কৌতুক হইতেছে। ভগবান সনৎকুমার পরম-তেজস্বী ব্যাস কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া অতি মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—হে ব্যাস। পাপনাশক অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ কর যে মঙ্গলময় পবিত্র বাক্য ভক্ত-ব্যক্তি প্রতিপর্ব্বে পাঠ করিলে ও কবচ করিয়া ধারণ করিলে, ইন্দ্রলোকে গমন করে, ঐ পবিত্র বাক্য সকল ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন, আমি তাহাই কহিতেছি, অতএব নিবিষ্টচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ছাগলাণ্ড, কুরুণ্ড, মকুট, মণ্ডলেশ্বর, কালঞ্জর বন, গদগণ্ডস্থলেশ্বর এই সকল স্থানে ভগবান্ দেবগণ পূজিত হইয়া, প্রমথগণের সহিত পরম সন্তোষে সর্ব্বদা বাস করেন। হে ব্যাস। ঐ সকল স্থান প্রত্যেকেই চতুর্দ্দশ যোজন বিস্তৃত এবং ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক সেবিত। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে গমনপূর্ব্বক চির নিবাসের সঙ্কল্প করিয়া ভগবানেই সকল সমর্পণপূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করে, সে নিষ্পাপ শরীর ও অতি পবিত্র হইয়া রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ দেহান্তে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে দেহ-পাতন করে, তাহার সদ্গতি শ্রবণ কর। সে দেব বা দানব কিংবা প্রভুর প্রিয় বা অপ্রিয় হউক, ইহলোকে অনুপম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরে ঈশ্বরে লীন হয়। পূর্ব্বোক্ত স্থানস্থিত মুনিগণ পরিবৃত দেবগণ-সংস্তুত ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রোতা ব্যক্তির সাধারণ-দুর্লভ সদ্গতি হয়। ১—১৬।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যাস কহিলেন,—হে প্রভো। আপনি সকল পবিত্র স্থানই ও সকামদিগের ফলভোগ সম্যক্‌রূপে কহিলেন, এক্ষণে ইহা ভিন্ন গুহ্যস্থান সকল বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস! পরম গুহ্যস্থান সকল ও ভগবান্ যেরূপে ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি; তুমি অনন্যমনা হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবদ্ভক্ত বালখিল্যাদি মুনিগণ ও নিষ্পাপ-শরীর মুনিগণ সমবেত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলে, ভক্তানুকম্পী প্রভু মহেশ্বর ঐ ভক্তগণের ভক্তি-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, দয়া প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন। তখন মহাত্মা বালখিল্যাদি মুনিগণ বৃষধ্বজের দর্শন-লাভে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া, ভগবান্ শূলপাণিকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! আমরা মনে যাহা প্রার্থনা করি, আপনি সে সকলই পূরণ করিতে সমর্থ, আপনি চিন্তার অতীত বলিয়া, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অন্যান্য সহস্র বর লাভ করিলেও ভবদীয় দর্শন অতি দুর্লভ। হে ভগবন্! যদি আমরা আপনার দয়ার পাত্র হইয়াছি বলিয়া আমাদিগকে বর প্রদান করেন, হে প্রভো! তবে আমরা আপনার পরম গুহ্যস্থান সকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অন্য কিছুই অভীষ্ট নহে। মায়া-সম্বন্ধ-রহিত ও ভক্তপ্রিয় ভগবান্ অনাদিদেব রুদ্র, পুণ্যাভিলাষী মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রসাদিত হইয়া, সেই ঋষিগণকে উক্তিবিশেষের শ্রবণ বিষয়ে উৎসাহিত করিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন,—হে মহাভাগ ঋষিগণ! আমি যে সকল গুহ্যস্থানে নিত্যবাস করি ও ভক্তি-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া তত্রত্য লোকের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করি, সেই মহীতলস্থিত তীর্থাদির বিষয় তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পবিত্র-ভাবে শ্রবণ কর। ১—১২। মহাপুর, চক্রপুর, শ্রীপর্ব্বত, জাপ্যেশ্বর, আম্রাড়িকেশ্বর, মহাকালপুর, মধ্যমকেশ্বর, দেবদারুবন ও মহাভৈরব এই সকল গুহ্যস্থান। যে কোন ভক্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, এই সকল স্থানে পরম-ভক্তিসহকারে গমন করে, তাহার প্রতি আমি প্রীত হই, অথবা ঐ সকল স্থানে ভক্তিমান্ হইয়া বলি, পুষ্প, উপহার, গন্ধাদি-বিলেপন ও প্রদান এবং নমস্কারাদি দ্বারা আমার পূজা করে, সে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র অথবা অসদাচারী ম্লেচ্ছ, যে কেহ সকাম বা কামনাশূন্য হইয়া, পূর্ব্বোক্ত স্থানে আমার পূজা করে, সে চিরস্থায়ী গাণপত্য লাভ করিয়া, ইন্দ্রলোকে পূজিত হইয়া থাকে এবং যাহাদিগের ঐ সকল স্থানে দেহ-পতন হয়, তাহাদিগের পক্ষেও পূর্ব্বোক্ত লোক চিরস্থায়ী হয় কিংবা যে মহাভাগ মানব ঐ স্থানে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কি চূর্ণ আস্তরণপূর্ব্বক তদুদ্দেশে পিণ্ড ও তিলোদক প্রদান করে, সে নিজ পিতৃগণের সহিত স্বর্গলোকে অনন্তকাল বাস করে। হে ব্যাস! এই তোমাকে সর্ব্বজীবের দুর্লভ বিষয় কহিলাম। যে কোন ব্যক্তি নিয়মী হইয়া, প্রভুর সন্নিধানে ঐ বিষয় শ্রবণ করাইবে এবং নীচকুলোদ্ভূত কি স্ত্রী শূদ্র বা ম্লেচ্ছ যে কেহ পূর্ব্বোক্ত গুহ্যস্থান-বর্ণন শ্রবণ করিবে, তাহারাও সদ্গতি লাভ করিবে; এইজন্য পণ্ডিত ব্যক্তি নিবিষ্ট-চিত্তে ইহা অধ্যয়ন ও শ্রবণ করাইবে। অপ্রশান্ত বা অন্যের অহিতকারী, দুর্জ্জন, অপণ্ডিত, শঠ, খল, চপল বা নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে এই

গুহ্যাখ্যান প্রদান করিবে না। শ্রেষ্ঠপুত্র, প্রিয়শিষ্য, আত্মশ্লাঘাহীন, শ্লাঘনীয় ও প্রশান্ত তপস্বী প্রিয়ংবদ শিবভক্ত শ্রোত্রিয়, যতি অথবা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে ইহা প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি প্রতি পর্ব্বে ব্রাহ্মণকে ইহা শ্রবণ করাইবে বা স্বয়ং পত্রাঙ্কিত করিয়া দেহে ধারণ করিবে, সে রুদ্রলোকে গমন করিবে। বস্তুবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহা বেদ-শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে বলিয়া গুহ্য ও পরম রহস্য কহিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন। পূর্ব্বোক্ত কারণে গুহ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, দেবদেবের বহুস্থান সকল পূজনীয় ও চিরস্থায়ী, ঐ স্থান সকলে ভগবানের দর্শনার্থ গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিলে, চিত্ত অতি নির্ম্মল ও কল্যাণময় হয়। হে ব্যাস! পূর্ব্বোক্ত স্থানে ও গঙ্গাদ্বারে আমি নিয়মী হইয়া অবস্থান করি। এই আদ্য স্থান সমূহে যাঁহারা ভগবানের নিত্য পূজা করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া শিবলোকে গমন করেন এবং ঐ সকল মহাত্মা পুনরাবৃত্তি ও জন্ম-মৃত্যু রহিত হন এই তোমাকে ঈশ্বরাধিষ্ঠান সংক্ষেপে কহিলাম, যাহা শ্রবণে নিষ্ঠুর ব্যক্তিরাও সদ্গতি লাভ করে। যে বিপ্র সদাচার সম্পন্ন হইয়া ইহা শ্রবণ করান বা করেন, তাঁহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধি করতলস্থ হয়। হে মহামুনে। পবিত্র গুহ্যস্থান ও ভগবানের অতি পবিত্র পরম গুহ্য যে সকল স্থান, তাহা যথারূপে কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্রাহ্মণ প্রতি পর্ব্বে ইহা শ্রবণ করান, তিনি রুদ্রলোকে গমন করেন ও তিনি কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। ১১—৩৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে সুব্রত। মহাদেব বিষ্ণু ও ব্রহ্মা ইহাদিগের মধ্যে কর্ম্মপ্রভাবে কে অধিক শ্রেষ্ঠ, তাহা কহিয়া আমার সন্দেহ দূর করুন। হে তাত। যেহেতু আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল বিষয়ই অবগত আছেন ও বুদ্ধিমান্দিগের অগ্রগণ্য। সনৎকুমার কহিলেন,—হে মুনে। এ বিষয়ে যে পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মহারাজ বলি, ত্রৈলোক্য জয় করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় প্রভাবে তাহাকে বদ্ধ করিয়া ত্রৈলোক্য লাভ করিয়াছিলেন। দৈত্যগণ তাঁহার প্রভাবে ভীত হইলে, প্রহ্লাদ প্রভৃতি অসুরগণ জগৎপ্রভু দেবদেব সনাতন বিষ্ণুকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত যেস্থানে সেই ভগবান বিশ্বরূপ অবস্থিত ছিলেন, সেই ক্ষীরোদ-সমুদ্রের নিকট আগমন করিলেন। তখন সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ, নদী, পর্ব্বত, সাধ্য, ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও আকাশস্থিত অপ্সরোগণ সেই অভীষ্টপ্রদ দেবদেব সনাতন বিষ্ণুকে অবলোকন করিয়া, আনন্দিত-মনে তাঁহাকে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্। আপনি কাম, ক্রোধ, ভয়, অহঙ্কার ইহাদিগের স্রষ্টা ও পাতা। হে প্রভো! আপনিই এই ত্রিলোক সৃজন করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন, আজ আপনার প্রসাদে এই ত্রিভুবন অক্ষয় কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনার প্রভাবে অসুরগণ হত হইয়াছে ও দুর্দ্দান্ত বলিরাজ বদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বেও আপনি দুষ্ট বিনাশ করিয়া স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনিই দেবগণের শরণ, আপনিই যোগী, জগৎপ্রভু ও নিত্যপুরুষ। সর্ব্বব্যাপী পুরুষোত্তম বিষ্ণু সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন,—হে সুর শ্রেষ্ঠগণ। যিনি সকল ব্রহ্মাণ্ডের কারণ, তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মা সর্ব্বভূত-দয়াবান্ যে মহাদেবের নিকট হইতে স্রষ্টৃত্বপদ লাভ করিয়া, স্বকীয় মায়া দ্বারা এই সপ্তলোক সৃজন করিয়াছেন সেই মহাদেবের প্রসাদেই আমি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছি। প্রলয়কালে অনির্ব্বচনীয় অন্ধকার দ্বারা জগৎ আচ্ছন্ন হইলে, আমি সকল প্রাণীকে গ্রাস করিয়া মায়াবলে সহস্রমস্তক, সহস্রলোচন ও সহস্রপদ হইয়া, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক একাকী বিমল সমুদ্রজলে শয়ন করিয়া আছি, তখন কৃষ্ণসার চর্ম্ম-পরীধায়ী, কমণ্ডলু-বিভূষিত, বিমলাঙ্গ, জগৎপ্রভু দেব কমলাসনকে দেখিলাম। সেই পুরুষোত্তম সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা নিমিষমধ্যে নিকটে আগমনপূর্ব্বক আমাকে কহিলেন,—তুমি কিজন্য এই সমুদ্রজলে শয়ন করিয়া আছ, তাহা যথার্থরূপে বল, বিলম্ব করিও না, আমি সর্ব্বলোকের কর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী স্বয়ং অনাদি দেব। ৮—১৮। তখন আমিও বলিলাম,—হে ব্রহ্মন্! আমি সর্ব্বলোকের সৃজন, পালন ও সংহারকর্ত্তা জগৎপ্রভু নারায়ণ। এইরূপ পরস্পর বিতণ্ডা করিতে করিতে উত্তরদিকে এক ভয়ানক তেজঃপিণ্ড দেখিলাম; তাহার প্রভায় অপরাপর জ্যোতিগণ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। পরে স্বর্গ ও পৃথিবীব্যাপী সেই আশ্চর্য্যজনক তেজোমণ্ডল বর্দ্ধিত দেখিয়া, উভয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। অনন্তর সেই জ্বালামধ্যে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত, দুর্দ্দর্শ, অনির্ব্বচনীয়, দুঃসহ, অতি স্থূল, অতি তেজঃসম্পন্ন, অতি বলবান, শিখা-সমূহে পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর, দারুণ বিমলকান্তি এক তেজোময় লিঙ্গ দেখিলাম। অনন্তর ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন,—এস, আমরা উভয়ে এই মহা তেজোলিঙ্গের আদ্যন্ত অনুসন্ধান করি; যাবৎ ইহার অন্ত না পাওয়া যায়, তাবৎকাল তুমি অধোদেশে গমন কর ও আমি ঊর্দ্ধদেশে গমন করি। এইরূপ নিয়ম করিয়া, সেই মহাব্রতী ব্রহ্মা যোগবলে মনের ন্যায় বেগগামী হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করিলে, আমিও

সে সময়ে মনের ন্যায় বেগগামী হইয়া অধোদেশে গমন করিলাম। অনন্তর আমরা উভয়ে সহস্র বৎসর সেই তেজোময় লিঙ্গ অনুসন্ধান করিয়াও যখন অন্ত পাইলাম না তখন পরিশ্রান্ত হইয়া পুনরায় সেই সমুদ্রজলে আগমন করিলাম। মহাবলশালী হইলেও আমরা বিস্ময় ও ভয়ে অভিভূত এবং তাঁহার মায়ায় মোহিত ও জ্ঞানহীন হইয়া কিয়ৎকাল কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যানবলে কারণের কারণ ও সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-নিধনকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী ভগবান মহাদেবকে লিঙ্গরূপী জানিয়া, অব্যক্ত অনন্ত ও শূলধারী সেই মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ স্তব করিতে লাগিলেন,—হে ত্রৈলোক্যনাথ! হে সুরেশ্বর! হে ভূতনাথ! হে-সত্ত্বগুণাবলম্বিন্! হে সত্ত্বযোনে! আপনাকে নমস্কার করি। হে প্রভো! আপনি ব্রহ্মের পরমব্রহ্ম, আপনি পরমাত্মা ও যোগিগণের পরমপদ, আপনিই সূর্য্যাদি তেজঃস্বরূপ, কামদেব, রুদ্র, কার্ত্তিক ও অব্যয়। হে প্রভো! আপনিই বেদ, সাংখ্য যোগশাস্ত্র, যজ্ঞ, বষট্কার ওঙ্কার, স্বাহাকার, নমস্কার, পুণ্যব্রত ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়ম, একমাত্র জপনীয় মন্ত্র ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ১৯—৩৭। হে প্রভো! আপনিই কাম-ক্রোধ-সম্ভূত দুঃখস্বরূপ, আপনিই ইচ্ছা, দ্বেষ, দম, শান্তি, ক্রিয়া, ব্যাধি ও সুখ-দুঃখাতীত; আপনিই ষড়্ঋতু, বৎসর, বিদ্যা, অবিদ্যা, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হে ভগবন! আপনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-বিশ্বরূপী ও অনির্ব্বচনীয়রূপ। হে বিভো! আপনি তেজঃপদার্থের তেজঃস্বরূপ, স্পর্শের স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, জল, ভূপতি ও জগৎপতি। হে জগৎপতে! আপনি আকাশ, ছন্দঃ, লোকনাথ ও অক্ষয়পুরুষ। হে বিভো! আপনি সর্ব্বভূতের সৃজনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, প্রলয় সময়ে সংহর্ত্তা এবং আপনি এই ত্রিলোককে ধারণ করিতেছেন। হে দেব! আপনার পশ্চিমমুখ হইতে বরুণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং সুন্দর উত্তরমুখ হইতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয় ও প্রজাগণ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, আপনি প্রজানাথ নামে অভিহিত হইয়া যুগে যুগে নানা রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। হে জগৎপ্রভো! দেবগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগ, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, যোগসিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি, আকাশগামী চারণ, তপোধন মুনি, সহস্র সহস্র সিদ্ধতপা, বালখিল্য ঋষিগণ ও মহাবল পরাক্রান্ত অজর অমর প্রমথগণ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহেশ্বর! আপনা হইতে সহস্র-মস্তক অনন্ত, বাসুকি, বসু, অতি তেজস্বী বলসম্পন্ন গরুড়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, কীর্ত্তি, মোহ, বায়ু, অগ্নি ও মহাসমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। হে বিশ্বপতে! আপনা হইতে লক্ষ্মী, সীতা, কালী, গায়ত্রী-দেবী, সম্পদ্, কীর্ত্তি, সিদ্ধি, মেধা, লজ্জা, স্মৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, দেবী নন্দা, জয়া ও দেবী সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছেন। হে মহাভাগ! শুক্ল কৃষ্ণ এই দুই পক্ষ, দিবারাত্রি, কাল, নিমেষ, মুহূর্ত্ত. নক্ষত্রগণ, নবগ্রহ, অশ্ব, গো, অজ, মেষ, যজ্ঞ, হব্য প্রভৃতি যাহা এই জগতে পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সে সকল পদার্থই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৩৮—৫২। হে সুরবর! লোকগণ রজোগুণ ও মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াই আপনাকে দর্শন করিতে পারে না; কিন্তু যে সকল যোগী আত্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ ও নিত্যমুক্ত, তাঁহারা অনায়াসে আপনাকে দর্শন করিতে পারেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নিরতিশয় মায়া ও তমোগুণে আচ্ছন্ন এবং অনিত্য; কেবল আপনিই সনাতন। হে ভগবন্! আপনা হইতে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ও আমি উৎপন্ন হইয়াছি। হে নাথ! আপনার আদি, অন্ত ও মধ্য কেহ কখন জানিতে পারে না এবং আপনি একমাত্র স্বানুভাববেদ্য বলিয়া আপনার স্বরূপ জানাইয়াও দিতে পারে না। হে অনাদি দেব! আপনিই একমাত্র ধ্যেয়, পরম পবিত্র, পরাৎপর, পরম সূক্ষ্ম, পুরুষোত্তম, পুরাণ, পুরুষ ও অব্যয় পরমেশ্বর বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছেন। হে দেব! আপনার বদন ও মস্তক সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী। আপনি বজ্র ও পিনাক ধারণ করিতেছেন। হে কিরণ-মালিন্! ভূতনাথ! আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! আপনি কামশরীরঘাতী ও ভস্ম-বিভূষিত-কলেবর, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি সূক্ষ্ম, বিধাতা, যম ও অনন্তরূপী ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে অলৌকিক-স্থান-বাসিন্, কাশীপতে! আপনি এই ত্রিলোক সমুদ্রে বাস করিলেও স্বভাবে সকলের ঊর্দ্ধে ও আত্ম-শরীরেই বাস করেন। আপনিই সর্ব্বময়,—হে হিরণ্যগর্ভ! আপনাকে নমস্কার। হে হিরণ্যরেতঃ! আপনি হিরণ্ময় স্থানে বাস করেন; আপনার চরণ, মস্তক, রূপ, নয়ন, হস্ত, দন্ত ও কর্ণ সকলই হিরণ্যের সদৃশ প্রভাশালী ও প্রার্থনীয়; হে দেব! আপনাকে নমস্কার। হে নীলকণ্ঠ! আপনি লোকের মঙ্গলদাতা ও পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃ-দেব, আপনাকে নমস্কার। হে নীললোচন! আপনি অসংখ্য রূপধারী, আপনাকে নমস্কার। হে জগদ্‌গুরো! আপনি বটুকাবতার সময়ে ভূতগণের নাড়ীরূপ যজ্ঞোপবীত দ্বারা শোভিত হইয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! লোকগণ অসংখ্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা আপনাকেই পূজা করিয়া থাকে; আপনি চারণ, সিদ্ধ ও ঋষিগণের একমাত্র পূজনীয় এবং অসংখ্য যজ্ঞস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি সহস্র সহস্র কল্পেও বিরাজমান থাকেন; হে অনন্ত! হে পদ্মনাভ! হে অব্যয়! হে আত্মন্! আপনাকে নমস্কার। বরপ্রদ প্রভু মহেশ্বর, এই প্রকার স্তব-কীর্ত্তনে পরিতুষ্ট হইয়া এই-

রূপে উদ্ভাসিত হইলেন,—এক গ্রীবা, উত্তম জঠর, নানা অলঙ্কার, অঙ্গে নানাবিধ মণি, বিবিধ গন্ধ অনুলেপন, হস্তে পিনাক পট্টিশ বজ্র ও শূল, সর্প যজ্ঞোপবীত, চীর-বস্ত্র পরিধান, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভা এবং মেঘ-দুন্দুভি-গম্ভীর স্বর, তখন তাঁহার হইল। নবরূপ-সম্পন্ন আদিদেব মহাযোগী শিব, উচ্চহাস্য করিলেন; মহাহাস্য শব্দে ত্রৈলোক্য ভয়ে কম্পিত হইল। অনন্তর সেই ভগবান্ যেন কোটি বজ্রে অম্বর গ্রাস করত ভীম রবে বলিলেন,—আমি তোমাদের উপর প্রীত হইয়াছি। হে মহাত্মন! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু! সর্ব্বত্র চাহিয়া দেখ, ভয় নাই। হে ব্রহ্মন! তুমি আমার দক্ষিণ বাহু; আর এই বিষ্ণু, ইনি যুদ্ধে অপরাজিত মদীয় বামবাহু। তোমরা আমার পুত্র। এক্ষণে হে সুরোত্তমদ্বয়! তোমাদের সম্যক্ অনুরূপ বর প্রার্থনা কর। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণে আনন্দিত-চিত্ত হইয়া তাঁহার চরণ-কমলে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন—হে প্রভো! যদি আপনি আমাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া বরদান করেন, তাহা হইলে, হে সুরনাথ! যেন আপনাতেই আমাদিগের অচলা ভক্তি থাকে, এইরূপ বর দান করুন। অনন্তর ভগবান মহেশ্বর তাঁহাদিগকে প্রজাদিগের সৃজন ভার ও অভিলষিত বর দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে মহর্ষে! যিনি জগৎকারণ হইয়া ঐশ্বর্য্য বলে এই জগৎ সৃজন ও বশীভূত করিয়াছেন, সেই মহাযোগী মহেশ্বরের মাহাত্ম্য সংক্ষেপরূপে বর্ণনা করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে স্বর্গ, আয়ু ও মঙ্গল লাভ হয়। যে ব্যক্তি পবিত্র জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী ও যোগাসক্ত হইয়া এই শিবমাহাত্ম্য পাঠ করেন, যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, গ্রহ ও পিশাচ, কেহই তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে না এবং তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ৫৩—৮১।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে মুনিবর! শিবলিঙ্গ স্থাপন ও তদুদ্দেশে পুষ্পদান করিলে এবং তাঁহাকে অভ্যক্ত অর্থাৎ ঘৃতাদি ম্রক্ষিত করিয়া দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে কি কি ফল পাওয়া যায়? হে জ্ঞানিবর! তৎসমুদয় আমার নিকট বর্ণনা করুন। যেহেতু আপনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অগ্রগণ্য ও ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সকল বিষয়ই অবগত আছেন এবং এই লোকমধ্যে আপনার সদৃশ সংশয়-ছেত্তা আর কেহই নাই। সনৎকুমার কহিলেন,—সপ্ত অগ্নিষ্টোমাদি যাগ, পুত্রেষ্টি-যাগ ও বহুসুবর্ণ-দক্ষিণ যাগ করিলে যে যে ফল হয়, যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে সে সেই ফল প্রাপ্ত হয় ও শিব কর্তৃক পুত্রের ন্যায় রক্ষিত হইয়া, অযুত অর্ব্বুদ কোটিবর্ষ শিবলোকে বাস করে। স্ত্রী-পুরুষ কিংবা ক্লীব যে কেহ একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, সে কখন মহাদেবের নিকট-বাসে বঞ্চিত হয় না অর্থাৎ চিরদিন মহাদেবের নিকট বাস করে। প্রতিমাসে গঙ্গাদি পুণ্য নদীতে অবিচ্ছেদে স্নান করিলে যে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, যে ব্যক্তি মহাদেবকে সুগন্ধি চন্দন প্রদান করে, সে নিশ্চয় সেই ফল প্রাপ্ত হয় এবং ভূমিদান ও সুবর্ণদান করিলে যে ফল হয়, শিব-উদ্দেশে সুগন্ধি চন্দনাদি প্রদান করিলে তাহা অপেক্ষা চতুঃসহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে। ঘৃত মক্ষণ করাইলে গন্ধদান অপেক্ষা ষষ্টি কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। সুবর্ণ বিভূষিত চতুঃষষ্টি সহস্র কপিলা-গো দান করিলে যে ফল হয়, তাঁহাকে ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইলে সেই ফল হয়। যাবজ্জীবন প্রতিমাসে যজ্ঞান্তে স্নান করিলে যে ফল হয়, যে ব্রাহ্মণ পবিত্র হইয়া প্রতিপক্ষে সুখবাদ্যাদিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্নান করায়, সে সেই ফল লাভ করে ও দেবদেব মহাদেব তাহার শত শত অপরাধ ক্ষমা করেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি তদুদ্দেশে পুষ্পদান করে, সে নিশ্চয়, শত সহস্র গোদান করিলে যে পুণ্য হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। হে মুনিবর! নবগণ পদ্ম, করবীর-পুষ্প চম্পক-পুষ্প, অর্ক পল্লব ও বিল্বপত্র সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রদান করিবে। যে যে সময়ে যাহা প্রদান করা উচিত, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে মহাদেবকে নীলপদ্ম নিবেদন করিবে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে তাঁহাকে পদ্ম নিবেদন করিবে। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে তাঁহাকে অপামার্গ ও কুশ দ্বারা পূজা করিবে এবং ভক্তগণ সর্ব্বকালেই তাঁহাকে শ্বেতপুষ্প প্রদান করিতে পারে। দেবদেব মহাদেব বক, করবীর, অর্ক ও ধুস্তূর এই চতুর্ব্বিধ পুষ্পেরই গন্ধ বিশেষরূপে গ্রহণ করেন। বকপুষ্প ও পদ্ম কখন নির্ম্মাল্য হয় না। সহস্র করবীর-পুষ্প প্রদান অপেক্ষা একটী উৎপল প্রদান করিলে অধিক ফল হয়। সহস্র উৎপল প্রদান অপেক্ষা একটী অর্কপুষ্প প্রদান করিলে অধিক ফল হয়। সহস্র চম্পক-পুষ্প প্রদান অপেক্ষা একটী ধুস্তূর-পুষ্প প্রদান করিলে অধিক ফল হয়। সহস্র ধুস্তূর-পুষ্প প্রদান অপেক্ষা একটী নাগকেশর পুষ্প প্রদান করিলে অধিক ফল হয়। সহস্র নাগকেশর-পুষ্প প্রদান অপেক্ষা একটী পুন্নাগ-পুষ্প প্রদানে অধিক ফল হয়। সহস্র পুন্নাগ-পুষ্প প্রদান অপেক্ষা একটী কর্ণিকার-পুষ্প প্রদানে অধিক ফল হয়। সহস্র কর্ণিকার-পুষ্প প্রদান অপেক্ষা একটী বৃহতী-পুষ্প প্রদানে অধিক ফল হয়। কিন্তু বিল্বপত্র অপেক্ষা কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, যেহেতু মহাদেব তাহা দ্বারাই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

ভক্তগণ সুগন্ধযুক্ত সকল পবিত্র বস্তুই মহাদেবকে নিবেদন করিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পাদি তাঁহাকে নিবেদন করিবে না। মহাদেবকে একটী বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিলে, চতুঃষষ্টি পুষ্প দ্বারা পূজা হইয়া থাকে। প্রতিপক্ষে যথানিয়মে তাঁহাকে পুষ্প প্রদান করিবে। পুষ্পের অভাবে পত্র নিবেদন করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তদুদ্দেশে পুষ্প-পত্রাদি নিবেদন করে, সে কখন দুর্দ্দশাপন্ন হয় না। অতএব তাঁহাতে ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প-পর্ণাদি নিবেদন করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শিবোদ্দেশে প্রদীপ ও নৈবেদ্য প্রদান করে, সে শিবত্ব প্রাপ্ত ও স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যেরূপ ভাবে তাঁহাকে পূজা করে, সে তদনুরূপ ফলভাগী হয় ও যাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী ভাবিয়া সর্ব্বত্র পূজা করেন, তাঁহারা মহা-পুণ্য ও শিবসায়ুজ্য প্রাপ্ত হন। ২০—২৯।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে জ্ঞানিবর! কিরূপে পরমেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিতে হয় ও কোন কোন কর্ম্ম দ্বারা সেই ভক্তিপ্রিয় ভগবান প্রসন্ন হন, তাহা আমি পুনরায় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে পিতঃ! তৎসমুদয় বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ দূর করুন। সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে অযুত-সূর্য্যতুল্য তেজস্বী প্রমথগণাধিপ নন্দিকেশ্বর মহাদেবের মাহাত্ম্য-শুশ্রূষু হইয়া সেই দেবদেবকে প্রণামপূর্ব্বক "হে প্রভো! আমি আপনার মাহাত্ম্য শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি, অতএব আপনি তাহা বর্ণন করুন," এইরূপ কহিলে, সেই মহাত্মা মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া, জিজ্ঞাসু নন্দিকেশ্বরকে দেবীর নিকটে স্বীয় মাহাত্ম্যাদি বলিয়াছিলেন। অনন্তর আমি তাহা জিজ্ঞাসু হইলে, নন্দিকেশ্বর আমাকে কহিলেন,—হে মুনিবর! পূর্ব্বে ভগবান্ মহেশ্বর পার্ব্বতীর নিকট যে স্বীয় মাহাত্ম্যাদি কহিয়াছিলেন, আমি তাহা স্নেহ বশতঃ তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। হে বরবর্ণিনি! যে ব্যক্তি কৈলাস-গিরি-তুল্য অতি রমণীয় অসাধারণ গৃহে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি মদীয় লিঙ্গ ও আমার সহচর দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করে, হে কমললোচনে! সে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া, যে স্থানে আমি বাস করি, সেই স্থানে বাস করে। হে দেবি! যে ব্যক্তি আমাকে ক্রটি-পরিমিত সুবর্ণ প্রদান করে, তাহার সুবর্ণময় কৈলাসশিখরে বালার্কের ন্যায় প্রভাশালী সুবর্ণময় বাসগৃহ হয়। হে দেবি! যে ব্যক্তি মদুদ্দেশে হিরণ্য কিংবা গো প্রদান করে, তাহারও ঐরূপ বাসগৃহ হয়। হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি মদুদ্দেশে বৃষভ ও তিলমিশ্রিত অন্ন প্রদান করে, তাহাকে নিরুপদ্রবা অভীষ্টপ্রসবিনী পৃথিবী প্রদান করি এবং আমার প্রসাদে সে রত্ন ও বৃষভাদি লাভ করে এবং নিষ্পাপশরীর হয়। হে সুব্রতে! যে ব্যক্তি তপস্যা উপবাস-ব্রত, জপ, রুদ্রসূক্ত; পায়স, নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপহার ও নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি দ্বারা প্রত্যহ আমার অর্চ্চনা করে, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত ও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী নারদাদি মহাত্মা কর্ত্তৃক পূজিত হয়। হে শোভনে! যে ব্যক্তি আমার প্রীতির নিমিত্ত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে দেবলোকে গমনপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবিষ্ট ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়। হে দেবি! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে আমার অর্চ্চনা করে, সে অদ্বিতীয় সম্পত্তিশালী হয় এবং যে ব্যক্তি মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে আমার অর্চ্চনা করে, সে যক্ষকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অতি বীর্য্যবান্ ও যক্ষদিগের প্রভু হয়। হে পতিব্রতে! যে ব্যক্তি মদীয় লিঙ্গের প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ধূপ দীপ চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকে, সে ইন্দ্রাদি লোকপালগণেরও প্রভু হইয়া দেবগণের সহিত পূজিত হয় ও মায়া দ্বারা লিপ্ত হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার গৃহ-মার্জ্জনা ও গোময়াদি দ্বারা গৃহের বিলেপনাদি-সংস্কার করে, সে পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণ অপেক্ষা শত-সহস্রগুণ ফল লাভ করে। ১—১৭। হে শোভনে! যাহারা সুবর্ণ ও রৌপ্যাদি দ্বারা আমার ও মদীয় লিঙ্গের পূজা করে, তাহারা শিবলোকে গমনপূর্ব্বক গাণপত্য লাভ করে; কিন্তু ভক্তগণ আমাকে তৈল মাখাইলে তাহা অপেক্ষা পঞ্চশতগুণ; স্নান করাইলে তৈল ম্রক্ষণ অপেক্ষা দ্বিগুণ; গন্ধোদক প্রদানে স্নান অপেক্ষা তিনগুণ এবং পঞ্চগব্যস্নান ও কর্পূরপ্রদানে চতুর্গুণ অর্থাৎ দ্বিসহস্রগুণ ফল লাভ করে। ক্ষীরস্নানে তাহা অপেক্ষা পঞ্চশতগুণ এবং মাল্যদানে ক্ষীরস্নান অপেক্ষাও পঞ্চশতগুণ ফল লাভ হয়; হে গীতবাদ্যপ্রিয়ে! তাহারা আমার প্রসাদে শিবলোকে গমনপূর্ব্বক গাণপত্য লাভ করে। হে মধুরভাষিণি! মদুদ্দেশে অগুরু-চন্দন প্রদান করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা শতসহস্রগুণ, গন্ধদ্রব্য দান করিলে তদপেক্ষা দশগুণ, মাল্য প্রদান করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা পঞ্চশতগুণ ও নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিলে তদনুরূপ; এবং ধূপ ও কৃষ্ণাগুরু-চন্দন দান করিলে তদপেক্ষা চতুঃসহস্রগুণ; কৃষ্ণাগুরু-চন্দন-ধূপ দান করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ এবং ঘৃতের সহিত ধূপদানে পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ ফল হয়। যাহারা ঐ সকল প্রদান করে, আমি তাহাদিগের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করি। হে দেবি! যে ব্যক্তি আমার নিকট নিয়মপূর্ব্বক এক বৎসর ঘৃতের সহিত কৃষ্ণসার-গুগ্গুলু পোড়ায়, সে অগ্নিতুল্য হয়। হে শোভনে! যে ব্যক্তি মদুদ্দেশে ঘৃতপ্রদান করিয়া, গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক নৈবেদ্য

সমর্পণ করে ও ব্রাহ্মণোদ্দেশে দক্ষিণা দান করে, সে দিব্য কলেবর, পরম-জ্ঞান ও মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়; তন্নিবেদিত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সকল পিতৃগণ পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তন্নিবেদিত ঘৃত ও অন্নাদি ইহলোক ও পরলোকে চিরকাল ফলপ্রদ হয়। যে ব্যক্তি আলস্যশূন্য হইয়া এক বৎসর কমল-বীজান্নের ন্যায় কোমলপ্রকৃতি সর্ব্ব-পাপ-বিনাশন ভগবান্ মহাদেবকে ঘৃত দ্বারা অভিষিক্ত করে, সে কখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় না ও গাণপত্য লাভ করে। হে দেবি! যে ব্যক্তি মদুদ্দেশে অর্চ্চনা দ্রব্যের প্রধান দীপ দান করে, সে রুদ্রগণের তুল্য প্রভাবশালী হইয়া বৃষারোহণপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করে। যে ব্যক্তি শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে যথাবিধি ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবকে ছত্র প্রদান করে, সে ইন্দ্রের [ন্যায় তেজোমণ্ডল-স্বরূপ ভগবান্ মহাদেবকে লাভ করে। ১৮—৩২। হে দেবি! যে ব্রাহ্মণ তোমাতে ও আমাতে ভক্তিমান্ হয়, সে ব্রহ্মচারী হইয়া অনিয়মযুক্ত হইলেও আমার প্রসাদে যে যে ফল লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। ঐ ব্যক্তি পরম সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করে, পক্ষীদিগের ন্যায় আকাশগামী হয় ও সর্ব্বলোক মধ্যে কাহারও কর্ত্তৃক পরাজিত না হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয়। হে দেবি! যাহারা আমার কথা শ্রবণমাত্র আমাতে ভক্তি-পরায়ণ হয়, হে পদ্মাননে, মহেশ্বরি! তাহাদিগকে আমি গাণপত্য দান করি; তাহারা মদ্রচিত উপযুক্ত স্থান সকল লাভ করে এবং মৃত্যু হইতে তাহাদিগের ভয় থাকে না। হে শুভে! যে নর যথেচ্ছাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ভক্তি-পরায়ণ হইয়া কায়মনঃ দ্বারা আমার উপাসনা করে, সে প্রলয়কালেও জীবিত থাকে। হে দেবি! যাহারা তমোগুণ দ্বারা আচ্ছন্ন, আমোদে উন্মত্ত হইয়া ভক্তি-পরায়ণ না হয়, তাহারা পদে পদে বিঘ্ন লাভ করে ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়। আর যাহারা সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও সমাধিস্থ হইয়া একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদা আমাকে ভাবনা করে, শতকোটি যুগেও তাহাদিগের অপায় হয় না। হে পতিব্রতে! অল্প-ধনশালী যে সকল মানব ধ্যানযোগ ব্যতীতও কেবলমাত্র বিধিমতে আমার অর্চ্চনা করে, তাহারা বিপুল ধন ও অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আমার অর্চ্চনা ব্যতীত কিছুতেই তল্লাভে সমর্থ হয় না। হে দেবি! দেবগণেরও দুর্ব্বোধ অতি গোপনীয় এই অর্চ্চনা-মাহাত্ম্য তোমাকে কহিলাম, এক্ষণে ইহা অপেক্ষা গুহ্যতম কহিতেছি, শ্রবণ কর। ইতর ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিঙ্গে পূজিত হইয়া আমি যাদৃশ সন্তোষ লাভ করি; হে কমললোচনে, প্রিয়ে! কার্ত্তিক ও তোমা কর্ত্তৃকও প্রতিমাতে পূজিত হইয়া আমি তাদৃশ সন্তুষ্ট হই না। হে বরারোহে! আমি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইলে তাহাদিগকে মোক্ষ দান করি এবং যাহারা ধূপ, দীপ, গন্ধ, মাল্য, কাঞ্চন ও রক্তবস্ত্রাদি দ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, তাহাদিগকে গাণপত্য পদে নিযুক্ত করি। ৩৩—৪৪। যে ব্যক্তি একরাত্র উপবাস করিয়া আমার অর্চ্চনা করে, সে সিতোৎপল-প্রদান-জন্য ফল ও সর্ব্বযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক পুণ্যফল-ভোগী হয়। আর যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া, নিয়মপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে আমাকে স্নান করায়, সে ভূপ্রভৃতি লোকত্রয় অতিক্রম করিয়া শিবলোকে গমন করে। সংখ্যযোগকুশল যে সকল লোক পরম-ভক্তিপূর্ব্বক আমার উপাসনা করে, তাহারাও শিবলোকে গমন করে; কিন্তু যাহারা অপর দেবের উপাসনা করে, তাহারা অতি নিদারুণ। হে দেবি! দেবগণও ভক্তি-সহকারে ধ্যানযোগ ব্যতীত তপস্যা দ্বারা আমাকে অবলোকন করিতে পারে না। ভক্তগণ অপর দেবতার স্তবাদি করিলে নিয়মিত ফল লাভ করে; কিন্তু যাহারা আমাতে ভক্তিমান্ হয়, তাহাদের ফলের ইয়ত্তা নাই। হে প্রিয়ে! প্রলয়কালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল পদার্থই বিনষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু আমার ভক্তগণ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। যে নর ভক্তি-পরায়ণ হইয়া, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কোন দেবতার উপাসনা করে, আমি সেই দেবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকি, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বময় ভাবে ও সকল পদার্থকে মৎস্বরূপ জ্ঞান করে, সে কখন বিনষ্ট হয় না, আমিও তাহাকে পরিত্যাগ করি না। হে শুভে! যে নর সত্যে মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভাবনা করে, সে আমার প্রসাদে পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং যে নর সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপাচারী হইলেও শিবলোকে গমনপূর্ব্বক মদীয় দর্শন লাভ করে। হে দেবি! যে নর সকল কার্য্যারম্ভে সর্ব্বদা ধ্যান দ্বারা আমাকে স্মরণ করে, সে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উৎকৃষ্ট ফলভোগী হয়। যে নর ষড়ঙ্গ ন্যাসাদি দ্বারা সর্ব্বদা আমার অর্চ্চনা করে, সে মৎসাযুজ্য লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে মহাভাগে! যে ব্যক্তি ধুস্তুর-পুষ্প, চম্পক-পুষ্প ও বিল্বপত্রাদি আমাকে নিবেদন করে ও অনলস হইয়া, তাহা দ্বারা আমার অর্চ্চনা করে, সে উগ্রমূর্ত্তি ভীম গণাদির সহিত গাণপত্য লাভ করে। হে দেবি! যে ব্যক্তি প্রশস্ত পদ্ম ও অর্কপুষ্প দ্বারা আমার অর্চ্চনা করে কিংবা সহস্র করবীর-পুষ্প আমাকে নিবেদন করিয়া দেয়, সে পূর্ব্বানুরূপ ফল-প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! সহস্র করবীর-পুষ্পাদি দান করিলে যে যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি, এক্ষণে শ্রবণ কর। ৪৫—৬০। সহস্র অর্ক-পুষ্প অপেক্ষা একটী পদ্ম দান করিলে অধিক ফল হয়। ঐ সহস্র উৎপল দান করিলে যে ফল হয়, বহু ও

কুন্দ-পুষ্প নিবেদন করিলে সেই ফল হয়। ঐ সহস্র কুন্দপুষ্প ও একটী বকপুষ্প, উভয়ের তুল্য ফল। সহস্র বকপুষ্প অপেক্ষা একটী উৎপল দানে অধিক ফল হয়। ঐ সহস্র উৎপল দানে যে ফল হয়, একটী বিল্বপত্র দানে সেই ফল হয়। হে মহাভাগে। আমাকে চম্পকপুষ্প দান করিলে, ধুস্তুর-পুষ্পের সমান ফল হয়। যে ব্যক্তি প্রতি পর্ব্বে ঐ সকল পুষ্প আমাকে নিবেদন করিয়া দেয়, তাহার পুণ্যফল কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বরাননে! এক বৎসর এক একটী পুষ্প দান করিলে যে ফল হয়, [illegible] ভক্তিপূর্ব্বক সেই সকল পুষ্প চন্দনের সহিত দান করিলে সেই ফল হয় ও অশীতি রতি সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, আমাকে বকপুষ্প দান করিলে সেই ফল হয়। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করে, সে আমার ন্যায় ত্রিশূলী ও বৃষবাহন হইয়া মৎসাযুজ্য লাভ করে ও আকাশে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র অব্যাহত গতি হয়। হে দেবি! যে ব্যক্তি পাদ দ্বারা মদীয় নির্ম্মাল্য স্পর্শ করে, সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ পশ্বাদি তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। হে দেবি! ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সহস্র দেব, দানব ও রাক্ষসগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধির নিমিত্ত নিয়ত আমার পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কামনাপূর্ব্বক কিংবা কামনাশূন্য হইয়া, নিত্য এই শিব মাহাত্ম্য পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে, সে শিবলোকে গমন করে ও মহাদেব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ৬১—৭১।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন। দেবদেব শঙ্কর যে প্রকারে সন্তুষ্ট হন, তাঁহাকে কোন কোন্ পুষ্প, অথবা পুষ্পের অভাবে কীদৃশ মূল্য দান করিতে হয়, কোন্ কোন পুষ্প দান করিলে কি কি ফল হয় ও শাস্ত্রসম্মত কিরূপ অঙ্গুলি-মুদ্রাদি দ্বারা পুষ্প দান করিলে মহৎ ফল হয়, যে প্রকারে তাঁহার পূজা করিতে হয় এবং তদুদ্দেশে ধূপদান ও উপবাস করিলে কি কি ফল হয়, তাহা আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি অতএব তৎসমুদয় আমার নিকট বর্ণন করুন। সনৎকুমার কহিলেন,—একদা তপোনিষ্ঠা ভগবতী পার্ব্বতী, দেবগুরু ভূতপতি ভগবান্ মহাদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন,—হে নাথ! হে দেবগুরো! কিরূপ আরাধনা করিলে আপনি সন্তুষ্ট হন এবং কিরূপ মানসিক জপ ও পূজাদি কর্ম্ম দ্বারা লোকগণ মুক্তিলাভ করে? মহর্ষিগণ যাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সর্ব্বদেব-নমস্ক! তাহা আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি. অতএব তৎসমুদয় আমার নিকট বর্ণন করুন। অনন্তর দেবদেব ভগবান মহেশ্বর ঈষৎ হাস্য ও সাধুবাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—হে মহাভাগে। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশার্থ তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি। নরগণ সুগন্ধি, দুর্গন্ধ কিংবা গন্ধশূন্য রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ কিংবা অপরবর্ণ পুষ্প ও সূক্ষ্ম কণ্টকাদি দেবতাপ্রভৃতিকে প্রদান করিবে। ঐ সকল পুষ্পাদির মধ্যে যাহাকে যাহা প্রদেয়, তাহা কহিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। হে দেবি। দেবগণকে সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প, দানবগণকে দুর্গন্ধ পুষ্প, রাক্ষসগণকে কঠিন ক্ষুদ্র কণ্টক এবং পিতৃগণকে সাধারণ বনমাত্রে প্রস্ফুটিত ও অসময়ে উদ্ভূত পুষ্প সকল প্রদান করিবে, ইহা সংক্ষেপে কহিতেছি। দেবী কহিলেন,—হে নাথ। আপনাকে বিবিধ পুষ্প সকল নিবেদন করিলে, আপনার গৃহে সম্মার্জ্জনা ও বিলেপন এবং ধূপ দীপাদি স্থাপন, অভ্যঙ্গকর্ম্ম ও নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি দ্বারা আপনার পূজা করিলে, নরগণের কিরূপ পুণ্য হয়, তাহা আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি। যদ্যপি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদয় বর্ণন করুন। ভগবান্ শঙ্কর কহিলেন,—হে দেবি। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ১—১৪। হে দেবি। সকল দ্রব্যের মধ্যে যে সকল দ্রব্য বহুমূল্য, তন্মধ্যে সুবর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি ভক্তি-পূর্ব্বক ঈশ্বরে ঐ সুবর্ণ অর্পণ করে, আমার অনুগ্রহে সে শিবলোকে পূজিত হয় ও শিবলোকস্থিত দশসহস্র অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া ভোগকাল অবসান হইলে পৃথিবীতে পতিত হয়। হে ভক্তিপ্রিয়ে। অশীতি রতি ও একাদশ মাষ পরিমিত স্বর্ণকে ‘সুবর্ণ’ বলে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ঐ অশীতি সংখ্যক সুবর্ণ দান করে, তাহার অসীম পুণ্য হয়। হে পার্ব্বতি। যে এক একটী পুষ্প পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণের ন্যায় ফলপ্রদ হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমার অভিলষণীয় দ্রোণপুষ্প, কুন্দপুষ্প ও বিল্বপত্র; ইহারা পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণের ন্যায় ফলপ্রদ বলিয়া সত্যই অভিহিত হইয়াছে। জপা ও নাগকেশর পুষ্প, দ্বিসুবর্ণের ন্যায় ফলপ্রদ বলিয়া সত্যই অভিহিত হইয়াছে। জাতী, মল্লিকা ও চম্পকপুষ্প, শত সুবর্ণের ন্যায় ফলপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যে মানব ঘৃতাভাবে তৈলপ্রদীপ ভক্তি-পূর্ব্বক নিবেদন করিয়া দেয়, সে শতকোটি বৎসর শিবলোকে পূজিত হয় ও সেই দীপপ্রদান-হেতুক সেখানে চন্দ্রের ন্যায় শোভা পায়। হে দেবি! মদীয় গৃহ মার্জ্জন করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ ও গৃহ বিলেপন করিলে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ ফল হয়। যে ব্যক্তি ধূপ, দীপ ও পুষ্প প্রভৃতি উপহার দ্বারা আমার পূজা করে, সে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে।

শত সহস্র মালাদান অপেক্ষা, জপ শতগুণ ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে পার্ব্বতি! ভক্তিপূর্ব্বক ভক্ত-প্রদত্ত অগুরুচন্দন ও সুগন্ধি ধূপ একবিংশতি সুবর্ণের ন্যায় ফলপ্রদ। হে দেবি! ভক্তগণ চন্দন ও ঘৃত দ্বারা মদীয় লিঙ্গের বিলেপন করিবে, ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইবে, ধূপ দ্বারা ধূপিত ও ঘৃত দ্বারা তাহা অভ্যক্ত করিবে। দেব ও নরগণ এইরূপ বিধানানুসারে আমার এবং পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ ও রাক্ষসদিগের পূজা করিবে। হে দেবি! লোক-হিতার্থে তোমার নিকট এই সকল কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি যথাবিধি আমাকে পূজা করে, সে যথাকালে বন্দিপদ লাভ করে, এমন কি, কালে সাক্ষাৎ বৃষধ্বজ প্রমথনাথ হয়। সনৎকুমার কহিলেন,—হে দ্বিজবর! ভগবান্ মহাদেব লোকগণের হিত-সাধনের নিমিত্ত এইরূপ পুষ্পদানবিধি কহিয়াছেন, এক্ষণে তুমি আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তাহা বল। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ইহা পাঠ করে কিংবা প্রতি পর্ব্বে কাহাকে শ্রবণ করায়, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে। ১৫—৩১।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্ ব্রহ্মাত্মজ! উপবাসে কি কি ফল হয় এবং কোন্ কোন্ তীর্থে গমন করিলে ও কোন্ কোন্ মাসে পূজাদি করিলে, কিরূপ ফল হয়, তাহা আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে প্রভো! তৎসমুদয় যথার্থরূপে বর্ণন করুন। সনৎকুমার কহিলেন,—হে দ্বিজবর! একদা দেব, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ অতি গোপনীয় পূর্ব্বতন উপবাসবিধি সংক্ষেপরূপে শ্রবণ করিয়া, তাহাতে তাদৃশ প্রীতি না হওয়ায়, ভগবান্ ত্রিলোচন ত্রিপুরশাসন মহাদেবকে বিস্তাররূপে জিজ্ঞাসা করিবার মানসে, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবৃত হিমালয় পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে ভগবন্! আপনিই ধর্ম্মরাজ যম, ইন্দ্র, অগ্নি ও নিত্য-পুরুষ। হে প্রভো! আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মনস্বী ব্যক্তির সঙ্কলস্বরূপ। হে নাথ! আপনি সন্তোষ, ধৈর্য্য, মেধা, শ্রদ্ধা, কামনা ও মনঃস্বরূপ; আপনার প্রসাদে ভক্তগণ দুঃখপ্রদ ভীষণ নরক হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে দেব! যে স্থানে আপনার ভক্তগণ গমন করে, সে স্থানে চন্দ্র-সূর্য্যও তাহাদিগের তেজে হীন-প্রভ হয় ও তাহারা নিজ তেজে সমধিক দীপ্যমান হইয়া অধিষ্ঠান করে। মনীষিগণ দৈব ও পৈত্রকার্য্যে এইরূপ স্তবনীয় মন্ত্র উচ্চারণ করেন। হে সুরবর! যে নর শ্রদ্ধাবান্ ও নিয়মী হইয়া, আপনার মাহাত্ম্য পাঠ করে ও ধারণ করে, সে আপনার প্রসাদে কখন পাপে লিপ্ত হয় না। হে দেব! আপনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সর্ব্বব্যাপী ও পঞ্চমুখ, আপনাকে নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি অব্যয়, অপ্রমেয় ও পুরুষোত্তম। আপনিই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হে দেব! আপনাকে নমস্কার। দেবগণ এইরূপ স্তব করিলে, ভগবান্ মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিত বিষয় কহিতে লাগিলেন;—হে সুরগণ! মদুদ্দেশে ভক্তপ্রদত্ত জাতী, যূথিকা ও মল্লিকা-পুষ্প, পঞ্চ সুবর্ণের ন্যায় ফলপ্রদ হয়। রক্তপদ্ম ও তদিতর পুষ্প, সপ্ত সুবর্ণের ন্যায় ফলপ্রদ হয় এবং বিল্বপত্র ও অশোকপুষ্প, দশ-সুবর্ণের সমান ফলদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সকেশর নাগপুষ্প, একাদশ সুবর্ণের সদৃশ ফলপ্রদ। স্থলপদ্ম, দ্বাদশ সুবর্ণের ন্যায় ফলপ্রদ। সুগন্ধি সুবর্ণবর্ণ পুষ্প সকল ত্রয়োদশ সুবর্ণ সদৃশ ফলদ। পদ্মপুষ্প, দ্বাত্রিংশৎ সুবর্ণের সমান ফলপ্রদ। কুশপুষ্প অষ্টাশীতি সহস্র সুবর্ণের সদৃশ ফলদ ও করবীরপুষ্প, দ্বিসহস্র সুবর্ণের সমান ফলদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ১—১৫। এইরূপ অর্কপুষ্প, ত্রিসহস্র সুবর্ণ-সদৃশ ফলপ্রদ। বকপুষ্প, অশীতি সহস্র সুবর্ণ-সদৃশ ফলদ। ধুস্তূরপুষ্প, শত সহস্র সুবর্ণের সমান ফলদ বলিয়া কথিত আছে। হে দেবি! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে অর্ক, করবীর, কুশ ও ধুস্তূরপুষ্প প্রদান করে, সে গাণপত্য লাভ করে। যেহেতু আমি ঐ সকল পুষ্পেরই গন্ধ বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। হে দেবি! যে ব্যক্তি কৃষ্ণাষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে অপরাহ্নকালে ঐ সকল পুষ্প দ্বারা নামোচ্চারণপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করে, মদীয় লোকবাসীরা যে সকল লোকের পূজা করে, সে, সেই সকল লোক প্রাপ্ত হয় ও যে স্থানে অক্ষয় ভগবান মহেশ্বর পূজিত হন, সেই স্থানে সমান পূজিত হয়। যে ব্যক্তি চিরস্থায়ি-ফলাভিলাষী হইয়া অনন্য মনে আমার পূজা করে, সে দান-পরায়ণাদি ব্যক্তিলভ্য শিবপদ লাভ করে ও শৃগালাদিপূর্ণ নানাবিধ যাতনাময় নরক হইতে উত্তীর্ণ হয়; দেবগণও তাঁহার বিঘ্ন চরণ করিতে পারেন না এবং ইহলোক ও পরলোকে তাহার সুখ-সম্পত্তি হয়। আর তাহাদিগের ব্রত, তপস্যা ও সাংখ্যযোগাদির অনুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই এবং সে ব্যক্তিকে ক্লেশসাধ্য তপশ্চরণরূপ মুনিযাতনায় ক্লিষ্ট হইতে হয় না। কিন্তু যাহারা সহজসিদ্ধ আমার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র অভ্যাস করে, তাহারা মিথ্যা শব্দমাত্রে বদ্ধ হইয়া বঞ্চিত হয়। যে ব্যক্তি ধারোষ্ণ দুগ্ধ দ্বারা মদীয় লিঙ্গ স্নান করাইয়া, পূজা ও অভিলাষানুযায়ী দ্রব্য নিবেদন করে, সে শতসহস্র-কোটিবর্ষ হিমালয়ে পূজিত হয় এবং যে

মানব শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এক কৃষ্ণাষ্টমী-দিবসে, যে কোন স্থানে, যে কোন বিধানে, যে কোন পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধবিন্দু দ্বারা মদীয় লিঙ্গের অর্চনা করে, হে দেবি! ঐ ব্যক্তি আমার প্রিয় হইয়া, শিবলোকে আমার সন্নিধানে কোটিযুগ বাস করে। যে ব্যক্তি আমাকে সরলবৃক্ষ-সম্ভূত বা দেবদারু-সম্ভূত ধূপ ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করে, সে দ্বিপঞ্চাশদধিক শতসংখ্যক সুবর্ণ দ্বারা বহুলিঙ্গের অর্চনাজনিত ফলতুল্য ফল প্রাপ্ত হয় ও ষষ্টি সহস্র-বর্ষ শিবলোকে আনন্দ অনুভব করে। যে ব্যক্তি আমার পূজাকালে সঘৃত গুগ্গুল বা অগুরু পোড়ায়, সে কোটি-সহস্র যুগ শিবলোকে পূজিত হয়। যে ব্যক্তি অন্ধকার-বিনাশের জন্য সংবৎসর বা 'পক্ষ, যথাকালে মদুদ্দেশে দীপ-দান করে, ভগবান ভক্তপ্রিয় শিব তাহার অন্তরে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া, আমার সন্নিধানে আসিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে, "হে সুরবর! আপনার অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে সুলক্ষণ যব আছে, সর্ব্বভূতই আপনাকে নমস্কার করে, হে ভগবন! আপনি আমার অবিনশ্বর মনোরথ পূর্ণ করুন" এইরূপ নিত্য প্রার্থনা করে, ধর্ম্ম চতুষ্পাদ হইয়া তাহাকে আশ্রয় করেন। ১৬—৩৫। দেবী কহিলেন,—হে লোকনাথ! হে নিখিলজীব-নমস্কৃত ভগবন্! আপনি সর্ব্বলোকের হিতকর বাক্য কহিতে সমর্থ। হে দেব! মানব পূর্ব্বোক্ত উপবাসাদি কিরূপে কোন কালে অনুষ্ঠান করিয়া, কীদৃশ ফল প্রাপ্ত হয়, এই সকল বিষয় যথার্থরূপে শুনিতে অভিলাষিণী হইয়াছি; আপনি বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। মহাদেব কহিলেন,—হে প্রিয়ে! পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী বালখিল্য মুনিগণকে ও ধনী, নির্দ্ধন কি দুঃখজীবী, যে কোন পরমশৈব পুরুষকে যে বেদমার্গানুসারী দিব্য উপবাসসকল কহিয়াছি, এক্ষণে মোক্ষোপায় ও তদ্বিষয় বিশেষরূপে আনুপূর্ব্বিক সমস্তই কহিতেছি; তুমি স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। আমার ভক্তজন যদি পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করে, তবে সে প্রিয়দর্শন, মহাজ্ঞানী ও পরম ভাগ্যবান্ হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে মদুদ্দেশে উপবাস করে, সে ধনাঢ্য, বহুপুত্র ও বিদ্বান্ হয়। শুক্লাষ্টমী ও শুক্লচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিলে, জ্ঞানী ও পরম সুন্দর হয়। হে ব্যাস! নবমী তিথিতে একাহারী হইয়া শিবপূজা করিলে, কৃষিজীবী হইয়া বহু ধন ও বহু পুত্র লাভ করে। দ্বাদশীতে ঐরূপ করিলে ধনবান্ ও বিদ্বান্ হয়। এক বর্ষ অমাবস্যাতে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া, শিবপূজা করিলে, শত-সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হয়; ঐরূপ এক বৎসর প্রতি মাসে মদুদ্দেশে ত্রিরাত্র উপবাস করিলে, সে আকাশমার্গে অপ্সরোগণের সহিত বিমানে বিচরণ করিতে পারে। ঐ ব্যক্তি যদি কখন কালবশে স্বর্গ হইতে চ্যুত হয়, তবে উচ্চ কুলে জন্ম লাভ করে। হে ব্যাস! এই উপবাসফল শ্রবণ করিলে। ৩৬—৫১। এক্ষণে যে বিচক্ষণ ব্যক্তি কোন দিন উপবাসী, কোন দিন একাহারী হইয়া, কার্ত্তিক মাসে দীপ প্রদান করিয়া, পর মাসে অন্যান্য দ্রব্য ভোজন হইতে বিরত হইয়া, কেবলমাত্র জল-পান করিয়া অতিবাহিত করে; পুনরায় পৌষ মাসে একাহারী হইয়া, মাসান্তে ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি জল পানে তৃপ্ত করিয়া, যথাশক্তি দক্ষিণা দেয়, তাহার ফল শ্রবণ কর; সে মৃত্যুর পর হংসসারস-সমন্বিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দেবগণ পূজিত মহাত্মগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত লোকে গমন করে। তথায় লক্ষ বর্ষ সুখে বাস করিয়া, তাহা হইতে চ্যুত হইলে, পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কুলে জন্মগ্রহণ করে এবং জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করে ও মৎপ্রিয় বলিয়া, কদাপি দুর্দ্দশাপন্ন হয় না। যে মানব মাঘ মাসে ত্রিরাত্র উপবাসান্তে আহার করিয়া, মাসান্তে শিবপূজা করিয়া, বিবিধ অন্ন-পানাদি ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সম্পাদন করত যথাশক্তি দক্ষিণা দেয়, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। সে পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া, ষষ্টি-সহস্র বৎসর শিবসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পায় এবং ইচ্ছামাত্রে রূপান্তর-পরিগ্রহে ও যে কোন স্থানে গমনে সমর্থ হইয়া, অগ্নি অপেক্ষা সমধিক প্রকাশমান লোকে চির-নিবাস করে। পরে তথা হইতে চ্যুত হইয়া সকল সম্মানের আস্পদ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া, সম্রাট্ কর্ত্তৃকও পূজিত হয়। যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া, ফাল্গুন মাস অতিবাহন করত মাসান্তে আমার পূজা করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, যথাশক্তি দক্ষিণা দেয়; হে পদ্মমুখি! সে শত যোজন বিস্তীর্ণ ও অগ্নিসমান-বর্ণ বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া প্রকাশ পায়। পরে ঐ লোকচ্যুত হইয়া, পুনরায় চতুর্ব্বেদবিদ্ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ বিনীত পরম-যাজ্ঞিক অনুকূল-ভার্য্যাশালী ব্রাহ্মণ হয়। হে মহাভাগে! ঐরূপে যে ব্যক্তি চৈত্র মাস অতিবাহিত করিয়া, মাস-সমাপ্তিতে আমার পূজা করিয়া, যথাবিধি অন্ন-পানাদি ভোজন করাইয়া, ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, যথাশক্তি দক্ষিণা দেয়; সে অশীতিসহস্র পঞ্চশত বর্ষ মৎপ্রভাবে বরুণলোকে বাস করে। হে প্রিয়ে! ঐরূপে বৈশাখ মাস অতিবাহিত করিয়া, আমার পূজা করত, যথাবিধি অন্ন-পানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া, যথাশক্তি দক্ষিণা দিলে, ত্রিংশৎ-সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া, পৃথিবীতে কোটি-গো-প্রদাতা হওয়া যায়। হে প্রিয়ে! মদ্ভক্ত জন জ্যৈষ্ঠ মাসে একভক্ত করিলে, পূর্ব্বোক্ত ফলভাগী হয়। ভ্রূণহা, ব্রহ্মহা, গুরুতল্পগামী বা যে কোন

পাতকী, ঐ মাসে একদিন একভক্ত করিলে, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। আর যে মাসসমাপ্তি পর্য্যন্ত মদর্চ্চনা করিয়া অন্নপানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি তৃপ্তিসাধন করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই সংক্ষেপে ঈশ্বরপ্রভাব এবং বর্ষব্যাপী উপবাস-বিধি কহিতেছি; উহা শ্রবণে সুকৃতিগণ উত্তম ধর্ম্ম লাভ করে। ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী এই সর্ব্বাভীষ্ট-সাধক অক্ষয় উপবাসবিধি শ্রবণ করাইলে, পিতৃলোকে নিজ পিতৃগণের সহিত সুখে কাল অতিবাহিত করেন। ৫১—৭৯। পাঠান্তে যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে কপিলা গো প্রদান করে, সে, সূর্য্যতুল্য-প্রভাশালী, শুভ্র ও অপ্সরোগণ-সমন্বিত বিমান লাভ করিয়া, সর্ব্বদুঃখবর্জ্জিত ও ধার্ম্মিক হইয়া স্বর্গলোকে দশ সহস্র বর্ষ সুখে বাস করে। পরে তথা হইতে চ্যুত হইয়া, প্রশংসিত মানবকুলে জন্মগ্রহণ করত সর্ব্বদুঃখ-রহিত ও সকল বন্ধমুক্ত হইয়া শতবর্ষ রাজত্ব লাভ করে। হে দেবি! ইহা অপেক্ষাও গুহ্যতম কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ ব্যক্তি একবিংশতিকল্প পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে না এবং সে রাজধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। যে ব্যক্তি আষাঢ় মাসে সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে একবার মাত্র শৃঙ্গাটক ফল ভক্ষণ করিয়া, মদীয় দক্ষিণামূর্ত্তির উপাসনা করে, সে অসীম পুণ্য লাভ করে। ৮০—৮৬। হে ব্যাস! যে ব্যক্তি একাহারী, হইয়া শ্রাবণ মাস অতিবাহন করিয়া, মাসসমাপ্তিতে শিবার্চ্চনা করত বিবিধ অন্নপানাদি ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দেয়, সে হংসসারসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নানাস্থানে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় ও অযুত বর্ষ চন্দ্রলোকে পূজিত হইয়া সুখে বাস করে। তাহার প্রতি পিতৃগণ দ্বিসহস্র বর্ষ সন্তুষ্ট থাকেন। পরে চন্দ্রলোক হইতে চ্যুত হইলে, মহৎ বংশে দেব-গন্ধর্ব্ব-পূজিত ও পুত্রপৌত্রাদি-সমন্বিত ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পরম ব্রহ্মজ্ঞ হয়। হে ব্যাস! যে ব্যক্তি ঐরূপ ভাদ্র মাসে একাহারী হইয়া মাসান্তে শিবপূজা করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ অন্নপানাদি ভোজন করাইয়া, যথাশক্তি দক্ষিণা দেয়, সে লক্ষবর্ষ বায়ুলোকে পূজিত হইয়া সেই লোক হইতে চ্যুত হইলে ভূতলে মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, সর্ব্বভূতের সহিত দেব ও গন্ধর্ব্বকেও শাসন করিতে সমর্থ হয় এবং বিশেষ যুক্তি দিয়া বেদ-চতুষ্টয় অধ্যাপনা করে। হে ব্যাস! ঐরূপ যে ব্যক্তি আশ্বিন মাসে একাহারী হইয়া মাসান্তে শিবপূজা করিয়া, বিবিধ দ্রব্যে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, যথাশক্তি দক্ষিণা দেয়, সে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞের ত্রিগুণ ফল লাভ করিয়া, ষষ্টিসহস্র বর্ষ সূর্য্যলোকে পূজিত হইয়া থাকে। পরে ঐ লোক হইতে চ্যুত হইয়া, মেধাবী, বলিষ্ঠ ও ধনবান্ হইয়া, উন্নত মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে। সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস! এই প্রত্যেক মাসের ব্রত স্বয়ং স্বশক্ত্যনুসারে কীর্ত্তন করিলাম। ৮৭—১০০। মহাদেব কহিলেন,—যে ব্যক্তি আমাতে ভক্তি-পরায়ণ হইয়া একদিনান্তর উপবাস করে, কি পক্ষোপবাসী হইয়া পক্ষান্তে বা মাসোপবাসী হইয়া মাসান্তে ভোজন করে, কিংবা কেবলমাত্র শাকভোজী বা জলপায়ী হইয়া দিন যাপন করে, কিংবা সর্ব্বদা জলশায়ী হইয়া থাকে, কি ফল-মূল মাত্র ভক্ষণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতাচরণ করে, অথবা সংবৎসর দিবসের ষষ্ঠভাগে আহার করে, সেই মদ্ভক্ত মানব সহস্র অশ্বমেধ ও বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। সনৎকুমার কহিলেন,—যে ব্যক্তি অহিংসা-পরায়ণ হইয়া, প্রাতঃ ও সায়ংকালে ভোজন করে, ইহার মধ্যে কিছু পান পর্য্যন্ত না করে, সে পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফলভাগী হয়। যে ব্যক্তি হিংসাশূন্য ও চতুর্ম্মাস ফল-মূলাশী হইয়া অরণ্যচারী হয়, সে অযুত বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হয় ও কালবশে স্বর্গচ্যুত হইলে অরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করে। যে মানব দ্বাদশ বর্ষ হিংসাশূন্য হইয়া একাহারী হয়, সে নিশ্চিতই সকল যজ্ঞের ফলভাগী হইয়া, হংসসারসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া, একলক্ষ ষট্‌সহস্র বৎসর পুণ্যলোকে বিচরণ করে ও ইহলোকে পরম সুখী হইয়া পরলোকে পূজিত হয়। কালক্রমে পুণ্যলোক হইতে চ্যুত হইলে নীরোগী, দীর্ঘায়ু ও পরম সুখী রাজা হইয়া মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রতিপদ আনুপূর্ব্বিক সকল যজ্ঞের ফলভাগী হয়, পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিয়া দেবলোকেও গমন করে, সর্ব্বস্ত্রী-সহস্র-সঙ্কুল সুরম্য প্রদেশে ক্রীড়া করে এবং নারীগণের কাঞ্চী ও নূপুরের মনোহর নিনাদে নিদ্রিত হইয়া, বেণু, বংশ ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যের হৃদয়হারী ধ্বনিতে জাগরিত হয় এবং নীরোগ হইয়া, নিজ আচরিত তপস্যার অনুরূপ এই সুচারু ফল ভোগ করে। ১০১—১১৫। যে ব্যক্তি রাগদ্বেষাদিশূন্য হইয়া, "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দিবসে পঞ্চশত ও রাত্রিতে সহস্রবার জপ করে, সে হীরক-প্রবালাদি মণিযুক্ত বিমানে বিচরণ করে। কালক্রমে তাহা হইতে চ্যুত হইলে, বলবান্ ও সুরূপ হইয়া মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করত মহৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশে দীপদান করে, সে ঐ দীপপ্রদানে অক্ষয় সদ্গতি লাভ করে। আরও কহিতেছি শ্রবণ কর। মানব শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, ব্রাহ্মণকে পানীয় প্রদান করিলে, পুণ্যোদকা নামক নদী মধ্যে বাস করে এবং ব্রাহ্মণকে কর্পূর প্রদান করিলে বিবিধ হর্ম্ম্যযুক্ত শোভমান গৃহ লাভ করে। ব্রাহ্মণকে ধেনু প্রদা

করিলে ঐ ধেনুর গাত্রে যতগুলি রোমকূপ আছে, তত সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া, পরে সংস্কার-সম্পন্ন, বিদ্বান্ ও পরমসুন্দর হয়। যে মানব ব্রাহ্মণকে নূতন বস্ত্র প্রদান করে, সে অক্ষয়ফলভোগী হইয়া, নবসহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে আনন্দ অনুভব করে, কালবশে স্বর্গচ্যুত হইলে মহৎ কুলে জন্ম লাভ করে। হে ব্যাস! ব্রাহ্মণকে কপিলা দান করিলে, ঐ ধেনুর গাত্রস্থিত রোমকূপ সংখ্যক সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হয়। কালক্রমে চ্যুত হইলে মহৎ কুলে উৎপন্ন হয়। হে দ্বিজবর! বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বেদোক্ত বিধানে বিবাহ কর্ম্মে ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করে, সে দেবগণ পূজিত হইয়া, স্বর্গলোকে বাস করে। কালক্রমে চ্যুত হইলে, মহৎ কুলে জন্মলাভ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শয্যা-দান করে, সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া, তথা হইতে চ্যুত হইলে মহৎ কুলে জন্মলাভ করে। হে ব্যাস! আমি তোমার প্রতি স্নেহবশে যে দান-বিধি ও সনাতন পবিত্র সার উপবাসবিধি কহিলাম, যে ব্যক্তি পর্ব্বে পর্ব্বে ইহা পাঠ করে, সে ইহাদের অনুষ্ঠান জন্য পুণ্য লাভ করে ও অসদাচরণ জন্য পাপ তাহাকে আশ্রয় করে না। মানব নিয়মী হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে নীরোগ হয় ও কোনরূপে দুর্গতি বা দুঃখ কি পাপাদি হইতে ভয় না পাইয়া পরম ধর্ম্ম লাভ করে। সত্যবাদিগণ হিংসা-দ্বেষাদিরহিত ব্যক্তিগণের ন্যায়, ইহা শ্রবণ করিলে অসীম-ধর্ম্মলভ্য স্বর্গে গমনপূর্ব্বক দেবলোকেও পূজিত হইয়া থাকে। যে মানব নিত্য প্রভাত সময়ে প্রবুদ্ধ হইয়া সম্যক্‌রূপে ইহা পাঠ করে, সে সকল অভীষ্ট ও ধর্ম্ম লাভ করে এবং পুত্র-পৌত্রবান্ হইয়া কখন কোনরূপে ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। ১১৬—১৩৭।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—হে ত্রিভুবনপতে! ত্রিনয়ন! দেব-দেব ত্র্যম্বক! আপনি সংগ্রামে ত্রিপুরঘাতী ও যক্ষ রাক্ষস আপনার অনুচর। হে শূলপাণে! ত্রিপুঞ্জয়! গঙ্গাধর! প্রমথনাথ! দেব নীলকণ্ঠ! আপনি অষ্টবসুর অধিপতি, ভূতগণ আপনার অনুচর, ব্যাঘ্রচর্ম্ম আপনার পরিধান। হে ভগবন্! ভক্তবৎসল! কপর্দ্দিন্! আপনি কিরূপ আরাধনায় ভক্তগণের প্রতি সন্তুষ্ট হন, উহা কোন্ বিধি? কি ব্রত? কেনই বা উহা অনাশক বলিয়া কথিত? এবং হে দেবদেব! কিরূপ উপাসনা, নিয়ম ও সংযমে; কোন্ পুষ্প, ফল ও গন্ধাদি প্রদান পূর্ব্বক কোন্ তিথিতে আপনার পূজা করা কর্ত্তব্য? তাহা বলুন। মহাদেব কহিলেন,—হে চারুনয়নে! যে মনুজ মানব চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে আমাকে নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিয়া উপবাস করে, তাহার ফল শ্রবণ কর। হে বরারোহে! মানব জিতেন্দ্রিয় ও নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া, অষ্টমীদিনে গো দুগ্ধ দ্বারা আমাকে স্নান করাইবার পর প্রতিষ্ঠাবিধানে মৎসান্নিধ্য করিয়া, গন্ধমাল্য প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক জপানুষ্ঠানে মচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া সিদ্ধমন্ত্র সাধন করিবে ও শাক-মূল ফলাদির অগ্রভাগ তুলিয়া বিধিপূর্ব্বক আমাকে নিবেদন করিবে। হে প্রিয়ে! ভক্তিবৎসলে! অনন্তর সাধক জানুস্পৃষ্ট-মহীতল হইয়া, প্রস্তরময়ী প্রভৃতি মদীয় চতুর্ব্বিধ মূর্ত্তিতে পরম শ্রদ্ধাসহকারে আমাকে চিন্তা করিয়া মন্ত্রাদিপাঠে অনুকূল ও প্রসন্ন করিবে। শ্রদ্ধার সহিতই এই পূজনাদি কার্য্যে জীবের ভক্তি প্রকাশ পায় এবং শর্করা প্রভৃতি বিচিত্র খাদ্য ও দিব্য অন্ন পানাদি যে কিছু সুরস দ্রব্য অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমাকে দেয়, হে বরাননে! আমি তৎপ্রতি প্রতিকূল হইয়া, সে সকল গ্রহণ করি না ও কদাপি সন্তুষ্ট হই না। হে বিশাললোচনে! এক্ষণে মন্ত্র কহিতেছি, শ্রবণ কর। "ব্যাঘ্রের ন্যায় উচ্চগতি যে প্রভু সিংহ-বাহন রথেই গমন করেন, সেই কমললোচন রুদ্রকে ওঙ্কার দ্বারা আবাহন করিতেছি। সানুচর সকল দেবগণ ও পরমেশ্বরী উমা এই স্থানে আগমন করুন", এইরূপ আবাহন করিয়া, "ভগবতে মহাদেবায় পার্শ্বগতায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, শুদ্ধ আমলকফলের রস দ্বারা স্নান করাইবে। পরে "প্রদক্ষিণং পরাবর্ত্তে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠে প্রদক্ষিণ করিবে। হে প্রভো! এই পানীয় জল শান্ত, শান্ততম, অমৃত, অমৃততম, অতি পবিত্র এবং ব্রহ্মপবিত্র ও সূর্য্যের কিরণ-সম্পর্কে পূত হইয়াছে, আপনি গ্রহণ করুন। "আত্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং গন্ধোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, হে প্রভো! আমি ভক্তিসহকারে গন্ধ প্রদান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার; এই বলিয়া গন্ধ দিবে। হে প্রভো! বেদ মন্ত্র ও সূর্য্যকিরণ সম্পর্কে অতি পবিত্র এই পুষ্প আমি ভক্তিপূর্ব্বক দিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার; এই বলিয়া পুষ্প দিবে। হে প্রজাপতে! হে ভক্তবৎসল! আপনাকে নমস্কার", আপনি এই ধূপ গ্রহণ করুন; হে শিবলিঙ্গ! আপনাকে নমস্কার; এই বলিয়া ধূপ দিবে। পরে 'আপো জ্যোতিশ্চ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, হে শিবলিঙ্গ! এই দীপ গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার; এই বলিয়া দীপ দিবে। অনন্তর দেবতাদিগের চিত্ত-বিনোদন উত্তম গন্ধ নিবেদন করিয়া, 'পূতো ব্রহ্মপবিত্রেণ' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠে নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। পরে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। হে প্রভো! আমি যথামতি ভক্তিসহকারে গন্ধপুষ্প প্রভৃতি নানা

উপচারে আপনাকে পূজা করিলাম, আপনি প্রসন্ন হইয়া, এই ভক্তের প্রতি কৃপা-বিস্তার করুন। ১—২৫। হে বরারোহে! এক্ষণে চতুর্দ্দশী-কর্ত্তব্য নৈবেদ্যবিধি শ্রবণ কর। ভক্ত ব্যক্তি চতুর্দ্দশী-দিনে গন্ধ, রক্তচন্দন ও হরিতালাদি বিলেপন দ্রব্য দ্বারা মদীয় প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া, করবীরাদি সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে এবং কদম্ব, কিংশুক, অশোক প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প ও অন্যান্য পত্র ফল-দূর্ব্বাদি প্রদান করিয়া, নৈবেদ্যদান; নৈবেদ্যদানে অপারক হইলে, জল দ্বারা তৎকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে ও সঘৃত গুগ্‌গুল্ ও ধূপ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দগ্ধ করিবে। হে ভক্তপ্রিয়! ত্রিলোকনাথ! মহাদেব! আপনি বিষ্ণু ও তাঁহার প্রভু, আপনাকে নমস্কার। হে পিনাকপাণে! আপনি শঙ্খ-চক্র-গদাধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন। হে প্রভো! গঙ্গাধর! পার্ব্বতীনাথ! আপনি জম্বুদ্বীপপতি, আপনাকে নমস্কার। ঐ প্রভু ভগবান্ ও অম্বা ভগবতী উভয়ে সর্ব্বদা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে যশস্বিনি! যে ব্যক্তি নিত্য পূজার পর প্রাতঃ ও সায়ংকালে এই অঘোর মন্ত্র-পাঠ করে, সে যে দিনে পাপ করিবে, সেই রাত্রিতেই তৎপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে প্রিয়ে! যে স্থানে রজস্বলা স্ত্রী থাকিবে, তথায় ইহা পাঠ করিবে না। কুরূপ ব্যক্তি বা মৃতবৎসা নারী যদি ইহা শ্রবণ করে, তবে পুরুষ সুরূপ ও নারী জীবৎপুত্রা হয়। যে ব্যক্তি গৃহে কি বিদেশে যে কোন স্থানে, ভক্তিযোগে ইহা পাঠ করে, তাহার প্রতি আমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকি এবং ইহলোকে ও স্বর্গে তাহার কোন অশুভ হয় না। হে দেবি! বিশালাক্ষি! এই তোমাকে চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে পূজাবিধান কহিলাম, এক্ষণে অন্য কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ২৬—৩৭। ব্যাস কহিলেন,—হে মহামুনে! কি প্রকারে নরগণ দেবদেব মহাদেবের পূজা ও তদুদ্দেশে উপবাস করিবে এবং অষ্টমী-তিথিতে কীদৃশ নাম দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিবে? তাহা আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে ভগবন্! তৎসমুদায় অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার কহিলেন,—হে সুব্রত ব্যাস! পূর্ব্বে ভগবতী, হিমালয়-পর্ব্বতে সমাসীন ভগবান্‌কে ব্রতবিধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যাহা কহিয়াছিলেন, মহাত্মা রুদ্রের সেই ব্রত-বিধি ও নামাষ্টমী-বিধান আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা এক্ষণে তোমাকে কহিতেছি। ইহা শ্রবণে লোক অকলুষ শিবলোকে গমন করে। মানব, অগ্রহায়ণ মাসে অষ্টমী-তিথিতে কেবলমাত্র গোমূত্র পান করিয়া, গন্ধ-পুষ্পাদি বিবিধ উপচারে মহাদেবকে পূজা করিলে, সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। বিশেষতঃ ঐ তিথিতে উপবাস করিলে, অক্ষয়-পুণ্য লাভ হয়। ঐরূপ পৌষাষ্টমীতে ঘৃতমাত্র ভক্ষণ করিয়া, ভগবানের পূজা করিলে, বহু ধর্ম্ম লাভ হয়, যদি ঐ দিনে উপাস করে, তবে তদধিক পুণ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি মাঘমাসের অষ্টমীতে ক্ষীর-পায়স ভক্ষণ করিয়া, ভগবানের দক্ষিণামূর্ত্তির পূজা কিংবা ঐ দিনে নিরম্বু উপবাস করে, সে বহুতর পুণ্য লাভ করে। ঐরূপ ফাল্গুনমাসের অষ্টমীতে কেবলমাত্র তিল ভোজন করিয়া, শান্তভাবে ত্র্যম্বকের পূজা বা উপবাস করিলে, অসীম ধর্ম্ম লাভ হয়। ঐরূপ যে ব্যক্তি চৈত্রমাসের অষ্টমীতে যব ভোজন করিয়া, সনাতন দেবের পূজা করে বা তদ্দিনে উপবাস করে এবং বৈশাখমাসের অষ্টমীতে অম্বুমাত্র পান করিয়া, শান্তভাবে সদাশিবের পূজা করে বা তদ্দিনে উপবাস করে; সে বহু ধর্ম্ম লাভ করে। ঐরূপ যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠাষ্টমীতে গোময় ভক্ষণ করিয়া, ভগবানের দক্ষিণামূর্ত্তির পূজা এবং আষাঢ়াষ্টমীতে শৃঙ্গাটক-ফল ভক্ষণ করিয়া, প্রভু নীলকণ্ঠকে শান্তভাবে পূজা করে বা তদ্দিনে উপবাস করে, সে বহু ধর্ম্ম লাভ করে। ৩৮—৫৪। হে ব্যাস! বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐরূপ শ্রাবণ মাসের অষ্টমীতে লবণোদক মাত্র ভক্ষণ করিয়া, ভগবানের মহতী পূজা করিবে, পরে শুদ্ধভাবে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে এবং ভাদ্রমাসের অষ্টমীতেও দধি ভক্ষণ করিয়া, প্রভুর পূজা ও তত্তৎ-তিথিতে উপবাসাচরণ করিবে; তাহা হইলে অসীম ধর্ম্ম লাভ করিবে। হে মহাভাগ! ঐরূপ আশ্বিনাষ্টমীতে তণ্ডুলোদক পান ও কার্ত্তিকাষ্টমীতে দধিমাত্র ভক্ষণ করিয়া, যে ব্যক্তি প্রভুর দক্ষিণামূর্ত্তির পূজা করে বা ঐ তিথিতে উপবাস করে, সে অক্ষয়-ধর্ম্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি অকপট-ভক্তি-সহকারে দেবদেব উমাপতিকে গন্ধ, পুষ্প, মাল্য ও ধূপাদি দ্বারা প্রত্যহ অর্চ্চনা করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক ভোজন করাইবে, সেই শিবযোগী মৃত্যুর পর শিবলোকে গমনপূর্ব্বক তথায় চন্দ্রশেখর বৃষবাহন ও ত্রিনয়ন হইয়া, ভব ও ভবানীর সহিত দিব্য-অপ্সরোগণ-সমন্বিত পরম স্থানে গমন ও বৃষযানে আরোহণপূর্ব্বক যে কোন স্থানে স্বচ্ছন্দগতি লাভ করিয়া, অনুদ্বিগ্নভাবে ক্রীড়া করে। পরে নিজ পুণ্য ক্ষয় হইলে, পরম সৌভাগ্যশালী, বুদ্ধিমান্, শাস্ত্রপারদর্শী ও সর্ব্বভূতহিতার্থী হইয়া, ভূতলে মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রার্থিত রাজ্য লাভ করে এবং ধর্ম্মশীল ও মিথ্যাদম্ভ-রহিত হইয়া, নিত্য রুদ্রদেবের পূজা করে, তাহাতেই পুনরায় স্বর্গে গমন করিয়া রুদ্রলোকে পূজিত হয়। ৫৫—৭০।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে প্রভো! মানবগণ কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কুজ, রোগী বা নির্দ্দয় এবং সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন, সৌভাগ্য-শালী ও প্রিয়দর্শন হইয়া জন্ম লাভ করে? আমি এই রহস্য-বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ও কোন্ অষ্টমী সর্ব্বশুভাদৃষ্ট প্রদান করে, তাহার যথার্থ প্রমাণ আপনি বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—পূর্ব্বে মহাদেব ভগবতীকে এই বিষয় কহিলে, যাহা আমি শুনিয়াছি, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। মহেশ্বর কহিলেন,—হে দেবি ত্রিনয়নে! পরম দিব্য উপবাসবিধি ও লক্ষণাষ্টমী কহিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া, কার্ত্তিক মাসের অষ্টমীতে উপবাসী ও অহোরাত্র জাগরিত থাকিয়া, গন্ধমাল্যাদি দ্বারা আমার পূজা করে ও সানন্দ-হৃদয়ে গোরোচনা ও কুঙ্কুম প্রভৃতি নিবেদন করে; হে প্রিয়ে! সে ব্যক্তি আমার প্রসাদে বিষ্ণুপদ নামক রুদ্রভবনে গমন করিয়া দিব্যক্রীড়ায় আসক্ত থাকিয়া পরমসুখে কালযাপন করে। পরে আমার প্রসাদে ঐ স্থানেই মুক্তিলাভ করিবে। হে প্রিয়ে! পুরুষ যাবৎ শিব-স্বরূপ হইয়া শিবনামে অভিহিত না হয়, তাবৎ ভক্তিভাবে আমার আরাধনা করিবে, তাহাতে সকল সুলক্ষণান্বিত হইয়া শ্রেষ্ঠ-মানব-যোনিতে উৎপন্ন হইবে। ১—১০। দেবী কহিলেন,—হে দেবদেব! শূলপাণে! আপনি সংক্ষেপে যাহা কহিলেন, তাহাতে সমুদায় জানিতে না পারায় আপনাকে কহিতেছি, হে প্রভো! শরীরের স্থানবিশেষে আপনার পূজা-সাধন যে সকল নাম ও অষ্টমী-দিনে যাহা কর্ত্তব্য তৎসমস্ত বিস্তার করিয়া আমাকে বলুন। মহেশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! পার্ব্বতি! তোমাকে বিস্তার পূর্ব্বক কহিতেছি, শ্রবণ কর। ভক্ত ব্যক্তি আমার মস্তকে 'নাথ' নামে, পাদযুগলে 'শঙ্কর' নামে, জঙ্ঘাদ্বয়ে 'অতিরুদ্র' নামে, কটিদেশে 'ঈশান' নামে, মেঢ্রে 'ত্র্যম্বক' নামে, অষ্টাঙ্গে 'কপর্দ্দী' নামে, বক্ষঃস্থলে 'শূলপাণি' নামে, স্কন্ধদেশে 'বৃষধ্বজ' নামে, কক্ষদেশে ও কর্ণদ্বয়ে 'ত্র্যম্বক' নামে, নাসাপুটে 'উমাপতি' ও 'পশুপতি' নামে, নয়নযুগলে 'ত্রিপুরঘ্ন' নামে, ভ্রূমধ্যস্থানে 'শ্মশানবাসী' নামে, কপোলদ্বয়ে 'ভূতনাথ' নামে, দন্তসমুদায়ে 'দক্ষযজ্ঞবিনাশী' নামে, জিহ্বায় 'জটিল' নামে, শিরোদেশে 'পশুপতি' নামে, মস্তকে 'শশাঙ্কশেখর' নামে, ললাটে 'উমাপ্রিয়' নামে, কেশসমুদায়ে 'গঙ্গাধর' নামে ও আমার সর্ব্বাঙ্গে 'শিব' নামে যথোক্তবিধানে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি সংযত ও অনন্যমনা হইয়া বিধি অনুসারে অষ্টমীতে উপবাস করিয়া গন্ধ, মাল্য, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক আমার পূজা করে ও পূজান্তে নিজবিভবানুসারে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি সুবর্ণ দক্ষিণা, জলপূর্ণ তাম্রঘট ও তৈলপূর্ণ মৃণ্ময় পাত্র প্রদান করে, সে মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করিয়া ইন্দ্রসন্নিধানে অপ্সরোগণের সহিত দিব্যগৃহে দিব্যভূষণে ভূষিত হইয়া দৈব সহস্রবর্ষ বাস করে। কালক্রমে স্বর্গচ্যুত হইলে, মহীতলে মহৎ কুলে সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন মানব শ্রেষ্ঠ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং ঐ পুরুষ কোন লক্ষণে হীন হয় না। ১১—২৪।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

মহেশ্বর কহিলেন,—হে সুব্রতে! এক্ষণে শাস্ত্রানুরূপ দানধর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! অন্নদান অপেক্ষা অন্যবিধ দান তাদৃশ প্রশস্ত নহে, যে হেতু অন্ন হইতে জীবগণ প্রাণধারণ করিতেছে। অতএব অন্নদানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত। যে ব্যক্তি অর্থীদিগকে ব্যঞ্জনাদি-সহিত, সুসংস্কৃত অন্ন প্রদান করে, সে ময়ূর ও হংস-শোভিত, অভিলষিত ঐশ্বর্য্য সমূহে পরিপূর্ণ, সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী সুন্দর বিমান লাভ করে। কালক্রমে পুণ্য ক্ষয় হইলে, ধনধান্যাদি-পূর্ণ মানবকুলে অতিরূপবান্ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে মানব ব্রাহ্মণকে শক্ত্যনুসারে অন্ন দান করে, সে ঐ অন্নদান হেতু ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ও যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সুসংস্কৃত অন্ন কখন প্রদান করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে শতগুণ ও পরলোকে সহস্রগুণ পুণ্য-ফল লাভ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করে। হে শুভে! যে নর সুচারু কিংবা কুৎসিত যে কোনরূপ দুর্গন্ধ কিংবা অসংস্কৃত অন্ন অবজ্ঞা পূর্ব্বক দান করে, সে ব্যক্তি ভীষণ নরক মধ্যে রাক্ষসগণকর্তৃক নিপীড়িত হইয়াও নানাবিধ অন্নাদি উপভোগদ্রব্যে বঞ্চিত হয় না। নরক-ভোগান্তে মনুষ্যত্ব লাভ করিলে, ম্লেচ্ছ-কুলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরম বিলাসী হইয়া স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করে। ১—১০। হে দেবি! অন্নই সকল বস্তু অপেক্ষা প্রশস্ত, তাহা অপেক্ষা কিছুই প্রশস্ত নহে; যেহেতু অন্ন সকল জীবের প্রাণধারণের একমাত্র উপায় বলিয়া প্রজাপতিরূপে অভিহিত হইয়াছে। ঐ প্রজাপতি সংবৎসররূপে ও সংবৎসর যজ্ঞরূপে অভিহিত হইয়াছেন ও ঐ যজ্ঞ হইতে এই স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক ভূতগণ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব অন্নই সকল দ্রব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অন্নদান অপেক্ষা অপর কোনরূপ দান প্রশস্ত নহে। অন্ন হইতেই যত জীব উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অন্ন সকলের প্রশংসিত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দিব্যরসযুক্ত সুগন্ধি ও শীতল জল প্রদান করে,

সে অপ্সরোগণ সমন্বিত ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী বিমানে আরোহণ করিয়া, স্বর্গে বরুণলোকে গমন করে ও তথায় অষ্ট অযুত বর্ষ দেবতার ন্যায় সুখে বাস করিয়া পরে সেই লোক হইতে চ্যুত হইলে ধন-ধান্যাদি সম্পন্ন হইয়া মহৎ কুলে জন্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ভক্তি পূর্ব্বক অন্নপূর্ণ ভাণ্ড প্রদান করে, সে পুণ্যের আশ্রয় হইয়া ও স্বর্গত হইয়া পূজিত হয় এবং যে ব্যক্তি ঐরূপ অনেক ভাণ্ড বিপ্রকে প্রদান করে, সে নিজ পিতৃ গণের চিরস্থায়ী পিণ্ড স্থাপন করে বলিয়া তাহাদিগের কখন ভোজনাদির অলাভ-জনিত ভয় হয় না। যে সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি গোরু ও নানাবিধ জন্তুদিগের জলপানার্থ তড়াগ ও কূপ খনন করায়, সে নিজ পিতৃ পিতামহগণকে উদ্ধার করিয়া থাকে ও আকাশচারী হইয়া বিষ্ণুলোকে শত অযুত বর্ষ দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া নিত্য সুখে বাস করে। পরে মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরম ভোগী, নীরোগ, দাতা, যাগকর্ত্তা, সৌভাগ্যশালী ও প্রিয়দর্শন রাজা বা অমাত্য হয়। হে শুচিস্মিতে! যে ব্যক্তি জলপূর্ণ এক গর্ত্ত খনন করিয়া, উহাকে অতিবিচিত্র অষ্টপতাকা-ভূষিত ও অন্যান্য ধ্বজপতাকা এবং পুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া উৎসর্গ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই নরশ্রেষ্ঠ নিজ পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া অপ্সরোগণের মধুর-সঙ্গীতধ্বনি-সম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া বরুণলোকে গমন করে এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বজীবকে সুবর্ণ বা তন্নির্ম্মিত ভূমি, তিল বা রত্ন প্রদান করে, সে লব্ধমনোরথ হইয়া, মহৎ বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া দেবতার ন্যায় আনন্দ অনুভব করে। পরে ঐ ধর্ম্মাত্মা ঐ লোক হইতে চ্যুত হইলে অনায়াসে তপঃফল প্রাপ্ত ও অভিলাষানুরূপ. সমৃদ্ধিশালী মানবশ্রেষ্ঠ হইয়া মহৎ কুলে জন্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি রাজপথে পথিকদিগের ছায়ার্থ সুচারু পুষ্প ও ফল প্রসবকারী বৃক্ষ রোপণ করে, ঐ নররূপী দেব নিজ পিতৃগণকে উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি সেইরূপ অনুপম বৃক্ষ ব্রাহ্মণকে দান করে, ঐ বৃক্ষের যাবৎসংখ্যক ফল ও পত্র জীবগণ উপভোগ করে, সে তাবৎসংখ্যক সহস্র বর্ষ স্বপিতৃগণের উদ্ধার করিয়া চন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক দুষ্প্রাপ ফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি বিপ্রকে সাধারণ ফল দান করে, সে সুবর্ণ ও রত্নময় ফল লাভ করে এবং সুরূপ ও প্রিয়দর্শন হয়। যে ব্যক্তি সুবর্ণ ও রত্ননির্ম্মিত পাত্র দান করে, সে আকাশে অপ্সরোগণ-সঙ্কুল বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া আনন্দ অনুভব করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে রৌপ্যপাত্র প্রদান করে, সে গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিয়া উর্ব্বশীর সহিত ক্রীড়া করে। ১১—৩২। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে তাম্রপাত্র প্রদান করে, সে বলিষ্ঠ হইয়া কুবেরলোক লাভ করে। ঐরূপ যে ব্যক্তি অশেষ-সমৃদ্ধিমান্ গৃহ দান করে, সে ঐ মহৎ-কর্ম্মবলে শতকোটি বর্ষ ব্রহ্মলোকে পূর্ণমনোরথ হইয়া বাস করে, পরে উদ্দামদাতা ও পরমভোগী গৃহস্থ হয়। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ওষধি প্রদান করে, সে পূর্ণকাম হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করে ; তথায় সপ্তসহস্র বর্ষ অবস্থান করিয়া, পরে মহীতলে ভোগী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হে মহামুনে! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করে, সে কামরূপী হইয়া, সুচারু বিমানে আরোহণপূর্ব্বক বহুসহস্র বর্ষ নানা লোকে বিচরণ করে ও যদি কখন কালবশে মানব হয়, তবে সমগ্র পৃথিবী তাহার নিকট কামদুঘা হন অর্থাৎ তাহার সকল মনোরথ সিদ্ধ করেন। যে ব্যক্তি একান্তমনে ব্রাহ্মণকে পশু দান করে, সে চন্দ্রলোকে যাইয়া অনন্তকাল ক্রীড়া করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সুসংস্কৃত অন্ন প্রদান করে, সে ইহলোকে রাজ্যেশ্বর হইয়া পরে স্বর্গ গমন করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত শয্যা দান করে, সে নিজ পিতৃলোকে যাইয়া শতাযুত বর্ষ বাস করে ; পরে ইহলোকে সৎকুলে জাত হইয়া, সুন্দরী ও অনুকূলা ভার্য্যা লাভ করত সকল সিদ্ধি-সম্পন্ন ও পুত্রবান্ হয়। যে ব্যক্তি সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত সুলক্ষণ-সম্পন্ন অশ্ব প্রদান করে ; হে দেবি! সে ঐ কর্ম্মপ্রভাবে বায়ুলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি বিধি-মন্ত্র-অনুসারে অশ্বযুক্ত রথ, দাসী, কন্যা, গৃহ অথবা ভূমি প্রদান করে, সে ভূতলে জন্মলাভ করিয়া রাজা হয় ও দেবী পৃথিবী, ধেনুরূপ ধারণপূর্ব্বক তদ্গৃহে অবস্থিত হইয়া তাহার ধর্ম্মের ফল স্বরূপ সকল অভীষ্ট প্রদান করেন। ৩৩—৫০। যে ব্যক্তি জলধেনু দান করে, তাহার দানফল শ্রবণ কর। তাহার বহুতর তড়াগ কূপাদি অধীনে থাকে। জল-পূর্ণ কুম্ভচয়কে মাল্যে বিভূষিত করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে পুষ্প দ্বারা পূজিত ও ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়া, ঐ সকল কুম্ভ প্রদান করিবে। পশ্চাৎ তিলপাত্র ও প্রচুর দক্ষিণা দিবে। যেরূপ শিব-সৌম্য ঐ কুম্ভসলিল পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে, তদ্রূপ ঐ কুম্ভ সকল দাতৃগণেরও অভীষ্ট পূরণ করিয়া 'কামদ' নাম লাভ করিবে। হে দেবি! এইরূপ ধেনু দান করিলে, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পানীয়-শালা সংস্থাপন করা হয়। যে মানব তিল-পাত্র ও বস্ত্রযুগল দান করে, সুবর্ণ ও বিবিধ ফল তাহার হস্তগত হয়। অনন্তর শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃত দান করিবে, তখন গ্রহীতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, গ্রহণ করিবেন ; "গাভীগণ ঘৃত প্রসব করেন, ঘৃত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ঘৃত স্বয়ং অগ্নি, ঘৃতই দেবতা, এক্ষণে সেই ঘৃত আমাকে দান কর।" ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রে সুগন্ধি মাল্যাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া পরে দ্রব্যদান করিবে। গো-প্রদান কালে দেবগণ ঐ গোরুর শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন ;—

ব্রহ্মা তাহার মস্তকে, ইন্দ্র তাহার কপালে, চন্দ্র-সূর্য্য নয়ন-যুগলে, বায়ু প্রাণে, অগ্নি মুখে, চন্দ্র জিহ্বায়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ণদ্বয়ে, দ্বাদশ রুদ্র শিরোদেশে এবং লোকপালগণ ও সকল নাগগণ পাদদেশে অবস্থান করেন। সপ্তসমুদ্র তাহার জঠরে, সূর্য্যদেব গ্রীবায়, সরিদ্বরা গঙ্গা স্তনদেশে, অষ্টবসু পার্শ্বদেশে এবং সাধ্যগণ ও বিশ্বদেবগণ তাহার পুচ্ছ আশ্রয় করিয়া থাকেন। মন্ত্রগণ, যজ্ঞ, দান, নিয়ম, ঋষিগণ, গুহ্য, নক্ষত্র, তারারূপী যে কোন গ্রহ, দেবী গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী পংক্তি ও অনুষ্টুপ্ প্রভৃতি ছন্দ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, লোকমাতৃগণ মেঘ, বৃষ্টি, ধর্ম্ম, নারায়ণ দূতগণ ও নদীগণ ইঁহারা সকলে ঐ গোরূপা ভগবতীর গাত্রস্থিত লোমকূপ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। আর যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, পক্ষী, যজ্ঞদক্ষিণা, অপ্সরোগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং ঐরূপ অন্যান্য মহাত্মগণ সকলেই তাহার শৃঙ্গদ্বয়ে অবস্থান করেন। সকল দানফল ও গণেশাদি সকলেই গোরুকে আশ্রয় করেন বলিয়া ঐ ধেনু সর্ব্বদেবতার আশ্রয়। হে সুব্রতে! বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা সেই পবিত্র ধেনু ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া কুশ, তিল, সিদ্ধার্থক ও স্বর্ণ প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—"হে ধেনো! আপনি সর্ব্বদেবময়ী ও সর্ব্বলোকময়ী এবং অন্নসাধক যজ্ঞের অঙ্গ; ঘৃত আপনারই দুগ্ধে উৎপন্ন হয় বলিয়া আপনি এই দৃশ্যমান জীবের জীবন-ধারণের একমাত্র কারণ; এ জন্য সকলেই আপনাকে নমস্কার করে; ব্রাহ্মণ-উদ্দেশে আপনার ঐ মহামূর্ত্তি প্রদান করিতেছি, আপনি আমার নিত্য মঙ্গল করুন।" এইরূপে সে ব্যক্তি ধেনু দান করিয়া যে কোন স্থানে গমন করে, তথায় দেবতার ন্যায় ইচ্ছামাত্রে পূর্ণকাম হয় এবং সেই ধেনু, সেই সকল স্থানে গমন করিয়া, সকল বিপদ্ হইতে তাহাকে উদ্ধার করে। সে ব্যক্তি পুনরায় কর্ম্মভূমিতে জাত হইলে, সেই কামচারিণী ধেনু লাভ করিয়া অন্যান্য সহস্র ধেনুর অধিকারী, পরম রূপবান্, বলিষ্ঠ ও বহু পুত্রসম্পন্ন হইয়া থাকে। ৫১—৭৬। সুবর্ণময়-শৃঙ্গ-শালিনী ও রজত-নির্ম্মিত-খুরসমন্বিতা অর্দ্ধপ্রসূতা পয়স্বিনী ধেনু যে ব্যক্তি প্রদান করে, সে পুনর্জ্জন্মে জাতিস্মর হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অদুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করে, সেই ধেনুও তাহাকে ভীষণ নরকযন্ত্রণা হইতে ত্রাণ করে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মচারীকে মৃগচর্ম্ম দান করে, সে পৃথিবীদানের ফল প্রাপ্ত হয় ও যোগসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে। কিংবা যে ব্যক্তি যোগী ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থকে বাসস্থান দেয়, সে অশ্বমেধ ও পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া সহস্র ধেনু লাভ করে এবং পরম মুক্তি লাভে অচির কাল মধ্যে মোক্ষ তাহার হস্তগত হয়। হে প্রিয়ে! কিংবা যে নরবর ব্রাহ্মণকে কমণ্ডলু দান করে, সে ঐ কর্ম্মপ্রভাবে নিত্য অনন্ত ধর্ম্ম লাভ করে। হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি পীড়িত চেতনাশূন্য দীন ব্যক্তিকে নিজ সামর্থ্যানুসারে চিকিৎসা পরিচর্য্যাদি দ্বারা সুস্থ করে, সে ব্রহ্মহা হইলেও ঐ ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি স্বর্ণ দান করে, সেই মানব দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। হে প্রিয়ে! যে সকল সুন্দর দানবিধি কহিলাম, যে ব্যক্তি এই সকলের এক কালে অনুষ্ঠান করে, সে পৃথিবীতে সম্রাট্ হয়। যে ব্যক্তি ইহা প্রত্যহ শ্রবণ করে, বা নিজসামর্থ্যানুসারে দান করে, অথবা তাহা অবলোকন করে, সেই মহাত্মগণ স্বর্গে গমন করে। ৭৭—৮৭।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দেবি! পূর্ব্বোক্ত কল্যাণময় দান ব্যতীত উপবাসেও যেরূপ মঙ্গল ও ধর্ম্ম লাভ করা যায়, তাহা পুনরায় কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রিয়ে! যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া অগ্রহায়ণমাস অতিবাহন করে, সে নিত্য আমার আরাধনা জন্য পুণ্য লাভ করে। পৌষমাসে ঐরূপ করিলে ওঙ্কার-উচ্চারণ জন্য ফল প্রাপ্ত হয়। মাঘমাসে ঐরূপ করিলে লক্ষ্মী লাভ করে। ফাল্গুনমাসে নিত্য ঐরূপ করিলে সুন্দরী ভার্য্যা ও অসাধারণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া, ভার্য্যা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়। যে মানবশ্রেষ্ঠ চৈত্রমাস একাহারী হইয়া অতিবাহন করে, সে ধনবান্‌দিগের কুলে পরমরূপবান্ হইয়া জন্ম লাভ করে। যে নর বৈশাখমাসে ঐরূপ করে, সে ধনবান্ ও জ্ঞাতিমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া পূজিত হয়। একভক্তাচরণে জ্যৈষ্ঠমাস অতিবাহন করিলে, জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে জাত হইয়া অন্নের ভোগে বঞ্চিত হয় না। যে ব্যক্তি আষাঢ়মাস একভক্ত করিয়া অতিবাহন করে, সে রাজার নিকট সম্মান পাইয়া সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণমনোরথ হয়। হে দেবি! শ্রাবণমাসে ঐরূপ করিলে অতি বলবান্ হইয়া সেনাপতিত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসে একভক্তাচরণ করে, সে ঐ কর্ম্মবলে ধনবান্ হয়। যে আশ্বিনমাসে একাহারী হইয়া অবস্থান করে, সে কৃষি, বাণিজ্য ও অসংখ্য পশু লাভ করে। কার্ত্তিকমাসে ঐরূপে অবস্থান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে যাইয়া সকলের পূজিত হয়। যে ব্যক্তি অগ্রহায়ণমাসে একভক্ত করে, সে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে গমন করে। ১—১৩। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ এক বৎসর নিত্য একাহারী হইয়া অতিবাহন করে, সে রাজা হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য পালন করে।

হে দেবি! যে মানব এক অহোরাত্র একাহারী হয়, সে স্বর্ণসুবর্ণদান জন্য ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে এক দিন উপবাস করে, সে নিষ্পাপ হইয়া ঘোর নরকে গমন করে না ও কদাপি শমনের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে কুবেরলোক প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখ ভোগ করে। যে মানব অতি পবিত্র হইয়া ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া চতুর্থ দিবসে ভোজন করে, সেই সাধু গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিয়া দেবতার ন্যায় আনন্দ ভোগ করে। যে ব্যক্তি প্রতিমাসে অনলস হইয়া দিনচতুষ্টয় উপোষিত থাকিয়া পঞ্চম দিনে ভোজন করে, সে কিছুকাল বায়ুলোকে অবস্থান করিয়া পরে স্বর্গলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি নিত্য নিয়মী হইয়া পঞ্চদিনান্তে ষষ্ঠ দিবসে ভোজন করে সে কিছু কাল বরুণলোকে থাকিয়া পরে ব্রহ্মপদ লাভ করে। যে ব্যক্তি ছয় দিন উপোষিত থাকিয়া সপ্তম দিবসে ভোজন করে, সে দেবগণ সেবিত অতি সুখকর স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অনলস হইয়া প্রতিমাসে সপ্তদিন উপোষিত থাকিয়া অষ্টম দিনে ভোজন করে, সে বায়ুলোকে গমনানন্তর স্বর্গলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি ঐরূপ নিয়মী হইয়া অষ্টদিবসান্তে নবমদিনে ভোজন করে, সে কিছুকাল বরুণলোকে অবস্থান করিয়া পরে অনুপম ফল প্রাপ্ত হয়। ১৪—২৩। যে ব্যক্তি নয় দিন অনাহারে অতিবাহিত করিয়া দশম দিনে ভোজন করে, সে পরলোকে সাগ্নিকদিগের অগ্নির সদৃশ পবিত্র হইয়া সর্ব্বদা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পায় ও পুনর্ব্বার জন্মলাভ করিলে পরমা সুন্দরী দশ ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ একাদশ দিনে ভোজন করিলে একাদশীর অনুষ্ঠান জন্য পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া সকল যজ্ঞের ফলভাগী হয়। হে দেবি! যে মানব দ্বাদশ দিনে ভোজন করে, সে শুক্রলোকে বাস করিয়া দিব্য সুখ ভোগ করে। অনন্তর সে ইহলোকে উত্তম কুলে ধন-ধান্য-শালী ও শুচি মানব হইয়া জন্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি ঐরূপে চতুর্দ্দশ অহোরাত্র উপোষিত থাকিয়া পরে ভোজন করে, সে নৈমিষ লোকে যাইয়া রণনায়ক হয় *। যে ব্যক্তি নিত্য অনলস হইয়া অর্দ্ধমাস উপবাসী থাকে, সে ইন্দ্রতুল্য হইয়া স্বর্গে অবস্থান করে ও পরে মহীতলে যে কোন স্থানে জাত হয়, সেই স্থানে প্রধান রাজা হয়। যে ব্যক্তি ধীর, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ হইয়া এক মাস উপোষিত থাকে, সে সূর্য্য ও অগ্নির মত তেজঃসম্পন্ন কলেবর ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা অপ্সরোগণ-সমন্বিত ও দেবতার ন্যায় সকলের পূজা ও স্তবের পাত্র হইয়া দিব্যবিমানে অধিরোহণ করত সর্ব্বত্র বিচরণ করে। পরে ব্রহ্মলোকে যাইয়া রাজোচিত বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দশ সুন্দরী স্ত্রীর বল্লভ হয় এবং ব্রহ্মলোক-বাসের পর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইয়া জন্মগ্রহণ করত পরমৈশ্বর্য্য ভোগ করে অনন্তর যোগ প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হয়। ২৪—৩৪। ঐরূপ যে ব্রাহ্মণ স্নাত হইয়া পবিত্রভাবে অগ্নিতে আহুতি দেয়, পরে মনকে বিষয়ান্তর হইতে নিরুদ্ধ রাখিয়া উপবাসাচরণ করে, নরদেব, দুর্গপাল ও ভগবান্ বৈশ্বানর তাহার আশ্রয় হন; তাহাতে সেই মানব, সকলের পূজনীয় হয়। যে ব্যক্তি রাগদ্বেষাদি দোষে অসংস্পৃষ্ট হইয়া, স্ত্রী ও শূদ্রের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য দিবাভাগে অনশনে থাকিয়া কুশাসনে উপবেশন করত যথাবিধি মন্ত্র-গায়ত্রী ও রুদ্র-নাম জপ করে এবং রাত্রিকালে ভোজন করিয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করে,—এইরূপে যতদিন যায়, পরে—যথাসময়ে তদ্দিনসমসংখ্যক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহাদিগকে নিজ বিভবোচিত বস্ত্র, অলঙ্কার ও তিলপাত্র দ্বারা পূজা করিয়া, প্রত্যেককে সহস্র অথবা শত ধেনু প্রদানের পর, হবিষ্যান্ন ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করে, সে অন্যের দুর্লভ বর লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নীলবৃষ ও পয়স্বিনী ধেনু প্রদান করে, হে দেবি! সে ঐ উভয়ের রোম-সংখ্যক বর্ষ স্বর্গসুখ ভোগ করে। যে ব্যক্তি অমাবস্যা বা অষ্টমীতে ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তিলপাত্র দান করে, সে অশেষ ধর্ম্ম লাভ করে। যে ব্যক্তি একান্ত মনে বিহিত চান্দ্রায়ণ করে, সেই মানবশ্রেষ্ঠ নিজ পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, পিতৃলোকে যাইয়া, দেবতার ন্যায় অক্ষয় সুখ ভোগ করে। হে প্রিয়ে! সুশোভনে! এই উপবাস-বিধি কহিলাম, এক্ষণে পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত-বিধি কহিতেছি, স্থির-চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। একটী প্রাজাপত্য অনুষ্ঠান করিলে, প্রজাপতিতুল্য হইয়া প্রজাপতিলোকে সুখে অবস্থিত হয়। যে মানব কষ্টসাধ্য সান্তপন ব্রত করে, সে আপনাকে অশেষ কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়া, অগ্নিলোকে গমন করে ও যে ব্যক্তি একান্ত মনে মহাসান্তপন করে, সে সর্ব্বজ্ঞান লাভ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি সদ্ব্রাহ্মণকে তুলা-পুরুষ দান করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত ও দেবগণেরও পূজিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করে। মানব অতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিলে শিবলোকে গমন করে, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত করিলে, গাণপত্য প্রাপ্ত হয়। যে মানবশ্রেষ্ঠ সর্ব্বস্ব দান করে, সে যাহা যাহা প্রার্থনা করে, সে সকলই প্রাপ্ত হয়। ৩৫—৫০। মানব এই কর্ম্ম-ভূমিতে যে কোন কষ্টসাধ্য ব্রতের আচরণ করে, তাহাতেই সে সিদ্ধ হয় ও দেবত্ব লাভ করে। যে মানব সংবৎসর গোমূত্র দ্বারা সংস্কৃত যববিকৃতি বা তিলমণ্ড অথবা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, নিত্য আমার মন্ত্র জপ

---

* ত্রয়োদশ দিন উপবাস করিলে যে ফল হয়, তাহার বচন বিলুপ্ত হইয়াছে।

করে ও আমার ভজনা করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ভোগ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং অশেষ পাপ ও সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মার ন্যায় সর্ব্বদা সকল স্থানে বিচরণ করে। হে প্রিয়ে! যে সকল বিষয় সংক্ষেপে কহিলাম, যে মানব ঐ সকলের একটীরও অনুষ্ঠান করে, সেই মহাত্মা নিষ্পাপ হইয়া, ইহলোকে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিয়া, পরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ মুক্তি লাভ করে ও মহৈশ্বর্য্য-লাভে তেজস্বী হইয়া, যথেপ্সিত বর প্রাপ্তে সুখী হইয়া অবস্থান করে। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সকলে মন্ত্র ব্যতীত যে ব্রতের অনুষ্ঠান আছে, তাহাই শূদ্রদিগের বিহিত, ইহা ভগবান প্রজাপতি কহিয়াছেন, কারণ শূদ্রেরা অমন্ত্রক ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানেই নিষ্পাপ হইয়া থাকে। নারীদিগের পতিই দেবতা, তদন্য কেহই নাই এবং পতি উহাদের গতি, পরম ধর্ম্ম ও পরম পদ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, এজন্য নারী যদি স্বামীর অনুমতি পাইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তবে উহার ফল প্রাপ্ত হয়। যে স্ত্রী স্বামীর বিনানুমতিতে ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত পাতকিনী হয়। যে নারী স্বামীর আদেশে মহৎ ধর্ম্মকার্য্য করে, বা ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ করে ও শ্রবণ করে, সে অনন্ত ফল লাভ করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে যাহা প্রার্থনা করে, সে সকলই প্রাপ্ত হয়; পরম সৌভাগ্যবতী হয় এবং স্বামী তাহার বশীভূত হয়। আর সেও স্বামীর প্রিয়তমা হইয়া পুত্রবতী হয় ও কখন দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। হে বরাননে প্রিয়ে! তোমার প্রতি স্নেহ বশতঃ আমি এই পরমধর্ম্ম কহিলাম। ৫১—৭৬।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দেবী কহিলেন,—যিনি এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ ও অপরাজিত, সেই প্রভু শূলপাণি ত্রিনয়ন দেব ঈশানকে নমস্কার করি। হে মহাদেব! জগতে ভূত ভবিষৎ বর্ত্তমান যাহা কিছু আছে, সে সকলই আপনি বিদিত আছেন বলিয়া, সর্ব্বগতত্ব রূপে কথিত হন। হে নাথ! যদি আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্রী হই ও আমাতে আপনার অনির্ব্বচনীয় প্রেম থাকে, তবে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তদ্বিষয়ে সদুত্তর প্রদান করুন। হে প্রভো! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের কর্ত্তব্য নিয়ম এবং অপর নিয়মের যাহা ফল, তাহা বলুন। যে সব তীর্থে সকলেরই সম্পূর্ণ শুভ ফল হয়, সে সব স্থানেও কি যোগ, ধ্যান, তপস্যা বা মুক্তি নিয়মের অনুষ্ঠানে হওয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট আছে? এই সকল বিষয় তত্ত্বতঃ জানিতে না পারায় সংশয় আমার চিত্তকে ব্যাকুল করিতেছে। হে মহামতে! তপনদেব যেরূপ হিমজাল দূর করেন, সেইরূপ আপনি আমার সংশয় উচ্ছেদ করুন। মহাদেব কহিলেন,—হে দেবি! মানব যথানিয়মে জিতেন্দ্রিয় হইয়া, দুষ্কর নিয়ম আচরণ করিলে, তাহার সুচারু ফল লাভ করে এবং আপাত সুখ বলিয়া প্রতীয়মান মনুষ্যত্ব জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এজন্য দুষ্কর নিয়মাচরণ মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতি লোভী ধর্ম্মদ্বেষী মানবগণ বর্ত্তমান সুখে আসক্ত হইয়া, পরিণামে অশেষ সুখপ্রদ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি করে না। যে মানব প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিয়মাচরণ করে, সে তাহাতে সহস্রবর্ষ অশেষ পুণ্যফল ভোগ করে। হে নিয়মান্বিতে! দেবগণ নিয়মাচরণ করিয়াই অসামান্য দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়মাচরণে সমুজ্জ্বল-জ্যোতিঃ-সম্পন্ন হইয়াছে। হে বরারোহে! মানব নিয়মাবলম্বনেই মর্য্যাদা অতিক্রম করে না। নিয়মাবলম্বনেই বহ্নি প্রজ্বলিত হন, সূর্য্যদেব উত্তাপ দান করেন, বায়ু প্রবাহিত হন ও পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছেন। হে ভদ্রে! তুমিও নিয়মপূর্ব্বক তপোঽনুষ্ঠান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া, আমার পত্নীত্ব লাভ করিয়াছ, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি এক বর্ষ নিয়মপূর্ব্বক ধর্ম্ম-কার্য্য করে, সে ব্রহ্মলোকাদি নানাস্থানে দেবতার ন্যায় সুখে বিচরণ করে। ১—১৫। হে পার্ব্বতি! কোন এক নিয়মী ব্যক্তি নিয়মফল যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিল, দ্বিজগণের ঐ প্রিয়তম বিষয় আমার নিকটে এক্ষণে শ্রবণ কর। হে দেবি! পূর্ব্বে কাশীধামে একজন নামমাত্রে ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার পৈতৃক বাসভূমি অঙ্গদেশ। সে অতি কুরূপ, কর্ম্মের অযোগ্য, পরদ্রব্যাপহারী ও নৃশংস ছিল। ঐ অপবিত্র পাতকী, স্বকুলোচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কপট নম্র হইয়া, সর্ব্বদা পরনিন্দারত হওয়ায় দেব-দানবগণেরও ধিক্কারের পাত্র হইয়াছিল এবং ঐ অধার্ম্মিক নাস্তিক সর্ব্বদা আত্মশ্লাঘা-তৎপর হইয়া, বেদের পর্য্যন্ত নিন্দা আরম্ভ করিয়াছিল। হে পার্ব্বতি! ঐ অপবিত্র ব্রাহ্মণ পরদ্রব্য-লাভে পরম সন্তুষ্ট ও তদ্বিষয়ে ঐ তীর্থে শূদ্রাদি বর্ণভেদ পর্য্যন্ত স্বীকার করিত না এবং দেবতাকে ও ব্রাহ্মণকে নমস্কার বা ওঙ্কার উচ্চারণ কিছুই করিত না। এইরূপে গৃহস্থিত দুষ্ট সর্পের ন্যায়, সকলের উদ্বেগ-সম্পাদক হইয়াছিল বলিয়া কেহই উহার সহিত একত্র বাস করিত না। হে কমলাক্ষি! ঐ খল, ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদের বর্ণ পর্য্যন্ত উচ্চারণ না করায় দন্তহীন সর্পের ন্যায়, শৃঙ্গহীন বৃষের ন্যায়, পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায়, পুষ্পহীন বৃক্ষের ন্যায়, হতমান হইয়া, ঐ কাশীতে শতকোটী ব্রাহ্মণকে পীড়া দিয়া নিয়ত পরধন-হরণ-তৎপর হইয়া বাস করিত। হে যোগিবরে! ঐ

পুরীতে এরূপ কেহ ছিল না, ঐ ব্যক্তি যাহার অপ্রিয় ছিল না এবং যাহার প্রিয় ছিল; দুষ্ট সর্পের ন্যায় সকলেই সর্ব্বদা তাহাকে দুঃখ দিত। হে সুবদনে পার্ব্বতি! সে নিত্য বণিকৃদিগের আপণে গমন করিত। এইরূপে নয় বর্ষ কম শতবর্ষ অতিক্রান্ত হইল, তথাপি ঐ ব্যক্তি সৎ হইল না। অনন্তর একদিন সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ-পূজিত অম্বুজপদ নামক একজন সিদ্ধ, সিদ্ধগণ-বন্দিত ওঙ্কাররূপী ভগবান্ মহাদেবকে দর্শন করিতে কাশীক্ষেত্রে আগমন করিলেন।১৬—২৮। তথায় অন্যান্য সিদ্ধ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন ও নিয়মী হইয়া পঞ্চায়তন-সংস্থিত ওঙ্কারনাথের দর্শনার্থ গমন করিলেন। কলিকালে লোক সকল অশেষ দুঃখপীড়িত হইলে, কাশীক্ষেত্রে মৎস্যোদরীর তটে ঐ পঞ্চায়তন-সংস্থিত ভগবান্‌কে প্রণাম করে, পুনর্জ্জন্ম-সম্পাদক পাপের নিরাকরণার্থ প্রদক্ষিণ করে ও সর্ব্বদা তদালয়ে অবস্থান করিয়া, তাঁহার প্রসাদীকৃত সলিলাদি পান করিয়া, সুখে বিহার করে। হে বিশাললোচনে! দেবগণও ঐ স্থানে অলক্ষিত-ভাবে ভ্রমণ করেন। পরম সিদ্ধ অম্বুজপদও স্বরূপ ত্যাগ করিয়া, এক বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া তথায় ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত কপটসিদ্ধ দ্বিজাধম তাঁহাকে দেখিতে পাইল। সেই দ্বিজ আপনার ন্যায় বিকৃতাকৃতি সিদ্ধরূপীকে আগত দেখিয়া উপহাস করত গাত্রোত্থানাদি দ্বারা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিল,—অহো! আপনার দর্শন কি মনোহর! অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কোথা হইতে এবং কোন্ অভিলাষে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন? আমার বোধ হইতেছে, আপনি অমরনগরী হইতে আগমন করিতেছেন; কারণ আপনার ন্যায় কমনীয় কান্তিশালী এবং নিপুণ পুরুষান্তরকে পৃথিবী মধ্যে দেখিতে পাই না। অতএব বোধ করি, আপনি স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতেছেন। তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধ বলিলেন,—মহাত্মন্! আপনি স্বর্গবাসিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বিজ্ঞাত এবং আপনি সুন্দর অনুমান করিয়াছেন, সত্য সত্যই আমি স্বর্গ হইতে আগমন করিতেছি; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনি অভিলষিত এবং অন্যান্য সকল বাক্য জিজ্ঞাসা করুন, আমি আপনার মনোনীত উত্তর প্রদান করিতেছি। ২৯—৩৭। ব্রাহ্মণ বলিল,—হে সদাশয় দ্বিজগণের অগ্রগণ্য! আপনার যদি স্বর্গেই নিবাস হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব করুন, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা রম্ভাকে আপনি কি বিদিত আছেন? যদ্যপি জানেন, তাহা হইলে বলুন। সিদ্ধ বলিলেন,—আমি স্বর্গবাসিনী অপ্সরোগণের মধ্যে অভিজ্ঞা রম্ভাকে বিশেষরূপে বিদিত আছি, অতএব আপনার অভিলষিত প্রিয় কথা বলিলাম। ব্রাহ্মণ বলিল,—আপনি যদি স্বর্গে নিবাস করেন, তাহা হইলে আমার নিকট বলুন, স্বর্গবাসী কোন্ ব্যক্তি স্বর্গবাসিনী ইন্দুমুখ-রমণীয়-রম্ভাকে বিদিত নহে? হে মহাত্মন্ সাধুবর! আপনি যদ্যপি পুনর্ব্বার কখন স্বর্গে গমন করেন, তাহা হইলে আমার বাক্যে রম্ভাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন। সিদ্ধ বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! যদি আমি অপ্সরার অগ্রগণ্যা রম্ভাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত স্বর্গে গমন করি, তাহা হইলে আপনার আদেশ পরিপালন করিব। এই প্রকারে ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করত, সিদ্ধ, সদাবহ বায়ুর ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে কমনীয় স্বর্গনগরীতে গমন করিয়া রম্ভাকে চন্দ্রকলার ন্যায় আকাশ হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং সুকৃতবান্ সিদ্ধ, রম্ভাকে পদ্মহীনা পদ্মালয়ার ন্যায় দেখিলেন। তাহার বদন,—পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোহর। তাহার অঙ্গে যেন স্বয়ং অনঙ্গদেবই অধিষ্ঠান করিতেছেন; স্তনযুগল গজকুম্ভ-সদৃশ, নিতম্বদেশ অতিশয় স্থূল, বক্ষঃস্থল অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং মুখ নাসিকা প্রভৃতি সকল অবয়ব অতিশয় উৎকৃষ্ট। সিদ্ধ, প্রসিদ্ধ দেবগণের মনোহারিণী শোভনাঙ্গী রম্ভাকে হস্তে বীণা গ্রহণ করত বিকসিত রক্তোৎপল-সদৃশ পদ দ্বারা বিচরণ করিতে দেখিয়া বলিলেন—বরাঙ্গনে! বারাণসীতে এক ব্রাহ্মণ নিবাস করেন, তিনি তোমাকে মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; হে সুশ্রোণি! যদি তাঁহার সহিত পরিচয় থাকে, তাহা হইলে বল। ৩৮—৪৭। রম্ভা বলিল,—আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়াও দেখিতেছি, তাঁহার সহিত আমার কোন সংস্রব নাই। সিদ্ধ, রম্ভার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—ইন্দীবরাক্ষি! সম্প্রতি নিজ গৃহে গমন করিও না। অনন্তর সেই সিদ্ধ পুনরায় বারাণসীতে আগমন পূর্ব্বক শত শত সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক বন্দিত পঞ্চায়তনে উপস্থিত হইলেন। বারাণসীবাসী সেই ব্রাহ্মণ বহুকালানন্তর সমাগত সিদ্ধকে দর্শন করত জিজ্ঞাসা করিল,—হে সিদ্ধ! আপনি অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা রম্ভাকে কি দর্শন করিয়াছেন? আপনার নয়নপথ-বর্ত্তিনী সেই সুরাঙ্গনা আপনার জিজ্ঞাসায় কি উত্তর দিলেন? সিদ্ধ বলিলেন,—আমি রম্ভাকে দর্শন করিয়াছি। তদনন্তর রম্ভা আমার বাক্য শ্রবণে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করত সহাস্যে বলিল,—আপনি যাঁহার নাম করিলেন, ইনি কে? ইহাঁর নামও কখন শুনি নাই। সেই কথা শ্রবণ করত ব্রাহ্মণ বলিল,—হে তেজস্বিন্! আমি ব্রাহ্মণ; আপনি পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিয়া রম্ভাকে বলুন "তুমি ব্রাহ্মণকে জান না; সে কি!" সিদ্ধ, ব্রাহ্মণের সেই বাক্য স্বীকার করত সুকৃতিগণের বাসস্থল স্বর্গে গমন পূর্ব্বক রম্ভার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সিদ্ধ, বিশাল-সুন্দর-নিতম্ব-শালিনী, উন্নত-স্তনী, [illegible]

নয়া, দ্রষ্ট মনোহারিণী এবং পদ্মরাগ-সমকান্তি শুভ্র রম্ভাকে আলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত সেই চঞ্চল-তারা অপ্সরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শুভে! তোমার পরম প্রিয় ব্রাহ্মণ বারাণসীতে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি তার ঈদৃশ প্রিয়, অথচ সে আমাকে কি নিমিত্ত সমাদর করে না? অপ্সরঃ-সমূহের মধ্যে প্রধানা স্মিতাননা রম্ভা ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক সহস্র সিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধবরকে সম্বোধন করত বলিল,—হে সিদ্ধ! আপনি সেই ব্রাহ্মণকে বলিবেন যে, হে ব্রাহ্মণ! আপনি যদি রম্ভাকে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিয়ম করুন, তদনন্তর স্বর্গে গমন করিবেন। রম্ভা এই বাক্য দ্বারা সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করত তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক নন্দন কাননে গমন অপ্সরার সহিত সঙ্গতা হইল। হে দেবি! দেবগন্ধর্ব্ব-বন্দিত সেই সিদ্ধ পুনর্ব্বার কাশীধামে সমাগত হইয়া ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন এবং স্বর্গীয় সুখ স্মরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! যদি রম্ভা এবং দেবগণের নিকট আত্মজ্ঞাপনে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে বিশেষরূপে নিয়ম পরিজ্ঞাত হইয়া নিয়ম আচরণ করুন। ৪৮-৬৩। ব্রাহ্মণ বলিল,—হে সিদ্ধবর! অদ্য প্রভৃতি পাষাণ ভোজন করিব না। আপনি যদি স্বর্গে সেই রম্ভাকে দর্শন করেন, তাহা হইলে বলিবেন, "যে ব্রাহ্মণ পাষাণ ভোজন করে না, সেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে।" সিদ্ধ ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মানে সম্ভাষিত করত অব্যাহতগতি বায়ুর ন্যায় [illegible] স্বর্গে গমন করিলেন এবং রম্ভাকে বলিলেন—হে দেবি! সেই ব্রাহ্মণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। হে রম্ভে! তুমি কি তাঁহাকে জান না? যিনি পাষাণ ভোজন করেন না। সেই ব্রাহ্মণ যে দিন হইতে নিয়ম অবলম্বন করিলেন, রম্ভাও সেই দিনে তাঁহার বিষয়ে চিন্তান্বিতা হইল। হে দেবি! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণের অলৌকিক নিয়ম দ্বারা সকল বস্তুই রাত্রিকালে প্রদীপ দ্বারা যে প্রকার প্রকাশমান হয়, তদ্রূপ দেদীপ্যমান হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণ, নগরবাসী যে সকল লোকের অপ্রিয় ছিলেন, তিনি অলৌকিক তপোবলে প্রভাসম্পন্ন হইয়া, সেই সকল ব্যক্তিরই প্রিয় হইলেন। তিনি যাহার গৃহে গমন না করিতেন কিংবা যাহার গৃহ হইতে নির্গত হইতেন, সেই ব্যক্তিই আত্মবিস্মরণ পূর্ব্বক "আমি কে? এবং কি প্রকারে তাঁহার অদর্শনে জীবন ধারণ করিব" এইরূপ সর্ব্বদা একচিত্তে চিন্তা করিত। ব্রাহ্মণ নিরন্তর নির্জ্জন স্থানে নিয়ম পরিপালন পূর্ব্বক পরম সিদ্ধি লাভ করত ব্রহ্মধাম ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। হে দেবি অম্বিকে! নিয়ম অথবা বহু অল্প কিম্বা স্বল্পপরিমাণে উপাসিত হইলেও উপাসক নরগণকে স্বপ্রভাবে প্রকাশিত স্বর্গে লইয়া যায়। হে পার্ব্বতি! মনুষ্য নিয়মফলেই যে ব্রহ্মলোকে গমন করে। মনুষ্যগণ চিরকাল [illegible] কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠান করিয়াও অক্লেশে সেই লোকে গমন করিতে পারে না। হে কমলবদনে পর্ব্বতনন্দিনি! অনন্তর তোমার কি বক্তব্য? হে সুলোচনে! সেই ব্রাহ্মণ নিয়মাবলম্বন দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করত শচী-পতি ইন্দ্রের ন্যায় স্বর্গে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। হে সূর্য্য-চন্দ্র-সদৃশ কান্তিশালিনি! কমল-নয়নে! আমি নিয়মফল উক্ত প্রকারে বর্ণন করিলাম। অতএব নিয়ম-বিশুদ্ধ অভিপ্রায় সতত নিয়মেই স্থাপিত কর। ৬৪—৭৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন—ভগবতী মহাদেবের নিকট উক্ত নিয়মফল শ্রবণ করত সন্তুষ্টা হইয়া লোককর্ত্তা ত্রিজগৎ-ভর্ত্তাকে বলিলেন,—ভগবন্! মহাসিদ্ধি-সাধক ভবদুক্ত নিয়ম-ফল শ্রবণ করিলাম। ব্রাহ্মণ, কুকর্ম্মশালী হইলেও এই নিয়মপ্রভাবেই ব্রহ্মলোক গমন করিলেন। প্রভো! ওঙ্কারেশ প্রসঙ্গে আপনা কর্ত্তৃক উক্ত নিত্য নিয়মফল শ্রবণ করিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আর একটী গোপ্য বিষয় শ্রবণে আমার অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। হে চন্দ্রসদৃশ [illegible]! আপনি কি নিমিত্ত অর্দ্ধচন্দ্রকে নিরন্তর মস্তকে ধারণ করেন এবং আপনি যে চন্দ্রকে ধারণ করিয়া চন্দ্রশেখর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহার কারণ বিশেষরূপে বর্ণন করুন। আপনি আমাকে যে প্রকার দেহার্দ্ধে ধারণ করিতেছেন, চন্দ্রকে সেই প্রকারে কি নিমিত্ত মস্তকে ধারণ করিতেছেন? আর দেবতারা যাঁহার চরণধূলি প্রার্থনা করেন, সেই চন্দ্রই বা আপনার শিরোদেশে কিপ্রকারে অধিরূঢ় হইল? হে ভগবন্! সহধর্ম্মিণী বলিয়া আমার প্রতি দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক এই বিষয় বর্ণন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—সেই বিষয় শ্রবণের নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিতা পার্ব্বতী মহাদেবকে এই প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও প্রেমে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে সুমুখি! শ্রবণ কর। হে পার্ব্বতি! তুমি সতীরূপ ত্যাগ করিলে তোমার বিরহে আমি বনবাসই সুখকর বিবেচনায় অতিশয় নির্ব্বেদ অনুভব করত মুক্ত আত্ম-মাত্র দ্বিতীয় হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলাম এবং তপস্যা করিবার ইচ্ছায় গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রমণীয় গুহা, নদীতীর, ব্রহ্মবাসিগণের সমীপ, বৃক্ষ, দেবোদ্যান ও সাধারণ বন প্রভৃতি নানা স্থানে

বিচরণ করিতে লাগিলাম এবং প্রফুল্ল-ইন্দীবর-যুক্ত জলের সমীপে বিচরণ ও নিবাস করিতাম। হে সুস্তনি! কঠোর তপস্যা অবলম্বন পূর্ব্বক যে যে বৃক্ষ কিংবা পর্ব্বতে নিবাস করিতাম, সেই সেই বৃক্ষ এবং পর্ব্বত তীব্র তপস্যা-হুতাশনে দগ্ধ হইত; কোথাও বা কোন পর্ব্বতের শৃঙ্গ সকল ধূমাকীর্ণ, কোথাও বা কোন পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহ জাজ্বল্যমান হইত। এইরূপে আমার তপঃপ্রভাবে ধরাধরসমূহ দগ্ধ হইতে লাগিল। ১—১৩। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহমণ্ডল প্রভাহীন, লোকনিয়ন্তা যমও যেন জরাগ্রস্ত, অধিক কি ত্রিলোকবাসী দেব দানব প্রভৃতি সকলেই পর্য্যুৎসুক হইল। তদনন্তর দেবগণ সকলে ইন্দ্র এবং পিতামহ ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া আমার তেজোরাশি দ্বারা আকীর্ণ মন্দরাচলের অগ্রদেশে আগমন করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভগবন্! এ কি অদ্ভুত ঘটনা! কোন্ মহাত্মা আমাদিগকে অগ্নি দ্বারা এতাদৃশ পীড়া অনুভব করাইতেছেন? হে অমরসত্তম! কি প্রকারে এই অগ্নি শান্ত হইবে, আশ্রিতগণকে তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করুন। ইন্দ্র এই প্রকার বলিলে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সজল-জলদের ন্যায় গভীর গর্জ্জনে বলিতে লাগিলেন,—হে দেবেন্দ্র! যাঁহার প্রভাবে এই ত্রিভুবন দগ্ধ হইতেছে, সেই মহাত্মা মহাদেবের বিক্রম জানিতে আমি সমর্থ নহি এবং মহাদেবের সম্মুখে আমাদের কোনও প্রভুত্ব থাকিবে না, ইহার নিশ্চয় কে অন্যথা করিবে? কিন্তু আমিও জগৎহিতের নিমিত্ত তোমার হিতকর কার্য্য করিব। মহাদেব চন্দ্রশেখর চন্দ্রকে না পাইয়া এতাদৃশ অশান্ত রূপ ধারণ করিয়াছেন। অতএব যদি এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে, চল, সকলে চন্দ্রকে লইয়া চন্দ্রশেখরের মস্তকে সংস্থাপন করিব। পত্নীবিহীন মহাদেব দিবসে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান হইয়া আমাদিগকে দহন করিবেন। হে সৌম্য! নিশ্চয়ই তিনি দেবতাস্বরূপ এক চন্দ্রকে প্রীতিপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিবেন। মহাদেবের মস্তকে চন্দ্রচূড়ান্বিত মণি শোভিত হইয়া সকল তেজ সুন্দররূপে সংহরণ করিবে। এইরূপে আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইবে এবং তিনিও সন্তুষ্ট হইবেন। আর হিমাংশুর [illegible] ভবে তাঁহারও সকল সন্তাপ দূরীভূত হইলে তিনিও শান্তিলাভ করিবেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ পিতামহ কর্ত্তৃক উক্ত হিতজনক উপায় অঙ্গীকার পূর্ব্বক মঙ্গলকর সেই চন্দ্ররূপ মণি দ্বারা একটী অমৃতপূর্ণ এবং অপরটী বিষপূর্ণ, এই দুইটী কুম্ভ গ্রহণ করত, হে দেববন্দিতে! সেই দেবগণ শিবসমীপে উপস্থিত হইলেন। বস্ত্রাবৃত একহস্ত-পরিমাণে উন্নত বিষ এবং অমৃতপূর্ণ কলসদ্বয় পুষ্পবিশিষ্ট চন্দনের ন্যায় সুন্দর [illegible] করিতেছিল। ১৪—২৩। অনন্তর বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় দেবগণের ইন্দ্রিয় সকল এবং চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল। পিতামহ ব্রহ্মা সম্বোধন পূর্ব্বক মহাদেবকে বলিলেন,—হে দেব! এই অমৃত এবং বিষপূর্ণ কলসদ্বয় আপনি গ্রহণ করুন। উপস্থিত অমরবৃন্দ আপনার ঐশ্বর্য্য দর্শন করুন। হে প্রমথ-পূজিতে! পরমেশ্বরি! আমি ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত কলসদ্বয়ের মধ্যে প্রথমতঃ অমৃতপূর্ণ কলস গ্রহণ করিলাম। তাহাতে আমার মস্তকদেশে চন্দ্র রেখামাত্রে পরিণত হইয়া অবস্থিত রহিলেন। হে ইন্দীবরাক্ষি! অনঘে! দেবি! তদনন্তর বিষপূর্ণ কুম্ভ মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক সেই অঙ্গুলি গ্রীবাদেশে লেপন করিলাম এবং আমার মস্তকে অমৃত থাকায় 'চন্দ্রশেখর' ও কণ্ঠে বিষ থাকায় 'নীলকণ্ঠ' এই উভয় আখ্যা লাভ করিলাম। সমকালে আমার মস্তক এবং ললাট এই উভয় স্থানে চন্দ্র এবং বিষ দৈহিক অঙ্গের ন্যায় জন্মিল। যত প্রকার সুন্দর বস্তু আছে, তাহার মধ্যে অধিকতর সুন্দর উত্তমাঙ্গগত চন্দ্র দ্বারা সেই তেজ জল দ্বারা পার্থিব বহ্নির ন্যায় বিনষ্ট হইল। হে বামলোচনে পার্ব্বতি! সেই হলাহল বিষ দ্বারা আমার কণ্ঠ শ্যামবর্ণ হইল। হে সুন্দরি! তদনন্তর আমি দেবগণের সম্বন্ধে নামানুরূপ সৌম্য রূপ ধারণ করিলাম। হে সুস্তনি! আমি উভয় লক্ষণে উপলক্ষিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য হইলাম। যে নিমিত্ত আমি মস্তকে চন্দ্র ধারণ করিতেছি, সে বিষয় বিশেষরূপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি অর্দ্ধচন্দ্রের উৎপত্তি-বার্ত্তা শ্রবণ করে, হে দেবি! সে দেহান্তে গাণপত্য পদ প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি, পুণ্যজনক, সকল কালে সুখকর এবং পিতৃগণের স্বর্গপ্রাপক এই প্রবন্ধ শ্রবণ করায়, তাহার সকল কলুষরাশি বিনষ্ট হয়। যে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইয়া চন্দ্রজন্ম অধ্যয়ন করে, স্বয়ং মহাদেব তাহাকে দেহান্তে বিষয়সম্পর্কশূন্য মহৎ গাণপত্যপদ অর্পণ করেন। ২৪—৩৮

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—নগেন্দ্র নন্দিনী অব্যয়া মহাভাগা পার্ব্বতী বিষদোষ-পরিণাম শ্রবণ করিয়া, সকল দেবগণের পতি নিজপতিকে বলিলেন,—হে দিগম্বর! দেবেন্দ্র! আমা অপেক্ষা পুণ্যবতী আর কেহ নাই; কেননা, ভূত এবং দেবগণের পতি মহাদেব, আমার পতি। প্রমথগণের সহিত শ্মশানে নৃত্যপর আপনাকে অণিমাদি-ঐশ্বর্য্য-সমূহযুক্ত এবং ভস্মবিভূষিত রূপে দর্শন করিতেছি। অথচ আপনি বিভূতিযুক্ত এবং ইচ্ছানুরূপ বরদানে সমর্থ হইয়াও কি নিমিত্ত ভস্ম এবং

রজ অঙ্গে লেপন করেন? গোরোচনা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট চন্দন থাকিতেও আপনি কি নিমিত্ত ভূতিকেই আমা অপেক্ষা প্রিয় বোধ করেন? ভূতির জন্ম কোথা হইতে? এবং কি নিমিত্তই বা উহা আপনার এতাদৃশ প্রিয়তম হইল? হে ঈশ্বরশ্রেষ্ঠ বালেন্দুভূষণ! এই বিষয় বিশেষরূপে আমাকে বলুন। চন্দ্রশেখর উমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত জাজ্বল্যমান অনল সদৃশ উজ্জ্বলাঙ্গী দুর্গাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে চন্দ্রবর্ণে চন্দ্রমুখি! চন্দ্র ও পদ্মের ন্যায় শোভাশালিনি দেবি! যেরূপে ভস্ম আমার অঙ্গলেপন হইল, তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভৃগুবংশে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কঠোর নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক তীব্র তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি এতাদৃশ কঠোর তপস্যা করিতেন যে, গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে অগ্নি এবং মস্তকে সহস্রাংশুর সন্তাপ সহন, হিম-ঋতুতে জলমধ্যে শয়ন এবং বর্ষাকালে ধারাধর-সমূহের প্রবল ধারা সহনপূর্ব্বক আকাশ মধ্যে অবস্থান করিতেন। এই প্রকার তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার ক্ষুধা বোধ হয়। অনন্তর তিনি চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম কিংবা দশম দিনে কালে কালে পরিমিত শাক প্রয়োগপূর্ব্বক অপূর্ণ আহারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শল্লক, শরভ (অষ্টপদ মৃগবিশেষ), সিংহ এবং শৃগাল প্রভৃতি জন্তুগণ দাসের ন্যায় বনে বনে ফলাদি আহরণ পূর্ব্বক সেই স্থানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। যাহারা শস্য কুশাদি ভোজন করে এবং যে সকল মৃগ মাংস ভোজন করে, তাহারা সকলেই তাঁহার প্রভাবে স্বাভাবিক শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া ছিল। জাজ্বল্যমান অনল সদৃশ তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণ তপস্যা দ্বারা পুষ্করের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া তপঃপ্রভাবে লোক মণ্ডলকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। [illegible] জল বা শাক মাত্র আহার্য্য গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর সেই তপস্বী লোকে পর্ণাদ নামে বিখ্যাত হইলেন এবং হে [illegible]! পর্ণ মাত্র আহার করিয়া চর্ব্ব্যাদি উৎকৃষ্ট পূর্ণাহারজাত তৃপ্তি লাভ করত বহু দিন ও বহু বৎসর অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর ধার্ম্মিক সেই মুনির চিত্তে এইরূপ চিন্তা উপস্থিত হইল,—"আমি নিরন্তর সত্য এবং ধর্ম্ম [illegible] তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছি, কিন্তু যে দিন আমার দৈহিক রক্ত শাকরসের ন্যায় বিবর্ণ হইবে, সেই দিন অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম নিষ্ফল হইবে।" হে পদ্মকিঞ্জল্ক-কান্তি পার্ব্বতি! অনন্তর সেই তপোধন একদিন ধর্ম্মকার্য্যের অনুরোধে রক্তবর্ণ কুশসমূহ ছেদন করিতেছিলেন। পার্ব্বতি! অনন্তর সেই কুশচয়ন করিতে করিতে অসির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ কুশ দ্বারা আঘাতে ব্রাহ্মণের মধ্যমা অঙ্গুলি ছিন্ন হইলে তাহা হইতে শাকরস-সদৃশ রক্ত পতিত হইতে দেখিলেন। তদ্দর্শনে তিনি হাস্য পূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ভয়ঙ্কর গর্জ্জন দ্বারা অনুগত মৃগগণকে সন্ত্রাসিত করিলেন। হে অম্বিকে! সেই মৃগগণ তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বিকার দর্শনে ভীত হইয়া সিংহ-সন্ত্রাসিতের ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল। হে অম্বিকে! তদনন্তর "তাঁহার চিত্তবিভ্রংশ না হয়" এই বিবেচনায় আমি বিপ্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের দৃষ্টিগোচর হইলাম। ১—২৪। পার্ব্বতি! আমি তাঁহাকে "হে ব্রাহ্মণ! আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি" এই প্রকার বলিলেও পর্ণাদ আমার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্য এবং গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে কালে আমি তাঁহার অত্যন্ত নিকটস্থ হইলাম,—তখনই তিনি নৃত্য হইতে বিরত হইলেন। হে পার্ব্বতি! অনন্তর আমি তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলাম,—হে বিপ্র! এ কি? তোমার আজ এ অভূতপূর্ব্ব ভাব কি নিমিত্ত উপস্থিত হইল? চন্দ্র হইতে যে প্রকার অন্ধকারের উদ্ভব অত্যন্ত অসম্ভব, তদ্রূপ তোমারও এ ভাব অবলম্বন অনুচিত। আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ করিলে অক্লেশে তপস্যা-ধন লাভ হয়। তপস্যাই যজ্ঞ এবং কীর্ত্তি, অতএব চিরসঞ্চিত সেই তপস্যা নাশ করিও না। চন্দ্র, আমি সুন্দর—সূর্য্য, আমি তেজস্বী—এবং অগ্নি,—আমা ভিন্ন দাহকার্য্য সম্পন্ন হয় না—এই বিবেচনায় কখন অহঙ্কার করেন না। জন্ম-সঞ্চিত তোমার তপস্যা স্বয়ং ধর্ম্ম এবং দানাদি দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে। আত্মশ্লাঘা দ্বারা সকলই কলুষীভূত হয়, অতএব তুমি তপস্যাজনিত অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। শরীররূপিণী পৃথিবী আত্মা হইতে ভিন্ন, তাঁহাতে বহুবিধ রস বর্ত্তমান আছে, অতএব তোমার শরীর হইতে শাকরস নির্গত হইয়াছে বলিয়া তুমি বিস্ময়-বশীভূত হইও না। এই ভূমণ্ডলে তোমা অপেক্ষা তপঃশালী অনেক তপস্বী আছেন। হে ব্রাহ্মণ! দেখ, আমারই শরীর তপস্যা দ্বারা নিষ্পাপ হইয়াছে। তুমি অভিমান করিতেছ, 'আমি [illegible]', কিন্তু আমি তোমাকে পাপী বলিয়াই অনুমান করি। দাহ্যমান তৃণ হইতে যে প্রকার ভস্ম বহির্ভূত হয়, সেইরূপ আমারও শরীর হইতে ভস্ম পতিত হইতেছে। হে পরমসুন্দরি! তদনন্তর আমি সেই ব্রাহ্মণের সমক্ষেই নিজ অঙ্গুলি দ্বারা আপনার মধ্যমাঙ্গুলি ছেদন করিলাম। অনন্তর সেই অঙ্গুলি হইতে ক্ষারধারা পতিত হইতে লাগিল এবং সেই প্রকার শুভ্র ভস্মধারা যজ্ঞে সুধাধারার ন্যায় পতিত হইল। সেই ব্রাহ্মণ আমার অঙ্গুলি হইতে ভস্মধারা পতিত হইতেছে দেখিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সাধুবাদপূর্ব্বক বলিল,—আপনি 'এই পৃথিবীতে কত রস আছে' এইরূপ যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, তাহা সত্য। আমার অঙ্গুলি হইতে শাকরস নির্গত

হইতে দেখিয়া, যে অহঙ্কার হইয়াছিল, তাহা আপনি অঙ্গুলি হইতে ভস্মধারা নির্গত করিয়া, প্রশান্ত করিয়াছেন। আপনি কে? জন্মগ্রহণ দ্বারা কোন গোত্র পবিত্র করিয়াছেন? আপনি কোন্ নামে কোন্ কর্তৃক অভিহিত হন? এবং আপনার তপস্যাই বা কি প্রকার? আপনার অঙ্গুলিচ্ছেদন করাতে ভস্মধারা পতিত হইল। অনেক সহস্র বৎসর বহু কষ্টে মহাদেবের অনুরাগে আমি তপস্যা করিতেছি বলিয়া অনুগ্রহার্থ কি আপনি কি নবজলধরকান্তি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুরূপে আমাকে দর্শন দিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন? কিংবা সেই মেঘবাহন ইন্দ্র অথবা উপাস্য দেবদিগের মহাদেব ইহার মধ্যে আপনি কে? হে বামলোচনে সৌন্দর্য্যসম্পাদিনি! সেই ব্রাহ্মণ এই প্রকার বলিলে, আমি তাঁহাকে দর্শনীয় নিজ রূপে সাক্ষাৎ দর্শন দিলাম। হে চঞ্চলাক্ষি প্রিয়ে পার্ব্বতি! তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সংযমে শীঘ্র ধরণীলুণ্ঠিত অঙ্গে আমার চরণতলে পতিত হইলেন এবং স্তব করিতে লাগিলেন। পর্ণাদ বলিলেন,—ব্রাহ্মণরূপী শূলধারী মহাদেবকে নমস্কার করি। ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর পূজ্য শঙ্করকে আমি প্রণাম করি। ভস্ম আপনার অঙ্গরাগ হইয়াছে এবং অঙ্গে ভস্ম লেপন করাতে বিকৃতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। [illegible] অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ ভস্ম দ্বারা বিলেপিত হইয়াছে এবং আপনি দুঃখহরকারী ফল প্রদান করেন। হে দেবি! সেই ব্রাহ্মণ এইরূপে আমার স্তব করিলে, ভাব শুদ্ধচিত্ত ভাব সদ্ভাব দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলাম,—হে ব্রাহ্মণ! তুমি অদ্য স্তব দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ, স্তবের ফল শ্রবণ কর; এই স্তবপাঠে অমর ও শ্রীশালী এবং সকল দুঃখবর্জ্জিত হয় আর তুমি আমার প্রিয়তম গণাধিপতি হইবে। অদ্য যেরূপ আমার ইষ্ট সিদ্ধ হইল; অতএব তুমিও আমার তদ্রূপ ইষ্ট গণাধিপতি হও। গো, বিপ্র, গুরু এবং দেবগণের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা থাকুক। হে গণেশ্বর! যোগবলে আনন্দিত হইয়া, আমাকে প্রণাম করত মদন্ত সুমেরু পর্ব্বতস্থিত দেব-যোগ্য আবাসে নিবাস কর। হে অমৃত-সুগন্ধিনি! ঐ নির্ম্মল ভূতি আমার বিলেপন এবং সর্ব্বোত্তম স্নান হইল। হে সুন্দরি! পুণ্য-কনখল-স্থিত গঙ্গাতে স্নান করিলে যে পুণ্যসঞ্চয় হয় এবং প্রয়াগতীর্থে স্নান করিলে যাদৃশ পুণ্য সঞ্চয় হয়; হে দেবি! সেই পুণ্যফল সমস্তই ভূতিস্নানে হয়। পুষ্কর, প্রভাস এবং সপ্তমল নামক তীর্থে স্নান করিলে, যে ফল লাভ হয়, মনুষ্য যত্নপূর্ব্বক ভূতিস্নান করিলেও সেই ফল লাভ করে। ২৫—৫১। পুষ্কর, প্রভাস এবং সপ্তবক তীর্থে স্নান করিলে, যাদৃশ ফল লাভ হয়, হে ভীরু প্রিয়ে! ভূতিস্নানে তাহা অপেক্ষা শতগুণ ফলপ্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, শক্র, যম, অগ্নি এবং বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এই ভূতিস্নানবলে সম্পদ লাভ দ্বারা সকলের পূজ্য হইয়াছেন। দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, ঊনপঞ্চাশৎ পবন এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয় এই সকল দেবগণ ভূতিস্নান-উপাসনা-বলে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন এবং অন্যান্য তপোধন, সিদ্ধ, উরগ ও চারণ সকলে এই স্নান-মাহাত্ম্যে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে পার্ব্বতি! ভূতিস্নায়ী ব্যক্তির কোন প্রকার পিশাচ, রাক্ষস এবং যক্ষাদি হইতে ভয় হয় না। হে প্রিয়ে! আমার সদৃশ, যোগ বিষয়ে আমার তুল্য ক্ষমতাশালী, এই যে সকলকে দেখিতেছ, ইহারা ভূতিস্নানবলেই আমার অনুচর হইয়াছে। আমার ভূতি হইতে উৎপন্ন স্বর্গ, পরিমিত ফল প্রদান করে। কিন্তু আমার সাক্ষাৎ ভূতি বিবিধ ধন দানে সমর্থ হয়। হে শৈলেন্দ্রনন্দিনি! যে সকল ব্রাহ্মণ পরম ভূতির প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে, রাক্ষসগণও তাহাদের বিঘ্ন করিতে সমর্থ হয় না এবং যে সকল ব্রাহ্মণ পরম ভূতি আশ্রয় করে, তাহারা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, আমার লোকে বিচরণ করে। হে বামলোচনে! যত প্রকার স্নান আছে, তাহার মধ্যে ভূতিস্নানই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভূতিস্নানের যে কি ফল, তাহা গণেশ্বর সকলে অবগত আছে। যেমন গঙ্গা সদৃশ তীর্থ নাই, বেদ সদৃশ শ্রুতি নাই, মৃত্যুর ন্যায় শাস্তা নাই, সেই প্রকার ভূতি সদৃশ তপস্যা নাই। যে প্রকার হিংস্রজন্তু-সমূহ পরাহংসিত অথবা প্রমত্ত জন্তুর হিংসন করে না, সেই প্রকার বিঘ্নসমূহ ভূতিস্নায়ী ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। হে কমলনয়নে! সুগন্ধে! এই প্রকারে পর্ণাদের প্রতি অনুগ্রহ-বিধানের নিমিত্ত আমি ভূতিকে অঙ্গে লেপন করিয়াছি। হে শুচিস্মিতে! যে প্রকারে ভূতি উৎপন্ন হইল এবং যাহাতে তাহা আমার অঙ্গলেপ হইল। সেই পুণ্য বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। হে নগেন্দ্রনন্দিনি! মনুষ্য কিংবা অসুরের মধ্যে যে আমার এই ভস্মস্নান উপাসনা করে, হে কমল-লোচনে! সেই ব্যক্তি আমার প্রমথগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সূর্য্য অগ্নি ও চন্দ্র সদৃশ কান্তিশালী, দেব, গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণ কর্তৃক পূজিত এবং পরম রমণীয় হয়। ৫২—৬৭।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—পতিব্রতা গিরীন্দ্রনন্দিনী কমললোচনা দুর্গা ভূতির উৎপত্তি-উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া, পতি পশুপতিকে বলিলেন,—হে ঈশ্বর! ব্যাস, [illegible] অন্তকালীন নির্বাণস্থান; শববাহকের দ্বারা [illegible] বর্ণ হয়; [illegible]

সঙ্কীর্ণ, যাহা সিদ্ধচারণগণ প্রভৃতি দ্বারা চতুর্দ্দিকে সঙ্কুল; মৃত ব্যক্তির শিরা ও গন্ধযুক্ত মাংসে পূর্ণ, ভূতসেবিত; নিন্দিত প্রেত ও ভূতে সমাকীর্ণ; মেদ-রুধির পঙ্কিল; শিবাশব্দ ভীষণ; শত শত কাক ও পেচকগণে ব্যাপ্ত; নানাপ্রকার পক্ষী, মৃগসমূহে সঙ্গত; মত্ত কুক্কুর সকলের শব্দে ভয়ঙ্কর, পশুসমূহ কর্তৃক ক্ষত শব-বপু এবং পৃষ্ঠে ভূষিত শ্মশান প্রদেশে রাত্রিকালে—বসাপূর্ণ কপালে চিতানল দ্বারা মহিষ পাক করত, নৃত্য করিতে করিতে ভয়ঙ্কর অট্টহাসপূর্ব্বক সর্ব্ব ভূতগণকে সন্ত্রাসিত এবং দানবগণকে নিপাতিত করিয়া, প্রভুগণেরও প্রভু আপনি শান্তপ্রকৃতি হইলেও উন্মত্তবৎ কি নিমিত্ত শয়ন করেন? হে ঈশ্বর! এ কি আপনার উচিত কর্ম্ম। যে স্থানে কুশ কাশ প্রভৃতি দ্বারা মৃতব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড প্রদত্ত হইতেছে, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র পতিত রহিয়াছে, মুষল উদূখল লুণ্ঠিত হইতেছে, শৃগালসমূহ প্রচণ্ড রব করিতেছে, আজ্যাহুতি নিক্ষেপ দ্বারা চিতানল অধিক প্রজ্বলিত হইতেছে, অপবিত্র খট্টা, পীঠক (খোস্তা) ও শূর্পাদি দ্বারা ব্যাপ্ত এবং মৃতগণের নানাপ্রকার বস্ত্র ও আভরণাদি দ্বারা বিভূষিত, সেই স্থান সকল দেহিগণের ভয়ঙ্কর রৌদ্র, অদ্ভুত এবং বীভৎস রসের লীলা-ভূমি, দুর্গম ও দুর্দ্ধর্ষ। [illegible] মৃতকেশ পতিত থাকায় বোধ হইতেছে, যেন [illegible] ভূষিত, সেই স্থান শিরো-ভূষণে শোভিত হইতেছে, কোন কোন স্থানে ভীত মৃতশয্যা, এবং গজচর্ম্ম নিপতিত হইয়াছে। বেদ বিখ্যাত ত্রৈলোক্যনাথ মহাদেব হর! আপনার নাম ও চরিত্র সর্ব্বচিন্তিত। হে ঈশ্বর! ত্রৈলোক্য-ভাবিনী আমি আপনার আজ্ঞাকারী ভার্য্যা এবং পোষণীয়া; কিন্তু আপনার এই অসদাচারণ দর্শনে আমার চিত্ত ভ্রান্ত এবং সন্তপ্ত হইতেছে। হে সর্ব্বদেবময় ঈশ্বর! সকল দেবগণই আপনার পূজা করিয়া থাকেন এবং আপনি মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তথাপি কি নিমিত্ত আপনার আচার এ প্রকার কুৎসিত? জগদীশ্বর! আপনার আবার ঈশ্বর কে? অতএব এ বিষয় দৈব-জনিত নহে। হে মহাদেব! নিশ্চয় ইহাতে গুরুতর কারণ আছে; হে প্রভো! এ বিষয়ে আমার মহৎ কৌতূহল জন্মিয়াছে। হে দেব! আমি এই গোপ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, অতএব আমার নিকট এ বিষয় বর্ণন করুন। ১—১৮। পার্ব্বতী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ঈষৎহাস্যে প্রফুল্লনয়ন পতি মহাদেব ঈষদানন্দিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন,—হে রক্তবর্ণে অম্বিকে! তপস্যার কাল স্বরূপ করাল-বদন আমি [illegible] উপস্থিত হইলে স্বর্গে বিকটস্বরে রোদন [illegible]। তদনন্তর অনাদি অব্যয় পুরাতন দেব [illegible] করিয়া বলিলেন,—হে কুমার! তুমি [illegible] এ প্রকার ঘোররূপ [illegible] করিতেছ? বক্তৃগণের অগ্রগণ্য সেই দেবকে তখন আমি বলিলাম;—হে দেব! আমাকে অনুরূপ নাম প্রদান করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"হে দেব! এই নিমিত্ত তুমি রোদন করিতেছ? চিন্তা কি আজ হইতে তুমি রুদ্র নামে বিখ্যাত হইলে", হে বরবর্ণিনি! এই কথা তিনি আমাকে বলিলেন। হে অম্বিকে! তথাপি আমি সে স্থান হইতে উত্থানপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলাম। তদনন্তর তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে নীল লোহিত! তুমি আবার কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? রোদন করিও না, হে অনঘ! বল, আর তোমার কোন অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে?" তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে আমি তাঁহাকে রোদন করিতে করিতেই বলিলাম, আমাকে আরও নাম প্রদান করুন। হে কার্ত্তিকেয়-জননি! তিনি আমাকে পুনর্ব্বার সাতটী নাম প্রদান করিলেন। হে অম্বিকে! সেই সাতটী নাম প্রাপ্ত হইলেও আমি রোদন করিতে লাগিলাম। তখন লোকেশ্বর স্বয়ং কেশব আমার হস্ত স্পর্শপূর্ব্বক রোরুদ্যমান আমাকে বলিলেন,—"তুমি কি নিমিত্ত বারংবার অতিশয় রোদন করিতেছ? তোমার রোদনের কারণ কি?' তদনন্তর তিনি স্বয়ং আমাকে অন্যান্য নাম সকল প্রদান করিলেন। হে পার্ব্বতি! তদনন্তর বিদিতাত্মা সেইপুরুষ আমার অভিপ্রায় জানিয়া বলিলেন,—"তুমি সকল দেবগণের মধ্যে প্রধান মহাদেব নামে খ্যাত হইলে।" হে প্রিয়ে! আমি এই বাক্য শ্রবণে আর রোদন করিলাম না। নাম সকলের অর্থ শ্রবণ কর, আমি সুভ্র-দ্রাণগণকে ত্যাগ করিয়া, অশুচি বস্তু প্রার্থনা করি এবং লোকসমূহকে বিদ্রাবিত করি, সেই নিমিত্ত রুদ্র নামে বিখ্যাত হইয়াছি। আমি যেহেতু সংহার কালে সকলকে হরণ করি, অতএব হর নামে বিখ্যাত হইয়াছি। মহাকাল স্বরূপ আমি যেহেতু কালরূপে বিচরণ করি, এ নিমিত্ত আমাকে কাল নামে আখ্যান করে। শৃ এবং হৃ ধাতুর অর্থ ভক্ষণ; হে অম্বিকে! আমি যেহেতু অন্তে লোকসমূহকে গ্রাস করি, অতএব শর্ব্ব এবং সর্ব্ব এই নামদ্বয়ে বিখ্যাত হই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমূহ লইয়া জ্ঞানের নিমিত্ত সজ্জন এবং পণ্ডিতগণের চিত্তে ভব উৎপাদন করি, এই নিমিত্ত আমি ভব নামে প্রসিদ্ধ। ১৯—৩২। হে অনিন্দিতে! ছাগ এবং সামান্য মনুষ্যের বসালিপ্ত ভগেরও নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নষ্ট করি এবং উগ্র যেহেতু শান্তিলাভ করে, অতএব উগ্র নামে বিখ্যাত হই। আমি মহৎ-সমূহের মধ্যে মহান্, মহী প্রভৃতির পতি এবং মহাশনকে [illegible] করি, অতএব আমি রুদ্র নামে খ্যাত হইয়াছি। হে সুশ্রোণি! আমি ঈশ্বর-সমূহেরও ঈশ্বর এবং [illegible] পদার্থের উৎপাদন বিনাশ ও দানে ঈশ্বর; অতএব পণ্ডিত-

গণ আমাকে পরমেশ্বর বলেন। হে পার্ব্বতি! আমি যেহেতু প্রজাদিগের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব আচরণ করি, অর্থাৎ সংহার কার্য্য করি এবং যেহেতু রৌদ্রভাব আচরণ করি, অতএব রৌদ্রকর্ম্মা নামে আমাকে নির্দ্দেশ করে। হে পার্ব্বতি! অভিলষিত আমার এই নামসমূহ অতিশয় গোপ্য মনুষ্যগণ ইহা দ্বারা স্তব করিলে, ব্যক্তরূপী আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হই। অনন্তর ইহার ফল শ্রবণ কর, হে দেবি! যে ব্যক্তি চিতাকুণ্ডে এই সকল নাম দ্বারা আমার পূজা করে, সে দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া, ব্রহ্মাদি লোকেশ্বরের সাম্য লাভ করে। হে প্রিয়ে। আমার এই নাম সকল যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, অন্তকালে তাহার নিত্য গাণপত্য পদ লাভ হয়। হে দেবি মনস্বিনি। যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিধি অনুসারে কর্ম্ম আচরণ করে, তৎকৃত কর্ম্ম প্রসিদ্ধ হয়, কিন্তু সে কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফলের ভোগী হয় না। হে নগেন্দ্রনন্দিনি! পুরুষের যে যে কর্ম্ম লিখিত আছে, সুসাধ্য হউক বা দুঃসাধ্য হউক, পুরুষকে সেই কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হইবে। লোকস্রষ্টা বিধাতার আদেশ, অন্যথা করিতে কাহার ক্ষমতা আছে? সকল ভূতই তাঁহার বশবর্ত্তী, তিনিও সকলকে স্ব স্ব কর্ম্মে উপদেশ করেন। হে বরারোহে। বরবর্ণিনি! কলিকালে আমি সেই পুরুষের আদেশানুসারে কর্ম্ম করি। হে প্রিয়ে! প্রজা-সংহারকারী আমি সংবৎসর কাল, আমার সহধর্ম্মিণী তুমি কালরাত্রি। হে পার্ব্বতি! আমি তোমাকে বিশেষরূপে জানি, তুমিও আমাকে বিশেষরূপে জান। ত্রিবিক্রমের পাদত্রয় স্বরূপ এই জগৎত্রয় তোমার এবং আমার স্বরূপ। বিধাতা উচিত বিবেচনায় এই কর্ম্ম আমাতে বিন্যাস করিয়াছেন যে, যে প্রকার নীতি হইতে আচার বহির্ভূত নহে। হে পার্ব্বতি! পুণ্য রমণীয় এবং সিদ্ধক্ষেত্র স্বরূপ শ্মশানভূমিই আমার অভীপ্সিত, সেই স্থানে অবস্থান করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হই। হে বামলোচনে! বিশেষতঃ এই গণপতিগণ তথায় অতিশয় সুখী হন, তাঁহাদের অনুরোধে আমিও তথায় পরমানন্দ অনুভব করি, অতএব শ্মশানই আমার প্রিয়তম স্থান। হে বিষয়াধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিধাতা যাহাকে যে বিষয়ে নিয়োগ করেন, সে ব্যক্তি তাহাই অবলম্বনপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে; কারণ তাহাই তাহার ঐশ্বর্য্য। হে কপালিনি। আমি যেরূপ শ্মশানভূমিকেই হিতকর বিবেচনা করি, সকলেই সেইরূপ বিধাতৃদত্ত বিষয়কে বহুগুণশালী বিবেচনা করত সর্ব্বদা তাহাতে স্নেহবান্ হয়। হে অনঘে! আগম শ্রুতি এবং তীর্থাদি সেবায় যে ফল লাভ হয়, আমি বলিতেছি, ভক্তিমান আচরণেও সেই ফল-প্রাপ্তি হয়। বেদাদিতে কীর্ত্তিত, এই আমিই সাধক; অতএব আমি সেই দেবাদিদেব জগন্নাথকে দর্শন করিয়াছি। ৩৩—৫২।

সনৎকুমার বলিলেন,—'হে যমেরও অন্তক চন্দ্রশেখর বাগ্মিবর কালস্বরূপিন্! আমি পূর্ব্বোক্ত বাক্যের উত্তর শ্রবণ করিলাম। পৃথিবী, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু এবং লিঙ্গে মনুষ্যগণ ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে। কেহ কেহ নৃত্য গীতাদি দ্বারা তোমার পূজা করে, নির্নিমেষ-নয়নে ধ্যানপূর্ব্বক প্রণাম করে। কোন কোন মনুষ্য ঘৃত, দধি, ক্ষীর, সুগন্ধি-জল, এবং গোময় দ্বারা তোমাকে স্নান করায় এবং যাহারা গন্ধ, ধূপ, মাল্য ও অন্যান্য প্রচুর উপহার দ্বারা আপনার পূজা করে, ত্রিলোচন! তাহাদের কি ফল লাভ হয়? হে অনঘ! যাহারা পর্য্যুষিত মাল্য আপনাকে প্রদান না করেন, তাঁহাদেরই বা কি ফল হয়? হে বাচস্পতিপতে! সেই বিষয় বিশেষরূপে বলুন।' উমাপতি মহাদেব ঐরূপ দেবীর বাক্য শ্রবণ করত মধুর সম্ভাষণে ভার্য্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক আর্য্য বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে সরল-বচনে বামোরু! শ্রবণ কর। আমাকে পূর্ব্বোক্ত নানা বিষয়ক যাহা প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর। আমার ভক্ত হইয়া, যে ব্যক্তি তোমাতেও ভক্তিপ্রকটন করে, তাহা কর্তৃক যোগ নিয়মাদি সকল কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়। হে বেদাদ্যে! সে বিষয় তুমিও ত বিশেষরূপে জান, তোমা ভিন্ন আর কেহই জানে না। অধিক কি, বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্যও জানেন না। আমার ভক্তগণের প্রতি যে ব্যক্তি যেরূপ ভক্তি প্রকাশ করে, হে সুশ্রোণি! আমি তাহাকে সেইরূপে ভবাম্বুধি হইতে উত্তীর্ণ করি। স্নান ও পূজা বিষয়ে তুমি যে যে প্রশ্ন করিলে, আমি সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। হে কন্দর্পশোভিনি! যে ব্যক্তি সুগন্ধি জলে আমাকে স্নান করায়, তাহাকে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রদান করি। যে ব্যক্তি সুগন্ধ তৈল দ্বারা আমার স্নান সম্পাদন করে, আমি সুগন্ধ হইয়া, তাহাকে অতিরাত্র নামক পুণ্য যজ্ঞের ফল প্রদান করি। যে ব্যক্তি মধু দ্বারা আমাকে স্নান করায়, তাহাকে বাজপেয় যজ্ঞের ফল অর্পণ করি। হে গিরীন্দ্রনন্দিনি! যে ব্যক্তি অর্চ্চা দ্বারা আমার পূজা করে, তাহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রদান করি এবং সে ব্যক্তি স্বর্গলোকে পূজ্য হয়। ৫৩—৬৭। যে ব্যক্তি এই জগৎকে লিঙ্গময় জানিয়া, লিঙ্গে আমার পূজা করে, তাহা অপেক্ষা অন্য কেহ আমার প্রিয় হয় না; সম্প্রতিও তদপেক্ষা আমার প্রিয় কেহ নাই। চতুর্দ্দশী তিথিতে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, তৈল, জল কিংবা গো-দুগ্ধ দ্বারা আমার স্নান করাইলে, দেবসদৃশ অজর, অক্ষয়, আমার প্রিয়তম এবং বিশ্ববিজয়ী হয়। হে দেবি! যাঁহারা তৎপর হইয়া শিবলিঙ্গের পূজা করেন, তাঁহারা একাগ্রচিত্তে শিবপূজা-বলে ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, গোলোক এবং অমরলোকে ইচ্ছাক্রমে বিচরণ করেন। ইন্দ্র, সোম, ভগ, পূষা, বায়ু,

অগ্নি এবং দিবাকর প্রভৃতি দেবগণ অভ্রমে সেই ব্যক্তির পূজা করেন। অতএব মনুষ্যগণও সর্ব্বদা লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে। হে চন্দ্রবর্ণে! যে ব্যক্তি লিঙ্গে আমাকে পূজা করে, সেই মনুষ্য গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা প্রভৃতি সকলের গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা সেবিত হয়। লিঙ্গে যাহারা আমাকে পূজা করেন, নর নারায়ণ, জৈগীষব্য ও বলি সেই লিঙ্গার্চ্চন-জনিত সন্তোষ বিজ্ঞাত হন। যে ব্যক্তি প্রতিমায় আমাকে সম্পূর্ণ শতবৎসর কাল পর্য্যন্ত পূজা করে, সে ব্যক্তি যদি এক দিবসও লিঙ্গে পূজা করে, তাহা হইলে তৎসদৃশ ফল নিশ্চয়ই লাভ করিবে। হে অম্বিকে! যে ব্যক্তি লিঙ্গে পূজা করিবার নিমিত্ত উপহার সকল আহরণ করে সে ব্যক্তি গণপতি হইয়া শুভ অভিলষিত তাদৃশ উপহার উপভোগ করে। যে ব্যক্তি আমার অঙ্গ হইতে পর্য্যুষিত মাল্য অপনীত করে, সে অনন্ত সুখ ভোগ পূর্ব্বক স্বর্গে নিবাস করে। যাহারা আমাকে বহুমাল্য ও উপহার প্রদান করে; দধি, ক্ষীর, ঘৃতাদি দ্বারা যে ব্যক্তি আমাকে স্নান করায় এবং যে ব্যক্তি শুদ্ধভাবে বারংবার লিঙ্গ পূজা করে, হে বিপ্রপূজ্যে! শুদ্ধ সেই মনুষ্য স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে পরিগণিত হয়। আমি যে প্রকার তোমার সহিত বিলাস করিতেছি, তদ্রূপ তাহারাও প্রিয়ার সহিত রমণ করে। তদনন্তর যে ব্যক্তি পিঙ্গল রুদ্র নামক রুদ্রের পূজা করে, হে হরিণ-নয়নি! সে ব্যক্তি দেবাদিদেব আমার পুত্রস্বরূপী হয়। হে তপ্তকাঞ্চন-সদৃশোজ্জ্বলাঙ্গি! চন্দ্র-সূর্য্য সদৃশ কান্তিশালিনি! সুমুখি! মনুষ্যগণ লিঙ্গে অর্চ্চন দ্বারা আমাকে সন্তোষিত করিলে, তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব, অধিক কি, তাহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না। হে সুনয়নি! জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যে উত্তর শ্রবণে তোমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছিল, তাহা আমি পূর্ণ করিলাম। হে নগেন্দ্রনন্দিনি! যে ব্যক্তি পর্ব্বোপলক্ষে প্রণাম এবং পূজাদি দ্বারা ব্রাহ্মণসভায় বেদপাঠের সহিত এই বিষয় পাঠ করে, হে প্রিয়তমে! সে ব্যক্তি দেহান্তে আমার সহিত একত্র নিবাস করে। ৬৮—৮৪।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরমাত্মা শিবের আটষট্টি স্থান যাহা উক্ত আছে, সেই স্থান সকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; হে প্রভো! যথার্থরূপে বর্ণন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—ব্রহ্মা মন্দরাচলে সুখে উপবিষ্ট মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো! কোন্ কোন্ রূপে আপনার সাক্ষাৎ পাইব? মহাদেব বলিলেন,—বারাণসীতে মহাদেব, প্রয়াগে মহেশ্বর, নৈমিষ-ক্ষেত্রে দেবদেব, গয়াতীর্থে প্রপিতামহ, কুরুক্ষেত্রে কালেশ, প্রভাসে শশিভূষণ, পুষ্করে অয়োগন্ধ, বিমলেশ্বরে বিশ্ব, অট্টহাসে মহানাদ, মরুকোটে মহোৎকট, শঙ্কুকর্ণে মহাতেজ, গোকর্ণে মহাবল, রুদ্রকোটীতে মহাযোগী, স্থলেশ্বরে মহালিঙ্গ, অবন্তীতে মহাকাল, মধ্যমেশ্বরে শর্ব্ব, কেদারে ঈশানদেব, হিমালয়ে রুদ্র, সুবর্ণাক্ষে সহস্রাক্ষ, বৃষে বৃষভধ্বজ, ভৈরবে ভৈরবাকার, ভদ্রপথে ভদ্র, কনখলে উগ্র, ভদ্রকর্ণহ্রদে শিব, দেবদারু বনে ভিন্ন, কণ্ডিজঙ্গলে চণ্ড, সুরণ্ডে উর্দ্ধকেতু, মঙ্গলাণ্ডে কপর্দ্দী, কৃত্তিবাসে বরদ, আম্রাতিকেশ্বরে সূক্ষ্ম, কালঞ্জরে নীলকণ্ঠ, মণ্ডলেশ্বরে শ্রীকণ্ঠ, ধ্যানসিদ্ধেশ্বরে যোগ, উত্তরেশ্বরে গায়ত্র, কাশ্মীরে বিজয়, মরুকেশ্বরে জয়, যমের অগ্রে স্থাণু, করবীরকে কাপিল, কায়াবতারে লগুড়ি, দেবিকায় উমাপতি ও হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, পুরচন্দ্রে শঙ্কর, কালেশ্বরে জটি, কুক্কুটেশ্বরে সৌম্য, সন্ধ্যায় ত্র্যম্বক, বদরীতে ত্রিলোচন, জলেশ্বরে ত্রিশূল, শ্রীশৈলে ত্রিপুরান্তক, লেপনে পশুপতি, অঙ্গেশ্বরে দীপ্ত, গঙ্গাসাগরে অমর, অমরকণ্টকে ওঙ্কার, সপ্তগোদাবরীতে ভীম, পাতালে হাটকেশ্বর, কর্ণিকারে গণাধ্যক্ষ, কৈলাসে ত্রিপুরান্তক, হেমকূটে বিরূপাক্ষ, গন্ধমাদনে ভূর্ভুব, দিণ্ডীশ্বরে অনল, স্থলেশ্বরে জললিঙ্গ, ভূতেশ্বরে গণাধ্যক্ষ, কিরাতকে কৈরাত, বিন্ধ্যাচলে দানববিনাশকারী বারাহ, গঙ্গাহ্রদে স্থিমস্থান, বড়বামুখে মানব, তীর্থে শ্রেষ্ঠিকোটীশ্বর, ইষ্টকাপথে বিশিষ্ট, কুকুসুপুরে প্রহাস এবং লঙ্কায় অলকেশ্বর; এই আটষট্টি স্থানে আটষট্টিরূপে নিবাস করি, এ বিষয় মহাত্মা ব্রহ্মা এবং পৌরাণিক সকলে গান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে দুই সন্ধ্যা পাঠ করে, সে এককালে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে। ১—২১। ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ দ্বিজসত্তম! আপনার মুখে আমি রহস্য বিষয় সকল শ্রবণ করিলাম। হে দ্বিজ! সম্প্রতি দেবদেব মহাদেবের বিভূতি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, অতএব বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—নানা রত্ন-শোভিত মন্দরাচলে উপবিষ্ট দেবদেব মহাদেবকে নন্দীশ্বর বিভূতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দীশ্বর বলিলেন,—হে ভগবন্ দেবদেবেশ্বর ত্রিপুরান্তক সুরাধিপ! আপনার নিকট বিভূতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার বলা উচিত। মহেশ্বর বলিলেন,—হে নন্দীশ্বর! আমার বিভূতির যেরূপ মাহাত্ম্য, বলিতেছি, শ্রবণ কর। একাগ্রচিত্তে সাবধানে শ্রবণ কর। আমি অগ্নিরাশির মধ্যে যথেচ্ছাক্রমে অবস্থান করি, সুর এবং অসুরগণের সমক্ষে অসঙ্কোচে সমুদ্রবেষ্টিতা পৃথিবীতে সঞ্চরণ করি। আমি নির্ভীকচিত্তে নিশ্চিন্তমানসে অনাবৃত চত্বরাদি স্থানেও অবস্থান করি এবং পর্ব্বতনন্দিনীর

সহিত পর্ব্বতে সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়াও অধিষ্ঠান করি। নিরন্তর আমায় প্রদক্ষিণ করিলে শত শত গোদানের ফল লাভ হয়; অধিক কি, অবশ্যই সে ব্যক্তি শত সহস্র গোদানের ফল লাভ করে। আমি চন্দ্র, আমি বরুণ এবং নিরন্তর পৃথিবীতে অবস্থান করি; অধিক কি, আমিই দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, কাল এবং মৃত্যু। প্রলয়েও আমার বিনাশ নাই। বেদবাদিগণ আমাকেই ছন্দরূপে ব্যবহার করেন। আমিই ইন্দ্রিয় হইয়া বিষয় উপভোগ করাই। আমি অনিত্য পৃথিব্যাদিস্বরূপ এবং নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ। আমিই মানসী-বৃত্তিসমূহের প্রকাশক। আমার ভূতিসমূহ সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিনাশক। আমিই দেব, দৈত্য, পবন, অগ্নিস্বরূপী হইয়া জলবর্ষক মেঘসঞ্চালক বায়ুরূপে জলবর্ষণ করি। আমি ভূত সকলকে সৃষ্টি করি ও যুগে যুগে বিনাশ করি। আমার মায়াবলে ভূতগণ শত সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে। আমি ক্রোধ করিলে খেচরসমূহকে আকাশ হইতে নিপাতিত করি। যাহাদের নিশ্বাস-পবনে এই ত্রিভুবন কম্পিত হয়, আমিই সেই মহাবল তারকাদি দৈত্যবৃন্দকে বিনষ্ট করিয়াছি।২২—৩৪। নিশ্চয় আমি সর্ব্বভূতের ক্ষয়বিধান করত পুনর্ব্বার সেই সকল ভূতকে যথাস্থানে অবস্থাপিত করি। ইতিহাস, বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্বত্রই আমি নিবাস করি। এতাদৃশ স্থান আমার নয়নগোচর হয় না, যথা আমি উপস্থিত না থাকি। ভক্তগণ ও সকল ভূতগণ যাহারা আমার শরণাগত এবং যে ব্যক্তি অনন্যমানস হইয়া আমার আরাধনা করে, তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে গাণপত্য-প্রদ প্রদান করি। পুষ্পিত বৃক্ষ এবং লতাতে সর্ব্বদা অবস্থান করি। হে নন্দীশ্বর! আমি নারীগণের রূপ এবং যৌবনেও অবস্থিত হই। আমি এককালেই নিযোজ্য এবং নিযোজক ভাবে ভৃত্য ও স্বামী উভয়ই হই। আমিই অহঙ্কার, দর্প, রজঃ, সত্ত্ব এবং তমোময়। হে নন্দীশ্বর! যে ব্যক্তি আমার এই ভূতি পাঠ করে, তাহার সর্ব্বতীর্থে গমন হয়; সকল প্রকার উপবাসে যে কিছু ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, সে সমস্তই পায়; তাহার কোন ব্যাধি থাকে না; তাহার কোন কামনা অপূর্ণ থাকে না; ব্রহ্মচর্য্য নিয়মে এবং সত্যবাদিতায় যে কিছু ফল লাভ হয়, সে সকল পুণ্যেরই ভাজন হয়। মহাত্মা সে ব্যক্তি লোকাতীত জরা-মৃত্যু-রহিত সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, রুদ্রলোকে পূজিত হয়। সনৎকুমার বলিলেন,—যে ব্যক্তি শান্তভাবে মহাসুখে অবস্থিত, সে, মহাদেব যে প্রকার স্বগণের সহিত মহাসুখে ক্রীড়া করেন, তদ্রূপ ক্রীড়া করে; অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্ম দ্বারা সেই সকল ব্যক্তি শুভলোক এবং সর্ব্বদানের ফল লাভ করে। চণ্ডালাদি পশু ও পক্ষিলোক, ক্রব্যাদ (রাক্ষসাদি), সর্পলোকী ইহারাও প্রমুক্ত হইয়া, অত্যুত্তমা গতি লাভ করে। ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, গণপতি নন্দী, যথাবিধি যথাসম্মান শুভ প্রতিবাক্য বলিলেন;—মনুষ্যগণ অধ্যাত্ম-ধ্যান-যোগে যাহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে, মহাদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক সেই সকল বর্ণন করিব। স্বকীয় কর্ম্মের অনুগামী মনুষ্যগণ সেই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইলেও ততদিন পর্য্যন্ত এই সংসার-মণ্ডলে ভ্রমণ করে, যে কাল পর্য্যন্ত ধ্যান বিদিত না হয়। অসুর, দেব, ঋষি, পিতৃ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ যে প্রকার ধ্যানের প্রভাবে জাজ্বল্যমান হন, সেই প্রকার গৃহস্থ ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক ইঁহারা ধ্যান-প্রভাবে দেদীপ্যমান হন। কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সঙ্কীর্ণ জাতিও ধ্যান-মহিমায় দ্যুতিশালী হয় এবং কর্ম্মলিপ্ত হয় না। চাণ্ডালাদি পাপ-কর্ম্ম দ্বারা প্রসিদ্ধ সকল প্রকার অন্ত্যজজাতি সমূহ ধ্যানে শুভলোকে বিচরণ করে, ধ্যান-প্রভাবে তাহাদের কিল্বিষসমূহ দগ্ধীভূত হইয়া যায়। যাহারা সর্ব্বদা পাপ-কর্ম্মেই অনুরক্ত, সেই মনুষ্যগণও বাগাড়ম্বর-রহিত, অর্থবহুল, অতি গোপ্য বক্ষ্যমাণ, এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে, সিদ্ধি লাভ করে। হে মহামুনে! তোমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত সেই সমস্ত বর্ণন করিব। মোক্ষের দ্বার স্বরূপ উপায় ধ্যান যোগ বিধি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গুরুতর ব্যক্তির অপমান করে, এই ধ্যান-যোগ-বিধি অবগত নহে, অগম্যাতে সঙ্গম, ব্রহ্মবধ, সুরাপান, গুরুপত্নী-হরণ এবং শত শকট পরিপূর্ণ জন্তুসমূহের হনন প্রভৃতি পাতকরাশিকে, ধ্যানাবলম্বী ব্যক্তি কাষ্ঠরাশিকে অগ্নির ন্যায়, সদ্য দগ্ধ করে। কুমারীদূষণ, চাণ্ডালীগমন প্রভৃতি মহাপাপ, এক ধ্যান দ্বারা বিনষ্ট হয়। প্রদীপ্ত অগ্নি যে প্রকার কাঞ্চনকে বিশুদ্ধ করে, সেই প্রকার ধ্যানী ব্যক্তিও অভক্ষ্য-ভক্ষণ ও অপেয়-পানজন্য পাপসমূহকে সদ্য বিনষ্ট করে। সমুদ্রাভিমুখীন নদীর যে প্রকার সঙ্গম পথ নির্ণয় করা যায় না, সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান লাভে অনুরক্ত ব্যক্তিতে কোন পাপ লক্ষিত হয় না। ধ্যানযোগোপায় জানিয়াও যদ্যপি ভোগাদি বাসনা হেতু মোক্ষ লাভ না হয়, তথাপি ইচ্ছাক্রমে বিষ্ণুলোকে কিংবা ব্রহ্মলোকে অবশ্যই অবস্থান করিবে এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সদৃশ স্থান লাভ করিবে।৩৫—৬২। ধ্যানাবলম্বী ব্যক্তি যমলোকে বাস করিলেও দেবগণ তাহার পূজা করেন। যথোক্ত উপায় দ্বারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ধ্যানপরায়ণ সেই ব্যক্তিকে পদে পদে কল্যাণ আশ্রয় করে। ব্রাহ্মণ নিয়মপূর্ব্বক অঙ্গ এবং উপনিষদ প্রভৃতির সহিত চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াও দেবগোপ্য এই ধ্যান-পাঠের ষোড়শাংশের এক অংশ পুণ্যও লাভ করে না। শৌচ-আচারপূর্ব্বক দেবদেবের পক্ষ, এবং সহস্র অশ্বমেধ, শত রাজসূয় প্রভৃতি

পুণ্য-কর্ম্ম অপেক্ষা এক ধ্যানই অতিরিক্ত। শত শতকোটি যজ্ঞ করিলেও সে ফল লাভ হয় না, যাহা এক ধ্যান বিধি পাঠে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন অপেক্ষা ধ্যানই গুরুতর, আকাশ যে প্রকার কোন প্রকারে পঙ্কলিপ্ত হয় না, সেই প্রকার ধ্যানাবলম্বী ব্যক্তিও পাপে লিপ্ত হয় না। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা সন্তৃপ্ত করিলে যে ফল হয়, ধ্যানবিৎ একজন ব্রাহ্মণের পরিতৃপ্তিতে সে সমস্তই পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র সত্যবাদী ব্রাহ্মণকে মিষ্টদ্রব্য ভোজনে পরিতৃপ্ত করিলে, যে ফল হয়, মন্ত্রবিৎ এক সমপনে সেই ফল লাভ করে। সঙ্কল্পপূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত সহস্র এবং পুণ্যস্নানপর শত ব্যক্তি যে পুণ্য সঞ্চয় করে, ধ্যানাবলম্বী এক প্রীতিপূর্ব্বক সেই পুণ্য লাভ করে। ধার্ম্মিক সহস্র গৃহস্থ শত ব্রহ্মচারী এবং সহস্র বানপ্রস্থ হইতে একজন যোগী প্রশংসনীয় হয়। সাংখ্য যোগ দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে পবিত্র যোগবিৎ যাঁহার যজ্ঞে ভোজন করে, সেই ব্যক্তির যজ্ঞ, সেইকালে হবি গ্রাস করে। যাহার ধ্যানে অনুরাগ নাই, তাহার সকল প্রকার পাপে আসক্তি হয়। মূঢ়াত্মা সকলের নিকট প্রতিগ্রহ করিয়া মহা-পাপগ্রস্ত হয়। যাহার প্রতি ধ্যানী ব্যক্তি রুষ্ট হয়, তাহার আর অন্ত নাই এবং যাহার প্রতি ধ্যানী সন্তুষ্ট হয়, পুত্র-পৌত্র ক্রমে সে ব্যক্তির কুলবৃদ্ধি হয়। লোক, নিয়মপূর্ব্বক ধ্যান অবলম্বন করিলে, দশদিকেই গমন করিতে পারে। ধ্যানিগণ ধ্যানশূন্য ব্যক্তিদিগকে পাপী নিশ্চয় করত পবিত্র হয়। সেই ব্যক্তি পাপ-তমোগুণ এবং সাধারণ পাপে লিপ্ত হয় না। যে প্রকার মৃগপতিসমূহ পর্ব্বত গুহা লাভে আনন্দিত হইয়া, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই প্রকার তত্ত্ব দ্বারা নিখিল বিশ্ববিৎ দ্বিজগণ যোগ আশ্রয় করেন। গ্রামপথে যে প্রকার বহ্নি সকল বস্তু দগ্ধ করিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হয় না। সেই প্রকার তত্ত্ব দ্বারা বিশ্ববেত্তা কর্ম্ম করিলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না। ৬৩—৭৯।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—হে নন্দিন্! দেব যে প্রকার ধ্যানের উত্তম ফল বলিলেন, কোন্ মন্ত্র দ্বারা সেই ধ্যান সিদ্ধ হয়, তাহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ধ্যান কত-প্রকার? রুদ্র, বিষ্ণু এবং পিতামহ প্রভৃতি অমর দেবগণ কিপ্রকার ধ্যান জানেন? হে সুব্রত দেব-পার্ষদ! এই বিষয় যথার্থরূপে [illegible] সম্বন্ধে বর্ণন কর। নন্দীশ্বর বলিলেন,—বাম-পার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণ পার্শ্বে বিষ্ণু এবং মধ্যে রুদ্র, এই একাত্মা এক দেহ পুরুষত্রয় একত্র অবস্থান করেন। পূর্ব্বাহ্নে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিতে হয়, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হয় এবং সায়াহ্নে রুদ্রমূর্ত্তির ধ্যান করিতে হয়, কিন্তু তিন জনের একই আত্মা। এই ত্রিভুবনই রুদ্র, বিষ্ণু ও পিতামহরূপ দেবদেবের রূপ। লোকগণের প্রতি অনুগ্রহ এবং ভক্তগণের প্রতি দয়াবিধানের নিমিত্ত এক হইলেও অদ্বিতীয় পুরুষ নিজ দেহকে তিন ভাগে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বিভাগ করেন। ভগবান শিব বলিতেছেন, এক ঈশ্বর তিন রূপে প্রকট হইলেও এক, এই প্রকার যে ব্যক্তি চিন্তা করে, সে রুদ্রের সাম্য লাভ করে। যাহারা প্রতিদিন দেবদেবকে চিত্তে স্মরণ করে, পাপ তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না, কিন্তু দেহান্তে স্বর্গধাম লাভ করে। ধ্যানিগণ অকারকে ভগবান্ বিষ্ণুরূপে, উকারকে ব্রহ্মারূপে এবং মকারকে স্বয়ং রুদ্ররূপে জানিবে, অর্থাৎ ওঙ্কারাত্মক-প্রণবকে দেবত্রয়রূপে জানিবে। 'ওঁ'কার প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমতঃ অগ্রে অকার উচ্চারণ করিবে, তদনন্তর উকার এবং মকারকে মাত্রার সহিত যোগ করিবে। অকার হৃদয়ে উদ্ভূত হইলে, তাহার সহিত উকারকে যোগ করিবে, ব্যঞ্জন বর্ণ প্রযুক্ত মকারকে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিবে। এই বর্ণত্রয় একত্রিত হইলেই প্রণবরূপে পরিণত হইবে। অকার এবং উকারযুক্ত মকার ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া কথিত হয় এবং অকার ও উকার শূন্য মকার সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। অক্ষরত্রয়াত্মক ওঙ্কারকে ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা করিলে মনুষ্যগণ পরম-পদ প্রাপ্ত হয় ও তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র এই নামত্রয়ের আদ্য নামদ্বয় দ্বারা 'ওঁ'কার উৎপন্ন হয়। যোগিগণ "ওঁ"কারকে হৃদয়ে চিন্তা পূর্ব্বক ধ্যান আরম্ভ করিবে। ওঙ্কার বৈদিক, আগমী এবং ধ্যানিগণের পুনর্জ্জন্মের সমূলে বিনাশক। ওঙ্কার অবিদ্যাদি প্রতিবন্ধক-সমূহের বিনাশক। অতএব ওঙ্কার-সাধক ব্যক্তি, ওঙ্কার হইতে ব্রহ্মরূপ লাভ করে, এই প্রকারে ওঙ্কারকে প্রয়োগ করিলে মন সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। যোগবিৎ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রামকে নিগ্রহ-পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। মহাপুরুষ মহাদেবকে হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠরূপে চিন্তা করিবে। সাংখ্যতত্ত্ব-গুণবিশিষ্ট বিখ্যাত পুরুষকে ভ্রূমধ্যে চিন্তা করিবে। অচ্যুত, লোক-পাবন, চন্দ্রাভ পুরুষকে ললাট মধ্যে এবং অব্যয় সূক্ষ্মভাব প্রভু শিবকে মস্তকে চিন্তা করিবে। শ্রমশূন্য হইয়া যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক ওঙ্কার স্বরূপ ব্রহ্ম প্রয়োগ করিবে। শাস্ত্রকারগণ বলেন, কেবলমাত্র ব্রহ্ম উচ্চারণ করিলে প্রণাশু ব্রহ্ম ক্ষরিত হন। অতএব কেবল ব্রহ্ম উচ্চারণ করিবে না; [illegible] কোন প্রকারে যেন ক্ষরিত হন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

মহাদেবাত্মক ত্রিব্রহ্ম, সত্ত্বাদি স্বরূপ গুণত্রয়, স্থানত্রয়াত্মক, অক্ষরত্রয়াত্মক, ত্রিমাত্রাত্মক এবং অর্দ্ধমাত্র মকারাত্মক ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি জানে, তাহারই ধ্যান সফল। আত্মবিৎ ব্যক্তি উচ্চারণ করিলেও আত্মসংযম-পূর্ব্বক প্রাণায়াম দ্বারা বহুকাল বারংবার প্রাণসংযম করত যোগবিৎ নিমেষ মাত্র-কাল ধ্যানযোগ করিবে, তাহা হইলে সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত অব্যয় শিবকে লাভ করে। পণ্ডিত ব্যক্তি বায়ু-শূন্য-প্রদেশস্থ প্রদীপের ন্যায় আত্মাকে প্রকাশমান করিবে এবং কূর্ম্ম যে প্রকার স্বকীয় অঙ্গসমূহ সঙ্কোচিত করে, তদ্রূপ পণ্ডিত ব্যক্তি স্বকীয় ইন্দ্রিয় ও সুখ সঙ্কোচিত করিবে। ধীর ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তরাত্মা দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্ষেপে জলাদি-নিপতিত তৈলবিন্দু সদৃশ বিস্তৃতরূপে "ওঁ"কার ধ্যান করেন। তখন কম্পিত হইবে না, উচ্ছ্বসিত হইবে না এবং গাত্রক্ষেপ করিবে না। প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে শক্তি অনুসারে স্তম্ভন-পূর্ব্বক প্রত্যাহার করিবে। ঐ প্রাণায়ামে স্থির মন বশ করিবে। অকার, উকার এবং মকার এই তিন বর্ণ একে একে বিষ্ণু, রুদ্র এবং পিতামহরূপে পরিগণিত হন। তপোধন প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ করত অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে নন্দীশ্বরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বাক্য দ্বারা মহাদেব চন্দ্রশেখরকে অভিবাদন পূর্ব্বক যথাস্থানে প্রযুক্ত গুহ্যতম যোগ শ্রবণ করিলেন। ১—৩০।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয় স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্! বিস্তাররূপে ধ্যানযোগ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; হে মহাব্রহ্মন্! নৈপুণ্য-সহকারে বর্ণন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—মহেশ্বর যাহা বর্ণন করিয়াছেন এবং যাহা সনাতন ধর্ম্ম স্বরূপ, সেই সকল বিষয় ক্রমে ক্রমে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা এবং যোগ; এই পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম। স্বয়ং মহাদেব যাহা বর্ণন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মসমূহের ক্রমভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ যথার্থরূপে বর্ণন করিতেছি। প্রাণায়াম শব্দ পঞ্চ-প্রাণের নিয়মন অর্থে অভিহিত হয়; সেই প্রাণায়াম মন্দ, মধ্য এবং অনুত্তম ভেদে ত্রৈবিধ্য লাভ করে। তন্মধ্যে প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ুসংরোধ দ্বারা দ্বাদশ অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে কাল আবশ্যক হয়, সেইকালে দ্বাদশ প্রণব দ্বারা সম্পাদিত প্রাণায়ামই প্রথম মন্দ নামক। চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে কাল-ক্ষয় হয়, তত্কালে সাধ্য দ্বিতীয় প্রাণায়াম মধ্য এবং ষট্ত্রিংশৎটী অক্ষর যতকালে উচ্চারণ হয়, সেইকালে নিষ্পন্ন প্রাণায়াম উত্তম ও তৃতীয়। এইরূপে প্রাণায়ামের নানাপ্রকার লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। সিংহ, হস্তী এবং অন্যান্য হিংস্র বন্যজন্তু বা গ্রাহ ও অন্যান্য জলচর জন্তুসমূহ যোগ-নিবিষ্ট ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না এবং সে ব্যক্তি কোন স্থানেও দোষার্হ হয় না। যেপ্রকার অশ্ব, সিংহ এবং মদমত্ত হস্তী কালক্রমে উপায় দ্বারা শীঘ্র বশীভূত হইয়া নিরন্তর পরিচিতবৎ হয়, সেই প্রকার যোগাভ্যাসী যোগী ব্যক্তি যোগবলে বশিত্বরূপ ঐশ্বর্য্য লাভ করিলে বায়ুও তাহার বশ্যতা লাভ করে। যেমন সিংহ ও মৃগগণ কোন ব্যক্তি দ্বারা নিগৃহীত হইলে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাহকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাণপণে গমন করে, সেইরূপ বায়ু তাহার বশীভূত হয় এবং তাহাদিগকে দেখিয়া মনুষ্যগণও যেমন ভীত হয় না, তদ্রূপ প্রাণায়াম অভ্যস্যমান হইলে শরীরস্থ কিল্বিষরাশি হইতে ভয় থাকে না, প্রত্যুত তাহারা দগ্ধ হয়। প্রাণায়াম যোগে তৎপর নিয়তাত্মা ব্রাহ্মণের বাসনাদি দোষ-সমূহ বিনষ্ট হয় এবং প্রতিদিন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি লাভ করে। তীর্থ, নিয়ম, ব্রত এবং যজ্ঞে যে সকল ফল হয়, এক প্রাণায়ামে সেই সকলের সমান ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাণায়াম দ্বারা দোষ সকল, ধারণা দ্বারা পাপ-সমূহ, প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়-কলাপ এবং ধ্যান দ্বারা অনশ্বর গুণ দগ্ধ হয়; অতএব যোগতৎপর যোগী সর্ব্বদা প্রাণায়াম আচরণ করিবে। ইহা দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমব্রহ্ম লাভ করে। অনন্তর প্রাণায়ামের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি। ১—১৮। আসন তিন প্রকার—স্বস্তিক, পদ্ম এবং ভদ্র। এক পাদ অপর চরণের উপরি দেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক পাণি দ্বারা আশ্রয় করিবে। নিশ্চল-চিত্তে স্থিরগ্রীব হইয়া পাদদ্বয় সংগ্রহ করিয়া পাদদ্বয়ের তলপ্রদেশ জানু এবং উরুর মধ্যে বিপ্রকৃত করিবে ও গ্রীবা এবং মস্তক সমভাবে অবস্থিত হইলে স্বস্তিক আসন প্রসিদ্ধ হয়। হে বিপ্রবর! উরুদ্বয়ের উপরিভাগে পাদদ্বয়ের উত্তানতল সংস্থাপন পূর্ব্বক বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ-পাদাঙ্গুলি এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা বামপদাঙ্গুলি গ্রহণ করিবে, এই আসন পদ্মাসন; ইহা দ্বারা পাপ, রোগ ও ভয়াদি দূর হয়। কোষের অধঃস্থিত রেখার উভয় পার্শ্বে পাদের গুল্ফদ্বয় নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিশ্চলভাবে জানুর উভয় পার্শ্বে হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে। ইহা দ্বারা ভদ্রাসন সিদ্ধ হয়, ইহাতে বিষরোগ বিনাশ হয়। মুখ আচ্ছাদন পূর্ব্বক নয়ন মীলন করিয়া বাক্যসংযম করিবে, পার্ষ্ণিদ্বয়ে কোষ সংবরণ পূর্ব্বক শেফ দ্বারা নিরন্তর রক্ষা করিবে। মুখ ঈষৎ অবনামিত করিয়া, দন্ত দ্বারা দন্ত স্পর্শ করিবে না, কোন দিকে জিহ্বা সঞ্চালিত না হয়,

এবং পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হইবে। রজোগুণ দ্বারা তমোগুণ আচ্ছাদন করত সত্ত্বগুণ দ্বারা পুনর্ব্বার রজোগুণ নিবারণ করিবে। যোগী যোগবলে নিশ্চল হইয়া, সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় বিষয় মন এবং প্রাণাদি পাঁচ বায়ু নিরোধ করিয়া, কচ্ছপের ন্যায় অঙ্গ সকল সঙ্কোচিত করিবে। বিষয় হইতে নিবৃত্তিরূপ প্রত্যাহার আরম্ভ করিবে। তদনন্তর, নিমেষ-নিক্ষেপ কাল মাত্রারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই দ্বাদশমাত্র কালে প্রাণায়াম বিহিত হয়। এই যোগীর দ্বাদশ প্রাণায়াম-সিদ্ধিকালে এক ধারণা হয়। যোগী ধারণা অভ্যাস করিবে। অধ্যাত্ম যোগী প্রতিদিন দশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দ্বাদশ, বিংশতি, চতুর্ব্বিংশতি ধারণা অভ্যাস করিবে। ইহা দ্বারা দিব্য পরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করে, তাহার আর জন্ম হয় না। মুনি শক্তি অনুসারে ধারণা স্থির করত পুনর্ব্বার প্রত্যাহার আরম্ভ করিবে। ইন্দ্রিয়-সমূহ অল্পে অল্পে জয় করত নিরন্তর ধ্যানাদি আচরণ করিবে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি মহান্ হইলেও বিষয়াকৃষ্ট চাঞ্চল্যপর মোহাক্রান্ত হয়, অতএব ইন্দ্রিয় এবং বিষয়সমূহ জয় করিবে। প্রাণসমূহের স্বৈর-বিহার সংরোধ করার নাম প্রাণায়াম। অন্তরে বায়ু ধৃত হয়; আর ধারণা হয় বলিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্তিই প্রত্যাহার নামে উক্ত হইয়াছে। প্রাণায়ামাদি সকল আয়ত্ত হইলে, যোগাত্মিকা সিদ্ধি লাভ করে। ধ্যানযোগী ব্যক্তি জলে চন্দ্রের ন্যায় আত্মায় প্রতিবিম্বিত পরমাত্মাকে দর্শন করে। পরমাত্মার দর্শন পাইলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। দেশ ও কাল বিজ্ঞ ব্যক্তিকে তত্তৎ বিষয় বিজ্ঞাপন প্রশস্ত। আদেশকালে তত্ত্বদর্শন দুর্লভ। ১৯—৩৭।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্ দ্বিজবর! যোগের পরম বিধি বিশেষরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করুন। সনৎকুমার বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ মহামুনি দুর্ব্বাসা সুখাসীন স্বয়ম্ভু মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সংসারোদ্বিগ্ন মুনি কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক ভগবানুকে বলিলেন,—ভগবন্! পাপপ্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সহজ-পাপী শ্বপাক, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, শূকর, পক্ষিঘাতক, পাপাশ্রয় কৃতঘ্ন, লুব্ধ, হবিঃপ্রতিবন্ধক, কন্যাদূষক, কুলঘ্ন, স্ত্রীজাতীয় নপুংসক, মাতৃপিতৃত্যাগী, রাজঘাতক, পরদ্রব্যাপহারী, রণমস্তকে পরাঙ্মুখ, বহু প্রকারে অসমর্থ, পরবৃত্তহারী, মৎস্যঘাতী চণ্ডাল-বিশেষ ও অগম্যাগামী; ইহারা এবং অন্যান্য প্রকার পাপাসক্ত ব্যক্তিগণ কি প্রকারে মুক্তি লাভ করে? হে তাত! ইহারা কি প্রকারে পাপিষ্ঠগণের গতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে? এই বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ হইয়াছে, শাস্ত্রানুসারে সংশয় ছেদন করুন। মহাদেব বলিলেন,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্যান্য চণ্ডালবিশেষ, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল প্রভৃতি পাপপরায়ণ মনুষ্যগণ ধ্যানবলে ক্ষণকালের মধ্যে সকল পাপ দগ্ধ করে। পিতা ও ভ্রাতার পত্নী, ভগিনী এবং গো-প্রভৃতিতে যে ব্যক্তি গমন করে, সেও শুদ্ধ হয়। ধ্যান দ্বারা আত্মবিৎ শুদ্ধবুদ্ধি ধ্যানিগণ ব্রহ্ম ও মোক্ষ লাভ করে। শুদ্ধধ্যান দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে। একাগ্রচিত্তে ধ্যানচিন্তনশীল ধ্যানিগণ এক ধ্যানযোগে সেই সকল পাপ দগ্ধ করে। পিতা ও ভ্রাতার পত্নী, ভগিনী ও গো প্রভৃতিতে সঙ্গমকারী শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ নর ধ্যান দ্বারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। দৃঢ়ব্রত নিত্যযোগী যে ব্যক্তি অল্প পরিশ্রমে ধ্যান স্থির করে, তাহার ধারণাবলে এরূপ যোগ লাভ হয়, যাহা দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যতি যত্নসহকারে ধারণা-লাভের নিমিত্ত তৎপর হইবে। ধারণা-লাভ হইলে সিদ্ধ হয়, অতএব তদ্বিষয়ে তৎপর হইবে। ধ্যানে তন্মনাঃ এবং তৎপর ব্যক্তির মোক্ষ মস্তকস্থিত অথবা সে যদি রুদ্রলোক, সূর্য্যলোক, অগ্নিলোক, ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক এবং প্রজাপতি সদৃশ হইয়া ব্রহ্মলোক বা মোক্ষ বাঞ্ছা করে, তাহাও তাহার অপ্রাপ্য হয় না। ১—১৮।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা বলিলেন,—হে নাথ! সেই ধ্যান কি প্রকার এবং প্রতিদিন কোন্ ব্যক্তি সেই ধ্যান করিয়া থাকে? আপনি যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় বর্ণন করেন, তাহা হইলে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হই। মহেশ্বর বলিলেন,—মোক্ষদ্বারের মোচনকারী ধ্যানযোগবিধি বলিব, সাবধানে শ্রবণ কর। যোগী, পরমধ্যান স্বরূপ, "ওঁ" যোগ প্রয়োগ করিবে, গুরুগণকে নমস্কারপূর্ব্বক এই প্রকার মন্ত্র চিন্তা করিবে। মহাদেবোপদিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক যত্নসহকারে প্রাণনিয়মনের উপযোগী যোগ প্রয়োগ করিবে। প্রথম পদ্ম-মণ্ডল, দ্বিতীয় স্বস্তি, তৃতীয় রুদ্রপীঠ এবং চতুর্থ বজ্রদণ্ডোন্নত; এই কয় প্রকার আসন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং আসনসমূহের নানাপ্রকার রূপ ও গুণও বর্ণিত আছে। বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার মধ্যে যে কোন একটী আসন সাধনপূর্ব্বক, নিয়মিত আহার আহরণ করত জিতক্রোধ হইয়া, নির্জ্জনে নিরাময় ভাবে শিষ্ট ব্যক্তির সংসর্গ বর্জ্জন করিবে, সাধারণ জনের দর্শন কিংবা নিকটে গমন বিশেষরূপে ত্যাগপূর্ব্বক ধ্যানী নিরন্তর শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিবে। এই প্রকারে একাগ্রমানস ব্যক্তিই যমী

হয়। একাগ্রচিত্ত হইয়া, "উৎপন্ন এই শরীর অবশ্যই লীন হইবে", এই প্রকার চিন্তা করিবে, শরীরে কোন প্রকারে হিংসা আচরণ করিবে না। "যেহেতু আমি শুক্র-শোণিতাদি দ্বারা নির্ম্মিত শরীর ধারণ করিতেছি, অতএব এ শরীর দ্বারা কি উপকার সাধিত হইবে? অনিত্য, এই শরীর মজ্জা মেদঃ ও অস্থি দ্বারা পরিপূর্ণ। নাড়ীজালে জটিল, আমার শরীররূপ পুর নয়টী ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারে বেষ্টিত হইয়াছে; কি আশ্চর্য্য"! শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ প্রভৃতি কদর্য্য স্থান হইতে উৎপন্ন দুর্গন্ধ ব্যাধি এবং শোকাদি দ্বারা ভয়ঙ্কর এই শরীরেও মূঢ় ব্যক্তির মমতা হইতেছে। যোগবিৎ ব্যক্তি আত্মা, নিত্য ও শরীর অনিত্য," এই প্রকার বিচার করিবে। সম্প্রতি বাহ্য এবং আভ্যন্তর যোগ বর্ণন করিব। ঈশ্বর মহাদেব রুদ্রাবাস কাশীধামে অবস্থান করেন। প্রাণসমূহ রুদ্রে অভিহিত হইয়া থাকেন, পরম শরীর অবিমুক্ত, সেই স্থানে দেব বাস করায় রুদ্রাবাস বলা যায়। হে মুনে! এই আভ্যন্তর যোগ তোমার সম্বন্ধে বর্ণন করিলাম। সম্প্রতি সকল জন্তুর হিতসাধনের নিমিত্ত বাহ্যযোগ বর্ণন করিব। যোগবেদ্য এই পরমযোগ নিরন্তর শ্রবণ করিবে। ১—১৬। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা পাঁচ, অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, চিত্ত এই পাঁচ এবং পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই গুলি মহাভূত জ্ঞানস্বরূপ, ব্রহ্মভাবের নিমিত্ত জ্ঞান অভ্যাস করিবে। অন্যত্র বিচার করিবার নিমিত্ত আবদ্ধ প্রাণায়ামকে ধারণা বলে। মেধাবী, সকল ইন্দ্রিয়ের চালক মনকে প্রাণায়াম দ্বারা বশীভূত করিয়া, মন দ্বারা প্রাণযোগ আচরণ করিবে। মন লঙ্ঘন করিয়া কোন কর্ম্ম করিবে না, যেহেতু মন সকলের মূল, অধিক কি, মনকে সকলের স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনন্তর মস্তকে যোগ দ্বারা তত্ত্ব সমষ্টির পৃথক্‌রূপে ভাবনা অভ্যাস করিবে। প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের একতাপূর্ব্বক আত্মা দ্বারাই আত্মাকে চিন্তনপূর্ব্বক ওঙ্কারকে ধারণ করিবে। ১৭—২২।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

মহেশ্বর বলিলেন,—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান; সাধারণ বায়ু হইতে পৃথক্ এই পাঁচ প্রকার বায়ু আত্মবলে আত্মাকে ধারণ করে। নখ, অঙ্গুলি সকল, পর্ব্বের সন্ধিস্থল, পাদ, ঊরু, জঙ্ঘা, শিশ্ন, বৃষণ, পায়ু, উপস্থ, কটী, বাহু, হৃদয়পার্শ্ব, হৃদয়মধ্য, পৃষ্ঠ, ললাট, জিহ্বাগ্র, তালুমধ্য, চক্ষু, নাসিকা, ভ্রূমধ্য, শ্রোণি ললাটের একদেশ এবং মস্তক; এই সকল স্থানে ঐ নাভিমণ্ডলে জ্বালাজালে জাজ্বল্যমান সূর্য্যমণ্ডল অবস্থান করে। তাহার মধ্যে বর্ত্তমান সুন্দর চন্দ্রমণ্ডলে পরমাত্মা অধিষ্ঠান করেন। তিনি অস্থি, স্নায়ু, শিরা মাংস এবং দুঃখবর্জ্জিত; তিনি শ্যাম, রক্ত কৃষ্ণ পাণ্ডুর, আপিঙ্গল, পিঙ্গল, লোহিত কিংবা শবলবর্ণ নহেন, কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাকে শতসূর্য্যসমকান্তিশালীরূপে নির্ণয় করেন। ভজনীয় ঈশ্বর ভবরুদ্ররূপে কীর্ত্তিত হন, শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রকান্তি সেই পুরুষ চক্ষুর অগোচর। জল যে প্রকার জলধিকে বেষ্টন করিয়া বর্ত্তমান, সেই প্রকার তিনিও এই বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান হইয়াছেন। মহাদেব ক্রীড়ার নিমিত্ত অথবা যশের নিমিত্তই হউক, এই জগৎকে সৃষ্টি করিতেছেন। বাল্যক্রীড়ার সামগ্রীর ন্যায় এই লোকসমূহ দ্বারা ক্রীড়া করেন। পলাশের পত্র যে প্রকার সকল অবয়বে তন্তুসমূহে বেষ্টিত, সেই প্রকার পরমাত্মা নিখিল লোকসমূহকে ব্যাপিয়া অবস্থিত হইয়াছেন। ১—১১। সূর্য্যাদি যে প্রকার নিজ তেজে সকল তেজকে ব্যাপিয়া অবস্থিত হইয়াছে, সেই পরমাত্মা তদ্রূপ শরীরে অবস্থান করিতেছেন। হে ব্রাহ্মণ! এই প্রকার জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে হইবে। এই প্রকার আত্মাতে সকল ভূতকে জ্ঞানাভ্যাসবলে পরমাত্মস্বরূপে দর্শন করিবে। মনীষিগণের জ্ঞেয় এই যোগবিধি করিবে, সাবধানে শ্রবণ কর। দশটী নাড়ী প্রাণকে বহনপূর্ব্বক শরীরে অবস্থান করে। অধঃপ্রদেশে চারিটী নাড়ী থাকে, পার্শ্বে দুই এবং ঊর্দ্ধে চারিটী নাড়ী, এই দশ নাড়ী। দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীও শুনা যায়। মাংস যে প্রকার স্নেহজালে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ নাড়ীসমূহও সকল শরীরে অবস্থান করে। হৃদয় মধ্যে পদ্মসদৃশ সংস্থান আছে; তথায় সূক্ষ্ম শুদ্ধ স্ফটিকবর্ণ নির্গুণ নিত্য ধ্রুব নিরঞ্জন মৎপরায়ণ পরম অক্ষর অব্যয়স্বরূপ পরমাত্মা পুরুষ অবস্থান করেন। আপনিই সকল শরীরে অবস্থিত, তীর্থস্রষ্টা, বিধাতা, প্রযোক্তা, প্রসবকারী, পদার্থসমূহের প্রবর্ত্তক, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, প্রসবিতা, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং অগ্নি ও আদিত্যস্বরূপ। ১২—১৯।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

প্রাণাদি চার বায়ু ঊর্দ্ধবহ। হে বিপ্র! সেই বায়ু-সাহায্যেই অব্যয় পরমাত্মার আত্ম-সকারণ করা হয়। সেই ক্ষণেই নিত্যধ্যান-পরায়ণ পুরুষ যোগী-নামে অভিহিত হয়। কিন্তু পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এ পথে পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না। তবে যে ব্যক্তি, নিত্যপাপ-কর্ম্মা

অনল যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করেন, তদ্রূপ, ধ্যানাগ্নি সর্ব্ব-কর্ম্মকেই দগ্ধ করে। বেদ, যজ্ঞ, জপ, যোগ, শৌচ, মানসজপ এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাও যে পরম তত্ত্ব পাওয়া যায় না; জগতে যে মানুষ ধ্যান-সাগর সেবন করেন, সেই নিত্য পরম তত্ত্ব তাঁহারই লভ্য। নদীতে স্নান, তীর্থ-গমন, দীক্ষাবিধি, শিরোমুণ্ডন, দেবপূজা অথবা ত্রিদণ্ডধারণে কিছু হয় না। যে মূঢ়-মানব, ধ্যান সাগর সেবা না করিয়াছে, পরমপদ-প্রাপ্তি তাহার ভাগ্যেও ঘটে না। সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্বভূতকে আত্ম-স্বরূপ ও আত্মায় অবস্থিত চিন্তা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। ১—৭।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

দুর্ব্বাসা বলিলেন,—দেব শঙ্কর! আর একটী বিষয় জানাইতেছি, অনুগ্রহ বিধান করুন। শরীরে কিপ্রকারে ষড়ঙ্গ-যোগ সাধিত হয়? মহাদেব বলিলেন,—প্রাণায়াম এবং ধ্যানকে ধারণা-যোগ বলা যায়, তন্মধ্যে প্রাণ-নিগ্রহকে প্রাণায়াম বলে। যোগপ্রবৃত্ত নির্জ্জনে স্থির-চিত্তে মনে ওঙ্কার ধ্যান করিবে। ধ্যান দ্বারা তাহার প্রভূত যশ বৃদ্ধি হয়। সকল ইন্দ্রিয় এবং সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে প্রজ্ঞাবলে সঙ্কোচিত করার নাম প্রত্যাহার। দশ ইন্দ্রিয়ের ওঙ্কারে যোগ এবং জপকে যোগ বলিয়াছেন। অহিংসা, সত্যবাক্য, অস্তেয়, বিষয়ে অচাতুর্য্য এবং ব্রহ্মচর্য্য এই পাঁচটী 'নিয়ম' পদের বাচ্য। অক্রোধ, গুরুসেবা, শৌচ এবং অর্থজ্ঞতা এই পাঁচটী বেদজ্ঞ বিষয়ে নিয়ম। ঐ পাঁচটী এবং শুদ্ধ-বিজ্ঞান, ইহাকে ষড়ঙ্গ যোগ বলে। সেই যোগী নিত্য অব্যয় পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। যে সকল নিয়মাদি সাধনের নিমিত্ত শরীর অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করা যায়, সেই নিয়মাদি সিদ্ধ হইলে শরীরের কোন অংশের ক্ষতি হয় না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, নিরঞ্জন অব্যক্ত জ্ঞানই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। দ্রষ্টা, স্রষ্টা, পিতা, মন্তা এবং বোদ্ধা, ধ্যান-চক্ষু দ্বারা সাক্ষাৎকরণীয়, সূক্ষ্ম সেই নিত্যই পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। তাঁহার দর্শনা-কাঙ্ক্ষায় নানাপ্রকার যোগ অবলম্বন করিয়া যদি সেই যোগলাভ হয়, তাহা হইলে পুরুষও নয়নবিষয় হন। হে সভ্য! শরীরে বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, অব্যক্ত, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং শাশ্বত পুরুষ অবস্থান করেন। ১—১২। রজ এবং তম দ্বারা নষ্টবুদ্ধি হইয়া জীব যখন সদসৎ-বিচারে অক্ষম হয়, তখন পুরুষই হৃদয়ে বর্ত্তমান হইয়া চতুর্থী গতি—মুক্তির কারণ হন। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদ্য অব্যয় ঈশ্বর মহাদেব। যে ব্যক্তি ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্ভব, বিনাশ এবং ভাবাভাব মহাদেবে বিচার করে, সে অষ্টাবিংশতিদর্শক। প্রমাণ দ্বারা চতুর্থ গতি—মুক্তি জানিবার সম্ভব নাই। মনুষ্যগণ যখন পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব জানিতে পারে, তখন তাহার প্রতিপাদ্য অব্যয় ঈশ্বর মহাদেবকেও জানিতে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি সকলের ঊর্দ্ধস্থায়ী ওঙ্কারকে রুদ্রাবাসে সঞ্চরণ করিতে দেখেন, তাঁহাকে অবিমুক্ত বলা যায়। তাঁহার তাদৃশ মাহাত্ম্য হয়, যাহা দ্বারা তিনি মোক্ষ-লাভ করেন এবং যাহা জানিয়া পরম গতি লাভ করেন। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সেই পুরুষকে পঞ্চবিংশতি, ষড়্‌বিংশতি এবং ঊনবিংশতি তত্ত্বস্বরূপ বলিয়া জানে, বিংশতি-তত্ত্বাত্মক জানিয়া মুক্তিলাভ করে। যোগোপদেষ্টা চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বস্বরূপ পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বস্বরূপ এবং ষড়্‌বিংশতি-তত্ত্ব স্বরূপ বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সপ্তবিংশতি-তত্ত্বস্বরূপ হইলে অধ্যক্ষ, অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বস্বরূপ হইলে পুরুষ এবং ত্রিংশৎতত্ত্ব-বেদ্য হইলে পুরুষ লোকধৃক্ বলিয়া কথিত হন। ১৩—২১। যাঁহাকে জানিয়া শোকের বিষয় না হয়, তাঁহার স্বরূপ বলিতেছি। হে সুব্রত! তোমার নিকট কিয়দংশ বলিলাম। যিনি শস্ত্রাদি দ্বারা অচ্ছেদ্য; স্বর-ব্যঞ্জনাদি বর্ণ দ্বারা যাঁহার স্বরূপ নির্ণীত হয় না; যতি অক্ষর-মাত্রা-বিরহিত যাঁহাকে নিরন্তর চিন্তা করেন; কাশীধামে যিনি পার্ব্বতীর দক্ষিণে অবস্থান করেন; পঞ্চায়তনবাসী ওঙ্কার-স্বরূপ শিব পরমদেবই তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার অনুগ্রহে মনুষ্য নির্ম্মায়িক হয়। যোগবিৎ ব্যক্তি "ইনি নিষ্কল" এইরূপে পরমেশ্বরের চিন্তা করিবে। দুর্ব্বাসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বৃষ-ধ্বজ! আপনি মাত্রাক্ষর-বিবর্জ্জিত যাহা বলিলেন, সে কি প্রকারে জানা যাইবে? পরম গোপ্য এই বিষয় বর্ণন করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করুন। মহাদেব বলিলেন,—হে বিপ্র! ব্রহ্ম যে প্রকারে মাত্রা এবং অক্ষর-বিবর্জ্জিত, তাহা শ্রবণ কর,—যতিগণ যাহা জানিয়া মুক্তিলাভ করেন। ওঙ্কারই পরমব্রহ্ম; ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই ব্রহ্ম শরীরশূন্য পঞ্চমাত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হন। প্রথমা ও দ্বিতীয়া স্বর ব্যঞ্জন-বর্ণাত্মিকা। তৃতীয়া অতিশয় সূক্ষ্মা, যোগিগণ চিন্তা করেন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তুর অর্দ্ধাংশসদৃশ সূক্ষ্মা, নির্গুণা প্রশান্তা এবং অক্ষয়া; তাঁহাকে জানিলেই মুক্তি হয়। অকার তেজোময়ী, উকার অক্ষরস্বরূপিণী, মকার তুরীয় সূক্ষ্ম;—ইহাতে ওঙ্কার হয়। অকার ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; উকার বিষ্ণু এবং মকার উমা স্বরূপ;—ইহাতে প্রশান্ত নিত্যব্রহ্মস্বরূপ ওঙ্কার উৎপন্ন হয়। যোগী যেকালে ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক যোগ আরম্ভ করিবে, তখন বিজ্ঞানাখ্যা অক্ষরগামিনী নিত্যা সিদ্ধি লাভ হইবে। এক মণিতে অনুস্যূত একটী সূত্র যে প্রকার বহুধা প্রতীত হয়, সেই প্রকার বারংবার চিন্তা

করিবে। যুদ্ধাসক্ত বীর যেপ্রকার তেজস্বী বাণের মধ্যেও অগ্নি দর্শন করে না, তদ্রূপ একাগ্র হইয়া চিন্তা করিলে সেই পদ প্রাপ্ত হয়। ২২—৩৫।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন,—হে দ্বিজকুল-তিলক! এই শরীর দেবগণ স্বরূপ। কোন্ অঙ্গ কোন্ দেবের স্বরূপ, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। চরণে বিষ্ণু, জঙ্ঘায় পবন, জানুতে অশ্বিনীকুমার, উরুদ্বয়ে বরুণ, পায়ুতে মিত্র ও বরুণ, উপস্থে প্রজাপতি, কটিদেশে যক্ষগণের সহিত যক্ষপতি কুবের, অন্ত্রে সমুদ্র, উদরে পঞ্চ দেবতা, হৃদয়ে সাবিত্রী, বক্ষঃস্থলে চন্দ্র, হস্তদ্বয়ে ইন্দ্র, চর্ম্মে বিদ্যুৎ, ওষধি ও বনস্পতি সকল, নখ কেশ ও রোমকূপে ধর্ম্ম, মস্তকে আদিত্য, সন্ধিস্থলে সপ্তর্ষি, চক্ষুর্দ্বয়ে সূর্য্য, শ্রোত্রে দিঙ্মণ্ডল, ভ্রূদ্বয়ে পর্ব্বত, ললাটমণ্ডলে শম্ভু, স্বয়ম্ভূ-শিব নিত্যই সকল শরীরে, ওষ্ঠপ্রান্তে যম ও মেধা, পৃষ্ঠে রাত্রি, পার্শ্বে দেবতা, শুভকণ্ঠে প্রাণপতি বৃষভধ্বজ, অহঙ্কারে রুদ্র এবং বুদ্ধিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা অধিষ্ঠান করেন। এই প্রকারে সর্ব্বদেবময় শরীরের বিষয় বর্ণন করিলাম। এই সকল বিষয় জানিয়া পরমগতি লাভ করে। দুর্ব্বাসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বৃষভধ্বজ! যে যে দেবতা বা ঋষিগণ যে যে শরীরে থাকেন, তাহা বলিলেন। সকলে প্রাণাহুতি কি প্রকারে লাভ করেন, তাহা বলুন। ১—১২। মহাদেব বলিলেন,—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান, এই পাঁচটী শরীরে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ এই পাঁচ বায়ুতে প্রথম হোম করেন। ব্রাহ্মণগণ প্রাণ-বায়ুতে যে অন্ন দ্বারা হবন করেন, সেই অন্ন দ্বারা সাবিত্রী, অঙ্গ এবং পদক্রমের সহিত চতুর্ব্বেদ, ওষধি, বনস্পতি, চন্দ্র, ভাস্কর এবং বায়ু তৃপ্ত হন। ব্রাহ্মণ অপান বায়ুতে দ্বিতীয় যে হোম করেন; ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অপান বায়ুতে আহুত, সেই অন্ন দ্বারা নাগ, সমুদ্র, নদী, সাগর, ঋষি, পিতৃ এবং বাসু প্রভৃতি দেবগণ সংতৃপ্ত হন। ব্রাহ্মণ সমান-বায়ুতে যদি তৃতীয় হোম করেন, তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সমান-বায়ুতে হুত সেই অন্ন দ্বারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, বিষ্ণু, বরুণ, যম, প্রজাপতি এবং কুবের প্রভৃতি দেবসমূহ পরিতৃপ্ত হন। উদানে ব্রাহ্মণ যদি চতুর্থ হোম করেন, তাহা হইলে, সেই অন্ন দ্বারা রুদ্র, অগ্নি, নন্দিকেশ্বর, উমা, ব্রহ্মা মন এবং প্রাণসমূহ সন্তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণ ব্যান-বায়ুতে যে পঞ্চম আহুতি প্রদান করেন, তাহা দ্বারা নক্ষত্রমণ্ডল, সপ্তদ্বীপ, সপ্তলোক, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস প্রভৃতির সহিত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল এবং পৃথিবী সকলে তৃপ্তি লাভ করেন। এই প্রকারে ব্রাহ্মণ সকল প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক হোম করত সিদ্ধ হইয়া চাণ্ডালান্ন ভোজন করিলেও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র যেই পাঠ করুক, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রদ্ধাবান্ হয়। সূর্য্য বর্ণসদৃশ প্রভাশালী, তমোগুণাতীত সেই মহাপুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম-মৃত্যু-পরম্পরানুবন্ধী সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয়। ইহা ভিন্ন মোক্ষরূপ সদ্গতির আর উপায় নাই। যদি জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় অবলম্বন করিবে। হালাহল-বিষ পান করিলেও নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হইবে না। এই প্রকারে পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলে, অবশ্যই মুক্তি লাভ করিবে। ১৩—২৮।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস বলিলেন,—হে সাংখ্যযোগবিধিজ্ঞ! ভগবন। আপনি যাহা বলিলেন, সেই যোগনাড়ী এবং তৎসম্বন্ধীয় ব্রত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন,—অব্যয় লোকনাথকে নতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক রুদ্রপত্নী কাত্যায়নীকে বিশেষরূপে প্রণাম করি। হরি, হর এবং ব্রহ্মা, যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। নাড়ীসঞ্চার-সংস্থান এই পারমেষ্ঠ্য জ্ঞানও নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীমান্ যেকালে বিশ্বের সকল মূর্ত্তিতেই অবস্থান করেন, তখন তিনি দেহীর ন্যায় ক্রীড়া করেন তাহার অসংখ্য রশ্মিসমূহ জগতের সকল দেহে অবস্থান করে। হৃদয়স্থিত যোগনাড়ী সকল বর্ণন করিতেছি। দেহের পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত অধঃপ্রদেশীয় নাড়ীসমূহের বর্ণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। উত্তর-নাড়ীসমূহ পীত, লোহিত এবং কৃষ্ণবর্ণ; পূর্ব্বভাগস্থ নাড়ী পাণ্ডু ও পিঙ্গল বর্ণ। দক্ষিণভাগস্থ নাড়ী শ্বেতবর্ণ এবং পশ্চিম-ভাগস্থ নাড়ী সকল কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ। ঊর্দ্ধভাগস্থ নাড়ীসমূহ কৃষ্ণবর্ণ। হৃদয় স্থানে অবস্থিত নাড়ী লইয়া, উক্ত নাড়ী পাঁচ পাঁচ প্রকার। যোগিগণ এক শত এক নাড়ীর উপাসনা করেন। ১—৮। উক্ত সকল নাড়ী ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয় করিবে। প্রভাকর সূর্য্যের প্রভাসমূহ নভোমণ্ডলে উদিত হইয়া যে প্রকার অন্ধকাররাশি বিনাশ করে, সেই প্রকার পরমাত্মাও হৃদয়ে উদিত হইয়া মালিন্য দূরীভূত করেন। নাড়িনাড়ী যাবতীয় ক্রীড়া ও মোহাদি দূরীকৃত করে। যন্নবতি সহস্র নাড়ী হৃদয়ে অবস্থান করে। পূর্ব্বে যে পাঁচটী নাড়ীর

কথা বলিলাম, তাহাকে পঞ্চপ্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। দক্ষিণভাগস্থিত নাড়ী পাঁচটী জলা নামে বিখ্যাত। পশ্চিমভাগস্থিত নাড়ী উদান এবং উত্তরভাগস্থিত নাড়ী উত্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধোদেশে যে সকল নাড়ী অবস্থান করে, তাহাদের নাম সমানস্থ। বিস্তৃত ঊর্দ্ধ এবং অধঃপ্রদেশীয় উভয় নাড়ীই হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট। এই প্রকার নাড়ীপ্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহাতে এই বিশ্বমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বকর্ম্মা ঐ নাড়ী সকল অতিশয় সূক্ষ্মভাবে অধোদেশীয় নাড়ীচতুষ্টয়ের সহিত সংযোগ করিয়াছেন। বায়ু-নিরোধ দ্বারা শুদ্ধ আত্মার নাড়ী হৃদয় ও মস্তকে লক্ষিত হয়। পরাপর-জ্ঞানের (তত্ত্বজ্ঞানের) নিধিস্বরূপ বিজ্ঞগণ তাহাকেই ব্রহ্মনাড়ী বলেন। ১—১৬। তথায় প্রযোজিত মন জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে রক্ষা করে। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয় পাঁচটী সংযুক্ত হয়। হৃদয়ে সম্বদ্ধ নাড়ী সকল, যোগবলে পাদদ্বয়ে অবস্থাপিত হয়। সহস্র নাড়ীসমূহের মধ্যে আদ্য (পূর্ব্বাদি) নাড়ী চতুষ্টয় গুণসম্বদ্ধ। যজ্ঞ এবং নিখিল বেদ সমস্তই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত; তাহা হইতেই স্থূলশরীরাভিমানী আত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় এবং প্রণব হইতে ঊর্দ্ধগতিপ্রাপ্তি হয়। নাসারন্ধ্র দিয়া, মস্তকে এবং মস্তক ভেদ করিয়া আকাশে বায়ুর গতি হয়। শুক্রবহা এবং মূত্রবহা নাড়ী পরস্পর মিশ্রিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত। শুক্র দ্বারা ঐ নাড়ী সন্তানোৎপাদক এবং মূত্রনিষ্পাদক। ত্রিসহস্র অস্থিই ষষ্টি সহস্র স্নায়ুই সংবৎসর। যাহার মুখে মনোমিলিত ব্রহ্মনাড়ী, হৃদয়ে ঈশ্বর, তাহার পক্ষে স্থূলশরীরাভিমানী আত্মাকে আকাশগত এবং আকাশ হইতেও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিলে নির্ম্মলতা লাভ হয়। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব তাহার পক্ষে পরিস্ফুরিত হয়। এই সব তত্ত্বজ্ঞান-ফলেই তাহাকে আর সংসারী হইতে হয় না। সোমসূর্য্যকর-নিকর-পীত সহস্রার পদ্ম সে ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যোগিগণ শিরঃস্থিত সেই পদ্মেই আত্ম যোজনা করিয়া থাকেন। সেই পদ্মই সংসারমোচনের উপায়। জ্ঞান-শাস্ত্র সাহায্যে তাহা বিদিত হইবার পর নির্ম্মল-চিত্ত হইয়া দেবভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় জন্ম হইতেও মুক্তিলাভ করিয়া বহুজন-প্রশংসিত ব্রহ্মবেত্তৃগণ আত্মস্বরূপ লাভে সমর্থ হন। সনৎকুমার-নির্ণীত এই নাড়ীসঞ্চার-সূচিত পবিত্র যোগশাস্ত্র মোক্ষশাস্ত্র। এই সুনিশ্চিত যোগ-শাস্ত্র ব্রহ্মাদি ঋষিগণের কীর্ত্তিত। ইহা পবিত্র হইতে পবিত্রতর এবং পাপনাশক। নাড়ী-মুখচিন্তক ব্যক্তি সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হয়। শুক্র-শোণিত-সম্ভূত স্থূল-দেহাভিমানী বিশ্ব নামক চৈতন্য, নাড়ী-মধ্য-সংস্থাপিত হইলে নির্ম্মল হন। গোমূত্র বা তন্নামক নাড়ীর চিন্তা সপ্ত বা অষ্ট জন্মের পাপ নাশ করে। তৎপরে সেই পবিত্র ব্যক্তি ব্রহ্মনাড়ীকে শিরোদেশের অধঃস্থানে নিয়োজিত করিবে।* অনন্তর সেই আত্মাকে, উক্ত নাড়ীতেই চিন্তা করিবে; তাহা হইলেই বিশ্ব অর্থাৎ উক্ত আত্মা হৃদয়প্রতিষ্ঠিত হইবেন। পূর্ব্ব ঋষিগণ, সেই আত্ম-চিন্তক এবং আত্মপরায়ণ হইয়া হৃদয়েই অবস্থিত আছেন। যতদিন সেই আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ হয় এবং এইরূপ চিন্তাযোগ যতদিনে পরম-তত্ত্বের উদ্ভাসক হয়, ততদিন দৃঢ়ভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। নাড়ীর সূক্ষ্ম-পথে যে ঊর্দ্ধগমন, তাহাই উত্তরায়ণ; অধোগমন, তাহাই দক্ষিণায়ন। দুই পথ স্নায়ুময় দেহই হইল—সংবৎসর। উত্তরায়ণমার্গে যাহার গতি হয়, তাহাকে কখন আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পরম-পদ অবিমুক্ত, নিত্যা-নাড়ী হইতেও উত্তম। শরীরস্থিত নাড়ীর গণনা এই;—তিন সহস্র-স্নায়ুনাড়ী, তাহারা সকলেই নাভি হইতে উৎপন্ন। হৃদয়ে সপ্ততি সহস্র শিরা; তথায় বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। সেই সব নাড়ীই কল্যাণদায়ক পথ। সর্ব্ব নাড়ী পরিত্যাগ করিয়া এক ব্রহ্মনাড়ীর আশ্রয় লইবে। নৌকা যেমন, সমুদ্র হইতে মানুষকে উত্তীর্ণ করে, সেইরূপ, ব্রহ্ম-নাড়ী সকল দুর্গ হইতেই আশ্রিতকে উদ্ধার করিতে পারেন। নিরালম্ব এক নাড়ী তালুমধ্য দিয়া মস্তকে গিয়াছে। স্বর্গগামিনী সেই নাড়ী, যোগীদিগের মুক্তিদায়িনী। পিতৃমাতৃ শরীরস্থিত শুক্র-শোণিত-ধারাই শুক্র, মজ্জা, বসা, মেদ, কফ এবং পিত্তের এক একটা মস্তক। দেহ এমন অপবিত্রতাময় হইলেও চিন্তাযোগ প্রসাদে, মস্তকে ঈশ্বরস্থান দ্বারা ঊর্দ্ধগতি হইলে, নিষ্পাপ হইয়া দ্যুলোকে গমন করে,—সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া, সূর্য্য ও অগ্নির উপরিস্থান প্রাপ্ত হয়। দেবযোনি, দেবতা, সমগ্র ঋষি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ এবং শশাঙ্ক ইঁহাদিগকে দেখিতে দেখিতে সেই ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে। স্বর্গপ্রস্থিত যোগীর-মুখদর্শন করিয়া দেবতারা গুণপ্রকাশ পুরঃসর, তাঁহার স্তব, ধ্যান, গান ও পূজা করেন। এইরূপে সম্মানপ্রাপ্ত যোগী পরম-পদ ঈশ্বরধামে গমন করেন। ১৭—৪৪।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—অবিমুক্ত-ক্ষেত্র এবং ওঙ্কার দেবের যথার্থ মাহাত্ম্য শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছি, তাহা আমাকে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন,—অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের যথার্থ

---

* সেই পবিত্র ব্যক্তি, ব্রহ্মানন্দকালে, শিরঃস্থিত নাড়ীকে অধোদেশে নির্গত করিবে (ইহা সংস্কৃত-ভাষানুমোদিত সরলার্থ) ৷ ২৷

মাহাত্ম্য শ্রবণে অভিলাষী হইয়াছ? হে ব্যাস! তবে সেই পরম-রহস্য উত্তম যোগ শ্রবণ কর। হে সুব্রত! পরম-পদাভিলাষী দেবতারাও এ রহস্য বিদিত নহেন। সেই অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের কথাপ্রসঙ্গও দুর্লভ। সেই সত্যক্ষেত্রে, কোন প্রকার পাপেরই বৃদ্ধি হয় না। আমি এ সম্বন্ধে যে দেব-দেব শূলপাণি এবং পার্ব্বতীর কথোপকথন শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি। পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন,—হে দেবদেব! আপনি উত্তম রহস্য মুক্তিপ্রদ পবিত্র তীর্থোপনিষদ্ কীর্ত্তন করুন। তখন, দেবদেব উত্তম রহস্য সেই জ্ঞাতব্য-বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রমথাধিপতি দেবাদিদেব কাশী ব্যতীত অন্যত্র সুখ-সন্তোষ না পাইয়া তখন সেই স্বীয় অবিমুক্ত-পুরের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর পিনাকধারী বরদাতা জগন্নাথ শিব বলিতে লাগিলেন,—হে সুশ্রোণি! যেজন্য সেই তীর্থশ্রেষ্ঠে আমার সন্তোষ অধিক, তাহা এক্ষণে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। হে সুন্দরি! সমস্ত সিদ্ধান্ত শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র এবং চতুর্দ্দশ ভুবনের যাহা সার, যাহা লাভ করিলে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়, সেই পরম গুহ্য আত্ম জ্ঞান—সেই স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থ।—হে দেবি! এই শিব-নগরী কাশীতে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান। হে সুশ্রোণি! সেইজন্যই আমি সতত সেই স্থানে থাকি। সেই কাশীবিরহে আমার মনস্তাপ হইতেছে। সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে এবং পঞ্চায়তনে উপস্থিত হইয়া ওঙ্কারেশ্বর শিবের পূজা করা কর্ত্তব্য। অকার, উকার এবং মকার এই ত্রিবিধ রূপ সেই শিবের স্থিতি; তিনি ত্রিলোকপালক এবং ত্রিলোকভোক্তা। প্রভু ওঙ্কারেশ্বর অবিদ্যা এবং মায়ার অতীত, ইহা অবান্তর সিদ্ধিলাভের পরে জ্ঞাতব্য। সেই ওঙ্কারেশ্বরের অভিজ্ঞ যাহারা তন্মধ্যে দৃঢ়ব্রত শিবভক্তেরাই শ্রেষ্ঠ; শিব-ভক্তগণ আমার পুত্র। সদ্ভাবপ্রাপ্ত শৈবগণ সর্ব্বদাই শিব-পুরী পরম স্থান অবিমুক্তক্ষেত্র পরম ভক্তিভাবে দর্শন করিতে পারিবে। পণ্ডিতেরা ওঙ্কারকে পরম পদার্থ ও পরম ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। 'সেই ওঙ্কার দেবই সদ্যোজাতাদি পঞ্চব্রহ্মময়। পঞ্চায়তনবাসী অর্থাৎ শরীরীদিগের মধ্যে যে সেই শিবকে দর্শন করিবে, সেই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। হে দেবি! তোমার ভক্ত বেদ-বেদাঙ্গপরায়ণ ব্রাহ্মণেরাও মুক্তিলাভ করে। বেদমার্গাবলম্বী নানাচিহ্ন-সম্পন্ন পুণ্যকর্ম্মা যতিগণ, বেদ-শাস্ত্র-পরায়ণ বিপ্রভক্ত গৃহস্থগণ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থসেবিগণ, একদণ্ডী, ত্রিদণ্ডী ও হংসব্রতী যতিগণ, শৈব, পাশুপত এবং কাপালিকগণ পরম অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে, শৈবশাস্ত্রানুসারে মৌনব্রতাবলম্বনে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। কর্ম্ম-ভেদে তাঁহাদিগের সকলের প্রতিই সন্তোষযুক্ত আমি (শিব), তাঁহাদের বাসনানুসারে পরম পদ মোক্ষ বিতরণ করি। অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রদ শ্মশান বিখ্যাত আছে; পাশুপত দ্বিজ, দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা সেস্থানের সেবা করেন। তথায় অবিমুক্তেশ্বর প্রভু শিব, প্রাণিগণের নিস্তারক রূপে সদা সন্নিহিত। আমি (শিব) সর্ব্বদা সেই নগরীতে অবস্থান করি বলিয়া তাহার বিখ্যাত নাম হইয়াছে 'অবিমুক্ত'। তথায় সংসারভীরুগণের ভয়কারণ বিনষ্ট হয়। তথায় বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে আর সংসারে পতিত হইতে হয় না। (সনৎকুমার বলিলেন,) হে মুনে! সিদ্ধক্ষেত্র তপঃক্ষেত্র বারাণসী যেমন শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ বিশ্বেশ্বর এবং ওঙ্কারেশ্বর শিবলিঙ্গদ্বয়ের কীর্ত্তন করিবে। সংসারমোচক অবিমুক্তেশ্বর শিবের স্মরণ করা কর্ত্তব্য। বিশ্বেশ্বর-সমীপস্থ জ্ঞানবাপীজল; তাহার দর্শন-স্পর্শনে মানবেরা ভূতলে কৃতার্থ হয়। সেই বাপীর অমৃতোপম জল কলিকালে দেবগণেরও দুর্লভ। সেই জল, সর্ব্বপ্রাণিগণের নিস্তারক এবং নানাবিধ পাপের বিনাশক। সেই বাপীতীরে জৈগীষব্য মুনি ক্রুদ্ধ মৃত্যুকে পরাভূত করিয়া দেন। সেই বাপীতে সন্ধ্যা উপাসনা করিলে অক্ষয় দেবতা যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপত্ব-প্রাপ্তি হয়। একবার তথায় সন্ধ্যা করিলে, দশ মাস সন্ধ্যা করার ফল হয়। যথায় স্বয়ং দেবদেব বিশ্বেশ্বর, নদী গঙ্গা, জন্মই মুক্তির উপায় এবং মরণ প্রশস্ত, সেই কাশীধামে কাহার বাস করিতে প্রবৃত্তি না হয়? ১—৩০।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন,—শ্রীমান্ হরিকেশ নামে বিখ্যাত ব্রহ্মনিষ্ঠ ধার্ম্মিক এক যক্ষ ছিলেন; তিনি যক্ষগণের মধ্যে প্রবলপ্রতাপ। তাঁহার পিতা পূর্ণভদ্র। হরিকেশ, জন্মাবধি শিবের প্রতি মহাভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি শিবনিষ্ঠ, শিবপ্রণত, শিবভক্ত এবং শিবপরায়ণ হইলেন। আসন, শয়ন, গমন, অবস্থান, অনুগমন, ভোজন এবং ধাবন সময়েও হরিকেশ শিব-রূপ-চিন্তায় তৎপর থাকিতেন। হরিকেশ এইরূপ শিব-পরায়ণ-চেতা হইলে, পিতা পূর্ণভদ্র বলিলেন,—যখন তুই আর একপ্রকার হইয়া গিয়াছিস্, তখন তোকে আর আমি পুত্র বলিয়াই মনে করি না। পুত্র! যক্ষবংশীয়গণের বৃত্তি এরূপ নহে। তোমরা গুহ্যক, স্বভাবতঃ ক্রুরচেতা হইবে। রে কু-পুত্র! হিংস্রক হওয়া ত অল্প কথা, তোরা মাংসাশ হইবি। তুই যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিস্, তাহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। মহাত্মাদের এ রীতি দেখা যায় নাই। স্বয়ম্ভু বিবেচনা করিয়া (মনুষ্যগণের পক্ষে) যাহা পূজনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, যক্ষগণ তাহা ত্যাগ করিবে।

অন্ত্যাশ্রমের কর্ম্ম গৃহিগণেরও কর্ত্তব্য নহে। আমরা বিবিধ সৎকর্ম্মফলে মানুষভাব অতিক্রম করিয়া দেবযোনিত্ব রূপ শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি যাহা কর, সে সব ধর্ম্ম, মনুষ্যভাব-বিশিষ্ট যাহারা, তাহাদিগেরই জানিবে। আমি সে প্রকার ধর্ম্মপ্রাপ্তি চাহি না, ঐরূপ কর্ম্মও করি না, ইহাই নিশ্চিত জানিবে। সনৎকুমার বলিলেন,—প্রতাপবান্ পূর্ণভদ্র এই কথা বলিয়া পুত্রকে বলিল, তুই শীঘ্র এ স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হ, যথা ইচ্ছা গমন কর্। অনন্তর মহাত্মা হরিকেশ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বারাণসীতে আসিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যাকালে তিনি স্থাণু-নির্ব্বিশেষ এবং শুষ্ককাষ্ঠ ও প্রস্তর-সদৃশ হইলেন। বংশ ও জাতির বৃত্তি তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। হে ব্যাস! যাঁহারা যোগীশ্বর গোকর্ণ মহাদেবের আরাধনা করেন, ধর্ম্মাত্মা হরিকেশ বারাণসীতে আসিয়া গোকর্ণ শিবালয়ে তাঁহাদিগের নিকট একাগ্র ও প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করত ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমনপূর্ব্বক নিশ্চলভাবে থাকিলেন। এইরূপ ভাবে সহস্রবর্ষ অতিবাহিত হইল। তখন শিব তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। তাঁহার দেহ বল্মীকের অধিকৃত হইল। পিপীলিকা মাংসচ্ছেদনে এবং তীক্ষ্ণদংষ্ট্র রাজসূচীমুখ কীটগণ দেহ বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। দেব-চিন্তা-পরায়ণ অবস্থাতে তাঁহার দেহ এইরূপে রক্তমাংস-বর্জ্জিত হইল এবং কুন্দ, চন্দ্র ও শঙ্খের তুল্য প্রভাসম্পন্ন অর্থাৎ অস্থিসার হইল। (তা হউক), রক্ষাকর্ত্তা আছেন, আবার সকলই হইবে। এই সময়ে দেবী শঙ্করকে বলিলেন,—হে পূজ্য! আপনার :উদ্যান-দর্শনে পুনরায় অভিলাষিণী হইয়াছি। পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে এই কথা বলিলে, তিনি পার্ব্বতীর সহিত নির্গত হইলেন এবং উদ্যান-প্রদর্শন ও প্রশ্নানুসারে উত্তর-দান যথাযোগ্য করিতে লাগিলেন।১—২০। উজ্জ্বল বিবিধ বৃক্ষ, গুল্ম, লতা ও ফুল্লকুসুমিত কণ্টকী কেতকী বৃক্ষ এই মনোরম উদ্যানের শোভা এবং সৌরভ সম্পাদন করিতেছে। কোথাও সুগন্ধি তমাল গুল্ম, পুষ্পিত কর্ণিকার, বকুল, অশোক এবং পুন্নাগবন অলিকুলে আবৃত। কোথাও প্রফুল্ল কমলরেণু-শোভিত ললিত-কলনাদী বিহঙ্গমগণ কূজন করিতেছে ও সৌরভ ছড়াইতেছে, কোথাও বা পকজম্বু-ফল-রসসিক্ত পক্ষিগণ সুস্বরলহরী প্রকাশ করিতেছে। কোথাও কলহংস, কোথাও কারণ্ডব পক্ষী, কোথাও অপর বিহঙ্গকুল এবং কোথাও বা মত্ত অলিকুলের উত্তম নিস্বন বনের রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও উত্তম সুগন্ধসম্পন্ন পুষ্পিত বৃক্ষ সুকূজন-রত ভ্রমরীগণ সেবা করিতেছে। কোথাও বা সুপুষ্পিত সহকারবৃক্ষ এবং পুষ্পভারাবনত তিলবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। বিদ্যাধরচারণেরা গান করিতেছে, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে, পক্ষিগণ আমোদিত এবং হারীত পক্ষিগণ মধুমত্ত-ভাবে উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও মৃগেন্দ্রভীত (অথবা 'মৃগেন্দ্র-ভীতিশূন্য'—এ অর্থ ভাবসঙ্গত, কিন্তু কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পিত) হস্তীরা বিচরণ করিতেছে, কোথাও মৃগগণ দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছে, কোথাও বা ফুল্লবিবিধ কমলবন-শোভিত জলাশয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। (কোথাও) ঘনসন্নিবেশিত নিচুলতরুশ্রেণী উদ্যানের নীলিমা সম্পাদন করিতেছে, ময়ূরগণ তথায় সুখে অবস্থিত। এই উদ্যান, মদমত্ত বিহঙ্গকুলের স্বর মনোহর। কুসুমিত তরুশাখায় মত্ত অলিকুল লীন হইয়া রহিয়াছে। নব-পল্লব-যুক্ত শাখায় শোভিত এই উদ্যানের প্রান্তভাগ শাখাচ্ছাদিত। কোথাও দন্তক্ষত মনোহর বীরুধ, কোথাও লতা মনোহর বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা বিলাসমন্থরগামিনী কিন্নরকামিনীরা বিচরণ করিতেছে। মনোহর চূড়ায় বসিয়া পারাবতগণ কলধ্বনি করিতেছে, পুষ্পসমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ বলিয়া ও সুচারু শুক্লবর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে যেন ইহারা হাস্য করিতেছে—এইরূপ অনেক দেবমন্দির এই উদ্যানের শোভাবর্দ্ধক। দেবমন্দির-মার্গে সারস-হংসযুক্ত এবং ফুল্লকমলকুল-শোভিত জলাশয়; পুষ্পমাল্যস্খলিত কুসুম-নিকর সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং পার্শ্বস্থিত গুল্মশাখায় বিহঙ্গম-শ্রেণী। পুষ্প-স্তবক-তরল-শাখাগ্র অলিকুল-কূজন-মধুর মনোহর নীলাশোক এই উদ্যানের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এখানে কুসুমিত তিলবৃক্ষ রাত্রিকালে শশধর-কিরণের সঙ্গে সমান হইয়া যায়। ছায়াসুপ্ত হরিণকুল প্রবুদ্ধ হইয়া এই উদ্যানের কুশাঙ্কুরাগ্র দংশন করিয়া থাকে। বিশাল জলাশয়ের স্বচ্ছজল এবং পদ্মবন, মরালকুলের পক্ষসমীরণে বিকম্পিত হইতেছে, তীরজাল-কদলীকাননে ময়ূরেরা নৃত্য করিতেছে, ময়ূরের চন্দ্রকাঙ্কিত স্খলিত পক্ষ কোন স্থলের বিচিত্র শ্রী সম্পাদন করিতেছে, আর নানাস্থানে মুদিত হারীতপক্ষিকুল নৃত্য করিতেছে। কোথাও স্বচ্ছন্দচারী হরিণকুল, কোথাও বিচিত্র কুসুমচয় এবং কোথাও বা কৃষ্ণা কিন্নরকামিনীরা মত্তাবস্থায় ভ্রমরসহ বৃক্ষখণ্ড-পানে তৎপর।২১—৩৪। কোথাও পরস্পর-সংসৃষ্ট উৎপলনিচিত মুনিগণের আশ্রম বৃক্ষরাজিতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা বিশাল সরলবৃক্ষ সমগ্র উদ্যান-ভূমিকে আয়ত্ত করিবার জন্য মিলিত হইয়াছে। সিদ্ধগণ, ফুল্ল মাধবীলতামণ্ডপে আমোদ করিতেছে, সিদ্ধকামিনীগণের সুব্যক্ত প্রিয়কথায় উদ্যানের এক প্রান্ত মনোহর হইয়াছে, প্রফুল্ল শ্যামা মঞ্জরীতে অলিকুল নিলীন, আর কদম্বকুসুমের অর্দ্ধাংশ ভ্রমরশ্রেণীর সম্মিলনে সরলিত। পুষ্পসমূহচুম্বী সমীরণে তরুশিখর দোদুল্যমান, অগ্রবর্ত্তী অনুচরেরা বংশগুল্ম ভূমিপাতিত করিয়াছে, তাই মুনীসমূহ গুল্ম-

ত্তরে ধাবিত হইতেছে, (অধিক কি বলিব) সেই উদ্যানভূমি লতাবৃক্ষাদিরূপ যে প্রাণী, তাহাদিগেরও মুক্তিসম্পাদক। চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল মনোহর তিল, সিন্দুর-কুঙ্কুম-কসুম্ভ-সন্নিভ অশোক, সুবর্ণবর্ণ কর্ণিকার ও ফুল্লারবিন্দপদচিহ্নিত বিশাল শাখী তথায় বর্ত্তমান (অথবা, ফুল্লারবিন্দাঙ্কিত, বিশালশাখাসম্পন্ন, সুবর্ণবর্ণ কর্ণিকার)। কোথাও কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও বিদ্রুমমণির ন্যায় রক্তবর্ণ, কোথাও বা শোভাসম্পন্ন কাশকুসুম সমবেত বিবিধ পুষ্প, উদ্যানভূমি ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। পুন্নাগবৃক্ষে পক্ষিগণ কূজন করিতেছে। আর রক্তাশোকস্তবক কম্পিত হইতেছে, শ্রমাপহ সমীরণ রমণীয় উদ্যানপ্রান্তে প্রচুর এবং প্রফুল্লকমলবনে ভ্রমরেরা নৃত্য করিতেছে। তখন হিমালয়-শিখরবাসী সকলভুবনকর্ত্তা লোকনাথ, কতিপয় গণনায়ক সমভিব্যাহারে মত্তহৃষ্টপ্রাণিপূর্ণ, বিবিধ বিশালতরুসম্পন্ন উদ্যানভাগ ভবানী দেবীকে দেখাইতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—পরমশোভাসম্পন্ন এই উদ্যান দেখা হইয়াছে, এখন ক্ষেত্রগুণকীর্ত্তন পুনরায় করুন। আমি অবিমুক্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আশা মিটিতেছে না, আবার বলুন। দেবদেব বলিলেন,—বারাণসী আমার গুহ্যতর সনাতন ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র সর্ব্বপ্রাণীর সতত মুক্তির কারণ। হে দেবি! এখানে মদীয় লোকপ্রাপ্তিকামী সিদ্ধগণ নানা চিহ্ন ধারণ পুরঃসর মদীয় ব্রত অবলম্বন করত যুক্তচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সতত পরম যোগ অভ্যাস করিতেছে। নানা-বৃক্ষসমাকীর্ণ, নানা-পক্ষি-বিরাজিত, কমলকহ্লারাদি-শোভিত-সরোবর-নিচয়ে সমলঙ্কৃত এবং গন্ধর্ব্ব অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সতত সংশোভিত এই ক্ষেত্রে যে কারণে সতত বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি, তাহা শুন। এখানে যেমন লোকে মদর্পিত-চিত্ত, আমার ভক্ত এবং আমাতে অর্পিতকর্ম্মা হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, অন্য কোথাও সেরূপ পারে না। এই আমার দিব্য পুর গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তর। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মুমুক্ষু সিদ্ধগণ ইহা জানেন। যেহেতু এই মহাক্ষেত্রকে আমি কখন মোচন (ত্যাগ) করি নাই এবং করিব না, এইজন্য ইহার নাম 'অবিমুক্ত'। নৈমিষারণ্যে, কুরুক্ষেত্রে, হরিদ্বারে এবং পুষ্করে স্নান বা বাস করিলে মুক্তিলাভ হয় না, কিন্তু এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে তাহা হয়; এই জন্য ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মুক্তি প্রয়াগে হয় আর আমার পরিগৃহীত ক্ষেত্র বলিয়া এইখানে হয়। তীর্থরাজ প্রয়াগ অপেক্ষাও এই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ। সেই যে মহাতপা জৈগীষব্য পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য। আমার প্রতি ভক্তি ও আমার চিন্তা করিয়া মহাশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য এখন যোগিগম্য জ্ঞানলিপ্সু হইয়াছেন। তিনি সতত আমাকে এই স্থানে ধ্যান করিতেছেন। যোগ হইতে পরমনির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। অব্যক্তলিঙ্গ সেবাসক্ত পরম কৈবল্যপ্রাপ্তি এই স্থানে হয়। সর্ব্বসিদ্ধান্তবেত্তা মুনিগণ অন্য স্থানের দুর্লভ মুক্তি এই স্থানে প্রাপ্ত হন, আমি তাঁহাদিগকে অনুত্তম যোগৈশ্বর্য্য, আত্মসাযুজ্য এবং অভিলষিত স্থান প্রদান করি। মহাযক্ষ কুবের শিবার্পিতকর্ম্মা হইয়া এই ক্ষেত্রের বন্দনা করিয়াই গণেশত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংবর্ত্ত ঋষি এবং ভাবিতার্থ ঋষি ভক্তিসহকারে এইখানেই আমার আরাধনা করিয়া যথাক্রমে সিদ্ধিলাভ করিলেন। হে কমল-নয়নে!' ভবিষ্যধর্ম্ম-বক্তা ও বেদশাস্ত্রবিভাজক পরাশরনন্দন যোগী মহাত্মা মুনিপুঙ্গব ব্যাস ঋষি এই ক্ষেত্রেই সুখে অবস্থান করিতেছেন। হে সুব্রতে! ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ সকলেই এইখানে আমার উপাসনা করেন। অন্য সিদ্ধ যোগিগণও এইখানে প্রচ্ছন্নরূপে মহাব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক অনন্যমনে সতত আমার উপাসনা করেন। যে ব্যক্তি আমার প্রসাদে এই ভূষণভূতা নগরী প্রাপ্ত হয়, সেই মানব চতুর্ব্বর্ণসঙ্কুল জনপদাকীর্ণ স্ফীত রাজ্য প্রথমে প্রাপ্ত হইয়া, পরে আমাতে প্রাণার্পণ পুরঃসর আমাকেই লাভ করে। ৩৫—৬৬। হে চার্ব্বঙ্গি! এই ক্ষেত্র-নিবাসী গৃহস্থ বা ব্রহ্মচারী মদ্ভক্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া আমার প্রসাদে পরম দুর্লভ মুক্তিলাভ করিবে। যে মানব, বিষয়াসক্ত-চিত্ত এবং ধর্ম্মত্যাগী, এই স্থানে মৃত্যু হইলে তাহাকেও আর সংসারে প্রবেশ করিতে হইবে না। মায়া-মমতা-বিহীন, সত্ত্বগুণাবলম্বী, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যাহারা ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক বিজন প্রদেশ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা করিয়া থাকে, সেই সঙ্গত্যাগী জ্ঞানিগণ দেহের অপায় হইলে আমার প্রসাদে মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয়। যোগিগণ সহস্র সহস্র জন্মান্তরে যে মুক্তি প্রাপ্ত হন, প্রাণিসমূহ এই স্থানে মরণান্তে সেই অনুত্তম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! তোমার নিকট ক্ষেত্রের এই পরম রহস্য সংক্ষেপে কহিলাম, ইহা আশ্রমিগণের অশেষ ফল-জনক। ইহার অতিরিক্ত গুহ্যসিদ্ধি আর নাই, যোগেশ্বরেরাই এই যোগ বুঝিতে পারেন। ইহাই পরম জ্ঞান, ইহাই একান্ত মঙ্গলজনক, ইহাই পরব্রহ্ম স্বরূপ এবং ইহাই পরম পদ। হে শৈলসুতে! এই বারণসী নগরী ত্রিভুবনের সারভূত ও পরম রমণীয়; বিবিধ পাপকারী লোকও যদি এ স্থানে আগমন করে, তাহা হইলে সে নিষ্পাপ হইয়া কালযাপন করে। যে স্থানে স্বাধ্যায়নিয়মাদিশূন্য অজ্ঞানী লোকও মরণান্তে পরম পদ প্রাপ্ত হয়, সেই সুন্দর তরুলতা-শোভিত পবিত্র স্থান আমার অতি প্রিয় ও প্রতিদিন স্মরণ করিয়া থাকি। সনৎকুমার কহিলেন,—এই সময়ে মহাদেব, ভক্তশ্রেষ্ঠ যক্ষকে বর দিবেন বলিয়া পার্ব্বতীকে বলিলেন,—হে সুশ্রোণি! সেই যক্ষ আমার

পরম ভক্ত ও নিরন্তর তপোনিয়মাদি দ্বারা নিষ্পাপ হইয়াছে, এজন্য আমার নিকট বর পাইবার উপযুক্ত। এই বলিয়া জগৎপতি মহাদেব দেবীর সহিত যক্ষের সমীপে গমন করিলেন। জীর্ণ কলেবর যক্ষ মহাদেবকে আগত দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইল; বৃষধ্বজ তাঁহাকে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিলেন, তাঁহার প্রভাবে যক্ষ শঙ্করকে দেখিতে পাইল। সনৎকুমার বলিলেন,—অনন্তর যক্ষ তখন ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত করিয়া দেখিল, মহাদেব বৃষারূঢ় হইয়া প্রমথগণের সহিত আগমন করিয়াছেন। মহাদেব কহিলেন,—হে বৎস! তোমাকে আমি ত্রিলোক-দুর্লভ বর দিব, তুমি সমগ্র শরীরের সহিত আমাকে প্রাপ্ত হও। সনৎকুমার কহিলেন,—অনন্তর সেই যক্ষ বর প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল-শরীরে পদতলে পতিত হইল ও স্বকীয় মস্তকে অঞ্জলি ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিল এবং বলিল,—ভগবন্! আপনার প্রতি আমার অনন্যসাধারণ-ভক্তি যেন অবিচলিত থাকে এবং অক্ষয় গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়া যেন লোকের অন্নদাতা হই এবং অবিমুক্ত ধুস্তূরবনে বাস করিয়া যেন আপনাকে দেখিতে পাই, এই বর আমাকে দিউন, এই আমার অভিলাষ। অনন্তর মহাদেব বলিলেন,—তুমি জরা, মৃত্যু ও সর্ব্বদুঃখ-বিহীন হইয়া আমার গণপতি হইবে এবং সকল লোকের পূজ্য ও বরদাতা হইবে; তোমাকে কেহ পরাভূত করিতে পারিবে না। তুমি যোগবল ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া লোকের অন্নদাতা ও ক্ষেত্রপাল হইবে; তুমি মহাবল পরাক্রান্ত বলিয়া ব্রহ্মার এবং আমার প্রিয়পাত্র হইবে। তুমি যক্ষ, তুমি দণ্ডপাণি এবং মহাযোগী। উদ্ভ্রম ও সম্ভ্রম নামক প্রমথদ্বয় তোমার পরিচারক হইল, তোমার আজ্ঞায় ইহারা কার্য্য করিবে। সনৎকুমার কহিলেন,—ভগবান্ মহাদেব এই প্রকারে যক্ষকে গণাধ্যক্ষ করিয়া রুদ্রাবাসে গমন করিলেন। ৬৭—৯২।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকল্পে বারাণসীর উত্তরভাগে পঞ্চায়তন নামক যে উত্তম তীর্থ ছিল, সেই স্থানের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত কহিতেছি, অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। সেই উত্তম পঞ্চায়তন তীর্থে এক মণ্ডূকী ওঙ্কার-দেবের নিকট থাকিয়া তাঁহার নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করে, কিয়ৎকালানন্তর সেই মণ্ডূকী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া সুমনা নামক রাজার গৃহে রাজ্যকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিল। কালে রাজা তাহাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সে পরিগৃহীতা হইতে অনিচ্ছুক হইয়া রাজাকে নিবারণ করিল এবং মনে মনে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইল। সে স্থানে পঞ্চায়তন-বাসী ওঙ্কার-দেবকে দর্শন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবলোক প্রাপ্ত হইল। মণ্ডূকী হইয়াও সে স্থানে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে ব্রাহ্মণ! পূর্ব্বকালে সে স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিলাম এবং সে স্থানে অন্য যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও বলিতেছি। সেই স্থানে প্রতাপমুকুট নামক পরম ধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্রও অতি ধর্ম্মাত্মা এবং তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন; কিছুকালের পর রাজা পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র! তোমার দারপরিগ্রহ করা বিধেয় হইতেছে; তুমি দারপরিগ্রহ করিলে আমি নির্বৃত হইয়া পরম সুখে থাকিব। এইরূপ বলিলে পর পুত্র পিতাকে বলিলেন,—আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিব না।১—১১। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—বৎস! আমার বাক্য প্রতিপালন কর; আমি তোমার পিতা, তোমার উপর আমার প্রভুতা আছে; মদীয় কুল নরকে চিরনিমগ্ন করিও না। সেই বলবান্ নৃপতনয় পিতার আদেশ শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বজন্মানুভূত সংসারের বিচিত্রতা স্মরণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—পিতঃ! আমার যুক্তি-সমন্বিত, তত্ত্ব-জ্ঞানাত্মক বাক্য শ্রবণ করুন;—আমি সহস্র সহস্র বার জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সহস্র সহস্র বার জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি; বহু শতবার স্ত্রী-পুত্রাদি-সংযোগ-সুখ ও বিয়োগ-দুঃখ অনুভব করিয়াছি; আমি তৃণ, গুল্ম, লতা, সরীসৃপ, পক্ষী ও পশু যোনি এবং স্ত্রী-পুরুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি; গণ, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস, গুহ্যক, দানব ও অপ্সরা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। হে তাত! আমি পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হইয়াছি, আবার সংহার-কালে সংহৃত হইয়াছি। দারপরিগ্রহ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। কেবল রাজত্ব অভিমান ত্যাগ করিলে সিদ্ধি হয় না; কিন্তু শরীরাভিমান ত্যাগ করিলে সিদ্ধি হয়। রাজ্যাভিমান-বিমুক্ত ব্যক্তির শরীরাভিমানে যে ধর্ম্ম ও যে সুখ গৃহীত হয়, তাহা শত্রুর সুখের ন্যায় বিফল, প্রত্যুত দুঃখপ্রদ মাত্র। হে রাজন্! দ্ব্যক্ষর অর্থাৎ দুই অক্ষরযুক্ত, মৃত্যু (সংসার) এবং অক্ষয় (নাশহীন শাশ্বত ব্রহ্ম, এই দুই বস্তুই জগতে আছে। হে পিতঃ! এই দুই বস্তু, অতর্কিত ভাবে প্রাণিগণকে নিত্যতা ও নিধনে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, সমগ্রভূত শরীর ভেদ করিয়াও অহিংসক, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র পৃথিবী পাইয়াও যাহার মমতা হয় না, অথবা বন্য উপায় দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি বনমধ্যে থাকে, তাহার রাজ্যে কি প্রয়োজন? ১২—২২। অথো যাহার মমতা আছে এবং ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তন করা যাহার স্বভাব, সে মৃত্যুর বশীভূত হয়।

যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, সে-ই কেবল মৃত্যুরূপ মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পায়। কামাত্মা লোকেরাই পৃথিবীতে কামাত্মাকে প্রশংসা করিয়া থাকে। কেহ কেহ সকাম কর্ম্ম দ্বারা তপস্যা করিয়া থাকে, কেহ বা মুক্তির নিমিত্ত করিয়া থাকে; তীর্থযাত্রা ও বেদাধ্যয়ন রূপ প্রবর্ত্তনা কিছু আমার আছে, অতএব আমি পবিত্র পঞ্চায়তন প্রার্থনা করি। সেই বারাণসী-ক্ষেত্রে ওঙ্কার-দেবের আরাধনার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চায়তনে আমি প্রস্থান করিব। ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সেই স্থানে আমার যাহা ঘটিয়াছে এবং সেই উত্তম-তীর্থের মাহাত্ম্য কহিতেছি;—হে পিতঃ! ব্রাহ্মণ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বিদ্যাধর, পক্ষী ও কিন্নররূপে আমার বহুতর জন্ম অতীত হইয়াছে; পরে পবিত্র বৈশ্যবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলাম। সেই জন্মে মঙ্গল-নিদান ত্রিপুরারি মহাদেবের প্রতি আমার অচলা ভক্তি ছিল, আমি ব্রত-নিয়মাদি ও স্তবপাঠাদি দ্বারা শূলধারীকে সন্তুষ্ট করিতাম। সেই বৈশ্যজন্মে বহুকাল তীর্থপর্য্যটন করিয়া পরে কোন সময়ে সেই গুহ্য অবিমুক্ত-ক্ষেত্র প্রাপ্ত হই। সে স্থানে পঞ্চায়তনবাসী ওঙ্কার-দেবকে দর্শন করিয়া, দেবদেবের সম্মুখবর্ত্তী রুদ্রাবাসে অবস্থান পূর্ব্বক বৈশাখ মাসে রাত্রি জাগরণ করি। আমার সেই সকল কার্য্য দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরেরা অবলোকন করেন, আমার সেই কর্ম্ম বশতই আপনার পবিত্র গৃহে জন্ম হইয়াছে। আমি এক্ষণে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে অনুমতি করুন, আমি শীঘ্রই সেই স্থানে যাই। ওঙ্কার-দেবের প্রসাদে আমার দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, আমি সংসারে থাকিয়াও আত্মাকে মায়ানধীন দেখিতেছি; অতএব আমি অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে ঈশ্বর-দর্শনে গমন করিব। ২৩—৩৬। পঞ্চায়তন-বাসী ওঙ্কার-দেব নিষ্কল ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহাকে দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। পুত্র এইরূপ বলিলে পর পিতা বলিলেন,—হে পুণ্যাত্মন! তুমি যে স্থানে গমন করিবে, আমিও সেই স্থানে গমন করিব; জাতিস্মরতা বশতঃ আমার মানস উদ্বিগ্ন হইতেছে। সংসারে থাকিয়া পুরুষের সর্ব্বদাই বৈরাগ্য হইয়া থাকে, তখন বংশমূলক ও জাতিমূলক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সকল প্রকার প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে মায়া, মমতা ও অহঙ্কার-শূন্য হইয়া এবং সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধি বিধান করিবে। পরে ত্যক্তকর্ম্মা হইয়া অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে যাইবে। অবিমুক্তে গমন করিলে আর পর্য্যটন করিতে হয় না। অবিমুক্ত-স্থিত উপাসকেরা আত্মত্যাগ করিলেও শম-দম-তিতিক্ষাদি উপায়-বিশিষ্ট হইয়া ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়া আত্মাতে আত্মা স্থাপনপূর্ব্বক নিখিল প্রাণিবর্গে ওঙ্কারেশ্বরকে ও স্বকীয় আত্মাকে দর্শন করেন। সেই স্থানে অব্যক্তলিঙ্গী নামক এক প্রকার সন্ন্যাসী উপাসনা করিয়া পরে পরমপদ ওঙ্কার-দেবে লীন হইয়া থাকেন। বেদ সকল যে পদ অবগত আছেন, তপস্যা যে পদের বিষয় বর্ণিয়া থাকে, যে পদ ইচ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করে, সেই পদ অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে নিহিত আছে। এই প্রকার বলিয়া তখন রাজা মনে মনে ওঙ্কার-দেবকে চিন্তা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং পূর্ব্বজন্মাচরিত কার্য্য স্মরণ করিয়া বৈরাগ্যাবলম্বী হইলেন। তখন মনে মনে পঞ্চায়তন-স্থিত মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বারাণসী-ক্ষেত্রে ওঙ্কার-দেবকে প্রাপ্ত হইলেন। ৩৭—৬৮। এই রাজা পূর্ব্বজন্মে কপোত হইয়া এই আয়তনে বাস-পূর্ব্বক ওঙ্কারদেবকে প্রদক্ষিণ করিতেন এবং স্তবাদি দ্বারা উপাসনা করিতেন। পরে সেই স্থানে পঞ্চত্ব পাইয়া রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে উভয়ে দেবদেব ওঙ্কার-দেবকে স্তবাদি দ্বারা আরাধনা করিতে লাগিলেন। ব্যাস কহিলেন,—তাঁহারা শূলীর কিরূপ ব্রতাচরণ করিয়াছেন, যাহার উচ্চারণ মাত্রে আত্মা প্রকাশিত হয়? সনৎকুমার কহিলেন,—অতি গোপনীয় উত্তম রহস্য যোগ শ্রবণ কর। অবিমুক্ত-ক্ষেত্রস্থ মৃত্যুঞ্জয় পরম-যোগস্বরূপ, ওঙ্কারেশ্বর, শিবপদ, অনাদি, অনুৎপন্ন ও অক্ষয়। ইনি স্বতঃ সমুৎপন্ন; ইঁহার স্বরূপনির্দ্দেশ হয় না। ইনি সকলের কারণ, ভাব ও অভাবের স্বরূপ। সৃষ্টি ও প্রলয়-কার্য্য যাঁহার স্বভাব; যাঁহাকে চিন্তা করা দুষ্কর; যিনি মুক্তিস্বরূপ; যাঁহার ভয় ও পাপ নাই; যিনি নিরপেক্ষ ও অনাশ্রয়; যাঁহার স্তুতি নাই, নমস্কার নাই, সঙ্গ নাই, উপদ্রব নাই, বিকাশ নাই, উদ্ভব নাই, অবলম্বন নাই, মালিন্য নাই ও উপমা নাই; যিনি মঙ্গল ও অপবর্গস্বরূপ; যাঁহা অপেক্ষা আর নিত্যবস্তু নাই; যিনি সকলের কারণ; যিনি সর্ব্বত্র সন্নিহিত অথচ কোন স্থানে আসক্ত নহেন; যিনি পবিত্র ও জ্ঞাননির্ম্মল; যিনি সকল বস্তু স্বরূপ অথবা সকলের আত্মস্বরূপ, সূক্ষ্ম, অনাদি, মঙ্গলময় এবং ওঙ্কারস্বরূপ; যাঁহাতে বিষয়সামীপ্যেও আত্মা অধিক; যিনি স্তুত ও আচার-বর্জ্জিত এবং নিখিল শব্দের অনবগম্য ও কেবল মোক্ষের আধার; যিনি শঙ্কা ভয়-রহিত এবং জ্ঞানরূপী ও মোচন কর্ত্তা; স্থাবর ভিন্ন পদার্থে যাঁহার অনভাখ্য চৈতন্য ও তেজঃ বর্ত্তমান; যিনি স্বয়ং জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান দ্বারা সমস্ত প্রকাশ করিতেছেন; যিনি মুক্তির উপদেশে বিদিত ও বিলুপ্তদেহ আত্মজ্ঞান দ্বারা পরিজ্ঞেয়, জ্ঞানদৃষ্টি, সঙ্গশূন্য, অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান, নিত্য অবকাশশূন্য, শব্দ ও অশব্দাদি পদার্থেরও অগোচর, একেবারেই বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক, যুক্তি ও প্রমাণের অনধীন, কল্পনা-জাল-রহিত, কেবল চিন্তাবৃত্তির গোচর এবং গগনের ন্যায় বিশাল; যাঁহার স্পন্দন, বৈষয়িক-সুখ ও দর্শন নাই; যিনি ত্রিলোকপ্রকাশমার্গে অবস্থিত, অনেক হইয়াও

আকার-রহিত, স্বভাবের স্বরূপ, চিন্তাগ্রাহ্য, জগতের অতীত ও সুলক্ষণ; যিনি বাগ্‌বিতণ্ডার বহির্ভূত, মহাভূতের অনধীন এবং জ্ঞানগম্য পদার্থেরও হেতু; যাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, অথচ যিনি সকল স্থানেই বিদ্যমান আছেন; যিনি শব্দাদি গুণসমূহের কারণ ও শব্দ ব্রহ্মময়, শমগুণাবলম্বী এবং সকলের আশ্রয়-ভূত; যাঁহার স্বরূপ শব্দের বহির্ভূত; যিনি নিখিল জ্ঞানের আশ্রয়, যাঁহার আদি নাই, ক্ষয় নাই; যিনি প্রমাণের অবিষয়; যিনি ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বিদ্যমান; যিনি নিত্য ও জীবস্বরূপ; যিনি কারণ-নিরূপ্য; দশ ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কার মধ্যে যিনি অবস্থিত এবং সকল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য; যিনি ইন্দ্রিয় ও আত্মস্বরূপ; যাঁহার আত্মা নিষ্কলঙ্ক; যিনি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের অতীত, শ্বেতরক্তাদি-বর্ণ-বর্জ্জিত, বাক্‌পথাতীত মহেশ্বর; যিনি তর্কের বিষয় নহেন ও কার্য্য নহেন; উৎপত্তি-সময় যাঁহার নাই; যাঁহার শব্দ নাই, স্পন্দন নাই, শরীর নাই; যিনি সুন্দর ও পরাৎপর; মহাভূতে যাঁহার অবগাহ নাই; যিনি নিশ্চল ভাবে একরূপেই অবস্থান করিতেছেন; যিনি চিন্তার অগোচর; পরম সূক্ষ্ম বেদ-চতুষ্টয ও আগমে প্রতিপাদিত যাঁহাকে প্রমা দ্বারা অবধারণ করা দুষ্কর; যিনি অনন্ত চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন; যিনি কামরূপী, অক্ষয়, সকল ভূতের উৎপত্তি-কারণ ও বীজাঙ্কুরেরও কারণ; যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; যিনি কামের স্বরূপ অচ্যুত ও পরম মহৎ; যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম, প্রকৃতি ও পুরুষ এবং নিত্য, যাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, বিনাশ নাই; যিনি মহাভূত-স্বরূপ, মহাকায়, নির্ব্বাণ ও মঙ্গলের নিদান; যিনি যোগক্রিয়া হইতে বিমুক্ত, সকল উপাধি-রহিত, সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ও দ্বৈতবর্জ্জিত নিত্য পুরুষের স্বরূপ; যাহাতে অপরের তেজ নাই; সেই পঞ্চবক্ত্র, বৃষারূঢ়, সকলের আশ্রয়, সর্ব্বদা মঙ্গলদাতা, বিরূপলোচন, শূল ও জটাধারী, অবিমুক্ত-ক্ষেত্রস্থিত ওঙ্কারেশ্বর মহাদেবকে নমস্কার। সকল জন্তুর উদ্ভাবক বারাণসীস্থিত পরমপদ ওঙ্কারেশ্বরকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। ৪৯—৮২। সনৎকুমার কহিলেন,—এই প্রকার স্তব করিলে পর, স্তবপাঠান্তে সেই রাজার কোটী সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ দিব্য তেজ হইল। অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে সংযতাত্মা হইয়া যে ব্যক্তি ওঙ্কার-নির্দ্দিষ্ট শম্ভুস্তব পাঠ করিবে, হে ব্যাস! দিব্য সিদ্ধি (মুক্তি) তাহার করে অবস্থান করিবে। এই স্তবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র যদি পাঠ করে, তাহা হইলে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। আমি সূর্য্য-সমদ্যুতি এই মহৎ পুরুষকে জানি, ইহাঁকে জানিলে আর সংসারে আসিতে হয় না; ইহা ব্যতীত লোকের উদ্ধারের অন্য আর উপায় নাই। যদি সহস্র অথবা লক্ষ কোটি মুখ হয়, তাহা হইলেও ওঙ্কারেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে শক্ত হওয়া যায় না; কিন্তু আজ কিঞ্চিৎ ওঙ্কার-স্তব তোমাকে কহিলাম, অপর কেহ বহু সহস্র মুখ দ্বারাও বলিতে পারে না। ৮৩—৮৯।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—আহা, কি সুন্দর পুণ্যফল-জনক কথা শুনিলাম! কিন্তু ওঙ্কারেশ্বরের এই পরম কথা শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইল না। হে ব্রহ্মন্! যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, হে তপোধন! আপনি তাঁহার মাহাত্ম্য বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন। সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস! বেদসম্মিত দিব্য পুরাণ-কথা শ্রবণ কর। দেবী গিরিসুতা কালী নামে অভিহিত হইয়া শম্ভুর ভার্য্যা হইয়াছিলেন। তিনি স্বভাব ও চরিত্রগুণে পতির অতি প্রিয় হন; পুরশ্রেষ্ঠ অবিমুক্ত-দেশে মহাদেব তাঁহার সহিত রমণ করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে অবস্থান করত তাঁহাদের কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। লোকযাত্রা-প্রবৃত্তির জন্য তিনি উভয় সন্ধ্যায় ওঙ্কারস্থিত হরকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও বিদ্যাধরগণ চারিদিকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। কল্পবর্ষ পরে নর্ত্তনপর মহাদেবের শরীর-ঘর্ম্ম হইতে প্রমথগণ ও ভূতগণ আবির্ভূত হইয়া সহর্ষে নৃত্য করিতে লাগিল। তৎকালে পদে পদে পতিত হইয়া তাহারা বিবস্ত্র হইতে লাগিল। পার্ব্বতী মহাদেবকেও তাদৃশ দেখিয়া বলিলেন,—হে বিরূপাক্ষ! আপনার এ কিরূপ নৃত্য? ইহা দেখিয়া আমার অতিশয় বিস্ময় হইতেছে। পূর্ব্বে অনেক স্থানে আপনার নৃত্য দেখিয়াছি;—কখন মন্দরাদি পর্ব্বতে, কখন বা কৈলাস পর্ব্বতে, কখন বা অন্যান্য পর্ব্বতে দেখিয়াছি। যদি আমি আপনার অনুগ্রহভাগিনী হই, তাহা হইলে আমাকে ইহার কারণ বলুন। ১—১১। পরমেশ্বর মহাদেব দেবী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হাস্য করিলেন এবং দেবীর মুখকমল স্বীয় কর দ্বারা উন্নত করিয়া সান্ত্বনা করিবার জন্য এই কথা বলিলেন,—হে গিরিসুতে! এই স্থানে নৃত্য করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। হে সুব্রতে! যে দেব পরাৎপর, সাক্ষিভূত নাদ নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, তিনিই এই স্থানে আছেন। হে গিরিরাজ-পুত্রি! ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে যত তীর্থ আছে, তাহা হইতে এই পদ্মায়তন শ্রেষ্ঠ ও উত্তম এবং

যেজন্য ইহাতে আমার অধিক প্রীতি হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। জগদম্বার অতি প্রিয় যে কৌলনিবাস-স্থান পদ্মবন, তাহাতে ব্রহ্মের যে পরম আনন্দ, এই পবিত্র স্থানে তাদৃশ আনন্দ আমারও হইতেছে; ইহা নিশ্চয় জানিবে। এই স্থানে জিতাত্মা পুরুষ অবস্থান করিলে তাঁহার দিব্য চক্ষু হয়, যাহার প্রভাবে তিনি জ্ঞানবান হইয়া প্রত্যক্ষ-রূপে চতুর্ভুজ পরমপুরুষকে দেখিতে পান। পূর্ব্বে পঞ্চায়তন-স্থিত মানবেরা ত্রিনেত্র শূলধারী বৃষবাহন মহাদেবকে প্রত্যক্ষতঃ দেখিত। পঞ্চায়তনে শিবলোকের সঞ্চার আছে, ইহা সকল লোকের গোপনীয় এবং বিষয়াক্রান্ত-চিত্ত দুর্ব্বিবেক লোকের পক্ষে ইহা অলক্ষিত থাকে। আর যাহারা শাস্ত্রবহির্ভূত-কার্য্যকারী, তাহারাও পঞ্চায়তন-সেবায় শম-দমাদি-সম্পন্ন হয় এবং পরস্পর সদ্ভাব-সম্পন্ন হইয়া পরমেশ্বরকে দেখিতে পায়। ১২—২৪। হে দেবি! যাহারা পূর্ব্বজন্মে আমাকে আরাধনা করিয়াছে, কেবল তাহারাই জানিতে পারে যে, অবিমুক্তক্ষেত্র পরম স্থান। হে সুব্রতে! নরগণের মধ্যে যে সকল সাধু আছেন, তাঁহারা বৈশাখী চতুর্দ্দশী তিথিতে বারাণসী-ক্ষেত্রে যাইয়া পঞ্চায়তনবাসী মহাদেবকে দেখিবেন। হে সুব্রতে! ওঙ্কারেশ্বরের চতুর্দ্দিকে দেবতারা, ঋষিরা, রুদ্রগণ ও পাশুপতগণ অবস্থান করিতেছেন। ঐ পঞ্চায়তন-ক্ষেত্রে আদিদেব কেশব ও স্বয়ম্ভু পূর্ব্বদিকে আছেন; দক্ষিণদিকে কোটী রুদ্রগণ, ওঙ্কারেশ্বরের চিন্তাপরায়ণ। কাশীপুরীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; এবং বামদেব, সাবর্ণি, অঘোর, কপিলদেব দেহল্যাখ্য দেবতা উত্তর-দিগ্ভাগে রহিয়াছেন, ইহাঁরা সকলেই ওঙ্কারের ধ্যানে আসক্ত; পশ্চিমদিকে দেব কৃত্তিবাস অবস্থিত আছেন। উক্ত দেবগণ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, কাম ও লোভ হইতে মদীয় এই সনাতন স্থানকে রক্ষা করিতেছেন। ওঙ্কার-দেবের দর্শনে লোক দুর্লভ গতি প্রাপ্ত হয়। ২৫—৩৫।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—এই স্থানের পূর্ব্বতন ঘটনা কহিতেছি, শ্রবণ কর। রথন্তর নামক পূর্ব্বতন কোন কল্পে পুষ্পবাহন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি স্বকীয় নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত এবং সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ছিলেন। দেবদেব শম্ভু তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া সুবর্ণ পদ্ম দিয়াছিলেন, যাহার প্রভাবে যথেচ্ছ গতি [illegible] পারে। রাজা সেই স্বর্ণপদ্ম লইয়া [illegible] এবং [illegible] বাসী সেই রাজার নামেই সপ্তদ্বীপের মধ্যে সেই দ্বীপ পুষ্করদ্বীপ নামে অভিহিত হইয়াছে। ব্রহ্মা তাঁহাকে মনোবৎ বেগসম্পন্ন যান দিয়াছিলেন, সেই কারণে দেবাসুরেরা তাঁহাকে পুষ্পবাহন বলিয়া থাকে। ত্রিজগতে ইহাঁর কোন স্থান অগম্য ছিল না। তাঁহার পত্নীও অপ্রতিমরূপবতী এবং শ্রেষ্ঠা বলিয়া নারীকুলে মাননীয়া ছিলেন। মহাদেবের পার্ব্বতীর ন্যায়, সেই লাবণ্যবতী নারী ভার্য্যা তাঁহার প্রিয়তমা হইয়াছিলেন। পুষ্পবাহনের অযুত সংখ্যক পুত্র, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মাত্মা এবং ধনুর্দ্ধারীর অগ্রগণ্য ছিলেন। ১—৭। রাজা তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিস্মিত হইতে লাগিলেন। একদা রাজা প্রচেতা মুনিকে আগত দেখিয়া এই কথা বলিলেন,—সুধীর বিধাতা কিজন্য আমার অল্প তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া নির্দ্দোষ বিভূতি, লোকবিখ্যাত কীর্ত্তি, এই সুন্দরী ভার্য্যা এবং এই পদ্মগৃহ দিয়াছেন? এই গৃহ বসন-রত্ন-পূর্ণ ও বীথী-সমূহে সুশোভিত; ইহাতে অমাত্য, হস্তী ও রথ-নিচয়-যুক্ত শতকোটী ধনাঢ্য রাজগণ প্রবিষ্ট হইলেও লক্ষ্য হয় না যে, ইহারা কোথায় যাইল। অতএব যদি আমার জন্মান্তর-কৃত সুকৃতি দ্বারা এই ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে, তবে তাহা আপনি আমার নিকট প্রকাশ করুন। মুনি বলিলেন,—পৃথিবীপতে! তোমার জন্মান্তরীণ বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর তুমি পূর্ব্বজন্মে ব্যাধকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলে, সেইজন্য তোমার মতি নির্দ্দয়, লোক-হিংসাকর এবং শরীর অকার্য্য বশতঃ কর্কশ, কুনখবহুল ও বিকৃত হইয়াছিল। তোমার পিতা-মাতা, পুত্র কন্যা, বন্ধু-বান্ধব কেহই ছিল না, কেবল ভার্য্যা ছিল। পরে কোন সময়ে অতি ক্লেশদায়ক অনাবৃষ্টি হইলে তুমি আহারাভাবে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াও কোন বন্য ফলাদি পাইলে না। অনন্তর পঙ্কময়-তীর ও পদ্মবহুল এক সরোবর দেখিতে পাইলে। তথা হইতে প্রচুর পদ্ম সংগ্রহ করিয়া অবিমুক্ত নামক পুরে উপস্থিত হইলে। তথায় তাহা বিক্রয় করিয়া মূল্য পাইবার আশায় সমস্ত পুরী ভ্রমণ করিলেও কার্য্য সফল হইল না। ৮—১৬। পরে তুমি ভার্য্যার সহিত এক স্থানে অবস্থান করিয়া, রুদ্রাবাসে থাকিয়া, রাত্রে মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ এবং আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্যশালী দেব ও দেবীকে দর্শন করিলে। সেই স্থানে তদ্ভাব-সঙ্কল্প ও তদ্গত-চিত্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ ও পাশুপতেরা হৃৎপদ্ম-কোশে পরেশ চরণ ধারণপূর্ব্বক মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া ওঙ্কারেশ্বরকে ধ্যান করত উপস্থিত আছেন। পঞ্চায়তন-দর্শন-ফলেই এ সব ভাব বুঝিতে পারিলে; হে নরেশ্বর! এখন ভার্য্যাসহ তোমার শিবের প্রতি ভক্তিও হইল। "এই পদ্ম সকল কি হইবে? ইহা দ্বারা শম্ভুকে ভূষিত করা উচিত" ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি পুষ্প সকল পঞ্চায়তনবাসী মহা-

দেবকে নিবেদন করিলে। তুমি মাহাত্ম্য বশতঃ দেবতোদ্দেশে প্রদত্ত সুবর্ণশত সেই ক্ষেত্র হইতে আর আত্মসাৎ করিলে না। প্রসঙ্গক্রমে রাত্রিটা সেই স্থানে জাগিয়া প্রাতঃকালে যদৃচ্ছাক্রমে শম্ভুকে দর্শন করিলে; মনে মনে অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে সেই স্থান সম্মার্জ্জনী ও লেপন-দ্রব্য দ্বারা পরিষ্কার করিতে থাকিলে। কিছু কালের পর রুদ্রাবাসের নিকট ঐ দেবদেবের সন্নিধানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে। ১৭—২৭। তোমার পত্নী তখন অগ্নিপ্রবেশ করিল। হে রাজেন্দ্র! সেই কর্ম্ম বশতঃ তোমার এই ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তুমি ব্যাধ হইয়া মহাদেবের পূজার্থে পুষ্পসমর্পণ করাতে এবং পঞ্চায়তন-পূজাপ্রভাব বশতঃ নরেশ্বর হইয়া এই ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ। ইহা অল্প তপস্যা হইলেও একান্ত ওঙ্কারেশ্বরের মাহাত্ম্য। যেরূপ, আকাশগামী শ্রেষ্ঠ যান প্রদান দর্শনে বুঝিতে পারিতেছ, "চতুর্ম্মুখ সন্তুষ্ট হইয়াছেন", সেইরূপ, ব্রহ্মরূপী ঈশ্বরও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট; ইহা জানিবে; অতএব তুমি পুষ্করদ্বীপ রাখিয়া দেও, তুমি অবিমুক্তক্ষেত্রে যাইয়া ওঙ্কারেশ্বরের শরণাপন্ন হও, সেই দেবের প্রসাদে ঐশ্বর পদ দেখিতে পাইবে। সেই মহর্ষি রাজাকে এইরূপ বলিলে পর রাজা আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মকুলবর্দ্ধন! আপনি আমার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত কহিলেন, সংসারে আপনার ন্যায় মধুর সঙ্গ পুণ্যভার ব্যতীত হয় না। রাজা এইরূপে ব্রাহ্মণের নিকট অনুনয় করিয়া বারাণসী যাইবার জন্য স্থিরকল্প হইলেন এবং সস্ত্রীক বারাণসীতে সত্বর গমন করিলেন। তথায় মৎস্যোদরী তীর্থের তীরবর্ত্তী রুদ্রাবাস নামক সরোবরের উত্তরে শম্ভুর প্রিয়তম মুক্তিপ্রদ পঞ্চায়তনদেশে দক্ষিণা-মূর্ত্তি স্থাপিত, তাহাতে ওঙ্কারেশ্বরের পূজা করিলেন। সেই স্থানে পূর্ব্বে রুদ্রাবাস নামক দেবহ্রদ ছিল। ২৮—৩৭। সে স্থান অকৃতপুণ্য মনুষ্যের পক্ষে অতি দুর্লভ এবং সকল প্রাণীর পুণ্যজনক। ঐ স্থান স্বর্গীয় লোক এবং অপর ক্ষেত্রপুরুষেরা প্রার্থনা করেন। রুদ্রাবাসে স্নান করিয়া পঞ্চায়তনবাসী ঈশ্বরকে দর্শন করিবে। ইঁহাকে দেখিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। দেবতারাও এই দেবের দর্শনে মনোরথ সফল করেন। কলির পাপাত্মারা এই স্থান চিন্তা করিতে, কি সহ্য করিতে, কি অতিক্রম করিতে পারে না; কারণ, তাহাদের জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, তাহারাই দেখিতে ও যাইতে সক্ষম হয়। হে ব্যাস! দেবদেব মহাদেব সেই তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন। সেই স্থানে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, অপ্সরা, উরগ, সিদ্ধ ও দৈত্যপতিরা অলক্ষিতভাবে পরমেশ্বরকে পূজা করিয়া থাকেন। রাজর্ষি সেই স্থানে গিয়া পরম ভক্তি অবলম্বন করিয়া শান্তমূর্ত্তি পঞ্চায়তনস্থ ঈশ্বরকে প্রণতিপূর্ব্বক আরাধনা করিতে লাগিলেন। সেই রাজর্ষি পরমপদ ওঙ্কারেশ্বরকে দেখিলেন। বাক্য যেরূপ বিশ্বব্যাপক, সেইরূপ পরমাত্মা কর্ত্তৃক এই বিশ্ব ব্যাপ্ত আছে। সেই স্থানে যোগীরা জপ করিয়া লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে দেবি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা কহিলাম। ৩৮—৪৮। বারাণসী-ক্ষেত্রে পঞ্চায়তনস্থিত যে ওঙ্কারেশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিয়া লোকে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। যে স্থানে সেই দুর্লভ পদ আছে, তাহা তপস্যায় অপ্রাপ্য; ইহা দানের দুর্লভ দান, ব্রতের দুর্লভ ব্রত এবং ইহা সর্ব্বথাই দুর্লভ, ইহা ভগবান্ শিব কহিয়াছেন। দৃঢ় ভক্তি সহকারে যাহারা শঙ্করকে পূজা করে, তাহারা মহাদেবে লয় প্রাপ্ত হয় এবং মানুষী-প্রকৃতিসম্পন্ন জনগণ আমার গণস্বরূপ হয়। হে সুন্দরি! ইহাই সিদ্ধ যোগের এবং সম্পত্তির একমাত্র সোপান। বারাণসী-ক্ষেত্রে যে কোন তীর্থ-স্থান আছে, সে সকল হইতে ওঙ্কার-স্থান শ্রেষ্ঠ ও প্রথম; হে দেবি! ওঙ্কার-দর্শনে সকল দর্শনই হয়। সনৎকুমার কহিলেন,—তাহার পর সেই ভগবান্ মহাদেব, দেবদেব গণেশের মাতাকে বলিলেন,—হে দেবি! আমি পূর্ব্বে যে উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহা দর্শন কর; দেবলোকেও সংস্কৃত এরূপ উত্তম বস্তু আর নাই। জগতে এরূপ প্রাণী নাই, যাহার মন ইহা দেখিয়া বিস্মিত না হয়। দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে; আমার অন্য স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই, তথায় যাইবার জন্য যত্নবান্ হও। সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস! অনন্তর বৃষধ্বজ মহাদেব দেবীর সহিত দেবোদ্যান দেখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী অসি-তীর্থের নিকটস্থ মনোহর উদ্যান দেখাইলেন। ৪৯—৫৯। যে স্থানে কিন্নরগণ গান করিতেছে, চতুর্দ্দিকে কুসুম-শোভিত বৃক্ষ সকল বিরাজিত রহিয়াছে, বিহগগণ মধুর কূজন করিতেছে, শত শত অশোক, পুন্নাগ, চম্পক, প্রিয়ঙ্গু, অর্জ্জুন, কদম্ব, বট ও উডুম্বর বৃক্ষ সুশোভিত রহিয়াছে, রমণীয় সুগন্ধি জাতি ও বকুল পুষ্পে ভ্রমরসমূহ আসক্ত রহিয়াছে, সর্ব্বতঃ শ্রীসম্পন্ন রাজোপম সেই উদ্যানে জগৎপতি মহাদেব প্রবেশ করিয়া দেবীকে কহিলেন,—হে দেবি! দেখ, কিন্নরেরা বিমানের উপর রহিয়াছে; এই দেখ, পারিজাতখণ্ড ও কল্পবৃক্ষ রহিয়াছে; যে সকল পবিত্র বৃক্ষ শিবলোকে বিষ্ণুলোকে ও ব্রহ্মলোকে আছে, সেই সকল বৃক্ষ এই স্থানে দর্শন কর। এই বারাণসী দেবী শিবলোক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন; এই ভারতোদ্যানে দেবদেব জনার্দ্দন ও নাভিকমল-সম্ভব সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা অবস্থিত আছেন এবং দেবতারা সকলে মুক্তিদাতা ওঙ্কারেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া আছেন। ইহার ঊর্দ্ধদেশে গোলোক, যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ গোরুদিগকে ঘাস

দিয়া থাকেন। এই স্থানে একবর্ণ গাভীগণের দুগ্ধ আমার উপরে পতিত হইয়াছিল, অনন্তর আমি উপরে চাহিয়া যাজ্ঞিকগণের উপকরণভূত গো সকল ঊর্দ্ধদেশে দেখিতে পাইলাম। ৬০—৬৯। গাভী সকল দৃষ্ট হওয়াতে তাহারা ভীত হইল এবং আমার তেজে দগ্ধ হইতে থাকিল। হে দেবি! এই সকল গোগণ পূর্ব্বে কপিল-বংশোৎপন্ন বলিয়া একবর্ণ ছিল, পরে আমার দর্শনে তাহারা নানাবর্ণ হয়। লোকমাতা গাভীগণ আমার শরণাপন্ন হইয়া আশ্রিত হইল এবং সোমোৎপত্তির কারণ হইল। অনন্তর ব্রহ্মা সেই সকল গাভীগণের জন্য আমাকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি প্রসন্ন হউন; যাহাতে এই ধেনু সকল বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, তাহা করুন। তাহার পর আমি নিজ স্থানে উপস্থিত হইলাম, এজন্য আমাকে সকল দেবতারা গোপ্রেক্ষক বলিয়া থাকে। মনুষ্য গোপ্রেক্ষকেশ্বরে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া পূজা করিলে আর দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে সুব্রতে! অনন্তর আমি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে দর্শন করিলাম, পরে তাহারা প্রশান্তচিত্ত হইয়া বিচরণ ও হ্রদে অবগাহন করিতে থাকিল। মহাত্মা ব্রহ্মা ইহাদের ভক্তি ও উপকারিতা কহিয়াছেন বলিয়া আমার আজ্ঞায় ইহারা জগতে মান্য-গণ্য হইবে। সেই অবধি ইহা আশ্চর্য্য কপিলাহ্রদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থানে স্বয়ং আমি বৃষধ্বজ নামে অভিহিত ও সজ্জনগণের দৃশ্য হইয়া অধিষ্ঠিত আছি। এই বিখ্যাত কপিলাহ্রদ দেবতাদেরও দুর্লভ; স্বয়ং ব্রহ্মা ইহা দেখাইয়াছেন। ধার্ম্মিক লোকের শান্তির জন্য ইহার জল অমৃতস্বরূপ। এই ধেনুদিগের দুগ্ধে এই মনোহর হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে ৭০—৮১। ইহাকে রুদ্রহ্রদ ও দেবহ্রদও বলিয়া থাকে। পরে সকল দেবতারা এইস্থানে আমাকে প্রসন্ন করিলেন, তখন আমি সকলের মঙ্গল-বিধাতা হইয়া ও ঈশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিলাম। এই হ্রদ অতি পুণ্যজনক; যে ব্যক্তি সংযত হইয়া এই হ্রদ দর্শন করে, সে দেবলোকে গমন করে। এই স্থানে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা আমাকে আনিয়া স্থাপন করিলে পর, বিষ্ণুও আমাকে পুনঃস্থাপন করেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি কি কারণে মদানীত এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলে? বিষ্ণু তখন ক্রোধে অগ্নিসদৃশ ব্রহ্মাকে কহিলেন,—আমার অতিশয় ভক্তি হওয়াতে আমি স্থাপিত করিয়াছি, তবে এক্ষণে এই শিবের নাম হইবে—'হিরণ্যগর্ভ'। তাহার পর আমি সমাহিত হইলাম। আমাকে দর্শন করিলে লোক শমন-সদনে যায় না। অনন্তর ব্রহ্মা পুনর্ব্বার পরম ভক্তির সহিত যথাবিধি আমায় লিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং প্রহৃষ্টচিত্তে বলিলেন, দেবদেব মহাদেবের স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হও। তাহার পর আমি সকল দেবতার সাক্ষাতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, তাঁহাদের সম্মানের নিমিত্ত সূক্ষ্ম হইয়া লিঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তখন হইতে আমি সুনীলেশ্বর রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকি; সেই হেতু আমার এই গুহ্যক্ষেত্র সুনীল নামে অভিহিত হইল। যে প্রাণী এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকে আর ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হে দেবি! অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা উভয়ে প্রসন্নচিত্ত হইলেন। দৈত্যগণ এইস্থানে থাকিয়াও দেবতাদের কণ্টক-স্বরূপ হইল, পরে আমি ব্যাঘ্ররূপী হইয়া তেজ দ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিলাম; সেইজন্য সেই স্থানে ব্যাঘ্রেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলাম। ৮২—৯৬। এই ব্যাঘ্রেশ্বরকে দেখিলে লোকে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। পূর্ব্বে ব্রহ্মা উৎপল ও বিপল নামক দুই দৈত্য সৃষ্টি করেন, তাহারা দেবতাদের অবধ্য। তুমি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছ এবং তোমার আজ্ঞায় এইস্থানে নির্ব্বাণ নামক সুরাসুর-পূজিত তৎকালীন হ্রদ রহিয়াছে, মনুষ্য ইহা দর্শন করিলে বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত হয়। অগ্রে আমি এই স্থানে আসিয়া পরে প্রমথগণের সহিত প্রস্থান করি, এই শ্রেষ্ঠস্থান আমি পুণ্যদর্শন বলিয়া বিবেচনা করি। এই শ্রেষ্ঠস্থানস্থিত আমার অমল লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিলে, লোক জন্ম-মৃত্যু-নিবন্ধন আর দুঃখ পায় না। চতুর্দ্দিকেই আমার লিঙ্গ স্থাপিত রহিয়াছে; মনুষ্য সংযত হইয়া তাহা দর্শন করিলে, দেহাত্ম-ভেদ-জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি আমি এইস্থানে আসিয়া স্বয়ং অবস্থান করিতেছি, কখন এই ক্ষেত্র পরিত্যাগ করি না, সেইজন্য ইহার নাম অবিমুক্ত-ক্ষেত্র হইয়াছে। পূর্ব্বকল্পে সুরাসুরেরা এই স্থানে বিবিধ স্তব দ্বারা আমার স্তব করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ভূমি ভেদ করিয়া আমার লিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া দেবতাদিগের দর্শনগোচর হইল। তখন দেবতারা মহাদেব বলিয়া ধ্যান করত বারাণসীতে আমাকে পূজা করিতে লাগিলেন; সেই পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্র মুক্তিদাত্রী হইল। যে মানব অবিমুক্তেশ্বর দর্শন করিবে, সে যেখানে-সেখানে মৃত হইলেও শিবলোক প্রাপ্ত হইবে এবং এইস্থানে প্রাণত্যাগ করিলে উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে তোমার পিতা গিরিরাজ হিমালয় স্বয়ং আমার এই প্রিয়তম স্থানে লিঙ্গস্থাপন করিয়াছেন। ৯৭—১০৯। ঐ দেখ, সেই শৈলেশ্বর লিঙ্গ রহিয়াছে। শৈলজ লিঙ্গ দর্শন করিলে, লোক শিবলোক প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে এই পুণ্যভাগা বারাণসী দেবী এই ক্ষেত্র অলঙ্কৃত করিয়া জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়া আছেন। এই স্থানেই সরিদ্বরা বরণা, গঙ্গা ও অসি বিদ্যমান আছে; ইহাদের সঙ্গমস্থানে ব্রহ্মা উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গমেশ্বর

নামে অভিহিত। মনুষ্য শুচি হইয়া এই স্থানে স্নান করিয়া সঙ্গমেশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে, তাহার আর জন্ম হয় না। এই অদ্ভুত ক্ষেত্র অতি শ্রেষ্ঠ ও যোগীদিগের নিবাসস্থান; এই ক্ষেত্রের যে মধ্যস্থলে আমি স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া আছি, সেই স্থানের লিঙ্গকে দেবাসুরেরা মধ্যমেশ্বর বলিয়া থাকে। মদীয় ব্রতাবলম্বী মোক্ষাভিলাষী সিদ্ধ যোগিগণের এই স্থান; এই স্থানে অখিল লোক জন্ম-মৃত্যু-জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। এই লিঙ্গ ব্রহ্মপুত্র সনকেরা স্থাপন করিয়াছেন শুক্রেশ্বর নামক এই লিঙ্গের [illegible] মোক্ষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। মনুষ্য এই লিঙ্গ দর্শন করে। পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং এই স্থানে মৃত্যু হইলে আর জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে আসিতে হয় না। পূর্ব্বে ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া নদীতটে দেবতাদিগের [illegible] দুই দানব বিনাশ করিয়াছেন দেবতারা [illegible] শঙ্কিত [illegible] তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম, "পূর্ব্বে আমিও কালরূপী হইয়া অনেক দানব বিনাশ করিয়াছি।" আমার আজ্ঞায় তাঁহারা অনেক লিঙ্গ স্থাপন করিলেন সেই সকল লিঙ্গ দর্শন করিলে পুণ্য হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়। ১০০—১২১। এই স্থানে ত্র্যম্বক স্থাপিত গন্তারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ এক লিঙ্গ আছেন, তাহা কল্পান্তেও মঙ্গলজনক ও যমভয় নিবারক এবং যমস্থাপিত যে এক লিঙ্গ আছেন, তাহা দর্শন করিলে মুক্তি হয়। ঈশস্থাপিত এক লিঙ্গ আছেন; যে মনুষ্য এই ঈশানকে দর্শন ও অর্চ্চনা করে, সে নিষ্পাপ হইয়া বন্ধন-পাশ হইতে মুক্ত হয়। এইজন্য এই দেব নমস্কৃত ঈশান-লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। হে সুব্রতে! এই সকল পবিত্র স্থান তোমাকে কহিলাম; এই মহাক্ষেত্রের গুহ্য স্থান কহিতেছি, শ্রবণ কর। চতুর্দ্দিকে এক এক ক্রোশ—এইরূপ যোজনপরিমিত যে ক্ষেত্র আছে, তাহা মৃত্যুকালে মোক্ষ প্রদান করে। গঙ্গা-হিমালয়স্থিত ও কেদারখণ্ডে অবস্থিত আমাকে যে দর্শন করে, সে গাণপত্য লাভ করিয়া পরে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়; গাণপত্য-প্রাপ্তিই মুক্তি। যেহেতু গাণপত্য হইতেই নির্ব্বাণ, অতএব কেদার মুক্তিরই কারণ। ব্যাস কহিলেন,—হে মহামুনে! দেবেশ্বর মহাদেব ও পার্ব্বতী যাহা করিয়াছেন, তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার কহিলেন,—অনিন্দিত উমা ও মহাদেব পরস্পর মিলিত হইয়া শিলাদের পুত্রকে যোগী করিয়াছেন। সেই শিলাদ-পুত্র অযোনি-সম্ভূত, সর্ব্বগামী ও ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন; তিনি জগদারাধ্য কল্যাণদাতা জগৎপতি মহাদেবকে আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্যাস কহিলেন,—কি প্রকারে নন্দী উৎপন্ন হইলেন এবং কি প্রকারে শঙ্করের আরাধনা করিয়া শিবতুল্য ও শিবের প্রতিহারী হইলেন? সনৎকুমার কহিলেন,—শিলাদ নামক ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যবান্ এক ঋষি ছিলেন, তাঁহার শিলবৃত্তি ছিল। তিনি একদা শিবলোকে গিয়াছিলেন, পরে তিনি ভয়ানক নরকের উপর লম্বমান স্বীয় পিতৃলোককে দেখিলেন। তাঁহারা শিলাদকে বলিলেন,—সন্ততিচ্ছেদ হইলেই নরকে পতিত হইতে হয়। তুমি পুত্রলাভের জন্য দেবাদি অব্যয় মহাদেবকে আরাধনা কর; যিনি আমাদের উদ্ধারে সক্ষম, তিনিই তোমাকে পুত্র দিবেন। তাঁহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শিলাদ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন এবং দিব্য বর্ষসহস্র ধরিয়া তিনি তপস্যা করিলে পর, দেবশ্রেষ্ঠ শম্ভু বলিলেন,—আমি তোমার বরদাতা আসিয়াছি। দ্বিজ ঈশানকে আগত দেখিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং হর্ষগদ্গদ বাক্যে মহাদেবের স্তব করিলেন,—হে পরমদেব মহাত্মা মহেশ! তোমাকে নমস্কার। তুমি সকল সুরগণের স্রষ্টা এবং ব্রহ্মারও পতি; তুমি কামাঙ্গ-নাশক এবং যোগোৎপত্তির কারণ; তোমাকে নমস্কার তুমি পর্ব্বতবাসী, ধ্যানগম্য এবং বিধাতা; তোমাকে নমস্কার। তুমি ঋষি ও দেবতাদিগের পতি; তুমি প্রধান এবং পরম তত্ত্ব; তোমাকে নমস্কার। তুমি ভক্তের বরদাতা এবং সর্ব্বব্যাপী; তোমাকে নমস্কার। তুমি স্রষ্টা এবং জগৎ ও প্রকৃতির পতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি ঈশ্বর এবং যোগগম্য; তোমাকে নমস্কার। তুমি মৃত্যু ও উৎপত্তির বিনাশক এবং অভীষ্টদাতা; তোমাকে নমস্কার। ভস্ম তোমার অঙ্গাভরণ; তুমি যোগস্বরূপ ও তেজঃপতি, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি তোমার চক্ষু; অর্দ্ধচন্দ্র তোমার ললাটে বিরাজমান রহিয়াছে; তুমিই কেবল নিত্যরূপে জগতে রহিয়াছ; তুমিই ত্রিলোকের বিধাতা; তোমাকে নমস্কার। ১২২—১৪৮। এই জগতের স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ বলিয়া তুমি স্তোতৃবর্গের বিশ্রাম; হে দেব! আমরা তোমার শরণার্থী, হে বিশ্বকর্ত্তঃ! প্রসন্ন হও এবং বরদান কর। তিনি এইরূপ বলিলে পর দেবদেব ত্রিলোচন, মুনিশ্রেষ্ঠ শিলাদকে বলিলেন,—আমি বরদাতা; যে ব্রাহ্মণ শুচি ও সংযত হইয়া প্রাতঃকালে এই স্তব পাঠ করে, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, পন্নগ, দ্বিপদ ও পুতনাগণ তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। পরে ভগবান্ মহাদেব তুষ্টমান হইয়া বলিলেন,—তোমার কি অভীষ্ট? বল, আমি সেই বর দিব। মহাদেব এইরূপ বলিলে শিলাদ দেবদেবেশ্বর মহাদেবকে বলিলেন,—হে ভগবন্! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া আমাকে বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে আপনার সদৃশ অমর অযোনিজ পুত্র ইচ্ছা করি। শ্রীমান্ মহাদেব এই প্রকার অভিহিত হইয়া "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাদেব গমন করিলে পর পরমপূজিত

ঋষি নিজ আশ্রমে আসিয়া ঋষিদিগের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া কালক্রমে যজ্ঞভূমি দর্শনে ইচ্ছুক হইলেন ও তাহা কর্ষণ করিলেন। কর্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন, লাঙ্গল-মার্গে সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী একটী কুমার রহিয়াছে। এই উদ্ভূত কুমারের প্রদীপ্ত তেজ দেখিয়া রাক্ষস বিবেচনা করিয়া ভয়ে নিকটে যাইতে পারিলেন না। সেই দীপ্ততেজা কুমার, "তাত! তাত!" বলিয়া দীনভাবে শিলাদের নিকটে যাইলেন। ১৪৯—১৬১। কিন্তু কুমার এইরূপ বলিলেও শিলাদ তখন তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন না। পরে বায়ু আকাশ হইতে সত্বর শিলাদকে বলিলেন,—হে সলঙ্কবংশোদ্ভব! এটী তোমার অযোনিজ পুত্র; মহাদেব পূর্ব্বে তোমাকে বর দিয়াছিলেন, এক্ষণে ইহাকে অভিনন্দন কর। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার এই কুমারটী আনন্দকর হওয়াতে এই পুত্র নন্দী নামে অভিহিত হইবে। অনন্তর শিলাদ বায়ুর কথায় নন্দীকে আলিঙ্গন এবং গ্রহণ করিয়া নিজাশ্রমে যাইলেন। পরে তাঁহার চূড়া ও উপনয়ন-কার্য্য করিয়া অঙ্গ, পদ ও ক্রমের সহিত বেদচতুষ্টয় এবং আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্বশাস্ত্র, শিল্পবিদ্যা, শকুনজ্ঞান, প্রাণিচিকিৎসা, মনুষ্যচরিত, ভুজঙ্গ-চরিত, ধর্ম্মশাস্ত্র সকল, অষ্টপ্রকার ব্যাকরণ, পুরাণ ও ইতিহাস, পঞ্চযজ্ঞ, জ্যোতির্গণজ্ঞান, মন্ত্রতত্ত্ব, সামগান এবং যোগশাস্ত্র—এই সমস্ত পাঁচদিবসের মধ্যে পড়াইলেন, সেই কুমার কার্য্যদক্ষ, পবিত্রাত্মা, প্রসন্নচিত্ত, প্রিয়বাদী, অহিংসক এবং চিত্ত ও নয়নের আনন্দকর হইলেন। তাঁহার সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে মহাতেজস্বী দিব্য তপস্বি-দ্বয় শিলাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মহাতপা শিলাদ যথোচিত তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া, তাঁহার সহিত উত্তম আসনে সুখোপবিষ্ট, যোগবল-সমন্বিত, চরাচরস্থ প্রাণিনিচয়ের অভিজ্ঞ, মিত্রাবরুণ নামক সেই ঋষিদ্বয়কে স্তব করিলেন। ১৬২—১৭৬। তাঁহারা শিলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার পুত্র তুষ্টিপ্রদ হইয়াছেন ত? ধার্ম্মিক ও স্বাধ্যায়-তৎপর হইয়াছেন ত? সংযত-বাক্য দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন ত? পুত্রবৎসল তেজস্বী শিলাদ এইরূপ অভিহিত হইয়া বলিলেন,—এই গুণসম্পন্ন পুত্র আমার বংশবর্দ্ধন এই বলিয়া তাঁহাদের চরণে সেই অবিনশ্বর অনিন্দিত পুত্র নন্দীকে স্বীয় মস্তকের সহিত পাতিত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে সেই বালককে "ধর্ম্মবুদ্ধি হউক, গুরুসেবায় রতি থাকুক এবং লোক সকল অক্ষয় হউক" এই আশীর্ব্বাদ করিলেন। শিলাদ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লক্ষ্য করিয়া এবং নন্দীকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা তপঃসিদ্ধ সত্যবাদী এবং সকল প্রাণীর গতি জানিতেছেন, অতএব আপনারা কিজন্য আমার পুত্রের দীর্ঘায়ু আশীর্ব্বাদ করিলেন না? মিত্রাবরুণ কহিলেন,—বাপু! তোমার এই পুত্রের অষ্টবর্ষ পরমায়ু; এই বৎসরেই ইহার মৃত্যু হইবে। ইহা শুনিয়া সেই শিলাদ অতি শোকাকুল ও দুঃখিত হইয়া মুনিশার্দ্দূলদ্বয়কে বিদায় দিয়া একাকী বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুত্র ক্রন্দমান পিতার করুণ স্বর শুনিয়া এবং অতি দুঃখিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! কিজন্য আপনি দুঃখে কম্পিত-কলেবর হইয়া রোদন করিতেছেন? আপনার কিসে দুঃখ উদ্ভূত হইয়াছে, আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ১৭৭—১৮৭। শিলাদ বলিলেন,—হে পুত্র! তুমি সংবৎসরের মধ্যে জীবনত্যাগ করিবে, ইহা সত্যবাদী দুই জন বিপ্র বলিয়াছেন; এই কারণ আমার এই দুঃখ উপস্থিত। নন্দী কহিলেন,—কি দেবতা, কি দানব, কি যম, ইহারা ইচ্ছা করিলেও আমার মৃত্যু হইবে না। আপনি রোদন করিবেন না। শিলাদ কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি কি তপস্যা কি যোগ ও কি বিদ্যা লাভ করিয়াছ এবং কাহাকে আশ্রয় করিয়াছ যে, তুমি দারুণ মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে? নন্দী কহিলেন,—হে পিতঃ! বিদ্যা বা তপস্যা দ্বারা ইহা হয় না; মহাদেবের অনুগ্রহে আমি মৃত্যুকে জয় করিব, পিনাকী মহাদেব ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। আমি মহাদেবকে দর্শন করিব, তিনি আমার মৃত্যুকে জয় করিবেন। শিলাদ বলিলেন,—আমি সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া তবে মহাদেবের দর্শন পাই এবং তাঁহার বরে তোমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হই। তুমি এক বৎসরের মধ্যে কিপ্রকারে মহাদেবকে দর্শন করিবে এবং এক বর্ষের মধ্যে কি তপস্যা করিতে সক্ষম হইবে ও কোন্ শক্তিপ্রভাবে মৃত্যুকে জয় করিবে? নন্দী কহিলেন,—হে তাত! তপস্যা বা বিদ্যা দ্বারা মহাদেবকে পাওয়া যায় না; বিশুদ্ধচিত্ত ও ভক্তি দ্বারা তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। তাঁহাকে যে উপায়ে পাইব, আমি তাহা জ্ঞাত আছি। আমি আপনার নিকট বিদায় লইয়া অচিরাৎ মহাদেবের নিকট যাইব, এ বিষয়ে আপনি সন্দেহ করিবেন না; আপনি আমায় বিদায় দিউন। ১৮৮—১৯৮। আপনি দেখিবেন, আমি অচিরকালের মধ্যে কৃতার্থ হইয়া আসিব। আমার জন্ম, মৃত্যু, কিছুই হইবে না। অতএব আমাকে বিসর্জ্জন করিয়া, নির্ভয়ে অবস্থান করুন। যেন আপনার কোন অনিষ্ট না হয়। কি অবস্থিত, কি শয়িত, কি ধাবিত, কি পতিত, কোন ব্যক্তিকেই মৃত্যু প্রতীক্ষা করে না। এই বিবেচনা করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করুন। যদ্যপি সহস্র মৃত্যু ও শত-কোটী যম দণ্ড পাশ অস্ত্র ধারণ করিয়া ও ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি ধাবিত হয়, তথাপি আমার কিছুই হইবে না। অতএব আপনি ভয় করিবেন না; ইহারা আমার লোমেরও ব্যথা উৎপাদন করিতে পারে না। আমি ভাবশুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক, জলে অবস্থান করিয়া শত-

রুদ্রীয় অধ্যায় জপ করিয়া সেই মৃত্যুহর বরদাতা পরম দেবকে দর্শন করিব। আমি যোগাবলম্বনপূর্ব্বক জপ করিয়া রুদ্রভাবরত হইলে, মৃত্যু, কাল বা যম কেহই আমার অনিষ্ট সম্পাদনে সক্ষম হইবে না। পুত্র, বিশুদ্ধ-বাক্‌বিন্যাসে এই সব কথা বলিলে পর, সেই অদীনস্বভাব মহাতপা শিলাদ, অনুমতি করিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে বিদায় দিলেন; মহাযশাঃ পুত্র অবনত-মস্তকে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং আর্ত্তিহর মহাদেবের ধ্যান করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। ১৯৯—২০৯।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—অনন্তর নন্দী তখন গৃহ হইতে নির্গত হইয়া, ভুবনা নামে বিখ্যাত সর্ব্বলোকের সুখজনক এক নদী প্রাপ্ত হইয়া, তাহাতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া, একাগ্রচিত্তে পরমকারণ রুদ্রের ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং জলনিমগ্ন ও তদগত-চিত্ত হইয়া, যখন কোটীসংখ্যক জপ করিলেন, তখন জটাজূটধারী মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—হে নন্দিন্! আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। প্রযতাত্মা নন্দী মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রণতিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন,—হে পরমকারণ! আমি আর এক কোটী জপ করিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব এইরূপ অভিহিত হইয়া, "তথাস্তু" বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। তিনি পুনর্ব্বার জলে অবতীর্ণ ও প্রণত হইয়া, রুদ্রকে ধ্যান করত অপর এক কোটী জপ করিলেন। জপ সম্পূর্ণ হইলে, মহাদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—আমি বরদান করিতে আসিয়াছি। নন্দী বলিলেন,—তৃতীয় আর এক কোটী জপ করিতে ইচ্ছা করি। মহাদেবও আবার "তথাস্তু" বলিয়া দেবীর সহিত গমন করিলেন; নন্দীও সেইস্থানে তৃতীয় এক কোটী জপ করিয়া, যুগান্তসূর্য্যের ন্যায় শরীর ধারণ করিলেন এবং বিদ্যার সহিত শরীর যেন জাজ্বল্যমান হইল। মহাদেব তখন সকল ভূতগণের সহিত উপস্থিত হইয়া, কর দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক মস্তক উন্নত করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন,—হে শিলাদ-পুত্র! তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। ১—১৪। হে ধীমন্! তুমি উত্তম জপ করিয়াছ, তোমার মনোগত কি তাহা প্রকাশ কর। নন্দী বলিলেন,—হে প্রভো! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর দেন যে অদ্য আর এক কোটী জপ করি। দেবদেব বলিলেন,—তোমার আর জপে কি প্রয়োজন? আমি একান্তই তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি; তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমি তাহাই দিব। ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোক ইচ্ছা কর, অন্য কথা কি বলিব, আদিত্য বা রুদ্র হইতে ইচ্ছা কর বা মোক্ষ ইচ্ছা কর, তাহাই পাইবে। নন্দী দেবদেব কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া, জরা ও শোক-দুঃখ-নিহন্তা পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন,—হে দেবাদিদেব মহাদেব! তোমাকে নমস্কার। হে ত্রৈলোক্যনাশক! তুমি কামের শরীর ধ্বংস করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। হে উগ্রদণ্ডধারিন্! তুমি কালেরও দণ্ডকারী, তোমাকে নমস্কার। তোমার সহস্র মস্তক, সহস্র হস্ত ও সহস্র চরণ; তোমার সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই পদ, সকল দিকেই চক্ষু, সকল দিকেই মুখ, সকল দিকেই কর্ণ; তুমি সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছ। হে অতীন্দ্রিয়! হে কপর্দ্দিন্! সূর্য্য চন্দ্র তোমার চক্ষু, তুমি যোগীশ্বর; পিনাক, শূল ও মুদ্গর ধারণ কর, তোমাকে কেহ জয় করিতে পারে না; তুমি খড়্গ, গদা, পরশু, মহাধনু ও উগ্রদণ্ড ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্র ও দেবতাদিগের অধিপতি; তোমার সহস্র চক্ষু এবং সহস্র বাহু; তোমাকে নমস্কার। তুমি আদিত্য ও বসুদিগের পতি, তুমি স্বর্লোক ও মহর্লোক পতি; তোমাকে নমস্কার। ১৫—১৮। তুমি যোগগম্য, যোগপ্রদ; তুমি ধ্যানশীল, ধ্যেয় এবং ধ্যানপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংস্তুত; তোমাকে নমস্কার। তুমি মৃত্যুস্বরূপ, কালদণ্ডস্বরূপ, যমস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে দেবাধিপতে! তুমি দিব্যশরীর ধারণ করিয়া থাক; তুমি দান-সহিত যজ্ঞস্বরূপ, স্বর্গ ও জন্ম তুমি প্রদান করিয়া থাক; তুমি বহুনেত্র ও ধর্ম্মরূপী এবং দেবতাদেরও রক্ষক; তুমি মোক্ষস্বরূপ, বেদ্যস্বরূপ, উমা, রুদ্র ও নারায়ণস্বরূপ; তুমি ব্রহ্মমুণ্ড ও ইন্দ্রযজ্ঞের পরিপন্থী; তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিপুরহন্তা, উগ্রচর এবং সকল অশুভ বিনাশ কর; তোমার ললাটে নেত্রচিহ্ন রহিয়াছে, তুমি উর্দ্ধলোকের উৎপাদক এবং মহিষবাহন যমের সংহর্ত্তা; তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মার গুরু এবং জনক; তুমি কার্ত্তিকের পিতা ও বরদাতা; তুমি মহাহাস্যপূর্ব্বক হল ও মুষলাস্ত্র দ্বারা সকল বিনাশ কর; তুমি মৃত্যুপাশ ধারণ করিয়া থাক, এজন্য তোমার হস্ত অতি উগ্র; তুমি নক্ষত্র ও আলোকের আধার; তুমি গঙ্গাকে বহন করিয়া থাক এবং বৃষবাহনে গমন করিয়া থাক; তুমি হিমালয়, বিন্ধ্যগিরি, সুমেরু ও কৈলাস পর্ব্বতে বাস করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুর দেহার্দ্ধে অবস্থান করিতেছ এবং তাঁহারও বরদাতা; তুমি সর্ব্বভূতস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ, সকল প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাক, প্রাণিগণের অন্তরে অবস্থান করিতেছ এবং তাহাদের জীবন-

স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি বাক্য, তুমি বক্তা, তুমি সূক্ষ্মশরীর; তোমাকে নমস্কার ২৯—৩৯। তুমি পশুপতি, আত্মা ও বিট্; তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণু এবং লোককর্ত্তা প্রজাপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি রাত্রি, সপ্তর্ষি, তপ্যমান ও তাপী; তুমি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও দুর্ব্বাসা; তোমাকে নমস্কার। তুমি শিল্পী, শিল্পনাশক, বিদ্বান্ ও বিশ্বকর্ম্মা, তোমাকে নমস্কার। তুমি অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য ও তপস্বী; তোমাকে নমস্কার। তুমি ধর্ম্ম, রুচি ও বসিষ্ঠ; তুমি ভুত, ভুতনাথ, ও পিশাচপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি স্থাবর ও জঙ্গম; তুমি গায়ক ও নর্ত্তক; তুমি কাহারও বশ নও, বধ্য নও; তোমার জরা নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, তুমি অব্যয় ও অপ্রতিহত; তুমি সকল অনাথের গতি ও পুণ্যরূপী; তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সর্ব্বত্রগামী ও মহাত্মা; হে ভগবন্ ত্রিলোচন! তোমাকে নমস্কার। হে ভগবন্ শিব! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বভুবনেশ্বর! হে সর্ব্বজনক! তোমাকে নমস্কার। হে দেবাধিপতে! তুমি ব্রহ্মা ও বায়ুস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বনাথ! বিষ্ণুপদ, দেবপদ, বা ইন্দ্রপদ আকাঙ্ক্ষা করি না, আমি জন্ম হইতে নিবৃত্তি ইচ্ছা করি; আমি তোমার নিত্য শরণাপন্ন; তুমি প্রসন্ন হও, আমি যোগবলে তোমার বিভূতি দেখিতে ইচ্ছা করি,—এই বর আমাকে প্রদান কর, তুমি আমাদের পূর্ব্বগতি; হে দেব! আমার মহৎ আশ্রয়। তুমি যাহাকে পরিত্যাগ কর, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়! আমি ইহা ভিন্ন অন্য আর উপায় দেখি না, ইহাই পরম সুখ ।৪০—৫১। আমি যেন এই দুস্তর সংসার তোমাতে অনুরক্ত ও তোমার ভক্ত দেখিতে পাই। হে মহাদেব! আমি যাহাতে থাকিতে পারি, তাহা কর। এই বর আমাকে প্রদান কর। (সনৎকুমার বলিলেন) অনন্যমনা হইয়া যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া এই স্তব পাঠ করে, বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণ বা যতি চতুর্দ্দশীতে পাঠ করে, সে ব্যক্তি দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়া নন্দীশ্বর-তুল্য হয়; যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই স্তব নিত্য শ্রবণ করে বা অপরকে শোনায়, সে অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হইয়া শিবলোকে পূজিত হয়; জীব যদি এই পাপনাশক স্তব একবারও শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি যে কোন স্থলে মৃত হইলেও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি নিত্য এই শ্রেষ্ঠ স্তব পাঠ করিয়া সংযতাত্মা হইয়া সর্ব্বদা মহাদেবকে অর্চ্চনা করে, তাহার বিবিধ যজ্ঞ, দান বা তীব্র তপস্যায় কি প্রয়োজন? সেই সমাপ্তকার্য্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ গৃহস্থ হইলেও যতির তুল্য হয়। এই মন্ত্রজপ সংসারের নিবর্ত্তক। ৫২—৬০।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—অনন্তর দেবদেবেশ্বর মহাদেব সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, পরম-ভক্তি-সম্পন্ন, দীন-ভাবাপন্ন, সাশ্রুনয়নে চরণপ্রান্তে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক প্রণত সেই নন্দীকে কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া উত্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার বদন-মার্জ্জন করিয়া দিলেন এবং বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন,—হে পুত্রক! তোমার ভয় নাই, ভয় নাই; আমার প্রসাদে তোমার জন্ম, জরা ও মৃত্যু হইবে না। হে বৎস! তোমার ভক্তি আমি জানিয়াছি। ১—৬। তুমি পিতা ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত জরা, মৃত্যু ও দুঃখ-বিহীন হইয়া শিবলোকে গমন করিবে। তুমি আমার তুল্য বল-বীর্য্য-পরাক্রম-সম্পন্ন হইয়া, আমার প্রধান গণপতি হইয়া সর্ব্বদা আমার পার্শ্বগত থাকিবে এবং যোগবল-সম্পন্ন ও মৎসদৃশ রূপবান্ হইবে। তোমাকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত-দ্বীপ-সম্পন্ন ক্ষীরোদ সমুদ্র অর্পণ করিতেছি, তুমি সেই স্থলে বাস কর। এই বলিয়া স্বয়ম্ভূ মহাদেব সুন্দর কমল-মালা, দেবরূপী নন্দীকে দিলেন। নন্দী সেই মালা কণ্ঠে পরিয়া পরম শোভিত হইলেন এবং তিন চক্ষু, দশ হস্ত ও সুন্দরশ্রীসম্পন্ন হইয়া, দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় হইলেন। পরে ভগবান্ হর তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—তোমাকে কি বর দিতে হইবে, তাহা বল। এই আশ্রম তুমি উৎকট তপস্যায় প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা জাপ্যেশ্বর নামে বিখ্যাত পরম গুহ্য স্থান। এই স্থান মোক্ষ-প্রদায়ক, চতুর্দ্দিকে এক এক যোজন। এই স্থানে সিদ্ধ, চারণ ও অপ্সরোগণ থাকেন; এই সিদ্ধ ক্ষেত্র অতি গোপনীয়। মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা, মন দ্বারা বা বাক্য দ্বারা যে কিছু শুভাশুভ করিয়া থাকে, তাহা এই স্থানে ভস্মীভূত হইয়া যায়। এই স্থানে যে ব্যক্তি জপ করে, সে রুদ্রের সমতা প্রাপ্ত হয় এবং যে কোন স্থানে মৃত হইলেও শিবলোকে গমন করে। পরে আনন্দময় মহাতপা মহাদেব অভিমন্ত্রিত, হারবৎ নির্ম্মল, প্রসিদ্ধ বারি গ্রহণ করিয়া ও এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সেই সময়ে পবিত্রসলিলা, গর্ব্বিত জনের অশুভদায়িনী, হংস-কারণ্ডব-চক্রবাকাদি-জলচরোপশোভিতা এক মহানদী প্রবৃত্তা হইল। সেই নদী কমলদল-লোচনা স্ত্রী-মূর্ত্তিতে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মস্তক-নমন পূর্ব্বক মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইল। মহাদেব বলিলেন,—হে শুভাননে! তোমার জল যেহেতু যজ্ঞের নিমিত্ত উদ্ভূত হইল, এইজন্য তুমি যজ্ঞোদকা নামে নদী হইলে। ৭—২২। যে সংযত ও শুচি হইয়া তোমাতে স্নান করে, সে অশ্বমেধ-যজ্ঞের তুল্য ফল প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রলোকে পূজিত হয়। নন্দীশ্বর-পতি প্রভু মহাদেব, নন্দীকে, দেবী ভবানীর চরণে প্রণাম করাইয়া সেই দেবীকে বলিলেন,—পুত্রের প্রতি

স্নেহ করা। তিনি তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ও গাত্রে হস্তমার্জ্জনা করিয়া, পুত্রস্নেহ হেতু গাত্রোৎপন্ন পয়ঃস্রোত দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার শ্রোত্র হইতে এক নদী পতিত হইল। তাহার তিন স্রোত। নন্দী সেই পবিত্র ত্রিস্রোতা নদীকে দেখিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন এবং মহৎশব্দ করিলেন। পরে তাহা হইতেও অন্য এক নদী উদ্ভূত হইল। মহানাদে এই রম্য মহানদী প্রবৃত্ত হওয়াতে, বৃষভধ্বজ মহাদেব তাঁহাকে সুবর্ণময় মুকুট ও অমৃতোদ্ভব কুণ্ডলদ্বয় দিলেন এবং অপ্রমেয় প্রভাকরের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট সেই নন্দীকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তদপেক্ষা শতগুণ উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিলেন। অভিষেক-সময়ে প্রবল স্রোত বহিতে থাকিল। মহাদেব বলিলেন,—যেহেতু এই নদী সুবর্ণ হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রবৃত্ত হইতেছে, এইজন্য ইহার নাম সুবর্ণোদকা হইল অথবা জাম্বূনদময় মুকুট হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে বলিয়া এই নদী জাম্বূনদী নামে অভিহিত হইবে। যে নর সেই স্থানে যাইয়া ও ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া, স্নানপূর্ব্বক নন্দীকে অর্চ্চনা করে এবং ব্রাহ্মণদিগকে পরিতৃপ্ত করে, সে ব্যক্তি মৃত হইয়া, নন্দীশ্বরের অনুচর হয় এবং ক্ষীরোদ সাগরে তাহার বাস হয়। সে নন্দীশ্বরের তুল্য হইয়া অবিনশ্বর ও অক্ষয় হইয়া থাকে। হে দেবেশ। যে ব্যক্তি তোমার প্রিয়, সে আমারও প্রিয়পাত্র। যে লোক জাপ্যেশ্বর ও পঞ্চনদে আসিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে আমার গণপতি হয় এবং তোমার ন্যায় কমনীয়-দেহ হয়। ২৩—৩৮।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস! নন্দীশ্বরের জন্মবৃত্তান্ত তোমাকে কহিলাম। মহাদেব পরে নন্দীশ্বরকে অলঙ্কৃত করিয়া অভিষিক্ত করিলেন। মহাদেব বলিলেন,—হে মঙ্গলদায়িনি দেবি! এই নন্দীশ্বরকে গাণপত্য প্রদান করাতে তোমার কি অভিপ্রায়? দেবী কহিলেন,—নন্দী আপনার পুত্র, ইহাকে সপ্তলোক এবং সকল গণাধ্যক্ষের আধিপত্য দেওয়া যাইতে পারে। পরে মহাদেব সিদ্ধ, সুর ও প্রমথগণ-পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্বমুখ হইয়া নিজ অনুচর ও দিব্যাঙ্গী রুদ্রগণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তামাত্রে গণাধ্যক্ষগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ বা দক্ষিণদিকে, কেহ বা পশ্চিমদিকে, কেহ বা উত্তরদিকে, কেহ বা পূর্ব্বদিকে, কেহ বা ঊর্দ্ধদিকে এবং কেহ বা অধোদিককে। কেহ বা শূল ও কেহ বা নিষঙ্গ ধারণ করিয়া আছে। কাহারও কণ্ঠ নীলবর্ণ, কাহারও গ্রীবা কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও চক্ষু রক্ত ও উজ্জ্বল, কেহ বা ব্রহ্মাণ্ড আহরণ করিতে পারে, কেহ বা কপালহস্ত, কাহারও শত জিহ্বা; কেহ বা শত বায়ুর ন্যায় বেগশালী, কেহ বা শতপাদ ও শতনেত্র। এই সকল গণনায়কেরা সর্ব্বলোকবন্ধু। অনন্তর করালবদন, ভ্রূকুটিভূষিত-মুখ, পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ ও তাদৃশ দীর্ঘ, চতুর্ম্মুখ, শঙ্খ ও চন্দ্রবৎ শুক্লবর্ণ, বিস্তৃতজিহ্ব, ঊর্দ্ধকর্ণ, পাশহস্ত, মনোবৎবেগশালী তারভূতি নামক গণাধ্যক্ষ, আত্মসদৃশ শত ভূতগণ-পরিবৃত হইয়া এবং মহাযোগবলযুক্ত, খড়্গাবেশধারী ও ধ্যানযোগপরায়ণ গণাধ্যক্ষ সোমবর্ষ, নিজ সদৃশ কোটি রবি-সমাকীর্ণ হইয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।১—১৩। পরে সর্ব্বাসুর-পূজিত অম্বাশিব নামক প্রলয়-বহ্নিসদৃশ মহাবলশালী শূলধারী এক শিবপার্ষদ আসিলেন। ইঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র, চারি হাত, রক্তবর্ণ এবং সঙ্গে একপদ মহাকায় তাদৃশ শতকোটী শূলপাণি গণপতি। পরে হর নামক গণপতি আসিলেন। তাঁহার উদর বিস্তৃত, সহস্র সংখ্যক বাহু ও চরণ, সহস্র চক্ষু, বিস্তৃত বদন, সর্পসমূহ ভূষণ; তিনি ত্রিলোচন, অর্দ্ধচন্দ্র-ভূষণে শোভিত ও মুণ্ডমালায় অলঙ্কৃত, কেশ সকল অতি প্রশস্ত। তাদৃশ কোটিসংখ্যক গণ তাঁহার সঙ্গে। পরে সোম নামক মহাবলশালী এক বরদাতা গণপতি দেবদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন তিনি মুখচতুষ্টয়, বিংশতি লক্ষণ ও মহৎ তেজঃ-সম্পন্ন। পরে মহাদেবোর্দ্ধবাহন নামক গণপতি উপস্থিত হইলেন, ইঁহার সহস্র বাহু, বিস্তৃত ও করাল বদন, শঙ্কুর ন্যায় কর্ণদ্বয়, শত সংখ্যক চরণ, উদর কৃশ, বিদ্যুতের সদৃশ কেশকলাপ; এবং অজৈকপাদ নামক এক গণপতি আসিলেন, তাহার মুখ অতি প্রশস্ত, সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিকে তাঁহার গতি; তাদৃশ কোটীসংখ্যক প্রমথগণে পরিবৃত, সুবর্ণ পদ্ম ও রত্ন দ্বারা সুশোভিত পর্ব্বতের ন্যায় অজেয়। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অপর এক গণপতি আসিলেন; তাঁহার চতুর্দ্দিকে মুখ, চতুর্দ্দিকে চরণ ও চতুর্দ্দিকে হস্ত। অনন্তর অপাদ নামক এক গণাধিপতি আসিলেন, তাঁহার বাহু ক্ষুদ্র, কিন্তু উত্তম অশনি ধারণ করিয়া আছেন এবং আত্মসদৃশ অষ্ট কোটী ও শত কোটী গণপতি কর্ত্তৃক পরিবৃত। পরে চন্দ্রমৌলি, মাল্যভূষিত সহস্রহস্ত, চক্রদণ্ডধারী, শঙ্খ-কুন্দ-সদৃশ শুক্লবর্ণ নিকুম্ভ নামক এক গণপতি আসিলেন; তাঁহার শত সংখ্যক চরণ ও মুখ, বিদ্যুৎতুল্য কেশগুচ্ছ ও অসীম পরাক্রম। ১৪—২৯। তিনি শতকোটী গণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া দেবদেবের নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। তার পরই মহাদেবের পরম প্রিয়পাত্র শতসর্পমালাধারী সূর্য্যাপ্যায়ন নামক এক তপঃপরায়ণ গণপতি আসিলেন; পরে মহাদ্যুতিশালী সর্ব্বজ্ঞ মহাতেজা নামক এবং সর্ব্বমালী, ব্রহ্মা-

ভরণ, মহাতেজা, চন্দ্রায়ুধ, চক্রধারী কটাকট নামক গণপতি ষট্‌শত কোটী গণে বেষ্টিত হইয়া ধাবিত হইলেন। কোটীগণ-পরিবৃত হইয়া মহাবল শঙ্কুকর্ণ আসিলেন এবং নন্দিক নামক গণপতি দশসংখ্যক গণপতির সহিত ও পিঙ্গাক্ষ, অষ্ট গণের সহিত উপস্থিত হইলেন। বিনায়ক নামক গণপতি চতুঃষষ্টি শত কোটী গণের সহিত; সুবর্ণবর্ণ একচরণ কুষ্মাণ্ড নামক গণপতি ষট্‌শত কোটী সংখ্যক গণের সহিত; ধূম্রকেশ দ্বাদশ শত কোটী গণের সহিত; পতাকী দশ শত কোটী গণের সহিত; শতমুক্ত অষ্টাদশাধিক পঞ্চশত শতকোটী গণের সহিত; সহস্রশীর্ষ ষট্‌শত কোটী গণের সহিত; বীর নামক গণপতি দশ শত কোটী গণের সহিত; কুম্ভকর্ণ অষ্টকোটী গণের সহিত; বিশ্ববল সহস্র কোটী গণের সহিত; মনু শতকোটী গণের সহিত; খাদেশনি অষ্টকোটী গণের সহিত; চন্দ্রবর্ত্তন সাতকোটী গণের সহিত; মহীধর নামক গণপতি সহস্রকোটী গণের সহিত; প্রণবাদিত্য মূর্ত্তি নামক গণপতি কোটী গণের সহিত; সন্তোষ শতকোটী গণের সহিত; ককুদ আটকোটী গণের সহিত; কুম্ভ পঞ্চদশ কোটী গণের সহিত; অমোঘ কোটী ভূতের সহিত; মেদ ও ভূতিক নামক গণপতিদ্বয় কোটী গণের সহিত; একপদ ও সপ্তশিরা নামক গণপতিদ্বয় আটষট্টি কোটী ভূতের সহিত; মহাবল ও অপস্মার দশকোটী গণের সহিত; নীলোদ্ভব, দেবেশ, কর্ণভদ্র ও বিকৃতি সপ্ততি কোটী গণের সহিত আসিলেন। বিংশতি শতসহস্র কোটী ভূতগণের সহিত চতুর্দ্দিক্ হইতে মহাযোগ-বলশালী গণপতি সকল আসিতে লাগিলেন ৩০—৪৭। বীরভদ্র কোটী সহস্র ভূত ও কোটীসংখ্যক প্রমথের সহিত; মহাবল দূষক চতুঃষষ্টি কোটী ভূতের সহিত; মেঘসৌদামনী নামক গণপতি নব্বই কোটী ভূতের সহিত; মহাবল পরাক্রান্ত প্রভাকর, বিদ্যুৎ নামক বিংশতি কোটী গণের সহিত তথায় আসিলেন। মৃত্যু, যম, কাল, বিষধর, শতমার, মহামার, পর্ব্বতান্তরণ, একশৃঙ্গ ও মহাবল ভূমিরিটি, ইঁহারা এবং অন্য অনেক মহাবলিষ্ঠ গণপতি সকল মুখে বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে হর্ষান্বিত হইয়া কেহ কেহ বা রথে, কেহ কেহ বা নাগবাহনে, কেহ কেহ বা অশ্ববাহনে, কেহ কেহ বা উল্লুকবাহনে, কেহ কেহ বা মর্কটবাহনে, কেহ কেহ বা ব্যাঘ্রবাহনে, কেহ কেহ বা সিংহবাহনে, কেহ কেহ বা বিমানে, কেহ কেহ বা সর্প ও পক্ষিবাহনে, এইরূপ অন্য নানা প্রকার শ্বাপদবাহনে নানারূপ ধারণ করিয়া এবং পুষ্পক বিমান ও মহাহস্তী সকল দ্বারা কিন্নরউরগ সঙ্কুল আকাশ আচ্ছাদন করিয়া ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, পণব, আনক গোমুখ, একপুষ্পক, পটহ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য এবং ভেরীবৎ গভীর ডমরু, ডিণ্ডিম, বেণু, বীণা, দর্দ্দুর ও করতাল প্রভৃতি মঙ্গল-বাদ্যযন্ত্র সকল বাজাইয়া মহাঘোর ঘটায় মহাদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে দিব্য আসনে পিতামহ পদ্মযোনি উপবিষ্ট হইলেন। হে ব্যাস! সিদ্ধ-মুনিগণ চতুর্দ্দিকে, দক্ষিণ ভাগে দিব্য কুণ্ডলধারী ঋগ্বেদ, পশ্চিমদিকে নানারূপধারী সামবেদ, উত্তরদিকে বহ্নিবৎ প্রদীপ্তমূর্ত্তি অথর্ব্ববেদ, পূর্ব্বদিকে বিদ্যুৎসদৃশ রূপধারী যজুর্ব্বেদ এবং অগ্রে বিবিধ-রূপধারী ইতিহাস পুরাণ সকল দিব্য পাশে তোষিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন যক্ষরূপধর দেবদেব মহাদেব, লোকভাবন (জগৎপালক) নারায়ণকে দেখিয়া গম্ভীরবাক্যে বলিলেন,—হে সুরেশ্বর বিষ্ণো! আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ কর। যদি তোমার প্রিয় হয়, তবে নন্দীর এবং আমার অভিষেক কর। তখন নারায়ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া মহাদেবকে বলিলেন,—হে বিভো! আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহাই করিব। হে বিভো! আমি দেবতাদিগেরও দেবতা এ বিষয়ের প্রমাণে কোন সংশয় নাই। তখন ইন্দ্র ঐরাবত হস্তীতে আরূঢ় হইয়া বসুগণ ও মহাবল পরাক্রান্ত পৃথক্-বিমানরূঢ় দেবগণের সহিত নভোমণ্ডল শব্দিত করিয়া মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রতুল্য ভাস্বরমূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি সুরগণ সেই অক্ষয় অবিনাশী বিশ্বেশ্বর উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়াছিলেন। ৪৫—৬৫।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—সেই মহা পরাক্রান্ত প্রমথগণ দেবদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বভূত-পূজিত দেবদেব! কিজন্য আমাদের আজ্ঞা করিলেন, তাহা বলুন। সমুদ্র সকল শোষণ করিতে হইবে, কি পর্ব্বতবৃন্দ উৎপাটন করিতে হইবে, কি দিক্ সকল নষ্ট করিতে হইবে, কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সহিত যমকে বধ করিতে হইবে? আপনার আজ্ঞায় অদ্য কাহার ঘোর বিপদ ঘটাইতে হইবে, কাহার সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহোৎসব ধ্বংস করিতে হইবে? ভূতগণ এইরূপ বলিলে পর, ভক্তবৎসল মহাদেব তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া বলিলেন,—তোমরা জগতের হিতকারী; তোমাদিগকে যেজন্য আহ্বান করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। শ্রবণানন্তর প্রণত হইয়া অশঙ্কিতভাবে তাহা পালন কর। এই নন্দী আমাদের পুত্র এবং ইনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম। আমার আদেশে ইঁহাকে সকল দেবতারা গণাগ্রণী করিয়া সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করুন। অদ্য হইতে এই নন্দী

স্থ্য তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিবেন। ভগবান্ রুদ্র এইরূপ বলিলে পরে গণেরা তাহা স্বীকার করিয়া অভিষেকোপকরণ-ভার সজ্জীকৃত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুবর্ণময় ও সুমেরুসদৃশ দিব্য সুন্দর আসন কল্পিত হইল। চতুরঙ্গ-শোভিত দিব্য সুবর্ণ-গঠিত মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। ঐ মণ্ডপের স্তম্ভ সকল বৈদূর্য্যময়, মুক্তা মণি ও রত্ন দ্বারা সুসজ্জিত এবং চতুর্দ্দিকে দ্বার। ঐ মণ্ডপস্থিত মহার্ঘ আসনে নন্দীকে সন্নিবেশিত করিয়া, মহাদেব স্বয়ং দিব্য বস্ত্রযুগ্ম, উত্তম গন্ধদ্রব্য, কেয়ূর, কুণ্ডল, মুকুট, হার, পট্টিশ, শূল, বজ্র, রশনা, ছত্র এবং চামর অর্পণ করিলেন ১—১৫। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ও ঋষিগণ নন্দীকে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে কুষ্মাণ্ডরাজ! শালঙ্কায়নপুত্র! তুমি কর দ্বারা গ্রবারণ করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। হে শিলাদপুত্র! তুমি হলমার্গ হইতে উত্থিত হইয়া রুদ্রজাপ্যপরায়ণ হইয়াছ; তোমাকে নমস্কার। হে দেব! তুমি রুদ্রভক্ত, তুমি জলশায়ী, তুমি গণাধিপতি মহাযোগীশ্বর; তোমাকে নমস্কার। তোমার দন্ত অতি প্রচণ্ড, তুমি একাকী একাদশ শত; তোমাকে নমস্কার। তুমি অক্ষয়, অমৃত, অজর, অব্যয়; তুমি পশুদিগের পতি ও রুদ্ররূপধারী; তোমাকে নমস্কার। তোমার বেশ অতি ভয়ঙ্কর, তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও অজিত, তোমার অনেক মস্তক; তোমাকে নমস্কার। তুমি কিরীট, কুণ্ডল ও মহাপরিঘ ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। তুমি সকল ভূতগণকে রক্ষা কর; তোমাকে নমস্কার। হে ব্যাস! দেবতারা প্রণত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই মহাত্মার এই প্রকার স্তব করিয়া জয়শব্দ করিলে পর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, অসুরগণ ও অপরাপর প্রাণিবর্গ জয়শব্দ করিল। তখন যক্ষ, অসুর ও নাগগণের সহিত ভূতগণ সহস্র সহস্র ডিণ্ডিম, ধেনুকা, মর্দ্দনা, সহস্র সহস্র শঙ্খ, ভেরী, মর্দ্দল, বংশ, বাংশিকা, কর্করা ও গো-বিষাণিকা নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিল। দেবনির্ম্মিত এই নন্দীশ্বরের স্তব যে মনুষ্য সতত পাঠ করে, সে ব্যক্তি শিবলোক প্রাপ্ত হয়। "নমো নন্দীশ্বরায়" এই বলিয়া যে লোক স্তব করে, তাহার কখন ভূতাদি হইতে ভয় হয় না। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রাতঃকালে এই স্তব নিত্য পাঠ করে, তাহার পূজায় মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রদান করেন এবং হে ব্যাস! তাহার কখন ভয় হয় না। যে ব্যক্তি নন্দীশ্বরকে নিত্য প্রণাম করে, তাহার ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয় ও বিশুদ্ধ সত্ত্ব জন্মে এবং দেবদেবের অতি প্রিয়পাত্র ও মান্য হইয়া সে বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হয়। ১৬—৩০।

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—অনন্তর দেবাধিপতি হর, সমাগত দেবতাদিগকে নন্দীর বিবাহের জন্য কন্যার নিমিত্ত বলিলেন,—হে মহাভাগ মহাসত্ত্ব তেজস্বী দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কাহারও যদি দিব্যরূপা সুলক্ষণাক্রান্তা মনোহারিণী কন্যা থাকে, তাহা হইলে আমার স্নুষা করিবার নিমিত্ত আমাকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হও। দেবতারা বলিলেন,—হে ত্রৈলোক্যনাথ! নন্দী আমাদের সকল জগতের ও সেই কন্যার প্রভু এবং প্রিয়; অতএব আপনার যাচ্ঞা করা উচিত হয় না। হে পরাৎপর ঈশান! আপনি আমাদের প্রধান গতি; শ্রীমান্ কশ্যপ আমাদের পিতা, মরীচি পিতামহ, ব্রহ্মা তাঁহারও পিতা, আপনি ব্রহ্মারও পিতা, অতএব আপনি আমাদের পিতামহ (বৃদ্ধপ্রপিতামহ); আপনার প্রার্থনা করা যোগ্য হয় না। মহাদেব কহিলেন,—তোমরা যথার্থই বলিয়াছ, আমি কন্যা প্রার্থনা করিতে পারি না; কিন্তু লোকহিতের জন্যই এই প্রার্থনা। এইরূপ মুনিদিগেরও আছে। আমি অদত্তা গ্রহণ করিব না, কারণ ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রধান দেবগণ তৎক্ষণাৎ মনে মনে ধ্যান করিয়া দেবদেবকে কন্যার্পণ করিলেন। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সেই স্থানে হোতা হইলেন। পাণিগ্রহণ-কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে, চারণগণের সহিত গন্ধর্ব্বগণ, নারদ, পর্ব্বত, সানুচর চিত্রাসন, সর্ব্বাশ, সুরুচি, হাহা হুহু এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বেরা মধুর স্বরে গান করিতে করিতে উপস্থিত হইল। উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা এবং অন্যান্য অপ্সরোগণ দেব-মনোহর নৃত্য করিতে লাগিল। ১—১৩। এইরূপে সেই গণশ্রেষ্ঠ ধীমান্ নন্দীর অপ্রতিম বিবাহ-মহোৎসব সম্পন্ন হইলে পর, কৃতদার নন্দীশ্বর শিলাদমুলে পরম শ্রী-সম্পন্ন হইয়া মহাত্মা দেবদেবের, দেবীর, জগৎপতি বিষ্ণুর এবং ব্রহ্মার চরণ বন্দনা করিলেন। মহাদেব বলিলেন,—হে পুত্র! আমার এই স্নুষা তোমার প্রিয়া; এক্ষণে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। নন্দীশ্বর কহিলেন,—হে ভগবন্ জগৎকারণ! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর দেন যেন আপনার প্রতি আমার সর্ব্বদা দৃঢ়ভক্তি থাকে এবং আপনিও আমার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। আর হে জগৎপতে অভীষ্ট-প্রদায়িন্! আমার পিতার প্রতি একটু দিব্য অনুগ্রহ প্রদান করুন। দেবদেব কহিলেন,—হে গণেশ্বর! দেবী ও আমি সর্ব্বদাই তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট; তুমি এবং তোমার পিতা, পিতামহ—তোমরা পরম ঐশ্বর্য্য সমন্বিত হইয়া আমার স্থানে গমন করিবে;

তোমরা অজেয় হইবে এবং সকলের পূজ্য ও মহাবল পরাক্রান্ত হইবে। যে স্থানে তুমি, সেই স্থানেই আমি এবং যে স্থানে আমি, সেই স্থানেই তুমি থাকিবে। তোমার পিতা, পিতামহ এবং তোমার বংশজাত অপরাপর সকলেই ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া আমার গণাধ্যক্ষ হইবে এবং আমার বরে মল্লোকে গমন করিবে।' তোমাকে বৈভ্রাজ নামক পর্ব্বত প্রদান করিতেছি ; ঐ পর্ব্বত সর্ব্বাভীষ্টপূরক, ইচ্ছাগামী এবং দিব্য বস্ত্রবৃক্ষে পরিপূর্ণ জলাশয় শোভিত। অনন্তর দেবী নন্দীকে বরপ্রদান করিতে অভিলাষিণী হইয়া কহিলেন,—হে পুত্র! তুমি আমার নিকট হইতে ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ কর। নন্দী কহিলেন,—হে দেবি! আমাকে এই বর দেন যেন সর্ব্বদা আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে। অনন্তর মরুৎসুতা নন্দী-পত্নী দেবীর নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন। ১৪—২৭। দেবী তাঁহাকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হে বৎসে! তুমি জন্মবর্জ্জিত হইয়া আমার তুল্য হও। পুত্র-পৌত্রের সহিত আমার প্রতি ও ভর্ত্তার প্রতি ভক্তিমতী হইয়া আমার চিন্তায় তৎপর হও এবং আমার প্রতি মতি রাখ; এই বর তোমার যথেষ্ট হইবে এবং ব্রহ্মা ও নারায়ণ তোমার বর-দাতা হউন। এই কথা বলিলে পর, ব্রহ্মা ও নারায়ণ উভয়ে দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃষ্ট হইয়া "তাহাই হউক" বলিলেন। অনন্তর হর, ব্রহ্মার সহিত নারায়ণকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—অদ্য হইতে নন্দী পুত্রস্বরূপ তোমাদের নিকট পূজিত হইবে, আমার দ্বারপাল হইবে এবং দেবতাদের উপর প্রভুত্ব করিবে। দেবদ্বয়—ব্রহ্মা ও নারায়ণ "তাহাই হউক" বলিলেন। অনন্তর মহাপরাক্রমশালী দেবগণ ও রুদ্রগণ সর্ব্বদেবপ্রিয় সেই নন্দীকে "ইহাই হইবে" এই বর সমানভাবে দিলেন। অনন্তর নন্দী সকলকে বলিলেন,—আপনাদের প্রতি আমার ভক্তি থাকুক, আপনাদের বাক্যে আমার অক্ষয় ঐশ্বর্য্য হইবে। আপনারা আমার প্রিয় হউন এবং আমিও যেন আপনাদের প্রিয় হই; আপনাদের সহিত একত্র সহবাস-সুখে থাকি, যেন কদাচ বিচ্ছেদ না ঘটে। রুদ্রগণ বলিতে লাগিলেন,—আপনি আমাদের, সকল দেবতাদিগের, ঋষিদিগের, মহাদেবের পার্শ্ববর্ত্তী রুদ্রগণের এবং প্রমথগণের বিচারকর্ত্তা, নিয়ন্তা, গতি, আগতি ও অশেষ শক্তিসম্পন্ন। আপনি মহাযোগী হইবেন সন্দেহ নাই এবং আপনি আমাদের প্রভুর প্রভু ও নায়ক হইলেন। হে দেব! আপনি দেবতাদিগের সেনানায়ক কার্ত্তিক স্বরূপ অমরপূজিত নারায়ণ, ব্রহ্মা, অনল ও দেবী শিবানীর সহিত মিলিত হইয়া থাকুন। ২৮—৪০। আপনি জপ্যেশ্বরের আশ্রিত, জাপ্যেশ্বরের সম্মানিত, সর্ব্বদাতা; আপনি মহাদেবদীক্ষিত হইয়া, নিখিল ভুবনের অধীশ্বর হইয়াছেন। সেই নন্দীশ্বর মনোরথপূরক সকল দেবতার নিকট স্তুত হইয়া সকলকে বলিলেন,—"আপনাদের কি করিতে হইবে?" গণপতিগণ ও রুদ্রগণ এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাদেবের নিকটে সেই দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন নন্দীশ্বরকে ভক্তিপূর্ণ বাক্যে কহিলেন,—আপনি শূলী কর্ত্তৃক সম্মানিত ও সমাদৃত হইয়া আমাদের গণাধ্যক্ষ হইয়াছেন এবং আমরাও আপনাকে অভিষিক্ত করিয়াছি; আপনি আমাদের নায়ক এবং মোক্ষদাতা; আপনি বালক হইয়াও নম্রভাবাপন্ন, গুণবান্ ও নির্গুণ; ক্ষমা, শৌচ ও দম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা আমাদিগের প্রিয়কারী। তখন নন্দী এইরূপ সমাদরপূর্ব্বক অভিহিত হইয়া, মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, সেই সকল গণপতিদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন,—হে ভূতগণ! তোমরা যোগী ও মহাযোগী; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা জটাধারী রুদ্রস্বরূপ; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা বিশ্বরূপী বিশ্বরক্ষক; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা বল্কল ও চর্ম্মবস্ত্র পরিধান কর; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা বহুরূপী ও দেবতেশ্বর; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা মুনি, মৌনী ও বিপ্রস্বরূপ; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা শতসহস্র রূপ ধারণ কর, তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা সংযতরূপী, বায়ুরূপী, মার্জ্জাররূপী ও কালরূপী; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা দেবতা, অসুর ও মনুষ্যদিগকে আপ্যায়িত করিয়া থাক; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমাদের দেবশরীর এবং তোমরা অগ্নি, বায়ু, বরুণ, আদিত্য ও ঊনপঞ্চাশৎ-বায়ুস্বরূপ; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা বামনরূপী ও কামরূপী; তোমাদিগকে নমস্কার। ৪১—৫৫। হে মঙ্গলবিধায়কগণ! তোমরা জলস্বরূপ, সর্ব্বদেবগণমধ্যে তোমরা সর্ব্বত্রগামী ও গ্রহের স্বরূপ; তোমাদিগকে নমস্কার। তোমরা সমান, কিন্তু তোমাদের সমান নাই; তোমরা মুক্ত; তোমাদিগকে নমস্কার। হে গণনায়কবৃন্দ! তোমরা সৌম্যপর্ব্বতের স্বরূপ; তোমাদিগকে নমস্কার। সেই সুর-সিদ্ধবর্গ-পূজিত শক্তিশালী গণপতিগণ, মধুর বাক্যে স্তুত হইয়া, আমার অতুল বল, বীর্য্য, সুখ ও যুগ স্তর-স্থায়িতা বিধান করুন এবং যম, ইন্দ্র, যক্ষ, পিশাচ ও গুহ্যকগণ সেইরূপ অক্ষয় জ্ঞান, অত্যুত্তম গতি, ধর্ম্মে দৃঢ়তা ও সর্ব্বপ্রকার মনোরথ প্রদান করুন। এই নন্দিকৃত স্তব যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করে, সে অশ্বমেধ-ফল প্রাপ্ত হইয়া, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং মনুষ্য, দিনের পূর্ব্ব-সন্ধ্যা, অপর-সন্ধ্যা ও রাত্রিকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে। অনন্তর সকল গণপতিরা সেই ধীমানের সহিত মিলিত হইয়া, বৃষধ্বজকে প্রণামানন্তর বিসর্জ্জিত হইয়া গমন করিলেন। দেবগণ, ঋষিগণ এবং মহাদেব দেবীর সহিত আকাশমার্গ দিয়া অভীপ্সিত স্থানে গমন করিলেন। যে বিপ্র নন্দীর

জন্ম, বরদান, অভিষেক ও বিবাহ পাঠ করে, অথবা অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করায়, সে নন্দীশ্বরলোকে গমন করে এবং যে ব্যক্তি নিয়ত সংযতাত্মা হইয়া মহাদেবের প্রতি ভক্তি সহকারে এই স্তব পাঠ করে বা শ্রবণ করায়, সে নন্দীশ্বরলোকে গমন করে এবং মহাদেবের নন্দিসদৃশ অনুচর হয়। ৫৬—৬৬।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে কান্তিমন্! তপোধন! কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে ব্রহ্মাদির সন্নিধানে এই পবিত্র উত্তম আখ্যান ঘটিয়াছিল, সেই সকল আপনি আনুপূর্ব্বিক আমাদের নিকট বর্ণন করুন। সনৎকুমার কহিলেন,—কোটিবর্ষ পূর্ব্বে জগদাত্মা বায়ু-কর্ত্তৃক এই আখ্যান যেরূপ কথিত হইয়াছে, আমি তাহাই শ্রবণ করিয়াছি এবং দেবদেব শূলীর যেরূপে নীলকণ্ঠতা ঘটিয়াছে, সেই সকল আমি কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ করুন। কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরদিগ্ভাগে সরোবরে, নদীতে, পবিত্র-উদ্যানে, তীর্থসমূহে, দেব-মন্দিরে, গিরিশৃঙ্গে, শঙ্করোপবনে, ব্রতানুষ্ঠান-পরায়ণ মুনিগণ এই প্রকার ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদাত্মক বাক্য দ্বারা মহাত্মা সদাশিবকে স্তব করেন এবং ওঙ্কার, হুঙ্কার ও নমস্কার দ্বারা সর্ব্বদা অর্চ্চনা করেন। একদা জ্যোতিশ্চক্রে দিবাকর মধ্যন্দিন প্রাপ্ত হইলে পর, সকল দেবতারা সংযতচিত্ত হইয়া আছেন; অনন্তর নিয়মের অবসানে প্রাণীদিগের জীবন সদাগতি বায়ু "নীলকণ্ঠায় নমঃ" এই কথা বলিলেন। অনুষ্ঠানপর সূর্য্যানুগামী বায়ু-পত্রভোজী অষ্টাশীতি সহস্র বালখিল্যাদি মুনিগণ চিন্তান্বিত হইয়া, বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভঞ্জন! হে পবনশ্রেষ্ঠ! তুমি পবিত্র ও পুণ্যবানের শ্রেষ্ঠ; তুমি যে "নীলকণ্ঠ" এই শব্দ বলিলে, ইহা অতি গুহ্য ও পুণ্যজনক। অতএব কি প্রকারে অম্বিকাপতি মহাদেবের নীলকণ্ঠতা হইল, তাহা আমরা তোমার মুখে বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; মনুষ্যের মুখ হইতে যে সকল বাক্য প্রবৃত্ত হয়, তুমিই তাহার একমাত্র প্রেরক। তুমি বিধাতা, তুমি বর্ণস্থান-গত হইলে মনুষ্যের বাক্য প্রবৃত্ত হয়। জীবের জ্ঞানপূর্ব্বক যে ক্রিয়া, তাহাও তোমা হইতে হয়। তোমা হইতেই সমস্ত বর্ণ নিষ্পন্ন হয়। যাহা বাক্পথের অগম্য, সেস্থানেও তোমার সদ্ভাব আছে। তুমি সর্ব্বগামী; তোমা ব্যতীত আর অন্য কোন দেবতা সর্ব্বগামী নাই। প্রাণিবৃন্দ তোমাকে জীবনের কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞাত আছে। ১—১৭। তুমি স্মৃতিস্বরূপ, তুমি মেধাস্বরূপ। অতএব তুমি পাপনাশক মঙ্গলাত্মক বাক্য আমাদিগকে বল। অনন্তর চিন্তান্বিত সেই মুনিদিগের কথা শুনিয়া, লোকপূজিত মহাতেজা বায়ু বলিলেন,—হে বেদবেদাঙ্গবিৎ বিপ্রগণ ও ঋষিগণ! আপনারা শ্রবণ কর। ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ নামক এক ধর্ম্মাত্মা আছেন, তিনি ময়ূর-বাহন, ক্রৌঞ্চবিনাশক, মহিষাসুর-কামিনীদিগের অশ্রুজলের উৎপাদক, গৌরীহৃদয়ের আনন্দ-বিধায়ক, মেঘমন্দ্রস্বর, মহাত্মা, ষড়্বালকরূপী কার্ত্তিকেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাসেন! আপনি সেই মঙ্গলাত্মক লোকপ্রিয় পবিত্র কথা বলুন; আমরা আপনার ভক্ত, বিনত ও দান্ত, আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। সেই অগ্নিসদৃশ তেজঃশালী দৈত্যসংহর্ত্তা কার্ত্তিক, মহাত্মা বসিষ্ঠের বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আমি উমার ক্রোড়ে বসিয়া যাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহামুনে! পার্ব্বতী ও মহাত্মা মহাদেবের সেই সংবাদ তোমাদিগের হিতার্থে কীর্ত্তন করিতেছি। যাহা নানাবিধ ধাতু ও উজ্জ্বলবর্ণ-বিভূষিত বলিয়া অতি সুন্দর-দৃশ্য ও তরুণাদিত্যবৎ দীপ্তিশালী; যে স্থানের সোপানবৃন্দ বজ্র ও স্ফটিক দ্বারা বিনির্ম্মিত; যেস্থানে সুবর্ণময় দিব্য শিলাপট্ট সকল বিস্তৃত রহিয়াছে; যাহা পুষ্প ও ফলপূর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ ও লতায় সমাকীর্ণ, হংসকারণ্ডব ও কিন্নরাদি দ্বারা পরিশোভিত, জীবঞ্জীবক জাতি পক্ষীদিগের কূজনে নিনাদিত, কোকিলদিগের আলাপে পরিব্যাপ্ত; যে স্থানে সিদ্ধচারণগণ বিচরণ করিয়া থাকেন; যেস্থানে বৃষনিনাদে নিরন্তর মেঘের শব্দের ন্যায় শব্দ হইতেছে, কিন্নরেরা বিনায়কের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া কন্দর ত্যাগ করিয়াছে, মনোহর বংশ-ধ্বনি শব্দিত; যেস্থানে দোলালম্বিত সুরগণ ক্রীড়া করিতেছেন, সমুত্থিত ধ্বজালম্বিত ঘণ্টার শব্দে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত হইতেছে; যেস্থান বাণিজ্যপর বণিক্ ও যোষগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং মুখবাদ্য, বর্ণন, ভুজাস্ফালন, ক্রীড়া, চেষ্টা ও বাদ্যের শব্দে কন্দর সকল পরিপূর্ণ; যেস্থানে করালবদন বিচিত্রবর্ণ গণেশ্বরেরা ক্রীড়া করিতেছেন ও ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করিতেছেন,—তাঁহাদের মধ্যে কাহার ঘোর ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখ, কাহার মৃগের ন্যায়, কাহার মেষের ন্যায়, কাহার গজের ন্যায়, কাহার অশ্বের ন্যায়, কাহার বিড়ালের ন্যায়, কাহার উগ্র শৃগাল ও বানরের ন্যায়,—কেহ বা হ্রস্ব, কেহ বা দীর্ঘাকৃতি, কেহ বা কৃশ, কেহ বা স্থূল, কেহ বা মহাসর্পের ন্যায় লম্বোদর,—কাহার কাহার আজালম্বিত হস্ত, কাহার কাহার ওষ্ঠদ্বয় অতিলম্বিত, কাহার কাহার নিতম্ব অতি স্থূল,—কাহার কাহার গরুর ন্যায় কর্ণ, কাহার কাহার এককর্ণ, কাহার কাহার

মহাকর্ণ, কাহার বা কর্ণ নাই,—কাহার এক চরণ, কাহার প্রশস্ত চরণ, কাহার বহুচরণ, কাহার বা চরণ নাই,—কাহার কাহার এক মস্তক, কাহার কাহার চারি মস্তক, কাহার কাহার বহু মস্তক, কাহার বা মস্তক নাই,—কাহার এক চক্ষু, কাহার বহু চক্ষু, কাহার চারি চক্ষু, কাহার বা চক্ষু নাই,—সেই কৈলাসপর্ব্বত শিখরে বিচিত্র রত্নভূষণে অলঙ্কৃত হেমময় মনোহর শিলাতলে সুখোপবিষ্ট ও ভূতগণ-পরিবৃত মদনারিকে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বৃষবাহন ভগবন্ দেবদেবেশ! আপনার কণ্ঠে নীল মেঘখণ্ডের ন্যায়, বিশুদ্ধ নীলাঞ্জন রাশির ন্যায় কি বিরাজ করিতেছে? হে ঈশ্বর! ইহার কারণ কি? কি প্রকারে এই নীলকণ্ঠতা হইল? এই সকল আমি যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ১৮—৪৫। অনন্তর পার্ব্বতীপ্রিয় মহাদেব পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণানন্তর মঙ্গলময় কথা কহিতে লাগিলেন,—হে বরাননে! পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরেরা ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থন করিলে পর, অগ্রে তাহা হইতে প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর বিষ উত্থিত হইল। তাহা দেখিয়া দেবতা ও অসুরবৃন্দ বিষণ্ণবদন হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। অশেষ-দ্যুতিমান্ ব্রহ্মা দেবতাদিগকে ভীত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাভাগগণ! তোমরা কিজন্য উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছ? তোমাদিগকে আমি অষ্টগুণ ঐশ্বর্য্য দিয়াছি, তোমরা বিগতজ্বর হইয়া ত্রৈলোক্যের আধিপত্য করিতেছ, সকলেই বিমানচারী ও স্বচ্ছন্দবিহারী, তোমরা কর্ম্মবিপাকে প্রজাবর্গকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ব্যসনে প্রবৃত্ত করিতে পার,—কেন তোমরা সিংহপীড়িত মৃগের ন্যায় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়াছ? ইহা তোমরা যথার্থরূপে আমাকে শীঘ্র বল। অনন্তর পরমাত্মা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণানন্তর ঋষিদিগের সহিত সেই দেবগণ ও অসুরগণ বলিলেন,—হে দেবসত্তম! দেবাসুর কর্ত্তৃক ক্ষীরোদসাগর মন্থন হইলে, ঘোর মেঘাকার নীলাঞ্জনরাশি-সদৃশ বিষ উত্থিত হইল। ঐ প্রলয়াগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর ও বিষম বেগশালী বিষরাশি কালকূট নামে বিখ্যাত। উহা দেখিয়া দেবগণ ও দৈত্যগণ বিষণ্ণ হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বিরূপাক্ষ! হে দিব্যচক্ষু! তুমি হস্ত দ্বারা পিনাক বজ্র ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। তুমি সংখ্য-যোগস্বরূপ এবং মহাভূত স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। হে ত্রৈলোক্যনাথ! তুমি ভূতপতি; তোমাকে নমস্কার। হে সুরারি-সংহারিন্! চন্দ্র-সূর্য্য তোমার চক্ষু; তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি মদনের হন্তা এবং কালেরও কালস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। ৪৬—৬০। হে শঙ্কর! হে হর! তুমি রুদ্রস্বরূপ, তুমি বসুরেতা, তুমি দেবদেব; কপর্দ্দ নামক জটাজুট ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে নমস্কার। হে কপালিন্! হে শিব! তোমার রূপ নাই, তুমি মঙ্গল-বিধায়ক; তোমাকে নমস্কার। হে মখঘ্ন! তুমি ত্রিপুরাসুরের ধ্বংসকারী ও মন্ত্রসমূহের পতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি বুদ্ধ, তুমি পবিত্র, তুমি মুক্ত ও অদ্বিতীয়। তুমি দিগ্বাসা, তুমি শিখণ্ডী ও কমলহস্ত, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি উগ্র, তুমি বিপ্র, তোমার অনেক চক্ষু; তোমাকে নমস্কার। তুমি সত্ত্ব ও রজঃস্বরূপ, তুমি ব্যক্তযোনি; তোমাকে নমস্কার। তুমি অনিত্য ও নিত্য এবং নিত্যানিত্য; তোমাকে নমস্কার। তুমি চিন্তার বিষয় ও চিন্তার অবিষয়; তুমি ভক্তের আর্ত্তিনাশক ও নারায়ণ-প্রিয়; তোমাকে নমস্কার। তুমি উমাপ্রিয় এবং নন্দিবক্ত্রানল; তোমাকে নমস্কার তুমি পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর; তোমাকে নমস্কার। তোমার বহুরূপ, তুমি দণ্ড ও বল্কলধারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি ঋক্, যজুঃ ও সাম স্বরূপ প্রধান-পুরুষ ও ও ঈশ্বর; তোমাকে নমস্কার। তুমি জগতে ধ্বংসহীন, তুমি ইন্দ্র ও বরুণ; তোমাকে নমস্কার। তোমার চরিত্র অতি প্রধান; তোমাকে নমস্কার। হে পৃথ্বীপিতঃ! তুমি মুখ্য-স্তবার্হ, তোমার প্রসাদ ব্যতীত তোমাকে কেহ দেখিতে পায় না, তুমি প্রসন্ন হও, আমাকে জ্ঞান ও ভক্তি প্রদান কর। মহেশ্বর কহিলেন,—এই প্রকার লোককর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা বেদবেদাঙ্গ-কথিত স্তব দ্বারা আমাকে স্তব করিলে, আমি সেই মহাত্মা ব্রহ্মার প্রতি প্রসন্ন ও তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলিলাম,—হে জীবমঙ্গলনিদান ভূতাধিপ! হে মহাতপঃ! হে ভগবন্! মৎকর্ত্তৃক আপনার কি কার্য্য সম্পন্ন হইবে? ৬১—৭৩। অনন্তর পদ্মলোচন ব্রহ্মা ইহা শুনিয়া বলিলেন,—হে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-কালত্রয়াধিপতে! আমার কার্য্য শ্রবণ করুন। দেবাসুরেরা সমুদ্র-মন্থন করিলে পর, মেঘের ন্যায়, নীলাঞ্জনরাশির ন্যায় ও পর্ব্বতাগ্নি-সদৃশ ভয়ঙ্কর ঘোর বিষ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ বিষ প্রলয়াদিত্যের ন্যায় ভয়ঙ্কর তেজঃসম্পন্ন। ত্রিলোকে তাহার তেজ বিকীর্ণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি জগতের হিতের জন্য সেই বিষ পান করুন; কারণ, আপনিই একমাত্র ভোক্তা, আপনি দেবতাদিগেরও বরদাতা; আপনি ব্যতীত তাহার মহাবেগ কেহই সহ করিতে পারিবে না। ত্রিলোকে এমন কেহ নাই, যে একার্য্যে সমর্থ হয়; যেহেতু উহা উত্থিত হইবার সময়ে জনার্দ্দন কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর, আমি "তথাস্তু" বলিয়া, সাক্ষাৎ অন্তক-সদৃশ, দেবপীড়াজনক সেই ভয়ঙ্কর বিষ পান করিলাম। ঐ বিষ অতিভোজনেচ্ছুক দ্বিতীয় নাগরাজ তক্ষকের ন্যায় ভয়ঙ্কর। অনন্তর তেজস্বী লোকপিতামহ ব্রহ্মা কহি-

লেন,—হে মহাদেব! ইহাতে আপনার কণ্ঠের অতি শোভা হইয়াছে; হে পার্ব্বতি! তাঁহার এই কথা শুনিয়া দেবগণ, অসুরগণ ও যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসদিগের সাক্ষাতে সেই ঘোর বিষ কণ্ঠে ধারণ করাতে, আমার শ্রীকণ্ঠতা হইল। হে পর্ব্বতরাজ-পুত্রি! সেই উগ্রতেজ কালকূট বিষ আমাকে পান করিতে দেখিয়া দেবতা ও অসুরগণ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং অশেষ বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। হে মত্তগজ গামিনি! অনন্তর দেবতা, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিল,—হে গঙ্গাজল-সিক্ত-কেশ-পাশ দেবদেব! আপনার কি আশ্চর্য্য বল, বীর্য্য, পরাক্রম! কি আশ্চর্য্য বপুঃ! কি আশ্চর্য্য বিভূতি! ৭৫—৯০। আপনিই বিষ্ণু, আপনিই ব্রহ্মা, আপনিই যম, আপনিই কুবের, আপনিই বহ্নি, আপনিই পরম-পুরুষ। আপনি স্থূল, আপনি পরম সূক্ষ্ম, আপনি যোগের অভিগম্য; এই চরাচর বিশ্বের আপনিই ভোক্তা এবং একমাত্র নিত্য; আপনি প্রলয়েও রক্ষক। দেবতারা এই প্রকার স্তববাক্য প্রয়োগ করিয়া উমাসঙ্গী শিবকে প্রণাম করত অবস্থান করিলেন। পরে বায়ুবৎ বেগশালী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিগ্ দিক্ নিনাদিত করিয়া স্বর্গে গিয়াও মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। ইহা পরম গুহ্য, গুহ্য হইতেও গুহ্যতম। "নীলকণ্ঠ" এই কথা ত্রিলোকে প্রসিদ্ধ। এই পাপনাশিনী শুভকথা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উদ্গীত হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মোদ্গীত কথা ধারণ করে, তাহার ঐহিক ও পারত্রিক গতি কহিতেছি;—স্থাবর জঙ্গম ভব বিষ তাহার গাত্রে লাগিলে প্রতিহত হইবে, তাহার ঘোর অশুভ শান্তি হইবে, দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইবে, নারীগণের প্রিয় হইবে, রাজসভায় বিবাদে জয়প্রাপ্ত হইবে, যুদ্ধে শৌর্য্যশালী হইবে, পথে মঙ্গল হইবে, শরীরে ভয় হইবে না। হে বরাননে! দেহাবসানে যে গতি হইবে, তাহাও কহিতেছি;—যে ব্যক্তি ইহা ধারণ করিবে, সে নন্দিতুল্য বল ও পরাক্রমশালী হইয়া অভেদ্য হইবে এবং ত্রিশিরা, ত্রিলোচন, ত্রিশূলধারী হইয়া শ্রেষ্ঠ বাহনে আরোহণপূর্ব্বক আমার আজ্ঞায় সপ্তলোক ভ্রমণ করিতে পারিবে। আকাশে বায়ুর যেরূপ গতি, সেইরূপ তাহার অপ্রতিহত গতি হইবে। আমার সদৃশ বলবান্ হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে। যে মানবগণ আমার প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবে, তাহার সম্বন্ধে ঐহিক পারত্রিক গতি কহিতেছি;—শত সহস্র গোদানে যে ফল হয়, এই দিব্য কথা শুনিলে মনুষ্য সেই ফল প্রাপ্ত হয়। ৯১—১০৫। যে ব্যক্তি ইহার শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ, পাদ বা পাদার্দ্ধ নিত্য ধারণ করে, সে রুদ্রলোকে যাইবে। হে অম্বুজাননে গিরিরাজ-পুত্রি! যাহা ব্রহ্মা স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছেন, পুণ্যফল-যুক্ত সেই এই ইতিহাস তোমাকে কহিলাম। অনন্তর শশিশেখর কার্ত্তিকপ্রিয় মহাদেব এই পুণ্যফল-জনক কথা দেবীর নিকট প্রকাশ করিয়া, উমার সহিত বৃষের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক কৈলাস গুহায় প্রস্থান করিলেন। এই পুণ্য কথা আমি শুনিয়াছি। অনন্তর বায়ু তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিয়া প্রস্থান করিলেন, দ্বিজোত্তমগণ তৎক্ষণাৎ-লিখিত সেই কথা অধ্যয়ন করিয়া আদিত্যপথে গমন করিলেন। ১০৬—১০৯।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে মুনে সনৎকুমার! ভক্তের অভীষ্টদাতা মহাদেব পিনাকধৃক্ যে প্রকারে এক বাণের দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন। এইরূপে মুনীন্দ্র সনৎকুমার, মুনি কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া প্রশ্নানুরূপ কহিতে লাগিলেন,—হে পুত্র! ব্যাস! যে প্রকারে ত্রিপুর দগ্ধ হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু নৃসিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, সকল দৈত্য দানব ভগ্ন হইয়া পড়িল। তখন ময় নামক এক দৈত্য দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিল,—রতিহীন মকরধ্বজের ন্যায় সেই বিশ্বকর্ত্তা দানবরাজ লক্ষ্মী-রহিত হইয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রান্ত বিদ্যুৎপ্রভ ও তারকাক্ষ নামক অসুরদ্বয়ের সহিত উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহারা শীতকালে হিমালয়ে থাকিয়া, গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিমধ্যে থাকিয়া, বর্ষাকালে জলময় ভূমিতে থাকিয়া, দৃঢ় যত্নপূর্ব্বক তপশ্চরণ করিতে লাগিল। তাহাদের তপস্যায় দিব্য বর্ষসহস্র ও যুগসহস্র অতীত হইল। ১—৬। তখন সেই দিতিপুত্রগণের অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট দেহে, অগ্নির ন্যায় প্রভাব ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিতা হইল। পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদের নিকটে গিয়া প্রিয়বাক্যে বলিলেন,—তোমরা বহু পাপনাশক তপস্যা করিয়াছ, এক্ষণে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তখন ময়াসুর ভূপৃষ্ঠে জানু-সন্নিবেশপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া সেই সুরেশ্বর ব্রহ্মাকে কহিল,—আমি অবধ্যতা, অসীম বল, দিব্যপুর এবং পরমসুখ প্রার্থনা করি। যাহাতে আমার মৃত্যু না হয়, এই আমার অভীষ্ট বর; এই বর আমাকে প্রদান করুন। সেই সকল পুর দ্বারা দিব্য বিমানসদৃশ যে মহানগর নির্ম্মাণ করিব, তাহা সকল নরের অগম্য হইবে এবং আমার অভিপ্রায়মতে গমনাগমন ও অবস্থান করিবে। দানবপতি এইরূপ কহিলে, ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন,—হে পুত্র! ঠিক এই বর তোমাকে দিতে পারিব না; কিঞ্চিৎ ছিদ্র

রাখিয়া বর প্রার্থনা করিলে দিতে পারিব। ইহাতে তুমি মনে কিছু অন্যথা ভাবিও না। অনন্তর মূঢ়চেতা ময় তথাপি বলিল,—আমি যেরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা এবং অপরাপর যাহা প্রার্থনা করিতেছি,তাহা আমার সিদ্ধ হউক; তবে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে অর্দ্ধ নিমেষমাত্র যে সন্ধিকাল, সেই সময়ে যে সুরবীর ত্রিপুর মধ্যে আগত হইয়া এক বাণ দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ করিতে পারিবে, সে-ই আমার ও ত্রিপুরের বিনাশক হইবে। তখন ব্রহ্মা তাহার বাক্য ও বরপ্রার্থনা শুনিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া অভীষ্টবর দান পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর ময় জগদ্বিঘাতের জন্য ত্রিপুর সৃষ্টি করিল। প্রথম লৌহময়, তাহার পর অগ্নিতুল্য উজ্জ্বল রজতময়, তাহার পর তৃতীয় পুর সুবর্ণময়। উহা সুমেরুশৃঙ্গবৎ অতি উচ্চ। মনোহর দ্বার, বলভী, গবাক্ষ, হেমময় বীথি ও অঙ্গন দ্বারা সুশোভিত হইয়া ময়সৃষ্ট সেইপুর স্বর্গের দিব্যরূপ অপহরণ করিয়াছিল। ঐ পুরস্থিত হর্ম্ম্যশ্রেণীর তমোরাশি চন্দ্রাংশু দ্বারা দূরীভূত হইত। তথায় শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে আহ্লাদজনক ও সুখপ্রবেশ হইয়াছিল। মুক্তা, প্রবাল, মণিখণ্ড ও বিচিত্র হীরকখণ্ড সকল, বিচিত্র তড়িৎপ্রকাশের ন্যায়, আলম্বিত ছিল এবং পবন-কম্পিত চলৎপতাকা সকল সুশোভিত ছিল। ঐ পুর মহাশৈল-শোভাহারী উচ্চ প্রাসাদ-পংক্তিস্থিত রত্নখণ্ড ও উন্নত তোরণযুক্ত হর্ম্ম্য দ্বারা বিরাজিত ছিল। ইহাতে চারিদিকে মনোহর বৃক্ষশ্রেণী ছিল; ঐ সকল বৃক্ষে, সকল ঋতুতে ফল ও ফুল হইত এবং ফলাঢ্য বন্য তরুযুক্ত শত শত গৃহোদ্যান ছিল। তথায় প্রফুল্ল-কমলান্বিত অতি শোভাশালিনী দীর্ঘিকা ছিল; ঐ দীর্ঘিকায় কূজনকারী বিহগপটল ছিল। ঐ পুরী, পুরুষ-নখাঘাত-ভিন্ন-পয়োধরা, আকর্ণ-বিস্তৃত-রক্তপ্রান্ত-নয়না, সলজ্জ ঈষচ্চপলনয়না কামিনীগণে পরিবৃত ছিল। ময় ঈদৃশ ত্রিপুর নির্ম্মাণ করিয়া, লৌহময় যে পুর, তাহা তারকাক্ষকে এবং দ্বিতীয় রজতনির্ম্মিত যে পুর, তাহা বিদ্যুৎপ্রভ নামক অসুরকে প্রদানপূর্ব্বক নিজে উপভোগের জন্য হেমময় পুর অধিকার করিল। এইরূপে সেই দানবসিংহত্রয় ত্রিপুরে অধিষ্ঠিত হইয়া, ত্রিলোকের সুখৈশ্বর্য্য বিনাশপূর্ব্বক শত্রুবল বিধ্বংস করিয়া, বিবিধ সুখভোগ করিতে লাগিল। তাহারা দর্প ও মোহে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া দেবতাদিগকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল; হঠাৎ তাঁহাদের উপর আপতিত হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহাদের পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিল। প্রসিদ্ধ বৈভ্রাজ প্রভৃতি বন সকল বিনষ্ট করিয়া ইচ্ছানুসারে সুখভোগ করিতে লাগিল। ৭—২৮। এই প্রকারে তাহারা দেবগণের অনিষ্টসাধন করিতে করিতে বহুকাল অতিবাহিত করিল। পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ ময়াসুরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গিয়া তাহার কার্য্য নিবেদন করিলেন। কমল-যোনি ব্রহ্মা সেই সকল দেবতাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—সেই ময় প্রভৃতি দানবেরা অত্যন্ত বলবান্, তোমরা তাহাদিগকে নিজ নিজ বলের দ্বারা বিনাশ করিতে পারিবে না; সেইজন্য বিষ্ণু এবং আমি তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া শম্ভুর শরণাপন্ন হইতে যাইব। সেই শূলপাণি শশিভৃৎ সুরেশ্বর আমাদিগের গতি, তিনি আমাদের শত্রুবল সমস্ত দগ্ধ করিতে পারিবেন। তখন ব্রহ্মা, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি দেবগণ কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া মহাদেবকে দর্শন করত স্তব করিতে লাগিলেন;—হে ত্রিলোকেশ্বর! তুমি সকলের বন্দিত, তোমার অসীম বিক্রম, দেবগণ তোমার অতিশয় প্রিয়পাত্র; তোমাকে নমস্কার। যাঁহার জটাকলাপস্থিত অর্দ্ধচন্দ্রপ্রভায় মস্তক প্রদ্যোতিত হইয়াছে, সেই পিনাকহস্ত ত্রিলোকদেব তুমি; তোমাকে নমস্কার। যাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও প্রদীপ্ত পরশ্বধ রহিয়াছে, সেই জগৎশরণ নন্দিবরপ্রদ সুরেশ্বর তুমি; তোমাকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বদা হর্ষ ও অভীষ্ট বর প্রদান করেন এবং যক্ষেশ্বরকে বর দান করিয়াছেন সেই কৈলাস ও হিমালয়পর্ব্বতবাসী তুমি, তোমাকে নমস্কার। যাহার ধ্যেয় বিষয় নাই, যিনি বৃষভোপরি অবস্থান করেন, সেই দিগ্বাসা ঐশ্বর্য্যশূন্য জগদ্বিধাতা তুমি; তোমাকে নমস্কার। হে দেবেশ্বর! তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি ও ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। তুমি নিত্য, তুমি সূক্ষ্ম, তুমি পরমেশ্বর; তোমাকে নমস্কার। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ও পাতা, তুমি পরাৎপর পরমাত্মা, তোমার নাম শঙ্কর, তোমাকে নমস্কার। তুমি শর্ব্ব, তুমি যজ্ঞ, তুমি সকল বস্তুর উৎপত্তির কারণ; তোমাকে নমস্কার। ২৯—৩৯। তুমি, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি ও আকাশ প্রভৃতি সৃজন করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি অদন্তক পূষা, তুমি কামের শরীর ধ্বংস করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! তুমি প্রধান, তুমি রুদ্র, তুমি সৌম্য, তুমি শরীরী এবং জগৎসৃজনকর্ত্তা; তোমাকে নমস্কার। হে ত্রিলোচন! তুমি যজ্ঞ, সুর ও অসুরদিগের স্রষ্টা; তোমাকে নমস্কার। হে নীলশিখণ্ডধারিন্! হে পুরুষোত্তম! তুমি শ্মশানবাসী ও দৈত্যবিনাশক; তোমাকে নমস্কার। তুমি মোহ ও অজ্ঞান দূরীভূত কর; তোমাকে নমস্কার। তুমি মোক্ষ ও অভীষ্ট বরদাতা, জীবের মুক্তির জন্য শরীর ধারণ করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। তুমি পর্ব্বতপুত্রীর ভর্ত্তা এবং কুমারের পিতা; তোমাকে নমস্কার। হে বিশেশ বরপ্রদ! তুমি ব্রহ্মা এবং বিশ্বস্রষ্টা; তোমাকে নমস্কার। হে ধীমন্! তুমি শর্ব্ব, তুমি রুদ্র, তুমি দিগম্বর, তুমি হর, তুমি শম্ভু; তোমাকে সর্ব্বদা নমস্কার। তুমি শত্রুদিগকে বরদান করিয়াছ, এক্ষণে তোমাকে আমরা প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছি; প্রসন্ন

হইয়া আমাদের প্রতি কৃপা কর। অনন্তর এই প্রকার স্তবকারী ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের সেই ভক্তিপূর্ব্বক স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া, মহাদেব তাঁহাদিগকে অভীপ্সিত বাক্য বলিলেন,—হে দেবগণ! আমি তুষ্ট হইয়াছি. তোমরা বর প্রার্থনা কর, বিপদে তোমাদের কি অভিলষিত আছে? আমি সকল বস্তুই তোমাদিগকে নিঃশেষরূপে দিতে পারি। তোমাদের প্রতি আমার কিছুই অদেয় নাই। ৫১—৫৯।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

দেবগণ বলিলেন,—হে দেব! ময়াদি দানবগণ ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া, অপ্সরাদিগকে হরণ ও নন্দনকানন ভগ্ন করিতেছে এবং "অল্পকালের মধ্যে সকল দেবগণকে নিহত করিব" এই কথা বলিতেছে। হে মহাদেব! পিতামহ ব্রহ্মা বা বিষ্ণু তাহার নিগ্রহে ক্ষমবান্ নহেন; এজন্য আমাদের মহৎ ভয় হইয়াছে। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে যাহাতে ত্রিপুর নষ্ট হয় এবং দেবগণ সুখী হন, তাহা আপনি বিধান করুন; এইমাত্র বর আমরা প্রার্থনা করি। মহাতেজা মহাদেব সেই সকল দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন,—দেবগণ আমার তেজের অর্দ্ধাংশ গ্রহণপূর্ব্বক রুদ্রতেজোময় শরীর ধারণ করিয়া দানবদিগকে বিনষ্ট করিবে। অনন্তর দেবগণ মহাদেবকে বলিলেন,—হে ভব! আমরা আপনার সহস্রাংশের একাংশও সহ্য করিতে পারি না। হে সুরেশ্বর! আমাদের কি শক্তি আছে যে, মাহেশ্বর-তেজ ধারণ করিতে বা অবলোকন করিতে সক্ষম হই। অতএব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা দানবদিগকে কোন প্রকার বল দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিব না। হে ভগবন্ শঙ্কর! আপনি স্বয়ং ত্রিপুর বিনষ্ট করুন। হে শূলধৃক্! ব্রহ্মা তাহাদিগকে এই বর দিয়াছেন যে, দিব্য সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে অর্দ্ধনিমেষকালের মধ্যে বলপূর্ব্বক এই স্থানে আগত হইয়া, একটী বাণ একবার মাত্র নিক্ষেপ করত যদি কেহ ত্রিপুর ও দানবদিগকে দগ্ধ করে, তবেই মৃত্যু হইবে; নচেৎ মৃত্যু নাই। কিন্তু তাহা করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই। অতএব আমাদের প্রতি কৃপা করুন। অনন্তর ভগবান্ বৃষধ্বজ, উদ্বিগ্নচেতা দেবগণকে সান্ত্বনা করত পুনর্ব্বার বলিলেন,—হে সুরশার্দ্দূলগণ! যদি ত্রিপুর এইরূপ মহা দুর্গম হয়, তবে আমিই একবাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই পুর দগ্ধ করিব। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর হিতের জন্য এবং ইন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, আমি স্বয়ং রথোপরি আরোহণ করত ত্রিপুর নষ্ট করিব। অতএব হে দেবগণ! তোমরা রথসজ্জা কর, যাহাতে আরোহণ করিয়া দানবাক্রান্ত দুর্গম পুর দগ্ধ করিব। যেরূপ রথ আমাকে বহন করিতে সক্ষম হইবে, হিমালয়বৎ সারগর্ভ তাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। অনন্তর দেবগণ মহাদেবকে প্রণাম করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সকলে মিলিয়া উত্তম-রথ-নির্ম্মাণে উদ্যুক্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অগ্নি ইঁহারা সর্ব্বদেবময় উত্তম-রথ-নির্ম্মাণ করিলেন। সেই রথে ব্রহ্মা, সূর্য্য, প্রচণ্ড পবন, কুবের, যম, অষ্টবসু, রুদ্রগণ, দ্বাদশ আদিত্য, গন্ধর্ব্বগণ, অশ্বিনীকুমার, গরুড়, পন্নগেন্দ্র, নাগ, গুহ্যক ও উরগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, যক্ষ, মহাবল গ্রহগণ, মেঘ, শশী, কাল, বনস্পতি, দিবস, মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, কাষ্ঠা, লব, অয়ন, ঋতু, মাস, বিষুব, বৎসর, স্থাবর, জঙ্গম, নক্ষত্র সকল এবং অষ্টবিধ দেবযোনি সেই রথে স্থাপিত হইলেন; কতিপয় দেবগণ ধ্বজরূপে নিবদ্ধ হইলেন। দেবগণ বেদচতুষ্টয়কে অশ্ব করিয়া সেই রথে যোজিত করিলেন। সংবৎসর চক্র, হিমালয় ধনু, জগৎপতি দেবদেব ধনুকের জ্যা—দেবগণ এইপ্রকার করিয়া সর্ব্বদেবময় গিরিকল্প উত্তম রথ প্রস্তুত করাইলেন। তখন দৈত্যবিনাশের জন্য বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও অগ্নি পরমেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, "রথ সজ্জিত হইয়াছে" এই কথা বলিলেন। অনন্তর সর্ব্বভুবনেশ্বর ভগবান্ শম্ভু, সুরাসুর-কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া, তেজোময় দিব্যরথ অবলোকনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধ ও অধোদিক্ দর্শন করত বাক্‌পতি পিতামহকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই রথ ও এই ধনুক আপনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু যে ইষু দ্বারা ত্রিপুর দগ্ধ করিতে হইবে, সেই ইষু শীঘ্র আনয়ন করুন। তখন ব্রহ্মা বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে দেব! আমি আপনার নিমিত্ত এই রথ ও ধনুঃ প্রস্তুত করিয়াছি; কিন্তু আপনি স্বয়ং সেই বাণের উদ্‌যোগ করুন। ১—৩২। অনন্তর শম্ভু, পার্শ্বস্থিত অরিন্দম বিষ্ণু ও হুতাশন দেবকে দর্শন করিয়া দৃষ্টিপাত দ্বারা আহ্বান করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্বয়ং মহেশ্বর বিষ্ণুকে উত্তম শর করিলেন, ওষধিপতি চন্দ্রকে তাহার মুখে নিয়োজিত করিলেন এবং অগ্নিকে শল্য করিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! রথের সারথি কাহাকে করিয়াছেন? অনন্তর ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া জগৎপতি মহাদেবকে বলিলেন,—যদি আপনার আদেশ হয়, তাহা হইলে আমি স্বয়ংই সারথি হই। আপনার সারথ্য হইতে আর অধিক কি পাইব? অনন্তর পিনাকপাণি মহাদেব "সকলই ভাল হইয়াছে" এই কথা বলিয়া, ব্রহ্মার হস্ত ধরিয়া রথে আরোহণ করিলেন। তখন রুদ্রের অনুচর নন্দীশ্বর, শঙ্কুকর্ণ, চণ্ডেশ্বর প্রভৃতি মহাযোগসম্পন্ন যুদ্ধনিপুণ চতুর্দ্দশসহস্র সংখ্যক গণেশ্বরেরা

পট্টিশ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া, শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি করত, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। শূলধারী দেবদেবের মস্তকে বহুল-পরিমাণে নানাবিধ পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবগণকে ভারবহনে অশক্ত ও অযোগ্য জানিয়া, দেবেশ্বর মহাদেব নিজ দেহভার বহনীয় করিলেন, ইহা দেখিয়া অসুরেরা পলাইতে আরম্ভ করিল। হে ব্যাস! এই সময়ে নারদ ঋষি আগমন করিলেন। সকল দৈত্যগণ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রসন্ন করিলে, তিনি বলিলেন,—বৃষভধ্বজ শঙ্কর, ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া দেবময় দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিপুর দগ্ধ করিতে আসিতেছেন, এ বিষয়ে যাহা ভাল হয়, তাহা কর। নারদের এই কথা শুনিয়া দানবরাজ, তারকাক্ষ, বিদ্যুন্মালী ও অন্যান্য অসুরগণ এবং ভৃত্যগণকে আহ্বান করিয়া, নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিলেন। তখন তারকাক্ষ নামক দৈত্যরাজ ইহা শুনিয়া বলিল,—হে রাজন্! আপনি কিজন্য চিন্তা করিতেছেন? আমরা সকলে যথার্থই অবধ্য। হে দানবরাজ! এই ত্রিপুর ধ্বংস করিতে কাহার সাধ্য আছে? এক্ষণে দেবতারা যুদ্ধ করিবার জন্য মিলিত হইয়া এই স্থানে আসিয়াছে। এ বিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্র বলিয়াছেন যে, দুর্ব্বল ব্যক্তি ভেদ, দান বা সাম দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা যশ ইচ্ছা বলেন, বলবান্ ব্যক্তি বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৩৩—৫২। জিগীষা পরতন্ত্র হইয়া বলবান দ্বারা দুর্ব্বল শত্রুর দণ্ড বিধান করা উচিত। এই সকল দৈত্যগণ যেরূপ বলশালী, স্বর্গবাসী দেবতারা তাদৃশ নয়, প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে জয় করিয়া আমরা সুখে অবস্থান করিব। মহাবল পরাক্রান্ত বিদ্যুন্মালী তারকাক্ষের বাক্য শুনিয়া বলিল,—দুর্ব্বল দেবতাগণ আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না, যদি তাহারা মূঢ়তাবশতঃ আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে; অসুরেরা যুদ্ধে নিশ্চয় জয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব দেবতাদিগকে বিনাশ করিয়া স্বর্গে রাজ্য স্থাপন করুন, ত্রিলোকলাভে নির্ব্বৃতি পাইয়া বিশ্বপাতা ইন্দ্রস্বরূপ হউন এবং আমরা আপনাকে মহারাজ হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপুর ন্যায়, অগ্রগণ্য, সপ্তলোকেশ্বর দর্শন করি। আপনি জগতের রাজা, বিশ্বরাজ্য ভোগ করিয়া তাঁহাদের সাম্য আপনি প্রাপ্ত হউন। বিদ্যুন্মালীর এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া, ময় বারংবার মস্তক কম্পনপূর্ব্বক "ইহা এরূপ হইবে না,"—এই কথা বলিলেন। শত্রুগণ আমাদের তুল্য বল অথবা আমাদের অপেক্ষা হীনবল হইলেও তাহাদের সহিত যুদ্ধ না ঘটাইয়া সাম প্রয়োগ করা উচিত; কেননা, যে ভগবান্ সর্ব্বভূতেশ্বর প্রভু মহাদেব আমাদের এবং দেবতাদেরও সৃজনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা, সেই তিনি স্বয়ং আমাদের বিনাশের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে আর কি উপায় আছে? কেবল সদ্গুণ দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া এই দ্বিবিধ উপায় এখন কার্য্য-সাধন-বিষয়ে প্রয়োগ করা উচিত, এই আমার বিবেচনা। যদি আমরা কর্কশতা অবলম্বন করিয়া, মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার বক্রচক্ষে পতিত হইয়া, সদ্য নিহত হইব। ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রপীড়িত হইয়া যাঁহার শরণাপন্ন হন সেই মহাদেব কর্ত্তৃক যে অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহার রক্ষক কে হইতে পারে? ৫৩—৬৫। তাঁহার চিন্তায় ক্ষণকালের মধ্যে এই ব্রহ্মাদি হইতে নিখিল জগৎ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে এবং ক্ষণকালের মধ্যে উৎপন্নও হইতে পারে। যিনি মোক্ষের একমাত্র কারণ এবং স্বয়ং জগতের বীজস্বরূপ, সেই দেবদেব শম্ভুর সহিত আমাদিগের যুদ্ধ করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই যুদ্ধ করিলে, আমাদের বিশুদ্ধ তপস্যা নষ্ট হইতেই বা কত কালাত্যয় হইবে? তোমরা লোষ্ট্র হইয়া পর্ব্বতগ্রাসে, অথবা পর্ব্বতের সঙ্গে সমান হইতে চাহ! দানবগণ কালপাশ-প্রেরিত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। আমি তাঁহার ভক্ত বলিয়া তাঁহাকে বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত আছি, অপরে জ্ঞাত নহে। আমি নম্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট অবস্থান করিব, শম্ভুর সহিত কদাচ যুদ্ধ করিব না। যদি তোমরা আমার বুদ্ধি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে শম্ভুর সহিত যুদ্ধ করিও না, তাঁহার শরণাপন্ন হও। ভগবান্ নারদ দানবনাথ বিশ্বকর্ম্মা ময়কে এইরূপ বলিতে দেখিয়া দৈ[illegible] বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে বিশ্বকর্ম্মন্! তুমি বিস্তারিতরূপে যাহা বলিলে, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু সম্প্রতি ইহার আর সময় নাই। তোমাদের তপস্যা ক্ষীণ ও ঐশ্বর্য্য পরিভুক্ত হইয়াছে, এক্ষণে কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া কেন নষ্ট হও? তোমাদের বিনাশের জন্য সকল দেবতারা একমত হইয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছেন। তোমরা নম্রতা অবলম্বন করিলেও তাঁহাদের হিতের জন্য তোমাদের বিনাশ করিবেন। তোমরা মহাবল পরাক্রান্ত দনু-তনয় ও রাজা হইয়া ক্ষুদ্র দানবের ন্যায় ভীত হইয়া মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা করিতেছ! যুদ্ধ না করিলে অধিক ঐশ্বর্য্য পাইবে না, কিন্তু যশোনাশে তৎপর হইবে; অতএব ইহাতে তোমাদের অশুভই হইবে। আর যদি দেবদেবের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় তাঁহার প্রমথশ্রেষ্ঠ হইবে। দেবতাদের সহিত সামাদি-গুণ-প্রয়োগে তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, অতএব সামাদি প্রয়োগ না করিয়া, মহাদেবের

সহিত যুদ্ধ করিতে তোমাদের বুদ্ধি করা উচিত। মহাদেব তোমাদের শৌর্য্য-বীর্য্য দেখিয়া প্রীত হইলেও হইতে পারেন এবং তিনি তোমাদিগকে বরপ্রদানও করিতে পারেন। অতএব তোমাদের বিক্রম প্রকাশ করা উচিত। এ বিষয়ে যাহাতে তোমাদের অস্ত্রাঘাত নিবারণ হয়, তাহা করিব। এক্ষণে তোমরা জয়ের নিমিত্ত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া উত্থিত হও। নারদের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া, মহাবল-পরাক্রান্ত দৈত্যপতি তারকাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী বলিল,—নারদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথার্থ; কারণ বাণ প্রভৃতি মহাসুরেরা কালকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াই, ক্ষীণপুণ্য হইয়া গতায়ু হইয়াছে। পরে ময়াসুরও তাহাদের বাক্য বুঝিয়া এবং বিনাশ উপস্থিত জানিয়া, "নারদ উত্তম বলিয়াছেন" এই বাক্য বলিল। পরে নারদ হৃষ্টচিত্ত হইয়া কপট-মায়া করিয়া, তাহাদের রক্ষাবন্ধন করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে যুদ্ধার্থী করিয়া, শিব-রথাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সকল দানবেরা যুদ্ধ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া, নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল। দৈত্যরাজ তারকাক্ষ, বল, বাণ ও বিদ্যুন্মালী ইহারাও সকলে বর্ম্মাদি পরিধান করিয়া অগ্রে ভ্রাম্যমান হইল। তখন সহস্র সহস্র শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতি বাদ্য বাজিতে লাগিল। দুর্ব্বলের ভয়জনক দানব-সৈন্য-মধ্যে সহসা "রথোপরিস্থ হইয়া আসিতেছেন, ঐ ধ্বজা দেখা যাইতেছে কি? আসিয়াছেন?"—এই প্রকার পরস্পর কথোপকথন হইতে লাগিল। ভয়-বিষাদশূন্য ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া, উত্তম উত্তম অস্ত্র সকল হস্তে লইয়া যুদ্ধে সজ্জিত হইল এবং রথের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, অগ্নির সমীপে পতঙ্গ যেমন যায়, সেইরূপ তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিল। ৬৬—৯০।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—অনন্তর নানাবিধ পতাকা-সুশোভিত চিত্রচূড়া-বিশিষ্ট রথ, পশ্চিম-সাগরের ঊর্দ্ধস্থিত অপর শৈলরাজ হেমাদ্রির ন্যায় বিরাজমান সেই ত্রিপুরাভিমুখে গমন করিল। নন্দীশ্বর প্রভৃতি সেই শিব-সৈন্যগণ ত্রিপুরনামক দুর্গ দেখিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া, যুদ্ধের জন্য সিংহনাদ করিতে থাকিলেন। ভয়ঙ্কর-শরীর-বিশিষ্ট মহাত্মা চণ্ডেশ্বর, জলন্ত প্রদীপবৎ অত্যুগ্র কুঠার হস্তে করিয়া, মুখ ব্যাদান করিয়া শম্ভুর নিকটে অবস্থান করিলেন। শিবতুল্য পরাক্রমশালী ত্র্যক্ষ নামক নন্দী, তীক্ষ্ণ ত্রিশূল ও প্রচণ্ড মুষল গ্রহণ করিয়া, মহাদেবের পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। মহাত্মা ভৃঙ্গী বীরভদ্র প্রভৃতি শত শত বীরপরাক্রম প্রমথগণ বজ্র, ত্রিশূল, অসি, গদা ও যষ্টি গ্রহণ করিয়া, বিজয়ের হস্ত ধরিয়া, যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন। তখন তারকাক্ষ-প্রভৃতি সেই দৈত্যবীরগণ, শিবরথ সমাগত দেখিয়া, বর্ম্ম পরিধান ও নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, মোহ পরিহারপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ গমন করিল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমথগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। চন্দ্রার্দ্ধ-মৌলি মহাদেবও সেই সকল দেখিয়া, ত্রিপুর দগ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিলেন এবং গণ ও দৈত্যপতিদিগের যুদ্ধ দেখিয়া অট্টহাস্য-ধ্বনি করিলেন। অনন্তর নন্দী মহাসত্ত্বশালী প্রমথগণ লইয়া ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন ভৃঙ্গী কোপরক্ত-নয়নে বিদ্যুৎপ্রভকে দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। অসুরেরা শিলাপ্রভৃতি অস্ত্র লইয়া তাঁহার নিকট যাইল, কিন্তু তাঁহার কিছু পীড়া উৎপাদন করিতে পারিল না। পরে ভৃঙ্গিরিটি তীক্ষ্ণ শূল দ্বারা বিদ্যুৎ-প্রভের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিলেন। তখন ইহাঁর নিশিত শূলে আহত হইয়া সে ফুৎকার ত্যাগ করিতে করিতে ভয়ে পলায়ন করিল। সেই দানবরাজ পরাজিত হইয়া, গণাধ্যক্ষ-শ্রেষ্ঠ ভৃঙ্গীকে পরিত্যাগ করত সপ্ত নিশিত শরে গণেশের স্কন্ধদেশ বিদ্ধ করিল। অনন্তর বিদ্যুৎপ্রভ পুনরায় ত্রিষষ্টি বাণে ও দশ বাণে অবিলক্ষ্যরূপী গণেশের মর্ম্মস্থানে আঘাত করিল। তখন গজেন্দ্র-বদন বিনায়ক তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, হস্তী যেমন মৃণাল হইতে পদ্ম উৎপাটন করে, সেইরূপ দৈত্যপতির গ্রীবা নিষ্পেষণ করিয়া, শরীর হইতে মস্তক উৎপাটন করিলেন। ১—১৩। রণ-মহোৎসবে সেই মস্তক হস্তিবৎ সুদীর্ঘ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সুদৃঢ় মৃণাল হইতে উৎখাত ভ্রমর-নিনাদিত পদ্মের ন্যায়, শোভিত হইতে লাগিল। পরে অন্তক-তুল্য পরাক্রমবান্ নেমি ও বল নামক অপর দুই অসুরপতি ক্রোধে অগ্রসর হইয়া, গণাধ্যক্ষ শঙ্কুকর্ণকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিল। গণেন্দ্র শঙ্কুকর্ণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের রথের ধ্বজা ও অশ্ব ছেদন করিয়া, ভূতলে রথ নিপাতিত করিলেন। পুনর্ব্বার তাহারা দুই জনে অন্য রথদ্বয়ে আরোহণ করিয়া, আবার গণপতিকে বজ্রের ন্যায় নানাবিধ তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা আঘাত করিল। তখন শঙ্কুকর্ণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, ক্ষণকাল নিরীক্ষণপূর্ব্বক বিশাল মুষল দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই বীরদ্বয়কে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তখন ত্রিপুরবাসী অপরাপর অসুরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া বহির্গত হইল এবং নারাচ, বজ্র, খড়্গ ও কুঠার হস্তে করিয়া, প্রমথগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং শিবপ্রসাদে শিব-তুল্য বীর্য্যশালী সেই ভূতগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, মৃগ যেমন বনমধ্যে সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ নিহত হইতে থাকিল। কোন কোন গিরিতুল্য অসুর, ছিন্নহস্ত ও ভ্রষ্টায়ুধ হইয়া শোণিত বমন করত, বাত্যাহত মেঘের ন্যায়, সমুদ্রে পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর বল ও

নেমি নামক দৈত্যদ্বয় শঙ্কুকর্ণ ও প্রমথগণ কর্ত্তৃক হঠাৎ নিহত হইয়াছে শুনিয়া, তারকাক্ষ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, পুরী হইতে নির্গমনপূর্ব্বক গণেন্দ্রের অভিমুখে ধাবিত হইল। গণেন্দ্র শঙ্কুকর্ণও তৎক্ষণাৎ দিতি-তনয়ের মস্তকে আঘাত করিলেন; তারকাক্ষও তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া, সেই গণপতির প্রতি চক্র নিক্ষেপ করিল। শঙ্কুকর্ণ তৎকর্ত্তৃক অভিহত হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া, তদভিমুখে গমনপূর্ব্বক মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন; তারকাক্ষ আহত হইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িল। পরে ক্ষণৈক মোহ প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষণৈক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, তাঁহার প্রতি ধাবিত হইয়া, তীক্ষ্ণ আয়ুধ নিক্ষেপ করিল। অনন্তর যুদ্ধাসক্ত সেই অসুর, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ-দর্শন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপে দৈত্য-পতিকে মৃত দেখিয়া, অপর দৈত্যগণ তাহাকে ময়াসুরের গৃহে লইয়া যাইল। ১৭—২৬। তাহারা অসুররাজ ময়ের নিকট সমস্ত নিবেদন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনধ্বনি করিতে লাগিল। তখন অসুররাজ দৈত্যগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, আশ্বাস-বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল,—হে দৈত্যগণ! আমার আনীত অমৃত গৃহে আছে, তাহা দ্বারা ইহাকে পুনর্ব্বার উত্থাপিত কর! অনন্তর তাহারা প্রসন্ন হইয়া, গৃহ হইতে অমৃত আনিয়া, তাহাকে জীবিত করিল। তারকাক্ষ জীবিত হইলে, সকলে ময়াসুরকে প্রণাম করিতে লাগিল। পরে সেই দৈত্যরাজ তারকাক্ষ, যুদ্ধেচ্ছুক হইয়া শীঘ্র যুদ্ধপথে উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যে দৈত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে জীবিত এবং সমাগত দেখিয়া, ব্রহ্মা বাম হস্ত দ্বারা দৈত্যকে দেখাইয়া সুরাসুরেশ্বর মহাদেবকে বলিলেন,—শঙ্কর! এই তারকাক্ষ নিহত হইয়াছিল; কিন্তু ময়াসুর ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। সুরেন্দ্র! ইহার নিকট উত্তম অমৃত আছে, তাহা দ্বারা অসুরদিগকে জীবিত করিয়া থাকে। হে শম্ভো! এজন্য এই ময়াসুরকে প্রহার করিয়া, তদধিকৃত অমৃত হরণ করুন। পিতামহের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাদেব তাহাকে প্রহারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অমৃত হরণ করিলেন। তখন পিতামহ হৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক পিনাকীকে বলিলেন,—প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যপতিদিগের সহিত আপনার প্রমথগণের যুদ্ধ দর্শন করিলাম। ইহাতে সহস্র দিব্য-বৎসর অতীত হইল, কিন্তু ত্রিপুর বিনষ্ট হইল না। অতএব হে সুরেশ্বর! শীঘ্র সেই দীপ্ত বাণ আপনি নিক্ষেপ করুন, তাহাতে দেব-বিদ্বেষক দৈত্যগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে সুরেশ! সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে এই ত্রিপুর বিপর্য্যস্ত হইবে, কিন্তু আপনি ইষুক্ষেপ করিলেন না। হে দেবনাথ! যোগেই বা আপনার কি প্রয়োজন! আপনি ইচ্ছা করিলে, এই ত্রিপুর এখনই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। হে ঈশ! যদি আমি আপনার আদরণীয় হই, আমি বলিতেছি, ত্রিপুরে বাণ নিক্ষেপ করুন। ২৭—৩৭। অনন্তর কামহন্তা মহাদেব, চতুরানন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, সুদৃঢ় পিনাক নামক ধনুক আনমিত ও উন্নমিত করিয়া আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাতে বাণযোজনা করিলেন। সৃষ্টি-সংহার-কর্ত্তা তখন ইচ্ছামাত্রে সকল দৈত্যগণের সহিত সেই ত্রিপুর নিষ্পন্দিত করিলে সমস্ত জগৎ নিষ্পন্দিত হইয়াছিল। পরে যাহার পুঙ্খ অগ্নি ও চন্দ্র, সেই বিশাল ত্রৈলোক্য-সংহারক সুতীক্ষ্ণ বাণ মহাদেব নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ করিবামাত্র "হা ধিক্ কি করিলাম" ইহা বলিলেন। তখন নন্দী সমাগত হইয়া ও প্রণাম করিয়া "কি হইয়াছে" এই কথা সুরেশ্বরকে বলিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—ময়াসুর আমার পরম ভক্ত, তাহার অমঙ্গল করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব হে নন্দীশ্বর! যাহাতে তাহার পুরী দগ্ধ না হয়, তাহা কর। তুমি শীঘ্র গিয়া অনল ও সোমকে নিবারণ কর। নন্দী সুরেশ্বরের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, সত্বর দৈত্যপতির পুরে গমনোদ্যত হইলেন। যোগশক্তি-প্রভাবে নন্দী বায়ুবৎ দ্রুতগামী হইয়া, পূর্ব্বপুরে উপস্থিত হইল। তথায় দেখিলেন, ময়াসুর দানবগণের সহিত মস্তকাবনতি-পূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিতেছে। তখন নন্দী মৃত্যুভয়ে শরণাপন্ন শিবভক্ত দানবপতিকে আশ্বাসিত করিলেন যে, তোমার ভয় নাই; তুমি যে ভক্ত, তাহা মহাদেব তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। তখন দানবরাজ ময় নন্দীর মুখে মহাদেবের প্রসাদের বিষয় শ্রবণ করিয়া, যেমন রুদ্রকে নমস্কার করে, সেইরূপ মস্তকাবনতিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিল। অনন্তর অগ্নি ত্রিপুর দগ্ধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ প্রজ্বলিত করিয়া, জগৎ সংহার করিতে সমাগত প্রলয়াগ্নির ন্যায়, উদ্দীপ্ত হইয়া সমাগত হইল। ৩৮—৪৬। নন্দী, বিশ্বনাথ-প্রযুক্ত অগ্নিকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন,—হে হুতাশন! বিশ্বনাথের আদেশ যে, ত্রিপুর দগ্ধ করা হইবে না। অনন্তর বহ্নি নন্দীকে বলিলেন,—কিজন্য ত্রিপুর দগ্ধ করা হইবে না? তখন নন্দী বলিলেন,—এই পুরমধ্যে অমরেশ্বর মহাদেবের ভক্ত ময় অবস্থান করিতেছে। ইহা শুনিয়া বহ্নি অসুররাজ ময়াসুরকে বলিলেন,—হে ময়! এই পুরী হইতে তুমি বিনির্গত হও। তখন সেই অসুররাজ ময় ভয়ার্ত্ত হইয়া, সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক উমাপতিকে নমস্কার করত, পুরী হইতে বহির্গত হইয়া সহসা পাতালে প্রবিষ্ট হইল। নন্দীশ্বরও সুরেশ্বরের নিকট আসিয়া তৎসমস্ত নিবেদনপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন। অনন্তর ত্রিপুর প্রজ্বলিত হইল; বেদিগৃহ সকল বিপর্য্যস্ত ও নষ্ট হওয়াতে অপ্সরোরা তাহা পরিত্যাগ করিতে লাগিল। দৈত্যরমণীগণ বিবস্ত্র হইয়া আর্ত্তরব করিতে লাগিল। কোন কোন পীনপয়োধরা

রমণী বাতায়নে, হর্ম্ম্যে বা বিমানে বসিয়া, কেহ কেহ বা মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ান থাকিয়া এবং কোন কোন শ্যামাঙ্গী, কোন কোন গৌরাঙ্গী দৈত্যাঙ্গনা পতির সহিত অগ্নিবাণে আলিঙ্গিত হইয়া তাম্রবৎ আরক্তিম বিশাল নয়নে সেই অগ্নি দেখিতে লাগিল। অচলস্থ কিন্নরীর ন্যায় প্রাসাদস্থ সেই দৈত্য-রমণীগণ অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল। তখন তাহাদের পতিগণ সম্ভ্রান্ত নারীদের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া, মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন সেই দনুজগণ প্রিয়ালিঙ্গিত হইয়াও নষ্টধাম হইয়া বেগে গমন করিতে লাগিল এবং শিবভক্তিহীন বল-পরাক্রম-রহিত দৈত্যগণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, সমুদ্রমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। তখন শিথিল-পরাক্রম দানব-দিগকে সমুদ্রে পতিত হইতে দেখিয়া, পর্ব্বতপ্রমাণ মৎস্যগণ ও অতিতীব্র নক্র মকর প্রভৃতি জলজন্তুসমূহ তাহাদিগকে গ্রাস করিতে লাগিল এবং সেই প্রবল বৃহৎ জলচরবৃন্দ ছিন্নহারা, বিকৃতবদনা, পতিহীনা, সমুদ্র পতিতা দৈত্যনারীদিগকে করাল দংষ্ট্রা দ্বারা ভক্ষণ করিতে লাগিল। ৫৭—৫৮। তখন দৈত্য-তরুণীগণ জলচর কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া, ক্রোধভরে তাহাদের স্বামীদিগকে দেখিতে লাগিল। দৈত্য-যুবকগণ তাহাতে নির্ভিন্নহৃদয় হইয়া, অতি কাতরে রোদন করিতে লাগিল। তৎকালীন দৈত্য-বিলাসিনীদিগের ক্রোধদৃষ্টি, রতিক্রিয়াবসানে খিন্নশরীর হইয়া, পুনর্ব্বার সুরত জন্য পতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ শোভিত হইতে লাগিল। এই-রূপে দৈত্যপতিরা স্ত্রীদিগের সহিত ত্রিপুরানলে দগ্ধ হইয়া সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ নক্রাদি জলজন্তু কর্ত্তৃক ছিন্ন-শরীর হইয়া মৃত্যুকবলে পতিত হইল। পরে সেই অগ্নি, চন্দ্র ও বিষ্ণুময় শর সমস্ত ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া এবং সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া, পুনরায় শম্ভুকরে উপস্থিত হইল। এই প্রকারে দৈত্য নিহত ও ত্রিপুর দগ্ধ হইলে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা মহাদেব পূর্ব্ববৎ দিব্য-শরীর ধারণ করিয়া, দেবতাদিগকে স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মাদি দিবৌ-কসবৃন্দ দেবেশ্বর মহাদেবকে নমস্কার করিয়া এই কথা বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি এই অসাধ্য শুভকার্য্য সম্পন্ন করিলেন, ইহা অন্যের অতি ভয়ঙ্কর। হে সুরা-সুরেশ্বর! দৈত্য নিহত হইল, ত্রিপুর দগ্ধ হইল এবং আমরাও শান্তি প্রাপ্ত হইলাম। হে প্রমথেশ! আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, আপনি দেবতা-দিগেরও রক্ষকর্ত্তা; আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বগত! আপনি নিত্য এবং আপনার জ্ঞানে জাগতিক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে; অতএব আপনাকে নমস্কার। তখন মহাদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য্য, যম প্রভৃতি সেই সকল দেব-গণকে বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা আমার কাছে পালনীয় এবং পুত্র-নির্ব্বিশেষে রক্ষণীয় হইতেছ, এক্ষণে তোমাদের শত্রু নিহত হওয়াতে তোমরা পূর্ণাভিলাষ হইয়াছ। অতএব স্ব স্ব গৃহে গমন কর। তখন দেবতারা সুরেশ্বরকে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর জগৎকর্ত্তা ত্রিনয়ন মহাদেব, সাধ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, চণ্ডীশ, নন্দীশ্বর ও বীরভদ্র প্রভৃতি গণেন্দ্রের সহিত কৈলাস-শিখরে গমন করিলেন। হে ব্যাস! দেবদেব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ত্রিপুর-দহনরূপ এই অসাধ্য কর্ম্ম তোমাকে কহিলাম। যে শিবভক্ত মনুষ্য শুচি হইয়া ইহা অধ্যয়ন করে, সে নিষ্পাপ হইয়া দেবরূপ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ৫৯—৬১।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত হিমবৎ-শিখরে গমন করিয়া উমার সহিত সে স্থানে কি করিয়া-ছিলেন? সনৎকুমার কহিলেন,—দেবদেব উমার সহিত হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিলে, পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—নৈমিষারণ্যবাসী হিরণ্য নামক এক উঞ্ছবৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণ আছেন; তিনি শৌচ, ভক্তি ও শমগুণে বিভূষিত। আমি স্বয়ং সেই দ্বিজের নিকট পূজা গ্রহণ করিতে গিয়াছিলাম। সেই তপস্বী ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি; তাদৃশ মহাত্মা ব্রাহ্মণ যে দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা আমার বিবেচনা হয়। আমি তাদৃশ ব্রাহ্মণের পবিত্র মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব বলিলেন,—হে সুরা-সুর-নমস্কৃতে! জগদ্ধাত্রি! এইরূপই বটে; তপস্বী ব্রাহ্মণ-গণ দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম। মৎকৃত প্রথম সৃষ্টিতে আমিই প্রথম প্রকাশমান ছিলাম, রুদ্ররূপী মহাতেজা দ্বিজগণকে তখন আমি সৃষ্টি করি। ব্রহ্মা সিসৃক্ষু হইলে, মদীয় সৃষ্টিক্রমে তিনিও মস্তক হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন। আমি দ্বিজগণের অগ্রবর্ত্তী, এইজন্যই দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ। আমি অগ্রবর্ত্তী বলিয়াই দ্বিজগণ মাচ্ছন্দনরত হইয়াছেন। ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ, ব্রাহ্মণগণেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞ, হোম এবং হবিঃ; দেবগণ তদ্দ্বারাই তৃপ্তিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ-দিগেতেই সমগ্র জগৎ প্রতিষ্ঠিত। আমি সেই দ্বিজগণের লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি। কলি-কালে ব্রাহ্ম-ণের শৌচ, আচার, কর্ম্ম, প্রভাব এবং বৈভবের বিষয়ও জ্ঞাপন করিতেছি। জন্মই ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞার হেতু; সংস্কার (উপনয়ন) দ্বিজ-সংজ্ঞার কারণ; বিদ্যা বিপ্র নামের মূল; সুতরাং ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ। উপনীত ব্রাহ্মণ এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণের রক্ষা ও বধে সমান পুণ্য পাপ

জানিবে। যে ব্যক্তি জন্মতঃ এবং সংস্কারতঃ ব্রাহ্মণ, অথচ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ও তপঃ-শৌচ-সমন্বিত, তাঁহার নাম 'ত্র্যব'। যে ব্যক্তি দৈব-পিত্র্য কর্ম্মে তাদৃশ ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তৎকৃত সেই কর্ম্ম অক্ষয় ফলজনক হয়। যে ব্রাহ্মণ বেদবেত্তা এবং বহ্নিহোম-পরায়ণ, হে দেবি! তিনিও শ্রেষ্ঠ; পূজিত হইলে তিনিও নিস্তার করিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি মাত্র জন্মতঃ ব্রাহ্মণ, তাঁহারও সর্ব্ববিষয়ের পূরণে সামর্থ্য আছে, তিনিও লোকগুরু। পূজিত হইলে তাঁহা হইতেও অনায়াসে পুণ্য লাভ করা যায়। অগ্নিহোত্র তপস্যা, যোগ, শৌচ ঋজুতা, সত্য এবং বেদানুশীলনই ব্রাহ্মণের কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ মিথ্যাকথা বলেন না, ব্রাহ্মণ প্রাণি-হত্যা করেন না, ব্রাহ্মণ সেবা করেন না, ব্রাহ্মণ পাপ করেন না। ব্রাহ্মণ তপস্বী; প্রকৃত ব্রাহ্মণের পুনর্জ্জন্ম হয় না। বিদ্যা এবং ব্রাহ্মণ্য লাভ হইলে, প্রাণীকে আর জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যে অষ্ট মূর্ত্তি আমার আছে, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণে প্রতিষ্ঠিত। হে মহাদেবি! অতি ক্লিষ্ট ব্রাহ্মণেরাও শুভাশুভ বিতরণে সমর্থ। মহাতেজা দ্বিজগণের অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহারা রুষ্ট বা প্রসন্ন হইলে শুভাশুভ-বিতরণ ত করিয়াই থাকেন। যাহারা বেদ-বিদ্যা-বিশারদ তপস্বী ব্রাহ্মণ, তাঁহারা বুদ্ধিদাতা এবং দেবগণেরও দেবতা। আমি এবং ব্রহ্মা এতদুভয় ব্রাহ্মণগণের উৎপাদক। সত্ত্বপ্রবৃত্ত ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মাৎপন্ন। তুমি ত্রিগুণা প্রকৃতি, আমি পরম পুরুষ। গুণ কর্ম্ম-ব্যাপ্ত রজোগুণও তুমি। তম এবং রজ এই গুণদ্বয় মোহাত্মক। ১—২৮। সত্ত্বগুণ মোহ নাশ করে, সেই সত্ত্বগুণ সাত্ত্বিক-ক্রিয়ায় বর্দ্ধিত হয়; সেই সত্ত্বগুণাবলম্বী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ বহ্নিসদৃশ তেজস্বী; তাঁহাদের সকল বিষয়েই অব্যাহত প্রভাব, কেহই নিবারণ করিতে পারে না। ঋজুতা ও সমদৃষ্টিতাই দ্বিজাতিগণের তেজ। তপস্যা ও বিদ্যা অপেক্ষাও ঋজুতাগুণ শ্রেষ্ঠ। সমতাগুণে অসাধ্য মোহবন্ধন ও পাপ নষ্ট করে। পূর্ব্বে ভাগীরথীতীরে দানরুচি নামক পরমধার্ম্মিক এক ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। তিনি সর্ব্ব বিদ্যা সম্পন্ন বলিয়া অহঙ্কৃতচিত্ত এবং সকল প্রাণিগণের অভয়দাতা ছিলেন। পত্নীর সহিত সর্ব্বদা অগ্নিতে হোমকার্য্য করিতেন এবং অভ্যাগত অতিথিকে পূর্ব্বে ভোজন করাইয়া দিবসের ষষ্ঠভাগে আহার করিতেন;—এই তাঁহার ব্রত ছিল। এই অবস্থায় তাঁহার অনেক কাল অতীত হইল। অতিথি তাঁহার কাছে আসিলে কখন আতিথ্য বিষয়ে দ্বৈধ ছিল না। সেই তপঃ-শৌচ-পরায়ণ ঋজুবৃত্তি ব্রাহ্মণ সূর্য্য ও অগ্নি অপেক্ষা অধিক তেজস্বী হইলেন। তাঁহার এই প্রকার তপস্যায় অগ্নি পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অভিলষিত ফলদাতা হইলেন। ২৯—৩৮।

অনন্তর কোন একদিন দিবসের ষষ্ঠভাগ অতীত হইল, তথাপি ব্রাহ্মণ হিমালয়ের প্রবল শীতে দুর্দ্দিনায়মান দিবসে পর্য্যটন করিয়াও কোন অতিথিকে দেখিতে পাইলেন না। যখন ব্রাহ্মণ দিনান্তেও কোন অতিথি প্রাপ্ত না হইলেন, তখন দুঃখিত হইয়া বাসুদেবের চিন্তা করত উপবাস অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ইঁহার পত্নী অতি সৌভাগ্যবতী এবং পতিভক্তি-পরায়ণা। পতি যাহা করেন, ইনিও নিত্য তাহাই করেন। হে দেবি! তাঁহার অঙ্গ সকল শীত-বাতাদিতে উপতপ্ত হইলে, শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখরূপ-দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হইয়া, সেই দ্বিজ মহাক্লেশে খিন্ন হইয়া পড়িলেন; কিন্তু শীতজন্য দুর্দ্দিনতা বশতঃ অতিথি পাইলেন না। অনন্তর অগ্নি তাঁহার তাদৃশ শ্রেষ্ঠ অধ্যবসায় জানিয়া, চণ্ডাল-সদৃশ বিরূপ কুৎসিত বাহ্যাকার ধারণ করিয়া, তরুমূলে অবস্থান করত তাঁহাকে দর্শন দিলেন। অতিথির প্রার্থনায় পর্য্যটনরত সেই উপবাসী দ্বিজবর, বিকৃতরূপী ঘোরদর্শন সেই চণ্ডালকে বৃক্ষমূলে দেখিলেন। উহার গাত্র শত শত ব্রণপীড়িত, তাহাতে ক্রিমি-শোণিত নির্গলিত হইতেছে, সে শীতে কম্পিত-কলেবর হইয়া "হে পিতঃ" এই বলিয়া আর্ত্তস্বরে আহ্বান করিতেছে। তাহাকে এইরূপ কাতর-ভাবাপন্ন দেখিয়া "ভদ্র! ভয় নাই, আশ্বাস অবলম্বন কর" বিপ্র এই সুমধুর বাক্য বলিলেন এবং শীত নিবারণের জন্য অগ্নি জালিয়া অগ্নিসংসর্গে তাহার শীত দূর হইলে, সাদরে কহিলেন,—ভদ্র! অতিথে! তুমি এই স্থানে আসিয়া অন্ন ভোজন কর। তখন সেই দীন-ভাবাপন্ন শ্বপাক, তপোনিধিরে বলিল,—হে দ্বিজবর! আমি কুৎসিত চণ্ডাল-জাতি। মগপমিবং আমাকে এই স্থানেই অন্ন দেন, আমি তথায় অন্নভোজন করিবার যোগ্য নহি। ৩৯—৫২। যে উপস্থিত ব্যক্তি এই প্রকার বাক্য বলিতেছে, বাগ্মী দ্বিজবর ধ্যানযোগে তখন তাহাকে অগ্নি বলিয়া জানিতে পারিয়া বলিলেন,—হে মহাশয়! আমি আপনার জাতিপূজা করিব না, যিনি সকল প্রাণিগণে অবস্থান করিতেছেন, সেই পরম মঙ্গলময় আত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আমি তাঁহাকে পূজা করিব। সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন, এজন্য তির্য্যক্ প্রভৃতি কুৎসিত জাতিতেও, বিশেষতঃ ত্বদ্বিধ ব্যক্তিতে আমার ঘৃণা নাই, সকলেই দেবতাস্বরূপ। অতএব তপঃশৌচযুক্ত আমি অব্যাকুলচিত্তে পূজা করিব। আপনি নিঃসংশয় হউন। আত্মা সর্ব্বগত, তিনি দ্বিজাতিতে যেরূপ আছেন, কৃমি, কীট, সর্প ও চাণ্ডালাদি জাতিতেও সেইরূপ আছেন, অতএব কুৎসা কি প্রকারে হইবে? কুৎসিত ও অকুৎসিত জীবে আমার কোন ভেদজ্ঞান নাই। এক্ষণে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পাকনিষ্পন্ন অন্ন ভোজন করিয়া আমাকে পবিত্র করুন। চণ্ডাল দ্বিজের কর্তৃক

এই প্রকার অভিহিত হইয়া, প্রফুল্লচিত্তে তখন সেই বিপ্রের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে যাইল। অনন্তর অতিথি পূজানুরাগী দ্বিজবর ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, তাহার যথাবিধি আতিথ্য সৎকার করিলেন। ভোজনানন্তর অগ্নি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, স্বকীয় মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে যোগৈশ্বর্য্যরূপ বর প্রদান করিলেন। সেই উঞ্ছবৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণ পরম যোগ প্রাপ্ত হইয়া, পত্নীর সহিত দেহত্যাগ করিয়া, মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন। হে গিরীন্দ্রকন্যে! তোমার নিকট যে উত্তম দ্বিজ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, যে ব্যক্তি শুচি হইয়া তাহা যথাবিধি নিত্য শ্রবণ ও পাঠ করে, সে পবিত্র সুখ, অভীষ্ট ফল, তেজ ও বল লাভ করিতে পারে। হে মহাগিরিসুতে! তোমার নিকট যথাবৃত্ত যে দ্বিজ-মাহাত্ম্য কহিলাম, সেই দ্বিজেন্দ্রগণ অলৌকিক প্রভাব লাভ করিয়া, মহামুনি-দুর্লভ আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সনৎকুমার কহিলেন,—উল্লিখিত দ্বিজমাহাত্ম্যক এই পার্ব্বতী পরমেশ্বর-সংবাদ, অতি পবিত্র এবং পাপভয়-নিবারক। হে ঘনশ্যামরুচে পরাশরসুত তপোধন! তুমি আমার নিকট হইতে যদি অপর কিছু শ্রোতব্য বিবেচনা কর, তবে তাহা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ৫৩—৬৮।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে নাড়ীচক্র-নিশ্চায়ক পাশুপত-যোগের কথা কহিয়াছিলেন,—ব্রহ্মাদি সুরবরগণ যে পাশুপত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন,—হে তত্ত্বজ্ঞ! সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্যকে তাহা বলুন। সেই পাশুপত-যোগ ও পাশুপত-জ্ঞান কি প্রকার? সনৎকুমার কহিলেন,—পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞারম্ভে ব্রহ্মাদি দেবগণ বীরভদ্রের ভয়ে ভীত হইয়া শঙ্করের শরণাপন্ন হন। ভস্মাচ্ছন্নগাত্র সেই সকল ব্যক্তি, যজ্ঞদীক্ষিত পশুর ন্যায়, ভস্মকূট প্রাঙ্গণস্থিত গণেশ্বরবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া, তেজঃপরের স্বরূপ সেই অন্তরের শরণাপন্ন হইলে, দেব উমাপতি ভস্মচ্ছুরিতগাত্র শঙ্কর তখন ব্রতধারীদিগকে স্বকীয় সেই যোগ দান করিলেন,—যাহা সর্ব্ব মোক্ষ-বিদ্যার গুহ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি যোগিপ্রধান কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হে ব্যাস! অপর যে সকল যোগ আছে, তাহা অতি কষ্টসাধ্য; সহস্র জন্মান্তর ধরিয়া সেই যোগ অভ্যাস করিতে হয়। সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাশুপত দীক্ষা গ্রহণ করিলে মহেশ্বরে লীন হইতে পারে। তপোবর্ম্ম-সমাযুক্ত, সর্ব্বজ্ঞানযুক্ত এই মহাব্রত শ্রবণ কর; ইহা অবলম্বন করিলে, লোক মুক্তি প্রাপ্ত হয়। অধর্ম্ম ব্যতীত পাপ হয় না এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও পুণ্য হয় না; অতএব এই অন্যোন্যাশ্রয়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, এই মঙ্গলপ্রদ ব্রত স্মরণ করিবে। অনন্তর এই পাশুপত-যোগ প্রাপ্ত হইয়া, মহৎ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে; ভস্মগ্রহণ মাত্রেই সকল বন্ধন দূর হয়। ব্রহ্মস্বরূপ ভস্মের স্পর্শমাত্রে লোক মুক্ত হয়। ব্রহ্মাদি দেবতা সকল ভস্মে বিভূষিত হইয়া, অভিমান করিয়া থাকেন। এই ভস্মের তেজে যে বীর্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে পবিত্র ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আত্মাকে শঙ্কর ভাবিয়া ভস্ম দ্বারা স্নানাচরণ করিবে। শিব-যোগাত্মক ভস্ম দ্বারা পাপরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। দেবগণ সোম হইতে সম্ভূত, পিতৃগণ বহ্নি হইতে সমুৎপন্ন; অতএব এই প্রতিষ্ঠিত জগৎ অগ্নি-সোমাত্মক। ১—১৭। ঈশ্বর অগ্নি ও সোম ভস্মের তেজঃস্বরূপ; ব্রাহ্মণ সেই ভস্মের তেজে সংস্পৃষ্ট হইলে, পাপ হইতে মুক্ত হন। সাংখ্য-বিদ্যা,—তপস্যা ও বেদোদিত ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ভস্মস্নান করিলে লোকে প্রভুর সেই পদ প্রাপ্ত হয়। নিষ্পাপই হউক, আর অধর্ম্মিষ্ঠই হউক, অথবা বহুধর্ম্ম-নিরতই হউক, শম্ভুর প্রতি ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং শীঘ্রই পরম যোগ প্রাপ্ত হইয়া, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পাশুপত ধর্ম্মাবলম্বী মুনি এই প্রকার মহৎ ব্রতাবলম্বন করিয়া, এই পরম-গুপ্ত মাহেশ্বর জ্ঞান অভ্যাস করিবে। জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এই তিনই দেহে সেইরূপে অবস্থান করিতেছেন, আত্মা যেরূপ স্থানত্রয়যুক্ত এবং যেরূপ নাড়ীসমূহে আত্মা আত্মাতেই অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ সকল প্রাণিবর্গে গূঢ়ভাবে আত্মা অবস্থিত আছেন। জ্ঞানসেবা ব্যতীত আত্মাকে কোন প্রকারে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। রূপ-রস-শব্দবিবর্জ্জিত সেই মহেশ্বরকে কে জানিতে পারে? হে পাপবিহীন! আমি ত্র্যম্বকের প্রসাদে আত্মজ্ঞানের প্রধান উপায় বলিতেছি। এই সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শূন্যময় ছিল,—দেবতা, অসুর, সর্প, সূর্য্য, চন্দ্র এবং পঞ্চভূতের মধ্যে কোন পদার্থ জগতে ছিল না, জগৎস্থিত কোন চক্ষু পদার্থ দৃষ্ট হইত না, কেবল সেই নির্ম্মল, পবিত্র, মহৎ পরমেশ্বর ছিলেন। যিনি নিত্য, নির্ব্বিকার ও সর্ব্বগুণাতীত; যিনি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান, নিরঞ্জন এবং তেজোদীপ্ত; যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও প্রধান; সেই অবিনশ্বর ব্রহ্মের বিষয় শ্রবণ কর। সেই ব্রহ্ম হইতে প্রথমে "ওঁ" এই একাক্ষর নির্গত হয়। ঐ ওঙ্কার অক্ষরত্রয় ও মাত্রাত্রয়-সমন্বিত এবং ব্রহ্ম বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে। ঐ ওঙ্কারান্তর্গত অকারে বিষ্ণু,

উকারে ব্রহ্মা, মকারে মহেশ্বর এবং মাত্রায় প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি পত্নীরূপে শম্ভুকে ভোগ করেন। সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ঈশ্বর সংস্থিত হইয়া অবস্থিত। ২৮—৩৩। হে মুনে! এই পরম-গুহ্য জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। হে মুনে! প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া, যে ওঙ্কারের ধ্যান করে, সে আদিত্য কর্ত্তৃক মুক্তাত্মা হইয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু হেতুপরায়ণ কুমার্গগামী লোক এইরূপ কৃতার্থ হইতে পারে না। ওঙ্কার প্রকৃতির ঈশ্বর পরমতত্ত্বে অবস্থিত। হে ব্যাস! জলের মধ্যে ঘৃত যেরূপ থাকে, সেই ভাস্বর ওঙ্কার প্রকৃতির মধ্যে সেইরূপ নিত্য অবস্থিত আছেন। সত্ত্বাদি গুণ ও কর্ম্মাদির ভেদিকা প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। সেই প্রকৃতি মহত্ত্ব-হেতুক মহতী এবং মলিনা,—ঐ প্রকৃতি সাভিমানা হইলে সৃষ্টি হয়। উহার ভোক্তা মহেশ্বর। উহার অষ্টসংখ্যক বাহু, তিন চরণ, দেহ ও মুখ পঞ্চসংখ্যক, তিন চক্ষু, পঞ্চ কর্ম্মপরায়ণ অশ্ব এবং রথ সপ্তসংখ্যক। গুণত্রয়-বিকারজাতা এই প্রকৃতি জগতের মাতা। এই প্রকৃতিতে শুভ ও অশুভ, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয় বিদ্যমান আছে। এই উভয়ের জন্যই যথার্থ জ্ঞান, যাগ, ক্রিয়ানুষ্ঠান, যানাসন বিষয়ে শুভাশুভ লক্ষণ ও নক্ষত্রজ্ঞান। ওঙ্কার ঈশ্বর হইতে সঞ্জাত এবং ঈশ্বর ইহাতে অবস্থিত। অতএব কপিলাদি যোগিগণ, মহাযোগ অবলম্বন করিয়া, নিত্য নির্ব্বিকল্প পরম ওঙ্কারকে উপাসনা করিয়া থাকেন; সেই আত্মাই সর্ব্বযোগারূঢ়. তিনিই মুক্তির কারণ। এই প্রকার সেই প্রকৃতিভূত, ওঙ্কারপ্রভব, গুণস্বরূপ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুতে (বুদ্ধি ও মন) ঈশ্বরভোগ্যরূপে অবস্থিত। তাঁহারাই বেদ, যজ্ঞ ও ধর্ম্মাদি-বন্ধন-পরিত্যক্ত এবং অবিদ্যা-প্রভাবে মহামোহ তমোমধ্যে প্রবিষ্ট। একটী সত্ত্বগুণাধিক, আর একটী রজোগুণাধিক; সুখদুঃখময় উভয়েই; উভয়েই সর্ব্বনিত্য-সদৃশ, সংসার-পীড়ক এবং মোহ-বহুল। ঈশ্বর ধ্যানযোগ-পরায়ণই বিদ্বান্; তাঁহা হইতেই প্রকৃতি উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই আবার লীন হয়। যে ব্যক্তি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিতে পারে, প্রকৃতি তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না এবং সে ভবসমুদ্র হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ৩৪—৪৯।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—সূক্ষ্ম আত্মা, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণসমূহ, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়-সম্ভার, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ প্রাণাদি-বায়ু, এই সকল বস্তু দেহে ক্রমশঃ স্বপ্ন, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থায় বিভক্ত আছে। হে সুব্রত! হৃদয়-কর্ণিকায় সূক্ষ্ম সর্ব্বতোমুখ দশনাড়ী-বেষ্টিত পদ্ম আছে, সেই পুষ্পে জীবাত্মা অবস্থিত। সিদ্ধ যোগিগণ তাঁহাকে স্বপ্নস্থ বলিয়া থাকেন। জ্বালিনী, স্তিমিতা, উগ্রা, বিদ্যা, অবিদ্যা, বিশালিনী, মালিনী, শঙ্করী, সুমিত্রা ও বোধিনী এই দশ নাড়ী জীবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত; শয়ন জীবাত্মার সহিতই ইহাদিগের সম্বন্ধ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিন কালই জীব সম্বন্ধ। সম্ভাবযুক্ত প্রবুদ্ধ জীব ভাব এবং ভাষায় সমাহিত হইয়া শব্দাদি বিষয় উদ্দেশে দৃষ্টিসঞ্চালন করেন। অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই চারি প্রকার পদার্থ দেহজ। ইহারা আত্মার সহিত অবস্থান করে না, কিন্তু আত্মাকে অন্তর করে; ইহার মধ্যে জীবাত্মা পঞ্চম। ইনি কর্ণিকা-মধ্যে পুরীততি নাড়ীতে সর্ব্বতোমুখে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং সূক্ষ্মরূপে মনের মধ্যে থাকেন। তাঁহার অসীম গুণ, তিনিই চিত্তরূপে ও পুরুষরূপে অভিহিত হন। অহঙ্কার হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। অহঙ্কারই সূর্য্যের সঞ্চরণক্ষেত্র। অহঙ্কার, ব্রহ্মা, সূর্য্য, চন্দ্র, জ্ঞান, ধর্ম্ম, রতি, রস, আত্মা, মহৌষধ, সপরিকর ভাবসমূহ, নৈরাশ্য, মৃত্যু, দুঃখ, অনাময়, অতি গর্হণীয় কামবেগ ও রোষবেগ, সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মজনক সমতা, বিষ্ণু, বুদ্ধি, কার্য্যকারণ ভূমিজ্ঞান, বৈরাগ্য, আকাশ ও রজোগুণাত্মক ভাবসমূহ, ইহা সূক্ষ্মরূপে জীবের মধ্যে অগ্নিজ্যোতিঃস্বরূপ অবস্থিত থাকে, ইহা সকল জীবের অমৃত ও অপর গতিস্বরূপ; তাহার মধ্যে অগ্নিসদৃশ জীব গুপ্তভাবে আছেন, তাহা দৃষ্ট হয় না। ১—১৫। সরসা, লোহিতা, মুখ্যা, প্রোতা, রসবতী, বিধূমা, অমৃতা, নন্দিনী বক্র ও বিস্তরা, এই সকল সূক্ষ্ম-নাড়ী দশাগ্নিকে ভেদ করিয়া ভূতের আধারভূত পয়োবৃত সোমকে পর্য্যটন করে। সর্ব্বান্তর-সমীপে সেই সোম, সেই নাড়ী কর্ত্তৃক তর্পিত হইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং জীবমধ্যগত শিখাকে আহ্বান করে। যাহা উত্তম এবং জীবনদাতা, তাহাকেই অমৃত বলিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ যোগিগণ, যখন সেই সোমশিখা-কর্ত্তৃক অন্বিত হন, তখনই জাগ্রৎ অবস্থা এবং ভূতের মধ্যে সুষুম্নাপ্রতিষ্ঠিত সুরানাড়ীযোগ যাহাকে প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই সুপ্ত বলিয়া থাকে। মুনিগণ সুপ্ত ও জাগ্রদবস্থার এই উভয়কে জয় করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং সেই অজাগ্রৎ ধ্যানযোগে চিন্তা করেন। গমনাদি দৈহিক ক্রিয়া জুগুপ্সাদি মনের ক্রিয়ায় জাগরিত না হইলে তাহা দ্বারা অধর বৈরাগ্য অবগত হন। বুদ্ধির নিশ্চয়, মনের সংশয়, অহঙ্কারের অভিমান ত্যাগ করিলে, মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, নতুবা কর্ম্ম নিক্ষেপ করিলে কি প্রকারে যোগসিদ্ধি এবং কি প্রকারে মোক্ষরূপ কুশল হইতে পারে? যিনি কর্ম্মবন্ধ-বিষাদ হইতে শুদ্ধ হন, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। জানিবে, নিখিল বিষয়ই চন্দ্রসম্ভূত

এবং বিষয়ভোক্তা বহ্নি। সামান্য চর্ম্ম—সেই অগ্নিকে বাধ্য করিয়া রাখিতে পারে না। এই প্রকারে জানিয়া সর্ব্বদা যোগানুরক্ত হইয়া চিন্তা ত্যাগ করিবে। সেই ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় "আমিই মহেশ্বর, অতএব ধর্ম্মবাদরহিত লোকের ন্যায় ইচ্ছা, আমাকে কি প্রকারে বাধিত করিবে?" এইরূপ স্থির করিবে। ক্রিয়া দ্বারা যোগাভিজ্ঞ লোক শঙ্কর-ব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় তনু ত্যাগ ও মায়াভেদ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।১৬—২৮। হে ব্যাস! ইহা হইতে সূক্ষ্ম অন্য এক পরম জ্ঞানযোগ তোমাকে কহিব, কারণ তুমি অতিশয় শিবভক্ত। এই পরমোত্তম সূক্ষ্ম জ্ঞান যোগিগণও জ্ঞাত নহেন। বিশুদ্ধ পাশুপত ভিন্ন ইহা কোন ভূতেই বিদ্যমান নাই। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ এবং সত্ত্বাদিগুণ ক্ষয়স্পর্শী; আমাকে ইহারা স্পর্শ করিতে পারে না; ইহারা আত্মার বহির্ব্বিকার মাত্র। তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন; অথচ কোন স্থানেই তাঁহাকে দেখা যায় না। সেই ভগবান্ পরমাত্মাকে প্রায় কোন রূপে দেখা যায় না। সেই পরমেশ্বর সকল ভাব ও গুণের অগম্য; যে যোগিগণ তাঁহাকে দেখিতে পান, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন। হে ব্যাস! নেত্র-তারকার অন্তরে তেজঃস্বরূপ আত্মচ্ছায়া দৃষ্টিগোচর হয়। সর্ব্বশরীরীর মূল সূক্ষ্ম জীব, ইহার মধ্যগত নহে; তাহা সহস্রকর্ণিক পদ্মে অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত নাড়ী সকলও তথায় জীব-সঙ্গে অবস্থিত। গান্ধারী ও নিদ্রয়া—ইহারা প্রাণধারিণী নাড়ী। পাপিনা ও তালগন্ধা এই দুই নাড়ী, নাভিতে সংস্থিত।২৯—৩৬। যোগাদি উত্থাতে দশ নাড়ী নাগ বায়ু কর্ত্তৃক রক্ষিত। হব্যবাহন, প্রাণের সহিত যুক্ত হইয়া অন্তর্ব্বাহ্য তৃপ্ত করেন। সুষুম্না নামক অন্য নাড়ী সোম ও বহ্নিতে অবস্থিত আছে। সেই কারণ-দেহ ও কুমার-দেহ এই উভয় দেহেই অতিলম্বিতা নাম্নী নাড়ী অবস্থিত এবং জীর্ণ দেহ ও কুমার-দেহ উভয়েতে অনলংস্থিতা নামে নাড়ী অবস্থিত। বাতবাসম্না নামে নাড়ী অতি বিশুদ্ধ এবং নিত্যবাত-প্রসারিণী। সমান ধ্যানসংযুক্তা নামে যে নাড়ী, তাহা সর্ব্বদা রক্তপূর্ণ থাকে· দেহমধ্যে বায়ু ও পরম-বায়ু অবস্থিত। ঐ পরম-বায়ু কূর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ঐ উভয় বায়ু নাভিদেশগত সমস্ত নাড়ীতে অবস্থিত। অধর এবং অবধর নামক দুইটী নাড়ীতে সূক্ষ্ম বায়ু অবস্থান করে। ঐ নাড়ীর ঊর্দ্ধদেশে ও অধোদেশে পাদসম্বন্ধ একটী বায়ু এবং মস্তকোপরি কূর্ম্ম নামে আর একটী বায়ু অবস্থান করে। দেবদত্ত নামক বায়ু আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া দেয়। প্রাণদেব এবং মহাবল নামে দুইটী বায়ু বহ্নি ও সোমে নিবদ্ধ। তাহার মধ্যে একটী অগ্নিবৃদ্ধি করে, অপরটী সোম-বৃদ্ধি করে। দেবদত্ত, মহানাগ, কৃক, কূর্ম্ম, ধনঞ্জয় এই কয়টী প্রাণবায়ু; ইহারা আমাতে অবস্থান করত চক্রযোগের সাধন বলিয়া বিখ্যাত। ঐ পঞ্চ প্রকার বহ্নিতেই শাস্ত্রবিহিত হুতশেষ ও সোম অবস্থান করেন। সোম যজ্ঞ বিধান করেন কিন্তু তিনি মুক্তির কারণ নহেন। স্মৃতা নামে যে নাড়ী, তাহাতে প্রদীপ্ত অগ্নির বাস; এবং যে স্থানে ঐ নাড়ীর অবস্থান, ঐ স্থানে অগ্নি নির্গত হইয়া থাকে। তাহার নির্গম সময়ে কর্ণিকামধ্যে পর্ব্ব দ্বারা ঐ অগ্নির তৃপ্তি হইয়া থাকে। নেত্রমধ্যে যে জগৎপ্রকাশক তারাস্বরূপ জ্যোতি দৃষ্ট হয়, ঐ জ্যোতি সমস্ত ভূতের জীবস্বরূপ এবং আত্মাতে অবস্থিত। চক্ষুর্জ্যোতি হইতে যে সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া থাকে। ঐ পরমতত্ত্ব অমৃত বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহা জ্ঞান দ্বারা লাভ হয়, এইরূপ কহিয়া থাকেন। ঐ পরমতত্ত্ব হইতে আর কোন বস্তুই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনিই যোগ এবং বিজ্ঞানদা গতি। লোক সকল এইরূপ বিবেচনা করিয়া গুণত্রয়ের বিকারজনিত মোহকে পরিত্যাগ করিবে। কোন যোগবিশারদ ব্যক্তি ঐ আত্মা হইতে অভিন্ন পরমতত্ত্বকে ভগবান ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া থাকেন। নিরঞ্জন নির্ব্বিকল্প ঈশ্বর হইতে ঐ পরমতত্ত্বকে কখনই ভিন্ন জ্ঞান করিবে না। হে ব্যাস! আমি তোমার নিকট মহেশ্বরের যাথার্থ্য বর্ণন করিলাম; তিনিই পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহার নাম ও রূপ নাই।৩৭—৫৩।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—হে ভগবন্! হে সর্ব্বযোগেশ! হে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত! আপনি অজ্ঞান-নিবর্ত্তক পরম জ্ঞান উপদেশ করিলেন। সেই পরম পুরুষ মহাদেবের প্রতি আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই শঙ্কর হইতেই সংসারহেতু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইহারা উৎপন্ন হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত সংহিতা, সমস্ত যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ঈশানকে অবগত হইলে, সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সেই পূর্ণব্রহ্মকে অবগত হইলে, সমস্তই সুপ্রকাশিত হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! ইহা শ্রবণ করিয়া, 'আপনি অতিশয় হিত উপদেশ করিলেন' এইরূপ বোধ করিলাম। হে তাত! আমি আপনার প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম এবং আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল। আমি এক্ষণে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া শান্তি লাভ করিলাম। আর আমার কিছুমাত্র জিজ্ঞাস্য নাই। তবে এইটী মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। এইরূপ বিজ্ঞান-সম্পন্ন যোগযুক্ত মুনিগণ বিনা ক্লেশে যোগবল আশ্রয় করত মনন-সাধন তনুকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে সেই পরমব্রহ্ম নিষ্কল পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যোগস্বরূপ ঈশ্বরচিন্তা-লভ্য সেই উপায়

মাকে বলুন, তদ্ভিন্ন আমার আর জিজ্ঞাস্য নাই। ত্মা সশিষ্য ব্যাস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সনৎ- ার কহিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ব্যাস! যাহা দ্বারা শিবের দ্ধান্ত নিশ্চয় হয়, যে জ্ঞান ঈশ্বর-চিন্তার কারণ এবং গিগণ যে জ্ঞান দ্বারা পরম-জ্ঞান লাভ করত ইচ্ছানুসারে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সেই পরম-জ্ঞান কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমাকে গুরুরূপে জ্ঞান করত মদ্ভক্ত- ব্যার অভ্যাসপূর্ব্বক, যেরূপ বিঘ্ন সকল কার্য্যের প্রতি- ক বলিয়া ত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ স্বীয়দেহ তত্ত্ব- নের প্রতিবন্ধক বিবেচনা করত তাহাকে ত্যাগ করিয়া ংশতত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞানকে লাভ করিবে। দেহিগণের যে সকল নাড়ী বায়ু-সংরুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, সেই ভূত নাড়ীসমূহের কার্ণিকাই সেতু এবং কার্ণিকার ন্য তাহাদিগের আশ্রয়। ঐ নাড়ী সেই সেতুকে শ্রয় করিয়া বাহ্য পাদে অবস্থান করে। অন্য যে সকল ড়ী, তাহারা একটী করকে অবলম্বন করিয়া থাকে। —১৩। সহস্রসংখ্যক নাড়ী দৃষ্টান্ত-রহিত পরমাত্মাতে স্থিত; তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতররূপে এক একটী ন্ন ভিন্ন। কর্ণিকামধ্য হইতে উৎপন্ন প্রাণবায়ু ঐ সমস্ত ড়ীতে সঞ্চরণ করে। হে দ্বিজ! পূর্ব্বোক্ত অতি সূক্ষ্ম ত্মা ঐ কর্ণিকাতে অবস্থিত। যোগিগণ বিদ্যা দ্বারা ঐ সকল নাড়ীকে দর্শন করত পরমাত্মাকে অবলোকন রেন। ঐ তেজঃস্বরূপ পরমাত্মা, সর্ব্বদেহীর সকল ড়ীতে বিভক্ত। ঐ সকল নাড়ী, মনের সহিত যুক্ত ইয়া, মনকে চঞ্চল করে। ঐ তেজ, চক্ষু দ্বারা আহৃত ইয়া সকল নাড়ীকে আশ্রয় করে। মনকে একাগ্র করিয়া ত্মাতে নিযুক্ত করিবে। ধনঞ্জয় নামে যে বায়ু, সেই য়ু হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহার র, নাভি, হৃদয় এই তিনটী—স্থান। আমি তোমার কট যে সকল বায়ু কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই সমস্ত য়ু ধনঞ্জয় নামক বায়ুর বশতাপন্ন এবং তাহা হইতে ৎপন্ন। এজন্য অন্য স্থানে গমন করিতে অক্ষম; তাহাতেই অবস্থিত। বায়ুর প্রথম স্থান—নাভিবন্ধন- ড়ীচক্র; দ্বিতীয় স্থান—কর্ণিকা; তৃতীয় স্থান— তালু। একার স্বরূপ শূল হইতে ত্রিবিধ উৎক্রান্তি। হৃদয়ে শূল, নাভিতে শূল এবং তালুতে পরশু নাড়ী, মস্তক এবং হৃদয়ে আবদ্ধ বায়ু, পদ্মনাড়ীতে নিয়োজিত হইয়া পরিশেষে সমস্তই যদি সূর্য্যে নিয়োজিত হয়, তবে প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে। অতএব ঐ তিনটীকে আক্ষেপ পূর্ব্বক কর্ণিকানাড়ীতে নিয়োজন করিবে এবং আত্মাতে চিত্তকে সংযোজিত করিয়া আমার অগ্রে বিক্ষেপ করিবে। হে প্রেন্দ্র! মুনিগণ এই যোগের অভ্যাসেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন। যোগী জীব সকল ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা যেরূপে আবদ্ধ না হয়, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। বাহ্য ও শরীরজ এই দুই প্রকার মৃত্যু। এই দুই প্রকার মৃত্যুর মধ্যে বিষ, শস্ত্র প্রভৃতির বেগ, ব্যাঘ্র, অগ্নি, জল এই সকল দ্বারা যে মৃত্যু, তাহাকে বাহ্য-মৃত্যু বলে। এক্ষণে আমার নিকট শরীরজ মৃত্যু শ্রবণ কর। ১৪—২৭। শরীরজ মৃত্যু দুই প্রকার, রোগজ এবং কালজ। প্রাচীনাবস্থায় জরাযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু কালজ; ব্যাধি দ্বারা যে মৃত্যু, তাহা রোগজ। যোগিগণের যোগ দ্বারা যোগসাধনজন্য যে মৃত্যু, তাহা অতি দুর্লভ। হে ব্যাস! যোগোপায় দ্বারা যে মৃত্যু এবং কালকৃত যে মৃত্যু, তাহার ভেদ ও তাহাতে কোন্ ব্যক্তির অধিকার, তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। কালজ মৃত্যু কালক্ষয়ে হইয়া থাকে; দ্বিতীয় ইচ্ছানুযায়ী। শ্রোত্রসন্ধিজ শব্দ, যোগাভ্যাসরত ব্যক্তির শ্রবণ-গোচর হয়। ঐ শব্দ প্রথমে কূর্ম্ম নামক বায়ুতে নীত হইলে বহ্নি প্রভাকে ত্যাগ করেন। পরে ঐ বহ্নি নিষ্প্রভ হইয়া, শব্দসম্বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং শব্দ ও স্পর্শ গুণাতীত হইলে রূপকে ত্যাগ করেন। অগ্নি এইরূপে প্রবেশ করিলে, সমস্ত জীব একান্ত যোগ ইচ্ছা করত মর্ম্ম সকলকে বিনষ্ট করেন। কির্ম্মির, দেবদত্ত, কৃকর, নাগ এবং উদান ইহারা মিলিত হইয়া কর্ণিকাতে প্রবেশ করে। মন, জীবাত্মায় নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থিত থাকে। ইন্দ্রিয় সকল মনকে আশ্রয় করে এবং মন প্রাণ সম্মিলিত হয়। ঐ সমস্ত লীন হইলে প্রাণ বায়ু নিপীড়িত হয়। পীড়িত প্রাণ-বায়ু এক শত বায়ু রূপে পরিণত হয়। ২৮—৩৬। তৎপরে কর্ম্মাত্মক বায়ুস্থান পরস্পর মুক্ত হয়। পরে কূর্ম্মাদি বায়ু সকল একত্রিত হইয়া, ধনঞ্জয় বায়ুকে পরিপূর্ণ করে। ঐ অবশিষ্ট ধনঞ্জয়-বায়ু জীবকে পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিত হয়। এইরূপ সমস্ত ভূতেরই গুণে অবস্থিতি এককাল-কৃত। মাহেশ্বর পদ অতি সূক্ষ্ম, যোগ ব্যতিরিকে কখনই তাহা প্রপন্ন হয় না। হে ব্যাস! মননশীল ব্যক্তি উপবিষ্ট হউক, প্রসুপ্ত হউক, অথবা গমন করুক, ছুরিকা ধারণ, পরশু ধারণ বা শূল ধারণ করুক পরব্রহ্ম মহেশ্বরকে জানিলে ইচ্ছানুসারে মুক্তিলাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। তৎপরে ক্রিয়ার সহিত সমস্ত বিকার লয় প্রাপ্ত হয় এবং সকলের যাথার্থ্যস্বরূপ ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মরূপী মহেশ্বরকে দর্শন করে। মনই প্রাণীর রোগ দান করে। রোগযুক্ত হইলে বিপদ্ প্রাপ্ত হয়। বিপন্ন ব্যক্তি মোহ প্রা হইয়া জ্ঞানরূপ বস্তুকে লাভ করিতে অক্ষম হয়। হে বিপ্র! লোকে যেরূপ বৈধ কর্ম্ম দ্বারা পবিত্র হইয়া ভূত হইতে স্বর্গ লাভ করে, সেইরূপ এই সকল কর্ম্ম দ্বার দুঃখ পরিত্যাগ করত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করে। যে দ্বিজ সদ্যোজাতাদি পঞ্চ ব্রহ্মকে না জানিয়া দর্শন মাত্রে তাঁহাদিগের কর্ম্মে নিষ্ঠবান্, জন্ম দ্বারা পরি

অন্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত এবং শঙ্করের প্রতি একমনা হইয়া যোগাভ্যাসে রত; তিনিও এই জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এইটীই নির্গুণ মুক্তি-কারণ, মাহেশ্বর যোগ। যে জীব শঙ্কর-ব্রত অনুষ্ঠান না করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সে মুক্তিলাভে অক্ষম। যে ব্যক্তি সমস্ত জানিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে ইহলোকে পাশুপত ব্রত অবলম্বন করিতে হয় না। মহাদেবে ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইলেই সকল জ্ঞান লাভ করা যায়। যে সকল যোগী তাঁহাকে চিন্তা না করে, তাহারা পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না; মহাদেবের দয়া ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হয় না। শিবযোগীদিগের এই সমস্তই মোক্ষের উপায়, ইহা অবলম্বন করিলে সমস্তই মিথ্যা বোধ হয়। ব্রহ্মলোকের পরে মহাদেবের সম্পূর্ণ স্থান, শিবভক্ত ব্যক্তিরাই তথায় যাইতে সমর্থ। সেই স্থানের কথা বলিতেছি। ৩৭—৫৯।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে ব্যাস! সত্যলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ভূতলোক, ভব্যলোক, ভবলোক এই সপ্ত লোকের ঊর্দ্ধে শিবলোকসমূহ প্রতিষ্ঠিত; যে স্থানে তর্ক দ্বারা অনির্দ্দেশ্য শিব সর্ব্বদা বাস করেন; সেই সব লোক আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধ, মধ্য এবং অধোদেশে লোক সকল অবস্থিত। সেই শিবলোকেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত; প্রলয়কালেও তাহা নষ্ট হয় না। তন্মাত্রই অবিনাশী স্থান, সেই স্থানেই দেবতারা অবস্থিতি করেন। যে স্থানে আমি, সনকাদি যোগিগণ, পিতামহ ব্রহ্মা, বালখিল্যাদি ঋষিগণ এবং কপিল প্রভৃতি সিদ্ধগণ, আমরা সকলেই শিবযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে পরিত্যাগ করত নিষ্কাম হইয়া ব্রতাচরণপূর্ব্বক ঈশ্বরকে সেবা করিতেছি। এই শিবরূপী ঈশ্বর—পরমাত্মা, নিত্য; ইনিই মনীষীদিগের মধ্যে পরম বস্তু বলিয়া খ্যাত, তাঁহাতেই পরম ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। তিনি সকল প্রাণীর প্রভু। ক্ষমা, সত্য, ধৃতি, তপঃ, বৈরাগ্য, বিষ্ণুত্ব, বিধাতৃত্ব, তত্ত্বজ্ঞান এবং মহেশতা; এই সমস্তই সেই দেবদেব মহেশ্বরে নিত্যই অবস্থান করিতেছে; এই হেতু তিনি সর্ব্বাতিশায়ী দিব্য পরমাণু পদে অবস্থিত, মন ও অহঙ্কার এই উভয়ের পূর্ব্বকাল স্থায়ী এবং তাঁহা হইতেই অনির্ব্বচনীয় তেজ প্রকাশ পায়। ১—৯। যাহা হইতেই মহত্ব ও নিত্য পদ লাভ করা যায়, সেই মুক্তিপদ লৌকিক; সিদ্ধিমণ্ডলও তাঁহা হইতেই প্রসূত। সেই ক্ষেত্র হইতে বিজের উৎপত্তি; তিনি ঈশ্বর বিভু; বৈষ্ণবী শক্তি তাঁহা হইতেই নির্গত হইয়াছেন। এই শঙ্কররূপী ব্রহ্মের অগ্রে ব্রহ্মলোক, ঐ ব্রহ্মলোকের অগ্রে উত্তম তেজোময় পুর; হে ব্যাস! সেই তেজোময় পুরে মহাত্মা প্রাণিগণের প্রভু ঈশ্বর অবস্থিত এবং ঐ স্থানেই শিবযোগীদিগের গতি হইয়া থাকে। ঐ পুর কোটি যোজন বিস্তৃত। যাহার মধ্যে নির্ম্মল পবিত্র মহামণ্ডল; যাহার রূপ মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও তেজ অগ্নি হইতেও অধিক; যাহা বিস্তৃত সুবর্ণময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, মণি-মুক্তা বিভূষিত সুবর্ণময় দ্বার দ্বারা শোভিত, রম্য এবং সিদ্ধগণসেবিত; যথায় জরা, মৃত্যু, শ্রম, ব্যাধি, শোক, ক্রোধ, মহাভয় প্রভৃতি কিছুমাত্র নাই, যাহা বৃষভাঙ্ক শিবের অতি [illegible]; যাহার স্পর্শমাত্রে সুখ জ্ঞান হয়, সেই অমরাবতী ভূমিও যে স্থানে বিরাজিত; যে পুরের কোন স্থানে নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ পদ্ম, কোন স্থানে বাল-সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন রক্তপদ্ম বিরাজ করিতেছে; যথায় মহাহ্রদস্থ, প্রবালের ন্যায় রূপসম্পন্ন, গন্ধবিশিষ্ট, অতি উৎকৃষ্ট পৃথিবীতলক্ষিপ্ত ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় শোভমান, মহার্ঘমণিতুল্য, পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, কোন স্থানে কৃষ্ণ, কোন স্থানে বা রক্তবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত, কমনীয় পদ্মসমূহ প্রকাশ পাইতেছে এবং অমৃততুল্য উদক-সংযুক্ত নদী সকল প্রবাহিত হইয়া ভগবান্ শঙ্কর যে পুরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে,—তাহারই নাম শিবপুর। এক্ষণে ঐ পুরপ্রবাহিনী নদী সকলের নাম কহিতেছি, শ্রবণ কর। ১০—২৩। যথা,—বরদা, বরেণ্যা, বরেশা, বরবর্ণিনী, বরার্হা, বারিভদ্রা, বরা এবং মহাপগা। ঐ সকল নদীর জল নানাজাতীয় কুসুমে পরিপূর্ণ, বহু বিস্তৃত এবং অমৃততুল্য। দেবগণ, মুনীন্দ্রগণ, অসুরগণ, পশুসমূহ এবং নারদাদি ঋষিগণ মহাদেবের সেই পরমাদ্ভুত পুরকে জানিতে সমর্থ নহেন। হে ব্যাস! যাঁহারা অন্তর্ভাববিৎ, বিশেষ ভক্তিযুক্ত, শিবভিন্ন কিছুই জানেন না, সেই সকল নরই তাহাতে বাস করেন। অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় শিখাসম্পন্ন সেই পুরশ্রেষ্ঠের মধ্যস্থান মেরুশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, ঐ স্থানে দিবারাত্রের বিভাগ নাই; উহাতে বাস করিলে সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; উহা কনকময় ও সাধারণের দর্শনের অযোগ্য; উহার চতুর্দ্দিকে অতিশয় লোভনীয় রক্ত, নীল ও শুক্লবর্ণ স্ফটিক, বাল-সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ প্রবাল এবং ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা পরিশোভিত প্রাসাদ পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়। যে পুর অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, কোন স্থানে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন পতাকা দ্বারা শোভিত এবং যথায় সুখজনক বায়ু বিরাজমান;—সেই দিব্যপুর সমস্ত ঋতুকালীন বিচিত্র পুষ্প, নানা প্রকার ফল এবং কল্পবৃক্ষ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে। যেরূপ কাঞ্চনময় সুমেরু

পর্ব্বত, সমস্ত পর্ব্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহান্, সেইরূপ সমস্ত লোকের উপরিস্থিত ঐ পুর দীপ্তি পাইতেছে। মহাভূত-পরিজন, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতীত, সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর পত্নী ও পরিজনের সহিত সর্ব্বদা সেই পুরে বাস করেন। লক্ষ্মী, মেধা, ধৃতি, শ্রী, কীর্ত্তি, সরস্বতী এবং লোকমাতাগণ উমার সহিত সেই স্থানে ক্রীড়া করেন এবং ঐ সকল দেবতারা যোগাবলম্বন দ্বারা দিব্যরূপ ধারণ করেন। হে মুনে! দেবতারা গণেশের সহিত সেইখানে খেলা করেন। যাহারা প্রমথগণের মধ্যে মহাত্মা, রুদ্র ও বামনরূপধারী, কামরূপী, মহাবেশধারী, পাশুপত-যোগানুষ্ঠায়ী এবং প্রভু, তাঁহারাও সেই স্থানে অবস্থান করেন। সেই স্থানে মহাকালের ঈশ্বর, পট্টিশাস্ত্রধারী, স্বীয় দেবের ধ্যানে নিরত এবং দেবের পার্শ্ববর্ত্তী নন্দীশ্বর ও গণেশ্বর, দিব্যরূপ ধারণ করত বাস করেন। অপূর্ব্বযোগবল-সমন্বিতা, মহাবল-পরাক্রান্তা, অসিহস্তা জয়া ও বিজয়া, দেবীর পার্শ্বদেশে অবস্থান করেন। স্থূল-ককুদ্ যুক্ত, ভীষণনাদী, মহাবলী, মহাদেব-বাহন, মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কামরূপধারী, ঘণ্টা ও শলিন্দধারী বৃষ, পিতার পার্শ্বে বাস করে। ২৪—৪০। হে সুব্রত! ঐ পুরমধ্যে শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ও কুমার প্রভৃতি, লোকানুগ্রহ হেতু পার্শ্বদেশে অবস্থান করেন। জগৎপতির ক্ষুদ্রবথের মধ্যে দশসহস্র সূর্য্য, কাঞ্চনবর্ণ শার্দ্দূলগণ এবং কাঞ্চনবর্ণ সিংহসমূহ বাস করে। হে সুব্রত! প্রাজ্ঞ, নির্ম্মলস্বভাব, মহাযোগবল ও তেজঃসম্পন্ন, অসংখ্যাত, কোটি কোটি রুদ্র সেই স্থানে বাস করেন। সেই স্থানে নির্ম্মল কাঞ্চন ও নানাপ্রকার সুন্দর মণি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, পরমসুন্দর রথ শোভা পাইতেছে। দেবদেব জগৎস্রষ্টা মহেশ মহাদেবের সেই রথ যোগেশ, যোগবহনশীল, সকল লোকে গমনক্ষম ও বহুভক্তিযুক্ত। হে বৎস! এই উপাখ্যান, সমস্ত-অশুভনাশক এবং সত্য। যাহারা যোগাশ্রয়পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে আত্মাকে সমর্পণ করিয়া রুদ্রদেবের চিন্তায় তৎপর, তাঁহারা যেখানে-সেখানে মরিলেও, তাঁহাদিগের তথায় বাস হয়। হে ব্যাস! সকল মহেশ্বর-ভক্তেরাই শঙ্করালয়ে অবস্থান করেন, তদ্ভিন্ন অপর যাহারা মহেশ্বরের ভক্ত, তাঁহাদিগের নাম কহিতেছি, সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। আমি, সনন্দ, সনক, সনাতন, বিধাতা, পিতামহ ব্রহ্মা, কপিল, যোগসিদ্ধ নর, নারায়ণ, পঞ্চশিখ, হয়শিরা নামে মুনি এবং যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিগণ, ইঁহারা শুক-ধর্ম্মাবলম্বী, পরম ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত, গুণাতীত। মহাদেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া ইঁহারা মহাদেবের নিকটে বাস করেন এবং প্রলয়কালে ঈশ্বরে প্রবেশপূর্ব্বক পশ্চাৎ স্থিতিকাল প্রাপ্ত হন। হে বিপ্রেন্দ্র! যাঁহারা মহাদেবের আলয় দর্শন করিয়াছেন এবং মঙ্গলময় মহাকালেশ্বর, গোকর্ণ, অবিমুক্ত নামক স্থানে ওঙ্কার, এইস্থানে বিশ্বেশ্বর, শ্রীপর্ব্বতে বিকর্ণদেব অথবা মহেশ্বর, কারোহণে দেবেশ, মহাকালে শঙ্কর, ভদ্রেশ, মহাদেব, সৌকর্ণ পর্ব্বতে শঙ্কুকর্ণেশ্বর মহাকালেশ্বর এবং অবিমুক্ত নামক স্থানে ওঙ্কার, এই সকলকে দর্শন করিয়াছেন, হে মহামুনে! তাঁহারাও মৃত্যুর পরে যথাকালে গিরিজাপতির পুরে গমন করেন। ৪১—৫৭। হে ব্যাস! আমি তোমার নিকট কহিতেছি,—যাঁহারা শিবযোগাবলম্বী, পাশুপত-ব্রতধারী, শিবের ভক্ত, তাঁহারাও সেই শিবপুরে বাস করেন এবং কৃতার্থ সেই সকল নরোত্তমগণ মৃত্যুর পরে শিবপুরে ভিক্ষাপট্টিশ-হস্তে নন্দীশ্বর এবং কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যোগৈশ্বর্য্য বলান্বিত হইয়া সর্ব্বদা শঙ্করের পার্শ্বে রুদ্ররূপ ধারণ করত অবস্থান করেন। আমি তোমার নিকট এই পরম মাহেশ্বর যোগ কীর্ত্তন করিলাম। তুমি এই সমস্ত যোগ ও পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া সকল ক্লেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম মুক্তি লাভ করিবে এবং এই জ্ঞানের প্রভাবে যোগী হইবে। যোগী ব্যক্তি জগৎ স্থাপন করেন, সেই হেতু যোগীই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। তুমি জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কারণ-বিষয়ে স্মৃতি লাভ করিয়া স্থিতি, লয় ও নিরোধ সম্বন্ধে পুরাণ রচনা করিবে। তুমি যজ্ঞকর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত আমার স্বয়ম্ভূবেদকে স্মরণ করিয়া, বিশেষরূপে বোধের জন্য চারিভাগে বিভক্ত করিবে। এক্ষণে অনিন্দিত সমস্ত কাল বৈবস্বত মন্বন্তর। ইহলোকে ত্বৎকৃত বেদ স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র স্থিতিকর বলিয়া প্রচার হইবে। তুমি তীর্থকৃৎ হইবে। তাহার পর শীঘ্রই পশুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করত শিবজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মতনয় সনৎকুমার মুনি, ব্যাসকে এই কথা বলিলে, ব্যাস মুনীন্দ্রকে সেবা করিয়া ভস্ম দ্বারা সংস্কৃত হইলেন। মহাতপা ব্যাস, ব্রহ্মপুত্র গুরু সনৎকুমারকে অভিবাদন করিয়া মহীতলে প্রবেশ করিলেন। ধীমান্ ব্যাস সনৎকুমারকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সনৎকুমার মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসের নিকট শিবপুরাণ কহিয়াছিলেন। এই শিবপুরাণ সমস্ত আগম-সংযুক্ত, ইহাতে মন্বন্তর ও জগতের সমস্তই বর্ণিত আছে। শিবযোগ কিরূপ, তাহাও ইহাতে আছে। ইহাতে সমস্ত জ্ঞানের উপদেশ পাওয়া যায়। এই পুরাণ অতি গভীর এবং সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব হে দ্বিজগণ! তোমরাও শিবব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সকল যোগ অভ্যাস করিয়া ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হও। এই মুনিসত্তম মহাতেজস্বী ব্যাস এই শিবব্রত ও যোগ অনুষ্ঠান করিয়াই সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য এবং স্মৃতি অবগত হইয়াছিলেন। এই ব্যাস হইতেই ধর্ম্ম ও যোগবিদ্যা নির্গত হইয়াছে। ৫৮—৭৭। নন্দীশ্বর দ্বিজ এই শিবপুরাণকে প্রথম ও সকল পুরাণ হইতে ইহা

শ্রেষ্ঠ, এইরূপ কহিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই পুরাণ সর্ব্বতো-ভাবে অবগত আছে, সে সর্ব্ববিদ্ বলিয়া কথিত হয়। ইহা দ্বারা ত্রিবর্গপ্রাপ্তি হয়, মুক্তিলাভ হয়, আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং যোগলাভ করিতে পারা যায়। মহাদেব যেরূপ সমস্ত জগতের বিদ্যাবিষয়ে আদিকর্ত্তা, সেইরূপ এই শিব-পুরাণ সকল পুরাণ হইতে শ্রেষ্ঠ। যে ব্রাহ্মণ এই পুরাণ অধ্যয়ন করে এবং যাহারা তৎপর হইয়া ইহার সেবা করে সে সকল প্রাণী মৃত্যুকালে কিছুমাত্র ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। ইহা শ্রবণ করিলে মহাদেবের সাযুজ্য লাভ করে। ধারণ ও অনুশীলন দ্বারা যোগসিদ্ধি ও পরম মুক্তিলাভ হয়। ত্রিভুবন-শ্লাঘ্য উমাপতির পবিত্র স্তোত্রানুবাদ এবং ভগবতীর মহাপ্রভাব-কীর্ত্তন লইয়াই এই পরম পুরাণ। ইহা সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বিত। যক্ষ, দেব, সিদ্ধ, দ্বিজ, স্বর্গ-রাজ এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণের সেবিত এই পুরাণ-পদ শ্রবণ করিলে মানব শিবলোকে গমন করে। যাহারা সমস্ত ভাব এবং হৃদয় শম্ভুতে অর্পণ করিয়া তাঁহার সেবা করে, সেই সমস্ত ব্যক্তি, উজ্জ্বল সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় শরীর ধারণ পূর্ব্বক ত্রিনয়ন হইয়া চন্দ্রের ন্যায় প্রভা ধারণ করত মহাদেবের চতুর্দ্দশ-শ্রেষ্ঠ অনুচর হন। তাঁহাদিগের কোন অমঙ্গল থাকে না, সর্ব্বদা আনন্দে কালযাপন করেন এবং সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া নানাগুণে অলঙ্কৃত হন। পরে সেই মুনীন্দ্রগণ ইহলোকে পরম যোগী হইয়া পরম অনন্ত স্বর্গ লাভ করেন। যে সকল ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক এই ত্রিপুরহর মহাদেবকে জানিবে, তাহাদিগের সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং তাহারা মুক্তি লাভ করে। যে নর শুচি হইয়া এই পরম পবিত্র পুরাণ পাঠ করে ও শ্রবণ করে, সে সমস্ত দুর্লভ অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া, পরে উত্তম শিব-পদ প্রাপ্ত হয়। শ্রাদ্ধ সময়ে এই পুরাণ পাঠ করিলে পিতৃ-লোকের তৃপ্তি হয়। এই পুরাণ পাঠে দুঃস্বপ্নাদি দোষ ও অকার্য্য জন্য কলহ এবং পাপ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া এই পুরাণের এক শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করে, শিব তাহার উপর অতিশয় প্রীত হন। ৭৫—৮৫।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

সনৎকুমার-সংহিতা সমাপ্ত।

বায়বীয়-সংহিতা।

পূর্ব্বভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

পার্ব্বতীর স্তনদ্বয়-লিপ্ত কুঙ্কুম দ্বারা যাঁহার বক্ষঃস্থল রঞ্জিত এবং যিনি অখিল সংসারচক্র-ভ্রমণের কারণ, সেই মহাদেবকে নমস্কার। উপমন্যু ভগবানের প্রসাদ হইতে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, বায়ু তাহা বলিয়া, দিবাকর আকাশের মধ্যস্থলে অধিরূঢ় হইলে, নিয়মানুসারে উত্থিত হইলেন। অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ "এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া এবং আপন আপন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সমাপনান্তে, পূর্ব্বের মত প্রত্যাগমন করত ভগবান্‌কে আগমন করিতে দেখিয়া, সকলে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগবান্ অম্বরোদ্ভব বায়ু নিয়ম অর্থাৎ ব্রতবিশেষ সমাপন করিয়া, মুনিসমাজের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলেন। লোকগণের নমস্কৃত সেই বায়ু সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহেশ্বরের সমৃদ্ধ বিভূতি ধ্যান করিয়া, এই কথা বলিলেন,—"আমি সেই অপরাজিত সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবকে ভজনা করি। এই সমুদয় চরাচর জগৎ তাঁহারই বিভূতি।" এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিদিগের পাপ ক্ষয় হইল। তাঁহারা সেই বিভূতির বিষয় বিস্তাররূপে শ্রবণ করিবার মানসে এই সারবান্ বাক্য বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি মহাত্মা উপমন্যুর ইতিবৃত্ত বলিলেন, অর্থাৎ তিনি দুগ্ধের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। একদা অক্লিষ্টকর্ম্মা বসুদেব-পুত্র কৃষ্ণ সেই ধৌম্যাগ্রজ উপমন্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে তাঁহার পরম জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বে শুনিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কৃষ্ণ কিরূপে সেই শ্রেষ্ঠ পাশুপত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ১—১১। বায়ু বলিলেন,—বসুদেব-তনয় সাক্ষাৎ সনাতন পরমেশ্বর কৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছানুসারে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইলেও যেন নিজের (দুঃখবহুল) মনুষ্যভাবের উপর বিরক্ত হইয়া, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ উপমন্যুর নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, উপমন্যুর মস্তকে জটাভার, সর্ব্বাঙ্গ রুদ্রাক্ষমালায় ভূষিত এবং বেদ যেমন সমুদয় শাস্ত্র দ্বারা পরিবৃত, তিনিও সেইরূপ আপনার শিষ্যগণে পরিবৃত। কৃষ্ণ, সেই শান্তস্বভাব শিবধ্যান-রত মহাদ্যুতি উপমন্যুকে দর্শন করিয়া, রোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বহুমান পূর্ব্বক তিনবার সেই মুনিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই মুনির দর্শন মাত্রেই বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণের সমুদয় পাপ নষ্ট হইল; যেহেতু সকল কর্ম্মই মায়াময়। তাহার পর মহর্ষি উপমন্যু কৃষ্ণকে মলশূন্য দেখিয়া যথাক্রমে "অগ্নিঃ—" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার গাত্রে ভস্ম লেপন করিলেন। অনন্তর সেই মুনি দ্বাদশ মাস ব্যাপিয়া অনুষ্ঠেয় সাক্ষাৎ পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান করাইয়া, তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাশুপত জ্ঞান প্রদান করিলেন। সেই দিন হইতে দেবতুল্য পাশুপত-ধর্ম্মাবলম্বী সংশিতব্রত মুনিগণ কৃষ্ণের চারিদিকে ঘেরিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তিমান্ কৃষ্ণ গুরু উপমন্যুর আজ্ঞাক্রমে অম্বার সহিত শঙ্করের উদ্দেশে পুত্র-কামনায় তপস্যা করিলেন। সেই তপস্যা-প্রভাবে এক বৎসরের পর অব্যগ্রচিত্তে অম্বার সহিত সগণ মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়া আপনার পুত্রলাভ করিলেন। যেহেতু ভগবান্ মহাদেব সাম্ব অর্থাৎ অম্বিকার সহিত একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে পুত্রদান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ সেই জাম্ববতী-গর্ভজাত প্রথম পুত্রের নাম রাখিলেন 'সাম্ব'। পুরাণ ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিদ্যা চতুর্দ্দশ প্রকার*। (ঐ চতুর্দ্দশ বিদ্যার সহিত) অনুক্রমে, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব (গান-বিদ্যা) এবং অর্থশাস্ত্র মিলাইলে বিদ্যা অষ্টাদশ প্রকার হয়। ভিন্ন ভিন্ন মার্গের প্রদর্শক এই অষ্টাদশ প্রকার

---

* মূলের "পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দ্দশ" এই শ্লোকা- "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।" এই শ্লোকার্দ্ধের সহিত যোগ করিলে চতুর্দ্দশ বিদ্যা হয়, অঙ্গ শব্দে—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। এতদর্থের পতন—লিপিকরের প্রমাদ।

বিদ্যার আদিকর্ত্তা স্বয়ং শূলপাণি, ইহাই বেদে কথিত আছে। সেই অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি মহাদেব এই জগৎ সৃজন করিতে অভিলাষী হইয়া, প্রথমে সাক্ষাৎ সনাতন ব্রহ্মাকে পুত্ররূপে নির্ম্মাণ করিলেন। ১২—২৫। ঈশ্বর মহাদেব সেই প্রথম পুত্র বিশ্বযোনি ব্রহ্মাকে বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত সেই অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। প্রজাসৃষ্টি-বিস্তারকারী সেই ব্রহ্মাও বিদ্যালাভ করিয়া, সকল শাস্ত্রের মধ্যে প্রথমে পুরাণের স্মরণ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার মুখ হইতে প্রথমে বেদ সকল নির্গত হয়। বেদ-নির্ম্মাণের পর তাঁহার মুখ হইতে অপরাপর শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়। পরে পৃথিবীতে প্রজাগণ সেই বিস্তৃত শাস্ত্র-সমূহ অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হইলে, ঈশ্বরের আদেশানুসারে সেই সকল শাস্ত্রের সংক্ষেপ করিবার নিমিত্ত দ্বাপর যুগের অন্তে বিশ্বাত্মা সর্ব্বজগন্ময় বিষ্ণু ব্যাস নামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি এই বর্ত্তমান দ্বাপরে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নামে, অরণিতে যেমন অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে বেদব্যাস মতিরূপ মন্থন-দণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিয়া বেদরূপ মহাসমুদ্র হইতে প্রকাশময় অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদ মহাভারতরূপ চন্দ্রকে উত্থাপিত করেন। সেই ঋষি আবার বেদসমূহকে সংক্ষেপ করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বেদকে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। ২৬—৩৩। তিনি পুরাণ সকলকেও চারি লক্ষ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কারণ, দেবলোকে অদ্যাপি পুরাণসমূহের শ্লোকসংখ্যা এক শতকোটী। যদি ব্রাহ্মণ অঙ্গের সহিত চারি বেদ এবং উপনিষদে জ্ঞানবান্ হন, কিন্তু পুরাণ না জানেন, তাহা হইলে তিনি বিচক্ষণ হইতে পারেন না। ইতিহাস এবং পুরাণ দ্বারা বেদের পুষ্টিসাধন করিবে। অল্পজ্ঞানী পাছে আমাকে উল্লঙ্ঘন করে, বেদ সর্ব্বদা এইরূপ ভয় করেন। সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (অবান্তর সর্গ বা প্রলয়), বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত পুরাণের এই পাঁচটী লক্ষণ অর্থাৎ এই পাঁচ বিষয় পুরাণে বর্ণিত হয়। পুরাণ সকলের সংখ্যা অষ্টাদশ ; যথা,—ব্রাহ্ম, পাদ্ম (পদ্মপুরাণ), বৈষ্ণব (বিষ্ণুপুরাণ), শিবপুরাণ, ভাগবত, ভবিষ্যপুরাণ, বৃহন্নারদীয়-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহ-পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামন-পুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই পুরাণদিগের অনুক্রমণিকা অতি পবিত্র। এই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে চতুর্থ শিবপুরাণ ; ইহাতে শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মূল গ্রন্থ যাহা দেবলোকে অবস্থিত, তাহার শ্লোক-সংখ্যা একলক্ষ এবং দ্বাদশ প্রকার সংহিতা বা পরিচ্ছেদে তাহা বিভক্ত। ৩৪—৪১। উহা সাক্ষাৎ মহাদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং উহাতে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই শিবোক্ত ধর্ম্ম অনুসারে বর্ণত্রয় হইতে উৎপন্ন শিব-ভক্ত লোকেরা সেই পরমেষ্ঠী শিবের প্রসাদে একজন্মেই বিমুক্তি লাভ করে। অতএব মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির শিবের আশ্রয় লওয়া উচিত। এই শিবকে আশ্রয় করিয়াই দেবতাদিগেরও মুক্তি হয়, অন্য প্রকারে নহে। যে শৈব-পুরাণ বেদতুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার পরিচ্ছেদ সকলের বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিদ্যেশ্বর, রৌদ্র, বৈনায়ক, ঔম, মাতৃক, রুদ্রৈকাদশ, কৈলাস, শতরুদ্র, কোটিরুদ্র, সহস্রকোটী রুদ্র, বায়বীয় এবং ধর্ম্ম ; সেই শিবপুরাণে এই দ্বাদশ সংহিতা বা পরিচ্ছেদ আছে। ইহাদের মধ্যে বিদ্যেশ্বর-সংহিতার শ্লোক-সংখ্যা দশ হাজার। রৌদ্র, বৈনায়ক, ঔম, এবং মাতৃক ইহাদের প্রত্যেকের শ্লোক-সংখ্যা আট হাজার। রুদ্রৈকাদশ নামক সংহিতার শ্লোক-সংখ্যা দশ হাজার এবং কৈলাস নামক সংহিতার শ্লোক-সংখ্যা ছয় হাজার। শতরুদ্র ও কোটিরুদ্র ইহাদের শ্লোক-সংখ্যা দশ হাজার করিয়া। সহস্রকোটীরুদ্রের শ্লোকসংখ্যাও দশ হাজার। বায়ুপ্রোক্ত সংহিতার শ্লোকসংখ্যা চারি হাজার এবং ধর্ম্মসংহিতার শ্লোক-সংখ্যা পাঁচ হাজার। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখাসমূহ একত্র করিলে শিবপুরাণের শ্লোক-সংখ্যা একলক্ষ হয়, তাহার মধ্যে বায়ু-কথিত সংহিতায় চারি হাজার। এক্ষণে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত সেই বায়ু-কথিত সংহিতা-ভাগের উল্লেখ করিতেছি। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদজ্ঞানহীনের নিকট কখনই কথনীয় নয়। শ্রদ্ধাবিহীন এবং পুরাণজ্ঞানহীনের নিকটও এই শাস্ত্র বলিবে না। সমন্ততোভাবে পরীক্ষিত অসূয়াহীন শিব-ভক্ত এবং ধর্ম্মানুসারী শিষ্যকেই এই শিবপুরাণ প্রদান করিবে। যাহার প্রসাদে আমাতে সমুদয় পুরাণ-সংহিতা অধিষ্ঠান করিতেছে, সেই অমিততেজা ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার। ৪২—৫৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—পূর্ব্বে অনেক কাল গত হইলে ও বারংবার শ্বেতবরাহ কল্প সকল অতীত হইলে, এই বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পের উপস্থিতিতে সৃষ্টিকর্ম্মের প্রবৃত্তি হইলে, সংসারের কার্য্য চলিতে লাগিলে এবং প্রজা সকল প্রবৃদ্ধ হইলে "ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব", "ইহাই ব্রহ্মতত্ত্ব" এইরূপ কথোপকথনকারী ষট্কুলীয় মুনিদিগের ঘোরতর বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বের দুর্নিরূপ্যতা হেতু সে বিষয়ে কোন নিশ্চয় হইল না। যেস্থলে ভগবান্ ব্রহ্মা, সুর এবং অসুরগণ কর্ত্তৃক

গত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই মুনিগণ সেই স্থানে সেই অব্যয় লোক-স্রষ্টার নিকট গমন করিলেন। দেব-দানবগণে সঙ্কুল, সিদ্ধ-চারণগণে পরিপূর্ণ, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণে সেবিত, পক্ষিসমূহে কূজিত, মণি ও বিদ্রুমে বিভূষিত, নিকুঞ্জ কন্দর দরী গুহা ও নির্ঝরে সুশোভিত, অতিশয় রম্য এবং শুভদর্শন একটী সুমেরুর শৃঙ্গ আছে। সেই শৃঙ্গে নানাবিধ পশু-সমাকীর্ণ, দশ যোজন বিস্তীর্ণ, দশ যোজন আয়ত ব্রহ্মবন নামে একটী বন আছে। ঐ স্থানে সরোবর সকল দেখিতে রমণীয় এবং সুরস ও নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। বৃক্ষ সকল পুষ্পিত এবং পুষ্প সকল ঝঙ্কারকারী মত্ত মধুকরে আচ্ছন্ন। সেই স্থানে বাহুবলে গর্ব্বিত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসদিগের বিস্তৃত এবং নূতন সূর্য্যের তুল্য দীপ্তিমান্ একটী নগর আছে। ঐ নগর তপ্ত সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত। উহার প্রাকার ও তোরণ অতিশয় উচ্চ এবং উহা শত শত হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বলভী ও প্রশস্ত রাজ-বর্ত্মে শোভিত। ঐ নগর মহামূল্য মণি-নির্ম্মিত বিচিত্র অনেক সংখ্যক বৃহদ্ভবনের শিখর-ভাগ দ্বারা যেন অম্বরতল লিহন করত শোভমান। সেই স্থানে সাধ্যগণের সহিত প্রজাপতি ব্রহ্মা নিবাস করেন। ঋষিগণ সেই স্থানে গমন করিয়া দেবর্ষিগণ-সেবিত সাক্ষাৎ লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিলেন। সেই ব্রহ্মার প্রভা বিশুদ্ধ সুবর্ণ সদৃশ এবং তিনি সকল প্রকার আভরণে ভূষিত। ১—১৩। তাঁহার মুখ প্রসন্ন, তিনি দেখিতে মনোহর, তাঁহার চক্ষু পদ্মপত্রের মত আয়ত, কান্তি স্বর্গীয় এবং শরীর স্বর্গীয় গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত। তাঁহার পরিধান দিব্য শুক্ল বস্ত্র, গলায় দিব্য মালা বিভূষিত এবং পাদ-পদ্ম সুরাসুরেন্দ্র ও যোগীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক বন্দিত। দিবাকর যেমন আপনার প্রভায় শোভিত হন, তিনিও সেইরূপ সর্ব-লক্ষণযুক্ত-সর্ব্বাঙ্গী চামরহস্তা সরস্বতী দ্বারা শোভিত ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই মুনিসমূহের মুখ ও চক্ষু হর্ষে প্রফুল্ল হইল। তাঁহারা মস্তকে অঞ্জলি করিয়া সেই সুর-শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার স্তব করিতে লাগিলেন;—আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু পুরাণ পুরুষ পরমাত্মা ব্রহ্ম; আপনাকে নমস্কার করি। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি আপনার দেহ, আপনি ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির ক্ষোভ সম্পাদন করেন অর্থাৎ উহাকে সাম্যাবস্থা হইতে চালিত করেন, আপনি মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের স্বরূপ হইয়া নানাবিধ কার্য্যরূপে অবস্থান করেন, অথচ অবিকারী; আপনাকে নমস্কার করি। আপনা হইতে ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে, অথচ আপনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থান করেন; আপনি সংসিদ্ধ কার্য্য স্বরূপ এবং কার্য্যের সংসিদ্ধির কারণও আপনি; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সর্ব্ব লোক স্বরূপ, সর্ব্ব লোকের বিধাতাও আপনি এবং আপনি সকল প্রকার আত্মা ও দেহের সংযোগবিয়োগের হেতু; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সমুদয় জগৎ সৃজন করিয়াছেন, আপনিই আবার উহার সংহার ও পালন করেন, তথাপি হে পিতামহ! আপনার মায়ার এরূপ মোহিনী শক্তি যে, আমরা আপনাকে জানিতে অক্ষম। ১৪—২২। সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা মহাভাগ মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া, গম্ভীর বাক্যে যেন তাঁহাদিগকে আনন্দিত করত বলিলেন,—হে মহাভাগ, মহাসত্ত্ব এবং মহৌজস ঋষিগণ! কি নিমিত্ত তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া এই স্থানে সমাগত হইয়াছ? ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, সেই ব্রহ্মবিদ্দিগের প্রধান ঋষিগণ সকলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিনয়গর্ভ বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে ভগবন্! আমরা ঘোর অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত; আমরা পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তথাপি পরমতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারি নাই। আপনি সমুদয় জগতের বিধাতা এবং সকল প্রকার কারণের কারণ। হে নাথ! এই সংসারে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। কোন্ পুরুষ সকল প্রকার প্রাণী হইতে প্রাচীন, বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ, নিত্য, পরমেশ্বর এবং পর পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত? কোন্ বিচিত্রকারী এই জগৎকে প্রথমে সৃজন করিয়াছেন এবং অন্তকালে কাহাতেই বা সমুদয় জগৎ প্রলীন হয়? এই ভূতগণ কাহার বশ্য এবং কেই বা সকল ভূতের যোজনাকারী? সেই ঈশ্বর পুরুষকে আমরা কিরূপেই বা দর্শন করিতে সমর্থ হইতে পারি? ঋষিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বিস্ময়ে ব্রহ্মার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি সেই দেব, দানব এবং মুনিগণের সভায় দণ্ডায়মান হইয়া কিছু কাল ধ্যান করিয়া "রুদ্র রুদ্র" "এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাহার পর আনন্দজ ঘর্ম্মে তাঁহার সর্ব্ব শরীর আপ্লুত হইল, তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন,—যাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ যিনি বাক্য ও মনের অগোচর; নিরন্তর যাঁহার চিন্তন জন্য নিরতিশয়-সুখ উপভোগকারী কিছুতেই ভীত হন না, যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র আদি সমুদয় জগৎও সকল প্রকার ভূতও ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রথমে প্রসূত হইয়াছেন; যিনি সমুদয় কারণের বিধাতা এবং পরম কারণের ধ্যানকারী; যিনি অন্য কোন বস্তু হইতে কোন সময়ে প্রসূত হন নাই; যিনি সকল প্রকার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং স্বয়ং সর্ব্বেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ; সকল মুমুক্ষুগণ যাঁহার ধ্যান করেন; যিনি শম্ভু অর্থাৎ মঙ্গলের আলয় এবং আকাশের মধ্যগত; যিনি অগ্রে আমাকে পুত্ররূপে সৃজন করিয়া আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন; যাঁহার অনুগ্রহে আমি এই

প্রাজাপত্য পদ লাভ করিয়াছি, যিনি ঈশ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী, অদ্বিতীয় এবং বৃক্ষের মত অচলভাবে আকাশে অবস্থান করেন, যে মহাত্মা পুরুষ কর্ত্তৃক এই নিখিল জগৎ পরিপূর্ণ, যিনি একাকী বহু সংখ্যক ক্রিয়াশূন্য প্রাণীর শুভক্রিয়ার সম্পাদক এবং যিনি একাকী হইয়া বহুবিধ বীজের স্রষ্টা, তিনিই পরমেশ্বর। ১৫—৩৯। অপ্রতিহত শক্তিশালী যিনি সমুদয় জীবের সহিত অখিল ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য করিতেছেন যিনি একাকী ভগবান অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, যাহার দ্বিতীয় নাই; যিনি সর্ব্বদা প্রাণীর হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়াও অলক্ষিত যিনি নিজে অপ্রকাশিত হইয়াও সমুদয় জগৎকে প্রকাশিত করত অধিষ্ঠান করিতেছেন, যিনি ভগবান অনন্তশক্তি এবং একাকী হইয়াও সমুদয় কালাগ্নি কারণে অবস্থান করেন,—যখন কেবল ঘোর তমোরাশি পৃথিবী আবরণ করিয়াছিল—দিবা, রাত্রি, সৎ বা অসৎ কিছুই বিদ্যমান ছিল না, কেবল সেই মঙ্গলময় একমাত্র পরমেশ্বরই বর্ত্তমান ছিলেন,—তাঁহা হইতেই সমুদয় প্রকাশিত হইয়াছে। যে পুরুষের শক্তি মহীয়সী, সর্ব্বোৎকৃষ্টা, নির্গুণা অথচ গুণময়ী, নিষ্কলা ও [illegible]পা, কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে কেহ তাঁহার সমানও নহে, তাঁহা হইতে অধিকও কেহ নাই। তাঁহার [illegible] স্বভাবতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহার জ্ঞান ও [illegible]ও নিত্য। যে এই সকল ক্ষর অর্থাৎ নশ্বর ভূতোপাদান অব্যক্ত এবং যে সেই অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী কূটস্থ পুরুষ, এতদ্ উভয়ই অমরস্বরূপ এবং এক পরমেশ্বরেরই বিভব। সেই শিবের অভিধ্যান, যোজন এবং তত্ত্বভাবনা প্রভাবে মায়াশক্তিযুক্ত হয় এই জীবের অন্তে আবার সেই বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়। যাঁহার নিকট বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতে পারে না, যাহার নিকট চন্দ্র বা সূর্য্যের দীপ্তি নাই, যাঁহার শরীরের কিরণে এই সচরাচর জগৎ প্রকাশিত হয়, ইহাই নিত্য বেদ বাক্য—সেই এক মহেশ্বর অর্থাৎ শিবকেই মহান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠদেব বলিয়া জানা উচিত। তাঁহার পদ অপেক্ষা অপর কোন শ্রেষ্ঠপদের কথা শুনা যায় না। তিনিই আদি সকলের প্রথমে অবস্থিত, কিন্তু তাঁহার আদি বা অন্ত কিছুই নাই। তিনি স্বাভাবিক নির্ম্মল, স্বতন্ত্র, পরিপূর্ণ এই চরাচর বিশ্ব তাঁহারই ইচ্ছার অধীন। ৪০—৭১। তাঁহার শরীর অপ্রাকৃত অর্থাৎ কোন প্রকৃতিজাত বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত নহে। তিনি লক্ষ্য এবং লক্ষণ শূন্য, তিনি স্বয়ং অমুক্ত অথচ পরের মোচন-কর্ত্তা; তাঁহার নিজের কোন কালের সহিত সম্বন্ধ নাই অথচ তিনি কালের প্রেরক। তাঁহার বাস সকলের উপর অথচ তাঁহাতেই সকল বস্তুর বাস এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি বক্ষ্যমাণ ছয় প্রকার অধ্বযুক্ত জগতের স্বামী। তিনি ক্রমশঃ উৎকর্ষ-প্রাপ্ত ভূতদিগের উত্তর অর্থাৎ শেষ ভূমিতে অবস্থিত, তাঁহা অপেক্ষা আর কিছুই উৎকৃষ্ট নাই। তিনি অনন্ত মহিমার আধার এবং তাঁহার বৈভব অপরিচ্ছিন্ন। তিনি অশেষ অর্থাৎ নিখিল শব্দাদি-ভোগ্য বস্তুতে শুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের প্রবর্ত্তক এবং তিনি চিরযৌবনশালী ও আত্মশক্তিরূপ অমৃতাস্বাদের রসিক। তিনি অনন্তানন্দ-ক্ষরণরূপ পুষ্পরসে ভ্রমরের ন্যায় আচরণশীল এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে একটী পিণ্ডাকারে পরিণত করিতে পণ্ডিত। তিনি ঔদার্য্য, বীর্য্য গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্যের সমুদ্র, তাঁহার সদৃশ বা অধিক কোন বস্তু নাই। সর্ব্বভূতের মধ্যে কিছুতেই তাঁহার তুলনা নাই এবং তিনি রাজাদিগের রাজা। সেই চিত্রকর্ম্মাই প্রথমে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন; এই জগৎ অন্তকালে পুনর্ব্বার তাঁহাতেই প্রলীন হইবে। সমস্ত ভূতগণ তাঁহার বশ্য এবং তিনি সকলের নিয়োজক। অতিশয় ভক্তি-সহকারেই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন উপায়ে নহে। ব্রত, সকল প্রকার দান, তপস্যা এবং নিয়ম এই সকল সেই পরমেশ্বরে ভক্তির রক্ষার্থই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিষ্ণু, আমি, রুদ্র এবং অন্যান্য সুর ও অসুরগণ অদ্যাপি তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত অতিশয় উগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। তিনি দুর্জ্জন, মূঢ়, পতিত এবং নিন্দনীয় চরিত্র জনগণ কর্ত্তৃক অদৃশ্য হইলেও সর্ব্বদা ভক্তগণের অন্তরে ও বাহিরে সম্ভাষ্য এবং পূজ্য। ৭২—৮২। তাঁহার স্বরূপ তিন প্রকার,—স্থূল, সূক্ষ্ম এবং এতদুভয়ের অতিরিক্ত। আমাদের ন্যায় দেবগণ তাঁহার স্থূল মূর্ত্তিমাত্র দেখিতে সক্ষম এবং যোগিগণ তাঁহার সূক্ষ্মমূর্ত্তির দর্শনকারী। এই উভয়ের অতিরিক্ত মূর্ত্তি নিত্য, জ্ঞান, আনন্দ এবং অব্যয় স্বরূপ। যে সকল ভক্ত তন্নিষ্ঠ, তৎপর এবং তাঁহার ব্রতেরই প্রাতিকর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সেই রূপের দর্শন করিতে পারেন। অধিক আর কি বলিব, সে রূপ গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। শিবে যাহার ভক্তি থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই ভক্তি-প্রভাবে বিমুক্ত হয়। যেরূপ অঙ্কুর হইতে বীজ এবং বীজ হইতে অঙ্কুর, সেইরূপ শিবের প্রসাদেই ভক্তির উৎপত্তি হয় এবং ভক্তি হইতেই শিবের প্রসাদ হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রভাবেই জীবের সর্ব্বত্র সিদ্ধিলাভ হয়। অবসানে সর্ব্বপ্রকার সাধন দ্বারা শিবও বশীভূত হন। ধর্ম্মই ঈশ্বরানুগ্রহের সাধক এবং বেদে সেই ধর্ম্মের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদাভ্যাস-বশেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পাপের সাম্য হয় এবং সেই সাম্য হইতে প্রসাদের সম্পর্ক ও পুণ্যের আতিশয্য হয়। ধর্ম্মের আতিশয্য হইলে জীবের পাপক্ষয়

হয়। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর পাপক্ষয় হইলে জীবের, অম্বার সহিত মিলিত সর্ব্বেশ্বর মহাদেবে জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তি উৎপন্ন হয়। জীব পরমেশ্বরের যেরূপ ভাবনা করে, তদনুরূপ তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হয়। প্রসাদ হইতে কর্ম্মফলে নিবৃত্তি জন্মে এবং কর্ম্মফলে স্পৃহাশূন্য হইলে মনুষ্য শিবধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। শিবধর্ম্ম গ্রহণ দুই প্রকারে হয়;—প্রথম গুরুর সাহায্যে, দ্বিতীয়—গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে। গুরুর সাহায্যে যে ধর্ম্মের পরিগ্রহ হয়, তাহা গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে ধর্ম্মপরিগ্রহ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ৬৩—৭২। শিবধর্ম্ম উৎপন্ন হইলে শিবজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। শিবজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মনুষ্য সংসারের দোষ দর্শন করে। তাহার পর বিষয়-বৈরাগ্য হয়। ঐ বৈরাগ্য হইতে ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরচিন্তা জন্মে। ঈশ্বরচিন্তা উৎপন্ন হইলে জীব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানেই আসক্ত হয়। জ্ঞান হইতে ধ্যানে আসক্ত হইলে ক্রমে যোগ হয় যোগ হইতেই শ্রেষ্ঠ ভক্তি এবং তৎপরে তাঁহার প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ হইতে জীব মুক্ত হয় এবং মুক্ত হইয়া শিবের তুল্য হয়। এই অনুগ্রহ-প্রকারের ক্রম যে এইরূপই হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। যে পুরুষের যেরূপ যোগ্যতা, সে সেইরূপ অনুগ্রহ লাভ করে। কেহ গর্ভাবস্থাতেই মুক্ত হয়, কেহ বা উৎপন্ন হইয়াই মুক্তিলাভ করে। কেহ বা বাল্যাবস্থায় মুক্ত হয়, কেহ বা তরুণ অবস্থায় মুক্ত হয় এবং কেহ বা বৃদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভ করে। কেহ বা তির্য্যক্ যোনিগত হইয়া মুক্তিলাভ করে; কেহ বা নরকে পতিত হইয়া মুক্তি লাভ করে; অপর কোন ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্ম-বলে কোনরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া সেই উচ্চপদের ক্ষয় হইলে মুক্তিলাভ করে; কেহ বা তাদৃশ পদক্ষয়ের পর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করে। কেহ ঊর্দ্ধগত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করতই মুক্তি লাভ করে। অতএব মনুষ্যদিগের মুক্তি এক প্রকার অবস্থাতেই হয় না; জ্ঞান ও ভক্তির অনুরূপ প্রসাদ-বলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব তাঁহার প্রসাদ-লাভের নিমিত্ত বাক্য এবং চিত্তে দোষশূন্য হইয়া সকলে স্ত্রী, পুত্র এবং অগ্নির সহিত একমাত্র শিবের ধ্যান করিবে। শিবনিষ্ঠ, শিবপর, শিবধ্যান-যুক্ত এবং শিবাশ্রিত হইয়া একাগ্র-হৃদয়ে সকল প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। বায়ু দেবতাদিগের এক সহস্র বর্ষ ব্যাপক একটী বহুকালস্থায়ী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; যজ্ঞের অবসানে তিনি মন্ত্রপ্রভাবে এই নৈমিষারণ্যে আগমন করিবেন এবং তোমাদিগকে উপায়ের সহিত হিতের উপদেশ দিবেন। তদনন্তর যেস্থানে পিনাকপাণি মহাদেব দেবীর সহিত বাস করেন, সেই পরম শোভন এবং পবিত্র বারাণসী পুরীতে তোমরা গমন করিবে। সেই স্থানে শ্রীমান মহাদেব ভক্তগণের উপর আপনার অনুগ্রহ বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে বিহার করেন সেই স্থানে বিচিত্র ঘটনা সকল দেখিয়া পুনর্ব্বার আমার নিকট আগমন করিবে। হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠগণ! তাহার পর তোমাদিগের নিকট মুক্তির উপায় কীর্ত্তন করিব, যাহাতে একই জন্মে মুক্তি তোমাদের করতলগত হইবে। "আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এই মনোময় চক্র ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিতেছি; যাইতে যাইতে যেখানে উহার নেমি শীর্ণ হইবে, সেই স্থানই তপঃসাধনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রদেশ" এই কথা বলিয়া পিতামহ ব্রহ্মা সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় চক্র দেখিয়া মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণগণও প্রহৃষ্টান্তঃকরণে জগতের প্রভু ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, কোথায় ঐ চক্রের নেমি শীর্ণ হয়, তাহা দেখিবার জন্য চলিতে লাগিলেন। চারু শিলা, তলে নিক্ষিপ্ত সেই মনোহর চক্র নির্মল ও সুস্বাদু জল বিশিষ্ট কোন এক বনে পতিত হইয়াছিল। ঐ নিমিত্ত মুনিগণের পূজিত সেই বন 'নৈমিষ' নামে প্রসিদ্ধ। উহা অনেক যক্ষ, গন্ধর্ব এবং বিদ্যাধরগণ দ্বারা ব্যাপ্ত। পুরূরবা নামক রাজা অষ্টাদশ সমুদ্রের দ্বীপ সকল উপভোগ করিয়া পরে দৈব দ্বারা প্রেরিত হইয়া উর্ব্বশীর বিলাসের বশীভূত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মপথ হইতে এরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন যে, মুনিগণের সুবর্ণযজ্ঞশালা অপহরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে মুনিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কুশবজ্র নিক্ষেপে তাঁহাকে তথায় নিহত করিয়াছিলেন। যে নৈমিশারণ্যে পূর্ব্বকালে বিশ্বসিসৃক্ষু ব্রহ্মজ্ঞ গার্হপত্য গত প্রজাপতিগণ দিব্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন; যে স্থলে শব্দ, অর্থ এবং ন্যায়ে পণ্ডিত বিদ্বান্ ঋষিগণ আপন আপন শক্তি, প্রজ্ঞা এবং ক্রিয়া-শক্তির অনুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; যে নৈমিশারণ্যে বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বেদবাদবহিষ্কৃত প্রতিবাদীদিগকে বাদ ও জল্প-প্রধান বাক্য দ্বারা নিরস্ত করেন, এই নৈমিশারণ্য—স্ফটিকময় পর্ব্বতের পদজাত শিলা হইতে নিঃসৃত অমৃতকল্প নির্ম্মল সলিলে রমণীয়, অতিশয় রসযুক্ত ফলবান্ বৃক্ষসকল, হিংস্র-জন্তুবিহীন এবং মুনিগণের তপস্যার যোগ্য সেই নৈমিশারণ্য। ৭৩—৯৮।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—সেই স্থানে সংশিতব্রত মহাভাগ মুনিগণ মহাদেবের অর্চ্চনা করত যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই বিশ্বসিসৃক্ষু প্রজাপতি মহর্ষিগণের সেই যজ্ঞ পূর্ব্বকালে সকল লোকের বিস্ময়কর হইয়াছিল। অনন্তর কিছু কাল পরে প্রভূতদক্ষিণ সেই যজ্ঞ

সম্পূর্ণ হইলে ব্রহ্মার নিয়োগে বায়ু স্বয়ং সেই স্থানে আগমন করিলেন। যিনি ব্রহ্মার শিষ্য ও জিতেন্দ্রিয়; যাঁহার সকল বস্তু প্রত্যক্ষগোচর এবং যে দেবের আজ্ঞায় ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সর্ব্বদা অবস্থিত; যিনি সর্ব্বদা প্রাণ প্রভৃতি বৃত্তি দ্বারা অঙ্গ-সমূহকে চালনা করত সকল প্রাণীর শরীর ধারণ করেন; যিনি অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সমন্বিত হইয়া, সূর্য্যাদির কিরণ এবং মেঘ দ্বারা ভুবন সকলকে ধারণ করেন; তত্ত্বচিন্তকগণ যাঁহাকে আকাশোৎপন্ন, শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণযুক্ত এবং তেজের প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন; তাঁহাকে আশ্রমে আগত দেখিয়া এবং পিতামহের বাক্য স্মরণ করিয়া, সেই দীর্ঘসত্রী মুনিগণ অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তখন ঋষিগণ অভ্যুত্থান-পূর্ব্বক সেই আকাশ-সম্ভব বায়ুকে প্রণাম করিয়া, বসিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্বর্ণ নির্ম্মিত আসন প্রদান করিলেন। বায়ু সেই আসনে উপবেশন করিলে মুনিগণ তাঁহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে প্রতিনন্দন করিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হওয়া অবধি তোমাদের সকল বিষয়ে কুশল ত? যজ্ঞ-বিঘাতক সুরবৈরী দৈত্যগণ কোনরূপ বাধা দিতেছে না ত? কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ-কার্য্য বা অনিষ্ট ত ঘটে নাই? তোমরা দেবতাদিগকে স্তোত্র এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সমূহ দ্বারা এবং পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিয়া বিধির অনুষ্ঠান করিতেছ ত? এই মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবার পরই বা কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ১—১৩। সূত কহিলেন,—হিতবাদী বায়ু এইরূপ বলিলে, সেই পবিত্র-স্বভাব মুনিগণ প্রহৃষ্ট-চিত্তে বিনয়পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, আজ আমাদের সকল বিষয়ে কুশল এবং আমাদের তপস্যা সফল হইল। যেহেতু আমাদিগের কল্যাণ বৃদ্ধির নিমিত্ত আপনি এখানে আগত হইয়াছেন। এই পুরাবৃত্তটী শ্রবণ করুন;—পূর্ব্বে আমরা অজ্ঞানে মোহিত হইয়া, পরম-ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানের নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিলাম। সেই শরণাগত-বৎসল ব্রহ্মা, শরণাগত আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া এই কথা বলিলেন যে, ভগবান্ রুদ্রই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং পরম কারণ। যথার্থ তত্ত্বের সন্দেহ না করিয়া ভক্তিমান্ ব্যক্তিই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয়। তাঁহার প্রসাদেই ভক্তি হয় এবং তাঁহার প্রসাদেই নির্ব্বৃতি লাভ হয়। অতএব তাঁহার প্রসাদ-লাভের নিমিত্ত নৈমিষারণ্যে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দীর্ঘসত্র দ্বারা সেই পরম কারণ রুদ্রের উপাসনা কর। সেই রুদ্রের প্রসাদে যজ্ঞের অবসানে বায়ু সেই স্থানে আগমন করিবেন। সেই বায়ুর বাক্যে তোমাদের জ্ঞান লাভ হইবে এবং তাহাতেই কল্যাণ হইবে। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরাও এই স্থানে আপনার আগমন অপেক্ষা করিতেছিলাম। সহস্র দিব্য বর্ষ হইল, আমরা দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং তাহার ফলে এস্থলে আপনার আগমন হইয়াছে, আর আমাদিগের প্রার্থনীয় কি আছে? দীর্ঘসত্রী ঋষিদিগের এই পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিয়া, বায়ু প্রীতমনে মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেই বিশ্বব্যাপী বায়ু মুনিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদের ভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত মহাদেবের সৃজন আদি সমুদয় ঐশ্বর্য্যের কীর্ত্তন করিলেন। ১৪—২৪।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—নৈমিষারণ্যবাসী মহাভাগ ঋষিগণ প্রথমে পবনদেবকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কিরূপে সেই ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কিরূপেই বা আপনি সেই অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার শিষ্যতা লাভ করিয়াছেন? বায়ু বলিলেন,—একোনবিংশ কল্প শ্বেতলোহিত নামে বিখ্যাত; সেই কল্পে ভগবান্ চতুরানন ব্রহ্মা, সৃজনেচ্ছু হইয়া তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার সেই তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, পিতা পরমেশ্বর সেই দেবদেব মহাদেব অতিশয় সুন্দর কৌমার রূপ গ্রহণপূর্ব্বক শ্বেত নামে মুনি হইয়া দিব্য বাক্য উচ্চারণ করত তাঁহাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা সেই বেদের অধিপতি জগৎপতি পিতা মহাদেবকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া গায়ত্রীর সহিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। অনন্তর সেই বিশ্বস্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মা, তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চরাচর নিখিল ভূতের সৃজন করিলেন। পরমেশ্বরের মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, আমিও তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মার মুখ হইতে তাহাই শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছি। মুনিগণ বলিলেন,—যে জ্ঞানে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করিলে, মনুষ্য সুখ প্রাপ্ত হয়, তথা হইতে তথ্যতর শুভপ্রদ এরূপ কি জ্ঞান আপনি লাভ করিয়াছেন? বায়ু বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, উহা জীব, মায়া এবং ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান। সুখার্থী পুরুষের ঐ জ্ঞানেই সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা করা উচিত। অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা-জাত দুঃখ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়। বস্তুর পরিচ্ছেদ-(স্বারূপ্য)-নির্দ্ধারণী বৃত্তির নাম জ্ঞান। বস্তু সকল তিন প্রকার;—অজড় অর্থাৎ সচেতন; জড় অর্থাৎ অচেতন এবং ঐ উভয়ের নিয়ন্তা অর্থাৎ পরিচালক। এই তিন প্রকার বস্তু যথাক্রমে পশু (জীব), পাশ (মায়া) এবং পতি (ঈশ্বর) এই তিন নামে কথিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান

আবার ঐ তিন প্রকার বস্তুকে অক্ষর, ক্ষর এবং ক্ষরাক্ষর-পর বলিয়া অভিহিত করেন। অক্ষর বলিতে জীব; ক্ষর বলিতে মায়া এবং ক্ষরাক্ষর-পর বলিতে ঈশ্বর। মুনিগণ বলিলেন,—হে মারুত! অক্ষর কাহাকে বলে, ক্ষরই বা কাহাকে বলে এবং এই উভয় হইতে পরই বা কাহাকে বলে? ইহা আমাদের নিকট বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন। বায়ু বলিলেন,—প্রকৃতিকে ক্ষর বলিয়া থাকে এবং পুরুষ অক্ষর। এই উভয়কে যিনি চালিত করেন, সেই পরমেশ্বরই পর অর্থাৎ এই উভয় হইতে ভিন্ন। মুনিগণ বলিলেন,—প্রকৃতি কে? পুরুষেরই বা কি প্রকার স্বরূপ? এই প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধই বা কি প্রকার? এবং ইহাদের প্রেরক ঈশ্বরের স্বরূপই বা কিরূপ? বায়ু বলিলেন,—মায়াকে প্রকৃতি বলা হয়, মায়াবৃত ব্রহ্মই পুরুষ; জ্ঞানের আবরক কর্ম্ম দ্বারা এই উভয়ের সম্বন্ধ হয় এবং পরমেশ্বর শিব ইহাদের প্রেরক। মুনিগণ বলিলেন,—সেই মায়ার স্বরূপ কি? মায়াবৃত পুরুষেরই বা স্বরূপ কি? সেই পুরুষের জ্ঞানাবরক কর্ম্ম কিরূপ ও কোথা হইতেই বা উহা উৎপন্ন হয়? শিবের শিবত্ব কি এবং কেনই বা তাঁহাকে শিব বলে? বায়ু বলিলেন,—পরমেশ্বরের শক্তিকে মায়া বলা হয় এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ মায়াতে আবৃত হন। নিজ চিত্তের আচ্ছাদককে জ্ঞানাবরক মল বা তমঃ বলা হয় এবং স্বাভাবিক বিশুদ্ধি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মলশূন্যতার নাম শিবতা। ১—২০। মুনিগণ বলিলেন,—মায়া কি হেতু এবং কি প্রকারে সেই বিশ্বব্যাপক পুরুষকে আবরণ করে? কিজন্যই বা মায়া দ্বারা পুরুষের আবরণ হয় এবং কিরূপেই বা উহার নিবৃত্তি হয়? বায়ু বলিলেন,—ব্যাপীরও আবরণ হইয়া থাকে, যেহেতু কলাদিও ব্যাপী। ভোগার্থ কর্ম্মই আবরণ-হেতু এবং পূর্ব্বোক্ত মলের ক্ষয় হইলে, ঐ আবরণের নিবৃত্তি হয়। মুনিগণ বলিলেন,—কলাদি কাহাকে বলে এবং সেই কর্ম্মই বা কি? উহার আদিই বা কি, অন্তই বা কি? ফলই বা কি এবং আশ্রয়ই বা কি? কাহার নিমিত্ত ভোগ? ভোগ্যই বা কি? সেই ভোগের সাধনই বা কি? মলক্ষয়ের হেতু কি? এবং পুরুষের মলক্ষয় হইলে কীদৃশ স্বরূপ হয়? বায়ু বলিলেন,—কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি এই পাঁচটী কলাদি শব্দে অভিহিত। পুরুষই ভোক্তা। কর্ম্ম দুই প্রকার;—পুণ্য এবং পাপাত্মক। পুণ্যাত্মক কর্ম্মের ফল সুখ এবং পাপাত্মক কর্ম্মের ফল দুঃখ। অনাদি মল অর্থাৎ অবিদ্যার ভোগ অবধি কর্ম্ম স্থায়ী হয় অবিদ্যার ভোগ শেষ হইলে কর্ম্মেরও অন্ত হয় এবং জীব উহার আশ্রয়। কর্ম্মের বিনাশের নিমিত্ত ভোগ অর্থাৎ সুখ বা দুঃখের সাক্ষাৎকার হয়। অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিই ভোগ্য। শরীর বাহ্য এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা ভোগের সাধন। অনুক্ষণ-শিব-তত্ত্বধ্যান-লব্ধ প্রসাদবশেই মলের ক্ষয় হয়। আত্মনিষ্ঠ মলের ক্ষয় হইলে, পুরুষ শিবসাদৃশ্য লাভ করে। মুনিগণ বলিলেন,—কলাদি পঞ্চ তত্ত্ব হইতে কর্ম্ম কেন পৃথক্,—যে কর্ম্মফলের ভোগহেতু আত্মা, পুরুষ বা ভোক্তা বলিয়া অভিহিত হন? সেই অব্যক্তের স্বরূপ কি? উহা কিরূপেই বা ভোগ্যতা প্রাপ্ত হয়? ভোগক্রিয়ায় পুরুষের আশ্রয় কি এবং শরীর বা কাহাকে বলে? বায়ু বলিলেন,—বিদ্যা এবং কলা পুরুষের দর্শন-ক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞানের ব্যঞ্জক এবং বিষয়ানুরাগ উহার প্রবর্ত্তক। কাল সকল বস্তুর পরিচ্ছেদকারী এবং নিয়তি তাহার নিয়ামিকা। কারণরূপ অব্যক্ত ত্রিগুণ-প্রভব এবং উৎপত্তি ও বিনাশশূন্য হইলেও উহাকেই তত্ত্ব-চিন্তকগণ প্রধান ও প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। কলা হইতেই তাহার প্রকাশ হয়, কিন্তু তৎকালে তাহার লক্ষণ অনভিব্যক্ত থাকে এবং সুখ-দুঃখ-বিমোহাত্মক তিন প্রকার গুণবান্ পুরুষই উহার উপভোগ করেন। প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের উৎপত্তি হইয়াছে। তিলের মধ্যে যেমন তৈল থাকে, সেইরূপ এই গুণত্রয়ও সূক্ষ্মরূপে প্রকৃতিতে অবস্থান করে। যাবতীয় সুখ এবং সুখহেতু বস্তু—সত্ত্বগুণের পরিণাম; রজোগুণের পরিণাম—ঠিক তাহার বিপরীত; স্তম্ভ এবং মোহ ইহারা তমোগুণের পরিণাম। সত্ত্বগুণপ্রভাবে ঊর্দ্ধগতি হয়, তমোগুণপ্রভাবে অধোগতি হয় এবং রজোগুণপ্রভাবে মধ্যমা গতি হয়। পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ স্থূল ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই চারিটী এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই সবিকার অব্যক্ত বলিয়া উদাহৃত হয়। উহা যখন কারণ অবস্থায় থাকে, তখন উহাকে অব্যক্ত বলে এবং যখন ঘট-পটাদির ন্যায় শরীরাদি কার্য্য অবস্থায় থাকে, তখন উহাকে ব্যক্ত বলে। যেরূপ ঘটাদি কার্য্য কাদা-মাটী হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্যক্ত শরীরাদি কার্য্যও অব্যক্ত হইতে ভিন্ন নহে; অতএব এক অব্যক্তই নিখিল কারণ এবং ফল আদি করণ; অব্যক্তের আধাররূপ শরীরই পুরুষের ভোগ্য, তদ্ভিন্ন অপর বস্তু পুরুষের ভোগ্য নহে। ২১—৪১। ঋষিগণ বলিলেন,—বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীর হইতে অতিরিক্ত আত্মা নামক বস্তু-বিশেষের স্থিতি-স্বীকারের আবশ্যক কি? বায়ু বলিলেন,—বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীর হইতে অতিরিক্ত, অবিনাশী ও ব্যাপক একটী আত্মা আছে, তদ্বিষয়ে কারণনির্দ্দেশ অতি সহজ নহে। পণ্ডিতেরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় এবং শরীরের আত্মতা কখনই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যদি বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে স্মৃতি হইতে পারে না। যদি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটীর আত্মতা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমাদের যে নানাবিষয়ক

জ্ঞান হইতেছে, তাহা হইত না; এক একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা এক একটী বিষয়েরই জ্ঞান হইত। শরীরের আত্মতা স্বীকার করিলে, আমাদের জ্ঞান সমুদয় শরীরব্যাপী হইত, কিন্তু তাহা হয় না। অতএব অনুভূত বিষয়ের স্মর্ত্তা এবং অশেষ জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞাতা, বুদ্ধি আদির অতিরিক্ত আত্মা অবশ্যস্বীকার্য্য। যিনি বেদ ও বেদান্তে অন্তর্যামী বলিয়া গীত হইয়াছেন; সকল বস্তু তাঁহাতে এবং তিনি সকল বস্তুকে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। আত্মা নিত্য, কিন্তু কেহ কখন তাঁহাকে ব্যক্তরূপে দেখে নাই; তিনি চক্ষুঃ বা অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হন না। সেই মহান্ আত্মা কেবল যোগাভ্যাস-বিশোধিত মন দ্বারাই গৃহীত হন। আত্মা স্ত্রী নয়, পুরুষ নয় এবং নপুংসকও নয়। আত্মা ঊর্দ্ধ নয়, তির্য্যক্ নয়, অধঃও নয়; কোন দিক্‌ই নয়। তাঁহার নিজের শরীর নাই, কিন্তু তিনি নশ্বর দেহসমূহে অবস্থান করেন, তিনি স্থাণুস্বরূপ ও অব্যয়। সুধীর মনুষ্য শ্রবণ-মননাদির অভ্যাসবলে তাঁহাকে সর্ব্বদা দর্শন করে। অধিক আর কি বলিব, পুরুষ (আত্মা) দেহ হইতে পৃথক্। যাহারা তাঁহাকে দেহের সহিত অভেদ বলিয়া জানে, তাহারা অসম্যক্‌দর্শী। যেহেতু পুরুষের শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তখন শরীর যে পুরুষ হইতে ভিন্ন, তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এই শরীর অশুদ্ধ, ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত, দুঃখময় ও অনিত্য, সুতরাং তত্ত্বদর্শীর চক্ষে উহা কিছুই নয়। বিপদ্‌সমূহের বীজভূত এই শরীরের সহিত পুরুষ সংযুক্ত হইয়া, আত্মকর্ম্মবশে কখন সুখী, কখন বা দুঃখী, কখন বা মূঢ় হইয়া থাকেন। ক্ষেত্র জল দ্বারা আপ্লাবিত হইয়া যেমন অঙ্কুর উৎপাদন করে, সেইরূপ কর্ম্ম, অজ্ঞান-প্লাবিত হইয়া দেহ উৎপাদন করে। ঐ দেহ অতিশয় অশুচিশীল, অসুখের আবাস এবং রুগ্ন। ঐ পুরুষের মরণশীল অতীত এবং অনাগত সহস্র সহস্র দেহ আছে। শরীর সকল বারংবার যাতায়াত করে এবং শীর্ণ হয়; কিন্তু শরীরী অর্থাৎ আত্মা এক ভাবেই অবস্থান করেন। কোন স্থানে বা কোন কালে, কোনরূপ শরীরের সহিত উঁহার চিরকাল সংসর্গ দেখা যায় না। যেমন অম্বরতলে পাতলা মেঘসমূহে চন্দ্রবিম্ব কখন আচ্ছাদিত, কখন বা বিমুক্ত লক্ষিত হয়, সেইরূপে এই আত্মা শরীর দ্বারা আচ্ছাদিত এবং বিমুক্ত লক্ষিত হন। যেমন দ্যূতক্রীড়ায়, পাশার চিহ্নভেদে ঘুঁটির চাল ভিন্ন ভিন্ন হয়, সেইরূপ এই সংসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহে আত্মার বৃত্তি বিভিন্নরূপ লক্ষিত হয়। আত্মার আত্মীয় কেহই হয় না; আত্মাও কাহারও আত্মীয় হন না। যেমন পথে যাইতে যাইতে অনেক প্রকার লোকের সহিত সম্মিলন হয়, দারা-বন্ধুগণের সহিত আত্মার সম্মিলনও সেইরূপ। যেমন সমুদ্র-জলে ভাসমান তৃণাদি কাষ্ঠফলকের সম্মিলন ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে, প্রাণীদিগের সমাগমও সেইরূপ। আত্মা শরীরকে জড় বলিয়া জানেন, কিন্তু শরীর তাঁহাকে জানিতে অক্ষম। ঈশ্বর শরীর ও আত্মা এই উভয়ের তত্ত্বই জ্ঞাত হন; কিন্তু শরীর ও আত্মা এ উভয়ে ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে সমর্থ নহে। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ পশু বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। সমুদয় পশুরই বক্ষ্যমাণ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। পাশ অর্থাৎ গুণরূপ রজ্জু দ্বারা যে বদ্ধ হয় এবং সুখ-দুঃখের ভোগী, তাহার নাম পশু। পণ্ডিতগণ পশুমাত্রকেই ঈশ্বরের ক্রীড়নক-দ্রব্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জন্তুমাত্রেই অজ্ঞ এবং নিজের সুখ ও দুঃখের উপর ক্ষমতাশূন্য। ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, কখন বা স্বর্গে, কখন বা নরকে গমন করে। ৪২—৬৩। মুনিগণ বলিলেন,—এই পশু এবং পাশের কথা যাহা বলিলেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ বস্তু বিলক্ষণ এবং কেই বা ঐ পাশ-বিমোচনে সমর্থ? বায়ু বলিলেন,—অনন্ত বিচিত্র ঐশ্বর্য্যের আধার, বিশ্বের নির্ম্মাতা, পশু-পাশ-বিমোচনে সমর্থ, এমন একটী অধীশ্বর আছেন। তিনি না থাকিলে এই জগতের সৃষ্টিই হইত না। কারণ, পশু (জীব) এবং পাশ (প্রকৃতিগুণ) এ উভয়ের মধ্যে জীব অজ্ঞান অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞ এবং প্রকৃতি অচেতন অর্থাৎ জড়। প্রধান-প্রকৃতি এবং পরমাণু প্রভৃতি স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতাদি—যাবৎ বস্তুই অচেতন অর্থাৎ জড়। বুদ্ধিমৎকারণ অর্থাৎ চৈতন্যসম্বন্ধ ব্যতীত তাহারা স্বয়ং কখন জগৎকর্ত্তা হইতে পারে না। জগৎ যখন সাবয়ব ও কার্য্য, তখন উহার একজন কর্ত্তা আছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, কর্ত্তা ভিন্ন ঐরূপ কার্য্যের উৎপত্তিই হইতে পারে না। অতএব এই জগৎ ঈশ্বরেরই কার্য্য; জীব বা গুণের কার্য্য নয়। আমরা জীবের যে সমস্ত বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাই, তাহাতেও ঈশ্বরের পরিচালকতা দৃষ্ট হয়। কারণ জীবের জ্ঞান অল্পমাত্রক, সুতরাং অন্ধ যেমন নিজে গমন করিতে অক্ষম, জীবও সেইরূপ স্বয়ং কার্য্য করিতে অক্ষম। জীবাত্মা এবং তাহার প্রেরক ঈশ্বর, ইঁহারা পরস্পর ভিন্ন, এইরূপ জানিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিত ঐ জীবাত্মা যখন ঈশ্বরকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়, তখনই অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তির সাধন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। বস্তুতঃ পশু, পাশ এবং তাহাদের অধীশ্বরের যে ভেদ আছে, ব্রহ্মজ্ঞ মনুষ্য উহা জানিয়াই জন্ম হইতে মুক্তি লাভ করে। ক্ষর এবং অক্ষর, এই দুইটীই পরস্পর সংযুক্ত। বিশ্ববিমোচক পরমেশ্বর, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই উভয়বিধ বস্তুব্যাপ্ত-সংসারকে ধারণ করেন। মন্তব্য অর্থাৎ অবশ্য-জ্ঞাতব্য বস্তু তিন প্রকার;—ভোক্তা, ভোগ্য এবং উহাদের পরিচালক। জ্ঞানার্থীদিগের পক্ষে ইহা হইতে

অধিক আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। যেরূপ তিলে তৈল এবং দধিতে ঘৃত নিহিত হইয়াছে, আর যেরূপ প্রবাহে জল এবং অরণীতে অগ্নি ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাতে (আপনাতে) আত্মা হইতে বিলক্ষণ মহাত্মাকে সত্য এবং তপস্যা দ্বারা নিত্যযুক্ত ব্যক্তি দর্শন করে। ইন্দ্রজাল-সদৃশ মায়াযুক্ত পরমেশ্বর আপনার ঐশী শক্তি দ্বারা সমুদয় লোকের সৃজন ও তাহাদিগের উপর আপনার ঐশ্বর্য্য বিস্তার করেন। সেই সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়ে কেবল একমাত্র রুদ্র বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় কিছুই ছিল না—তিনি বিশ্ব সৃজন করিয়া উহার পালন এবং অবসানে সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। সেই ঈশ্বরের চক্ষু সকল দিকে, ঈশ্বর সর্ব্বতোমুখ, তাঁহার বাহু বিশ্বব্যাপী এবং পাদও সমুদয়-বিশ্বব্যাপক। সেই মহেশ্বর দেব একাকীই আকাশ এবং পৃথিবী উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি নিখিল দেবগণের প্রভব এবং উৎপাদক। তিনি দেবগণের প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করেন। মহর্ষি রুদ্র সমুদয় বিশ্ব হইতে অধিক, ইহা বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমি সেই আদিত্যবর্ণ মহান্, অমৃত, নির্ব্বিকার এবং তমোগুণের অনেক দূরে সংস্থিত প্রভুকে জানিয়াছি। সেই পরমাত্মা হইতে অপর আর কিছুই পর নাই; তাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিছুই নাই এবং শ্রেষ্ঠও কিছুই নাই; তাঁহা দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা একাকী, একটী বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে আকাশে অবস্থান করেন। এই চরাচর সমুদয় তাঁহার সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সকল দিকেই তাঁহার মুখ, সকল দিকেই তাঁহার মস্তক এবং সকল দিকেই তাঁহার গ্রীবা। তিনি সকল ভূতের বুদ্ধিরূপ গুহাতে শয়ন করেন, সেই ভগবান্ শিব সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বগত। ৬৪—৮৪। তাঁহার হস্তপদ সর্ব্বদিগ্ব্যাপী, তাঁহার চক্ষু, মস্তক এবং মুখও সকল দিগ্ব্যাপী, তাঁহার কর্ণ সর্ব্বব্যাপী; তিনি লোকে সকল বস্তু আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করেন। তিনি সকল ইন্দ্রিয়গুণের আভাসক অথচ সকল ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত। সেই ঈশান, সকলের প্রভু, সকলের শরণ এবং সুহৃৎ। তিনি চক্ষুঃশূন্য হইয়াও দর্শন করেন, কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি সকলই জানেন; কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেহই নাই। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পরপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি অণু হইতে অণু, মহৎ হইতে মহৎ এবং অব্যয়। সেই মহেশ্বর জীবের বুদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থান করেন। তিনি যজ্ঞরহিত অথচ সমুদয় যজ্ঞই তাঁহার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি অতিশয় মহিমযুক্ত। বিধাতার অনুগ্রহ হইলে, গতশোক ব্যক্তি সেই ঈশানকে দর্শন করিতে সক্ষম হয়। আমি সেই অজর পুরাণ সর্ব্বগত প্রভুকে জানিয়াছি। ব্রহ্মবাদীরা তাঁহার জন্ম নাই বলিয়া থাকেন। সেই মহেশ্বর একাকী হইয়াও শক্তি-সংযোগে বারংবার প্রথমে এই তিন লোকের বিধান করেন এবং অন্তে উহার সংহার করেন। ঈশ্বরের বিশ্ব-বিধায়িনী শক্তি অজা নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে পণ্ডিতেরা প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঐ প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ এবং তম—এই ত্রিগুণশালিনী বলিয়া লোহিত, শুক্ল এবং কৃষ্ণরূপে প্রখ্যাত হন। সেই প্রজা-প্রসবিত্রী আত্মরূপে অবস্থিতা প্রকৃতিকে এক অজ (পুরুষ বা আত্মা) অনুগমন করত সেবা করে এবং প্রকৃতি ভুক্তভোগা হইলে অন্য অজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। জীবত্ম-পরমাত্মরূপ দুইটী পক্ষী বন্ধুভাবে একযোগে মনুষ্যের শরীররূপ বৃক্ষে অবস্থান করে। উহাদের একজন সুস্বাদু পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোজন করিতেছে। আর একজন কিছুই না খাইয়া কেবল দেখিতেছে। এই উভয়ের মধ্যে একটী সংসারবৃক্ষে মগ্ন ও মোহপরতন্ত্র হইয়া অনুতাপ করিতেছে; কিন্তু যখন প্রসাদযুক্ত পরম-কারণ পরমেশ্বর ও তাঁহার মহিমা দর্শন করিবে, তখন সুখী হইবে। মায়ী পরমেশ্বর প্রথমে মায়া দ্বারা বিশ্বমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ছন্দঃ, যজ্ঞ, ক্রতু এবং যাহা হইয়া গিয়াছে ও যাহা হইবে ইত্যাদি সমুদয় বিশ্বের সৃষ্টি করেন। প্রকৃতি মায়া এবং পরমেশ্বর মায়ী। সেই প্রকৃতির অবয়ব দ্বারা এই সমুদয় বিশ্ব ব্যাপ্ত। পরমেশ্বর গর্ভাশয়ের মধ্যদেশ অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম। মনুষ্য মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে বিশ্বের স্রষ্টা ও বিশ্বের পরিচালক বলিয়া জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত শান্তি লাভ করে। সেই প্রভু একাকীই কাল, বিশ্বের প্রতিপালক এবং অধিপতি। সেই অধিপতির স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনুষ্য মৃত্যু-পাশ হইতে মুক্ত হয়। ৮৫—১০০। ঘৃত হইতে পর মণ্ডের ন্যায় সর্ব্বভূতে গূঢ় সেই সূক্ষ্ম অধিপতি শিবের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। শিবই শ্রেষ্ঠ দেব, বিশ্বের নির্ম্মাতা এবং মহেশ্বর; তাঁহাকে হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট জানিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। যে সময় দিবা-রাত্রি, সৎ-অসৎ, এ সমস্ত কিছুই ছিল না, সেই সময় একাকী শিবই বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই পুরাতনী প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। তাঁহাকে কেহ ঊর্দ্ধে, পার্শ্বে এবং মধ্যেও গ্রহণ করে নাই, তাঁহার প্রতিমাও নাই, তাঁহার নামই মহৎ যশঃস্বরূপ। জন্মভীরু ব্যক্তিরা সেই একমাত্র পুরুষকে অজাত বলিয়া জ্ঞাত হইয়া, রক্ষার নিমিত্ত রুদ্রের দক্ষিণ-মুখ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম এবং পর এই দুইটী অনন্ত অক্ষর বলিয়া সমুদাহৃত হইয়াছে। ঐ মুখে বিদ্যা এবং অবিদ্যা গূঢ়রূপে নিহিত হইয়াছে। অবিদ্যা ক্ষর এবং বিদ্যা অমৃত বলিয়া গীত হয়। যিনি এই উভয়কে আপনার অধীন করেন, তিনি এতদুভয় ভিন্ন পরমেশ্বর। তিনি এইরূপ প্রভাপশালী যে, প্রত্যেকে বহুবিধ এই জগৎপ্রপঞ্চকে একটী বস্তুর ন্যায় বিস্তার

করেন এবং সকল বস্তু সৃজন করিয়া সেই সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি নিজের প্রভায় ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যক্, সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করেন। তিনি দ্বিতীয়-রহিত, বরেণ্য এবং কারণভাবে অবস্থান করেন। তিনি বন্ধুর স্বরূপ, শব্দ অর্থ এবং গুণদিগকে ভোগ্য ও ভোক্তৃস্বরূপে পরিণত করত বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। এই জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী দেব এবং মহর্ষিগণ তাঁহাকে গুহ্য উপনিষদ্ শব্দে গূঢ়রূপে অবস্থিত, ব্রহ্মার যোনি, পরাৎপরও ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। যে মনুষ্য সেই দেবকে ভাবগ্রাহ্য, আবাসশূন্য, এই বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়কারী এবং কলার সৃজনকারী বলিয়া জানিতে পারে, তাহার আর মনুষ্য-দেহ থাকে না। বিমোহিত-চিত্তেরা কেহ কেহ তাঁহাকে স্বভাব বলে এবং কেহ কেহ তাঁহাকে কাল বলে। তাঁহার এইরূপই মহিমা যে, এই জগৎ তাঁহাতে ভ্রান্ত হয়। তিনি কালেরও কাল-স্বরূপ হইয়া এই জগৎ আবরণ করিয়া রহিয়াছেন। এই কর্ম্মমূল জগৎ তাঁহা কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, ভূতগণের সহিত বিবর্ত্তন করিতেছে। তিনি সত্ত্বগুণের সহিত কলাদি তত্ত্বের যোগ করিয়া, বহুবার কর্ম্ম করিতেছেন এবং বহুবার নিবৃত্ত হইতেছেন। আকাশাদি অষ্ট মূর্ত্তি, সত্ত্বাদি গুণত্রয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই অথবা এক, কাল এবং আত্ম গুণ ইচ্ছাদি, এই সকল দ্বারা সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত। তিনি সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া, প্রাণীদিগের প্রকৃতির যোগ করিয়াছেন। সেই সকল গুণ ও স্বভাবের অভাব হইলে, কৃতকর্ম্মের নাশও হয়। পূর্ব্বকর্ম্মের ক্ষয় হইলে, তিনি পুনর্ব্বার অপর একটী তাদৃশ কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। তিনিই আদি এবং স্বয়ং ভোক্তা ও ভোগের সংযোগের কারণ। তিনি ত্রিকাল হইতে পর এবং কলারহিত অর্থাৎ নির্গুণ; তিনিই পরমেশ্বর। সেই বিশ্ব-যোনি ভব, স্তুত্য, প্রজাপতি, দেবদেব, জগৎপূজ্য মহাদেবকে স্বচিত্তস্থিত জানিয়া উপাসনা করি। তিনি কাল আদি হইতে পৃথক্ এবং তাঁহা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ বিবৃত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মাবহ, পাপাপহারী, ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং বিশ্বের আধার। তিনি ঈশ্বরদিগেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এবং দেবতাদিগেরও পরদেবতা। তিনি পতিদিগেরও পরম পতি এবং সকলের শ্রেষ্ঠ; সেই দেবকে আমরা ভুবনেশ্বর ও ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত আছি। তাঁহার কোন কার্য্যও নাই এবং কারণও নাই। ১০১—১২২। এই জগতের মধ্যে কোন স্থানে তাঁহার সমান বা অধিক পরিদৃষ্ট হয় না। বেদে তাঁহার নানাবিধ শ্রেষ্ঠ শক্তি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি আপনারই জ্ঞান, শক্তি এবং ক্রিয়া দ্বারা এই বিশ্বের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার অধিক ঈশ্বর আর কেহই নাই এবং তাঁহার জ্ঞাপকও কিছু নাই। তিনি আকাশাদি কারণ-বস্তুরও কারণ এবং অধিপেরও অধিপ। তাঁহার উৎপাদক কেহ নাই এবং অপর কাহারও নিকট হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় নাই। সেইরূপ মলমায়াদি কিছুই তাঁহার জন্মহেতু নহে। তিনি একাকীই সকল ভূতকে সর্ব্বতোভাবে গূঢ়রূপে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তিনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা এবং ধর্ম্মের অধ্যক্ষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। তিনি সকল ভূতের আধার এবং সাক্ষী স্বরূপ। তিনি জগদ্ব্যাপী ও নির্গুণ। তিনি বশী এবং অসংখ্য-ক্লেশশূন্য বিবশ যোগিগণের মুখ্য। তিনি একাকীই সময়োচিত নানাবিধ বীজের সৃষ্টি করেন। যে মুমুক্ষুগণ তাঁহাকে নিজের হৃদয়ে স্থিত দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ হয়, অপর আত্মার নহে। তিনি নিত্য বস্তু সকলের মধ্যে বিশেষ নিত্য এবং চেতন-সমূহের মধ্যে চেতন। সেই ঈশ্বর স্বয়ং কামনা-শূন্য এবং একাকী হইলেও অনেকের কামনা পূরণ করেন। তিনি সাংখ্যযোগাধিগম্য কারণ স্বরূপ এবং জগতের অধীশ্বর। তাঁহাকে জানিতে পারিলে নিখিল জীবই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। তিনি বিশ্ব-সৃজনকারী, বিশ্ববিৎ ও জীবদিগের উৎপত্তি হেতু কর্ম্ম সকলের অভিজ্ঞাতা। তিনি সময়ের পরিচ্ছেদকারী ও গুণবান্; তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, গুণের অধিপতি এবং বন্ধন-মোচনকারী। তিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে নির্ম্মাণ করেন এবং স্বয়ং বেদসমূহের উপদেশ দেন। সেই দেবকে আমি আত্মবুদ্ধি প্রসাদ-বলে জানিতে পারিয়া এই সংসার হইতে মুমুক্ষু হইয়া, সেই নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য ও নিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করি। যখন মনুষ্যেরা, সেতু যেমন জলের উপর আচ্ছাদন করে এবং অনল যেমন দগ্ধ কাষ্ঠকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ চর্ম্মের ন্যায় আকাশকে বেষ্টন করিবে, তখন হে মহর্ষিগণ! তাহাদিগের সেই তপঃপ্রভাবে অথবা ঈশ্বরের অনুগ্রহে শিবের স্বরূপ অজ্ঞাত হইলেও তাহাদিগের দুঃখের অন্ত হইবে। বেদান্তে পরম গুহ্য, পবিত্র, পাপনাশন, চতুর্থাশ্রমে চিত জ্ঞান পুরাকল্পে উপদিষ্ট হইয়াছে আমি নিজ ভাগ্যের গৌরব প্রযুক্ত ব্রহ্মার মুখ হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান অপ্রশান্ত ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত নয়। অসদ্বৃত্ত অথবা শিষ্য বা পুত্র ভিন্নকে এই জ্ঞান কোন প্রকারেই দেওয়া উচিত নয়। যাহার ঈশ্বরে পরম ভক্তি এবং যেমন ঈশ্বরে, তেমনি গুরুতেও ভক্তি; তাহার নিকটেই পণ্ডিতেরা এই সকল অর্থ প্রকাশ করেন। অতএব সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র শ্রবণ কর,—শিব—প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন। তিনি সৃষ্টিকালে সমুদয় বস্তু নির্ম্মাণ করেন, আর সংহারকালে সমুদয় বস্তু সংহার করেন। ১২৩—১৬১।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—কাল হইতে সমুদয় উৎপন্ন হয় এবং কালেই সমুদয় বিনষ্ট হয়, কাল-নিরপেক্ষ কোন বস্তু কোথাও নাই। এই সমুদয় সংসার-মণ্ডল, সেই কালেরই অন্তর্গত। সেই কাল সৃষ্টি এবং সংহার মুদ্রার সহিত চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তন করিতেছে। ব্রহ্মা, হরি, রুদ্র এবং অপরাপর সুর ও অসুরগণ যে কালকৃত নিয়তিকে প্রাপ্ত হইয়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না, এই কাল ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ দ্বারা প্রজাদিগকে বিভাগ করিয়া জীর্ণ করেন। কাল অতিশয় সামর্থ্যশালী, অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং ধীরে ধীরে বিবর্ত্তন করেন। এই ভগবান্ কাল কে, ইনি কাহারই বা বশবর্ত্তী এবং ইঁহার বশীভূত নহে এমন ব্যক্তি কে? হে বিচক্ষণ! আমাদিগের নিকট এ বিষয় কীর্ত্তন করুন। বায়ু বলিলেন,—এই কালের শরীর কলা, কাষ্ঠা এবং নিমেষ প্রভৃতি অংশ দ্বারা গঠিত। তিনি মহাদেবের তেজোবিশেষ কালাত্মা নামে বিখ্যাত। অশেষ স্থাবর বা জঙ্গমের অপ্রাপ্য ঈশ্বরের নিয়োগরূপ বলই বিশ্বের নিয়ামক। মহাত্মা কালে সেই পরমেশ্বরের অংশাংশের শক্তি মাত্র আছে। অগ্নি হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ ঐ শক্তিও ঈশ্বর হইতে নির্গত হইয়া কালে সংলগ্ন হইয়াছে। এই নিখিল বিশ্ব কালের বশীভূত, কাল কখন বিশ্বের বশীভূত নহেন। আবার ঐ কাল শিবের বশীভূত, শিব কালের বশীভূত নহেন। যেহেতু অপ্রতিহত শৈব তেজ কালে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে সেই হেতু কালের মর্য্যাদা অতিশয় মহৎ এবং দুরত্যয়। প্রজ্ঞ বিশেষ দ্বারা কোন্ ব্যক্তি কালকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? কোনও ব্যক্তি কাল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি আপনার বাহুবল প্রকাশ করিয়া, একচ্ছত্রা পৃথিবীর উপর শাসন করে, উদধি যেমন বেলা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, তেমনি সে ব্যক্তিও কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সমূহকে পরাভূত করিয়া, সমুদয় জগৎ কে আপনার বশীভূত করে, তাহারাও কালকে জয় করিতে পারে না, বরং কাল তাহাদিগকে পরাজয় করেন। আয়ুর্ব্বেদে নিপুণ, রসায়নের অনুষ্ঠানকারী, এরূপ বৈদ্যও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না, কালের অতিক্রম অসাধ্য। মনুষ্যগণ আপনার সম্পত্তি, স্মৃতি এবং সমুদয় বল অনুসারে এক প্রকার কার্য্য করিবার অভিলাষ করে, কাল আপনার প্রভাবে ঐ কার্য্যকে অন্যরূপ করেন। ১—১৫। যাহাদের লাভালাভের বিষয় পূর্ব্বে কিছু চিন্তা করা হয় নাই, এইরূপ প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর সহিত ভূতগণ সেই প্রবল কাল কর্ত্তৃক কখন সংযোজিত, কখন বা বিয়োজিত হয়। সে সময় এক ব্যক্তি দুঃখিত হয়, সেই সময় আর একজন সুখী হয়; অহো দুর্বিজ্ঞেয়-স্বভাব কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যুবা—দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধ হয়, বলবান্ ক্ষণমাত্রেই দুর্ব্বল হয় এবং শ্রীমান সদ্যঃ শ্রীহীন হয়; কাল আশ্চর্য্যরূপে বস্তুর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যদি কাল প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে কি কৌলীন্য, কি সুশীলতা কি শক্তি, কি নৈপুণ্য—ইহারা কেহই কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। যাহারা সর্ব্বদা অকঠোর নৃত্য ও গীত-বাদ্যের সেবা করে, আর যাহারা অনাথ, পরান্নভোজী; এই উভয়ের উপর কালের কার্য্য একই রূপ। অকালে সম্যক্রূপে রসায়নের প্রয়োগ করিলেও ঔষধের ফল হয় না, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে সমাহৃত হইয়া সফল হয় এবং সুখ প্রদান করে। কোন জন্তুই অকালে মৃত্যু বা জন্ম লাভ করে না এবং অকালে কোন বস্তু অতিশয় পুষ্টি লাভ করে না। অকালে কাহারও সুখ বা দুঃখ হয় না, অকালোৎপন্ন কোন বস্তুই নাই। কালবশেই শীতল বায়ু বহন করে, কালবশেই মেঘে বৃষ্টি উপস্থিত হয়, কালপ্রভাবেই শস্য উৎপন্ন হয় এবং কালপ্রভাবেই জীবগণ জীবিত থাকে। কালাত্মা পরমেশ্বরের এই তত্ত্ব যিনি জ্ঞাত হন, তিনি কালকে অতিক্রম করিয়া কালাতীতের দর্শন লাভ করেন। যাঁহার কাল নাই, বন্ধন নাই, মুক্তি নাই, যিনি পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন এবং বিশ্বের সহিত যাঁহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, সেই বিচিত্ররূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর শিবকে নমস্কার করি। ১৬—২৫।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—এই কালে কীদৃশ পরিমাণে আয়ুর সংখ্যা কল্পিত হয় এবং সংখ্যারূপ কালের চরম সীমাই বা কি? বায়ু বলিলেন,—এই কালে আয়ুর আদ্যমান নিমেষ নামে কথিত হয় এবং সংখ্যাময় কালের শান্ত্যতীত কলাই চরমসীমা। চক্ষের পাতা পড়িতে যেটুকু সময় লাগে, তাহার নাম নিমেষ। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা হয়। ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিশ মুহূর্ত্তে একটী দিবারাত্রি অর্থাৎ এক দিন। ত্রিশ দিনে একটী মাস হয়। ঐ মাসে শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটী পক্ষ আছে। এক মাসে পিতৃলোকের এক দিন হয়। ছয় মাসে একটী অয়ন হয় এবং দুই অয়নে একটী বৎসর হয়। লৌকিক মানে মনুষ্যদিগের যে অব্দ, তাহাই দেবতাদিগের এক অহোরাত্র বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। উহার মধ্যে দক্ষিণায়ন

রাত্রি এবং উত্তরায়ণ দিন। মনুষ্যদিগের যেমন স্বীয় ত্রিশ অহোরাত্রে এক মাস হয়, সেইরূপ দেবতাদিগেরও স্বীয় ত্রিশ অহোরাত্রে এক মাস হয়। এইরূপ দেবতাদিগের স্বীয় দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয়। মনুষ্যদিগের তিন শত ষাট বৎসরে দেবতাদিগের এক বৎসর হয় এবং দিব্য-পরিমাণেই যুগের গণনা করা হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতবর্ষে চারিটী যুগ হয়। প্রথম কৃত বা সত্য যুগ, তাহার পর ত্রেতাযুগ, তাহার পর দ্বাপর, তদনন্তর কলি; এই কয়টী মাত্র যুগ। সত্যযুগের পরিমাণ দিব্য-পরিমাণে চারি হাজার বৎসর। তাহার সন্ধ্যা ঐ পরিমাণে চারি শত বৎসর এবং সন্ধ্যার অংশও ঐরূপ। অবশিষ্ট তিন যুগের পরিমাণ ক্রমশঃ এক এক হাজার বৎসর কম; অর্থাৎ ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন হাজার বৎসর, দ্বাপরের দুই হাজার এবং কলির এক হাজার। এইরূপ তাহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশও এক এক শত বৎসর কম। অতএব সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের সহিত বর্ত্তমান চারি যুগের পরিমাণ বার হাজার বৎসর। সহস্র চতুর্যুগে একটী কল্প হয়। একাত্তর চতুর্যুগে একটী মন্বন্তর হয়। একটী কল্পে চতুর্দ্দশটী মন্বন্তর হয় ১—১৫। এইরূপ ক্রমে প্রজার সহিত শত শত সহস্র সহস্র কল্প এবং মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। তাহাদের সকলের অজ্ঞেয়ত্ব এবং অসংখ্যেয়ত্ব প্রযুক্ত তাহাদের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলা সুকঠিন। একটী কল্প—অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার দিবাভাগ। সহস্র কল্পে ব্রহ্মার একটী বৎসর হয়। ঐ পরিমাণে আট হাজার বৎসরে ব্রহ্মার একটী যুগ হয়। পদ্মযোনি ব্রহ্মার ঐ সহস্র যুগে একটী সবন হয়। তিন হাজার সবনের নাম ত্রিবৃত। উহাই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার জীবিত-কাল। ব্রহ্মার এক একটী দিবসে চতুর্দ্দশটী ইন্দ্রের লয় হয় এবং ব্রহ্মার এক এক মাসে চারি শত বিশটী করিয়া ইন্দ্রের লয় হয়। ব্রহ্মার এক বৎসরে পাঁচ হাজার চল্লিশটী ইন্দ্রের নিপাত হয় এবং ব্রহ্মার সমুদয় জীবিত কালে (অন্যূন) পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার ইন্দ্রের বিনাশ হয়। বিষ্ণুর এক এক দিনে এক একজন নূতন ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং এক একটী রুদ্রদিনে এক এক জন নূতন [illegible] উৎপন্ন হন। ঈশ্বরের এক এক দিনে এক একজন রুদ্র হন। সেইরূপ সদাশিবের এক একটী দিনে ঈশ্বরেরও পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই সদাশিবও সাক্ষাৎ-শিবের এক দিন মাত্র স্থায়ী, সুতরাং সাক্ষাৎ-শিবের সমুদয় জীবিত কালে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার সদাশিব লয় প্রাপ্ত হন। সেই সাক্ষাৎ-শিবই এই কালকে ব্রহ্মার জীবিত-কালের ঘটনায় প্রেরিত করেন। হে দ্বিজগণ! ব্রহ্মার আয়ুই সৃষ্টির একটী কালান্তর। এক একটী কালান্তর পরমেশ্বরের দিবাভাগ, তাঁহার রাত্রিরও পরিমাণ সেইরূপ। তাঁহার দিবাভাগে সৃষ্টি এবং রাত্রিকালে প্রলয় হয়। বাস্তবিক তাঁহার দিন বা রাত্রি কিছুই নাই; কেবল লোকদিগের হিতকামনায় এইরূপ কল্পনা করা হয় মাত্র। প্রজা সকল, প্রজাপতিগণ, মূর্ত্তি সকল, দেব ও দৈত্য-সমূহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু, পঞ্চ স্থূলভূত, তন্মাত্র, ভূতাদি, বুদ্ধি ও দেবতাগণ, ইহারা সকলে সেই জ্ঞানময় পরমেশ্বরের দিবাভাগে বর্ত্তমান হন, দিবার অবসানে রাত্রিকালে ইঁহারা আবার প্রলীন হন। রাত্রির অবসানে আবার বিশ্বের সৃষ্টি হয়। যিনি বিশ্বাত্মা; যাঁহার শক্তি ধর্ম্ম, কাল ও স্বভাবাদি অর্থে উল্লঙ্ঘনীয় হয় না এবং এই সমস্ত জগৎ যাঁহার আজ্ঞাধীন; সেই মহান্ শঙ্করকে নমস্কার করি। ১৬—৩১।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—কিরূপে পরমেশ্বর আপনার শক্তি দ্বারা এই সমুদয় জগৎ নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরম ক্রীড়া করিতেছেন? ইহার প্রথমে কি উৎপন্ন হয়? কিরূপেই বা এই অখিল জগৎ বিস্তীর্ণ হয়? আর পরে কোন বিশাল কুক্ষিই বা ইহাকে গ্রাস করে? বায়ু বলিলেন,—শান্ত্যতীত পদ দ্বারা অলঙ্কৃত শক্তিই শক্তিমান প্রভাবশালী শিব হইতে প্রথমে উৎপন্ন হয়, ঐ শক্তি হইতে মায়ার উৎপত্তি হয় এবং মায়া হইতে অব্যক্তের উৎপত্তি হয়। শক্তি হইতে শান্ত্যতীত পদ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে ক্রমে শান্তিপদ উৎপন্ন হয়। ঐ শান্তিপদ হইতে বিদ্যাপদ এবং বিদ্যাপদ হইতে প্রতিষ্ঠাপদের সম্ভূতি হয়। প্রতিষ্ঠাপদ হইতে ক্রমে নিবৃত্তিপদ উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি এই সংক্ষেপে উক্ত হইল। ইহাদের যে অনুলোমে সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ প্রতিলোমে সংহার হয়। অর্থাৎ সকলের শেষে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, সকলের প্রথমে তাহার সংহার হয়। এই পঞ্চপদোদ্দিষ্ট সৃষ্টি হইতে আর সৃষ্ট্যন্তর নাই, যেহেতু এই সমুদয় বিশ্ব পাঁচটী কলা দ্বারা ব্যাপ্ত। অব্যক্ত [illegible] উক্ত হইয়াছে, উহা আত্মার অধিষ্ঠিত হইয়া, মহদাদি বিশেষান্ত সমুদয় পদার্থের সৃজন করে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু তথাপি ঐ সৃষ্টি বিষয়ে অব্যক্তের অথবা আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই কারণ, প্রকৃতি বা অব্যক্ত অচেতন এবং আত্মার সর্ব্বজ্ঞতা নাই। প্রধান (অব্যক্ত) এবং পরমাণ্বাদি যে কিছু অচেতন পদার্থ আছে, কোন বুদ্ধিমৎকর্ত্তৃক প্রচালিত না হইলে, তাহাদের নিজের কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না; কিন্তু এই জগৎ যখন সাবয়ব কার্য্য, তখন উহার একটী কর্ত্তা আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যিনি সমর্থ, স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্ববিৎ, যাঁহার

আদি ও অন্ত নাই এবং যিনি মহৎ-ঐশ্বর্য্য-যুক্ত; তিনিই জগতের কর্ত্তা, মহাদেব ও মহেশ্বর। ১—১২। প্রধানের পরিণামে এবং পুরুষের প্রবৃত্তি, এ সমস্তই সেই সত্যব্রতের শাসন অনুসারে প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতদিগের এইরূপই অচল বিশ্বাস। মূঢ় ব্যক্তিরা এইরূপ বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারে না। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত যে কাল, উহাই অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার শত বৎসর আয়ুষ্কাল বলিয়া কথিত। ঐ কালের নাম পর এবং উহার অর্দ্ধ ভাগের নাম পরার্দ্ধ। দুই পরার্দ্ধ কালের অবসানে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। ঐ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে অব্যক্ত আপনার কার্য্য সকল সংহার করিয়া আত্মাতে লীন হইয়া থাকে। অব্যক্ত যখন আত্মায় লীন হইয়া থাকে, তখন সমুদয় বিকারের সংহার হয়। ঐ সময় পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ই আপনার স্বরূপে অবস্থান করে এবং তমোগুণ ও সত্ত্বগুণ ইহারাও সমভাবে অবস্থান করে। তখন ঐ গুণদ্বয়ের মধ্যে কাহারও অতিরেক বা ন্যূনতা না থাকায়, উভয়ে পরস্পর ওত-প্রোতভাবে থাকে। ঐ উভয় গুণ, সমতা প্রাপ্ত হইলে, কোন পদার্থেরই বিভাগ থাকে না; সকলই অন্ধকারময় হয়। তখন স্থিরভাবাপন্ন একটী সমুদ্রকল্প হয়, কিছুই বিজ্ঞাত হয় না। এই জগৎ, এই অজ্ঞাত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সেই এক পরমেশ্বর পূর্ব্বোক্ত সমুদয় মাহেশ্বরী রাত্রি অতিবাহিত করেন। অনন্তর সেই রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি পুনর্ব্বার প্রধান ও পুরুষে প্রবেশ করিয়া, মায়ার যোগে, তাহাদিগকে চালিত করেন। তদনন্তরই পরমেশ্বরের আজ্ঞায় অব্যক্ত হইতে পুনর্ব্বার উৎপত্তি ও লয়ের নিমিত্ত সকল ভূতের সৃষ্টি হয়। যাঁহার ইচ্ছানুসারে এই উত্তরোত্তর বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যাঁহার শক্তির এক অংশে সমুদয় শেষ হইয়াছে এবং অধ্ববিৎ অর্থাৎ সৎপথজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁহাকে পথের নিয়ামক-রূপে কীর্ত্তন করেন, সেই সকল-লোক-বিলক্ষণ পরমাত্মাকে নমস্কার করি। ১৩—২৩।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—প্রথমে ঈশ্বরের আজ্ঞায়, পুরুষাধিষ্ঠিত অব্যক্ত হইতে, ক্রমশঃ বুদ্ধি আদি বিশেষান্ত বিকার সকল উৎপন্ন হইল। তাহার পর সেই সকল বিকার হইতে রুদ্র, বিষ্ণু এবং পিতামহ—এই তিন দেব, জগতের কারণরূপে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহাদের শক্তি সর্ব্বভুবন-ব্যাপিনী এবং কোন স্থলে কুণ্ঠিত নহে। তাঁহাদের জ্ঞান প্রতিমা-শূন্য এবং ঐশ্বর্য্য অণিমাদি। পরমেশ্বর এই তিন জনের সহিত সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—এই তিন কার্য্যে প্রেরক রূপে হেতুত্ব প্রাপ্ত হইয়া, প্রসন্নতা লাভ করেন। কল্পান্তরে পরমেশ্বর, অস্পর্দ্ধা-বুদ্ধি-মোহিত তাঁহাদিগের এক এক জনকে, সর্গ, রক্ষা ও লয়—এই তিন কার্য্য এক একটী করিয়া ভাগ করিয়া দিলেন। ইহাঁরা পরস্পর উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে ধারণ করেন এবং পরস্পরের অনুগমন করিয়া পরস্পরের সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। কোন স্থলে ব্রহ্মা, কোন স্থলে বিষ্ণু, আর কোন স্থলে বা রুদ্র প্রশংসিত হন। ইহাতে প্রশংসিত ব্যক্তির আধিক্য বা মহিমার অতিরেক হয় না। যাহারা এই তিন জনের মধ্যে এক জনকে শ্রেষ্ঠ এবং অপরকে অশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করে, সে ব্যক্তিগণ রাক্ষস বা পিশাচ হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই দেব মহেশ্বর গুণত্রয়ের অতীত এবং চতুর্ব্ব্যূহ অর্থাৎ ব্রহ্মা, কাল, রুদ্র ও বিষ্ণু—এই চারি অংশে বিভক্ত। তিনি সর্ব্বাত্মক এবং সকল বস্তুর আধার ও শক্তির উৎপত্তির কারণ। তিনি ঈশ্বররূপে অবস্থিত হইয়া রুদ্রাদিরূপ আত্মত্রয়ের এবং প্রকৃতি ও পুরুষের লীলা-নিমিত্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। ১—১০। যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ নিষ্কল পরমেশ্বর, তিনিই ত্রিবিধ বস্তুর আধার এবং সকল বস্তুর আত্মরূপে অধিষ্ঠান করেন। অতএব মহেশ্বর, প্রকৃতি, পুরুষ, সদাশিব, ভব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা—ইহাঁরা সকলে সদাশিব হইতে অভিন্ন। প্রধান হইতে প্রথমে বুদ্ধি উৎপন্ন হইল; উহা মতি বা মহৎ নামে বিখ্যাত। ঐ মহত্তত্ত্বের সংক্ষোভে তিন প্রকার অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। অহঙ্কার হইতে স্থূল পঞ্চভূত, তন্মাত্র (পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম রূপ) ও ইন্দ্রিয়—ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে সত্ত্বপ্রধান বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। এই বৈকারিক বা সাত্ত্বিক সর্গ এক সময়ে প্রবৃত্ত হয়। সত্ত্ব-প্রধান বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। মন একাদশ ইন্দ্রিয়; উহা আপনার গুণ অনুসারে কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক। তমোযুক্ত বা তামস অহঙ্কার হইতে ভূত এবং তন্মাত্রদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ তামস অহঙ্কার ভূতদিগের আদিভূত বলিয়া ভূতাদি নামে অভিহিত হয়। ভূতাদি অহঙ্কার হইতে শব্দ-তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়াছে এবং শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ হইতে স্পর্শ উৎপন্ন হইয়াছে, স্পর্শ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। বায়ু হইতে রূপ, রূপ হইতে তেজ এবং তেজ হইতে রসের সম্ভব হইয়াছে। রস হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে, জল হইতে গন্ধ এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে; তাহার পর উক্ত পঞ্চভূত হইতে অন্যান্য চরাচরের সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষের অধিষ্ঠান এবং অব্যক্তের অনুগ্রহ-প্রভাবে মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত সৃষ্ট পদার্থেরা একটী অণ্ড উৎপন্ন করে।

সেই অণ্ডে যখন ব্রহ্মার কার্য্য এবং করণ সম্যক্ সিদ্ধ হয়, তখন সেই অণ্ডে ব্রহ্ম-নামক ক্ষেত্রজ্ঞ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। ১১—২১। তিনিই প্রথম শরীরী এবং তাঁহাকেই পুরুষ বলা হয়। তিনি ব্রহ্মা এবং ভূতদিগের আদি কর্ত্তা। সেই অভিমানী ব্রহ্মার অপ্রতিমা, জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণা, ধর্ম্মৈশ্বর্য্যকরী ব্রাহ্মী নামে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সেই ব্রহ্মা যাহা যাহা ইচ্ছা করিতে লাগিলেন, সেই সমুদয় সত্ত্ব অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইল। সেই ব্রহ্মা স্বভাবতঃ বশীকৃত, ত্রিগুণ এবং পরাপেক্ষী হওয়ায় ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনাকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন;—একরূপে সৃজন করিলেন, একরূপে গ্রাস করিলেন এবং একরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিলেন। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে চতুর্ম্মুখ, সংহার-কার্য্যে যম এবং পালন-কার্য্যে সহস্রশীর্ষা পুরুষ;—ব্রহ্মার এই তিন অবস্থা। সেই প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব বিষয়ে সত্ত্ব ও রজোগুণ; সংহার বিষয়ে তমোগুণ ও রজোগুণ এবং পালন-কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে কেবল সত্ত্বগুণ কারণ;—এই তিন প্রকারে তাঁহার গুণের বিভাগ হয়। তিনি ব্রহ্মা হইয়া লোক সৃজন করেন, কাল হইয়া লোকের সংহার করেন এবং পুরুষরূপে উদাসীনভাবে অবস্থান করেন, এই তিন প্রকার তাঁহার কর্ম্ম। এইরূপ তিন প্রকারে বিভক্ত হওয়ায়, ব্রহ্মা ত্রিগুণ বলিয়া অভিহিত হন এবং যখন চারি প্রকারে বিভক্ত হন, তখন তাঁহাকে চতুর্ব্যূহ বলিয়া কীর্ত্তন করে। তিনি সকলের আদি বলিয়া, তাঁহার নাম আদিদেব। তাঁহার জন্ম নাই বলিয়া, তাঁহার আর একটী নাম অজ। আর তিনি সমুদয় প্রজার পালন করেন, এইজন্য তাঁহার নাম প্রজাপতি। হিরণ্ময় মেরু সেই মহাত্মা ব্রহ্মার গর্ভাশয়, সমুদ্র সকল তাঁহার গর্ভোদক এবং পর্ব্বত সকল জরায়ু। সেই অণ্ডের মধ্যে এই সকল লোক, সমুদয় জগৎ, গ্রহনক্ষত্রের সহিত চন্দ্রসূর্য্য এবং বায়ু অবস্থান করিতেছে। সেই অণ্ড বাহিরে আপনা হইতে দশগুণ জল দ্বারা আবৃত। সেই জল আবার বাহিরে স্বীয় দশগুণ তেজ দ্বারা বেষ্টিত। এইরূপ তেজ বাহিরে স্বীয় দশগুণ বায়ু দ্বারা আবৃত। সেই বায়ু আকাশ দ্বারা আবৃত। ঐ আকাশ আবার পূর্ব্বোক্ত ভূতাদি দ্বারা আবৃত। এইরূপ ঐ ভূতাদি মহত্তত্ত্ব দ্বারা আবৃত; মহত্তত্ত্ব আবার অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি দ্বারা আবৃত। এইরূপে সেই অণ্ড ক্রমশঃ সপ্ত প্রাকৃত আবরণ দ্বারা আবৃত। ২২—৩৫। ঐ অণ্ডকে এবং পরস্পর পরস্পরকে আবরণ করিয়া আটটী প্রকৃতি অবস্থান করিতেছে। তাহারা পরস্পর এইরূপে উৎপন্ন হইয়া পরস্পরকে ধারণ করিতেছে। বিকার অর্থাৎ কার্য্য সকল স্ব স্ব কারণে আধার-আধেয়-ভাবে অবস্থান করিতেছে। কূর্ম্ম যেমন প্রথমে আপনার অঙ্গের বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কোচ করে, সেইরূপ অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতিবিকার (কার্য্য) সকলকে সৃজন করিয়া আবার আপনাতেই লীন করেন। অব্যক্ত-প্রভব সমুদয় বস্তুই অনুলোমক্রমে উৎপন্ন হয়। প্রলয়কাল প্রাপ্ত হইলে তাহারা প্রতিলোমক্রমে লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সর্ব্বশেষে উৎপন্ন বস্তুর প্রথমে লয় হয়। গুণ সকল সময় প্রভাবে বিষম ও সম হইয়া থাকে। গুণের সমতা অবস্থায় প্রলয় হয় এবং বৈষম্য অবস্থায় সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মযোনি অণ্ড সাতিশয় ঘন; ইহা ব্রহ্মার ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং এই হেতুই ব্রহ্মাও ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। এতাদৃশ সহস্র কোটি অণ্ড আছে। প্রকৃতি সর্ব্বগত বলিয়া সেই সকল অণ্ড তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোভাবে অবস্থিত এবং প্রতি অণ্ডেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব অবস্থান করেন। ইহারা মহেশ্বরের সন্নিকর্ষপ্রাপ্ত প্রধানকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। সেই মহেশ্বর অব্যক্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ঐ অণ্ড অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন। অণ্ড হইতে পরম ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। এই সকল লোক আবার ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। আমি এই যে প্রাকৃত সর্গের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ইহার কারণ অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা। পরিণামে ইহার একবারে প্রলয় হইবে। ইহা পরমেশ্বরের একটী লীলামাত্র। অজ্ঞের ব্যাপক প্রধানই এই জগতের কারণ, উহা হইতেই অপর কারণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে; উহা আদি মধ্য ও অন্তরহিত, অনন্তবীর্য্য, সত্ত্বরজোগুণান্বিত এবং পুরুষকর্ত্তৃক সংযুক্ত। ঐ প্রধান, উৎপাদনক্ষম অতিরিক্ত রজোগুণযুক্ত লোক-বিস্তারের বৃদ্ধিহেতু প্রথমে অষ্টবিধ বিকারের সৃজন করিয়া অন্তকালে আবার তাহাদিগকে ভক্ষণ করেন। প্রলয়কালে কারণ সকল যে প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে এবং সৃষ্টিকালে তাহাদের পুনর্ব্বার যে প্রবৃত্তি হয়, এ সকলই সেই অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্রে ঘটিয়া থাকে। ৩৬—৪৮।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

মুনিগণ বলিলেন,—এক্ষণে আমাদিগের নিকট সমুদয় মন্বন্তর, সমুদয় কল্প এবং সেই সেই মন্বন্তরে যে সকল অবান্তর-সর্গ ও প্রতিসর্গ হইয়াছে, তাহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করুন। বায়ু বলিলেন,—ব্রহ্মার জীবনের পূর্ব্বভাগের কালসংখ্যা পরার্দ্ধ এবং উহার উত্তরভাগের কালেরও ঐ পরিমাণ; উহার অন্তে সৃষ্টির সংহার হয়। হে মহাভাগগণ! সেই সকলের প্রথমে উৎপন্ন ব্রহ্মার এক একটী দিবসে চতুর্দ্দশটী করিয়া মনুর পরিবৃত্তি

হয়। অনাদি, অনন্ত এবং অজ্ঞেয় হওয়ায় সমুদয় মন্বন্তর ও কল্প সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া বলা দুষ্কর। অথবা সেই সকলের কথা তন্ন তন্ন করিয়া বলিলেও আমার নিকট শ্রবণ করিয়া তোমাদের কোন বিশেষ ফল লাভ হইবে না; এই নিমিত্ত আমি সেরূপে বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি না। সমুদয় কল্পের মধ্যে এক্ষণে যে কল্প চলিতেছে, ইহাতেও ছোট ছোট অনেক সৃষ্টি ও প্রতিসৃষ্টি অর্থাৎ প্রলয় আছে। এই বর্ত্তমান কল্পের নাম বারাহ কল্প। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই কল্পেও চতুর্দ্দশ মনুর উৎপত্তি শুনা যায়। স্বায়ম্ভুব আদি সাত জন এবং সাবর্ণিক আদি সাত জন—এই চৌদ্দটী মনু। ইঁহাদের মধ্যে বৈবস্বত নামে সপ্তম মনু, বর্ত্তমান সময়ের অধিপতি। সকল মন্বন্তরেই সৃষ্টি এবং সংহারের প্রায় একই প্রক্রম; অতএব জ্ঞানবানের সে সম্বন্ধে আপনা আপনিই বিচার করিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্ব কল্প শেষ হইলে, প্রলয় বায়ু বহিতে থাকিলে এবং তাহা দ্বারা সমুদায় বন ও বৃক্ষ সকল উন্মূলিত হইলে, প্রলয়-অগ্নি দ্বারা তিন জগৎ তৃণের মত দগ্ধ হইতে থাকিলে, পৃথিবী বৃষ্টি দ্বারা প্লাবিত ও অর্ণব সকল উদ্বেল হইয়াছিল। সেই অতি মহান জলরাশিতে সমুদয় দিক্ নিমগ্ন হইয়াছিল। তাহার পর সুবৃহৎ ভুজঙ্গগণের ন্যায় চঞ্চল তরঙ্গ সকল অনবরত বিক্ষেপপূর্ব্বক সেই প্রলয়ের বারিরাশি প্রচণ্ডবেগে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, ব্রহ্মা নারায়ণের সহিত অভিন্ন হইয়া সেই সলিলের উপর সুখে শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি নারায়ণের উদ্দেশে এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন ;—"আপ অর্থাৎ জল নরসূনু, এইজন্য উহার নাম নারা। ঐ নারা (জল) প্রলয়কালে যাঁহার বিশ্রামস্থান, তাঁহার নাম—নারায়ণ।" ১—১৫। তখন ত্রিদশেশ্বর নারায়ণ শিবের যোগময়ী নিদ্রায় অভিভূত হইলে, সিদ্ধ এবং জনলোক-নিবাসী দেবগণ প্রভাতকালে স্তোত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করেন। অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া জলমধ্যগত শয়ন হইতে উত্থান করেন এবং যোগনিদ্রায় অলস চক্ষু দ্বারা সকল দিক্ অবলোকন করেন। তিনি তখন আপনা হইতে অতিরিক্ত কিছুই দেখিতে পান না, তাহাতে বিস্ময়ের সহিত আসীন হইয়া অতিশয় চিন্তায় নিমগ্ন হন। তিনি চিন্তা করেন,—যাহার উপর নানাবিধ মহাশৈল, নদী, নগর এবং কানন সকল শোভিত ছিল, সেই ভগবতী মনোহারিণী পৃথিবী এখন কোথায়? ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তাপরায়ণ হইয়াও পৃথিবীর স্থিতি বুঝিতে পারেন না, তখন তিনি আপনার পিতা ত্রিলোচনকে স্মরণ করেন। সেই অমিততেজা মহাদেবের স্মরণ মাত্রেই ধরণীর অধিপতি সেই ব্রহ্মা জানিতে পারেন যে, পৃথিবী জলে নিমগ্ন হইয়াছেন। তখন সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা পৃথিবীর উদ্ধার করিতে অভিলাষী হইয়া জলক্রীড়নসমর্থ দিব্য বারাহ রূপের স্মরণ করেন। সেই বরাহ—মহাপর্ব্বতের ন্যায় বিশাল-কলেবর, মহামেঘের ন্যায় শব্দায়মান, নীলমেঘের ন্যায় প্রভাশালী এবং দেখিতে ভয়ানক ও গর্জ্জিতভাবে শব্দকারী। তাঁহার স্কন্ধ পীন ও বর্ত্তুলাকার এবং কটীতট পীন ও উন্নত। তাঁহার উরুদ্বয় ও জঙ্ঘার অগ্রভাগ ছোট এবং বর্ত্তুলাকার, আর খুরদ্বয় অতিশয় সুতীক্ষ্ণ। চক্ষু পদ্মরাগমণির মত লাল, গোল গোল এবং ভীষণ। গাত্র বৃত্তাকার ও দীর্ঘ, কর্ণ স্তব্ধ এবং সর্ব্বশরীর উজ্জ্বল। তাঁহার শ্বাস ও প্রশ্বাস দ্বারা প্রলয়কালীন সমুদ্র ঘূর্ণায়মান, গণ্ডদেশ প্রদীপ্ত জটা দ্বারা আচ্ছন্ন এবং স্কন্ধ বন্ধুর। বিচিত্র এবং পরিষ্কৃত মণি ও রত্নময় ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় তিনি, বিদ্যুৎ দ্বারা পরিশোভিত উন্নত মেঘের ন্যায়, বিরাজমান। ব্রহ্মা এতাদৃশ বিশাল বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবী-উদ্ধারের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। সেই পর্ব্বত-সদৃশ দীর্ঘকায় শূকর, শিবলিঙ্গের পাদপীঠের ন্যায়, শোভা পাইয়াছিলেন। অনন্তর সেই পৃথিবীধর বরাহ দংষ্ট্রাদ্বয় দ্বারা ধারণ করত প্রলয়-জলধি-জলে নিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া রসাতল হইতে উত্থাপিত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জনলোক-নিবাসী সিদ্ধ এবং মুনিগণ আনন্দভরে নৃত্য করত তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই মহাবরাহের শরীর, পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া, উড্ডীয়মান খদ্যোতমালায় শোভিত অত্যুচ্চ কৃষ্ণপর্ব্বতের ন্যায়, শোভা পাইয়াছিলেন। তদনন্তর বরাহদেব এই বিশাল পৃথিবীর সংস্থান করিয়া নিজ রূপ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। অনন্তর তিনি পৃথিবীকে সমতল করিয়া তাহাতে পর্ব্বত সকল স্থাপন করিলেন এবং পূর্ব্বের মত পৃথিবী আদি চারি লোকের কল্পনা করিলেন। সেই বিশ্বকর্ম্মা বিধি এইরূপে পর্ব্বতগণের সহিত পৃথিবীকে প্রলয়-জলধির মধ্য হইতে উপরে স্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার চরাচরাত্মক জগতের সৃজন করিলেন। ১৬—৩৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—সেই ব্রহ্মা বুদ্ধিপূর্ব্বক সর্গচিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার তমোময় মোহ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই মহাত্মার তমোমোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল। সেই ধ্যান-পরায়ণ অভিমানী ব্রহ্মার পাঁচ প্রকারে অবস্থিত সেই

সৃষ্টি কুম্ভের মধ্যে যেমন বীজ থাকে, সেইরূপ তমোগুণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে আবৃত ছিল। তাহারা বহিঃ ও অন্তরে প্রকাশশূন্য, স্তব্ধ এবং অচেতন হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তাহাদের বুদ্ধি, মুখ ও ইন্দ্রিয় আচ্ছাদিত ছিল। এই নিমিত্ত সেই সম্যক্ আচ্ছাদিত পদার্থেরা 'নগ' বলিয়া কীর্ত্তিত হইল। সেই প্রথম সৃষ্টিকে এইরূপে অভিমত-সাধনে অযোগ্য বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মা অপ্রসন্নমনা হইলেন এবং অপর একটী সর্গের চিন্তা করিলেন। তাঁহার চিন্তার সময় তির্য্যক্স্রোতাঃ নামে দ্বিতীয় সর্গ উৎপন্ন হইল। তাহাদের ভিতরে প্রকাশ অথচ বাহিরে আবরণ হইল এবং তাহারা কুটিলগামী, স্বভাবতঃ অসন্মার্গে প্রবৃত্ত ও পশু স্বরূপ হইল। সেই সৃষ্টিকেও আপনার অভিপ্রায়-সাধনে অক্ষম জানিয়া, ব্রহ্মা অপর একটী সৃষ্টির চিন্তা করিলেন; তাহাতে সত্ত্বগুণপ্রধান দেবসর্গ সমুৎপন্ন হইল। ঐ সর্গে সৃষ্ট জীবগণ বহুল পরিমাণে সুখ-প্রীতিযুক্ত হইল, তাহাদের অন্তরে বা বাহিরে কোনরূপ আবরণ রহিল না; কিন্তু প্রকাশময় হইল এবং তাদৃশ প্রকাশময় স্বভাব হেতু তাহারা দেব নামে অভিহিত হইল। ইহাতে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় ধ্যানপরায়ণ হইলেন; তাহাতে তাঁহার অভিমত অর্থের সাধক, দুঃখবহুল মনুষ্য-সর্গ হইল। উহাতে সৃষ্ট জীবগণ বাহিরে প্রকাশশীল এবং অন্তরে তমোময় রজোগুণপ্রধান হইল। পঞ্চম সর্গ ঈশ্বরের অনুগ্রহ সর্গ; উহা চারি প্রকারে ব্যবস্থিত হইল;—প্রথম বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিরোধভক্তি দ্বারা, দ্বিতীয় শক্তি অর্থাৎ তপোজনিত সামর্থ্য দ্বারা, তৃতীয় তুষ্টি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রসাদ দ্বারা এবং চতুর্থ সিদ্ধি অর্থাৎ সাধনের ফলপ্রাপ্তি দ্বারা। যাহারা উক্ত চারি প্রকার অনুগ্রহ-প্রাপ্তির পথ গ্রহণ করিল না, তাহারা স্ত্রী ও ধনাদিতে আসক্ত হইল। তাহারা কেবল ভক্ষণাদি-তৎপর, দুর্ব্বৃত্ত, ভূত প্রেত পিশাচাদি নামে প্রসিদ্ধ হইল। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা প্রথমে মহত্তের সৃষ্টি করেন। তাহার পর তন্মাত্রদিগের সৃষ্টি করেন; এই দ্বিতীয় সৃষ্টি ভূতসর্গ নামে অভিহিত হয়। তৃতীয় বৈকারিক সৃষ্টি, উহা ঐন্দ্রিয়ক নামে প্রসিদ্ধ। ১—১৪। এই প্রাকৃত সর্গ অবুদ্ধিপূর্ব্বক সম্ভূত হইয়াছে। চতুর্থ সৃষ্টিই মুখ্য; কারণ, স্থাবরেরা মুখ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। তির্য্যক্স্রোতাঃ নামে যে সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে, ঐ পঞ্চম সর্গে পশুপক্ষীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর উর্দ্ধস্রোতাঃ নামে ষষ্ঠ সর্গ; উহা দেব-সর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার পর সপ্তম অর্ব্বাক্স্রোতাদিগের সৃষ্টি; উহা মানুষ-সর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অষ্টম অনুগ্রহ-সর্গ এবং নবম কৌমার-সর্গ। প্রথম উক্ত তিন প্রকার প্রাকৃত সর্গ অবুদ্ধিপূর্ব্বক; মুখ্য আদি পাঁচটী বৈকৃত সর্গ বুদ্ধিপূর্ব্বক। প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে আপনার তুল্য মানসপুত্র—সনন্দ, সনক, বিদ্বান্ সনাতন, ঋভু ও সনৎকুমারকে উৎপাদন করিলেন; তাঁহারা সকলে যোগী, বীতরাগ এবং বিমৎসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মন ঈশ্বরে আসক্ত থাকায়, তাঁহারা প্রজাসৃষ্টির জন্য অভিলাষ করেন নাই। সেই সনকাদি ঋষিগণ সৃষ্টিক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ হইয়া গমন করিলে পর, ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়া, অতিশয় উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে আর কিছুই হয় নাই। অনন্তর দীর্ঘকাল তপশ্চরণ জন্য দুঃখ বোধ হওয়াতে, তাঁহার মনে ক্রোধ উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা ক্রোধাবিষ্ট হইলে, তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইল। তাঁহার সেই অশ্রুবিন্দু হইতে ভূত-প্রেত-আদি উৎপন্ন হইল। সেই সকলকে অগ্রোৎপন্ন দেখিয়া ব্রহ্মা আপনাকে নিন্দা করিলেন। তখন তাঁহার ক্রোধ এবং অমর্ষ হইতে মূর্চ্ছা উৎপন্ন হইল। ক্রোধাবিষ্ট সেই প্রজাপতি মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার পর প্রাণের ঈশ্বর নীললোহিত ভগবান্ রুদ্র, অতুল অনুগ্রহ করিবার জন্য, তাঁহার মুখ হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন সকলের প্রভু সেই ঈশ্বর আপনাকে একাদশ প্রকারে বিভক্ত করিলেন, এইজন্য তাঁহাদের সংখ্যা একাদশ বলিয়া উক্ত হয়। "হে বৎসগণ! লোকের উপর অনুগ্রহের জন্য তোমরা আমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছ, অতএব সমুদয় লোকের স্থাপন ও হিতের জন্য এবং প্রজাদিগের বৃদ্ধিহেতু, তোমরা অনালস্য হইয়া যত্ন কর" এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহারা রোদন করিলেন এবং চারি দিকে দৌড়িলেন। সেইরূপে রোদন করিয়াছিলেন এবং দৌড়িয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের নাম রুদ্র হইল। যাঁহারা রুদ্র, তাঁহারাই প্রাণ এবং যাঁহারা প্রাণ, তাঁহারাই মহাত্মা। ১৫—৩০। অনন্তর ব্রহ্মার পুত্র মহেশ্বর দয়াবিষ্ট হইয়া মৃত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে পুনর্ব্বার প্রাণদান করিলেন। তখন সেই বিভু ব্রহ্মার প্রাণ প্রত্যাগত হইলে রুদ্র প্রহৃষ্টবদন হইয়াছিলেন। পরে সেই বিশ্বপতি রুদ্র ব্রহ্মাকে অতি সাধুবাক্য বলিয়াছিলেন,—হে জগদ্গুরো বিরিঞ্চে! আপনি ভয় করিবেন না, ভয় করিবেন না। আমি আপনার প্রাণ প্রত্যর্পণ করিয়াছি; হে সুব্রত! আপনি সুখে উত্থান করুন। তখন ব্রহ্মা স্বপ্নানুভূতের ন্যায় সেই মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং প্রফুল্লপদ্মতুল্য নেত্র দ্বারা ধীরে ধীরে মহাদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া, রুদ্র হইতে পুনর্ব্বার প্রাণের প্রত্যাগম হওয়াতে তাঁহার উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া, স্নিগ্ধ এবং গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি আমার মনকে আনন্দিত করিতেছেন। হে বিশ্বমূর্ত্তে! আপনি কে একাদশ আকারে অবস্থান করিতেছেন? তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে সেই সুরেশ্বর মহেশ্বর সুমুখ হস্তদ্বয় দ্বারা

ব্রহ্মাকে স্পর্শ করত বলিয়াছিলেন,—আমাকে তোমার পুত্রভাবাপন্ন পরমাত্মা বলিয়া জানিও। এই একাদশ রুদ্র তোমার রক্ষার নিমিত্ত আগত হইয়াছে। অতএব আমার অনুগ্রহে এই ঘোর মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বের মত প্রজা সৃজন কর। ৩১—৩৯। ভগবান্ এই কথা বলিলে, বিধাতা ব্রহ্মা অতিশয় প্রীতচিত্ত হইয়াছিলেন এবং নামাষ্টক অর্থাৎ আট প্রকার নাম দ্বারা সেই পরমেশ্বরের স্তব করিয়াছিলেন,—'হে ভগবন্ রুদ্র! আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ভাস্কর ও অপরিমিত-তেজস্বী। হে দেব! আপনি ভব,—রস ও জলময়াত্মক; আপনাকে নমস্কার করি। সর্ব্বদা সৌরভ-বিশিষ্ট ক্ষিতি স্বরূপ শর্ব্বকে আমার নমস্কার। হে ঈশ! আপনি স্পর্শময় বায়ু-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে পশুপতে! আপনি অতি তেজোময় পাবক-স্বরূপ; হে ভীম! আপনি শব্দমাত্র আকাশ-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে উগ্র! আপনি উগ্রমূর্ত্তি যজমান-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। হে মহাদেব! আপনি অমৃত-মূর্ত্তি সোম-স্বরূপ; আপনাকে নমস্কার। লোকপিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকে এইরূপে স্তব করিয়া, বিনীতবাক্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্ মহেশ্বর! আপনি আমার পুত্র এবং ভূত ভবিষ্যৎ বস্তুর অধিনায়ক। হে অনঙ্গনাশন! সৃষ্টিবৃদ্ধির নিমিত্ত আপনি আমার অঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব হে প্রভো! এই মহৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত আমার সাহায্য করুন,—প্রজাদিগকে সৃজন করুন। ভগবান্ শঙ্কর ত্রিপুরমর্দ্দন রুদ্র, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে যাচিত হইয়া "আচ্ছা তাহাই হইবে" এই কথা বলিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক সৃজন করিতে অনুজ্ঞাত হইয়া আবও কতকগুলি প্রজা সৃজন করিলেন। তিনি মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি এবং বশিষ্ঠ—ইহাঁদিগকে মন দ্বারাই সৃজন করিলেন। সকল সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা ধর্ম্ম এবং সঙ্কল্পের সৃজন করিয়াছিলেন। রুদ্রের সহিত এই দ্বাদশ পুত্র প্রথমে ব্রহ্মার উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহারা সকলেই প্রাচীন ও গৃহস্থাশ্রমযুক্ত। ইহাঁদিগের দিব্য ও দেবগণ-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত দ্বাদশটী বংশ হইয়াছিল। ঐ সকল বংশ প্রজাবান্, ক্রিয়াবান্ এবং মহর্ষিগণকর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিল। অনন্তর ব্রহ্মা রুদ্রের সহিত সেই জলে দেব, অসুর, পিতৃ ও মনুষ্য, এই চারি প্রকার প্রজা সৃজন করিতে অভিলাষ করিলেন এবং উহাদের সৃষ্টির নিমিত্ত আপনাকে সমাধিতে নিযুক্ত করিলেন। তিনি আপনার মুখ হইতে দেবগণকে, কক্ষপ্রদেশ হইতে পিতৃগণকে, জঘন হইতে অসুরগণকে এবং শিশ্নপ্রদেশ হইতে মনুষ্যদিগকে সৃজন করিলেন। তাঁহার মলনির্গমস্থান হইতে ক্ষুধাবিশিষ্ট রাক্ষসেরা উৎপন্ন হইল। ঐ সকল পুত্র তমঃ ও রজোগুণপ্রধান, বলবান্ এবং নিশাচর হইল। ৫০—৫৬। তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে সর্প, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব্ব ও বয়োগণ উৎপন্ন হইল এবং বক্ষঃস্থল হইতে পক্ষী সকল সৃষ্ট হইল। তাঁহার মুখ হইতে ছাগ এবং পার্শ্ব হইতে সর্প উৎপন্ন হইল; আর তাঁহার পাদ হইতে হস্তী, অশ্ব, শরভ, গবয় এবং মৃগ সকল উৎপন্ন হইল। উষ্ট্র, অশ্বতর, ন্যঙ্কু এবং অন্যান্য জীব সকলও তাঁহার পাদ হইতে উৎপন্ন হইল, আর তাঁহার লোম হইতে ওষধি এবং ফলমূল সকল উৎপন্ন হইল। তিনি প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋগ্বেদ, ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর এবং যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোমের নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ-মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রৈষ্টুভ ছন্দঃ, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎ সাম এবং উক্থ সকল সৃষ্ট হইল। তাঁহার পশ্চিমমুখ হইতে সামবেদ, জগতী ছন্দ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ এবং অতিরাত্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইল। তাঁহার উত্তর মুখ হইতে একবিংশ অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্যামন্ নামে যজ্ঞ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং বৈরাজ নামে সাম উৎপন্ন হইল। তাঁহার শরীর হইতে নানাবিধ ভূত, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইল। নর, কিন্নর, রাক্ষস, পক্ষী, পশু, মৃগ, সর্প এবং বিনাশশূন্য এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ—এই সকল তাঁহার শরীর হইতে উৎপন্ন হইল। ইহাদিগের পূর্ব্বসৃষ্টিতে যেমন সকল কর্ম্ম থাকে, বারংবার সৃষ্ট হইয়াও ইহারা সেই কর্ম্মই প্রাপ্ত হয়। সেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জীবগণ হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু (দয়ার কার্য্য), ক্রূর (নৈষ্ঠুর্য্য), ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য বা মিথ্যায় আসক্ত হয় এবং যাহাতে আসক্ত হয়, তাহাই তাহার ভাল লাগে। বিধাতা স্বয়ং মহাভূত, ইন্দ্রিয়, ভোগ্যবস্তু ও মুক্তিতে নানা ভেদ এবং তাহাতে জীবের প্রবৃত্তির বিধান করিয়াছেন। অনন্তর সেই পিতামহ ব্রহ্মা বেদশব্দ হইতেই প্রথমে প্রাকৃত ভূতদিগের নামরূপের প্রপঞ্চন করিয়াছিলেন। বেদে যে বস্তুর যেরূপ নাম এবং জ্ঞান ছিল, অজ ব্রহ্মা আপনার রাত্রির অবসানে প্রসূত সেই সকল বস্তুর সেইরূপ নাম ও জ্ঞান দান করিলেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার করণ হইতে উদ্ভূত লোকসর্গ এইরূপ মহদাদি-বিশেষান্ত এবং সাক্ষাৎ প্রকৃতির বিকারস্বরূপ। উহা চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভায় আলোকিত গ্রহনক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত এবং নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, নানাবিধ সুরম্য পুর ও সমৃদ্ধ জনপদ দ্বারা অলঙ্কৃত। সেই ব্রহ্মবনে সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তস্বরূপ ব্রহ্মা সর্ব্বদা বিচরণ করেন। ব্রহ্মা একটী সনাতন বৃক্ষস্বরূপ, তিনি ঈশ্বরানুগ্রহরূপ জল দ্বারা সিক্ত হইয়া অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। বুদ্ধি ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ এবং মহৎ শাখা;

ইন্দ্রিয়গণ অভ্যন্তরস্থিত কোটরস্বরূপ; মহাভূতগণ উহার পরিমাণ এবং বিশেষেরা অগণ পল্লবস্বরূপ; উহা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সুপুষ্পে শোভিত; সুখ-দুঃখ উহার ফল এবং উহা সমুদয় ভূতের আশ্রয়। হে বিপ্রগণ! স্বর্গলোককে তাঁহার মস্তক, আকাশকে তাঁহার নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে তাঁহার নেত্র, দিক্ সকলকে কর্ণ এবং পৃথিবীকে তাঁহার চরণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; তিনি অচিন্ত্যস্বরূপ এবং সকল ভূতের প্রণেতা। তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়গণ, ঊরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ—এই সকল বর্ণ, তাঁহার গাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৫৭—৭৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বায়ো! আপনি যে বলিলেন, পরমাত্মা ভব, চতুর্ম্মুখের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এ বিষয়ে আমাদের একটী গুরুতর সংশয় উৎপন্ন হইতেছে। বিরূপাক্ষ মহাদেব, দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ, দীপ্ত এবং শূলধারী। সেই কপর্দ্দী নীললোহিত ভগবান্ রুদ্র কালস্বরূপ। যুগান্ত উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং অগ্নির সহিত এই লোকের সংহার করেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভয়ের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং ইঁহারা উভয়ে সেই লোকসংহারকারী দেবের নিত্য বশবর্ত্তী হইয়া চলেন। সেই মহাদেবই প্রথমে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সৃজন করেন এবং সেই প্রভু শঙ্করই নিত্য ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর যোগক্ষেম নির্ব্বাহ করেন। সেই পুরাতন আদিদেব রুদ্র কিরূপে অব্যক্তোৎপন্ন ব্রহ্মার পুত্রত্ব লাভ করিয়াছেন? প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু ইঁহারা দুজনে রুদ্র কর্ত্তৃক পরস্পরের অঙ্গ হইতে পরস্পর সৃষ্ট হইয়াছেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি; কি প্রকারেই বা এই সমুদয় ভূতের কারণ-স্বরূপ সেই দুই জনের পরস্পর হইতে প্রধান ও অপ্রধানভাবে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে? আপনার অজিজ্ঞাসিত কিছুই নাই এবং আপনার অশ্রুতও কিছুই নাই। আপনি যখন সেই ভগবান্ ব্রহ্মার শিষ্য হইয়াছিলেন, তখন আপনি সমুদয়ই শ্রবণ করিয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে যেরূপ বলিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ বলুন। হে মারুত! এ সকল ঘটনা যেরূপে ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। ১—১০। সূত বলিলেন,—সেই আকাশসম্ভব বিভু বায়ু এইরূপে পৃষ্ট হইয়া মুনিদিগের নিকট এই সমুদয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। বায়ু বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! প্রশ্নকার্য্যে নিপুণ আপনারা অতি যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মাকে আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। অতএব যেরূপে রুদ্রের উদ্ভব এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পরস্পর উৎপত্তি হইয়াছে, আমি তাহা বলিতেছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—কারণস্বরূপ এই তিন জন, মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং ইঁহারাই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তের হেতু। তাঁহারা সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক চালিত এবং পরম ঐশ্বর্য্য-সংযুক্ত। তাঁহারা সেই পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা নিত্য অধিষ্ঠিত এবং তাঁহার কার্য্য করণে সমর্থ। পিতা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রথমে তাঁহারা তিন জন তিন কর্ম্মে নিযোজিত হন;—ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যে, বিষ্ণু পালনকার্য্যে এবং রুদ্র সংহারকার্য্যে। অনন্তর তাঁহাদের পরস্পরের উপর মাৎসর্য্য হেতু পরস্পর পরস্পরের উপর আধিক্য লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া, তপস্যা দ্বারা আপনাদিগের পিতা পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তাঁহারা সর্ব্বাত্মতা লাভ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত রুদ্র প্রথম এক কল্পে ব্রহ্মা ও নারায়ণকে সৃজন করিয়াছিলেন; অন্য এক কল্পে জগন্ময় ব্রহ্মা রুদ্র ও নারায়ণকে সৃজন করেন এবং পুনর্ব্বার অপর কল্পে বিষ্ণু ব্রহ্মা ও রুদ্রকে সৃজন করেন। কোন কল্পে ব্রহ্মা নারায়ণকে সৃজন করেন, আবার কল্পান্তরে রুদ্র ব্রহ্মাকে সৃজন করেন; এইরূপ কল্পে কল্পে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, পরস্পর পরস্পরকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়া উৎপন্ন হন। তাঁহাদের পরস্পর উৎপন্ন হইবার কালে মহর্ষিগণ সেই সেই কল্পান্তর-বৃত্তান্ত অধিকার করিয়া তাঁহাদের প্রভাব কীর্ত্তন করেন। আপনারা সেই বিচিত্র, পবিত্র এবং পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করুন; উহা তৎপুরুষ নামক কল্পে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার সম্বন্ধে সংঘটিত হইয়াছিল। ১১—২২। পূর্ব্বকালে মেঘবাহন নামক কল্পে নারায়ণ দিব্য সহস্র বৎসর মেঘরূপ ধারণ করিয়া ভগবান্ হরকে বহন করিয়াছিলেন। তখন সেই বিশ্বজগদ্গুরু মহাদেব বিষ্ণুর মনের ভাব অনুভব করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে অক্ষয় শক্তি দান করেন। সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর মহাদেবের নিকট হইতে তাদৃশ শক্তি লাভ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিষ্ণু-কর্ত্তৃক নূতন উৎপাদিত ব্রহ্মা, বিষ্ণুর সেই শক্তি দেখিয়া, অতিশয় ঈর্ষার পরবশ হইয়া, হাস্য করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে বিষ্ণো! তুমি গমন কর, আমি তোমার সৃষ্টির কারণ জানিয়াছি। রুদ্র যে আমাদের দুই জনের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেই সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় ভগবান্ দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগ্রহে তুমি অদ্য স্রষ্টা হইয়াছ। সেই ভগবান্ প্রকৃত রক্ষাকারক। আমিও তপস্যা দ্বারা

সেই ত্রিদশাধিপতির আরাধনা করিয়া তোমার সহিত এই জগতের সৃজন করিব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অজসম্ভব ব্রহ্মা, বিষ্ণুকে এইরূপে তিরস্কার করিয়া, তপস্যাপ্রভাবে শঙ্করকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলেন,—হে দেবদেবাধিপতে জগদ্দন বিশ্বেশ্বর মহেশ্বর! বিষ্ণু আপনার বাম-অঙ্গ হইতে এবং আমি দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। তথাপি বিষ্ণু আমার সহিত সমুদয় জগতের সৃজন করিয়াছেন। আমি মৎসর বশতঃ তাঁহাকে আপনার অনুগ্রহবলেই তিরস্কার করিয়াছি। হে মহেশ্বর! আমা অপেক্ষা কি আপনাতে তাঁহার অধিক ভক্তি? দেখুন; আপনা হইতে আমাদের দুই জনের সমানভাবে উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু আপনি বিষ্ণুর ভক্তির প্রভাবে তাঁহাকে যেমন অগ্রে অনুগ্রহ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকেও অনুগ্রহপূর্ব্বক অধিক শক্তি দান করুন। ২৩—৩৪। ব্রহ্মা এইরূপ প্রার্থনা করিলে, সেই ভগনেত্রঘাতী দয়ানিধি মহাদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া ব্রহ্মাকে সমগ্র দান করিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট সেই সর্ব্বাত্মশক্তি লাভ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ত্বরান্বিত হইয়া, বিষ্ণুর নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিলেন। পদ্মেক্ষণ বিষ্ণু ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে হেমরত্নশোভিত, আপনার ইচ্ছানুসারে নির্ম্মিত, সুধাসন্নিভ, দিব্য, শুভ্র বিমানোপরি অনন্তের দেহরূপ শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ চতুর্ভুজ, সুনির্ম্মিত এবং সকল প্রকার আভরণে ভূষিত। তাঁহার হস্তে শঙ্খ-চক্র, মূর্ত্তি অতি সৌম্য এবং মুখ চন্দ্র-বিম্বতুল্য। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন এবং মুখ প্রসন্ন ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত। তাঁহার পাদপদ্ম পৃথিবীর কোমল করপদ্মের স্পর্শে রঞ্জিত। তিনি যোগনিদ্রার বশীভূত হইয়া অমৃতের ন্যায় ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান। তিনি তমোগুণে কালরুদ্র নামে প্রসিদ্ধ, রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণে সর্ব্বগামী বিষ্ণু এবং নির্গুণ অবস্থায় মহেশ্বর। ব্রহ্মা সেই পুরুষকে দেখিয়া প্রগল্ভতার সহিত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—হে বিষ্ণো! তুমি প্রথমে যে আমাকে গ্রাস করিয়াছিলে, সেই আমিও তোমাকে গ্রাস করিব। মহাবাহু বিষ্ণু সেই ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া, ব্রহ্মাকে দেখিলেন এবং একটু হাস্য করিলেন;—এই অবসরে মহাত্মা ব্রহ্মা বিষ্ণুকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা আবার অক্লেশে আপনার ভ্রূমধ্য হইতে বিষ্ণুকে উৎপাদন করিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ ইন্দুভূষণ মহাদেব অমূর্ত্ত হইয়াও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহাদের শক্তি দেখিবার জন্য এবং তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেখানে ব্রহ্মা এবং নারায়ণ অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি সেই স্থানেই আগমন করিলেন। তখন তাঁহারা দুই জনে মহাদেবকে দেখিয়া প্রীত, ভীত হইলেন এবং কৌতুকবশে তাঁহার স্তব করত বহু সম্মানপূর্ব্বক দূর হইতে বহুবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। পিনাকধারী ভগবান্ মহাদেবও তাঁহাদের দুই জনকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দর্শন-পথেই অন্তর্হিত হইলেন। ৩৫—৪১।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—প্রতিকল্পে রুদ্রের আবির্ভাবের কারণ বলিতেছি; যাহা হইতে ব্রহ্মার বিচ্ছিন্ন সৃষ্টির পুনরারম্ভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডসম্ভব ব্রহ্মা প্রতিকল্পে প্রজা সৃজন করিয়া, প্রজার অবৃদ্ধি দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত এবং মূর্চ্ছিত হন। রুদ্রগণের অধিপ ভগবান্ কাল-স্বরূপ মহেশ্বর নীললোহিত রুদ্র, ব্রহ্মার সেই দুঃখশান্তির নিমিত্ত এবং প্রজাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করেন। তিনিই ভগবান্, ঈশ্বর, নীললোহিত, তেজোরাশি, অনাময়, আদি ও নিধন-রহিত, বিধাতা, ভূতগণের সংহর্ত্তা এবং বিভু। তিনি পরমৈশ্বর্য্য-সংযুক্ত পরমেশ্বর মহাদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত তাঁহার শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং তাঁহার চিহ্নে চিহ্নিত। সেই শিবের নামেই তাঁহার এক নাম; তাঁহার সমান রূপবান ও তাঁহার কার্য্য করিতে সক্ষম, শিবের সহিত তাঁহার তুল্য ব্যবহার এবং তাঁহার আজ্ঞার প্রতিপালক। তাঁহার প্রভা সহস্র আদিত্য-সদৃশ, মস্তক চন্দ্রকলায় ভূষিত; তিনি ভুজঙ্গের হার, কেয়ূর ও বলয় দ্বারা শোভিত এবং কটিতটে মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলা-যুক্ত। তিনি জলধর-নির্গতচন্দ্রের উজ্জ্বল কপালখণ্ডধারী এবং তাঁহার কেশ পিঙ্গলবর্ণ ও গঙ্গার তুঙ্গ তরঙ্গ দ্বারা অভিষিক্ত দর্পক্রীড়াসক্তিতে ভগ্ন, বৃষভদংষ্ট্র খুরে আকীর্ণ কৈলাস পর্ব্বত তাঁহার বাসভূমি এবং বাম-কর্ণ মণ্ডলীকৃত কুণ্ডলে শোভমান। মহাবৃষভ তাঁহার বাহন এবং মহাজলদের ন্যায় তাঁহার স্বর। মহানলের সমান তাঁহার তেজ এবং তিনি মহাবল পরাক্রমশালী। এইরূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর রূপশালী ব্রহ্ম-পুত্র রুদ্র ব্রহ্মাকে জ্ঞান দান করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করেন। সেই রুদ্র প্রতিকল্পে উৎপন্ন হইয়া সহায়তা করেন বলিয়া তাঁহার অনুগ্রহে প্রবাহরূপে প্রজাপতির প্রজাসৃষ্টির নিত্য বৃদ্ধি হয়। ১—১৩। কোন সময়ে সেই নীললোহিত বিভু রুদ্র, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজা সৃজনের নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া মন হইতে আপনার সদৃশ সমুদয় প্রজার সৃজন করিয়াছিলেন। তাহারা জটাজুটধারী, আতঙ্কশূন্য, নীলগ্রীবাশালী, ত্রিলোচন, জরামরণবর্জ্জিত এবং দীপ্তশূলধর। তাহারা একেবারে চতুর্

ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা, সেই সকল নানাবিধ রুদ্রকে দেখিয়া, স্বীয় পুত্র রুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে দেবদেবেশ! আপনাকে নমস্কার; আপনি এরূপ প্রজার সৃজন করিবেন না। আপনার মঙ্গল হউক, অন্যরূপ মরণশীল প্রজার সৃজন করুন। এইরূপে কথিত হইয়া, মহেশ্বর রুদ্র, হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—আমি ওরূপ সৃষ্টি করিব না; তুমি মরণশীল অশুভ প্রজার সৃজন কর। এই যে আমি মন হইতে মহাত্মা মহাবলদিগের সৃজন করিয়াছি, এই সকল সাত্ত্বিকেরা সর্ব্বদা আমার সহিতই ভ্রমণ করিবে। নিখিল ভূতের ঈশ্বর হর, ব্রহ্মাকে এই কথা বলিয়া, প্রজাসৃষ্টি হইতে আপনাকে নিবৃত্ত করিয়া, রুদ্রগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রুদ্র আর শুভ প্রজার সৃষ্টি করেন নাই। তিনি প্রলয় পর্য্যন্ত উর্দ্ধরেতা ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪—২১।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—যখন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মন হইতে সৃষ্ট প্রজাগণের আর বৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। যেহেতু প্রথমে ঈশ্বর হইতে নারীকুল নির্গত হয় নাই, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা প্রথমে মৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন নাই। অনন্তর অভীষ্টার্থ সম্পাদন বিষয়ে স্থির করিলেন যে, প্রজাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বরকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত; তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত এই সমুদয় প্রজার বৃদ্ধি হইবে না। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, ব্রহ্মা তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লোককর্ত্রী সূক্ষ্মতরা, বিশুদ্ধা, ভক্ত্যতিশয়-প্রাপ্যা, মনোহরা, অনন্তা, নির্গুণা, নিষ্প্রপঞ্চা, নিষ্কলা, উপপ্লব-শূন্যা, ঈশ্বরের সহিত অভিন্না, নিত্যা, সর্ব্বদা শিব-সমীপবর্ত্তিনী আদ্যা পরমা শক্তি, ব্রহ্মার মনে উদিত হইলেন। ব্রহ্মা সেই পরমা শক্তির সহিত হৃদয়ে ভগবান্ ত্র্যম্বকের ধ্যান করত উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই যোগযুক্ত ব্রহ্মার তীব্র তপস্যায় পিতা মহাদেব অচিরকালের মধ্যেই সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর আপনার এক অংশে কোন এক মূর্ত্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বয়ং মহাদেব অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। সেই অদ্বিতীয় অনির্দ্দেশ্য, অপুণ্যশীলগণের অদৃশ্য, সর্ব্বলোকের বিধাতা, সর্ব্ব-লোকেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বলোক-বিধায়িনী-শক্তি-সংযুক্ত, অপ্রতর্ক্য, অজ্ঞেয়, অমেয়, অজর, নিত্য, অচল, নির্গুণ, শান্ত, অনন্ত-মহিমার আস্পদ, সর্ব্বদ, সর্ব্বগত, সদসদ্ব্যক্তি-রহিত, সকল প্রকার উপমা-শূন্য, শরণ্য, তমোগুণ-রহিত, অব্যয় এবং শাশ্বত পরম দেবকে দেখিয়া, দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর কৃতাঞ্জলি-পুটে উত্থান করিয়া, ব্রহ্মা শ্রদ্ধা ও বিনয়-সম্পন্ন, সুসংস্কৃত, মনোহর, সমুদয় সত্য অর্থযুক্ত, বেদার্থ দ্বারা বৃংহিত, সূক্ষ্মার্থ-গোচর সূক্ত সকলের দ্বারা সেই দেব এবং দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। ১—১৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেব মহাদেব জয়েশ্বর মহেশ্বর! আপনার জয় হউক; হে সর্ব্বগুণ-শ্রেষ্ঠ! আপনার জয় হউক; হে সুরাধিপ! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে কল্যাণি প্রকৃতি! আপনি জয় লাভ করুন; হে প্রকৃতিনায়িকে! আপনার জয় হউক। হে প্রকৃতিদূরাদি! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে প্রকৃতি-সুন্দরি! আপনার জয় হউক। হে অমোঘ-মহামায়াশালিন্ মহাদেব! আপনার জয় হউক। হে অব্যর্থ-মনোরথ! আপনি জয় লাভ করুন। হে অমোঘ মহালীলা-শালিন্! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে অমোঘ-মহাবল! আপনার জয় হউক। হে বিশ্বজগন্মাতঃ! আপনার জয় হউক। হে বিশ্বজগন্ময়ি! আপনি জয় লাভ করুন। হে বিশ্বজগদ্ধাত্রি! আপনার জয়। হে বিশ্বজগৎসখি! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে নিত্যৈশ্বর্য্যশালিন্, নিত্য বস্তুর আশ্রয়, নিত্যাকার এবং নিত্যবস্তুকর্ত্তৃক অনুগত মহাদেব! আপনার জয় হউক। হে আত্মত্রয়-নির্ম্মাত্রি, আত্মত্রয়পালনি, আত্মত্রয়সংহর্ত্রি এবং আত্মত্রয়নায়িকে মহাশক্তি! আপনার জয় হউক। হে দর্শনাধীন-জগৎ-কারণের প্রসারক! হে অধম-নেত্রানল-দগ্ধ-কাম মহাদেব! আপনার জয় হউক। হে দেবাদি-অবিজ্ঞেয়-নিজসূক্ষ্মস্বরূপ-দর্শনোজ্জ্বলে! স্থূলাত্মশক্ত্যংশব্যাপ্ত-নিখিলচরাচরে দেবি! আপনার জয় হউক। হে দেব! আপনি নিখিল বিশ্বতন্ত্রকে অনেকরূপে আরোপিত করিয়াছেন এবং আপনার শ্রেষ্ঠ অনুচরসমূহ অসুরদিগের মস্তকে অবস্থান করে; আপনার জয় হউক। হে মাতঃ! আপনি আশ্রিত জনের রক্ষাবিধানে সুদক্ষা এবং সংসার-বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গমকে উন্মূলন করেন; আপনার জয় হউক। হে দেব! আপনি সামান্য-ঐশ্বর্য্য-মদমত্তদিগের শৌর্য্য বীর্য্য সকল বিনাশ করেন এবং আপনার শ্রেষ্ঠ বৈভব বিশ্বের বহির্ভূত; আপনার জয় হউক। ১৬—২৬। হে দেব! আপনি নিজোৎপাদিত পঞ্চভূতের ব্যবহারে পরব্রহ্মস্বরূপ; আপনার জয় হউক। হে দেবি! আপনি পঞ্চভূতবিজ্ঞান-সুধাস্রোতঃস্বরূপিণী; আপনি জয়যুক্ত হউন। হে দেব! আপনি এই অতি ভীষণ সংসার-রোগের বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদ্য স্বরূপ; আপনার জয় হউক। হে দেবি! আপনি অনাদি অজ্ঞানান্ধকার-রাশির চন্দ্রিকাসদৃশী; আপনি জয়যুক্ত হউন। হে ত্রিপুরের কালাগ্নিতুল্য মহেশ্বর! আপনার জয়। হে

ত্রিপুরভৈরবি মহেশ্বরি! আপনারও জয়। হে ত্রিগুণাতীত মহাদেব! জয়যুক্ত হউন। হে ত্রিগুণনাশিনি দেবি! জয় লাভ করুন। হে সর্ব্বজ্ঞ! প্রথম আপনার জয় হউক। হে সর্ব্বপ্রবাধিকে দেবি! আপনারও জয় হউক। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর! আপনি জয় লাভ করুন। হে অভীষ্টদায়িনি দেবি! আপনিও জয় লাভ করুন। হে দেব! আপনার সেই পরম ধামই কোথায় আর আমরা এবং আমাদের বচনই বা কোথায়! তথাপি [illegible] ভক্তিবশে আমি প্রলাপ করিতেছি মাত্র, আমাকে ক্ষমা করুন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা এইরূপ সূক্ত দ্বারা স্তব করিয়া, রুদ্র এবং রুদ্রাণীকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উদীরিত, এই অৰ্দ্ধনারীশ্বর নামক অতি পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ স্তোত্র শিব ও শিবার হর্ষবর্দ্ধনকারী। যে কোন ফল অভিলাষ করিয়া, এই স্তোত্র যে পাঠ করে, শিব ও শিবার প্রীতিহেতু সে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। সকল ভুবনের ভূতভাবন, জন্ম এবং বিনাশরহিত, নরনারী-মূর্ত্তিধারী শঙ্কর ও শঙ্করীকে আমি সর্ব্বদা প্রণাম করি। ২৭—৩৫।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—অনন্তর মহাদেব ঈশ্বর সুপ্রীত হইয়া, মহাজলদের ন্যায় নাদশালী, মধুর, গম্ভীর, বিশদ, শ্লক্ষ্ণবর্ণময়, প্রতিপদ-অর্থযুক্ত, রাজলক্ষণান্বিত, অশেষ-বিষয়ারম্ভের রক্ষা ও বিলয়ে দক্ষ, মনোহরতর, উদার ও মধুরস্মিতপূর্ব্ব বাক্য দ্বারা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে বৎস মহাভাগ ব্রহ্মন্! তুমি আমার পুত্র; আমি তোমার বাক্যের সমুদয় গৌরব জ্ঞাত আছি; তুমি এক্ষণে প্রজাদিগের বৃদ্ধির নিমিত্ত তপস্যা করিতেছ। তোমার এই তপস্যায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার অভিলষিত বর দান করিব। পরমোদার দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব, এই স্বাভাবিক মধুর বাক্য বলিয়া, আপনার শরীরের অংশ হইতে একটী দেবীর সৃজন করিলেন। যে দিব্যগুণ-শালিনী দেবীকে, ব্রহ্মবিদ্গণ, দেবশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা মহাদেবের পরমা শক্তি বলিয়া অভিহিত করেন; যে দেবীর জন্ম, মৃত্যু বা জরাদি নাই; যিনি ভবানী ও ভবের অঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে অপারক হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়; সেই দেবী যেন মহাদেবের শরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। যে দেবী আপনার মহিমা দ্বারা এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, সেই বিচিত্রা দেবী শরীরিণীর ন্যায় লক্ষিত হইয়াছিলেন। যে দেবী আপনার মায়ায় সমুদয় জগৎ বিমোহিত করেন, বস্তুতঃ জন্মশূন্যা সেই দেবী মহাদেবের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যাঁহার পরমভাব দেবতাদিগেরও গোচর নহে এবং যিনি সমুদয় অমরের ঈশ্বরী, তিনি আপনার স্বামী মহাদেবের অঙ্গ হইতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। সেই সর্ব্বলোক-মহেশ্বরী, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বগতা, সূক্ষ্মা, সদসদ্ব্যক্তিহীনা এবং আপনার সমুজ্জ্বল শরীরপ্রভায় সমুদয়-জগদ্ভাসিনী পরমেশানী দেবীকে দেখিয়া, ব্রহ্মা প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১—১৪।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সর্ব্বজগন্ময়ি দেবি! আমি মহাদেব কর্ত্তৃক প্রথমে সৃষ্ট হইয়া প্রজাসৃষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি এবং জগতের সৃজন করিতেছি। হে দেবি! আমি প্রথমে মন হইতে যে সকল দেবাদিকে উৎপাদিত করিয়াছি, তাহারা বারংবার সৃষ্ট হইয়াও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না। এই নিমিত্ত আমি এক্ষণে মৈথুনজন্য সৃষ্টি দ্বারা সমুদয় প্রজা-বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আপনা হইতে অক্ষয় নারীকুল উৎপন্ন হয় নাই; এই নিমিত্ত আমারও নারীকুল সৃজন করিতে শক্তি নাই। আপনা হইতেই সমুদয় শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত হে সর্ব্বগে! সর্ব্বত্র সকলের সর্ব্ববিধ শক্তিদায়িনি সুরেশ্বরি বরদাত্রি! আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, চরাচরের বৃদ্ধির নিমিত্ত এক অংশ দ্বারা আমার পুত্র দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করুন। বেদবক্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে যাচিত হইয়া, সেই দেবী আপনার ভ্রূমধ্য হইতে আত্মতুল্য প্রভাশালিনী একটী শক্তির সৃজন করিলেন। দেবদেব মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহার অভিলষিত সম্পাদন কর। সেই দেবী মহাদেবের সেই আজ্ঞা অবনত-মস্তকে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মার বচনানুসারে দক্ষের কন্যা হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মরূপিণী দেবী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাকে অতুল-শক্তি দান করিয়া মহাদেবের দেহে প্রবেশ করিলেন; মহাদেবও অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি এই সংসারে স্ত্রী-সম্ভোগ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং হে বিপ্রেন্দ্রগণ! মৈথুন দ্বারা প্রজাসৃষ্টিরও আরম্ভ হইল। দেবী আদ্যাশক্তি হইতে যেরূপে শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে, ভূতসৃষ্টি প্রসঙ্গে তাহা আমি তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এই কথা অতি পবিত্র, মধুর এবং ধনবৃদ্ধিকরী। যে প্রত্যহ দেবীর এই শক্ত্যুদ্ভব-কথার কীর্ত্তন করে, সে সমুদয় অভীপ্সিত প্রাপ্ত হয় এবং সৎপুত্র লাভ করে। ১৫—২৮।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—ঈশ্বর মহাদেব হইতে এইরূপ নিত্য ও শ্রেষ্ঠ শক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মা মৈথুনপ্রভবা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি স্বয়ং আপনার এক অর্দ্ধে নারী, অপর অর্দ্ধে পুরুষ হইলেন। তাঁহার যে অর্দ্ধে নারী হইয়াছিল, তাহার নাম শতরূপা। ব্রহ্মা অপর অর্দ্ধে যে বিরাট্ পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন. সেই বিরাট্ পুরুষ পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মনু নামে অভিহিত হন। সেই দেবী শতরূপা অতিদুঃসাধ্য তপস্যা করিয়া দীপ্তযশা মনুকেই ভর্ত্তৃরূপে প্রাপ্ত হন। শতরূপা মনুর ঔরসে দুই পুত্র প্রসব করেন; তাহার একটীর নাম প্রিয়ব্রত, অপরের নাম উত্তানপাদ। উক্ত দুই পুত্রও পুত্রবান্ হইয়াছিলেন। দম্পতীর ঐ দুই পুত্র ভিন্ন দুইটী কন্যাও হইয়াছিল, যাঁহারা এই সমুদয় প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী কন্যার নাম আকূতি, অপরটীর নাম প্রসূতি। স্বায়ম্ভুব মনু দক্ষকে প্রসূতি দান করিলেন এবং রুচি নামক প্রজাপতির সহিত আকূতির বিবাহ দিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র রুচির ঔরসে এবং আকূতির গর্ভে একটী মিথুন (স্ত্রী ও পুরুষ) উৎপন্ন হইল। পুরুষের নাম যজ্ঞ এবং স্ত্রীর নাম দক্ষিণ; তাঁহারা এই জগতের বর্দ্ধন করিলেন। প্রভাবশালী দক্ষ, স্বায়ম্ভুব-কন্যা প্রসূতির গর্ভে, চতুর্ব্বিংশতি লোকমাতা উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্ত্তি এই তেরটী দক্ষকন্যাকে, প্রভাবশালী ধর্ম্ম, পত্নীর জন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট একাদশ কনীয়সী সুলোচনা কন্যার নাম,—খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, ঊর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা। ইহাদিগকে যথাক্রমে ভৃগু, মহাদেব, মরীচি, অঙ্গিরা পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, অত্রি, বসিষ্ঠ, অগ্নি এবং পিতৃগণ আপন আপন পত্নীর জন্য গ্রহণ করিলেন। কাম হইতে যশ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ পুত্র, ধর্ম্মের শ্রদ্ধাদি ত্রয়োদশ পত্নীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা সকলে সুখদায়ী হইয়াছিল এবং হিংসার গর্ভে অধর্ম্মের যে পুত্র হইয়াছিল, তাহারা অতি দুঃখদায়ী হইয়াছিল। অধর্ম্মের পুত্রগণ নিকৃতি নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং সকলে অধর্ম্ম-লক্ষণযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের ভার্য্যা বা পুত্র হয় নাই; তাহারা সকলে নিয়মশূন্য হইয়াছিল। এই সৃষ্টির নাম তামস সর্গ; অধর্ম্ম উহার অধিনায়ক। ১—১৭।

পূর্ব্বে যে দক্ষের কন্যা এবং মহাদেবের পত্নী সতীর কথা বলা হইয়াছে, ঐ সতী ভর্ত্তৃনিন্দা শ্রবণ করিয়া, মন্যোৎপাদিত আপনার শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক বন্ধুজনের সহিত দক্ষ এবং দক্ষ-ভার্য্যাকে নিন্দা করিয়া, হিমালয়ের গৃহে মেনার গর্ভে পুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রুদ্র, সেই সতীকে দেখিয়া, আত্মতুল্য প্রভাশালী অসংখ্যাত রুদ্রগণের যেরূপে সৃজন করিয়াছেন, তাহা তোমাদিগের নিকট কথিত হইয়াছে। খ্যাতির গর্ভে ভৃগুর ঔরসে, নারায়ণের প্রিয় লক্ষ্মী এবং মন্বন্তর সময়ে বিচরণশীল ধাতা ও বিধাতা নামে দুই দেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ দুইজন দেবতার শত সহস্র পুত্র-পৌত্রাদি হইয়াছিল। তাহারা সকলে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সকলেই ভার্গব (ভৃগুবংশীয়) বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মরীচির পত্নী সম্ভূতি, পৌর্ণমাস নামে পুত্র প্রসব করেন আর চারিটী কন্যাও প্রসব করিয়াছিলেন; ঐ পুত্র ও কন্যার বংশ অতি বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের বংশেই সেই ব্রহ্মপুত্র কাশ্যপ ঋষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি দুইটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজনের নাম আগ্নীধ্র, অপরটীর নাম শরভ; এতদ্ভিন্ন আর চারিটী কন্যাও হইয়াছিল। ইহাদের সহস্র সহস্র পুত্র-পৌত্রাদি অতীত হইয়াছিল। পুলস্ত্যের ভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দত্ত নামে ঋষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, পূর্ব্বজন্মে ইনি অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁহার পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি সন্ততিগণ পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ক্ষমা, পুলহ নামক প্রজাপতির ঔরসে তিনটী পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদের নাম কর্দ্দম, আসুরীয় এবং সহিষ্ণু। ইঁহারা সকলে ত্রেতাগ্নিতুল্য তেজঃসম্পন্ন। ইঁহাদের সকলেরই বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্নতি, ক্রতুর ঔরসে ক্রতুতুল্য পুত্র সকল উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভার্য্যা বা পুত্র কিছুই ছিল না। তাঁহারা সকলে ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ষাট হাজার এবং তাঁহারা বালখিল্য নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সূর্য্য-সারথি অনূরুর সহিত সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করেন। অত্রির ভার্য্যা অনসূয়া অত্রির ঔরসে পাঁচ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রুতি নামে এক কন্যাও উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ শ্রুতি শঙ্খপদের মাতা ছিলেন। অত্রির পাঁচ পুত্রের নাম—সত্যনেত্র, হব্য, আপোমূর্ত্তি, শনৈশ্চর এবং সোম। এই পাঁচজন আত্রেয় নামে অভিহিত হন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সেই মহাত্মা আত্রেয়দিগের শত সহস্র পুত্র এবং পৌত্র অতীত হইয়াছিল। ঊর্জ্জার গর্ভে বসিষ্ঠের সাতটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সুমধ্যমা পুণ্ডরিকা তাহাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, সবন, অনয়, সুতপা এবং শুক্র এই সাতজন; ইঁহারা সপ্তর্ষি নামে বিখ্যাত। মহাত্মা বসিষ্ঠ-পুত্রদিগের নাম দ্বারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কত শত অর্ব্বুদ সংখ্যক [illegible] (বংশ) বিখ্যাত হইয়াছিল। ১৮—৩৬। যে [illegible] অতি সংক্ষেপে বা অতি বিস্তারপূর্ব্বক বলা যায় না বলিয়া

আমি এই সপ্তক ঋষিসর্গের কীর্ত্তন করিলাম। পূর্ব্বে যে ব্রহ্মার মানসপুত্র রুদ্র নামক বহ্নির বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাঁহার ভার্য্যা স্বাহা তিনটী অমিতৌজা পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম পাবক, পবমান এবং শুচি। অরণি-জন্ম অগ্নির নাম পবমান, বৈদ্যুত অগ্নির নাম পাবক এবং সূর্য্য তাপদান করিলে যে অগ্নি দৃষ্ট হয়, সেই সৌর অগ্নির নাম শুচি। পূর্ব্বোক্ত তিন জনের যথাক্রমে হব্যবাহ, কব্যবাহ এবং সহরক্ষা, এই তিনটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহারা আবার যথাক্রমে দৈব, পিত্র্য এবং আসুর বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের পুত্র এবং পৌত্রের সংখ্যা একোনপঞ্চাশৎ। তাহারা সকলেই কাম্য, নৈমিত্তিক এবং নিত্য, এই তিন প্রকার কর্ম্মে প্রয়োজনীয়। ইহারা সকলেই তপস্বী, সকলেই ব্রতধারী এবং সকলেই রুদ্রস্বরূপ ও রুদ্রপরায়ণ। অতএব যে কোন ব্যক্তি যে কিছু বস্তু অগ্নিমুখে অর্পণ করেন, সে সকল যে রুদ্রের উদ্দেশে দত্ত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অগ্নিদিগের এই যথাযথ নিশ্চয় করা হইল। অতঃপর অল্পবিস্তারে পিতৃদিগের কথা বলিব। ব্রহ্মা সকলের পিতা, এই নিমিত্ত তিনি যখন সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা হইতে বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহাদিগকে পিতৃ বলিয়া অভিহিত করে। যেহেতু স্থানাভিমানী পিতৃদিগের ছয় ঋতু আশ্রয়, এই নিমিত্ত ঋতুদিগকে পিতৃ নামে বিখ্যাত করা হয়; বৈদিক শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। যেহেতু ঋতুতে সমুদয় স্থাণু এবং জঙ্গম উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত বেদে আর্ত্তবগণকে 'পিতৃগণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপে ঋতুকালাভিমানী পিতৃদিগের ঋতুত্ব, আর্ত্তবত্ব এবং পিতৃত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই অভিমানী মহাত্মা পিতৃগণ সমুদয় মন্বন্তরে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আকাশ-সংলগ্ন হইয়া অবস্থান করেন। পিতৃগণ দ্বিবিধ,—প্রথম অগ্নিষ্বাত্তা, দ্বিতীয় বর্হিষদ্; তাঁহারা যথাক্রমে অযজ্বা ও যজ্বা নামে খ্যাত। তাঁহারা সকলেই গৃহমেধী। পিতৃগণের ঔরসে স্বধা লোক-বিশ্রুত দুইটী কন্যা প্রসব করেন;—একটীর নাম মেনা, অপরটীর নাম ধরণী; ইহাঁরা দুই জনে এই সমুদয় বিশ্ব ধারণ করিতেছেন। মেনা, অগ্নিষ্বাত্তাদিগের কন্যা এবং ধরণী বর্হিষদ্দিগের কন্যা। হিমালয় পর্ব্বতের পত্নী মেনা মৈনাক ও ক্রৌঞ্চপর্ব্বত এবং মহাদেবের অঙ্গালিঙ্গন-পাবনী গৌরী ও গঙ্গাকে প্রসব করিয়াছিলেন। সুমেরু পর্ব্বতের পত্নী ধরণী, দিব্যৌষধি-সমন্বিত এবং বিচিত্র-সুন্দর-কন্দরযুক্ত মন্দর পর্ব্বতকে প্রসব করিয়াছিলেন। ৩৭—৫৪। সেই সুমেরুর পুত্র শ্রীমান্ মন্দর পর্ব্বত তপোবলে সাক্ষাৎ শ্রীকণ্ঠনাথ মহাদেবের আবাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ ধরণী পুনর্ব্বার আর তিনটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম বেলা, নিয়তি এবং আয়তি। আয়তি এবং নিয়তি ইহাঁরা দুই জন পূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভৃগুপুত্রদ্বয়ের পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন. তাঁহাদের বংশ কীর্ত্তন করিয়াছি। বেলা, সাগরের ঔরসে আপনার সবর্ণ, প্রাচীনবর্হিষের পত্নী সামুদ্রী নাম্নী কন্যাকে প্রসব করিয়াছিলেন। সামুদ্রী, প্রাচীনবর্হিষের ঔরসে দশটী পুত্র প্রসব করেন। তাহারা সকলে প্রাচেতস নামে বিখ্যাত এবং ধনুর্ব্বেদে পারগ। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের দক্ষ, পূর্ব্বে মহাদেবের শাপে চাক্ষুষ-মনুর অন্তরে ইহাঁদের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি, ব্রহ্মার পুত্র ধর্ম্মাদির এই সকল দিব্য এবং দেবগণান্বিত বংশ অনতি সংক্ষেপে এবং অনতি বিস্তারে কীর্ত্তন করিলাম। ইহারা সকলে ক্রিয়াবান্, প্রজাবান্ এবং মহাসমৃদ্ধি দ্বারা অলঙ্কৃত। প্রজাপতি হইতে সমুৎপন্ন এই প্রজাদিগের সন্নিবেশ কোটিশত বর্ষেও গণনা করা যায় না। পৃথিবীতে রাজাদিগের পবিত্র বংশও দুই প্রকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে;—একটীর নাম চন্দ্রবংশ এবং অপরের নাম সূর্য্যবংশ। ইক্ষাকু, অম্বরীষ, যযাতি এবং নহুষ প্রভৃতি যে সকল রাজা পুণ্যশ্লোক নামে প্রসিদ্ধ, উহাঁরাও ঐ বংশ হইতে উৎপন্ন। আরও অনেক বিবিধ বীর্য্য ও পরাক্রমশালী রাজর্ষিগণ ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আর সে পুরাতন কথার যথাক্রম কথনে ফল কি? আরও দেখ, ঈশ্বরের কথার প্রসঙ্গে যেখানে সেখানে অপর বিষয়ের কীর্ত্তন পণ্ডিতগণের সম্মত নহে, এইজন্য আমি অনেক বলিতে উৎসাহ করি না। ঈশ্বর-কথার প্রসঙ্গে তাঁহার প্রভাবদ্যোতন করিবার নিমিত্ত সৃষ্টি-আদির বিষয় যতটুকু বলা আবশ্যক, ততটুকুই বলা উচিত। বিস্তর বলিবার প্রয়োজন নাই। ৫৫—৬৮।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—দক্ষের কন্যা দেবী দক্ষোৎপাদিত শরীর ত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত হিমালয়ের পুত্রী হইয়া মেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? মহাত্মা দক্ষ, কি নিমিত্তই বা রুদ্রের নিন্দা করিয়াছিলেন এবং কি কারণে মহাদেবই বা নিন্দিত হইয়াছিলেন? হে মারুত! মহাদেবের শাপে চাক্ষুষ-মনুর অন্তরে দক্ষই বা কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এ সকল বিষয় আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। বায়ু বলিলেন,—আপনারা, লঘুচেতা দক্ষের প্রমাদ ও পাপহেতু সঞ্জাত সর্ব্ব অমরের বিদূষণ ব্যাপার শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কোন সময়ে

অখিল সুর, অসুর, সিদ্ধ এবং মহর্ষিগণ মহাদেবকে দেখিবার নিমিত্ত হিমালয়ের শিখরদেশে গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর, হে দ্বিজগণ! দেব এবং দেবী দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া, সেই দর্শনার্থী দেবাদিকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই অবসরে দক্ষও অমরগণের সহিত আপনার জামাতা হর এবং আপনার কন্যা সতীকে দেখিতে সেই স্থানে গমন করিয়াছিল। দেবী পরমাত্ম-স্বরূপিণী, এইজন্য (তাঁহার সকলেই সমান) দক্ষ আসিলেও অন্য দেবতা অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন তিনি করিলেন না। দক্ষ দেবীর প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে নাই, কেবল আমার কন্যা এইরূপ ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া কন্যার প্রতি বৈরিভাবাপন্ন হইল। দক্ষ, যজ্ঞ-দীক্ষিত হইয়া নিয়তিবশেই, সেই বৈরপ্রযুক্ত বিদ্বেষে শিবকে আহ্বান করিল না; কিন্তু অন্য জামাতাদিগকে আহ্বান করিয়া যথাক্রমে প্রত্যেককে প্রচুর পূজা করিল। ১—১১। রুদ্রাণী, নারদ-মুখে পিতৃভবনে তাঁহাদের সমাগম-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, রুদ্রকে বলিয়া তথায় যাত্রা করিলেন। অনন্তর সমীপানীত সুলক্ষণ-সম্পন্ন মনোহর সুখারোহ সর্ব্বত্রগামী বিমানে দেবী আরোহণ করিলেন। বিমানের দীপ্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, বিচিত্র রত্ন তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে, মুক্তাময় উত্তম চন্দ্রাতপ এবং বিবিধ মাল্যে তাহা অলঙ্কৃত। বিমানের নির্য্যূহ তপ্তকাঞ্চন-মনোহর, শত শত রত্নস্তম্ভ বিরাজমান, সোপানাবলী হীরক-খচিত এবং তোরণ বিদ্রুমমণি-নির্ম্মিত। সেই বিমান—পুষ্পপট্ট, বিচিত্র রত্নাসন, হীরকজাল এবং অচ্ছিদ্র মণিময় কুট্টিমে বিরাজিত। মহাবৃষভ-চিহ্নযুক্ত মণিদণ্ড-সম্মিলিত শুভ্রপতাকা—বিমানের শিরোভাগ শোভিত করিতেছে। রত্নকঞ্চুকধারী, বেত্রপাণি, দুর্দ্ধর্ষ গণাধিপতিগণ বিমানের দ্বারদেশে অধিষ্ঠিত। আর মৃদঙ্গ-বীণা-বেণু তাল গান-বিশারদ বহু রমণীগণ সেই বিমানে ছিলেন। মহাদেবী প্রিয় সখীগণের সঙ্গে সেই বিমানে আরোহণ করিলেন। হীরক-দণ্ড-সম্পন্ন মনোহর চামর ব্যজন লইয়া দুই জন রুদ্রকন্যা দেবীকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তখন সেই চামরদ্বয় মধ্যগত দেবী-বদন, পরস্পর যুদ্ধাসক্ত হংসদ্বয়ের মধ্যস্থিত পদ্মের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল। প্রেমময়ী সখী সুমালিনী তাঁহার চূড়োপরি মুক্তাখচিত সুধাংশু-সন্নিভ ছত্র ধারণ করিলেন। সেই উজ্জ্বল ছত্র, চন্দ্রের উপর বর্ত্তুল অমৃতভাণ্ডের ন্যায়, দেবীর বদনমণ্ডলোপরি শোভিত হইল। স্মিতমুখী সখী শুভাবতী, অগ্রে বসিয়া অক্ষ-ক্রীড়া দ্বারা পার্ব্বতীর সন্তোষ সাধন করিতে লাগিলেন। সখী সুযশাঃ দেবীর রত্নময় পাদুকাযুগল স্তনমধ্যে রাখিয়া দেবীর সেবা করিতে লাগিলেন। কাঞ্চনবর্ণা এক সহচরী দীপ্ত দর্পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২—২৬। আর কেহ তালবৃন্ত, কেহ তাম্বূল-পেটিকা (ডিবিয়া) এবং কোন সহচরী ক্রীড়া-শুকপক্ষী হস্তে করিয়া ছিলেন। কোন সখী, মনোহর সুরভি পুষ্প, কোন কমল-লোচনা আভরণাধার এবং কেহ পুষ্পযুক্ত, পাত্রস্থিত অনুলেপন-দ্রব্য ধারণ করিয়াছিলেন। অন্য সুলোচনাগণ, যথাযোগ্য ভাবে উচিত-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করত মহাদেবীর সেবা করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরী, নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে শারদী শশিকলার ন্যায়, সেই সখীগণমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তার পর শঙ্খধ্বনি হইলে, মহানাদ-সম্পন্ন যাত্রিক পটহ বাদিত হইল। তালশব্দ সহ মধুর বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, অনাহত শত শত কাহল বাদ্য বাজিতে লাগিল। মহেশ-সম-তেজা অস্ত্রধারী সহস্র শত এবং অষ্টসংখ্যক গণাধ্যক্ষগণ সম্মুখে যাইতে লাগিলেন; তন্মধ্যে গজারূঢ় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বৃষারূঢ়, দেব-বন্দিত, শ্রীমান্, শিবের আনন্দ-বিধায়ক গণপতি গমন করিতে লাগিলেন। ২৭—৩৪। আকাশে মধুর স্বরে দেব-দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল, মুনি সকল নাচিতে লাগিলেন। সিদ্ধ-যোগিগণ আমোদিত হইলেন এবং মেঘগণ বিমানের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর পথে দেবগণ এবং অপরাপরের সহিত মিলিত হইয়া মহেশ্বরী, ক্ষণকাল মধ্যে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দক্ষ অতিশয় কুপিত হইল এবং আপনার বিনাশের নিমিত্ত তাঁহাকে পূজা না করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীদিগকে পূজা করিতে লাগিল। তখন শশিমুখী দেবী অম্বিকা সভাস্থিত পিতাকে অব্যগ্রভাবে যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—হে পিতঃ! ব্রহ্মা হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত যে দেবের আজ্ঞাকারী, সম্প্রতি সেই দেবকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন না। সে যাহা হউক, আমি জ্যেষ্ঠা, আমার পূজা না করিয়া কেন এই লোক-গর্হিত কনিষ্ঠাগণের পূজা করিতেছেন? দেবী কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া দক্ষ ক্রোধে অমর্ষ সহকারে তাঁহাকে বলিল,—তোমার কনিষ্ঠাগণ তোমা হইতে শ্রেষ্ঠা ও বরিষ্ঠা, এই নিমিত্ত আমি তাহাদিগের পূজা করিতেছি এবং উহাদের ভর্ত্তৃগণ সর্ব্বদা আমার সমাদরের পাত্র; তোমার ভর্ত্তা ত্র্যম্বক অপেক্ষা তাহারা অধিক গুণবান্। ৩৫—৪৪। পিতার এই কথা শুনিয়া দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া সভাস্থিত সকলের সমক্ষে পিতা দক্ষকে বলিলেন,—হে দক্ষ! এ পর্য্যন্ত যাঁহার কোনরূপ নিন্দা হয় নাই, সেই সাক্ষাৎ লোকমহেশ্বর আমার ভর্ত্তার প্রতি তুমি অকারণে দুষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। বিদ্যাচোর, গুরুদ্রোহী এবং বেদ ও ঈশ্বরের নিন্দাকারী—এই সকল পাপী মহাদণ্ডার্হ ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত সেই দেব মহেশ্বর হইতে অচিরে তোমার এই অত্যুৎকট পাপের দণ্ড

দণ্ড হইবে। তুমি যেহেতু দেবদেব ত্র্যম্বকের পূজা করিলে না, এই কারণেই তোমার এই দুষ্ট কুল নষ্ট হইবে, ইহা স্থির জানিও। সেই অব্যয়া সতী রুষ্ট হইয়া পিতাকে এইরূপ বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তদুৎপাদিত শরীর ত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ হিমালয় পর্ব্বত পূর্ব্বে তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই তপস্যার পুণ্যফল লাভ করিলেন। সেই তপঃপ্রভাবেই পরমেশ্বরী সেই পর্ব্বতেশ্বরকে অনুগ্রহ করিলেন এবং আপনার যোগমায়ায় মুগ্ধ হইয়া ইচ্ছাক্রমে তাঁহাকে পিতা করিলেন। যখন সতী দক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, সেই সময়ে মন্ত্রেরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তিরোহিত হইলেন; সুতরাং যজ্ঞও বিনষ্ট হইল। ত্রিপুর-মর্দ্দন মহাদেব দক্ষালয় হইতে দেবীর গমন শ্রবণ করিয়া, দক্ষ ও ঋষিগণের উপর কুপিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন,—হে দক্ষ! যেহেতু তুমি আমার জন্য সেই নিষ্পাপাত্মা সতীকে অপমানিত করিয়াছ এবং অপরাপর দুহিতাদিগকে ভর্ত্তৃগণের সহিত সম্মানিত করিয়াছ, এই কারণে বৈবস্বত মন্বন্তরে তোমার এই জামাতৃগণ ব্রহ্মযজ্ঞে সকলে একেবারে অযোনিজ হইয়া উৎপন্ন হইবে এবং তুমিও চাক্ষুস মনুর বংশে প্রাচীন-বর্হিষের পৌত্র ও প্রচেতাদিগের পুত্র মনুষ্য-রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। হে দুর্ম্মতে! আমি তখনও তোমার ধর্ম্মার্থযুক্ত কর্ম্মে বারংবার বিঘ্ন আচরণ করিব। অমিততেজা রুদ্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া দক্ষ স্বায়ম্ভুব শরীর পরিত্যাগ করিয়া দুঃখিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। তাহার পর চাক্ষুষ-মনুর সময়ে দক্ষ, প্রাচীন-বর্হিষের পৌত্র এবং প্রচেতাদিগের পুত্র প্রাচেতস নামে জন্মগ্রহণ করিলেন। ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণও বৈবস্বত-মনুর সময়ে ব্রহ্মার যজ্ঞে বারুণ শরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর বৈবস্বত-মনুর সময়ে দুরাত্মা দক্ষ ধর্ম্মার্থে প্রবৃত্ত হইলে মহাদেব তাহার বিঘ্ন করিয়াছিলেন। ৪৫—৬২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—কিরূপে দুরাত্মা দক্ষ ধর্ম্মার্থ প্রবৃত্ত হইলে, মহাদেব তাহার বিঘ্ন করিয়াছিলেন, ইহা শুনিতে আমরা ইচ্ছা করি। বায়ু বলিলেন,—হিমালয় পর্ব্বত তপস্যা-প্রভাবে বিশ্বজগন্মাতার পিতৃভাব প্রাপ্ত হইয়া মুদিত হইলে এবং হিমালয়ের শিখরবাসী মহাদেবও পুনরায় তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বহুকাল অতীত করিলে, বৈবস্বত মন্বন্তর প্রাপ্ত হইল। তখন প্রাচেতস দক্ষ স্বয়ং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অনন্তর ঋষি ও সিদ্ধগণ-নিষেবিত গঙ্গার উৎপত্তিভূমি হিমালয়ের শুভ পৃষ্ঠদেশে দক্ষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। শক্রপ্রভৃতি সমুদয় দেবগণ সমাগত হইয়া তাহার সেই যজ্ঞে গমনের নিমিত্ত বুদ্ধি করিয়াছিলেন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, সোমপগণ, পিতৃগণ, আজ্যপগণ, ধূমপগণ, অশ্বিনী-কুমার এবং অপরাপর মহর্ষিগণ—ইঁহারা সকলে বিষ্ণুর সহিত যজ্ঞভাগার্থী হইয়া সেই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। সমুদয় দেবগণ মহাদেবকে পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিতেছেন দেখিয়া মহর্ষি দধীচি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দক্ষকে বলিয়াছিলেন,—যে মনুষ্য অপূজ্যদিগের পূজা করে এবং পূজ্যগণের পূজা না করে, সে মহৎ পাপ প্রাপ্ত হয়; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেখানে অসতের সম্মান এবং সতের অবমাননা হয়, সেই স্থানে দৈবকৃত দারুণ দণ্ড সদ্যঃ পতিত হয়।১—১১। বিপ্রর্ষি দধীচি এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার দক্ষকে বলিলেন,—সেই জগতের প্রভু এবং পূজ্য পশুপতিকে কি নিমিত্ত পূজা করিতেছ না? দক্ষ বলিল,—আমার জ্ঞাত অনেক শূলধারী কপর্দ্দী রুদ্র আছে, তাহাদের সংখ্যা একাদশ; তদ্ভিন্ন অপর মহেশ্বরকে জানি না। দধীচি বলিলেন,—এই সকল রুদ্র বা অপর দেবতাকে যজ্ঞে পূজা করিয়া কি ফল? কারণ, তুমি এই যজ্ঞের রাজা রুদ্রের পূজা করিতেছ না। যে অব্যয় প্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্রষ্টা; ব্রহ্মা হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত যাঁহার ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেয়; যিনি প্রকৃতির পর এবং পুরুষেরও পর; যিনি যোগশাস্ত্র-বিশারদ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা চিন্তিত হন; যিনি অক্ষর, অসৎ, ও সদসৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ; যাঁহার আদি, মধ্য ও নিধন নাই; যিনি অপ্রতর্ক্য ও সনাতন; যিনি স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, ভর্ত্তা এবং মহেশ্বর;—তিনি ভিন্ন এই যজ্ঞে আর কাহাকেও শুভকর বলিয়া বিবেচনা করি না। দক্ষ বলিল,—এই যজ্ঞের অধিপতি অপ্রতিম বিষ্ণু, আমি বিধিমন্ত্রপূত সমুদয় আহবনীয় হবি সুবর্ণপাত্রে রক্ষা করিয়া সেই প্রভুকেই, শ্রেষ্ঠ ভাগ বিভাগ করিয়া দিতেছি। দধীচি বলিলেন,—ওহে দক্ষ! যেহেতু তুমি সর্ব্বদেবেশ্বর রুদ্রের আরাধনা কর নাই, এই কারণেই তোমার এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না। মুনিসত্তম দধীচি ক্রোধের সহিত এই কথা বলিয়া নির্গত হইয়া আপনার আশ্রমে গমন করিলেন। দধীচি নির্গত হইলেও ভাবী অনর্থ অবশ্য ঘটিবে বলিয়াই দেবগণ দক্ষকে ত্যাগ করিলেন না। ১২—২২। এই অবসরে মহাদেবী ঈশ্বরের মুখ হইতে সকল সংবাদ অবগত হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে উত্তেজিত করিলেন। তখন

মহাদেব দেবীকর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে বীরভদ্র নামক প্রবল পরাক্রান্ত একটী গণাধিপতির সৃষ্টি করিলেন। ঐ বীরভদ্র দীপ্তিশীল হইয়াছিলেন; তাঁহার মুখ এবং চক্ষু হাজার হাজার হইয়াছিল; তিনি সহস্র মুদ্গর, সহস্র শর এবং দীপ্ত কার্ম্মুকধারী; তাঁহার হস্তে শূল, টঙ্ক এবং গদাও ছিল; তাঁহার অপর হস্তে চক্র ও বজ্রও ছিল; অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা তাঁহার শিরোদেশ ভূষিত ছিল; বজ্র দ্বারা তাঁহার হস্ত প্রদ্যোতিত হইয়াছিল; তাঁহার কেশ সকল বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতেছিল; তাঁহার দন্ত অতি করাল, মুখ ও উদর অতি মহৎ; তাঁহার জিহ্বা বিদ্যুতের মত, ওষ্ঠ লম্বমান, শব্দ মেঘ ও সাগরের ন্যায় গম্ভীর এবং পরিধানে রুধিরস্রাবকারী ব্যাঘ্রচর্ম্ম; তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় দুই গণ্ডে সংলগ্ন হইয়া মণ্ডলাকারে শোভিত এবং মস্তক শ্রেষ্ঠ-দেবগণের মুণ্ড-মালাবলিতে বেষ্টিত; তাঁহার অঙ্গ শব্দায়মান নূপুর, কেয়ূর ও মহা সুবর্ণে ভূষিত এবং বক্ষঃস্থল রত্নরাশির উজ্জ্বল কিরণে সংদীপ্ত ও শ্রেষ্ঠ হার দ্বারা আবৃত; তাঁহার বিক্রম মহাশরভ, শার্দ্দূল ও সিংহের সদৃশ, আর তাঁহার চলন শ্রেষ্ঠ মত্ত হস্তীর গমনের ন্যায় মন্থর; তাঁহার প্রভা শঙ্খ, চামর, কুন্দ, ইন্দু ও মৃণালের মত—সুতরাং তাঁহার দেহ, তুষারাচ্ছন্ন জঙ্গম অদ্রিরাজের ন্যায় দৃশ্যমান; তাঁহার চারিদিকে অগ্নিশিখার ন্যায় তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইতেছিল এবং প্রদীপ্ত মুক্তাময় ভূষণে অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, তাহাতে স্বীয় তেজোরাশিতে দেদীপ্যমান প্রলয়কালীন অগ্নির মত বোধ হইতেছিল। অনন্তর সেই গণেশ্বর জানুদ্বয় পৃথিবীতে সংলগ্ন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক মহাদেবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সেই বীরভদ্র আপনার কর্ম্মের সাক্ষী এবং আপনার সহিত গমন করিবার জন্য ক্রোধ দ্বারা ভদ্রা নাম্নী মহেশ্বরী ভদ্রকালীর সৃজন করিলেন। তখন শঙ্কর কালাগ্নিসন্নিভ বীরভদ্রকে ভদ্রকালীর সহিত অবস্থিত দেখিয়া "মঙ্গল হউক" এই কথা বলিলেন। বীরভদ্র দেবী সহিত মহাদেবকে নিবেদন করিলেন,—হে মহাদেব! আমি কি কার্য্য করিব, আজ্ঞা করুন। অনন্তর ত্রিপুরহন্তা মহাদেব পার্ব্বতীর প্রিয় করিবার অভিপ্রায়ে অতি উচ্চৈঃস্বরে মহাবাহু বীরভদ্রকে বলিলেন,—হে গণেশ্বর! তুমি ভদ্রকালীর সমভিব্যাহারে আছ, অতএব সদ্যঃ প্রাচেতস দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ কর; এই তোমার কার্য্য। হে গণেশান! আমিও এই পার্ব্বতীর সহিত রম্য আশ্রমের সমীপে অবস্থান করিয়া, তোমার সেই দুঃসহ বিক্রম দর্শন করিব।২৩—৪০। সুবর্ণশৃঙ্গ পর্ব্বতের গঙ্গাদ্বার-সমীপে কনখলে যে সকল মেরু-মন্দর-সদৃশ বৃক্ষ আছে, সেই প্রদেশে সম্প্রতি দক্ষের যজ্ঞ হইতেছে। তুমি সহসা সেই যজ্ঞের বিঘ্ন কর, বিলম্ব করিও না। মহাদেব এই কথা বলিলে পর, হিমালয়কন্যা দেবী, ধেনু যেমন আপনার বৎসকে দেখে, সেইরূপ ভদ্র ও ভদ্রাকে দেখিয়া এবং ষড়াননের ন্যায় মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া অতি মধুর স্বরে ঈষৎ হাস্য করত মধুর বাক্যে বলিলেন,—হে বৎস! মহাবল পরাক্রম মহাভাগ ভদ্র! তুমি আমার প্রিয় করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব আমার দুঃখ দূর কর। দক্ষ বৈরভাবে যজ্ঞেশ্বরকে নিমন্ত্রণ না করিয়া যজ্ঞকর্ম্মে রত হইয়াছে, অতএব তুমি গণেশ্বরের সহিত তাহার সেই যজ্ঞভঙ্গ কর। হে বৎস ভদ্র! তুমি আমার আজ্ঞায় ভদ্রার সহিত যজ্ঞলক্ষ্মীকে অলক্ষ্মী করিয়া যজমানকে নিহত কর। সেই বিচিত্রকর্ম্মা শিব এবং শিবার সমুদয় আজ্ঞা মালার মত মস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক, বীরভদ্র তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর দেবীর দুঃখনাশক শ্মশানবাসী বীরভদ্ররূপী ভগবান্ মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার রোমকূপ হইতে রোমজ নামক কতকগুলি গণেশ্বরের সৃজন করিলেন এবং দক্ষিণ-বাহু হইতে শতকোটি গণেশ্বরের সৃজন করিলেন। তিনি বাম-বাহু হইতে রুদ্রসদৃশ, বীর্য্য ও পরাক্রমশালী, ভয়ঙ্করদর্শন, ভীষণকার্য্যকারী কতকগুলি সপত্নীক সর্ব্বতোভদ্রের সৃজন করিলেন। এইরূপে তিনি পাদ, উরুদেশ পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, মুখ, গলদেশ, গুহ্য, গুল্ফ, শিরোমধ্য, কণ্ঠ, আস্য এবং উদর হইতে সেইরূপ গণেশ্বরের সৃজন করিলেন। ৪১—৫২। তখন সেই বীরভদ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভদ্র নামক গণেশ্বরগণ দ্বারা আকাশের ছিদ্র এবং নিখিল জগৎ আচ্ছাদিত হইল। তাহারা সকলেই সহস্রহস্ত এবং সহস্র-আয়ুধধারী; সকলেই রুদ্রের অনুচর এবং রুদ্রতুল্য পরাক্রমশালী। তাহারা সকলেই শূল, শক্তি, গদা, টঙ্ক, উপল এবং শিলাধারী; সকলেই কালাগ্নিরুদ্রসদৃশ ত্রিনেত্র এবং জটাধারী। সেই শত শত বীরভদ্রজাত রুদ্রগণ সিংহোপরি আরূঢ় হইয়া আকাশে উৎপতিত হইল এবং মেঘের মত গর্জ্জন করিতে লাগিল। ভগবান্ বীরভদ্র সেই ভদ্রগণে পরিবৃত হইয়া, কালানলশতে পরিবৃত কাল-ভৈরবের ন্যায়, শোভা পাইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে বৃষভধ্বজ ভগবান্ বীরভদ্র বৃষভোপরি আরোহণ করিয়া, শ্বেত-মেঘারূঢ় মহাদেবের ন্যায়, গমন করিতে লাগিলেন। বীরভদ্র সেই বৃষভোপরি আরোহণ করিলে ভসিতপ্রভ নামক গণেশ্বর এক হস্তে শ্বেত চামর এবং অপর হস্তে মুক্তাময় ছত্র ধারণ করিল। তৎকালে সেই ভসিতপ্রভ গণেশ্বর বীরভদ্রের পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া বিশ্ব-জগদ্গুরুর পার্শ্বস্থিত হিমাচলের মত শোভা পাইয়াছিল। সেই শুভ্রবর্ণ সৌম্য শ্বেত-চামর-হস্ত ভসিতপ্রভ দ্বারা বীরভদ্রও, সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায়, শোভিত হইয়াছিলেন। মহাতেজা ভানুকম্প নামক অপর

গণাধিপ বীরভদ্রের অগ্রে হেমরত্ন ভূষিত শুভ্র শ্বেতশঙ্খ বাজাইয়াছিল। আকাশে দেব-দুন্দুভি সকল মিলিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল এবং মেঘেরা তাঁহার মস্তকে শত শতবার পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিল। পথে প্রফুল্ল মধুগর্ভ পুষ্পের গন্ধবাহী বায়ু অনুকূল মার্গে বহন করিতে লাগিল। অনন্তর সমুদয় মত্ত গণেশ্বরগণ যুদ্ধ করিবার জন্য আপনাদিগের পরাক্রমে উদ্ধত হইয়া নৃত্য করিতে, আনন্দ করিতে, সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে, হাসিতে, পরস্পর সম্ভাষণ করিতে এবং গান করিতে লাগিল। রুদ্রগণের মধ্যস্থিত ত্র্যম্বক অম্বিকার সহিত যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হন, অনন্তর ভদ্রগণের মধ্যস্থিত বীরভদ্র ভদ্রার সহিত তাদৃশ শোভিত হইয়াছিলেন। মহাবাহু বীরভদ্র পার্ব্বতীর অনুগমন করত ক্ষণকালের মধ্যে দক্ষের হিরণ্ময় যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিলেন। রুদ্র যেমন প্রলয়-কালে দহন করিতে ইচ্ছা করিয়া জগতের মধ্যে প্রবেশ করেন, গণপ্রধান বীরভদ্রও সেইরূপ দক্ষের প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ৫৩—৬৮।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—অনন্তর বীরভদ্র বিষ্ণুপুরঃসর অমিত-তেজা দেবগণের বিচিত্র ধ্বজা ও মণ্ডপাদি-সমন্বিত মহাযজ্ঞ দর্শন করিলেন। ঐ যজ্ঞে শোভন দর্ভ সকল ঋজুভাবে সংস্তীর্ণ ছিল, অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইতেছিল এবং যজ্ঞভূমি সমুজ্জ্বল কাঞ্চনময় যজ্ঞপাত্রে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এই যজ্ঞে যজ্ঞকর্ম্ম-পটু যথাযোগ্য কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদোক্ত বিধি অনুসারে বহুবিধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ঐ যজ্ঞ-স্থলে সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনা ও অপ্সরোগণ উপস্থিত হইয়াছিল; বেণু বীণা প্রভৃতির শব্দ এবং অত্যুচ্চ বেদধ্বনি হইতেছিল। প্রতাপবান্ বীর-শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ দেখিয়া অতি গম্ভীর স্বরে সিংহনাদ করিলেন। তাহার পর অন্যান্য গণেশ্বরগণ সেই যজ্ঞস্থলে, যেন আকাশ পূরিত করিয়া, সাগর-শব্দ অপেক্ষাও প্রবল মহান্ কিলকিলা শব্দ করিয়া উঠিল। সমুদয় দেবগণ সেই মহৎ শব্দে ভীত হইয়া অতি ত্রস্তভাবে বসন-ভূষণ খসাইয়া ফেলিতে ফেলিতে চারিদিকে দৌড়িতে লাগিলেন। দেবগণ সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন,—একি! সুমেরু-পর্ব্বত কি ভিন্ন হইয়াছে, অথবা পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে! অকস্মাৎ ইহা কি উপস্থিত হইল!! যেমন গহন বনে মৃগেন্দ্রদিগের শব্দ শুনিয়া গজেন্দ্রগণ ভয়ে প্রাণত্যাগ করে, ঐ শব্দ শুনিয়া দেবতাদিগের মধ্যেও কাহার কাহার সেইরূপ দশা হইল। পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইল; পৃথিবী কাঁপিল; বায়ু সকল ঘুরিতে লাগিল; মহাসমুদ্র ক্ষোভ প্রাপ্ত হইল; অগ্নি দীপ্তি শূন্য হইল; সূর্য্য প্রভাহীন হইলেন; গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারাগণ অপ্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সময়ে মহাবীর বীরভদ্র ভদ্রগণ ও ভদ্রার সহিত সেই উজ্জ্বল যজ্ঞ-বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দক্ষ মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইয়াও বাহিরে অবিচলিত ভাব প্রকাশ করিয়া ক্রুদ্ধের ন্যায় বলিল,—কে হে তুমি, এখানে কি দেখিতেছ? মহাতেজা বীরভদ্র দুরাত্মা দক্ষের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক যেন ঈষৎ হাস্য করিয়াই দক্ষ, দেবগণ ও ঋত্বিক্‌গণের দিকে দৃষ্টিপাত করত মেঘের ন্যায় গম্ভীর-স্বরে অবিচলিত ভাবে এইরূপ অর্থগর্ভ এবং উচিত বাক্য বলিলেন,—আমরা সকলে সেই অমিততেজা মহাদেবের অনুচর, যজ্ঞভাগ-প্রার্থী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি,; আমাদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান কর। যদি এই যজ্ঞে আমাদিগের নিমিত্ত উচিত ভাগ রক্ষিত না হইয়া থাকে, তবে না রাখিবার কারণ নির্দ্দেশ কর; নতুবা দেবগণ আমার সহিত যুদ্ধ করুন। ১—১৭। বীরভদ্র এই কথা বলিলে, দক্ষপ্রমুখ দেবগণ বলিলেন,—মন্ত্রগণ! তোমরা ইহার মীমাংসা কর, আমরা অক্ষম। (ইহা শুনিয়া) মন্ত্রেরা বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের চিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়াছে, যেহেতু তোমরা যজ্ঞের প্রথম-ভাগার্হ মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিতেছ না। সংমূঢ়-চিত্ত দেবগণ মন্ত্রসমূহ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়াও বীরভদ্র-প্রহারাভিলাষী হইয়া তাঁহাকে যজ্ঞভাগ দান করিলেন না। মন্ত্রগণ তখন নিজের সত্য এবং হিত-বাক্য বিফল হইল দেখিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর গণাধ্যক্ষ বীরভদ্র বিষ্ণু-পুরঃসর দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—তোমরা আপনাদিগের বলে গর্ব্বিত হইয়া মন্ত্রগণকে প্রমাণ করিলে না। হে দেবগণ! এই যজ্ঞে তোমরা আমাদিগকে এইরূপ অপমানিত করিলে এই নিমিত্ত তোমাদের জীবনের সহিত এই গর্ব্ব দূর করিব। ভগবান্ বীরভদ্র ক্রোধের সহিত এই কথা বলিয়া, পূর্ব্বে যেমন মহাদেব ত্রিপুর দহন করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্বীয় নেত্রজ অনল দ্বারা নানাবিধ অন্নাদি-কূটের সহিত সেই যজ্ঞবাটী ভস্মসাৎ করিলেন। অনন্তর পর্ব্বততুল্য মহাকায় সেই গণেশ্বরগণ যূপ সকল উৎপাটিত ও রজ্জু দ্বারা হোতাদিগের কণ্ঠে আবদ্ধ করিয়া এবং বিচিত্র যজ্ঞপাত্র সকল ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া যজ্ঞাঙ্গ-সমূহ একত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গঙ্গার স্রোতোজলে ফেলিয়া দিল। অনন্তর সেই বীরগণ নানাবিধ মাংস, সুগন্ধি ভক্ষ্য, সুস্বাদু এবং পানীয় লেহ্য ও চোষ্য বস্তু সকল ভোজন করিতে লাগিল এবং নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। পরে সেই বীরভদ্রের

শরীর সমস্ত বলবান বীরগণ বজ্র, চক্র, মহাশূল, শক্তি, প্রাস পট্টিশ, মুষল, অসি, টঙ্ক, ভিন্দিপাল এবং পরশ্বধ প্রভৃতি দ্বারা উদ্ধত লোকপাল-প্রমুখ সমুদয় দেবগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং "ছেদ কর ভেদ কর, দূরে নিক্ষেপ কর, শীঘ্র শীঘ্র মারিয়া ফেল ও বিদীর্ণ কর" এই কথা মুখে বলিতে লাগিল। ১৯—৩১। তখন চারিদিকে সেই গণেশ্বরদিগের "হরণ কর, প্রহার কর, পাটিত এবং উৎপাটিত কর" এই প্রকার যুদ্ধকালোচিত ক্রোধবেগোৎপন্ন কর্ণভেদকারী ভীষণ শব্দ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। কেহ কেহ বা বিস্ফারিত নয়নে দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ ও তালু দংশন করত আশ্রমস্থিত তপোধনদিগকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া মারিতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের স্রুব অপহরণপূর্ব্বক অগ্নি ও জলে নিক্ষেপ করিল। তাহারা বারংবার হাসিতে হাসিতে, গাইতে গাইতে ও উচ্চ-শব্দ করিতে করিতে কলস সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং মণি-বেদিকাসমূহ বিচূর্ণিত করিল। সেই মহাবৃষভ, মহানাগ এবং সিংহের সদৃশ মহাবল-পরাক্রম গণেশ্বরগণ ইন্দ্রের সহিত দেবতাদিগকে মথিত করিয়া রক্তরূপ আসব পান করিতে লাগিল। সেই অপরিমিত-প্রভাবশালী গণাধিপগণ বহুবিধ রোমহর্ষণ কার্য্য করিতে লাগিল এবং কেহ নাচিতে, কেহ প্রহার করিতে, কেহ দৌড়াইতে ও কেহ প্রলাপের মত বকিতে লাগিল। সেই প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ মদোন্মত্ত হইয়া নাচিতে, হাসিতে এবং প্লুত-গতিতে চলিতে লাগিল ; কেহ কেহ জলধর-পটল উৎপাটিত করিতে ইচ্ছা করিল ; আর কেহ কেহ বা সূর্য্যদেবকে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আকাশে উৎপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন ভীমদর্শন প্রমথ আকাশে অবস্থিত হইয়া পবনের সহিত বেগে গমন করিতে ইচ্ছা করিল এবং গরুড় বংশীয়েরা যেরূপ ভুজঙ্গদিগকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ কেহ কেহ শ্রেষ্ঠ আয়ুধ সকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই পর্ব্বতশেখর-সদৃশ প্রমথগণ আকাশমণ্ডলে দেবগণকে বিদ্রুত করত ভ্রমণ করিতে লাগিল ; আর কেহ কেহ বাতায়ন ও বেদির সহিত গৃহ সকলকে উৎপাটিত করিতে লাগিল। প্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় সেই প্রমথগণ ঐ সকল গৃহ জলে নিক্ষেপ করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। অনাপ্ত ব্যক্তি যেরূপ আপনার বাক্য অর্থশূন্য করে, সেইরূপ সেই প্রমথগণ দ্বার, কপাট ও কুড্য উদ্বর্ত্তিত এবং শালা, বলভী ও গবাক্ষ বিধ্বস্ত করত সেই যজ্ঞবাটী ভগ্ন করিল। গৃহ সকল এইরূপে উৎপাটিত হইলে নারীগণ "হা নাথ ! হা পিতঃ ! হা তাত ! হা ভ্রাতঃ ! হা অম্ব ! হা মাতুল !" এইরূপ সম্বোধন করিয়া আর্ত্তশব্দ করিতে লাগিল। ৩২—৫৩।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—অনন্তর বিষ্ণু ও ইন্দ্র প্রভৃতি সেই সকল দেবগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া ত্রস্তভাবে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সেই গণশ্রেষ্ঠ বীরভদ্র দণ্ডার্হ দেবগণকে অদণ্ডিত এবং অক্ষত-শরীরে পলায়ন-তৎপর দেখিয়া অতিশয় কোপান্বিত হইলেন। তাহার পর সেই মহাবাহু বীরভদ্র সর্ব্বশক্তি বিনাশক ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক মুখ হইতে অগ্নিশিখা নিষ্কাসিত করিতে লাগিলেন। সিংহ যেরূপ হস্তীদিগকে বিদ্রুত করে, তেমনি বীরভদ্রও দেবতাদিগকে বিদ্রুত করিয়াছিলেন। দেবতাদিগকে বিদ্রুত করিবার সময় তাঁহার মনোহর গতি মত্ত বারণের গমনের ন্যায় দর্শনীয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে বলবান্ বীরভদ্র, মত্ত হস্তিযূথপতি যেমন মহাসরোবরকে ক্ষুভিত করে, সেইরূপ সেই সুমহৎ দেবসঙ্ঘকে ক্ষুভিত করিয়াছিলেন। সুবর্ণ-নির্ম্মিত-প্রবর-তারকাযুক্ত-ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধানকারী সেই বীরভদ্র নীল, পাণ্ডুর ও লোহিত বর্ণকে বহু প্রকারে বিকৃত এবং দেবসমূহকে ছিন্ন, ভিন্ন, পীড়িত, ক্রন্দিত, বিদারিত ও প্রমথিত করিতে করিতে তৃণ-নিচয়গত অগ্নির মত দেবসমূহ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি শূল ধারণ করিয়া এরূপ মহাবেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন যে, দেবগণ একমাত্র বীরভদ্রকে সহস্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। যুদ্ধবৃদ্ধি হেতুক মদে উদ্ধতা ভদ্রকালীও সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া রণস্থলে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল শূল দ্বারা অমরদিগকে নির্ভিন্ন করিয়াছিলেন। ভদ্রকালীর সহিত যুক্ত রুদ্রকোপসমুদ্ভব সেই বীরভদ্র, চঞ্চল ও ধূমে ধূম্রবর্ণ স্বীয় প্রভার সহিত সংযুক্ত প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায়, শোভিত হইয়াছিলেন। সমুদয় বিশ্বকে দগ্ধ করিয়া কল্পান্ত-অনলের শিখা যেমন শোভিত হয়, সমুদয় দেবগণের বিদ্রব-কারিণী ভদ্রকালীও তেমনি শোভা হইয়াছিল। তখন সেই রুদ্রগণের অগ্রণী বীরভদ্র বাজিগণের সহিত সূর্য্য এবং রুদ্রগণের মস্তকে শীঘ্র অবজ্ঞাপূর্ব্বক বাম-পাদের আঘাত করিলেন। সেই গণেশ্বর সংযমী বীরভদ্র রণস্থলে অবলীলাক্রমে অসি দ্বারা অগ্নিকে, পট্টিশ দ্বারা যমকে, দৃঢ় শূল দ্বারা রুদ্রদিগকে, দৃঢ় মুদ্গর দ্বারা বরুণকে, পরিঘ দ্বারা নির্ঋতিকে এবং টঙ্ক দ্বারা বায়ুকে বিভিন্ন করিলেন। ১—১৫। অনন্তর সেই দীপ্তিশীল বীরভদ্র নখের অগ্রভাগ দ্বারা দেবমাতা এবং সরস্বতীর সুশোভন নাসিকাগ্র-ছিন্ন করিলেন। সেই বীর কুঠার দ্বারা অগ্নির বাহুদণ্ড এবং হব্যবাহকারিণী জিহ্বার দ্ব্যঙ্গুলি-পরিমিত অগ্রভাগ ছিন্ন করিলেন। সেইরূপ নখের অগ্রভাগ দ্বারা স্বাহাদেবীর

দক্ষিণ-নাসাপুট এবং বাম স্তনের চূচুক কর্ত্তন করিলেন। অতিশয় বেগবান্ বীরভদ্র ভগদেবের শতপত্র তুল্য বিপুল নয়নদ্বয় বলপূর্ব্বক উৎপাটিত করিলেন। সেই বীর ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা পূষা দেবের মুক্তাবলী-সদৃশ দীপ্তিশীল দন্তপংক্তি বিনষ্ট করিলেন; তাহাতে পূষা দেব অস্পষ্টবক্তা হইলেন। অনন্তর চন্দ্রমাকে অবলীলাক্রমে পাদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কৃমির ন্যায় আক্রমণ করিয়া পৃথিবী দলিত করিয়াছিলেন। পরে বীরভদ্র দক্ষের সুশোভন মস্তক ছিন্ন করিলেন এবং তজ্জন্য রোরুদ্যমানা দক্ষপত্নীর রোদনে কর্ণপাত না করিয়া ঐ মস্তক ভদ্রকালীকে উপহার দিলেন। সেই দেবী ভদ্রকালী তালফল-তুল্য সেই মস্তক প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রহৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধস্থলে উহা দ্বারা কন্দুকক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অনন্তর কু-শীলা পত্নীদিগকে স্বামীরা যেরূপ প্রহার করে সেইরূপ গণেশ্বরগণ দক্ষপত্নীকে হস্ত ও পাদ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। পরে সেই সিংহতুল্য-বিক্রমশালী বলবান্ গণেশ্বরগণ অরিষ্টনেমি সোম, ধর্ম্ম, প্রজাপতি বহুপুত্র অঙ্গিরা, ভৃশাশ্ব ও কাশ্যপ ইহাদিগের গলা ধরিয়া অতি দুর্ব্বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা করত মস্তকে মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল। কলিযুগে জারগণ যেরূপ বলপূর্ব্বক কুলযোষিৎদিগকে অভিভূত করে, সেইরূপ ভাল ও বেতালগণ তাহাদিগের দারা এবং পুত্রবধূদিগকে ধর্ষিত করিয়াছিল। তখন সেইরূপে অর্দ্দিত যজ্ঞভূমিতে কলশ সকল প্রধ্বস্ত যূপ ভগ্ন, উৎসব বিনষ্ট, বিস্তৃত গৃহ সকল দগ্ধ, তোরণদ্বার বিচ্ছিন্ন, সুরসৈন্য উৎপাটিত, ঋষিগণ উৎপীড়িত, ব্রহ্মঘোষ নিস্তব্ধ, পরিচারক ও দেষ্ট বর্গ প্রক্ষীণ, স্ত্রীগণ আর্ত্তস্বরে রোরুদ্যমানা এবং সমুদয় উপকরণ দ্রব্য বিদূষিত হওয়ায় উহা একটী শূন্য অরণ্যের মত লক্ষিত হইয়াছিল। ১৬—৩০। শূলবেগে প্রপীড়িত প্রধান প্রধান দেবগণের বাহু, উরু এবং বক্ষঃস্থল ভিন্ন ও মস্তক ছিন্ন হওয়ায় তাঁহারা পৃথিবীতলে পতিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে সহস্র সহস্র দেবগণ হত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে পর সর্ব্বগণেশ্বর বীরভদ্র ক্ষণকালের মধ্যে হোমস্থানে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রলয়ানল-সদৃশ বীরভদ্রকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। বীরভদ্র সুদৃঢ় জ্যার শব্দে ভীষণ ধনুক বিস্ফারিত করিয়া বাণক্ষেপ করিতে করিতে সেই যজ্ঞের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। বীরভদ্র গমন করিতে করিতে আকর্ণাকৃষ্ট ধনুক ও তাহার জ্যার শব্দে আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় বক্র বাণ দ্বারা, মৃগরূপে পলায়মান ও পূর্ব্বোক্ত শব্দ শুনিয়া "আমি হত হইলাম" এইরূপ বিলাপকারী ভয়বিহ্বল যজ্ঞপুরুষের শিরশ্ছেদ করিলেন। সেই সূর্য্যসম্ভব যজ্ঞকে এইরূপে অবজ্ঞাত হইতে দেখিয়া বিষ্ণু অতিশয় ক্রোধ সহকারে যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। নিখিল পক্ষীর রাজা মহাবেগ পন্নগাশন গরুড় আনত স্কন্ধের উপর বিষ্ণুকে বহন করিয়াছিলেন। হতাবশিষ্ট দেবগণ দেবরাজকে অগ্রে করিয়া প্রাণ অবধি পণ করিয়া বিষ্ণুর সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিংহ যেমন শৃগাল-পরিবৃত ব্যাঘ্রকে দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বিগ্ন হয় না, ভূতপতি বীরভদ্র বিষ্ণুর সহিত অপর দেবগণকে দেখিয়া তদ্রূপ অনুদ্বিগ্ন-চিত্তে হাসিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সুচারু বৃষভধ্বজ সহস্র সূর্য্য সদৃশ প্রভাযুক্ত একখানি রথ আকাশে আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই রথ খানিতে দুইটী শ্রেষ্ঠ অশ্ব যোজিত ছিল। তাহার চারিখানি চাকার অগ্রভাগ অতি তীক্ষ্ণ এবং তাহার মধ্যে অনেক উত্তম উত্তম দিব্যাস্ত্র সকল সজ্জিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুরের সহিত যুদ্ধের সময় মহাদেবের রথে যিনি সারথ্য কার্য্য করিয়াছিলেন, এই রথেও তিনিই সারথিরূপে অবস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সারথি ব্রহ্মা মহাদেবের আজ্ঞায় সেই রথশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর সম্মুখে বীরভদ্রের নিকট আনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্ অতিসুন্দরাঙ্গ বীরভদ্র! ভগবান্ অব্যয় ইন্দুভূষণ আপনাকে এই রথে আরোহণ করিবার জন্য আজ্ঞা করিতেছেন। হে মহাবাহো! সেই ভগবান্ ত্র্যম্বক অম্বিকার সহিত রৈভ্যাশ্রমের সমীপবর্ত্তী হইয়া আপনার দুঃসহ পরাক্রম দর্শন করিতেছেন। সেই রণকুঞ্জর মহাবীর বীরভদ্র ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সেই দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। ৩১—৪৭। সেই রথে ব্রহ্মা সারথিরূপে অবস্থান করিলে, ত্রিপুরনাশে উদ্যত মহাদেবের ন্যায় বীরভদ্রের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অনন্তর মহাবল ভানুকম্প চন্দ্র ও কুন্দ সদৃশ উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত শঙ্খশ্রেষ্ঠ মুখে রাখিয়া বাজাইতে লাগিল। ক্ষোভিত সাগরের তুল্য সেই শঙ্খের শব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ে দেবগণের জঠর নল জ্বলিয়া উঠিল। যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত যক্ষ, বিদ্যাধর, সর্পাধিপ এবং সিদ্ধগণ দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যে আকাশ-বিবর ও দিক্ সকল পরিপূরিত হইয়াছিল। অনন্তর শার্ঙ্গরূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা চিহ্নিত সেই নারায়ণরূপী মেঘ মহৎ বাণবর্ষণ দ্বারা গণরূপ গোবৃষদিগকে উৎপীড়িত করিলেন। শতধারে বাণবর্ষণকারী বিষ্ণুকে আগমন করিতে দেখিয়া বীরভদ্রও একেবারে সহস্র শর-মোচনক্ষম জৈত্র-ধনুঃ গ্রহণ করিলেন তিনি সেই যুদ্ধে ভয়প্রদ দিব্য ধনুঃ গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বে মহাদেব যেমন সুমেরুরূপ ধনুক বিস্ফারিত করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই ভাবে বিস্ফারিত করিতে লাগিলেন। সেই বিস্ফার্য্যমাণ ধনুকের অতি প্রবলধ্বনি নির্গত হইয়াছিল। সেই মহৎ শব্দে পৃথিবী একেবারে কাঁপিয়া উঠিল। অনন্তর সেই উগ্রপরাক্রম শ্রীমান্

গণাধিপ স্বয়ং অতিঘোররূপ, প্রদীপ্ত এবং সর্পতুল্য একটী শ্রেষ্ঠ শর ধারণ করিলেন। বাণ উঠাইবার জন্য তূণীমুখে প্রবিষ্ট তাঁহার বাহু, বল্মীকমধ্যে প্রবেশে উদ্যত সর্পের মত, লক্ষিত হইয়াছিল। সমুদ্ধৃত শর তাঁহার হস্তে বৃহৎ-সর্পমুখে ধৃত ক্ষুদ্র সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর সেই রুদ্রতুল্য পরাক্রমশালী বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অতিতীক্ষ্ণ শর দ্বারা বিষ্ণুর ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। সিংহকর্তৃক উৎপীড়িত [illegible] যেমন সিংহের উপর ক্রুদ্ধ হয়, শরাঘাতে পুরুষ-অপমানিত বিষ্ণুও তাঁহার উপর সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন। অনন্তর বিষ্ণু অতি ভীষণ বজ্রসম মহৎ বাণ দ্বারা গণনাথের ভুজগতুল্য বাহু বিদ্ধ করিলেন। মহাবল বীরভদ্রও পুনর্ব্বার [illegible] সদৃশ প্রভাশালী অপর একটী শর বিষ্ণুর বাহুতে নিক্ষেপ করিলেন। হে বিপ্রগণ! এইরূপ কখন বীরভদ্র বিষ্ণুকে, কখন বা বিষ্ণু বীরভদ্রকে বারংবার বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। বেগে পরস্পরের উপর বাণ নিক্ষেপকারী সেই দুজনের এইরূপ তুমুল লোমহর্ষণ হইয়াছিল। সেই বিজিগীষু দ্বয়ের তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া আকাশে খেচরগণ মহান্ হাহাকার রব করিতে লাগিল। অনন্তর বীরভদ্র আদিত্যতুল্য তেজস্বী অগ্নিমুখ শর দ্বারা বিষ্ণুর বিস্তৃত বক্ষঃস্থল সুদৃঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। সুদৃঢ় সারবান্ বিষ্ণু সেই তীব্র শরাঘাতে মহতী ব্যথা পাইয়া অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। ৪৮—৬১। অনন্তর বিষ্ণু ক্ষণকালের মধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া উত্থিত হইয়া, বীরভদ্রের উপর সমুদয় দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাদেবের সেনাপতি সেই বীরভদ্র ভীষণ প্রতিশর দ্বারা বিষ্ণুর ধনুক হইতে নির্গত শর সকলকে নিবারণ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু কোপে আরক্ত চক্ষু হইয়া আপনার নাম-চিহ্নিত এবং সত্বর অব্যর্থ শর সেই গণেশ্বরের উদ্দেশে পরিত্যাগ করিলেন। বীর্য্যশালী বীরভদ্র ভদ্র নাম-চিহ্নিত শর বর্ষণ করিয়া, আপনার সমীপে না আসিতে আসিতে, পথিমধ্যে সেই বিষ্ণু বাণকে শতধা ছিন্ন করিলেন। পরে তিনি একটী বাণ দ্বারা বিষ্ণুর শার্ঙ্গ ধনু এবং দুইটী বাণ দ্বারা গরুড়ের পক্ষদ্বয় ছেদন করিলেন। তাঁহার এই কার্য্য অদ্ভুতরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। অনন্তর বিষ্ণু যোগবলে আপনার দেহ হইতে অতি ভীষণরূপ শঙ্খ চক্র গদাধারী সহস্র সহস্র দেব-বিশেষের সৃজন করিলেন। মহাবাহু শঙ্কর, নেত্রোত্থিত অগ্নি দ্বারা ক্ষণ-মাত্রেই, ত্রিপুরবাসীদিগের ন্যায়, সেই সমুদয় দেবগণকে একেবারে ভস্মসাৎ করিলেন। তখন বিষ্ণু অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বেগে সুদর্শন-চক্র উঠাইয়া সেই বীরের উপর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই বিষ্ণুকে চক্র উঠাইয়া সম্মুখে অবস্থিত হইতে দেখিয়া গণাধিপ বীরভদ্র ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিলেন। স্তম্ভিতাঙ্গ বিষ্ণু যত্ন করিয়াও সেই [illegible] ভীষণ চক্রকে নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশাঙ্গ বিষ্ণু আক্রোশ-সহকারে চক্র-সমন্বিত এক বাহু উঠাইয়া, পাষাণের ন্যায়, নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জীব দেহশূন্য হইলে, বৃষ শৃঙ্গশূন্য হইলে এবং সিংহ দন্তশূন্য হইলে যেমন হয়, বিষ্ণুও সেইভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬২—৭১। ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুকে তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া, সিংহের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত বলীবর্দ্দের ন্যায়, সেই গণাধিপের সহিত যুদ্ধ করিতে তৎপর হইলেন। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলেন। সিংহ যেমন মৃগদিগকে সম্মুখে দেখিয়া স্তম্ভিত করে, তদ্রূপ অমিতবীর্য্য ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই দেবগণকে দেখিয়া অট্টহাসেই তাঁহাদিগকে স্তম্ভিত করিলেন। সেইরূপে স্তম্ভিত, বজ্রত্যাগে প্রবৃত্ত, সবজ্র ইন্দ্রের দক্ষিণ হস্তও চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়াছিল। অন্য সকল দেবগণেরও অস্ত্রত্যাগে প্রবৃত্ত বাহু সকল, অলসদিগের আরম্ভের ন্যায়, তাদৃশ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে সেই ভগবান্ বীরভদ্র কর্ত্তৃক সমুদয় বৈভব বিনষ্ট হইলে পর, দেবগণ যুদ্ধস্থলে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। দেবগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্তম্ভিত-শরীরেই পলাইতে আরম্ভ করিলেন। মেঘ যেমন শিলাবর্ষণ দ্বারা অচলদিগকে বিধ্বস্ত করে, সেইরূপ বীরভদ্রও সেই পলায়িত বীর্য্যসম্পন্ন দেবগণকে তীক্ষ্ণ শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলেন। অগ্নিশিখা-উদ্গারী সর্পের ন্যায় সেই বীরের পরিঘতুল্য বাহু সকল দীপ্ত অস্ত্রসংযোগে শোভিত হইয়াছিল। সেই বীর অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র সৃজন করত, সৃষ্টির প্রথমে নানাবিধ ভূতসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত প্রজাপতির ন্যায়, শোভিত হইয়াছিলেন। সূর্য্য যেমন আপনার কিরণজালে সমুদয় পৃথিবীকে আচ্ছাদন করেন, সেইরূপ বীরভদ্রও ক্ষণকালের মধ্যে দিক্ সকলকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। সেই গণাধিপের কনকভূষিত শর সকল আকাশমণ্ডলে উৎপতিত হইয়া বিদ্যুতের উপমান হইয়াছিল। ডুণ্ডুভেরা (নির্ব্বিষ সর্প) যেমন মণ্ডূকদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের রুধির পান করে, সেইরূপ সেই বৃহৎ শর সকল দেবগণের প্রাণ সংহার করিয়া রুধির-পানরূপ মদ্যপান করিয়াছিল। সেই দেবগণের মধ্যে কেহ ছিন্নবাহু, কেহ ছিন্নমুণ্ড, কেহ বা পার্শ্বে বিদারিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাণ-বিদ্ধদেহ, ছিন্নবাহু এবং বিস্ফারিত-নয়নে মৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেন পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করিতে অভিলাষী অথবা স্বর্গে যাইতে অভীপ্সু হইয়া, আপনার শরীর লুকাইতে অক্ষম

হওয়ায় পরস্পর লীন হইয়াছিলেন। কেহ মাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, কেহ পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত হইলেন, কেহ আকাশে চলিয়া গেলেন, কেহ বা জলে অন্তর্হিত হইলেন। সেই বীর বীরভদ্র দেবগণের সমুদয় অঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া, প্রলয়কালে নিখিল-প্রজা-বিনাশকারী ভগবান্ ভৈরবের ন্যায়, লক্ষিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সমুদয় দেবসৈন্য সেই গণেশ্বর কর্ত্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন, সুতরাং দীন এবং বিকৃত-দর্শন হইয়া কৃপার পাত্র হইয়াছিল। তখন দেব-বীরগণের রক্তস্রোতোবাহিনী এবং প্রাণিগণের ভয়োৎপাদিনী একটী ভীষণ নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। শুম্ভদৈত্য-বধের পর, তাহার রুধিরে আর্দ্রবসনা শ্যামাঙ্গী কৌশিকী যেরূপ শোভিত হইয়াছিলেন, রুধিরার্দ্রা যজ্ঞ-ভূমিরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল। ৮০—৯৯। সেই অতি দারুণ মহৎ যুদ্ধ অবসিত হইলে, পৃথিবী ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে লাগিল; সমুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ ও গম্ভীর আবর্ত্তযুক্ত হইয়া ক্ষোভ প্রাপ্ত হইল; নানাবিধ উৎপাতের সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল; বৃক্ষ হইতে শাখা সকল খসিয়া পড়িল; দিক্ সকল অপ্রসন্ন হইল এবং অশিব-বায়ু বহিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য। বিধাতা প্রতিকূল হওয়ায় সেই অশ্বমেধ যজ্ঞের এইরূপ দুর্দ্দশা হইল। যে যজ্ঞের যজমান স্বয়ং ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতি দক্ষ, ধর্ম্মপ্রভৃতি সদস্য ও বিষ্ণু রক্ষাকর্ত্তা এবং যে যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ যজ্ঞের যজমানের এবং পুরোহিতগণেরও সদ্য শিরশ্ছেদ হইল; অতএব কর্ম্মফলই সম্যক্ ফলিত হয়। সুতরাং বেদে অনির্দ্দিষ্ট, ঈশ্বর-বহিষ্কৃত এবং অসৎ-পরিগৃহীত কর্ম্ম কদাচ করিবে না। সুমহৎ পুণ্যকর্ম্ম এবং শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি শিবের প্রতি ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্ম এবং যজ্ঞের ফল-লাভ হয় না। অন্যদিকে, অতিশয় পাপকারী ব্যক্তিও যদি ভক্তিপূর্ব্বক মহাদেবের অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বহু বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন কি, শিবনিন্দা-পরায়ণ ব্যক্তির দান, তপস্যা, যজ্ঞ, হোম সকলই বৃথা। অনন্তর সমরে সেই গণাধিপ বীরভদ্রের চাপচ্যুত বাণে বিদ্ধ এবং তজ্জন্য দারুণ ব্যথায় অভিভূত হইয়া নারায়ণ, রুদ্র এবং লোকপাল প্রভৃতি দেবগণ পলায়ন করিলেন। সেই দেব-বীরগণের মধ্যে কেহ কেহ আলুলায়িত-কেশে কোন অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিতে লাগিলেন, কেহ কেহ হাত পা ছড়াইয়া যে-কোন স্থানে বসিয়া পড়িলেন, কেহ কেহ মুখ-থুবড়িয়া পড়িয়া গেলেন, কেহ কেহ একেবারে অদৃশ্য হইলেন। কোন কোন বিপন্ন দেবগণ বসন-ভূষণ ও আপন আপন অস্ত্র খসিয়া পড়ায় অতি দীনভাব প্রাপ্ত হইয়া সগর্ব্ব মন্থরগমন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিতলে পতিত হইলেন। সেই অধৃষ্য গণেশ্বর বীরভদ্র স্বয়ং অক্লতাস্ত্রে সেই উৎপথ-প্রস্থিত দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া, ঋষভদিগের মধ্যস্থিত সিংহের ন্যায়, গণেশ্বরদিগের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। ১০০—১১৩।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—এইরূপে ছিন্ন-ভিন্নাঙ্গ বিষ্ণু প্রভৃতি সেই অল্পাবশিষ্ট দেবগণ এতাদৃশ কষ্টকর দশা-বিপর্য্যয় লাভ করিয়া ত্রাসান্বিত হইলেন। বীরভদ্র-প্রেরিত বীরগণ সেই ত্রস্ত দেবগণকে যুদ্ধে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের যাহার যেরূপ দোষ ছিল, তদনুসারে সুদৃঢ় লৌহ-নির্ম্মিত নিগড় দ্বারা হাত, পা, স্কন্ধ এবং উদরে বন্ধন করিল। সেই সময়ে ব্রহ্মা সারথ্য-কার্য্য দ্বারা বীরভদ্রের অনুগ্রহ লাভ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সেই পর্ব্বতেন্দ্র-দুহিতার অনুচর বীরভদ্রকে প্রার্থনা সহকারে বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! এক্ষণে আর ক্রোধের প্রয়োজন নাই, দেবগণ নষ্ট হইয়াছে। হে সুব্রত! আপনি প্রসন্ন হউন এবং সমুদয় স্বরোম-জাত গণের সহিত ক্ষমা করুন। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর, গণাধিপ বীরভদ্র তাঁহার গৌরব-রক্ষার্থ শান্তি প্রাপ্ত হইলেন। স্তোত্র-নিপুণ দেবগণও সেই অবসর লাভ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক নানাবিধ স্তুতি-বাক্য দ্বারা সেই বীরভদ্রের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবগণ বলিলেন,—হে শান্ত, যজ্ঞ-সংহারিন্, ত্রিশূলিন্, রুদভদ্র, রুদ্রদিগের অধীশ্বর, রুদ্রমূর্ত্তে শিব! আপনাকে নমস্কার। আপনি কালাগ্নি-রুদ্রস্বরূপ এবং কাল ও কামের শরীর বিনাশন। আপনি দেবগণের এবং দুরাত্মা দক্ষের মস্তক ছেদন করিয়াছেন; আপনাকে নমস্কার। হে বীর! আমরা স্বয়ং নির্দ্দোষ হইলেও সেই সাহসকারী পাপিষ্ঠ দক্ষের সংসর্গে দূষিত হইয়াছিলাম, এই নিমিত্ত যুদ্ধে আপনি আমাদিগকে দণ্ডিত করিলেন। হে প্রভো। আমরা এই দেবগণ সকলে আপনার ভয়ে দগ্ধ হইতেছি। আপনিই আমাদের গতি, অতএব শরণাগত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১—১১। এই প্রকার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু বীরভদ্র দেবগণকে নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে মহাদেবের নিকট লইয়া যাইলেন। সেই সময় সেই জগৎপূজ্য, সর্ব্বগত, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, প্রভু মহাদেব সগণে আকাশে অবস্থান করিতেছিলেন। বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণ পরম ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন মহেশ্বরকে দেখিয়া প্রীত এবং ভীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। প্রণত-জনের বিপদ্‌হারী মহাদেব সেই ভীত ও প্রণত দেবগণকে নিরীক্ষণ করিয়া, হাসিতে

হাসিতে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া, এই কথা বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের আর ভয় নাই, আমি তোমাদের দোষ মার্জ্জনা করিয়াছি। আমি ক্রুদ্ধ থাকিলে এতক্ষণ অবধি তোমাদের স্থিতি বা জীবন থাকিত না। অমিত-তেজা মহাদেব এই কথা বলিলে পর দেবগণ তৎক্ষণাৎ ত্রাসশূন্য এবং আনন্দে বিবশ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা এই অবকাশে সুযোগ বুঝিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই শূলধারী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন,—হে প্রণতজনের আর্ত্তিভঞ্জন মহাদেব! আপনি জয়যুক্ত হউন। ঈদৃশ অপরাধে আপনা ভিন্ন আর কে প্রসন্ন হয়! এক্ষণে যুদ্ধে নিহত দেবগণ পুনর্ব্বার প্রাণলাভ করুক। হে পরমেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হইলে কাহার না সুখ প্রাপ্তি হয়? দেবগণের অঙ্গে যে সকল দহন হইয়াছে, উহা আপনার কৃত বলিয়া ভূষণস্বরূপতা ধারণ করুক। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এইরূপ নিবেদন করিলে, দেবদেব মহাদেব ঈষৎ হাস্য করত দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া পুত্রভাবাপন্ন পদ্মজন্মা ব্রহ্মার প্রতি বাৎসল্য হেতু প্রনষ্ট দেবদিগকে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ শরীর দান করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রপুরঃসর সেই দেবগণ ক্ষণকালের মধ্যে পূর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। বাগীশা প্রভৃতি যে সকল দেবমাতা দেবী দণ্ডিত হইয়াছিলেন, মহাদেব তাঁহাদিগকেও পূর্ব্ববৎ অঙ্গ প্রদান করিলেন। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা দক্ষের পাপের প্রতিফল স্বরূপ একটী বৃদ্ধছাগলের মুখ দিয়া তাহার মুখ-নির্ম্মাণ করিলেন। ১২—২৬। অনন্তর দক্ষ চেতনা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইয়া সভয়ে নানাবিধ প্রলাপ করত পরমেশ্বরের (শিবের) স্তব করিতে লাগিল। কৃতাপরাধ দক্ষকে ভয়ে ব্যাকুল এবং প্রলাপ করিতে দেখিয়া দয়ানিধি মহাদেব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করত "মাভৈঃ" এই কথা বলিলেন। এই কথা বলিয়া তাহার পিতা ব্রহ্মার প্রিয় করিতে অভিলাষী হইয়া মহাদেব সেই দক্ষকে অক্ষয় গাণপত্য প্রদান করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি-পুটে অভিবাদন করিয়া শুভবাক্য দ্বারা মহাদেব এবং দেবী পার্ব্বতীর স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার পর বিষ্ণু, তাহার পর দেবগণ এবং তদনন্তর মহর্ষিগণ যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ মহাদেব ও মহাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বয়ং শৈলরাজ-দুহিতা পার্শ্বস্থিত কৃতাঞ্জলি এবং স্বকীয় আজ্ঞাসম্পাদক পুত্রতুল্য বীরভদ্রকে তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক ভদ্রার সহিত আকর্ষণ করত আপনার ক্রোড়ে বসাইয়া, কার্ত্তিকের ন্যায় গাঢ় আলিঙ্গন এবং মস্তকে আঘ্রাণ করিলেন। ২৭—৩৩। তাহার পর দেবী অত্যন্ত প্রীত হইয়া সেই শূলধারী বীরভদ্রকে হাজার হাজার নানাবিধ অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু, শক্র ও পিতামহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ সেই সর্ব্বলোক মহেশ্বর মহাদেবের শরণাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরও ঈষৎ হাস্যানুগত বচন দ্বারা ভয় অপনয়ন করিয়া শরণাগত দেবগণকে পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন,—দেবগণ নিয়তির নিয়োগবশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আমার সম্বন্ধে যে অপরাধ করিয়াছিল, সম্প্রতি সেই দেবগণকে শরণাগত এবং প্রণত দেখিয়া আমি নিশ্চয়ই সেই সমুদয় অপরাধ বিস্মৃত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে তোমরা লজ্জাশূন্য হইয়া এবং সেই প্রকৃত বিমর্দ্দনকে হৃদয়ে গণনা না করিয়া, হে হরি-বিরিঞ্চি-সুরেন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ! সম্প্রতি সুখে আপন আপন পুরে গমন কর। দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসকারী যজ্ঞ-সম্বন্ধ-রহিত সুরেশ্বর মহাদেব, দেবগণকে এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী, অনুচরবর্গ এবং অন্যান্য বন্ধুর সহিত দেখিতে দেখিতে আকাশ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্যথা-শূন্য হইয়া বীরভদ্রের অদ্ভুত পরাক্রম কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ আকাশে নানাবিধ মার্গ অবলম্বন করিয়া সুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৪—৪০।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—দেবী এবং অনুচরবর্গের সহিত অন্তর্হিত হইয়া মহাদেব কোথায় গমন করিলেন? তাঁহার বাসভূমি কোথায় এবং কিরূপেই বা তিনি রমণ করিয়াছিলেন? বায়ু বলিলেন,—বিচিত্র-কন্দরযুক্ত শ্রীমান্ মন্দর পর্ব্বত আপনার তপঃপ্রভাবে মহাদেবের প্রিয় বাসভূমি হইয়াছে। ঐ মন্দর পর্ব্বত আপনার মস্তকে শিব এবং শিবাকে বহন করিবার নিমিত্ত মহতী তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিল। বহুকাল তপস্যার পর সেই দেব ও দেবীর পাদপদ্ম-স্পর্শ-জন্য সুখ অনুভব করিয়াছিল। সহস্রবদন ব্যক্তিগণ শত কোটী বৎসর ধরিয়া বলিতে থাকিলেও সেই পর্ব্বতের সমগ্র সৌন্দর্য্য বলিয়া উঠিতে পারে না। আমি ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে সমর্থ হইলেও উহা বলিব না; কারণ, লোকে তাহা হইলে ইহার সৌন্দর্য্যকে অপর পর্ব্বতের সৌন্দর্য্যের সহিত তুল্য বলিয়া অবধারণ করিতে পারে। তবে, এই সুন্দর পর্ব্বত কীদৃশ সমৃদ্ধি প্রভাবে মহেশ্বরের বাসযোগ্য সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। এইজন্যই মহেশ্বর দেবীর প্রিয় করিবার অভিলাষে এই অতি রমণীয় পর্ব্বতকে আপনার অন্তঃপুর করিয়াছেন। বিপুল শিলাখণ্ড ও পাদপ-

শ্রেণীতে শোভিত ইহার মেখলাপ্রদেশ হর-পার্ব্বতীর নিত্য সান্নিধ্য হেতু সমুদয় জগৎকে পরাভব করিয়াছে। জগতের মাতাপিতা হর-পার্ব্বতী কর্ত্তৃক নিত্য স্নান-পানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হেতু যে পর্ব্বত পবিত্র সংস্কার লাভ করিয়াছে এবং ইতস্ততঃ লঘু, শীতলস্পর্শ, অতি নির্ম্মল নির্ঝর-জলধারা সকল নিঃসৃত হওয়ায় যে পর্ব্বত পর্ব্বত-সাম্রাজ্যে যেন অভিষিক্ত হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে,—রাত্রিকালে চন্দ্র ঐ পর্ব্বতের শিখরপ্রান্তে বিচরণ করায় বোধ হইতেছিল যেন উহার মস্তকে সাম্রাজ্য-চিহ্ন ছত্র ধৃত হইয়াছে; চমরীগণ উহার প্রান্তে পুচ্ছ দোলাইতে দোলাইতে বিচরণ করায় বোধ হইতেছে যেন উহারা সাম্রাজ্য-চিহ্ন শ্বেতচামর ঢুলাইতেছে, প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত হইলে বোধ হয় ঐ রত্ন-ভূষিত পর্ব্বত যেন আপনার দেহের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিবার জন্য সম্মুখে একখানি দর্পণ ধারণ করিয়াছে। শব্দায়মান বিহঙ্গরবে বাচাল, লতাপ্রতানে জটিল বৃক্ষরূপী তাপসগণ বায়ু-সঞ্চালিত লতারূপ বাহু দ্বারা পুষ্পমোচন এবং মৃদুপল্লবরূপ করতল সঞ্চালন করত সেই পর্ব্বতরাজকে জয় ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক যেন সেবা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ১—১৫। সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গ অধোমুখ, ঊর্দ্ধমুখ এবং তির্য্যক্-বিস্তৃত হওয়ায় কখন বোধ হয় ঐ পর্ব্বত যেন পাতালে পতিত এবং কখন বোধ হয় যেন ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইতেছে। সেই পর্ব্বত চারিদিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন উহা আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, সমুদয় জগৎ দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে অথবা নিস্তব্ধ নৃত্য করিতেছে। তাহার সর্ব্বদা অভিনব সৌন্দর্য্য থাকায় এবং গুহা সকল মুখভাগে আয়ত ও অভ্যন্তরে গভীর হওয়ায় বোধ হইতেছে ঐ পর্ব্বত যেন সর্ব্বদা "হাই" তুলিতেছে, কিংবা সমুদয় জগৎ একেবারে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, অথবা সমুদ্রকে পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিংবা 'অন্তরস্থ অন্ধকার বমন করিতে অভিলাষ করিয়াছে, অথবা মেঘের সহিত নভোমণ্ডল ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। সেই পর্ব্বতের বাসভূম-মনোহর অভ্যন্তর-ভাগ দর্পণের মত ঝকঝকে, পার্শ্ববর্ত্তী আশ্রমস্থ ছায়াপ্রধান বৃক্ষে আতপ নিবারিত হওয়ায় ঐ ভূমি সকল সকল অতিশয় স্নিগ্ধ এবং উহাতে সরিৎ, সরোবর ও তড়াগাদি স্পর্শে সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হয়;—উহাদের রমণীয়তা হর-পার্ব্বতীর ইচ্ছা-বিহারে সফলীকৃত হইয়াছে। দৈত্যাশ্রম সমীপবর্ত্তী ত্র্যম্বক সেই মন্দার পর্ব্বতকে স্মরণপূর্ব্বক অন্তর্হিত অম্বিকার সহিত হইয়া তথায় গমন করিলে। মহেশ্বর দেবীর সহিত সেই পর্ব্বত-উদ্যানে গমন করিয়া, সুরম্য দিব্য অন্তঃপুর-ভূমিতে বিহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে এবং সেই সঙ্গে প্রজাগণ বৃদ্ধিলাভ করিলে দৈত্যকুল সম্ভূত শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই ভাই উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের তপোবলে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা তাহাদিগকে "এই জগতে পুরুষ মাত্রেরই অবধ্য হইবে" বলিয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন। "অম্বিকার অংশ হইতে সমুদ্ভূতা, দুর্জ্জয়-পরাক্রমবতী, পুরুষ-সংসর্গ-বর্জ্জিতা, অযোনি-সম্ভবা একটী কন্যা হইবেন, ঐ কন্যার উপর আমরা উভয়ে কামাসক্ত হইলে, যুদ্ধ করিয়া তিনি আমাদের উভয়ের বধ সাধন করিবেন" তাহারা দুইজনে ব্রহ্মার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে "তথাস্তু" বলিয়া বর প্রদান করিলেন। সেই অবধি সেই দৈত্যদ্বয় যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত করিয়া একেবারে নিখিল জগৎকে স্বাধ্যায় ও বষট্কার শূন্য করিল। তখন নিজেই আবার তাহাদের বধের নিমিত্ত মহাদেবের নিকট এইরূপে প্রার্থনা করিলেন যে, নির্জ্জনে জগদম্বাকে নিন্দা করিয়াই হউক বা অন্য কোনরূপে ক্রোধ উৎপাদন করিয়াই হউক, শুম্ভ নিশুম্ভের নাশকারিণী, তদীয় বর্ণকোশ হইতে সমুৎপন্না, কাম-ভাবরহিতা, কন্যাস্বরূপিণী শক্তি দেবগণকে সমর্পণ করুন। ১৬—৩০। ভগবান্ নীললোহিত মহাদেব বিধাতা কর্ত্তৃক এইরূপে অভ্যর্থিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করত জগদম্বাকে একান্তে নিন্দা করিতে করিতে কালী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাহাতে সেই সুবর্ণা দেবী আপনার বর্ণের নিন্দায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ব্বের সহিত ভর্ত্তাকে কঠোর বাক্যে বলিলেন,—আমার এরূপ বর্ণে যদি আপনার মনের প্রীতি না হয়, তবে এতকাল কেন আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন? এরূপ বেশ অরুচিসত্ত্বেও আমার সহিত বিহার করেন কিরূপে? হে প্রভো! আপনি ঈশ্বর, আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি আত্মারাম, সামান্য রতি-সম্ভোগ আপনার সুখসাধন নহে; এইহেতু পূর্ব্বে কন্দর্পকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। যে রমণী ভর্ত্তার মনোমত নহে, সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বগুণবতী হইলেও বৃথা। একমাত্র ভর্ত্তার উপভোগের নিমিত্তই স্ত্রীদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা না হইলে, নারী আর কোন্ কাজে লাগে? অতএব একান্তে নিন্দিত এই বর্ত্তমান বর্ণ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য বর্ণ গ্রহণ করিব, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব। এই কথা বলিয়া দেবী ক্রোধবশে শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তপস্যার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়া গদ্গদ-বচনে ভর্ত্তার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এইরূপ প্রণয়ভঙ্গে ভূতপতি স্বয়ং ভীত হইয়া দেবীর পাদদ্বয়ে প্রণত হইয়া প্রতিবাক্য প্রদান করিলেন,—হে প্রিয়ে! তুমি কি আমার এই পরিহাস বাক্যের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আমার

এখন কুপিত হইয়াছ। যদি তোমাতে রতি না হয়, তবে আমার আর কোথায় রতি হইবে? তুমি এই জগতের মাতা, আমি ইহার পিতা ও অধিপতি, যদি তোমাতে আমার রতি না থাকিত, তবে ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইত। কামের দ্বারা আমাদের রতি বা কাম কি সম্পাদিত হয়? তাহা কখনই নহে। কারণ, কন্দর্পের উৎপত্তির অনেক পূর্ব্বে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। সামান্য লোকদিগের রতির নিমিত্তই আমি কন্দর্পের সৃষ্টি করিয়াছি। তবে কেন আমি কামের নাশ করিয়াছি বলিয়া আমাকে নিন্দা করিতেছ? বরং আমাকে অপমাননেবের [illegible] করিয়া, আমার ধ্যান ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করায়, আমি তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়াছি। এ জগতের পরিত্রাণের জন্যই আমার [illegible] এবং সেই জন্যই আমি তোমার উপর এই পরিহাস বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছি। অচির-কালের মধ্যে সেই অর্থ তোমার কাছে আপনিই প্রকট হবে। এই বৃথা-ক্রোধ পরিত্যাগ কর। আমি যে তোমার একান্ত ভক্ত, তাহা কি তুমি জান না? ৩১—৪৭। পর্ব্বত-রাজকন্যা স্বামী কর্তৃক এইরূপে অনুনীত হইলেও "কালী" এই অপ্রিয় কথাটী মনে করিয়া স্বামীকে এইরূপ বলিলেন,—হে ভগবন্‌! আমি পূর্ব্বেও অনেকবার আপনার অনেক মন-রাখা কথা শুনিয়াছি এবং তার মোহিনী শক্তিতে আমি পূর্ব্বেও এইরূপ ক্রোধ করিয়া আবার ভুলিয়া গিয়াছি। যে নারী স্বামীর অপ্রিয় হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে না পারে, পণ্ডিতেরা কুলাঙ্গনার মধ্যে তাহাকে কুৎসিত বলিয়া গণনা করেন। আমার দেহ গৌরবর্ণ নহে, এইজন্য আপনার সম্পূর্ণ অপ্রীতি অনুমিত হইতেছে, নতুবা আমাকে কালী বলিয়া পরিহাস করিবেন কেন? স্ত্রীর কৃষ্ণবর্ণ পণ্ডিতগণের নিকট অতিশয় নিন্দিত এবং অনাদৃত হয়. "সুতরাং তপোবলে আমি সেই কালবর্ণ পরিত্যাগ না করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। মহাদেব বলিলেন,—যদি তোমার এত দৃঢ়তা হইয়া থাকে, তবে তপস্যার প্রয়োজন কি? আমার ইচ্ছায় অথবা নিজের ইচ্ছায় বর্ণান্তর ধারণ কর। দেবী বলিলেন—আপনার বা আমার ইচ্ছায় আমি বর্ণান্তর গ্রহণ করিতে চাহি না। আমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া গৌরী হইব। মহাদেব বলিলেন,—পূর্ব্বে ব্রহ্মা আমার অনুগ্রহে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে মহাদেবি! তপস্যা করিয়া সেই ব্রহ্মার আবার আরাধনা করিয়া কি অধিক ফল পাইবে? দেবী বলিলেন,—যদিও ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ আপনার প্রসাদে আপন আপন পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি আপনার আদেশ অনুসারে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া পূর্ব্বে আমি সতী নামে দক্ষের কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং জগৎপতি আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেইরূপ এক্ষণেও তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া আমি গৌরী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি, ইহাতে দোষ কি তা বলুন? মহাদেবী এই কথা বলিলে, মহাদেব একটু হাস্য করিলেন মাত্র। কিন্তু দেবকার্য্যের অনুরোধে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন না। অনন্তর পতিব্রতা জগদম্বা পতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং বিয়োগ-সংশয়কে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া, হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। পূর্ব্বে সখীজনের সহিত যে প্রদেশে তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই পূর্ব্বপ্রণয় বশতঃ সেই স্থানেই তপস্যা করিতে মনস্থ করিলেন। অনন্তর পিতা ও মাতাকে [illegible] দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তাঁহাদেরও অনুমতি লইয়া পুনর্ব্বার তপোবনে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া শরীরের ভূষণ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক স্নানান্তর পরম পবিত্র তপস্বিনীবেশ গ্রহণ করিলেন। তিনি অতি তীব্র পরম দুশ্চর তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়া সর্ব্বদা মনোমধ্যে স্বামীর চরণপঙ্কজ স্থাপিত করিলেন। বাহিরে মৃন্ময়াদি নশ্বর লিঙ্গেও সেই মহাদেবকেই চিন্তা করত বনজাত পুষ্প ও ফলাদি দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিতে লাগিলেন। "তিনিই ব্রহ্মার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার এই তপস্যার ফল প্রদান করিবেন" অনবরত এইরূপ ভাবনা করত পার্ব্বতী তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ৪৮—৬৬। এই ভাবে তপস্যাচরণ করিতে করিতে বহুকাল গত হইলে, কোন সময় একটী ব্যাঘ্র তাঁহাকে দেখিয়া দুষ্টভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সেই অতিক্রূরাত্মা ব্যাঘ্র দুষ্টভাবে আগত হইলেও পার্ব্বতীর সমীপে তাহার সর্ব্বশরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হইল। দেবী সেই ব্যাঘ্রকে দুষ্টভাবে আগত দেখিয়াও আপনার প্রভুদেবের উপর বিশ্বাস থাকায় সামান্য মনুষ্যের ন্যায় ক্ষোভিত হইলেন না। ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত সেই ব্যাঘ্র সর্ব্বশরীর বিষ্টব্ধ হওয়ায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—ইহা ভিন্ন আমার আর আমিষ নাই। সে এইরূপ চিন্তা করত নিরন্তর সেই দেবীকে দর্শন করত তাঁহার সম্মুখে উপাসনাকারীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। এদিকে পার্ব্বতী তাহাকে "এ আমার নিত্য উপাসক এবং অন্য দুষ্টসত্ত্ব হইতে আমাকে রক্ষা করিতে আগত" এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার উপর কৃপাবতী হইলেন। ব্যাঘ্রের উপর দেবীর কৃপা হওয়াতে তৎক্ষণাৎ তাহার কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপ বিনষ্ট হইল এবং সেই মহাব্যাঘ্র দেবীর তত্ত্ব বুঝিতে পারিল। তাহার ক্ষুধা, অঙ্গস্তম্ভন ও আজন্মসিদ্ধ দৌরাত্ম্য নিবৃত্ত হইল এবং মনে তৃপ্তির উদয় হইল। তখন তাহার পরম ভাবের উদয় হওয়ায় আপনার কৃতার্থতা জানিতে পারিয়া সে প্রকৃত উপাসকের ন্যায়. পরমেশ্বরীর সেবা আরম্ভ

করিল। দুষ্টসত্ত্ব এবং অপর দুরাত্মাদিগকে সে নিজেই দূরীভূত করত তপোবনে বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে নিরাপদ হওয়ায় দেবীর তপস্যা ক্রমশই অতিশয় তীব্ররূপে বৃদ্ধি পাইল। এই সময় দৈত্য-নিপীড়িত দেবগণও ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। স্বয়ং দৈত্যবধে অসক্ত ব্রহ্মা দেবগণকে কারণের সহিত সমুদয় বৃত্তান্ত বলিয়া অমরগণের সহিত সত্বর হইয়া দেবীর তপোবনে গমন করিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সেই স্থানে গমন করিয়া বিশ্বের প্রতিষ্ঠার ন্যায় শ্রেষ্ঠ তপস্যায় নিরত ভবানী পরমেশ্বরীকে দেখিলেন। এই সমুদয় জগতের ও নিজের (ব্রহ্মার) মাতা, পিতা রুদ্রের ভার্য্যা, পর্ব্বতরাজের আত্মজা সেই আর্য্য-স্বভাবা দেবীকে ব্রহ্মা প্রণাম করিলেন। ৬৭—৮০। ব্রহ্মাকে দেবগণের সহিত সমাগত দেখিয়া দেবী তাঁহাকে সমুচিত স্বাগতবাদপূর্ব্বক অর্ঘ্য দান করিয়া পূজা করিলেন। ব্রহ্মাও তাঁহার প্রত্যুপচারযোগ্য বাক্য দ্বারা সৎকার এবং অভিনন্দন করিয়া, যেন কিছুই জানেন না এই ভাবে তপস্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবি! আপনি এই কঠোর তপস্যা দ্বারা কোন্ ফলের সাধন করিতেছেন? কারণ সমুদয় তপঃফলের সিদ্ধি আপনারই অধীন। যিনি সমুদয় জগতের স্বামী, সেই পরমেশ্বরকে যখন আপনি ভর্ত্তৃরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন সমুদয় তপঃফলই হস্তগত হইয়াছে। অথবা এ সমস্ত আপনার ক্রীড়ার বিলাসমাত্র। তবে আশ্চর্য্য এই যে, এতদিন আপনি সেই দেবদেবের বিরহ সহ্য করিতেছেন। দেবী বলিলেন,—হে দেব! সৃষ্টির আদিতে যখন তোমা হইতে সকলের উৎপত্তি শুনা যায়, তখন নিখিল প্রজার আদিভূত তুমিই আমার প্রথম পুত্র। আবার যখন প্রজার বৃদ্ধির নিমিত্ত তোমার ললাটদেশ হইতে মহাদেবের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন তুমি আমার শ্বশুরভাবে গুরুও বটে। আরও দেখ, যখন আমার পিতা, পর্ব্বতরাজ হিমাচল নিজেই তোমার পুত্র, তখন হে লোক পিতামহ! তুমি আমার সাক্ষাৎ পিতামহ হইলে। অতএব তুমি এইরূপ নানাবিধ সম্বন্ধে সম্বন্ধী এবং লোকযাত্রা-নির্ব্বাহক; তোমার নিকট, অন্তঃপুরে ভর্ত্তার সহিত যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কিরূপে ব্যক্ত করি? অধিক আর কি বলিব, আমার দেহে যে কালিমা দেখিতেছ, উহা ত্যাগ করিয়া আমি গৌরী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবি! এই সামান্য প্রয়োজনের জন্য কি এই কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন? আপনার ইচ্ছা কি ইহা করিতে অপারক? তাই বলিতেছি, এ কেবল আপনার ক্রীড়ামাত্র। হে জগন্মাতঃ! ইহা আপনার ক্রীড়া বটে, কিন্তু তথাপি লোকের হিতের নিমিত্ত যে ইহা হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব এই ক্রীড়া দ্বারাই আমার একটী বাঞ্ছিত ফলের সিদ্ধি করুন। নিশুম্ভ এবং শুম্ভ নামে দুই জন দৈত্য আমার নিকট হইতে বর লাভ করিয়া অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া দেবগণকে উৎপীড়িত করিতেছে, আপনা হইতেই তাহাদের বিনাশ হইবে। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, আপনি ছল করিয়া এই স্থলেই অবস্থান করুন। আপনি যে শক্তির সৃজন করিবেন, তাহাই তাহাদের উভয়ের মৃত্যুরূপিণী হইবে। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে যাচিত হইয়া সেই গিরীন্দ্রপুত্রী পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ চর্ম্মকোশ পরিত্যাগ করিয়া গৌরবর্ণা হইলেন। সেই উৎকৃষ্ট চর্ম্মকোশ হইতে কৌশিকী নামে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণা একটী কন্যা উৎপন্ন হইলেন। সেই মায়াময়ী বৈষ্ণবী-যোগনিদ্রারূপিণী শক্তি শঙ্খ চক্র ত্রিশূল প্রভৃতি অস্ত্রে বিভূষিত অষ্টবাহুশালিনী হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি সৌম্যও বটে, ঘোরও বটে; অর্থাৎ উভয়রূপ মিশ্রিত। তাঁহার নয়ন তিনটী এবং মস্তক চন্দ্রকলায় ভূষিত। তিনি পুরুষসংসর্গবর্জ্জিতা, অপ্রধৃষ্যা অথচ অতিশয় মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। দেবী দৈত্যসিংহ শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিহন্ত্রী সেই সনাতনী শক্তিকে ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা ও প্রহৃষ্ট হইয়া সেই পরম শক্তিকে বাহনের নিমিত্ত একটী মহাবল-পরাক্রান্ত সিংহ দান করিলেন এবং মদ্য, মৎস্য, মাংস ও পিষ্টকাদি উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা নির্ব্বাহ করিয়া বিন্ধ্যাচলে তাঁহার বাসস্থান কল্পিত করিলেন। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে সংকৃতা সেই শক্তি যথাক্রমে আপনার মাতা গৌরী এবং ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সেই দৈত্যেন্দ্রদ্বয়কে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া স্বশরীর হইতে উৎপন্ন আত্মসদৃশ বীর্য্যবতী অসংখ্য শক্তিগণে পরিবৃত হইয়া বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠ শুম্ভ এবং নিশুম্ভ সেই শক্তির শরাঘাতে ছিন্নাঙ্গ এবং কন্দর্পের বাণে ভিন্ন-হৃদয় হইয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৮১—১০৪।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গৌরী কৌশিকীকে উৎপাদন এবং ব্রহ্মার হস্তে অর্পণ করিয়া, সেই ব্যাঘ্রের প্রত্যুপকারের জন্য ব্রহ্মাকে অনুরোধ করিলেন। দেবী বলিলেন,—এই আমার আশ্রিত ব্যাঘ্রকে কি তুমি দেখিয়াছ? এই ব্যাঘ্র দুষ্টসত্ত্ব হইতে আমার তপোবন রক্ষা করিয়াছে। এই ব্যাঘ্র আমাতে মন অর্পণ করিয়াছে, অপর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা করিতেছে। সুতরাং

ইহার সম্যক্ প্রতিপালন ভিন্ন আমার আর অন্য প্রিয়-কার্য্য নাই। এই কারণেই এ আমার অন্তঃপুরচারী হউক এবং শঙ্কর প্রীত হইয়া ইহাকে গণেশ্বর-পদ প্রদান করুন। আমি ইহাকে অগ্রেসর করিয়া সখীগণের সহিত যাইতে ইচ্ছা করি। হে প্রজাপতে! তুমি এ বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান কর। ব্রহ্মা এইরূপে উক্ত হইয়া, দেবীকে [illegible] মত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং হাস্য করত কঠোর পূর্ব্ববৃত্ত দ্বারা ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যের বিষয় বর্ণন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবি! কোথায় এই ক্রূর পশু, আর কোথায় আপনার মঙ্গলময় অনুগ্রহ!! সাক্ষাৎ বিষধরের মুখে কি নিমিত্ত অমৃত-সেচন করিতেছেন? এ কেবল ব্যাঘ্র নয়, এ একজন দুষ্ট নিশাচর। এ অনেক গরু এবং অগণ্য তপোধন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়াছে। এ কামরূপী, আপনার ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে। সেই সকল পাপকর্ম্মের ফল অবশ্যই ইহাকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব ঈদৃশ দুরাত্মাদিগের উপর কৃপা করিয়া কি ফল? হে দেবি! এই স্বাভাবিক দুরাত্মাকে লইয়া আপনার কি কার্য্য হইবে? দেবী বলিলেন,—তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহা সকলই সত্য। তথাপি এ আমার আশ্রয় লইয়াছে, আমি আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করি না। ১—১১। ব্রহ্মা বলিলেন,—ইহার ভক্তি না জানিয়াই আমি ইহার পূর্ব্ববৃত্ত আপনার নিকট বলিয়াছি। যদি আপনার উপর ইহার ভক্তি থাকে, তবে পাপ ইহার কি করিবে? আপনার ভক্ত নষ্ট হয় না। আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া পুণ্যকর্ম্মাই বা কি করিবে? হে পরমেশ্বরি! আপনিই আজ্ঞা, প্রজ্ঞা এবং সনাতনী। নিখিল-জীবের বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা আপনারই অধীন। আপনি পরমা-শক্তিরূপা, আপনা ভিন্ন কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয়? আপনি স্বয়ং অভিন্না হইয়াও সমুদয় সৃষ্ট-পদার্থের নানাবিধ-শক্তিস্বরূপা। শক্তিশূন্য হইয়া কর্ত্তা কি কর্ম্ম করিতে পারে? কি বিষ্ণু, কি আমি, কি অপর দেব, দানব বা রাক্ষস—এ সমুদয়েরই আপন আপন ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির বিষয়ে, আপনার আজ্ঞাই একমাত্র কারণ। অসংখ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা মহেশ্বর অতীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও অসংখ্য ব্রহ্মাদি হইবে, ইহারা সকলেই আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী। আপনার আরাধনা ব্যতীত অস্মদাদি নিখিল শ্রেষ্ঠ-দেবগণও পুরুষার্থ-চতুষ্টয় লাভ করিতে সমর্থ হয় না। জড়ত্ব ও চৈতন্যের সদ্যঃ ব্যত্যাস অর্থাৎ বিপর্য্যয় হইতে পারে; যেহেতু সুকৃত ও দুষ্কৃত আপনার ব্যবস্থানুসারেই ফল প্রদান করে। আপনিই সেই জগৎপতি পরমাত্মা মহাদেবের আদি-মধ্য-নিধন রহিত সনাতনী আদ্য-শক্তি। সমস্ত লোকযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ আপনি যে কোন একটী মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিয়া নানাভাবে ক্রীড়া করেন; কে আপনাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে? অতএব এই ব্যাঘ্র দুরাচার হইলেও আপনার অনুগ্রহে পরম সিদ্ধি লাভ করুক; ইহাতে কে প্রতিবন্ধক হইবে? এই প্রকারে অনুরূপ বচন দ্বারা ব্রহ্মা, স্বীয় পরমভাব (মহত্ত্ব) স্মরণ করাইলে, গৌরী ব্রহ্মার প্রার্থনায় তপস্যা হইতেও নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দেবীর আজ্ঞা লইয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে, দেবীও স্বীয় মাতা মেনাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার বিরহ সহিতে অসমর্থ পিতা-মাতাকে প্রণাম ও নানাবিধ বাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। পরে তাঁহার বিরহ-দুঃখেই যেন পুষ্পরূপ বাষ্প-মোচনকারী এবং স্ব স্ব শাখারূঢ় পক্ষীদিগের শব্দ দ্বারা ব্যাকুল ও দীনভাবে বহু-বিলাপকারী প্রিয় তপোবন বৃক্ষদিগের বিষয় সখীদিগের নিকট বলিতে বলিতে ভর্ত্তৃ-দর্শনে ত্বরান্বিতা হইলেন। সেই দেবী গৌরী, ঔরসপুত্রের ন্যায়, সেই ব্যাঘ্রকে অগ্রে রাখিয়া এবং স্বীয় দেহপ্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া, যে স্থানে মহেশ্বর অবস্থান করিতেছিলেন, সেই মন্দর পর্ব্বতে গমন করিলেন। ১২—২৮।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—সেই গিরিবর-নন্দিনী দেবী, দিব্য গৌর শরীর ধারণ পূর্ব্বক মন্দর-পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে স্বামীকে দর্শন করিলেন? তাঁহার প্রবেশ-সময়ে [illegible] দ্বারে অবস্থিত গণেশ্বরগণ কিরূপ ব্যবহার করিল এবং মহাদেবই বা তাঁহাকে দেখিয়া কীদৃশ ব্যবহার করিলেন? বায়ু বলিলেন,—যাহা প্রেমের সহিত মিলিত হইয়া সহৃদয়দিগের চিত্ত হরণ করে, তাদৃশ অনির্ব্বচনীয় চিত্তদ্রবময় ভাব হঠাৎ বর্ণনা করা যায় না। দেবীর আগমনের নিমিত্ত উৎসুক মহাদেব, সম্ভ্রমে অবস্থিত দ্বারপালদিগের সহিত সেই প্রবিষ্টা দেবীকে দেখিয়া যেন কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়াছেন এইরূপ দেবী তাঁহাকে দেখিলেন। অনন্তর তাঁহার সেই পূর্ব্বানুভূত প্রেমভাব এবং বাক্য দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া গৃহ-মধ্যবর্ত্তী গণনায়ক তাঁহাকে বন্দনা করিল এবং তিনিও মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া উঠিতে না উঠিতেই মহাদেব তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া, অতি আনন্দ-সহকারে আলিঙ্গন করিলেন। মহাদেব স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও দেবী পর্য্যঙ্কের উপর বসিয়া পড়িলেন। তখন মহাদেব সেই স্মিতমুখী দেবীকে বলপূর্ব্বক আপনার অঙ্কের উপর বসাইলেন এবং ঈষৎহাস্যের সহিত বিস্ফারিত-নেত্র দ্বারা তাঁহার মুখ যেন পান করিতে করিতে তাঁহার সহিত কথোপকথন

করিবার অভিপ্রায়ে, প্রথমে যেরূপ বলা উচিত, সেইরূপ বাক্য বলিলেন। মহাদেব বলিলেন,—হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তোমার সেই অবস্থা গিয়াছে ত? যে অবস্থায় তোমার এরূপ কোপ হইয়াছিল যে, আমি অনুনয়ের কোন উপায় দেখিতে পাই নাই। তুমি ইচ্ছাক্রমেই অপর বর্ণ গ্রহণ না করিয়া কালীরূপ ধারণ করিয়াছিলে। হে সুভ্রু! তোমার স্বভাবে আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হওয়ায় আমার একটা চিন্তার কারণ হইয়াছে। তুমি কিরূপে আপনার সেই পরম ভাব বিস্মৃত হইলে? তুমি যখন আপন ইচ্ছাক্রমে সকল প্রকার বর্ণ গ্রহণ করিতে পার, তখন তোমার এরূপ চিত্ত-কালুষ্যের কারণ কিছুই নাই। আমাদের দুই জনের মধ্যেও যদি সামান্য নরনারীর ন্যায় পরস্পর বিদ্বেষের কারণ উপস্থিত হয়, তবে এই চরাচর জগৎ আর থাকে কিরূপে? ১—১২। আমি অগ্নির মস্তকস্থিত, তুমিও সোমের মস্তকস্থিত। আমরা দুই জনে এই অগ্নীষোমাত্মক বিশ্বকে অধিকার করিয়া রহিয়াছি। আমরা দুই জনে জগতের হিতের নিমিত্ত ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করি। আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিলে, এই জগৎ একেবারে আশ্রয়-শূন্য হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত অপর একটী হেতুও আছে। এই স্থাবর-জঙ্গমময় সমুদয় জগৎ বাগর্থময় অর্থাৎ নাম-রূপাত্মক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তুমি সাক্ষাৎ অমৃতময় বাক্য-স্বরূপা, আমিও অমৃতরূপী অর্থ। অতএব আমরা উভয়ে যখন অমৃত, তখন আমাদের বিচ্ছেদ কিরূপে সম্ভবপর? তুমি আমার বোধকারিণী বিদ্যাস্বরূপা এবং তদীয় জ্ঞান হইতেই আমি জ্ঞেয়। যখন বিদ্যা এবং বেদ্য এ উভয়ের কখন বিশ্লেষ নাই, তখন সেই বিদ্যা ও বেদ্যস্বরূপ আমাদের দুই জনেরই বা কিরূপে বিশ্লেষ হইতে পারে? আমি আত্ম-ব্যাপার দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি বা সংহার করি না, একমাত্র আজ্ঞাবশেই এই জগতের সৃষ্টি বা সংহার হইয়া থাকে; তুমি সেই গরীয়সী আজ্ঞা। আমার এই যে স্বাতন্ত্র্যরূপ ঐশ্বর্য্য, আজ্ঞাই তাহার এক মাত্র সার। আমি যদি সেই আজ্ঞা-শূন্য হই, তবে আমার সে ঐশ্বর্য্য আর থাকে কৈ? বিযুক্ত হইয়া আমরা দুই জনে কখনই থাকিতে পারি না। তথাপি যে আমাদের বিরহ ঘটিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে? এই সংসারে পরের প্রতি অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদের নিজের কোন প্রবৃত্তির প্রয়োজন নাই। অতএব আমাদের ক্রীড়াকৌতুকও বৃথা হয় না। দেবতাদিগের কার্য্য উদ্দেশ করিয়া আমি তোমাকে পরিহাস করিয়াছিলাম। তোমারও তাহা অবিদিত নাই, তবে কেন কোপ করিয়াছিলে? ত্রিলোকের রক্ষার নিমিত্তই তুমি আমার উপর ঐরূপ ক্রোধ করিয়াছিলে, যাহা জীবদিগের অনর্থের নিমিত্ত হয়, এরূপ কার্য্য কখনই তোমাতে নাই। মহাদেব এইরূপ প্রিয়বাক্য বলিলে, শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গারভাব-সমূহের অকৃত্রিম জন্মভূমি সেই পরমেশ্বরী, "স্বামী যাহা বলিলেন, তৎসমুদয়ই সত্য" মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক কৌশিকীর উৎপত্তি কথা ভিন্ন, লজ্জাক্রমে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। ১৩—২৫। দেবী বলিলেন,—আমি কৌশিকী নামে যে কন্যার সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ত আপনি দেখেন নাই। এই সংসারে সেরূপ কন্যা আর হয় নাই, হইবেও না। তাহার বীর্য্য, বল, বিন্ধ্যাচলে নিবাস, বিজয়, যুদ্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভের বধ, সেবক জনকে প্রত্যক্ষ ফলদান এবং দেবতাদিগের নিত্য পরিত্রাণ; এই সকল বিষয়ের কথা ব্রহ্মা আপনার নিকট নিবেদন করিবেন। তখন এইরূপ সম্ভাষমাণা দেবীর আজ্ঞায় সখীগণ সেই ব্যাঘ্রকে আনিয়া সম্মুখে রাখিল। মহাদেবের জন্য আনীত উপায়নরূপ ব্যাঘ্রকে দেখিয়া দেবী পুনর্ব্বার বলিলেন,—এই ব্যাঘ্রকে দেখুন, ইহার সদৃশ আর কেহ আমার উপাসক নাই। এই ব্যাঘ্র দুষ্ট-সত্ত্ব হইতে আমার তপোবন রক্ষা করিয়াছে; এ আমার অতিশয় ভক্ত এবং আমার আত্মরক্ষা হেতু বিশ্বাসের পাত্রও বটে। এ আমাদের অনুগ্রহলাভার্থ আপনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে; যদি আমা হইতে আপনার প্রীতিলাভ হয় এবং আমার প্রিয় করা যদি আপনার কর্ত্তব্য হয়, তবে হে ঈশ্বর! এই ব্যাঘ্র অপর রক্ষিগণের সহিত তাদৃশ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া অন্তঃপুর-দ্বারে স্বয়ং নন্দীর নিয়োগে অবস্থান করুক। দেবীর সপ্রণয় মধুর ও কর্ণসুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন,—আমি প্রীত হইলাম। তৎক্ষণাৎ সেই ব্যাঘ্রও সুবর্ণ নির্ম্মিত বেত্রলতা, রত্নখচিত কঞ্চুক, সর্পসদৃশ ছুরিকাধারী, রক্ষক-বেশী গণনায়করূপে লক্ষিত হইল। যেহেতু সোমরূপা দেবী, মহাদেব ও নন্দী ঐ ব্যাঘ্রের কার্য্যে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উহার নাম সোমনন্দী হইল। অর্দ্ধেন্দুভূষণ মহাদেব এইরূপে দেবীর প্রিয় কার্য্য করিয়া, সেই দেবীকে নানাবিধ রত্নখচিত দিব্য অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিলেন। অনন্তর শশাঙ্কভূষণ মহাদেব সর্ব্বমনোহরা গিরীন্দ্র-কন্যাকে আপনার অঙ্কে স্থাপন করিয়া, গৌরবের সহিত নানাবিধ শ্রেষ্ঠ ভূষণ দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন ২৬—৩৭।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—দেবীকে সান্ত্বনা করিবার সময় মহাদেব যে বিশ্বকে অগ্নীষোমাত্মক এবং বাগর্থাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঐশ্বর্য্যের সার একমাত্র আজ্ঞা এবং তুমিই সেই আজ্ঞা, ইহারই বা ভাব কি? আমরা যথাবৎ অনুক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি। বায়ু বলিলেন,—মহাদেবের যে ভীষণ তেজোময় শরীর, তাহার নাম অগ্নি এবং শক্তির শান্তিকর অমৃতময় শরীরের নাম সোম। অমৃতেই বিশ্বের অবস্থান এবং তেজই সাক্ষাৎ বিদ্যা ও কলা স্বরূপ। এই দুইটাই নিখিল সূক্ষ্ম-ভূতে অর্থাৎ পৃথিবী আদির পরমাণু-সমূহে রস ও তেজোরূপে অবস্থিত। সূর্য্য ও অনল স্বরূপে তেজের অনেক প্রকার বৃত্তি। এইরূপ রসেরও সোম ও জল স্বরূপে নানারূপ বৃত্তি। তেজের ভেদ বৈদ্যুতাদি এবং রসের ভেদ মধুরাদি। এই তেজ ও রসের নানাবিধ ভেদ একত্র হইয়া, চরাচর বিশ্বকে ধারণ করিয়াছে। অগ্নি হইতে অমৃতের উৎপত্তি, আবার অমৃত দ্বারাই অগ্নির বৃদ্ধি হয়। এইজন্যই অগ্নীষোম এই উভয় দেবতার উদ্দেশে আহুত ঘৃত, জগতের হিতকারী বলিয়া কল্পিত হয়। হবির নিমিত্ত শস্যের উৎপত্তি, ঐ শস্যের আবার বৃদ্ধির কারণ বৃষ্টি। বৃষ্টি আবার আহুত হবিঃ অর্থাৎ ঘৃত হইতে নিঃসৃত হয়, এই নিমিত্ত এই জগৎ অগ্নীষোম দ্বারা ধৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে পর্য্যন্ত সৌম্য অমৃত অগ্নি হইতে পৃথক্ থাকে, সেই পর্য্যন্ত অগ্নি ঊর্দ্ধদিকে জ্বলিতে থাকে; কিন্তু সৌম্য অমৃত অগ্নির সহিত মিলিত হইলে উহা অধঃস্রাবী হয়। এইজন্যই কালাগ্নি অধঃ হইতে ঊর্দ্ধদিকে জ্বলিত হয়। যতক্ষণ অবধি উহার ঊর্দ্ধগতি থাকে, ততক্ষণ অবধি উহা দহন করে। অধোগতি হইলে আবার জল-প্লাবন হয়। ১—১০। এই ঊর্দ্ধজ্বলন কালাগ্নি আধার-শক্তি দ্বারাই ধৃত হইয়াছে। আবার সেই নিম্নগত আধার-শক্তিরূপ সোম শিব-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। শিব উপরে, শক্তি তাহার আধার; আবার ঐ শক্তির আধার শিব। অতএব এই জগতে এমন কিছু নাই, যাহা শিব ও শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত নয়। যেহেতু এই জগৎ অগ্নি দ্বারা বারংবার দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইয়াছে। এই নিমিত্ত ভস্মকে অগ্নির বীর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জগতের এইরূপ ভস্মসাৎ তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, ভস্ম মাখিয়া যে "অগ্নি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করে, সেই ব্যক্তি বন্ধ-পাশ হইতে বিমুক্ত হয়। অগ্নির বীর্য্য সেই ভস্ম আবার সোম দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্লাবিত হইয়া, যোগরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত, প্রকৃতিকে সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। ঐ ভস্ম যোগ-সম্বন্ধে শাক্ত-অমৃত বর্ষণ দ্বারা আপ্লুত হইয়া, প্রকৃতিকে স্বীয় অধিকার হইতে নিবৃত্ত করে। এইজন্য মৃত্যু-জয় উদ্দেশ করিয়া, সাধুগণ অমৃত দ্বারা অভিষিক্ত হন; কারণ, শিবশক্তি-রূপ অমৃতের স্পর্শ লাভ করিলে, মৃত্যু আর কোথা হইতে আসিবে? যে ব্যক্তি আমা কর্ত্তৃক এই কথিত দহন-প্লাবনের বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়, সে অগ্নীষোমপুট ত্যাগ করিয়া, আর কখন জন্ম গ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি শিবরূপ অগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ করিয়া যোগমার্গানুসারে শক্তিরূপ অমৃত দ্বারা উহা প্লাবিত করে, সে মোক্ষ পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই অর্থ হৃদয়ে করিয়াই মহাদেব বিশ্ব অর্থাৎ জগৎকে অগ্নীষোমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১১—২০।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—এই জগৎকে বাগর্থময় কেন বলে, এক্ষণে সেই বিষয় বলিব, বিস্তার পূর্ব্বক না হইলেও যাহার সংক্ষেপোক্তি দ্বারাই ছয় প্রকার পথের বোধ হইবে। এই জগতে এমন একটী অর্থ নাই, যাহার বাচক শব্দ নাই এবং এমন শব্দ নাই, যাহা দ্বারা কোন না কোন প্রকার অর্থের বোধ না হয়। সঙ্কেত অনুসারেই শব্দসমূহ সর্ব্বপ্রকার অর্থের বোধক হয়। শব্দ ও অর্থ এই দুই প্রকারেই প্রকৃতির পরিণাম নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই প্রকৃতিকে পরমাত্মা শিব ও শিবার বিভূতি বলিয়া কীর্ত্তন করে। শব্দ-স্বরূপা বিভূতি, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক তিন প্রকার বলিয়া অভিহিত হয়; যথা,—স্থূলা, সূক্ষ্মা এবং পরা অর্থাৎ তদ্ভিন্না। তাহার মধ্যে যাহা কর্ণের গোচর হয়, তাহার নাম স্থূলা, চিন্তাময় শব্দের নাম সূক্ষ্মা এবং চিন্তাশূন্য শব্দের নাম পরা-বিভূতি। এই পরই শিব-তত্ত্বাশ্রিত ক্রিয়া-শক্তিরূপা। জ্ঞান-শক্তির সংযোগে এবং ঈশ্বরেচ্ছা সহকারে পূর্ব্বোক্ত শক্তি সকল একত্র হইয়া, শক্তিতত্ত্ব নামে খ্যাত হয়। ঐ শক্তিতত্ত্বই সমুদয় কার্য্যের মূল-প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনিই সাধ্বী, কুণ্ডলিনী, মায়া, বিশুদ্ধা এবং বিশুদ্ধ-কর্ম্মমার্গ-স্বরূপা। তিনিই বিভক্তি-রূপা হইয়া ছয় প্রকার অধ্বরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। তাহার মধ্যে শব্দ তিন প্রকার অধ্বরূপে এবং অর্থ তিন প্রকার অধ্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ ছয় প্রকার অধ্ব যে, সকল পুরুষেরই চিত্তশুদ্ধি অনুসারে লয় (মুক্তি) এবং ভোগের অধিকারের নিমিত্ত সমর্থ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মন্ত্রাধ্ব, পদাধ্ব এবং বর্ণাধ্ব এই তিনটী শব্দাধ্বের অন্তর্গত; ভুবনাধ্ব অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন, তত্ত্বাধ্ব অর্থাৎ মহৎ প্রভৃতি এবং কালাধ্ব অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ

নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চ—এই তিন প্রকার অধ্ব অর্থাধ্বের অন্তর্গত। এই ছয় প্রকার অধ্বেরই পরস্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকতা আছে। মন্ত্র সকল বাক্য-স্বরূপ, সুতরাং পদ দ্বারা ব্যাপ্ত (কারণ পদ-সমূহের নামই বাক্য)। পদ সমুদয় বর্ণ দ্বারা ব্যাপ্ত ; কারণ, পণ্ডিতেরা বর্ণসমূহকে পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ণ সকল আবার চতুর্দ্দশ ভুবন দ্বারা ব্যাপ্ত ; কারণ, ভুবন মধ্যেই বর্ণদিগের জ্ঞান হইয়া থাকে। ১—১২। ভুবন সকল আবার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে মহদাদি তত্ত্বসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত ; যেহেতু, তত্ত্বরূপ কারণ-সমূহ দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কতকগুলি মাত্র ভুবন পুরাণে উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন শিবাগমে আরও অনেকগুলি ভুবনের উক্তি হইয়াছে। সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রে কয়েকটী মাত্র মহদাদি তত্ত্বের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, শিবশাস্ত্রে আরও অনেক তত্ত্ব বিস্তৃতরূপে উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল তত্ত্ব আবার স্ব স্ব উপযোগিনী কলা দ্বারা ব্যাপ্ত ; কারণ, প্রথমে সেই মূল-প্রকৃতির পাঁচ প্রকার পরিণাম হইয়াছিল। ঐ পাঁচ প্রকার পরিণাম নিবৃত্তি-আদি পঞ্চ কলা নামে প্রসিদ্ধ, উহারাও ব্যাপ্ত এবং ছয় প্রকার অধ্বে অবিভক্ত, পরা-শক্তিই উহাদের ব্যাপিকা। পরা প্রকৃতি শিবতত্ত্ব-স্বরূপে উক্ত ছয় প্রকার অধ্বে (মার্গে) অবস্থান করায় শক্তি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমুদয়ই শিবতত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হয়। কুম্ভ-প্রভৃতি নানাবিধ মৃন্ময় বস্তুর ব্যাপিকা যেরূপ মৃত্তিকা, সেইরূপ এক শিবতত্ত্বই ঐ সমুদয়ের ব্যাপক। উক্ত ষড়্বিধ অধ্ব দ্বারা একমাত্র সেই পরম শৈবধাম লাভ করা যায়। সর্ব্বব্যাপিকা শক্তি, পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা শোধন হেতুক সেই শিবধামের প্রাপিকা হয়। নিবৃত্তি দ্বারা রুদ্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের শোধন হয়। প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহার পর হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্তের শোধন হয়। বিদ্যা দ্বারা তাহার পর হইতে মধ্যে বিদ্যেশ্বর পর্য্যন্তের শুদ্ধি হয়। শান্তি দ্বারা তাহার পরের বিশুদ্ধি হয় এবং শান্ত্যতীত দ্বারা অধ্বান্ত-স্থিতের শুদ্ধি হয়। এই শান্ত্যতীতা, পর-প্রকৃতির সংযোগে পরম ব্যোম নামে অভিহিত হয়। এই নিবৃত্তিপ্রভৃতি পঞ্চকলা (তত্ত্ব) দ্বারা সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব সাধকগণ উক্ত পঞ্চকলার মধ্যে সমুদয় জগতের দর্শন করিয়া থাকেন। ১৩—২৩। যে ব্যক্তি উক্তরূপ অধ্বব্যাপ্তি না জানিয়া শুদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সে বঞ্চক শুদ্ধির ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। তাহার সেই বৃথা-পরিশ্রম, কেবল নরকভোগের কারণ হয়। শক্তি-জ্ঞানের সম্পর্ক ব্যতীত তত্ত্ব সকল, তাহার ব্যাপ্তি এবং তাহার বিশুদ্ধি প্রকৃতরূপে জানা যায় না ; ঐ শক্তি শিবের পরা-আজ্ঞারূপা এবং চিৎস্বরূপা পরমেশ্বরী। ঐ কারণভূতা শক্তি দ্বারা শিব অখিল জগতের উপর অধিষ্ঠান করিতেছেন। বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে ঐ শক্তি, আত্মার মিথ্যা মায়াও নহে, বিকারও নহে। ইঁহার বন্ধন বা মুক্তি নাই ; ইনি স্বয়ং বন্ধ ও মুক্তির বিধায়িনী সর্ব্বেশ্বরী, সকলের পরাকাষ্ঠা এবং শিবের সহিত নিত্যসম্বন্ধা। বিশেষরূপে শিবের গুণ সমূহের সম্পর্ক থাকায় ইনিও শিবের সমানধর্ম্মিণী। ইঁহাকে লইয়াই শিব গৃহী এবং শিবকে লইয়া ইনিও গৃহিণী। এই পর-প্রকৃতি জন্য কার্য্যরূপ জগৎ সেই শিব ও শক্তির অপত্য। শিব—কর্ত্তা, শক্তি—করণ, এই মাত্র শিব ও শক্তির মধ্যে প্রভেদ। কেহ কেহ বলেন, এক শিবই স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই প্রকারে অবস্থান করেন, এই মাত্র তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ। অপর পণ্ডিতেরা বলেন, সূর্য্য এবং তাঁহার প্রভা যেমন পরস্পর স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও, প্রভা সূর্য্যে সমবায়-সম্বন্ধে স্থিত হওয়ায় সূর্য্য হইতে কখন পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করে না, সেইরূপ সেই চিৎস্বরূপা পরা-শক্তিও শিবে সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিত হওয়ায়, তাঁহা হইতে ভিন্না হইয়াও, কদাচ পৃথক্ অবস্থান করেন না। এই নিমিত্ত শিবই জগতের প্রধান কারণ, পরমেশ্বরী শক্তি শিবের আজ্ঞা-স্বরূপা। সেই শক্তি দ্বারাই ত্রিগুণাত্মিকা অব্যয়া শৈবী মূল-প্রকৃতি জগৎ-কার্য্যের নিমিত্ত চালিত হন। কার্য্যভেদে ঐ শক্তি মহামায়া, মায়া এবং ত্রিগুণা প্রকৃতি এই তিন প্রকারে পরিণত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার মার্গ প্রসব করেন। সেই বাগর্থময় ষড়্বিধ অধ্বই এই সমুদয় জগৎরূপে পরিণত। শাস্ত্র-সমূহ অশেষ প্রকারে ইহারই বিস্তার কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২৪—৩৫।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—মহাদেবের বিচিত্র, গুহ্য, গহন এবং দুর্ব্বিজ্ঞেয় চরিত্র সকল আমাদের মন মোহিত করিতেছে। সেই শিব ও শক্তির তত্ত্ব বুঝিবার নিমিত্ত কোনরূপ তর্ক করায় বিশেষ দোষ আর লক্ষিত হয় না। কারণ, তাঁহাদেরও কার্য্য দ্বারা অনেক প্রাকৃত ভাব জ্ঞাত হওয়া যায়। দেখুন, এই লোকের সৃষ্টি স্থিতি ও নাশের কারণ ব্রহ্মাপ্রভৃতিও শিবের নিগ্রহ এবং অনুগ্রহের বশবর্ত্তী, কিন্তু শিব কাহারও নিগ্রহ বা অনুগ্রহের পাত্র নহেন। অতএব শিবের ঐশ্বর্য্য সকলের অপেক্ষা অধিক, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই প্রকার ঐশ্বর্য্যই স্বাতন্ত্র্য, উহা শিবের স্বভাব-সিদ্ধ ; তবে কিরূপে শরীরযুক্ত হয় ? যাহা স্বতন্ত্র অর্থাৎ মূল কারণ, তাহার শরীর কিরূপে ঘটিতে পারে ? কেননা, মূর্ত্তি যখন কার্য্য,

তখন কারণ ব্যতীত তাহার সিদ্ধিই বা কিরূপে হইতে পারে? আরও দেখুন, সর্ব্বত্র মহাদেবের নির্গুণ স্বরূপই কথিত হইয়াছে, অন্য ভাবের কথন হয় নাই। কিন্তু মূর্ত্তি সগুণ ভিন্ন অন্যরূপ হইতে পারে না। অতএব নির্গুণ ও সগুণ ভাবের একত্র অবস্থান কিরূপে সঙ্গত হয়? পরমাত্মা মহাদেবের পরম স্বভাব নির্গুণ, সেই স্বভাব আবার কিরূপে সগুণ হইতে পারে? কারণ, স্বভাবের ত পরিবর্ত্তন নাই। যদি বল, সেই স্বতন্ত্র মহাদেবের ইচ্ছাক্রমেই স্বভাবও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তবে সেই পরমেশ্বর মহাদেব নিজের ইচ্ছায় নিত্য বস্তুকে অনিত্য এবং অনিত্যকে নিত্য করেন না কেন? যদি বল, নির্গুণ শিব হইতে সগুণ মূর্ত্তিমান্ একটী ভিন্ন পুরুষ, কিন্তু শিব তাঁহার অধিষ্ঠাতা, ইহাই নিখিল বেদাদিতে কথিত হইয়াছে; তাহা হইলে সেই মূর্ত্তিমান্ই শিবের মূর্ত্তি স্বরূপ হইলেন। যে-কোনরূপ মূর্ত্তি হইলেই মূর্ত্তিমানের পরতন্ত্রতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। মূর্ত্তিমানের পরতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে, মূর্ত্তি-স্বীকারেরই আবশ্যকতা নাই। কারণ, মূর্ত্তি দ্বারা বিশেষ ফল-সাধনের অভিপ্রায়েই মূর্ত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। ইচ্ছানুসারে শরীর-ধারণ স্বীকারে স্বতন্ত্রতার হানি হয় না, এ কথাও বলিতে পার না; কারণ, পুরুষদিগের তাদৃশী ইচ্ছাই যে কর্ম্মের অনুসারিণী (ইহা অবশ্য মানিতে হইবে)। দেখুন, ব্রহ্মা হইতে পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই ইচ্ছানুসারে বিশেষ দেহ গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করিতে পারে, তবে তাহারাও কি কর্ম্মের অধীন নহে? পণ্ডিতেরা ইচ্ছাক্রমে দেহ-নির্ম্মাণকে ইন্দ্রজালের তুল্য বলিয়াছেন; কারণ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা বশীকরণ ব্যতীত ইচ্ছানুসারে দেহগ্রহণ সম্ভবপর নহে। দেখুন, বিশ্বরূপধারী বিষ্ণু, যুদ্ধে মহর্ষি দধীচ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হন; কারণ, দধীচও নিজে তাঁহার স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব পরমাত্মা শিব, সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেও শরীরধারণ হেতুক আমরা তাঁহার অপরের সহিত সমতাই বুঝিতেছি। ১—১৭। আরও দেখুন, পরম-কারণ শিবকে সকলের অনুগ্রাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি আবার দেবদিগকে নিগৃহীত করিলেন; তবে তিনি সর্ব্বানুগ্রাহক কিরূপে হইতে পারেন? তিনি অনেকবার অর্থাৎ ভিন্ন-কল্পে ব্রহ্মার পঞ্চম শির ছিন্ন করিয়াছেন এবং শরভরূপ ধারণ করিয়া পদযুগল দ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা নৃসিংহরূপী বিষ্ণুরও হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। দক্ষযজ্ঞের নিমিত্ত বীরভদ্র দ্বারা দেব ও দেবীগণের মধ্যে সকলকেই দণ্ড দিয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং স্বীয় নেত্রানল দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যে অসংখ্য দৈত্য এবং তাহাদের স্ত্রী ও বালকগণের সহিত ত্রিপুর ভস্মসাৎ করিয়াছেন। দেবগণ উচ্চৈঃশব্দে বিলাপ করিতে থাকিলেও সেই মহাদেব, প্রজাদিগের রতিহেতু স্বয়ং রতিপতি কন্দর্পকে স্বীয় নেত্রাগ্নিতে আহুতিরূপে দান করিয়াছেন। এক সময়ে কতকগুলি আকাশচারিণী গাভী তাঁহার মস্তকে দুগ্ধ ক্ষরণ করায়, মহাদেব ক্রোধ-দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছিল। তিনি জলন্ধরাসুরের প্রার্থনায় পাদ দ্বারা জলকে চক্রাকার করিয়া, অনন্তনাগ দ্বারা বিষ্ণুকে বাঁধিয়া শত যোজন দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আবার সেই জলসঙ্কাশী মহাদেবই উক্ত জলন্ধর অসুরকে শূল দ্বারা নিহত করিয়াছেন। বিষ্ণু তপস্যা দ্বারা তদীয় চক্র লাভ করিয়া বীর্য্যবান্ হইয়া, অতি নির্দ্দয়চিত্ত অসুরদিগের কুল সর্ব্বদা নষ্ট করিতেছেন। মহাদেব অগ্নিসদৃশ ত্রিশূল দ্বারা অন্ধকাসুরের বক্ষঃস্থল দগ্ধ করিয়াছেন এবং কণ্ঠ হইতে একটী কৃষ্ণবর্ণ স্ত্রীর সৃষ্টি করিয়া, দারুককে নিপাতিত করিয়াছেন। তিনি গৌরীর শরীর-কোশ হইতে কৌশিকীকে জন্মাইয়া, যুদ্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে মৃত্যুমুখে অর্পণ করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণে প্রকাশিত এই মহৎ আখ্যান শুনা গিয়াছে,—ইন্দ্রশত্রু দৈত্যেন্দ্র তারকের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মহাদেব মন্দরপর্ব্বতস্থিত অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক দেবীর সহিত এইরূপে বিহার করেন যে, তাঁহার শরীরাঘাতে পৃথিবী যেন রসাতলে গমনোদ্যত হইল। পরে দেবীকেও বঞ্চনা করিয়া তাঁহার গর্ভে আপনার অতি দুর্ব্বহ বীর্য্যপাত না করিয়া, পবিত্র ঘৃতের মত উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন এবং অগ্নি দ্বারা অংশ করিয়া গঙ্গাদিতেও নিক্ষেপ করেন। স্বাহা সুবর্ণাঙ্গী কৃত্তিকারূপে আপনার ভর্ত্তা অগ্নির সহিত রমণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে অল্প অল্প নিক্ষিপ্ত সেই বীর্য্য ধীরে ধীরে একত্র করিয়া সুমেরু-পর্ব্বতস্থিত কোন শরবণে নিক্ষেপ করেন। কালবশে তাহার প্রভায় দশদিক্ সন্দীপিত হইয়াছিল এবং সুমেরুর সহিত অপরাপর গিরি সকলও সুবর্ণীভূত হইয়াছিল। ১৮—৩৫। অনন্তর বহুকালের পর সেই তেজে অন্যান্য কুমারদিগের উপমাস্থল সুকুমার কুমার (কার্ত্তিকেয়) জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার সেই মনোহর শৈশব-রূপ দেখিয়া দেবাসুরের সহিত সমুদয় লোক বিস্মিত এবং বিমোহিত হইলে, মহাদেব স্বয়ং পুত্রদর্শনে অভিলাষী হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। কুমারকে অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার সেই স্মের আনন অমৃতের ন্যায় পান করিয়া মহাদেবীর সহিত মহাদেবের অন্তরাত্মা স্নেহে বিবশ হইয়াছিল। তিনি দেবগণ ও বীতরাগ তপস্বিগণের সম্মুখে সেই কুমারকে নানা রঙ্গে বক্ষঃস্থলে নাচাইয়া তাঁহার বাল্য-ক্রীড়া দেখিয়া পরস্পর তাঁহার প্রশংসা করত দেবীকে স্তনপান করাইতে

বলিলেন এবং দেবীর অমৃতোপম স্তন্যপান করাইয়া সেই কুমারকে "তুমি জগতের হিতের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ" এই কথা বলিয়াছিলেন। দেব ও দেবী তাঁহাকে বারংবার দেখিয়া ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাহার পর তারকাসুর হইতে ভীত ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে দেবগণের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে ইন্দ্র কর্ত্তৃক পালিত পুত্র স্কন্দকে দ্বারমাত্র করিয়া ত্রিপুরারি মহাদেব আপনিই প্রচ্ছন্নভাবে, সেই পুত্রের কালাগ্নি-স্বরূপিণী শক্তি দ্বারা ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের ভেদ এবং যুদ্ধে তারকাসুরের মস্তক ছেদন করিয়া ইন্দ্রের ভয় দূর করিয়াছিলেন। আবার দেখুন, বলগর্ব্বিত রাক্ষসাধিপ রাবণ আপনার বাহুসমূহ দ্বারা কৈলাস-পর্ব্বতকে উঠাইলে। মহাদেব সে অপরাধ সহ্য না করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া সেই রাবণকে মর্দ্দনপূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রোথিত করিয়াছিলেন। নিজ আশ্রিত কোন ব্রাহ্মণ-বালক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহার নিমিত্ত মহাদেব ত্বরিত গমন করিয়া যমকে চরণ দ্বারা নিপীড়ন করেন। আপনার বাহন বৃষভেন্দ্রকে চিনিতে না পারিয়া বড়বানলকেই গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক আনয়ন করেন; তাহাতে সমুদয় জগৎ জলময় হইয়াছিল। অলৌকিক আনন্দপ্রদ নানাবিধ সুন্দর নৃত্য এবং অঙ্গবিক্ষেপ বশতঃ এই জগৎকে বারংবার চালিত করিয়াছিলেন। শিব যদি শান্ত হন এবং সর্ব্বদা সকলকে অনুগ্রহ করেন, তবে তিনি সমর্থ হইয়াও কেন এককালে সকলকে মুক্ত করেন না? অনাদি কর্ম্মের বৈচিত্র্যকে এ বিষয়ের নিয়ামক বলিতে পারি না; কারণ, কর্ম্ম ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই কারণরূপ ধারণ করে। অধিক কি বলিব, কেবল যুক্তি অবলম্বন করিয়া চলিলে নাস্তিক্যই আসিয়া পড়ে। অতএব হে মারুত! যাহাতে আমাদের সেই নাস্তিক্য নিবৃত্তি পায়, এইরূপ ভাবে উপদেশ করুন। ৩৬—৫২।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বায়ু বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আপনারা হেতু অবলম্বন করিয়া যে সংশয় করিয়াছেন, তাহা অতি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। সাধু-বুদ্ধিতে জিজ্ঞাসা মাত্রেই যে নাস্তিক্য হয়, তাহা নহে; এ বিষয়ে সাধুদিগের মোহনিবর্ত্তক প্রমাণ বলিতেছি। সেই প্রভুর অনুগ্রহ না থাকায় অসৎ ব্যক্তিদিগের অন্যথা-ভাব হইতে পারে। সাধুগণ ইহা নিশ্চয় জানেন যে, সেই পরিপূর্ণ মহাদেবের পরানুগ্রহ ব্যতীত আপনার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। তাঁহার পরিপূর্ণ-ভাবরূপ স্বভাবই পরানুগ্রহ-কার্য্যে পর্য্যাপ্ত। স্বভাব-শূন্য ব্যক্তি কাহাকেও অনুগ্রহ করিতে পারে না। আপনা হইতে ভিন্ন এই সমুদয় পশু ও পাশ অর্থাৎ জীব ও মায়াময় জগৎ তাঁহার অনুগ্রাহ্য। অপরকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই তিনি পতি অর্থাৎ ঈশ্বর হইয়াও আজ্ঞার অনুবর্ত্তন করেন। মহেশ্বর সকলের পতি, আজ্ঞাপক এবং সকলকে অনুগ্রহ করেন। পরানুগ্রহের জন্য শরীর-ধারণাদি স্বীকার করায় তাঁহার পরতন্ত্রতা কিরূপে হইল? অনুগ্রাহ্যকে পরিত্যাগ করিয়া, কোনরূপ অনুগ্রহ থাকিতে পারে না; এইজন্যই স্বাতন্ত্র্য শব্দের অর্থ—অপেক্ষা-শূন্যতা। যাহা অনুগ্রাহ্য নহে, তাহাকেই পরতন্ত্র বলে; অনুগ্রহ ব্যতীত তাহার ভোগ বা মোক্ষ হয় না। মূর্ত্তিমান্ ব্যক্তিরা, শিবতত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, অনুগ্রহের পাত্র হয়; এই জগতে শম্ভুর অজ্ঞানে অধিষ্ঠিত কোন বস্তুই নাই। যাদৃশ রূপ দ্বারা সেই নির্গুণ পরমেশ্বর আমাদের জ্ঞানের বিষয় হন, সেই মূর্ত্তিমান্ই মহেশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া উপচারিত হয়। সেই পরম কারণ সাক্ষাৎ নির্গুণ মহাদেব আপনার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে কাহারও জ্ঞানের বিষয় হন না। তাঁহার স্বরূপ শ্রবণ-মননাদি প্রমাণ দ্বারা উপলভ্য হয় মাত্র; প্রত্যক্ষবৎ দর্শন ব্যতীত কেবল সেই প্রমাণে এই সংসারে কাহারও অপেক্ষাবুদ্ধি হয় না। যে কোনরূপ মূর্ত্তিই আত্মার সাক্ষাৎ উপলক্ষক। অতএব যে মূর্ত্তিমান্—শিবের উপলক্ষক, তাহাই শিবের মূর্ত্তি। অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদিতে আরূঢ় না হইলে দৃশ্য হয় না, সেইরূপ শিবও মূর্ত্তিমানে আবির্ভূত না হইলে দৃশ্য হন না, ইহাই স্থির। যেমন "অগ্নি আনয়ন কর" এই কথা বলিলে, জ্বলন্ত কাষ্ঠাদি ভিন্ন আর কোনরূপে অগ্নির আনয়ন করা হয় না, সেইরূপ শিবও মূর্ত্তিমৎ বস্তুতে পূজিত হন। ১—১৫। অতএব পূজা দিতে মূর্ত্তিমৎ বস্তুর কল্পনা করা হয়; কারণ মূর্ত্তিমদ্বস্তুতে যাহা কৃত হয়, সাক্ষাৎ শিবেই তাহা কৃত হয়। লিঙ্গাদি বা প্রতিমাতে বিশেষ করিয়া পূজাদি কর্ত্তব্য; কারণ, সেই সকল মূর্ত্তি দ্বারা আমরা সাক্ষাৎ শিবেরই উপাসনা করি। যেমন সেই মূর্ত্তিমান্ পদার্থ মহাদেব কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়, সেইরূপ সেই শিবাধিষ্ঠিত মূর্ত্তিমান্ পদার্থ কর্ত্তৃক অস্মাদৃশ পশুগণ অনুগৃহীত হয়। সেই পরমাত্মা শিব লোকের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্যই সদাশিব প্রভৃতি মূর্ত্তিমান্ আত্মায় অধিষ্ঠান করেন। সেই সদাশিব প্রভৃতি প্রতিমূর্ত্তিভাবে শিবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া, তাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃ অপর আত্মা-সমূহকে অনুগৃহীত করেন। আত্মা-সমূহের ভোগ ও বিশেষতঃ মোক্ষের নিমিত্ত প্রকৃত বা কল্পিত-স্বরূপ মূর্ত্তিমান্ আত্মা-বিশেষে মহাদেবের সম্বন্ধ হয়। ভোগমাত্রই কর্ম্মের বিপাক এবং সুখ-দুঃখাত্মক। শিবের কোন কর্ম্ম নাই, অতএব তাঁহার কিরূপে ভোগ হইতে

পারে? শিব সকলকেই অনুগ্রহ করেন, কাহাকেও নিগ্রহ করেন না। নিগ্রহকারীদিগের যে সকল দোষ শুনা যায়, শিবে সে সকলের সম্ভব নাই। ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রতি যে কোনরূপ নিগ্রহ দর্শিত হইয়াছে, উহা শ্রীকণ্ঠমূর্ত্তি মহাদেব কেবল লোকের হিতের জন্যই করিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের উপর সেই শ্রীকণ্ঠ মহাদেবের যে আধিপত্য, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। শিব শ্রীকণ্ঠ নামক ক্রীড়নশীল মূর্ত্তিতেই অধিষ্ঠান করেন। সদোষ দেবগণই যথোচিত নিগৃহীত হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহারাও পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং প্রজারাও পীড়াশূন্য হইয়াছে। যথোচিত নিগ্রহ পণ্ডিতদিগেরও নিন্দনীয় নহে। এইজন্যই দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণের প্রতি রাজাদিগের দণ্ডবিধান প্রশংসিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরভাবে যিনি সমুদয় কার্য্যের সিদ্ধি করিয়া থাকেন, তিনি যদি ঈশ্বরত্ব না করেন, তবে তিনি কিরূপে জগতের ঈশ্বর হইতে পারেন? সমস্ত কার্য্যের বিধান-কর্ত্তৃত্বের নামই ঈশ্বরত্ব, বিধানের অর্থ আজ্ঞা; "এইরূপ করিবে" বা "এইরূপ করিবে না" এই প্রকার অনুশাসনের নামই আজ্ঞা। যাহারা সেই শাসনের অনুগমন করে, তাহারাই সাধু। যাহারা তাহার বিপরীত আচরণ করে, তাহারাই অসাধু। কিন্তু সকলেই সাধু হয় না। ১৬—৩০। অসাধু-ভাবের নিবৃত্তি করিয়া যদি সাধু-ভাবের রক্ষা করিতে হয়, তবে প্রথমে সাম-দানাদির প্রয়োগ করিয়া তাহাতে সিদ্ধি না হইলে অবশেষে দণ্ডই সাধক হয়। কেবল হিতের জন্যই দণ্ডান্ত শাসন বিহিত হইয়াছে। অতএব ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান হিত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। ঈশ্বরই সর্ব্বদা হিতানুষ্ঠায়ীদিগের দৃষ্টান্ত-স্থল, অতএব অসতের নিগ্রহ করেন বলিয়া সেই ঈশ্বর কিরূপে পণ্ডিতগণের দূষণীয় হইতে পারেন? বিবেকী পুরুষেরা অযুক্তকারীকে তিরস্কার করেন। যে কার্য্যে লোকের শান্তির ভঙ্গ হয়, তাহার নামই অযুক্ত। ইহলোকে যত প্রকার নিগ্রহ হয়, তাহার মধ্যে কোনটীই বিদ্বেষপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় না। দেখ, পিতা পুত্রকে অনেক সময়ে নিগ্রহ করিয়া শিক্ষা দেন, তাই বলিয়া কি পিতাকে পুত্রের দ্বেষক বলা যায়? মধ্যস্থ (উদাসীন অর্থাৎ নিরপেক্ষ) ব্যক্তিও যে প্রকৃত পথে থাকিয়া নিগ্রহ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার অবশ্য কিছু পরিমাণে নির্দ্দয়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহার কিঞ্চিৎ নির্দ্দয়ত্ব না থাকিলে, অপরে দোষযুক্ত হইলেও তাহার উপর নিগ্রহ করিত না। সম্পূর্ণ মধ্যস্থ ব্যক্তিও মূর্খ অর্থাৎ সদোষ ব্যক্তির উপর নিগ্রহ করিয়া থাকেন। (নিগ্রহ হিংসার কার্য্য, সুতরাং দুঃখপ্রদ) অতএব যে ব্যক্তি সেই দুঃখপ্রদ নিগ্রহের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অবশ্যই নির্দ্দয়; কেহ কেহ এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন। অপরেরা বলেন, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না, অর্থাৎ নিগ্রহ করাই উচিত, না করাই দোষ। দেখ, নিদানজ্ঞ বৈদ্য যে রোগীর নিগ্রহে প্রবৃত্ত হন, তাহা কখনই নির্দ্দয়তার কার্য্য নহে; বরং বৈদ্য দয়াবৃত্তি দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া, ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যখন প্রতিপক্ষ হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন দয়ার আশ্রয় উপকারক হয় না। (ফলতঃ) তখন দয়া থাকিতেই পারে না। সেইরূপ স্থলে যে দয়াপর হয়, সে একেবারে দয়ার লেশশূন্য নির্দ্দয় হইয়া পড়ে। যাহারা রক্ষণীয় ব্যক্তির বিরোধী, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করাও দোষ। কারণ শক্তি থাকিতে উপেক্ষা করিলে রক্ষণীয় পুরুষ সদ্য বিপত্তি লাভ করে। সর্পের আস্যগত দেখিয়া যে ব্যক্তি রক্ষণীয়কে উপেক্ষা করে, দোষাভাস হেতুক বাস্তবিক সেও নির্দ্দয়। অতএব কৃপা সকল সময়ে গুণকারক হয় না; যে সময়ে যাহা উপযোগী, তাহাই সম্মত, তদ্ভিন্ন সকল অসম্মত। ৩০—৪৩। যদ্যপি শিবের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ মূর্ত্তিমৎসমূহে বস্তুতঃ নানাবিধ দোষ আছে, তথাপি ঐ সকল দোষ তাহাদেরই; শিবের নহে। অগ্নিতে তাম্র দিলে, তাম্রে একটী কালরেখা হয়, তাই বলিয়া তাম্রের সংসর্গে অগ্নি কিছু দুষ্ট হয় না। অশুচি বস্তুর সংসর্গে অগ্নির কিছু অশুচিতা হয় না, কিন্তু অগ্নির সংযোগে অশুচি বস্তুর শুচিতা হয়। এইরূপ শোধনীয় আত্মার সংযোগে মহাদেব অশুদ্ধ হন না, কিন্তু শিবের সংসর্গে সেই শোধনীয় আত্মারই শুদ্ধি হয়। লৌহে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে, অগ্নিরই দাহ হয়; লৌহের নহে। সেইরূপ মূর্ত্ত্যাত্মস্থিত ঐশ্বর্য্য সকল মহাদেবরই; সেই সেই আত্মার নহে। কাষ্ঠ কখন ঊর্দ্ধদিকে জ্বলিত হয় না, কিন্তু অগ্নিই ঊর্দ্ধদিকে জ্বলিত হয় এবং কাষ্ঠেরই অঙ্গার ভাব হয়, অগ্নির নহে;—এইরূপ শিব ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিদিগের সম্বন্ধেও যোজনা করিবে। এইজন্যই এই জগতে কাষ্ঠ, পাষাণ এবং মৃত্তিকাতেও শিবের আবির্ভাবে শিবত্বের উপচার হয়। যেহেতু মৈত্রী, ক্ষমা, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গৌণ গুণ, সকল উপরক্তদিগের চিত্তে অবস্থান করে, অতএব ঐ সকল গুণ দ্বারা উপরক্তদিগের দোষ, গুণ, উভয়ই হইয়া থাকে। গুণবৃত্তি গৌণই হউক আর অগৌণই হউক, তাহাতে অনুগ্রহকারী মহাদেবের দোষ বা গুণ কিছুই হয় না। অনুগ্রহ-শব্দের অর্থকে পণ্ডিতেরা গৌণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই; সংসার-মোচন শিবের আজ্ঞাই অনুগ্রহ শব্দের অর্থ। মহাদেবের আজ্ঞার অনুষ্ঠানই হিত এবং যাহা হিত, তাহারই নাম অনুগ্রহ। মহাদেব যখন সকলকে হিতে নিযুক্ত করেন, তখন তিনি সকলের অনুগ্রাহক। উপকার ও অনুগ্রহ শব্দের একই অর্থ। উপকারও হিত-স্বরূপ বলিয়া মহাদেব সকলের উপকারক। সমুদয় জড় ও চৈতন্য সর্ব্বদা মহাদেব কর্ত্তৃক সমভাবে হিতে নিযুক্ত হইয়াও, আপনার স্বভাব দ্বারা

প্রতিবদ্ধ হইয়া সমানরূপ হিত লাভ করে না। দেখ, সূর্য্যের কিরণ দ্বারা পদ্ম সকল সমভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও আপনার আপনার স্বভাবের অনুরোধে সকলে সমভাবে প্রফুল্ল হয় না। স্বভাবই বস্তুদিগের ভবিষ্যৎ অর্থের কারণ। পদার্থসমূহে স্বাভাবিক যে বস্তু নাই, কর্ত্তা তাহা করিতে কখনই সমর্থ হয় না। দেখ, অগ্নিস্পর্শ সুবর্ণকেই গলিত করে, অঙ্গারকে করে না; এইরূপ মহাদেবও, যাহাদের পাপ পরিপক্ক হইয়াছে, তাহাদিগকেই মুক্ত করেন, যাহাদিগের পাপ পক্কতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদিগকে মুক্ত করেন না। যে বস্তু যে প্রকার হওয়া উচিত, তাহা স্বয়ং কখন সেরূপ হইতে পারে না এবং চেতন-ক্রিয়া ব্যতীত একটী নিত্য স্বতন্ত্র কর্ত্তাও হইতে পারে না। সর্ব্বানুগ্রাহক শিব যেমন স্বাভাবিক নির্ম্মল, তেমনি জীবসংজ্ঞিত আত্মগণ স্বাভাবিক মলিন। এই জীবগণ কখনই নিয়মের অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, ইহারা কিরূপে শিব হইবে? এই জীবের কর্ম্ম ও মায়ার বন্ধনকেই পণ্ডিতেরা সংসার বলিয়াছেন। ৪৭—৬২। এই কারণ কর্ম্ম ও মায়া-রূপ বন্ধন জীবেরই হইয়া থাকে; শিবের নহে। সেই বন্ধনরূপ মলই জীবদিগের স্বাভাবিক হেতু; কোনরূপ ঔপাধিক হেতু নহে। মল যদি কোন প্রকার উপাধিজন্য হইত, তাহা হইলে তাহারও অপর একটী হেতু থাকিত। পরিণামে যে মূল-হেতু হইত, তাহাকে অনেকশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতে হইত। কার্য্যভেদে একটী হেতুর অনেক প্রকার শক্তি-কল্পনা যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাহা অপেক্ষা স্বভাবতঃ বিভিন্নরূপ কর্ম্ম ও মায়ার অনুবন্ধনকে হেতু স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, সকল জীবের আত্মার সমতা সত্ত্বেও কেহ বদ্ধ, কেহ বা মুক্ত হইতেছে এবং বদ্ধের মধ্যেও কেহ কেহ লয়াধিকার ও অপরে ভোগাধিকারে আসক্ত হওয়ায় উচ্চনীচভাব সম্পন্ন হইয়া জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের বৈষম্য ভজনা করিতেছে; কেহ বা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হইতেছে আর কেহ বা তাঁহার অতি সমীপবর্ত্তী হইতেছে; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি রূপে সম্ভাবিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সাক্ষাৎ শিবরূপে গণ্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার মার্গের শিরোভাগে অবস্থান করিতেছে; কেহ কেহ বা উক্ত অধ্ব সকলের মধ্যে অবস্থিত হইয়া মহেশ্বরাদি আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে আর কেহ বা অধোভাগে অবস্থিত হইয়া রুদ্রাদি নামে অভিহিত হইতেছে। আনন্দ সমাবেশের প্রতিও তিনটী কারণ বলবান্। তাহার মধ্যে সকলের নিম্নতর-পদবী-ভজনাকারীর নাম আত্মা, মধ্য-পদবী-ভাগীর নাম অন্তরাত্মা এবং সর্ব্বোচ্চ-পদবী-ভাগীর নাম পরমাত্মা;—ইঁহারাই যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে অভিহিত হন। জীবদিগের মধ্যেও কেহ পরমাত্ম-পদের আশ্রিত, কেহ অন্তরাত্ম-পদের আশ্রিত, আর কেহ বা আত্মপদের আশ্রিত। শৈবগণ শান্ত্যতীত পদের সেবা করেন এবং মাহেশ্বরগণ শান্তির উপাসনা করেন। রৌদ্রগণ বিদ্যার আশ্রিত এবং বৈষ্ণবগণ প্রতিষ্ঠার সেবক। ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার শরীরোৎপন্নগণ নিবৃত্তিতে অবস্থিত। আট প্রকার দেবযোনিই প্রধান, মানুষ যোনি মধ্যম এবং পাঁচ প্রকার পশুযোনি অধম,—সর্ব্বসমেত চতুর্দ্দশ প্রকার যোনি। জীবদিগের উচ্চ-নীচ-ভাব একটী স্বাভাবিক মল। যেমন ভুক্ত বস্তুর পূর্ব্বাবস্থাকে কাঁচা-অবস্থা এবং পশ্চাৎ-অবস্থাকে পরিপাকাবস্থা বলে। মলও পক্ক এবং অপক্ক এই দুই প্রকার; এই দুই প্রকার মলই সংসারের প্রতি কারণ। অপক্ক মল জীবদিগের অধোগতির কারণ এবং পক্ক মল ক্রমশঃ উচ্চগতির কারণ। ৬৩—৭৪। জীবগণও যথাক্রমে একমল, দ্বিমল এবং ত্রিমল এই তিন প্রকারে বিভক্ত।* তাহাদের মধ্যে একমলেরা প্রধান, দ্বিমলেরা মধ্যম এবং ত্রিমলেরা অধম; ইহারা এইরূপে উত্তরোত্তর অধোভাবে অবস্থিত। দ্বিমল ও একমলগণ যথাক্রমে ত্রিমলদিগের উপর আধিপত্য করে। একমল, দ্বিমল ও ত্রিমল এই সকলের উপর একমাত্র শিবই অধিষ্ঠান করেন। এই জগৎ যেমন অশিবাত্মক হইলেও শিব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, এইরূপ অরুদ্রাত্মক হইয়াও রুদ্রগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। এই ব্রহ্মাণ্ডান্ত মহাভূমি শতরুদ্রাদির অধিষ্ঠান। চারিদিকে সর্ব্বদা বিতত মায়ান্ত অন্তরীক্ষ আবার অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র-পর্য্যন্ত অমরেশ্বরগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। মহামায়ান্ত দ্যুলোক বামপ্রভৃতি লোকপালগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত; উহা পূর্ব্বোক্ত ষড়ধ্বান্তর্ব্বর্ত্তী দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলেও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা সাক্ষাৎ দিবিষৎ, অন্তরিক্ষসৎ এবং পৃথিবীষৎ দেববিশেষ এবং দেবব্রত মুনিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সংস্তুত। এই ভিন্ন ভিন্ন তিন প্রকার পক্ক ও অপক্ক নিদানস্বরূপ মল দ্বারা জীবদিগের সংসাররোগের প্রবৃত্তি হয়। আজ্ঞারূপ ওষধি হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই এই রোগের ঔষধ এবং আজ্ঞাপক, পরমকারণ, মঙ্গলের আধার, সাক্ষাৎ মহাদেবই এই রোগের চিকিৎসক। মহাদেব অনায়াসেই ত জীবগণকে মোচন করিতে সমর্থ, তবে তিনি এত আয়াস করেন কেন, এরূপ আশঙ্কা করিও না। সমুদয় সংসার যে দুঃখময়, ইহা নিশ্চিত। যাহা স্বয়ং দুঃখ, তাহা দুঃখশূন্য কিরূপে হইবে? স্বভাবের কখনই ব্যত্যয় হয় না। বৈদ্য বা ঔষধের প্রভাবে রোগ কখন অরোগ অর্থাৎ রোগ ভিন্ন অন্য বস্তু হয় না; তবে বৈদ্য ঔষধ দ্বারা রোগার্ত্ত ব্যক্তিকে রোগ হইতে অনায়াসে মুক্ত করেন। এইরূপ

---

* সত্ত্বগুণ-প্রধান জীবকে একমল, সত্ত্বরজঃ প্রধানকে দ্বিমল এবং সত্ত্ব রজঃ-তমঃ প্রধানকে ত্রিমল বলে।

দীন স্বভাব এবং স্বভাবতঃ দুঃখিত জীবদিগকে মহাদেব স্বীয় আজ্ঞাজন্য ঔষধের বিধান করিয়া সেই দুঃখ হইতে মোচন করেন। বৈদ্য রোগের কারণ নহে, কিন্তু শিব সংসারের কারণ; শিবের এই বৈষম্যও দোষাবহ নয়। স্বভাব বশতই যখন দুঃখের সিদ্ধি হইতেছে, তখন শিবকে তাহার কারণরূপে কল্পনা করা উচিত নহে, জীবদিগের স্বাভাবিক মলই তাহাদিগকে প্রেরিত করে। সংসারের কারণ স্বরূপ যে অচেতন মায়াদি মল, উহারা শিবের সান্নিধ্যমাত্রে আপনাপনাই প্রবৃত্ত হয়। যেমন অয়স্কান্ত মণি সান্নিধ্যমাত্রে লৌহের গমনের প্রতি উপকারক, সেইরূপ শিবও এই সংসারের কারণ; পণ্ডিতেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। সহকারণ সান্নিধ্য নিবারণ করা দুঃসাধ্য, এই-জন্য শিব স্বয়ং উদাসীন হইয়াও সংসারের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কল্পিত হন। এই জগতে শিবসম্বন্ধ ব্যতীত কোন বস্তুরই প্রবৃত্তি নাই; এই সমুদয় জগৎই শিবের প্রেরিত, কিন্তু তাহা হইলেও শিব কখন দূষণীয় নহেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী আজ্ঞারূপা শক্তিই নিয়ন্তা এবং সেই শক্তিই এই সমুদয় বস্তুর নির্ম্মাণ করিয়াছে; তাহাতেও শিবের কোন দোষ নাই। সমুদয় ঈশিতব্য বস্তুর মধ্যে কোনটাই প্রথম নহে; তিনিই এবং তাঁহার আজ্ঞা উহাদের আদিতে বর্ত্তমান হইয়া উহাদের উপর আধিপত্য করেন বলিয়া যদিও তিনি ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হন, তথাপি দূষণীয় নহেন। যে তাঁহাকে দূষণীয় বিবেচনা করে, সেই দুর্ম্মতি যদিও তাঁহার শক্তি-প্রভাবে স্বয়ং নিকৃষ্ট হয়, তথাপি তিনি দূষণীয় নহেন। [illegible]—৯৭। এই সময়ে আকাশে দেব-সম্মতা অশরীরিণী বাণী "ইহা সমুদয় সত্য সঙ্গত ও সত্য" এই বলিয়া স্পষ্ট আবির্ভূত হইল। অনন্তর সেই সকল মুনিগণ অশেষ সংশয় বিনষ্ট হওয়ায় অতিশয় হৃষ্ট এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই প্রভাবশালী পবনকে প্রণাম করিলেন। পবনদেব এইরূপে সেই মুনিগণের সংশয় অপনোদনপূর্ব্বক "ইহাদিগের জ্ঞান এখনও স্থির হয় নাই" এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—জ্ঞান দুই-প্রকার;—পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। পরোক্ষ জ্ঞান অস্থির এবং অপরোক্ষ জ্ঞান সুস্থির। যে জ্ঞান অনুমান এবং আপ্তোপদেশ হইতে লব্ধ হয়, তাহার নাম পরোক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অপরোক্ষ। অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া, আপনারা শ্রেষ্ঠানুষ্ঠানের সিদ্ধির নিমিত্ত নিরালস্য হইয়া যত্ন করুন। ৯৮—১০৩।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—যাহা দ্বারা মোক্ষ হস্তগত হয়, এরূপ শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান কাহাকে বলে? হে মারুত! এক্ষণে সেই অনুষ্ঠান এবং তাহার সাধন আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। বায়ু বলিলেন,—যাহাতে সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ মহাদেব প্রত্যক্ষ লক্ষিত হন, সেই শৈব ধর্ম্মই পরমধর্ম্ম এবং উহাই শ্রেষ্ঠানুষ্ঠান নামে অভিহিত হয়। উহা পাঁচ অংশে বিভক্ত হওয়ায় সেই অনুষ্ঠানও পাঁচ প্রকার বলিয়া অভিহিত হয়। ক্রিয়া, তপস্যা, জপ, ধ্যান, এবং জ্ঞান এই পাঁচটী সেই অনুষ্ঠানের এক একটী পৃথক্ অংশ। উহারাই আবার অপর ধর্ম্মবিশেষের সহিত মিলিত হইয়া 'অপরম' ধর্ম্মের সাধন করে। উক্ত উভয়বিধ ধর্ম্মের মধ্যে অপরম ধর্ম্মে পরোক্ষ এবং পরম ধর্ম্মে মুক্তিসাধন অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। পরম এবং অপরম এই উভয়বিধ ধর্ম্মই বেদে কথিত হইয়াছে। ধর্ম্ম শব্দের অভিধেয় অর্থে বেদই আমাদের প্রমাণ। যোগ পর্য্যন্ত পরম ধর্ম্ম শ্রুতির শিরোভাগে স্থিত; সেইরূপ অপরম ধর্ম্ম আবার শ্রুতি-মুখের অধোভাগে স্থিত। পরম ধর্ম্মে মায়াপাশ-রহিত মহাত্মাদিগের অধিকার; আর অপরম ধর্ম্মে সকলেরই অধিকার থাকায় উহা সাধারণ। এই অপরম ধর্ম্ম পরম ধর্ম্মের সাধন; ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি দ্বারা সম্যক্ রূপে স্বীয় অঙ্গের সহিত উপবৃংহিত হইয়াছে। ঐ উভয়ের প্রথমে যে পরম ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠানুষ্ঠান শব্দে অভিহিত হইয়াছে, উহা ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র পুষ্টীকৃত হইয়াছে। উক্ত পরম ধর্ম্ম কেবল শৈবাগম দ্বারা স্বীয় অঙ্গ ও উপাঙ্গ-বিস্তার এবং সংস্কারাধিকারের সহিত সম্যক্ রূপে পুষ্ট হইয়াছে। ১—১০। শৈবাগমও দুই প্রকার;—এক শ্রৌত, অপর অশ্রৌত। যাহা বেদের অনুমোদিত, তাহাকেই শ্রৌত বলা যায়; আর যাহা বেদানুমোদিত নহে,—বেদ হইতে স্বতন্ত্র, তাহার নাম অশ্রৌত। ঐ স্বতন্ত্র প্রথমে দশ প্রকার, তাহার পর আবার অষ্টাদশ প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। উহাদের সাধারণ নাম সিদ্ধান্ত শাস্ত্র এবং কামিকাদি নামে প্রসিদ্ধ। যাহা বেদানুমোদিত অশ্রৌত নামক শৈবাগম, উহা শত কোটি প্রকার। উহাতে পরম পাশুপত ব্রত এবং জ্ঞান কথিত হইয়াছে। প্রতিযুগের আবর্ত্তনের সময় মহাদেব যোগাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া শিষ্যদিগকে ঐ ব্রত এবং জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করেন। চারি জন পরম ঋষি এই শাস্ত্রের সংক্ষেপে উক্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম যথা;—রুরু, দধীচ, অগস্ত্য এবং মহাযশা উপমন্যু। ইহারা

পশুপতির উপাসক এবং পাশুপত সংহিতা-সমূহের প্রবর্ত্তক। ইঁহাদিগের বংশে শত সহস্র গুরু উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ সকল শাস্ত্রে চর্য্যাদিরূপ চারি প্রকার পরম ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে পাশুপত যোগ শিবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। এই নিমিত্ত পাশুপত যোগই শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। তদ্বিষয়ে ব্রহ্মা যে একটী উপায় বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহার কীর্ত্তন করিতেছি। নামাষ্টকময় যোগ মহাদেব কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে। সেই যোগ দ্বারা সহসা শিববিষয়ক প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। ঐ প্রজ্ঞা দ্বারা অচিরকাল মধ্যে স্থির পরম জ্ঞানের লাভ হয়। যাহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, শিব তাহার উপর প্রসন্ন হন। ১—২০। শিবের প্রসাদ হইতে পরম যোগ সিদ্ধ হয়; পরম যোগ শিবকে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় করে অর্থাৎ প্রত্যক্ষগোচর করে। শিব অপরোক্ষ হইলে, সংসার-কারণের বিনাশ হয়। তাহার পর সে, সংসার হইতে মুক্ত হয় এবং সংসার-মুক্ত ব্যক্তি শিবের তুল্য হয়। নামাষ্টক যথা;—শিব, মহেশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু, পিতামহ, সংসারবৈদ্য, সর্ব্বজ্ঞ ও পরমাত্মা। এই আটটী নাম সর্ব্বদা প্রধানত মহাদেবের প্রতিপাদক। ইহাদের প্রথম পাঁচটী শান্ত্যতীতাদিপদের অনুক্রমে পাঁচ প্রকার উপাধির পরিগ্রহহেতুক সদাশিব প্রভৃতির সংজ্ঞা। উপাধির নিবৃত্তি হইলে তাঁহাদেরও যথাযথ নিবৃত্তি হয়; কারণ, পদ নিত্য এবং পদের অধিকারিগণ অনিত্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পদের পরিবর্ত্তনে পদাধিকারীদিগের মুক্তি হয় এবং পরিবৃত্তি-বিশেষে পুনর্ব্বার মায়াযোগে পদপ্রাপ্তি হয়। প্রথম পাঁচটী নাম কেবল আত্ম-বিশেষের অভিধায়ক; অবশিষ্ট তিনটী মায়াবলম্বনাদি-যোগহেতুক যৌগিক। তিন প্রকার উপাধির কথন হেতুক ঐ তিনটী নাম দ্বারা সাক্ষাৎ মহাদেবেরই অনুবৃত্তি হইতেছে; কারণ, তাঁহাতেই স্বভাবতঃ অনাদি-মল-সংযোগের প্রাগভাব আছে। তিনি পরিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ, এ জন্য শিব বলিয়া অভিহিত হন। অথবা অশেষবিধ কল্যাণগুণ যাঁহাতে অতিশয় ঘনীভূত অবস্থায় অবস্থিত, সেই ঈশ্বরই শিবতত্ত্ববেদী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শিব বলিয়া অভিহিত হন। প্রকৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র একটী তত্ত্ব। যাহা প্রকৃতি হইতেও পর, সেই পঞ্চবিংশক তত্ত্বকে পণ্ডিতেরা পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাকেই বাচ্যবাচক সম্বন্ধে লক্ষণা করিয়া পণ্ডিতেরা বেদের আদিস্থিত প্রণবাত্মক স্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বেদের একমাত্র জ্ঞেয় বলিয়া তিনি বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত। সেই পুরুষ প্রকৃতির ভোক্তা বলিয়া সম্মত, এজন্য তিনি প্রকৃতিতে লীন। যিনি সেই প্রকৃতিলীন পুরুষ হইতেও পর, তিনিই মহেশ্বর; কারণ, প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়েরই প্রবৃত্তি সেই মহেশ্বরের অধীন। অথবা এই মায়াই অব্যয় ত্রিগুণ তত্ত্ব স্বরূপ। মায়াকে প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিবে। এই মহেশ্বরের সম্বন্ধ লাভ করায় অনন্ত (বিষ্ণু) মায়ার বিক্ষোভকারী। ২১—৩৫। রুদ্ শব্দের অর্থ—দুঃখ বা দুঃখের হেতু; যে প্রভু আমাদের সেই দুঃখ বা দুঃখ-হেতুকে দ্রাবিত করেন, সেই পরম কারণ শিব "রুদ্র" শব্দের অভিধেয়। ভূম্যন্ত শরীরাদি ও ঘটাদি এবং শিবতত্ত্বাদি ব্যাপিয়া শিব অধিষ্ঠান করেন, এইজন্য চারিদিকে রুদ্রেরা অবস্থান করেন। যেহেতু শিব জগতের পিতৃভূত প্রতিমূর্ত্তিরূপ আত্মাদিগের পিতৃভাবে অবস্থিত, এইজন্য তাঁহাকে লোকে পিতামহ বলে। যেরূপ নিদানজ্ঞ বৈদ্য বিবিধ উপায় ও ঔষধ দ্বারা রোগের নিবর্ত্তক হয়, সেইরূপ লয় ও ভোগাধিকার অনুসারে ঈশ্বরও নিত্য সমূল সংসারের নিবর্ত্তক হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সর্ব্বতত্ত্বার্থবিদ্গণ তাঁহাকে সংসারের বৈদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দশার্থের অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান থাকিলেও জীবগণ মায়ারূপ জৈব-মলে আবৃত হইয়া ত্রিকালভাবী স্থূলসূক্ষ্ম পদার্থ-সমূহকে অশেষরূপে জানিতে পারে না। সমুদয় অর্থজ্ঞানের হেতু ইন্দ্রিয়গণ না থাকিলেও, যে বস্তু যে প্রকার, সদাশিব অনায়াসে সেই বস্তুকে সেইরূপে জানিতে পারেন বলিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ নামে অভিহিত হন। এই সকল সর্ব্বজ্ঞত্বাদি পরম গুণের সহিত নিত্যযোগ থাকায় এবং স্ব হইতে শ্রেষ্ঠ আত্মার বিরহ হেতু সেই সর্ব্বাত্মা সদাশিব সাক্ষাৎ পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ। আচার্য্যের অনুগ্রহে এই নামাষ্টক লাভ করিয়া নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চ কলাগ্রন্থিকে শিবাদি পঞ্চ নাম দ্বারা স্ব স্ব অধিষ্ঠান ক্রমে স্মরণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ গুণানুক্রমে শোধন করিবে। পরে সোদ্ঘাত বা নিরুদ্ঘাত, * সেই গুণিত পঞ্চ নাম দ্বারা হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, ভ্রূমধ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র-সমন্বিত ঐ নিবৃত্ত্যাদি কলাগ্রন্থির ভেদ করিবে। তদনন্তর ভূতেন্দ্রিয়াদি অষ্টপুরীর অধিষ্ঠাতা স্বীয় আত্মাকে সুষুম্না নাড়ীরূপ পথ দ্বারা দ্বাদশদল-হৃৎকমল-স্থিত চন্দ্রের উপরিস্থিত শিবতেজে মিলিত করিবে। অনন্তর স্ব স্ব কারণে লয়ের পরে তাহাদিগকে একত্র করিয়া বা না করিয়াই, শক্তি-সম্ভূত অমৃতবর্ষণ দ্বারা স্বীয় শরীরকে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করণানন্তর হৃদয়ে অমৃতাত্মাকৃতি স্বীয় আত্মার অবতারণ করিবে। পরে দ্বাদশদল-হৃৎকমল-স্থিত চন্দ্রের পরবর্ত্তী শ্বেতপদ্মে নির্ম্মল, মধুরাকৃতি, শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, প্রসন্ন, শীতলদ্যুতি অর্দ্ধনারীশ্বর দেবকে ধ্যান

---

* নাভিমূল হইতে প্রেরিত বায়ুর মস্তকে আঘাতের নাম উদ্ঘাত। উদ্ঘাত-যুক্তের নাম সাদ্ঘাত এবং উদ্ঘাত-রহিতের নাম নিরুদ্ঘাত।

করিয়া নামাষ্টক এবং ভক্তিরূপ পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। অভ্যর্চ্চনার পর মনুষ্য পুনর্ব্বার প্রাণায়াম ও চিত্তে সম্যক্ প্রকার সমাধি স্থাপন করিয়া অর্থের সহিত নামাষ্টকের জপ করিবে। অনন্তর নাভিতে অষ্টাহুতি-দানের পর পূর্ণাহুতি দান করিয়া নমস্কার করিবে। তাহার পর অষ্ট পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক অন্তিম পূজা শেষ করিয়া জলগণ্ডুষ-নিক্ষেপের রীতিতে স্বকীয় আত্মার সমর্পণ করিবে। কিছুকাল এইরূপ করিলে মনুষ্য শুভ পাশুপত জ্ঞান, তাহার প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বোত্তম পাশুপত ব্রত লাভ করিতে সমর্থ হয়। পরে শ্রেষ্ঠ যোগ লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩৬—৫৫।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ পাশুপত নামে অভিহিত হইয়াছেন, আমরা সেই শ্রেষ্ঠ পাশুপত ব্রতের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। বায়ু বলিলেন,—আমি তোমাদিগের নিকট সেই বেদোদিত অথর্ব্ববেদের শিরোভাগে শ্রুত, সর্ব্বপাশ-বিমোচন, অতি গুহ্য পাশুপত ব্রতের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। চিত্রানক্ষত্র যুক্ত পৌর্ণমাসী উক্ত পাশুপত ব্রতের প্রশস্ত কাল এবং মহাদেবের অধিষ্ঠান-ভূমি ক্ষেত্র, আরাম প্রভৃতি কিংবা শুভলক্ষণ-যুক্ত অন্য স্থান ঐ ব্রতের প্রশস্ত দেশ। পূর্ব্বদিবসে ত্রয়োদশীতে স্নান ও আহ্নিক সমাপনানন্তর আচার্য্যের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে পূজা ও প্রণাম করিবে। অনন্তর বিশেষ-পূজা করিয়া, স্বয়ং শুক্ল বস্ত্র পরিধান এবং শুক্ল যজ্ঞোপবীত ও শুক্ল মাল্য ধারণ করিয়া শ্বেতচন্দনে সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিবে। তাহার পর দর্ভাসনে আসীন হইয়া দর্ভমুষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক প্রাঙ্মুখ বা উদঙ্মুখ হইয়া তিনবার প্রাণায়াম করিবে। পরে দেব ও দেবীর ধ্যান করিয়া, তাঁহাদের নিকট অনুজ্ঞাগ্রহণের রীতিতে "আমি এই ব্রত করি" এই বলিয়া সঙ্কল্প-করণানন্তর ব্রতে দীক্ষিত হইবে। সঙ্কল্পের সময় ব্রতানুষ্ঠান-কালের বিশেষ কোন অবধি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেহ শরীরপাত অবধি করিয়া সঙ্কল্প করিতে পারে; কেহ দ্বাদশ বৎসরের সঙ্কল্প করিতে পারে, কেহ বা তাহার অর্দ্ধ (ছয় বৎসর), কেহ আবার তাহার অর্দ্ধ (তিন বৎসর), কেহ বা বার মাস মাত্র ব্রতাচরণের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া সঙ্কল্প করিতে পারে। আবার কেহ বা ছয় মাস, কেহ বা তিন মাস, কেহ বা এক মাস, কেহ বা দ্বাদশ দিন, কেহ বা ছয় দিন, কেহ বা তিন দিন কেহ বা এক দিন ব্রত করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিতে পারে। অনন্তর বিরজা-হোমের নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে যথাক্রমে আজ্য, সমিধ্ ও চরু দ্বারা আহুতি দিবে। পুনরায় বক্ষ্যমাণ তত্ত্বসমূহের শুদ্ধির উদ্দেশে মূল-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই সকল সমিধ্ প্রভৃতি দ্বারা "আমার দেহে এই সকল তত্ত্ব শুদ্ধি লাভ করুক" এইরূপ চিন্তা করত পূর্ণাদি হোম করিবে। পঞ্চ ভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ত্বগাদি সপ্ত ধাতু, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, গুণ সকল, প্রকৃতি, পুরুষ, রাগ, বিদ্যা, কলা, নিয়তি, কাল, মায়া, শুদ্ধবিদ্যা, মহেশ্বর, সদাশিব, শক্তি এবং শিবতত্ত্ব এই সমুদয় তত্ত্ব বলিয়া বিখ্যাত। বিরজ-মন্ত্র দ্বারা হবন করিয়া কর্ম্মকর্ত্তা বিরজ অর্থাৎ দোষশূন্য হন। অনন্তর গোময় আনিয়া পিণ্ডাকার এবং মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক অগ্নি রক্ষা করিয়া সেই দিন হবিষ্যভোজী হইবে। পরদিন প্রভাতে চতুর্দ্দশীতে পূর্ব্বকথিত কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া সেই দিন নিরাহার হইয়া অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবে। পূর্ণিমার দিবস প্রাতঃকালেও উক্তবিধ অনুষ্ঠান করিয়া, হোমের অবসানে রুদ্রাগ্নির উপসংহার পূর্ব্বক যত্নপূর্ব্বক ভস্ম গ্রহণ করিবে। তাহার পর জটিল অথবা সমস্ত মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক একশিখারূপ জটাধারী হইয়া পুনর্ব্বার স্নান করিয়া, যদি লজ্জা-শূন্য হয়, তবে দিগম্বর হইবে। অপর অর্থাৎ সলজ্জ ব্যক্তি কাষায়-বস্ত্রধারী চর্ম্ম-চীরধারী, একবস্ত্র অথবা বল্কলধারী হইয়া দণ্ড ও মেখলা ধারণ করিবে। ১—২১। পরে চরণদ্বয় প্রক্ষালন-পূর্ব্বক দুই বার আচমন করিয়া সেই বিরজানল-সম্ভূত ভস্মের সঙ্কলন করিবে। তদনন্তর অথর্ব্ববেদোক্ত "অগ্নিঃ" ইত্যাদি ছয়টী মন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার শরীর ঐ ভস্ম দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সমুদয় অঙ্গ স্পর্শ করিবে। তাহার পর সেইরূপ ক্রমে ভস্ম উদ্ধার করিয়া প্রণব বা শিবমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভস্ম দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের উদ্ধূলন করিবে। তাহার পর ত্র্যায়ুষ নামক ত্রিপুণ্ড্র রচনা করিবে এবং শিবভাব লাভ করিয়া শিবযোগের অনুষ্ঠান করিবে। ত্রিসন্ধ্যা এইরূপ পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান করত লিঙ্গমূর্ত্তি সনাতন মহাদেবের পূজা করিবে। ঐশ্বর্য্য থাকিলে নয় প্রকার রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত, সুবর্ণ-নির্ম্মিত এবং কর্ণিকা ও কেশর-যুক্ত একটী অষ্টদল পদ্ম আসনরূপে কল্পিত করিবে। যদি ঐশ্বর্য্য না থাকে, তবে শুদ্ধ শ্বেত বা রক্ত পদ্ম আসনরূপে স্থির করিবে। তাহারও অভাবে কেবল কল্পনাময় আসন প্রদান করিবে। ঐ পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে একটী পীঠিকাযুক্ত স্ফটিকময় সূক্ষ্ম লিঙ্গ স্থাপন করিয়া এইরূপ ক্রমে পূজা করিবে, যথা;—প্রথমে লিঙ্গের শোধন করিয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক আসন এবং

পঞ্চবক্ত্র প্রকারে মূর্ত্তির পরিকল্পনা করিবে। অনন্তর পবিত্র পঞ্চগব্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ, বিভবানুরূপ সহস্রাদি-সংখ্যক বহু কলশ দ্বারা স্নান করাইবে। সকুঙ্কুম এবং সকর্পূর চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা পরে ভূষণ-ভূষিত সেই লিঙ্গকে বেদির সহিত লিপ্ত করিবে। তদনন্তর যথালাভ বিল্বপত্র, পদ্ম, রক্ত শ্বেত ও নীল উৎপল, অন্যান্য প্রসিদ্ধ সুগন্ধি পুষ্প, পবিত্র শতদল, বিচিত্র দূর্ব্বা এবং অক্ষতাদি দ্বারা মহাপূজার বিধানানুসারে পূজা করিবে। তাহার পর ধূপ, দীপ ও অর্ঘ্য দান করিবে। এই সকল নিবেদনের পর, ধন থাকিলে, কল্যাণের অনুষ্ঠান করিবে। এই ব্রতে আপনার ইষ্ট, বিশিষ্ট এবং ন্যায়োপার্জ্জিত সমুদয় দ্রব্য বিশেষ করিয়া দান করিবে। হে দ্বিজগণ! বিল্বপত্র, পদ্ম বা উৎপল প্রত্যেকে সহস্র-সংখ্যক করিয়া দান করিবে এবং ন্যূনকল্পে প্রত্যেকে অষ্টোত্তর শত পর্য্যন্ত দান করিবে। তাহাতেও বিশেষ এই যে, বিল্বপত্র কখনই পরিত্যাগ করিবে না। সহস্র-সংখ্যক পদ্ম অপেক্ষা একটী সুবর্ণপদ্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। নীলোৎপলাদির সংখ্যাও বিল্বপত্রের সমান; অন্য পুষ্প যেরূপ লাভ হইবে, নিবেদন করিবে। উৎকৃষ্ট অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য, ধূপ ও আলেপন দ্রব্য দান করিবে। অঘোর নামক বক্ত্রে কৃষ্ণাগুরু, সদ্য নামক বক্ত্রে মনঃশিলা, বামদেব নামক বক্ত্রে চন্দন, পৌরুষ নামক বক্ত্রে হরিতাল এবং ঈশান নামক বক্ত্রে ভস্ম দান করিবে। কেহ কেহ ইহাদিগকেই আলেপন বলিয়া বিবেচনা করেন। ২২—৪১। কিন্তু অপর ধূপের বিধান করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে ধূপ বলিয়া বিবেচনা করেন না। অঘোর নামক মুখে সিতাগুরু, পৌরুষ নামক মুখে কৃষ্ণাগুরু, সদ্য নামক মুখে গুগ্‌গুল, সৌম্য মুখে সৌগন্ধিক এবং ঈশানে উশীরাদি বিশেষ ধূপ দান করিবে। শর্করা, মধু, কর্পূর, কপিলার ঘৃত, চন্দন এবং অগুরু-কাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত ধূপকে সামান্য-ধূপ বলে। তদনন্তর ঘৃতাঢ্য কর্পূরবর্ত্তি-নির্ম্মিত দীপাবলি দান করিবে। অর্ঘ্য এবং আচমনীয় প্রতি বক্ত্রে দান করিবে। প্রথম আবরণে ক্রমশঃ গণেশের, কার্ত্তিকের এবং ব্রহ্মাঙ্গ-নিচয়ের পূজা করিবে। এইরূপে প্রথমাবরণ সমাপ্ত হইলে, দ্বিতীয় আবরণে বক্রবক্ত্রী বিঘ্নেশ প্রভৃতির পূজা করিবে এবং তৃতীয় আবরণে ভবাদি অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিবে। চতুর্থ আবরণে মহাদেব প্রভৃতি একাদশ মূর্ত্তির পূজা করিবে; ইহারা সকলেই গণেশ্বর। পদ্মের বহির্ভাগে পঞ্চম আবরণে ক্রমশঃ অস্ত্র এবং অনুচরগণের সহিত দশ জন দিক্‌পালের পূজা করিবে। ঐ পঞ্চম আবরণে ব্রহ্মার মানস পুত্র সকল, গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় সকল, নিখিল দেব ও দেবীগণ, আকাশচারী সকল, পাতালবাসী সকল, মুনিগণ, প্রধান প্রধান যোগিগণ, মাতৃগণ, সগণ ক্ষেত্রপাল এবং এই সমুদয় চরাচরেরও যথাক্রমে পূজা করিবে। আবরণ-পূজার পর পরমেশ্বর মহাদেবের পূজা করিবে। তাহার পর আজ্য ও ব্যঞ্জনের সহিত মনোহর হবিঃ ভক্তির সহিত নিবেদন করিবে। তদনন্তর উপকরণের সহিত তাম্বূল এবং মুখবাসাদি দান করিবে। পুনর্ব্বার নানাবিধ পুষ্প-নির্ম্মিত বিভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া আরতির শেষে বিস্তীর্ণ পূজা-শেষ সমাপন করিবে। শয্যায় চন্দ্রতুল্য হার দান করিবে। এই সকল বস্ত্র আপনার বিভবের অনুরূপ, সমস্ত, মনোহর এবং রাজ-ভোগোচিত করিবে বা করাইবে। হবন ও প্রতিপূজনের শেষে প্রার্থনা ও স্তোত্র পাঠ করিয়া পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার জপ করিবে। তাহার পর প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে। তদনন্তর দেবের সম্মুখে গুরু এবং বিদ্যার অর্চনা করিবে। পরে অর্ঘ্য এবং অষ্ট পুষ্প দান করিয়া সেই লিঙ্গ হইতে দেবের বিসর্জ্জন করিবে এবং অগ্নি হইতে অগ্নির রক্ষা বা বিসর্জ্জন করিবে। পূজক প্রত্যহ পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের এইরূপে অনুষ্ঠান করিবে। তদনন্তর সেই সকল-প্রকার উপকরণ-সমন্বিত সম্পূজ্য লিঙ্গ আপনার গুরুকে সমর্পণ করিবে অথবা শিবালয়ে স্থাপিত করিবে। ৪২—৬০। পরে গুরু এবং ব্রতীদিগের বিশেষ-পূজা করিবে। শক্তি থাকিলে ভক্ত ব্রাহ্মণ এবং দীন ও অনাথদিগকেও সন্তুষ্ট করিবে। নিজে প্রায়োপবাসী, ফল-মূলাশী, দুগ্ধমাত্রাহারী, ভিক্ষা-ভোজী, একাহারী অথবা নিত্য নক্তব্রতী, ভূমি-শয্যানিরত, ভস্মধারী, তৃণশায়ী অথবা চীরাজিনশায়ী এবং ব্রহ্মচর্য্যান্বিত ও পবিত্র হইয়া নিত্য এই ব্রতের আচরণ করিবে। সমর্থ হইলে রবিবারে, আর্দ্রা নক্ষত্রে, উভয় পক্ষের পঞ্চদশী বা শেষ-দিবসে অষ্টমীতে এবং চতুর্দ্দশীতে উপবাসও করিবে। পাষণ্ড, পতিত, ঋতুমতী, সূতিকা এবং অন্ত্যজদিগকে সর্ব্বথা কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা ক্ষমা, দান, দয়া, সত্য ও অহিংসা-শীল, সন্তুষ্ট, প্রশান্ত এবং তপোধ্যান-পরায়ণ হইবে। ত্রিষবণ-স্নান, ভস্মস্নান এবং কায়মনোবাক্যে বিশেষ-পূজা করিবে। অধিক কথায় কি ফল? ব্রতী কখন অশিব আচরণ করিবে না। অনবধান বশতঃ কোনরূপ অসদাচরণ ঘটিলে, গুরু-লাঘব বিবেচনা করিয়া পূজা, হোম ও জপাদি দ্বারা যথাযোগ্য নিষ্কৃতি লাভ করিবে। যে পর্য্যন্ত ব্রতের সমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রমাদেও অসদাচরণ করিবে না এবং সর্ব্বদা গোদান বৃষোৎসর্গ, পূজা ও জপ করিবে। এই ব্রতের সংক্ষেপে সামান্য নিয়ম মাত্র বলিলাম। প্রতিমাসে যে সকল বিশেষ কর্ত্তব্য, তাহাও এক্ষণে যথাক্রমে বলিতেছি। বৈশাখ মাসে বজ্রময় (হীরক-নির্ম্মিত) লিঙ্গ, জ্যৈষ্ঠে মরকত-নির্ম্মিত, আষাঢ়ে মুক্তা-নির্ম্মিত, শ্রাবণে নীলমণি-

নির্ম্মিত, ভাদ্র মাসে পদ্মরাগ-নির্ম্মিত, আশ্বিন মাসে গোমেদক মণি-নির্ম্মিত, কার্ত্তিকে বিদ্রুমময়, অগ্রহায়ণে বৈদূর্য্যময়, পৌষে পুষ্পরাগময়, মাঘে সূর্য্যকান্ত-মণি-নির্ম্মিত, ফাল্গুন ও চৈত্রে চন্দ্রকান্ত-মণি-নির্ম্মিত লিঙ্গের উপাসনা করিবে অথবা উহার ব্যত্যয় করিবে। সকল মাসে রত্নময় লিঙ্গেরই অর্চ্চনা করিবে, কিন্তু রত্নের অভাবে হৈম লিঙ্গেরও অর্চ্চনা করিবে। হৈমের অভাবে রৌপ্যময়, তাম্রময় অথবা শৈলজ (প্রস্তরময়) লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে। আপনার রুচি অনুসারে যথালাভ মৃত্তিকা বা অন্য কোনরূপ ক্ষণিক বস্তু অথবা সর্ব্ব গন্ধ-বিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। ৬১—৭৬। ব্রতাবসান সময়ে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পূর্ব্বের মত বিশেষ-পূজা এবং হোম করিবে। তদনন্তর আচার্য্য এবং ব্রতীদিগের বিশেষরূপে পূজা করিবে। পরে আচার্য্যের অনুজ্ঞায় পূর্ব্ব মুখে বা উত্তর-মুখে দর্ভ-হস্তে দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণ এবং অপান বায়ুর নিরোধপূর্ব্বক শক্তি অনুসারে মূল মন্ত্রের জপ করিয়া অম্বার সহিত ত্র্যম্বকের ধ্যান করিবে। তৎপরে পূর্ব্ববৎ দেবতার অনুজ্ঞা লইয়া এবং অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া "হে ভগবন্! আপনার আজ্ঞায় আমি এই ব্রতের উৎসর্গ (প্রতিষ্ঠা) করিতেছি" এই কথা বলিয়া লিঙ্গমূলের উত্তরে দর্ভ ত্যাগ করিবে। তাহার পর দণ্ড, জটা, চীর এবং মেখলাদিও ত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার যথাবিধি আচমন করিয়া পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের উচ্চারণ করিবে। যে এই আত্যন্তিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দেহান্ত পর্য্যন্ত স্থিরচিত্তে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নৈষ্ঠিক, অত্যাশ্রমী এবং মহাপাশুপত বলা যায়। সেই ব্যক্তিই তপস্যাকারীদিগের শ্রেষ্ঠ এবং সেই ব্যক্তিই মহাব্রতী। মুমুক্ষুদিগের মধ্যে তাহার সদৃশ কৃতকৃত্য আর কেহ নাই। যে প্রথমে যতি হইয়া পরে নৈষ্ঠিক হয়, তাহাকে নৈষ্ঠিকদিগের শ্রেষ্ঠ বলা যায়। যে ব্যক্তি দ্বাদশাহ উপবাসী হইয়া এই ব্রতের আচরণ করে, সে তাদৃশ কঠোর ব্রতসম্বন্ধ হেতুক নৈষ্ঠিকতুল্য হয়। যে ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি ঘৃতাক্ত-শরীরে দুই, তিন বা এক দিবস এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে ও এক প্রকার নৈষ্ঠিক। যে "অবশ্য কর্ত্তব্য" এই মনে করিয়া কোনরূপ কামনাশূন্য হইয়া সর্ব্বদা শিবে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক এই ব্রতের আচরণ করে, তাহার সদৃশ আর কেহই কোথাও নাই। যে জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ভস্ম দ্বারা আপনার শরীর আচ্ছন্ন করে, সে মহাপাতক-সমুদ্ভূত পাপ হইতে সদ্য বিমুক্ত হয়, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। রুদ্রাগ্নির শ্রেষ্ঠ বীর্য্যই ভস্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, এই নিমিত্ত ভস্ম-সংযুক্ত ব্যক্তি সকল কালেই বীর্য্যবান্। ভস্মাগ্নি-সংযোগে ভস্মনিষ্ঠ ব্যক্তির দোষ সকল দগ্ধ হয়। যে ব্যক্তির আত্মা ভস্ম-স্নানে বিশুদ্ধ, তাহাকে ভস্মনিষ্ঠ বলে। যাহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্ম দ্বারা দিগ্ধ, ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র উদ্দীপ্ত এবং শয্যা ভস্ম-রাশি, ভস্ম দ্বারা তাহার সমুদয় পাপ নষ্ট হওয়ায় সে পুরুষও ভস্মনিষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ভস্ম মনুষ্য-দিগের ভূতিকর (ঐশ্বর্য্যকারক) বলিয়া 'ভূতি' এবং উত্তম রক্ষাবিধায়ক বলিয়া 'রক্ষা' নামে কথিত হয়। ভস্মের মাহাত্ম্য-প্রকাশের নিমিত্ত আর অধিক কি বলিব, ভস্মস্নান করিলে ব্রতী সাক্ষাৎ মহেশ্বর হইয়া পড়ে। পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় এই ভস্মই শৈবদিগের পরম অস্ত্র। ধৌম্যাগ্রজ উপমন্যুর তপশ্চরণ কালে এই ভস্ম দ্বারাই সমস্ত আপদ নিবারিত হইয়াছিল। অতএব সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পাশুপত ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ধনের ন্যায় আদরপূর্ব্বক ভস্ম সংগ্রহ করিয়া ভস্মস্নান-রত হইবে। ৭৭—৯৫।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ বলিলেন—ধৌম্যের অগ্রজ উপমন্যু শৈশব কালেই দুগ্ধের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন, এই জন্য ত্রিশূলধারী মহাদেব তাঁহাকে ক্ষীরার্ণব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শিশুকালে কিরূপে শিবশাস্ত্রের বক্তা হন, কিরূপেই বা শিবের সদ্ভাব জানিয়া তপস্যায় আসক্ত হন, কিরূপেই বা তাঁহার বিজ্ঞানলাভ হয় এবং তপস্যার অনুষ্ঠান কালে রুদ্রাগ্নির শ্রেষ্ঠ বীর্য্য স্বরক্ষক ভস্মই বা তিনি কিরূপে লাভ করেন? বায়ু বলিলেন,—সেই তপশ্চরণকারী উপমন্যু একজন সামান্য বালক নহেন। তিনি ধীমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাঘ্রপাদের পুত্র। উপমন্যু পূর্ব্বজন্মে সিদ্ধ ছিলেন। কোন একটী অনির্ব্বচনীয় কারণে তিনি আপনার পদ হইতে চ্যুত হইয়াও পূর্ব্বপুণ্য ফলেই মুনিকুমার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভাগ্যে মহাদেবের অনুগ্রহ-লাভ নিশ্চিত থাকায় দুগ্ধাভিলাষ-জন্য তপশ্চরণ তাহাতে দ্বার (সাধন) হইয়াছিল মাত্র। এইজন্যই শঙ্কর স্বয়ং তাঁহাকে ভুক্তির সহিত গাণেশত্ব এবং নিত্য কুমারত্ব দান করেন। শঙ্করের তাদৃশ অনুগ্রহেই তাঁহার জ্ঞানলাভও হয়। কারণ, পণ্ডিতেরা কুমারভাবকেই সাক্ষাৎ শক্তিময় জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর এই কারণেই, কার্ত্তিকেয়ের মুখ হইতে অগাধ জ্ঞান প্রাপ্ত নন্দীর ন্যায়, তিনিও শিবশাস্ত্রের বক্তা হন। দুগ্ধের নিমিত্ত দুঃখপ্রসূত নিজ মাতৃবচনই তাঁহার শিবজ্ঞান-লাভে দৃষ্ট কারণ। ১—১০। তাঁহার মাতা

কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা এই দুঃসহ বাক্য বলিয়া উঠিলেন,—হে বৎস! আমাদের উত্তম দুগ্ধই বা কোথায় আর বনবাসী আমরাই বা কোথায়? কৃষি অভাবে দারিদ্র্য বশতঃ অভাগিনী আমি জলে পিষ্টক গুলিয়া এই মিথ্যা দুগ্ধ তোমাকে দান করিয়াছি। তুমি মাতুল-গৃহে ঘন দুগ্ধ অল্পমাত্র পান করিয়া আস্বাদ জানিতে পারিয়াছ। এক্ষণে তাদৃশ আস্বাদ স্মরণপূর্ব্বক অতৃপ্ত হইয়া "আমাকে দুধ দাও নাই" বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেবল আমার দুঃখ বাড়াইতেছ! মহাদেবের অনুগ্রহ ব্যতীত দুগ্ধ লাভ তোমার কপালে নাই। সেই সগণ এবং পার্ব্বতী-সহিত শম্ভুর পাদপঙ্কজে ভক্তিপূর্ব্বক কোন বস্তু অর্পণ করিলে উহা সর্ব্বপ্রকার সম্পদের কারণ হয়। আমরা পূর্ব্বে ধনাদি-লাভের উদ্দেশে শিবের অর্চ্চনা করি নাই, এই নিমিত্তই আমরা দরিদ্র হইয়াছি এবং আমাদের ঘরে তাদৃশ দুগ্ধও নাই সেইজন্য। মাতার এই প্রকার শোকোদ্দীপক হিতবাক্য শুনিয়া সেই ঋষিকুমার বালক হইয়াও অন্তরে অনুতপ্ত হইয়া প্রগল্ভতার সহিত বলিলেন,—মাতঃ। যদি অম্বিকার সহিত মহাদেব এখনও বিদ্যমান থাকেন, তবে আর শোকের প্রয়োজন নাই। তাঁহার প্রসাদে আমি অক্ষয় দুগ্ধ-সমুদ্র লাভ করিব। মাতা বলিলেন,—হে পুত্র! "যদি থাকেন," এরূপ সন্দিগ্ধ বাক্য বলিও না। সকলেরই শ্রেষ্ঠ পরম-কারণ মহাদেব নিশ্চয়ই আছেন। তিনি এই সমুদয় জগতের সৃজন করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার কিঙ্কর এবং তাঁহার প্রসাদেই ব্রহ্মাদির ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে। আমরা সকলে সেই প্রভুর দাস। ১১—২০। অন্য দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া মন ও বাক্য দ্বারা তাঁহাকেই কামনা করি এবং ভক্তি-পুরঃসর অম্বিকার সহিত সগণ তাঁহারই ভজনা করি। "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র সেই দেবাধিদেব মঙ্গলদাতা মহাদেবের সাক্ষাৎ বাচক। সপ্তকোটি মহামন্ত্র, সকলই প্রণবযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ; ইহারা তাঁহাতেই বিলীন হয় এবং তাঁহা হইতেই নির্গত হয়। সেই সকল মন্ত্র আপনার আপনার অধিকার অনুসারে সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রে মহাদেবের আজ্ঞায় সকলেরই অধিকার আছে। যেমন মহাদেব কি নিকৃষ্ট, কি উৎকৃষ্ট, সর্ব্বদা সকল জীবকেই রক্ষা করিতে সমর্থ, এই মন্ত্রও সেইরূপ রক্ষা করিতে সক্ষম এবং এই মন্ত্র অপর মন্ত্র হইতে প্রবল। এই মন্ত্র যেমন সকলকেই রক্ষা করিতে সক্ষম, অন্য কোন মন্ত্র এরূপ নহে; অতএব মন্ত্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া তুমি "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষরের সেবা করিবে। এই মন্ত্র জিহ্বার মধ্যে অবস্থিত হইলে কিছুই দুর্লভ হয় না। শৈবদিগের রক্ষাহেতু সর্ব্বোত্তম যে অঘোরাস্ত্র, তাহাকেও ঐ পঞ্চাক্ষরসম্ভূত জানিয়া সেই পঞ্চাক্ষরে অনুরক্ত হও। ইহার অন্যথা করিও না। আমি তোমার পিতার নিকট হইতেই এই উত্তম ভস্ম প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহা বিরজানল-সংসিদ্ধ এবং মহৎ আপদের নিবারক। আমি তোমায় "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র দান করিলাম; আমার অনুজ্ঞায় ইহা তুমি গ্রহণ কর। এই মন্ত্র জপ করিলে শীঘ্র তোমার রক্ষা হইবে। ২১—৩০। মাতা এইরূপ উপদেশ দিয়া, সর্ব্বদা মাতার আজ্ঞা-প্রতিপালক মুনিকে "তোমার মঙ্গল হউক" এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন। মাতাকে প্রণাম করিয়া সেই ঋষিকুমার "আপনার আদেশানুরূপ কার্য্যই করিব" বলিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতা তখন তাঁহাকে বলিলেন,—দেবগণ তোমার মঙ্গল করুন। ঋষিকুমার স্বীয় জননী কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক বায়ু-মাত্র ভক্ষণ করত অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। আটটী ইষ্টক দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ এবং তাহাতে মৃন্ময় শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, ঐ লিঙ্গে গণ এবং অম্বিকার সহিত অব্যয় মহাদেবকে আবাহন করিলেন। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে বনোদ্ভব পত্র ও পুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া অবশিষ্ট কাল কঠোর তপস্যাচরণ করত অতিবাহিত করিলেন। এইরূপ তপশ্চরণে কৃশ একাকী সেই বালককে, পূর্ব্বে মরীচি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত কতকগুলি পিশাচরূপী মুনি রাক্ষসভাব হেতুক পীড়ন করত তপস্যার বিঘ্ন আচরণ করিয়াছিল। সেই বালক তাহাদের দ্বারা পীড্যমান হইয়াও কোনরূপে তপস্যার অনুষ্ঠান করত আর্ত্তের মত সর্ব্বদা উচ্চৈঃস্বরে "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই শব্দ শ্রবণমাত্রে সেই তপস্যার বিঘ্নকারী মুনিগণ স্ব স্ব রাক্ষসভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই বালকের সেবা করিতে লাগিল। সেই বিপ্রতনয়ের তপস্যা প্রভাবে সমুদয় জগৎ প্রদীপিত হইয়াছিল। ৩১—৩৯। তখন প্রধান প্রধান দেবগণ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইলেন। দেবগণের সেই বচন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণু "ইহা কি" এইরূপ চিন্তা করিয়া, কারণ জানিতে পারিয়া শীঘ্র মন্দর পর্ব্বতে মহাদেবের দর্শনার্থ গমন করিলেন। তিনি মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে ভগবন্! উপমন্যু নামে একটী ব্রাহ্মণ দুগ্ধের জন্য তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া এক্ষণে সমুদয় দগ্ধ করিতেছে; তাহাকে নিবারণ করুন। এই অবসরে দেবদেব পরমেশ্বর পিনাকী ইন্দ্রের রূপ গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে স্বয়ং যাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাদেব শ্বেতবর্ণ হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া সুর, অসুর, সিদ্ধ এবং মহোরগগণের সহিত

সেই স্থানে গমন করিলেন। তৎকালে সোমমূর্ত্তি ভগবান্ মহাদেব, চন্দ্রবিম্ব দ্বারা যেমন মন্দর পর্ব্বত শোভিত হয়, সেইরূপ ছত্র দ্বারা শোভা পাইয়াছিলেন। মহাদেব সেই ইন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অনুগ্রহবিতরণের নিমিত্ত উপমন্যুর আশ্রমে গমন করিলেন। সেই মুনিকুমার মুনিশ্রেষ্ঠ মুনি উপমন্যু, শক্ররূপধারী পরমেশান মহাদেবকে দেখিয়া মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে দেবেশ্বর! সূর্য্যসঙ্কাশ ভগবান্ জগন্নাথ ইন্দ্র যখন স্বয়ং আমার আশ্রমে আগত হইয়াছেন, তখন আমার আশ্রম পবিত্র হইল। অনন্তর উক্ত বাক্য-কথনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত দ্বিজকুমারকে শক্ররূপধারী মহাদেব, গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—হে সুব্রত ধৌম্যাগ্রজ মহামুনে! তোমার এই তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর। তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই দান করিব। ৪০—৫০। বায়ু বলিলেন,—সেই শক্ররূপী মহাদেব এই কথা বলিলে, মুনিসত্তম উপমন্যু বলিলেন,—আমি মহাদেবে দৃঢ় ভক্তি প্রার্থনা করি। এই কথা বলিয়া তিনি আবার তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। শক্ররূপধারী মহাদেব তাঁহার কঠোর তপস্যার বিষয় জানিতে পারিয়া তপস্যাস্থানে আগমনপূর্ব্বক কল্পিত স্বীয় গুণ দ্বারা আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মুনি তাঁহাকে শক্র-রূপধারী মহাদেব বলিয়া জানিতে না পারিয়া, "শিবনিন্দা শুনিলাম" এই বলিয়া প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন। উপমন্যু প্রথমে দুগ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া অঘোর-অস্ত্রে অভিমন্ত্রিত ভীষণ ভস্ম উঠাইয়া ইন্দ্র উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। পরে স্বদেহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া আগ্নেয়ী ধারণা ধারণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাদৃশী আগ্নেয়ী ধারণা দেখিয়া মহাদেব স্বয়ং তাহা নিবারণ করিলেন এবং মহাদেবের নিয়োগে নন্দী তন্নিক্ষিপ্ত সেই অঘোরাস্ত্রকে নিবারণ করিলেন। শঙ্করের প্রিয় নন্দী সেই সময়ের মধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিলে সেই ঋষিকুমার গণেশ্বরগণ এবং ত্রিশূলাদি দিব্য অস্ত্রে পরিবৃত, দেবীর সহিত বৃষভারূঢ় মহাদেবকে দর্শন করিলেন। সেই সময়ে দেবদুন্দুভির ধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টি হইল। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণের আগমনে দশ দিক্ আচ্ছাদিত হইল। অনন্তর উপমন্যু যেন আনন্দ-সমুদ্রের তরঙ্গে আহত হইয়াই ভক্তিপ্রবণ চিত্তে ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন চন্দ্রশেখর মহাদেব তাঁহাকে "এস এস" বলিয়া আহ্বান করিয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক "এই তোমার পুত্র" বলিয়া দেবীর হস্তে অর্পণ করিলেন। দেবীও কার্ত্তিকেয়-তুল্য প্রীতিতে তাঁহার মস্তকে করপদ্ম বিন্যাস করিয়া তাঁহাকে অব্যয় কুমারপদ দান করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ ক্ষীরসমুদ্র হস্তে সুস্বাদু ক্ষীর ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই পিণ্ডীভূত অনশ্বর ক্ষীর দান করিলেন এবং ধনাধিপ কুবেরও তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেইরূপ প্রলয়পর্য্যন্ত-স্থায়ী সমৃদ্ধি দান করিলেন। অনন্তর সেই তপোবন ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধ হইল। মহাদেব তাঁহাকে পাশুপত ব্রত, জ্ঞান ও ব্রতযোগের তত্ত্ব, প্রকৃষ্ট বক্তৃত্ব, পাদুকাদ্বয় এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব পদ দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৫১—৬৬।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

বায়বীয়সংহিতা—পূর্ব্বভাগ সম্পূর্ণ।

বায়বীয়সংহিতা।

উত্তরভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

যিনি প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ন্তা এবং সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের হেতু, সেই মঙ্গলপ্রদ প্রমথগণ-বেষ্টিত সপুত্রক শিবকে নমস্কার করি। যাঁহার শক্তি অকুণ্ঠিত, ঐশ্বর্য্য সর্ব্বব্যাপী, স্বামিত্ব ও বিভুত্বই যাঁহার স্বভাব বলিয়া কথিত, সেই নিত্য বিশ্বকর্ম্মা, অদ্বিতীয়, মহাত্মা, মঙ্গলদাতা দেবশ্রেষ্ঠ শিবের শরণাপন্ন হইলাম। মহাতেজাঃ, সত্যব্রত-পরায়ণ, মহাভাগ, প্রশংসিত শৌনকাদি মুনিগণ কোন সময়ে নৈমিষারণ্য সদৃশ, ব্রহ্মলোকের পথস্বরূপ, মহাতীর্থ, ধর্ম্ম-ক্ষেত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থল প্রয়াগ-ক্ষেত্রে মহাযজ্ঞ করিতেছিলেন। যিনি প্রতিজ্ঞাদি-পঞ্চাবয়ব-যুক্ত (প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন) বাক্যের গুণ-দোষজ্ঞ; এমন কি বাচস্পতি বৃহস্পতি অপেক্ষাও উত্তম বক্তা; যিনি সময় বুঝিয়া মনোজ্ঞ-পদ-রচিত শ্রুতি-সুখকর কথা কহিতে অতি নিপুণ; যিনি কবি ও নীতিবেত্তা এবং যিনি পৌরাণিক মধ্যে উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ; —ধীমান্ সত্যবতী-তনয় বেদব্যাসের সাক্ষাৎ শিষ্য সেই মেধাবী ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাত্মা সূত, কর্ম্মকুশল সেই মুনিগণের যজ্ঞ-সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মহর্ষিরা তাঁহাকে আগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সান্ত্বনাপূর্ব্বক যথাযোগ্য পূজা করিলেন। সেই ব্যাস-শিষ্য সূতও মুনিদিগের দত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রার্থনায় নিজের অনুরূপ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ সূতের সহিত সম্মিলন হওয়াতে বিশুদ্ধচেতা মুনিদিগের চিত্ত পুরাণ-সম্বন্ধীয় কথা শুনিতে অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল। তখন মহর্ষিরা তাঁহাকে অনুকূল বাক্য দ্বারা পূজা ও আপনাদিগের অতিশয় অভিমুখীন করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞ রোমহর্ষণ! আপনি অতিশয় সৌভাগ্য-বলে সাক্ষাৎ মহর্ষি ব্যাসের সকাশে নিখিল পুরাণ-বিদ্যা স্বায়ত্ত করিয়াছেন। ১—১৪। তাঁহার নিকট হইতেই আশ্চর্য্যজনক কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মহাসার রত্নের নিলয় রত্নাকর সমুদ্রের ন্যায়, শোভা পাইতেছেন। এই ত্রিলোক মধ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং তদ্ব্যতীত আর যাহা বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত বিষয় আপনার কিছুই অবিদিত নাই। আমাদিগের শুভাদৃষ্ট বশতই আপনি আমাদিগকে দেখিতে এখানে আসিয়াছেন। সুতরাং কিছু শ্রেয়স্কর কার্য্য না করিয়া বৃথা গমন করা আপনার বিধেয় নহে। সেই হেতু পবিত্র সৎকথা-জ্ঞানপূর্ণ, মোক্ষফলপ্রদ, অনাচারশূন্য, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ-প্রদর্শক, বেদান্ত-সার-সর্ব্বস্ব, অতএব অবশ্য-শ্রোতব্য পুরাণ আমাদিগকে এক্ষণে শ্রবণ করান। বেদবক্তা মহর্ষিরা এইরূপ প্রার্থনা করিলে, সূত ন্যায়সম্বলিত শুভজনক এই মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে মহর্ষিগণ! যখন আপনারা আমাকে পূজা করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন আমি সেই ঋষিপূজিত পুরাণ সম্যক্‌রূপে কেন না বলিব? ভগবান্ মহাদেব, দেবী ভবানী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, নন্দী এবং সত্যবতীনন্দন বেদব্যাসকে বন্দনা করিয়া শিব-জ্ঞানের সমুদ্রস্বরূপ, বেদসদৃশ, সাক্ষাৎ ভোগ ও মুক্তি ফলপ্রদ, পরম পবিত্র পুরাণ কীর্ত্তন করিব। সেই পুরাণ শব্দার্থ—ন্যায়-সম্বলিত বেদার্থে বিভূষিত এবং ইহাই বায়ু পূর্ব্বে শ্বেতকল্পে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করিয়াছিলেন। সকল বিদ্যাস্থান, পুরাণের পর্য্যায়ক্রম এবং এই শৈব পুরাণের উৎপত্তি বলিতেছি, অবগত হউন। বেদাঙ্গ, চতুর্ব্বেদ, মীমাংসাশাস্ত্র ও ন্যায়বিস্তৃতি এ সকল আপনাদিগকে কহিয়াছি। মহর্ষি উপমন্যু সকাশে কর্ম্মকুশল শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান-লাভ ও শঙ্কর-সন্নিধানে পুত্র-লাভ-বৃত্তান্ত যে কীর্ত্তন অথবা শ্রবণ করে, কিংবা কাহাকেও শ্রবণ করায়, তবে সে বিশুজ্ঞান লাভ করত তাহার সহিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ১৬—২৮।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঋষিরা বলিলেন,—সেই পাশুপত জ্ঞান কি? শিবের নাম পশুপতি কেন? অদ্ভুতকর্ম্মা কৃষ্ণ, ধৌম্যাগ্রজ উপমন্যুকে কিরূপ প্রশ্নই বা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? বায়ু বলিলেন,—পূর্ব্বে মন্দর পর্ব্বতে সাক্ষাৎ শ্রীকণ্ঠ-নামধেয় মহেশ্বর শিব, দেবী অম্বিকাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাশুপত

জ্ঞান বলিয়াছিলেন। তাহাই আবার, বিশ্বস্রষ্টা কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু উপমন্যুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতির পশুত্ব ও শিবের তৎপতিত্ব বিষয়ও জিজ্ঞাসা করেন। তদনন্তর মুনি উপমন্যু কৃষ্ণকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, আপনারা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে কৃষ্ণরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু, উপবিষ্ট উপমন্যু মুনিকে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—হে ভগবন্! ভগবান্ মহাদেব দেবী পার্ব্বতীকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই দিব্য পাশুপত জ্ঞান এবং সেই পশুপতির অণিমাদি বিভূতির বিষয় সমগ্ররূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ শিব কেন পশুপতি নামে কীর্ত্তিত হন? কাহারাই বা পশু বলিয়া কীর্ত্তিত? কোন পাশেই বা তাহারা বদ্ধ হয় এবং কি প্রকারেই বা সেই পাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে? উন্নতমনাঃ শ্রীমান্ উপমন্যু এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া দেব এবং দেবীকে প্রণামপুরঃসর প্রশ্নানুসারে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—সংসার-বশবর্ত্তী ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলেই দেবদেব শূলীর পশু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। তাহাদিগের পতি বলিয়া স্বয়ং দেবপতি শিব পশুপতি নামে কথিত হইয়া থাকেন। সেই পশুপতি, ব্রহ্মাদি পশু সকলকে মলমায়াদি বিদ্যাপাশে বদ্ধ করেন। আবার তিনিই উপাসিত হইয়া সেই সকল ভক্তকে উক্ত পাশ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। ১—১১। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব এবং মায়াকৃত কর্ম্মের গুণ বিষয় বলিয়া কথিত হয়, ইহারাই জীবের বন্ধনসাধন বলিয়া পাশ নামে বিখ্যাত। দেব মহেশ্বর, ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত নিখিল পশুকে সেই পাশে বদ্ধ করিয়া নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রকৃতি সেই মহেশের আজ্ঞাতে পুরুষোচিত বুদ্ধি প্রসব করেন; দেবদেব মঙ্গলদাতা শিবের শাসনে আবার সেই বুদ্ধি অহঙ্কারকে প্রসব করেন। অহঙ্কার আবার শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ তন্মাত্রকে প্রসব করেন। সেই পঞ্চ তন্মাত্র দেবদেবের মহীয়ান্ শাসনে আকাশাদি অনুক্রমে অশেষ মহাভূতকে উৎপাদন করেন। সেই অশেষ মহাভূতও আবার শিবের আজ্ঞায় ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সকল দেহীর জন্ম সম্পাদন করেন। বুদ্ধির কার্য্য অধ্যবসায়; অহঙ্কারের কার্য্য অভিমান; চিত্তের কার্য্য চেতনা এবং মনের কার্য্য সঙ্কল্প। শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, ত্বক্ চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ) প্রত্যেকে সেই দেবদেবের দিব্য আজ্ঞাবলে স্ব স্ব শব্দাদি বিষয় পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করে; অন্য কাহাকেও করে না। আর বাগাদি (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ) কর্ম্মেন্দ্রিয়, সেই শঙ্করের আদেশানুসারে যথোচিত কর্ম্ম করিয়া থাকে; তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই করে না। শব্দাদি পাঁচটী (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) গ্রাহ্য-বিষয় এবং বচনাদি পাঁচটী (বচন, আদান, চলন, মলত্যাগ ও মূত্রোৎসর্গ) কার্য্য বিষয় বলিয়া কথিত। ১২—২০। প্রভু শম্ভুর অনতিক্রমণীয় গরীয়সী আজ্ঞামত এই সকল প্রকৃত্যাদি অশেষ ভূত আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। সেই পরমেশের আজ্ঞায় আকাশ সর্ব্বব্যাপী। বায়ু সেই মহাদেবের আজ্ঞায় প্রাণাদি (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) নামভেদে এই জগতের অন্তর ও বাহিরের ধারণকর্ত্তা। অগ্নি সেই মহেশ্বরের শাসনে দেবতাদিগের হব্য ও কব্যভোক্তা পিতৃ-লোকের কব্যের বাহক এবং পাকাদিকারক। জল তাঁহারই আজ্ঞায় সকলের জীবন রক্ষা করেন। সেই বিশ্বেশ্বরের শাসনে বিশ্বম্ভরা পৃথিবী বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহার শাসন সকল দেবতার অলঙ্ঘনীয়; তাঁহারই শাসনে দেবেন্দ্র দেবতাদিগকে পালন, অসুরগণকে নিধন ও ত্রিলোককে রক্ষা করিতেছেন। শিবের আজ্ঞায় ধর্ম্মরাজ জীবিত অধার্ম্মিককে রোগ দিয়া ও মৃত অধার্ম্মিককে নরক যাতনা দিয়া কষ্ট দিতেছেন। হে কৃষ্ণ! রাক্ষসপতি নিঋতিও তাঁহার নিয়োগানুসারে বিধিহীন কর্ম্মের ফলনাশ ও রাক্ষসগণের আধিপত্য করিতেছেন; বরুণও জলে নিয়ত আধিপত্য এবং বন্ধনীয় সকলকে পাশে বন্ধন করিতেছেন। ধনপতি কুবের সেই পরমপুরুষের আজ্ঞামত প্রাণীদিগকে পুণ্যানুরূপ সতত ধনদান করিতেছেন। তাঁহার শাসনে ঈশান সম্পত্তি প্রদান, সুমেধার জ্ঞান-বর্দ্ধন এবং অসাধুর নিগ্রহ করিতেছেন। ২১—৩০। অনন্ত, শিবের আজ্ঞায় মস্তকে ধরণীভার বহন করিতেছেন। ঐ অনন্তের মূর্ত্তি হরির তামসী, রৌদ্রী ও অন্তকরী মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। চতুরানন ব্রহ্মা সেই ঈশের নিয়োগে স্বীয় তিন মূর্ত্তিভেদে সকলকে সৃজন, পালন ও অন্তকালে নিধন করিতেছেন; বিষ্ণুও তাঁহার অনুমতিক্রমে স্বকীয় পৃথক্ পৃথক্ তনু দ্বারা বিশ্বের পালন, সৃজন এবং গ্রাস করিতেছেন; এবং বিশ্বমূর্ত্তি হরও তাঁহার অনুজ্ঞায় এই অখিল জগতের সৃজনকর্ত্তা, পালক ও অন্তকালে সংহারক হইয়াছেন। এই যে কাল সকলকে সৃষ্টি করিতেছেন, কালই সকল প্রজাকে সংহার করিতেছেন এবং কালই বিশ্বের পালন করিতেছেন, ইহাও তাঁহারই শাসনানুসারে। তিনি কালেরও কালস্বরূপ। স্বীয় তিন অংশ দ্বারা এই জগতের ধারণকর্ত্তা ভানু সেই দেবদেবের শাসনে তেজ দ্বারা বৃষ্টির কারণস্বরূপ হইয়া অন্তরীক্ষে বর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই চন্দ্রশেখরের নিয়োগানুসারে চন্দ্র, ওষধিসমূহের পোষণ ও সকল ভূতের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াও দেবতাদিগের পেয় হইয়াছেন। আদিতগণ, অষ্টবসু, রুদ্র সকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ (উনপঞ্চাশৎ বায়ু), খেচরসমূহ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, মনুষ্য, সর্প, পক্ষী ও কীট প্রভৃতি

প্রাণী সকল ; নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, কানন, সরোবর প্রভৃতি স্থাবর ; সাঙ্গ বেদ, শাস্ত্র, মন্ত্র, যাগযজ্ঞাদি ; কাল ও অগ্ন্যাদি শিব পর্য্যন্ত ভুবন সকল ও তাহার অধিপতি-সমূহ ; অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তাহাদিগের আবরণ, সমুদয় ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ; দিক্, বিদিক্ ; কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্ত প্রভৃতি কালভেদ—এই সকল, অধিক আর কি বলিব, যাহা কিছু এই জগতে দৃষ্টি ও শ্রুতির গোচর হইয়া থাকে, তৎসমস্তই সেই শঙ্করের আজ্ঞাবলে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাবলে পৃথিবী, পর্ব্বত, মেঘ, সমুদ্র, নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃপদার্থগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, নিখিল চেতন অচেতন পদার্থ এবং স্থাবর জঙ্গম সকলই এই জগতে অবস্থান করিয়া আছে। ৩১—৩৪।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

উপমন্যু বলিলেন,—হে বাসুদেব! যাহা আমি বেদাদিতে শুনিয়াছি, অমিত-কর্ম্মা শঙ্কর আজ্ঞা-নিষ্পন্ন সেই সকল আশ্চর্য্যজনক কার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ সমরে অসুর-জয়ী হইয়া "আমি জেতা" "আমি জেতা" এইরূপে পরস্পরে বিবাদ করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ং মহেশ্বর স্বকীয় ঈশ্বররূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নীচবেশ ধারণ করত যক্ষের সদৃশ হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই দেবগণকে বলিলেন যে, যিনি ভূতলস্থিত এই একটী তৃণ লইয়া বিকৃত করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই দৈত্যজয়ী বলা যাইবে। বজ্রপাণি ইন্দ্র, যক্ষরূপী ভগবানের এই বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে উপহাস করত সেই তৃণগ্রহণে উদ্যত হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র সেই তৃণকে মনেও গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সেই তৃণ ছেদন করিবার নিমিত্ত বজ্রধর ইন্দ্র বজ্র ত্যাগ করিলেন, কিন্তু সেই বজ্রসদৃশ তৃণের স্পর্শমাত্রেই ইন্দ্রের বজ্র কুণ্ঠিতাগ্র হইয়া পতিত হইল। সেই প্রকার মহাবল অগ্ন্যাদি লোকপালগণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই তৃণের উদ্দেশে সহস্র সহস্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১—৮। তখন মহাবহ্নি প্রজ্বলিত হইল, প্রচণ্ড পবন বহিতে লাগিল এবং প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যাদৃশ বর্দ্ধিত হয়, সমুদ্রও তৎকালে তদ্রূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। হে কৃষ্ণ! কিন্তু তৃণের নিমিত্ত দেবতাদিগের এহেন সযত্ন সমারম্ভও (উদ্যোগ) সেই যক্ষের আত্মবলে বিফল হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দেবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া যক্ষরূপধারী মহেশকে বলিলেন,—তুমি কে? কিন্তু তাঁহারা দেখিতে দেখিতেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। সেই সময়ে শোভাশালিনী দিব্যবিভূষণা মৃদুহাসিনী দেবী গিরিরাজ-তনয় নভোরঙ্গে আবির্ভূতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রণতিপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঐ অসামান্য যক্ষ কে? অনন্তর দেবী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তিনি তোমাদিগের অগোচর। তিনিই চরাচর এই সংসার-চক্রকে ভ্রমণ করাইতেছেন। তিনিই প্রথমে এই বিশ্বের স্রষ্টা, আবার তিনিই সংহর্ত্তা। কোন নিয়মই তাঁহার নিয়ামক নহে, অথচ তিনি সকলের নিয়ন্তা। এই কথা বলিয়া মহাদেবী সেখান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। দেবগণও তাঁহাকে নমস্কার করত বিস্মিত-চিত্তে স্বর্গে গমন করিলেন। ৯—১৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

উপমন্যু বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! পরমাত্মা মহেশ্বর শিবের মূর্ত্তি সকল এই চরাচর অখিল জগৎকে যে ব্যাপিয়া আছেন, তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অমেয়াত্মা শিব স্বকীয় মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা এই সকলে অধিষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া তিনি "সর্ব্ব" নামে কীর্ত্তিত হন। তাঁহার যে সকল মূর্ত্তি এই বিশ্ব বিস্তার করিয়াছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর ও সদাশিবই সেই মূর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার অন্য পঞ্চ মূর্ত্তি পঞ্চ ব্রহ্ম নামে কথিত হয়। এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা তাঁহার ঐ পঞ্চ মূর্ত্তি দ্বারা পরিব্যাপ্ত নহে। দেবদেবের পাঁচ মূর্ত্তি ঈশান, তৎপুরুষ, ঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত, এই পাঁচ ব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার ঈশান নাম যে গরীয়সী প্রথম মূর্ত্তি, সাক্ষাৎ প্রকৃতি-ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে সেই মূর্ত্তি অধিষ্ঠান করিতেছেন। মূর্ত্তিমান্ প্রভু গিরিশের তৎপুরুষ নামে দ্বিতীয় মূর্ত্তি সত্ত্বাদি-গুণাশ্রয় ভোগ্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত আছেন। পিনাকীর অত্যন্ত পূজনীয় ঘোরাখ্য তৃতীয় মূর্ত্তি ধর্ম্মাদি-অষ্টাঙ্গ-সংযুক্ত বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থান করিতেছেন। শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমানেরা অমিততেজা বেধাঃ মহাদেবের বামদেব-নামধেয় চতুর্থ মূর্ত্তিকে অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী এবং সদ্যোজাত নামে পঞ্চম মূর্ত্তিকে মনের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ১—১০। পুরাণার্থ-বিশারদ পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের পূর্ব্বোক্ত ঈশানাখ্যা মূর্ত্তিকে শ্রোত্র, বাক্, শব্দ, বিভু ও ব্যোমের ; তৎপুরুষ নামী মূর্ত্তিকে ত্বক্, পাণি, স্পর্শ ও বায়ুর ; অঘোর নামী মূর্ত্তিকে চক্ষু, চরণ, রূপ, ও অগ্নির এবং বামদেবাখ্য মূর্ত্তিকে জিহ্বা, পায়ু, রস ও জলের ঈশ্বরী বলিয়া জানেন। আর সেই সদ্যোজাত

নাম্নী মূর্ত্তিকে ঘ্রাণ, গন্ধ পৃথিবী ও উপস্থের ঈশ্বরী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই পাঁচ মূর্ত্তি সততই শ্রেয়ের নিদান, অতএব শ্রেয়ঃপ্রার্থী মনুষ্যের সেই সকল মূর্ত্তিকে প্রযত্নপূর্ব্বক বন্দনা করা কর্ত্তব্য। সেই দেবাধিদেবের অষ্ট মূর্ত্তিময় এই নিখিল জগৎ সেই অষ্ট মূর্ত্তিতে, সূত্রে (সূতায়) মণিগণের ন্যায়, ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কপর্দ্দীর সেই সকল অষ্টসংখ্যক মূর্ত্তি শর্ব্ব, ভব, রুদ্র উগ্র, ভীম, পশুপতি, ঈশান ও মহাদেব এই আট নামে প্রসিদ্ধ। সেই শর্ব্বাদি অষ্ট মূর্ত্তিই ক্ষিতি, জল, অনল, অনিল, আকাশ ক্ষেত্রজ্ঞ, সূর্য্য ও চন্দ্রে যথাক্রমে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ১১—১৯। ইহাই শাস্ত্রনিশ্চয় যে, পরমাত্মা শর্ব্বের পৃথিবীরূপিণী শর্ব্ব নামে মূর্ত্তি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন। জল-রূপিণী ভব নামে দ্বিতীয় মূর্ত্তি সমস্ত জগতের জীবন রক্ষা করিতেছেন। রুদ্রের ঘোররূপিণী শুভজনিকা তেজোময়ী রুদ্রাখ্যা মূর্ত্তি জগতের বাহিরে এবং অন্তরে ব্যাপিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। বেধা উগ্রের পবনাত্মিকা যে মূর্ত্তি এই বিশ্বকে স্পন্দিত করিয়া ধারণ করিতেছেন এবং স্বয়ং স্পন্দিত হইতেছেন, পণ্ডিতেরা সেই মূর্ত্তিকে 'উগ্র' নামে আখ্যাত করেন। সকলের অবকাশদায়িনী গগনময়ী ভীমের ভীমাখ্য মূর্ত্তি সকল ভূতের ভেদসাধন করত এই অখিল বিশ্বকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্রনিবাসী সর্ব্ব-রূপী ক্ষেত্রজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী পশুপতি নাম্নী পশুপতির ষষ্ঠ মূর্ত্তি পশুদিগের পাশবন্ধন ছেদন করিতেছেন। নিখিল জগতের দীপ্তিজনিকা দিবাকরস্বরূপা মহেশের ঈশানাখ্য মূর্ত্তি আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। আর কপর্দ্দীর সোমময়ী মহাদেবাভিধানা মূর্ত্তি সুধাংশু-বর্ষণে অখিল ভুবনের আনন্দোৎপাদন করিতেছেন। পরমাত্মা শিবের ঐ অষ্টম মূর্ত্তি স্বীয় অপর মূর্ত্তিগুলিকে ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া, বিশ্ব শিবাত্মক নামে প্রসিদ্ধ। যেরূপ বৃক্ষমূলে সেচন করিলে শাখার পুষ্টি জন্মে, সেইরূপ শিবপূজায় তাঁহার জগৎরূপ শরীর পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। আগমজ্ঞেরা, শিবারাধনা সকলের অভয়দায়িনী এবং অনুগ্রহ ও উপকার-কারিণী বলিয়া উপদেশ দেন। পিতা যেরূপ পুত্র পৌত্রাদির আমোদে আমোদী হইয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকণ্ঠ এই অখিল বিশ্বের প্রীতিতে প্রীত হইয়া থাকেন। যদি কেহ কোন দেহীর নিগ্রহ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অষ্টমূর্ত্তি সেই নিগ্রহের ভাজন হন। যিনি এইরূপে স্বকীয় অষ্টমূর্ত্তিতে এই অখিল বিশ্বে অধিষ্ঠান করিতেছেন, হে কৃষ্ণ! সেই পরম-নিদান বিরূপাক্ষ ধূর্জ্জটিকে ভজনা করুন। ২০—৩৩।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ভগবন্! অমিততেজা পরমেশ্বর শিবের মূর্ত্তি এই বিশ্বকে যেরূপ ভাবে ব্যাপিয়া আছেন, তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি যে, ভব ও ভবানীর যথার্থ স্বরূপ কি এবং কিরূপেই বা তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষভাবে এই জগতে অধিষ্ঠান করিতেছেন? উপমন্যু বলিলেন,—শিব ও সর্ব্বাণীর বিভূতি এবং যথার্থ স্বরূপ আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। উহা বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে মহাদেবেরও সামর্থ্য নাই। মহাদেবী সাক্ষাৎ শক্তি ও মহাদেব সেই শক্তিযুক্ত বলিয়া কথিত হন এবং তাঁহাদিগের বিভূতি-লেশই এই চরাচর জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কতক বস্তু চেতন ও কতক অচেতন বা জড় বলিয়া বিদিত আছে এবং সেই দুই বস্তুই যথাক্রমে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, পর ও অপর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। অজ্ঞান-সমূহ-সমন্বিত যে বস্তু চৈতন্য-চক্রে মিলিত হয়, তাহাকে শাস্ত্রবিশারদেরা অশুদ্ধ এবং অপর; আর এতদ্ভিন্নকে অর্থাৎ চৈতন্য-সমন্বিত চিচ্চক্র-সংসর্গী বস্তুকে শুদ্ধ এবং পর বলিয়া থাকেন। সেই পর এবং অপর বস্তু যথাক্রমে চেতন ও অচেতন হইয়া থাকে। ঐ দুইটীই স্বভাবতঃ দেবদেবীর স্বরূপ বলিয়া কথিত আছে। এই বিশ্ব সেই শিব-পার্ব্বতীর অধীনে, কিন্তু তাঁহারা বিশ্বের অধীন নহেন। এই বিশ্বের নিয়ন্তা বলিয়া তাঁহারা বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরী নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই মহেশ্বর উমারূপী এবং উমাও মহেশ্বর-রূপিণী; চন্দ্র ও কৌমুদীর ন্যায় এই উভয়ের কোনও ভেদ নাই, জানিবেন। যেমন সেই নিশাকর কৌমুদী ভিন্ন শোভাবিহীন হইয়া থাকেন, সেইরূপ শিবও শক্তি ব্যতিরেকে প্রকাশিত হইতে অসমর্থ হন। ১—১০। যেমন এই দৃশ্যমান সূর্য্য প্রভাহীন হইয়া অবস্থান করেন না এবং সেই প্রভাও সূর্য্য ব্যতিরেকে অন্য কাহাতেও থাকে না, সেই প্রকার শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া অবস্থান করেন; সুতরাং শিববিহীন হইয়া শক্তি থাকিতে পারেন না, শিবও শক্তিবিহীন হইয়া অবস্থান করেন না। স্বয়ং মহেশ্বরও যে শক্তি বিনা দেহীদিগের ভোগ ও মুক্তিদানে অসমর্থ, শিবাশ্রয়া সেই অদ্বিতীয়া চিন্ময়ী পরমা শক্তি আদ্যাশক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধা। সেই শক্তি বিশ্বেশ্বরের অনুরূপ গুণনিচয় দ্বারা বিভূষিত, এজন্য পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পরমাত্মা শিবের সমানধর্ম্মিণী বলিয়া থাকেন। অদ্বিতীয়া চিৎস্বরূপা প্রসবধর্ম্মিণী সেই পরমাত্মা শক্তি শিবের ইচ্ছাক্রমে এই বিশ্বকে বহুপ্রকারে বিভাগ করত বিধান করিয়া থাকেন। তিনিই মূল-প্রকৃতি, তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিবিধা মায়া

এবং তিনিই এই বিপর্য্যস্ত জগৎকে বিস্তার করিয়াছেন। সেই শক্তি আবার ব্যবহারে এক, দুই, শত, সহস্র এইরূপ বহুপ্রকার ভেদ পাইয়া থাকেন। প্রথম সৃষ্টিসময়ে শিবতত্ত্বে মিলিতা সেই পরমা শক্তি, প্রমথপতির ইচ্ছায় সেই শক্তিমান্ শিব হইতে, তিল হইতে তৈলের ন্যায়, পৃথক্ হইয়া প্রকাশিত হন। অনন্তর সেই শক্তিমান্ শঙ্কর হইতে উৎপন্না ক্রিয়াশক্তি সেই আদ্যাশক্তিকে ক্ষোভিত করিলে প্রথমে নাদ উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই নাদ হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে দেব সদাশিব এবং সেই সদাশিব হইতে মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়াছেন। যিনি (অ আ প্রভৃতি) বর্ণস্বরূপা বলিয়া মাতৃকা নামে প্রসিদ্ধা, সেই সদাশিব-সম্ভব মহেশ্বর হইতে পরম পবিত্রা বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনিই বাক্যের ঈশ্বরী ও শূলীর বাগীশা শক্তি বলিয়া বিদিত আছেন। ১১—২১। তিনিই বর্ণ-স্বরূপিণী হইয়া মাতৃকারূপে এই জগতে বিস্তীর্ণা হইয়াছেন। তারপর অনন্তের সমাবেশ জন্য মায়া কাল, নিয়তি, কলা ও বিদ্যাকে উৎপাদন করেন। কলা হইতে আবার রাগ ও পুরুষের উৎপত্তি হয়। সেই মায়া হইতে পুনর্ব্বার ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত উৎপন্ন হইলেন এবং সেই অব্যক্ত হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ পৃথক্ ভাবে বিভক্ত হইল। সেই সত্ত্বাদি গুণত্রয় এই অখিল জগৎকে ব্যাপিয়া আছে। সেই ত্রয়গুণ ক্ষোভিত হইলে পর তাহা হইতে গুণেশ নামক তিন মূর্ত্তি এবং মহদাদি তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হয়। শিবাজ্ঞাবলে সেই তত্ত্ব সকল হইতেই চক্রবর্ত্তী অনন্তাদি বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অসংখ্য অণ্ডপিণ্ড উৎপত্তি লাভ করে। ভিন্ন ভিন্ন শরীরভেদে সেই শক্তির ভেদ হইয়াছে এবং স্থূল সূক্ষ্ম বিভেদে সেই শক্তির রূপও নানা প্রকার। যথা;—রুদ্রের শক্তি রৌদ্রী, বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী, ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী এবং ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী বলিয়া কথিত হন। এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যাহা এই বিশ্ব বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই বিশ্বকেও, অন্তরাত্মা যেরূপ দেহকে ব্যাপিয়া আছেন, সেইরূপ সেই শক্তি ব্যাপিয়া আছেন। সেই হেতুই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ শক্তিময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই শক্তিতে পরমাত্মার অংশ আছে বলিয়া তাঁহারা "পরমাশক্তি" নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে ঈশ্বরের ইচ্ছাবশবর্ত্তিনী সেই পরমাশক্তি চরাচর অখিল বিশ্বকে সৃজন করিতেছেন, ইহাই শাস্ত্রনিশ্চয় জানিবেন। ২২—৩১। পরমাত্মা পরমেশ্বর জ্ঞান-শক্তি, ক্রিয়া-শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি, এই তিন প্রকার স্বকীয় শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া শক্তিমান্ নাম ধারণ করত এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। মহেশ্বরের নিত্যা ইচ্ছাশক্তি "ইহা এই প্রকার হইবে ও ইহা এই প্রকার হইবে না" এইরূপে কার্য্যের নিয়ম করিতেছেন। জ্ঞানশক্তি বুদ্ধিরূপা হইয়া সেই ইচ্ছাশক্তির কার্য্য, কারণ, করণ ও প্রয়োজন সাধন করিতেছেন। আর সঙ্কল্পরূপিণী ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছা ও অধ্যবসায় অনুসারে ক্ষণকাল মধ্যে অখিল জগৎকে এবং কার্য্যকে কল্পনা করিতেছেন। এইরূপে সেই প্রসবধর্ম্মিণী শক্তি পরমাশক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া ঐ শক্তিত্রয়ের উৎপাদনানুসারে এই জগৎ প্রসব করিতেছেন। এই প্রকারে শক্তির সহিত শঙ্করের যোগ থাকাতে দেবদেব শঙ্কর শক্তিমান্ নামে কীর্ত্তিত হন। সেই শক্তি এবং শক্তিমান্ শিব হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই জগৎ শাক্ত এবং শৈব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেমন পুত্র পিতা-মাতা ভিন্ন জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ ভব-ভবানী ব্যতিরেকে এই চরাচর বিশ্বও উৎপন্ন হইতে সমর্থ হয় না, জানিবেন। সুতরাং এই বিশ্ব সেই স্ত্রী-পুরুষ-সম্ভূত বলিয়া স্ত্রীপুংসাত্মক, স্ত্রী পুরুষের বিভূতি স্বরূপ এবং স্ত্রীপুরুষময় হইয়াছে। শিব যখন পরমাত্মা নামে অভিহিত হন, সেই শিবা তখন শক্তি নামে কীর্ত্তিত হন। সেই শিব সদাশিব নামে উক্ত হইলে, শিবা মনোন্মনী নামে উক্ত হইয়া থাকেন। শিব মহেশ্বর নামে কীর্ত্তিত হইলে, শিবা মায়া নামে উক্ত হইয়া থাকেন। সেই পরমেশ্বর পুরুষ নামে উক্ত হইলে, পরমেশ্বরী প্রকৃতি নামে আখ্যাত হন। সেই মহেশ্বরই রুদ্র ও সাক্ষাৎ মহেশ্বরীই রুদ্রবল্লভা রুদ্রাণী। সেই দেব বিশ্বেশ্বরই বিষ্ণু ও সেই বিশ্বেশ্বর-প্রিয়া উমাই লক্ষ্মী এবং সেই ব্রহ্মশিরোহর্ত্তা শিবই ব্রহ্মা ও সেই দেবীই ব্রহ্মপত্নী ব্রহ্মাণী বলিয়া জ্ঞাত আছেন। ৩২—৪২। সেই মহাদেবই ভাস্কর ও সেই ভগবতী শিবাই সূর্য্যপত্নী প্রভা। মন্মথারি ত্র্যম্বক ভগবান্ রুদ্র এবং হরার্দ্ধদেহিনী নগনন্দিনী ভবানী, তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্র ও ইন্দ্রপত্নী শচী; অগ্নি ও অগ্নিপত্নী স্বাহা; যম ও যমপত্নী; নির্ঋতি ও নির্ঋতিপত্নী এবং বরুণ ও বরুণানী হইয়াছেন। আবার সেই বালেন্দুশেখর মহেশ্বর ও সেই মহেশ্বরীই বায়ু ও বায়ুপত্নী যক্ষ ও তৎপত্নী ঋদ্ধি, চন্দ্র ও চন্দ্রপত্নী রোহিণী, ঈশান ও ঈশানবল্লভা, অনন্ত ও অনন্ত-প্রিয়া অনন্তা এবং কালাগ্নিরুদ্র ও তৎপত্নী কালীরূপে এই জগতে অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং সেই শম্ভুই পুরুষাখ্য মনু ও সেই শিবপ্রিয়া শক্তিই তৎপত্নী শতরূপা; সেই মহাদেবই সাক্ষাৎ দক্ষ এবং সেই পরমেশ্বরীই দক্ষপত্নী প্রসূতি; সেই ভবই রুচি এবং সেই ভবানীই ঐ রুচিপত্নী আকূতি; সেই ভগনেত্রহর শম্ভুই ভৃগু এবং সেই ত্র্যম্বকপ্রিয়া উমাই ঐ ভৃগুপত্নী খ্যাতি; সেই ভগবান্ রুদ্রই মরীচি এবং সেই রুদ্রাণীই মরীচিপত্নী সম্ভূতি; সেই গঙ্গাধরই অঙ্গিরা এবং সেই উমাই অঙ্গিরঃপ্রিয়া স্মৃতি; সেই চন্দ্রশেখরই পুলস্ত্য এবং

সেই পিনাকিবল্লভা দেবীই পুলস্ত্যপত্নী প্রীতি; সেই ত্রিপুরারিই পুলহ এবং সেই পুরারিপত্নী দেবী অম্বিকাই পুলহপত্নী-রূপিণী; সেই ক্রতুধ্বংসীই ক্রতু এবং শিব-দয়িতা দেবীই ক্রতুপত্নী সন্নতি; সেই ত্রিনেত্রই অত্রি এবং সেই উমাই অত্রিপত্নী অনসূয়া আর সেই কালারিই কশ্যপ এবং সেই মহেশ্বরীই সেই কশ্যপপত্নী দেবমাতা অদিতিরূপিণী। অধিক কি, এইরূপে পুরুষমাত্রেই সেই দেবদেব শঙ্কর এবং স্ত্রীমাত্রেই দেবী শঙ্করী বলিয়া জানিবেন। সুতরাং সকল স্ত্রী-পুরুষ সেই ভব-ভবানীর বিভূতি। ৪৬—৫৫। ভগবান্ শিবই ভোক্তা এবং দেবী উমাই ভোগসাধন বস্তু, ও সেই শঙ্করই শ্রোতা, আর যে সকল শ্রোতব্য, দেবীকেই সেই সকল বলিয়া জানিবেন। সেই শশিশেখরই স্রষ্টা, ও তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গহরা উমাই স্রষ্টব্য। এই প্রকারে তাঁহারা উভয়ে যথাক্রমে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য বস্তু, আস্বাদন-কারক ও আস্বাদ্য রসাদি, প্রীত ও প্রীতিজনক বস্তু, মন্তা ও মন্তব্য পদার্থ, বাহক ও বহনীয় বস্তুর রূপ ধারণ করিয়া এই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। সেই ভগবান্ পিনাকীই সকল প্রাণীর প্রাণ এবং সেই দেবী অম্বিকাই অম্বুরূপিণী বলিয়া নিখিল প্রাণীর প্রাণস্থিতি নিদান হইয়া জগতে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। সেই ত্রিপুরারি-বল্লভা ভবানীই ক্ষেত্ররূপিণী হইয়া থাকেন। তখন ভগবান পিনাকী ক্ষেত্রজ্ঞরূপী হইয়া সেই নামে কীর্ত্তিত। সেই শূলায়ুধ ভগবান্ মহেশ্বরই অহঃ এবং তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী দেবী উমাই নিশারূপিণী জানিবেন। এই প্রকার সেই শঙ্কর-শঙ্করীই যথাক্রমে আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও বেলা, বৃক্ষ ও লতা। অধিক কি, এই ত্রিভুবনস্থ অখিল পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ মাত্রেই সেই শিব-ভবানী ভিন্ন আর কিছুই নয়, জানিবেন। দেবী সর্ব্বাণীই শ্রূয়মাণ শব্দনিবহ এবং ইন্দুভূষণই অখিল অর্থরূপী হইয়া পার্ব্বতীরূপ সেই সকল শব্দে মিলিত হইয়া আছেন। যে যে পদার্থের যাহা যাহা শক্তি আছে, বিশ্বেশ্বরীকেই সেই সকল শক্তি এবং দেব বিশ্বেশ্বরকে সেই সেই শক্তিমান্ পদার্থ বলিয়া জানিবেন। যাহাকে পর, যাহাকে পবিত্র, যাহাকে পুণ্য এবং যাহাকে মঙ্গল বলা যায়, আগম-বিশারদেরা সেই সকলকে সেই গিরিশ-গিরিজার তেজঃপ্রকটিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যেমন উদ্দীপ্ত দীপের শিখা গৃহকে দীপিত করে, সে প্রকার সেই উমা-মহেশ্বরের তেজ এই জগৎকে ব্যাপিয়া উদ্দীপিত করিতেছে। তৃণ হইতে শিবমূর্ত্তি পর্য্যন্ত বিশ্ব ক্রমের অন্তর্গত; শিবশক্তির সন্নিধান বশতই এই ক্রমের উৎপত্তি ইহা শ্রুতিসম্মত। সেই হর-পার্ব্বতী সর্ব্বমূর্ত্তিময় ও নিখিল মঙ্গলের বিধাতা, অতএব এ জগতে তাঁহারা উভয়ে কেননা পূজনীয়, বন্দনীয় ও চিন্তনীয় হইবেন? হে কৃষ্ণ! আমি সেই পরমেশ্বর-পরমেশ্বরীর যথার্থ স্বরূপ স্বকীয় বুদ্ধি অনুসারে যাহা কিছু আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম এমন আমার—অধিক কি, কাহারই ক্ষমতা নাই যে, তাহাকে নিঃশেষে বর্ণনা করিবে। অথবা যখন সেই দেব-দেবীর যথার্থ স্বরূপ সাধারণ ব্রহ্মাদি মহতেরও মনের অগোচর, তখন কেমন করিয়া মাদৃশ জন সেই ভগবান্ ভগবতীর যথার্থ স্বরূপ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে? ৫৬—৭৪। সেই তত্ত্ব ঈশ্বরে অর্পিত-চিত্ত অনন্যভক্ত ব্যক্তিগণের অন্তস্থল-স্থিত এবং অপরের বুদ্ধি-গোচর নহে, সামান্যরূপে বুদ্ধিগোচর হইলেও প্রকৃতরূপে বুদ্ধি-গোচর নহে। তত্ত্বজ্ঞেরা প্রকৃতিসম্ভবা বিভূতিকে অপরা এবং অপ্রাকৃতী বিভূতিকে পরা বলিয়া থাকেন। যাহা হইতে ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত বাক্ নিবৃত্ত হয় (অর্থাৎ যে বিভূতি ইন্দ্রিয় ও বাঙ্মনের অগোচর), সেই পারমেশ্বরী বিভূতি, পরা ও অপ্রাকৃতী বলিয়া কথিত হয়। এই জগতে সেই বিভূতিই পরম অভিলষিত ধর্ম ও পরম উপায় এবং তাহাই পরমেশ্বরের পরাকাষ্ঠা বলিয়া কথিত হয়। যেমন লোকে ছিদ্রশূন্য করিয়া নির্ম্মিত গর্ভ-কারাগার-দ্বারে রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকে, সে প্রকার মুনিগণ জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিশ্বাস রোধ পূর্ব্বক তাঁহাকে পাইবার জন্য যত্নবান হন। সংসাররূপ-সর্পদষ্ট হইয়া মৃত জীবের সঞ্জীবন ঔষধ-স্বরূপ সেই দেবদেবীর বিভূতির তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বদর্শীরা কাহা হইতেও ভীত হন না। যে জন সেই পরা ও অপরা বিভূতিকে যথার্থরূপে জানে, সে অপর ভূতি অতিক্রম করিয়া পরম ভূতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! সেই পরমাত্মা ও ভবানীর এই সগুণ স্বরূপ বর্ণনা করিলাম। আপনি শিব-ভবানীর ভক্ত বলিয়া এক্ষণে তাঁহাদিগের বেদান্ত-প্রতিপাদিত নির্গুণ স্বরূপ বিষয় শ্রবণ করিতে যোগ্য হইতেছেন। ইহাই বেদের অনুশাসন যে, ঈদৃশ অর্থকে কখনও অশিষ্য, শঠ কিংবা অভক্তের নিকট কীর্ত্তন করিবে না। হে কৃষ্ণ! সে কারণে আপনিও কল্যাণপর তাদৃশ অনুরূপ লোকের নিকট বর্ণনা করিবেন। তদ্ভিন্ন লোকের নিকট করিবেন না। ৭৫—৮৪। যে জন এই ভগবান্-ভগবতীর বিভূতি অনুরূপ পাত্রের নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকে, সে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শিবসাযুজ্য লাভ করে। ইহার কীর্ত্তন করিলেই শত শত মহাপাতক দূর হয়। আর যদি কেহ তিন চারি বার কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে ততোধিক মহাপাতক বিনষ্ট হয়, অপকার-কারক শত্রুর ক্ষয় হইয়া থাকে, মতির সত্যে প্রবৃত্তি জন্মে এবং বিদ্যা ও সুহৃদ্ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তাঁহার কীর্ত্তনে লোকে সানুচর সপরিচ্ছদ শিবে পরম ভক্তি জন্মে এবং

যাহা অদৃষ্টে নাই, তাহাকেও সে পাইয়া থাকে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব শিবভক্তেরা পবিত্র এবং বিশ্বাসী হইয়া যদি পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে, যদি কোনও ফল পূর্ব্বসঞ্চিত প্রবল কর্ম্মে প্রতিবন্ধকাপন্ন হয়, তাহাও তাহার দুর্লভ হয় না। ৮৫—৮৯।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—এই চরাচর-বিশ্ব যে দেবদেবেরই বিগ্রহ; পশু সকল তাহা সেই মহেশ্বরের বিদ্যাবলে অবগত হইতে পারে না। হে বাসুদেব! মহর্ষিরা ভ্রমশূন্য পরমতত্ত্ব না জানিয়া অদ্বিতীয় তাঁহাকে বহুরূপে বর্ণনা করেন। কেহ কেহ সেই অনাদি-নিধন পরমাত্মা মহাদেবকে পর-ব্রহ্মরূপী ও অপর-ব্রহ্মরূপী কহিয়া থাকেন। ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রধান প্রভৃতি বিষয়াত্মক ব্রহ্ম অপর এবং চিন্ময় ব্রহ্ম বৃহত্ত্ব ও ব্যাপকত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া পর নামে নির্দ্দিষ্ট হন। আর সেই দুইটীকে ব্রহ্মপতি শিবের রূপ বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা উমাপতিকে বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপী বলেন। চেতনাই সেই বিদ্যা, অচেতনাই সেই অবিদ্যা, ইহা উপদেশ দেন। এই বিদ্যা এবং অবিদ্যাত্মক বিশ্ব যে, সেই বিশ্বগুরু পরমেশ্বরের রূপ, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই, যেহেতু এই বিশ্ব তাঁহার অধীনে আছে। ভ্রান্তি, বিদ্যা এবং পর এই ত্রিবিধ রূপ শিবের, অপরে এই কথা বলেন। যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই ভাবে জানাই ভ্রান্তি, যথার্থ বুদ্ধিকে বিদ্যা এবং বিকল্পরহিত ব্রহ্মতত্ত্ব পর বলিয়া অভিহিত হয়। দেবদেব শিবের এই ত্রিবিধ রূপ শিবের আজ্ঞায় অধিষ্ঠিত বলিয়া, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সদসৎ-রূপ কহিয়া থাকেন, সদসৎপতিও কহেন। ১—১০। সত্য ও সাধুতে সৎশব্দ এবং অসত্য ও অসাধুতে অসৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। পরমেশ্বর কৃত্তিবাসের শরীর এই বিশ্ব সৎ ও অসৎ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। যাহা সৎ এবং অসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, শঙ্কর তাহার পতি বলিয়া সদসৎপতি হন এবং কেহ কেহ সেই পরমাত্মা ত্রিলোচনকে ক্ষরাক্ষরাত্মক ও ক্ষরাক্ষর-পর বলেন। নিখিল ভূতই সেই ক্ষর (অর্থাৎ নশ্বর) ও কূটস্থ চিদাত্মাই অক্ষর (অর্থাৎ অবিনশ্বর) বলিয়া কথিত। এই উভয়ই সেই দেবের অধীন, অতএব তাঁহার স্বরূপ এবং দেবদেব ঐ ক্ষরাক্ষরের পর (নিয়ামক) বলিয়া ক্ষরাক্ষর-পর নামে কীর্ত্তিত হন। কোন কোন মুনিগণ, পরমকারণ শিবকে সমষ্টিব্যষ্টি স্বরূপ এবং সমষ্টি-ব্যষ্টির কারণ বলিয়া থাকেন। বহুদর্শীরা অব্যক্ত পদার্থকে সমষ্টি ও ব্যক্ত পদার্থকে ব্যষ্টি বলেন। সেই সমষ্টি ব্যষ্টি শিবেচ্ছার অনুগামী বলিয়া তাঁহার রূপ বলিয়া কথিত হয়। কারণ ও শব্দার্থবেত্তা পণ্ডিতেরা, সেই সমষ্টি ব্যষ্টির কারণ-ভাবে থাকাতে পরমকারণ ভগবান্ ভূতিপতিকে তাহাদের কারণ বলেন ও কেহ কেহ তাঁহাকে জাতি-ব্যক্তি-স্বরূপী নামে কীর্ত্তন করেন। শাস্ত্রবেত্তারা, যাহা পিণ্ডের (অর্থাৎ পঞ্চভূত-বিকৃতের) অনুগামী, তাহাকে, জাতি ও পৃথক্ পৃথক্ সেই পিণ্ডমাত্র-স্বরূপকে ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। জাতি ও ব্যক্তি, সেই ভগবান্ ভবানীপতির আজ্ঞা-পালিত বলিয়া পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে তাঁহার শরীর কহিয়া থাকেন। ১১—২০। আবার সেই উমাপতি প্রধান, পুরুষ, মহদাদি ব্যক্ত, কালস্বরূপী বলিয়া কীর্ত্তিত হন। প্রকৃতিই সেই প্রধান, ক্ষেত্রজ্ঞই সেই পুরুষ, ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই সেই ব্যক্ত এবং কার্য্যপ্রপঞ্চের পরিণামের পরম-নিদানই কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনাদি-নিধন স্বরাট্ বিধাতা শিব সেই প্রধানাদির নিয়ন্তা, অধিপতি ও উৎপত্তি ধ্বংসের কারণ এবং তিনিই তাহাদিগের প্রবর্ত্তক বলিয়া বিদিত আছেন। সেই হেতুই প্রধানাদিস্বরূপী ভগবান্ মহেশ্বর প্রধান প্রভৃতির কারণ, নেতা ও অধিপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ বা শিবকে বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভ-স্বরূপ বলিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা বিশ্বকেই ঐ বিরাটের স্বরূপ বলেন, হিরণ্যগর্ভ নিখিল-লোকের কারণ। কোন কোন বহুদর্শীরা ঐ শূলপাণিকে অন্তর্যামী ও পর, কেহ কেহ বা প্রাজ্ঞ, তৈজস এবং বিশ্ব-নামে অভিহিত করেন। অপরে বলেন যে, সেই শঙ্করই মাতা, তিনি মান-সাধন, তিনিই মান, আবার তিনিই মেয় এবং তিনিই কর্ত্তা, তিনিই কারণ, তিনিই ক্রিয়া, আবার তিনিই কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। কেহ কেহ বা জাগরণাবস্থা এবং স্বপ্ন ও সুষুপ্ত্যবস্থাকে তাঁহার স্বরূপ বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন। অপরে তাঁহাকে তুরীয় অর্থাৎ প্রাজ্ঞাদিত্রয় এবং জাগ্রদাদিত্রয়াতিরিক্ত এবং কেহ কেহ আবার তুরীয়াতীত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে নির্গুণ (অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণ-বিহীন) আর কেহ কেহ বা সগুণ বলিয়া জানেন। এইরূপে তাঁহাকে কেহ বা সংসারী, কেহ বা অসংসারী, কেহবা স্বতন্ত্র (অর্থাৎ স্বাধীন), কেহবা অস্বতন্ত্র (অর্থাৎ মায়া-বশীভূত), কেব বা ক্রূর, কেহ বা ক্রূরতাশূন্য, কেহ বা স্পৃহাবান্, কেহ বা নিঃস্পৃহ, কেহ বা ক্রিয়াবান্, কেহ বা নিষ্ক্রিয়, কেহ বা ইন্দ্রিয়যুক্ত, কেহ বা ইন্দ্রিয়-বিহীন, কেহ বা চঞ্চল, কেহ বা নিশ্চল, কেহ বা রূপবান্, কেহ বা রূপহীন এবং কেহ বা তাঁহাকে নয়নগোচর ও কেহ বা অদৃশ্য বলিয়া জানেন। ২১—৩০। আর কেহ কেহ সেই বিভূতি-ভূষণকে বচনগোচর ও কেহ বা বচনাতীত এবং কেহ বা

শব্দস্বরূপী আর কেহ বা তাঁহাকে শব্দাতীত বলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে চিন্তাময় এবং অপরে চিন্তাশূন্য বলিয়া থাকেন, কেহ কেহ তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ এবং কেহ কেহ বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে জ্ঞানগোচর ও কেহ বা আবার জ্ঞান মার্গাতীত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর কেহ কেহ বলেন যে, তিনি অদ্বিতীয়, কেহ বা উপদেশ দেন যে, তিনিই অনেক। পরমেষ্ঠীর স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ নানা মত। নানাবিধ-রূপদর্শন নিবন্ধন মুনিগণও যথার্থ-স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বভাবে আশ্রয় করেন, তাহারাই সেই পরম-কারণ পরমেশ্বরের যথার্থ-স্বরূপ নির্ণয় করিয়া অনন্ত আনন্দের নিলয় হন। যাঁহার কোনও নিয়ন্তা নাই অথচ তিনিই সকলের ঈশ্বর, সেই পুরাণ কবি ভগবান শূলীকে যাহারা যে পর্য্যন্ত না দেখিয়া থাকে সে পর্য্যন্ত তাহারা পাশে বদ্ধ হইয়া এ সংসারে চক্রনেমির ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে অসীম দুঃখভোগ করিতে থাকে এবং যখন সেই হিরণ্যবর্ণ, বেদস্রষ্টা, সর্ব্ব-সাক্ষী, বিধাতা সাক্ষাৎ পরমপুরুষকে দেখিতে পায়, সেই সময় অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান ভাজন ও নিষ্পাপ হইয়া অতুল আনন্দ-ভোগ করত পরম শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। ৩৪—৪০।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! ভূতপতি মহেশ্বরের জ্ঞানকৃত, কর্ম্মকৃত, মায়াকৃত, বুদ্ধিকৃত, অহঙ্কারাত্মক কিংবা প্রাকৃত বন্ধ এ সকল কিছুই নাই। অথবা যাহাকে যাহাকে সঙ্কল্পাত্মক-মনঃসম্বন্ধীয়, চৈতন্যলক্ষণ-চিত্তসম্বন্ধীয়, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়াত্মক, শব্দাদিতন্মাত্র-সম্বন্ধীয় এবং যাহাকে আকাশাদি-ভৌতিক বন্ধ বলা যায়, সে সকলও তাঁহার নাই জানিবেন। সেই অমিততেজাঃ ভগবান্ পিনাকীর কাল নাই, কলা নাই, অবিদ্যা নাই, নিয়তি নাই, রাগ (অর্থাৎ আসক্তি) নাই, বিদ্বেষ নাই এবং অভিনিবেশ (অর্থাৎ আগ্রহ), কুশল কি অকুশল, কর্ম্ম, জাত্যাদি, সুখদুঃখ কিছুই নাই জানিবেন। জাত্যাদি সংস্কার, কর্ম্মসংস্কার, ভোগসংস্কার বা ভোগ—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালে এসব কাহারও সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার কারণ বা কর্ত্তা কিছুই নাই ও তিনি আদি, মধ্য ও অন্তবিহীন এবং কর্ম্ম, করণ, কার্য্য অথবা অকার্য্য ইহার কিছুতেই তিনি গণনীয় হন না। সেই ভগবান্ শ্রীকণ্ঠের ভাই নাই, বন্ধু নাই, শত্রু নাই, প্রভু নাই, প্রযোজক নাই, পতি নাই, কিংবা তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান এমন কিছুই নাই। তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, অভিলষিত, অনভিলষিত, বিধি, নিষেধ, বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই জানিবেন। আর যাহা যাহা অমঙ্গল বলিয়া বিদিত, সে সকলও সেই ভগবান্ শূলীর নহে, আর যাহা যাহা মঙ্গল বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই সকল তাঁহার অবিষয় নহে। সেইজন্যই সেই পরমাত্মার অপর একটী নাম শিব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই শিব, সর্ব্বজগতে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বশক্তির প্রভাবে অস্খলিতভাবে বিরাজমান, এইজন্য তাঁহার নাম স্থাণু। ১—১০। সেই পরম-পুরুষ শিব এই চরাচর জগতে অধিষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া তাঁহার সর্ব্বরূপী 'শর্ব্ব' এই নাম জগতে কীর্ত্তিত হয়। ইহা জানিতে পারিলে প্রাণীরা আর মুগ্ধ হয় না। যিনি সেই শর্ব্ব নামে বিদিত আছেন, যাঁহাতে শাশ্বত, পর, মহৎ ও পুরুষ শব্দ প্রযুক্ত হয়, যিনি রুদ্র, হিরণ্যবাহু, ভগবান্, হিরণ্যপতি, ঈশ্বর, অম্বিকাপতি, ঈশান, পিনাকী ও বৃষবাহন প্রভৃতি নাম ধারণ করেন, সেই পরম-পুরুষকে নিয়ত নমস্কার করি। এক রুদ্রই পরম ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ। তিনি হৃদয়মধ্যে কেশাগ্রতুল্য সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, হৃদয়াকাশে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয়। তিনি হিরণ্যকেশ, তিনি পদ্মলোচন, তিনি অরুণবর্ণ এবং তিনিই তাম্রবর্ণ। এই যে দেব বিশ্বব্যাপী, তিনিই নীলগ্রীব, তিনিই হিরণ্ময়। তিনিই সৌম্য, ঘোর, অক্ষর, অমৃত এবং অব্যয়। সেই ভগবানই পরম-পুরুষ বিশেষ এবং অন্তকের অন্তক। তিনি চেতন এবং অচেতনের অতীত আর প্রপঞ্চাতীতেরও অতীত। মনীষিগণ বলেন, জগতের জ্ঞানৈশ্বর্য্য সসীম এবং শিবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অসীম। কাল-পরিচ্ছেদ্য প্রতিসৃষ্টি-প্রসূত ব্রহ্মাদিগকে সেই শিবই শাস্ত্রসমূহ উপদেশ দেন। সেই সর্ব্বেশ্বরই কাল-পরিচ্ছেদ্য নিখিল গুরুরও গুরু; কেননা, কাল পরিচ্ছেদ তাঁহার নাই। ১১—১৯। তাঁহার সিদ্ধি স্বাভাবিকী, শক্তি সর্ব্বাতিশায়িনী; তাঁহার জ্ঞান নিত্য এবং অতুলনীয় দেহও অত্যন্ত নির্ম্মল। তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঐশ্বর্য্য এবং সুখ, বল, তেজ, প্রভাব, বীর্য্য, ক্ষমা ও কারুণ্য অত্যন্ত। তিনি পূর্ণ, সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার নিজের কোন ফল নাই। পরানুগ্রহই তাহার সর্ব্ব কর্ম্মের উদ্দেশ্য। প্রণবই, সেই পরমাত্মা শিবের বাচক; শিব রুদ্র ইত্যাদি শব্দের মধ্যে প্রণবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রণব-বাচ্য শিবের ভাবনা ও প্রণবজপ হইতে পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। এইজন্যই বাচ্য এবং বাচকের অভেদ-স্বীকর্ত্তা আগম-পারগ মনস্বিগণ, দেবদেবকে 'একাক্ষর' স্বরূপ বলিয়া থাকেন। বেদমস্তকস্থিত এই প্রণবের চারিটী অসঙ্কীর্ণ অবয়ব; যথা,—অকার, উকার, মকার এবং নাদ। ইহাঁর অকার ঋগ্বেদ, উকার যজুর্ব্বেদ, মকার সামবেদ এবং নাদ অথর্ব্ববেদ।

অকার মহাবীজ, রজোগুণ এবং স্রষ্টা চতুর্ম্মুখ; উকার প্রকৃতি, সত্ত্বগুণ এবং পালয়িতা বিষ্ণু; মকার পুরুষ, বীজ, তমোগুণ এবং সংহারকারী রুদ্র। আর 'নাদ' নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরম-পুরুষ ঈশ্বর শিব। এই প্রণব, এইরূপে ত্রিমাত্রা দ্বারা নিখিল জগতের বাচক হইয়া অর্দ্ধমাত্রা (নাদ) দ্বারা শিবস্বরূপী পরমাত্মার বোধক হইয়া থাকেন। যাঁহার পর এবং অপর কিছু নাই, যদপেক্ষা অণুতর এবং জ্যেষ্ঠ কিছু নাই, যিনি সমগ্র আকাশে বৃক্ষবৎ নিশ্চলভাবে অধিষ্ঠিত, সেই পুরুষই নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ২০—৩১।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে বনমালিন্! সেই পরম-পুরুষের বিশ্ববিলক্ষণা স্বাভাবিকী বিদ্যারূপিণী শক্তি একা হইলেও ভানুর প্রভার ন্যায় অনেকরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আবার সেই বিদ্যাশক্তির, বহ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-সদৃশ ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও মায়াদি অনন্ত শক্তি অন্বিত এবং সেই শক্তি হইতেই সদাশিব ঈশ্বর প্রভৃতি ও নানা বিদ্যেশ্বরাদি পুরুষ, পরাৎপর প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন। মহদাদি বিশেষ পর্য্যন্ত ও ব্রহ্মাদি নিখিল মূর্ত্তি, আর এতদ্ব্যতীত যাহা যাহা আছে, সে সকল সেই বিদ্যাশক্তিরই যে কার্য্য, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সেই শক্তিরই সর্ব্বত্র গতি; স্বয়ং তিনি চিন্ময়ী, আনন্দ-রূপিণী ও সূক্ষ্মা বলিয়া বিদিতা আছেন। তাঁহা দ্বারাই শীতাংশুভূষণ শিব শক্তিমান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, জানিবেন। জ্ঞেয় হইতে সেই শিবই হন। আর সেই শক্তিই বিদ্যা, এবং যাহাকে যাহাকে প্রজ্ঞা, শ্রুতি ও স্মৃতি বলা যায়, সেই সকল শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই শক্তিই ধৃতি, তিনিই স্থিতি, তিনিই নিষ্ঠা; তিনিই জ্ঞান, ইচ্ছা, কর্ম্ম, প্রভৃতি শক্তি। পরব্রহ্মস্বরূপ আজ্ঞাচক্র, পর ও অপর বিদ্যাদ্বয়, শুদ্ধবিদ্যা এবং শুদ্ধকলা এতৎসমস্তই শক্তিসম্পাদিত। মায়া, প্রকৃতি, জীব, বিকার, বিকৃতি ও যাহা যাহা সৎ ও অসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সে সকলকে সেই শক্তিই বিস্তার করিয়াছেন। সেই শক্তি দেবীই মায়াবলে চরাচর নিখিল, ব্রহ্মাণ্ডকে অনায়াসে মোহিত করিতেছেন; আবার অবলীলায় সেই মোহ হইতে মোচন করিতেছেন। সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ সেই সপ্তবিংশতি-তত্ত্বস্বরূপা প্রকৃতির সহিত যেহেতু এই বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সে কারণ সেই শিবকে সেবা করিলেই মুক্তি লাভ করিতে কেহ অসমর্থ হয় না। ১—১০। পূর্ব্বে কতকগুলি বেদ্যাধ্যায়ী মহর্ষি মোক্ষাভিলাষী হইয়া সংশয় উপস্থিত হওয়াতে যথার্থ বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন,—আমাদিগের কারণ কে? কোথা হইতেই বা আমরা উৎপন্ন হইয়াছি? কাহা দ্বারাই বা আমরা জীবনধারণ করিতেছি? আমাদিগের স্থিতিই বা কোথায়? কাহা কর্ত্তৃকই বা আমরা অধিষ্ঠিত আছি? কাহা দ্বারাই বা আমরা নিত্য সুখ এবং দুঃখে নিরন্তর অধিষ্ঠান করিতেছি? এবং কেই বা এ বিশ্বের অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা করিয়াছেন? কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চ ভূত, প্রকৃতি, পুরুষ বা এতৎসমষ্টি এ সব বিষয়ের কর্ত্তা নহে। কেননা, কালাদি অচেতন, অচেতনে কর্ত্তৃত্ব থাকে না। পুরুষ (আত্মা) চেতন হইলেও সুখ-দুঃখাভিভূত, অতএব এতৎসম্বন্ধে সামর্থ্যবিহীন; ইহা বিচার করিয়া তাঁহারা পাশ-বিচ্ছেদিকা স্বগুণ-পরা ঐশ্বরী শক্তি, ধ্যান-যোগে দেখিতে পাইলেন। সেই শক্তিপ্রভাবে ছিন্নপাশ হইয়া তাঁহারা সর্ব্বকারণ-কারণ শক্তিমান্ মহাদেবকে দিব্য-নেত্রে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই এক অপ্রমেয় দেব এই শক্তি-সাহায্যে কাল আত্মা প্রভৃতি অশেষ কারণে অধিষ্ঠিত। অনন্তর মুনিগণ দৃঢ় ভক্তিযোগে ও পরম যোগ-(অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ)-বলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া দিব্য-গতি প্রাপ্ত হইলেন। সেই হেতু হে কৃষ্ণ! যে জন সেই শক্তির সহিত শিবকে হৃদয়াগারে দেখিতে থাকে, তাহারাই শাশ্বত-শান্তি-লাভে সমর্থ হয়, তদ্ব্যতিরিক্ত কেহই লাভ করিতে পারে না। ১০—২০। সেই শক্তিমান্ পরমেশ্বর কখনও শক্তির সহিত বিচ্ছিন্ন হন না। সেই হেতু শক্তি ও শক্তিমান্ প্রসন্ন হইলেই শাশ্বত নিরতিশয় জ্ঞানরূপ নির্ব্বৃতি লাভ হইয়া থাকে। মুক্তিলাভে জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দুইটীর ক্রম কথিত হয় নাই, কারণ সেই শক্তি-শক্তিমান্ প্রসন্ন হইলেই মুক্তি করতল হইতে বহির্গত হয় না। দেব, দানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অথবা কি কৃমি পর্য্যন্ত সেই শক্তি-শিবের প্রসাদে মুক্তি পাইয়া থাকে। গর্ভস্থ অথবা জাত হউন, বালক কিংবা যুবা, অথবা বৃদ্ধ হউন; স্বর্গস্থ, নারকী, পতিত, ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত অথবা মূর্খ হউন না কেন, সকলেই সেই শক্তি-শঙ্করের প্রসাদে মুক্ত হয়, ইহাতে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই। সেই শক্তিমান্ শিব, ভক্ত অযোগ্য হইলেও করুণা-প্রকাশে তাহার বিবিধ পাপ নাশ করত যে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, ইহাতে কিছুই সংশয় জন্মে না। ঐ প্রসাদ হইতেই ভক্তি উৎপন্ন হয়, আবার সেই ভক্তিই প্রসন্নতার কারণ; বিদ্বানেরা তাহাতে অধিকারভেদ বিবেচনা করিয়া মুগ্ধ হন না। ঐ মুক্তিবিধায়িনী প্রসাদসম্ভবা ভক্তিকে মনুষ্যেরা সহজে এক জন্মেই লাভ করিতে পারে না;

অনেক জন্মে, অনেক কর্ম্মে, চিত্তশোধন করিয়া বিষয়-বিরাগী শ্রুতি ও স্মৃতির মতানুবর্ত্তী প্রবুদ্ধ মনুষ্যের প্রতিই মহেশ্বর প্রসন্ন হন; তিনি প্রসন্ন হইলে সেই পশুর "আমার ঈশ্বর আছেন" এই প্রকার বুদ্ধি-সম্ভূত অল্পমাত্র ভক্তি উদ্ভূত হয়। ২১—৩০। শৈব ধর্ম্ম তপোবিবশ মনুষ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, অনন্তর তাহার অনুষ্ঠানে সেই শৈব ধর্ম্মের আচরণ অভ্যাস হয় এবং তাহাতেই পরম ভক্তি জন্মে। সেই পরম ভক্তি দ্বারা মনুষ্য পরম প্রসাদ লাভ করিয়া থাকে এবং সেই প্রসাদবলে সকল পাশ হইতে মুক্তি ও সুনির্ব্বৃত্তি ভক্তি হইয়া থাকে। যে মনুষ্যের অল্প ভক্তি সেও জন্মত্রয়ের পর যোনিযন্ত্রপীড়া হইতে মুক্ত হয়; ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পণ্ডিতেরা বাহিক উপচারযুক্ত সেবা ও মানসী সেবাকে ভক্তি বলেন; সেই ভক্তির আবার বাক্ মনঃ কায় রূপ সাধনভেদে তিন প্রকার। শিবরূপাদিচিন্তাই মানসী ভক্তি হয়, জপাদিকে বাচিকী ভক্তি বলেন ও পূজাদি কর্ম্ম, কায়িকী ভক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ত্রিসাধনা ভক্তিই শিব-ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; পরমাত্মা শিব, সেই শিবধর্ম্ম আবার পাঁচ প্রকার, ইহা বলিয়াছেন। তপঃ, কর্ম্ম, জপ, ধ্যান, জ্ঞান এই পাঁচটী সেই পাঁচ প্রকার শিবধর্ম্ম; চান্দ্রায়ণাদিই তপঃ লিঙ্গার্চ্চনাদিই কর্ম্ম, তিন প্রকার শিবাভ্যাসই জপ, শিব-চিন্তাই ধ্যান আর শিবাগমোক্ত জ্ঞানই জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। শ্রেয়সের পরমসাধন ঐ শিবাগমকে ভক্তবৎসল শ্রীকণ্ঠ শিব ভক্তের প্রতি করুণা করিয়া শিবার নিকট কীর্ত্তন করেন। অতএব মতিমান্ মনুষ্যেরা বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করত অনাদি-নিধন ভক্তবৎসল সেই শিবে দিন দিন ভক্তির কলা বৃদ্ধি করিতে অলস হইবে না। ৩১—৪০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভগবন্! যাহা অভক্ত, অপ্রবুদ্ধ ও অযুক্ত লোকের অগোচর, যাহা পঞ্চসর্গাদি-অর্থ-সংযুক্ত, যাহা বর্ণ ও আশ্রম-কৃত ধর্ম্ম দ্বারা দুর্জ্ঞেয় ও কোন কোন স্থলে সরল এবং অপ্রাজ্ঞ লোকেরা যাহাকে গূঢ় বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে, সেই স্বাশ্রিত লোকের বিমুক্তি-নিমিত্ত ভক্তনিলয় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনুষ্টুপ্ শ্লোকে কথিত, ষড়ঙ্গ বেদ এবং সাংখ্য-যোগ হইতে সমগ্ররূপে উদ্ধৃত, শত কোটি পরিমাণে বিস্তীর্ণ বেদসার শিবজ্ঞান শুনিতে সাতিশয় স্পৃহা জন্মিয়াছে; তাহা কীর্ত্তন করিয়া আমাকে নিঃস্পৃহ করুন এবং তাহাতে পূজাই বা কি প্রকার? কাহারা সেই পূজাদির অধিকারী এবং জ্ঞান-যোগাদি কাহাকে বলে? হে সুব্রত! সে সকল বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়া আমাকে নিঃসন্দিগ্ধ করুন। উপমন্যু কহিলেন,—হে ত্রিবিক্রম! আমি সেই আশু-বিশ্বাস-জনক, স্তুতি-নিন্দাদি-রহিত, গুরুপ্রসাদোৎপন্ন, অনায়াসে মুক্তিপ্রদ, বেদোক্ত, দিব্য, শিবভাষিত, শৈব জ্ঞান সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন; কারণ, আমার বিস্তার করিয়া বর্ণিতে শক্তি নাই। পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান্ মহেশ্বর শিব সৃজন-বাসনায় কারণরূপে অবস্থিত কার্য্যের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া অব্যক্ত হইতে আবির্ভূত হইলেন। আবির্ভূত হইয়াই সেই প্রভু ব্রহ্মপতি বিশ্বেশ্বর সকল দেবের প্রধান ব্রহ্মাকে সৃজন করিলেন। ঐ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই দেব পিতাকে দেখিবার নিমিত্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মপিতা বিশ্বনাথও জায়মান পুত্রের প্রতি আজ্ঞাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ১—১০। বিধাতা ব্রহ্মাও পিতা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া বিশ্ব সৃজন করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ ও আশ্রমের ব্যবস্থা বিধান করিলেন। তাহার পর বিশ্বস্রষ্টা সেই ব্রহ্মা সোমকে সৃজন করিলেন এবং সেই সোম হইতে স্বর্গ, ধরা, বহ্নি, সূর্য্য, যজ্ঞ, বিষ্ণু ও শচীপতি ইন্দ্র উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর সেই সকল দেবতা এবং তদন্য ও দেবগণ "নমস্তে রুদ্র" ইত্যাদি রুদ্রাধ্যায় দ্বারা স্তব করিলে প্রভু মহেশ্বর প্রসন্ন-বদনে সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া লীলা-বাসনায় তাঁহাদিগের জ্ঞান অপহরণ করিলেন। এইরূপে দেবগণ জ্ঞানশূন্য হইয়া মোহ বশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে? ভগবান ভূতপতি বলিলেন,—এ জগতে আমিই পুরাতন ও অদ্বিতীয় বলিয়া কথিত হই। হে সুরোত্তমগণ! প্রথমে আমিই এ জগতে ছিলাম এবং এখনও অবস্থান করিতেছি, আর থাকিতে আমিই থাকিব; এ জগতে আমি ভিন্ন আর কেহই নাই এবং আমিই নিজতেজে এই নিখিল জগতের তৃপ্তি-সাধন করিতেছি। এ জগতে এমন কেহই নাই, যে ব্যক্তি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা সমান। যে ব্যক্তি আমাকে অবগত হইতে পারে, সেই মুক্তিমার্গের পথিক হয়। ভগবান্ সুরগণকে এই উপদেশ দিয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর যখন বিষ্ণু প্রভৃতি ত্রিদশ সকল আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না; তখন তাঁহারা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অথর্ব্ববেদের শিরোভাগস্থ মন্ত্রে, ত্বরিতাখ্য রুদ্রমন্ত্রে, সামান্য রুদ্রমন্ত্রে, শিবনাম-কীর্ত্তনে এবং নানাবিধ স্তব ও অন্যান্য সূক্ত দ্বারা সেই ভগবান্ রুদ্রের স্তব করিতে লাগিলেন এবং সকল অঙ্গ ভস্ম-ধূসর করিয়া অথর্ব্ববেদের শিরোভাগস্থ পাশুপতব্রত

করিতে লাগিলেন। এই সকল স্তব-নিয়মে ভগবান্ পশুপতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া সেই দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করিতে দেবী উমা ও স্বকীয় অনুচরবর্গের সহিত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হইলেন। নিষ্পাপ যোগীরা জিতশ্বাস ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যে দেব শূলীকে হৃদয়ে দেখিয়া শাশ্বত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন এবং যে উমাকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তিনী পরমা শক্তি বলিয়া থাকেন; দেবগণ সেই মহেশ্বরকে এবং তাঁহার বামাঙ্গ-শোভিনী বাম-লোচনা মহেশ্বরীকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলেন। আর যাঁহারা সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম শৈবপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ও যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, দেবগণ সেই গণপতিদিগকেও দেখিয়া অপার আনন্দের আশ্রয় হইলেন। অনন্তর অমরবৃন্দ মাহেশ্বর স্তোত্র এবং দিব্য ও পৌরাণিক স্তব দ্বারা দেব ও দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। পরমাত্মা পিনাকীও তাঁহাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করত "আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি" এই স্বভাবমধুর বচনে দেবগণকে অগাধ আনন্দসাগরে মগ্ন করাইলেন। তদনন্তর বিবুধসমূহ প্রীতমনা. বৃষধ্বজকে প্রণামপুরঃসর সাদরে এই প্রার্থনীয়তম অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! এ ভূতলে কি প্রকারে আপনার পূজা করিতে হয়? আর সেই পূজার কাহারাই বা অধিকারী?—এ সকল যথার্থরূপে উপদেশ দিয়া আমাদিগের জ্ঞানালোক উদ্দীপিত করুন।১১—২৮। অনন্তর শূলপাণি ঈষৎ হাসিতে হাসিতে দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেবগণকে স্বকীয় নিখিল আশ্চর্য্য-গুণযুক্ত, সর্ব্বতেজোময়, স্বীয় শক্তিমূর্ত্তি দেব ও গ্রহগণ-পরিবৃত, অষ্টবাহু, চতুরানন, ঘোর, সূর্য্যাত্মক, অদ্ভুত পরম অর্দ্ধনারীশ্বর স্বরূপ দেখাইলেন। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এহেন অদ্ভুতাকার-নিরীক্ষণে ভগবান্‌কে দিবাকর ও দেবীকে নিশাকর ও অশেষ পঞ্চভূত এবং এই অখিল-চরাচরকে শিবময় জানিতে পারিয়া এই কথা বলিতে বলিতে অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন,—হে সিন্দূরবর্ণ-সুমণ্ডল, সুবর্ণ-বস্ত্রাভরণ, কমলনয়ন, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের কারণ; নলিনভূষণ আপনাকে এই সুবর্ণময় পাত্রস্থিত সুরসপূর্ণ, সুবর্ণ, তোয়, সুকুঙ্কুম, কুশ ও পুষ্পযুক্ত প্রশস্ত অর্ঘ্য দান করিতেছি; একবার করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করত প্রসন্ন হউন। হে সাম্ব-শিব! আপনিই রুদ্র, আপনিই বিষ্ণু, আপনিই ব্রহ্মা এবং আপনিই সূর্য্যমূর্ত্তিধারী; স্বীয় গণবেষ্টিত আদি-কারণ আপনাকে নমস্কার করিতেছি; এ শরণার্থিগণের শরণ হউন। যে ব্যক্তি একচিত্তে এইরূপ প্রকারে পূজা করত প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়াহ্নকালে সূর্য্য-মণ্ডলে এইরূপ প্রশস্ত অর্ঘ্য দান করে, অথবা প্রণাম করে, কিংবা স্তুতিশত অপেক্ষা উত্তম এই স্তোত্র পাঠ করে, এ জগতে তাহার আর কিছুই দুর্লভ থাকে না এবং যদি ভক্ত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মুক্তি-ছাদে আরোহণ করে। অতএব হে শরীরিগণ! ধর্ম্ম-কামার্থ-মুক্তির নিমিত্ত সেই আদিত্যরূপী সনাতন শিবকে কায়মনোবাক্যে অর্চ্চনা কর। অনন্তর মণ্ডলস্থ মহেশ্বর দেবগণকে অনুকম্পাপুরঃসর দেখিয়া সকল বেদশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র উপদেশ দান করত অন্তর্হিত হইলেন।২৯—৪০। অমরগণ সেই শাস্ত্রোপদেশে "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতিরাই পূজার অধিকারী" ইহা জানিতে পারিয়া দেবদেবকে প্রণাম করত যথাস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর বহুকাল গত হইলে সেই শাস্ত্রচর্চ্চা যখন তিরোহিত হইল, তখন শিবাঙ্কস্থায়িনী মহেশ্বরী পতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, ভূতনাথ ভগবান্ চন্দ্রশেখর সারাংশ লইয়া সর্ব্ববেদোৎকৃষ্ট শাস্ত্র বর্ণনা করিলেন। তাহার পর সেই পরমপুরুষের নিয়োগানুসারে অগস্ত্য মহর্ষি, দধীচি এবং আমি এ জগতে সেই শাস্ত্রের প্রচার করি এবং স্বয়ং শূলপাণিও প্রতিযুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, স্বীয় ভক্তগণের মুক্তিবাসনায় জ্ঞানসন্ততি প্রদান করেন। হে দ্বিজগণ! ঋভু, সত্য, ভার্গব, অঙ্গিরা, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, ধর্ম্ম, মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, মুনিপুঙ্গব ত্রিবৃত, শততেজা, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার, নারায়ণ, স্বরক্ষ, ধীমান আরুণি, কৃতঞ্জয়, দীর্ঘতমা, ভরদ্বাজ, কবিসত্তম গৌতম, বাচঃশ্রবা মুনি, সূক্ষ্মায়ণি, শুচি, তৃণবিন্দু মুনি, ঋক্ষশক্তি, পরাশর, জাতূকর্ণ্য এবং সাক্ষাৎ নারায়ণ বেদব্যাস, এই অষ্টাবিংশতি ব্যাস। ইঁহারা কল্পে কল্পে যোগেশ্বর। লিঙ্গ-পুরাণে এই বিষয় বর্ণিত আছে। হে সুব্রত! ব্যাসাবতার দ্বাপরশেষে; শিবের যোগাচার্য্য অবতার কলিযুগে। সেই প্রভুদিগের প্রত্যেকেরই চারি চারি মহাতেজা শিষ্য। প্রশিষ্য শত শত, সহস্র সহস্র। লোকে তাঁহাদিগের সহিত সংভাষণ, তাঁহাদিগের সেবা, আজ্ঞাপালন ইত্যাদি করিয়া, ভাগ্যশালিগণ অত্যন্ত ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া, মুক্তি লাভ করেন। ৪১—৫৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভগবন্! সেই পরমাত্মা ভবভূতি যুগে যুগে যে যে যোগাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা এবং যাঁহারা যাঁহারা তাঁহার শিষ্য, তাঁহাদিগকে বর্ণনা করুন। উপমন্যু কহিলেন,—হে বাসুদেব! বৈবস্বত মন্বন্তরে বরাহকল্পে শ্বেত, সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্ক, লৌগাক্ষি, মহামায়, জৈগীষব্য,

দধিবাহ, ঋষভ, উগ্র, অত্রি, সুবালক, গৌতম, বেদশিরাঃ, গোকর্ণ, গুহাবাসী, শিখণ্ডী, জটামালী, অট্টহাস, দারুক, লাঙ্গলী, মহাকাল, দণ্ডী, মুণ্ডীশ, সহিষ্ণু, সোমশর্ম্মা, নকুলীশ্বর, ইহাঁরা আটাইশ জন যুগক্রমে যোগাচার্য্য হইয়াছেন। ইহাঁদের প্রত্যেকের চারি চারিটী শান্তমনাঃ শিষ্য ছিলেন; তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে পরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাশ্ব, শ্বেতলোহিত, দুন্দুভি, শতরূপ, ঋচীক, কেতুমান্, বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ, পাশনাশন, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, দুর্দ্দম, দুরতিক্রম, সনৎকুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন, সুধামা, বিরজ, শঙ্খপাদ, বৈরজ, সারস্বত, মেঘ, মেঘবাহ, সুবাহক, কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, বাস্কল, পরাশর, গর্গ, ভার্গব, অঙ্গিরাঃ, বলবন্ধু, নিরমিত্র, কেতুশৃঙ্গ, তপোধন, লম্বোদর, লম্ব, লম্বাক্ষ, লম্বকেশক, সর্ব্বজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্যবুদ্ধি, সুধামা, কাশ্যপ, বসিষ্ঠ, বিরজা, অত্রি, উগ্র, গুরুশ্রেষ্ঠ শ্রবণ, শ্রবিষ্ঠক, কুণি কুণিবাহু, কুশরীর, কুনেত্রক, কশ্যপ, উশনা, চ্যবন, বৃহস্পতি, উতথ্য, বামদেব, মহাকাল, মহানিল, বাচশ্রবাঃ, সুবীর, শ্যাবাঃ, শ্বয়তীশ্বর, হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, লোকাক্ষি, কুথুমি, সুমন্ত, জৈমিনি, কবন্ধ, কুশকন্ধর, প্লক্ষ, দার্ব্ভায়ণি, কেতুমান্, গৌতম, ভল্লবী, মধুপিঙ্গ, শ্বেতকেতু, উশিজ, বৃহদশ্ব, দেবল, কবি, শালিহোত্র, সুবেষ, যুবনাশ্ব, শরদ্বসু, ছগল, কুণ্ডকর্ণ, কুম্ভ, প্রবাহক, উলূক, বিদ্যুত, শম্বুক, আশ্বলায়ন, অক্ষপাদ, কণাদ, উলূক, বৎস, কুশিক, গর্গ, মিত্রক, রুষ্য, ইহাঁরা ১১২জন সেই যোগাচার্য্য-স্বরূপী মহেশের শিষ্য। ১—২২। তাঁহারাই পাশুপত-সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, বেদবেদাঙ্গ-পরায়ণ ও শিবজ্ঞান-পরায়ণ এবং নিরন্তর তাঁহারা গাত্র ভস্মভূষিত করেন। তাঁহারা শিবাশ্রমেই নিরন্তর নিরত ও সকলে আসক্তিরহিত হইয়া সেই পরমাত্মা শিবে একতানে চিত্ত অর্পণ করিয়া কি-এক আনন্দের আশ্রয় হইয়া থাকেন। ধীরতা, মৃদুতা ও ঋজুতা তাঁহাদের নিকটেই ধরার ন্যায় স্থিরা হইয়া বিরাজমানা, তাঁহাদের রুদ্রাক্ষমালাই আভরণ, সকল ভূতের মঙ্গলই কামনা, ফলমূলই জীবিকা এবং নিরন্তর শিবাভিমানেই তাঁহারা অভিমানী। তাঁহাদিগের মস্তক ত্রিপুণ্ড্রক-রেখায় সতত অঙ্কিত থাকিত। তাঁহারা শীতগ্রীষ্মাদি-সহিষ্ণুতা-ব্রতে ও প্রাণায়ামে পরায়ণ হইয়া নিরন্তর একাগ্রচিত্তে শিবের ধ্যান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহার মস্তক মুণ্ডিত, কাহারও মস্তকে শিখাই জটা, কাহারও বা সর্ব্বজটা এবং কাহার কাহারও বা জটাশূন্য। এইরূপে তাঁহারা সংসাররূপ বিষবৃক্ষাঙ্কুরের বৃদ্ধি নাশ করিয়া কৈলাসপুর-গমনে সজ্জিত হইয়া থাকিতেন। যাহারা ইহাঁদিগকে স্বীয় আচার্য্য জ্ঞান করিয়া শিবার্চ্চনা করিয়া থাকে, তাহারা যে অবলীলাক্রমে শিব-সাযুজ্য লাভ করে, তাহা আর বিচার্য্য নহে। ২৩—২৯।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে সকল যোগীন্দ্র-শ্রেষ্ঠ, ষড়ানন-সদৃশ বুদ্ধিমান, মুনিতিলক, অখিল-জ্ঞান নিলয় ভগবন্ গুরো! বোধ হয়, আপনি স্বয়ং পরমেশ্বরই, মনুষ্যগণের মায়াপাশ ছেদন-বাসনায় মহর্ষিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; নচেৎ এ জগতে কোন্ দেব বা দানব আপনার ন্যায় শিবময় পরম ভাবের পারদর্শী হইয়াছেন? অতএব সাক্ষাৎ পিনাকি-সদৃশ আপনার মুখকমল-বিনির্গত শিব-জ্ঞানামৃত পান করিয়া আমার মন তৃপ্ত হয় নাই। এক্ষণে প্রষ্টব্য এই যে, ভগবান্ জগৎস্রষ্টা প্রভু ভূতপতির অঙ্কনিলয়া পরমেশ্বরী ভগবান্‌কে কোন্ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? উপমন্যু কহিলেন,—হে বাসুদেব! আপনি যুক্তিযুক্তই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; ভবাদৃশ ভবভক্ত কল্যাণচেতা যোগীদিগের এতাদৃশই প্রষ্টব্য হইয়া থাকে। সম্প্রতি আমিও তদনুসারে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কোনও সময়ে দেবদেব ইন্দুশেখর দেবী উমার সহিত চারুকন্দর পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দর পর্ব্বতের দিব্যোদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। সে সময়ে সুস্মিতবদনা শুভাবতী নামে দেবীর প্রিয়সখী অতি মনোজ্ঞ প্রস্ফুটিত পুষ্প আহরণ করিলেন। উমাপতি দেবীকে ক্রোড়ে করিয়া আনন্দ-সহকারে সেই সকল পুষ্পে ভূষিত করিলেন। অনন্তর দিব্যবিভূষণা অন্তঃপুরচারিণী দেবী ও উমা-মহেশের অন্তরঙ্গ দেবগণ মনুষ্য লোকের ত্রাণবাসনায় শরণাগত হইয়া উমা-মহেশ্বরের সেবা ও তাঁহাদিগের সন্তোষ নিমিত্ত কতশত প্রিয় কথা কহিতে লাগিলেন। এই অবসরে দেবী মহেশ্বরী ত্রিপুরারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে লোকনাথ! এ জগতে যাহারা অল্পশক্তি মন্দ-চেতা বুদ্ধিহীন বা অল্পসত্ত্ব, সেই সকল নীচলোকের ভূতপতি আপনি কিরূপে বশ্য হন? ১—১৩। দেবদেব কহিলেন,—আমি শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে, কি কর্ম্ম, কি তপস্যা, কি জপ, কি সমাধি, কি জ্ঞান কিংবা অন্য কোনরূপ উপায়ে কাহারও বশ্য নহি। যে-কোনরূপে মনুষ্য আমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলে আমি তাহাদের বশ্য হই এবং সেই শ্রদ্ধাবলে আমাকে দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ এবং পূজা প্রভৃতি সকল কার্য্যই করিতে পারে। অতএব যাঁহারা আমাকে বশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাবান্ হওয়া উচিত। এ জগতে বর্ণীদিগের বর্ণ-রক্ষণই শ্রদ্ধার কারণ। যাহারা স্বকীয় বর্ণ-ধর্ম্ম এবং

আশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ না করে, তাহাদেরই আমার প্রতি শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন কাহারও হয় না। এ জগতে আশ্রমী লোকের নিখিল যাগাদিধর্ম্ম বেদ-সিদ্ধ, তাহা আমার আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মা কল্পনা করেন। সেই বহুবিধ ক্রিয়ায় অন্বিত পৈতামহ ধর্ম্ম অত্যন্ত ফল-বহুল নহে এবং বহু আয়াসে সিদ্ধ হয়। যাহাদিগের শিব ব্যতিরিক্ত অন্য আশ্রয় নাই, সেই বর্ণীরা উক্ত মহান্ ধর্ম্মবলে সুদুর্লভা শ্রদ্ধা লাভ করত আমাকে পাইয়া থাকে। ১৭—২০। আমি তাহাদিগের ধর্ম্ম-কামার্থ মুক্তির নিমিত্ত অক্লেশকর উপায়ে বর্ণ এবং আশ্রমের সদাচার রচনা করিয়াছি। যাহারা আমাতে এবং সেই ধর্ম্মেতে ভক্ত, সেই বর্ণীরাই এই ধর্ম্মের অধিকারী, অন্যের অধিকার নাই, ইহাই আমার নিশ্চয়বতী আজ্ঞা। আমার আশ্রিত বর্ণীরা মদাজ্ঞপ্ত পথ দ্বারা আমার প্রসাদ লাভ করত মল-মায়াদি পাশ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরাবৃত্তি-রহিত মদীয়-পুরে নিলয় পাইয়া থাকে; অনন্তর মম পরম সাধর্ম্ম্য পাইয়া অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বৃতির ভাজন হয়। অতএব মদুপদিষ্ট বর্ণ ধর্ম্ম লাভ করুক বা নাই করুক, আমার ভক্তমাত্রই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই আপনার উদ্ধার করিয়া থাকে। এই পরিজ্ঞাত ধর্ম্ম অজ্ঞাত ধর্ম্মাপেক্ষা কোটি কোটি গুণ অধিক, অতএব মম সকাশে সেই বর্ণ-ধর্ম্ম লাভ করত তাহার অনুষ্ঠানে ব্রতী হইবে। হে কল্যাণময়ি! সকল মন্বন্তরে যোগাচার্য্যচ্ছলে আমার সহস্র সহস্র অবতার এবং সন্ততি বিদ্যমান আছে। যাহারা যোগবর্জ্জিত, অপ্রবুদ্ধ বা অভক্ত, হে সুরেশ্বরি! তাহারা সেই সকল অবতার ও সন্ততিকে জানিতে পারে না; অতএব যত্ন-সহকারে সেই যোগাদিকে আশ্রয় করিবে। মোক্ষমার্গ-বহিষ্কৃত হইয়া অন্যত্র শ্রম করা মহা হানি, মহৎ ছিদ্র, মোহ ও অন্ধ মূকতা বৈ আর কিছুই নয়। হে শৈলসুতে! সেই সনাতন ধর্ম্ম জ্ঞান, ক্রিয়া, চর্য্যা, যোগ এই চারি পাদে বিভূষিত। ২১—৩০। পশু-পাশ-পতির জ্ঞানই জ্ঞান. বিধি-বিহিত, গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট ষণ্মার্গ-শুদ্ধিই ক্রিয়া; বর্ণ ও আশ্রমপ্রযুক্ত মদ্বিরচিত মদীয়ার্চ্চনাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই চর্য্যা; মদ্ভক্তের আমাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট পথ দ্বারা অন্য বৃত্তির নিরোধই যোগ বলিয়া কথিত হয়। হে দেবি! শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মুক্তিপ্রদ, চিত্তপ্রসাধক এই ব্রত বিষয়াভিলাষীদিগের সুসাধ্য নহে। যাহারা যম নিয়মে ইন্দ্রিয়বর্গকে জয় করিয়াছে, সেই বিরাগী ব্যক্তিরই যোগে অধিকার আছে। বৈরাগ্য হইতে জ্ঞানের উদয়, জ্ঞান হইতে যোগ জন্মিয়া থাকে; পতিত ব্যক্তিও সেই যোগজ্ঞ হইলে মুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সতত দয়াবান্ হইয়া অহিংসা-জ্ঞান সংগ্রহ করিবে, সত্যকে নিরন্তর আশ্রয় করিবে এবং অস্তেয়, আস্তিক্য, শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন যাজন ধ্যান, ঈশ্বর-ভক্তি ও জ্ঞান-শীলতা ইহাদিগকেও অবিরত অবলম্বন করিবে। যে বিপ্র জ্ঞান-যোগের সিদ্ধি-বাসনায় এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, সে অচিরাৎ বিজ্ঞানবান্ হইয়া যোগলাভ করিয়া থাকে। হে হরমোহিনি! যোগজ্ঞ জ্ঞানীরা জ্ঞানরূপ অগ্নিতে এই ভূতময় দেহকে দগ্ধ করিয়া আমার প্রসাদে কর্ম্মবন্ধকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। ৩১—৪০। পুণ্য এবং অপুণ্যাত্মক কর্ম্ম মুক্তির প্রতিবন্ধক, অতএব আমার আদেশানুসারে যোগী পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করা ঐ জ্ঞানযোগের প্রতিবন্ধক, কেবল যে কর্ম্ম করাই প্রতিবন্ধক, এমন নহে; অতএব কর্ম্মফলও পরিত্যাগ করিতে হইবে। হে প্রিয়ে! প্রথম কর্ম্ম যজ্ঞ দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া পশ্চাৎ আমার শমাদিতে তৎপর হইয়া যোগাভ্যাস করিবে। যে জন নিত্যই যোগাবলম্বী, মদ্ভক্ত এবং জ্ঞানযোগ-পরায়ণ হইয়া সমাহিত-চিত্তে অবস্থান করে, সেই যোগীই আমার সাযুজ্য-লাভে সমর্থ হয় এবং অবিরক্ত-চিত্তেরা যদি আমার ভক্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা জ্ঞান, চর্য্যা, ক্রিয়া, এই তিনের মাত্র অধিকারী হয়, যেহেতু তাহারা ঐ তিনেরই মাত্র অনুষ্ঠানে সক্ষম। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভজনের মধ্যে বাহ্য অপেক্ষা আভ্যন্তরিক ভজন প্রধান। সেই ভজন বাঙ্মনঃ-কায় ভেদে তিন প্রকার! আমার সেই ভজন জপ, কর্ম্ম, তপস্যা, ধ্যান, জ্ঞান এই আনুপূর্ব্বিক পাচ প্রকারে কথিত হয়। যে মৎপূজনাদি পর কর্ত্তৃক বিদিত হয়, তাহাকে বাহ্যিক এবং স্বীয় গোচর পূজনাদিকে আভ্যন্তরিক ভজন বলে। সাধারণ মনকে চিত্ত বলা যায় না, তবে যে মন আমার প্রতি অনুরক্ত, তাহাকেই মন বলিয়া উপদেশ দেওয়া হয়। যে বাণী আমার নামময়ী হইয়া অবিরত প্রকাশ পায়, সেই বাক্যই বাণীপদ-বাচ্য; এতদ্ব্যতিরিক্ত বাক্যকে বাণী বলা যায় না। ৪১—৫০। আমার শাসনোপদিষ্ট ত্রিপুণ্ড্রক প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত ও আমার পূজাতেই তৎপর কায়কেই কায় বলা যায়; সেই সকল চিহ্নাদি-রহিত শরীরকে কায় বলা যায় না। আমার পূজাই কর্ম্ম; মৎপূজাবিরহিত যাগাদিকে কর্ম্ম বলা যায় না। আমার নিমিত্ত দেহশোষণই তপস্যা; অন্য কৃচ্ছ্রাদি তপস্যা বলিয়া কথিত হয় না। পঞ্চাক্ষরাভ্যাস, প্রণবাভ্যাস ও রুদ্রাধ্যায়াদির অভ্যাসই জপ; ঐ সকল শূন্য বেদাধ্যয়নাদিকে জপ বলা যায় না। আমার রূপ-চিন্তনাদিই ধ্যান; মদ্রূপ ভিন্ন আত্মাদির নিমিত্ত সমাধি প্রভৃতি ধ্যান নহে এবং মৎসম্বন্ধীয় আগমার্থের বিজ্ঞানই জ্ঞান; অন্য অর্থের জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না। হে দেবি! পূর্ব্ব-বাসনা-বশতঃ বাহ্যিক কিংবা আভ্যন্তরিক ভজনের মধ্যে যাহাদে

অনুরাগ জন্মিবে, তাহাতেই নিষ্ঠাবান্ হইবে। ঐ আভ্যন্তরিক ভজন অসঙ্কট এবং দৃষ্ট-দোষেরও অগোচর বলিয়া বাহ্যিক ভজন অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ঐ আভ্যন্তরিক ভজনই শুচি বলিয়া বিদিত; কিন্তু বাহ্যিক ভজন তাহা নহে, যেহেতু অন্তশুদ্ধি-বিরহিত জনেরা শুচি হইলেও অশুচি হইয়া থাকে। ঐ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভজন অনুরাগপূর্ব্বক হইলে ভজন বলিয়া কথিত হয় এবং যে ভজনের বঞ্চনা নিমিত্তই অনুষ্ঠান, সেই ভাবরহিত ভজনকে ভজন বলা যায় না। কৃতকৃত্য এবং পরিতৃপ্ত, অতএব আমার অন্য মনুষ্যে কি ইষ্ট-সাধন তৃপ্ত্যুৎপাদন করিবে? তবে কেবল আমি সেই মনুষ্যগণের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অনুরাগকে গ্রহণ করিয়া থাকি। হে দেবি! ফলনিরপেক্ষ হইয়া কায়মনোবাক্যে অনুষ্ঠিত কেবল অনুরাগময়ী ক্রিয়াই আমার সনাতন ধর্ম্ম। ৫১—৬০। ফলাপেক্ষীদিগের ভক্তি সকামা বলিয়া তাহারা আমার তত সুখকর হয় না, যেহেতু তাহাদিগের ফলের অভাব হইলে আমাকে ত্যাগ করিতে পারে। হে অনিন্দিতে! সেই ফলার্থিগণেরও চিত্ত আমাতে অনুরক্ত হইলে আমি তাহাদিগের ভক্তির অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকি। যাহারা প্রথমে ফল-নিরপেক্ষ হইয়া আমার ভক্ত হয়, অনন্তর ফল প্রার্থনা করে, সেই ভক্তগণও আমার প্রিয় জানিবে। যাহারা ফলাফল বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্ব-সংস্কার-বশতঃ বিবশ হইয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা আমার প্রিয়তম বলিয়া জানিবে। হে শিবে! আমার লাভ অপেক্ষা তাহাদিগের আর কোনও পরমলাভ নাই এবং আমারও তাহাদিগের লাভ অপেক্ষা আর কিছুই লাভাস্পদ হয় না জানিবে। আমার প্রসাদে তাহাদিগের আমাতে অনুরাগই বল প্রকাশ করিয়া পরম-নির্ব্বাণ-লক্ষণ ফল প্রদান করে। যাহাদিগের মদ্ব্যতিরিক্ত আর কেহই শরণ নাই, নিরন্তর আমাতেই যাহারা চিত্ত অর্পণ করিয়া থাকে, সেই মদীয় ধর্ম্মাধিকারী মহাত্মগণের আট প্রকার লক্ষণ কথিত হয়। আমার ভক্তের প্রতি বাৎসল্য, আমার পূজায় অনুমোদন, স্বয়ং আমার অর্চ্চনা-করণ, আমার নিমিত্ত অঙ্গক্রিয়া, মদীয়-কথাশ্রবণে অনুরাগ, স্বর, নেত্র ও অঙ্গবিকার করা, আমাকে স্মরণ করা এবং নিয়ত আমার আশ্রয় গ্রহণ করা; অধিক কি, যদি কোন ম্লেচ্ছও এই অষ্টবিধ লক্ষণ অবলম্বন করে, সে-ই বিপ্রেন্দ্র, সে-ই মুনি, সে-ই শ্রীমান্, সে-ই যতি এবং সে-ই পণ্ডিত, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৬১—৭০। অভক্ত চতুর্ব্বেদ-বেত্তাও আমার প্রীতিভাজন হয় না; কিন্তু চণ্ডালও যদি আমার ভক্ত হয়, সেও আমার প্রিয়তম হয়। সেই ভক্ত চণ্ডালকে জ্ঞানাদি প্রদান করা উচিত এবং তাহার নিকট হইতে জ্ঞানাদি উপদেশ গ্রহণীয়, আর আমার ন্যায় সেও পূজনীয় জানিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে আমার উদ্দেশে পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রদান করে, তাহার নিকটে আমি অবিনশ্বর হইয়া অবস্থান করি এবং সেও আমার নিকটে অবিনশ্বর-ভাবে অবস্থান করে। হে দেবেশি! সম্প্রতি বিদ্বান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ অধিকারী ভক্তগণের বর্ণধর্ম্ম সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ত্রৈকালিক স্নান, অগ্নিকার্য্য লিঙ্গার্চ্চনা, দান, ঈশ্বরভক্তি সকল সময় সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ, সত্য, সন্তোষ, আস্তিক্য, সকল জন্তুতে অহিংসা-প্রকাশ, লজ্জা, শ্রদ্ধা, অধ্যাপন, যোগ সর্ব্বদা অধ্যয়ন, বেদাদি-ব্যাখ্যা-শ্রবণ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ক্ষমা, শুচি থাকা, শিখা-ধারণ, যজ্ঞোপবীত-ধারণ, উষ্ণীষ ধারণ, উত্তরীয়-ধারণ, নিষিদ্ধ বস্তুর সেবাত্যাগ, ভস্মলেপন, রুদ্রাক্ষ ধারণ, প্রতিপর্ব্বেতে বিশেষতঃ চতুর্দ্দশীতে অভ্যর্চ্চন মাসে মাসে ব্রহ্মকূর্চ্চবিধিতে সংস্কৃত পঞ্চগব্যের যথাবিধি পান, সেই পঞ্চগব্যেতে আমাকে স্নান করাইয়া বিশেষরূপে আমার পূজা করা, সকল ক্রিয়াতে অন্ন পরিত্যাগ এবং শ্রাদ্ধীয় অন্নে পর্য্যুষিতান্ন বিশেষতঃ যাবকান্নের বর্জ্জন, সাধারণ বর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মদ্য, মদ্যগন্ধ ও আমা-উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেদ্যের পরিত্যাগ এবং ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, মদীয় জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভস্মসেবন, সর্ব্বাসক্তি-পরিত্যাগ এই দশটী বিশেষরূপে ব্রাহ্মণধর্ম্ম জানিবে। যোগিগণের চিহ্ন-ধারণ, দিবায় ভিক্ষাশন, রাত্রিতে ভোজন পরিত্যাগ এই কয়টী বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম। ৭১—৮৩। অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহ এই কয়টী ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। বৈশ্যের আর বিশেষ করিয়া কিছু বিধান করিলাম না। সকল বর্ণের রক্ষণে পরায়ণতা, যুদ্ধে শত্রুবধ, দুষ্ট পক্ষী মৃগ ও মনুষ্যের হনন, মদ্ভক্ত ব্যতিরিক্ত সকলেতে অবিশ্বাস, মদ্ভক্তেতে দৃঢ়-বিশ্বাস, যথাসময়ে স্ত্রীসংসর্গ, সৈন্যরক্ষণ, নিরন্তর স্থানে স্থানে প্রেরিত দূত দ্বারা লোকবৃত্তান্ত জানা, সর্ব্বদা অস্ত্রধারণ, গাত্রে ভস্মলেপন, কঞ্চুক পরিধান করা, এই সকল মদাশ্রমস্থ নৃপতিগণের ধর্ম্ম সংগ্রহমধ্যে গণিত হয়। আর বৈশ্যগণের গোরক্ষণ, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এই কয়টীই ধর্ম্ম। উদ্যানকরণ, মদীয় ক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা ও ইতর বর্ণের শুশ্রূষা করা, এই তিনটী শূদ্রদিগের ধর্ম্ম। গৃহস্থের ধর্ম্ম পত্নীগমন ও বনস্থ যতি ব্রহ্মচারি-গণের ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ৮৪—৯০। স্ত্রীলোকের ভর্ত্তৃশুশ্রূষা ভিন্ন অন্য কোনও সনাতন ধর্ম্ম নাই এবং পতির আদেশক্রমে আমার অর্চ্চনা করা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে নারী স্বামিসেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্য-ব্রতানুষ্ঠানে তৎপরা হয়, সে স্ত্রী যে নরকগামিনী হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ

নাই এবং যাহারা বিধবা, তাহাদিগের ধর্ম্ম সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রত, দান, তপস্যা, শুচিতা, ভূমিশয়ন, নক্তভোজন, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বদা ভস্ম কিংবা সলিলে স্নান, শান্তি অবলম্বন, মৌনব্রত, ক্ষমা, যথাবিধি নিত্য অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, একাদশী, বিশেষতঃ পৌর্ণমাসীতে বিধিমত উপবাস এবং আমার অর্চ্চনা করা, এই কয়টী বিধবাদিগের ধর্ম্ম জানিও। দেবি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, যতি, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, শূদ্র ও স্ত্রীলোকের এই মদীয়াশ্রম সেবনরূপ সনাতন-ধর্ম্ম সংক্ষেপে কথিত হইল। হে দেবেশি! তোমারও আমি ধ্যেয় এবং ষড়ক্ষরমন্ত্র ও বেদোক্ত অখিল ধর্ম্মও তোমার জপযোগ্য হইতেছে, ইহাই ধর্ম্মার্থের সংগ্রহ জানিবে। আর এই জগতে যে মনুষ্যেরা নিজের ইচ্ছাক্রমে শরীর পরিগ্রহ করত পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ অতিশয় ভক্তিভূষিত ও স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে বিরক্ত ও অনুরক্ত হয়, যেমন পদ্মপত্র জলে ক্লিন্ন না হয়, তাদৃশ তাহারাও পাপে পঙ্কিল হয় না। ৯১—১০০। সেই সদসদ্বিবেচক বিশুদ্ধ লোকদিগের মদীয় স্বরূপ-বিজ্ঞান জন্মে, আমার প্রসাদে তাহাদের আশ্রম-ধর্ম্মপালন দুঃখকর হয় এবং আমার ন্যায় তাহাদিগের কার্য্যাকার্য্য কিছুই নাই, সমাধি নাই, পরায়ণ নাই, বিধি নাই, নিষেধ নাই ও যেমন সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ আমার এ জগতে কিছুই প্রাপ্য বস্তু নাই, সেইরূপ কৃতকৃত্য তাহাদিগেরও প্রাপ্য বস্তু কিছুই নাই, জানিবে। তাহাদিগকে মদ্ভক্তগণের হিতকামনায় রুদ্রলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মানুষভাব অবলম্বনকারী রুদ্র বলিয়া জানিও। যেমন আমার শাসন ব্রহ্মাদির প্রবর্ত্তক, সেইরূপ মনুষ্যরূপী রুদ্রগণের আজ্ঞাও অন্য মনুষ্যের প্রবর্ত্তিকা জানিবে। যেহেতু তাহারা আমার আজ্ঞা-পালক এবং আমার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্, সুতরাং তাহাদের দর্শনমাত্রেই সকল পাপক্ষয় হইয়া থাকে। যাহারা আমার ভক্ত, তাঁহাদিগের পূর্ব্বাদৃষ্ট-গোচর প্রশস্ত-ফলসূচক চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। কম্প, স্বেদ, অশ্রুপাত, স্বরভঙ্গ, হঠাৎ বারংবার আনন্দাদির অনুভব প্রভৃতি সেই সকল চিহ্ন। এই সকল অব্যভিচারী ব্যস্ত ও সমস্ত চিহ্ন ও উত্তম, মধ্যম, অধম ভক্তিবলে তাহারা নরোত্তম হইয়াছে। যেমন অগ্নি-সংসর্গে অগ্নিবৎ লৌহ কেবল লৌহের ন্যায় ব্যবহৃত হয় না, সেইরূপ আমার সান্নিধ্য পাইলে মনুষ্যেরাও প্রকৃত মনুষ্য-সংখ্যায় গণিত হয় না। ১০১—১১০। পণ্ডিতেরা হস্ত-পাদাদি সাধর্ম্ম্যে মনুষ্য-রূপধারী সেই সকল রুদ্রগণকে প্রাকৃত মনুষ্যবোধে অবমাননা করিবেন না। যে মূঢ়-চেতনেরা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করে, তাহাদিগের আয়ু, কুল, শীল, সম্পত্তি—সকল বিনষ্ট হয় এবং অবশেষে নরকই তাহাদিগের বাস-স্থান হয়। যাহাদিগের আমি ভিন্ন অন্য কেহ অপেক্ষণীয় নয়, সেই মুক্ত মহাত্মাদিগের অধিক কি ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব এবং শিবত্ব-পদও তাহাদিগের তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। মহত্তত্ত্বসম্ভূত, প্রকৃতি-নিষ্পন্ন এবং জীবাত্ম-সম্বন্ধী ঐশ্বর্য্য বিশুদ্ধ নহে অর্থাৎ গুণত্রয়-শূন্য নহে। এইজন্য গুণাতীত-পদাভিলাষী ত্রিগুণেশ্বরদিগের সে সব পদ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আর অধিক কি বলিব! যে-কোনও প্রকারে আমার প্রতি চিত্তাসক্তিই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির এক সাধন। উপমন্যু কহিলেন,—হে বনমালিন্! পরমাত্মা ভূত-ভাবন ভগবান্ কর্ত্তৃক জগতের হিতনিমিত্ত এই প্রকার জ্ঞানসারার্থ-সংগ্রহ উক্ত হইয়াছে। ইহাই বিজ্ঞান-সংগ্রহ, ইহাই সমগ্র বেদশাস্ত্র এবং ইহাকেই বেদব্যাখ্যা-বিস্তৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ বলা যায়। জ্ঞান, জ্ঞেয়, অনুষ্ঠেয়, অধিকার, সাধ্য, সাধন এই ছয় প্রকার অর্থ-সংগ্রহই ঐ সংগ্রহ বলিয়া কথিত। যাহা গুরু-সকাশে অধিগত হওয়া যায়, তাহাকে জ্ঞান বলা যায়; পশু, পাশ, পতি এই তিনই জ্ঞেয়, লিঙ্গার্চ্চনাদি অনুষ্ঠেয়, ভক্ত ব্রাহ্মণেরা অধিকারী, শিব-মন্ত্রাদি সাধন এবং শিব-সাযুজ্যই সাধ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ছয় প্রকার অর্থ-সংগ্রহের জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়। ১১১—১২০। প্রথমতঃ বিত্তানুযায়ী যাগাদি-কর্ম্ম দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক শিবকে অর্চ্চনা করত অনন্তর আভ্যন্তরিক যাগ-কর্ম্মে রত হইবে। যাহার অভ্যন্তরে অনুরাগ আছে, পুণ্যবলে সেই মহাত্মার আর বাহ্যিক কর্ম্ম কিছুই কর্ত্তব্য-সংখ্যায় পতিত হয় না। হে কৃষ্ণ! জ্ঞানামৃত এবং ভক্তিতে পরিতৃপ্ত শিবরূপী মনুষ্যের কোনকালে আন্তরিক কিংবা বাহ্যিক কিছুই কর্ত্তব্য নাই। অতএব ক্রমে ক্রমে মনুষ্যেরা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক কৃত্য পরিত্যাগ করত জ্ঞানালোকে জ্ঞেয়-তত্ত্বকে অবলোকন করিবে এবং পরিশেষে ক্রমশঃ সেই জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিবে। যদি কাহারও পরমপুরুষ শিবে চিত্তের একাগ্রতা থাকে, তাহা হইলে কোনও কার্য্য করা বা না করা কিছুরই প্রয়োজন নাই। সুতরাং আন্তরিক কিংবা বাহ্যিক কর্ম্ম করুক কিংবা নাই করুক, মনুষ্যেরা ক্রমশঃ সেই পশুপতিতে যে কোনও উপায়ে চিত্ত অর্পণ করিবে। প্রতিষ্ঠিত-বুদ্ধি শিব-নিবিষ্টচেতা সাধু-লোকেরা ইহ ও পরলোক সর্ব্বত্রই পরম নির্ব্বৃতির ভাজন হয়। ইহ জগতে "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র দ্বারা সকল সিদ্ধি জন্মে, অতএব পারত্রিক ও ঐহিক বিভূতি নিমিত্ত সেই মন্ত্র অধিগত করিবে। ১২০—১২৮।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে নিখিল-জ্ঞান-সিন্ধু সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিবর! পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের যথার্থ মাহাত্ম্য জানিতে আমার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তনে আমার স্পৃহার অপনোদন করুন। উপমন্যু কহিলেন,—শত-কোটি বৎসরেও পঞ্চাক্ষরের মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে বর্ণনা করা যায় না, সুতরাং আমি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বেদে ও শিবাগমে ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ষড়ক্ষরে উক্ত আছে এবং লোকে পঞ্চাক্ষররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ঐ ওঙ্কারাদি ষড়ক্ষরসম্পন্ন মন্ত্র, জগতে যত মন্ত্র আছে, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এবং কেবল শ্রেষ্ঠ নহে, কিন্তু সকল কার্য্যেরও প্রসাধক। সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর সকল দেহীর অশেষ অর্থসিদ্ধি-নিমিত্ত অল্পাক্ষর-সমন্বিত হইলেও অর্থবহুল, মুক্তিপ্রদ, নানা সিদ্ধি-ভূষিত, লোক-চিত্তানুরঞ্জক, বিনিশ্চিতার্থ, সুখোচ্চার্য্য, বেদসার "ওঁ নমঃ শিবায়" এই আজ্ঞাসাধক অসন্দিগ্ধ দিব্য মন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। ঐ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিম ষডক্ষর মন্ত্র নিখিল বিদ্যার বীজ, বটবীজ-সদৃশ অতিসূক্ষ্ম মহান্ অর্থের সাধন। ত্রিগুণাতীত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্ব-ব্যাপী ভগবান্ শিব প্রণবরূপ একাক্ষর মন্ত্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সূক্ষ্ম ঈশানাদি একাক্ষর পাঁচটী মন্ত্র "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রে যথাক্রমে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ১—১০। সাক্ষাৎ পঞ্চমন্ত্রময় শিব ষড়ক্ষর মন্ত্রে স্বভাবতঃ বাচ্য-বাচকভাবে অবস্থান করেন। শিব প্রমিতির বিষয় বলিয়া বাচ্য ও মন্ত্র বাচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ অনাদি বাচ্য-বাচক-ভাব সেই শিব ও মন্ত্রে অবস্থান করিতেছে। যেমন এই ঘোর সংসারসাগর অনাদি হইয়া প্রবৃত্ত আছে, সেইরূপ সংসার হইতে মুক্তিপ্রদ শিবও অনাদি হইয়া জগতের অধিষ্ঠাতা হন। সেই ভগবান্ ব্যাধি-শত্রু ঔষধের ন্যায় অখিল সংসার-দোষের শত্রু। এই জগৎ যেমন সূর্য্যবিরহে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ সেই জগৎপতি এই জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলে কেবল তমোময় হইয়া থাকে। প্রকৃতি অচেতন এবং পুরুষ অজ্ঞ বলিয়া সুতরাং সেই পরমেশ্বর জগৎ-স্রষ্টা শিব অবিদ্যমানে এই জগৎকে কে সৃজন করিবে? প্রকৃতি পরমাণু প্রভৃতি যত কিছু আছে, সকলই অচেতন, সুতরাং তাহারা সচেতন কারণ ব্যতিরেকে স্বয়ং কর্ত্তা হইতে পারে না এবং প্রথম সৃষ্টিকালে কোনও পুরু-ষেরই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের উপদেশ এবং বন্ধন-মোক্ষের বিচার সেই সর্ব্বজ্ঞ শিব ব্যতিরিক্ত সিদ্ধ হয় না। যেমন বৈদ্য বিহনে রোগীরা নিরানন্দ হইয়া কেবল ক্লেশ ভোগ করে, সেইরূপ সেই আনন্দময় শঙ্কর-বিরহে এই জগৎ আনন্দশূন্য হইয়া অখিল ক্লেশের আশ্রয় হয়। অতএব সর্ব্বজ্ঞ অনাদি পরিপূর্ণ জগন্নাথ সদাশিব সকল মনুষ্যের এই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১১—২০। শিবাগমে সেই ভগবান্ আদি-মধ্যান্তশূন্য, স্বভাব-বিমল, পরিপূর্ণ, সর্ব্বজ্ঞ ও প্রভুরূপে জ্ঞেয় হন। ঐ মন্ত্র সেই শিবের অভিধান, সুতরাং তিনি ঐ মন্ত্রের অভিধেয়, অতএব ঐ প্রকারে অভিধান-অভিধেয়-ভাব থাকাতে মন্ত্র ও পরম পুরুষ শিব বলিয়া প্রসিদ্ধ। "ওঁ নমঃ শিবায়" এতাবন্মাত্রই শিবজ্ঞান, এবং এতাবন্মাত্রই পরম পদ বলিয়া বিদিত হয়, যেহেতু ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্রকে শিব স্বয়ং বলিয়াছেন। এই শিবাত্মক শৈব মন্ত্র বিধিবাক্য ভিন্ন স্তুতিবাক্য নহে। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, স্বভাব-নির্ম্মল ও লোকানুগ্রহকর্ত্তা, এহেন হইয়াও সেই পরিপূর্ণ শিব কেন মিথ্যাবাক্য বলিবেন? যে বস্তু স্বভাবতঃ গুণ-দোষে যাদৃশ ভাবে বিদ্যমান আছে এবং যাদৃশ ফল ও পুণ্য, সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ তাহাই বলিয়া থাকেন। যাহারা রাগ ও অজ্ঞানাদি দোষ-গ্রস্ত, তাহা-রাই অনৃত বলিয়া থাকে। সে সকল দোষ ঈশ্বরে নাই, অতএব কেন তিনি দোষময় মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্ত হইবেন? শিবপ্রণীত অমল বাক্যই যে প্রমাণ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব পুণ্য-পাপ সম্বন্ধে স্ফুট-সত্য ঈশ্বর-বাক্যে পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবেন। শমপরায়ণ মুনিগণ স্বর্গ ও মুক্তির জন্য যে সুশোভন বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাকে সুভাষিত বলিয়া জানিবে। যে বাক্য রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা, কাম, তৃষ্ণাদির অনুগামী, নিরয়ের হেতু বলিয়া সেই বাক্যকে দুর্ভাষিত বলেন। ২১—৩১। অবিদ্যা-রাগাদির অনুগামী বাক্য কোমল অক্ষরমালায় গ্রথিত এবং বিশুদ্ধরূপে রচিত হইয়া শ্রুতিমধুর হইলেও তাহাতে কি প্রয়োজন? তবে যে বাক্য শ্রেয়সের নিদান, যে বাক্যশ্রবণে রাগাদির ক্ষয় হয়, কঠোরাক্ষরাদি-দোষে দূষিত হইলেও সে বাক্য অতি শোভন হইয়া থাকে। জগতে মন্ত্র অনেক থাকিলেও সর্ব্বজ্ঞ শিবপ্রণীত মন্ত্রসদৃশ মন্ত্র আর কোথায়ও নাই। সাঙ্গ বেদশাস্ত্র প্রভৃতি সকলই ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্রে বিদ্যমান আছে, সুতরাং ঐ মন্ত্রসদৃশ এমন অপর কোন মন্ত্রও কুত্রাপি নাই জানিবেন। বৃত্তি দ্বারা সূত্রের ন্যায় ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্র সাতকোটি মহামন্ত্র ও উপমন্ত্রে সংযুক্ত জানিবেন যে সকল শিবজ্ঞান ও যে সকল বিদ্যাস্থান, তাহা ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্রের সংক্ষেপ-ভাষ্য। যাহার ঐ "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার আর বহুমন্ত্রে ও বহুবিস্তৃত শাস্ত্রে কি প্রয়োজন? যে "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র অভ্যাস করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে। যাহার ঐ নমস্কারসংযুক্ত "শিবায়" এই অক্ষরত্রয় জিহ্বাগ্রে বিরাজমান থাকে, তাহার জীবন সার্থক জানিবেন। পণ্ডিতের ত কথাই নাই, এমন কি,

যদি কোনও নীচজাতি অধম ব্যক্তি, কিংবা মূর্খও ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে পাপ-পিঞ্জর হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩২—৪০। পরমেশ্বরী দেবী কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সকল মর্ত্ত্যের বিশেষতঃ কলিকালজ মনুষ্যের হিতের নিমিত্ত এই উপদেশ দেন। দেবী কহিলেন,—হে মহেশ্বর! পাপরূপ-তিমিরাবৃত, দুর্জ্জয়, দুরতিক্রমণীয়, কলুষিত কলিকাল প্রবৃত্ত হইলে যখন লোকে ধর্ম্মপরাঙ্মুখ হইল এবং বর্ণাচার-পদ্ধতি নাশ প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কর উপস্থিত, নিখিল অধিকার সন্দিগ্ধ ও বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও ক্রমে ক্রমে উপদেশ-প্রদানাদি নষ্ট হইয়া গুরুশিষ্যক্রম বিলীন হইয়া থাকে, তখন আপনার ভক্তগণ কি উপায়ে মুক্ত হয়? মহেশ্বর কহিলেন,—প্রিয়তমে! কলিকালজ মনুষ্যেরা ভক্তি-ভাবিত হইয়া মনোহারিণী আমার পরম পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা অবলম্বন করিলে মুক্তিমার্গের পথিক হইতে সমর্থ হইয়া থাকে। বলা দূরে থাকুক, যাহার স্মরণ অবিধেয়, সেই দোষে দূষিত, নির্দ্দয়, কৃতঘ্ন, খলস্বভাব, কুটিলমতি, লুব্ধ লোকেরাও যদি আমার ভক্ত হইয়া ঐ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহা হইলে তাহাদিগেরও ঐ বিদ্যা সংসার-ভয়-নিবারিকা হইয়া থাকে। দেবি! ইহা আমি বার বার ধরাতলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, মদ্ভক্ত পতিত হইলেও ঐ বিদ্যাপ্রভাবে মুক্তি পাইয়া থাকে। দেবী বলিলেন,—যদি পতিত মনুষ্য নিশ্চয়ই কর্ম্মে অধিকারী হয় না, সুতরাং সেই কর্ম্মে অনধিকারী পতিত লোক যে কার্য্য করে, তাহার নরকই পরিণাম, তবে কেমন করিয়া পতিত লোকেরা ঐ বিদ্যায় মুক্ত হইতে সমর্থ হয়? ৪১—৫০। হে সুন্দরি! তুমি যথার্থই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। পূর্ব্বে রহস্য বলিয়া ঐ জিজ্ঞাসিত বিষয় গোপন করিয়াছিলাম, এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পতিত ব্যক্তিরা সমন্ত্রক আমাকে পূজা করিলে নরকগামী হয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র প্রভাবে তাহার বিপরীত ফল হয়। জলভক্ষণ, বায়ুভক্ষণ ও অন্যান্য ব্রতে কৃশ হইলেও লোকেরা মম লোকে সমাগত হইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যদি কোনও মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে একবার মাত্রও ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অর্চ্চনা করে, সে ঐ মন্ত্রবলে মম-লোকে সঙ্গত হয়। অতএব তপস্যা, ব্রত, নিয়ম, যজ্ঞ প্রভৃতি ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের কোটি ভাগের ভাগেও সমান হয় না। যদি কেহ পাশে বদ্ধ হউক অথবা সেই পাশ হইতে মুক্ত হউক, আমাকে ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অর্চ্চনা করিলে মুক্ত হয়, ইহা আর বিচার্য্য নহে। রুদ্র-ভক্তিশূন্য অথবা সেই ভক্তি-যুক্ত ও পতিত কিংবা মূর্খ যাহা হউক না কেন, ঐ পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র-প্রভাবে মুক্ত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। মন্ত্র-সাধনযুক্ত ষড়ক্ষর বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিলে মুক্ত হয়। পতিত ও অপতিত ব্যক্তি দীক্ষিত বা অদীক্ষিত হউক না কেন, ক্রোধ জয় করিয়া মদ্ভক্ত হইলে ঐ মন্ত্রে পূজা করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু দীক্ষিত অপেক্ষা অদীক্ষিত কোটি কোটি গুণ ন্যূন। অতএব হে দেবি! গুরুসকাশে দীক্ষিত হইয়াই ঐ মন্ত্রে আমার পূজা করা কর্ত্তব্য। ৫১—৬০। লোকেরা মৈত্রী করুণা প্রভৃতি গুণসংযুক্ত ও লব্ধমন্ত্র হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলে আমার সাদৃশ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। অধিক আর কি বলিব, সকল ভক্ত মাত্রেই আমার পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অধিকারী, সেইজন্যই ঐ মন্ত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র-প্রভাবে মহর্ষি, বেদ, শাশ্বত-ধর্ম্ম, দেবগণ ও নিখিল জগৎ অবস্থিত আছে। প্রলয়কাল-উপস্থিতে স্থাবর-জঙ্গম সকল নাশ প্রাপ্ত হইলে সকলে প্রকৃতি আশ্রয় করত সেই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একাকী আমি ব্যতীত দ্বিতীয় আর কোথায় কিছুই থাকে না। সেই সময় মদীয় শক্তি-পালিত বেদ ও শাস্ত্র সকলও সেই প্রকৃতিরূপ অংশ অবলম্বনে ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অবস্থান করিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে সত্ত্বাদি গুণে বিভক্তমূর্ত্তি ব্রহ্মাদিরও সংহার হয়। এইরূপে যখন প্রথম প্রলয়ধারা প্রবাহিত হইল, তাহার পর আমা হইতে প্রকৃতি-পুরুষভেদে সৃষ্টি হইল। তখন দেব নারায়ণ মায়াময়ী তনু অবলম্বন করিয়া জলমধ্যে সর্পশয্যায় শয়ন করিতেছিলেন। ঐ সময় সেই নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে পঞ্চবক্ত্র পিতামহ উৎপন্ন হন। পিতামহ উৎপন্ন হইয়া, ত্রিলোক-সৃজন-বাসনা হওয়াতে, স্বয়ং অশক্ত ও অসহায় বলিয়া অমিততেজাঃ মানসপুত্র দশ জন মুনীন্দ্র সৃজন করিলেন। তাঁহাদিগের শক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত অব্জযোনি পিতামহ আমাকে বলিলেন,—হে মহেশ্বর! আমার পুত্রগণকে শক্তি প্রদান করুন। ৬১—৭০। এইরূপে পিতামহ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমি পঞ্চমুখ ধারণ করত ক্রমে ক্রমে পাঁচ মুখে ঐ পঞ্চাক্ষর পদ্মযোনিকে উপদেশ দিলাম। পিতামহও পাঁচমুখে ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্র শিক্ষা করিয়া আমাকে বাচ্য-বাচক-ভাবে অবগত হইলেন। অনন্তর যথাবিধি তাহার প্রয়োগ অবগত হইয়া সিদ্ধমন্ত্র হইলেন ও স্বীয় পুত্রগণকে মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ যথার্থরূপে উপদেশ দিলেন। মুনিগণও সাক্ষাৎ জনকের নিকট হইতে ঐ মন্ত্ররত্ন লাভ করিয়া তদুপদিষ্ট পদ্ধতিতে আমার আরাধনা করিবার মানসে সুমেরু-পর্ব্বতের রম্য-শিখরস্থ আমার প্রীতিজনক শ্রীমান্ মদীয়-দূত-রক্ষিত মুঞ্জবান্ নামক পর্ব্বতের সমীপে লোক-সৃজনে সমুৎসুক হইয়া বায়ু ভক্ষণ করত সহস্র দিব্য বৎসর ব্যাপিয়া তীব্র তপস্যা করিলেন। তাঁহাদিগের ভক্তি অবলোকনে সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ হইলাম, এবং ঋষি, ছন্দ, কীলক, বীজ, শক্তি, দেবতা, ন্যাস, ষড়ঙ্গ ও দিগ্বন্ধন এবং বিনিয়োগ

এ সকল সম্পূর্ণরূপে সেই মাত্র মুনিগণকে জগৎসৃষ্টি-বৃদ্ধি উপদেশ দিলাম। তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন তাঁহারা এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া মন্ত্রপ্রভাবে দেব, অসুর ও মনুষ্য-গণের যথাক্রমে সৃষ্টি বিধান করিতেছেন। এখন ঐ পরম বিদ্যার স্বরূপ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমে "নমঃ," অনন্তর "শিবায়" এইরূপ প্রয়োগ করিতে হইবে। ৭০—৮০। সর্ব্বশাস্ত্রপ্রধান এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা নিখিল শব্দজাতের কারণ প্রথম সম্মুখ হইতে নিঃসৃত সেই আমারই অস্তিত্ব বাচিকা পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না এবং শশিকলা-শিরোভূষণা ও তাহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চন-সদৃশ, হস্তে পদ্ম উৎপল বর অভয় বিরাজমান, কেশ কুঞ্চিত ও ঘন কালিমায় স্নিগ্ধ এবং সেই বিদ্যা পীনোন্নত-পয়োধরা, সর্ব্ব লক্ষণ ও সকল আভরণে বিভূষিতা ও মনোহর কান্তিধারিণী। ঐ বিদ্যার পীত, কৃষ্ণ ধূম্র, সুবর্ণবর্ণ, রক্ত, এই পাঁচ প্রকার বর্ণ। এই পঞ্চাক্ষর পৃথক্ পৃথক্ প্রযোজ্য হইলে নাদ বিন্দুযুক্ত হইবে; তন্মধ্যে বিন্দু অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, আর নাদ দীপশিখার ন্যায়। হে বরাননে! এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের এবং এই পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রস্থ যাবতীয় বীজমন্ত্রের বীজ দ্বিতীয় বর্ণ এবং শক্তি চতুর্থ বর্ণ। কেবল চতুর্থ বীজের শক্তি পঞ্চম বর্ণ (সকল মন্ত্রেরই বীজ ও শক্তি আছে)। ঐ মন্ত্রের বামদেব নামে ঋষি, পঙ্ক্তি নামে ছন্দ আর আমিই দেবতা এবং ঐ মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণের যথাক্রমে গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, অঙ্গিরাঃ, ভরদ্বাজ এই পাঁচ জন ঋষি; গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী, বিরাট্ এই পাঁচটী যথাক্রমে ছন্দঃ; ইন্দ্র, রুদ্র, হরি, ব্রহ্ম, স্কন্দ যথাক্রমে এই পাঁচ জন দেবতা এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ হইতে উর্দ্ধ পর্য্যন্ত যে পাঁচ মুখ আছে, তাহারাই ঐ মন্ত্রবর্ণের যথাক্রমে স্থান জানিবে। ৮১—৯০। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ উদাত্ত, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ স্বরিত, আর পঞ্চম বর্ণ অনুদাত্ত কথিত হয়। শিবসূত্র * মূলবিদ্যা পঞ্চাক্ষর মন্ত্র, আমার নাম এবং এই যে শৈবনাম, ইহা আমার মহৎ হৃদয়স্বরূপ এবং মহাফলপ্রদ। নকার শিরঃ, মকার শিখা, শিকার কবচ, বাকার নেত্র ও যকার অস্ত্র বলিয়া কথিত হয় এবং ঐ সকল বর্ণের অন্তে "নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্, ফট্ এই কয়েকটী যখন তখন নিবেশিত হইতে পারে। হে বরাননে! তোমারও ঐ পঞ্চাক্ষর মন্ত্র মূলমন্ত্র জানিবে, কেবল কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ আছে। এই পঞ্চম বর্ণে দ্বাদশ স্বর (ঐকার) যোগ করা মাত্র সেই ভেদ। অতএব সকলে কায়মনোবাক্যে ঐ মন্ত্র দ্বারা, তোমার আমার অর্চ্চনা ও জপ-হোমাদি করিবে। যেমন প্রজ্ঞা, যেমন শ্রদ্ধা, যেমন কাল, যাদৃশ মতি, যেমন শক্তি, যেমন সম্পত্তি ও যেমন অনুরাগ, তদনুসারে, যথাসম্ভব যে-কোন স্থানে, যে-কোন সময়ে, যে-কোন রূপে পূজা করিলে মুক্তি করস্থ হয়। ক্রমানুসারেই হউক অথবা ক্রম পরিত্যাগ করিয়াই হউক, হে সুন্দরি! আমাতে অনুরক্ত-মনাঃ হইয়া যাহা করিবে, তাহাই কল্যাণপ্রদ এবং আমার প্রীতিজনক হয়। ৯১—১০০। তাহা হইলেও যে ভক্তেরা আমার সম্পূর্ণ অধীন নহে, তাহাদিগের নিমিত্ত শাস্ত্রবিষয় এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। হে দেবি! তাহার মধ্যে প্রথমতঃ যাহা বিনা যাহার জপ নিষ্ফল এবং যাহা দ্বারা সফল হয়, সেই শুভ মন্ত্রগ্রহণ-প্রকরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বরাননে! উপদেশহীন, ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন এবং উপদেশের দক্ষিণাশূন্য জপ নিষ্ফল। আর উপদেশসিদ্ধ, ক্রিয়াসিদ্ধ, ভক্তিসিদ্ধ ও দক্ষিণাযুক্ত মন্ত্রজপ সফল ও মহাফলপ্রদ জানিবে। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, ধ্যান-যোগ-পরায়ণ, সদা জপানুষ্ঠায়ী, এহেন আচার্য্য ব্রাহ্মণকে গুরুত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সমন্বিত লোকেরা কায়মনোবাক্যে ও ধনেতে তাঁহার সন্তোষ বৃদ্ধি করিবে। ফলে শিষ্য আচার্য্যকে যত্নপূর্ব্বক সততই পূজা করিবে। আর যদি সম্পত্তি থাকে, তবে হস্তী, অশ্ব, রথ, রত্ন, ক্ষেত্র, গৃহ, ভূষণ, বস্ত্র, ধন, ধান্য প্রভৃতি গুরুকে দান করত ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে। অর্থাৎ যদি আপনার সিদ্ধিলাভে বাসনা থাকে, তবে বিত্তশাঠ্য করিবে না। এইরূপে দক্ষিণাদি দিয়া, হে দেবি! পরে সপরিচ্ছদ আপনাকে পর্য্যন্ত গুরু-উদ্দেশে নিবেদন করিবে। এই প্রকারে বঞ্চনা পরিত্যাগপূর্ব্বক গুরুকে পূজা করিয়া তাঁহার সকাশে প্রথমতঃ মন্ত্র, ক্রমে ক্রমে জ্ঞানও শিক্ষা করিবে। ১০১—১১০। গুরুও এইরূপে প্রসন্ন হইয়া শুভ নক্ষত্র, শুভ যোগ ও সকল দোষ বিবর্জ্জিত কার্য্য-সিদ্ধিকর তিথি দেখিয়া সেই শুভদিনে এক বৎসর নিযুক্ত পূজা-শুশ্রূষায় তৎপর, উপবাস-পরায়ণ, স্নানাদিতে শুচি, অহঙ্কারশূন্য শিষ্যকে শুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পূর্ণকুম্ভস্থিত ঘৃতে ও পুণ্যদ্রব্যযুক্ত মন্ত্রশুদ্ধ জলে স্নান করাইয়া এবং গন্ধ, বস্ত্র, মাল্য, ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত করিবেন। পরে পুণ্যাহ-বাচন ও ব্রাহ্মণ-পূজা করাইয়া সমুদ্রতীরে হউক, অথবা নদীতে, গোষ্ঠেতে, দেবালয়ে, পবিত্র দেশে কিংবা গৃহে হউক, এই নির্দ্দিষ্টের মধ্যে এক স্থলে অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাবিধি অ মাত্র জ্ঞান উপদেশ দিবেন। হে দেবি! প্রসন্নচেতাঃ গুরু, নির্জ্জনে আমাদের উত্তমের উত্তম মন্ত্র স্বয়ং উপযুক্ত স্বরে উচ্চারণ করিয়া এবং সেই শিষ্যকে উচ্চারণ করাইয়া বলিবেন,—"মঙ্গল হউক, শুভ হউক, শোভন হউক এবং প্রিয় হউক।" গুরু এইরূপে মন্ত্র ও আজ্ঞা অর্থাৎ জপবিষয়ে উপদেশ দান করিবেন। এইরূপে শিষ্য গুরুসকাশে মন্ত্র ও আজ্ঞা শিক্ষা পাইয়া, অন্যাসক্তি পরিত্যাগ করত সমাহিতচিত্তে সঙ্কল্প করিয়া পুরশ্চরণপূর্ব্বক যাবজ্জীবন এক হাজার আট করিয়া নিত্যই জপ করিলে পরম মুক্তি

---

* 'শিবসূক্ত' হইলে ভাল হয়।

অনায়াসে লাভ করে। যে জন রাত্রিভোজন ও সংযম অবলম্বন করিয়া, যত অক্ষর, তত লক্ষের চারিগুণ জপ করে, তাহাকে পৌরশ্চরণিক বলা যায়। ১১১—১২০। যে ব্যক্তি পুরশ্চরণ করত নিত্য জপপরায়ণ হয়, তাহার সমতুল আর এ জগতে কেহ নাই, এবং সে নিজে সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধিদান করে। শিষ্য স্নান করিয়া নির্ম্মল দেশে ভাল আসনে উপবেশন করত তোমাকে, আমাকে, অনন্তর গুরুকে চিন্তা করিবে। পরে একাগ্রচিত্তে উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া, দহন-প্লাবনাদিতে পঞ্চতত্ত্ব শুদ্ধ করিবে। অঙ্গন্যাস-মন্ত্র ন্যাসাদি ও দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া, আমাদের উভয়ের মূর্ত্তি ধ্যান করত প্রাণাদি বায়ুরোধ করিবে। তাহার পর বিদ্যাস্থান, স্বকীয় রূপ, ঋষি, ছন্দঃ, অধিদৈবত বীজ, শক্তি, আর বাচ্য প্রভৃতিকে স্মরণ করত পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। আগমার্থ-বিশারদেরা মানস জপকে উত্তম, উপাংশু জপকে মধ্যম, আর বাচিক জপকে অধম বলিয়া উপদেশ দেন। রুদ্র-দৈবত জপ উত্তম, বিষ্ণু দৈবত জপ মধ্যম, আর ব্রহ্ম-দৈবত জপ অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত স্বরে, স্পষ্ট পদাক্ষর সন্নিবিষ্ট শব্দযুক্ত বাক্যে জপ করাকে বাচিক জপ বলিয়া থাকেন। মাত্র জিহ্বাস্পন্দনে ঈষদুচ্চারিত জপ, অপর কর্ত্তৃক শ্রুত হউক বা না হউক, তাহাকে উপাংশু জপ এবং মনে মনে এ-বর্ণ হইতে ও বর্ণের, এ-পদ হইতে ও-পদের, আর শব্দ-অর্থের চিন্তাকে মানসিক জপ কহেন। ১২১—১৩০। বাচিক জপ এক গুণ, উপাংশু জপ শতগুণ, মানসিক জপ সহস্র গুণ ও সগর্ভ জপ শতাধিক গুণ বলিয়া কথিত হয়। পণ্ডিতেরা আদি-অন্তে প্রাণায়ামযুক্ত জপকে, সগর্ভ জপ বলিয়া থাকেন। আর অগর্ভও প্রাণায়াম প্রশস্ত জানিবে। মন্ত্রার্থজ্ঞ ধীমান সাধক, শ্বাসরোধাদি-সহকারে চত্বারিংশৎ বার মন্ত্র স্মরণ করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে, যথাশক্তি জপ করিবে। পাঁচবার, তিনবার অথবা একবারও প্রাণায়াম করিবে। উক্ত জপ একবার অগর্ভই হউক, অথবা সগর্ভই হউক, তাহার কিছু নিয়ম নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে সগর্ভ জপ প্রশস্ত এবং সগর্ভ জপ অপেক্ষা ধ্যানযুক্ত জপ সহস্রগুণ অধিক। এই পাঁচ প্রকার জপের মধ্যে শক্ত্যনুসারে এক প্রকার জপও কর্ত্তব্য। অঙ্গুলির রেখাতে এক এক করিয়া জপসংখ্যা করার আটগুণ ফল, পুত্রজীব নামে বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন মালাতে জপ করার দশগুণ, শঙ্খমণিতে শতগুণ, প্রবালে সহস্রগুণ, স্ফটিকে দশ হাজার গুণ আর মুক্তাতে লক্ষ গুণ ফল উপদিষ্ট হয়। আর পদ্মাক্ষে দশ লক্ষ গুণ, সুবর্ণ-নির্ম্মিত মালাতে কোটিগুণ, কুশগ্রন্থি ও রুদ্রাক্ষে জপ করিলে অনন্তগুণ ফললাভ কথিত হয়। তিরিশটী রুদ্রাক্ষে নির্ম্মিত মালায় জপ করিলে ধনলাভ হইয়া থাকে। সাতাইশটী রুদ্রাক্ষে নির্ম্মিত মালা জপকার্য্যে পুষ্টিপ্রদা হয়। আর পঁচিশটী অক্ষে নির্ম্মিত মালা মুক্তিপ্রদা ও পনরটীতে নির্ম্মিত মালা অভিচার-ফল দান করিয়া থাকে। ১৩১—১৪০। অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলিতে জপ করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি, তর্জ্জনীতে শত্রুক্ষয়, মধ্যমাতে ধনলাভ ও অনামিকাতে জপ করিলে শান্তিলাভ হয় এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে জপ করিলে দুঃখনাশ হইয়া থাকে। অন্য অঙ্গুলির সহিত অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারাই জপ করিবে। যেহেতু অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলি ভিন্ন অন্য অঙ্গুলিতে জপ করিলে জপ অফল হয়। গৃহে জপ করিলে সমান ফল, গোষ্ঠে করিলে শতগুণ, পুণ্যবনে ও উপবনে করিলে সহস্রগুণ, পবিত্র পর্ব্বতে করিলে অযুতগুণ ও নদীতে করিলে লক্ষগুণ ফললাভ হয় এবং দেবালয়ে জপের ফল কোটিগুণ ও আমার সন্নিধানে জপের অনন্তগুণ ফল জানিবে। সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, দীপ, জল, বিপ্র, গো ইহাদিগের সমীপে জপতপ প্রশস্ত। ঐ জপ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া করিলে, বশীকরণ স্বরূপ হয়। দক্ষিণমুখ হইয়া করিলে, স্বীয় অভিচার তুল্য হইয়া থাকে। পশ্চিমমুখ হইয়া করিলে, ধনলাভ ও উত্তরমুখ হইয়া করিলে, ঐ জপ শান্তিপ্রদ হয়। সূর্য্য, অগ্নি, বিপ্র, দেবতা, গুরু ও অন্যান্য প্রশস্ত লোকের নিকটে বিমুখ হইয়া মন্ত্রজপ করিবে না। উষ্ণীষ বা কবচ পরিধান করিয়া অথবা নগ্ন কিংবা মুক্তকেশ কিংবা বেষ্টিত-কণ্ঠ, অশুদ্ধ ও বিলাপ করিতে করিতে কদাচিৎও জপ করিবে না। জপ করিবার সময়ে ক্রোধ, মদ, হাঁচি, নিষ্ঠীবন (অর্থাৎ থুথু শ্লেষ্মাদি ত্যাগ করা), হাইতোলা আর অধম লোকের দর্শন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে; যদি সেই সকল কার্য্য দৈবাৎ হয়, তবে তোমাকে আমাকে স্মরণ করিবে। ১৪১—১৫০। কিংবা সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ-পদার্থকে দেখিবে, অথবা প্রাণায়াম করিবে। আসন-শূন্য ও শয়ান হইয়া কিংবা গমন করিতে করিতে অথবা উত্থিত হইয়া জপ করিবে না। আর পথে কিংবা অমঙ্গল-জনক ও তিমিরময় স্থানে জপ করিবে না। পা ছড়াইয়া, কুক্কুটাসন বা চিন্তা-ব্যাকুলিত হইয়া, অথবা যানে কিংবা শয্যায় থাকিয়া জপ-কার্য্যে রত হইবে না। যাহারা শক্তিমান্ লোক, তাহাদের প্রতি এই সকল নিয়ম; অশক্ত হইলে যতদূর শক্তি, ততদূর করিবে। এ বিষয়ে আর অধিক বিস্তার বলিয়া কি হইবে, মোট সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সদাচার-সম্পন্ন হইয়া ধ্যান-জপাদি করিলে মঙ্গল-লাভে সমর্থ হইবে। আচারই পরম ধর্ম্ম, আচারই পরম ধন, আচারই পরম বিদ্যা, আচারই পরম গতি। আচার-বিহীন পুরুষ ইহলোকে নিন্দিত হইয়া, পরলোকে অশেষ দুঃখ-ভোগী হয়, সুতরাং অবশ্য অবশ্য সদাচারবান্ হইবে। বেদবিদ্ লোকেরা বেদ-

শাস্ত্রে যাহার যাহা আচার বিহিত আছে, তাহার সেই আচার-অনুষ্ঠানই সদাচার, এতদ্ভিন্ন ক সদাচার বলা যায় না। আচারকে সৎ লোকেরা অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া ঐ আচার সদাচার বলিয়া কথিত হয়, ঐ সদাচারের আস্তিক্যই মূল-কারণ। আস্তিক ব্যক্তি যদি প্রমাদাদি বশতঃ সদাচার হইতেও স্খলিত হয়, তাহাতে সে লোক দোষভাজন হয় না, অতএব আস্তিকতা অংশ্য অবশ্য আশ্রয় করিবে। ইহলোকে যেমন পুণ্যপাপে সুখ-দুঃখ আছে, তেমন পরলোকেও আছে এতাদৃশ বুদ্ধিকে আস্তিকতা বলা যায়। ১৫১—১৬০। হে প্রিয়ে! অন্য এক তোমাকে রহস্য বলিতেছি, যাহার তাহার নিকট বিশেষতঃ নাস্তিক পশুর নিকট বলিও না। কলিযুগে সদাচারশূন্য, পতিত ও নীচজাতির পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ব্যতিরিক্ত আর কিছুই পরিত্রাণ কারণ নাই। গমন করিতে করিতেই হউক অথবা আস্থান করিয়াই হউক, কিংবা স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্ম করিতে করিতেই হউক অথবা অশুচি অবস্থায় কিংবা শুচি অবস্থায় হউক, কোন সময়েই ঐ মন্ত্র নিষ্ফল হয় না। অনাচারে রত বা অবিশুদ্ধ-মার্গ লোকের গুরু কর্তৃক অনুপদিষ্ট হইলেও ঐ মন্ত্র নিষ্ফল হয় না। নীচজাতি, মূর্খ, মূঢ়, পতিত, মর্য্যাদাশূন্য ও ক্ষুদ্র কাহারও ঐ মন্ত্র নিষ্ফল নহে। মদ্ভক্তগণের সকল অবস্থায় ঐ মন্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। তদ্ভিন্ন অপর কাহারও নহে। হে প্রিয়ে! এই মন্ত্রপ্রদানে লগ্ন, তিথি, নক্ষত্র, বার, যোগ প্রভৃতির অত্যন্ত অনুসন্ধান করিতে হয় না। কেননা, এই মন্ত্র সুপ্ত নহে, সদা প্রবুদ্ধ। এই মহামন্ত্র কাহারও অরিমন্ত্র হয় না, সিদ্ধ, সাধ্য বা সুসিদ্ধ সকলের পক্ষেই হয়। (সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ এবং অরি এই চতুর্ব্বিধ মন্ত্রের নিয়ম, তন্ত্র-শাস্ত্রে কথিত আছে)। এই মন্ত্র সিদ্ধ গুরু-উপদিষ্ট হইলে, সুসিদ্ধ; অসিদ্ধ গুরু-উপদিষ্ট হইলে সিদ্ধ, আর কেবল স্বয়ং পঠিত হইলে সাধ্য বলিয়া কথিত হয়। যাহারা আমার প্রতি, মন্ত্রের ও গুরুর প্রতি সদা শ্রদ্ধান্বিত, তাহাদিগের ঐ মন্ত্র সাধিত হউক বা না হউক, সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ১৬১—১৭০। সুতরাং পণ্ডিতেরা অধিকারিবিশেষে অপায়-সম্পন্ন মন্ত্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া পরম হৃদ্য পঞ্চাক্ষরী বিদ্যাকে আশ্রয় করিবে। অন্য মন্ত্র সিদ্ধ হইলে এই মন্ত্র সিদ্ধ হয় না, কিন্তু এই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে, অন্য মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে মহেশ্বরি! যেমন অন্য দেবতা লব্ধ হইলে আমি লব্ধ হই না, কিন্তু আমাকে লাভ করিলে সকল দেবতাকেই লাভ করা হয়; সেইরূপ ঐ মন্ত্রের লাভে সকল মন্ত্রের লাভ হয়, কিন্তু অন্যকে লাভ করিলে এই মন্ত্রের লাভ হয় না। অন্যান্য মন্ত্রে যে সকল দোষ আছে, তাহা এই মন্ত্রে নাই। এই মন্ত্র জাতিবিশেষ অপেক্ষা করিয়া প্রবর্ত্তিত নহে। তাহা হইলেও ক্ষুদ্র ফল কিংবা শত্রুতে সহসা প্রয়োগ করিবে না। যেহেতু এই মন্ত্র মহাফলপ্রদ। এই প্রকার মহাদেব শূলী, মহাদেবীর নিকট জগতের হিতনিমিত্ত পঞ্চাক্ষর-মন্ত্রবিধি বলিয়াছেন। যে এই পঞ্চাক্ষর-বিধি নিয়ত ভক্তিসহকারে সমাহিত-চিত্ত হইয়া কীর্ত্তন করে, সে জন নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ১৬১—১৭৭।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি মন্ত্র-মাহাত্ম্য ও সাক্ষাৎ শ্রুতিসম মন্ত্র প্রয়োগ-বিধিও কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে মন্ত্রগ্রহণে যাহা কিঞ্চিন্মাত্র সূচিত হইয়াছে, কিন্তু বিবৃত হয় নাই, সেই উত্তম শিব-সংস্কারের শ্রবণে লালসা হইয়াছে। উপমন্যু কহিলেন,—হে দেবকীনন্দন! তোমাকে শিবকথিত সর্ব্বপাশ-বিমোচক পরম-পবিত্র সংস্কার বলিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যেরা যেহেতু সংস্কার দ্বারা পূজাদিতে অধিকারী হয়, সেহেতু সন্মার্গ-পরিশোধক সেই সংস্কার কথিত হইতেছে। সংস্কার, বিজ্ঞান-জনক এবং পাশবন্ধনের মোচক বলিয়া দীক্ষা নামে কথিত হয়। সেই দীক্ষা আবার শিবাগমে শিব-কর্তৃক শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী, এই তিন প্রকারে কথিত আছে। গুরুর আলোকন-মাত্রে, স্পর্শে, কিংবা সম্ভাষণ করিলে যে পাশক্ষয়কারক জ্ঞান জন্মে, তাহাকে শাম্ভবী দীক্ষা বলেন। তাহা পাশক্ষয়-ভেদে তীব্রা ও তীব্রতরা এই দুই প্রকারে কথিত হয়। আর যাহা দ্বারা সদ্যই নির্বৃতি জন্মে, সেই তাহার তীব্রতরা দীক্ষা, আর পাপ-মোচিকা দীক্ষাকে তীব্রা বলিয়া উপদেশ দেন। যে দীক্ষা জ্ঞান-চক্ষুষ্মান্ গুরুকর্তৃক যোগমার্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, শিষ্য দেহে প্রবেশ করত জ্ঞান প্রদান করে, তাহাকে শাক্তী দীক্ষা বলেন। ১—১০। মান্ত্রী দীক্ষা ক্রিয়াবহুলা; কুণ্ড মণ্ডলাদি রচনাপূর্ব্বক এই দীক্ষার অনুষ্ঠান করিতে হয়। মন্দ এবং মন্দতর স্থান ভিন্ন স্থানে গুরু এই দীক্ষা দিবেন। শক্তি-প্রাপ্তিই শৈব ধর্ম্মানুসারের সংক্ষেপতঃ মূল বলিয়া শিষ্য শক্তিপ্রাপ্তি অনুসারে অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়। যাহাতে শক্তি নাই, তাহাতে শুদ্ধি নাই, বিদ্যা নাই, শুদ্ধাচার নাই এবং মুক্তি ও সিদ্ধি কিছুই নাই। অতএব গুরু, শক্তিপ্রাপ্তির চিহ্ন সকল দেখিয়া, জ্ঞান এবং ক্রিয়া দ্বারা শিষ্যকে পরিশুদ্ধ করিবেন। যিনি ইহার অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হন, সেই দুর্ম্মতি বিনাশ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই লাভ করে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে গুরু

দুই হস্ত পরিমিত মণ্ডলের কর্ণিকাদি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। তাহার পর শোভা উপশোভা প্রভৃতি করিয়া সেই মণ্ডপের ঈশানকোণে পুনর্ব্বার বেদিতে এক হস্ত অথবা অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত মণ্ডপ রচনা করিবে। ১—৯। তাহার পর ধান্য, তণ্ডুল, শ্বেত সর্ষপ, তিল, পুষ্প, কুশ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে লক্ষণান্বিত গন্ধ-পুষ্প-অক্ষত-কুশ-দূর্ব্বাঙ্কুরাদিযুক্ত, শ্বেতবর্ণ সূত্রে ও কণ্ঠে নূতন বস্ত্রদ্বয়ে আবৃত, শুদ্ধজলপূর্ণ, অন্যান্য দ্রব্যাদি বিশিষ্ট ও আচ্ছাদন সহিত একটী শিবকুম্ভ স্থাপন করিবে। অসমর্থ ব্যক্তি, কুম্ভাভাবে, ভৃঙ্গার, শরাব, শঙ্খ, চক্র বা পদ্মপত্র স্থাপন করিবে; ইহাতে আর সূত্রাদির প্রয়োজন হইবে না। সেই আসন পদ্মের উত্তর দলে, অগ্রভাগে চন্দন জল দ্বারা শৈবশাস্ত্রোক্ত অস্ত্ররাজের বর্দ্ধনী অর্থাৎ শরাবাকৃতি মণ্ডপ অঙ্কিত করিবে। ১০—১৪। তাহার পর মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ববৎ মন্ত্রকুম্ভ স্থাপন করিয়া শিবের যথাবিধি মহাপূজা করিবে। অনন্তর সমুদ্রের তীরে কিংবা নদীতে কিংবা গোষ্ঠেতে কিংবা পর্ব্বতে কিংবা দেবমন্দিরে কিংবা গৃহে অথবা অন্য কোনও মনোহর দেশেতে পূর্ব্বোক্ত সকল নির্ম্মাণ করিয়া অথবা মণ্ডপাদি ভিন্ন পূর্ব্বের ন্যায় মণ্ডল ও অগ্নি-স্থাপনের নিমিত্ত স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিবে। তাহার পর প্রহৃষ্টবদন গুরু নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক নিখিল-মঙ্গল-সম্পন্ন হইয়া পূজাভবনে প্রবেশ করত মণ্ডল মধ্যে মহেশ্বরের মহাপূজা সমাপন করিবেন; তাহার পর শিবকুম্ভে শিবকে আবাহন করিয়া পুনর্ব্বার পূজা করিবেন। আর অস্ত্ররাজ শরাবে পশ্চিমাভিমুখী যজ্ঞরক্ষক ঈশ্বরের ধ্যান করত পূজা করিয়া তাঁহার দক্ষিণে অস্ত্ররাজের পূজা করিবে। তাহার পর মন্ত্র-বিশারদ গুরু মন্ত্রকুম্ভে মন্ত্র বিন্যাস পূর্ব্বক মুদ্রাদি করিয়া মন্ত্রযাগ অনুষ্ঠান করিবেন। তাহার পর আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম করিবেন, আর অপর অপর দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে প্রধান দেবতার হোম করিবেন। সেই দ্বিজগণের হোম আচার্য্য-হোমের চতুর্থাংশ অথবা অর্দ্ধাংশ বিহিত আছে। অনন্তর আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ কুণ্ডেতেই প্রধান দেবতার হোম করিবেন। আর শিবভক্তি-পরায়ণ অপরে রুদ্রসূক্তাদি পাঠ, স্তোত্র পাঠ, মঙ্গলবাচন ও জপ, এ সকল যথাবিধি করিবেন। এই সময়ে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অপর অপর মঙ্গলাচরণ হইতে থাকিবে। তাহার পর যথাবিধি সদস্যগণের পূজা করিতে হইবে। অনন্তর আচার্য্য পুণ্যাহবাচনাদি করিয়া শঙ্করের পূজাপূর্ব্বক শিষ্যের অনুগ্রহকামনায় দেব-সকাশে প্রার্থনা করিবেন। হে দেবদেবেশ! হে বিশ্বেশ্বর! হে কৃপানিধে! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার দেহে প্রবেশ করত এই শিষ্যকে অবলীলাক্রমে পাপ-বন্ধন হইতে মোচন করুন। ১৫—২৭।

অনন্তর দেব-সকাশে "এইরূপ করিব"—এতাদৃশ আজ্ঞা লাভ করিয়া গুরু উপবাসী, হবিষ্যভোজী, একবার মাত্র ভোজনকারী, অনাসক্তচেতাঃ, স্নাত, কৃতনিত্যক্রিয়, প্রণবজপে পরায়ণ, শিবধ্যানে তৎপর, অনুষ্ঠিত-মঙ্গল শিষ্যকে পশ্চিম দ্বারের অথবা দক্ষিণ দ্বারের অগ্রস্থিত মণ্ডল-সমীপে উত্তরমুখ দর্ভাসনে বসাইয়া নিজে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবেন। তাহার পর শিষ্যকে ঊর্দ্ধকায় ও কৃতাঞ্জলি হইতে বলিয়া অস্ত্রমুদ্রা দ্বারা প্রোক্ষণী-জলে অভ্যুক্ষণপূর্ব্বক পুষ্পক্ষেপণে তাড়িত করত অভিমন্ত্রিত নূতন দুকূলার্দ্ধ বস্ত্র দ্বারা তাহার লোচন বাঁধিবেন। অনন্তর গুরু শিষ্যকে দ্বার দ্বারা মণ্ডলে প্রবেশ করাইবেন। আর শিষ্যও গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শিবকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে এবং সুবর্ণমিশ্রিত পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া ক্ষিতিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। তাহার পর গুরু পূর্ব্বের ন্যায় শিষ্যকে অস্ত্রমুদ্রা দ্বারা মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ ও তাড়ন করিয়া নেত্রবন্ধন মোচন করিবেন। শিষ্য মুক্তনেত্র হইয়া মণ্ডল দর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বারও শঙ্করকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। অনন্তর শিবাচার্য্য গুরু আসীন শিষ্যকে মণ্ডলের দক্ষিণে আপনার বামে দর্ভাসনে উপবেশন করাইবেন এবং মহাদেবকে আরাধনা করিয়া শিব-হস্ত বিন্যাস করিবেন। তাহার পর শিবাভিমানী গুরু শিবমন্ত্র উচ্চারণ করত শিবতেজোময় হস্ত শিষ্যমস্তকে অর্পণ করিবেন এবং সেই হস্তে শিষ্যের সর্ব্বাঙ্গ অবলম্বন করিবেন। শিষ্যও আচার্য্যরূপী ঈশ্বরকে ভূমিতে প্রণাম করিবেন। অনন্তর গুরু শিবকুণ্ডস্থ বহ্নিতে যথাবিধি দেবকে অর্চ্চনা করিয়া তিনবার আহুতি দানপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া শিষ্যকে দর্ভাগ্র স্পর্শ করিতে বলিবেন। তাহার পর শিবকে নমস্কার করিয়া নাড়ী সন্ধান করিতে বলিবেন এবং শিব-শাস্ত্র-পদ্ধতিতে প্রাণ বহির্গত করিয়া শিষ্যদেহে প্রবেশ স্মরণ করিয়া মন্ত্রের তর্পণ করিবেন। তর্পণে মূলমন্ত্রের প্রয়োগ কর্ত্তব্য; মূলমন্ত্র দ্বারাই দশবার আহুতি দান করিবে; আর অঙ্গ দেবতাদিগের যথাক্রমে তিন বার আহুতিদান অঙ্গমন্ত্রেই করিবে। ২৮—৪০। তাহার পর মন্ত্রজ্ঞ আচার্য্য পূর্ণাহুতি দান ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার মূলমন্ত্রে দশবার আহুতি দান করিবেন। আচার্য্য আবার পূর্ব্ববৎ মহাদেবকে পূজা ও প্রণাম করিয়া আচমন পূর্ব্বক যথাচারে বৈশ্যজাতি দান করিয়া পরে বৈশ্যজাতি হইতে উদ্ধার করিবেন। এইরূপ প্রকার ক্ষত্রিয়ত্ব জন্মাইয়া আবার তাহা হইতে উদ্ধার করিবেন। অনন্তর সেই প্রকারেই তাহার বিপ্রত্ব জন্মাইবেন। যে শিষ্য জাতি-ক্ষত্রিয়, পূর্ব্ব প্রকারে তাহাকে ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার ব্রাহ্মণত্ব জন্মাইবেন।

অনন্তর তাহাদিগের বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া রুদ্রত্ব সম্পাদন করিবেন। অনন্তর গুরু শিষ্যের আত্মাতে স্বীয় আত্মাকে প্রোক্ষণ ও তাড়ন করিয়া অনন্তর সেই আত্মাকে বিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ দীপাগ্রাম শিবময় স্মরণ করত যথোক্ত সুষুম্না-নাড়ী দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বায়ু রেচন করিবেন ও ঐ নাড়ী দ্বারা শিষ্যের হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার তাহাতে প্রবেশ করিবেন। প্রবেশানন্তর শিষ্যের চৈতন্যকে নীলবিন্দুনিভ, জাজ্বল্যমান ও স্বীয়তেজে নাশিত-মল চিন্তা করিবেন। গুরু তাহার পর সংহার-মুদ্রা দ্বারা সেই নাড়ীপথে বায়ুকে গ্রহণ করত ঐক্য হইবার বাসনায় পূরক দ্বারা আত্মাতে নিবেশ করিবেন। আবার কুম্ভক দ্বারা সেই নাড়ীপথে বায়ুকে পূর্ব্ববত গ্রহণ করত রেচক দ্বারা শিষ্য-হৃদয়ে প্রবেশ করাইবেন। তাহার পর শিষ্যকে স্পর্শ করিয়া শিবসকাশে লব্ধ উপনীত শিষ্যকে দান করত আহুতিত্রয় দানপূর্ব্বক পূর্ণাহুতি দান করিবেন। অনন্তর শিষ্যকে কুশপুষ্প-পরিগত স্বস্তিকাসনে উত্তরমুখ উপবেশন করাইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইতে বলিবেন এবং গুরু স্বয়ং বরাসনে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করত পূর্ব্বস্থাপিত পূর্ণঘট গ্রহণপূর্ব্বক মহা-মঙ্গলশব্দ-মিশ্রিত মন্ত্রে শিবকে স্মরণ করিতে করিতে শিষ্যকে অভিষেচন করিবেন। শিষ্য এইরূপ অভিষিক্ত হইয়া গাত্রস্থিত স্নানজল অপনোদন করত শ্বেতবস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান, পরে আচমনপূর্ব্বক অঞ্জলি বাঁধিয়া মণ্ডপে গমন করিবেন। আর গুরু পূর্ব্ববত শিষ্যকে দর্ভাসনে উপবেশন করাইয়া মণ্ডপে দেবপূজাপূর্ব্বক করন্যাস করিবেন এবং শিবকে ধ্যান করত ভস্মে শিষ্যের অঙ্গলেপন ও শিবনাম উচ্চারণ করিবেন। ৪৪—৫৯। আর মাতৃকান্যাস-পদ্ধতিতে শিষ্যের দহন-প্লাবনাদি ও সকলীকরণ করিয়া সেই শিষ্যের মস্তকে শিবাসন ধ্যান করত তাহাতে মনে মনে শিবকে আবাহন করিয়া তাঁহার মানসিক পূজা করিবেন ও প্রাঞ্জলি হইয়া শিবসকাশে "নিয়ত ইহাতে অবস্থান করুন" এই প্রার্থনাপূর্ব্বক শিষ্যকে শিবতেজে দেদীপ্যমান স্মরণ করিবেন। তাহার পর শিবপূজা করিয়া শিবাজ্ঞিকা-শৈবী আজ্ঞা লাভ করত শিষ্যের কর্ণে শনৈঃশনৈঃ শিবমন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। শিষ্য অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক তদগতমনা হইয়া মন্ত্র শ্রবণ করত গুরু-আজ্ঞায় শনৈঃশনৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। শিব-মন্ত্রদীক্ষা হইলে মন্ত্রবিচক্ষণ গুরু শাক্তমন্ত্র মন্দ মন্দ ভাবে উচ্চারণ করত শিষ্যকে উপদেশ দান করিয়া তাহাকে মঙ্গল আদেশ করিবেন। তাহার পর গুরু বাচ্য-বাচক-যোগে সংক্ষেপে মন্ত্রার্থ উপদেশ, ঈশ্বররূপ, যোগ ও আসন শিক্ষা দিবেন। এইরূপ উপদেশ পাইয়া শিষ্য শিব, অগ্নি, গুরু-সন্নিধানে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া দীক্ষা-বাক্য উচ্চারণ করিবে যে, বরং প্রাণত্যাগ হউক অথবা শিরশ্ছেদন হউক, তথাপি ভগবান্ ত্রিলোচনের পূজা না করিয়া কখনও ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইব না। এইরূপে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক শিষ্য শিবনিষ্ঠাসম্পন্ন, শিবপরায়ণ ও সংযত হইয়া যে পর্যন্ত মোহবিপর্য্যয় না হয়, তাবৎকাল নিয়ত ভগবান্ ভূতভাবনের আরাধনা করিবে। তাহার পর সেই শিষ্য শিবাশ্রমে সময় নামে প্রসিদ্ধ হইবে। শিষ্যও অধিকারী হইয়া নিয়ত গুরু-আজ্ঞা-পালক এবং গুরুর অধীন হইবে। অনন্তর গুরু করন্যাস করিয়া স্বহস্তে ভস্মগ্রহণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র দ্বারা শিষ্যকে দান করিবেন এবং অভিমন্ত্রিত রুদ্রাক্ষ দান করিবেন। আর দেবপ্রতিমা কিংবা লিঙ্গময় দেহ ও সম্ভব হইলে পূজা-হোমাদিসাধনও দান করিবেন। শিষ্যও গুরু-সকাশে লব্ধ সকল সাদরে, তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া গ্রহণ করিবে, নচেৎ নহে। আচার্যসকাশে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি মস্তকে ধারণ করত ভক্তিপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। আর মঠে কিংবা গৃহে শম্ভুর পূজায় তৎপর থাকিবে। তাহার পর আচার্য্য শিষ্যের ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞানুরূপ শিবাচার উপদেশ দিবেন। ঐ সময়-সংস্কারে গুরু যাহা বলিবেন, যাহা আজ্ঞা করিবেন ও যাহা যাহা গুরুকর্ত্তৃক প্রকীর্ত্তিত হইবে, শিষ্য সে সকল মস্তকে বহন করিবেন। শিষ্য শিবাগমের গ্রহণ বাচন বা শ্রবণ গুরু-আজ্ঞা পাইলেই করিতে প্রবৃত্ত হইবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কিংবা অন্য উপদেশে কখনও করিবে না। হে কৃষ্ণ! মনুষ্যদিগের শিবপুর-গমনের যাহা পরম সাধন, সেই সময় নামক সংস্কার এই সংক্ষেপে কথিত হইল। ৬০—৭৮।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—গুরু শিষ্যের যোগ্যতা দেখিয়া তাহার সর্ব্ববন্ধ-বিমুক্তির নিমিত্ত ষড়ধ্ব-শুদ্ধ করিবেন। নিবৃত্তি প্রতিষ্ঠাদি কলা, তত্ত্ব, ভুবন, বর্ণ, পদ, মন্ত্র এই সংক্ষেপে ষড়ধ্ব বলিয়া কথিত হয়। নিবৃত্তি-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পাঁচটী কলা কলাধ্ব বলিয়া কথিত হয়। সেই পাঁচ কলাতে অন্য তত্ত্বাদি পঞ্চমার্গ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শিবতত্ত্বাদি ভূমিতত্ত্ব পর্য্যন্ত ছাব্বিশটী তত্ত্বাধ্ব, এবং সেই তত্ত্বাধ্ব আবার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ এই উভয়াত্মক রূপে উদাহৃত আছে। আধারাদি উন্মনান্ত লোক-কোষ ভুবনাধ্ব বলিয়া কীর্ত্তিত। সেই ভুবনাধ্ব আবার বিনাভেদ ও অবান্তর ভেদে ষাট সংখ্যক কথিত আছে। অকারাদি ষোল ও ককারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত চুয়াল্লিশ:

মোট পঞ্চাশটী রুদ্ররূপী বর্ণ বর্ণাধ্ব বলিয়া কথিত আছে। পদাধ্বকে উপসর্গনিপাত, নামাখ্যাত প্রভৃতি অনেক ভেদযুক্ত বলিয়া উপদেশ দেন। আর সাত কোটি মহামন্ত্র মন্ত্রাধ্ব বলিয়া উদাহৃত আছে ও ঐ মন্ত্রাধ্ব মহামন্ত্র ও উপমন্ত্রের অবয়বাত্মক হয়। আর প্রধানভূত ঈশানাদি মন্ত্রের অবয়বাত্মক হইলে ঐ মন্ত্রাধ্ব পঞ্চপদাত্মক হইয়া থাকে এবং ঐ মন্ত্রাধ্ব সকলই নিখিল মন্ত্র ও পঞ্চাক্ষর-মন্ত্ররূপা পরম বিদ্যার পরিব্যাপ্ত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। যেমন তত্ত্বাত্মক শিব তত্ত্ব মধ্যে গণ্য হন না; সেইরূপও ঐ মন্ত্রাত্মক শিব মন্ত্রাধ্ব মধ্যে গণিত হন না। যে ব্যক্তি কলাধ্বের ব্যাপকত্ব ও ইতর অধ্বের ব্যাপ্যত্ব যথার্থরূপে জানিতে পারে না, সে ষড়ধ্বশুদ্ধি করিতে অক্ষম হয়। ১—১০। যে ব্যক্তি ষড়বিধ অধ্বের স্বরূপ নীতি অনুসারে অবগত হইতে পারে, সেই ব্যাপ্য-ব্যাপকতা জানিতে সক্ষম হয়। অতএব অধ্বস্বরূপ ও ব্যাপ্য-ব্যাপকতা যথাবৎ অবগত হইয়াই অধ্বশোধন-কার্য্যে রত হইবে। গুরু পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত স্থলে কুণ্ড-মণ্ডপাদি পর্য্যন্ত পূর্ব্বমত করিয়া পূর্ব্বদিকে দ্বিহস্ত পরিমিত কলশমণ্ডপ করিবেন। তাহার পর কৃতস্নানাদি নিত্যক্রিয় গুরুশিষ্যের মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবেন। তাহার পর চার প্রস্থ পরিমিত অপেক্ষা অধিক তণ্ডুলে পক্ব পায়সের অর্দ্ধভাগ নিবেদন করিয়া শেষ-হোমের নিমিত্ত রাখিবেন। অনন্তর পূরোভাগে রচিত বর্ণচিত্রিত মণ্ডলের চারি দিকে এবং মধ্যে পাঁচটী কলশ স্থাপন করিবেন। সেই পঞ্চ কলসে পূর্ব বিধিবেত্তা গুরু বিন্দুনাদ সহিত নমাদি-যকারান্ত (নং মং শিং ইত্যাদি) মূল মন্ত্রাক্ষর দ্বারা ব্রহ্মকল্পনা করিবেন। মধ্যস্থিত কুম্ভে ঈশান, পূর্ব্বদিকে স্থিত কুম্ভে পুরুষকে, দক্ষিণস্থে অঘোরকে, বামস্থে (অর্থাৎ উত্তরস্থে) বামকে (বামদেবকে) ও পশ্চিমস্থ কুম্ভে সদ্যকে (সদ্যোজাতকে) আবাহন করিবেন। অনন্তর রক্ষাবিধান করিয়া মুদ্রা রচনাপূর্ব্বক অভিমন্ত্রণ করত শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম আরম্ভ করিবেন। আর যে শেষার্দ্ধ পায়স, যাহা হোমের জন্য রাখা হইয়াছিল, তাহা হোম করিয়া হুতশেষ শিষ্যের খাইবার জন্য রাখিবেন। আচার্য্য তাহার পর পূর্ব্বমত মন্ত্রের তর্পণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া তাহাদিগের পূর্ণাহুতি দান করত তাহার পর প্রদীপন করিবেন। ১১—২০। ওঁ হুংকারের পর মূলমন্ত্র, তাহার ফট্ স্বাহা ইহারা দীপনকর্ম্মে যথাক্রমে অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। সেই অঙ্গের দীপনকার্য্যে সেই মন্ত্র দ্বারা আহুতির দেদীপ্যমান মূর্ত্তি চিন্তা করত এক এক করিয়া তিন আহুতি দান করিবেন। দ্বিজকন্যা-নির্ম্মিত ত্রিগুণ শ্বেতবর্ণ সূত্র আবার তিনগুণ ও অভিমন্ত্রিত করিয়া সূত্রান্তর দ্বারা শিষ্যের শিখাগ্রে বাঁধিবেন। সেই সূত্রকে আবার ঊর্দ্ধকায় হইয়া অবস্থিত শিষ্যের চরণের অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলি পর্য্যন্ত লম্বমান করিয়া সেই সূত্রে তালু-মধ্যগত সুষুম্না নাড়ী যোজন করিবেন। মন্ত্রবিৎ গুরু মূলমন্ত্রে শান্তমুদ্রা দ্বারা সেই সূত্রকে গ্রহণ করিয়া আহুতিত্রয় দান করত সেই সূত্রে ঐ মুদ্রার সান্নিধ্য কল্পনা করিবেন। তাহার পর পূর্ব্বমত পুষ্পক্ষেপণে শিষ্যের হৃদয়ে তাড়না করিয়া তাহার চৈতন্য গ্রহণ করত একাদশ-তত্ত্বের আধার ঈশ্বরে নিবেশিত করিয়া সূত্রান্তরে সূত্রকে সংযুক্ত করিবেন। অনন্তর অস্ত্রের (ফট্) দ্বারা রক্ষা করিয়া বর্ম্মের (হুং) দ্বারা বেষ্টন করত সূত্রকে শিষ্যদেহ চিন্তা করিবেন এবং সেই শিষ্যের বিষয়, ইন্দ্রিয় ও দেহাদির জনক ও ভোগ, ভোগ্য ভোক্তৃত্বের কারণ জন্ম কর্ম্ম-আয়ুস্বরূপ মলত্রয় চিন্তা করিবেন। আকাশাদি-ভূতরূপিণী শান্ত্যতীতাদি কলাকে সেই সূত্রে শান্ত্যতীতা প্রভৃতি স্ব স্ব নামে যোজনা করিবেন ও 'নমঃ' যুক্ত করিয়া সেই সেই নামে তাহাদিগকে পূজা করিবেন। কিংবা আকাশাদি বীজ দ্বারা সে সকল পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিয়া তত্ত্বাদিতে মলাদির ব্যাপ্তি অবলোকন করিবেন। আর মলাদিতে কলার ব্যাপ্তিও অবলোকন করত হোম করিয়া সেই দেহে শিষ্যের মস্তকে পূর্ব্বমত তাড়নাপূর্ব্বক কলা সকল প্রকাশ করিবেন। সূত্রের শান্ত্যতীত নামক অংশে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক চিহ্ন দিবে, নিবৃত্তি পর্য্যন্ত এইরূপ ক্রম অবলম্বনীয়। পরে আহুতিত্রয় দিয়া মণ্ডলে পুনরায় শিবপূজা করিবেন। আর শিষ্যকে দেবের দক্ষিণে উত্তরমুখ করিয়া বসাইবেন। ২১—৩৪। অনন্তর দর্ভযুক্ত মণ্ডলে হোমাবশিষ্ট চরু শিষ্যকে দান করিবেন। শিষ্যও সেই গুরুদত্ত চরু পাইয়া সংস্কার করত ভোজন করিবে। তাহার পর দুইবার আচমন করিয়া শিব মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। গুরু তাহার পর অপর মণ্ডপে পঞ্চগব্য দান করিবেন, শিষ্যও যথাশক্তি ঐ পঞ্চগব্য খাইয়া পূর্ব্ববৎ দুইবার আচমন করিয়া শিবস্মরণ করিবে। আবার গুরু পূর্ব্বমত তৃতীয় মণ্ডলে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া শাস্ত্রোক্ত লক্ষণানুসারে দন্তকাষ্ঠ দান করিবেন। শিষ্যও সেই দন্তকাষ্ঠ পাইয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ উপবেশন করত নির্ব্বাক্ হইয়া সেই দন্তকাষ্ঠের মৃদু অগ্র দ্বারা দন্তবিশোধন করিবে। তাহার পর দন্তকাষ্ঠ প্রক্ষালনপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া আচমন করত শিবস্মরণ করিবে। তাহার পর শিষ্য গুরু-আদেশ লাভ করত কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক শিবমণ্ডলে প্রবেশ করিবে। গুরু যদি সেই পরিত্যক্ত দন্তকাষ্ঠ অবলোকন করেন, পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে সেই দন্তকাষ্ঠের অগ্র থাকিলে শুভ, তদ্ব্যতিরিক্ত অশুভ। তবে অপ্রশস্তদিকে অগ্র থাকিলে গুরু তাহার শান্তির নিমিত্ত শত কিংবা তাহার অর্দ্ধ অথবা সেই অর্দ্ধের অর্দ্ধ হোম

করিবেন। তাহার পর গুরু শিষ্যকে স্পর্শ করত তাহার কর্ণে শিবনাম জপ করিয়া অখণ্ড আস্তরণযুক্ত সদর্ভ শয্যায় দেবের দক্ষিণ ভাগে তাহাকে শয়ন করাইবেন। শিষ্যও অন্তরে শিবকে ধ্যান করত পূর্ব্বশিরাঃ হইয়া মন্ত্রিত শয্যায় শয়ন করিবে। তাহার পর গুরু, শিষ্যের শিখাবদ্ধ সূত্রের অগ্রভাগ দ্বারা শিষ্যের শিখা বেষ্টন করিয়া অখণ্ড বস্ত্রে বর্ম্ম (হুং) দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিবেন এবং চতুর্দ্দিকে রেখাত্রয় করিয়া তাহার বাহিরে অস্ত্র (ফট্) মন্ত্রে জপ্ত ভস্ম, তিল ও সর্ষপে দিকপতিগণকে বলি দিবেন। শিষ্যও উপবাসী হইয়া এইরূপে শয়ন করিবে, পরদিন প্রবুদ্ধ হইয়া দৃষ্ট স্বপ্ন গুরুকে নিবেদন করিবে। তাহার পর গুরু-আজ্ঞায় স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক শিবমণ্ডলে গমন করিবে। অনন্তর গুরু, পূজা ভিন্ন পূর্ব্বদিনমত নেত্র-বন্ধন পর্য্যন্ত সকল করিয়া মণ্ডল দর্শন করাইবেন। শিষ্য বদ্ধনেত্র হইয়া পুষ্পক্ষেপণ করিলে, যাহাতে পুষ্প সকল পতিত হইবে, তাহার নামে ঐ শিষ্যের নাম করিবেন তাহার পর নির্ম্মাল্য সকল নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্বমত দেব ঈশানের পূজা ও অনলে হোম করিবেন। শিষ্য যদি দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই দোষশান্তির নিমিত্ত, শত অথবা তাহার অর্দ্ধ কিংবা সেই অর্দ্ধেরও অর্দ্ধ মূলমন্ত্রে হোম করিবেন। তাহার পর শিখাবদ্ধ সূত্রকে সমান করিয়া, যাহা নিবৃত্তি-কলার আশ্রিত, সেই সকল আধারপূজা প্রভৃতি বাগীশ্বরীপূজা পর্য্যন্ত পূর্ব্বমত হোমপূর্ব্বক করিবেন। ৩৫-৫৩। অনন্তর গুরু নিবৃত্তিব্যাপিকা সতী বাগীশ্বরীকে প্রণাম করিয়া মণ্ডলে দেবের অভ্যর্চ্চনা ও আহুতিত্রয় দান করত শিষ্যের বক্ষ্যমাণ চতুর্দ্দশ যোনিতে এককালীন প্রাপ্তি প্রার্থনা করিবেন। তাহার পর শিষ্যের সূত্র দেহে তাড়ন-প্রোক্ষণাদি করিয়া তাহার আত্মাকে সেই একাদশ তত্ত্বের আধার ঈশ্বরে নিবেশিত করিবেন, তাহা হইতেও আবার মূলমন্ত্রে শাস্ত্রদৃষ্ট মুদ্রা দ্বারা আত্মাকে গ্রহণ করত এককালীন সকল চতুর্দ্দশ যোনিতে যুক্ত করিবেন। দেবতাদিগের আট যোনি, পশুপক্ষীর পাঁচ ও মনুষ্যের এক যোনি; এই চতুর্দ্দশ যোনিতে শিষ্যাত্মার ইচ্ছানুসারে প্রবেশ নিমিত্ত ঐ শিষ্যাত্মাকে বাগীশ্বরীতে নিবেশ করিবেন। গর্ভ-নিষ্পত্তি নিমিত্ত দেবদেবকে পূজা করত প্রণাম ও তাহার পর হোম করিয়া "গর্ভ নিষ্পন্ন হইয়াছে" ইহাই চিন্তা করিবেন। গর্ভনিষ্পত্তির পর, জন্ম, কর্ম্মানুবৃত্তি, সারল্য, ভোগনিষ্পত্তি এবং পরমা প্রীতি এই সব ভাবনা করিয়া শিষ্যের নিষ্কৃতির জন্য, জাতি, আয়ু এবং ভোগের শোধনার্থ গুরুদেব, আহুতিত্রয় প্রদানপূর্ব্বক দেবদেবের নিকট প্রার্থনা করিবেন। এইরূপে ভোগ, বিষয়াসঙ্গ এবং তৎশোধন করিয়া গুরু শিষ্যের জাতি, আয়ু, ভোগ অর্থাৎ বর্ম্মরূপ পাশত্রয় ছেদন করিবেন এবং নিবৃত্তিতে পরিবদ্ধ পাশের অত্যন্ত ছেদ করিয়া শিষ্যের চৈতন্যকে কেবল স্বচ্ছ বলিয়া অবগত হইবেন। তাহার পর পূর্ণাহুতি দিয়া ব্রহ্মাকে পূজা করিবেন এবং ব্রহ্মার উদ্দেশে আহুতিত্রয় দান করিয়া এই শিবাজ্ঞা অবগত করাইবেন যে, হে পিতামহ! আপনি পরম শৈব পদে গমনকারী এই শিষ্যের প্রতিবন্ধক হইবেন না। ইহাই শিবের গরীয়সী আজ্ঞা। এইরূপ আদেশ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে পূজা করত যথাবিধি বিসর্জ্জন করিবেন। ৫৪—৬৬। অনন্তর মহাদেবকে পূজা করিয়া আহুতিত্রয় দান করিবেন। তাহার পর নিবৃত্তিকলায় শুদ্ধ শিষ্যাত্মাকে উদ্ধার করত পূর্ব্বমত আত্মাতে ও সূত্রেতে নিবেশিত করিয়া বাগীশানীর পূজা করিবেন ও তাঁহার উদ্দেশে আহুতিত্রয় দান ও প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে বিসর্জ্জন করিবেন। এইরূপ করিয়া নিবৃত্তি-কলার প্রতিষ্ঠাকলার সহিত সন্ধান করিবেন। সন্ধান-কালে যুগপৎ পূজা ও আহুতিত্রয় দান করিয়া শিষ্যাত্মার প্রতিষ্ঠা-কলাতে প্রবেশ চিন্তা করিবেন। তাহার পর প্রতিষ্ঠাকে আবাহন করিয়া অন্য কার্য্য পূর্ব্বমত করিবেন এবং সেই প্রতিষ্ঠা-কলার ব্যাপ্তি ও তাহার ব্যাপিকা বাগীশ্বরীকে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলসদৃশী চিন্তা করিবেন ও অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্বমত করিবেন। অনন্তর পরমাত্মা শিবের ঐ আজ্ঞা বিষ্ণু-উদ্দেশে আদেশ করিয়া ঐ বিষ্ণুর বিসর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য পূর্ব্ববৎ করিবেন। তাহার পর ঐ প্রতিষ্ঠা-কলার বিদ্যার সহিত সন্ধান করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যথাক্রমে তাহার ব্যাপ্তি ও তাহার ব্যাপিকা বাগীশ্বরীকে পূর্ব্বমত পূর্ণচন্দ্র-সদৃশী চিন্তা করিবেন। অনন্তর প্রদীপ্ত অগ্নিতে পূর্ণহোম পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বমত অন্যান্য কার্য্য করিয়া নীলরুদ্রকে আবাহন করত পূর্ব্ববৎ পূজাদি পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে শিবাজ্ঞা অবগত করাইবেন এবং তাঁহারও পূর্ব্ববৎ বিসর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া শান্তিকলাতে বিদ্যাকলাকে নিবেশিত করত তাঁহার ব্যাপ্তি ও তদ্ব্যাপিকা বাগীশ্বরীকে "বালার্কসদৃশ আকারে দশ দিক্ ভাসিত করিতেছেন" এইরূপ চিন্তা করিবেন। তাহার পর অন্যান্য কার্য্য পূর্ব্বমত করিয়া দেব মহেশ্বরকে আবাহন পূর্ব্বক পূজা হোম প্রভৃতিতে আরাধনা করত মনে মনে শিবাজ্ঞা জানাইবেন। তাহার পর মহেশ্বরকে বিসর্জ্জন করিয়া শান্তিতে পঞ্চমকলা শান্ত্যতীতাকে স্থাপিত করিয়া তদ্ব্যাপ্তি ও তাহার ব্যাপিকা বাগীশানীকে পূর্ণা নভোমণ্ডল-সদৃশী চিন্তা করত যথাবিধি পূর্ব্বমত শেষ কার্য্য করিয়া সদাশিবকে আবাহন করিয়া অর্চ্চনা করিবেন। ৬৭—৮০। তাহার পর গুরু সেই সদাশিব-উদ্দেশে অমিৎকর্ম্মা শম্ভুর

ঐ আজ্ঞা জানাইবেন এবং সেই শিষ্যমস্তকে পূর্ব্বমত শিবকে অর্চ্চনা করিয়া বাগীশ্বরীকে প্রণাম করত বিসর্জ্জন করিবেন। তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় শিষ্যমস্তক প্রক্ষালন করিয়া শিবের সহিত শান্ত্যতীতা-কলার শক্তি-তত্ত্বে বিলয় চিন্তা করিবেন। অনন্তর গুরু ষড়ধ্বের পর-পারে অবস্থিতা ও সর্ব্বাধ্বব্যাপিনী কোটিসূর্য্য-সদৃশী পরমা শৈবী শক্তিকে চিন্তা করিবেন।" এইরূপ চিন্তার পর বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল শিবাকে সম্মুখে আনিয়া কর্ত্তরী (অর্থাৎ কাঁচী) প্রক্ষালন করিয়া পশ্চাৎ সেই কাঁচীতে শিবশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে সূত্রের সহিত শিষ্যের শিখাচ্ছেদ করিবেন। তাহার পর সেই কাঁচী গোময়ে নিক্ষেপ করিয়া শিবাগ্নিতে ঐ শিখার বৌষট্-অন্ত মূলমন্ত্রে আহুতি করিবেন এবং পুনর্ব্বার কাঁচী ও হস্ত প্রক্ষালন করিয়া সেই শিষ্যদেহে শিষ্যের চৈতন্য নিবেশিত করিবেন। তাহার পর কৃতস্নানাচমন ও কৃতস্বস্ত্যয়ন শিষ্যকে মণ্ডলসমীপে প্রবেশ করাইয়া গুরু দণ্ডবৎ প্রণাম করত কর্ম্মলোপাদির শুদ্ধিবাসনায় যথাবিধি পূজা করিবেন এবং উপাংশু উচ্চারণে আহুতিত্রয় দান করিবেন। আবার মন্ত্রলোপাদি শুদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় পূজা করিয়া মনে মনে উচ্চারণ করত আহুতিত্রয় দান করিবেন। তাহার পর মণ্ডলস্থ শিবকে মাতা সর্ব্বাণীর সহিত পূজা করিয়া আহুতিত্রয় দান করত কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবেন,—"হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে ষড়ধ্বশুদ্ধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে; এক্ষণে এই শিষ্যকে আপনার অবিনশ্বর পরম ধামে গমন করিতে সামর্থ্য দান করুন।" এই প্রকার নিবেদন করিয়া নাড়ীসন্ধানপূর্ব্বক পূর্ব্বমত পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া তাহার ভূতশুদ্ধি করিবেন। প্রথমতঃ ভূতশুদ্ধি করিবার নিমিত্ত স্থাবর, জঙ্গম ও শীত-উষ্ণ প্রভৃতি পরস্পরে ব্যাপ্ত হইয়া এক হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিবেন। তাহার পর ভূতগণের পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করত স্ব স্ব অধিপতির সহিত তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, স্থিতিযোগসাহায্যে পরমাত্মা শিবে যোজিত করিবেন। অনন্তর শিষ্যের তনু শোধন পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া, সুধাকণা-বর্ষণে আত্মাকে অভিষিক্ত করাতে বিশুদ্ধ অধ্বময় শরীর হইল, এই প্রকার চিন্তা করিবেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ স্বীয় পথের ব্যাপিকা বিশুদ্ধ শান্ত্যতীতা-কলাকে শিষ্যের মস্তকে ন্যস্ত করিবেন ও শান্তি-কলাকে মুখে, বিদ্যা-কলাকে গলাদি নাভি পর্য্যন্ত, প্রতিষ্ঠা-কলাকে ক্রমশঃ তাহার অধোদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত এবং তাহার অধোদেশে নিবৃত্তি কলাকেও বীজমন্ত্র ও অঙ্গমন্ত্রের সহিত সূত্রমন্ত্র ন্যাস করিয়া তাহাকে শিবময় জ্ঞান করত হৃৎপদ্ম দেবের আবাহন পূর্ব্বক পূজা করিবেন ও সেই শিষ্যেতে পরমাত্মা শিবের নিত্য সান্নিধ্য প্রার্থনা করিবেন। ৮১—৯৯। তাহার পর ঐ শিব-তেজোময় শিষ্যের অণিমাদি গুণ উৎপাদন করিবেন ও "প্রসীদ" বলিয়া আহুতিত্রয় দান করিবেন। অনন্তর পূর্ব্বমত পুনরায় ঐ শিষ্যের সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, নিত্যবোধ, অসীম অবিনশ্বরী শক্তি, স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি গুণ সম্পাদন করিবেন। পরে দেব-সকাশে নিবেদনে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, সেই সকল যথাক্রমে সদ্য অঘোরাদির কলশ দ্বারা মনে মনে শিবকে ধ্যান করত, তাহাকে অভিষিক্ত করিবেন। অনন্তর শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেবেশের পূজা করিয়া অনুজ্ঞা লাভ করত সেই শিবসকাশ হইতে ঐ বিদ্যা ওঙ্কারপূর্ব্বিকা ও ঐ ওঙ্কারে পুটিতা, আর অন্তে নমোযুক্তা এবং শিবশক্তি-সমন্বিতা শৈবী বিদ্যা-উপদেশ দান করিবেন এবং তাদৃশী শক্তি-বিদ্যা ও ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, আর শিব সর্ব্বাণীর শিবত্ব, পরমাত্মা শম্ভুর সাধারণ পূজা ও আসন প্রভৃতি উপদেশ দান করিবেন। তাহার পর পুনরায় পরম শিবকে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবেন,—"হে দেবেশ! আমা কর্ত্তৃক যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হইল, সে সকলকে সুকৃত করিয়া এ প্রার্থকের প্রার্থনা পূরণ করুন।" এইরূপ প্রার্থনার পর গুরু সশিষ্যে দেবকে ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক মণ্ডল ও পাবক হইতে বিসর্জ্জন করিবেন। তাহার পর দীক্ষিত ব্যক্তি পূজনীয় সদস্য সকলকে ক্রমে ক্রমে পূজা ও বিত্তানুসারে তাহাদিগের সেবা করিবে। এইরূপ ঋত্বিক্‌গণেরও করিবেন। ফলে যদি আপনার মঙ্গললাভে বাসনা থাকে, তাহা হইলে বিত্তশাঠ্য করিবে না। ১০০—১ ৯।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! সাধক-নামে যে সংস্কার, মন্ত্রমাহাত্ম্য-কথন-সময়ে সূচিত হইয়াছে, সম্প্রতি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আচার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় মণ্ডলে শিবকে পূজা ও কুম্ভস্থাপন পূর্ব্বক শিষ্যকে উষ্ণীষশূন্য করিয়া মণ্ডলে প্রবেশ করাইবেন। পরে পূর্ব্বমত পূর্ণহোম পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, শত আহুতি দানে মূলদেবতার তর্পণ করিয়া, তাহার দশ ভাগের এক ভাগে অঙ্গদেবতার তর্পণ করিবেন এবং পূর্ব্ববৎ সন্দীপন প্রভৃতি কার্য্য ও পূর্ব্বোক্ত নিখিল কার্য্য ক্রমানুসারে করিয়া শিষ্যকে পূর্ব্বের ন্যায় অভিষিক্ত করিয়া উত্তম মন্ত্র প্রদান করিবেন। তাহার পর বিদ্যোপদেশ পর্য্যন্ত পূর্ব্বমত ক্রমে ক্রমে কার্য্য করিয়া শিষ্যের হস্তে পুষ্পযুক্ত জলদানে শৈববিদ্যা সমর্পণ করিয়া বলিবেন যে, এই মহামন্ত্র পরমেষ্ঠীর প্রসাদে তোমার ইহলোক

এবং পরলোকে সর্ব্বসিদ্ধিফলপ্রদ হউক; এই প্রকার বলিয়া শিবের অর্চ্চনা পূর্ব্বক অনুজ্ঞা লাভ করত শিষ্যকে সাধন ও বিনিয়োগ উপদেশ দিবেন। মন্ত্রসাধক শিষ্য তাদৃশ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া বিনিয়োগ কর্ম্মের পূর্ব্বে মন্ত্রসাধন অনুষ্ঠান করিবে। ঐ মূলমন্ত্রের সাধন বিনিয়োগ কর্ম্মের প্রথমে অনুষ্ঠেয় বলিয়া পুরশ্চরণ নামে কথিত হয়। মোক্ষাভিলাষীদিগের মন্ত্রসাধন অত্যন্ত-করণীয় মধ্যে নহে; তবে ঐ মন্ত্রসাধন করিলে সেই মুমুক্ষু ব্যক্তিরও ইহ জগতে ও পরলোকে শুভপ্রদ হইয়া থাকে। শুভদিনে শুভকালে দন্ত-নখাদি প্রক্ষালনে শুভ্র করিয়া স্নান ও পূর্ব্বাহ্নিককৃত্যাদি সমাপনানন্তর যথালব্ধ গন্ধমাল্য-বিভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া উষ্ণীষ উত্তরা-সঙ্গ প্রভৃতি ধারণ করত, ফলতঃ সকল শুক্লদ্রব্যযুক্ত হইয়া দেবমন্দিরে, অন্য কোন গৃহে অথবা কোনও মনোহর দেশে অত্যন্তপূর্ব্ব সুখসাধ্য আসন করিয়া উপবেশন করিবে। ১—১৩। তাহার পর শিবশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে শৈবী তনু নির্ম্মাণ করিয়া দেবদেবেশ নকুলীশ্বর ঈশ্বরকে পূজা করত তদুদ্দেশে পায়স নিবেদন করিবে। পরে তাঁহাকে প্রণাম করত সাক্ষাৎ তাঁহার মুখ-বিনির্গত অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কোটিবার কিংবা তাহার অর্দ্ধ বা তাহারও অর্দ্ধ অথবা কুড়ি লক্ষ বা দশ লক্ষ শিব-নাম জপ করিবে এবং সদা সর্ব্বদা হিংসাশূন্য, শান্ত, দান্ত ও ক্ষমাবান্ হইবে। তাহার পর পায়স, ক্রমে অক্ষার লবণ এবং ক্রমে ক্রমে অলবণ পর্য্যন্ত একবার ও পরিমিত-রূপে ভক্ষণ করিবে এবং পায়সের অভাবে ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। পরমাত্মা শিব এই প্রকার উত্তরোত্তর বিশেষ করিয়া ভক্ষ্যদ্রব্য বিধান করিয়াছেন। পরে চরু এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ শক্তুকণা, যাবক, শাক, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, ফল, মূল এবং ক্রমে ক্রমে মাত্র জল পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকিতে হইবে। ঐ সাধন-কার্য্য বিষয়ে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া আর বিশেষরূপে মৌনব্রত অবলম্বন করত ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। আর অষ্টাধিক শত মন্ত্রে পূত নদীনদোত্থিত জলে স্নান করিবে, অথবা শক্তি অনুসারে প্রোক্ষণ করিবে। পরে তর্পণ করিয়া চরু, বিল্ব, তিলাদি সপ্ত দ্রব্য বা পঞ্চ দ্রব্য কিংবা তিন দ্রব্য অথবা মাত্র ঘৃত দ্বারা শিবকুণ্ডস্থ অগ্নিতে হোম করিবে। যে শৈব-সাধক ভক্তিপূর্ব্বক এই প্রকারে শিবসাধনা করে, তাহার ইহ বা পরলোকে দুর্লভ কিছুই নাই। অথবা মন্ত্রসাধন ব্যতিরেকে মাত্র উপবাসী হইয়া যে প্রতিদিন একাগ্রমনে সহস্র মন্ত্র জপ করে, তাহার কিছুই দুর্লভ নাই বা কোনও স্থলে কিছুই অশুভ নাই এবং ইহলোকে বিদ্যা, লক্ষ্মী ও সুখ লাভ করত পরে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সাধন-কার্য্যে, বিনিয়োগে বা নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যে জলে ও ভস্মে স্নান করিয়া ক্রমে মন্ত্র জপ করিবে। ঐ পঞ্চাক্ষর জপ করিতে হইলে শুচি হইবে ও শিখা বাঁধিয়া হস্তে পবিত্র গ্রহণ করিবে এবং যজ্ঞোপবীত-সূত্র, রুদ্রাক্ষ ও ত্রিপুণ্ড্রকাদি ধারণ করিবে। এতাদৃশ না হইয়া করিলে, সে জপের ফল বিফলই হইয়া থাকে। ১৪—২৭।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—গুরু এই প্রকারে সংস্কৃত হইয়া, অনুষ্ঠিত পাশুপতব্রত শিষ্যের আচার্য্যকার্য্যে যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া, তাহাকে আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিবেন, অন্যথা নহে। গুরু পূর্ব্ববৎ মণ্ডল করিয়া, পরমেশ্বর শিবের পূজা সমাপনানন্তর চতুর্দ্দিকে ও মধ্যে পাঁচটী কলস স্থাপন করিবেন। পূর্ব্বদিক্‌স্থ কলসে নিবৃত্তি-কলাকে, পশ্চিমস্থ কলসে প্রতিষ্ঠাকে, দক্ষিণস্থ কলসে বিদ্যাকে, উত্তরস্থে শান্তিকে ও মধ্যস্থ কলসে শান্ত্যতীতাকে বিন্যাস করিয়া, দীক্ষাদি-কার্য্য অনুষ্ঠানের পর সেই কলসে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া, ঘট সকল অভি-মন্ত্রিত করিবেন। পরে পূর্ব্বমত পূর্ণহোম পর্য্যন্ত কার্য্য করিবেন। অনন্তর শিষ্যকে উষ্ণীষশূন্য করিয়া মণ্ডলে প্রবেশ করাইয়া তর্পণাদি পূর্ণহোম পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপন করিবেন। তাহার পর দেবদেবের পূজা করিয়া, শিষ্যের অভিষেক নিমিত্ত অনুজ্ঞা পূর্ব্বরীতিতে গ্রহণ করিয়া, শিষ্যকে আসনে উপবেশন করাইবেন। পরে সকলী-করণ করিয়া এবং শিষ্যের দেহে মন্ত্রন্যাস হইয়াছে জানিয়া, কলা-পঞ্চকরূপী শিবমন্ত্র শিষ্যে সমর্পণ করিবেন। তাহার পর নিবৃত্তি-কুম্ভাদি মধ্যকুম্ভ পর্য্যন্ত যথাক্রমে উত্তোলন করিয়া, শিব মন্ত্র দ্বারা শিষ্যকে অভিষেক করিবেন। অনন্তর গুরু শিবভাব প্রাপ্ত হইয়া, শিষ্যের মস্তকে শিবহস্ত প্রদান করত তাহাকে শিবা-চার্য্য করিবেন। পরে শিবমণ্ডলে সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, আরাধনাপূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত হোমানন্তর পূর্ণাহুতি দান করিবেন ১—১০। আবার পুনরায় সেই ভগবানের পূজা করিয়া, ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করত মস্তকে অঞ্জলিবিধান পূর্ব্বক এই নিবেদন করিবেন,—“হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে এই শিষ্যকে আমি আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলাম; এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, ইহাকে দিব্যাজ্ঞা প্রদান করুন।” এইরূপ নিবেদনের পর শিষ্যের সহিত পুনর্ব্বার প্রণাম করত শিববৎ শিব-মন্ত্র শিবাগমকেও পূজা করিবেন। পুনরায় আবার শিব-

প্রকাশে পূর্ব্ববৎ অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, উভয় হস্তে গ্রহণ করত শিষ্যকে শিবজ্ঞানের পুস্তক দান করিবেন। শিষ্য সেই গুরুদত্ত পুস্তক গ্রহণ করত মস্তকে নিহিত করিয়া, বিদ্যাসনোপরি স্থাপন করিবে এবং যথাবিধি নমস্কারপূর্ব্বক পূজা করিবে। তাহার পর গুরু সেই শিষ্যকে রাজকীয় উপকরণ প্রদান করিবেন, যেহেতুক আচার্য্যপদবী লাভ করিলে রাজ্যের পর্য্যন্ত অধিকারী হইতে পারে। পরে প্রাচীন কর্তৃক যেরূপ আচার অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে ও যেরূপ আচার শিব শাস্ত্রে কথিত আছে এবং যে আচার লোকে পূজিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আচার উপদেশ দিবেন;—তোমার যাহারা শিষ্য হইবে, তাহাদিগকে শিব-শাস্ত্রোক্ত লক্ষণে পরীক্ষা করিয়া, পরে তাহাদিগকে সংস্কৃত করিয়া, শিবজ্ঞান দান করিবে; নচেৎ নহে। আর ঐ দেবের বিধিমত প্রতিষ্ঠা করিবে এবং পরের নিমিত্তও দেবদেবের পূজা হোমাদি করিতে পারিবে। কদাচ কার্পণ্য বা আয়াস করিবে না, সততই শুচিতা, ক্ষান্তি, দয়া, অস্পৃহা প্রভৃতি গুণে বিভূষিত থাকিবে এবং যত্নসহকারে অসূয়া পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ উপদেশ দান করিয়া, গুরু মণ্ডল হইতে শিবকে এবং শিবকুম্ভ শিবানল প্রভৃতিকে বিসর্জ্জন করিয়া, সদস্যগণের যথাবিধি পূজা করিবেন। অথবা গুরু এতাদৃশ অকার্পণ্যাদি গুণে অলঙ্কৃত শিষ্যের এককালেই সকল সংস্কার করিবেন। তাহাতে প্রয়োগত্রয় ও প্রয়োগদ্বয় এই দুই প্রকার উপদিষ্ট হইতেছে। ১১—২২। সেই প্রয়োগের প্রথমে অধ্বশুদ্ধির ন্যায় কলস স্থাপন করিয়া, অভিষেক ভিন্ন অখিল সময় সংস্কার কার্য্য করিবেন। পরে পুনর্ব্বার শিবপূজা করিয়া অধ্বশুদ্ধি করিবেন, অধ্বশুদ্ধি সমাপ্ত হইলে আবার পুনর্ব্বার দেবদেবের পূজা করিবেন। অনন্তর হোম মন্ত্রসন্তর্পণ ও সন্দীপন কর্ম্ম করিয়া, ঈশ্বরসকাশে পূর্ব্বের ন্যায় প্রার্থনা করিবেন। তাহার পর শিষ্যহস্তে জপ সমর্পণ করিয়া, শেষ কার্য্য সকল সমাপন করিবেন। ইহা প্রয়োগত্রয়পক্ষে কথিত হইল। অনন্তর প্রয়োগদ্বয়পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কথিত হইতেছে, শ্রবণ করুন। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ অখিল মন্ত্র সংস্কার চিন্তা করিয়া পরে অভিষেক পর্য্যন্ত অধ্বশুদ্ধি করিবেন। সেই ষড়ধ্বশুদ্ধিতে শান্ত্যতীতাদি কলাতে যে বিধি বিহিত আছে, অনন্তর-কর্ত্তব্য তত্ত্বত্রয় শুদ্ধিতে সেই সকল বিধি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। শিব-তত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব এই তিন তত্ত্বত্রয় বলিয়া কথিত। শক্তি হইতে শিব, শিব হইতে বিদ্যা এবং বিদ্যা হইতে আত্মা আবির্ভূত হইয়াছেন। শিব কর্তৃক শান্ত্যতীতাধ্ব পরিব্যাপ্ত, আর তদপর অধ্ব বিদ্যা কর্তৃক পরিব্যাপ্ত এবং আত্মা কর্তৃক নিখিল অধ্ব পরিব্যাপ্ত আছে। শিব-শাস্ত্রার্থপারগ মনীষারা [illegible] মন্ত্র দুর্লক্ষ বিবেচনা করিয়া, শাক্তসংস্কার প্রচার করিয়া থাকেন। হে কৃষ্ণ! এই চার প্রকার সংস্কারাখ্য কর্ম্ম কথিত হইল। এক্ষণে বলুন, কি আর আপনার শুনিতে বাসনা আছে? ২৩—৩১।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ভগবন্! এক্ষণে শিবশাস্ত্রোক্ত শিবাশ্রমনিষেবণ ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করি। উপমন্যু কহিলেন,—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া জগৎপিতামাতা শিব সর্ব্বাণীকে স্মরণ করিয়া, কার্য্য বিচার করত অরুণ উদিত হইলে, বহির্গত হইবে। পরে নিরুপদ্রব বিজন প্রদেশে আবশ্যক কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক যথাবিধি শৌচাদি করিয়া, দন্তধাবন করিবে যদি দন্তকাষ্ঠ না পাওয়া যায় তাহা হইলে দ্বাদশগণ্ডূষ জলে মুখশোধন করিবে এবং অষ্টম্যাদি তিথিতেও দন্তকাষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ নিয়মে গণ্ডূষ দ্বারা মুখশোধন করিবে। তাহার পর বিধিমত আচমন করিয়া, নদীতে কিংবা দেবখাতে অথবা হ্রদে বা গৃহে বারুণ নামক স্নানবিশেষ করিবে। সেই নদ্যাদির তীরে স্নানদ্রব্য সকল স্থাপন করিয়া বহির্ম্মল পরিষ্কার করিয়া পরে মৃত্তিকা লেপন করত স্নান করিয়া গাত্রে গোময় লেপন করিবে। পরে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া, পুনরায় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অথবা প্রক্ষালনাদিতে শুদ্ধ করত সুস্নাত হইয়া, নৃপনন্দন পুনর্ব্বার শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে। মলস্নান, সুগন্ধিদ্রব্যাদিতে স্নান ও দন্তশোধন, এই সকল ব্রহ্মচারী, তপস্বী বা বিধবা, ইহারা করিবে না। উপবীতী হইয়া, শিখা বন্ধন করত জলে অবতীর্ণ হইয়া অবগাহনপূর্ব্বক আচমন করত ঐ সৌম্য জলে ত্রিকোণাকার মণ্ডল করিবে। পরে ডুব দিয়া শিব স্মরণ করত মন্ত্রজপ করিবে। অনন্তর জল হইতে উত্থিত হইয়া সেই মন্ত্রে গোশৃঙ্গ দ্বারা, সদর্ভ পলাশপত্র বা পদ্মপত্র দ্বারা অথবা হস্ত দ্বারা পাঁচবারই হউক কিংবা তিন বার হউক, আপনাকে অভিষিক্ত করিবে। ১—১১। উদ্যানাদিতে বা গৃহে অবগাহন করিতে হইলে, সেই সময় শরাব বা কলস দ্বারা পূর্ব্বপ্রকার মন্ত্রিত জলে আপনাকে অভিষিক্ত করিবে। ইহাই বারুণ স্নান বলিয়া কথিত হয়। বারুণস্নানে অসমর্থ হইলে বিশুদ্ধ আর্দ্রবস্ত্রে মস্তক হইতে পাদতল পর্য্যন্ত শুদ্ধ করিয়া ভস্মে আগ্নেয়স্নান অথবা শিবমন্ত্র দ্বারা মন্ত্রস্নান করিবে। আর যোগী ব্যক্তির শিবচিন্তাই পরম আত্মহিতকর স্নান বলিয়া কথিত

আছে। পরে মন্ত্রাচমন পূর্ব্বক দেবাদি তর্পণ করিয়া স্বসূত্রোক্ত বিধিতে ব্রহ্মযজ্ঞ পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে। অনন্তর মণ্ডলস্থ মহাদেবকে ধ্যান করত যথাবিধি পূজা করিয়া সেই আদিত্যরূপী শিব উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অথবা স্বসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে এই সকল কার্য্য করিয়া হস্তশুদ্ধি করিবে। তাহার পর করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। পরে গন্ধ-শ্বেতসর্ষপ-সমন্বিত বামহস্ত হইতে গলিত জলে মূলমন্ত্রের সহিত আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্রে কুশপুঞ্জ দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট জল বামনাসাপুট দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া দেহকে বিশুদ্ধ চিন্তা করিবে। পরে কৃষ্ণবর্ণ সব্য-নাসাপুট দ্বারা দেহস্থ পাপকে গ্রহণ করত বহির্ভাগে শিলাস্থিত চিন্তা করিবে। তাহার পর তর্পণ করিয়া দেবগণ, ঋষিগণ পিতৃলোক ও ভূতগণের উদ্দেশে যথ বিধি অর্ঘ্য দান করিবে। অনন্তর রক্তচন্দনে হস্ত দ্বারা ভূমিতে সুরম্য মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া বর্ণচূর্ণাদিতে অলঙ্কৃত করিবে। তাহাতে সুখে সিদ্ধির নিমিত্ত “খখোল্কায়” এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গ ও আবরণ দেবতার সহিত ভানুর পূজা করিবে। পুনর্বার আধার মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া সেই সূর্য্যকে অঙ্গদেবতার সহিত পূজা করিবে। আর তত্রস্থ মগধদেশপ্রসিদ্ধ প্রস্থসদৃশ সুবর্ণময় পাত্রাদি রক্তচন্দনযুক্ত গন্ধজলে এবং রক্তপুষ্প, তিল, কুশ, অক্ষত, দূর্ব্বা, অপামার্গ ও গব্য দুগ্ধাদিতে পরিপূর্ণ করিবে। কিংবা কেবল জলপূর্ণ করিবে। পরে জানু দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া মণ্ডলে দেবকে নমস্কার করিয়া সেই পাত্র মস্তকে ধারণ করত সেই অর্ঘ্য আদিত্যরূপী-শিব-উদ্দেশে দান করিবে। কিংবা মূলমন্ত্র দ্বারা অঞ্জলি করিয়া সদর্ভ জল গ্রহণ করত অম্বরস্থ আদিত্যরূপী-শিব-উদ্দেশে দান করিবে। পরে পুনরায় আবার করশোধন পূর্ব্বক করন্যাস করিয়া পরাৎপর শিবকে ঈশানাদি সদ্য পর্য্যন্ত পঞ্চব্রহ্মময়রূপে ধ্যান করিয়া অঙ্গে ভস্মলেপন করত সেই অঙ্গ স্পর্শ করিবে এবং মন্ত্রের ‘য়াদি নান্ত’ রূপ বিপরীতক্রমে মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্য, চরণে ক্রমানুসারে ভস্ম লেপন করিয়া মূলমন্ত্রে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। পরে অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া দুইবার আচমন করত একাদশবার অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে ও অন্য এক উত্তরীয় বস্ত্রে গাত্র আচ্ছাদন করত পুনরায় দুইবার আচমন পূর্ব্বক শিব স্মরণ করিবে। ১২—৩১। পরে পুনর্ব্বার করন্যাস করিয়া ভস্মে ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কিত করিবে এবং ললাটে গন্ধজল দ্বারা অবক্র, আয়ত ও সুব্যক্ত ত্রিপুণ্ড্রক লিখিবে; ঐ ত্রিপুণ্ড্রক বৃত্তাকার হউক অথবা চতুষ্কোণ হউক বা বিন্দুসদৃশ হউক বা অর্দ্ধচন্দ্রাকার হউক, এই কয়েক আকারের মধ্যে এক আকারে অঙ্কিত করিবে; যাদৃশ ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কিত করিবে; সেইরূপ হস্তদ্বয়ে, মস্তকে ও স্তনদ্বয়ের মধ্যেও [illegible] অঙ্গুলিতে সর্ব্বাঙ্গ লেপন করা ঐ ত্রিপুণ্ড্রকের [illegible] নহে। সুতরাং ভস্মলেপনাদি না করিয়াও ললাটাদিতে ঐ ত্রিপুণ্ড্রক লিখিবে। মস্তকে, কণ্ঠে, কর্ণে ও হস্তে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে। ঐ রুদ্রাক্ষ সুবর্ণ ও অচ্ছিন্ন রুদ্রাক্ষের ধারণই শুভজনক, আর অশুদ্ধ রুদ্রাক্ষের ধারণ শুভজনক নহে। ব্রাহ্মণাদি জাতি যথাক্রমে শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে। তাহার অলাভে যাহা পাইবে, তাহাই ধারণ করিবে, তাহাতে কোনও দোষ হইবে না। তাহা হইলেও ব্রাহ্মণাদি-উত্তমজাতি ধার্য্য নীচ-জাতি ধারণ করিবে না। আর নীচজাতি-ধার্য্য উত্তম জাতি ধারণ করিবে না। অশুচি হইয়া রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে না, সর্ব্বদা পূজাদি-কালে ধারণ করিবে। এই প্রকার ত্রিসন্ধ্যায় অথবা দ্বিসন্ধ্যায় কিংবা একবারও স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যথাশক্তি পরমেশ্বরের পূজা করিবে। পরে পূজা-স্থানে গমন করিয়া রুচির আসন করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তর-মুখ হইয়া উপবেশন করত দেব ও দেবীকে ধ্যান করিবে। অনন্তর সশিষ্য শ্বেতাদি নকুলীশ্বর পর্য্যন্ত গুরুগণকে ও স্বগুরুকে এবং দেবদেবকে প্রণাম করত “শিব, মহেশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু, পিতামহ, সংসারবৈদ্য, সর্ব্বজ্ঞ, পরমাত্মা” এই নাম ষ্টক জপ করিবে। অথবা এক শিবনামই একা-দশ সংখ্যা অপেক্ষা অধিকবার জপ করিবে। ৩২—৪২। ব্যাধিপ্রভৃতির শান্তির নিমিত্ত জিহ্বাগ্রে বিরাজমান তেজোরাশি চিন্তা করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিবে। পরে হস্তদ্বয় চন্দনচর্চ্চিত করিয়া কর-শোধন করত করন্যাস করিবে। স্থিতি, উৎপত্তি ও সংহৃতি ভেদে ন্যাস তিন প্রকার,—গৃহস্থদিগের স্থিতি-ন্যাস, ব্রহ্মচারীদিগের উৎপত্তিন্যাস, যতী ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংহৃতি-ন্যাস কর্ত্তব্যপদে বিহিত আছে এবং ঐ সংহৃতিন্যাস বিধবারও কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত। আর কুটুম্বিনীদিগের কর্ত্তব্য স্থিতিন্যাস ও কন্যার কর্ত্তব্য উৎপত্তিন্যাস জানিবে। এক্ষণে ঐ ন্যাস সকলের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত যে ন্যাস করিতে হয়, তাহা স্থিতিন্যাস; দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে বাম অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত যে ন্যাস, তাহা উৎপত্তি-ন্যাস এবং উৎপত্তিন্যাসের বিপরীত (অর্থাৎ বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত, যে ন্যাস করিতে হয়, তাহা সংহৃতি বলিয়া কথিত। ঐ সকল অঙ্গুলিতে সবিন্দু নকারাদি ক্রমানুযায়ী ন্যাস করিবে। পরে অনামা অঙ্গুলির তলে শিবন্যাস করিয়া দশদিকে অস্ত্র (ফট্) মন্ত্রে অস্ত্রন্যাস করিবে। তাহার পর হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, ভ্রূমধ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্রের আশ্রিত পঞ্চভূতস্বরূপিণী নিবৃত্ত্যাদি পঞ্চকলাকে পঞ্চভূতাধিপের সহিত সেই সেই

পঞ্চভূতাধিপতির চিহ্নসমন্বিত বলিয়া চিন্তা করিবে এবং সেই পঞ্চকলার বীজের ভূতবীজের সহিত অতিশয় সম্বন্ধ চিন্তা করিবে। সেই সকল নিবৃত্ত্যাদি কলার শুদ্ধিনিমিত্ত বাক্ ও প্রাণ বায়ু রোধ করিয়া তিন বার পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। পরে অস্ত্রমুদ্রারূপ অস্ত্রে ভূতগ্রন্থি ছেদন করিবে। অনন্তর প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক সুষুম্না নাড়ীপথে প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নির্গত আত্মাকে শিবতেজের সহিত যোজিত করিবে। পরে প্রাণবায়ুতে দেহ বিশুষ্ক করিয়া কালাগ্নিতে দগ্ধ করিবে। ৪৩—৫৪। অনন্তর শক্তি অনুসারে, যথাপ্রতিলোমে, কলাপঞ্চকের সংহার করিতেও পারে, 'নাও পারে। কলা সংহার করে ত, দগ্ধদেহাদি সংহারান্তে কলাপঞ্চক সৃষ্টি করিয়া সাধিপতি দেহের অমৃতপ্লাবিত করিবে, অনন্তর তৎসমস্ত যথাস্থানে স্থাপন করিবে। আর কলাসংহার না করিলে, দগ্ধদেহ পুরুষ, কলাসৃষ্টি করিবে না, কেবল সেই ভস্মীভূত দেহ অমৃতপ্লাবিত করিবে। তাহার পর বিদ্যাময় সেই দেহে শিবসকাশ হইতে নির্গত দীপশিখাকৃতি আত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা যোজনা করিবে। পরে হৃদয়পঙ্কজে শিবকে দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ধ্যান করিয়া পুনরায় অমৃতবর্ষণে বিদ্যাময় দেহ অভিষিক্ত করিবে। আবার করশোধন পূর্ব্বক করন্যাস করিয়া পরে মহতী মুদ্রা দ্বারা দেহন্যাস করিবে। তাহার পর শিবোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গন্যাস করিয়া হস্তপাদাদিসন্ধিতে বর্ণন্যাস করিবে। পরে ষড়্জাতিযুক্ত ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া আগ্নেয়াদি ক্রমে দিগ্বন্ধন করিবে। অথবা মূর্দ্ধাদি পঞ্চাঙ্গন্যাস করিয়া ভূশুদ্ধ্যাদি ভিন্ন ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। এইরূপ সংক্ষেপে দেহশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি করিয়া শিবভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরের পূজা করিবে। আর যাহার মতিভ্রম নাই এবং অবসর আছে, সে বিস্তীর্ণ কল্পানুযায়ী ন্যাসকর্ম্ম করিবে। ৫৫—৬৫। তন্মধ্যে প্রথমে মাতৃকান্যাস, পরে ব্রহ্মন্যাস, তাহার পর প্রণবন্যাস, হংসন্যাস ও শেষে পঞ্চাক্ষরন্যাস করিবে। পূজাদি কর্ম্মে এই সকল ন্যাস করিবে। অথবা ইহার মধ্যে একটী বা আরও ন্যাস করিবে। মস্তকে অকার, ললাটে আকার, নেত্রদ্বয়ে যথাক্রমে ইকার ঈকার; ঐরূপ বর্ণদ্বয়ে উকার ঊকার, কপোলযুগলে ঋকার ৠকার, নাসাপুটদ্বয়ে ঌকার ৡকার, ওষ্ঠ অধরে একার ঐকার, দন্তপংক্তিদ্বয়ে (ঊর্দ্ধ অধঃ ক্রমে) ওকার ঔকার ন্যাস করিবে এবং জিহ্বায় অং, তালুতে অঃ ন্যাস করিবে। ককারাদি পঞ্চবর্ণ কবর্গকে দক্ষিণহস্তের পঞ্চ সন্ধিস্থলে যথাক্রমে ন্যাস করিবে। ঐরূপ চবর্গ বামহস্তসন্ধিতে, টবর্গ দক্ষিণপাদের সন্ধিতে ও তবর্গ বামপাদের সন্ধিস্থলে ন্যাস করিবে। পার্শ্বদ্বয়ে যথাক্রমে প ফ, পৃষ্ঠে ব, নাভিতে ভ, হৃদয়ে ম এবং ত্বগাদি সপ্ত ধাতুতে যথাক্রমে যকারাদি সকারান্ত সপ্তবর্ণ সকলকে ন্যাস করিবে এবং হৃদয়ে হ ও ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে ক্ষকার ন্যাস করিবে। এই প্রকারে রুদ্রপদ্ধতি অনুসারে বর্ণ সকল ন্যাস করিবে। অঙ্গ ও বক্ত্র কলার আশ্রয়স্থান, সুতরাং সেই কলা সকলের বীজ তাহাদিগের স্ব স্ব স্থানে ন্যাস করিবে এবং সেই কলাবীজ দ্বারা করন্যাসাদিও করিয়া আপনার মুখ হৃদয় গুহ্য পাদদ্বয়ে সেই কলাবীজ বিন্যাস করিবে। ৬৬—৭৫। তাহার পর ঊর্দ্ধাদি পশ্চিমান্ত পঞ্চ মুখ কল্পনা করিয়া সেই সকল বদনে অনুক্রমে ঈশানের পঞ্চকলা যোজনা করিবেন। আর পুরুষের পূর্ব্বাদি উত্তরান্ত বদনচতুষ্টয়ে কলাচতুষ্টয়ের যথাক্রমে ন্যাস ভাবনা করিবে। অঘোরের হৃদয়, কণ্ঠ, স্কন্ধদ্বয়, নাভি, উদর, পৃষ্ঠ এবং বক্ষে অষ্টকলার যথাক্রমে ন্যাস ভাবনা করিবে। বামদেবের পায়ু, মেঢ্র, ঊরুদ্বয়, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, স্ফিক্দ্বয়, কটিদ্বয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে চতুর্দ্দশকলার যথাক্রমে ন্যাস ভাবনা করিবে *। পূজাকল্পাভিজ্ঞ প্রধান সাধক সদ্যোজাতের পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, নাসিকা, মস্তক এবং বাহুদ্বয়ে অষ্টকলান্যাস কল্পনা করিবে। এইরূপে যথাক্রমে অষ্টত্রিংশৎ কলান্যাস করিয়া পরে, প্রণববেত্তা বুদ্ধিমান্ প্রণবন্যাস করিবে। ন্যাসজ্ঞ ব্যক্তি বাহুদ্বয়, কফোনিদ্বয়, মণিবন্ধদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, উদর, ঊরুদ্বয় জঙ্ঘাদ্বয়, পাদদ্বয় এবং পৃষ্ঠে প্রণবন্যাস করিয়া শিবশাস্ত্রবিধি অনুসারে হংসন্যাস করিবে। হংসবীজ বিভাগ করিয়া প্রথম নেত্রদ্বয় এবং নাসিকাদ্বয়ে ন্যাস করিবে; পশ্চাৎ পুনর্ব্বার বিভাগ করিয়া বাহুদ্বয়, নেত্রদ্বয়, মুখ, ললাট, নাসিকাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, স্তনদ্বয়, কটিদ্বয়, পাণিদ্বয় এবং গুল্ফদ্বয়ে ন্যাস করিবে। অথবা হৃদয়াদি পঞ্চাঙ্গেই হংসন্যাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পঞ্চাক্ষরী ন্যাস করিবে। এই ন্যাসের ফল শিবরূপত্ব। শিবরূপী না হইয়া শিবের স্মরণ, পূজন বা ধ্যান করিবে না। আর, শিবরূপী হইতে না পারিলে, শিবপ্রাপ্তিও ঘটে না। অতএব স্বশরীরকে শৈবী তনু করিয়া জীবভাবনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'শিবে হহং' (আমি শিব) এইরূপ চিন্তা করত শৈব কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। ৭৬—৮৮। কর্ম্ম-যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, জপ যজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ। কেহ কেহ বা কর্ম্মযজ্ঞ পরায়ণ, কেহ বা তপোযজ্ঞনিষ্ঠ, কেহ বা জপ-যজ্ঞরত এবং কেহ কেহ বা ধ্যান-যজ্ঞে ও কেহ কেহ বা জ্ঞান-যজ্ঞে আসক্ত হয়, তাহার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ জানিবে। পূর্ব্বকথিত কর্ম্মযজ্ঞ দুই প্রকার, সকাম ও অকাম। যাহারা কামী হইয়া কর্ম্ম-যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করে, তাহারা রুদ্রভবনে কামভোগ

---

* মূলে ত্রয়োদশ কলাঃ পাঠ প্রামাদিক। অনেক স্থলেই মূলের প্রামাদিক পাঠ শোধন করিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ উভয়াংশ দেখিয়া মিলাইয়া লইবেন।

করিয়া পরে তাহা হইতে চ্যুত হইয়াও কামাসক্ত হয়। আর নিষ্কাম হইয়া করিলে রুদ্রভবনে ভোগ ভোগ করিয়া, পরে তাহা হইতে চ্যুত হইয়া, তপোযজ্ঞরত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে; তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আর তপস্বীরা সেই রুদ্র-ভবনে ভোগ ভোগ করিয়া, পরে জপ-ধ্যানানুরক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আর জপ-ধ্যান-পরায়ণ মনুষ্যেরা সেই জপ ও ধ্যানের ঐ দুই যজ্ঞ অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য থাকাতে পরে জ্ঞানলাভ করিয়া, অচিরেই শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্যগণের ঐ অকাম কর্ম্মযজ্ঞও মুক্তিদায়ক, ইহা শিব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আছে। আর সকাম কর্ম্মযজ্ঞ কেবল বন্ধনের নিমিত্তই হইয়া থাকে। অতএব পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে ধ্যান ও জ্ঞানযজ্ঞেই পরায়ণ হইবে। যাহার ঐ ধ্যান ও জ্ঞান আছে, সেই ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে জানিবে। হিংসাদিদোষের অগোচর বিশুদ্ধ ও চিত্তসাধন বলিয়া ঐ অপবর্গফলপ্রদ ধ্যানযজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেমন রাজ-ভবনে বাহ্যিক কর্ম্মচারীরা অতিশয় ফলভাগী হয় না, এই জগতে সেরূপ কর্ম্মযজ্ঞরতেরাও অতিশয় ফলভাগী হয় না। ধ্যানীদিগের ঈশ্বরদেহ প্রত্যক্ষগোচর, সূক্ষ্ম; আর কর্ম্মীদিগের ঈশ্বরদেহ স্থূল মৃৎকাষ্ঠাদিকল্পিত; সেই জন্যই ধ্যানযজ্ঞরতেরা শিবযাথার্থ্য জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া পাষাণ-মৃণ্ময় দেবগণকে অতিশয় বিশ্বাস করেন না। হৃদয়স্থ শিবকে পরিত্যাগ করিয়া, বাহিরে শিবকে পূজা করা, আর হস্তস্থিত ফল ত্যাগ করিয়া শেষে আপনার কূর্পর লেহন করা, উভয়ই সমান। জ্ঞান হইতে ধ্যান উৎপন্ন হয় এবং ঐ ধ্যান হইতেও জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধ্যান জ্ঞান উভয় হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব ধ্যান-যজ্ঞ কখনও পরিত্যাগ করিবে না। ব্রহ্মরন্ধ্রে মস্তকে, ললাটে, ভ্রূযুগলের মধ্যে, নাসিকায়, মুখে, কন্ধরে, হৃদয়ে, নাভিতে এই কয় স্থানের যে কোন স্থানে অথবা কোনও শাশ্বত স্থানে শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে বাহ্যিক যাগোপচার দ্বারা দেবদেবীর পূজা করিবে। কিংবা স্বকীয় বিত্তানুসারে কোনও কৃত্রিম লিঙ্গে, বহ্নিতে বা স্থণ্ডিলে ভক্তিপূর্ব্বক নিয়ত পূজা করিবে। অথবা অন্তরে বাহিরে উভয়স্থলে পরমেশ্বরের পূজা করিবে। ফলে, অন্তর্যাগপরায়ণেরা বাহিরে পূজা করুক বা নাই করুক, আন্তরিক পূজা কখনও পরিত্যাগ করিবে না। ৮৯—১০৬।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! শিব শিবশাস্ত্রে যাহা শিবাকে বলিয়াছিলেন, সেই পূজাবিধানের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমে অগ্নিকার্য্যান্ত অঙ্গ অন্তর্যাগ করিয়া পশ্চাৎ বহির্যাগ করিবে। অথবা প্রথমে অন্তর্যাগ না করিয়াও বহির্যাগ করিতে পারিবে। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ পূজাদ্রব্য মনে কল্পনা করিয়া বিশোধনপূর্ব্বক বিনায়কের ধ্যান করত পূজা করিয়া, পরে দক্ষিণে নন্দীশ্বরকে ও উত্তরে নন্দীপত্নী সুযশাকে অর্চ্চনা করিবে। পরে মনে মনে সিংহাসন, যোগাসন প্রভৃতি বা তত্ত্বত্রয়সমন্বিত বিমল পদ্মাসন কল্পনা করিয়া, তদুপরি সর্ব্বমনোহর সর্ব্বাতিশায়ী সকল অবয়বে শোভমান সাম্ব শিবকে এই প্রকারে ধ্যান করিবে। তাঁহার মুখহস্তপদাদি রক্তবর্ণ, তাঁহার বর্ণ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়, লোচন প্রফুল্লপদ্মসদৃশ, বদনমণ্ডল স্মিতহাস্যে কুন্দ-কুসুমের ন্যায় শোভমান, চার হস্ত ভুজঙ্গবলয়ে বিভূষিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সর্ব্বাভরণে বিভূষিত ও উদার এবং ভুজঙ্গই তাঁহার চারু নীলবর্ণ কণ্ঠে হারলীলা ধারণ করিতেছে, আর তিনি চার হস্তের মধ্যে এক হস্তে বর, অপর হস্তে অভয় দানে ভক্তগণকে আশ্বাসিত করিতেছেন ও অপর দুই হস্তে মৃগ ও টঙ্ক (অস্ত্র) ধারণ করিতেছেন। সুলক্ষণ সকল তাঁহাতে নিত্য অবস্থিত, সর্ব্বদা পরিচ্ছদে ও স্বীয় অনুচরগণে পরিবেষ্টিত ও উপমাবিহীন এবং তিনি চন্দ্রকলাকে চূড়ামণি করিয়া মস্তকে ধারণ করিতেছেন। এই ভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া, তাঁহার বামে মহেশ্বরীকে চিন্তা করিবে। পূর্ণচন্দ্রবদনা, চন্দ্রার্দ্ধশেখরা, পীন-পয়োধরা, সর্ব্বাভরণভূষিতা, সাক্ষাৎ চিদানন্দময়ী পরমা দেবী দক্ষিণ হস্তে প্রফুল্ল সুবর্ণপদ্ম ও বামহস্ত দণ্ডবৎ করিয়া মহাসনে স্থাপন করত পাশবিচ্ছেদিকা হইয়া উপবিষ্টা আছেন, তাঁহার বিকসিত উৎপলদলের ন্যায় বর্ণ, লোচন আকর্ণবিস্তৃত ও আয়ত, কেশকলাপ নীলবর্ণ কুঞ্চিত ও বিচিত্র কুসুমমালায় অতিশয় শোভমান, ললাট তিলকে উজ্জ্বল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, শ্রোণীভাগ অতিশয় স্থূল, বদনমণ্ডল লজ্জায় ঈষৎ নত; এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে সুন্দরী শিবের বামাঙ্কশোভিকাকে ধ্যান করিয়া সকল উপচারের ন্যায় ভক্তিপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। ১—১৬। অথবা সেই দেবদেবের শিবমূর্ত্তি, মহেশ্বরমূর্ত্তি, সদাশিব নামক মূর্ত্তি এবং ষড়্‌বিংশক ও শ্রীকণ্ঠ নামক মূর্ত্তির মধ্যে এক মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, স্বকীয় তনুর ন্যায় কল্পিতমূর্ত্তিশরীরেও মন্ত্রন্যাসাদি করিয়া, সেই মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিমান্ সদসতের ইতর শিবকে ধ্যান ও আবাহন করিয়া, মানসোপচারে পূজাদি সমাপ্ত করিবে। পরে নাভিতে অগ্নিং আজ্যাদি দ্বারা হোমা-

স্থান চিন্তা করিয়া, ভ্রূমধ্যে বিশুদ্ধ, দীপ-শিখাকৃতি শিবকে চিন্তা করিবে। এই প্রকার মূর্ত্তিতে অথবা ধ্যানময় যোগমূর্ত্তিতে তাঁহার আরাধনা কর্ত্তব্য, পূজান্তে অর্ঘকার্য্য। বাহ্য এবং আন্তর এই দুই মাত্র ভেদ। কিন্তু ক্রমভেদ নাই। এইরূপে সকল চিন্তাময় আরাধনাক্রম সমাপন করিয়া, লিঙ্গে কিংবা স্থণ্ডিলে অথবা অনলে দেব ভূতপতির পূজা করিবে। ১৭—২২।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—গন্ধচন্দনজলে মূলমন্ত্র দ্বারা পূজাস্থান প্রোক্ষণ করিয়া, পুষ্প নিক্ষেপ করিবে। পরে অস্ত্র (ফট্) দ্বারা বিঘ্ন উৎসারণ করিয়া বর্ম্ম (হুং) দ্বারা অবগুণ্ঠন করত দশদিকে অস্ত্রবিন্যাসপূর্ব্বক পূজাস্থল রচনা করিবে। অনন্তর তাহাতে দর্ভ বিস্তীর্ণ করিয়া প্রোক্ষণাদিতে প্রক্ষালন করিবে। তাহার পর পাত্র সকল শুদ্ধ করিয়া, দ্রব্যশুদ্ধি করিবে। প্রোক্ষণীপাত্র, অর্ঘ্যপাত্র, পাদ্যপাত্র ও আচমনীয়পাত্র এই পাত্রচতুষ্টয়কে প্রক্ষালন করিয়া, অভ্যুক্ষণ করত দেখিবে, পরে শুদ্ধ জল তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং যথালব্ধ রত্ন, সুবর্ণ, রজত, গন্ধ, পুষ্প অক্ষতাদি, ফল, পল্লব, দর্ভ এইরূপ অনেক প্রকার পুণ্য দ্রব্য সকল, সেই সকল পাত্রস্থ জলে নিক্ষেপ করিবে এবং স্নানীয় জলে সুগন্ধাদি ও পানীয় জলে বিশেষতঃ শীতল মনোজ্ঞ কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে। আর পাদ্য জলে উশীর চন্দন, আচমনীয় জলে জাতি (জায়ফল), কঙ্কোল, বহুমূল, তমালক এই সকল চূর্ণ করিয়া দিবে, আর সকল পাত্রে এলাফল (এলাইচ), কর্পূর ও চন্দন নিক্ষেপ করিবে। কুশাগ্র, অক্ষত, যব, ধান, তিল, শ্বেতসর্ষপ, ঘৃত, ভস্ম এই সকল অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। কুশ, পুষ্প, যব, ধান্য, বহুমূল, তমালক, ভস্ম এ সকল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে। ১—১১। অনন্তর সকল পাত্রে মন্ত্রবিন্যাস করিয়া, বাহিরে বর্ম্ম (হুং) দ্বারা বেষ্টন করিয়া, পরে অস্ত্র দ্বারা রক্ষা করিয়া ধেনুমুদ্রা দর্শন করাইবে। সকল পূজাদ্রব্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলে প্রোক্ষণ করিয়া যথাবিধি মূলমন্ত্রে শোধন করিবে। সকল কর্ম্মে সকল পাত্রের অভাব হইলে এক প্রোক্ষণীপাত্রের জল দ্বারা সামান্যার্ঘ্য করিবে। তাহার পর দেব গণপতিকে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া দক্ষিণ-দ্বার-পার্শ্বে বালেন্দু-শেখর, ত্রিনয়ন, চতুর্হস্তে দীপ্যমান শূল, মৃগী, টঙ্কতীক্ষ্ণবেত্রধারী, চন্দ্রসদৃশবদন অথবা সিংহবদন, অন্তঃপুরাধিপ নন্দীকে ধ্যান করিয়া সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া উত্তর-দ্বার-পার্শ্বে দেবীর পাদপ্রসাধন-পরায়ণা বায়ুনন্দিনী নন্দিজায়া সুব্রতা সুযশাকে পূজা করিয়া পরমেষ্ঠীর ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সেই সকল দ্রব্যে লিঙ্গ-পূজা করিয়া নির্ম্মাল্য অপনোদন করিবে। পরে তাঁহার নির্ম্মাল্য-পুষ্প প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত মস্তকে স্থাপন করিবে। তাহার পর মন্ত্রশুদ্ধির নিমিত্ত হস্তে পুষ্প গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি মন্ত্রজপ করিবে। অনন্তর ঈশান কোণে চণ্ডকে পূজা করিয়া নির্ম্মাল্য দান করিবে। ১২—২১। পরে যথাক্রমে আধারাদি আসন কল্পনা করিবে। ভূমিতে প্রথমতঃ শ্যামবর্ণা কল্যাণী আধার-শক্তিকে ধ্যান করিয়া তাহার অগ্রে শ্বেতকায় অনন্তদেব উৎকণ্ঠ হইয়া পঞ্চফণায় যে আকাশ লেহন করিতেছেন, এই ভাবে অনন্তদেবকে ধ্যান করিয়া তাহার উপরে উত্তম এক আসন চিন্তা করিবে। সেই আসনের চার কোণে শ্বেত, রক্ত, পীত ও শ্যামবর্ণ সিংহপদাকৃতি চার পাদ। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য যথাক্রমে ঐ পাদ-চতুষ্টয় রূপ ধারণ করিয়াছেন এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য অনুক্রমে পূর্ব্বাদি-উত্তরান্ত চতুর্দ্দিকস্থ পাদস্বরূপী হইয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ আসনের গাত্র রাজাবর্ত্তমণির ন্যায় দেদীপ্যমান ও সুন্দর, এইরূপ চিন্তা করিবে। পরে ঐ আসনের উদ্দরচ্ছদ শ্বেতবর্ণ বিমল-পদ্মাসন এবং অণিমাদি-গুণাষ্টকই সেই পদ্মের অষ্ট দল; বামাদি শক্তি ও বামাদি শক্তিযুক্ত রুদ্রগণ তাহার কেশর এবং সেই সেই শক্তিরাই বীজ, মনোন্মনী তাহার অভ্যন্তর-কোষ, পর বৈরাগ্য কর্ণিকা, শিবাত্মক জ্ঞান নাল ও শিবধর্ম্মই কন্দ; এই চিন্তার পর কর্ণিকার অণ্ডে এক ত্রিমণ্ডল করিবে, সেই ত্রিমণ্ডলের উপরে আত্মাদি তত্ত্বত্রয়ময় আসন কল্পনা করিবে। পরে সকল আসনের উপর বিচিত্র আস্তরণ-যুক্ত শুদ্ধ-বিদ্যার সমুজ্জ্বল সুখকর দিব্য আসন কল্পনা করিবে। ২২—৩০। তাহার পর পৃথক্ পৃথক্ আবাহনাদি মুদ্রা দ্বারা দেবদেবীর আবাহন, স্থাপন, সন্নিরোধন ও নমস্কার করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে পাদ্য, আচমন, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও তাম্বূল দান করিয়া তাঁহাদিগকে স্নান করাইবে। অথবা এতাদৃশ আসন ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মূলমন্ত্র ও বেদমন্ত্র এবং অপরাপর মন্ত্রে সকলীকরণ করিয়া পরে দেবীকে ও পরম-নিদান ভবরোগীর ঔষধ বেদসার অক্ষয় পরমেশ্বর শিবকে আবাহন করিবে। তিনি সর্ব্বলোকের কারণ, অণু অপেক্ষা অণীয়ান্ হইয়াও মহান্ অপেক্ষা মহীয়ান্, আদি মধ্যান্ত-রহিত ও সর্ব্বলোকময় এবং তিনিই সর্ব্বলোকের কারণ ও জগতের কল্যাণ নিমিত্ত শিবতত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর তাঁহার শুদ্ধস্ফটিকের ন্যায় দীপ্তি ও তাঁহারই এ জগতের অন্তরে বাহিরে স্থিতি এবং পণ্ডিতবর্গের অধিক কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

মহেশ্বরের পর্য্যন্ত অগোচর, ইহা হইলেও ভক্তগণেরা তাঁহাকে অনায়াসে দেখিতে পায়। লিঙ্গই পরমেশ্বর শিবের মূর্ত্তি বলিয়া লিঙ্গমস্তকে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। আর স্নানসময়ে জয়শব্দ প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ করিবে। ৩১—৩৯। পঞ্চগব্য, ঘৃত, ক্ষীর, দধি, মধু প্রভৃতি; ফল ও ফলসার, তিল, সর্ষপ, শক্তু, বীজ, প্রশস্তযবাদি; আর মাষাদিচূর্ণে লিঙ্গ কিংবা মূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পরে পিষ্ট বস্তুতে উদ্বর্ত্তন করাইয়া উষ্ণ বারিতে স্নান করাইবে। অনন্তর উদ্বর্ত্তন-গন্ধ-অপনোদনের নিমিত্ত বিল্বপত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। তাহার পর আবার রাজ-উপচারে সলিল দ্বারা স্নান করাইয়া সুগন্ধি আমলকী ও হরিদ্রা দ্বারা সমালম্ভন করিবে। আবার সলিলে স্নান করাইয়া গন্ধজল ও কুশ-কুসুমোদকে, সুবর্ণ ও রত্ন-মিশ্রিত জলে এবং মন্ত্রিত জলে স্নান করাইবে। এই সমস্ত দ্রব্য না পাওয়া যাইলে, কেবল যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা কিংবা ভক্তিপূর্ব্বক কেবল মাত্র মন্ত্রিত জলে পরমাত্মা শিবকে স্নান করাইবে। কলশ কিংবা পবমানাখ্য মন্ত্র, রুদ্রমন্ত্র, নীলনামক রুদ্রমন্ত্র, ত্বরিতনামক মন্ত্র, লিঙ্গসূক্তাদি সূক্ত, অথর্ব্ববেদের শিরঃস্থিত মন্ত্র, ঋক্, সাম, সদ্যোজাতমিত্যাদি পঞ্চ শৈবমন্ত্র, শিবমন্ত্র ও প্রণবে দেবদেবেশকে স্নান করাইবে। ঐ স্নান—কলশস্থ, শঙ্খস্থ ও শরাবস্থ কুশপুষ্পযুক্ত জলে এবং ঐ জল মাত্র হাতে গ্রহণ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করত স্নান করাইবে। যেরূপ ভাবে দেবকে স্নান করাইবে, দেবীরও সেই প্রকার স্নপন কার্য্য সমাধা করিবে; কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ নাই, জানিবে। যেহেতু তাঁহাদের পরস্পরে অণুমাত্রও ভেদ নাই। প্রথম, দেবের উদ্দেশে স্নানাদি কার্য্য করিয়া পরে দেবী-উদ্দেশে করিবে; ইহাই দেবদেবের শাসন এবং অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বা লিঙ্গমূর্ত্তি অন্য কোনও মূর্ত্তিতে দেবদেবীর পূজা বিষয়ে উপচারের পৌর্ব্বাপর্য্য আছে। ৪০—৫১। প্রথমতঃ সুগন্ধি শুদ্ধ জলে অভিষিক্ত লিঙ্গমূর্ত্তি বস্ত্র দ্বারা সম্মার্জ্জন করিয়া তদুদ্দেশে বস্ত্র ও উপবীত নিবেদন করিবে। তাহার পর পাদ্য, আচমনীয়, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ভূষণ, ধূপ দীপ, নৈবেদ্য, পানীয়, মুখশোধন, পুনরাচমনীয়, কর্পূরাদি মুখবাস, রত্নাদিভূষিত মুকুট, বিচিত্র ভূষণ, বিবিধ প্রকার মাল্য, অঞ্জন, চামর, তালবৃন্ত ও দর্পণ নিবেদন করিয়া নিখিল মঙ্গলধ্বনি করত নীরাজন করিবে ও সেই সময় জয়শব্দসমন্বিত গীত-নৃত্যাদি অনুষ্ঠান করিবে। সুবর্ণময় পাত্রে কিংবা তাম্রপাত্রে, অথবা মৃন্ময় পাত্রে দধি-অক্ষতাদিতে পরিশোভিত কহ্লারকুসুম ও অন্যান্য পুষ্প এবং বীজ, আর ত্রিশূল শঙ্খযুগ্ম পদ্ম তগরপুষ্প ও মৎস্যাদিচিহ্নিত শ্রীবৎস স্বস্তিক দর্পণ এবং হীরক লইবে; তাহাতে অষ্টদিকে অষ্ট প্রদীপ ও মধ্যে এক প্রদীপ স্থাপন করিয়া সেই সকল প্রদীপে বামাদি নব শক্তিকে ধ্যান করত পূজা করিবে। অনন্তর কবচ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া অস্ত্র দ্বারা রক্ষা করত ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া দুই হস্তে পাত্র উত্তোলন করিবে। অথবা পাত্রে দিদিকে ও মধ্যে যথাক্রমে পঞ্চ প্রদীপ, কিংবা একটী মাত্র প্রদীপ স্থাপন করিয়া সেই পাত্র উদ্ধৃত করিবে। পরে পাত্র লিঙ্গাদিমূর্ত্তির উপরে মূলমন্ত্রে প্রদক্ষিণ দ্বারা তিনবার ভ্রমণ করাইবে। ৫২—৬২। তাহার পর মস্তকে অর্ঘ্যদান, ভস্ম ও সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি দান করত উপহার নিবেদন করিবে; তাহার পর পানীয়, আচমনীয় ও পঞ্চ সুগন্ধিদ্রব্যযুক্ত তাম্বূল নিবেদন করিয়া প্রোক্ষণীয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করত নৃত্যগীতাদি করিবে। অনন্তর সেই লিঙ্গাদি মূর্ত্তিতে দেবদেবীর চিন্তা করিয়া শিব নাম জপ করিবে। জপের পর প্রদক্ষিণ, প্রণাম, স্তব, আত্মসমর্পণ ও বিনয় পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কার্য্য নিবেদন করিবে। পুনরায় অর্ঘ্য ও পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া যথাবিধি মুদ্রাপ্রদর্শন পূর্ব্বক দেবসমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তাহার পর বিসর্জ্জন করিয়া আত্মাতে তাঁহাকে চিন্তা করিবে। অতি সঙ্কট উপস্থিত হইলে পাদ্যাদি মুখবাসান্ত পর্য্যন্ত উপচার দান করিবে, কিংবা ভক্তিপূর্ব্বক মাত্র পুষ্প দান করিবে; মাত্র সেই ভক্তিতে পরম ধর্ম্ম ও পরম পুণ্য লাভ হয়। ফলে যতদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে, ততদিন শিবপূজা না করিয়া কিছুই ভক্ষণ করিবে না। যদি কোন পাপী স্বেচ্ছাক্রমে ভক্ষণ করে, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। আর অনবধানতাবশতঃ ভক্ষণ করিলে তাহা যত্নসহকারে উদ্গীরণ করিয়া স্নান করত উপবাস পূর্ব্বক দ্বিগুণ পরিমাণে দেব দেবীকে পূজা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করত অযুত শিবমন্ত্র অভ্যাস করিবে। পরদিনে শক্তি অনুসারে শিব-উদ্দেশে সুবর্ণ নিবেদন করিয়া ও শিবভক্তকেও দান করিয়া মহাপূজা করত শুদ্ধ হইবে। ক্রমলোপাদিভয়ে ঐ পূজাতে যাহা যাহা অনুক্ত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হবির্নিবেদনের পূর্ব্বে কিংবা ধূপদীপদানের পর অথবা নীরাজন সময় উপস্থিত হইলে আবরণপূজা করিবে। ৬৩—৭৪। দেবদেবীর প্রথমাবরণপূজায় ঈশানকোণে পূর্ব্বদিকে দক্ষিণদিকে উত্তরে ও পশ্চিমদিকে ঈশানাদি সদ্য পর্য্যন্ত যথাক্রমে পূজা করিবে এবং অগ্নিকোণে ঈশানকোণে নৈর্ঋতকোণে ও বায়ুকোণে হৃদয়াদির পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে "অস্ত্রায় ফট্" ইহার পূজা করিবে। ইহাই গর্ভাবরণ বলিয়া খ্যাত, অথবা হৃদয়াদি অস্ত্র পর্য্যন্ত মন্ত্রসংঘাতের পূজা করিবে। অথবা হৃদয়াদি ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। তাহার বাহিরে পূর্ব্বদিকে শক্রকে, দক্ষিণে যমকে, পশ্চিমে বরুণকে ও উত্তরদিকে কুবেরকে পূজা করিবে এবং ঈশানকোণে ঈশানকে, অগ্নিকোণে

অগ্নিকে, নৈর্ঋতকোণে নির্ঋতিকে, বায়ুকোণে বায়ুকে এবং পুনরায় নৈর্ঋতকোণে বিষ্ণুকে ও ঈশানকোণে ব্রহ্মাকে পূজা করিবে। তাহার পর পদ্মের বহির্ভাগে বজ্রাদি শঙ্খ পর্য্যন্ত অস্ত্রপূজা করিবে। অনন্তর দিক্‌সমূহে যথাক্রমে লোকপালগণের প্রসিদ্ধরূপ পূজা করিবে। পরে দেবদেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া 'আবরণ দেবতা সকল কৃতাঞ্জলিপুটে যথাসুখে উপবেশন করিয়া আছেন' এইরূপ ধ্যান করিবে। আবরণ-দেবতাগণকে স্বীয় স্বীয় নামে "নমঃ" যুক্ত করিয়া যথাক্রমে নমস্কার ও স্মরণ করত পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর স্ব স্ব আবরণের সহিত গর্ভাবরণের পূজা করিবে। বাহ্যিক কিংবা আভ্যন্তরিক যোগ ধ্যান জপ ও হোম সময়ে ষড়্‌বিধ হবিঃ, শুদ্ধ মুদ্গান্ন, দধিমিশ্রিত পায়স ও মধুযুক্ত গুড়বিকার দ্রব্য দান করিবে। এই সকল কিংবা ইহার এক দ্রব্যকে নানাব্যঞ্জনযুক্ত ও গুড়খণ্ড (খাঁড়) অন্বিত করিয়া দান করিবে এবং মথিত উত্তম দধি ও পিষ্টকাদি ভক্ষ্য দ্রব্য, সুস্বাদু ফল, এলা (এলাইচ), চন্দন পুষ্প সমন্বিত অতিশীতল পানীয়, তৈলরসাক্ত মৃদু পূগফলখণ্ড, উত্তম গৌরবর্ণ তাম্বূলদল, শ্বেতবর্ণ নাতিরুক্ষ দোষশূন্য প্রস্তরচূর্ণ, কর্পূর জাতি কক্কোল প্রভৃতি, চন্দনের মূল ও কাষ্ঠরজোময় আলেপন কস্তুরিকা কুঙ্কুম ও মৃগনাভি, দান করিবে। আর পবিত্র সুরভি পুষ্প দান করিবে। যে সকল নির্গন্ধ বা উগ্রগন্ধ ও দূষিত বা পর্য্যুষিত, কিংবা স্বয়ংবিশীর্ণ পুষ্প, সেই সকল শিবপূজায় দান করিবে না এবং দেবাঙ্গময় নূতন মৃদু শুভ্র দুকূল পট্টবস্ত্র ও নবরত্নখচিত বিদ্যুন্মণ্ডল সদৃশ সুবর্ণময় ভূষণ দান করিবে। ৭৫—৯৩। এই সকল উপচার কর্পূর নির্য্যাস অগুরু চন্দন ও পুষ্পে বাসিত এবং ধূপধূমে ধূপিত করিয়া নিবেদন করিবে। চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কুষ্ঠ ও গুগ্‌গুল চূর্ণ আর ঘৃত মধু দ্বারা নির্ম্মিত ধূপ প্রশস্ত। পঞ্চগব্য ও কপিলা ধেনুসম্ভব মধুর দুগ্ধ দধি ও ঘৃত দেবের স্নানে ও পানে ইষ্ট জানিবে। দেবদেবের সন্তোষ নিমিত্ত সুবর্ণ ও রত্নে চিত্রিত গজদন্তময় আসন ও তাহার বিচিত্র আস্তরণ, কোমল উপাধান যুক্ত সূক্ষ্ম তূলময় বন্ধুর সুখকর রম্য শয্যা, সমুদ্রগামিনী নদী বা নদ হইতে সমাহৃত বস্ত্রপূত স্নান-পানোপযোগী শীতল জল, চারু মুক্তামালায় শোভমান নবরত্নখচিত সুবর্ণময়-দণ্ড-সমন্বিত সুধাকরসুন্দর শ্বেত ছত্র, সুবর্ণরঞ্জিত রত্নদণ্ডে মনোহর যুগলরাজহংসাকৃতি সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ চামরদ্বয়, দিব্যগন্ধময় চতুর্দ্দিকে রত্নখচিত উত্তম মালায় বিভূষিত সুস্নিগ্ধ দর্পণ, হংস কুন্দপুষ্প ও চন্দন সদৃশ সুন্দর মুখে ও পৃষ্ঠে সুবর্ণ ও রত্নে সমুজ্জ্বল গম্ভীরনিনাদ শঙ্খ, নানা শব্দজনক মুক্তামালায় অলঙ্কৃত সুবর্ণনির্ম্মিত কাহল বাদ্য এবং সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীরধ্বনি ভেরী মৃদঙ্গ রমুজ ডিমিচ্ছাদি বাদ্যবিশেষ যত্ন সহকারে প্রস্তুত করিবে। আর রম্য ভাণ্ড, নানাবিধ পাত্র এবং তাহাদের আধার সকল সুবর্ণময় রচনা করিবে। ৯৪—১০৭। পরমাত্মা শিবের আলয়ও শিবশাস্ত্রোক্ত লক্ষণসমন্বিত ও রাজকীয় সৌধসদৃশ নির্ম্মাণ করিবে। সেই আলয়ের উচ্চ প্রাকার, ভূধরসদৃশ পুরদ্বার, নানাবিধ রত্নখচিত সুবর্ণময় দ্বারকপাট, শুভ্র সুবর্ণময় শত শত রত্নস্তম্ভ মুক্তামালা ও বিজ্ঞানসমন্বিত বিদ্রুমময় তোরণ, সদা শিরোভাগে অস্ত্ররাজ চিহ্নিত সুবর্ণময় কুম্ভরূপ মুকুটে বিরাজমান ও চতুর্দ্দিকে রাজপথাদি পরিশোভিত উন্নতশিখর রাজন্যগণের নিবাসস্থানোপযোগী প্রাসাদ সকল শোভা বর্দ্ধন করিবে। তাহার প্রান্তভাগের দিক্‌বিদিকে অন্তরাবরণ সদৃশ আস্থানমণ্ডপ থাকিবে; আর সেই আলয়ে নিয়ত উত্তম স্ত্রীসহায় নৃত্যগীতবিশারদ বেণুবীণা-বাদন বিদগ্ধ বহুসংখ্যক পুরুষ গানাদি মঙ্গলাচরণে রত থাকিবে। গজবাজি-রথান্বিত বীর রক্ষীরা তাহার রক্ষক থাকিবে, অনেক অনেক পুষ্পবাটিকা ও অনেক অনেক সরোবর দীর্ঘিকা প্রভৃতি জলাশয়ে চতুর্দ্দিক্‌ কেবল শোভাময়ই হইবে। আর বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ শিবশাস্ত্রপরায়ণ শিবশাস্ত্রোক্ত লক্ষণসম্পন্ন শিবাশ্রমরত ভক্ত শান্ত হাস্যবদন সদাচাররত শ্রীমান্‌ শৈব দ্বিজগণ নিরন্তর তাঁহার পূজাদিতে রত থাকিবে। এই প্রকার অন্তরে বাহিরে যথাশক্তি নির্ম্মিত শিলাময় বা ইষ্টকময় কিংবা কাষ্ঠময় অথবা দন্তময় স্থানে বা মৃণ্ময়স্থানে কিংবা কোনও পুণ্য অরণ্যে বা পর্ব্বতে অথবা নদীতে বা দেবালয়ে কিংবা গৃহে, ফলে যেকোন পবিত্র স্থানে ধনী হউক বা দরিদ্র হউক, নিজের সামর্থ্য গোপন না রাখিয়া অর্থাৎ যতদূর সামর্থ্য তদনুসারে ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যে ভক্তিপূর্ব্বক দেবের অর্চ্চনা করিবে। অথবা অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যেও ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করিবে, তাহাতে কোনও প্রত্যবায় নাই; যেহেতু প্রভু, মাত্র ভক্তিতেই বশ্য হইয়া থাকেন। বরং ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্যে অভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে কিছুমাত্রই তাহার ফল লাভ হয় না; যেহেতু কেবল ভক্তিই ফললাভের কারণ। স্বীয় বিত্তানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক যাহা করিবে, তাহা অল্প হইলেও মহৎ কার্য্যের তুল্য ফল প্রসব করে। নিজে দরিদ্র হইলেও ঐ কার্য্যানুষ্ঠানে ধনী লোকের সমান ফলভাগী হয়। অতএব ভক্তি থাকিলে নির্দ্ধন ব্যক্তিও যথাশক্তি পূজা করিবে। কিন্তু অভক্ত মহাধনী হইয়াও কদাচ ঐ কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে না। অভক্তেরা যদি সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত দান করে, তাহা হইলেও সে ফলভাগী হইতে পারে না; যেহেতু মাত্র ভক্তিই উহার পরম নিদান। সহস্র সহস্র উগ্র তপস্যা করিলেও ও সহস্র সহস্র মহাযজ্ঞ করিলেও শিবভক্তিবিহনে কদাচ দিব্য শিবপুরগমনে সামর্থ্য জন্মিবে না! হে কৃষ্ণ! পরমকারণ শিবে

ভক্তি যে গুহ্য অপেক্ষা গুহ্যতর, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; সুতরাং যাহারা ভক্তিমান্, কেবল তাহারাই মুক্তি পাইয়া থাকে। শিবমন্ত্র জপ, ধ্যান, হোম, যজ্ঞ, তপস্যা, শাস্ত্র, দান, অধ্যয়ন সকলই যে চিত্তশুদ্ধির জন্য; ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভক্তিবিহীন মনুষ্যেরা সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফলভাগী হয় না অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। আর যাহারা ভক্তিমান্, তাহারা কোনও ভক্তি-সাধন কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়াও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে; অতএব যাহারা শিবভক্ত, তাহাদের সহস্র সহস্র চান্দ্রায়ণ, শত শত প্রাজাপত্য বা মাস ব্যাপিয়া নিয়ত উপবাস এবং অন্যান্য কার্য্যেই বা কি প্রয়োজন? ইহজগতে অভক্ত মানবেরা শত শত গিরিগুহাতে মাত্র অল্প ভোগের নিমিত্তই তপস্যা করিতেছে, কিন্তু যাহারা ভক্ত, তাহারা কেবল ভক্তিতেই মুক্ত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক কর্ম্ম মুক্তিপ্রদ, যোগীরাই ঐ সাত্ত্বিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন। রাজসিক কর্ম্ম সিদ্ধিপ্রদ, রজোগুণে আবৃত কর্ম্মীরাই সেই রাজসিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; আর তমোগুণে অভিভূত অসুর রাক্ষস ও তাদৃশ অন্যান্য মনুষ্যেরা ঐহিক-ভোগ-বাসনায় ঈশ্বরের পূজাদি করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা ভক্তিমান্, তাহারা ঐ সাত্ত্বিক ভাবে বা রাজসিক ভাবে অথবা তামসিক ভাবে, যেকোন ভাবেই হউক পূজাদি করিলেই কল্যাণভাজন হইয়া থাকে। যেহেতু এই অবনী মাঝারে পাপার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে ভক্তিই একমাত্র তরণীরূপে নির্ম্মিত আছে; অতএব ভক্তগণের রজোগুণে, বা তমোগুণে কিছুই প্রয়োজন বা ক্ষতি নাই। কোন নীচ জাতি, অধম, বা মূর্খ, অথবা পতিত ব্যক্তিও যদি শিবশরণ হয়, হে কৃষ্ণ! তাহা হইলে সে ব্যক্তি সকল সুরাসুরের পূজ্য হয়। অতএব অতি যত্নসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক শিবার্চ্চনা করিবে। ইহজগতে অভক্তগণের কোন স্থানে ফল নাই; সুতরাং হে কৃষ্ণ! আপনাকে বেদে শাস্ত্রে ও বেদবিৎকর্ত্তৃক বিচার করিয়া নিশ্চিত অতি রহস্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যদি কোনও ব্রহ্মহত্যাকারক, সুরাপায়ী, স্বর্ণচৌরী, গুরুতল্পগামী, মাতৃঘাতক, পিতৃঘাতক বা বীরঘাতক অথবা ভ্রূণহা ব্যক্তিও ভক্তিপূর্ব্বক পরম কারণ শিবকে অমন্ত্রকও যদি পূজা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসরের পর পাপমুক্ত হয়, ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব ভক্ত পতিত ব্যক্তিও শিবের অর্চ্চনা করিবে। আর অভক্ত সদাচারপরায়ণ হইলেও পূজাতে অধিকারী হইবে না। যদি কোনও ব্যক্তি অতিশয় পাপকর্ম্ম করিয়া ভিক্ষাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে দেবদেবের পূজা করে; তাহা হইলে সে ব্যক্তি স্বীয় পাপ হইতে মুক্ত হয়, জা জিক। আর যাহারা শিবভক্ত না হইয়া মাত্র জলপান বায়ুভক্ষণরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বী হয় এবং অন্যান্য ব্রত করে, তাহাদিগের এই সকল ব্রতেও শিবলোকপ্রাপ্তি ঘটে না; আর যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে একবার মাত্র শিবের অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তিও শিবমন্ত্রের গৌরবে শিবপুরে গমন করিতে সমর্থ হয়। অতএব নিখিল কঠোর তপস্যা, আর সর্ব্বস্বদক্ষিণ পর্য্যন্ত যজ্ঞ, ঐ শিবমূর্ত্তিপূজনের কোটি অংশের একাংশেরও সমতুল হইতে পারে না। বদ্ধই হউক, আর মুক্তই হউক, যে ভক্ত পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে শিবপূজা করে, সে ব্যক্তি পাশ হইতে মুক্ত হয়, ইহা আর বিচার্য্য নহে। অরুদ্রই হউক আর সরুদ্রই হউক, যে ব্যক্তি সূক্ত মন্ত্রে একবার মাত্র শিবার্চ্চনা করে, সে জন পতিত বা মূঢ় হইলেও মুক্ত হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নিয়ত ষড়ক্ষর মন্ত্রে বা পঞ্চাক্ষর মন্ত্র অথবা সদ্যোজাতাদি ব্রহ্মাঙ্গ মন্ত্রে ও পূর্ব্বোক্ত হংস মন্ত্র সহিত সূক্ত মন্ত্রে অর্চ্চনা করিলেই মুক্ত হইবে; ইহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং ভক্তগণ নিয়ত ভক্তিপূর্ব্বক সূক্তমন্ত্র দ্বারা শিবের অর্চ্চনা করিবে। ১০৮—১৪৯। জিতক্রোধ শিবভক্তেরা দীক্ষিত হউক, কি না হউক, ঐ নিয়মে শিবপূজা করিবে, কিন্তু তাহার মধ্যে দীক্ষিত ব্যক্তিই যে প্রশস্ততর, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব গুরুসকাশে দীক্ষিত হইয়াই যে ব্যক্তি সূক্তমন্ত্র দ্বারা এককাল বা দ্বিসন্ধ্যা অথবা ত্রিসন্ধ্যায় কিংবা নিয়তই মহাদেবকে পূজা করিয়া থাকে, তাহারা গণেশ্বর বলিয়া জ্ঞাতব্য। যে জন আত্মসহায় জ্ঞানযোগ দ্বারা ভগবান্ শিবের অর্চ্চনা না করে, সে ব্যক্তি চিরকাল এই দুঃখসাগর সংসারে কষ্ট পাইতে থাকে। যে জন এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও শিবপূজা না করে, তাহার জন্ম নিষ্ফল; যেহেতু এহেন মনুষ্যজন্মও তাহার মোক্ষের নিমিত্ত হইল না। আর যে জন এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া পিনাকীর পূজায় রত থাকে, তাহাদিগের জন্ম সফল ও সেই নরোত্তমই ইহজগতে কৃতার্থ হইয়া থাকে, জানিবে। এ জগতে যাহারা ভবভক্তিপরায়ণ ও ভবে প্রণতচেতাঃ হইয়া নিরন্তর ভবস্মরণে উদ্যুক্ত থাকে, তাহারা এই ভবার্ণবে দুঃখের ভাগী হয় না। মনোজ্ঞ ভবন, বিলাসবিভূষিতা স্ত্রী ও তুষ্টির সীমানাশক ধন, এ সকল, মাত্র শিব পূজারই ফল জানিবেন। যাহারা মহাভোগ বাঞ্ছা করে ও যাহারা ত্রিদশালয়ে রাজ্যভোগ বাসনা করে, নিশ্চয় জানিবেন যে, তাহারা সদা সর্ব্বদা সেই ভবভূতির চরণকমলে লোভী হইয়া থাকে। শিবসেবীকেই শৌর্য্য, বল, জগতে খ্যাতি, কান্ত শরীর, লোকানন্দকর স্বভাব ও দয়ালুতা প্রভৃতি নিখিল সদ্গুণ আশ্রয় গ্রহণ করে; অতএব যদি আপনার মঙ্গললাভের বাসনা থাকে, তাহা হইলে মাত্র শিবে চিত্ত অর্পণ করিয়া সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবপূজা করিবেন। এই

জীবন অচিরেই নাশ পাইবে, এই মনোহর যৌবন—যাহাকে চিরস্থায়ী মনে করিয়া পরিণাম না দেখিয়া আমোদে মদমত্ত রহিয়াছ, তাহাও আর কিছু দিন পরে নাশ পাইবে; ঐ দেখ, ব্যাধিও আশ্রয়গ্রহণে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এ সকল বিবেচনা করিয়া নিয়ত পিনাকীর পূজায় রত থাকিবে। যতদিন না মরণ হইতেছে, যে পর্য্যন্ত এ দেহকে জরা আসিয়া আক্রমণ না করিতেছে ও যতদিন না ইন্দ্রিয়বৈকল্য হইতেছে, সে পর্য্যন্ত শিবপূজায় কদাচ অলস হইবে না। এই ত্রিভুবনে শিবার্চন তুল্য আর ধর্ম্ম নাই, ইহা জানিয়া নিয়ত যত্নসহকারে সদা শিবের পূজায় রত থাকিবে। যদি প্রাসাদে পূজা করা হয়, তাহা হইলে রম্য কোমল তরুসমূহ-সমীপে গমন করিয়া দ্বারযাগ ও পরিবারবলিক্রিয়া করিবে এবং নিয়ত উৎসব করিবে। হবিঃ-নিবেদনের পর স্বয়ং কর্ত্তাই হউক অথবা অনুচরই হউক প্রাসাদ পরিবার-উদ্দেশে যথাক্রমে বলি নিবেদন করিবে। নানাবিধ বাদ্যের সহিত সেই তরুসমূহের দিকে গমন করিয়া জলের সহিত পুষ্প ধূপ দীপ অন্ন এই সকল নিবেদন করিবে। পরে উত্তরমুখ হইয়া মহাপীঠে বলি নিবেদন করিবে। তাহার পর দেব-উদ্দেশে যে অন্নাদি নিবেদিত হইয়াছে, সাবশিষ্ট সেই সকল চণ্ড উদ্দেশে দান করিবে। পরে যথাবিধি হোম করিয়া শেষে অবশিষ্ট পূজা সমাপন করিবে। মন্ত্রজপ পর্য্যন্ত যথাবিধি প্রয়োগ করিয়া নিয়ত শিবশাস্ত্রোক্ত উৎসব করিবে। রত্নপদ্মোপশোভিত বিপুল তৈজস পাত্রে দিব্য পাশুপত অস্ত্র আবাহন করিয়া তাহাতে আবাহন করত পূজা করিবে। পরে অলঙ্কৃত যষ্টিধারী দ্বিজের মস্তকে সেই পাত্র স্থাপন করিয়া বাহিরে গমন করত নৃত্যগীতাদি বহুবিবিধ মঙ্গল কার্য্য করিতে করিতে দীপধ্বজাদি গ্রহণ করত, সত্বরও নহে অথচ বিলম্বেও নহে এইরূপ ভাবে, মহাপীঠকে বেষ্টন করিয়া প্রাসাদপরিবার উদ্দেশে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। অনন্তর যজমান কৃতাঞ্জলি হইয়া পুনর্ব্বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দ্বারে অবস্থান করত সেই পাশুপত অস্ত্রকে অভ্যন্তরে লইয়া তাহাতে আবাহন ও পূর্ব্বোক্ত পূজা-প্রদক্ষিণাদি যথাক্রমে করিয়া বিসর্জ্জন করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্ট পুষ্প দান করিয়া পূজা কর্ম্ম শেষ করিবে। ১৫০—১৭৩।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু বলিলেন,—হে বাসুদেব! অনন্তর অগ্নিকার্য্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলে কিংবা বেদিতে অথবা লৌহময় বা নব মৃণ্ময় পাত্রে অগ্নি স্থাপন করিয়া যথাবিধি সংস্কার করিবে। পরে সেই সংস্কৃত অগ্নিতে মহাদেবের আরাধনা করিয়া হোম করিবে। কুণ্ড দ্বিহস্তপরিমিত অথবা একহস্তপরিমিত করিবে এবং বৃত্তাকার কিংবা চতুষ্কোণাকার করিবে। আর বেদী মণ্ডলাকার করিবে। কুণ্ড বিস্তীর্ণ ও নিম্ন হইবে, আর তাহার মধ্যে অষ্টদল পদ্ম থাকিবে, সেই পদ্ম চারি অঙ্গুল বা দুই অঙ্গুল উচ্চ হইবে। কুণ্ডের অভ্যন্তরে নাভি করিবে। কুণ্ডপরিমাণভেদে নাভি বিতস্তি বা তদ্দ্বিগুণ ঊর্দ্ধে কর্ত্তব্য। মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য উত্তম পর্ব্বের মধ্যস্থল অঙ্গুলি বলিয়া কথিত আছে। সেইরূপ চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলিতে এক হাত হয়। মৃত্তিকা দ্বারা শোভাকর শ্লক্ষ্ণ মেখলাত্রয় অথবা মেখলাদ্বয় কিংবা একটী মেখলা (হোমকুণ্ডের মৃত্তিকানির্ম্মিত বেষ্টনবিশেষ) নির্ম্মাণ করিবে। মেখলার মধ্যে পশ্চিমদিকে বা দক্ষিণদিকেই হউক অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কিংবা গজোষ্ঠসদৃশ ঐ যোনি শোভমান হইবে; অগ্রে কিছু নিম্ন হইবে ও তাহার প্রান্তদ্বয় মিলিত থাকিবে। বেদির কোনরূপ উচ্চতানিয়ম নাই, ঐ বেদী মৃণ্ময়ী বা সিকতাময়ী করিবে। গোময় জল দ্বারা মণ্ডল করিবে। পাত্রের কোনরূপ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। কুণ্ড ও মৃণ্ময়ী বেদীকে গোময়যুক্ত জলে লেপন করিবে। ১—১০। পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তাপিত করিবে, আর অন্য পাত্র জলে প্রোক্ষিত করিবে। পরে স্বীয় গৃহ্যসূত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে কুণ্ডাদিতে লিখিবে। দর্ভ সকল প্রোক্ষিত করিয়া তাহা দ্বারা বহ্নিস্থাপনের নিমিত্ত আসন নির্ম্মাণ করিবে অথবা পুষ্প দ্বারা করিবে। পূজা ও হোমের নিমিত্ত দ্রব্য সকল সম্পাদন করিয়া প্রক্ষালন করত প্রোক্ষণীজলে প্রোক্ষিত করিয়া শুদ্ধ করিবে। সূর্য্যকান্তমণিজাত বা কাষ্ঠজাত বা শ্রোত্রিয়াগারসম্ভূত অথবা অন্য কোন পবিত্র অগ্নি আনয়ন করিবে। পরে সেই অগ্নিকে তিনবার কুণ্ডাদির উপরে প্রদক্ষিণ করাইয়া বহ্নিবীজ উচ্চারণ করত সেই আসনোপরি যোনিমার্গ দ্বারা বা আত্মসম্মুখ করিয়া স্থাপন করিবে। বিচক্ষণ কর্ত্তা যোনিপ্রদেশের সমীপে থাকিয়া কুণ্ডেতে সকল কার্য্য করিবে, ইহাই বিধি। আপন নাভির অভ্যন্তরস্থিত বহ্নি সেই নাভিরন্ধ্র হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিম্বাকৃতি হইয়া বহিঃস্থিত অগ্নিতে লীয়মান হইল, এইরূপ চিন্তা করিবে। আজ্যসংস্কার পর্য্যন্ত অগ্ন্যাধান করত স্বসূত্রোক্ত পদ্ধতিতে মূলমন্ত্র দ্বারা সকল কার্য্য করিবে। পরে দক্ষিণ পার্শ্বে শিবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিয়া ঘৃতে মন্ত্রন্যাস করত ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। স্রুক্ স্রুব, কাংস্য লৌহ সীসা ব্যতিরিক্ত ধাতুনির্ম্মিত করিবে, অথবা স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত শিল্পসম্মত যজ্ঞদারুনির্ম্মিত করিবে। পলাশাদি বৃক্ষাদির পত্রদ্বয় মধ্য হইতে উত্থিত দর্ভ দ্বারা সম্মার্জ্জিত করিয়া বহ্নিতে তাপিত করিয়া পুনর্ব্বার প্রোক্ষিত করিবে; পরে

স্বসূত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে সেচন করিয়া শিবমন্ত্রপূর্ব্বক অষ্টবীজ দ্বারা অগ্নিসংস্কার-সিদ্ধির নিমিত্ত হোম করিবে। ভ্রূং স্তুং ব্রুং শ্মুং পুং ড্রূং দ্রুং, এই সাতটী অনুক্রমে সপ্ত জিহ্বার বীজ। বহুরূপাভিধানা মধ্যমা জিহ্বা ত্রিশিখা; তাহার দেদীপ্যমানা এক শিখা দক্ষিণে, অপর শিখা বামে। ঐশানী জিহ্বা হিরণ্যা, পূর্ব্বজিহ্বা কনকা, আগ্নেয়ী জিহ্বা রক্তা, নৈঋতী জিহ্বা কৃষ্ণা, আর অন্য জিহ্বাদ্বয়ের মধ্যে একটীর নাম সুপ্রভা ও অপর বায়ুজিহ্বা; সেই বায়ুজিহ্বা স্বনামসদৃশ গুণসম্পন্না (অর্থাৎ বায়ুর ন্যায় চঞ্চলা)। ঐ সকল জিহ্বার পূর্ব্বোক্ত স্ব স্ব বীজের পর স্বাহান্ত জিহ্বানাম উল্লেখ করিলে জিহ্বামন্ত্র হইবে। যথা,—(ওঁ ভ্রূং ত্রিশিখায়ৈ স্বাহা, এইরূপ)। ঐ সকল জিহ্বামন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে প্রত্যেক জিহ্বাতে এক এক করিয়া হোম করিবে। "রূং বহ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্র দ্বারা মধ্যে আহুতিত্রয় দান করিয়া ঘৃত বা সমিধ্ দ্বারা পরিষেচন করিবে। ১১—২৭। এইরূপ করিলে শিবাগ্নি হয়, তাহাতে শিবাসন ধ্যান করিয়া অর্দ্ধনারীশ্বর দেব শিবকে আবাহন করিয়া দীপ-পর্য্যন্ত পরিষেচন করত পূজা করিবে। পরে সমিধ্ হোম করিবে, সেই সকল পলাশবৃক্ষের হউক অথবা অন্য কোন যজ্ঞীয় বৃক্ষের হউক, কিন্তু সরল হইবে, স্বয়ংশুষ্ক হইবে না, সত্বচ ও ব্রণশূন্য হইবে, কনিষ্ঠাঙ্গুলি-পরিমিত বা দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত হইবে, অথবা প্রাদেশপরিমিত হইবে; তাহার অলাভে যাহা পাইবে, তাহা দ্বারা হোম করিবে, তাহার কিছু বিশেষ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। তাহার পর ঘৃত দ্বারা আহুতি দান করিবে, সেই আহবনীয় ঘৃতধারা দেখিতে যেন দূর্ব্বাপত্র সদৃশ ও চারি অঙ্গুল বিস্তীর্ণ হয়। পরে অক্ষপ্রামাণ (অর্থাৎ গ্রাস পরিমিত) অন্ন লাজ সর্ষপ যব তিল প্রভৃতি দান করিবে; সম্ভবে ভক্ষ্য চোষ্য ও লেহ্য দ্রব্য ঘৃতাক্ত করিয়া দান বিধি। তৎপরে শক্তি অনুসারে দশাহুতি বা পঞ্চাহুতি বা আহুতিত্রয় অথবা একবার মাত্র আহুতি দান কর্ত্তব্য। ঘৃতাহুতি স্রুব দ্বারা, সমিধ্ হোম হস্ত দ্বারা ও অবশিষ্ট হবনীয় সকল স্রুক্‌পাত্র বা হস্ত দ্বারা লইয়া হোম করিবে, ইহাই বিধি। ঐ সকল দ্রব্যের হোম দিব্যতীর্থ বা আর্ষতীর্থ দ্বারা বিধেয়। সকল দ্রব্য না পাইলে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাত্র এক দ্রব্য দ্বারাই হোম করিবে। প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত আহুতিত্রয় দান করিবে। তাহার পর হোমাবশিষ্ট ঘৃত দ্বারা স্রুক্‌পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া তাহার অগ্রে পুষ্পনিক্ষেপ করত অধোমুখ দর্ভযুক্ত স্রুব দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, পরে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সেই পাত্র গ্রহণ করত বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যবমিশ্রিত পূর্ণাহুতিধারা প্রদান করিবে। এইরূপ পূর্ণাহুতি দান করিয়া পূর্ব্ববৎ পরিষেচন করিবে। তাহার পর দেবদেবকে বিসর্জ্জন করিয়া অগ্নিকে রক্ষা করিবে, কিংবা অগ্নিকেও বিসর্জ্জন করিয়া নাভিতে সন্ধান করত পূজা করিবে, ইহাই বিধি। ২৮—৩৯। অথবা বাগীশ্বরী গর্ভসম্ভূত অগ্নি আনয়ন করিয়া শিবশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে সেই অগ্নির সংস্কার করত বিধিবৎ পূজা করিবে। পরে প্রথমতঃ অগ্ন্যাধান করিয়া পরিধি বিধান করত পাত্র সকল দ্বন্দ্বভাবে (অর্থাৎ দুইটী দুইটী করিয়া) স্থাপন করিবে, তাহার পর শিবার্চ্চনা করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র শোধন করত তাহার জলে অন্য পাত্র সকল প্রোক্ষিত করিবে এবং ঈশান কোণে প্রণীতাপাত্রকে জলপরিপূর্ণ করিয়া স্থাপন করিবে। তৎপরে স্রুক্ স্রুব শোধন করিয়া গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি কার্য্য করিবে ও পৃথক্ পৃথক্ হোম করিয়া জাত অগ্নিকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে চিন্তা করিবে,—সেই অগ্নির তিন পাদ, চারি হস্ত ও চারি শৃঙ্গ, দুই মস্তক, মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ নয়ন, মস্তকে জটা ও ইন্দুকলা বিরাজমান, দেহকান্তি রক্তবর্ণ, পরিধান রক্তবস্ত্র এবং আভরণও রক্তাভরণ ও রক্তমাল্য। তিনি সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন উপবীত ত্রিমেখলায় অলঙ্কৃত দক্ষিণ হস্তে শক্তি অন্ন স্রুক্ স্রুব ও বামহস্তে তোমর তালবৃন্ত ও ঘৃতপাত্র ধারণ করিতেছেন। এইরূপ আকারবান্ হইয়া জাত অগ্নিকে চিন্তা করিয়া তাঁহার জাতকর্ম্ম করিবে। তাহার পর লালাপনয়ন করিয়া ঐ সূত্ররূপী অগ্নিকে সংশুদ্ধ করিবে এবং ঐ শিবাগ্নির রুচি নাম করিয়া আহুতি দান করত বাগীশ্বরী শঙ্করের বিসর্জ্জন করিবে। পরে চূড়াকরণ উপনয়নাদি কার্য্য করিয়া ঐ অগ্নির আপ্তোর্যামান্ত সংস্কার করিবে ও ইধ্মাধারাদি হোম স্বিষ্টকৃৎহোম সমাপনের পর 'রূং" এই বীজ দ্বারা পরিষেচন করিবে। ৪০—৫০। তাহার পর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ও লোকেশগণের এবং তাঁহাদিগের অস্ত্রসমূহের চতুর্দ্দিকে পূজা করিয়া ধূপ দীপাদি প্রজ্বালনের নিমিত্ত বহ্নি উত্তোলন করিবে। আজ্যাদি পাত্র সংগ্রহ করিয়া বহ্নিতে আসন কল্পনা করত তাহাতে পূর্ব্বমত দেবদেবীকে পূজা করিয়া পূর্ণহোম পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে, ইহাই বিধি। অথবা শিবাশ্রমী ব্যক্তি সকল কর্ম্মফল শিবার্পিত জ্ঞান করিয়া স্বাশ্রমোক্ত বহ্নিকর্ম্ম করিবে, তাহার আর কোন বিধি নাই। শিবাগ্নির ভস্ম বা অগ্নিহোত্রোদ্ভূত বা বৈবাহিকাগ্নি-সম্ভূত ভস্ম ও শুচি পক্ক সুগন্ধি ভস্ম গ্রাহ্য। কপিলা গোর মল গগনপতন সময়ে যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেই গোময় প্রশস্ত, ক্লিন্ন বা অতি কঠিন বা শুষ্ক কিংবা দুর্গন্ধ গোময় প্রশস্ত নহে। আর যদি ভূমিতে পতিত গোময় হয়, তাহা হইলে তাহার উপর ও অধোভাগ পরিত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিবে। সেই গোময় একত্র করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা শিবাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অপক্ক ও অতি পক্ক শ্বেতবর্ণ ভস্ম পরিত্যাগ করিবে,

কিংবা তাহা গ্রহণ করিয়া বিলোড়ন করত ভস্মাধারে নিক্ষেপ করিবে। ঐ ভস্মপাত্র উত্তমরূপে নির্ম্মিত হইবে, দৃঢ় হইবে, প্রক্ষালিত ও প্রোক্ষিত হইবে এবং অভিমন্ত্রিত হইবে। তৈজস বা কাষ্ঠময় বা মৃণ্ময় কিংবা প্রস্তর-নির্ম্মিত ভস্মাধার করিবে, অথবা অন্য কোন সুন্দর পাত্র ভস্মাধার করিবে। ধনের ন্যায় ভস্মকে পরিষ্কার বিশুদ্ধ অবিষম শুভ দেশে রাখিবে। কোন স্থলে যাইবার সময় নিজে কিংবা অনুচর দ্বারা ভস্ম গ্রহণ করিবে। কখন অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে বা অশুচি স্থলে রাখিবে না। নীচ অঙ্গ দ্বারা কদাচ স্পর্শ করিবে না, কখন ভস্মকে লঙ্ঘন করিবে না, ফলে কদাচ উপেক্ষা প্রকাশ করিবে না। অতএব যথোক্ত কালে ভস্ম গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে, কদাচ অনির্দ্দিষ্ট সময় তাহা করিবে না এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে কদাচ প্রদান করিবে না। দেবতার উদ্বাসনের পূর্ব্বে ভস্মসংগ্রহ কর্ত্তব্য, কেননা, উদ্বাসনের পর ভস্ম চণ্ডভাবাক্রান্ত হইয়া থাকে। পরে শিবশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে অগ্নিকার্য্য সমাপন করিয়া স্বসূত্রোক্ত প্রকারে বলিকর্ম্ম করিবে। অনন্তর সুপ্রলিপ্ত মণ্ডপে বিদ্যাসন বিন্যস্ত করিয়া বিদ্যাকোশকে প্রতিষ্ঠিত করত পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। অগ্রে বিদ্যামণ্ডল ও গুরুমণ্ডল করিয়া তাহাতে উত্তম আসন বিন্যস্ত করত পুষ্পাদি দ্বারা গুরুকে অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর অন্যান্য পূজনীয়গণকে পূজা করিয়া বুভুক্ষিতগণকে ভোজন করাইবে। তাহার পর স্বয়ং দেব-নিবেদিত অবশিষ্ট শুদ্ধ অন্ন আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাসুখে ভোজন করিবে; কদাচ লোভী হইয়া ভোজন করিবে না এবং যে অন্ন চণ্ড-উদ্দেশে সমর্পিত হয় নাই, তাহা ভোজন করিবে না। অন্যান্য গন্ধ মাল্যাদি পক্ষেও এইরূপ বিধি; বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই সেই সময় "আমি শিব" এইরূপ জ্ঞান করিবে। এইরূপে ভোজন করিয়া আচমন করত শিবকে ধ্যান ও হৃদয়ে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। পরে অবশিষ্ট সময় যথাযোগ্য শিবশাস্ত্র-কথাদি দ্বারাই অতিবাহিত করিবে। পরে রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইলে দেবদেবীর মনোহর পূজা করিয়া এক অতি শোভমান শয্যা প্রস্তুত করিবে ও ভক্ষ্য ভোজ্য বস্ত্র লেপন পুষ্পমাল্য প্রভৃতি মনোহর উপকরণ প্রস্তুত, এ সকল মানসিক কল্পনা করিবে, অথবা নির্ম্মাণ করিয়া দেবদেবীর উদ্দেশে নিবেদন করিবে। তাহার পর দেবদেবীর পাদমূলে স্বয়ং শয়ন করিবে। যদি গৃহস্থ হয় ত ভার্য্যার সহিত, আর অন্য ব্যক্তি হইলে একাকী শয়ন করিবে, ইহাই বিধি। পরে প্রাতঃকাল হইলে গাত্রোত্থান করিয়া আদ্যমন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর মনে মনে উমাসহচর সগণ অব্যয় দেবকে নমস্কার করিয়া দেশ-কালোচিত যথাশক্তি শৌচাদি কার্য্য সমাপন করত শঙ্খাদিধ্বনি দ্বারা দেবদেবীকে প্রবুদ্ধ করিবে। পরে সেই সময়ে প্রস্ফুটিত সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা ভবভবানীর পূজা সমাপনপূর্ব্বক অনন্তরানুষ্ঠেয় যথোক্ত কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। ৫১—৭৭।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—এখন শিবাশ্রম-নিষেবিগণের শিবশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে নৈমিত্তিক বিধিক্রম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সকল মাসে উভয় পক্ষে অষ্টমীতে চতুর্দ্দশীতে পর্ব্বে অয়নে ও বিষুবে অর্থাৎ তুলামেষে এবং বিশেষত গ্রহণে শক্তির অধিক মহাপূজা করিবে। অথবা শক্তি অনুসারে করিবে। মাসে মাসে উপবাসী হইয়া যথাবিধি ব্রহ্মকূর্চ্চ (বৌধায়ন বিধিসংস্কৃত পঞ্চগব্য) সংস্কৃত করত তাহা দ্বারা শিবকে স্নান করাইয়া অবশিষ্ট ভোজন করিবে। ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিলে অতি মহৎ ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহাই ঐ ব্রহ্মকূর্চ্চপানের সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ। পূর্ণিমাতে পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত পৌষ মাসে বিভু শিবের নীরাজনা করিবে; মঘানক্ষত্রযুক্ত মাঘ মাসে ঘৃতকম্বল প্রদান করিবে; উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত ফাল্গুন মাসে মহোৎসব করিবে; চিত্রানক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসে দোল করিবে; বিশাখানক্ষত্রযুক্ত বৈশাখ মাসে দেবের পুষ্পময় মন্দির নির্ম্মাণ করিবে; মূলানক্ষত্রযুক্ত জ্যৈষ্ঠ মাসে শীতকুম্ভ দান করিবে, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত আষাঢ় মাসে পবিত্রারোপণ করিবে; শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত ও ধনিষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত শ্রাবণ মাসে প্রাকৃত ও অন্য মণ্ডল .করিবে; প্রোষ্ঠপদানক্ষত্রযুক্ত ভাদ্র মাসে প্রোক্ষণ করিবে; পূর্ব্বাষাঢ়াযুক্ত দিবসে জলক্রীড়া করিবে; অশ্বিনীনক্ষত্রযুক্ত আশ্বিন মাসে পায়স ও নবোদন (নবান্ন) দান করিবে; শতভিষক্-নক্ষত্রযুক্ত দিবসে সেই পায়স দ্বারা অগ্নিকার্য্য করিবে; কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিক মাসে সহস্র দীপ দান করিবে; মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত অগ্রহায়ণ মাসে ও আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত দিবসে ঘৃত দ্বারা শিবকে স্নান করাইবে। ১—১২। এই সকল কার্য্যে অশক্ত হইলে সেই সেই কালে কেবল উৎসব করিবে, অথবা মহাপূজা, কিংবা অধিকরূপে পূজা করিবে। কোন এক কল্যাণকর কার্য্য বা প্রশস্ত কর্ম্ম সকল প্রবৃত্ত হইলে, কিংবা দুরাচার, দৌর্ম্মনস্য, দুঃস্বপ্ন, দুষ্টদর্শন, উৎপাত, প্রবল রোগ অথবা অন্য কোন অশুভ প্রবৃত্ত হইলে নিমিত্তানুসারে পুরশ্চরণ-পূর্ব্বক স্নান, পূজা, জপ, ধ্যান, হোম, দানাদি কার্য্য করিবে। শিবাগ্নি নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার অগ্নি সন্ধান করিবে। যে শিবধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি এইরূপ কার্য্যে উৎসাহী হইয়া প্রবৃত্ত হয়, মহেশ্বর তাহার

এক জন্মেই মুক্তি দান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে এই সকল কার্য্য ক্রমানুসারে অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রীকণ্ঠনাথের আদ্য দিব্য স্থানে গমন করিতে সক্ষম হয় এবং সেই শিবধামে শত কোটি কল্প ব্যাপিয়া মহাভোগ ভোগ করিয়া কালান্তরে সেই স্থান হইতে চ্যুত হইয়া সেই শ্রীকণ্ঠনাথের ঔরসে উমাকুমার রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং বিষ্ণুলোকে ব্রহ্মলোকে পরে রুদ্রলোকে গমন করিয়া সেখানে যথাভিলষিত ভোগ ভোগ করত পুনর্ব্বার তাহা হইতে উর্দ্ধে পঞ্চ স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক গমন করিয়া শ্রীকণ্ঠসকাশে জ্ঞান লাভ করত শিবপুরে গমন করিয়া থাকে। যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের অর্দ্ধানুষ্ঠানে রত থাকে, সে এই প্রকার দুই জন্ম প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরে জ্ঞান লাভ করত শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে; আর যে ইহার অর্দ্ধেরও অর্দ্ধানুষ্ঠানে রত হয়, সেই দেহী দেহক্ষয়ের পর বুদ্ধিকৃত ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ভুবনদ্বয় অতিক্রম করিয়া পার্ব্বতীপতির পৌরুষ রৌদ্র স্থান লাভ করিতে সমর্থ হয় ও সেখানে অনেক যুগসহস্র ব্যাপিয়া বহুবিধ ভোগ ভোগ করত পুণ্যক্ষয় হইলে পৃথিবীতে আসিয়া মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই জন্মে মহাদ্যুতিশালী হইয়া পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পশুধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবধর্ম্মে রত হয়; পরে সেই ধর্ম্মপ্রভাবে শিবকে ধ্যান করত শিবপুরে গমন করিতে সমর্থ হয়; সেই শিবপুরে বিবিধ ভোগ ভোগ করিয়া বিদ্যেশ্বর পদ লাভ করত সেই স্থলে বিদ্যেশ্বরগণের সহিত বহু ভোগ্য ভোগ করে এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বা বাহিরে একবার মাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই স্থলে শিবজ্ঞান ও পরম ভক্তি লাভ করত শিবসাধর্ম্ম্য লাভ করিতে সমর্থ হয়, আর কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে না। যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ন্যায় শিবাসক্তচেতাঃ হয়, সে ব্যক্তি শিবধর্ম্ম অনুষ্ঠান করুক আর নাই করুক, মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ। শিবধর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি, একবার দুইবার বা তিনবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই মুক্তি লাভ করে, পুনঃপুনঃ সংসারে গমনাগমন তাহাকে করিতে হয় না। অতএব যে কোন কারণে শিবাশ্রিত হইয়া শুভ লাভের নিমিত্ত উৎসাহপূর্ব্বক শিবধর্ম্মে মতি করিবে। এ বিষয় আমরা কাহাকে পীড়ন করিব না, বা কাহা দ্বারা করাইব না, আর নির্ব্বন্ধ করিলেও তাহা পাপিগণের রুচিজনক হইবে না। আর যাহাদের রুচিজনক হয়, কেবল তাহাদের পুণ্য সংস্কার গৌরবেই জানিবে, ঐ সকল পুণ্যবানগণের সংস্কার কারণ অবিদ্যাও আবির্ভূত হয় না, অতএব যদি আপনার মঙ্গললাভে বাসনা থাকে, তাহা হইলে বিশেষরূপে প্রকৃতির অনুকূল বিবেচনা করিয়া শিবধর্ম্মে মতি করিবেন।১৩—৩৫

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনার মুখবিনির্গত ভক্তগণের মুক্তির নিমিত্ত শিবকথিত শ্রুতিসম নিত্য-নৈমিত্তিক বিধি শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে আমার এই শুশ্রূষা যে, শিব-ধর্ম্মাধিকারিগণের যদি কোন কাম্য কার্য্য থাকে, তাহা বর্ণনা করুন। উপমন্যু কহিলেন,—যাহা অনুষ্ঠানে, ইহলোকে ফল হয়, আর যাহা অনুষ্ঠানে পরলোকে ফল হয়, সেরূপ কাম্য কার্য্য আছে এবং ঐহিক পারত্রিক উভয় ফল পাওয়া যায়, এরূপ কার্য্যও আছে। সে কার্য্য পাঁচ প্রকার, কোন কার্য্য ক্রিয়াময়, কোন কার্য্য তপোময়, কোন কার্য্য জপময়, কোন কার্য্য ধ্যানময় ও কোন কার্য্য সর্ব্বময়। ক্রিয়াময় কার্য্য হোমদানার্চ্চনাক্রমে ভিন্ন প্রকার। এই সকল কার্য্য শক্তিমান্ ব্যক্তিরই সফল হইয়া থাকে, অন্যের নহে। পরমাত্মা মহেশের আজ্ঞাই শক্তি বলিয়া কথিত, অতএব সকলের শিবশাসনসম্পন্ন হইয়াই সকল কাম্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য। এখন শৈব ও মাহেশ্বরগণের যথাক্রমে অন্তর বাহিরে কর্ত্তব্য ঐহিক-পারত্রিক-ফলপ্রদ কাম্য কার্য্য বলিতেছি। এ জগতে যেমন শিব ও মহেশ্বর বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন, সেইরূপ শৈব ও মাহেশ্বরগণের কিছুই ভেদ নাই। তবে শিবভক্তের মধ্যে যাহারা জ্ঞান-যজ্ঞরত, তাহারা শৈব বলিয়া প্রসিদ্ধ; আর যাহারা কর্ম্মযজ্ঞরত, তাহারা মাহেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব শৈবগণের অভ্যন্তরে কার্য্য করা বিধি, আর মাহেশ্বরগণের বাহ্যিক কার্য্য কর্ত্তব্য, ইহাই বিধি। বক্ষ্যমাণ ঐ উভয় কর্ম্মের প্রয়োগ তত বিভিন্ন নহে। ১—১০। যথাবিধি ভূমি পরীক্ষা করিয়া গন্ধবর্ণরসাদি দ্বারা মনোহর করিবে ও সেই মনোহর ভূমি বিতানাচ্ছাদিত করিয়া এইরূপ ভাবে লেপনাদি দ্বারা পরিষ্কৃত কর্ত্তব্য, যেন দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হয়। এইরূপ ভূমিতে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে প্রথমেই পূর্ব্বাংশ রচনা করিবে। একহস্ত বা দ্বিহস্ত পরিমিত মণ্ডল রচনা করিবে, সেই মণ্ডলে যথাসম্ভব রত্ন-হেমাদি-চূর্ণ দ্বারা পঞ্চাবরণ-সংযুক্ত বহুশোভা-কর্ণিকা-বিভূষিত নানাবিধ শোভাসুন্দর বিমল অষ্টদল পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। সেই পদ্মের দলসমূহে সিদ্ধি কল্পনা করিবে। কেশরে শক্তিযুক্ত রুদ্র সকল কল্পনা করিবে; পূর্ব্বাদি অষ্টদলে যথাক্রমে বামাদি অষ্টশক্তি কল্পনা করিবে। আর কর্ণিকাতে বৈরাগ্য, বীজেতে নবশক্তি, কন্দে শিবাত্মক ধর্ম্ম, নালে শিবাত্মক জ্ঞান, কর্ণিকোপরি বাহ্নেয় সৌর ও চান্দ্র মণ্ডল ও তাহারও উপরে শিবতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয় কল্পনা করিবে এবং সকল আসনের উপরে পার্ব্বতীর সহিত সুখোপবিষ্ট

বিচিত্র কুসুমালঙ্কৃত শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সর্ব্বাভরণভূষিত দিব্যগন্ধানুলেপন দিব্যায়ুধধারী হংস শক্তিযুক্ত পঞ্চব্রহ্মময় পঞ্চাধ্বব্যাপী মাতৃকাত্মক হৃদয়াদিষড়ঙ্গ ও ষড়্জাতি-সমন্বিত তত্ত্বত্রয়ময় ওঙ্কাররূপী পঞ্চত্রিংশৎকলাময় বিদ্যামূর্ত্তি সাক্ষাৎ সদাশিবকে ধ্যান করিবে;—তাঁহার জটামুকুট ভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম বসন, করতল ও পাদতল রক্তপদ্মের দলের ন্যায় সুন্দর ও কোমল, বদনকমলে মৃদু হাসি নিয়ত বিরাজমান। তাঁহার পাঁচ বক্ত্র ও দশ ভুজ; প্রথম পূর্ব্বমুখ বালার্ক-সদৃশকান্তি সুন্দর বালেন্দুভূষণ ও তিন নয়নকমলে সুশোভিত; দ্বিতীয় দক্ষিণ বদন নীলমেঘের ন্যায় মনোহরচ্ছবি, ভৃকুটীকুটিল দংষ্ট্রাকরাল দুর্দ্ধর্ষ এবং ঘূর্ণায়মান রক্তবর্ণ নয়নত্রিতয়ে ও নিয়ত স্ফুরিত অধরপল্লবে বিভূষিত; তৃতীয় উত্তর-বদন, বিদ্রুমের ন্যায় সুন্দর নীলচূর্ণকুন্তলে বিভূষিত সবিলাস নয়ন-ত্রিতয়ে মনোহর ও চন্দ্রকলাভরণে অলঙ্কৃত; চতুর্থ পশ্চিম মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর লোচনত্রয়ে উজ্জ্বল চন্দ্ররেখাশেখর ও মৃদু মৃদু হাসিতে সেই মুখ সাতিশয় মনোহর হইয়া বিরাজমান; পঞ্চম বদনকমল স্ফটিকের ন্যায় কান্তিমান্, ইন্দুকলায় শোভমান ও বিকসিত অরবিন্দের ন্যায় লোচনত্রয়ে সমধিক সমুজ্জ্বল। তাঁহার দক্ষিণ পাঁচ হস্তে শূল, পরশু, বজ্র, খড়্গ, অনল শোভমান ও বাম পাঁচ হস্তে সর্প, নারাচ, ঘণ্টা, পাশ, অঙ্কুশ এই সকল বিদ্যমান; নিবৃত্তিকলা দ্বারা তাঁহার জানুদ্বয় বদ্ধ, প্রতিষ্ঠাকলা দ্বারা নাভিপর্য্যন্ত, বিদ্যা দ্বারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত, শান্তা দ্বারা ললাটপর্য্যন্ত ও শান্ত্যতীতা কলা দ্বারা ললাটের উপরিভাগ আবদ্ধ। তাঁহার পঞ্চকলা বিগ্রহ, ঈশান তাঁহার মুকুট, পুরুষ তাঁহার আস্য, অঘোর হৃদয়, বামদেব গুহ্য, সদ্য তাঁহার মূর্ত্তি এবং ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ক্রোড়ে অধিষ্ঠিতা, জ্ঞানাখ্যা শক্তি দক্ষিণদিকে ও ক্রিয়াশক্তি তাঁহার বামদিকে সমারূঢ়া রহিয়াছেন। এইরূপে সেই পরমেশান মহেশ্বরকে ধ্যান করত মূলমন্ত্র দ্বারা মূর্ত্তিকল্পনা করিয়া সকলীকরণ করিবে। পরে সেই মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ শিবকে পরমাশক্তির সহিত মূলমন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য পর্য্যন্ত দানে পূজা করিবে এবং সেই কল্পিত মূর্ত্তিতে সদসদ্ব্যক্তিবর্জ্জিত পরমেশ্বরকে আবাহন করিয়া পঞ্চোপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ব্রহ্মমন্ত্র ষড়ঙ্গমন্ত্র মাতৃকামন্ত্র প্রণবপূর্ব্বক শিবমন্ত্র শক্তিযুক্তমন্ত্র শাস্ত্রমন্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্র সকল দ্বারা কিংবা মাত্র শিবমন্ত্র দ্বারা পরম দেবকে পূজা করিবে। স্নপন ব্যতিরিক্ত পাদ্যাদি মুখবাস পর্য্যন্ত করিয়া যথাক্রমে গন্ধাদি দ্বারা পঞ্চাবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। তাহার মধ্যে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের দক্ষিণ বাম পার্শ্বে যথাক্রমে গণেশ কার্ত্তিকেয়কে পূজা করিবে (অর্থাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশকে বাম পার্শ্বে কার্ত্তিকেয়কে পূজা করিবে)। তাহার পর চতুর্দ্দিকে যথাক্রমে প্রথমাবরণ ঈশানাদি সদ্যান্ত সশক্তিক ব্রহ্মমন্ত্রের পূজা করিবে। অগ্ন্যাদি কোণে যথাক্রমে দেবদেবীর হৃদয়াদি ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বাদি দিকে যথাক্রমে বামাদি শক্তির সহিত অষ্ট বামাদি রুদ্রগণকে পূজা করিবে, অথবা না করিলেও ক্ষতি নাই। এই প্রথমাবরণ কথিত হইল, এক্ষণে দ্বিতীয়াবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বদলে অনন্তকে ও তাঁহার বামে তদীয় শক্তিকে পূজা করিবে। উত্তর দলে একনেত্রকে পূজা করিবে, ঈশানদলে একরুদ্রকে ও তদীয় শক্তিকে পূজা করিবে। অগ্নিদলে ত্রিমূর্ত্তিকে ও তদীয় শক্তিকে পূজা করিবে, নৈর্ঋতদলে শ্রীকণ্ঠকে ও তাঁহার বামে তদীয় শক্তিকে পূজা করিবে, বায়ুদলে শিখণ্ডীশ্বরকে পূজা করিবে। দ্বিতীয়াবরণপূজায় চতুর্দ্দিকে চক্রবর্ত্তিগণকে পূজা কর্ত্তব্য। তৃতীয়াবরণ পূজায় শক্তির সহিত অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিবে, ঐ অষ্টমূর্ত্তির পূজা পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে যথাক্রমে করিবে। ভব, শর্ব্ব, ঈশান, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, ভীম, মহাদেব; ইঁহারাই সেই অষ্টমূর্ত্তি। অনন্তর ইঁহাদিগের আবার মহাদেবাদি একাদশ মূর্ত্তির শক্তির সহিত পূজা করিবে; সেই একাদশ মূর্ত্তি যথা,—মহাদেব, শিব, রুদ্র, শঙ্কর, নীললোহিত, ঈশান, বিজয়, ভীম, দেবদেব, ভবোদ্ভব, কপালীশ। এই একাদশ মূর্ত্তির মধ্যে প্রথমতঃ অগ্ন্যাদি দিক্‌সমূহে যথাক্রমে পূজা করিবে। পূর্ব্বপত্রে দেবদেবকে, ঈশান ও অগ্নিকোণের মধ্যে ভবোদ্ভবকে ও তাহার মধ্যে কপালীশকে পূজা করিবে। সেই তৃতীয়াবরণের মধ্যে অগ্রে বৃষেন্দ্রকে, তাঁহার দক্ষিণে নন্দীকে, উত্তরে মহাকালকে পূজা করিবে। অগ্নিদলে শাস্তাকে, দক্ষিণদলে মাতৃগণকে, নৈর্ঋতদলে গজাননকে, পশ্চিমদলে কার্ত্তিকেয়কে, বায়ুদলে জ্যেষ্ঠাকে, উত্তরে গৌরীকে, ঈশানকোণে চণ্ডকে এবং শাস্তা ও নন্দীশ্বরের মধ্যে মুনীন্দ্র বৃষভকে পূজা করিবে। মহাকালের উত্তরে পিঙ্গলকে অর্চ্চনা করিবে, শাস্তা ও মাতৃসমূহের মধ্যে ভৃঙ্গীশ্বরকে, মাতৃগণ ও গণেশের মধ্যে বীরভদ্রকে, গণপতি ও ষড়াননের মধ্যে দেবী সরস্বতীকে, কার্ত্তিকেয় ও জ্যেষ্ঠার মধ্যে শিবপদপূজা-পরায়ণা লক্ষ্মীকে, জ্যেষ্ঠা ও গণমাতার মধ্যে মহামোটীকে এবং গণাম্বা ও চণ্ডের মধ্যে দেবী দুর্গাকে পূজা করিবে। ঐ তৃতীয় আবরণ-পূজায় সশক্তিক রুদ্র প্রমথ ভূত প্রভৃতি শিবানুচরসমূহের পূজা করিবে এবং দেবীর সখীবর্গকেও ধ্যান করত সমাহিতচিত্তে পূজা করিবে। ১১—৬০। এইরূপ বিস্তাররূপে তৃতীয়াবরণের পূজা হইলে, তাহার বাহিরে, চতুর্থাবরণের পূজা করিবে। পূর্ব্বদলে ভানুর পূজা করিবে। দক্ষিণদলে ব্রহ্মাকে, পশ্চিমদলে রুদ্রকে ও উত্তর দলে বিষ্ণুকে পূজা করিবে এবং এ চারি দেবতার পৃথক্

পৃথক্ আবরণ ও তাঁহাদিগের ষড়ঙ্গকে দীপ্তাদি শক্তির সহিত পূজা করিবে। দীপ্তা, সূক্ষ্মা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অমোঘা, বিদ্যুতা, এই সকল দীপ্তাদি শক্তি বলিয়া কথিত; ইহাঁরা পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে যথাক্রমে অবস্থিত। দ্বিতীয়াবরণপূজায় পূর্ব্বাদি উত্তরান্ত দিক্‌চতুষ্টয়ে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি-চতুষ্টয়ের পূজা করিবে এবং শক্তিরও পূজা করিবে। আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, রবি, অর্ক ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু ইহাঁরা সূর্য্যের শক্তি। পূর্ব্বদিকে বিস্তারাকে দক্ষিণদিকে সুতারাকে, পশ্চিমদিকে বোধনীকে, উত্তরদিকে আপ্যায়িনীকে এবং ঐশান্যাদি-কোণে উষা প্রভা প্রাজ্ঞা সন্ধ্যা ইহাদিগের যথাক্রমে পূজা করিবে, এই পূজা দ্বিতীয়াবরণপূজায় কর্ত্তব্য। সোম, মঙ্গল, বুধ, মহাবুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি, তেজোনিধি শুক্র, শনি, রাহু ও ধূম্রবর্ণ ভয়ঙ্কর কেতু, তৃতীয়াবরণপূজায় চতুর্দ্দিকে ইহাঁদিগের পূজা করিতে হইবে। কিংবা দ্বিতীয়াবরণ-পূজায় দ্বাদশাদিত্যের পূজা করিবে। তৃতীয়াবরণ মধ্যে দ্বাদশ রাশিরও পূজা কর্ত্তব্য। তাহার বাহিরে চতুর্দ্দিকে সপ্ত সপ্ত গণকে এবং ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পন্নগগণ, অপ্সরোগণ, গ্রামণীনামক দেবযোনিবিশেষ, যক্ষ, রাক্ষস ও হয়গণ, সপ্তচ্ছন্দোময় ও বালখিল্য মুনিগণকে পূজা করিবে; এইরূপ তৃতীয়াবরণ মধ্যে দিবাকরকে অর্চ্চনা করিয়া পরে ব্রহ্মাকে আবরণত্রয়ের সহিত পূজা করিবে। পূর্ব্বদিকে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে, দক্ষিণে বিরাট্‌কে, পশ্চিমে কালকে ও উত্তরে পুরুষকে অর্চ্চনা করিবে। প্রথম হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পদ্মের ন্যায়, কালের স্বভাবত অঞ্জনসদৃশ এবং পুরুষের স্ফটিকের ন্যায় কান্তি; ইহাঁদিগের চারিজনের মধ্যে এক এক জন যথাক্রমে ত্রিগুণাবলম্বী রজোগুণাবলম্বী, তমোগুণাবলম্বী, সত্ত্বগুণাবলম্বী জানিবেন ও ইহাঁদিগকে প্রথমাবরণ মধ্যে পূজা করিতে হইবে। দ্বিতীয়াবরণ মধ্যে পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে সনৎকুমার, সনক, সনন্দ ও সনাতনকে পূজা করিবে। তৃতীয়াবরণ মধ্যে দক্ষাদি ক্রতু পর্য্যন্ত অষ্ট প্রজাপতিকে পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহে পূজা করিবে, আর প্রজাপতিত্রয়কে পশ্চিমদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা করিবে। সেই প্রজাপতিগণের নাম যথা—দক্ষ, রুচি, ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ। আর সেই প্রজাপতিগণের সহিত তাঁহাদিগের পত্নীরও পূজা করিবে। প্রসূতি, আকৃতি, খ্যাতি, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনসূয়া, দেবমাতা, অরুন্ধতী এই সকল শিবার্চ্চন-পরায়ণা প্রিয়দর্শনা শ্রীমতী পতিব্রতাগণ ঐ প্রজাপতিগণের যথাক্রমে পত্নী বলিয়া জানিবে। ৬৪—৮৫। প্রথমাবরণের মধ্যে বেদ-চতুষ্টয়ের পূজা করিবে, দ্বিতীয়াবরণের মধ্যে ইতিহাস ও পুরাণের পূজা করিবে, তৃতীয়াবরণ মধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি নিখিল বৈদিক-বিদ্যাকে চতুর্দ্দিকে পূজা করিবে। এইরূপ দক্ষিণদিকে আবরণত্রয়যুক্ত ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া পশ্চিমদিকে সাবরণ রুদ্রের পূজা করিবে। রুদ্রের পঞ্চব্রহ্ম ও ষড়ঙ্গ প্রথমাবরণ ও বিদ্যেশ্বরময় দ্বিতীয়াবরণ জানিবে এবং তৃতীয়াবরণে যাহা ভেদ, তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বাদি দিক্-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে মূর্ত্তি-চতুষ্টয়ের পূজা করিবে। পূর্ব্বদিকে ত্রিগুণময় কলাযুক্ত শিবনামক দেবকে অর্চ্চনা করিবে, দক্ষিণদিকে রজোগুণময় স্রষ্টা ভব ব্রহ্মাকে পূজা করিবে, পশ্চিমদিকে তমোগুণময় সংহর্ত্তা হরকে পূজা করিতে হইবে এবং উত্তরে সত্ত্বময় সুখকর্ত্তা বিশ্বপতি মৃড় বিষ্ণুকে পূজা করিবে। এইরূপ শম্ভুর পশ্চিম পার্শ্বে ষড়্‌বিংশক শিবকে, উত্তর পার্শ্বে বৈকুণ্ঠকে ও পূর্ব্ব পার্শ্বে বাসুদেবকে পূজা করিবে, ইহা প্রথমাবরণ মধ্যে বিধি; আর অনিরুদ্ধকে দক্ষিণে, তাহার পর পশ্চিমে প্রদ্যুম্নকে, উত্তরে সঙ্কর্ষণকে পূজা করিবে কিংবা পশ্চিমে সঙ্কর্ষণকে ও উত্তরে প্রদ্যুম্নকে পূজা করিবে। ইহা প্রথমাবরণ কথিত হইল। এক্ষণে দ্বিতীয়াবরণ শ্রবণ করুন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, তিন রাম, আর আপনি কৃষ্ণ ও অশ্বমুখ ইহাদিগের পূজা দ্বিতীয়াবরণ মধ্যে জানিবেন। তৃতীয়াবরণ মধ্যে পূর্ব্বদিকে চক্রের দক্ষিণে অব্যর্থ নারায়ণাখ্য অস্ত্রের, পশ্চিমদিকে পাঞ্চজন্যের ও উত্তরে শার্ঙ্গ চাপের পূজা করিবে এবং আবরণত্রয়যুক্ত বিষ্ণুনামক হরিকে, মহাবিষ্ণুকে ও সদাবিষ্ণুকে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূজা করিবে; এইরূপ বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহমূর্ত্তিচতুষ্টয়কে যথাক্রমে পূজা করিয়া তাহার শক্তি-চতুষ্টয়ের পূজা করিবে। অগ্নিকোণে প্রভাকে, নৈঋতকোণে সরস্বতীকে, বায়ুকোণে গণাম্বিকাকে ও ঈশানকোণে লক্ষ্মীকে পূজা করিবে। পরে ভানু প্রভৃতি মূর্ত্তির ও তদীয় শক্তির পূজা করিয়া সেই তৃতীয়াবরণ মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান এই সকল লোকপালগণের পূজা করিবে। এইরূপ যথাবিধি চতুর্থাবরণ পূজা করিয়া বাহিরে মহেশের আয়ুধগণের পূজা করিবে। যথা—ঈশানকোণে শ্রীমান্ ত্রিশূলের পূজা করিবে, পূর্ব্বদিকে বজ্রের, অগ্নিকোণে পরশুর, দক্ষিণে সায়কের, নৈঋতে খড়্গের, পশ্চিমে পাশের, বায়ুকোণে অঙ্কুশের ও উত্তরদিকে পিনাকের পূজা করিবে। পরে পশ্চিমাভিমুখ রৌদ্র ক্ষেত্রপালকে পূজা করিবে। ৮৬—১০৮। পঞ্চমাবরণ পূজা করিয়া তদ্বহির্ভাগে, অথবা সর্ব্বাবরণ-বহির্ভাগে বা পঞ্চমাবরণেই পূজা করিবে। পঞ্চমাবরণ মধ্যে সমুদয় মাতৃগণের সহিত মহোক্ষের পূজা করিয়া চতুর্দ্দিকে সকল দেবযোনিগণ, ঋষিগণ, খেচরগণ, সিদ্ধগণ, দৈত্যগণ, যক্ষ, ও রাক্ষসগণ, সকল নাগগণের সহিত অনন্তাদি আপগণ, নদী গিরি সমুদ্র কানন ও সরোবর [illegible]

পশু পক্ষী কীট ও ক্ষুদ্রযোনি সকল, মনুষ্যগণ, বিবিধাকার মৃগগণ, অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডস্থিত ভুবন, ব্রহ্মাণ্ডকোটি এবং বহির্ব্রহ্মাণ্ড হইতে স্ব স্ব অধিপতির সহিত অসংখ্য ভুবন ও দশদিকে অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ডধারক রুদ্রগণ, আর যাহা যাহা গৌণ মায়েয় ও শাক্ত বলিয়া বিখ্যাত, অধিক কি, জ্ঞানাজ্ঞানময় শব্দপ্রতিপাদ্য যাহা কিছু আছে, সমুদায় সেই সকলকে দেবদেবীর পার্শ্বে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। তাহারা সকলে হাস্যবদনে কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া আনন্দে দেবদেবীকে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিয়া আছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। সকল বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত এই প্রকার আবরণ পূজা করিয়া পুনর্ব্বার দেবদেবকে অর্চ্চনা করত পঞ্চাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। তৎপরে ঐ দেবদেবী উদ্দেশে অমৃতোপম উত্তম উত্তম ব্যঞ্জনযুক্ত শুভ্র মহাচরু নিবেদন করিবে। ঐ চরু দ্বাত্রিংশৎ আঢ়ক-পরিমিত হইলেই মুখ্যকল্প, আর আঢক অপেক্ষা কম পরিমাণ পরিমিত অধমকল্প, সম্পত্তি অনুসারে উহা সম্পন্ন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিবে। তাহার পর পানীয় ও উপকরণ-সমন্বিত তাম্বুল নিবেদন করিয়া নীরাজনাদি করত পূজাশেষ সমাপন করিবে। যাগোপযোগী দ্রব্য সকল বিশিষ্ট করিয়া সাধন করিবে, ফলে সম্পত্তি থাকিলে ভক্তিমান্ ব্যক্তি কদাচ বিত্তশাঠ্য করিবে না। শঠ, উপেক্ষক ও ব্যঙ্গানুষ্ঠায়ী ব্যক্তির কাম্য কর্ম্ম সকল উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও সফল হয় না, ইহাই সৎলোকের উপদেশ। অতএব যদি সিদ্ধিলাভে বাসনা থাকে, তাহা হইলে শাঠ্য, উপেক্ষা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া নিখিল কর্ম্মাঙ্গ-সমন্বিত হইয়া কাম্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই বিধি। এইরূপ পূজা সমাপন করিয়া দেবদেবীকে প্রণাম করত ভক্তিপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে স্তব পাঠ করিবে। ঐ স্তবপাঠ শেষ হইলে উৎসুকচিত্তে পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা জপ করিবে। বিদ্যাপূজা ও গুরুপূজা করিয়া পরে যথোচিত দেয় প্রদানে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সদস্যগণকে পূজা করিবে। তাহার পর সকল আবরণের সহিত দেবদেবকে বিসর্জ্জন করিয়া গুরু উদ্দেশে সকল যাগোপকরণের সহিত মণ্ডল নিবেদন করিবে। অথবা ঐ দ্রব্য সকল কোন শিবভক্তকে দান করিবে। কিংবা শিবক্ষেত্রে শিব-উদ্দেশেই নিবেদন করিবে। যথাবিধি আবরণ দেবতার পূজা সমাপন করিয়া দেবকে শিবাগ্নিতে হোম দ্রব্য ও শক্তু দ্বারা হোম করিয়া পূজা করিবে, ইহাও আর এক বিধি। ত্রিলোক মধ্যে ইহাই সর্ব্বযোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ত্রিভুবনে উহা অপেক্ষা কোন যাগই শ্রেষ্ঠ নহে। এ জগৎ মাঝারে এমন কিছুই নাই, যাহা উহা দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ঐহিক ফল হউক বা পারত্রিক ফল হউক, এমন কিছুই নিয়ম নাই, যাহা "ইহা উহার ফল ও ইহা উহার ফল" নহে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ফলে, ইহা নিখিল মঙ্গলের আধার জানিবেন। ইহা বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যগণ যাহা কেন প্রার্থনা করুক না, চিন্তামণিমণির ন্যায় এই যোগেশ্বর সকাশে সেই সকল প্রার্থনার ফল লাভ করিতে সক্ষম হয়। তাহা হইলেও ক্ষুদ্র ফল উদ্দেশে ইহাকে প্রয়োগ করিবে না; কারণ ইহাই প্রসিদ্ধি যে, মহৎ হইতে লঘু ফল প্রার্থনা করিলে স্বয়ং লঘুতর হইতে হয়। কিন্তু কার্য্য করিলেই মহৎ ফলই হউক আর অল্প ফলই হউক, সকলই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃতকর্ম্মফল মহাদেবকে সমর্পণ করিবে। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অনন্যশক্য শত্রু মৃত্যুজয়াদিতে ও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল উদ্দেশে এই কর্ম্ম করিবে এবং মহৎ পাপে, মহারোগ ভয়াদিতে ও দুর্ভিক্ষাদিতে ঐ বিধি দ্বারা শান্তি কবিবে। অধিক আর কি বলিব, পরমেশ্বর মহেশ্বর এই যাগকে শৈবগণের মহাবিপদ্নিবারক আত্মীয় অস্ত্র বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। অতএব জগতে ইহা অপেক্ষা আত্মপরিত্রাণসাধন আর কিছুই নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়া এই কর্ম্ম প্রয়োগ করিলে শুভলাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে মাত্র স্তবও পাঠ করে, সে ব্যক্তি আপন অভীষ্টতম অর্থের আট ভাগের এক ভাগ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই স্তবের অর্থ গ্রহণ করিয়া যদি সমাহিতচিত্তে পাঠ করে, সে চতুর্থ ভাগের এক ভাগ ফল লাভ করিয়া থাকে; যে অষ্টমীতে, চতুর্দ্দশীতে ও প্রতি পর্ব্বদিনে উপবাসী হইয়া অর্থানুসন্ধান করত স্তব পাঠ করে, সে অর্দ্ধভাগ ফল লাভ করে আর যে পর্ব্বদিনে ব্রতানুষ্ঠায়ী হইয়া এক মাস নিয়ত স্তব পাঠ করে, সে সমগ্র ফল লাভ করিয়া থাকে। ১০৯—১১৫।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! যাহা দ্বারা এই যোগশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সমাপন হয়, সেই স্তব পঞ্চাবরণ-পদ্ধতি অনুসারে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে জগদেকনাথ! হে স্বভাবসুন্দর চিৎস্বভাব-সম্পন্ন! আপনার জয় হউক। হে কলুষ প্রপঞ্চশূন্য! হে অবাঙ্মনসগোচরতত্ত্ব! আপনার জয় হউক। হে স্বভাবনির্ম্মল! হে ভোগশূন্য! হে সুন্দর-চেষ্টিত! আপনার জয় হউক। হে আত্মস্বরূপ-মহাশক্তিমন্! হে স্তবগুণার্ণব! আপনার জয় হউক। হে অনন্তকান্তিসম্পন্ন! হে অসাধারণ-বিগ্রহধারিন্! আপনার জয় হউক। হে অতর্কণীয়-মহিমাধার! হে নিরবদ্য! হে নিরঞ্জন! হে নিরাধার! হে নিষ্কারণোদয়! হে নিরন্তর-পরমানন্দময়! হে নির্ব্বৃতিকারণ! আপনার জয়

হউক। হে সর্ব্বাতিশায়ি-পরমৈশ্বর্য্যবন্! হে অতি করুণাস্পদ! আপনার সতত জয় হউক। হে স্বতন্ত্র! আপনার জয় হউক। হে সর্ব্বগ! আপনার জয় হউক। হে আবৃত-মহাবিশ্ব ও অথচ স্বয়ং-অনাবৃত! (অর্থাৎ আপনি এই মহাবিশ্বের আবরক, কিন্তু আপনার কেহই আবরক নাই) আপনার জয়। হে অতিশ্রেষ্ঠ! আপনার জয়। হে অদ্ভুত! আপনার জয়। হে অমূর্ত্ত! আপনার জয়। হে অক্ষত! আপনার জয়। হে অব্যয়! আপনার জয় হউক। হে অমেয়! আপনার জয়। হে নির্দ্ধায়! আপনার জয়। হে অভয়! আপনার জয়। হে অমল! আপনার জয় হউক। হে মহাভুজ! হে মহাসার! হে মহাগুণ! হে মহাকথ! হে মহাবল! হে মহামায়! হে মহারস! হে মহারথ! আপনার সর্ব্বদা মুহুর্ম্মুহুঃ জয় হউক। হে পরমদেব! আপনাকে নমস্কার। হে পরমহেতো! আপনাকে নমস্কার। হে শিব! আপনাকে নমস্কার করি। হে শান্ত! আপনাকে নমস্কার! হে শিবতর! আপনাকে নমস্কার। এই সসুরাসুর সমগ্র জগৎ আপনারই অধীন, অতএব আপনার বিহিত আজ্ঞাকে কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? হে ভগবন্! এই জন নিয়ত আপনারই আশ্রিত, অতএব অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে প্রার্থিত প্রদান করুন। ১—১২। হে জগন্মাতঃ! হে অম্বিকে! আপনি জয়যুক্তা হউন। হে সর্ব্বজগন্ময়ি! আপনার জয় হউক। হে অসীমৈশ্বর্য্যে! আপনার জয় হউক। হে অনুপম-বিগ্রহে! আপনার জয় হউক। হে অবাঙ্মনসগোচরে! আপনার জয় হউক। হে অজ্ঞানান্ধকারনাশিনি! আপনার জয় হউক। হে জন্মজরাহীনে! আপনি জয়যুক্তা হউন। হে কালোত্তরোত্তরে আপনার জয় হউক। হে অনেকবিধাবয়ে! আপনার জয় হউক। হে অনেকসুখাত্মকে! আপনার জয় হউক। হে অনেকমহাসবে! আপনার জয় হউক। হে অনেকগুণোর্জ্জিতে! আপনার জয় হউক। হে অনেকগুণান্বয়ে! আপনার জয় হউক। হে লোকমহেশ্বরি! আপনার জয় হউক। হে বিশ্বাধিকাশ্রয়ে! আপনার জয় হউক। হে বিশ্বেশ্বর-প্রিয়ে! আপনার জয় হউক। হে বিশ্বসুরারাধ্যে! আপনার জয় হউক। হে বিশ্ববিজৃম্ভিণি! আপনার জয় হউক। হে মঙ্গলদিব্যাঙ্গি! আপনার জয় হউক। হে মঙ্গলদীপিকে! আপনার জয় হউক। হে মঙ্গলচরিত্রে! আপনার জয় হউক। হে মঙ্গলদায়িনি! আপনার জয় হউক। হে পরমকল্যাণি! গুণময়মূর্ত্তিধারিণি আপনাকে নমস্কার করি। হে বিশ্বপরে! হে শিবে! শিবশক্তি আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবি! আপনা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, আবার ইহা বিলীন হইতে আপনাতেই বিলীন হইবে; অতএব হে পরমেশ্বরি! আপনার সহায়তা ব্যতিরিক্ত স্বয়ং ঈশ্বরও ফলদান করিতে সমর্থ নহেন। হে দেবেশি! এই জন জন্মাবধি আপনারই আশ্রিত। অতএব কৃপাকটাক্ষদানে এই ভক্তের মনোরথ পূরণ করুন। যাঁহার প্রণবাদ্যন্তর্গত অকারাদি বর্ণ ঈশানাদি পঞ্চব্রহ্ম ও নিবৃত্ত্যাদি কলাত্মক দেহ, অতএব যিনি সকল হইয়াও নিষ্কল, সেই শিবমূর্ত্তিগত পঞ্চানন দশভুজ শান্ত্যতীত সদাশিব আমা কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চিত হইয়া প্রার্থিত প্রদান করুন। সর্ব্বলোকজননী সদা শিবাঙ্কস্থিতা শিবানাম্নী ইচ্ছাশক্তি আমার মনোরথ প্রদান করুন। যাঁহাদিগকে ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত আরাধনা করেন, যে দুই ভ্রাতা সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের পরিত্রাণ করিতে উদ্যুক্ত ও যাঁহারা আপন আপন অংশভেদে অনেকবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই পরস্পরে পরিতৃপ্ত স্নিগ্ধ শিবানুভাবসম্পন্ন শিবজ্ঞানরূপ-অমৃতপায়ী ভব-ভবানীরও পূজ্য তাঁহাদের প্রিয়পুত্রযুগল গণেশ কার্ত্তিকেয় আমাকর্ত্তৃক সেই দেবদেবীর পার্শ্বে অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞা গ্রহণ করত আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। পরমাত্মা শিবের মূর্দ্ধস্থিত, পঞ্চম-বক্ত্র-মূর্ত্তিধারী, শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ, শিবার্চ্চনরত, পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের অন্তিম, পঞ্চম-বীজাত্মক, পঞ্চকলাযুক্ত, শান্ত্যতীত, ঈশানাখ্য সদাশিব,—যাঁহার পূর্ব্বে প্রথমাবরণপূজায় পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই পরম পবিত্র পঞ্চমব্রহ্ম আমাকে প্রার্থিত প্রদান করুন। নবোদিত-দিবাকরবৎ দ্যুতি, পরমেষ্ঠী, শিবের পূর্ব্ববক্ত্রাভিমানী, তৎপুরুষরূপ, শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণ, পঞ্চাক্ষর মন্ত্ররূপ শিববীজের মধ্যে চতুর্থ বীজভূত, কলা সকল মধ্যে কলাচতুষ্টয়-সম্পন্ন, যাঁহার পূর্ব্বে শক্তির সহিত পূর্ব্বদিকে অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে, সেই পুরুষ-নামক পরম পবিত্র চতুর্থ ব্রহ্মা আমাকে প্রার্থিত প্রদান করুন। দেবের দক্ষিণবক্ত্রভূত, বিদ্যাকলাধিষ্ঠাতা, বহ্নিমণ্ডলমধ্যগ, শিববীজের মধ্যে তৃতীয় বীজস্বরূপ, কলাসমূহের মধ্যে অষ্টকলাত্মক, অঞ্জনগিরিসদৃশ-দ্যুতিমান্, যাঁহার শক্তির সহিত শিবের দক্ষিণ ভাগে অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে, সেই ঘোর-বিগ্রহ অঘোরনামক পরম পবিত্র তৃতীয় ব্রহ্ম আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। যিনি পরমেশের উত্তর বদন, প্রতিষ্ঠাকলাধিষ্ঠাতা, শিববীজের দ্বিতীয় বীজস্বরূপ ও কলাসমূহের মধ্যে ত্রয়োদশ কলাসমন্বিত, যাঁহার কুঙ্কুমচূর্ণের ন্যায় কান্তি, যিনি বারিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করেন ও যাঁহার শক্তির সহিত পূর্ব্বে দেবেশের উত্তরদিগ্ভাগে অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে, সেই উত্তম বেশধারী শিবার্চ্চন-পরায়ণ বামাখ্য পরম পবিত্র দ্বিতীয় ব্রহ্ম আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। যিনি শিবের পশ্চিমবক্ত্র, যিনি শিববীজের প্রথম বীজরূপী, যিনি অষ্টকলায় অলঙ্কৃত, যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, যিনি নিবৃত্তিকলার অধিষ্ঠাতা এবং পূর্ব্বে যাঁহার

তদীয় শক্তির সহিত দেবের পশ্চিম ভাগে পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই সৌম্যলক্ষণ শঙ্খকুন্দেন্দুকান্তি শিবপাদার্চ্চনরত সদ্যাখ্য পরম পবিত্র প্রথম ব্রহ্ম আমাকে প্রার্থিত প্রদান করুন। শিবভাবযুক্ত, ভব-ভবানীর হৃন্মূর্ত্তিদ্বয়, সেই দেবদেবীর আজ্ঞা বহুমান করত গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। শিবাশ্রিত দেবদেবীর শিরোমূর্ত্তিদ্বয় এবং শিবাশ্রিত দেবদেবীর নেত্র-মূর্ত্তিদ্বয় সাদরে দেবদেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। শিবভাবসম্পন্ন দেবদেবীর কবচমূর্ত্তিদ্বয় তাঁহাদের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন এবং সেই দেবদেবীর নিরত পূজা পরায়ণা অস্ত্রমূর্ত্তিদ্বয় তাঁহাদের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। বাম, জ্যেষ্ঠ, কাল, বিকরণ, বল-বিকরণ, বল-প্রমথন, সর্ব্বভূতদমন ও তাঁহাদিগের তাদৃশী অষ্টশক্তি পরমেশের আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। যাঁহাদিগের দ্বিতীয়াবরণপূজায় পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই অনন্ত, একনেত্র, একরুদ্র, ত্রিমূর্ত্তি, শ্রীকণ্ঠ, শিখণ্ডীশ্বর, আর তাঁহাদের অষ্টশক্তি দেব-দেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। তৃতীয়াবরণস্থিত ভবাদি অষ্টমূর্ত্তি ও তাঁহাদের অষ্টশক্তি আর মহাদেবাদি একাদশ মূর্ত্তি ও তাঁহাদিগের শক্তি সকল সাদরে সেই দেবদেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আমার ঈপ্সিত ফল প্রদান করুন। মহাদেবসদৃশ গম্ভীরনিনাদ, মেরু-মন্দর কৈলাস-হিমাদ্রির ন্যায় ধবলকান্তি, শ্বেতবর্ণ-মেঘ-শিখরের ন্যায় দ্যুতিমান্, সর্পরাজের ন্যায় পুষ্প দ্বারা পরিশোভিত, রক্তবর্ণ-শৃঙ্গ বদন-চরণ ধারী, পীবরোন্নতাঙ্গ, সুচারুগমন, প্রশস্তলক্ষণোপেত, দেদীপ্যমান, মণিবিভূষিত, আরক্তলোচন, শ্রীমান্, শোভমান শূলবরায়ুধধারী, দেবদেবীর চরণকমল-বিন্যাসে পবিত্রীকৃতদেহ, শিবপ্রিয়, শিবাসক্ত, শিবধ্বজ, শিববাহন, গোরাজ, মহাতেজাঃ, ককুদ্মান্ বৃষবর দেবদেবীর আজ্ঞাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। ১৩—৬০। যাঁহাকে নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ নিরত অভ্যর্চ্চনা ও বন্দনা করেন, যিনি পিনাকীর অন্তঃপুরের দ্বারে সপরিজনে অবস্থান করেন, যিনি অপর দেবদেবের স্বরূপ, যিনি সকল শিবধর্ম্মের অধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত, যিনি শিবাশ্রিতগণের পক্ষপাতী এবং সেই শিবভক্তগণও যাঁহার প্রতি সতত অনুরাগী, সেই মহাতেজা সর্ব্বাসুর-বিমর্দ্দন শিবপ্রিয় শিবাসক্ত গিরীন্দ্র-তনয়াত্মজ দেদীপ্যমান-শূলবরায়ুধপাণি নন্দীশ্বর দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভীষ্ট প্রদান করুন। নিয়ত মহাদেবাশ্রিতগণের রক্ষণে রত, অপর মহাদেবসদৃশ, শিবপ্রিয়, শিবাসক্ত, শিবার্চ্চনপরায়ণ, মহাবাহু মহাকাল দেবদেবীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার অভীষ্ট প্রদান করুন। শিবপ্রিয় শিবাসক্তচেতাঃ শিব-শিবার পূজা-পরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ মধুমাংসাসব-প্রিয় লোকশাস্তা বিষ্ণু দেবদেবীর আজ্ঞা বহুমান-পুরঃসর গ্রহণ করত আমার অভিলষিত প্রদান করুন। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী ও চণ্ড-বিক্রমা চামুণ্ডা, এই সকল মাতৃগণ পরমেশ্বরের আজ্ঞা পাইয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। যাঁহাকে ঐরাবতাদি দিগ্গজগণ নিরত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, যাঁহার আকাশ দেহ, দিক্‌নিচয় বাহু ও চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি লোচন, যিনি দেবগণের বিঘ্ন দূর করেন এবং যিনি অসুরগণের বিঘ্নজননে নিরত ব্রতী থাকেন, উমাতনয়, শঙ্করের ঔরস-জাত গঙ্গানন্দন, শিবজ্ঞানমদে উন্মত্ত, বিঘ্নরাজ, মত্তমাতঙ্গ-বদন, গণপতি দেবদেবীর আজ্ঞায় আমার বাঞ্ছিত প্রদান করুন। যিনি অগ্নি উমা গঙ্গা কৃত্তিকা ও গণমাতার তনয়, যিনি আপন তেজোবলে সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকলকে বিদ্ধ করেন, যাঁহার উত্তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ ও যিনি সর্ব্বদা বিশাখ শাখ নৈগমেয় প্রভৃতি গণে পরিবৃত থাকেন, সেই তারকারি ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রসেনানী কমললোচন সুকুমার রূপের নিদর্শন শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিব-পাদার্চ্চন-পরায়ণ ষড়ানন কুমার কার্ত্তিকেয় ভব-ভবানীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। শিব পার্ব্বতীর অর্চ্চনপরায়ণা শ্রেষ্ঠতমা বরদা জ্যেষ্ঠা সেই দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। যিনি দেবগণের প্রার্থনায় ভবানী হইতে বিভক্তা হইয়া শিবের ভ্রূমধ্য হইতে নির্গতা হন, সেই ত্রিলোক-বন্দিতা, সাক্ষাৎ উল্কাকারা, গণমাতা, দাক্ষায়ণী সতী, হৈমবতী, উমা, কৌশিকীজননী, ভদ্রকালীজননী, অপর্ণজননী ও পাটলাজননী, রুদ্রবল্লভা রুদ্রাণী ইহাঁরা শিব-শিবার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আমার অভীষ্ট প্রদান করুন। শম্ভুমদনসম্ভূত সর্ব্বগণেশ্বর চণ্ড দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার প্রার্থিত প্রদান করুন। শিব-পাদার্চ্চন-পরায়ণ বৃষভনামক গণেশ্বর ভব-ভবানীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভীষ্ট প্রদান করুন। শ্রীমান্ শিবাসক্ত শিব-পাদার্চ্চনপরায়ণ পিঙ্গল নামক গণপতি দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। শিবারাধনাপরায়ণ ভৃঙ্গীশ নামক গণপতি দেবের আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। যিনি দুরাত্মা দক্ষের ও যজ্ঞের শিরশ্ছেদ করেন এবং উপেন্দ্র ইন্দ্র যম প্রভৃতিকে ক্ষীণাঙ্গ করেন, সেই শিবাদ্বয়ের শিবাজ্ঞাপ্রতিপালক শ্রীমান্ ভদ্রকালীপ্রিয় মাতৃগণের রক্ষক হিমকুন্দেন্দুকান্তি মহাতেজাঃ বীরভদ্র দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমাকে অভীষ্ট দান করুন। মহেশের মুখকমল-বিনির্গতা শিবভবানীর পূজাপরায়ণা দেবী সরস্বতী আমায় বাঞ্ছিত প্রদান করুন। বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রিতা উমা-মহেশ্বরের পূজাপরায়ণা দেবী লক্ষ্মী দেবদেবীর আজ্ঞা

লাভ করিয়া আমাকে প্রার্থিত প্রদান করুন। মহাদেবীর পাদপূজানিরতা দেবী মহামোটী তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া আমার কাঙ্ক্ষিত প্রদান করুন। পার্ব্বতীনন্দিনী সিংহাসনা মহামহিষমর্দ্দিনী বিষ্ণুনিদ্রা নিশুম্ভশুম্ভঘাতিনী মধুমাংসাসবপ্রিয়া কৌশিকী জননীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। পিনাকিসদৃশ রুদ্রগণ, যাহাদের মধ্যে কতক কতক সৌম্যমূর্ত্তি, কতক কতক বা ভীষণমূর্ত্তি ও কতক কতকের বা অভ্যন্তর সৌম্য বা ভীষণ এই উভয়াত্মক, আর কেহ কেহ বা কদাকার, কেহ কেহ বা সুরূপসম্পন্ন ও কেহ কেহ বা নানারূপধারী এবং যাহারা ইচ্ছা করিলেই সকল লোকের সৃষ্টি ও সংহার করিতে পারে, এতাদৃশ সেই সকল মহাদেবসমপ্রভ, নিত্য উচ্ছৃঙ্খল, কলহশূন্য, নিরুপদ্রব, পরস্পর পরস্পরে অনুরক্ত অতি-স্নিগ্ধ পরস্পরনমস্কৃত শিবলক্ষণলক্ষিত শিবপ্রিয়তম সর্ব্বলোকনমস্কৃত সানুচর সশক্তি ভূতাখ্য প্রমথগণ সাদরে দেবদেবীর আজ্ঞা গ্রহণ করত আমার অভিলষিত প্রদান করুন। ৬১—১০০। তৃতীয়াবরণ পূজায় রুদ্রকন্যা ও শক্তির সহিত যাঁহাদিগের পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই সকল দেবী-লক্ষণসম্পন্ন রুদ্রকন্যার সহিত সশক্তি দেবীর প্রিয়সখীবর্গ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের আজ্ঞা বহুমানপুরঃসর গ্রহণ করিয়া আমাদিগের মঙ্গল করুন। যিনি সৃষ্টিস্থিতিলয় ক্রমে অসাধারণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, যিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ, যিনি মাত্র গুণময়, যিনি অবিকারাত্মক হইয়াও সাধারণ জগৎপ্রকাশরূপ বিকারযুক্ত, যিনি আবরণভেদে তিন চার ও পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, চতুর্থাবরণ-পূজায় যাঁহার সানুচরে পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই মহেশের মূর্ত্তিভেদ দেদীপ্যমান সূর্য্যমণ্ডলাকার শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণ দিবাকর, দেবদেবীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। আর দিবাকরের হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ ও আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, রবি, অর্ক, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, এই সকল দিবাকরের মূর্ত্তি এবং বিস্তারা, সুতরা, বোধিনী, আপ্যায়িনী, ঊষা, প্রভা, প্রাজ্ঞা, সন্ধ্যা এই সকল শক্তি দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার অভিলষিত প্রদান করুন। শিবভাবযুক্ত সোমাদি কেতু পর্য্যন্ত গ্রহগণ আমার মঙ্গল করুন। অথবা দ্বাদশ আদিত্য ও দ্বাদশ রাশি পরমেশ্বর-পরমেশ্বরীর আজ্ঞায় আমার মঙ্গল করুন। দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগগণ, অপ্সরোগণ, গ্রামণীগণ, যক্ষ, রাক্ষস ও অসুরগণ সপ্ত সপ্তগণ, সপ্তছন্দোময় সূর্য্যের অশ্বগণ ও বালখিল্য মুনিগণ, এই শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণ সকলে দেবদেবীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। যিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ, যিনি কেবল গুণময়, যিনি সৃষ্টিস্থিতিলয় ক্রমে অসাধারণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, যিনি আবরণ-ভেদে তিন চার ও পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, চতুর্থাবরণ-পূজায় যাঁহার অনুচরবর্গের সহিত পূজা বিহিত হইয়াছে, সেই অবিকারাত্মক বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত চতুঃষষ্টিগুণৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভূতলোকাধিপতি দেবদেবের মূর্ত্তিভেদ শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিবপাদার্চ্চনপরায়ণ ব্রহ্মা, দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, বিরাট্, কাল, পুরুষ, সনৎকুমার, সনক, সনন্দ, সনাতন, সপত্নীক ব্রহ্মপুত্র দক্ষাদি একাদশ প্রজাপতি, ধর্ম্ম, সঙ্কল্প, শিবার্চ্চনরত শিবভক্তিপরায়ণ ইঁহারা শিবাজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আমার মঙ্গল করুন। পরস্পর-বিরুদ্ধার্থ শিবৈক্যপ্রতিপাদক বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিদ্যা, ইতিহাস ও পুরাণাদি-সমন্বিত বেদ-চতুষ্টয় শিবের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। ১০১—১২২। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; যিনি ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করেন, যিনি সেই ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর জনক ও তাঁহাদের পুত্র, যিনি বিষ্ণুর নিয়ন্তা এবং যিনি সেই ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বোধক ও অনুগ্রহকারী, সেই নির্গুণ হইয়াও ত্রিগুণময় কেবল সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণসম্পন্ন সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্রমে অসাধারণ কর্ম্মানুষ্ঠায়ী শিবাভিমানসম্পন্ন শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিবপাদার্চ্চন পরায়ণ লোকত্রয়াধিপতি মহাদেব রুদ্র শিবের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। আর সেই রুদ্রের পঞ্চ ব্রহ্ম হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ, বিদ্যেশ্বরাষ্টক ও শিব, ভব, হর, মৃড়, এই মূর্ত্তিচতুষ্টয়, এই সকল শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণগণ শিবের আজ্ঞা পাইয়া আমার মঙ্গল করুন। যাঁহার মায়াবলে এই ত্রিজগৎ মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যিনি ভূভারহরণ-বাসনায় ভৃগুমুনির শাপচ্ছলে পৃথিবীতে দশবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, বৈষ্ণবগণ মূর্ত্তিত্রয়-ময় আসনে মহাবিষ্ণু ও সদাবিষ্ণু মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মার স্রষ্টা হইয়াও তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান, যিনি শিবের দক্ষিণাঙ্গভব ব্রহ্মার সহিত নিয়ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, যিনি নির্গুণ হইয়াও সত্ত্বগুণময়, যিনি অবিকারাভিমানী হইয়াও সূর্য্যাদিবিকারসম্পন্ন, সেই [illegible]তত্ত্বাধিপতি অহঙ্কারাত্মক অব্যক্ত মায়াবী অপরিমিত-বল-ধারী শিবপ্রিয় শিবাসক্ত শিবপাদার্চ্চন-পরায়ণ মহেশ্বর-মূর্ত্তিভেদ উপেন্দ্র চক্রপাণি বিষ্ণু তাঁহার আজ্ঞায় আমার মঙ্গল করুন। বাসুদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, হরির এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় এবং মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, হয়গ্রীব ও ঐ নারায়ণের সুদর্শনচক্র, শার্ঙ্গধনু, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, এই সকল শিবাজ্ঞানুসারে, [illegible] আমার মঙ্গল করুন। প্রভা, সরস্বতী, গৌরী, লক্ষ্মী এই সকল শিবভাবসম্পন্না দেবীগণ আমার মঙ্গল

করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, বায়ু, সোম, কুবের ও ত্রিশূলধারী ঈশান এই সকল শিবভাব-সম্পন্ন শিবার্চ্চন-পরায়ণ দিক্‌পতিগণ দেবদেবীর আজ্ঞা পালন করিয়া আমার মঙ্গল করুন। ত্রিশূল, বজ্র, পরশু, সায়ক, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ ও আয়ুধোত্তম পিনাক, এই সকল দেবদেবীর দিব্যাস্ত্র তাঁহাদের আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। যিনি তপোবলে দেবদেবীর বাহন হইয়াছেন, যিনি বাড়বানলের সহিত সতত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, সেই গোমাতৃ-পরিবৃত শুভ্রমূর্ত্তিময় মহাবল বৃষরূপ ধর্ম্ম পরমেশ-পরমেশানীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমাকে অভীষ্ট দান করুন। নন্দা, সুভদ্রা, সুশীলা, সুমনা, সুরভি, শিবলোকস্থিতা শিবার্চ্চনরতা শিবভক্তিপরায়ণা এই সকল গোমাতৃগণ দেবদেবীর আজ্ঞায় আমার বাঞ্ছিত প্রদান করুন। ১২৩—১৫০। যিনি শিবাশ্রিতগণকে ঔরস পুত্রের ন্যায় অতিযত্নে রক্ষা করেন, যিনি সৎলোকের রক্ষার নিমিত্ত প্রতি ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকেন, যাঁহার কম্পমান-রক্তবর্ণ-অধরে উজ্জ্বল দংষ্ট্রাকরাল বদন, রক্তবর্ণ সুবৃত্ত ভ্রূকুটিকুটিল নয়ন, যাঁহার উদ্যত হস্তে ত্রিশূল পাশ অসি ও কপাল সকল বিরাজমান, যিনি ভৈরব ভৈরবী সিদ্ধ ও যোগিনীগণে পরিবৃত থাকেন, সেই ব্যোমকেশ নীলঘনকান্তি মহাতেজাঃ শিব-প্রণামপরায়ণ শিবভাবসম্পন্ন ক্ষেত্রপাল, দেবদেবীর আজ্ঞা লাভ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। প্রথমাবরণ-পূজায় পূজিত ক্ষেত্রপালের তালজঙ্ঘাদি অনুচরগণ দেব-দেবীর আজ্ঞা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমার মঙ্গল করুন। আর সেই ক্ষেত্রপালের চতুর্দ্দিক বর্ত্তমান ভৈরবাদি গণও শিবাজ্ঞা-প্রভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করুন। দেবপূজিত নারদাদি মুনিগণ, সাধ্যগণ, জনলোকনিবাসী দেবগণ, আর পরিত্যক্ত-সর্ব্বকর্ম্মাধিকার মহর্লোকনিবাসী মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য বৈমানিকগণের সহিত অন্যান্য সকল এই সমস্ত শিবার্চ্চনপরায়ণ শিবাজ্ঞাবশবর্ত্তিগণ দেবদেবীর আজ্ঞায় আমার অভিলষিত প্রদান করুন। গন্ধর্ব্বাদি পিশাচ-পর্য্যন্ত দেবযোনিচতুষ্টয়, বিদ্যাধরাদি অন্যান্য নভশ্চরগণ, পাতালতলনিবাসী অসুর ও রাক্ষসগণ অনন্তাদিনাগেন্দ্রগণ, গরুড়াদি পক্ষিগণ, কুষ্মাণ্ডগণ, প্রেত-বেতালগণ, গ্রহগণ, ভূতগণ, ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ, শাকিনীগণ, ক্ষেত্র উপবন গৃহাদি তীর্থ সকল, আয়তন-সমূহ, দ্বীপ, সমুদ্র, নদী, নদ, সরোবর, সুমেরু প্রভৃতি গিরি, কানন, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, বৃক্ষ, মৃগ, সকল ভুবন ও ভুবনাধিপতিগণ, আবরণের সহিত ব্রহ্মাণ্ডাদি, বিষ্ণুসমূহ, দিগ্‌গজগণ, বর্ণ, পদ, মন্ত্র, অধিপতির সহিত মহদাদি তত্ত্বসমূহ, ব্রহ্মাণ্ডধারক রুদ্রগণ ও অন্যান্য সশক্তিক রুদ্রগণ, অধিক কি, এ জগতে যাহা কিছু শোনা যায়, দেখা যায়, বা অনুমিত হয়, সকলে দেবদেবীর আজ্ঞায় আমাকে অভিলষিত প্রদান করুন। আর পশুপাশ-বিমোচনী পঞ্চব্রহ্ম-স্বরূপিণী [illegible] পঞ্চার্থসংস্থিতা পশুবিদ্যাশূন্যা শৈবী বিদ্যা, [illegible]-প্রকাশক শিবধর্ম্মনামক শাস্ত্র, তৎসমান শিবধর্ম্মসূচক শৈবপুরাণ এবং কামিকাদি চতুর্ব্বিধ অষ্ট শৈবাগম, দেবদেবী যাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া আদর করেন, সেই সকল শাস্ত্রাদি তাঁহাদের আজ্ঞা পাইয়া আমার অভিপ্রেত-সিদ্ধির নিমিত্ত 'এই কর্ম্ম উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সফল হইবে' এইরূপ অনুমোদন করুন। জ্ঞানকর্ম্মপরায়ণ সকল শৈব ও মাহেশ্বরগণ আমার এই কর্ম্ম 'উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং সফল হইবে' এইরূপ অনুমতি করুন। বেদ-বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ লৌকিক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এবং সকল সাংখ্যাধ্যায়ী, বৈশেষিক-পাতঞ্জল-যোগাধ্যায়ী ও নৈয়ায়িকগণ, আর সৌর ব্রাহ্ম রৌদ্র বৈষ্ণব ও অপরাপর মনুষ্যগণ এবং সকল শিষ্ট বিশিষ্টগণ এই সকল শিব-শাসন নির্ব্বৃত্ত মনুষ্য আমার অভিপ্রেতসাধক এই কর্ম্মে অনুমতি প্রদান করুন। সিদ্ধান্ত-মার্গাবলম্বী শৈবগণ, পাশুপত-শৈবগণ, মহাব্রতানুষ্ঠায়ী শৈবগণ ও কাপালিক শৈবগণ, শিবাজ্ঞাপালক ইহারা সকলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন এবং 'এই ক্রিয়া সফল হউক' এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। উদার জ্ঞানবান্ ও দক্ষিণোত্তর-মার্গাবলম্বিগণ (১) ইহারা সকলে আমার শ্রেয়োর্থী হইয়া অবিরুদ্ধ-ভাবে থাকুন। আর নাস্তিক, শঠ, কৃতঘ্ন, পাষণ্ড, অতিপাপী ও তমোগুণময় গণ আমার নিকট হইতে দূরে থাকুক। অধিক স্তবে কি প্রয়োজন, এ ত্রিজগতে যেখানে যে কেহ আস্তিক আছেন, সেই সৎলোকগণ আমার প্রতি কৃপাবিতরণ করুন ও আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। হে আদিকারণ উমাসহচর শিব! আপনি পঞ্চাবরণ রূপ প্রপঞ্চ দ্বারা এই জগৎ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, সপুত্রক আপনাকে নমস্কার করি। এই কথা বলিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করত অষ্টোত্তরশতাধিক পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে এবং সেইরূপ শক্তিমন্ত্রও জপ করিয়া জপ সমর্পণ ও "ক্ষমস্ব" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করত পূজাশেষ সমাপন করিবে। ১৫১—১৮৪। এই স্তব পুণ্যতম, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, সাক্ষাৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও দেবদেবীর হৃদয়ঙ্গম। যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে এই স্তব কীর্ত্তন করে বা শ্রবণ করে, সে আশু সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবসাযুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। গোহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, বীরহত্যা, কৃতঘ্ন, ভ্রূণহা, শরণাগতঘাতী, মিত্রঘাতী, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তিগণ যদি অনুক্ষণ এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিগণ আপন [illegible]

---

(১) ইহার লক্ষণ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে কথিত আছে।

পাপ হইতে মুক্ত হয়। দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি মহা-অনর্থসূচক ভয়ে যদি কেহ এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে, সে সেই অবধি আর অনর্থভাগী হয় না। আয়ুঃ, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য যাহা কিছু অভীষ্ট থাকে, মনুষ্যগণ তৎপর হইয়া জপ করিলে সেই সকল লাভ করিয়া থাকে। যাহা ফল কথিত হইল, ইহা শিবপূজা না করিয়া স্তব পাঠ করিলে. তাহার ফল; আর শিবপূজা করিয়া স্তব পাঠ করিলে যাহা ফল হয়, তাহা বর্ণনাতীত। এই স্তব পাঠ করিলে যে কি ফল, তাহা দূরে থাকুক, এই স্তব শ্রবণ মাত্র দেবদেব অম্বিকার সহিত গগনে আসিয়া অবস্থান করেন, অতএব দেবদেবকে উমার সহিত আকাশে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করত এই স্তব পাঠ করিবে। ১৮৫—১৯৩।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! ঐহিক ও পারত্রিক সিদ্ধিপ্রদ ক্রিয়া, জপ, ধ্যান ও তপোময় কর্ম্ম এই কথিত হইল অনন্তর শৈবগণের যাহা ইহলোকেই ফলপ্রদ, সেই পূজা, হোম, জপ ও ধ্যান তপোময় মহৎ কর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাহাতে প্রথমতঃ মন্ত্রবিত্তম কর্ত্তা দৃষ্ট ফলের সিদ্ধিকর মন্ত্র সিদ্ধ করিবে, কারণ তদ্ব্যতিরিক্ত দৃষ্ট ফলের সাধক আর কিছুই নাই। এইরূপে সিদ্ধমন্ত্র হইয়াও কর্ত্তা কোন এক প্রবল অদৃষ্টবলে যাহার ফল প্রতিবন্ধকাপন্ন, এরূপ কার্য্য সহসা করিবে না। যেহেতু সেই প্রতিবন্ধকের নিষ্কৃতির উপায় রহিয়াছে। অতএব শকুনাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া তাহার নিষ্কৃতি করিবে। যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ ইহার অন্যথাচরণ করিয়া এই ঐহিক-ফলপ্রদ কার্য্য করিবে, সে ব্যক্তি কদাচ সেই কর্ম্মের ফলভাগী হয় না, বরং শেষে উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী, সে কদাচ দৃষ্টফল-প্রদ কর্ম্ম করিবে না; কারণ সেই অবিশ্বাসী ব্যক্তির অশ্রদ্ধা জন্মে, অশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কদাচ ফললাভে সমর্থ হয় না। এইরূপ ব্যক্তির যদি কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, তাহাতে দেবের কিছু অপরাধ নাই, কারণ যথোক্ত-কর্ম্মকারীদিগের ইহজগতেই ফলসিদ্ধি দেখা যায়। অতএব সাধক এইরূপে সিদ্ধমন্ত্র, নিরস্ত-প্রতিবন্ধক, বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কার্য্য করিবে, তাহা হইলেই তাহার ফলসিদ্ধি হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিম্বা তাদৃশ ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। নিয়ত রাত্রিতে হবিষ্য, পায়স বা ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিবে; আর হিংসাদি যে সকল নিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহা কদাচ করিবে না. সর্ব্বদা ভস্মোদ্ধূলিতকায়, সুবেশ ও শুচি হইয়া থাকিবে। ১—১১। এইরূপ আচারবান্ হইয়া প্রাজ্ঞব্যক্তি শুভ দিবসে পূর্ব্বোক্ত-লক্ষণ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা অলঙ্কৃত দেশে এক হাতের অধিক ভূমিকে গোময় দ্বারা লিপ্ত করিয়া, সকেশর মধ্যে কর্ণিকাযুক্ত, অনুরূপ নাল সমন্বিত, উত্তপ্ত সুবর্ণময়, নানা রত্নাদি-অলঙ্কৃত, দেদীপ্যমান, সুন্দর পদ্ম নির্ম্মাণ করিবে এবং তাদৃশ সুবর্ণময় কন্দ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে অণিমাদির প্রতিষ্ঠা মনে মনে কল্পনা করত, রত্ননির্ম্মিত, সুবর্ণনির্ম্মিত বা স্ফটিক-নির্ম্মিতই হউক, সলক্ষণ, সবেদিক লিঙ্গমূর্ত্তিকে যথাবিধি স্থাপিত করিবে। সেই লিঙ্গমূর্ত্তিতে দেবীর সহিত সগণ অব্যয় দেবকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। সেই লিঙ্গে মূর্ত্তিমান্-প্রভুর সর্ব্বাভরণভূষিতা মাহেশ্বরী মূর্ত্তি কল্পনা করিবে। তাঁহার চার হাত, চার বদন, শার্দ্দূলচর্ম্ম বসন; সেই বদনকমলে নিয়ত স্মিত হাসি বিরাজমান; তিনি এক হাত উত্তোলন করিয়া ভক্তগণকে “ভয় নাই ভয় নাই” বলিয়া অভয় দান করিতেছেন, সিদ্ধ হস্ত অগ্রসর করিয়া ‘হে ভক্তগণ। প্রার্থনা কর; যাহা ইচ্ছা, তাহাই প্রার্থনা করিয়া লইতে পার” এইরূপে অভয় দান করিতেছেন; অপর দুই হস্তের এক হাতে মৃগ ও অপর হাতে টঙ্ক ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অথবা তাঁহার অষ্ট ভুজ চিন্তা করিবে; ফলে চিন্তকের যাহা রুচি হয়, তাহাই করিবে। সেই অষ্টভুজের দক্ষিণ ভুজ-চতুষ্টয়ে ত্রিশূল, পরশু, খড়্গ ও বজ্র এবং বাম ভুজ চতুষ্টয়ে পাশ, অঙ্কুশ, খেট ও নাগ বিরাজমান রহিয়াছে; এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। তাঁহার নবোদিত দিবাকরের ন্যায় কান্তি, তাঁহার প্রতি মুখে তিন তিন লোচন বর্ত্তমান, তাঁহার পূর্ব্বমুখ সৌম্য ও আপন আকার-সদৃশ প্রভাযুক্ত, দক্ষিণ বদন নীল-মেঘবর্ণ ও ঘোর দর্শন, উত্তর বদন বিদ্রুমকান্তি ও নীল অলকে বিভূষিত এবং পশ্চিম বদন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান ও ইন্দুকলা-শেখর। তাঁহার ক্রোড় মাহেশ্বরী শক্তি ও শ্যামা সর্ব্বমনোহরা মহালক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। এবম্বাকারা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ক্রমে সকলীকরণ করিবে। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ পরমকারণকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। ১২—২৫। তাহাতে স্নানের নিমিত্ত কপিলা-সম্ভব পঞ্চগব্য আনয়ন করিবে এবং পঞ্চামৃত ও পূর্ণ ঘাত আনয়ন করিবে। সম্মুখে রত্নচূর্ণাদি দ্বারা অলঙ্কৃত মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া কর্ণিকাতে ঈশান কলস স্থাপন করিবে। তদন্তর তাহার চতুর্দ্দিকে সদ্যাদি কলস স্থাপন করিবে। তার পর বিদ্যেশ্বরগণের অষ্ট কলস পূর্ব্বাদি অষ্ট দিকে স্থাপন করিবে। পরে সেই কলস-সমূহে তীর্থজল ও পূত দ্রব্য সকল নিক্ষেপ করিয়া সূত্র দ্বারা বেষ্টন করত যথাবিধি মন্ত্রপূত করিয়া [illegible]

বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। আর সেই ঈশানাদি মন্ত্রপূর্ব্বক মন্ত্রন্যাস করিবে। তাহার পর স্নান কাল উপস্থিত হইলে, সকল মঙ্গলধ্বনি করত পঞ্চগব্যাদি দ্বারা পরমেশ্বরকে স্নান করাইবে এবং কুশোদকাদি স্বর্ণরত্নোদকান্ত গন্ধপুষ্পাদিসিদ্ধ ও মন্ত্রসিদ্ধ জল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণে সেই সেই দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধপুষ্পাদি দীপ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। উদ্বর্ত্তন জন্য একপল-পরিমিতের অধিক হইবে এবং একাদশ পল অপেক্ষা ন্যূন হইবে। পুষ্প সকল সুবর্ণনির্ম্মিত রত্ননির্ম্মিত হইবে, শুভ্র ও সুরভি পুষ্প হইবে। সম্ভবে নীলোৎপল, উৎপল, রক্তকমল ও শ্বেতপদ্ম দান করিবে। কর্পূর, ঘৃত ও গুগ্গুলুযুক্ত কৃষ্ণাগুরু-নির্ম্মিত ধূপ দান করিবে এবং কপিলা গোর ঘৃত সিক্ত কর্পূরবর্ত্তিজাত দীপ দান করিতে হইবে। তাহার পর পঞ্চব্রহ্ম ও ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া অস্ত আবরণের পূজা সমাপন করিবে। পরে অন্নদান, যথা—দুগ্ধসিদ্ধ গুড়-ঘৃতযুক্ত মহাচরু নিবেদন করিবে এবং পাটলোৎপল পদ্মাদি দ্বারা সুগন্ধ পানীয় পঞ্চ সৌগন্ধিক দ্রব্যযুক্ত সুসংস্কৃত তাম্বুল, সুবর্ণ-রত্নাদি-নির্ম্মিত ভূষণ, বিচিত্র সূক্ষ্ম নূতন বসন ও দিব্য দর্পণ দান করিবে। নানা গীতবাদ্যাদি করত দান করিবে। পরে লক্ষ মূলমন্ত্র জপ করিবে। ফল যথতঃ একবারের অধিক ও তিন বারের কম পূজা কর্ত্তব্য। প্রতি দ্রব্যের হোম দশ সংখ্যার অধিক ও এক শতের ন্যূন করিবে। ২৬—৪১। মারণ উচ্চাটনাদি কার্য্যে শিবলিঙ্গে এবং শিখাগ্নিতে শিবের ঘোররূপ চিন্তা করিবে। আর শান্তিক-পৌষ্টিকাদিতে শান্তমূর্ত্তি শিবকে চিন্তা করিবে। মারণাদি কার্য্যে স্রুক্ স্রুব লৌহনির্ম্মিত করিবে। আর তদ্ভিন্ন কার্য্যে সুবর্ণনির্ম্মিত স্রুক্ স্রুব কর্ত্তব্য। মৃত্যুবিজয়-কামনায় হোম করিতে হইলে ঘৃত ও গোক্ষীর-মিশ্রিত দূর্ব্বা, সঘৃত চরু এবং মধু দ্বারা কিংবা কেবল দুগ্ধ দ্বারা হোম করিবে। রোগোপশান্তির নিমিত্ত তিল দ্বারা হোম করিবে। সমৃদ্ধিকামী ব্যক্তি মহা দারিদ্র্য-নাশের নিমিত্ত ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা কিংবা কেবল পদ্ম দ্বারা হোম করিবে। বশ্যকামী ব্যক্তি ঘৃতাক্ত জাতিপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। আকর্ষণেচ্ছু ব্যক্তি ঘৃত ও করবীর পুষ্প দ্বারা হোম করিবে। আর স্তম্ভন করিতে ইচ্ছা হইলে মধু দ্বারা বা সর্ষপ দ্বারা হোম করিবে এবং মোহন করিতে ইচ্ছা হইলে রসুন দ্বারা, তাড়নে ইচ্ছা হইলে গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের রক্ত দ্বারা, মারণ উচ্চাটন করিতে ইচ্ছা হইলে তিলমিশ্রিত রোহিতক-বৃক্ষের বীজ দ্বারা, বিদ্বেষ করিতে অভিলাষ হইলে নারিকেল তৈল দ্বারা, বন্ধন ও সেনাস্তম্ভন করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত রোহিতক বীজ দ্বারা ও অভিচার কর্ম্মে রক্ত-আদেশ হোম-দ্রব্য দ্বারা ও হস্ত-যন্ত্রোদ্ভূত তৈল দ্বারা হোম করিবে। ঐ আভিচারিক কর্ম্মে [illegible] [illegible] কার্পাসাস্থি [illegible] তৈলমিশ্রিত সর্ষপ দ্বারা হোম করিবে। ক্ষীর দ্বারা হোম করিলে অপশান্তি ও সৌভাগ্যফল লাভ হয়। দধি ঘৃত মধু দ্বারা হোম করিলে সর্ব্বসমৃদ্ধি লাভ হয়। শান্তিক-পৌষ্টিক কর্ম্মে ক্ষীর ও তণ্ডুল দ্বারা কিংবা কেবল চরু দ্বারা হোম করিবে অথবা সমিধ আদি সপ্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে। এই সকল দ্রব্য দ্বারা বিশেষ হোম করিলে বশীকরণ এবং আকর্ষণ হয়। বিল্ব পত্র দ্বারা হোম বশীকরণ আকর্ষণ, সম্পত্তি এবং শত্রুজয়ের হেতু। শান্তিকর্ম্মে পলাশ ও খদিরের সমিধ, ক্রূরকর্ম্মে করবীর এবং অর্কসমিধ, আর বিগ্রহকর্ম্মে কণ্টকিসমিধ বিহিত। শান্তিক এবং পৌষ্টিক কার্য্য প্রশান্তচিত্তে করিবে, নির্দ্দয় এবং ক্রুদ্ধচিত্তে আভিচারিক কর্ম্ম করিবে। অতি দুরবস্থা, প্রতিকারের অন্য উপায় নাই, এরূপ হইলেই তবে, আততায়ী শত্রুর উদ্দেশে অভিচার কর্ম্ম করা উচিত। কিন্তু রাজা, ধার্ম্মিক, মানী এবং কায়মনোবাক্যে শিবপরায়ণ ব্যক্তি আততায়ী হইলেও তদুদ্দেশে অভিচার কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। রাজা বা শিবপরায়ণ ব্যক্তির উদ্দেশে অভিচার-কর্ম্ম করিলে মানব সদ্য পতিত হয়। অতএব, যদি আত্মসুখে অভিলাষ থাকে, তবে নিজদেশাধিপতি এবং শিবভক্তের উদ্দেশে অভিচারাদি দ্বারা হিংসা করিবে না। অন্য ব্যক্তির উদ্দেশেও মারণাদি অভিচার কর্ম্ম করিলে, অনুতপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সেই প্রায়শ্চিত্ত, ধনী ও নির্দ্ধন উভয়ের পক্ষেই বাণলিঙ্গ, অনাদিলিঙ্গ, ঋষিপ্রতিষ্ঠিত-লিঙ্গ বা বৈদিকলিঙ্গের পূজা। সুবর্ণ ও রত্নের অভাবে, আর তাদৃশ দ্রব্যের উপার্জ্জনে শক্তি না থাকিলে, মানস উপচারে বা তৎপ্রতিনিধিভূত উপচারে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি পূজার কোন অংশ-সম্পাদনে সমর্থ এবং কোন অংশ সম্পাদনে অসমর্থ; সে ব্যক্তি শক্ত্যনুসারে সেইরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেও ফল লাভ করিবে। কর্ম্ম করিলেও যদি ফলপ্রাপ্তি না হয়, তবে সেই কর্ম্ম দুই বার কি তিন বার করিবে, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই ফল লাভ হইবে। পূজার উপযুক্ত সুবর্ণ ও রত্নাদি উৎকৃষ্ট দ্রব্য সমস্তই গুরুকে দিবে এবং দক্ষিণা পৃথক্ দিবে। গুরু যদি তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষী না হন, তবে শিবকে অর্পণ করিবে, অথবা অন্য শিবভক্তগণকে বিতরণ করিবে, অপর কাহাকেও দিবে না। যে ব্যক্তি এই সব কর্ম্ম গুরু প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং নির্ব্বাহ করে, তাহার পক্ষে এই নিমিত্ত স্বয়ং গ্রহণ করা তাহারও উচিত নহে। যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট পূজাদ্রব্য লোভ বশত স্বয়ং গ্রহণ করিবে, তাহার ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। আর সেই পূজিত লিঙ্গ, [illegible] করা না করা তাহার ইচ্ছা। তবে, লিঙ্গ সেই [illegible]

করুক না, নিত্য পূজা তাহার করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে এই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী, ইহা অপেক্ষা প্ররোচক আর কি আছে? তথাপি কর্ম্মসিদ্ধির বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি, শত্রু-আক্রান্ত, ব্যাধিপীড়িত, এমন কি মৃত্যুর মুখকুহর-প্রাপ্ত হইয়াও এই কর্ম্ম করিলে নির্ব্বিঘ্নে সেই সব বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অতি কৃপণ ব্যক্তিও রাজতুল্য, দরিদ্রও কুবেরতুল্য, কুৎসিত পুরুষও কামদেবতুল্য এবং বৃদ্ধও তরুণবৎ হইয়া থাকে। শত্রু তাহার মিত্রবৎ, বিরোধী দাসবৎ হয়, আর যাহার পক্ষে অমৃতও বিষবৎ হইত, তাহার তখন বিষও অমৃতবৎ হয়। স্থলও যাহার পক্ষে সমুদ্র, তাহার তখন সমুদ্রও স্থলবৎ হয়। যাহার পক্ষে জল অগ্নিতুল্য, উদ্যান বনতুল্য, ক্ষুদ্রমৃগ সিংহতুল্য এবং স্ত্রী অভিসারিকাসদৃশী, এই কর্ম্মফলে, তাহার পক্ষেও অগ্নি জলতুল্য, বন উদ্যানতুল্য, সিংহ মৃগতুল্য এবং লক্ষ্মা সতীর ন্যায় হইয়া থাকেন। বিদ্যা তাঁহার প্রেয়সীসদৃশী, কান্তি বেশ্যাসদৃশী, মেধা স্বৈরিণীসদৃশী এবং মন বজ্রসূচিসদৃশ হয়। মহেশ্বরের ন্যায় শক্তি, মত্ত হস্তীর ন্যায় বল হয়। শত্রুপক্ষের উদ্যোগ ও কার্য্য বিফল হয়, শত্রুর মিত্রপক্ষও তখন শত্রু হয়। শত্রুগণ সবান্ধবে জীবন্মৃত হইয়া থাকে। স্বয়ং বিপন্ন হইলেও বিপন্মুক্ত এবং অমরবৎ হয়। তখন কুপথ্যসেবা করিলেও তাহা রসায়নের ন্যায় কার্য্যকর হয়। রতি সর্ব্বদা করিলেও নিত্য নূতন হয়। ভূত ভবিষ্যৎ সকল বস্তুই তখন করতলামলকবৎ হইয়া থাকে। অণিমাদি সিদ্ধি সাধারণ ফলের ন্যায় হয়। অধিক আর বলিব কি, এই কর্ম্ম করিলে যাহা অপ্রাপ্য থাকে, সর্ব্ববিধ কাম ও অর্থসিদ্ধির মধ্যে এমন কিছুই নাই। ২৬–৮৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন, হে মহাভাগ! অতঃপর নিত্য আমুষ্মিক বিধি বর্ণন করিতেছি, ত্রিভুবনে ইহার তুল্য কর্ম্ম আর কিছুই নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ, ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্পাল, সূর্য্যাদি নবগ্রহ, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ, শ্বেত অগস্ত্য ও দধীচ প্রভৃতি মুনিগণ ও আমরা সকলে এবং নন্দীশ্বর মহাকাল ও চণ্ডীশ প্রভৃতি গণাধিপগণ, পাতালবাসী দৈত্যগণ ও শেষ-প্রমুখ নাগগণ, সিদ্ধ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ভূত ও পিশাচগণ ইহারা সকলেই নিজ নিজ আধিপত্য লাভ করিবার জন্য যথাযথ রীতি অনুসারে এই অসীম পুণ্যজনক পারলৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্ব স্ব পদ পাইয়াছেন; দেবতারা দেবত্ব, ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণু বিষ্ণুত্ব, রুদ্র রুদ্রত্ব, পাইয়াছেন; ইন্দ্র দেবরাজ হইয়াছেন এবং গজানন ইহার অনুষ্ঠান করিয়াই গণপতি হইয়াছেন। প্রথমত শুক্লচন্দনে সুগন্ধি সলিল দ্বারা শিবলিঙ্গটীকে ও শিবাপ্রতিমাকে স্নান করাইয়া বিকসিত শুভ্র কমল প্রদানে পূজা করত প্রণাম করিবে এবং অর্থশক্তি থাকিলে তথায় রত্ন বা কাঞ্চনাদি দ্বারা রমণীয় সুলক্ষণ পদ্মাসন প্রস্তুত করিয়া সেই পদ্মের কেশররাজির মধ্যে দক্ষিণাংশে একটী সুন্দর অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত লিঙ্গকে সর্ব্বগন্ধদ্রব্যে সুগন্ধি করিয়া স্থাপন করিয়া বিল্বপত্র দ্বারা তাহার পূজা করিবে এবং পুনরায় ঐ লিঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্বে অগুরু, পশ্চিম পার্শ্বে মনঃশিলা, উত্তরে চন্দন ও পূর্ব্বাংশে হরিতাল প্রদান করিবে। বিবিধ সুগন্ধি কুসুম দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতাক্ত গুগ্গুলুসংযুক্ত কৃষ্ণাগুরুযুক্ত ধূপ ও অতি সূক্ষ্ম সিত বস্ত্র প্রদান করিবে এবং সঘৃত পায়স ও ঘৃতদীপাদি নানাদ্রব্য যথাপ্রয়োগে নিবেদন করিয়া প্রদক্ষিণ করত ভক্তিসহকারে প্রণত হইয়া স্তব পাঠ করত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তখন সাধক দক্ষিণামূর্ত্তির আশ্রয় লইয়া শিবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সেই লিঙ্গটী শিবকে প্রদান করিবে। এইরূপ যিনি প্রত্যহ পঞ্চগন্ধময় শুভ লিঙ্গের পূজা করেন তিনি নিষ্পাপ হইয়া শিবলোকে পূজিত হইয়া বাস করেন। এই অতি গোপনীয় ব্রতোত্তম লিঙ্গপূজারূপ মহাব্রত তুমি তদীয় ভক্ত বলিয়া তোমাকে বলিলাম। তুমি যে কোন ব্যক্তিকে কহিও না, কেবল শিবভক্তকেই দিতে পার; মহাদেব স্বয়ং এ কথা বলিয়াছেন। ১—১৮।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

উপমন্যু কহিলেন, হে মহাভাগ! সংসারে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম হইতে যেরূপ সিদ্ধিলাভ হয়, একমাত্র লিঙ্গ বা বেরের প্রতিষ্ঠা করিলে সেই সমুদয় সিদ্ধিই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সমস্ত সংসারই লিঙ্গময় এবং ত্রিভুবন লিঙ্গেতেই অবস্থিত আছে, সুতরাং লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিলে সকল সংসারই প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র বা অন্য যে কেহই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা না করিয়া স্বপদে অধিষ্ঠান করিতে পারেন না। এই প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অন্য কারণ কি নির্দ্দেশ করিব, মহাদেবও স্বয়ং এই বিশ্বেশ্বরে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুতরাং সাধক সর্ব্বপ্রযত্নে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের জন্য পরমেশ্বরের লিঙ্গ অথবা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এই লিঙ্গ কাহার মর্ম্ম, কেনই বা মহেশ্বর লিঙ্গী হইলেন এবং কি কারণে বা শিবেরই লিঙ্গ হইল ও কি জন্যই বা

মহাদেব লিঙ্গাধারেই পূজিত হন? উপমন্যু কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ অব্যক্তলিঙ্গের গুণত্রয় হইতে উৎপত্তি হইলেও উহার আদি বা অন্ত নাই; উহাই বিশ্ব সংসারের মূল কারণ এবং আকাশরূপিণী মূল প্রকৃতি মায়ার আশ্রয় স্বরূপ এবং যাহা শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও শুদ্ধাশুদ্ধ এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত আছে, সেই চরাচর জগৎ উহাঁ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহা শিব, মহেশ, রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইহাদের সকলেরই উদ্ভবস্থান ইন্দ্রিয়নিচয় পঞ্চভূতের সহিত মহাদেবের আদেশে ঐ লিঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহাতেই লয় পাইবে। শিব লিঙ্গকে আদেশ দেন বলিয়া লিঙ্গী হইয়াছেন, যেহেতু শিবের আদেশ ব্যতিরিকে কোন কর্ম্মেই প্রভু হন না এবং লিঙ্গসম্ভূত সংসার লিঙ্গেতেই লীন হয়, সেই কারণেই তাহার লিঙ্গতা হয়, উহার অন্য কোন কারণ নাই। পার্ব্বতী পরমেশ্বরের লিঙ্গে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া লিঙ্গই উহাঁদের দেহ স্বরূপ, সুতরাং লিঙ্গেই মহাদেবকে নিত্য অর্চ্চনা করিবে। লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহাদেবী ও মহেশ্বর; লিঙ্গদ্বয়ের পূজা করিলে শিব ও শিবাপূজিত হন, স্বরূপত তাঁহাদের অন্য লিঙ্গদেহ নাই; যেহেতু তাঁহারা স্বতই বিশুদ্ধ, কেবল উপচারাধীন দেহ কল্পনা হইয়াছে এবং ঐ লিঙ্গই পরমাত্মা শিবের পরমা-শক্তিরূপিণী ও ঐ শক্তিই আজ্ঞাস্বরূপিণী, যেরূপ আজ্ঞা করেন, সেইমত সচরাচর বিশ্ব প্রসব হইয়া থাকে, সুতরাং শতবর্ষেও তাঁহার মহিমা বর্ণনা হয় না,—যে মহাদেব পুরাকালে বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে মোহিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই সংসারের প্রলয় সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু জলশয্যায় নিরাকুলচিত্তে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা যদৃচ্ছা ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নারায়ণ অনাকুলচিত্তে জল-শয়নে শয়ান আছেন। তখন ব্রহ্মা শিবমায়ায় মোহিত হইয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, কে তুমি শীঘ্র বল। এই বলিয়াই মাধবকে প্রহার করিলেন। তখন বিষ্ণু তীব্র হস্তপ্রহারে আহত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন ও সম্মুখে ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া অন্তরে কুপিত হইয়াও বাহ্যিক ক্রোধভাব পরিহার করত কহিলেন, হে বৎস! তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ এবং কি জন্যই বা তোমাকে ব্যাকুল দেখিতেছি? ব্রহ্মা এইরূপ বিষ্ণুর প্রভুত্বব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া রজোগুণের শক্তিতে কোপাকুল হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! কেন তুমি শিষ্যের প্রতি গুরুর ব্যবহারের ন্যায় আমাকে বৎস বলিয়া সম্বোধন করিলে? তুমি কি জাননা যে, আমি এই বিশ্বের প্রভু, এ সংসার আমারই নির্ম্মাণ, আমিই ইহার আদিকর্ত্তা, সংহারক ও পরিপালক? তুমিও আমার এই অব্যয় দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; এবং আমার আদেশেই তুমি আপনাকে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে এক এক অংশে সৃজন, পালন ও পুনঃসৃজন করিতেছ। তুমি কি সেই নিরাময় জগন্নাথ নারায়ণকে বিস্মৃত হইয়াছ? অহো! আমি তোমার জনক হইলেও আমাকেই কেন এইরূপ অবজ্ঞা করিতেছ? এবিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই, তুমি আমার মায়াতেই ভ্রান্ত হইয়াছ; আমার অনুগ্রহে শীঘ্রই তোমার এ ভ্রান্তি দূর হইবে। তখন বিষ্ণু কহিলেন, হে চতুর্ম্মুখ! শ্রবণ কর, আমি সর্ব্বদেবগণের প্রভু ইহাই সত্য। আমি ভিন্ন সংসারের স্রষ্টা, পালক বা সংহারক ঈশ্বর আর কেহ নাই। ১—৩০। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর এইরূপ বিবাদসূত্রে পরস্পর অতি ভয়ানক রোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয়েই রজোগুণাশ্রয়ে কোপাক্রান্ত হইয়া পরস্পর মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঐ দেবতাদ্বয়ের অহঙ্কার নাশ করিতে ও প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য মধ্যস্থলে পরমেশ্বরের অনন্ত-শিখা-সমন্বিত, অনুপম, অবিজ্ঞেয়, ক্ষয়োদয়রহিত ও আদি-মধ্যান্তশূন্য অদ্ভুত লিঙ্গ আবির্ভূত হইলেন। ঐ সহস্র শিখাময় অদৃষ্টপূর্ব্ব লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া বিষ্ণু ও ব্রহ্মা উভয়েই মোহিত হইলেন এবং "ইহা কি" বলিয়া উভয়েই যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের অভিমান খণ্ডন হইলে উহার স্বরূপ হৃদয়মধ্যে অবগত হইলেন ও ঐ লিঙ্গের আদি ও অন্ত পরীক্ষার জন্য অভিলাষ করিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মা অনন্ত-পক্ষশালী হংসরূপ ধারণ করিয়া মনের ন্যায় গমনশীল হইয়া অতিকষ্টে উহার ঊর্দ্ধ পর্য্যবেক্ষণে অগ্রসর হইলেন এবং বিশ্বরূপ নারায়ণও নীলাঞ্জনের ন্যায় দীপ্যমান বরাহ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অধোভাগে অগ্রসর হইলেন। বরাহরূপী বিষ্ণু ক্রমাগত সহস্র বর্ষকাল অধোভাগে যাইয়াও লিঙ্গের কোনরূপই অন্ত পাইলেন না। ওদিকে ব্রহ্মাও ঊর্দ্ধের শেষ জানিবার বাসনায় সহস্র বর্ষকাল যাইয়াও কিছু দেখিলেন না, প্রত্যুত শ্রান্ত হইয়া অধোভাগে পতিত হইলেন। তথায় বিষ্ণুও সেইরূপ অত্যন্ত ক্লেশে শ্রান্ত হইয়া অর্দ্ধ-নিমীলিতনয়নে বসিয়া ছিলেন। তখন উভয়ে মিলিত হইলেন; কিন্তু শম্ভুমায়ায় মোহিত ছিলেন বলিয়া বিস্ময়ে কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা করিতে পারিলেন না, কেবল সেই লিঙ্গের কখন পৃষ্ঠে, কখন পার্শ্বে, কখন বা সম্মুখে প্রণাম করিতে লাগিলেন ও "ইহা কি" বলিয়া গাঢ়চিন্তায় আক্রান্ত হইলেন। ঐ সময়ে তথায় ব্রহ্মের বাচক বিন্দুযুক্ত "ওঁ" এই একাক্ষর শব্দরূপ ব্রহ্ম প্রকাশ হইল; কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর অন্তঃকরণ রজঃ ও তমোগুণে আক্রান্ত থাকায় তাঁহারা ঐ শব্দের যাথার্থ অবগত হইতে পারিলেন না। তখন ঐ একাক্ষর চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইলেন। অ উ ম এই ত্রিমাত্রায় এবং বিন্দু অর্দ্ধমাত্রা। তন্মধ্যে অকারটী লিঙ্গের দক্ষিণভাগে, উকার

উদরে ও মকার মধ্যভাগে এবং অর্দ্ধমাত্রাত্মক বিন্দুটী লিঙ্গের মস্তকে অধিষ্ঠিত রহিলেন। সেই পরমাক্ষর প্রণব চতুর্ভাগে বিভক্ত হইলেও ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নিগূঢ়ার্থ কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু ব্রহ্মা সেই প্রণবকে বিভাগ করিয়া বিকৃত করিয়া ফেলিলেন। তন্মধ্যে অকারে ঋগ্বেদ, উকারে যজুর্ব্বেদ, মকারে সামবেদ ও বিন্দুটী অথর্ব্ববেদে পরিণত হইলেন। ঋগ্বেদ সংক্ষেপে নিজার্থ প্রকাশ করিলেন; গুণসমূহে রজোগুণকে, সংসারের আদি-মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাকে, আদিকার্য্যে আদি পুরুষকে, লোকসমুদয়ে পৃথিবীকে, শিবসংজ্ঞক আত্মবিদ্যায় অবিনাশী পরমাত্মাকে, কলামার্গে নিবৃত্তিকে, ব্রহ্মপঞ্চকে সদ্যোদেবকে, লিঙ্গভাগে অধোমুখকে, জন্মাদির কারণত্রয়ে বীজসংজ্ঞক ব্রহ্মাকে ও অণিমাদি গুণসমূহে চতুঃষষ্টি গুণশালী পৌরুষকে গ্রহণ করিলেন,—এই দশবিধ অর্থে ঋগ্বেদ বিশ্বকে ব্যাপিয়া থাকিলেন। এইরূপ যজুর্ব্বেদেরও দশার্থ উপস্থিত হইল। তিনি গুণমধ্যে সত্ত্বকে, আদি মূর্ত্তিতে বিষ্ণুকে, আদি কার্য্যে আদি পুরুষকে, লোকের পালন তত্ত্বসমূহে বিদ্যাকে, কলামার্গে প্রতিষ্ঠাকে, ব্রহ্মপঞ্চকে বামদেবকে, তুলিঙ্গভাগে মধ্যকে, হেতুত্রিতয়ে যোনিকে এবং প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যকে গ্রহণ করিলেন বলিয়া সংসার যজুর্ব্বেদময় হইয়াছে; অতঃপর সামবেদও দশ প্রকারে নিজার্থ প্রকাশ করিলেন। গুণসমূহে তমোগুণকে, আদিমূর্ত্তি স্থষ্টিতে রুদ্রকে, ত্রিলোকমধ্যে সংহারকে, কলাসমূহে বিদ্যাকে, ব্রহ্মপঞ্চকে অঘোরদেবকে, লিঙ্গভাগে উর্দ্ধপীঠকে, কারণত্রয়ে বীজিপুরুষকে এবং পৌরুষ ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্যকে গ্রহণ করিয়া সামবেদ ত্রিভুবনকে ব্যাপিয়া থাকিলেন। এইরূপ অথর্ব্ববেদও নিজার্থ মধ্যে প্রথমে নির্গুণত্ব পরে আদিমূর্ত্তি বিষয়ে সাক্ষাৎ মহেশ্বর সদাশিব এবং যাহাতে মনের সহিত বাক্য পরাঙ্মুখ আছে সেই পরমাত্মা শিবের স্বত সকল কার্য্যে অনাসক্তি থাকিলেও ভূতানুকম্পা যাহার প্রভাবে জীবগণ মুক্ত হইয়া থাকে, তদূর্দ্ধে উমনালোক ও লোকাতিশায়ী সুন্দর সোমলোক শোভমান আছে, যথায় পরমেশ্বর সোমমণ্ডিতে উমার সহিত নিত্য বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মপঞ্চকে তৎপুরুষ ঈশান ও লিঙ্গের শিরোদেশে অনুপম বিন্দু, যথায় নিত্যচৈতন্য, শিবের আবাহন ও আরাধনা হইয়া থাকে এবং তত্ত্বসমূহে নাদবিন্দু ও পরাশক্তি, উহা স্বরূপত তত্ত্ব না হইলেও পরমতত্ত্ব স্বরূপ আছেন। ৩১—৩৬। কারণত্রয়াতীত ওঁ মায়া-পরাভবকারী শুদ্ধ বিদ্যাতীত অনন্তদেব মহেশ্বর হইতে; সর্ব্ববিদ্যেশ্বরদিগের অধিনায়ক পরাৎপর সদাশিব হইতে; মন্ত্রসমুদায় যাঁহার অবয়ব ও যিনি সর্ব্বদা শক্তিত্রয়ে সংযুক্ত আছেন, সেই কলাতীত দশবাহু পঞ্চানন হইতে এবং তৎপরবর্ত্তী বিন্দু হইতে, তৎপরবর্ত্তী অর্দ্ধেন্দু হইতে এবং তৎপরবর্ত্তী নাদাখ্য সোমমূর্ত্তি হইতে, সুষুম্নাধিপ হইতে, ব্রহ্মরন্ধ্রাধিপ হইতে, তৎপরাশক্তি হইতে ও শিবতত্ত্ব হইতে ও কারণের স্রষ্টা হইয়াও সেই বিশ্বের একমাত্র কারণ যিনি স্বয়ং কারণাতীত অব্যয় শিব ধ্যানের পাত্র যে সর্ব্বপ্রভু পরমেশ্বর পরমাকাশ মধ্যে পরমাত্মার উপরি পরম ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন এবং যিনি মনুষ্যাদি সাধারণ জীবে প্রচলিত মায়িক ঐশ্বর্য্যে অসংস্পৃষ্ট থাকেন ও যিনি নির্ম্মলপথে শুদ্ধবিদ্যার আশ্রয়ে বিচরণ করেন— পুনরায় ঋগ্বেদ কহিলেন যে, আমি জাগ্রদ্রূপই বলিয়া থাকি, সুতরাং সর্ব্বদা আমিই আত্মতত্ত্বেরই বক্তা হইয়াছি। ঐ মত যজুর্ব্বেদ বলিলেন,—আমি স্বপ্নাবস্থা বলিয়া থাকি, যাহার কারণে আমাতেই লোকে ভোগ্যস্বরূপিণী বিদ্যা প্রাপ্ত হয়। সামবেদ কহিলেন, আমি সমুদায় [illegible] সংক্ষেপেই উল্লেখ করি, তমো [illegible] মহাদেব যে কিছু বলেন, সে সকল আমারই বাক্য। অথর্ব্ব কহিলেন, আমি তুরীয় সংজ্ঞককে ও তুরীয়াতীতকে বলি বলিয়া আমাকে অধ্বাতীতপদ বলে। শিব, বিদ্যা ও আত্মা এই ত্রিমলকে অধ্ব বলে এবং এই ত্রিগুণভাব ত্রয়ী ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন হয় না এবং উক্ত পদাভিলাষীরাই ইহার শোধন অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞান করেন। উক্তরূপ অধ্বকে অতিক্রম করে যে পরম পদ, তাহাকেই নির্ব্বাণ কহে। উহা অধ্ব ও নৈর্গুণ্যের বিশোধক ও উহাদের অতিক্রম করিয়া বিচরণ করেন। কেবল বিন্দুই এই দুইটীর প্রধান জ্ঞাপক এবং নাদান্ত সকলই মদীয়, সুতরাং প্রধানত আমার অর্থ প্রধান পরমেশ্বরেই পর্য্যবসিত আছে; অপর যে কিছু বস্তু আছে, সে সকল গুণ ও প্রধানের সহযোগে প্রতিভাসিত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা প্রণবার্থকে মিলিতরূপে ও পৃথক্‌ভাবে ব্যাখ্যা করেন; ওঁ এই একটী অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া সমুদয় বস্তুরই বাচক হইয়াছেন। মহাদেব প্রথমে ওঁ এই অক্ষরকে সমগ্র সংসাররূপে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া শিবই প্রণব ও প্রণবই শিব; ইহাদের পরস্পর বাচ্যবাচকের কিছুমাত্র ভেদ নাই। রুদ্র বাক্য ও মন ও ধ্যানের গোচর না হইলেও ওঁকারমধ্যস্থ একটী মাত্র অক্ষরের দ্বারা তাঁহাকে বলা যায়। ওঁকার-ঘটক অকার দ্বারা আত্মরূপী ব্রহ্মাই কথিত হন, উকারসংজ্ঞক অক্ষরে বিদ্যাস্বরূপী বিষ্ণু গীত হন এবং মকারসংজ্ঞক অক্ষরের উচ্চারণে শিব রুদ্র নামে কীর্ত্তিত হন। ঋক্‌, যজু, সাম, অথর্ব্ব ও অন্যান্য সহস্র সহস্র শাখা-বিচয় পূর্ব্বোক্ত অর্থযুক্ত ওঁ এই শব্দের দ্বারা আমাকেই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই প্রকার আকাশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্বপ্নদৃষ্টের ন্যায় কিছুই তথ্য স্থির করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদের সন্দেহভঞ্জন ও তমোবিদূরণের জন্য ঐ সকল বেদোক্ত বাক্য স্থির-

দেহে ক্ষোদিত হইল এবং উঁহারা মহাদেবের অনুগ্রহে সেই লিঙ্গে ক্ষোদিত বেদ-বাক্য সমুদয় অবলোকন করিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিলেন ও তাঁহাদের তামস ভাব দূর হইল। অনন্তর ব্রহ্মা ও নারায়ণ উভয়ে লিঙ্গের লিঙ্গতা, লিঙ্গীর লিঙ্গিতা এবং এবং লিঙ্গেতেই চরাচরের বিশেষত আপনাদের উৎপত্তি ও লয় জানিলেন এবং বিরূপাক্ষ দেবকে অবগত হইলেন যে তিনি পরম ধামের পরম পুরুষ, কলাতীত পরাৎপর পুরুষ, ঈশ্বর ও এই পশুপাশময় সংসারের একমাত্র অধীশ্বর, ক্ষয়বৃদ্ধি-রহিত, অব্যয়, অত্যন্ত ভয়শূন্য এবং বাহ্য ও অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত থাকিলেও বাহ্য ও আভ্যন্তর ভাব শূন্য, সংসারের যাবৎলোক হইতে পৃথক্ বলিয়া সর্ব্বশক্তিশালী এবং বাক্য ও মনের গোচর নহেন বলিয়া। যার লক্ষণ বা নির্দ্দেশের কিছুই নাই এবং যিনি সদা প্রসন্নময় হইয়া স্বপ্রকাশ রসে আসক্ত আছেন এবং যে সর্ব্বকল্যাণাস্পদ দেব সর্ব্বদা সর্ব্বমঙ্গলা শক্তির সহিত অবস্থিত আছেন, সেই দেবাভিমুখে তাঁহারা ভীত হইয়া মস্তকে অঞ্জলি রচনা করিয়া কহিলেন,—প্রথমে মহাদেবের দক্ষিণাঙ্গ হইতে আত্মসংজ্ঞক ব্রহ্মার উৎপত্তি, পরে বামাঙ্গ হইতে বিদ্যারূপী বিষ্ণুর উদ্ভব ও হৃদয়স্থল হইতে শিবসংজ্ঞক নীলরুদ্র প্রকাশ পাইয়াছেন। সৃষ্টির কারণ ব্রহ্মা, ও বিষ্ণু পালনের কর্ত্তা এবং রুদ্র সংহারক ও ব্রহ্মা বিশ্বের পরিচালক শাস্তা। এইজন্যই ইঁহাদের তিনজনকে জগতের মূল-কারণ বলিয়া থাকে; সেই পরম কারণ শিব এই কারণত্রয়েরই কারণস্বরূপ আছেন। হে বিষ্ণো! হে ব্রহ্মন্! তোমরা এই অর্থ না জানিয়া কেবল মাত্র রজোগুণের অনুসারে ক্রোধশত্রুর অধীন হইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছ। তোমাদের জ্ঞানের জন্যই মধ্যে এই লিঙ্গ স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছি। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! আমি অজ্ঞ হই বা অভিজ্ঞই হই, আপনিই সৃষ্টি করিয়া এরূপ ভ্রমে ফেলিয়াছেন; ইহাতে আমি কোন অপরাধী নহি। আমার এ অজ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, হে প্রভো! আপনার সন্নিধানে কেহই নির্ভয়ে নিজের বা পরেরও কথা কিছু বলিতে পারে না, সুতরাং হে দেবদেব! আমাদের অদ্যকার বাক্-কলহ আপনার নিকটে হইয়াছে বলিয়া প্রশংসনীয়ই হইয়াছে। যেহেতু হে নাথ! আপনাকে প্রণাম করাই এই বিবাদের চরম ফল রূপে পরিণত হইয়াছে। বিষ্ণু কহিলেন, হে প্রভো! আপনার মহিমার যোগ্য স্তব করিতে আমাদের বাক্শক্তি নাই, তথাপি প্রভুসন্নিধানে ভৃত্যদের মৌনভাব অনুচিত বলিয়া কিছু বলিতেছি। হে নাথ! এরূপ সঙ্কটে কি কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণ করিতে না পারিয়াই যে কিছু বলিয়াছি, তজ্জন্য আপনার নিকট প্রণাম করিয়া ক্ষমা চাহিতেছি। আপনি কারণত্ব দিয়াও নিজ মায়াপ্রভাবে মোহিত রাখিয়া তাহা বিস্মৃত করিয়াছিলেন, এজন্য অদ্য বিশেষ শাসিত হইলাম। আর অধিক কথা কি বলিব, হে প্রভো! আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, যেহেতু আপনি অপরিমেয় ইহা জানিয়াও আপনার পরিমাণ জানিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। মহাদেব এইরূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া অতি সন্তোষ লাভ করত হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন,—হে বৎস বিধে! হে বৎস বিষ্ণো! তোমরা আমার মায়ায় মোহিত থাকিয়াই নিজ নিজ প্রভুত্ব বিষয়ে অভিমানী হইয়া পরস্পর ক্রোধে যুদ্ধ-পর্য্যন্ত বিবাদ করিয়াও নিবৃত্ত হও নাই। ৬৭—১১৫। তোমরা জগতের কারণ হইয়াও অজ্ঞান অভিমান ও বুদ্ধিবিপর্য্যয়নিবন্ধন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব প্রজাসৃষ্টিরই নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ দেখিয়া আমিই তোমাদের অহঙ্কার ও অজ্ঞান দূর করিবার জন্য লিঙ্গ রূপ প্রকাশ করিয়া তোমাদিগকে শান্ত করিয়াছি। এক্ষণে তোমরা পরস্পর দ্বেষশূন্য হইয়া ভয়, বিষাদ ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হও। পূর্ব্বে আমিই তোমাদিগকে কারণত্ব সিদ্ধির জন্য আজ্ঞার সহিত সমস্ত জ্ঞানসংহিতা প্রদান করিয়া পঞ্চাক্ষর-সূত্রসংজ্ঞক মন্ত্র: উপদেশ দিয়াছিলাম, সে সমুদয় এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছ পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত সে সমুদয় আজ্ঞার সহিত প্রদান করিতেছি যেহেতু তোমরা সে সকল ব্যতিরেকে সৃষ্টি-রক্ষায় সমর্থ হইবে না। মহাদেব ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে এই কথা বলিয়া জ্ঞানসংহিতা ও মন্ত্রের সহিত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা তখন সেই দিব্য মাহেশ্বরী আজ্ঞা, দিব্যার্থযুক্ত মন্ত্রবর্গ ও মাহেশ্বরী কলা লাভ করিয়া শিব-পাদমূলে দণ্ডবৎ প্রণাম করত পরমানন্দে নিশ্চল ও নির্ভীক হইয়া অবস্থান করিলেন। এমন সময়ে সেই ঈশ্বরের আশ্চর্য্য লিঙ্গ ইন্দ্রজালের মত কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, তাহা দেখিয়া হঠাৎ ঈশ্বর-প্রণয়ের ভঙ্গ হইল বুঝিয়া হাহা শব্দে বিলাপ করত "একি আশ্চর্য্য ঘটনা হইল" ইহা পরস্পর বলিতে লাগিলেন এবং তখন দেবদ্বয় শম্ভুর অচিন্তনীয় সামর্থ্য অবগত হইয়া সুখিত মনে পরস্পর মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া জগতের কার্য্যের জন্য প্রস্থান করিলেন। তদবধি ইন্দ্রাদি দেবগণ, অসুরগণ, ঋষিগণ এবং নরনারী ও নাগগণ শাস্ত্রবিধানানুসারে লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিয়া থাকেন। ১১৬—১২৮॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে প্রভো! পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেব লিঙ্গের ও মূর্ত্তির যে প্রণালীতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সর্ব্বোত্তম প্রতিষ্ঠাবিধিই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি বলুন। উপমন্যু কহিলেন, হে মহাভাগ! সাধক শুক্লপক্ষে নিজের চন্দ্রতারানুকূল দিবসে শিবশাস্ত্রোক্ত বিধানে যথোক্ত পরিমাণে লিঙ্গ প্রস্তুত করিবে এবং পবিত্র স্থানে ভূমির পরীক্ষা করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে লক্ষণোদ্ধার করত দশোপচারে পূজা করিবে। প্রথমে গণেশ পূজা করিয়া স্থান-মার্জ্জনাদি করত লিঙ্গটীকে স্নানগৃহে লইয়া রাখিবে। তখন কুঙ্কুমাদি রসে রঞ্জিত কাঞ্চন-শলাকা দ্বারা অঙ্কিত লক্ষণে শিবশাস্ত্রানুসারে ক্ষোদিত করিবে। অষ্ট পঞ্চরত্নের বারি, পঞ্চামৃতজল ও পঞ্চগব্য দ্বারা আধার বেদীর সহিত লিঙ্গটীকে শোধন করিয়া পূজা করিবে। পরে সেই সবেদিক লিঙ্গকে দিব্য জলাশয়ে লইয়া অধিবাস করিবে। যে পবিত্র ও মনোরম গৃহে লিঙ্গাধিবাস হইবে, তাহা তোরণাদি দর্ভমাল্যে ও আবরণ-পটে সম্যক্ শোভমান থাকিবে এবং তথায় অষ্ট দিগ্গজ ও অষ্টদিক্পালের প্রতিমূর্ত্তি এবং অষ্ট পূর্ণকুম্ভ অষ্টমঙ্গলকলস থাকিবে এবং গৃহের মধ্যস্থলে একটী পদ্মাসন চিহ্নিত ধাতুময় বা দারুময় পীঠবেদী প্রস্তুত করিবে। প্রথমে সুভদ্র, বিভদ্র, সুনন্দ ও বিনন্দ এই চারিটী দ্বারপালকে যথাক্রমে পূজা করিয়া সবেদিক লিঙ্গকে স্নান করাইয়া বস্ত্রযুগ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিবে ও শনৈঃ শনৈঃ জল সমীপে লইয়া যাইয়া পীঠিকার উপর পূর্ব্বশিরা করিয়া শয়ন করাইবে। উহার পশ্চিমে পিণ্ডিকা রাখিবে; সেই স্থানেই সর্ব্বমঙ্গলময় লিঙ্গের পঞ্চরাত্র বা ত্রিরাত্র অথবা একরাত্র অধিবাসন করিবে। পরে পূর্ব্বমত পূজিত দেবগণকে তথায় বিসর্জ্জন করিয়া একমাত্র লিঙ্গটীকে উঠাইয়া পূজা করত উৎসব-পথে শয়ন-গৃহে আনয়ন করিবে। তথায় মণ্ডল মধ্যেই শয্যা রচনা করিবে ও শুদ্ধ সলিলে স্নান করাইয়া লিঙ্গের অর্চ্চনা করিবে এবং উহার ঈশানকোণে গোময়োপলিপ্ত পবিত্র স্থানে শাস্ত্রবিধানে স্থাপিত শিবকুম্ভে শিবের আবাহন করত পূজা করিবে। এবং বেদিমধ্যে যথাবিধানে শুক্লপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তৎপশ্চিমে পীঠশক্তির পদ্ম লিখিবে ও তথায় ক্ষৌমাদি সুন্দর বস্ত্র বা পুষ্প কিংবা দর্ভ দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া একটী স্বর্ণ-কুসুম রাখিবে। ১—১৯। তথায় নানা মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি সহকারে লিঙ্গটীকে আনয়ন করিয়া রক্তবস্ত্রযুগে ও পিণ্ডিকা দ্বারা বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বের মত শয়ন করাইবে ও সম্মুখে পদ্ম লিখিয়া তাহার অষ্টদলে যথাক্রমে ব্রহ্ম কলস স্থাপন করিবে ও মধ্যস্থলে শক্তিকলস রাখিয়া ব্রাহ্মণেরা প্রদক্ষিণ করত আহুতি প্রদান করিবেন। পূর্ব্বাদি অষ্টদিগ্‌ভাগে অবস্থিত দ্বিজগণকে শিবেরই অষ্টমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে এবং চতুর্দ্দিকে চারিজনমাত্র জাপক ও অধ্যেতা ব্রাহ্মণ থাকিবেন। যথাক্রমে সপ্তদ্রব্য দ্বারা আচার্য্যই প্রধান হোম করিবেন; অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা শুক্লমন্ত্রের অর্দ্ধ বা পাদ মাত্র উচ্চারণ করত হোম করিবেন। অথবা গুরুই একটী প্রধান হোম করিবেন। পূর্ণাহুতির পূর্ব্বে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক লিঙ্গোপরি এক শত আট ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন। সাতটী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দ্বারা শত বা শতার্দ্ধ বা তদর্দ্ধ হোম করিবেন ও প্রতিবার লিঙ্গ ও বেদিকা স্পর্শ করিবেন। পরে পূর্ণাহুতি দিয়া দক্ষিণা দিবেন। আচার্য্যের অর্দ্ধেক বা চতুর্থাংশ হোতৃগণকে ও লিঙ্গনির্ম্মাতাকে এবং তদর্দ্ধ অপরাপর সদস্য ব্রাহ্মণদিগকে নিজ শক্তি অনুসারে প্রদান করিবে। ২০—৯। অনন্তর গর্ত্তমধ্যে একটী সুবর্ণবৃষ রাখিয়া মৃদ্বারি, পঞ্চগব্য ও শুদ্ধ সলিলে বিশোধিতা চন্দনচর্চ্চিতা ব্রহ্মশিলা স্থাপন করিয়া নবশক্তির নামোচ্চারণে করন্যাস করত সেই ব্রহ্মশিলাতে শিবশাস্ত্রোক্ত বিধানে হরিতাল প্রভৃতি ধাতু, নানা বীজ ও গন্ধৌষধ সকল নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ প্রত্যেক লিঙ্গের সন্নিধানে রাখিয়া লিঙ্গকে ক্ষারবর্গসঙ্গত বিবেচনা করিয়া মূলবিদ্যা উচ্চারণপূর্ব্বক ব্রহ্মশিলার সহিত কিঞ্চিদূর্দ্ধশিরা করিয়া স্থাপন করিবে এবং ঐরূপ শক্তিবীজ উচ্চারণ করিয়া স্থান শোধন করিয়া বন্ধক দ্রব্য দ্বারা দেবীপীঠকে বন্ধন করত অর্ঘ্যপাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক যবনিকান্তরালে লিঙ্গের সম্মুখে স্থাপন করিবে এবং শয়নাগার হইতে কুম্ভ আনিয়া ক্রমশঃ রাখিবে। অতঃপর কলস দশটীর পূজা করিয়া মহাপূজা আরম্ভ করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে মন্ত্রবিদ্ সাধক লিঙ্গের ঈশানভাগে শক্তিকলস ও ব্রহ্মকলস সকল স্থাপন করিবে। পরে তজ্জলে আপনাকে আসনাদি উপচার সকলের অভিষেক করিবেন ও প্রজ্বলিত লিঙ্গ চিন্তা করত কলান্যাস করত উত্তরাস্য ও কৃতাঞ্জলি হইয়া শিব ও শিবাকে আবাহন করিবেন;—মহাদেব বৃষবাহনে অথবা বিমানারূঢ় থাকিয়া সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেবীর সহিত গগনপথে আসিতেছেন; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, সূর্য্যাদি দেবতাগণ পরমানন্দে মস্তকে অঞ্জলি রচনা করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ স্তব করিতেছেন; কেহ বা প্রণাম, কেহ বা নৃত্য, কেহ বা দেবদুন্দুভির বাদ্য করিতেছেন। আবাহনের পর পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। এই পঞ্চোচার-পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিধি কিছুই নাই। লিঙ্গের ন্যায় প্রতিমাতেও প্রতিষ্ঠা করিবে; কেবল বিশেষ এই যে, লক্ষণোদ্ধার কালে নয়নোন্মীলন করাইবে ও জলাধিবাসকালে অধোমুখী করিয়া শয্যোপরি শয়ন করাইবে এবং কুম্ভ মধ্যে পঠিত মন্ত্র সকল তাহাদের হৃদয়ে উচ্চারণ

করিয়া সংযোগ করিবে। গৃহশূন্য কেবল দেবমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা দেবালয় সমেত মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায় ফলাধিক্য আছে বলিয়া সমর্থ ব্যক্তি প্রথমে দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া পরে তথায় দেবতার প্রতিষ্ঠা করিবেন। যদি দেবালয় করিতে শক্তি না থাকে, তবে প্রথমে শিবলিঙ্গের বা শিবপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে সামর্থ্য হইলে শক্তির অনুরূপ শিবালয় প্রস্তুত করিয়া দিবেন। ৩০—৪৯। পুনরায় গৃহপূজার উত্তম প্রতিষ্ঠাবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমত ক্ষুদ্রকায় শিবমূর্ত্তি বা সুলক্ষণ শিবলিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষের শুভ দিবসে পবিত্র স্থানে বেদি নির্ম্মাণ করত তদুপরি পূর্ব্বরীতি অনুসারে পদ্ম লিখিবে। তথায় পুষ্প ও পত্রাদি নিক্ষেপ করিয়া পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করিবে ও তাহার চারিদিকে চারিটী কুম্ভ রাখিয়া সেই পাঁচটী ঘটে পূর্ব্বোক্ত বীজ দ্বারা পঞ্চব্রহ্মের পূজা করিবে ও মুদ্রাদি দেখাইয়া সেই সমুদয় ব্রহ্মকলসের জলে সমস্ত লিঙ্গটী শোধিত করিয়া পুষ্পপূজিত করত উত্তর-দিক্‌স্থিত শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপন করিবে এবং মস্তকে পুষ্প দিয়া প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ জলে উপচার সমুদয় প্রোক্ষণ করিয়া জয় শব্দাদি উচ্চারণে পূজা করিবে। পরে পঞ্চকলান্যাস করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। সাধক প্রত্যহ সেই স্থানে দেবীর সহিত দেব ত্রিনয়নকে পূজা করিবেন। অথবা একটী মাত্র কুম্ভ মন্ত্রপূত ও মূর্ত্তিযুক্ত করিয়া পদ্মোপরি স্থাপন করিয়া শেষকার্য্য সকল পূর্ব্বমত আচরণ করিবে। যে লিঙ্গ অশুচিস্পৃষ্ট বা কিঞ্চিদ্দগ্ধ হয়, তাহাকে পুনরায় শোধন করিয়া স্থাপন করিবে। বাণ-সংজ্ঞক লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না; যেহেতু পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেবই তাহাদের সংস্কার করিয়াছিলেন। যে লিঙ্গ স্বয়ং প্রকাশিত বা দিব্য, আর্ষ অথবা পীঠবিরহিত লিঙ্গ, তাহাদের পীঠসংযোগে সংপ্রোক্ষণ কার্য্য করিয়া তথায় শিবের আরাধনা করিবে। সেই সকল লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় না। দগ্ধ শীর্ণ বা অঙ্গহীন লিঙ্গ জলাশয়ে নিক্ষেপ করিবে। লিঙ্গে সন্ধানযোগ্যতা অর্থাৎ দেবতার আবির্ভাব-যোগ্যত্ব থাকিলেই প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ বা প্রতিমার যদি এক দিনমাত্র পূজা না হইয়া থাকে, তবে পরদিন দ্বিগুণ পূজা কর্ত্তব্য। দিনদ্বয় পূজিত না হইলে একটী মহাপূজা করিয়া সংপ্রোক্ষণ করিবে। এক মাসের উপরি বহুদিন যদি পূজা না হইয়া থাকে, তবে কেহ কেহ পুনঃপ্রতিষ্ঠা নির্দ্দেশ করেন, কেহ বা কেবল সংপ্রোক্ষণ করিতে বলেন। লিঙ্গাদির সংপ্রোক্ষণ করিতে হইলে প্রথমত সেই লিঙ্গটির পূর্ব্বের ন্যায় অধিবাস করিয়া অষ্ট ও পঞ্চক্রমে দিক্‌পাল-কলসের ও ব্রহ্মকলসের মৃজ্জল দ্বারা স্নান করাইয়া গোদুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইবে এবং কুশ-সলিলে সংশোধন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণে প্রোক্ষণীজল দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার প্রোক্ষণ করিবে। এবং পূজক পুষ্প ও কুশ সহিত নিজ পাণিদ্বয় লিঙ্গ-শিরোভাগে স্থাপন করিয়া একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবেন এবং সেই মূল উচ্চারণে মস্তক প্রভৃতি পীঠ পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান স্পর্শ করিবেন। এবং দেবতা আবাহন করিয়া পূর্ব্বমত মহতী পূজা করিবেন। যদি প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ অপহৃত হয় বা কোনরূপে না পাওয়া যায় তবে শিবস্থানে, জলে, অগ্নিতে, আকাশে ভগবান্ শিবকে পূজা করিবে। ৫০—৭০।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি জ্ঞান পূজাদি কার্য্য ও সেবাদি কর্ম্মের বিষয় সমস্ত সার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া যাহা কহিলেন, সেই বেদ স্থানীয় বাক্য সকল শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে বিধিবোধিত সাঙ্গ সহেতুক পরম দুর্লভ যোগের কথা শুনিতে বাসনা হইয়াছে। মৃত্যু বিধিকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট আছে সত্য, কিন্তু যে যোগের অনুষ্ঠানে মানব নীরোগ হইয়া মৃত্যুকে জয় করত আত্মঘাতী হয় না, সেই যোগ ও তাহার কারণ, অনুষ্ঠান কাল ও তাহার প্রকারভেদ আপনি আমাকে সম্যক্‌রূপে বলুন। উপমন্যু কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আপনি নিখিল প্রশ্নার্থ অবগত আছেন; এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা অতি উপযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ত্বদীয় প্রশ্নের ক্রমিক উত্তর বলিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। মহাত্মগণ চিত্তের যাবৎ বিষয় হইতে ব্যাপার নিরোধ করিয়া একমাত্র শিবের প্রতি স্থাপন করাকেই সংক্ষেপে যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উহা মন্ত্রযোগ, স্পর্শযোগ, ভাবযোগ, অভাবযোগ ও মহাযোগ এই পাঁচভাগে বিভক্ত আছে। সাধকের মন্ত্রের অভ্যাসবলে মন্ত্রবাক্যের যাথার্থ্য অবগত হইবার জন্য যে মনোবৃত্তির নিশ্চলতা, তাহারই নাম মন্ত্রযোগ। এবং সেই মন্ত্রযোগই প্রাণায়ামের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে স্পর্শযোগ নামে ও প্রাণায়াম-বিরহিত হইয়া আচরিত হইলে ভাবযোগ নামে কথিত হয়। এবং যে যোগ হইতে সংসারকে নিরাকার বলিয়া বিবেচনা হয় ও যাহাতে বিদ্যমান বস্তুর ভান হয় না, তাহারই নাম ভাবযোগ এবং যে মনোবৃত্তিতে একমাত্র উপাধিশূন্য শিবস্বরূপের চিন্তা হয়, তাহাকেই সংসারে মহাযোগ বলে। যাঁহার মন সাংসারিক সুখদুঃখে ও বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে একান্ত বিরক্ত হয়, তাঁহারই যোগে অধিকার আছে; অন্য কাহারও নাই। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধন কর্ম্মের দোষ দর্শন করত একমাত্র ঈশ্বরের

অস্তিত্ব বিচার করে, তিনিই যোগের অধিকারী। যোগের আটটী অঙ্গ অথবা সংক্ষেপে ছয়টী অঙ্গেতেও অনুষ্ঠিত হয়। যম, নিয়ম, স্বস্তিকাদি-আসনাভ্যাস, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ। সংক্ষেপে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ছয় অঙ্গও বটে। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সমুদয় শিবশাস্ত্রে, শিবতন্ত্র, বিশেষত শিবোক্ত কাম্রিকাদি গ্রন্থে, অন্যান্য যোগ শাস্ত্রে ও পুরাণাদিতে কথিত আছে। তাহা হইতেই আমি সংক্ষেপরূপে যোগাঙ্গ সমুদয়ের লক্ষণ বলিতেছি। হিংসা-ত্যাগ, সত্যপথে বিচরণ, চৌর্য্যত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, অপ্রতিগ্রহ এই পঞ্চাবয়বী অনুষ্ঠানকেই পণ্ডিতেরা যম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শুদ্ধভাব, সন্তোষ, জপ, তপস্যা, কৃত কর্ম্মের ঈশ্বরে সমর্পণ এই পঞ্চাবয়বে নিয়ম হইয়া থাকে। স্বস্তিক, পদ্ম, অর্দ্ধচন্দ্র, বীর, যোগ, প্রসাধিত, পর্য্যঙ্ক ও যথেষ্ট এই অষ্টপ্রকার আসন হইয়া থাকে। নিজের দেহস্থ বায়ুর নাম প্রাণ, উহার নিরোধকেই প্রাণায়াম কহে। তাহাই আবার রেচক, পূরক ও কুম্ভক রূপে এই তিনপ্রকার হইয়া থাকে। অঙ্গুলি দ্বারা একটী নাসারন্ধ্র টিপিয়া অপরটী দ্বারা উদর-মধ্যস্থ বায়ুর নিঃসারণ করার নাম রেচক; একটী নাসাপুট অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া ভস্ত্রার ন্যায় অপর নাসাপথ দ্বারা বাহ্য বায়ুকে অন্তরে পূরণ করার নাম পূরক এবং অন্তর ও বহিঃস্থিত বায়ুর গ্রহণ বা পরিত্যাগ না করিয়া পূর্ণকুম্ভের মত নিশ্চল অবস্থানকে কুম্ভক কহে। এই রেচকাদি প্রাণায়াম অতি শীঘ্র বা বিলম্বে অনুষ্ঠান করিবে না; উদ্যোগী সাধক ক্রমশ অভ্যাসযোগে শিক্ষা করিবে। অগ্রে নাড়ী শোধন করিয়া রেচকাদির অভ্যাস করিবে, ইহাই যোগশাস্ত্রে কথিত আছে। কনীয়াদিক্রমে মাত্রাগুণ বিভাগ অনুসারে ঐ প্রাণায়াম আবার চারি প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। যাহাতে একবার মাত্র উদ্ঘাত অর্থাৎ প্রাণবায়ু দ্বারা অপানের আঘাত হয়, সেই দ্বাদশ মাত্রার নাম কনীয়। মধ্যমের নাম দ্বিরুদ্ঘাত, উহা চব্বিশ মাত্রায় হয়। অপরের নাম ত্রিরুদ্ঘাত, উহাই উত্তম ও ষট্‌ত্রিংশৎ মাত্রায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চতুর্থ প্রাণায়ামে যোগীর স্বেদকম্পনাদি হইয়া থাকে। যোগীর যোগচর্য্যা সময়ে আনন্দজনিত রোমাঞ্চ, নেত্রাশ্রুপতন, বাগ্বিহ্বলতা ও মূর্চ্ছাদি হইয়া থাকে। জানু প্রদক্ষিণ করিয়া অদ্রুত ও অবিলম্বে অঙ্গুলিস্ফোটনের নাম মাত্রা। উদ্ঘাতক্রমে মাত্রাক্রমও জানিবে। প্রাণায়াম করিবার প্রথমেই নাড়ীশুদ্ধি করিবে। প্রাণায়াম অগর্ভ ও সগর্ভ এই ভাগদ্বয়ে বিভক্ত আছে। জপধ্যান-বিরহিত হইলে অগর্ভ ও তৎসমন্বিত হইলে সগর্ভ হয়। অগর্ভ হইতে সগর্ভ প্রাণায়াম শতাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই যোগীরা সগর্ভ প্রাণায়ামেরই অভ্যাস করিয়া থাকেন। একমাত্র প্রাণবায়ুর জয়ে দশটী বায়ুকেই জয় করা যায়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই প্রয়াণ অর্থাৎ গমন করেন বলিয়া উহার নাম প্রাণ এবং ভুক্ত আহারাদিকে অধোভাগে প্রেরণ করেন বলিয়া অপান আখ্যা হইয়াছে। সমস্ত অবয়বের বৃদ্ধি করিয়া ব্যাপিয়া থাকেন বলিয়া ব্যান সংজ্ঞা হইয়াছে। মর্ম্মস্থান সমুদয় উদ্বেজিত করেন বলিয়া উদান নাম হইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গের সমতা সম্পাদন করেন বলি। সমান নাম হইয়াছে। এবং উদ্গারকালে ঐ বায়ুরই নাম নাগ, গাত্র-বিকাশনকালে কূর্ম্ম, কাসকারক বায়ুর নাম কৃকর ও জৃম্ভণ কারকের নাম দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় বায়ু সর্ব্বব্যাপী বলিয়া নিগতপ্রাণকেও ত্যাগ করেন না। এই প্রাণায়াম ক্রমশ অভ্যাস করাই শাস্ত্রসম্মত উহা দেহের যাবৎ দোষ নষ্ট করিয়া দেহকে রক্ষা করে এবং প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইল কি না তাহার বক্ষ্যমাণ লক্ষণ সমুদায় দেখিয়া বুঝিবে। প্রাণায়ামীর বিষ্ঠা, মূত্র ও শ্লেষ্মা, অল্প পরিমাণে হইতে থাকিবে। বহুভোজনে শক্তি, বিলম্বে শ্বাসক্রিয়া, দেহের লঘুতা, শীঘ্রগামিতা, উৎসাহ, সুস্বরতা, নীরোগতা, রূপ, তেজ, বল, ধৈর্য্য, মেধা, দৃঢ়তা ও প্রসন্নতা হইয়া থাকে। তপস্যা, যজ্ঞ, দান, ব্রতাদি প্রাণায়ামের ষোড়শাংশেরও উপযুক্ত নহে। ১—৪৫। স্ব স্ব বিষয়ে বিচরমাণ ইন্দ্রিয়গণকে আহরণ করত নিগ্রহ করার নাম প্রত্যাহার। মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণই স্বর্গ ও নরকের সাধক বলিয়া নিগ্রহে স্বর্গ ও অনিগ্রহে নরক নিশ্চিত আছে, সুতরাং সুখাভিলাষী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বদিগকে অতি শীঘ্র নিগ্রহ করিয়া স্বয়ংই আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিবেন। চিত্তের একস্থানে স্থিরীকরণকেই সংক্ষেপে ধারণা বলে। অন্য স্থান সমুদয় দোষাশ্রিত বলিয়া একমাত্র মহাদেবই চিত্তের অবস্থান স্থান। কোন একটী সময়কে সীমা রাখিয়া চিত্তকে শিবরূপ স্থানে স্থাপন করিবে। যদি ঐ লক্ষ্য হইতে চ্যুত না হয়, তবেই ধারণা সুসিদ্ধা হইল। ধারণা হইতেই চিত্তের প্রথমত স্থিরতা সম্পাদন হয় বলিয়া ধারণারূপ যোগের অভ্যাস দ্বারা মনকে ধীর করিবে। এবং ধ্যৈ ধাতুর অর্থ—চিন্তা। মুহুর্ম্মুহুঃ শিবচিন্তাতেই ঐ অর্থ নিহিত আছে বলিয়া অচঞ্চলচিত্তে শিবচিন্তাকেই ধ্যান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। একক ধ্যেয় শিবে চিত্ত রাখিয়া তাঁহার সহিত নিজের তুল্যজ্ঞান বুঝিয়া অপর জ্ঞান সমুদয় পরীহার করিলেই ধ্যান সিদ্ধ হয়। ৪৬—৫৩। সংসারে একমাত্র শিবঙ্কর অর্থাৎ কল্যাণপ্রদ শিবই পরম ধ্যেয় অথবা ঈশা—ঈশ্বরের শক্তি—ধ্যেয়া এই কথাই আথর্ব্বণী শ্রুতির অভিপ্রায়। শিব ও শিবা ইঁহারাই সকলের প্রভু, সর্ব্ব-

ব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ এবং নানারূপে সর্ব্বদা চিন্তনীয়। সংসারবিমুক্তি-প্রত্যয় ও প্রত্যয় অণিমাদি এই দ্বিবিধ জ্ঞেয়ই ধ্যানের প্রয়োজন। প্রথমত ধ্যাতা, ধ্যেয়, ধ্যান ও ধ্যানের প্রয়োজন এই চারিটী বিশেষ জানিয়া যোগী যোগাভ্যাসে রত হইবেন। যিনি জ্ঞানী, সংসারবিরাগী, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ক্ষমাশীল, মমতাশূন্য ও উৎসাহযুক্ত, এতাদৃশ পুরুষই ধ্যাতা হইবার পাত্র। জপক জপে শ্রান্ত হইলে ধ্যানে বসিবেন ও ধ্যাতা ধ্যানে শ্রান্ত হইলে জপ করিতে থাকিবেন; এইরূপ জপ ও ধ্যানে নিরত ব্যক্তির যোগচর্য্যা অতি শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। দ্বাদশ প্রাণায়ামে একবার ধারণা হয়। দ্বাদশ ধারণায় একবার ধ্যান সম্পন্ন হয়। দ্বাদশ ধ্যানে একটী বার সমাধি হইয়া থাকে সমাধিকেই যোগের শেষ অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সমাধিপ্রভাবে যোগীর অদৃষ্ট অশ্রুত বিষয়েও জ্ঞান প্রকাশ হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ ধ্যানই সমাধি নামে অভিহিত হইয়াছে। সমাধিস্থ ব্যক্তি নিশ্চল সমুদ্রের ন্যায় স্বীয় ধ্যেয় বস্তুতে মনোনিবেশ করিয়া সুস্থির হইয়া অবস্থান করেন এবং স্থির প্রদীপের সহিত সমাধিস্থ যোগীর উপমা হইয়া থাকে। তিনি তৎকালে কিছুই শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন বা দর্শন করেন না এবং তাঁহার কোনরূপ স্পর্শানুভব হয় না; মানসিক সঙ্কল্প থাকে না; কিছুতেই সম্মত নহেন; কাষ্ঠের মত কোনরূপ বোধশক্তি থাকে না। এইরূপ ভাবে একমাত্র পরমাত্মা শিবে আত্মার সংযোগ রাখিলেই সমাধিস্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হন। যেমন নির্ব্বাতস্থানস্থিত দীপ কিছুতেই চঞ্চল হয় না, তদ্রূপ সমাধিস্থ যোগী কোনরূপেই সমাধি হইতে বিচলিত হন না। এইরূপে এক বর্ষ উত্তম যোগ অভ্যাস করিলে সেই যোগীর ক্রমশঃ অল্পে অল্পে সমুদয়বাধ-বিপত্তি দূরীভূত হয়। আলস্য, দুঃসাধ্য রোগ, প্রমাদ, স্থানসংশয়, চিত্তচাঞ্চল্য, অশ্রদ্ধা, ভ্রমদৃষ্টি, দুঃখাদ্ভব ও তজ্জনিত দৌর্ম্মনস্য ও বিষয়ে একান্ত অনুরাগ এই দশটী যোগীর যোগানুষ্ঠানের প্রধান বিঘ্ন জানিবে। তন্মধ্যে যোগীর দেহের ও চিত্তের অলসতাকেই আলস্য কহে এবং দেহস্থিত ধাতুর বিকৃতি হইতে ও কৃতকর্ম্মের দোষে রোগের উৎপত্তি হয়। যোগাঙ্গ যম নিয়মাদির অভ্যাসের নাম প্রমাদ। "ইহাকেই চিন্তিব" বা "ইহাই চিন্তনীয়" এইরূপ জ্ঞানের নাম স্থান-সংশয়। চিত্তের একত্র অনবস্থানকে অপ্রতিষ্ঠা কহে। যোগপথে ভাবোপহত বৃত্তির নাম অশ্রদ্ধা। বুদ্ধির সত্যে মিথ্যাবোধের নাম ভ্রান্তি। দুঃখ ত্রিবিধ; তন্মধ্যে পুরুষের চিত্তে অজ্ঞানজ ভাবের নাম আধ্যাত্মিক, দৈহিক দুঃখের নাম আধিভৌতিক এবং বজ্র অস্ত্র ও বিষাদি হইতে ভয়ের নাম আধিদৈবিক। ইচ্ছার ব্যাঘাত হইতে যে মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহাকেই দৌর্ম্মনস্য কহে। বিচিত্র বিষয়ে চিত্তের বিলাসের নাম লোলতা। যোগারূঢ় যোগীর এই দশবিধ বিঘ্ন উপশান্ত হইলে বক্ষ্যমাণ সিদ্ধিসূচক দিব্য উপসর্গ সকল উপস্থিত হইতে থাকে। প্রতিভা, শ্রবণ, বার্ত্তা, দর্শন, আস্বাদ ও বেদনা এই ষড়্বিধ উপসর্গ যোগসিদ্ধিসূচক রূপে কথিত আছে। যোগীর স্বচিত্তে সূক্ষ্ম, দূরবর্ত্তী, অতীত, ব্যবহিত ও অনাগত বস্তুর স্বরূপতঃ প্রতিভাসকে প্রতিভা কহে। অনায়াসে সকল শব্দের শ্রবণকেই শ্রবণ কহে। সর্ব্বপ্রাণীর বাক্যে অভিজ্ঞতার নাম বার্ত্তা। দিব্যবস্তুর অনায়াসে দর্শনেরই নাম দর্শন। দিব্যরসের আস্বাদনকেই আস্বাদ কহে এবং স্পর্শানুভবকেই বেদনা বলে। যোগীর যোগ সিদ্ধ হইলে মুখ হইতে মধুর-বাক্য নিঃসৃত হয় এবং দিব্য রসায়ন বস্তু সকল ও দিব্য ওষধি-নিচয় ইহার করস্থ হয় ও দিব্য নারীগণ ইহার সুখ সম্পাদন করেন এবং পরে "যেরূপ আমি এই সকল দেখিতেছি, তদ্রূপ আমার মুক্তি হউক" বলিয়া মোক্ষে বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে ৫৪—৮৫। সাধারণত জীবের ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুৎ চতুঃপদ এই দেহসম্পাদক বলিয়া, কৃশতা, স্থূলতা, বাল্য, বার্দ্ধক্য, যৌবনাদি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যোগসিদ্ধ যোগীর যোগ সিদ্ধ হইলে পার্থিবাংশের প্রভাবে সর্ব্বদাই পুষ্পাদি ব্যতিরেকেও মনোহর গন্ধের আঘ্রাণ হয়; জলে বাস, ভূমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন ও পীড়াবস্থায় একাকী সমুদ্রকেও পান করিতে সমর্থ বলিয়া বাসনা হয় এবং সংসার মধ্যে যে কোন স্থানে ইচ্ছা করিবেন তথায়ই জল দর্শন করিতে পারিবেন এবং জলের শক্তিতে শরীরের নির্ব্রণতা হইবে। এই পার্থিব ও বারি তত্ত্ব অদ্ভুত গুণ মিলিয়া ষোড়শবিধ হইয়াছে। এবং তেজোগুণে দেহ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়, তথাচ সে অগ্নিতে স্ব দেহের কোন তাপাদি অনিষ্ট সম্ভব নাই; কিন্তু ইচ্ছা করিলে সে অগ্নি দ্বারা এ সংসারকে যোগী অনায়াসে দগ্ধ করিতে সমর্থ হন। জলে অগ্নিস্থাপন, হস্তে অনলধারণ করিতে পারেন এবং অগ্নিতাপ ব্যতিরেকেও নিজ মুখ দ্বারা অন্নপাকে সমর্থ হন। এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার যোগীর তেজোগুণ কথিত হইল। যোগী পবনধাতুর গুণে মনের ন্যায় শীঘ্র গমন করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে ও পর্ব্বতাদি অতি গুরুতার বস্তুকেও অনায়াসে ধারণ করিতে সমর্থ হন; সাময়িক গুরুত্ব ও লঘুত্ব হয়; হস্তমধ্যে বায়ুকে ধারণ করিতে পারেন; যোগীর একটী মাত্র অঙ্গুলির নিক্ষেপে পৃথিবীও কম্পিতা হন। যোগীর দেহরক্ষা একমাত্র বায়ু দ্বারা হইলেও তৈজস ঐশ্বর্য্য সমুদয় ভোগ করিয়া থাকেন। যোগীর এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মারুত ঐশ্বর্য্যই হয়, ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন এবং যোগীর দেহের ছায়াপাত ও ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ হয় না। ৮৫—৯৭।

খেচরত্ব, ইচ্ছামত ইন্দ্রিয়-বিষয়ভোগ, আকাশলঙ্ঘন, স্বদেশে আকাশ-নিবেশন, আকাশপিণ্ডীকরণ, অশরীরত্ব এবং অনিলৈশ্বর্য্য এই চত্বারিংশৎ গুণ মহৎ ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্র নামে খ্যাত, তাহা আম্বর নামেও কথিত হইয়া থাকে। ইচ্ছামত প্রাপ্তি, ইচ্ছামত নির্গমন, সর্ব্বাভিভবনী শক্তি, সর্ব্ববিধ গুহ্যার্থ দর্শন, কর্ম্মানুরূপ নির্ম্মাণ, জিতেন্দ্রিয়তা, প্রিয়দর্শিতা, সংসারদর্শন এবং ঐন্দ্রৈশ্বর্য্য, এই অষ্টাচত্বারিংশৎ গুণ মানাময় চান্দ্র-ঐশ্বর্য্য।৯৮—১০২। সংসারস্থ সর্ব্বভূতের ছেদন, তাড়ন, বন্ধন, মোচন, গ্রহণ, সর্ব্বপ্রসাদকতা, মৃত্যুজয়, কালজয় এবং চান্দ্র-ঐশ্বর্য্য এই ষট্পঞ্চাশৎ গুণ আভিমানিক ঐশ্বর্য্য প্রাজাপত্য নামেও কথিত। সঙ্কল্পমাত্রে সৃষ্টি, রক্ষণ, সংহরণ, সর্ব্বত্র-স্বাধিকার, ভূতচিত্তপ্রবর্ত্তন, সর্ব্বত্র অতুলনীয়তা, পৃথগ্ভাবে জগন্নির্ম্মাণ, শুভাশুভ অনুষ্ঠান এবং প্রাজাপত্য ঐশ্বর্য্য এই চতুঃষষ্টি গুণ ব্রাহ্ম-ঐশ্বর্য্য। এই ব্রাহ্ম বা বৌদ্ধ ঐশ্বর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যের নাম গৌণ বা প্রাকৃত ঐশ্বর্য্য। এই ভুবনস্থ ঐশ্বর্য্য বৈষ্ণব নামেও খ্যাত। এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যই ব্রহ্মার বিদিত, অন্যে ইহা জানিতে সমর্থ নহে। পৌরুষ ও গৌণ ঐশ্বর্য্যই—গাণেশ এবং ঐশ্বর পদ; ইহা বিষ্ণুর কিঞ্চিৎ বিদিত; অপরে ইহা জানিতে অসমর্থ। সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানসিদ্ধিই উপসর্গের মধ্যে; পরম-বৈরাগ্য-সহযোগে যত্নপূর্ব্বক ইহা নিরোধনীয়। প্রতিভাদি অশুদ্ধ থাকিলে, চিত্ত গুণাসক্ত হয়। আর তাহা হইলে সার্ব্বকালিক অব্যয় ঐশ্বর্য্যের সিদ্ধি হয় না। অতএব যে ব্যক্তি, দেবতা, অসুর ও রাজাদিগের ভোগ ও গুণ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারই পরম যোগসিদ্ধি হয়। অনন্তর, সেই মুনি, জগতের অনুগ্রহাভিলাষে বিচরণ করিবেন। যথাভিমত ভোগগুণলাভের পর মুক্তি লাভ করিবেন। এক্ষণে যোগপ্রয়োগ কীর্ত্তন করিতেছি, একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। শুভকালে, নির্জ্জন জন্তুহীন নিঃশব্দ নির্ব্বাধ শিবক্ষেত্রাদি শুভদেশে, সৌম্য সুপ্রলিপ্ত গন্ধ-ধূপাদি-বাসিত মুক্তাপুষ্পসমাকীর্ণ বিতানাদি-বিচিত্রিত কুশ-পুষ্প-সমিধ্-জল-ফল-মূল-সমন্বিত স্থলে যোগ করিবে। অগ্নিসমীপে, জলসমীপে, শুষ্কপত্রময় স্থানে, দংশমশকাকীর্ণ স্থলে, সর্পশ্বাপদ-সঙ্কুল ক্ষেত্রে, দুষ্টমৃগাকীর্ণ দুর্জ্জনব্যাপ্ত বা ভয়-সঙ্কুল স্থানে যোগ করিবে না। শ্মশান, চৈত্য, বল্মীক, জীর্ণাগার, চতুষ্পথ, নদীনদ-সমুদ্রতীর, রথ্যামধ্য, জীর্ণোদ্যান, গোষ্ঠ ইত্যাদি নিন্দিত এবং অনিষ্ট স্থানে যোগ করিবে না। অজীর্ণ, অম্লোদগার, বিণ্মূত্রদোষে, বমি বা অতিসারেও যোগ করা বিধেয় নহে। অতিভোজন, শ্রম, বিষয়-চিন্তাধিক্য, অতিক্ষুধা বা অতিতৃষ্ণায় সমন্বিত হইলেও যোগ করিবে না। স্বীয় গুরু প্রভৃতির কর্ম্মে নিরত থাকিলেও যোগ করিবে না। উচিতাহারী, উচিতবিহারী, উপযুক্ত চেষ্টাশীল, নিদ্রা-জাগরণে নিয়মসম্পন্ন এবং সর্ব্ববিধ আয়াসবর্জ্জিত পুরুষই যোগাধিকারী। বিস্তৃত, কোমল, রমণীয়, সুখদ এবং পবিত্র আসন হইবে। তাহার উপর কোমল চর্ম্ম থাকিবে, মধুপ্রভৃতি দ্বারা প্রোক্ষিত হইবে। এইরূপ শুভ ও সুখকর আসন কল্পনা করিয়া স্থিরসুখে তাহাতে উপবেশন করিয়া পদ্মক-স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস করিবে। নিজগুরু পর্য্যন্ত অভিবাদনীয়বর্গকে যথাক্রমে অভিবন্দন করিবার পর যোগে বসিতে হয়। যোগ করিবার সময়ে গ্রীবা, মস্তক এবং বক্ষ সরলভাবে থাকিবে; ওষ্ঠ এবং চক্ষু গাঢ় মুদ্রিত হইবে না। মস্তক একটু উন্নত রাখিবে; দন্তে দন্তে স্পর্শ হইবে না। জিহ্বাকে নিশ্চলভাবে দন্তাগ্রসমীপে স্থাপন করিবে। জননেন্দ্রিয় এবং মুষ্ক পাদপার্ষ্ণি দ্বারা চাপিয়া রাখিবে, অঙ্গদ্বয়ে বক্রভাবে, বাহুযুগল উরু দ্বারা পরিস্থাপন করিবে। দক্ষিণ করপৃষ্ঠ উত্তানভাবে বামকরতলে রাখিবে; পৃষ্ঠ অল্প উন্নত এবং বক্ষস্থল স্থিরভাবে রাখিবে। স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিবে, কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধপূর্ব্বক পাষাণসম নিশ্চলভাবে থাকিয়া নিজ শরীরায়তনে হৃৎপদ্মপীঠে, জগদম্বা-সমন্বিত শিবকে ভাবনা করত ধ্যানযজ্ঞ দ্বারা পূজা করিবে। হৃৎপদ্মপীঠের ন্যায় মূলাধার, নাসাগ্র, নাভি, কণ্ঠ, তালুরন্ধ্র, ভ্রূমধ্য, ব্রহ্মরন্ধ্র, ললাট বা মস্তকেও শিব-স্মরণ করিতে পারে। তথায় শিব-শিবার পদ্মাসন কল্পনা করিবে। তথায় দ্বিদলাদিপদ্মে সাবরণ বা নিরাবরণ ভাবে শিবের ধ্যান করিবে। ভ্রূমধ্যে দ্বিদলপদ্ম, পদ্মের বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায়। ভ্রূমধ্যস্থ পদ্মের দক্ষিণ-উত্তরে দুইটী পত্র। পত্রের বর্ণ, বিদ্যুতের সমান, পত্রান্তে দুইটী বর্ণ। ষোড়শদল পদ্মের পত্র ষোড়শ স্বর; পদ্মমূল হইতে পূর্ব্বাদিক্রমে এই সব স্বর। দ্বাদশদল পদ্মে ককারাদি ঠকারান্ত বর্ণ জানিবে। এই দ্বাদশদল পদ্ম হৃদয়ের অভ্যন্তরে চিন্তা করিবে। নাভির উপবিভাগে অধোমুখ এবং দুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ যে পদ্ম, তাহার পত্র ডকারাদি ফকারান্ত দশ বর্ণ। স্বাধিষ্ঠান-পদ্ম অধোমুখ ধূমহীন-তপ্তাঙ্গার-সদৃশ উজ্জ্বল-বর্ণ; বকারাদি লকারান্ত ছয় বর্ণ তাহার পত্র। মূলাধার-পদ্ম সুবর্ণবর্ণ; বকারাদি সকার পর্য্যন্ত বর্ণ-চতুষ্টয় ইহার পত্র। এই সকল পদ্মের মধ্যে যাহাতে রুচি হয়, তাহাতেই ধীরবুদ্ধি-সহকারে শিব-শিবাকে চিন্তা করিবে। শিবকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত নির্ম্মল, সম্পূর্ণরূপে দীপ্তিসম্পন্ন, বিশুদ্ধ দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, দশদিকপূর্ণ এবং [illegible] কিংবা নক্ষত্ররূপী অথবা নীবার-শূকতুল্য, [illegible], কদম্ব-মুকুলের ন্যায় গোলাকৃতি অথবা [illegible] ভাবনা করিবে। যদি ক্ষিত্যাদি গুণ বিজয়ে বাসনা থাকে, তাহা হইলে সেই সেই ভাবের অধিপতি সকল [illegible]

চিন্তা করিবে। ব্রহ্মা হইতে সদাশিব পর্য্যন্ত এবং ভবাদি অষ্টমূর্ত্তি। শিবের স্থূলমূর্ত্তি, শিবশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ঘোর, মিশ্র এবং শান্ত এই সকল মূর্ত্তি ভোগাভিলাষী চিন্তা-পরায়ণ যোগিশ্রেষ্ঠগণের চিন্তনীয়। ১০৩—১১৬। ঘোর মূর্ত্তি চিন্তা করিলে পাপক্ষয় এবং রোগক্ষয় হয়। মিশ্রচিন্তায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রাপ্তি হয়। শান্তমূর্ত্তি চিন্তা করিলে শান্তিলাভ হয়। ঘোরমূর্ত্তি-চিন্তায় শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়, মিশ্রমূর্ত্তিচিন্তায় সিদ্ধিলাভ বহুদিনে হয়। আর সৌম্যমূর্ত্তিচিন্তায় সিদ্ধিলাভ অনতিশীঘ্র এবং অনতিবিলম্বে হইয়া থাকে। সৌম্য-চিন্তায় মুক্তি, শান্তি এবং প্রজ্ঞালাভ বিশেষতঃ হইয়া থাকে। এইরূপ উপায়ে ক্রমশই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। শ্রীকণ্ঠনাথকে স্মরণ করিলে সদ্যই সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। ইহা মনে করিয়াই অনেক যোগী তাঁহার ধ্যান করেন। কোন কোন যোগী মনের একাগ্রতা-সম্পাদনের জন্য স্থূলমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া থাকেন। স্থূল পদার্থে চিত্ত স্থির হইলে, সূক্ষ্ম পদার্থে স্থির হয়। শিবচিন্তায় সকল সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। অন্য মূর্ত্তি ধ্যানে শৈবী সিদ্ধি লাভ হয় না। অন্য মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইলেও তাহাই শিবস্বরূপ মনে করিবে। রুচি এবং অভ্যাসবিশেষ অনুসারে যে যে শিবমূর্ত্তি চিন্তা করিবে, মনের স্থিরতা সাধন উদ্দেশ করিয়া তাহাই পুনঃপুনঃ চিন্তা করিবে। প্রথমে সবিষয়ক ধ্যান, পশ্চাৎ নির্ব্বিষয়ক ধ্যান। নির্ব্বিষয়ক ধ্যান একেবারেই নাই, ইহা কিন্তু পণ্ডিতগণের অভিপ্রেত। বুদ্ধির পরিণাম-বিশেষই ধ্যান-পদবাচ্য। বিষয় না থাকিলে বুদ্ধির পরিণাম হয় না। অতএব নবোদিত সূর্য্য-কিরণাশ্রয় যে সবিষয়ক ধ্যান, সূক্ষ্মাশ্রয় বলিয়া তাহাই নির্ব্বিষয়ক আর কিছু নির্ব্বিষয়ক ধ্যান নাই। অথবা সাকার-ধ্যানই সবিষয়ক, আর নিরাকার আত্মজ্ঞানই নির্ব্বিষয়ক ধ্যান। নিরাকার এবং সাকার ভেদে ধ্যান নির্ব্বীজ এবং সবীজ নামে অভিহিত। অতএব প্রথমে সবিষয়ক সবীজ ধ্যান করিয়া, শেষে সর্ব্বসিদ্ধি লাভের জন্য নির্ব্বিষয়ক নির্ব্বীজ ধ্যান করিবে। প্রাণায়াম দ্বারা শান্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি এবং প্রসাদ এই কয় দিব্যসিদ্ধি ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্ববিধ বিপত্তির উপশমই শান্তি। বাহ্য-আভ্যন্তর তমো-নাশই প্রশান্তি। বাহ্য এবং আভ্যন্তর প্রকাশই দীপ্তি নামে অভিহিত। বুদ্ধির স্বচ্ছতাই প্রসাদ। বুদ্ধি প্রসন্ন হইলে, বাহ্য আভ্যন্তর সমগ্র ইন্দ্রিয় শীঘ্রই প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন। ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয় এবং ধ্যান-প্রয়োজন এই চারিটী বিষয় অবগত হইয়া ধ্যাতা ধ্যান করিবে। জ্ঞানবৈরাগ্য-সম্পন্ন, নিত্য উদ্যোগী, শ্রদ্ধাবান্ এবং প্রসন্নাত্মা ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা ধ্যাতা বলিয়াছেন। ধ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা, একাগ্রচিত্তে মুহুর্ত্তঃ শিবচিন্তাই ধ্যান নামে কথিত। বুদ্ধি-পরিণামরূপ এই যে ধ্যান, ইহার অবলম্বন বস্তুই ধ্যেয়; সেই বস্তু উমাসমন্বিত স্বয়ং সদাশিব। অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি এবং প্রথমে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য শিবধ্যানের সাক্ষাৎ প্রয়োজন। ধ্যান-ফলে সুখ এবং মোক্ষ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব সকল ত্যাগ করিয়া মানব ধ্যানযুক্ত হইবে। ধ্যান ব্যতীত জ্ঞান হয় না, যোগহীন ব্যক্তি ধ্যানেও সমর্থ হয় না। ধ্যান জ্ঞান উভয়ই যাঁহার আছে, তিনিই ভব-সমুদ্র পার হইলেন। যোগাভ্যাসযুক্ত যোগী পুরুষেরই অশেষ বিষয়াসঙ্গ-বর্জ্জিত একাগ্র ও নির্ম্মল জ্ঞান হইয়া থাকে। নিষ্পাপ ব্যক্তিগণেরই ধ্যানে এবং জ্ঞানে মতি হয়; যাহাদের বুদ্ধি পাপ-মলীমস, তাহাদের পক্ষে ধ্যান ও জ্ঞানের বার্ত্তাও সুদুর্লভ। মহাদীপ্ত বহ্নি যেরূপ শুষ্ক আর্দ্র সকল প্রকার ইন্ধনই দগ্ধ করেন, তদ্রূপ, জ্ঞানাগ্নি ক্ষণমধ্যে শুভ অশুভ সকল কর্ম্মই দগ্ধ করেন। যেমন অতি অল্পাকার প্রদীপ, পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ অতি অল্প যোগাভ্যাসও সুমহৎ পাপ বিনাশ করিয়া থাকে। শ্রদ্ধা-সহকারে ক্ষণকাল মাত্র পরমেশ্বর-ধ্যানেই অসীম মঙ্গল সাধিত হয়। তীর্থ ধ্যানসম নহে, তপস্যা ধ্যানসম নহে এবং যজ্ঞও ধ্যানের সমান নহে। অতএব ধ্যানানুষ্ঠান সম্যক্ করিবে। যোগিগণ আত্মপ্রত্যয়ের জন্য জলপূর্ণ তীর্থ বা পাষাণ-মৃন্ময় দেবতার নিকট গমন করেন না। যাহারা যোগী নহে, মৃৎকাষ্ঠাদি-কল্পিত ঈশ্বরের স্থূলদেহ তাহাদের যেমন প্রত্যক্ষগম্য, সেইরূপ ঈশ্বরের যে সূক্ষ্ম দেহ, তাহা যোগিগণের প্রত্যক্ষগম্য। যেমন দেখা যায়, বাহ্যচর অপেক্ষা গৃহচর রাজগণের অধিকতর প্রিয়; তদ্রূপ কর্ম্মী অপেক্ষা যোগীরাই শম্ভুর বিশেষ প্রীতিভাজন। রাজ-বাড়ীতে বাহিরের কর্ম্মনির্ব্বাহক পুরুষেরা তাদৃশ ফলভাগী হয় না, ইহা জগতে দেখা যায়; তদ্রূপ কর্ম্মিগণের বিষয় জানিবে। যে ব্যক্তি, জ্ঞানযোগে উদ্যোগী মাত্র হইয়া মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, তাহার সেই যোগমাত্র-ফলেই রুদ্রলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। সে ব্যক্তি রুদ্র-লোকে সুখভোগ করিয়া যোগিগণের বংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় জ্ঞানযোগ লাভ করত সংসারমুক্ত হইয়া থাকে। যোগ-জিজ্ঞাসু পুরুষেরও যে সদ্গতি হয়, সমগ্র মহাযজ্ঞ দ্বারাও তাদৃশ সদ্গতি-প্রাপ্তি ঘটে না। কোটি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্যক্ পূজনে যে ফল হয়, শিবযোগীকে ভিক্ষা মাত্র দান করিলে তাদৃশ ফল লাভ করা যায়। যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, দান, তীর্থভ্রমণ এবং হোম করিলে যে ফল হয়, যোগিগণকে অন্নদান করিলে, সে সমস্ত ফলই পাওয়া যায়। যে মূঢ়গণ, শিবযোগিগণের নিন্দা করে, তাহারা নিন্দা-শ্রোতৃগণের সহিত আকল্প নরক-ভোগী হয়। শ্রোতা জুটিলেই শিবযোগীদিগের অপবাদ কীর্ত্তিত হইবে

পারে, নতুবা নহে, এইজন্যই শ্রোতা পাপীয়ান এবং তাহার এইরূপ উৎকট দণ্ড। পক্ষান্তরে যাহারা ভক্তি সহকারে সতত শিবযোগিগণের ভজনা করে, তাহাদের প্রথমে মহাভোগ-প্রাপ্তি এবং অন্তে শিবযোগ-প্রাপ্তি ঘটে। অতএব কি ভোগার্থী এবং কি যোগার্থী সকলেই বাসস্থান, অন্নপান, শয্যা এবং বস্ত্রাদি দ্বারা শিবযোগীর পূজা করিবে। সারবত্তাহেতুক যোগধর্ম্ম পাপ-মুদ্গার দ্বারা ভেদ্য নহে; বজ্র যেমন তণ্ডুল দ্বারা বিদীর্ণ হয় না, সেইরূপ যোগী ব্যক্তির পাপ দ্বারা যোগনাশ হয় না। অর্থাৎ পদ্মপত্র যেমন জললিপ্ত হয় না, তদ্রূপ যোগীরাও পাপলিপ্তই হন না। শিবযোগী যে পবিত্র, এ কথা আর বলিব কি; যোগী যে দেশে থাকেন, সে দেশও পবিত্র। অতএব সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি, সর্ব্ব দুঃখ নাশের জন্য শিবযোগ আশ্রয় কবিবে। যোগসিদ্ধ যোগী লোকহিতের জন্য সমগ্র বিষয় ভোগ কবত যথেচ্ছ বিহার করিতেও পারেন, এক স্থানে থাকিতেও পাবেন। বিষয়সুখ ক্ষুদ্র মনে করিয়া বৈরাগ্য-যোগে সকল পবিত্যাগ করত কর্ম্মত্যাগও করিতে পাবেন। যে ব্যক্তি লক্ষণ দ্বারা আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পাবিয়া, যোগাভ্যাস আরম্ভ করত শিবক্ষেত্রে বাস করে, অনন্তর তথায় বাস করিতে করিতে রোগব্যতীতও অনশন, শিবাগ্নিপ্রবেশ বা শিবতীর্থজল-প্রবেশ দ্বারা ধীরভাবে শিবশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে স্বকীয় প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার সদ্যোমুক্তি হয়, তাহাকে আত্মহত্যা-দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। যদি শিবক্ষেত্রবাসী হইবাব পর বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া রোগাদিবশেও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহারও পূর্ব্ববৎ মুক্তি লাভ হয সংশয় নাই। তন্মধ্যে পবপর উল্লিখিত মৃত্যু পূর্ব্বপূর্ব্ব হইতে প্রশস্ত। দেহ নিবৃত্ত্যাদি-কলামার্গানুসারে ভূতবর্গে বিলীন হয়। স্বেচ্ছাক্রমে যোগবিশেষ দ্বারা প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধমুখে নিঃসৃত করিযা যে মরণ, তাহা সর্ব্ববিধ মরণ অপেক্ষা উত্তম এবং উন্মনাশক্তি-পদপ্রাপ্তির তাহাই মূল। ঐরূপ শিবক্ষেত্রে হইলে আরও বিশেষ ফল। যে ব্যক্তি শিব-নিন্দারত ্যক্তিকে বিনাশ করিয়া বা বিনাশ করিতে গিয়া স্বয়ং াঘাত প্রাপ্ত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত দুস্ত্যাজ্য প্রাণ ত্যাগ রে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি শিবনিন্দা-রত ্যক্তিকে বধ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং দেহত্যাগ রে, একবিংশতি পুরুষের সহিত তাহারও সদ্যোক্তি হয়। যে ব্যক্তি শিব, শিবভক্ত, শিবাচার বা শৈববিদ্যার জন্য প্রাণত্যাগ করে, মুক্তিমার্গস্থ কোন লোকই তাহার সদৃশ নহে; এইজন্য সংসারমণ্ডল ইতে শীঘ্রতর মুক্তি তাহার হয়। এতন্মধ্যে কোন াকার উপায়ে অথবা যথাবিধি যতক্ষণভক্তি প্রাপ্ত হইয়া দি মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় ত, পশুগণের ন্যায় তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক ক করিতে হয় না। তাহার পুত্রাদিরও অশৌচ হয় না। তাহার দেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে বা পবিত্র অনলে দগ্ধ করিবে বা উত্তম জলে নিক্ষেপ করিবে, কিংবা কাষ্ঠ-লোষ্টাদির ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশেও কর্ম্ম করিতে যদি ইচ্ছা হয় ত কল্যাণ কর্ম্মই কবিবে; শিবভক্তগণের তৃপ্তিসাধন করিবে। সেই মৃত ব্যক্তির ধনবিভাগও করিবে, যদি তাহার শৈবী-সন্ততি থাকে। নতুবা শিবে অর্পণ করিবে; পশুসন্তানেরা সেই ধনভাগী হইবে না। ১৪৭—২১২।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন, বায়ু কৃষ্ণের প্রতি উপমন্যুর কথিত-জ্ঞানযোগ প্রণামপরায়ণ মুনিগণকে উপদেশ দিয়া এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সায়ং সময়ে আকাশে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ সকলেই প্রভাতকালে, যজ্ঞান্তে অবভৃতথ-স্নানের জন্য সমুদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মার আদেশে সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতী প্রসন্ন-স্বাদুসলিলা নদীরূপে তথায় প্রবাহিত হইলেন। মুনিগণ সরস্বতী নদী দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রারব্ধসত্র সমাপনপূর্ব্বক তথায় অবগাহন করিলেন। অনন্তর তদীয় সলিলে দেবাদির তর্পণ করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কাশী অভিমুখে গমন করিলেন। তখন মুনিগণ, হিমালয়-নিঃসৃতা দক্ষিণামুখী ভাগীরথীকে অবলোকন করত তথায় স্নান করিয়া তাঁহার তীর দিয়া যাইতে লাগিলেন। তার পর কাশীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকলেই আনন্দিত হইলেন। তার পর সেখানে উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান এবং যথাবিধি অবিমুক্তেশ্বর শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে, আকাশে কোটি-সূর্য্যপ্রকাশ দিব্য অদ্ভুততর তেজ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর শত শত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ সিদ্ধ পাশুপতগণ আসিয়া সেই তেজে লীন হইতে লাগিলেন। মহাত্মা তপস্বিগণ তাহাতে লীন হইলে, সেই তেজ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন, সে বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার হইল। নৈমিষীয় ঋষিগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলেন, কিন্তু কি যে, তাহা জানিতে পারিলেন না। তাহাতে তাঁহারা ব্রহ্মবনের দিকে গমন করিলেন। ১—১২। ইতিপূর্ব্বে বায়ু নৈমিষীয় ঋষিগণের সহিত নিজের সাক্ষাৎকার, কথোপকথন, [illegible] প্রভৃতি, তাঁহাদের ভক্তি এবং দীর্ঘসত্র-সমাপ্তির কথা ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন, আর ব্রহ্মার আদেশে স্বকর্ম্ম-নির্ব্বাহার্থ স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। এদিকে ব্রহ্মা

সভায় অবস্থিত, গানবিবাদে পরস্পর স্পর্দ্ধাযুক্ত নারদ-তুম্বুরুর গানরসে মধ্যস্থতা করত গন্ধর্ব্ব-অপ্সরোগণের সেবায় সুখে নিমগ্ন। অনন্তর ব্রহ্মার বিচারে নারদ তুম্বুরুর সমকক্ষ হইয়া সাহচর্য্য লাভে অনুমতি পাইয়া স্পর্দ্ধাত্যাগ করিয়াছেন, পরম মৈত্রী হইয়াছে; তখন সেই নৈমিষবাসী মুনিগণ, নারদ অপ্সরোগণ এবং গন্ধর্ব্ববর্গে পরিবৃত হইয়া নকুলীশ্বর শিবকে বাণাযোগে স্তব করিবার জন্য ব্রহ্মভবন হইতে, মেঘ হইতে সূর্য্যের ন্যায়, নির্গত হইতেছেন দেখিয়া, প্রণামপূর্ব্বক পরম সমাদরে ব্রহ্মার অবসরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।১৩—২২। "এই অবসর, ভিতরে যাও"; এই বলিয়াই নারদ পরমত্বরা-সহকারে চলিয়া গেলেন। তৎপরে দ্বারপালেরা ব্রহ্মার নিকট সেই মুনিগণের আগমন নিবেদন করিলেন। অনুমতিপ্রাপ্তির পর তাঁহারা একত্রই ব্রহ্মগৃহে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে ব্রহ্মাকে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার অনুমতি পাইয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মা, তথায় উপস্থিত মুনিগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। বায়ু অগ্রেই আমাকে সব বলিয়াছেন। বায়ু অন্তর্হিত হইলে পর, তোমরা কি করিলে, তাহা বল। ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, অবভৃথ-স্নানের পর, গঙ্গাতীর্থগমন, কাশীগমন, দেব-স্থাপিত শিবলিঙ্গদর্শন, অবিমুক্তেশ্বর-পূজা, আকাশে মহাতেজোরাশির দর্শন, সেই তেজে মুনিগণের লয়, তেজের অন্তর্দ্ধান এবং চিন্তা করিয়াও তেজঃসম্বন্ধে প্রকৃত বৃত্তান্তের অজ্ঞান, এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে মুহুর্ম্মুহুঃ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন।২৩—৩০। ব্রহ্মা মুনিগণের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ মাথা নাড়িয়া গম্ভীর-বাক্যে বলিলেন, আমুষ্মিক পরম সিদ্ধি তোমাদের নিকট-বর্ত্তিনী। তোমরা দীর্ঘসত্র দ্বারা বহুকাল প্রভুর আরাধনা করিয়াছ, এইজন্য তিনি তোমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন; এই সত্য বৃত্তান্তের সূচনা হইয়াছে। কাশীতে তোমরা যে দীপ্তিযুক্ত তেজ আকাশে দেখিয়াছ, তাহাই তেজোময় মহেশ্বর-লিঙ্গ। নৈষ্ঠিক নিষ্পাপ পাশুপত-ব্রতী মুনিগণ তাঁহাতে লীন হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এই পথে তোমরাও মুক্তি পাইবে। তোমাদের দৃষ্ট তেজ এই ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচক। তোমাদিগের কল্যাণ-প্রাপ্তি-সময় দৈবযোগে উপস্থিত। এক্ষণে দেবসেবিত সুমেরুর দক্ষিণ-শিখরে গমন কর। তথায় আমার পুত্র সনৎকুমার নন্দীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। "আমিই সকল যোগীর শ্রেষ্ঠ" এই অভিমানে পূর্ব্বে একদা সনৎকুমার পরমেশ্বর শিবকে দেখিয়াও প্রত্যুত্থানাদি করেন নাই, সেই অপরাধে নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে মহা উষ্ট্রযোনিতে পাতিত করেন।৩১—৪০। তাহার জন্য অনুতাপ বশতঃ বহুকাল শিবশিবার উপাসনা এবং নন্দীর অনুনয় করিয়া কোন রকমে তাঁহার উষ্ট্রভাব দূর করি এবং পূর্ব্ববৎ সনৎকুমারত্ব প্রাপ্ত করি। তখন "ব্রহ্মার প্রথম পুত্র যেন মূঢ় না হয়" এই মনে করিয়াই মহাদেব ঈষৎ হাস্য-সহকারে নন্দীকে বলেন, সনৎকুমার আমাকে না জানাতেই অহঙ্কৃত হইয়াছিল, এখন তুমিই আমার প্রকৃত তত্ত্ব ইহাকে অবগত করাও। আমি তোমাকে এই শিষ্যটী দিলাম। তোমার এই শিষ্য মদীয়-জ্ঞান-প্রচারক হইবে এবং তোমার ধর্ম্মাধ্যক্ষাভিষেক সম্পাদন করিবে। নন্দী শিবের আদেশ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মস্তকে লইলেন। সনৎকুমারও আমার অনুশাসনে নন্দীর অনুগ্রহার্থ সুমেরুতে কঠোর তপস্যা করিতেছেন। নন্দিসমাগমের পূর্ব্বেই তোমরা তাঁহাকে দর্শন করিবে। নন্দী শীঘ্রই সনৎকুমারের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তথায় যাইবেন। ব্রহ্মার আদেশে মুনিগণ সত্বরই সুমেরুর দক্ষিণ-শিখরে গেলেন।৪১—৪৯। সেখানে স্কন্দ-সরোবর নামে অগাধ-স্বাদু-শীতল-স্বচ্ছ-বারি সাগর-সন্নিভ এক জলাশয় আছে। স্ফটিক-মণি দ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক্ নির্ম্মিত। সকল ঋতুর ফুল্ল-কুসুমে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন। সুবর্ণময় পদ্ম, উৎপল, তারকাকৃতি কুমুদ, অভ্রসঙ্কাশ তরঙ্গ; দেখিলে বোধ হয়, আকাশ ভূতলে অবতীর্ণ। ঘাটদিকেই সুন্দর নীল-শিলাময় সোপান। জটিল, শিখাযুক্ত, মুণ্ডিত, ত্রিপুণ্ড্রী, বৈরাগ্যহৃষ্ট, শুক্লোপবীত, শুক্লকৌপীন-বল্কলধারী মুনিগণ তথায় স্নানের জন্য ও স্নান করিয়া নামিতেছেন, উঠিতেছেন; আপনার, পরের এবং বিশেষতঃ দেবতার জন্য জল লইয়া যাইতেছেন, পুষ্পচয়ন করিতেছেন। ভস্মাবৃত আচারবান্ মুনিগণ [illegible]াতির স্পর্শশঙ্কায় জল-মধ্যস্থিত শিলার উপর দ [illegible] ইতস্ততঃ স্নানপরায়ণ শিষ্টপ্রিয় মানবগণ শি [illegible] স্যা তিলাদি দ্বারা দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ [illegible] তৃতর্পণ করিতেছেন; এই সকল দ্বিজ যে নিত্য [illegible] ভক্তগণ সরোবর হইতে তাহা বুঝিতে পারেন।৫০—৬০। অনেকে নানাস্থানে পুষ্পাদি বিবিধ উপকরণে সূর্য্যার্ঘ্য রচনাপূর্ব্বক স্থণ্ডিলে সূর্য্য পূজা করিতেছিলেন। কোথাও সরোবরে গজযূথপতি ডুবিতেছিল, উঠিতেছিল। কোথাও মৃগী মৃগ অশ্ব, তৃষ্ণায় তথায় সমাগত। কোথাও ময়ূর ও হস্তিগণ, জলপান করিয়া উঠিতেছিল; কোথাও তটাঘাতী বৃষদ্বয়ের রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি। কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক এবং ভ্রমরের রব নানাস্থানে; তাহাতে [illegible] হইতেছিল, স্নানপানাদি দ্বারা তদীয় সম্পৎ-সলি [illegible] জীবী প্রাণীরাই যেন প্রণয় বশতঃ বারংবার তাহার সম্ভাষণ করিতেছে। তীর-তরুপরি-আরূঢ়-কোকিলকুল-কূজনে সেই সরোবরই যেন আতপতপ্ত জনগণকে সতত আহ্বান করিতেছিল। সেই সরোবরের তীরে কল্পতরুর অধোভাগে হীরক-

মণিময়ী বেদীতে কোমল মৃগচর্ম্মে আসীন, তৎক্ষণাৎ স্থিরসমাধি হইতে উত্থিত, শিতশরীর সনৎকুমারকে মুনিগণ উপাসনা করিতেছেন এবং যোগীন্দ্রগণ পূজা করিতেছেন,—নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ দেখিতে পাইলেন এবং প্রণামপূর্ব্বক নিকটস্থ হইলেন।৬১—৬৯। সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিলে নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ স্বাগত-প্রয়োজন কীর্ত্তন করিতেছেন ইত্যবসরে আকাশে তুমুল দুন্দুভিধ্বনি শ্রবণগোচর হইল। তখন তথায় অসংখ্য গণনায়কে পরিবৃত সূর্য্যসন্নিভ বিমান দৃষ্টিগোচর হইল। অপ্সরা, রুদ্রকন্যা, নৃত্যগীতপরায়ণ মুনি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, চারণ এবং কিন্নরগণে পরিবৃত, মৃদঙ্গাদি-রবযুক্ত, বিচিত্র-রত্নবিতান মুক্তামালা বীর-গোবৃষচিহ্নিত বিক্রমযষ্টি এবং মানহেতু কেতু দ্বারা সমলঙ্কৃত-উজ্জ্বল-গোপুর সেই বিমানের মধ্যে চামরদ্বয়ের অন্তরালে চন্দ্রসদৃশ শুক্লবর্ণ মণিদণ্ড ছত্রের অধোদেশে দিব্যসিংহাসনে দেবী সুযশার সহিত আসীন লোচনত্রয়াদিসম্পন্ন শিলাদ-তনয় নন্দীকে অবলোকন করিয়া সনৎকুমার ঋষিগণের সহিত হৃষ্টমুখে কৃতাঞ্জলিপুটে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বোধ হইল যেন সনৎকুমার আত্মার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৬০—৮২। বিমান আসন্নতর হইয়া ভূতলস্পৃষ্ট হইলে, নন্দীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া মুনিগণের পরিচয় দিতে লাগিলেন,—বহুকুলে উৎপন্ন এই মুনিগণ নৈমিষারণ্যে দীর্ঘসত্র করিয়াছেন; ব্রহ্মার আদেশক্রমে আপনার সেবার্থ এখানে আসিয়াছেন। নন্দী সনৎকুমারের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিপাতে তাঁহাদের পাশ ছিন্ন করিয়া শৈববর্ম্ম ও ঐশ্বরযোগ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীসদাশিব-পার্শ্বে গমন করিলেন। স্বয়ং সনৎকুমার মদীয়গুরু বেদব্যাসকে তৎসমস্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন; পূজ্য ব্যাসদেব আমাকে তাহা বলিয়াছেন, আমিও সংক্ষেপে তোমাদিগকে তাহা বলিয়াছি; এই শিবপুরাণ বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট কীর্ত্তনীয় নহে। অভক্ত শিষ্য বা নাস্তিককেও ইহা প্রদেয় নহে; এরূপ স্থলে মোহ বশতঃ প্রদান করিলেও নরক হয়। যে ব্যক্তি বেদানুগত পথে এই পুরাণ প্রদান, গ্রহণ, পাঠ বা শ্রবণ করে, প্রথমে তাহাদিগের ধর্ম্মাদি-ত্রিবর্গ এবং অন্তে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। আপনারা এবং আমি পৌরাণিক মার্গযোগে পরস্পরের উপকার করিলাম; এক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিতেছি, আমাদের সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ মঙ্গল হউক। সূত আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিলে, সুব্রত মুনিগণ প্রয়াগে যাগসমাপ্তি হইলে, বিষয়-কলুষিত কলিকালে কাশীধামে বাস করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পশুপাশ-মোক্ষাভিলাষে পাশুপতব্রত আচরণপূর্ব্বক অখিলজ্ঞান-সমাধি প্রাপ্ত হইয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। ৮০—৯১।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

উত্তরভাগ সমাপ্ত।

বায়বীয়সংহিতা সমাপ্ত।

ধর্ম্মসংহিতা।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর, সরস্বতী দেবী ও ব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে ।

পরাশর-পুত্র ও সত্যবতীর হৃদয়ানন্দকর ব্যাসদেব জয়শালী হউন, যাঁহার মুখ-কমল-নির্গত বাক্যর অমৃত পান করিয়া লোক সকল তৃপ্তিলাভ করে । যিনি সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া ভুবন সকল পালন করিতেছেন ও রজোগুণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন এবং তমোগুণ অবলম্বন করিয়া সংহার করিতেছেন, আমরা সেই সত্যানন্দময়, অসীম, চৈতন্যস্বরূপ, অমল (অর্থাৎ মায়াজনিত প্রবৃত্ত্যাদি দোষ রহিত), ব্রহ্মাদি-সংজ্ঞাভাজন (অর্থাৎ ব্রহ্ম হরি হর শব্দ-বাচ্য) নিত্য ও কার্য্যসমন্বয় নিবন্ধন অবগত (অর্থাৎ কার্য্যগত সত্তা দ্বারা অনুমিত) এবং পূর্ণকাম মহেশ্বরকে ধ্যান করি। সূত বলিলেন, একদা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ 'কি উপায়ে পুত্র লাভ করিব' এইরূপ নির্জ্জনে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় উপমন্যু নামক মহর্ষিকে সহসা সমাগত দেখিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর উপমন্যু সুখাসীন হইলে পর, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন্ দেবতাকে প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকেন ? মুনিশ্রেষ্ঠ এইরূপ পৃষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, আমি পূর্ব্বে বহুকাল ব্যাপিয়া দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলাম, যন্নিবন্ধন মহাদেব কৃপাবিষ্ট হইয়া আমার দৃষ্টিপথের পথিক হইয়াছিলেন। যাহা অস্ত্রত্রয়-শোভিত, নিরন্তর ভক্তদিগের সুখকর ও হস্তস্থিত হইয়াও (অর্থাৎ অবিক্ষিপ্ত হইয়াও) শত্রুনাশ করিতে সমর্থ, যাহার মূলদণ্ড একমাত্র, যাহার ক্রকচাবয়ব-তুল্য অস্রি সকল অতি মহৎ, যাহার প্রতাপের গ্রাসসদৃশ তেজঃসমূহ জ্বালাযুক্ত, যাহার দীপ্তি সূর্য্যদীপ্তি অপেক্ষা অধিক, যাহা সকল অস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, যাহার চিহ্ন বহুবিধ, যাহা শত্রু-সহস্র-নিপাতনে সুসমর্থ, যাহা প্রলয়-কালে বিশ্ব সংহার করে, জনার্দ্দন ভিন্ন যাহার অবধ্য নাই এবং যাহা মহেশ্বরকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইলে নিমেষার্দ্ধ পরিমিত সময় মধ্যে সচরাচর ত্রৈলোক্য ও সকল উপশ্চরণ সময়ে রুদ্রদেবের পার্শ্বস্থিত ও অব্যয় সেই আয়ুধকে দেখিয়াছিলাম ; যাহা অতি গুহ্য ও যাহার তুল্য বা যদপেক্ষা অধিক অপর কোন অস্ত্র নাই, যাহা জগতে শূলরূপে প্রসিদ্ধ এবং যাহা সমস্ত পৃথিবী বিদারণ করিতে ও মহোদধিকেও শোষণ করিতে সমর্থ। ১—১২। পূর্ব্বকালে চক্রবর্ত্তী মহাতেজাঃ ও ত্রৈলোক্য-বিজেতা যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতা সৈন্যের সহিত যদ্দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন, লবণাসুর যাহাকে গৃহে নিক্ষেপ করিয়া দর্পাবেশনিবন্ধন শত্রুঘ্ন নৃপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে, সেই দৈত্য বিনষ্ট হইলে যাহা পুনর্ব্বার রুদ্রদেবের হস্তে গমন করিয়াছিল, যাহার অগ্র অতি তীক্ষ্ণ ও যাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, যে পরশু শিখাত্রয়শালিনী ভ্রূকুটী করিয়া যেন তর্জ্জন করিতেছিল ও যাহা ধূমশূন্য অগ্নি সদৃশ এবং বালসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী, যাহার হস্ত স্থানে সর্প সকল অবস্থিতি করিতেছিল, যাহার প্রভাবের ইয়ত্তা নাই ও যাহা পাশহস্ত যমতুল্য, যাহার ধার অতি তীক্ষ্ণ এবং যাহা সর্প প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং প্রলয়কালীন অগ্নি-তুল্য ও পুরুষের ন্যায় বিগ্রহ-বিশিষ্ট। যুদ্ধে ক্ষত্রিয়-নাশক যে পরশু পরশুরামকে প্রদত্ত হইয়াছিল, পরশুরাম পিতৃ-বধ-নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া শিবদত্ত যে পরশুর সাহায্যে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন—উক্তরূপ পরশুর ন্যায় সুদর্শনচক্রও দেখিয়াছিলাম, যাহা সহস্র-বদনযুক্ত ও সাবর্ণ্যাতিশয়ান্বিত, যাহার বাহু দ্বিসহস্র ও যাহা পুরুষতুল্য আকৃতিযুক্ত, যাহার নেত্র ও চরণ দ্বিসহস্র-সংখ্যক বজ্র শক্তি তূণীর পাশ দণ্ড অঙ্কুশ গদা প্রভৃতি যে সকল লোকপালদিগের অস্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, সেই অস্ত্র সকলকে রুদ্রদেবের পার্শ্বে বিরাজমান দেখিয়াছিলাম। পিতামহ ব্রহ্মা মনের ন্যায় বেগগামী হংসযুক্ত দিব্যবিমানে আরূঢ় হইয়া রুদ্রদেবের বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণও গরুড়ে আরূঢ় হইয়া বামপার্শ্বে বিরাজ করিতেছিলেন। ময়ূরারূঢ় ও ঘণ্টাবাদ্যযুক্ত স্কন্দদেব শক্তি গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় [illegible] অবস্থিতি করিতেছিলেন।

নন্দী শূল গ্রহণ করিয়া মহাদেবের অভিমুখে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার ভূতগণ ও বিবিধ মাতৃগণ তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তৎকালে সেই সকল সুরগণ মহাত্মা মহাদেবকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতেছিলেন। যে সকল বস্তু এই জগতে দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বস্তুকে ভগবানের পার্শ্বস্থ দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। অনন্তর আমি তাদৃশ শঙ্করদর্শনে বিস্মিত হইয়াও অত্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলাম ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বাষ্পগদ্গদ-বাক্যে বিবিধ স্তোত্র দ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিলাম। ১৩—২৯। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর অত্যন্ত প্রীত হইয়া যেন হাস্য করত আমাকে বলিলেন। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার আশয়ে বহুবার ভয়প্রদর্শন করিলাম, কিন্তু কোনরূপে বিচালন করিতে পারিলাম না। আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, তুমিই যথার্থ ভক্ত। অতএব দেবদুর্লভ বর প্রার্থনা কর। ঋষিও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পরম কারুণিক শঙ্করকে বলিলেন, হে ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি যথার্থ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ও আমার প্রতি যদি আপনার দয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত্রিকাল-বিষয়জ্ঞান এবং ভবদ্বিষয়িণী বিপুলা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি আমাকে প্রদান করুন। আমার বংশ কদাচ উচ্ছিন্ন না হয় ও প্রত্যহ প্রচুর ক্ষীরোদন লাভ করিতে পারি। হে বিভো! আমার আশ্রমে আপনার সান্নিধ্য যেন নিরন্তর বিরাজ করে। সর্ব্বকামদাতা শঙ্কর উপমন্যুকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি জরামরণশূন্য হইয়া মুনিদিগের মাননীয় ও যশস্বী হইবে। হে মুনে! তুমি আমার প্রসাদ-নিবন্ধন পদে পদে সদ্বৃত্তশালী, রূপশালী, গুণশালী ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবে এবং ক্ষীরোদ-সমুদ্র নিত্য তোমার সন্নিহিত হইবে। তুমি যে স্থানে যেই বস্তু অভিলাষ করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে সেই বস্তু উপস্থিত হইবে। তোমার উপভোগ পর্য্যন্ত সেই বস্তু সকল তৎস্থান হইতে অপগত হইবে না। এমন কি, ক্ষীরোদসাগরের অমৃতময় সলিলও পানকাল পর্য্যন্ত তোমার নিকটে থাকিবে। পানান্তর বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া বর্ত্তমান বৈবস্বত-কল্প দেখিতে পাইবে। তোমার বংশও অক্ষয় হইবে। আমি তোমার আশ্রমে নিরন্তর সন্নিহিত থাকিব ও তোমার মদ্বিষয়িণী ভক্তি কদাচ বিচলিত হইবে না এবং তুমি স্মরণ করিবামাত্র আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব। ৩০—৪০। হে বৎস! বহুকাল অবস্থিতি কর, উৎকণ্ঠিত হইও না। কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভগবান্ শঙ্কর এইরূপে আমাকে বর প্রদান করিয়া তৎকালে অন্তর্হিত হইলেন। হে কৃষ্ণ! তিনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সমাধিবলে আমি সে সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। যে সকল দেবযোনি গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিকে পূর্ব্বে দেখিতে পাইতাম না, তৎক্ষণে তাহাদিগকে অনায়াসে দেখিতে পাইলাম। আশ্রমও দিব্য-সমৃদ্ধি সমন্বিত হইয়া শোভার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল; ঋষিগণ, বিদ্যাধরগণ ও সিদ্ধগণের সন্নিধি-নিবন্ধন আশ্রমের শোভা পরিবর্দ্ধিত হইল। মনোরম স্নিগ্ধ পত্রযুক্ত ও সুগন্ধি বৃক্ষ সকল সর্ব্বর্ত্তুকুসুম-সমন্বিত হইয়া অসাধারণ ফলবত্তা দ্বারা আশ্রমের অলৌকিক শোভা সম্পাদন করিল। হে মহাবাহো! সেই সকল দিব্যবিভূতি মহাত্মা দেবদেব মহাদেবের প্রসাদ-নিবন্ধন নানাবিধ-পদার্থ-সমন্বিত হইল। ৪১—৪৬।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উপমন্যু বলিলেন, ভগবান্ শূলপাণির অনুগ্রহে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলাম এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ত্রিকালজ্ঞরূপে পরিগণিত হইলাম। লোক সকল আরাধনা ব্যতিরেকে যাঁহাকে দেখিতে পায় না, আমি সেই সুরাসুরেশ্বর মহাদেবকে দেখিয়াছিলাম, সুতরাং ইহ-জগতে কোনও ব্যক্তি আমা অপেক্ষা ধন্য নাই। যাহা ষড়্বিংশতত্ত্বরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে ও সনাতন বুধগণ একমনে যাহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যাহা পরম ও অক্ষর। তত্ত্ব সকলের উৎপত্তিক্রমাভিজ্ঞ ও তাহাদিগের প্রয়োজনদর্শী প্রকৃতি ও জীবের ঈশ্বর ভগবান্ মহাদেবই উক্ত ষড়্বিংশতত্ত্বের একমাত্র বাচ্য। যিনি লোকদিগের সৃষ্টির নিমিত্ত দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ব্রহ্মাকে ও তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত বামপার্শ্ব হইতে বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই প্রভু লোকদিগের সংহার নিমিত্ত অঙ্গ হইতে রুদ্রদেবের সৃষ্টি করিলেন, কল্পান্ত উপস্থিত হইলে যাঁহা দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই সকল জগতের সংহার করিবেন। সেই ভগবান্ মহাদেব যুগাবসানে কালরূপী হইয়া সংবর্ত্তক অগ্নির ন্যায় জীব সকলকে গ্রাস করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূত-প্রবিষ্ট, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী ও ভূত সকলের উদ্ভবহেতু হইলেও যাঁহাকে দেবগণও দেখিতে পায় না। অতএব আপনি পুত্রলাভের নিমিত্ত সেই মহাদেবের আরাধনা করুন। যাঁহারা মহাদেবের আরাধনা করিয়া অভীষ্টলাভ করিয়াছে, তাহাদিগের [illegible] করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে হিরণ্যকশিপু নামক দৈত্যরাজ [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible]

দেবতার উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার পুত্রপ্রবর নন্দন নামক অসুর শঙ্কর-বরে গর্ব্বিত হইয়া অযুত বর্ষ ব্যাপিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১—১২। হে মাধব! ভীষণ বিষ্ণুচক্র ও আখণ্ডলের বজ্র প্রভৃতি অস্ত্র সকল নন্দনের অঙ্গে পতিত হইবামাত্র শীর্ণ হইয়াছিল। অস্ত্র সকল তাঁহার অঙ্গে আঘাত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, কারণ মহাদেব তাঁহার বরদাতা ছিলেন। দেবগণ গ্রহাপর নামক ও অত্যন্ত বলবান্ নন্দন কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়াছিলেন এবং অন্যের সকল দেবতার নিকট বরলাভ করিয়া সুরগণকে অত্যন্ত আঘাত করিয়াছিল এবং মহাদেব বিদ্যুৎপ্রভ নামক অসুরশ্রেষ্ঠের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেও ত্রৈলোক্যাধিপত্য দান করিয়াছিলেন। সেই বিদ্যুৎপ্রভ শত সংস্র বৎসর ব্যাপিয়া সকল লোকের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন এবং মহাদেবের প্রসাদে অযুত সহস্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন ও শঙ্করের আদেশক্রমে নিরন্তর তাঁহার অনুবৃত্তি করিতেন। ভগবান্ অজ তাহাকে কুশদ্বীপে রাজ্যপ্রদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ধাতৃহষ্ট শতমখ নামক দৈত্য অযুতবর্ষ তপস্যা করিয়া তবপ্রসাদে পুরাণ লাভ করিয়াছিলেন। বেদপ্রসিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য নামক মুনিও যাঁহাকে আরাধনা করিয়া উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যিনি বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ ও অনুপম যশ লাভ করিয়াছেন, তিনিও শঙ্করের আরাধনা করিয়া ত্রৈকালিক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বালখিল্য নামক ঋষিগণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া শঙ্করের প্রসাদে সোমহর্ত্তা ও সর্ব্বদুর্জ্জয় গরুড়কে লাভ করিয়াছিলেন। ১৩—২০। দেবগণ সপ্তকপালসংস্কৃত পুরোডাশ দ্বারা যাগ করিয়া যাহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই জল সকল মহাদেবের রোষাগ্নিতাপে শুষ্ক হইয়া বিনষ্ট হইল। অত্রিপত্নী অনসূয়াও তিনশত বৎসর দুশ্চর তপস্যা করিয়া শঙ্করের অনুগ্রহে দত্তাত্রেয়, চন্দ্র ও দুর্ব্বাসা নামক তনয়ত্রয় লাভ করিয়াছিলেন। হে মধুসূদন! বিকর্ণনামক মুনিও ভক্তপ্রিয় মহাদেবের আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তপস্যা দ্বারা কৃশকায় শাকল্য নামক ঋষিও মনোযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নয়শত বৎসর মহাদেবের আরাধনা করেন। ভগবান্ তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে বৎস! তুমি গ্রন্থকর্ত্তা হইবে এবং তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় ও ত্রৈলোক্যব্যাপিনী হইবে। তোমার কুলও মহর্ষিগণালঙ্কৃত হইয়া অক্ষয় হইবে। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! তুমিও ক্রতু নামক বেদশাখার সূত্রকর্ত্তা হইবে। সত্যযুগে সাবর্ণি নামক ঋষি ছিলেন, তিনি আমার আশ্রমে ছয় হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ রুদ্রদেব প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে অনঘ! আমি তোমার উপর তুষ্ট হইয়াছি, তুমি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ও জরামরণশূন্য হইবে। উপমন্যু বলিলেন, এইরূপ পবিত্র মহাদেব পূর্ব্বতর কর্ত্তৃক স্তুত ও অর্চ্চিত হইয়া যথেপ্সিত বর সকল প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবানের যে সকল পবিত্র গুণ আছে, আমি চেষ্টা করিলেও সহস্র বর্ষে এক মুখে তাহা বর্ণন করিতে পারিব না। ২১—৩১। সনৎকুমার বলিলেন, ভগবান্ এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ও প্রযতচেতা মহামুনিকে বলিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তুমিই ধন্য, এই জগতে কোন্ ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা পুণ্যবান্ আছে? দেবদেবও যাঁহার আশ্রমে সন্নিহিত থাকেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই ভগবান্ শিব কি আমাকে দেখা দিবেন এবং আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ করিবেন? উপমন্যু বলিলেন, আপনি অল্পকাল মধ্যেই সেই কৃপালু মহাদেবকে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন এবং সপত্নীক মহেশ্বরের নিকট হইতে চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্যক বর প্রাপ্ত হইবেন। তিনি কিরূপে বর না দিবেন? যেহেতু আপনিও সাক্ষাৎ জনার্দ্দন। আপনি সর্ব্বদেব-পূজনীয় ও সত্তাত্তম গুণহেতু শ্লাঘনীয়। হে অচ্যুত! আমি আপনাকে মন্ত্রদান করিব, আপনি শ্রদ্ধাসহকারে সেই মন্ত্র জপ করিয়া শীঘ্র শঙ্করকে দেখিতে পাইবেন এবং তাঁহার প্রসাদে আপনার ন্যায় পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করিবেন। হে দেব! আমি আপনাকে দেখিবামাত্র পুত্রপ্রার্থী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম। ব্যাস বলিলেন, হে তাপসগণ! তাঁহারা এইরূপ মহাদেব-বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে আট দিবস মুহূর্ত্তের ন্যায় অতীত হইল। নবম দিন উপস্থিত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুনি কর্ত্তৃক শৈবমন্ত্র অধ্যাপিত হইয়া শিবারাধনে দীক্ষিত হইলেন এবং কালভেদে জটাশালী, মুণ্ডশালী ও প্রাতিলোম্যযুক্ত হইয়া নিয়ম অবলম্বন করিলেন। ৩২—৪০। মুনি-দীক্ষিত ভগবান্ কৃষ্ণ যোগকক্ষা ও মেখলাশালী হইয়া প্রথম একমাস আহার করেন নাই, দ্বিতীয় মাসে কেবল জলপান করিতেন ও মাসত্রয় বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া চিত্তসমাধি লাভ করিলেন এবং পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অবস্থিতি পূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কঠোর তপস্যা করিলেন। ষোড়শ মাস উপস্থিত হইলে প্রাদুর্ভাবকালে ভগবান্ [illegible] সন্তুষ্ট হইয়া বাসুদেবকে দর্শনপ্রদান করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মাদিস্তুত, সিদ্ধকোটি-পূজিত, [illegible] ও অম্বরধারী, পার্ব্বতী সহিত শঙ্কর দর্শনে বিস্ময় উৎফুল্ললোচন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নানাবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। আর সহস্র নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর ও উরগের সহিত সমবেত হইয়া বাসুদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ, মুনিগণ ও অপ্সরোগণও চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে

লাগিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেশবকে বলিলেন, হে কৃষ্ণ। আমি ইন্দ্র অপেক্ষা তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তদপেক্ষা তোমাকে দৃঢ়ব্রত ও ভক্ত বলিয়া জানি। ৪১—৫১। আমার নিকট হইতে পবিত্র ও ত্রৈলোক্য দুর্লভ আটটী বর প্রার্থনা কর। বাসুদেব তাঁহার তদ্বাক্য শ্রবণে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বরপ্রার্থনা করিলেন,—আমার বুদ্ধি নিয়ত ধর্ম্মবিষয়িণী হউক, যশ ও বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হউক এবং আমার ভক্তি আপনার প্রতি বিচলিত না হয় ও নিয়ত আপনার সান্নিধ্য লাভ করি। প্রথমজাত পুত্রগণের মধ্যে যেন কন্যা না জন্মে এবং যুদ্ধে বলদর্পিত রিপুগণ আমার বধ্য হউক। সকল যোগীদিগের যেন প্রিয় হইতে পারি। ভগবান্ মহাদেব তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তোমার অভীষ্ট সকল সিদ্ধ হইবে। যে সংবর্ত্তক নামক আদিত্য মুনি কর্তৃক "মানব হইবে" বলিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিই শাম্ব নামক বলশালী তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। অন্য যে সকল প্রার্থনা করিলে, তাহাও আমার প্রসাদে লাভ করিবে। সেই কৃষ্ণ এইরূপে বরলাভ করিয়া সকল শিবানুচর ও পার্ব্বতীকে নানাবিধ স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। পার্ব্বতী সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার নিকট হইতে তুমি সুদুর্লভ বর সকল প্রার্থনা কর। ৫২—৫৮। অনন্তর বাসুদেব কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, হে দেবি! যদি আপনি শঙ্করের ন্যায় আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন ও বরদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের উপর আমার যেন কদাচ দ্বেষ না হয় ও নিরন্তর তাঁহাদিগকে পূজা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং মাতা পিতা আমার উপর নিয়ত তুষ্ট থাকেন। আমি সর্ব্বত্রগ হইয়া যেন সকল ভূতবিষয়ে আনুকূল্য ভজনা করিতে পারি ও আপনার দর্শনহেতু আমার কুলসন্ততি যেন শৌর্য্যাদিগুণশালিনী হয়। যজ্ঞশত দ্বারা সুরেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে যেন তৃপ্ত করিতে পারি ও সপ্তসহস্র-সংখ্যক যতি ও অতিথিগণকে সর্ব্বদা পবিত্র ভোজন করাইতে পারি এবং বান্ধবদিগের সহবাস জন্য প্রীতি ও সুখলাভ করিতে পারি। হে দেবি! আমি যেন সহস্র ভার্য্যার প্রাণবল্লভ হই ও সর্ব্বদা উপভোগ করিতে সমর্থ হইতে পারি এবং ভার্য্যাগণ অত্যন্ত সৌন্দর্য্যনিবন্ধন কমনীয় দেহ লাভ করে। হে সত্যবাদিনি! আমি যেন জগতে অন্যাপেক্ষা জীবগণের প্রিয়তম হইতে পারি। দেবী তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" নিত্যা ও সর্ব্বকামদায়িনী পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে বরদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। কেশিহন্তা কৃষ্ণও স্বকীয় আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেই আশ্রমে উপমন্যু নামক ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। ৫৯—৬৯। অনন্তর উপমন্যু তাঁহাকে বলিলেন, হে জনার্দ্দন! ভগবান্ মহাদেব ভিন্ন কোন্ দেব ভক্তদিগকে অভীষ্ট দান করিয়া রক্ষা করেন! তিনিই একমাত্র জ্ঞান, তপস্যা, শৌর্য্য, ধৈর্য্য ও বিপদমোচনে দক্ষ। হে গোবিন্দ। শম্ভুর অলৌকিক যশ শ্রবণ কর; যাহা শ্রবণ করিলে তাঁহার উপর তোমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বর্দ্ধিত হইবে। পুরাকালে ব্রহ্মলোকনিবাসী মহাত্মা তণ্ডি নামক মুনি নামসহস্র দ্বারা ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন। সাংখ্য-মতাবলম্বী বুধগণ পৃথিবীর কোন অংশে সেই সাধারণ দুর্জ্ঞেয় ও বিস্তীর্ণ স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। ভগবান্ মহাদেব তণ্ডিকর্তৃক এইরূপে আরাধিত হইয়া তাঁহাকে যথেপ্সিত বর দান করিয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! তুমিও ইষ্টলাভ করিবে, নিরুদ্বেগ হইয়া গৃহে গমন কর। মুনি এইরূপ বলিলে কেশব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। অন্যান্য মুনিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি পার্ব্বতী ও মহাদেবের নিকট হইতে বর লাভ করিয়াছেন, আমি তাঁহার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অত্রি নামক মুনিশ্রেষ্ঠ গোকর্ণ নামক দেশে গমনপূর্ব্বক শত বৎসর ঘোর তপস্যা করিয়া শঙ্করের নিকট হইতে শত পুত্র ও শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। সেই পুত্র সকল অযোনিজ সহস্রবর্ষায়ুঃ ধর্ম্মজ্ঞ ও তেজস্বী ছিল এবং তাহাদিগের জরা বা মৃত্যু ছিল না। সীমানিবন্ধন বিবাদ হেতু তিনি ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং মুনি সকল তাঁহাকে ব্রহ্মহা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ শঙ্কর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত করিলেন; যাঁহার গুণ সকল বেদেও বর্ণিত আছে। ৭০—৮১। ভার্গব রাম তপস্যা দ্বারা বিভুর আরাধনা করিয়া মহেশ্বরের প্রসাদে তীক্ষ্ণ পরশু লাভ করিয়াছিলেন ও তাহা দ্বারা একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়দিগকে দাহ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, কোন ক্ষত্রিয় নরপতি তাঁহার পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন। অনন্তর ভার্গব ক্ষত্রিয়-বধ-রূপ ঘোর উপপাতক করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তপস্যায় নিরত হইলেন ও অল্পকাল মধ্যেই তপঃপ্রভাবে অজর ও অমর হইয়া উঠিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ অদ্যাপি যাঁহাকে মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রত্যহ শিব পূজা করিতে দেখিতে পান, সেই ঋষি প্রলয়কালে পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, কারণ তিনি বিষ্ণুর অবতার। পূর্ব্বকালে অসিত মুনির পুত্র দেবল মোহবশত আবেগে অভিভূত হইয়া [illegible] [illegible] নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অধর্ম্মপ্রবৃত্ত জানিতে পারিয়া অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, তাহা

হইলেও দেবল মুনি লিঙ্গের আরাধনা করিয়া কামদ ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। চাক্ষুষনামক-মনুপুত্র বশিষ্ঠ সামগসমাজে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃৎসমদ নামক মুনিকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন,—যেহেতু তুমি চেতনারহিত হইয়া যজ্ঞাসঙ্গত সামগান করিতেছ ও কুৎসিতরূপে রথন্তর পাঠ করিতেছ, অতএব তুমি মহাশাপগ্রস্ত হইয়া দণ্ডকারণ্যে ঊনবিংশ সহস্র বৎসর মৃগরূপে বাস করিবে। মৃগসমূহাধিষ্ঠিত ও পানীয়-তৃণাদি-রহিত সেই অরণ্যে তুমি প্রজ্ঞা-রহিত হইয়া দুঃখিতচিত্তে অবস্থিতি কর এবং সর্ব্বদা বনবাসনিবন্ধন বনচর সংজ্ঞার ভাজন হও। ৮২—৯২। সেই মুনি এইরূপে শাপগ্রস্ত হইবামাত্র দারুণ ও মরুময় এবং যজ্ঞার্হ-দ্রুমশূন্য প্রদেশে তৎক্ষণাৎ মৃগরূপে উৎপন্ন হইলেন। গৃৎসমদ মুনি, মৃগরূপী হইয়াও আদিতে ‘প্রণব’ অন্তে ‘নমঃ’ এইরূপ শিবমন্ত্র স্মরণ করত শিবপ্রপন্ন হইলেন; তৎপ্রভাবে শিব তাঁহাকে গণের অন্তর্গত করেন; কিন্তু মুখের আকার মৃগের ন্যায় থাকে। অনন্তর শাপোত্তীর্ণ হইলে, তাঁহাকে শঙ্কর, অজর অমর এবং নিত্য গণেশের সহচর করিয়া দেন; বহুভোগসম্পন্নতা সাধন করেন। পুরাকালে জৈগীষব্য নামক মহাতপা ঋষি বারাণসীতে বাস করিতেন ও নিরন্তর লিঙ্গার্চ্চনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ-বাসনা ছিল না এবং তিনি ভোগপরাঙ্মুখ ছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাকে অণিমাদি অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য দান করিয়া তপস্যা হইতে নিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং তক্ষণশীল সেই দেব গার্গ্য মুনিকে মোক্ষপ্রযোজক ভূমিদুর্লভ কাম সকল ও অনেক বিষয়ক চতুঃকল্পশালী কালজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ঋষি ভগবৎপ্রসাদে শাস্ত্র সকলের পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং আত্মতুল্য .পুত্রসহস্র লাভ করিয়াছিলেন। সেইরূপ ভগবান্ পিনাকী তুষ্ট হইয়া পরাশর ঋষিকে যোগিশ্রেষ্ঠ, জরা ও মৃত্যুশূন্য বেদব্যাস নামক পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ৯৩—৯৯। তথা ভগবান্ মাণ্ডব্য ঋষিকে শূলাগ্র হইতে অবরোপণপূর্ব্বক জীবন দান করিয়া দশ লক্ষ বৎসর আধি ব্যাধি ও শূলশূন্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ “নমঃ শিবায়” এই মন্ত্র ধ্যান করত গালব নামক পুত্রকে বাল্যাবস্থায় গুরুগৃহে নিক্ষেপ করিয়া কেবল পত্নীর সহিত গৃহাশ্রমে থাকিতেন। তিনি একদা ভার্য্যাকে বলিলেন, যদি কোনও ভিক্ষুক ভিক্ষালিপ্সায় এই প্রচ্ছন্ন অগ্নিশালায় আগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে বলিবে,—“আমার প্রিয়কে এক্ষণে দেখিতেছি না।” আমি গৃহে থাকিলেও তাহাকে কিছু দিতে পারিব না, সুতরাং আমার পক্ষে মিথ্যা বলাই শ্রেয়ঃ। কোনও কালে কোনও অতিথি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাঁহার ভার্য্যার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে তোমার পতি কোথায়? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতেছি না; বোধ করি, অপর স্থানে যাইয়া থাকিবেন। সেই ঋষি দিব্য চক্ষু দ্বারা তাঁহার কাপট্য জানিতে পারিয়া বলিলেন, তোমার ভর্ত্তা যেখানে লুক্কায়িত আছেন, সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র গালব বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক মাতার নিকট হইতে সেই দারুণ শাপ শ্রবণ করিলেন এবং শঙ্করের আরাধনা ও যাগ করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। তৎপরে পিতা প্রত্যক্ষ হইয়া গালবকে বলিলেন, তোমার তপস্যায় ও মহাদেবের প্রসাদে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কারণ মৃত হইলেও পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া ধনীদিগের ও পুত্রবান্দিগের মধ্যে গণনীয় হইয়াছি। এইরূপে আমি তোমাদিগের নিকট ভগবদ্গুণের কিয়দংশ বলিলাম, যদি আমার অনন্তদেবের ন্যায় সহস্র বদন হয়, তাহা হইলেও ভগবানের অশেষগুণ সংক্ষেপেও বলিতে পারিব না। ১০০—১১১।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

মুনি সকল বলিলেন, হে সূত! ব্যাসদেব ঋষি-সমাজে শঙ্করের যে সকল গুণ বর্ণন করিয়াছিলেন, তুমি আমাদিগের নিকট সেই সকল পুনর্ব্বার বর্ণন কর। ভক্তগণ কল্যাণকারী ও মনোহর গুণ সকল শ্রবণ করিয়া শঙ্করের যে অর্চ্চনা-ফল লাভ করে, আমরা সংক্ষেপে সেই ফল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে সূতপুত্র! সেই অসুর সকল কাহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বীর্য্যশালী শঙ্কর এক বাণ দ্বারা কিরূপে সেই অসুরদিগের নগরত্রয় দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণন কর। তত্ত্বজ্ঞ সূত সেই মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ব্যাসদেব ঋষি-সমাজে যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, আমিও তোমাদিগের নিকট অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিব। সূত বলিলেন, জ্যেষ্ঠ তারকাক্ষ, মধ্যম বিদ্যুন্মালী ও কনিষ্ঠ কমলাক্ষ; ইহারা সকলেই তুল্য-বলশালী, জিতেন্দ্রিয়, জিগীষু, সংযত ও সত্যবাদী ছিল। উক্ত অসুরত্রয় সুগন্ধি পুষ্প ও নানাবিধ মনোহর ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সুমেরুগুহায় গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। বসন্তকালে কামগীতধ্বনি ও বাদ্যধ্বনি তাহাদিগকে বিচালিত করিতে পারে নাই। তাহারা গ্রীষ্মকালে সূর্য্য-প্রভাকে জয় করিয়া, চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়াছিল এবং তাহার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক হোম করিয়াছিল। ইহাতেও তাহাদের কোন

অনিষ্ট ঘটে নাই। বর্ষাকালে ত্রাসশূন্য হইয়া নদী সকলকে, অত্যন্ত সবেগ হইলেও, মস্তকে ধারণ করিয়াছিল এবং শরৎকালে বুভুক্ষিত হইলেও সংযম নিবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় করিয়া, বন্য, হৃদ্য ও সর্ব্বোত্তম ফলমূল ও নানাবিধ পানীয় সকল ক্ষুধিতদিগকে দান করিয়াছিল এবং স্বয়ং পাষাণের ন্যায় নিশ্চল ছিল। ১—১২। হেমন্তকালে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত ধৈর্য্য নিবন্ধন হিম দ্বারা দেহ আবৃত করিয়াছিল ও তাহার উপর জলার্দ্র বস্ত্রের আচ্ছাদন করিয়াছিল। শিশির কালে জল মধ্যে নিমগ্ন থাকিত। ইহাতেও তাহাদের মনে কোন বিরক্তি জন্মে নাই। তাহারা এইরূপে ক্রমশ তপস্যার উন্নতি করিল। উক্ত দৈত্যত্রয় এইরূপে দিবারাত্র অনলস হইয়া তপস্যা করিতে লাগিল। দশ সহস্র বৎসর তাহাদিগের মুহূর্ত্তের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে সুরাসুর-গুরু ব্রহ্মা তাহাদিগের নিকটে, তপস্যা দ্বারা তুষ্ট হইয়া, বরদানের নিমিত্ত আবির্ভূত হইলেন। অনন্তর পিতামহ তাহাদিগের অতি কঠোর তপশ্চরণ সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া মুনি, দেবতা ও অসুরের সহিত সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র সকল! তোমরা কি নিমিত্ত ক্লেশ পাইতেছ? আমি সর্ব্বদা সকল যজ্ঞ করিয়া থাকি, আমি তোমাদিগের সকল মনোরথ পূর্ণ করিব, ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। উক্ত দৈত্যত্রয় তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিল ও পিতামহকে নমস্কার করিয়া করযোড়ে মনোগত ব্যক্ত করিল,— হে ভগবন্! আমরা পরাক্রমশালী হইলে অনুরূপ দুর্গ লাভে বঞ্চিত আছি, যে দুর্গে শত্রুদিগের অধৃষ্য হইয়া সুখে বাস করিতে পারি। ১৩—২০। অনন্তর তারকাক্ষ প্রার্থনা করিল,—বিশ্বকর্ম্মা আমার হেমময় পুর নির্ম্মাণ করুক, দেবগণও যাহার ভেদ করিতে পারিবে না। কমলাক্ষ রজতময় পুর প্রার্থনা করিল এবং বিদ্যুন্মালী বজ্রময় ও লৌহময় পুর প্রার্থনা করিল। অমিতৌজাঃ দৈত্য সকল এইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার বলিল,—হে দেব! আমাদিগের প্রার্থনানুরূপ পুরত্রয় যেন স্বর্গেতেই নির্ম্মিত হয়, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা। ভগবান পিতামহ “তথাস্তু” বলিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে তাহাদের পুরত্রয় নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা পিতামহ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কামচারী তিনটী পুর নির্ম্মাণ করিলেন; যাহাতে ফল, মূল, উদ্যান, বন ও বৃক্ষ সকল বিরাজ করিত এবং যাহা নদী, নদ ও সরিৎ প্রভৃতির সলিলে শোভিত হইয়া স্বর্গাপেক্ষা শতগুণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল। কামফলপ্রদ কল্পবৃক্ষ সকলও তাহাতে সন্নিহিত ছিল। পিতামহ তৎকালে তাদৃশ অলৌকিক পুরত্রয় সন্দর্শনে তুষ্ট হইয়া দৈত্যদিগকে বলিলেন,—হে দৈত্যত্রয়গণ! তোমরা অলৌকিক সমৃদ্ধিশালী পুর সকল দর্শন করিয়া যথাক্রমে তাহাতে প্রবেশ কর। তাহারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট জানিতে পারিয়াও জীবনের ক্ষণনশ্বরত্ব বিবেচনা করিয়া, তাঁহার নিকট সবাষ্পনেত্রে জীবনের অনশ্বরত্ব প্রার্থনা করিল,—হে ভগবন! যদি আমাদিগের জীবন অনশ্বর না হয়, তাহা হইলে আমরা এই পুর সকল লইয়া কি করিব? হে জগন্নাথ! শত্রু হইতে আমাদিগের অনিষ্ট না হয়; জরা, রোগ প্রভৃতি ব্যাধি সকল ও মৃত্যু আমাদিগের নিকট কদাচ আগমন না করে। আমরা জরা ও মরণশূন্য হইয়া সুখে কালযাপন করি, ইহাই আমাদিগের অভিপ্রেত। যদি আমরা অল্পকাল মধ্যেই কালকবলে পতিত হই, তাহা হইলে এত অধিক ঐশ্বর্য্য বিফল হইবে এবং বিপুল লক্ষ্মী ও এই অত্যুত্তম পুরত্রয় মৃত্যুকালে কেবল ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিবে। ২১—৩৩। অনন্তর ব্রহ্মা তাহাদিগের বরপ্রার্থনা শ্রবণে সঙ্কটাপন্ন হইয়া বলিলেন, এই জগতে ভগবান শঙ্কর ও নারায়ণ ব্যতীত এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবে না, যাহাকে জরা ও মৃত্যু অভিভব করিতে পারে না। উক্ত দেবদ্বয় ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত ও কারণরূপী হইলেও স্বেচ্ছাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্য জরা-মৃত্যু তাঁহাদিগকে অভিভব করিতে পারে না। যদি কোনও ব্যক্তি জগতের অনিষ্টের জন্য তপশ্চরণ করে, তাহা হইলে সেই তপস্যা সফল হইলেও বিনষ্ট হইবে, অতএব কল্যাণ নিমিত্তই তপশ্চরণ বিধেয়। হে অনঘ দৈত্যগণ! আমি সাক্ষাৎ অমরত্ব দানে অশক্ত, অতএব তোমরা বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া এরূপ বর প্রার্থনা কর, যাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত না হও ও সাক্ষাৎ অমরত্ব প্রার্থনা না হয়। আমি বিনা আপত্তিতে তাহা দান করিব। কিন্ত মরণের হেতুও কিছু প্রার্থনা করিবে, সেই হেতু অলৌকিক হইলেও প্রাপ্ত হইবে। দৈত্যগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুহূর্ত্তকাল ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন ও কিয়ৎপরে বক্তব্য বিষয় চিন্তা করিয়া পিতামহকে বলিলেন, এই পুরত্রয় একত্র সমবেত হইলে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে যখন চন্দ্রমা পুষ্যানক্ষত্রে অবস্থিতি করিবেন ও পুষ্কর আবর্ত্ত প্রভৃতি মেঘ সকল বৃষ্টি করিবে, সেই সময় সর্ব্বদেবময় মহাদেব সর্ব্ববিধ উপকরণযুক্ত ও অসম্ভাব্য-রথে অবস্থিতি করিয়া, অসম্ভাব্য এক বাণ দ্বারা আমাদিগের নগর ভেদ করিলে, আমাদিগের মৃত্যু হইবে। “ভগবান্ শঙ্কর বৈরশূন্য ও সমদর্শী, সুতরাং আমাদিগের নমস্য ও পূজনীয়; তিনি আমাদিগের কদাচ অনিষ্ট করিবেন না” ইহা চিন্তা করিয়া তাহারা এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে, পিতামহ তাহা প্রদান করিলেন। ৩৪—৪৪। অনন্তর সেই দৈত্য সকল বরলাভ করিয়া জগতের উপদ্রব করিতে লাগিল

এবং স্ব স্ব পুরে প্রবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা অসংখ্যকাল স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ, দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, সাধুদিগের রক্ষা-নিমিত্ত মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন ও নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে ভগবন্! তারকাক্ষ নামক দৈত্যরাজ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া বাসবের সহিত সমস্ত দেবগণ ও ত্রিজগৎকে বশীভূত করিয়াছে এবং মুনিগণ ও সিদ্ধগণের উপর অত্যন্ত উপদ্রব করিতেছে। তাহাদের অত্যাচারে জগৎ একবারে উৎসন্ন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই দৈত্যগণ বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া স্বয়ং বিবেচনাপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর অধর্ম্মের প্রচার করিয়াছে ও ঋষিগণের যজ্ঞকর্ম্মের একেবারে লোপ করিয়াছে। যৎকাল পর্য্যন্ত দেবগণ সম্পূর্ণরূপে ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণের বশীভূত না হন, তাহার মধ্যে এমন কোনও নীতি উদ্ভাবিত করুন, যাহা দ্বারা জগতের রক্ষাকার্য্য ও তাহাদিগের বধকার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়। ৪৫—৫৩। মহাদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেবগণ! সেই দৈত্যগণ সুরাসুরের অবধ্য, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তাহাদিগের বধকার্য্য অতি দুষ্কর এবং সকল প্রাণীই আমার মিত্রস্থানীয়; সুতরাং আমি জ্ঞানপূর্ব্বক কিরূপে মিত্রদ্রোহ করিব? মিত্রদ্রোহ করিলে মহাপাপ হয় ইহা পর্ব্বেই স্বয়ম্ভুকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করে, যে মদ্য পান করে, যে চৌর্য্য করে ও যে ব্রত অবলম্বন করিয়া পরিত্যাগ করে, সাধুগণ তাহাদিগেরও প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন নাই। অনন্তর ব্রহ্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, আপনার পাপ হওয়া অসঙ্গত, যেহেতু আপনি যোগীদিগের মধ্যে প্রধান এবং সাধুদিগের রক্ষার নিমিত্ত অসাধুবধ অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা যদি দুষ্টদিগের বধ ও শিষ্টদিগের রক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ধর্ম্মমাত্র বর্দ্ধিত হয়, পাপের লেশমাত্রও হয় না। রাজা যদি ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণ কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার উক্তরূপ কার্য্য করাই উচিত। আপনিও সেইরূপ সকল লোকের প্রভুস্বরূপ, অতএব দুষ্টদিগের বধ করিয়া শিষ্টদিগের পালন করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে আপনার শঙ্কর নামের অন্বর্থতা লুপ্ত হইবে। মহাদেব ইহা শুনিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন, আমার সারথি ও রথ নাই, যাহাতে আরোহণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক দুষ্টদিগকে বিনাশ করিব। ৫৪—৬১। ব্রহ্মাও দৈত্যবধ করিতে অনিচ্ছুক মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আপনি যুদ্ধ করিতে গমন করিলে আমি স্বয়ং আপনার সারথ্য করিব। অনন্তর পৃথিবী তাঁহাকে বলিলেন, হে মানদ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রথ করুন। সময়-পরিমাপক চন্দ্র-সূর্য্যও রথের চক্র হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং কুলগিরি বিন্ধ্য ও গন্ধমাদন পর্ব্বত শম্ভুর নিকট বংশ (রথের পৃষ্ঠাবয়ব) হইতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সুবুদ্ধি নাগরাজ অনন্তও অক্ষ (রথাক্ষ) হইতে সম্মত হইলেন। এলাপত্র ও পুষ্পদন্ত নামক নাগদ্বয় ভগবানের গৌরব-নিবন্ধন ধ্রুবক নামক রথাবয়ব হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং মলয়াচলও করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, হে ভগবন্ চন্দ্রশেখর! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে রথের পূর্ব্বভাগ করুন। অনন্তর সায়ংকালীন মেঘের ন্যায় অরুণবর্ণ কর্ব্বুর নামক তক্ষক বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে সুদৃঢ় বন্ধন করুন। পবিত্রস্নাতক ব্রত সকল বেদাঙ্গের সহিত সমবেত হইয়া রজ্জু হইতে সম্মত হইলেন এবং বেদচতুষ্টয় মহাবেগশালী অশ্ব হইলেন ও উপবেদ সকল (অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি) খলীন হইলেন। ৬২—৭২। গায়ত্রীও সাবিত্রীর সহিত আগমন করিয়া আপনাকে দুরাধর্ষ প্রগ্রহ (অর্থাৎ অশ্ববন্ধনরজ্জু) করিতে প্রার্থনা করিলেন। প্রণবও প্রতোদ হইবার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। মন্দরাচলও হাসিতে হাসিতে ভগবানের নিকট বলিলেন, হে দেব! যদি আমাকে হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাকে ধনু স্থানে নিযুক্ত করুন। বাসুকিও প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন, হে দেবেশ! আমাকে দুর্ভেদ্য-মৌর্ব্বী করুন, কারণ আমি সর্ব্বদা আপনার কণ্ঠে অবস্থিতি করিয়া থাকি। অনন্তর ভূতদিগের আদি ও ত্রৈকালিক বস্তুস্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্ নারায়ণ, দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সহাস্য-বদনে শঙ্করকে বলিলেন, এই মহাদৈত্যদিগের সহিত যুদ্ধে আমাকে দারুণ শররূপে পরিগ্রহ করুন। বৈশ্বানর-নামা কালাগ্নিও ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ গুরুদণ্ডশালী কামরিপুকে বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে কেন শল্য করিতেছেন না? প্রলয়কর্ত্তা তমোগুণের আধিক্য-নিবন্ধন রুদ্রস্বরূপ জগদ্গ্রসনোদ্যত ও ভয়ানক সেই বৈশ্বানর এইরূপ বলিয়া অতি ভয়ানক বিকট-হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্যকালে মুখাদি সপ্তবিধ দ্বার হইতে বিদ্যুতের ন্যায় কুটিল ও চঞ্চল ভয়ানক শিখা সকল নির্গত হইয়াছিল,—পাবকাদি অগ্নি সকল পাটল ধূম্র ও নীলবর্ণ যে শিখা-সমূহ দ্বারা প্রলয়কালে সৎ ও অসৎ স্বরূপ এই চরাচরাত্মক জগৎকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। অনন্তর ভূত ও পিশাচগণ ভয়ানক শব্দ করিয়াছিল এবং নানাপ্রকার ব্যাধি সকল যমরাজকে পরাজিত করিয়া আনীত হইয়াছিল।৭৩—৮৩

নানাবিধ আকৃতিশালী কর্দ্দজ ও যোনিজ রাক্ষসগণ এবং রতিপরায়ণ ও মায়া-বিমোহিত যে সকল ব্যক্তি ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণের সহিত বাহ্যসম্বন্ধেও লিপ্ত ছিল, তৎকালে তাহারা সকলেই নিমেষমধ্যে দগ্ধ হইল। তাহারা সম্পূর্ণরূপ দগ্ধ হইলে বিষ্ণুদেব সেই অগ্নিকে পুনর্ব্বার বলিলেন, তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে ; এক্ষণে মহাদেবের বাণাগ্রে থাকিয়া তাহাদিগের সৈন্ত দাহ করাই একমাত্র অবশিষ্ট ; তাহাও তুমি অনায়াসে করিতে পারিবে। ভগবান্ পাবক বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দাহ হইতে বিরত হইয়াছিলেন। অনন্তর বায়ু ও চন্দ্রমা মহাদেবকে বলিলেন, হে বিভো! আমাদিগকে শরের পক্ষ ও পুংখদেশে যথাক্রমে নিয়োজিত করুন। ব্যোম অলি ও কজ্জলের স্তায় শ্যামবর্ণ যম মহেশ্বরকে বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে শল্যাগ্রে নিযুক্ত করিতে পারেন। অনন্তর বিদ্যুৎ-সহস্রের মধ্যে প্রধানা শতহ্রদা নাম্নী বিদ্যুৎ শঙ্করকে বলিলেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শল্য-শোধন কার্য্যে নিযুক্ত করুন। সংবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘগণও বলিলেন, হে বিভো! দেবতাদিগের আলয়ভূত সুমেরুপর্ব্বতে আমাদিগকে স্থাপিত করুন। শরণ্য ও ভক্তবৎসল মহেশ্বর ইহা শ্রবণ করিয়া দেবতাদিগের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক সকলের প্রার্থনা সকল পূর্ণ করিলেন। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা রথ নির্ম্মাণ করিয়া, ব্রহ্মার নিকট লইয়া গেলেন। ব্রহ্মাও রথ লইয়া শম্ভুর নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহাকে তাহাতে আরোহণ করাইলেন। ৮৪—৯৩। ত্রিশূলধারী যৎকালে সেই দিব্য রথে আরূঢ় হইলেন, তৎকালে গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং তিনি প্রত্যালীঢ় নামক স্থানবিশেষ অবলম্বন করিয়া, ধনুতে মৌর্ব্বী রোপণপূর্ব্বক উত্তম শর যোজনা করিলেন এবং তৎকালে তাঁহার দৃষ্টি মুষ্টিতে ও মুষ্টি দৃষ্টিতে নিবেশিত ছিল। তিনি এইরূপে শত সহস্র বৎসর নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ভগবান্ এইরূপ ক্লেশ করিলেও সেই পুরত্রয় তাঁহার লক্ষ্যস্থান প্রাপ্ত হয় নাই ; কারণ তিনি গণেশের পূজা করেন নাই, যিনি অঙ্গুষ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর প্রেরণ করিয়া থাকেন। অনন্তর ধনুর্ব্বাণধারী বিরূপাক্ষ ব্যোমকেশ অন্তরীক্ষ হইতে মনোহারিণী দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, হে জগদীশ! আপনি যে পর্য্যন্ত নরকুঞ্জরদেহ গণেশের অর্চ্চনা না করিবেন, সে পর্য্যন্ত পুরত্রয় দহন করিতে পারিবেন না। অনন্তর মহেশ্বর সেই দেববাণী শ্রবণ করিয়া, ভদ্রকালীকে আহ্বানপূর্ব্বক তদ্দ্বারা গজবক্ত্রের পূজা করিয়াছিলেন ; যুদ্ধোদ্যোগনিবন্ধন রথ হইতে স্বয়ং অবতরণ করেন নাই। ৯৪—১০০। বিনায়ক পূজিত হইয়া আবরণ দেবতার সহিত তুষ্ট হইলে পর ভগবান্ হর বরদানানুসারে একত্র-স্থিত দৈত্যদিগের পুরত্রয় দেখিতে পাইলেন ও অভিজিৎ মুহূর্ত্তে কার্ম্মুক আকর্ষণ করিলেন। তাহাতে অতি ভীষণ মৌর্ব্বীনিনাদ উদ্ভূত হইয়া ভুবন-বিবর পূর্ণ করিল। অনন্তর মহাসুরদিগকে আহ্বান করিয়া, স্বনামোচ্চারণপূর্ব্বক কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী বাণ মোচন করিলেন, পাপনাশক সেই বাণ ত্রিপুরাবস্থিত দৈত্যত্রয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর পুর সকল ভগ্ন হইতে লাগিল ও দাহনিবন্ধন ভস্মীভূত হইয়া, জলধিরূপ মেখলাশালিনী ভূমিতে যুগপৎ বিলীন হইতে লাগিল। শত শত দৈত্যগণও তাঁহার বাণবহ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তারকাক্ষ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত দগ্ধ হয় নাই। উক্ত ভ্রাতৃত্রয় অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত হইয়া, নানাবিধ স্তব-বাক্যোচ্চারণপূর্ব্বক সেই মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া, মনে মনে অনুচ্চরূপে বলিয়াছিল, হে ভব! আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি আমাদিগের উপর তুষ্ট হইয়াছেন, কারণ আপনি আমাদিগের মাহাত্ম্য-দর্শনরূপ অভিলাষ পূরণীয় বিবেচনা করিয়া সম্পূর্ণ করিয়াছেন। হে ভগবন্! যদি আপনি আমাদিগের উপর তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি কিরূপে আমাদিগকে সপরিবারে পুনর্ব্বার দগ্ধ করিবেন? যাহা সুরাসুরের অপ্রাপ্য, তাহা দুর্লভ হইলেও আমরা অনায়াসে লাভ করিয়াছি, কারণ আমাদিগের বুদ্ধি আপনার উপর ভক্তিমতী হওয়ায় শুদ্ধি লাভ করিয়াছে, ইহাই আমাদিগের একমাত্র মনোরথ ছিল। সেই দানবগণ এইরূপ বলিতে বলিতে উক্তরূপ বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া, ভস্মসাৎ হইল এবং অন্যান্য বালক ও বৃদ্ধ সকল ঐরূপে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। সেই অগ্নি প্রলয়কালে যেরূপ এই জগৎকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তৎপুরস্থিত স্ত্রী, পুরুষ ও বাহন সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। ১০১—১১২। পতিব্রতা স্ত্রী সকল সহমরণ বাসনা করিয়া, ভর্ত্তৃগণের কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক দগ্ধ হইয়াছিল, ও পুত্রপ্রাণা স্ত্রী সকল দাহ-ভয়ে স্বীয় দেহ দ্বারা পুত্রদিগের দেহ আচ্ছাদিত করিয়া ও বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া দগ্ধ হইয়াছিল। অপর শত শত স্ত্রী সকল পলায়ন করিতে করিতে দগ্ধ হইয়াছিল। কেহ নিদ্রাবস্থায়, কেহ প্রমত্তাবস্থায় ও কেহ রতিশ্রমাবস্থায় দগ্ধ হইয়াছিল। কেহ কেহ অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া জাগরিত হইয়াছিল ও দাহাতিশয়জাত মোহ-নিবন্ধন বিচেতন হইয়া ভ্রমণ করিয়াছিল। বিশ্বকর্ম্মা-দৈত্য ব্যতিরেকে অপর কোনও স্থাবর ও জঙ্গম ঘোর ও সূক্ষ্ম হইলেও, সেই ত্রিপুর-বহ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ না হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। কারণ বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদিগের বিরোধী ছিলেন না, সেই জন্য [illegible] তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। যাহাদিগের দুষ্কর্ম্মবুদ্ধি সম্বন্ধ নাই, যাহা একমাত্র নাশহেতু, তাহাদিগকেও দৈব

বশতই বৃদ্ধি ও নাশ হইয়া থাকে, সুতরাং কর্ম্মীদিগের স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ শুভাশুভ ফলভোগ কেন না হইবে? যে কর্ম্ম করিলে সাধুগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাই কর্ত্তব্য ও যাহা করিলে কেবল নিন্দাভাজন হইতে হয়, তাহা করা উচিত নহে। ত্রিপুরবাসী দৈত্য সকল অহঙ্কার-নিবন্ধন কদাচ সে কর্ম্ম সকল আচরণ করেন নাই। যৎকালে যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয়, দৈবই তাহার একমাত্র কারণ, ইহা প্রায় সকল দার্শনিকের অভিমত। অনন্তর মহাযোগী ভগবান্ রুদ্র, ত্রিপুরবাসী সকলকে দগ্ধ করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধনু, বাণ ও অশ্বের সহিত সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। সেই রুদ্রদেব অন্তর্হিত হইলে, মুনি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ, সর্প, অপ্সরা ও মনুষ্যগণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব স্থানে আগমন করিয়া, পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন; আমি তোমাদিগের নিকট এই ত্রিপুরদাহ বর্ণন করিলাম, যাহা ধন্য, শত্রুনাশক, স্বর্গপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ। তোমরা পুনর্ব্বার আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ১১৩—১২৩।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

মুনিগণ মহার্থশালী ব্যাস-রচিত মহাদেবের মাহাত্ম্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া, রুদ্রদেবকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! পিনাকী কি নিমিত্ত অন্ধকের শত্রু হইয়াছিলেন ও মহাত্মা বলবান্ অন্ধকই বা কে ও কাহার পুত্র? পৃথিবীতে বীর্য্যশালী কোন্ ব্যক্তির বংশে জন্মিয়াছিল? হে সূত! এই সকল বিষয় গোপনীয় হইলেও অদ্য আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। ইঁহাদিগের যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল ও অন্ধক যেরূপে হত হইয়াছে, আপনি সে সকল ভগবৎপ্রসাদে ব্যাসের প্রমুখাৎ সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। সেই সূত তৎকালে মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বকালে মন্দরপর্ব্বতাবস্থিতা পার্ব্বতী পরিহাস করিবার মানসে পৃষ্ঠভাগে অজ্ঞাতরূপে আগমন করিয়া, পল্লব ও সুবর্ণ-পদ্ম সদৃশ করদ্বয় দ্বারা মহাদেবের নেত্রদ্বয় আচ্ছাদিত করিলেন। মহাদেবের নেত্র সকল নিমীলিত হইবামাত্র প্রগাঢ় অন্ধকার উৎপন্ন হইয়া দর্শনশক্তি রুদ্ধ করিল এবং মহেশ্বরের তাদৃশ স্পর্শ-নিবন্ধন পার্ব্বতীর কর হইতে স্বেদজল বিগলিত হইল। সেই প্রভূত স্বেদজলবিন্দু নির্গত হইবামাত্র শম্ভুর ললাট-নেত্রাগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া গজাননেরও ভয়ঙ্কর ক্রোধপর ও কুতম গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল (কিংবা করাগ্রভাগের গর্ভস্বরূপ হইয়াছিল, যাহা ভয়ঙ্কর ক্রোধী ও কুতস্বরূপে বিবেচিত হইয়াছিল)। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই গর্ত্ত হইতে বিরূপী, জটিল, শ্মশ্রুল, কৃষ্ণবর্ণ, বিকৃত-রোমশালী, ক্ষুধার্ত্ত ও মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর নাদশালী অদৃষ্টচর অলৌকিক মনুষ্য গান করিতে করিতে, হাস্য করিতে করিতে, রোদন করিতে করিতে নির্গত হইল। সেই অদ্ভুতরূপী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিলে পর মহাদেব গৌরীকে সহাস্য-বদনে বলিলেন, হে দয়িতে! তুমি পরিহাস-বাসনায় নেত্র নিমীলিত করিয়া কি নিমিত্ত আমাকে ভয় দেখাইতেছ? তাদৃশ ভূতবিশেষ সন্দর্শন করিয়া গৌরী হরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে নেত্রদ্বয় মোচন করিলেন। মহাদেব নেত্র উন্মীলন করিলে অন্ধকার দূর হইল এবং সেই পুরুষ অন্ধকার হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন ঘোররূপী ও নেত্রবিহীন হইল। অনন্তর গৌরী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! বিরূপী এ ব্যক্তি কে? কোন্ ব্যক্তি কি নিমিত্ত ইহার সৃষ্টি করিল ও এ ব্যক্তি কাহার পুত্র? আপনি ইহা সত্য করিয়া বলুন। ১—১০। হর প্রিয়ার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি আমার চক্ষু মুদ্রিত করিলে এই ব্যক্তি আমাদিগের স্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার বীর্য্য অদ্ভুত ও প্রচণ্ড এবং ইহার নাম অন্ধক, কারণ এ ব্যক্তি অন্ধকারে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আমি ইহাকে অনুরূপ ঐশ্বর্য্যশালী করিব। তুমিও সখীর সহিত সদয় হইয়া ইহাকে নন্দ্যাদির নিকট হইতে রক্ষা করিবে। হে আর্য্যে! ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি পরাক্রমের একমাত্র আশ্রয় হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। অনন্তর গৌরী ভর্ত্তৃবাক্য শ্রবণে সদয় হইয়া সখীর সহিত নানাপ্রকার উপায়সমূহ দ্বারা স্বকীয় পুত্রের ন্যায় তাহার রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজগণ! যে সময় অন্ধক জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই সময় কশ্যপাত্মজ হিরণ্যনেত্রনামা অসুর পুত্রার্থী হইয়া অরণ্যে গমনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ রোষদোষ জয় করিয়া মহেশ্বরের দর্শন নিমিত্ত কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহার তপশ্চরণে সন্তুষ্ট হইয়া বরদানের নিমিত্ত সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক আকুলেন্দ্রিয়শালী সেই দৈত্যরাজকে বলিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছ? মনোরথ ব্যক্ত কর। আমি বরদাতা মহেশ্বর, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব। মহেশ্বর এইরূপ বলিলে পর, দৈত্যরাজ বলিলেন, হে চন্দ্রশেখর! আমার কুলানুরূপ সুবীর্য্যশালী পুত্র নাই, তজ্জন্য আমি এই ব্রত করিতেছি; হে দেবেশ! তাদৃশ

সুবীর্য্যশালী পুত্র আমাকে প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। যেহেতু আমার ভ্রাতার প্রহ্লাদপ্রমুখ অনন্তবীর্য্যশালী পাঁচটী পুত্র আছে ও আমার একটীও পুত্র নাই, যে আমার এই বিশাল রাজ্য ভোগ করিতে পারে। সুতরাং সেই আমি বংশহীন হইয়াছি। যে পুত্র স্বীয় বল দ্বারা পরের রাজ্য হরণপূর্ব্বক আয়ত্ত করিয়া ভোগ করে, সে-ই প্রধান। কিংবা যে পিতৃদত্ত রাজ্য ভোগ করে, তাহাকেও পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; পিতাও সেই পুত্র দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে পুত্রবান্দিগের মধ্যে গণনীয় হইতে পারেন। ১১—২০। পুত্রীদিগের স্বর্গগমন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মনীষিগণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব সকল ব্যক্তি পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে হঠাৎ প্রবৃত্ত হয়। পুত্রহীন ব্যক্তির লোক নাই (অর্থাৎ সে ব্যক্তি কোনও লোকে যাইতে পারে না), সেই নিমিত্ত সকল ব্যক্তিই আপনার মঙ্গল বাসনায় পুত্র ইচ্ছা করেন। ক্রীত প্রভৃতি যে আট প্রকার পুত্র আছে, তাহারা সকলেই গৌণ, ঔরস পুত্রই একমাত্র প্রধান; অতএব আমি সেই প্রধান পুত্র ইচ্ছা করি। মহাদেব দৈত্যরাজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সদয়চিত্তে তাহাকে বলিলেন, হে দৈত্যাধিপ! দৈবব্যাঘাতনিবন্ধন তোমার ঔরসপুত্র হইবে না, কিন্তু আমি তোমার সদৃশ বীর্য্যশালী ও অপরাজিত অন্ধক নামক স্বকীয় পুত্রকে দান করিতেছি, তুমি সকল দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে গ্রহণ কর। ইহা দ্বারাই তুমি সুখী হইবে। মহাত্মা ভূতনাথ ও ত্রিপুরারি হর এইরূপ বলিয়া গৌরীর সহিত প্রসন্নচিত্তে সেই হিরণ্যনেত্রকে পুত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই দৈত্যরাজ মহাদেবের নিকট হইতে পুত্র লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রদক্ষিণ করিলেন ও নানাবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া আপনার রাজ্যে গমন করিলেন। অনন্তর প্রচণ্ডপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ, গিরিশের নিকট হইতে পুত্র লাভ করিয়া দেবতা সকলকে জয় করিলেন ও এই পৃথিবীকে রসাতলে লইয়া গিয়াছিলেন। অনন্তর অনন্তবীর্য্যশালী ও সর্ব্বময় বিষ্ণু দেবগণ ও মুনিগণকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া বরাহদেহ অবলম্বন করিলেন এবং বিবিধ ঘোণা-প্রহার দ্বারা ধরিত্রীকে বিদারণ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিবামাত্র মুখ ও অখণ্ডিত দংষ্ট্রা দ্বারা শত শত দৈত্যগণকে চূর্ণিত করিলেন ও অশনি-সন্নিভ পাদাঘাত দ্বারা দানবগণের সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিয়া সূর্য্যকোটি-সন্নিভ সুদর্শন চক্র দ্বারা হিরণ্যনেত্রের মস্তক ছেদন করিলেন ও দুষ্টদৈত্যগণকে বধ করিলেন। অনন্তর হৃষ্ট হইয়া সেই দৈত্যরাজের রাজ্যে অন্ধককে অভিষিক্ত করিলেন। ২১—৩১। অনন্তর বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় স্থানে আগমন করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই ধরিত্রীকে দন্তাঙ্কুর দ্বারা রসাতল হইতে উত্তোলিত করিলেন। অন্ধকও পিতৃদত্ত পাতালরাজ্য সুনিয়মে পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মূঢ়বুদ্ধি সেই অন্ধক লোক সকলকে সন্তাপিত করিয়া স্বীয় রাজ্যে আগত হইবামাত্র বরদানোদ্যত পদ্মযোনিকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আমি নিরন্তর মৃত্যুভয়ে আকুল, অতএব প্রার্থনা করি, স্বর্গে, ধরণীতে, দিবসে, নিশাতে ও শস্ত্র অস্ত্র পাশ অশনি তরুবৃক্ষ পর্ব্বত জল অগ্নি ও রিপুপ্রহার দ্বারা আমার যেরূপে দৈবপ্রাপ্ত মৃত্যু না ঘটে, তাহার বিধান করুন। ভগবান্ পদ্মযোনিও তাহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া মন দ্বারা বিষ্ণুকে প্রণামপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার উপর তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভীষ্ট সকল লাভ কর এবং অষ্ট কোটি ও নবতি বৎসর দানবদিগের উপর আধিপত্য কর ও উত্থিত হও। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই দৈত্য আপনাকে পূর্ণকাম ও সুখী বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অনন্তর প্রপিতামহ কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইবামাত্র ত্রৈলোক্য বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সকল ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া, দেবগণকে যুদ্ধে জয় করিলেন। তৎকালে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অন্ধক হইতে ভীত হইয়া, ক্ষীরোদ সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক নানাবিধ স্তব দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। ৩২—৩৮। অনন্তর ভগবান্ উপেন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ও বরপ্রদানে সম্মত হইলেন এবং নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মুনীন্দ্রগণ! আমি সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী হইয়া, সিংহমূর্ত্তি অবলম্বন করিব, যাহা জটাশালী, ভীষণ, তীক্ষ্ণনখযুক্ত, তীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রান্বিত ও সূর্য্যকোটি-সন্নিভ। অনন্তর সূর্য্যদেব অস্তগত হইলে, তাদৃশ রূপেই অসুরদিগের নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বধ করিব। এইরূপ বলিতে বলিতে ভগবান্ সিংহরূপী হইয়া, দৈত্যদিগের নগরীতে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রবল দৈত্যগণের সহিত কিছু কাল যুদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে নিহত করিলেন। অনন্তর প্রধানতম দৈত্যগণের গ্রহণ বাসনায় অনুপম বিক্রম প্রকাশ করিয়া, সেই স্থানেই ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈত্য সকল তাঁহাকে দেখিয়া সিংহ বলিয়াই বিবেচনা করিল। কিন্তু প্রহ্লাদ নামক দৈত্যরাজপুত্র সেই সিংহকে বিষ্ণুরূপী জানিতে পারিয়া রাজাকে বলিলেন, ইহা সাধারণ সিংহ নহে, ভগবান্ বিষ্ণুই সিংহরূপ অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব ইহার সহিত যুদ্ধ করিবেন

না। সেই ভগবান্ অনন্তই নৃসিংহরূপী হইয়া আপনার নগরে প্রবেশ করিয়াছেন। যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, ইঁহার শরণাপন্ন হউন, নচেৎ সর্ব্বনাশ হইবে। এই সিংহকে সাধারণ সিংহ অপেক্ষা অত্যন্ত ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই ত্রিভুবনে এতাদৃশ কোনও ব্যক্তি নাই, যে ব্যক্তি ইঁহার সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিতে পারে অতএব প্রণাম করিয়া ইঁহাকে প্রসন্ন করুন, তাহা হইলে চিরকাল নিরুপদ্রবে রাজ্য করিতে পারিবেন। দুরাত্মা দৈত্যরাজ পুত্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রুকুটীপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, তুমি কি ভীত হইয়াছ? বীরগণের ভীত হওয়া উচিত নহে। পুত্রকে এইরূপ বলিয়া প্রধান প্রধান দৈত্য সকলকে আদেশ করিলেন, তোমরা এই সিংহকে বন্ধন করিয়া গ্রহণ কর। অনন্তর দৈত্যগণ প্রভুর আদেশানুসারে সিংহ ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহার সন্নিকৃষ্ট হইবামাত্র, অগ্নিপ্রবিষ্ট শলভের ন্যায়, ক্ষণকাল মধ্যেই দগ্ধ হইয়াছিল। দৈত্য সকল দগ্ধ হইলে পর দৈত্যরাজ মৃগাধিপের সহিত যুদ্ধ করিলেন। দৈত্যরাজ শস্ত্রপাণি হইয়া, নখাস্ত্রপাণি মৃগেন্দ্রের সহিত শক্তি, ঋষ্টি, পাশ, অঙ্কুশ ও আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে ব্রাহ্মদিন অতীত হইয়াছিল। অনন্তর দৈত্যরাজ নৃসিংহরূপী মৃগেন্দ্রকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, শস্ত্রযুক্ত অসংখ্য বাহু সহসা নির্ম্মাণ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিলেন। তথাপি কিছু প্রতীকার করিতে পারিলেন না। অধিককাল যুদ্ধ করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। শস্ত্র ও অস্ত্র সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও তিনি শূলমাত্র-সহায় হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মৃগেন্দ্র কর্ত্তৃক পর্ব্বতের ন্যায় সারশালী বাহুসমূহ দ্বারা গৃহীত হইলেন। ৩৯—৪৯। অনন্তর নৃসিংহরূপী ভগবান্ বাহুমধ্যে কণ্ঠ নিহিত করিয়া, বিদারণসমর্থ নখাস্ত্র দ্বারা রক্তমিশ্রিত হৃৎপদ্ম উৎপাটিত করিবামাত্র দৈত্যরাজ জীবনশূন্য হইয়া, কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইলেন ও পাদপ্রহার নিবন্ধন তাঁহার গাত্র সকল চূর্ণিত হইল। সেই দেবরিপু নিহত হইলে পর ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া, প্রণত প্রহ্লাদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ও আমন্ত্রণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর হিরণ্যাক্ষ-পুত্র অন্ধক কোনও সময় ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিল, হে অন্ধক! তুমি রাজ্য লইয়া কি করিবে, কারণ তুমি রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী নহ। হিরণ্যনেত্র অত্যন্ত মূঢ় ছিলেন, কারণ তিনি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে কলহপ্রিয়, নেত্রবিহীন ও বিকৃতরূপশালী তোমাকে লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তুমি দৈত্যরাজের রাজ্যাধিকারী নহ। অজ্ঞাত ব্যক্তি কিরূপে রাজ্য লাভ করিবে? অন্ধক তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, কোনও কথা বলিলেন না। কেবল দুঃখিতচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও বহুবিধ বাক্য দ্বারা জননীকে সেই স্থানেই সান্ত্বনা করিয়া, নিশীথ সময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং নির্জ্জন অরণ্যে গমন করিয়া সেই স্থানেই অযুত বৎসর কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এক পাদে দণ্ডায়মান হইয়া ও নিরন্তর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, যাহা দেবতা ও অসুরগণও করিতে পারেন না। তৎকালে তিনি আহার করেন নাই এবং অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া স্বকীয় মাংস ও রক্তের কিয়দংশ দ্বারা হোম করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া, মাংস-শোণিত নির্গত করিতেন ও তাহা দ্বারা প্রত্যহ মন্ত্রপূর্ব্বক হোম করিতে করিতে তাঁহার দেহ স্নায়ু ও অস্থি-শেষ হইয়া পড়িল। শোণিতও বিন্দুমাত্র রহিল না। যখন তাঁহার দেহে কিছুমাত্র মাংস ছিল না, তখন তিনি অস্থিশেষ ও কুণপভূত দেহকে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। দেবগণও তাঁহার তাদৃশ সাহস দেখিয়া নীতিপূর্ব্বক বাক্য দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। ৫০—৬১। প্রপিতামহও নিবারণ করিয়া বলিলেন, হে দানব! হৃদ্য বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সর্ব্বলোক-দুর্লভ কাম প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর। দৈন্যশালী সেই দৈত্য পদ্মযোনির বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রণতভাবে বলিলেন যে, প্রহ্লাদ প্রভৃতি দানবগণ নির্দ্দয় হইয়া আমার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে। তাহারা সকলে আমার নিকট দাসত্ব-পাশে আবদ্ধ হউক। দিব্যচক্ষুঃ আমার অন্ধত্ব দূর করুক। সেই সকল ইন্দ্রাদি দেব আমাকে কর প্রদান করুন ও দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও মানুষ হইতে যেন আমার মৃত্যু না হয়। দৈত্যশত্রু সর্ব্বময় নারায়ণও যেন আমাকে বধ করিতে না পারেন। ভগবান্ পদ্মযোনি তাঁহার সেই দারুণ বাক্য শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! তোমার সকল অভীষ্টই সিদ্ধ হইবে, কিন্তু কিছু বিনাশহেতু প্রার্থনা কর। কারণ এতাদৃশ কোনও ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবে না, যে ব্যক্তি অন্তকের বশীভূত নহে। কিন্তু ভবাদৃশ সৎপুরুষগণ চিরজীবনকে দুঃখহেতু বিবেচনায় পরিতাপ করিয়া থাকেন। অনন্তর সেই দৈত্য, পিতামহের তাদৃশ অনুনয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে যে নারী সকল শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে যে নারী রত্নভূত (অর্থাৎ সেই সকল নারী অপেক্ষা যে নারী উৎকৃষ্ট) ও আমার জননী-সদৃশ এবং যে নারী কায় বাক্য ও মন দ্বারা অগম্য ও নৃলোক-দুর্লভ, তাহাকে কামনা

করিবে [illegible] করিবার [illegible] আমার [illegible]। পদ্মযোনি [illegible] তাহার [illegible] হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে দৈত্যরাজ! তুমি যে সকল প্রার্থনা করিলে, সে সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে। হে দৈত্যেন্দ্র! গাত্রোত্থান কর, অভীষ্ট সকল লাভ কর ও সর্ব্বদা পরাক্রমশালী হইয়া যুদ্ধ কর। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই দৈত্য বায়ু ও অস্থি-মাত্রাবশিষ্ট হইলেও পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে বিভো! শক্রদেহে প্রবেশ করিয়া, এতাদৃশ দেহে কিপ্রকারে যুদ্ধ করিব? অতএব প্রার্থনা করি, আপনি পবিত্র কর দ্বারা স্পর্শ করিয়া আমার এই দেহকে পুষ্ট ও বলশালী করুন। পদ্মযোনিও তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর কর দ্বারা তাঁহার শরীর স্পর্শ করিয়া, দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন। মুনি ও সিদ্ধগণ তৎকালে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। দৈত্যরাজও স্পৃষ্ট হইবামাত্র পুষ্টদেহ ও বলশালী হইলেন এবং [illegible] নেত্র ও সৌভাগ্যশালী হইয়া, হৃষ্টচিত্তে স্বনগরে প্রবেশ করিলেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি দানবগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া ও তিনি বরলাভ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে সমস্ত রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার ভৃত্য ও বশীভূত হইলেন। অনন্তর অনেক [illegible] সামগ্রী-সমবেত হইয়া, স্বর্গ জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন ও তথায় দেবগণকে পরাজয় করিয়া, ইন্দ্রকে করপ্রদ করিলেন। নাগ, সুপর্ণ, শ্রেষ্ঠ রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, গিরীন্দ্র, বৃক্ষ সকল, তৃণজাতি ও সিংহপ্রমুখ শ্রেষ্ঠ চতুষ্পদগণকে পরাজয় করিয়া সচরাচর এই ত্রৈলোক্যকে বশীভূত ও আজ্ঞাকর করিয়াছিলেন। [illegible] ও সুরূপা নারীগণকে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল হইতে আহরণ করিয়া, তাহাদিগের সহিত [illegible] পর্ব্বত ও নদীতটে বিহার করিতে লাগিলেন। সেই দানবেন্দ্র সেই মহিলাগণের [illegible] ক্রীড়া করত তাহাদিগের পীতাবশিষ্ট [illegible] পান করিয়া মত্ত হইতেন। দিব্য [illegible] ইচ্ছানুসারে প্রাপ্ত হইতেন এবং [illegible] পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ ও বিলেপন দ্বারা [illegible] শোভাশালী ও উত্তম গৃহযুক্ত [illegible] প্রাপ্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেন। [illegible] অতীত হইল। ৭০—৮২। সেই [illegible] সমর্থ হইলেন না। হতভাগ্য ও গতায়ুঃ দৈত্যরাজ [illegible] সময়ে [illegible] গমন করিলেন, তখন তাঁহার [illegible] বৎসর অতীত হইয়াছে এবং তথায় [illegible] মদ্যপানে পানমত্ত হইয়া, [illegible] সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং বিহার নিমিত্ত সেই [illegible] হইয়া, মোহনিকেতন তথায় বাসের নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন ও তথায় দৃঢ় ও দুর্জ্জয় পুর নির্ম্মাণ করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন, বিঘস ও হস্তী [illegible] সেই দানবরাজের তিনটী মন্ত্রী ছিলেন; তাঁহারা কোনও সময় অদ্ভুত মন্দরসানুতে ভ্রমণ করত অলৌকিক-রূপশালিনী কোনও নারীকে দর্শন করিয়া, অতি সত্বর দানবরাজের নিকট আগমন করিলেন ও যাহা দেখিয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত অবিকলরূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন,—হে দৈত্যরাজ! আমরা কোনও [illegible] ও নিমীলিত-নেত্র কোনও মুনিকে দেখিয়াছি, যাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজ করিতেছে, যাঁহার [illegible] ব্যাঘ্রচর্ম্ম-শোভিত, যাঁহার যৌবন [illegible] পাইতেছে, যাঁহার সকল অবয়ব [illegible] যাঁহার কপালমালাই আভরণ-স্বরূপ, যিনি [illegible] জটাধারী শূলহস্ত [illegible] মহাভুজ [illegible] ত্রিশূলী, কপর্দ্দী ও অক্ষসূত্রধারী। ৮৩—৯১। [illegible] দূরদেশে কোনও পুরুষকেও দেখিয়াছি, [illegible] সহিত ঘোরমুখ, করাল, [illegible] ও [illegible] শুক্লবর্ণ জীর্ণ বৃষভও তথায় বিরাজ করিতেছে। [illegible] কোনও রমণীকেও তাঁহার পার্শ্বে দেখিয়াছি, [illegible] পৃথিবীর রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যাঁহার [illegible] প্রবাল, মুক্তামণি, হেমরত্ন ও বস্ত্র দ্বারা আবৃত [illegible] মাল্যধারিণী ও চন্দনচর্চ্চিতা। যে [illegible] দেখিয়াছে, তাহারই নেত্র ধন্য; এই [illegible] সকল দেখার কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা [illegible] করি, সেই দিব্য রমণী সেই মুনিরই ভার্য্যা হইবে। দৈত্যরাজ তাহাদিগের এইরূপ বাক্য [illegible] কামবাণে বিদ্ধ হইলেন ও দুর্য্যোধন [illegible] তাহাকে মুনির নিকটে প্রেরণ করিলেন। [illegible] সেই অপ্রমেয় মুনির নিকট [illegible] প্রার্থনা-বাক্য বলিতে লাগিলেন,—[illegible] কাহার পুত্র, কি নিমিত্ত [illegible] করা সঙ্গত নহে। পুণ্যতমা জাহ্নবীর [illegible]

অনন্তর তিনি কুপিত হইয়া, দক্ষিণাঙ্গ হইতে সর্পদ্বয় সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা হইতে বিষ ও দহনপুঞ্জ নির্ম্মাণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান্ শম্ভুর বর্ণদেশ হইতে দেবী নির্গতা হইলেন; তাঁহার চরণযুগল দ্বারা পৃথিবী অলঙ্কৃত হইল। দেবগণও সমবেত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষুধার্ত্তা দেবী ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই দানব-সৈন্য ও তাহাদিগের শোণিত সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। দানবরাজ একমাত্র অবশিষ্ট রহিল; তাহার দেহে শোণিতের বিন্দুমাত্র রহিল না, তথাপি সে কৌশিক ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই। অশনি-সদৃশ তলাঘাত, জানু, চরণ, নখ, মুখ, বাহু ও মস্তক দ্বারা গিরিশকে আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর প্রমথপতি কর্ত্তৃক ত্রিশূল দ্বারা বিদ্ধ হইয়া, বিদীর্ণ-হৃদয় হইল ও ত্রিশূলপ্রোত হইয়া, ছত্রের ন্যায়, আকাশমার্গে অবস্থিতি করিতে লাগিল, তাহার দেহ সূর্য্য-কিরণে শুষ্ক হইয়া জীর্ণ হইতে লাগিল, তথাপি দানবরাজ প্রাণত্যাগ করে নাই, তদবস্থাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, দেবগণ প্রীত হইয়া মহাদেবকে যথাবিধি পূজা করিলেন ও নানাবিধ স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। মহাদেবও সম্মানপূর্ব্বক দেবগণকে বিদায় দান করিয়া আত্মীয়ের সহিত হৃষ্টচিত্তে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পার্ব্বতীকে আনন্দিত ও বীরককে ভয়ঙ্কর বিষম-দানবের বদন হইতে মুক্ত দেখিয়া, অত্যন্ত আনন্দ-সহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৯১—২০৮।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—সেই মহর্ষিগণ উক্তরূপ ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—সেই ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষণ যুদ্ধে দৈত্যপতি শুক্র ত্রিপুরারি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াও, কিরূপে রক্ষা পাইয়াছিলেন? মহাদেবের জঠরানল প্রলয়কালে প্রলয়াগ্নি স্বরূপ হইয়া সকল জগৎ দাহ করিয়া থাকে; সেই অনল কি হেতু শুক্রকে উদর মধ্যে প্রাপ্ত হইলেও দগ্ধ করে নাই? ধীমান্ ভার্গব কিরূপে শম্ভুর জঠর-পঞ্জর হইতে নির্গত হইলেন ও কিরূপে তাঁহাকে আরাধনা করিয়া, তাঁহার প্রসাদপাত্র হইলেন এবং অন্ধক শূল হইতে নির্গত হইয়া কিরূপে গাণপত্য লাভ করিলেন?—এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। আপনি আমাদিগের নিকট এই সকল বিষয় বিস্তার করিয়া বর্ণন করুন। অনন্তর সেই ভগবান্ কালিকাপুত্র জনমেজয়-যজ্ঞে মুনিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল অবিকলরূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—সেই মহাযুদ্ধে ত্রিপুরারি যখন ভার্গবকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তখন ভার্গব তুষার ও শশীর ন্যায় শীতল, তাপনিবারিণী ও মৃত্যুঞ্জয়া বিদ্যা জপ করিতেছিলেন। তজ্জন্য তৎকালে জঠর মধ্যে তাঁহার বিনাশ ঘটে নাই। ভার্গব তৎকালে যে বিদ্যাবলে রক্ষা পাইয়াছিলেন, আমি মহামৃত্যু-প্রশমনী ও সিদ্ধিদায়িনী সেই মৃত্যুঞ্জয়া বিদ্যাকে পারম্পর্য্যক্রমে অবগত হইয়া তোমাদের নিকটে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।* দৈত্য-গুরু শুক্র এই মন্ত্র জপ করিয়া, শম্ভুর জঠর-পঞ্জর হইতে, উৎকট রেতের ন্যায়, লিঙ্গমার্গ দ্বারা নির্গত হইলেন। ১—১১। গৌরী তাঁহাকে পুত্রার্থে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি গৌরীর প্রসাদে অবিলম্বেই মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। এইরূপে বহুদিন অতীত হইল। তিন সহস্র বৎসর অতীত হইলে, সেই বেদনিধি শুক্র পুনর্ব্বার মহেশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং জরারহিত ও অমর হইয়া দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ব্যাস বলিলেন,—একদা মহেশ্বর ভ্রমণ করিতে করিতে দানবরাজ অন্ধককে দেখিতে পাইলেন। তিনি তখন শূলপ্রোত ও শীর্ণকায় হইলেও ধৈর্য্য সহকারে মহেশ্বরের ধ্যান করিতেছিলেন। দানবরাজ এইরূপে মহেশ্বরের "মহাদেব, বিরূপাক্ষ, চন্দ্রার্দ্ধশেখর, অমৃত, শাশ্বত, স্থাণু, নীলকণ্ঠ, পিনাকী, বৃষভাক্ষ, মহাজ্ঞেয়, পুরুষ, সর্ব্বকামদ, কামারি, কামদহন, কামরূপ, কপর্দ্দী, বিরূপ, গিরিশ, ভীম, স্রগ্বী, রক্তবাসাঃ, যোগী, কালদহন, ত্রিপুরঘ্ন, কপালী, গূঢ়ব্রত, গুপ্তমন্ত্র, গম্ভীর, ভাবগোচর, অণিমাদিগুণশালী, ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদায়ক, বীর, বীরহা, ঘোর, বিরূপ, মাংসল, পটু, মহামাংস, বলোন্মত্ত, ভৈরব, পরমেশ্বর, ত্রৈলোক্যভাবন, লুব্ধ, লুব্ধক, যজ্ঞসূদন, মণ্ডখাদুরক্ত, উন্মত্ত, কৃত্তিবাসাঃ, গজচর্ম্মবসন, ক্ষুব্ধ, সর্প-ভূষণ, আলম্বনদাতা, বেতাল, শাকিনীপূজিত, অঘোর, দৈত্যঘ্ন, ঘোরঘোষশালী, বনস্পতি, ভস্মাঙ্গ, জটিল, শুদ্ধ, ভেরুণ্ডসেবিত, ভূতেশ্বর, ভূতনাথ, পঞ্চভূতাশ্রিত, খগ, ক্রোধী, নিষ্ঠুর, চণ্ড, চণ্ডীশ, চণ্ডিকাপ্রিয়, চণ্ড, মুণ্ড, গরুত্মান্, নিস্ত্রিংশ, শবভোজন, লেলিহান, মহারৌদ্র, মৃত্যু, মরণাগোচর, মৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ, শ্মশানারণ্যবাসী, রাগস্বরূপ, বিরাগ, রাগান্ধ, বীতরাগ, শতার্চ্চি, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বাসবানুজ, সত্য, অসত্য, সদ্রূপ, অসদ্রূপ, অহেতুক, অর্দ্ধনারীশ্বর, ভানুকোটিসদৃশ-প্রভা-শালী, যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, রুদ্র, ঈশান, বরদ ও শিব" উক্তবিধ

---

* মন্ত্র বা তদর্থ প্রকাশ করা অনুচিত, অতএব মূল দ্রষ্টব্য। অনুবাদক

মহেশ্বর শুভমূর্ত্তি একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিয়া, সেই মহাসঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ১২—২৮। ভগবান্ কপর্দ্দী দানবরাজের অলৌকিক তপস্যা সন্দর্শনে তুষ্ট হইয়া, তাহাকে শূলাগ্র হইতে অবরোপিত করিলেন ও তাহার দেহে অমৃতবর্ষণ করিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমি তোমার দম, নিয়ম, শৌর্য্য ও ধৈর্য্য সন্দর্শন করিয়া অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর; আমি এইরূপে আরাধিত হইয়া লোক সকলকে নিষ্পাপ করি ও তাহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকি। আমার বিবেচনায় তুমিই বরদানের উপযুক্ত পাত্র, কারণ এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যক্তি এরূপ কঠোর তপস্যা আচরণ করে নাই; অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই দান করিব। হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলেও তিন সহস্র বৎসর প্রাণ ধারণ করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছ, তদ্দ্বারাই তুমি চিরসুখী হইবে। দানবরাজ, মহেশ্বরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জানুদ্বয় ভূমিতে সংস্থাপিত করিল ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, কম্পমান-কলেবরে তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—হে ভগবন্! আমি পূর্ব্বে মোহনিবন্ধন হইয়া আপনাকে জানিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লোকগর্হিত যে সকল কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি ও কাম-দোষে দূষিত হইয়া পার্ব্বতীর প্রতি যে সকল দুষ্ট-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, সে সকল মনে করিবেন না; সাধুগণ দুঃখিত ব্যক্তির উপর দয়া করিয়া থাকেন; কৃপণ দীন ও ভক্ত-ব্যক্তি বিশেষতঃ দয়ার পাত্র। হে মহাদেব! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন, কারণ আমি অত্যন্ত কৃপণ, দুঃখিত ও আপনার ভক্ত; আমাকে উদ্ধার না করিলে আপনার নাম কলঙ্কিত হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। ২৯—৩৮। জগতের মাতৃস্বরূপ পার্ব্বতী দেবীও আমার উপর ক্রোধ পরিত্যাগ করুন এবং প্রসন্ন হইয়া, কৃপা কটাক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি আপনাদিগের ক্রোধের উপযুক্ত পাত্র নহি, সমকক্ষ ব্যক্তির উপরই ক্রোধ করা বিধেয়। আমি অতি নিকৃষ্ট, আপনি অত্যন্ত উদার ও কামবর্জ্জিত। দেবীও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত। সুতরাং আপনাদিগের সহিত আমার তুলনা কোনরূপে হইতে পারে না। আমার উপর মন্যুবশ হইবেন না, আমি কদাচ পুনর্ব্বার এরূপ গর্হিত কার্য্য করিব না। কাম-ক্রোধাদি-বর্জ্জিত, জরা-মৃত্যু-রহিত, সংগ্রামদক্ষ, মহাবলশালী বীরক যেরূপ আপনাদিগের চিরপুত্র-স্থানীয়, আমিও সেইরূপ আপনাদিগের পুত্রস্থানীয় হইতে ইচ্ছা করি। আমার শরীরও তুষার মুক্তাহার, শীতাংশু, শঙ্খ ও কুন্দের ন্যায় শ্বেতত্ব লাভ করুক; নেত্রদ্বয় প্রত্যহ পার্ব্বতী দেবীর চরণাম্বুজ সন্দর্শন করুক, আপনার [illegible] সকল [illegible]। মাতৃস্বরূপী পার্ব্বতীকেও যেন [illegible] গৌরবসহকারে প্রত্যহ সন্দর্শন করিতে পারি। আর আত্মা শান্তি-গুণশালী হইয়া যোগচিন্তায় নিরত হউক এবং আপনাদিগের, দেবতাদিগের ও প্রমথদিগের সহিত যেন নির্ব্বৈরচিত্তে প্রত্যহ বাস করিতে পারি। বিরুদ্ধ দানবজাতি আর যেন স্মৃতিপথে আবির্ভূত না হয়। দানবরাজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিল এবং পার্ব্বতী ও মহাদেবকে একমনে ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর রুদ্রদেব দানবরাজকে প্রসন্ননেত্র দ্বারা সন্দর্শন করিবামাত্র পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল ও আপনার অদ্ভুত জন্ম তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। অনন্তর সেই সকল বৃত্তান্ত স্মৃত হইলে পর, দানবরাজের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি মাতৃ ও পিতৃস্বরূপ পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, কৃতার্থতা লাভ করিলেন এবং পার্ব্বতী ও ধীমান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক মস্তকদেশে আঘ্রাত হইয়া, সন্তুষ্ট চন্দ্রশেখরের প্রসাদে অভীষ্ট সকল লাভ করিলেন। তোমাদিগের নিকট অন্ধকাসুরের পুরাতন বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিলাম। মৃত্যুবিনাশক মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রও বর্ণিত হইল, যাহা যত্নপূর্ব্বক পঠিত হইলে, কামফল সকল প্রদান করিয়া থাকে। ৩৯—৫০।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুনি সকল বলিলেন,—পতিব্রতা, অশেষজীবের ধাত্রীস্বরূপা, সত্যব্রতশালিনী ও তপোন্বিতা সেই ভগবতী পার্ব্বতী দেবী, কি নিমিত্ত আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, কি নিমিত্তই বা ভগবান্ স্বয়ম্ভু তৎকালে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন? এই সকল বিষয় আপনি যতদূর জানেন, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন। সতীকুলশিরোমণি ও গৌরবশালিনী কালীর প্রভাব সাধারণ নহে, তাহা শিবলিঙ্গের ন্যায় পূজ্যতম, ইহা লোকপরম্পরায় আমরা শ্রবণ করিয়াছি। সূত বলিলেন,—যৎকালে, যৎপরিমিত শুভ ও অশুভাত্মক কর্ম্ম সকল, যাহা হইতে, যদ্দ্বারা ও যে প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎকালে, তৎপরিমিত সেই সকল কর্ম্ম, তাহা হইতে, তদ্দ্বারা ও সেই প্রকারে কৃতান্তের (দৈবের) বশীভূত হইয়া, তদনুসারে প্রবৃত্ত হয়, ইহা প্রাণী মাত্রের অবিদিত নাই। কোনও সময়ে রুদ্র [illegible] [illegible] [illegible] অবস্থিত হইয়া, চারুরূপা, অলঙ্কার-ভূষা, স্বর্ণ [illegible] ন্যায় কান্তিশীলা ও চন্দ্রমুখী দাক্ষায়ণীকে বর্ণন করিয়াছিল। তাঁহাকে বর্ণন করিবামাত্র তাঁহার হৃদয় কামবাণে বিদ্ধ হইল; আর যে [illegible] পারিল না। কি উপায়ে তাঁহাকে [illegible] [illegible]

এই চিন্তাই তাহার বলযুক্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর হতভাগ্য সেই দানব [illegible] দ্বারা বিবর্ণ হইলেও পাপাত্মা পাপ-কামনায় অযুত বৎসর তপস্যা করিয়াছিল। তৎকালে কোনও বস্তুতে তাহার মমতা ছিল না এবং সে অনাহার নিবন্ধন পাষাণের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর কোনও সময় পদ্ম-পলাশের ন্যায় কান্তিশালী ভগবান্ পদ্মযোনি প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে বলিলেন,—হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি কি নিমিত্ত এইরূপ ঘোর তপস্যা আচরণ করিতেছ, সে সকল আমার নিকট প্রকাশ কর, সঙ্কোচ করিও না। দৈত্যরাজ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, সে সময় তাহার নেত্রদ্বয় ধ্যান বশত নিমীলিত হইয়া ছিল। পার্ব্বতী তুষ্টচিত্তে আমার ভার্য্যাত্ব স্বীকার করুন। মহাদেব যেন চিরদিনের জন্য আমার বশ্য থাকেন। দেবগণ রুষ্ট হইলেও যেন আমার কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারেন এবং স্ত্রীদিগের নিকট কদাচ ভীত না হই। স্ত্রী সকল অত্যন্ত মুগ্ধ ও বলহীন, ইহাদিগের ধৈর্য্যের স্থিরতা নাই ও পরাক্রম প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। ইহারা একবারে বীর্য্যহীন, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পদ্মযোনি ব্রহ্মা এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন,—রে অনার্য্য দানব! তোমার প্রার্থনা কখনও ফলবতী হইবে না। কারণ পার্ব্বতী দেবী জগতের মাতৃস্বরূপা, এবং লোকত্রয় ও কালত্রয়ে পূজ্যা। ভগবান্ শঙ্করও অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন নাই। ১—১০। ভগবান্ শম্ভু যদি অনায়াসে পার্ব্বতীকে লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কি অপর স্ত্রীতে উপগত হইতেন না এবং জাহ্নবী, ইন্দুলেখা ও সন্ধ্যা দেবীকে মস্তক দ্বারা ধারণ করিতেন না? পার্ব্বতীর দুর্লভত্বনিবন্ধনই তিনি সর্ব্বদা তাঁহার মাত্র কেবল অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং তিনি (মহেশ্বর) নানাবিধ স্ত্রী সকলকে বিবিধ উপায় সকল অবলম্বন করিয়া প্রিয়-বাক্য দ্বারা রঞ্জিত করিতেন না। অতএব উক্তরূপ বর-প্রার্থনা হইতে বিরত হইয়া গমন কর। যদি তোমার সুস্থ চিত্তে বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে অপ্সরাদিগের সহিত ক্রীড়া কর; উক্তরূপ বাক্য আর মুখে আনিও না। [illegible] ব্যক্তি যেরূপ [illegible]-লোভে আকৃষ্ট হইয়া, একবারে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করত অত্যন্ত দুঃখসহকারে কাল যাপন করে, তুমিও সেইরূপ পার্ব্বতী-লোভে আকৃষ্ট হইয়া [illegible] এককালে তাঁহাকে দর্শন কর [illegible] [illegible]-নিবৃত্ত [illegible] পার্ব্বতীদেবীর [illegible] হইতে নিবৃত্ত হও। মহাত্মা প্রজাপতি উক্তরূপ বাক্য বলিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি গমন করিলে পর, দানবেন্দ্র [illegible] সেই স্থানে তপস্যা [illegible] করিতে লাগিল। তৎকালে [illegible] দানবরাজের [illegible] দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। ভগবান্ পিনাকীও সেই [illegible]-দগ্ধ হইয়া, পার্ব্বতীর সহিত [illegible] ভয়ে [illegible] দেশান্তরে পলায়ন করিলেন। অনন্তর গৌরীদেবী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি নিমিত্ত [illegible] করিতেছেন? এই [illegible] দ্বারা [illegible] এবং কি নিমিত্ত এই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছেন, ইহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করুন। ভগবান্ চন্দ্রশেখর পার্ব্বতীদেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে প্রিয়ে! শ্রবণ কর। এই রুরু নামক দানব তোমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া এইরূপ কঠোর তপস্যা আচরণ করিতেছে ও তন্নিবন্ধনই এই স-চরাচর বিশ্বকে তপস্যা দ্বারা দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে, আমি এই বিষয়ের জন্য তোমাকে অনুরোধ করিতে পারিব না; তুমি যদি ইহার কোনও প্রতিবিধান করিতে পার, তবে তদ্বিষয় যত্ন করিতে অতি শীঘ্র প্রবৃত্ত হও। হে সুশীলে! আমি তোমার নিকট করযোড় করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই চরাচর বিশ্ব, আমাকে ও আত্মাকে রক্ষা কর ও এইরূপ অনুচিত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আমার উপর কোপ করিও না। অরণ্যস্থিত সেই তাপসের নিকট গমন করিয়া অসাধারণ সৌন্দর্য্য দ্বারা তাহাকে বিমোহিত করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তাহার নিয়মভঙ্গ হইবে, তপস্তেজও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে ন্যূন হইয়া পড়িবে। সেই গৌরী তৎকালে স্বামীর সেইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অনার্য্য-শঙ্কায় কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। ১১—২০। অনন্তর দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া মহেন্দ্রাচল-সদৃশ মন্দরাচলে গমন করিলেন ও দানবরাজকে প্রচণ্ডমুষ্টি দ্বারা আঘাত পূর্ব্বক নিজের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর আয়ত চর্ম্ম দ্বারা গাত্র-যষ্টি বেষ্টিত করিয়া, [illegible] পাইলেন; তৎকালে তাঁহার গাত্র [illegible] ও বাহু অত্যন্ত বিদারিত ছিল; সেই পার্ব্বতী [illegible] চর্ম্ম দ্বারা কটিদেশ আবৃত করিয়া, সেই [illegible] অবলীলাক্রমে আঘাত করিলেন। [illegible] কেশপাশ [illegible] সিক্ত [illegible] জন্য আকারের বিকৃতি অত্যন্ত [illegible]। সেই দেবী তৎক্ষণাৎ [illegible] দানবরাজের বক্ষঃস্থলে [illegible] প্রহার ও মুষ্টিঘাত দ্বারা [illegible] প্রলয়কালীন মেঘের [illegible] করিতে লাগিলেন [illegible] করিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইবে না, তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! তুমি [illegible]

কঠোর তপস্যা আচরণ করিতেছিলে, আমি সেই গৌরী তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তোমার যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, তাহা আদেশ কর, আমি তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিব। তোমার আর পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, অভিলষিত সকল ব্যক্ত কর, সঙ্কোচ করিও না। হে দানবেন্দ্র! তুমি আর অধিক তপস্যা করিয়া কি করিবে? শ্রেষ্ঠ মনোরথের সফলতা সম্পাদন কর। অনন্তর দৈত্যরাজ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিল ও তাদৃশী দেবীকে দর্শন করিবামাত্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। কিয়ৎপরে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া দেবীকে বলিতে লাগিল,—হে কালরাত্রিস্বরূপিণি! তোমার আকার যেরূপ কদর্য্য দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, তুমি কদাচ গৌরী নহ; কারণ গৌরী অতিশয় চারুরূপা ও স্তনভারনম্রা। তাঁহার মুখ চন্দ্রের ন্যায়, বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় ও বাহুদ্বয় মৃণালের ন্যায়, সুতরাং তাঁহার সহিত তোমার তুলনা কোনরূপে হইতে পারে না, তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ; অতএব যথেচ্ছ গমন কর, আমি তোমাকে আহ্বান করি নাই। আমি তপোগ্নি দ্বারা ত্রিজগৎ দগ্ধ করিতেছি, ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? তুমি স্ব স্থানে গমন কর। অথবা আমা কর্ত্তৃক সেবিত না হইয়া যাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে অবিলম্বেই প্রেত-পতি-সমীপে প্রেরণ করিব। অনন্তর সেই দানবরাজ উক্তরূপ বাক্য বলিয়া, যোগসিদ্ধা সেই গিরিরাজ-পুত্রীকে গদা দ্বারা আঘাত করিল; দেবীও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দানবরাজকে মুষ্টি দ্বারা আহত করিলেন। এইরূপে পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল; কিয়ৎক্ষণ পরে দানবরাজ পাষাণ-বৃষ্টি, উৎপাটিত বৃক্ষ ও পর্ব্বতসমূহ এবং জলবৃষ্টি, অগ্নিবৃষ্টি ও ঘোরতর বিষ-বমনশীল বিবিধ সর্পসমূহ দ্বারা দেবীকে আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রূরকর্ম্মশীল সিংহ প্রভৃতি জন্তুর ভক্ষণকারী সেই দানবরাজ পার্ব্বতী কর্ত্তৃক দন্ত ও নখ দ্বারা বিদারিত হইয়া দুর্নিবার্য্য মায়াজাল বিস্তার করিল এবং স্বকীয় রুধিরপ্রবাহ-সম্ভূত ও আত্মানুরূপ অসংখ্য দানবগণকে সৃষ্টি করিল। তাহাদিগের রূপের ইয়ত্তা ছিল না; দংষ্ট্রাসমূহ অতিশয় ভীষণ ছিল, রূপগত বিকৃতিও যতদূর হইতে পারে, তদপেক্ষা ন্যূন ছিল না; প্রতাপও অনুপম ছিল। অনন্তর উমাদেবী সেই অপার সৈন্যসাগর দর্শন করিয়া স্বকীয় দেহ হইতে অসংখ্য বিকৃত-রূপশালী ও ভীষণ স্ত্রী-সৈন্য সৃষ্টি করিলেন; তাহারা সৃষ্ট হইবামাত্র শত্রুসৈন্যভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। রিপুসৈন্যগণ, চণ্ডিকা কর্ত্তৃক অভিনব সৃষ্ট স্ত্রীসৈন্য দ্বারা ভক্ষিত হইয়া, ক্ষণকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া পড়িল। দানবগণের রুধির সকল নিঃশেষরূপে পীত হইলে পর আর নূতন দানব কেহ উৎপন্ন হয় নাই। অনন্তর প্রমত্তা গৌরী তাহাদিগের প্রভূত রুধির ও দৈত্যরাজের মায়া পান করিয়া সকল বিষয় হৃদয়ে সংস্থাপনপূর্ব্বক মায়াপতাকাচ্ছন্ন ও অদ্ভুত-দর্শনশালী এক দানবের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; অনন্তর মায়াবী সেই দানব তদ্দর্শনে অত্যন্ত কুপিত হইল ও প্রচণ্ড বায়ুর অনুকরণ করিয়া, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত ত্রিলোকীতে অতি সত্বর বিচরণ করিতে লাগিল; পুনর্ব্বার আকাশ ও স্বর্গে গমন করিল এবং ক্ষণকাল মধ্যেই পুনর্ব্বার পাতালতলে গমন করিল। অনন্তর অপ্রমেয় সেই দানব, গৌরীর বঞ্চনা নিমিত্ত কালানলনাশ্য এই জগতের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পার্ব্বতীও অত্যন্ত খিন্ন হইয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত অতিশয় স্থূলরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার বিক্রম অত্যন্ত অদ্ভুত এবং দীপ্তিপুঞ্জ প্রকালয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় ছিল, কোনও ব্যক্তি তাঁহার প্রমাণের ইয়ত্তা করিতে পারে নাই; ভগবান্ পিতামহও তাঁহার রোমকূপের পরিমাণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। ২১—৩১। যে ব্যক্তি সেই সমগ্র-রূপের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারে, তাদৃশ ব্যক্তি ইহ-জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই ও করিবে না। এই ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মধ্যে বদর, অণ্ড ও কণের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে, এই জগৎত্রয় যাঁহার বদন মধ্যে বিলীন হইলে পর সংহারক রুদ্রাদি ও পালক শিবাদিও যাঁহার মধ্যে কণের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকেন, দানবেন্দ্র তাঁহার সমীপে অবস্থিত হইয়া পদ হইতে পদান্তরও গমন করিতে সমর্থ হয় নাই। অদ্ভুত ও প্রচণ্ড-বীর্য্যশালী দানবরাজ গৌরী কর্ত্তৃক ভুজ দ্বারা গৃহীত হইবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল; গৌরীও অবসর পাইয়া বজ্রসন্নিভ নখাঙ্কুশ দ্বারা তাহার মস্তকচ্ছেদ করিলেন। অনন্তর দেবী, দানবরাজের সকল শরীর কৃত্তি (চর্ম্ম) দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। তাহার দেহ তৎকালে বুদ্বুদযুক্ত দানবীয় রুধির ও শত শত শিরা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। গৌরীও মুহুর্মুহুঃ উষ্ণ ও অত্যন্ত হৃদ্য দানবীয় রুধির ও মাংস সকল ভক্ষণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; তৎকালে তাঁহার হস্তে নর-কপালমাত্র ছিল। অসংখ্য-গণবেষ্টিত ভগবান্ পিনাকী তাদৃশ রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার প্রতীক্ষায় যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, ভগবতী গৌরী হৃষ্টচিত্তে তথায় আগমন করিলেন। ভগবান্ পিনাকীও তাঁহাকে দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং পার্ব্বতী-কর্ত্তৃক নিবেদিত সেই দানবীয় রুধির সকল অঙ্কেতে সংস্থাপিত করিয়া ইচ্ছানুসারে পান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রুধিরপানে মত্ত হইয়া পার্ব্বতীকেও সেই রুধির আকণ্ঠ পান করাইলেন। আপনিও স্বকীয় দেহ তাঁহার দেহে নিহিত করিয়া তাঁহার পীতাবশিষ্ট রুধির সকল পুনর্ব্বার পান করিতে লাগিলেন।

তৎকালে পিনাকীর দেহ পূর্ব্বনিহত গজেন্দ্র, সিংহ ও দানবরাজের রুধির দ্বারা অনুলিপ্ত হইলে পর, তিনি কিংশুক-পুষ্পময় কুঞ্জবিশিষ্ট হিমাচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর বিশাল, লোল ও আয়ত-নেত্র-শালিনী পর্ব্বত-রাজপুত্রী অদ্ভুত খেলার নিমিত্ত সিংহচর্ম্ম ও অতি বিশাল গজচর্ম্ম মহাদেবকে প্রদান করিলেন। ভগবান্ পিনাকীও সেই মৃগেন্দ্রচর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কটিদেশে সংস্থাপিত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ স্মরারি সেই নাগেন্দ্রচর্ম্ম কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা স্বকীয় শরীর আচ্ছাদিত করিলেন, দেবীও দানবীর চর্ম্ম দ্বারা আপনার দেহ আবৃত করিয়া সখীগণের সহিত আনন্দসহকারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঋষি, সিদ্ধ, সুর, অসুর, মানুষ ও কিন্নরগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মাও দেবীকে পূজা করিয়া ত্রৈলোক্য রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী তাদৃশ ভীষণ রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় মনোহর রূপ ধারণ করিয়া হরের সহিত আনন্দিতচিত্তে বিহার করিতে লাগিলেন; হরও সেইরূপ দেবীর সহিত বিহার করত অত্যন্ত আনন্দসহকারে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ৪০—৫২।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুনে! এই যে সংসার, ইহা ত প্রথম সৃষ্টি হইতেই শিবাত্মক ও শক্ত্যাত্মক অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষময়। হে সূত! মায়া ও সাধ্বস হেতু কিংবা গুণ ও দোষ হেতু এতদুভয়ের মধ্যে প্রধান কে? হে বাগ্মিশারদ! এই আমাদের হৃদয়স্থ সংশয় ছেদন কর। সূত কহিলেন, লোকে স্ত্রীলোকেরই যে গুণ, দোষ ও মায়া অত্যধিক, তাহা প্রত্যক্ষতই দৃষ্টিগোচর হয়; ইহার যে রহস্য, তাহা ব্যক্ত করিতেছি; শ্রবণ করুন। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যাবতীয় স্ত্রী ও পুরুষ আছে, সকলের অঙ্গেই বাসপ্রভৃতি সহস্র নাড়ী আছে। তন্মধ্যে যে নাড়ী অবক্তা, তাহাই গর্ভসংস্থিতা নাড়ী, তাহার মধ্যেই পুরুষ জন্মগ্রহণ করে; সেই নাড়ী থাকাতেই স্ত্রীলোকেরা গর্ভধারিণী বলিয়া কথিত হয়। তথাপি পুংচিহ্নধারী মানবগণ তাহার গুণ, দোষ বা মায়া দ্বারা অধিক নহে এবং যখন স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গম হইতেই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন উভয়-নিষ্ঠতা নিবন্ধন তৎজাত সন্তানে স্ত্রী-পুরুষ ভাবের একত্র সমাবেশ থাকে না; অথচ লোকে স্ত্রীলোকেরাই নিত্য পুরুষগণ-কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হয়, সুতরাং তাহারাই প্রধান। অতএব এ বিষয়ে একটী ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ করুন। এই ইতিহাসটী স্ত্রীলোকের মায়া-বিভূষিত, অনুরূপ, পবিত্র ও শ্রোত্রসুখাবহ। পূর্ব্বকালে ভগবান্ হর বাণাসুর-নগরে দেবতা ও অসুরগণের সহিত সমবেত হইয়া, রমণীয় শোণ নামক নদের তীরদেশে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তৎকালে তথায় আগমন করিয়া নৃত্য ও হাস্য করিতে লাগিলেন; মুনিগণও তাঁহাকে প্রণাম ও অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ধ্যান ও স্তব করিতে লাগিলেন। প্রমথ সকল আপনার অবয়ব কম্পিত করিতে লাগিলেন। ঋষি সকল হোম করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ তথায় সমাগত হইয়া, শঙ্কর-সম্বন্ধিনী রতিকে সন্দর্শন করিলেন। নাস্তিক সকল বিনষ্ট হইল; শত্রু সকল ম্লান হইল; ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ ভগবানের অভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন; বিভীষক সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল; মহাদেবের উপর ভক্তিশালী লোকদিগের সংসার-দোষ বিনষ্ট হইল; প্রজা সকল তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় নির্বৃতি লাভ করিলেন। মুনি ও সিদ্ধগণ স্ত্রীদিগের বিচেষ্টিত (নৃত্যাদি) সন্দর্শন করিয়া ধৈর্য্য হইতে প্রচ্যুত হইলেন। ঋতুগণ সমবেত হইয়া স্ব স্ব কালোচিত পুষ্পসমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করত সেই স্থানের অধিকতর রমণীয়তা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। মৃদুল বায়ু সকলও পুষ্পসমূহের কেশরসংসর্গে ধূসরবর্ণ হইয়া বহিতে লাগিল। মৃগ-সমূহও ইতস্ততঃ বিচরণ করত শব্দ করিতে লাগিল। কোকিলগণও শাখার উপর নিষণ্ণ হইয়া, পুষ্পভার-নিবন্ধন অবনত বৃক্ষদিগের পরাগ সকল পান করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল; সেই গানধ্বনি তৎকালে বন ও উপবনস্থিত লোকদিগের অত্যন্ত মধুর ও কামোদ্দীপক হইয়াছিল। ১—১৫। অনন্তর ভগবান্ চন্দ্রশেখর ক্রীড়া করিতে করিতে অনির্জ্জিত কামদেব কর্ত্তৃক উন্মাদিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নন্দীকে আদেশ করিলেন,—হে বানরানন! তুমি আমার আদেশানুসারে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিয়া, কৃতমণ্ডনা গৌরীকে আমার নিকট শীঘ্র আনয়ন কর। নন্দী মহাদেব কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন কৈলাসে গমন করিয়া, পার্ব্বতীর নিকট প্রভুর আদেশবাক্য বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! ভগবান্ ত্রিলোচ আপনাকে সুসজ্জিতাবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন অতএব আপনি সুসজ্জিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার নিক গমন করুন; বিলম্ব হইলে তিনি আমাকে অকর্ম্মণ্য মিথ্যাবাদী বিবেচনা করিবেন। অনন্তর ভগবতী গৌরী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সজ্জিত হইতে আর করিলেন। নন্দিকেশ্বরও দেবীর নিকট এই কথা বলি পবনের ন্যায় অতি বেগে প্রভুর নিকট আগমন ক লেন। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে একাকী প্রত্যাগ

দেখিয়া, পুনর্ব্বার আদেশ করিলেন, পার্ব্বতীকে অতি শীঘ্র আনয়ন কর। নন্দিকেশ্বর "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিলেন ও সুলোচনা গৌরীর নিকট গমন করিয়া, প্রভুর আদেশ অবিকলরূপে বর্ণন করিতে লাগিলেন,—হে দেবি! আপনার ভর্ত্তা কৃতবেশা ও মনোহারিণী আপনাকে অতি শীঘ্র সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। নন্দী এই কথা বলিয়া প্রস্থিত হইলে পর, অপর স্ত্রী-পঞ্চকও তাঁহার বাক্যানুসারে ভগবানের নিকট গমন করিলেন। তৎকালে তাঁহার কামপীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৬—২২। অপ্সরোগণও সমবেত হইয়া, পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন,—এই ভগবান্ পিনাকী কামারি হইলেও কামকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া, অনুরাগনিবন্ধন যাঁহার দর্শন নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন, সেই নিতম্বিনী পার্ব্বতী, মাতৃ-প্রমুখ দিব্য নারীগণের রাজ্ঞী-স্বরূপা, কোনও স্বর্গীয় রমণীর তাঁহার সহিত তুলনা হইতে পারে না; কারণ তাঁহার রূপ ও বিলাসাদি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তন্নিবন্ধনই কামদেব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া, মহাদেবকে বিদ্ধ করিতেছেন; নচেৎ তিনি ইঁহার কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করিতে সমর্থ হইতেন না। অপ্সরোগণ আদরের সহিত পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—দাক্ষায়ণী ব্যতিরেকে কোন্ স্ত্রী ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে? কুষ্মাণ্ড-দুহিতা চিত্রলেখা অপ্সরোগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইলেন ও "আমি গৌরীর রূপ ধারণ করিয়া ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারি, যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিতে পারে। দেবীর সখীগণের রূপ ধারণ করা কঠিন নহে" এইরূপ বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। অনন্তর নারায়ণের ঊরু-সমুত্থা উর্ব্বশী বৈষ্ণবযোগ অবলম্বন করিয়া, নন্দিকেশ্বরের রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর অন্যান্য অপ্সরোগণ উর্ব্বশীর রূপ পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিয়া, স্ব স্ব রূপ পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘৃতাচী কালীরূপ ধারণ করিলেন; বিশ্বাচী চণ্ডিকারূপ ধারণ করিলেন; প্রম্লোচা সাবিত্রীরূপ ধারণ করিলেন; মেনকা গায়ত্রীরূপ ধারণ করিলেন ও সহজন্যা জয়ারূপ, পুঞ্জিকস্থলী বিজয়ারূপ এবং ক্রতুস্থলী বিনায়করূপ যথাক্রমে ধারণ করিলেন। তাঁহাদিগের রূপ সকল তৎকালে এরূপ অবিকলভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, কোনও ব্যক্তি তাঁহাদিগের কৃত্রিমতা অনুমান করিতে পারেন নাই। অনুক্ত অপ্সরোগণও অনুক্ত মাতৃগণের রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর কুষ্মাণ্ডদুহিতা চিত্রলেখা তাঁহাদিগের রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া, বৈষ্ণব-আত্মযোগ, শিল্প-কৌশল ও অনুকরণ-নৈপুণ্য নিবন্ধন দিব্য ও অত্যদ্ভুত পার্ব্বতীর রূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার চরণদ্বয় তৎকালে রক্তাব্জসন্নিভ হইয়া সাতিশয় লালিত্য ধারণ করিল এবং [illegible] ও বিরক্তা দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়া দিব্যত্ব ও অসাধারণত্ব প্রাপ্ত হইল। ক্রমিক সৌভাগ্যশালী গুল্ফ ও অঙ্গুলি সকল আবার তাহাতে বিরাজ করত তাহার দ্বিগুণতর শোভা সম্পাদন করিল। নখচন্দ্রের কিরণজাল সমুত্থিত হইয়া, ইন্দুপ্রভার অনুকরণ করিতে লাগিল। স্বর্গীয় নূপুর-মণির র[illegible] দিগন্তরাল সকল পূর্ণ হইল। হ্রস্ব, বর্ত্তুল ও [illegible] নাই; [illegible] শোভা-সম্পাদন করিতে লাগিল। [illegible]-বিধি [illegible] কোনও বস্তু তৎকালে তাহার [illegible] সংহত অঙ্গুলি সকল এবং বর্ত্তুল, উন্নত ও [illegible] ভাগ তাহার শোভা সংবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। [illegible] সমন্বিত কটিদেশও ঈষৎ কুঞ্চিত; সুস্নিগ্ধ ও সূক্ষ্মতম রোমাবলী অসাধারণত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভূষণ স্বরূপ হইয়া উঠিল। এইরূপ অনুষ্ঠিত হইলে পর, নন্দিকেশ্বর কৈলাস হইতে গৌরীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রমথগণের সহিত পুনর্ব্বার প্রস্থান করিলেন। অনন্তর হরির ঊরুসম্ভূত সেই উর্ব্বশী অবসর প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবকে কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করত বলিতে লাগিলেন,—হে দেবেশ! আমি, গৌরী ও গণের সহিত মাতৃগণ আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন; আপনি কৃপাকটাক্ষপাতে আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। রুদ্রদেব তৎকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দসহকারে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌরীর পুরোভাগে নির্গত হইলেন। ইহাতে তাঁহার সাতবার পদনিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, ঋষি, মুনি ও সিদ্ধ সকল নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতে করিতে আনন্দিতচিত্তে পার্ব্বতীর অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ পিনাকধৃক্ পার্ব্বতীর হস্ত গ্রহণ করিয়া শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক শয্যাতে সমারূঢ় হইলেন ও তথায় তাঁহার সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কপটরূপী মাতৃগণও রুদ্রদেবের চতুর্দ্দিকে গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা তাঁহাদিগের উভয়ের অনুরাগ সংবর্দ্ধিত করত হাস্যজ্যোৎস্না বিস্তার করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সহস্র সহস্র মাতৃগণ অতি মধুর শব্দ করিতে লাগিলেন। সেই মধুর নাদ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতিশয় তৃপ্তিকর হইয়াছিল। শিবাও রুদ্রের সহিত অত্যন্ত অদ্ভুত শব্দ করিতে লাগিলেন। অধিক কি বর্ণন করিব, তাঁহাদিগের কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্রও ছিদ্র ছিল না, যাহা দ্বারা তাঁহাদিগের কোনরূপ কপটত্ব বিজ্ঞাত হইতে পারে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গান, নৃত্য, হাস্য ও রোদন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শঙ্করাজ্ঞাবর্ত্তী-ভক্ত নন্দীশ্বর প্রভৃতি গণ সকল মাতৃগণের সহিত কৈলাস পর্ব্বত হইতে সেই স্থানে সমাগত হইলেন। অকুতোভয়া গৌরীও অনুচরবর্গ-পরিবৃত হইয়া আকাশ হইতে

ভর্ত্তার নিকট আগমন করিলেন। ভৃঙ্গী, নন্দী, মহাকাল, দণ্ডী ও নন্দোদর প্রভৃতিও দেবীর স্তব করিতে করিতে তথায় সমাগত হইলেন এবং সকলেই উভয়ের একরূপ আকৃতি সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত পার্ব্বতী [illegible] তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। [illegible] তাঁহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ [illegible] পার্ব্বতীর পক্ষীয় নন্দিবর, মাতৃগণ ও প্রমথগণের [illegible] কোনরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় নাই। অনন্তর মহাদেবের পার্শ্বস্থিতা পার্ব্বতী দিব্যনারীগণের ক্রীড়িত-রূপ ভর্তৃব্যতিক্রম জানিতে পারিয়া তৎকালে হাস্য করিতে লাগিলেন। সেই সকল অপ্সরোগণও আনন্দে মত্ত হইয়া কিলকিলা রব করিতে লাগিলেন। ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ ও রাক্ষসগণও তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দসহকারে সেইরূপ শব্দ করিতে লাগিল। অনন্তর বালেন্দুশেখর সেই সকল শ্রবণ ও সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। অপ্সরোগণের ক্রিয়াকলাপও সেইরূপ তাঁহার প্রীতিকর হইয়াছিল। অনন্তর উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরা সকল স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া স্ব স্ব চেষ্টা সকল অবলম্বন করিলেন। মহাদেব ইতিপূর্ব্বে রমণীগণকর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রতারণা করিয়া কিয়ৎক্ষণ মাত্র তোষিত [হইয়াছিলেন; দেবীকে সমাগত দেখিবামাত্র তাঁহারা কপট হইতে একবারে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সদ্ভাবশালিনী গৌরীদেবী পতির সহিত সঙ্গত হইয়া নদীতটে গমন করিলেন ও তথায় ভগবানের সহিত অত্যদ্ভুত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বাণাসুর-দুহিতা ঊষা কার্য্যান্তর-প্রসঙ্গে তথায় তৎকালে সমাগত হইলেন ও পার্ব্বতীকে ভর্ত্তার সহিত ক্রীড়া করিতে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ভর্তৃসমাগম-বাসনা তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল। ২৩—৮০। যে সকল স্ত্রীলোক এই পার্ব্বতীর ন্যায় ভর্ত্তার সহিত সঙ্গত হইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহাদিগেরই জন্ম সফল। সুনিয়মাসক্তা সেই বাণসুতা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া উপবাস দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করত পার্ব্বতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। নগরাজনন্দিনী তাঁহার সেই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইলেন ও আদরের সহিত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—এই অনিন্দিত নদীতটে আমি যেরূপ ভর্ত্তার সহিত ক্রীড়া করিতেছি, তুমিও এই স্থানে সেইরূপ ভর্তৃসমবেত হইয়া অবিলম্বেই ক্রীড়া করিবে। অনন্তর সেই কন্যা দেবীবাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার তাদৃশ সৌভাগ্যে অবিশ্বাস-নিবন্ধন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি অত্যন্ত মন্দপুণ্যা, এই হতভাগ্যে তাদৃশ সুখ কদাচ ঘটিবে বলিয়া বোধ হয় না। ভগবতী গিরিসুতা তাঁহার তাদৃশ সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভামিনি! এই কার্ত্তিক মাস হইতে সপ্তম মাসে (বৈশাখ মাসে) শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীর দিবস ভয়ঙ্কর নিশাগম হইলে পর যে পুরুষ উপোষিতা ও অন্তঃপুরে সুপ্তা তোমাকে স্বপ্নাবস্থায় উপভোগ করিবে, সেই ব্যক্তিই তোমার ভর্তৃরূপে দেবগণকর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছেন। তুমি তাঁহার সহিত গমন করিও। তুমি বাল্যাবধি অতন্দ্রিতভাবে বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছ, সেই পুণ্যেই তোমার মনোরথ অবিলম্বেই সফল হইবে। সেই কন্যা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জা-নিবন্ধন মৌখিক কোনও বাক্য বলিতে পারিলেন না; কিন্তু মনে মনে "তাহাই হউক" বলিয়া বারংবার অভীষ্ট-দেবের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র ক্রীড়াবসান হইলে তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং গৌরী, প্রমথগণ ও অন্যান্য দেবগণও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। স্ত্রী সকলও তাদৃশ ক্রীড়া অনুভব করিয়া আনন্দিতচিত্তে অশ্ব, গজ ও রথ দ্বারা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য সিদ্ধ-যোগিনী সকলও আকাশমার্গে গমন করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে বাণাসুর রুদ্রদেবের নিকট গমন করিলেন ও ভগবান্ উমাকান্তকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আমি দৈবদোষে গর্ব্বকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি, হে বৃষভধ্বজ! যুদ্ধ ব্যতিরেকে পর্ব্বতের ন্যায় সারশালী এই বাহুসহস্র লইয়া কি করিব? এক্ষণে ইহা নিষ্প্রয়োজন। ইতঃপূর্ব্বে ইহার বলেই যমকেও ভট-মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলাম; বহ্নিও ইহার বলে আমার বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; বরুণও ইহার বলে গোগণের রক্ষকত্ব ও পালকত্ব অবলম্বন করিয়াছিলেন; কুবের গজাধ্যক্ষতা ও নৈর্ঋতি সৌরিক্রীতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আখণ্ডলও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া করদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন্ স্থানে ঘোরতর যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন,—আপনার নিকট কিছুই অবিদিত নাই; কারণ আপনি সর্ব্বজ্ঞ,—যে যুদ্ধে আমার এই বাহু সকল শত্রুহস্তমুক্ত শস্ত্র ও অস্ত্রসমূহ দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হইয়া শত্রুদিগের হস্ত হইতে আয়ুধ সকল ভূমিতে পাতিত করিবে বা স্বয়ং পতিত হইবে। রুদ্রদেব তাহার সেই বাক্য শ্রবণে অতিশয় কুপিত হইলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদ্ভুত অট্ট-হাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, রে বাণাধম! তুই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়াছিস্। তোর গর্ব্বকে ধিক্! তুই অবিলম্বেই ঘোরতর মহাযুদ্ধ লাভ করিবি, তাহাতেই তোর দর্পের শান্তি হইবে এবং সেই যুদ্ধেই পর্ব্বতবৎ সুদৃঢ় তোর এই বাহু সকল শত্রুগণের শস্ত্র দ্বা

নল-কাষ্ঠের ন্যায় ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইবে। রে দুষ্টাত্মন্! তোমার ধ্বজোপরি ময়ূর সহিত এই যে মায়ূরশিরঃ অবস্থিতি করিতেছে, আয়ুধাগারস্থাপিত সেই মস্তকের যৎকালে বায়ুভর ব্যতিরেকে পতন হইবে, তৎকালে সুদারুণ সংগ্রাম সমাগত হইয়াছে বোধ করিয়া সৈন্যগণের সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত গমন করিবে। এক্ষণে সেই গৃহে গমন কর, যে স্থানে সেই শিরঃ বিদ্যমান আছে। রে দুর্ম্মতে! অন্যান্য মহোৎপাত সকলও তৎকালে তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। ৮১—১০৩। বাণরাজ রুদ্রদেবের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর্গীয় পুষ্পদ্বারা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বকীয় রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক প্রথমেই আয়ুধাগারে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় কুণ্ডল নামক অমাত্যকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট আনন্দসহকারে বর্ণন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভগ্নধ্বজ তাঁহার নেত্রপথের পথিক হইল; মহাদেবের বাক্য স্মৃতিপথে পতিত হওয়ায় আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না,—যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন,—অষ্টগুণ-সংযুক্ত সৈন্যগণ সাকল্যে আহূত হইল। সাংগ্রামিক যাগ সম্পন্ন হইলে পর, পানার্থ মদ্যপূর্ণ চষক অভিমুখে আনীত হইল; দিঙ্মণ্ডল সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। "কোন্ ব্যক্তি কোথা হইতে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিবে? যিনি ভটশ্রেষ্ঠ, রণপ্রিয় এবং নানা শস্ত্র ও অস্ত্রের পারদর্শী, তিনিই আমার এই বাহুসহস্র নলকাষ্ঠের ন্যায় ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন; আমিও মহাতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিব" এইরূপ চিন্তা তৎকালে তাঁহার মনোমধ্যে বারংবার উদিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে তাঁহার কালস্বরূপ বৈশাখ মাস কালক্রমে সমাগত হইল; সেই সময় তাঁহার আত্মজা স্নানপূত হইয়া, মাঙ্গল্য কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক আত্যন্তিক শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এক দিবস মহারজনীতে সুরক্ষিত অন্তঃপুর মধ্যে স্বপ্নাবস্থায় তাঁহার কামোদ্রেক হইবামাত্র সর্ব্বজ্ঞা গৌরী, দিব্য মায়াবলে কৃষ্ণের পৌত্র ও মদনের পুত্র অনিরুদ্ধকে স্বকীয় সখী দ্বারা তথায় আনয়ন করাইলেন। অনিরুদ্ধ তাঁহার তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি দর্শন করিবামাত্র মোহিত ও অধীর হইয়া, উপভোগ-বাসনায় তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎপরে যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি সহজ নহে, তখন ভীতা ও রোদনশীলা সেই কন্যাকে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অনাথার ন্যায় উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পার্ব্বতীর সখী, দিব্য যোগবলে নিমেষকাল মধ্যেই তাঁহাকে পুনর্ব্বার দ্বারকায় রাখিয়া আসিল। এদিকে অনিরুদ্ধ কর্তৃক নির্দয়রূপে উপভুক্তা সেই বাণসুতা রোদন করিতে করিতে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া, সখীগণের নিকট আদ্যোপান্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ১০৪—১১৪। "তোমার শীলভঙ্গে কোনও দোষের আশঙ্কা নাই; কারণ পার্ব্বতীই তোমার তাদৃশ ভর্ত্তা ও সঙ্গমের এইরূপ বিধি করিয়াছেন। তুমি সেই সকল পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ কর, তাহা স্মৃত হইবামাত্র তোমার সকল আশঙ্কা অপগত হইবে।" অনন্তর বাণসুতা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া, চিত্রলেখা নাম্নী সহচরীকে মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে সখি! যদি পার্ব্বতী দেবী পুরাকালে ইঁহাকেই আমার পতিরূপে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি কোন্ উপায়ে তাঁহাকে গুপ্তভাবে লাভ করিতে পারি, আমাকে তদ্বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান কর। তুমি চতুরাগ্রগণ্যা, তোমার নিকট কোনও কৌশল অবিদিত নাই, যে ব্যক্তি আমার মন হরণ করিয়াছেন, তিনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর। চিত্রলেখা তৎকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে সখি! তুমি যাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় মাত্র দেখিয়াছ ও আমি যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নহি, তাঁহাকে কিপ্রকারে এ স্থানে আনয়ন করিব? চিত্রলেখা এইরূপ বলিলে পর, দানবনন্দিনী হতাশ হইয়া মরণের নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইলেন; তৎকালে তাঁহার রাগাধিক্য নিবন্ধন কিঞ্চিন্মাত্র কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান ছিল না। চিত্রলেখা তাঁহার তাদৃশ আগ্রহাতিশয় সন্দর্শনে ভীত হইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর সপ্তম দিবসে রাজবস্ত্রপুটে ত্রিভুবন চিত্রিত করিয়া সেই পটখানি উষার সম্মুখে সংস্থাপনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—দেখ সখি! ইহার মধ্যে কি কোনও ব্যক্তিকে তোমার চিত্তচোর বলিয়া বোধ হয়? দানবসুতা তাদৃশ অলৌকিক চিত্র-সন্দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া একাগ্রচিত্তে একে একে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুক্ষণ পরে আনন্দিতচিত্তে বলিলেন,—চিত্রলেখে! যে ব্যক্তি দর্শনমাত্র আমার চিত্ত হরণ করিয়া আমাকে সন্তাপসাগরে মগ্ন করিয়াছেন, তিনিই এই। এইরূপ বলিয়া অজাত-নামধেয় অনিরুদ্ধকে হস্ত দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন। চিত্রলেখা উষাকর্তৃক তাঁহার অন্বয় ও নাম বর্ণনে নিযুক্ত হইয়া তদ্বিষয় আদ্যোপান্ত অবিকলরূপে তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। দানব-সুতা তচ্ছ্রবণে নিতান্ত অনুরাগিণী হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, আমি যাঁহার বিরহে জীবিত থাকিব বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহাকে যে উপায়ে এইক্ষণেই লাভ করিতে পারি, তাদৃশ উপায় নির্ণয় কর। অনন্তর মনের ন্যায় বেগবতী দিব্যযোগিনী চিত্রলেখা সখীকে

আমন্ত্রণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তথায় কিয়ৎকাল অন্বেষণ করিয়া অন্তঃপুরোদ্যানে গমনপূর্ব্বক অনিরুদ্ধকে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তৎকালে স্ত্রীজনের সহিত ক্রীড়া ও মদ্যপান করিতেছিলেন। চিত্রলেখা দিব্যযোগপ্রভাবে অন্ধকার-পট দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া মস্তকে তদধিষ্ঠিত খট্টা সংস্থাপনপূর্ব্বক নিমেষ মধ্যেই শোণিতপুরে সমাগত হইলেন। যে স্থানে বাণনন্দিনী উন্মত্তার ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে নব-নব নানাবিধ অভিলাষ করিতেছিলেন, তথায় সহসা সখী-কর্ত্তৃক সমানীত চিত্তচোরকে সন্দর্শন করিয়া, অন্তঃপুর সুরক্ষিত হইলেও, নব-সমাগমে অত্যন্ত ভীত হইলেন। কিয়ৎপরে তাঁহারা ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র অন্তঃপুরাধিকৃত লোক সকল জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দৌবারিকদিগকে জানাইল। তাহারা সকলে কন্যাগৃহে গমনপূর্ব্বক দিব্যদেহ, তরুণ, সাহসী ও সমরপ্রিয় কোনও পুরুষকে রাজকন্যার সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইল। তাহা দর্শন করিবামাত্র কোপ-জ্বলিত হইয়া দানবরাজের নিকট অবিলম্বে গমন করিয়া সমস্ত বিষয় অবিকলরূপে বর্ণন করিতে লাগিল,—হে দেব! কোনও তরুণবয়স্ক পুরুষ, আপনি শক্তিশালী হইলেও, গূঢ়ভাবে আপনার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকন্যাকে বলপ্রয়োগ দ্বারা উপভোগ করিতেছে। হে দানবেন্দ্র! আপনি স্বয়ং আসিয়া তাহার ঔদ্ধত্য দর্শন করুন। দানবেন্দ্র তাহাদিগের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিতচিত্তে তথায় গমনপূর্ব্বক নীলাম্বুজনিভ-দেহশালী এক যুবককে আপনার কন্যার সহিত ক্রীড়া করিতে দর্শন করিয়া বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন। তৎকালে ক্রোধাধিক্য-নিবন্ধন কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হয় নাই। কিয়ৎপরে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কিঙ্করদিগকে আদেশ করিলেন;—তাদৃশাবস্থায়ও তাঁহার মুখ যেন হাস্যযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল;—এই যুবকের রূপ, সাহস ও ধৈর্য্য অলৌকিক। এই নরাধম আমার কন্যাকে হরণ করিয়া কুলাচার দূষিত করিয়াছে, অতএব ইহাকে শীঘ্র সুদারুণ অস্ত্র দ্বারা বিনাশ কর। হে ঘোরপরাক্রম দানবগণ! এই দুরাচার পামরকে বন্ধন করিয়া কিয়ৎকাল ভয়ঙ্কর কারাগৃহে রক্ষা কর। অনন্তর পাপবুদ্ধি দানবরাজ সেই বীরের বধের নিমিত্ত দশ সহস্র দানবসৈন্যকে আদেশ করিলেন। অন্তঃপুরগত যাদবেন্দ্র দ্বারদেশাগত ও গর্জ্জনশীল শত্রুসৈন্য সকল সন্দর্শন করিয়া, অনুপম মুদগর গ্রহণ করিয়া বজ্রহস্ত অন্তকের ন্যায় সেই ভবন হইতে নির্গত হইলেন ও মুদগর দ্বারা দানব-সৈন্য সকল বিনষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে দশ সহস্র সৈন্য নিহত হইলে পর, দানবরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, রণদুর্ম্মদ অপর লক্ষ সৈন্যকে তাঁহার বধার্থে নিযুক্ত করিলেন; মহাবীর অনিরুদ্ধ তাহাদিগকেও পূর্ব্বের মত বিনাশ করিলেন। বাণাসুর আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ অভিমুখে গমনপূর্ব্বক মহাবাহু অনিরুদ্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ মহোৎসবের নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। অনন্তর সেই মহাবীর যুদ্ধ-প্রাপ্ত খড়্গ দ্বারা দানবরাজের দশ সহস্র অশ্ব, রথ ও সৈন্য বিনষ্ট করিলেন। দানবরাজ তদ্দর্শনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া, কালাগ্নিসদৃশী শক্তি বধের নিমিত্ত তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অনিরুদ্ধ শত্রু-ক্ষিপ্ত সেই সেই শক্তি অর্দ্ধপথে গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা বাণাসুরকে আঘাত করিলেন। দানবরাজ সেই শক্তি কর্ত্তৃক দৃঢ়ভাবে আহত হইয়া, রথোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। মন্ত্রী তদ্দর্শনে কাতর হইয়া অত্যন্ত যত্নসহকারে বীজনাদি দ্বারা তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন। দানবরাজ কিঞ্চিৎ সমাশ্বস্ত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। বাণরাজ অদৃশ্য হইলে, অপরাজিত কামসুত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কপটযোধী সেই দানবরাজ অদৃশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া, নানাবিধ শস্ত্র দ্বারা অনিরুদ্ধকে প্রহার করিয়া, অবশেষে নাগপাশ দ্বারা বন্ধন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে লৌহ-পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হে সূতপুত্র! যে ব্যক্তি আমার কুলাচার দূষিত করিয়াছে, শীঘ্র তাহার মস্তকচ্ছেদ কর ও অন্যান্য অবয়ব সকল ছেদ করিয়া রাক্ষসদিগকে প্রদান কর। অথবা ক্রব্যাদগণও ইহার মাংস ভক্ষণ করিবে না, কারণ এ ব্যক্তি ঘোর নারকী; অতএব এই পাপিষ্ঠকে অগাধ ও তৃণ-সঙ্কীর্ণ কূপমধ্যে নিক্ষেপ কর, ইহাই ইহার উচিত প্রায়শ্চিত্ত। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ কুম্ভাণ্ডনামা রাক্ষস দানবরাজের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, হে দেব! ইহা উচিত নহে, ইহাকে নিহত করিলে আমরা সকলে নিশ্চয় নিহত হইব, এইরূপ আমার বিবেচনা হইতেছে। ইনি সামান্য নহেন; ইনি পরাক্রমে বিষ্ণুসদৃশ ও সাহসে রুদ্র-সদৃশ; ঈদৃশী দশা প্রাপ্ত হইলেও ইনি স্বীয় পৌরুষ হইতে বিচলিত হন নাই এবং ভুজগদষ্ট হইলেও আমাদিগকে তৃণের ন্যায় বোধ করিতেছেন। সেই মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ, দানবরাজকে এইরূপ বলিয়া, অনিরুদ্ধকে বলিতে লাগিলেন,—রে দুরাচার! তোর নাম কি? তুই কাহার পুত্র? কোন্ ব্যক্তি তোকে এ স্থানে আনয়ন করিয়াছে?—এই সকল আমার নিকট বর্ণন কর। হে বীরশ্রেষ্ঠ! কৃতাঞ্জলিপুটে দানবরাজকে নমস্কার করিয়া স্তব কর ও "আমি আপনার নিকট পরাজিত হইয়াছি" এইরূপ পুনঃপুনঃ বলিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা কর ইহাই তোর মোচনের একমাত্র উপায় দেখিতেছি

অনিরুদ্ধ তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—রে পর-পিণ্ডোপজীবিন্, দুরাচার দানবাধম! তুই ক্ষত্রিয়গণের আচার সম্বন্ধে কিছুই জানিস্ না, তজ্জন্য আমাকে এইরূপ উপদেশ দিতেছিস্! বীরগণের শত্রুর নিকট দৈন্য-প্রকাশ বা তাহার নিকট হইতে পলায়ন অযুক্ত, অকীর্ত্তিকর ও মরণ অপেক্ষা ঘৃণিত—আমি এইরূপ বিবেচনা করি। ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখভাবে মরণও জীবন অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়, শত্রুর নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দৈন্য প্রকাশ করা কদাচ সমুচিত নহে এবং দৈন্য প্রকাশ করিলেও তাহার মৃত্যুর অন্যথা হয় না, কারণ দৈববশতই মৃত্যু হইয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি দৈবের বিরুদ্ধে কাহারও অনিষ্ট করিতে পারে না। হে মন্দাত্মন্! তুমি আমার পরমশত্রু, এ বিষয়ে আমাকে উপদেশ দেওয়া উচিত নহে; তুমি মৌনাবলম্বন করিয়া মূকের ন্যায় অবস্থিতি কর। দানব-সহস্র, এমন কি, সচরাচর ত্রৈলোক্য পর্য্যন্তও যাহার দর্শন-লালসায় ভীতচিত্তে বহির্দ্বারে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি কিরূপে অপরের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে পরাভব স্বীকার করিবে? তোমার বাহুবল ছিন্ন হইলে পর, তুমি স্বতই আমার পরিচয় বিশেষরূপে জানিতে পারিবে। যাদবেন্দ্র এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। বাণরাজ অমাত্যের অনুরোধ বশতঃ অনিরুদ্ধকে বিনষ্ট করিলেন না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গমন করিয়া, অত্যন্ত অধিকরূপে মদ্যপান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনিরুদ্ধ তীক্ষ্ণ-বিষশালী নাগপাশে বদ্ধ হইয়াও প্রাণেশ্বরীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। প্রিয়া-বিরহ নাগপাশ বন্ধন অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, একমনে দুর্গাদেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! আমি নাগপাশে বদ্ধ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছি; অতএব এ স্থানে আগমন করিয়া এ শরণাগত অধমকে এই ঘোরতর বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন। অনন্তর ভিন্নাঞ্জন-সন্নিভা কালী অনিরুদ্ধের স্তবে তুষ্ট হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিবস নিশীথ সময়ে তথায় অলক্ষিতরূপে আগমন করিলেন এবং দারুণ মুষ্টি ও পাদঘাত দ্বারা সেই লৌহপঞ্জর ভগ্নপূর্ব্বক সেই ভয়ানক সর্পরূপী শর সকল ভস্মসাৎ করিয়া তাদৃশ ভীষণ বিপদ্ হইতে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিলেন ও তাঁহাকে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অনিরুদ্ধও তাদৃশ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া প্রিয়া-সমাগমে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। এদিকে অন্তঃপুরবর্ত্তি-স্ত্রীগণের রোদনধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিগোচর হইল। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করিয়া সকল বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ গরুড়কে আহ্বান করিলেন ও বলদেব ও প্রদ্যুম্নের সহিত তাহাতে আরূঢ় হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই শোণিতপুরে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে, অগ্নি, যম, হর, ত্রিমুখ ও ত্রিপাদ জ্বর, গুহ ও বিবিধ আকারশালী প্রমথগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং ভীষণ অসংখ্য নগ্না স্ত্রী ও অন্যান্য নির্লজ্জ নারীগণ সকল প্রকারে পরাজিত হইলেও বরাঙ্গ দর্শন দ্বারা বীর্য্যস্তম্ভন করিতে লাগিল। অনন্তর বাণাসুরের সহিত সেই ব্যক্তিচতুষ্টয়ের ভয়ানক সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইল। যে সকল মাহেশ্বর-জ্বর যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে লাগিল, গোবিন্দদেব ঘোরতম স্বীয় জ্বর দ্বারা তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। গরুড়ও কায়সহস্র নির্ম্মাণ করিয়া মহার্ণব হইতে তোয়রাশি পানপূর্ব্বক বায়ু ও অম্বু দ্বারা বহ্নিকে বিনষ্ট করিলেন এবং তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা কুমারের ময়ূরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। রুদ্রদেবগণও পুত্রের সহিত বিষ্ণুকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পর, বাণরাজ বিষ্ণুর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবার মানসে অমাত্যকর্ত্তৃক গৃহীতাশ্ব হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা বাণরাজের বাহুসহস্র নলকাষ্ঠের ন্যায় একে একে ছেদন করিয়া যখন শিরশ্ছেদে উদ্যুক্ত হইলেন, তখন মহাদেব নানাবিধ স্তব দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্ দেবকীনন্দন! আপনি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। বাণাসুরের মস্তক ছেদ করিবেন না, সুদর্শন সংহার করুন। পূর্ব্বে আমি তোমাকে বল, চক্র ও জয় প্রভৃতি অনেক বাস্ত দান করিয়াছিলাম, বোধ করি, তাহা অদ্যাপি স্মৃতিপথে বিরাজ করিতেছে; অতএব আমার অনুরোধে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউন। হে যোগীশ্বর! আপনি ভক্তানুকম্পী ও সাক্ষাৎ পরমাত্ম-স্বরূপ; সর্ব্বভূতহিতৈষিতা আপনার ব্রতস্বরূপ। আমি ইহাকে অমরত্ব-বর প্রদান করিয়াছি; হে প্রভো! যদি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে আমার বাক্যের সত্যত্ব সম্পাদন করুন। বিষ্ণু শঙ্করের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুদর্শন-চক্র সংহার করিলেন ও অন্তঃপুরে গমন করিয়া, অনিরুদ্ধকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে চিত্রলেখা, ঊষা ও রত্নরাশির সহিত তথা হইতে গ্রহণ করিয়া, পথিমধ্যে বরুণকে পরাজয়পূর্ব্বক কিয়ৎকাল মধ্যে দ্বারকায় সমাগত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু গমন করিলে পর নন্দিকেশ্বর বাণরাজকে বলিতে লাগিলেন,—যদিও তুমি অত্যন্ত দুঃখিত ও শোণিত-সিক্ত-দেহ হইয়াছ, তথাপি ভক্তানুকম্পী ভগবান্ শঙ্করের সম্মুখে এইরূপ অবস্থায় নৃত্য কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মনোবাঞ্ছা

সিদ্ধ হইবে ; কারণ ভগবান্ অত্যন্ত নৃত্যপ্রিয়। বাণরাজ তৎকালে পাদদ্বয় ও একশীর্ষমাত্র হইলেও নন্দীর আদেশানুসারে ভগবানের সম্মুখে অদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আলীঢ়প্রমুখ বিবিধাকারশালী স্থানপঞ্চকও প্রদর্শিত হইতে লাগিল ; মুখবাদ্য-নিনাদে দিগন্তর পূরিত হইয়া উঠিল ; ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মস্তক ভ্রূক্ষেপ-সহকারে ভয়ানকরূপে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ; নানাবিধ গতি সকল প্রদর্শিত হইয়া দর্শকবৃন্দকে বিস্ময়সাগরে মগ্ন করিতে লাগিল ; ভূতলও শোণিতসিক্ত হইয়া ভয়ঙ্করতা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ভক্তবৎসল ভগবান্ তাদৃশ অলৌকিক নৃত্য সন্দর্শনে মোহিত হইয়া বাণরাজকে বলিতে লাগিলেন, হে দৈত্যরাজ ! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর ; তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রদান করিব'। বাণরাজ শঙ্করকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমার ব্রণ সকল যেন শীঘ্রই শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় ও বাহুযুদ্ধ দ্বারা প্রাণবিয়োগ হইলে আমি যেন অক্ষয় গাণপত্য লাভ করিতে পারি। উষাপুত্র এই শোণিতপুরের অধীশ্বর হয়েন। দেবগণের সহিত কোনরূপ শত্রুতা না জন্মে। বিষ্ণুর উপর অচলা ভক্তি হউক ; কুপিত বাসুদেবের হস্তেই যেন মৃত্যু ঘটে, আর যেন রজঃ ও তমোযুক্ত দানবত্ব ভোগ করিতে না হয় এবং নিরন্তর বিষ্ণুমন্ত্র জপে আসক্তি থাকে। ভগবান্ "তোমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে" এইমাত্র বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর বাণরাজ পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষয় গাণপত্য লাভ করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন কালক্রমে উষার গর্ভে বিশ্বজিৎ নামক পুত্র জন্মিলে পর, কুম্ভাণ্ডপ্রমুখ প্রধান প্রধান অমাত্যগণ কেশবের অনুমতি ক্রমে তাঁহাকে শোণিতপুরে দৈত্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার বংশে যে সকল রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও করিবে, তাহাদিগকে অনিরুদ্ধসূনু শব্দে নির্দ্দেশ করাই উচিত। উষা, চিত্রলেখা, অনিরুদ্ধ ও বিশ্বজিৎ সেই কল্পের অবসানে শঙ্করের পদ প্রাপ্ত হইলেন। আমি গুরুগণেরও গুরুস্বরূপ ভগবান্ ত্রিলোচনের ঈদৃশ চরিত্র তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, যিনি কামরূপ অরণ্যের দাবাগ্নি স্বরূপ হইলেও কামকর্ত্তৃক ক্ষোভিত হইয়াছিলেন।১১৫—২০৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায়।

মুনি সকল মহাদেবের কামব্যথা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবান্ মহাদেব আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মায়া, মনঃ, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও হৃদয়স্থ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপী হইলেও যৎকর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বরূপ কিপ্রকার ? এই বিষয়ে আমাদিগের অত্যন্ত সংশয় হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের উক্ত সংশয় দূর করুন। সূত বলিলেন, হে মুনিগণ ! আমি তোমাদিগের নিকট কামসম্বন্ধে অমিততেজাঃ ব্যাসদেবের মত সকল বর্ণন করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ্বরাত্মিকা যে মূর্ত্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, তাহাই কামমূর্ত্তি ; ইহাই ভূতগণের সমষ্টি-স্বরূপ বলিয়া বিশ্বরূপিণীশব্দে উক্ত হইয়া থাকে ও গুণত্রয়শালিনী। কোনস্থলে কামই কেবল অবস্থিতি করে, তদুত্তর প্রবৃত্তি জন্মে না। কোনস্থলে কাম হইতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে ও কোনস্থলে কামাভাবেও প্রকৃতি-ক্ষোভরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। সকল কর্ম্মই কামজন্য। দেখ, স্নান ও সন্ধ্যা প্রভৃতি কার্য্যকলাপ প্রত্যবায়-পরিহাররূপ ফল-কামনায় অনুষ্ঠিত হয় ও যোগাদি কার্য্যকলাপ আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাররূপ ফল-কামনায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জগতে এতাদৃশ কোন কার্য্য নাই, যাহা কামেতর কারণে অনুষ্ঠিত হয়। সেই কাম সঙ্কল্পস্বরূপই ; ইহা না থাকিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দু ও ভাস্কর প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। যজ্ঞ, শিক্ষা, স্বাধ্যায়, জ্ঞান, দান, শ্রুতি, স্মৃতি, অশুদ্ধি, পরপীড়া, স্বর্গ ,মুক্তি, পরিগ্রহ, স্নেহ ও বৈর প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল যাঁহার প্রভাবে উদ্ভূত হয়, তিনিই মনোভব। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, অষ্টবিধ দেবযোনি, নববিধ মানবযোনি, পঞ্চবিধ তির্য্যক্‌যোনি সকল কামবশতই সৃষ্ট, পালিত ও সংহৃত হইয়া থাকে। ইনিই, চতুর্দ্দশপ্রকার যোনিসম্বন্ধী মিথুন সকল পরস্পর আসক্ত হইলে, তাহাদিগের মনোমধ্যে বিত্তরূপে স্থিতি করিয়া থাকেন। এই অনাদি সংসারমার্গে রমণীয় নিঃসার ও স্বপ্নোপম-বিষয়াভিলাষী ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, দানবভোগী, অস্রুক্ত গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণের উপর ইঁহার প্রভুত্ব অব্যাহতভাবে বিরাজ করিতেছে। ইনি কাহারও অধীন নহেন ; ইনি ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই। আমরা যাহাদিগকে বন্ধু, আচার্য্য, রক্ষক, নায়ক, অর্থদাতা, গুরু, কল্পবৃক্ষ, ভ্রাতা, মাতা, পিতা, যম, বৈতরণী, জাহ্নুজল, নরক ও নন্দনকানন বলিয়া বোধ করিয়া থাকি, সে সকল কাম ভিন্ন নহে ; কামই সকল বিকৃতিস্বরূপ ও স্বকীয় কল্পনাবলে উৎপন্ন হইয়াছেন। কেহ ইঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতে পারে না, কেবল যুক্তি দ্বারাই ইঁহার

তীতি হইয়া থাকে ও ইনিই সকল প্রকার আনন্দের রাকাষ্ঠারূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং যাহা ভচিন্ন, অনশ্বর-জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তাঁহাকেই ত্ত্ববেত্তারা ব্রহ্মশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ামসিক সূর্য্যাদিরূপ অজ্ঞান-নিবন্ধন তমোরাশি তাঁহা ারাই বিদূরিত হইয়া থাকে। সূর্য্য ইন্দু অগ্নি ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্য, কৃমি, পশু ও মৃগ কল যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম ও পরমাত্মা। ইনি অব্যয় ও আনন্দস্বরূপ। অন্যান্য যে সকল পদার্থ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারাই বিকার ও কামশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। যিনি সুপ্ত ও জাগরিত প্রাণিগণের মনোমধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নানাবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তিনিই ব্রহ্ম এবং তৎকৃত কর্ম্ম সকল কামশব্দ-বাচ্য; অতএব সংসারচক্র ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ ও মায়াই ইহার উপাদান। ১—২০। যিনি প্রিয়াপ্রিয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অনুভব করেন, তিনিই সনাতন ও পরমাত্ম-শব্দবাচ্য। ইনি বিরুদ্ধ-রূপশালী; যোগিগণ ইহাঁকে কর্ত্তা (স্বতন্ত্র বা ঈশ্বর) ও কর্ম্ম অর্থাৎ জীবশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া থাকে; কর্ত্তা কদাচ বিনষ্ট হন না। যেমন চিত্রকর্ম্মকারী সহস্র সহস্র চিত্র সকল স্বহস্তে নির্ম্মাণ করেন, সেইরূপ পরমেশ্বরও সহস্র সহস্র জীবগণকে স্বকীয় হস্তে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি একবিধ হইলেও জ্ঞাননেত্রবিহীন জীবগণের পক্ষে ভোক্তা ও ভোজ্যরূপে দুইপ্রকার প্রতীয়মান হন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ সেই পরম-বিভুকে কেবল ভোক্তৃরূপেই সন্দর্শন করিয়া থাকেন। এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলে যে সকল বিকার ও ব্যবহার সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদিগের উপর বৌদ্ধমতানুসারে সংশয় করা উচিত নহে; কারণ পরমেশ্বর সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার আকার নাই, তিনি আকাশের ন্যায় মহৎ, স্ব-সংবেদ্য, পর, ধ্রুব ও ত্রিবৃত্ত, তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মশব্দে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহা হইতেই এই চরাচর বিশ্ব ও ইচ্ছাত্রয়াত্মক (ইচ্ছা, জ্ঞান ও কৃতিস্বরূপ) কাম উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু এই কাম অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং অতীন্দ্রিয়। কখন কখন ইনিই স্থূলরূপ ধারণ করেন। যখন ইনি ব্রহ্মার আত্মজরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইহাঁর মূর্ত্তি অতি আশ্চর্য্য হইয়াছিল। ভুজচতুষ্টয় শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া, ইহাঁর দেহের অতিশয় শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। বক্ত্রচতুষ্টয়শালী ও রত্ন, সুবর্ণ ও কুসুম দ্বারা অলঙ্কৃত সেই কামদেবের চতুর্দ্দিকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, রতি, প্রীতি, কীর্ত্তি, শান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি ও পক্ষীশ্বর বিরাজ করিতেন; তৎকালে তাঁহার বর্ণ শুক্ল ছিল এবং কৃতযুগের পূর্ব্বকালে ইনিই প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত ছিলেন; তৎকালে তাঁহার বর্ণ শ্যাম, মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও লোচনদ্বয়ের লাবণ্য অনুপম ছিল। অসিত ও কুঞ্চিত কেশ-কলাপ তাঁহার মস্তককে এবং মণি ও হেমভূষণ তাঁহার দেহকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। পাশ, অঙ্কুশ, ধনু ও বাণ সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত। তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ ছিল। তিনি লক্ষ্মী, ভদ্রা, সুভদ্রা, রুক্মিণী ও রতির সহিত সমবেত হইয়া নিরন্তর ক্ষীরোদ-সমুদ্রে অবস্থিতি করিতেন। একদা দেবগণ চন্দ্রশেখরের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য তাঁহাকে চন্দ্রপ্রভা-নাম্নী নগরীতে প্রেরণ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্র-শস্ত্র-সমবেত হইয়া, মহাদেবের সন্নিহিত হইবামাত্র অন্তর্যামী ভগবান্ নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কোন্ ব্যক্তি তোমাকে এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছে? কামদেব শঙ্কর কর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন, আমি কে, তাহা ক্ষণকাল মধ্যেই জানিতে পারিবেন। ভগবান্ পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ? কাম বলিলেন, আমি আপনাকে মোহিত করিবার নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছি। "তুমি কিপ্রকারে আমাকে মোহিত করিবে?" ভগবান্ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, তিনি বলিলেন, বল দ্বারা মোহিত করিব। অনন্তর "তোমার বল কিরূপ?" ভগবান্ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, কামদেব "এই পুষ্পবাণের শক্তি সন্দর্শন করুন" এই কথা বলিয়া, পুষ্পবাণ দ্বারা চন্দ্রশেখরের হৃদয় ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার তৃতীয়-নেত্র হইতে অগ্নিরাশি নির্গত হইয়া, নিমেষ মধ্যে কামদেবকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। কামদেব এইরূপে দগ্ধ হইলে পর, প্রজাপতি-সুতা রতি, কামান্তক মহাদেবকে স্তব করিলে, ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে বরপ্রদান করিলেন। ময়দানবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, শম্বরাসুরকে হত্যা-পূর্ব্বক দ্বাপরযুগের চরমাবস্থায় পুনর্ব্বার পতি-সমাগম লাভ করিবে। রতিও এইরূপ বরলাভ করিয়া, আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কামদেবের যে মূর্ত্তি রুদ্রদেব কর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছিল, তাহাই পুনর্ব্বার বিষ্ণুর গৃহে জন্মগ্রহণ করিল। ২১—৪০। কামদেব রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবামাত্র শম্বরাসুর মায়াবলে তাঁহাকে হরণ করিয়া, মায়াবতীর নিকট অর্পণ করিল। অপুত্রা মায়াবতী তাদৃশ সুকুমার কুমারকে প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। কামদেব মায়াবতীর যত্নে স্বল্পকাল মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়া, যৌবনদশায় পদার্পণ করিলেন। অনন্তর শম্বর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি তাহাকে নিহত করিলেন। কামদেবের জন্ম তৃতীয়

ভার্য্যা রতিও মহাদেবের বাক্যানুসারে শম্বরকে বঞ্চনা করিয়া, পূর্ব্ব পতিকে পুনর্ব্বার লাভ করিয়া, আনন্দিতচিত্তে শম্বরাসুরের সম্পত্তি সকল গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকায় সমাগত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে শম্বরপুরেই রাজ্য করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ শুম্ভ-দানব তাঁহাকে দ্বারকার উদ্যানে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া, মায়াবলে তাঁহাকে অপহরণপূর্ব্বক ভ্রাতার নিকট লইয়া যাইল এবং "এই পশুকে তোমার আহারের জন্য আনয়ন করিয়াছি; অতএব ইহাকে শীঘ্র ভক্ষণ কর" এই বলিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। অনন্তর নিশুম্ভ তাহার হস্ত হইতে তাহাকে গ্রহণ করিয়া, আকাশমার্গে নিক্ষেপ করিল। বীরশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন সেইরূপে ক্ষিপ্ত হইয়া, ক্ষণকাল মধ্যেই বায়ুপথ হইতে শৈলাগ্র-সংস্থিত নিশুম্ভনগরে পতিত হইলেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্য বিনষ্ট হয় নাই এবং তথায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে লক্ষ্মীনাম্নী দানব-কন্যাকে সন্দর্শন করিয়া, কামবাণপাতের বশবর্ত্তী হইলেন; তাহার সমাগম-চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিল; তদ্বিষয়েই একমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল। তিনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তাহাকে বিবাহ করিয়া, তাহার সহিত বিন্ধ্যপর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। অনন্তর দানবরাজ তাহা জানিতে পারিয়া তথায় গমন করিল ও মহাবুদ্ধিশালী সেই প্রদ্যুম্নকে জয় করিয়া, তথা হইতে ভার্য্যার সহিত আনয়নপূর্ব্বক বিতস্তানদীর তীরসন্নিহিত হিমালয়শৃঙ্গে বজ্রপঞ্জর মধ্যে সংস্থাপিত করিল; বলিষ্ঠ দানবগণ তাঁহার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত হইল। বিষমবিষশালী নাগপাশ সকল তাঁহার পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়াছিল। তৎকালে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া, মহাবলা ও বিষ্ণুশক্তিরূপিণী দুর্গাদেবীকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রাণা পার্ব্বতী, স্মরণ করিবামাত্র তথায় সমাগত হইয়া, তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিবার জন্য পঞ্জর-মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল না; কারণ সেই পঞ্জর শস্ত্র ও অস্ত্রাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ ছিল। যখন দেবী জানিতে পারিলেন যে, পঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করা সহজ নহে, তখন তিনি মধুর-স্বরশালী ও মনোহর সারিকারূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর শুম্ভাসুরাত্মজা লক্ষ্মী সেই মায়াবিনী সারিকার মধুরশব্দ শ্রবণে মোহিত হইয়া, অন্তঃপুরাধিকৃত কোনও দানবকে আদেশ করিল,—হে মহামতে! যদি তুমি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাস, তাহা হইলে প্রভু ও আমার বিনোদার্থ এই সারিকাকে বন্ধন করিয়া প্রদান কর। সেই দানব তাহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে ধারণপূর্ব্বক তাহাকে ক্রীড়ার নিমিত্ত প্রদান করিল। সারিকাও সুযোগ পাইয়া, গবাক্ষ-কোটর-সন্নিহিত বিবর দ্বারা সেই বজ্র-পঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ভয়ানক স্বকীয় রূপ ধারণ করিয়া, দুর্ভেদ্য সেই বজ্রপঞ্জর অবলীলাক্রমে বিদীর্ণ করিলেন। দেব-দানব কর্ত্তৃক দুর্ভেদ্য ও ভয়ঙ্কর সেই বজ্রপঞ্জর চূর্ণিত হইলে পর দেবী গোপকন্যা-বেশে প্রতিচিকীর্ষু দানবগণকে বিদলিত করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহার আকৃতি ইন্দীবরসন্নিভ ও অত্যন্ত লাবণ্যবতী হইয়াছিল। প্রত্যগ্রতারুণ্য লক্ষ্মীও তাহাতে অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করিয়াছিলেন। এদিকে মহাবল কামদেবও পঞ্জরদ্বার-সংস্থিতা শুম্ভাসুরের গদাকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহা দ্বারা দানবগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর শুম্ভ ও নিশুম্ভ তাদৃশ দুর্ভেদ্য বজ্রপঞ্জরকে সংচূর্ণিত, প্রদ্যুম্নকে পাশমুক্ত ও তাদৃশ অসংখ্য সৈন্যগণের সংক্ষয় সন্দর্শনে বিস্ময়সাগরে নিপতিত হইল। কিয়ৎপরেই বাসুদেব-স্বসার তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি তাহাদিগের নেত্রগোচর হইল, তাহাতে তাহারা এরূপ কামদেবের বশীভূত হইয়া উঠিল যে, তাহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল। অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধ করিবার মানসে পরস্পর বলিতে লাগিল,—এই কামিনী আমারই ভোগ্যা, তোমার ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার নাই; অতএব আমিই ইহাকে গ্রহণ করিব। ইনিই আমার কন্যা-দূষণহেতু পরমশত্রু প্রদ্যুম্নের পরিত্রাণ করিয়াছেন। গোপ-কন্যারূপিণী দেবী দানবদ্বয়ের এইরূপ পরস্পরালাপ শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—হে দানবেন্দ্রদ্বয়! এই প্রদ্যুম্ন ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে তোমাদিগের কন্যাকে লাভ করিয়াছেন, তোমাদিগের একতরও উক্ত ধর্ম্মানুসারে আমার পাণিগ্রহণ করুন. তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিব; কিন্তু পূর্ব্বে তোমাদিগের কিঞ্চিৎ পরাক্রম সন্দর্শন করি, ইহা আমার একান্ত মানস। দানবদ্বয় তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রদ্যুম্ন-সমীপে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল; দর্শকবৃন্দ একদৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী সেই উপায়ে অত্যন্ত-নিপাতিত গদাঘাত দ্বারা উক্ত দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয়কে নিহত করিয়া প্রদ্যুম্নকে মুক্ত করিলেন ও তাঁহাকে ভার্য্যার সহিত দ্বারকায় আনয়ন করিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। সেই শুম্ভাত্মজার গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে যে পুত্র হইয়াছিল, বিষক্সেন নামক সেই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ শুম্ভনগরের রাজা হইয়া বহুকাল তত্রত্য দানবগণকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু মায়াবতীর গর্ভে [illegible] নামক যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, লোকসমূহ যাঁহাকে [illegible] ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ থাকায় নৃসিংহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, রিপুগণ রণাঙ্গণে কখনও সম্মুখীন হয় নাই, তিনি শম্বরাসুরের নগরীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভগবান

কুসুমায়ুধের দিব্য মাহাত্ম্যযুক্ত চরিত্র সকল শ্রোত্রপেয়, মনোজ্ঞ ও সুললিত পদযুক্ত বাক্য দ্বারা তোমার নিকট উক্তরূপে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তাঁহার রহস্য-প্রভাব বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি (কেবল) মানবগণের চিত্ত সকল বিকৃত করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ৫১—৭৬।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন. পরশুরাম, দাশরথি, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী ও কপিল-রূপে অবতীর্ণ হন, সংসার-ভয়নাশক ও দুষ্টদিগের শাসিতা সেই ভগবান্‌ও কামদেবের বশীভূত হইয়া অদ্যাপি ক্ষীরোদসম্ভূতা লক্ষ্মীদেবীকে বক্ষোপরি ধারণ করিতেছেন। পুরাকালে সকল দেব ও অসুরগণ জরা-মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া সাগরশ্রেষ্ঠ ক্ষীরোদসমুদ্রে দিব্য অমৃত মন্থন করিয়াছিলেন। তৎকালে লোকমহেশ্বরী শ্রীদেবী, ধন্বন্তরি, চন্দ্র, পারিজাত নামক বৃক্ষ, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কামধেনু ও পীযূষ প্রভৃতি অলৌকিক বস্তু সকল ক্ষীরোদসাগরের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইল; তথাপি তাঁহারা মন্থন হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ মন্থন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই কল্পান্তানল-সন্নিভ ও সুরাসুরগণের ভয়াবহ কালকূট নামক মহাবিষ উত্থিত হইল। অমৃতোৎপত্তিকালে যে সকল সুধাবিন্দু বহির্গত হইয়াছিল, তাহা হইতে অদ্ভুত-দর্শনা অনেক কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও বদন শারদীয়-পূর্ণেন্দুর ন্যায়; কাহারও প্রভা বিদ্যুৎ, সূর্য্য ও অনলসন্নিভ; কেহ কেহ উৎপল-সন্নিভ; কেহ কেহ পুলকসন্নিভ; কাহারও কান্তি কনকসন্নিভ ও কেহ কেহ বিদ্রুমসন্নিভ; কেহ কেহ মসার-(ইন্দ্রনীল-মণিখণ্ড)-সন্নিভ; কাহারও দীপ্তি রজতের ন্যায় ও লোচন ফুল্লেন্দীবর-সন্নিভ। পদ্মোদর-সন্নিভ সেই কন্যা সকল লাবণ্যামৃত দ্বারা যেন দশ দিক্‌কে আর্দ্র করিতেছিল এবং অমৃত যেরূপ জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি বিনষ্ট হরে, সেই কন্যকাগণও তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছিল। দিব্যরত্ননির্ম্মিত হার, কেয়ূর ও কটক দ্বারা তাহারা সকলেই অলঙ্কৃত ছিল; তাহাদিগের মধুর শব্দ কামীদিগের যেন হৃদয়-বিদারক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগের ভ্রূভঙ্গ ও অপাঙ্গ-বীক্ষণ জগৎকে যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তৎকালে লোক সকল তাহাদিগকে কামনিক্ষিপ্ত অমৃতের ন্যায় বোধ করিতে লাগিল। অনন্তর জরা ও মৃত্যুবিনাশক অমৃত উদ্ভূত হইল, তখন মন্থনকারীরা মন্থন হইতে নিবৃত্ত হইলেন। সকলেই উদ্ভূত-বস্তু সকল গ্রহণ করিতে তৎপর হইলেন। ভগবান্ মহাদেব সর্ব্বাগ্রেই কালকূট ও শশাঙ্ককে গ্রহণ করিলেন; তৎপরে দিবাকর তুরঙ্গ, শচীপতি পারিজাত, বিষ্ণু কৌস্তভ ও সকলে ধন্বন্তরিকে গ্রহণ করিলেন। দেব ও দানবগণ অমৃতের নিমিত্ত পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাহাতে সকলেই প্রলয়কাল সমাগত বলিয়া বোধ করিয়াছিল। অনল ও অর্কসদৃশ প্রভাশালী দৈত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক সোমদেবকে অপহরণ করিবামাত্র ভগবান্ বিষ্ণু মায়াপ্রভাবে মোহিনীমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে দানবগণের নিকট হইতে প্রত্যানয়ন করিলেন; তদ্দর্শনে দেবগণ হৃষ্টচিত্তে পান-ভোজনাদি-কার্য্যে পুনর্ব্বার ব্যাপৃত হইলেন। ভগবানের মোহিনীমূর্ত্তি সকলের মনকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, সকলেই একবাক্যে "আপনিই আমাদিগকে বণ্টন করিয়া প্রদান করুন" এই বলিয়া ছদ্মরূপী সেই বিষ্ণুর হস্তে অমৃতভাণ্ড সমর্পণ করিলেন। ইত্যবকাশে দানবগণ সেই কন্যকা সকল সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগকে স্বায়ত্তীকরণ-বাসনায় ময়দানব-নির্ম্মিত দিব্যপুরীতে সংস্থাপিত করিলেন। সেই পুর সকল স্বর্গাপেক্ষা অধিক সুখকর ও ঘোরতর যন্ত্র দ্বারা রক্ষিত; তাহাতে অধিষ্ঠিত লোকদিগের কোনরূপ ক্লেশের সম্ভাবনা ছিল না। দানবগণ এইরূপে সকল বস্তু সুরক্ষিত করিয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নির্গত হইল। তৎকালে তাহাদিগের যুযুৎসা এরূপ বলবতী হইয়াছিল যে, নির্গমকালে কন্যকাগণের সহিত দর্শন করিতে অবসর লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু তৎকালে তাহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যদি আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দেবগণকর্ত্তৃক পরাজিত হই, তাহা হইলে এই কন্যাগণকে স্পর্শ করিব না। অনন্তর সকলেই সিংহনাদ করিতে লাগিল ও প্রত্যেকে শঙ্খবাদনে প্রবৃত্ত হইল। সেই শব্দে আকাশ যেন পূরিত ও মেঘ সকল যেন তর্জ্জিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ বিবিধ আয়ুধ দ্বারা শত্রুপক্ষ নিহত করিবার বাসনায় যুদ্ধের নিমিত্ত রণভূমিতে সমাগত হইলেন। পতঙ্গ যেরূপ বহ্নিকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ দানবগণ দেবগণ ও মহাত্মা বিষ্ণুর বীর্য্য-বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। হতাবশিষ্ট দানবগণ প্রাণভয়ে পাতাল ও সিন্ধু মধ্যে প্রবেশ করিল। মহাবল বিষ্ণু সুদর্শন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ১—[illegible]।

অনন্তর ভগবান্ পাতালে গমন করিয়া তথায় অবরুদ্ধ কন্যাগণকে দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগের মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয় ও অধিক লাবণ্যপূর্ণ। তাহারা ভগবান্‌কে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইল।

ভগবান্ তাহাদিগের তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া কামবাণপাতে অধীর হইলেন; তাহারাও ভগবানের তাদৃশ ভুবনমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া উঠিল। অনন্তর তাঁহাদিগের পরস্পর সম্মতিক্রমে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সম্পন্ন হইলে পর, ভগবান্ তাহাদিগের সহিত বিহার করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ভগবানের ঔরসে তাহাদিগের গর্ভে মহাবল-পরাক্রান্ত বহুসঙ্খ্যক পুত্র উৎপন্ন হইল। তাহাদিগের বিক্রমে মহীতল কম্পমান হইতে লাগিল ও তাহারা সকল প্রকার যুদ্ধে বিশারদ হইয়া উঠিল। ইত্যবকাশে ভগবান্ পদ্মযোনি স্বর্গের রক্ষা ও বিষ্ণুর আনয়ন নিমিত্ত মহাদেবকে তথায় প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ পিনাকী বৃষভরূপ ধারণ করিয়া ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাদৃশ ভীষণ শব্দে পুর ও অন্তঃপুর সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। ভগবানের পুত্র সকল তচ্ছ্রবণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিভব করিবার মানসে যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত হইল। ভগবান্ রুদ্রও অবলীলাক্রমে দন্ত, খুর ও শৃঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রগণ বৃষরূপী রুদ্রকর্ত্তৃক নিহত হইলে পর, ভগবান্ বিষ্ণু যুদ্ধার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং দিব্য শর ও অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাদেবও অবলীলাক্রমে বিষ্ণুপ্রযুক্ত সেই অস্ত্র সকল গ্রাস করিতে লাগিলেন। হরি সেই অলৌকিক কর্ম্ম সন্দর্শনে তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া জানিতে পারিলেন ও গম্ভীরস্বরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি কি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন? আপনিই জগতের একমাত্র কারণ। আমার আদেশানুসারে এ স্থানের প্রতি মমতা পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করুন। বিষ্ণু তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সলজ্জভাবে তাঁহাকে বলিলেন, এ স্থানে আমার চক্র আছে, তাহাকে শীঘ্রই গ্রহণ করিব। অনন্তর মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন, আপনার চক্র এই স্থানেই থাকিয়া দুষ্টতম দানবগণের বদন-চ্ছেদকার্য্যে দীক্ষিত হউক; আমি ইহা অপেক্ষা ঘোরতর অপর চক্র আপনাকে দান করিতেছি। ভগবান্ হর এই কথা বলিয়া কালানল ও অযুত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রভাশালী অপর চক্র মানসিক কল্পনা দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। অনন্তর কেশিহন্তা তাদৃশ অলৌকিক সুদর্শন লাভে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণকে বলিলেন, এই পাতালে অত্যারূঢ়-যৌবনা যে সকল নারী আছে, যে ব্যক্তি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করুন। অমরেশগণ কেশবের নিকট হইতে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুর সহিত পাতালে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল। ইত্যবসরে ভগবান্ হর তাহাদিগের তাদৃশ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রোধে অধীর হইলেন ও তাহাদিগকে এইরূপ ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, শান্তি-গুণান্বিত মুনি ও আমার অংশজ দানব ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি এ স্থানে প্রবেশ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ নিধন প্রাপ্ত হইবে। দেবগণও তাদৃশ ঘোরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিষণ্ণ হইলেন এবং রুদ্রকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর কিয়ৎকাল পরে পার্ব্বতীদেবী মহেশ্বরকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, হে শঙ্কর! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন? আপনা হইতেই এই বিশাল-জগৎ ও ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান্ রুদ্রদেব পার্ব্বতীকর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেবি! আমি পাতালবাসিনী কামিনীগণের অলৌকিক রূপরাশি চিন্তা করিতেছি; কারণ তাদৃশ রূপরাশি এ পর্য্যন্ত কোথাও আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। পার্ব্বতী পতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের অলৌকিকতা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে, যেহেতু আপনার চিত্তও তদ্দর্শনে এরূপ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এ দাসীর প্রতি অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে এ দাসীও তথায় গমন করিয়া তাহাদিগের তাদৃশ সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নয়নেন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। অনন্তর গৌরী মহেশ্বরকর্ত্তৃক তথায় গমনের নিমিত্ত অনুজ্ঞাত হইয়া, বক্রচ্ছায়া যেরূপ দর্পণাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাতালবাসিনী অঙ্গনা সকল তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া, "সূর্য্যদেব কি অকাণ্ডে পাতালগহ্বরে সমুদিত হইলেন।" এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল। ২৬—৫২।

তৎকালে তাহাদিগের সেই চিন্তা এত প্রবল হইয়াছিল যে, তাহারা একবারে তাঁহার সমুচিত সম্মাননা করিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর পার্ব্বতী তাহাদিগের তাদৃশ ভাব সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে অঙ্গনাগণ! তোমরা বিষলতার ন্যায় লোকদিগকে মুগ্ধ করিতেছ। কিন্তু তোমাদিগের এই অলৌকিক রূপরাশি শ্বভ্র-পতিত পুষ্প ও মুকুলিত পদ্মের ন্যায় বিফলতা ধারণ করিতেছে। কারণ ইহা কাহারও ভোগ্য নহে। ভগবান্ প্রজাপতি কেবল পুরুষদিগের উপভোগের জন্যই কামিনীদিগকে অলৌকিক সৌন্দর্য্য দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কন্যাগণ তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহাকে পার্ব্বতী বলিয়া জানিতে

পারিষারাত্র ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইল ও নানাবিধ স্তবাদি দ্বারা তাঁহার সন্তোষসম্পাদন করিল। অনন্তর পার্ব্বতী তাহাদিগের স্তবে তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে বরপ্রদান করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল দেবগণ তোমাদিগকে পত্নীরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা শম্ভুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্বকীয় মনোরথ পূরণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু এক্ষণে আমার পুত্রস্থানীয় ও শঙ্করের অনুচর যে সকল গণ, বিশেষ কারণ বশতঃ মনুষ্যরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সকলেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানশালী, মন্ত্রজ্ঞ এবং তপস্বী; তাহাদিগের রূপ ও যৌবন অত্যন্ত গর্ব্বের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই পুরুষদিগের সহিত বিহার করিয়া ঈদৃশ অলৌকিক রূপের সার্থকতা সম্পাদন কর। এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে স্ত্রীলম্পট ভগবান্ বিষ্ণু পুরাকালে প্রজাপতি ছিলেন এবং দারুণ যুদ্ধে দৈত্যপ্রধান ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া তাহাদিগের স্ত্রী সকল অপহরণপূর্ব্বক পাতালে গমন করিয়াছিলেন ও তথায় তাহাদিগের সহিত বিহার করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর ইনিই ত্রেতাযুগে রামরূপ ধারণ করিয়া জানকীকে ভার্য্যারূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অধিককাল সহবাস না হওয়ায়, ইঁহার ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই, স্বয়ংও ধনসম্পত্তি ও পুত্রসম্পত্তিতে তৃপ্তি লাভ করেন নাই; সেই কারণে কলিযুগে মথুরানগরে বসুদেবের ঔরসে ও দেবকীর গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যাবস্থাতেই গোপকন্যাগণের সহিত বনমধ্যে বিহার করত তাহাদিগের গর্ভে দশ লক্ষ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহার পর যৌবনকালে রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপাদিত করেন। তথাপি তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ পরিতৃপ্ত হয় নাই; কারণ তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর নরকাসুরকে বলপূর্ব্বক নিহত করিয়া তাহার ষোড়শ সহস্র পত্নী হরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের সহিত রমণ করিয়া তাহাদিগের গর্ভে নবতি সহস্র পুত্র উৎপাদিত করিয়াছিলেন। যৎকালে এইরূপ অসংখ্য স্ত্রীসম্ভোগেও তাঁহার বিহারবাসনা নিবৃত্ত হইল না, তৎকালে রাধানাম্নী কোনও কামিনীকে সাহসপূর্ব্বক বলাৎকার করিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার পরস্ত্রী-লাম্পট্য নিবৃত্ত হইল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; কারণ সকামা ও অনুরক্তা স্ত্রী নিতান্ত দুর্লভ। যে সকল ব্যক্তিরা 'মুক্তিতেই বিচিত্র সুখ হইয়া থাকে' এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদিগের সেই মত সমীচীন নহে; আমার মতে মুক্তিতে কিছুমাত্র সুখ নাই, ইহা উপলাবস্থার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞান-বিবর্জ্জিত। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পুরুষ তৎকালে স্বকীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। যে সময় যুবক ও যুবতির চিত্ত পরস্পরকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া থাকে, তৎকালে তাহারা ধর্ম্ম ও কুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। যোগ ধ্যান ও শান্তিপরায়ণ পদ্মযোনি, যিনি গুরুগণেরও গুরুস্বরূপ, যাঁহার দেহ রক্তবর্ণ ও মুখ-চতুষ্টয়ালঙ্কৃত সেই ব্রহ্মা এবং বেদবেদাঙ্গপারগ দীর্ঘায়ুঃ জনক ইঁহারাও পার্ব্বতীর পরিণয় কালে পাদদ্বয় সন্দর্শন করিয়া স্বভাব হইতে প্রভ্রষ্ট হইয়াছিলেন; সে সময় সদ্ব্রহ্মচারী সেই সকল বালখিল্য-মুনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! ইন্দীবর-সন্নিভ ও মধুরিপু নামে বিখ্যাত ভগবান্ বিষ্ণু ও পদ্মযোনি কামকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া যে যে কার্য্য সকল করিয়াছিলেন, আমি তাহা অশেষরূপে কীর্ত্তন করিলাম, ইহা অত্যন্ত রহস্য ও দিব্য লাবণ্যযুক্ত। ৫৩—৭৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

দশম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, সর্ব্বপ্রথম রুদ্রদেব একমাত্র ছিলেন। তাঁহার দৈহিকবর্ণ শ্বেত, রক্ত ও নীল ছিল; কিন্তু নীলতার আধিক্যহেতু তাঁহাকে ভিন্ন অঞ্জনচয়ের ন্যায় বোধ হইত। তাঁহার দংষ্ট্রা সকল অতিশয় প্রশস্ত ছিল, মুখমণ্ডলও নিয়ত বিস্তীর্ণ থাকিত; তাঁহার কোনও বিষয়ে স্পৃহা ছিল না। তিনি শান্ত, দান্ত ও সংযমীদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। অনন্তর নারায়ণ উৎপন্ন হইবামাত্র ভগবান্ রুদ্রকর্ত্তৃক সৃষ্টির নিমিত্ত নিয়োজিত হইলেন। জল সকলই নার ও নরসূনু শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। পুরাকালে সেই জল সকলই ইঁহার একমাত্র আশ্রয় থাকায়, ইনি নারায়ণ-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। কদাচিৎ তপস্যাবসানে "সৃষ্টি করিব" এইরূপ স্থির করিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু তপস্যা দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া, বহুকাল যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন; কিন্তু ভগবান্ হর যৎকালে দুর্লক্ষ্যরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে বিষ্ণু সত্ত্বগুণে ও ব্রহ্মা রজোগুণে আবৃত হইয়া, সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। ইঁহারাও রুদ্রকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর প্রথমে পঞ্চপ্রকার (পশু পক্ষী প্রভৃতি) তামস-সর্গ সৃষ্টি করিয়া, রাজস (রজোগুণময়) মানুষসর্গ সৃষ্টি করিলেন, পরে বিদ্যাধরাদি অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিক (সত্ত্বগুণময়) দৈবসর্গ সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ ইহাদিগের স্থান, ধর্ম্ম, জীবন, পালন ও আতোষ্যভক্ষণে আহার কল্পনা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। উক্ত ক্রিয়া-কলাপ এইরূপে অনুষ্ঠিত হইলে পর, ভগবান্ রুদ্রদেব নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম করিলেন।

অনন্তর প্রপঞ্চচিকীর্ষু হইয়া, সৃষ্টিকামনায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র এই নিখিল চরাচর জগৎ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। নানাপ্রকার ভূতসমূহ ইহাকে এরূপভাবে ব্যাপিয়াছিল যে, ইহার ঊর্দ্ধে, মধ্যে ও অধোদেশে সর্ষপের স্থানও দুর্লভ হইয়াছিল; ইহার এমন কোনও স্থান ছিল না, যাহা ভূতগণ ও গুহ্যচারী মিথুনকর্ত্তৃক নীরন্ধ্রভাবে ব্যাপ্ত হয় নাই। ইহা তৎকালে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভগবান্ তদ্দর্শনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া, "ইহা নিষ্প্রয়োজন" এই বিবেচনায় স্বকীয় লিঙ্গচ্ছেদ করিলেন। তখন ইহা হইতে অতিশয় উগ্র শিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল ও তাহাকে ত্রিজগতের স্তম্ভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার অন্ত, মধ্য ও মূল কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই বিশাল জগতে সেই তেজোময় স্থূলতম লিঙ্গের উপমান বা ইয়ত্তা ছিল না। অনন্তর ভগবান্ বীতক্রোধ হইয়া পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপেই সেই লিঙ্গ বহুকাল তথায় বিরাজ করিতে লাগিল। একদা দর্পান্বিত ভগবান ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ভ্রমণ করিতে করিতে তাদৃশ লিঙ্গ সন্দর্শন করিয়া, তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। অনন্তর "এই লিঙ্গ কাহার? ইহার সুলক্ষণ দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ইহা সাধারণ ব্যক্তির নহে; বোধ করি, ইহা আমাদিগের দর্পনাশের নিমিত্তই আবির্ভূত হইয়াছে। সে যাহা হউক, ইহার আদ্যন্ত অবশ্য দ্রষ্টব্য; তাহা না করিতে পারিলে, আমাদিগের মহত্ত্বের হানি হইবে" এইরূপ স্থির করিয়া, বিষ্ণু ইহার মূল অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পাতালে গমন করিলেন; ব্রহ্মাও ইহার অন্ত দর্শন করিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধদিকে গমন করিলেন। উভয়েরই আশা বিফল হইল, কেহ আদি বা অন্ত দর্শন করিতে পারিলেন না; সর্ব্বত্রই একরূপ দেখিতে পাইলেন। বহুকাল ভ্রমণ করায় উভয়ের শরীর শ্রমে অবসন্ন হইল, আর অধিক যাইতে পারিলেন না। তথা হইতে বহুকষ্টে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, জলধিতীরে (পূর্ব্বে যথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন) আগমন করিলেন এবং বহুকাল পরে পরস্পর সম্মিলনে সুখী হইয়া, পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। সেই সময় এইরূপ দৈববাণী আবির্ভূত হইল যে, হে দেবদ্বয়! ইহা জ্বালাময় চন্দ্রশেখরের লিঙ্গ; ভগবান্ কপর্দ্দী কুপিত হইয়া, ইহাকে ছিন্ন করিয়া ভূমিতে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাকে পূজা করিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। এই ভূমণ্ডলে যাহারা এই শিবলিঙ্গকে বলি ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে, পিনাকী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অভিমত ফল প্রদান করিবেন; কারণ তিনি অত্যন্ত ভক্তবৎসল। ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা তাহা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত ভক্তিসহকারে লিঙ্গের পূজা করিলেন ও নানাবিধ স্তোত্র পাঠ করিয়া, প্রভুকে প্রীত করিলেন; ইহাতেই তাঁহারা অসাধারণী সিদ্ধি লাভ করিলেন। ১—২৬। অন্ত মহাকল্পে দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; তৎকালে ভগবান্ কামান্তক হরগৌরী-রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহের অর্দ্ধ নারীময় ও অর্দ্ধ পুরুষময় ছিল। কল্পান্তরেও ইনিই গৃহস্থাশ্রমী হইয়া হিমালয়-গুহায় বাস করিয়াছিলেন; তৎকালে ভুজঙ্গসমূহ ইঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছিল। তথায় কৃষ্ণবর্ণা পার্ব্বতী গৌরত্ব লাভ করিবার আশয়ে ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত অটবী মধ্যে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সতী নামক সরোবরতীরে জয়ন্তী নাম্নী মহাগুহাতে ও রাজবংস নামক গহ্বরে গমন করিয়া তথায় ভগবান্ ব্রহ্মাকে সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর তথায় প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তি সমগ্ররূপে স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মার অনুগ্রহে সুবর্ণ সম্মিত বর্ণ লাভ করিয়া গৌরীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই সময় উদ্দামকুসুমালঙ্কৃতা বা তন্নাম্নী তাঁহার সখী ভর্ত্তার লাম্পট্য সত্ত্বেও তাঁহার রক্ষার্থে নিয়োজিত হইলেন। তৎকালে বীরক নামক রুদ্রানুচর সুবুদ্ধিশীল হইয়া এক দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সখী তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা এই লম্পটকে সেইরূপে রক্ষা করিবে, যাহাতে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া অন্য স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিতে না পারেন। ইঁহার উপর কোনরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না; কারণ ইনি জাহ্নবীর উপর একান্ত অনুরক্ত। ইঁহার অনুরাগ সন্ধ্যারাগের ন্যায় ক্ষণিক যে, কামের আমার সহিত ইহাঁর যোজন ভিন্ন অপর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না, তাহাকেও ইনি নিহত করিয়াছেন। ইহাঁর প্রভাও সন্ধ্যারাগ-সম্মিত। তাঁহারা উভয়ে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন এবং গৌরীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দিবারাত্র অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে আড়ি নামক দৈত্য কঠোর তপস্যা দ্বারা পিতামহকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অমরত্ব বর প্রার্থনা করিল। পিতামহ তচ্ছ্রবণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, হে দানবশ্রেষ্ঠ! সাক্ষাৎ অমরত্ব দুর্লভ ও অদেয়, তবে অমরত্বের কারণ সকল প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিব, তাহাতেই তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে। দানবরাজ তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অমরত্বের হেতু সকল প্রার্থনা করিলেন;—হে দেব! যে সময় চন্দ্রমণ্ডলে নক্ষত্র উদিত হইবে, দেবরাজ পুষ্কর প্রভৃতি মেঘ দ্বারা ভয়ানক বৃষ্টি করিবেন, প্রচণ্ড বায়ু ভীষণবেগে প্রবাহিত হইবে, ময়ূর সকল তাদৃশ মেঘসন্দর্শনে আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিবে, আমিও রূপত্রয় ধারণ করিব, তাদৃশ ভীষণ প্রলয়কালে যেন আমার মৃত্যু হয়। হে ভগবন্! ইহা আমার একান্ত অভিলাষ। প্রজাপতি তাহাতেই

সন্মত হইলেন। তখন আর দানবরাজের আনন্দের পরিসীমা রহিল না; তিনি তৎক্ষণাৎ মদ্যপানে মত্ত হইয়া, হিমালয়ে গমন করিলেন। যে স্থানে শঙ্করগুহা ও পার্ব্বতীগৃহ বিরাজ করিতেছিল, তিনি তথায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে উদ্দামকুসুমনাম্নী সখী ও বীরককে দেখিতে পাইলেন; তাঁহারা দানবরাজকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া যথাবৃত্ত বর্ণন করিলেন। দানবরাজ তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ রুদ্রদেবের স্ত্রীলাম্পট্য শ্রবণ করিয়া, গুহামধ্যে প্রবেশ করিবার আশয়ে পুরুষরূপ পরিত্যাগ করিলেন ও সর্পরূপ ধারণ করিয়া, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় তাঁহাদিগকে মায়া দ্বারা মোহিত করিয়া, নিমেষমধ্যে গৌরীরূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে চন্দ্রশেখর! আমি পর্ব্বতবাসিনী গৌরী, কামশরে পীড়িত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। আপনি ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি কামকে পরাজয় করিতে পারেন? আর আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না, শীঘ্রই ইহার প্রতিবিধান করুন। হে প্রাণেশ্বর! এ অধিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। হে প্রিয়! আমার বর্ণ সুবর্ণ-সন্নিভ, তন্নিবন্ধন আমি গৌরী নামে বিখ্যাত হইয়াছি; আমার সহিত বিহার করুন। ভগবান্ বিরূপাক্ষ তাহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অক্ষিদ্বয় উন্মীলন করিয়া, তাহাকে প্রিয়ার ন্যায় হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কৃত্রিম রতি সম্পন্ন করিয়া আলিঙ্গনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আভ্যন্তর রতিকালে ভগবানের সেই অত্যদ্ভুত লিঙ্গ সেই মায়াবিনী গৌরীতে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর ত্রিশূল মধ্যে দৃষ্ট হইল। যদিও তাহার প্রণয় সদ্ভাব লিঙ্গ দ্বারা স্পষ্টরূপে অনুমিত হইয়াছিল এবং কামিনীগণের ন্যায় তাহার অবয়ব সকল অত্যন্ত কোমল ছিল, তথাপি ভগবান্ কামাতুর হইলেও তাহার সহিত বিহার করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। সেই মায়াবী দানব তৎকালে মায়াবলে স্বকীয় যোনিকে বজ্রসারের ন্যায় সুদৃঢ় করিয়া দন্ত ও মুষল উৎপাদন করিল এবং তদ্দ্বারা ভগবানের লিঙ্গ-কর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল। মহাদেবও তাহার সেই মায়া জানিতে পারিয়া শূল ও পাশুপত প্রভৃতি অস্ত্র সকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরতাবসানে সেই মায়াবী দানব স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পশুরাজ যেমন গজরাজকে নিহত করে, সেইরূপ ভগবান্ সেই মায়াবী দানবরাজকে অবলীলাক্রমে নিহত করিয়া, বীরককে দর্শন করাইলেন; সেই পর্য্যন্ত বীরক অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া, স্ত্রীজাতির উপর বিশ্বাস করিতেন না। ২৭—৫৬। সেই সময় দানবরাজ মহেশ্বরকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকট পরাজিত হইয়া, কালকবলে পতিত হইলাম; কিন্তু আমার একটী ভ্রাতা আছে, যে আমা অপেক্ষা অধিক বলশালী, সে গৌরীরূপ ধারণ করিয়া, তোমাকে বধ করিবার জন্য এইস্থানে আগমন করিবে ও তোমাকে নিহত করিয়া, বৈরনির্যাতন করিবে এবং আমার মার্গের অনুবর্ত্তী হইবে। দানবরাজ মহাদেবের নিকট এইরূপ বলিয়া, ভূতলে পতিত হইল ও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। কিয়ৎপরেই সেই দানব, গৌরীরূপ ধারণ করিয়া, মহাদেবের নিকট আগমন করিল। মহাদেব তদ্দর্শনে ক্রোধপরবশ হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যদিও ইহার পার্ব্বতী হইতে কোন রূপপ্রভেদ দেখা যাইতেছে না, তথাপি এই কামিনী প্রকৃত পার্ব্বতী নহে; ইহার ভাবাদি দর্শনে, ইহাকে স্পষ্টই কোন মায়াবিনী বলিয়া বোধ হইতেছে। সে যাহা হউক, ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করা একান্ত বিধেয়। তৎকালে উদ্দামকুসুমা নাম্নী সহচরী, পার্ব্বতীর নিকট গমন করিয়া, সকল নিবেদন করিল,—হে দেবি! আমি আর তোমার পতিকে রক্ষা করিতে পারি না। কারণ বীরক পুনর্ব্বার অলৌকিক লাবণ্যশালিনী কোনও কামিনীকে তোমার পতির সমীপে আনয়ন করিয়াছে, আপনার পতিও তাহার লাবণ্য সন্দর্শনে নিতান্ত অধীর হইয়া, তাহার সহিত বিহার করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগের তাদৃশ বিহার সন্দর্শনে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া, আপনার নিকট আগমন করিলাম, এক্ষণে আপনি ইহার প্রতিবিধান করুন। পার্ব্বতী, সখীর নিকট হইতে তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সত্বর পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিয়া, সলিল দ্বারা আচমনপূর্ব্বক বীরককে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,—"রে বীরক! তুই আমার অজ্ঞাতে, আমার পতির নিকট কোন্ রমণীকে আনয়ন করিয়াছিস্ ও অনবধান-নিবন্ধন তাহার নিকট হইতে আমার পতিকে রক্ষা করিস্ নাই, এই অপরাধে জন্ম, মৃত্যু ও জরাগ্রস্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবি।" এই কথা বলিবামাত্র তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উৎকণ্ঠা, বিস্ময়, দৈন্য ও শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব সকল এবং রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক প্রভৃতি রস সকল তাঁহাকে আশ্রয় করিল। অনন্তর তিনি গৃহমধ্যে আগমন করিয়া, বিনীত বীরক ও নিরপরাধী পতিকে সন্দর্শন করিলেন। পুত্রস্থানীয় বীরক পার্ব্বতীর তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে পাদদ্বয়ে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি! আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবতী, আমাদের সুকৃতিবলেই আপনার পতির প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। আদি নামক দানবশ্রেষ্ঠ আপনার পতিকে বধ করিবার জন্য, স্বকীয় মায়াজাল বিস্তার করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। গৌরী, বীরকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত

দুঃখিত হইলেন এবং তাহাকে বিনা-দোষে অভিসম্পাত প্রদান করা নিতান্ত গর্হিত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং বহুক্ষণ পরে তাহাকে বলিলেন, হে পুত্র! আমি অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছি, তুমি ভূমণ্ডলে শিলাদ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র হইবে; তথায় দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করিলে তোমার শাপাবসান হইবে। ৫৭—৭২। পুনর্ব্বার সেই দেহেই আমার পুত্রত্ব লাভ করিবে। বীরক নন্দী তাঁহার বাক্যানুসারে শিলাদ নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেন ও তথায় কঠোর তপস্যা করিয়া দ্বাদশ বৎসর পরে পুনর্ব্বার শিবলোকে গমন করিলেন এবং তথায় পূর্ব্বের ন্যায় পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ রুদ্র গৌরীকে সন্দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইলেন ও দৈত্যের বাক্যানুসারে তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মূর্ত্তি নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি সহস্র সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন, পার্ব্বতীও অবলীলাক্রমে তাঁহার মূর্ত্তি সকল গ্রাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বকীয় তারারূপ দর্শন করাইলে কপর্দ্দীর শঙ্কা অপগত হইল। জগন্মাতার তাদৃশ অলৌকিক রূপরাশি-সন্দর্শনে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত রমণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; কারণ তিনি অত্যন্ত সুরতপ্রিয় ছিলেন। অনন্তর চন্দ্রশেখর হিমালয়ে বিরহবিধুরা ভার্য্যাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত রমণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন তাঁহার তাদৃশ রমণেও তৃপ্তি বোধ হইল না, তখন তিনি উন্মত্তবেশে দিগম্বর হইয়া তাঁহার সহিত দেবদারুবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কামাবিষ্ট হইয়া মুনিপত্নীগণের সহিত বিহার করিবার অভিপ্রায়ে তুষার হার শীতাংশু ও শঙ্খসদৃশ ভস্ম দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া কর্পূর-রঞ্জিতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন ময়ূরগণের চন্দ্রকসমূহরূপ পিচ্ছিকা সকল তাঁহার হস্তে বিরাজ করিতেছিল এবং দণ্ডের উপরিভাগে খট্টাঙ্গ প্রভৃতি আয়ুধ সকল সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা সম্বদ্ধ ছিল। পূর্ণেন্দু-শকল-সন্নিভ কপালও তাঁহার হস্তে বিরাজ করিতেছিল এবং স্ত্রী সকল তাঁহার অভিনব-যৌবন-লক্ষ্মী-সন্দর্শনে একবারে উন্মত্ত হইয়াছিল। লাবণ্য ও স্মিত প্রভৃতি-জনিত বিলাসরাশিও সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইতেছিল। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল স্নিগ্ধ, কুঞ্চিত ও কজ্জল-সন্নিভ কেশ দ্বারা আবৃত হইয়া জলধরাবৃত শেতাজের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তৎকালে ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগ, চঞ্চল ও নীলবর্ণ-তারকাশালী নেত্রদ্বয় ও সানুরাগ চঞ্চল দৃষ্টি দ্বারা মুনিপত্নীগণের অত্যন্ত দর্শনীয় হইয়াছিলেন এবং নব-সমাগমকালে তাঁহার দৃষ্টি অত্যন্ত সংসক্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে দিব্যাঙ্গুলির ন্যায় পরিমাণশালী অংস ও শ্মশ্রুরাজি তাঁহার অসাধারণী শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। তাঁহার অঙ্গ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও দর্শনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন তিনি ভুজদ্বয়শালিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। চারুতম কুণ্ডলদ্বয় কর্ণদ্বয়ের অসাধারণী শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। দক্ষিণাবর্ত্ত কৃষ্ণবর্ণ লোমসমূহ তাঁহার দেহকে অলঙ্কৃত করিল। তখন তাঁহার পাণি ও পাদদ্বয় জপাকুসুম অপেক্ষা অধিক রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার আয়ত্ত ছিল। ঋতুসম্ভূত, সিদ্ধপ্রযুক্ত, সুগন্ধ ও কণ্টকরহিত স্রগ্দাম দ্বারা অঙ্গ সকল আচ্ছন্ন হওয়াতে কামবিজেতার কমনীয়-কান্তি সমুদ্ভূত হইল। অনন্তর তিনি ভস্মানুলিপ্ত প্রমথগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া বনমধ্যে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭৩—৯১। তখন তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। সেই দোষবিরহিত মথুরাদি (বা মন্দ্রাদি) দশবিধ গীতিবিশেষ মন্দ্র ও তারভেদে চতুর্দ্দশবিধ স্বর, ত্রিবিধ যতি, লয়সমূহ, অষ্টবিধ রসাঙ্গ, একবিংশতিবিধ মূর্চ্ছনা, উনপঞ্চাশৎ প্রকার তাল ও নানাপ্রকার কণ্ঠতান এইরূপ নানাভেদে অলঙ্কৃত হওয়ায় মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া কামিনীগণ একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। তাহাতে সপ্তবিধ স্বর, ত্রিবিধ গ্রাম এবং জাতিসমুদ্ভূত ও দিব্য দ্বাত্রিংশৎপ্রকার মহারাগ সকল সম্পূর্ণরূপে অন্বিত ছিল। মিশ্রিত ছায়া সকল, দেশ ও জাতি দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত ছিল; রত্নজাল-সঙ্কীর্ণ, চতুঃষষ্টিবর্ণপ্রধান অনন্ত-ভাষা এবং দ্বিপ্রকার কালবিশেষোপযুক্ত গীতিসংযুক্ত মিশ্র-ভাষা দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় তাহার মাধুর্য্য যৎপরোনাস্তি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; চতুর্ব্বিধ বীণাদি-বাদ্যও তাহার সাতিশয় মাধুর্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। ভগবান্ বিরূপাক্ষ এইরূপে গান করিতে করিতে কোন স্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন; কোথাও অত্যন্ত হাস্য করিয়া, লম্ফপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন কোনস্থানে প্রমথদিগের সহিত বন্য ফল-মূল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বস্ত্র-প্রসাধনে [illegible] অসাধারণ তাণ্ডব দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে বিস্ময়-[illegible] নিম[illegible] করত রমণীয় নদীতীরে সমাগত হইলেন; সেই স্থানেও সহস্রপ্রকার আসন সকল প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন তৎকালে তাঁহার দৃষ্টি ষট্ত্রিংশৎ-প্রকার ভেদে বিভি[illegible] হইলেও অভিন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শৃঙ্গা[illegible] প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রোক্ত নবপ্রকার রস সকলও তিনি[illegible] নিকট সুচারুরূপে প্রদর্শিত হইতে লাগিল; কারণ মহাদে[illegible] ব্যতীত কোনও ব্যক্তি সেই সকল রসকে সুচারুরূপে অভিনীত ও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন। তাঁহার নিক[illegible]

এবং পয়োধর অতি স্থূল; যাঁহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম এবং কোমল বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন; যিনি রক্তবর্ণ বস্ত্র দ্বারা উষ্ণীষ ধারণ করিতেছেন; যিনি পুষ্পমালাদাম দ্বারা আপনাকে ভূষিত করিয়াছেন; যিনি করাম্বুজ দ্বারা অশোকপুষ্পপূর্ণ মালা ধারণ করিতেছেন; সেই পূর্ণেন্দুবদনা যুবতী হৃদয়গ্রাহিণী পার্ব্বতী, শঙ্করের শরীর অবলম্বনপূর্ব্বক ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত বিদ্যুৎ, নীল-মেঘ ও নক্ষত্র দ্বারা পরিশোভিত আকাশস্থ নিশাকরের ন্যায় সুন্দরসংযোগে শোভা পাইয়াছিলেন। গোপিকা-রূপধারিণী মাতৃগণের সহিত পরিশোভিতা গৌরী সকৌতূহলে স্ত্রীলম্পট ভর্ত্তার পরস্ত্রীসমাগম, মুনিপত্নীদিগের দুঃশীলতা এবং সাধ্বী-স্ত্রীদিগের ধৈর্য্যদর্শনের নিমিত্ত অগ্রে অগ্রে দেবদারুবনে গমন করিলেন। সেই সকল দুঃশীলা স্ত্রীর মধ্যে কেহ বা অনুরক্ত মুনিদিগকে, কেহ বা বিরক্ত মুনিদিগকে ত্যাগপূর্ব্বক, কেহ বা ভর্ত্তার অনুজ্ঞাক্রমে, কেহ বা পতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া শিব-দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই সকল তপস্বিনীগণ, পার্ব্বতীর সহিত সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব, মন্মথের ন্যায় সুদৃশ্য, নির্লজ্জ, মুনিদিগের আশ্রমেও ভিক্ষাকারী, আনন্দজনক, মধুর, সুস্পষ্ট, কামোদ্দীপক এবং সমবাক্যযুক্ত ও পুনঃপুনর্ব্বার দেহি দেহি এই বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক ভিক্ষা-যাচ্ঞাকারী, পরম সুন্দর পুরুষকে দর্শন করিয়া অতিশয় কামাসক্তা হইয়াছিল। তাহারা কখন ভ্রমণ করিতে লাগিল, কখন হাসিতে লাগিল, কখন পড়িতে লাগিল, কখন হাই তুলিতে লাগিল, কখন ভয়ে প্রবেশ করিতে লাগিল, কখন শাপ দিতে লাগিল; কখন শব্দ, কখন রোদন করিতে লাগিল; কোন সময়ে মধুরবাক্য কহিতে লাগিল, কোন সময়ে নিশ্বাসত্যাগ করিতে লাগিল; কোন সময়ে আক্রোশ প্রকাশ, কোন সময়ে স্বীয় মনোবিকার গোপন করিতে লাগিল; কোন সময়ে মহাদেবকে স্বকীয় গুহ্যদেশ অঙ্গ দর্শন করাইল, কোন সময়ে বা কথা কহিতে সমর্থ হইল না; কোন সময়ে মদনাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। শুভা সাধ্বী বসিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে বালিকা, যুবতী এবং বৃদ্ধা সকলেই কামাতুরা হইয়াছিল ৯২—১১৬। তাহারা আকার, ইঙ্গিত এবং গতি দ্বারা মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। পরে কামবাণে বিদ্ধ হইয়া বস্ত্রত্যাগ করিয়াছিল। কোন স্থানে সেই তাপসকে সম্বোধন করিয়া, অল্প অল্প কথা কহিতে লাগিল,—এই তাপস কোন্ ব্রত ধারণ করিতেছেন? কিজন্যই বা এই ব্রত? তুমি কৃতীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমার এই ঘোর ব্রতানুষ্ঠানে কি হইবে? জনগণ ভোগসিদ্ধির নিমিত্তই পৃথিবীতে তপস্যা করিয়া থাকে; এ সময়ে যাহা কিছু উচিত, তাহা স্বকীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার কর। সকাম বা নিষ্কাম যুবাদিগের পরস্ত্রী-সমাগই অভিপ্রেত। গুহে! তুমি কিজন্য উপস্থিত পরিত্যাগ করিতেছ? পরস্ত্রীগণ পুণ্যহীন পুরুষকে কখনই প্রার্থনা করে না। ভোগের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম, মনুষ্যগণ পৃথিবীতে নিরন্তর সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে; ঐ সকল কর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্য হইতে উত্তম। তোমার পুণ্যেই ইহা উপস্থিত হইয়াছে; মুক্তা প্রমুক্ত কিজন্য ত্যাগ করিতেছ? তুমি ইহা গ্রহণ কর। তুমি অতি সুন্দর, অতএব তোমাকে দর্শন করিয়া, আমাদিগের দয়া হইয়াছে। এই পরম-পুরুষ যদি বৈশাখ মাসে কষ্ট স্বীকার করিয়া বনে আসিতে পারিলেন, তবে আমাদিগের নির্লজ্জতা কিজন্য না হইবে? এই সকল পরমরূপবতী অন্যের প্রার্থিতা হইয়াও অভিলাষযুক্তা, স্থূলনিতম্বিনী, পীনস্তনী, সাত্ত্বিক-কামজভাবে অভিভূতা এবং নির্জ্জনদেশ-বাসিনী স্ত্রীদিগকে ইনিই বা আর কোথায় পাইবেন? হে মুনে! আমাদিগের আর তোমাকে প্রয়োজন নাই। যথেচ্ছচারিণী হই, বিবস্ত্রা হই অথবা সবস্ত্রাই হই, আমরা তপস্বিনী। হে চলেন্দ্রিয়! তুমি ভিক্ষা করিও না, চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন করত আমাদিগের শরীরের ও স্তনের লাবণ্য দর্শন কর। আমরা পরস্ত্রী, আমাদিগের স্বামী অতি বৃদ্ধ, পরমসাধু, অগ্নিকর্ম্মাবশিষ্ট এবং ব্রাহ্মণ; যে সকল ব্যক্তি দণ্ড করিতে অক্ষম, তাহারা বাক্য দ্বারা কিরূপে তাড়না করিবে? রে মূর্খ! লোক সকল যে রাজার দণ্ডভয়ে সৎপথ অবলম্বন করে, সেই রাজপুত্র এই বনে কিজন্য প্রবেশ করিয়াছ? তুমি এই বৃক্ষ দ্বারা নিবিড়, নির্ঝর ও সানুযুক্ত বন অবলোকন কর।১১৭—১৩০। যাহারা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও বালকদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন, সেই সকল নিত্য বেদাধ্যয়ন-রত তাপসদিগকে দূরে দর্শন কর। ইহা অতি আশ্চর্য্য এবং দুঃখের বিষয়। গুরু প্রসন্ন হইয়া, গৌতমের নিকট যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তুমি কি সেই সামবেদোক্ত মহাযজ্ঞ শ্রবণ কর নাই? ঐ মহাযজ্ঞে স্ত্রী—অগ্নি এবং উপস্থই তাহাতে সমিৎ। সেই স্ত্রী ঐ সময়ে যে বাক্য কহে, সেইটীই যোষিদগ্নির ধূম; যাহা শরীরে ধারণ করে, সেই বস্তুই অঙ্গার বলিয়া কথিত হয় এবং ঐ সময়ে যে আনন্দ, তাহাই স্ফুলিঙ্গ। বিবুধগণ সর্ব্বদাই ঐ যোষিদগ্নিতে রেতঃক্ষেপ করিয়া থাকে। অতএব আপনি কৃপা করুন, আমি তাহাতেই অতুল ফল জানিতেছি। যদি বলেন, এ স্থান অপবিত্র, তাহা হইলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। এইটীই সামবেদের দ্বিতীয় বাক্য, প্রজাপতি ইহাকেই প্রধান বলিয়াছেন। ঋষিগণ গর্ভাধানাদি-কর্ম্মে এই বাক্যই বারংবার কহিয়াছেন। স্ত্রীগণ এইরূপ [illegible] বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করিলে, তপস্বী শিব স্ত্রীদিগের উপর প্রসন্ন হইয়া, এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। [illegible] এই যে উজ্জ্বল দক্ষিণ-নেত্র প্রকাশ পাইতেছে, ইনিই আমাদিগের গুরু, স্ত্রীদিগের রতির উপদেষ্টা, চতুর্দ্দশপ্রকার

ভূতসর্গের গুরু; ইনিই দিবাচর প্রাণীদিগের দিবাতে, নিশাচরদিগের রাত্রিকালে পালনকর্ত্তা। ১৩১—১৪০। ইনিই পিতা, ইনিই আমাদিগকে সর্ব্বদা পালন করিয়া থাকেন; ইনিই চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া মাত্র জলরূপে অবস্থান করেন; ইনিই স্বকীয় কিরণ দ্বারা পাতালতলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন; ইনিই আমাদিগকে এই ত্রিদশ-পূজিত ব্রত দান করিয়াছেন। আমাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইনিও যে, আমিও সে, বেদে এইরূপই কথিত আছে। ইনি যে পর্য্যন্ত আকাশে অবস্থান করেন, সেইকাল পর্য্যন্ত আমি ভোজন করিয়া থাকি। আমি পূর্ব্বমুখ হইলেও মাংস, ক্ষার, মধু এবং অভক্ষ্য ভোজন করি না, অপেয় পান করি না; আমার ভোজন সমস্ত দোষবিবর্জ্জিত। আমি উপবেশন করিলে, আমাকে নিত্যই পৃথক্‌রূপে গ্রাসদান করিবে এবং আচমন করিলে, দ্বিতীয়বার পানীয় জল প্রদান করিবে। এক মুনিপত্নী আমাকে কেশকীটবর্জ্জিত ঘৃত, অন্ন, ক্ষীর, শাক, ফল, মূল ইহার সহিত ভোজ্য প্রদান করিবে। আর একজন বস্ত্র, আচ্ছাদন, পানীয় এবং স্নানীয় দ্রব্য প্রদান করিবে। হে স্ত্রীগণ! আমি এইরূপ বিধানে সতত তৃপ্তিলাভ করিব। ইনি আমার দক্ষিণহস্ত, ভোজন বিষয়ে পত্র। কৃতাঞ্জলি হইয়া "ভগবন্নমোহস্তু" এই বাক্যই আমার সম্ভাষণ। ভূমিতে জানুদ্বয় স্পর্শ করাইয়া আমাকে নমস্কার করিবে। অনাদর এবং অসম্মান দ্বারাই আমার সর্ব্বদা সন্তোষ হয়। অরণ্যমধ্যে বৃক্ষ-কোটররূপ গৃহে আমার শয়ন। এই শবরীরূপধারিণী তপস্বিনী গৌরী আমার নিকটে প্রদীপ্ত হুতাশন। আমি তুষ্টিসাধনের নিমিত্ত এই অগ্নিতে বীর্য্যক্ষেপ করিয়া থাকি। ১৪১—১৫০। আমিই সমস্ত প্রাণীকে কল্পনা করিয়া, দেয়বস্তু প্রদান করি। অতএব তোমরা আপনার ন্যায় যাহাকে যাহাকে পরমসুন্দর বিবেচনা কর, শীঘ্র তাহার নিকট গমন কর; তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ-মানসে নির্ব্বৃতি লাভ করত পরিতুষ্টভবে সুখী হইবে এবং তাহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে। সেই সকল ঋষিপত্নীগণ, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরমপরিতোষ লাভ করিলেন এবং পরিহাসপূর্ব্বক সেই তাপসকে অবরুদ্ধ করিয়া, ক্রীড়া করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হে উন্মত্ত! তুমি স্ত্রীলোকদিগের নিকট কিজন্য বৃথা শাস্ত্র কহিতেছ? পুরুষ অন্য স্ত্রীকে ইচ্ছা করিলেও স্ত্রীলোকেরা সেই কামুক পুরুষকেই ইচ্ছা করে। তুমি আমাদিগের নিকট যে সকল শাস্ত্র বলিলে, তাহা সমস্তই বৃথা; তাহা না হইলে, তোমার নিকটে কিজন্য ছায়ার ন্যায় এই শবরী অবস্থান করিতেছে? অতএব তুমি জানিবে, পৃথিবীতে স্ত্রীরত্ন অতি দুর্লভ। পার্ব্বতী যাহার উপর সন্তুষ্টা, সেই এক মহেশ্বরই ধন্য। তুমি লোকসমীপে আর বৃথা বাক্য-প্রয়োগ করিও না। সত্য সত্যই তুমি ধন্য! যে হেতুক ত্রৈলোক্যসুন্দরী এই বালিকা শবরী তোমার ভার্য্যা। হে বদভাংবর! আমরাও তোমার সংস্পর্শ প্রার্থনা করিতেছি। ঋষি-পত্নীরা এইরূপ কাকুক্তি দ্বারা প্রার্থনা করিলে, সেই তাপস পরম আনন্দ লাভ করত হৃষ্ট হইয়া, স্বীয় ইচ্ছানুসারে সকলের গৃহেই গমন করিলেন। তৎপরে ঐ সমস্ত স্ত্রী কামাতুরা হইয়া, স্বীয় আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত নানাপ্রকার বাক্য কহিতে লাগিলেন। তৎপরে তাপসগণ স্ত্রীদিগের কোলাহল শ্রবণ করিয়া, সেই উলঙ্গ নির্লজ্জ কামচারী তপস্বীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করত যত্নপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় পত্নীগণকে ধারণ করিতে লাগিলেন। ১৫১—১৬০। তাপসগণ যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিলেও তাহারা আপন আপন ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পরে তাপসগণ ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া, মহেশ্বরকে জানিতে পারিলেন না এবং মোহিত হইয়া তাঁহাকে নিন্দা করত কেহ দণ্ড, কেহ বৃক্ষ, কেহ প্রস্তর, কেহ কমণ্ডলু, কেহ হস্ততল, কেহ অগ্নি, কেহ সর্প, কেহ কণ্টক, কেহ বা আয়ুধ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই শ্রেষ্ঠা স্ত্রী সকল ক্ষুধায় ক্ষীণ-কণ্ঠ হইয়া পড়িতে লাগিল; আর কোন চেষ্টা করিতে পারিল না। মৃগচর্ম্ম, বল্কল এবং বস্ত্র দ্বারা শরীরকে আবৃত করত শ্রান্ত হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল। পরে ঐ নারীগণ স্বামীদিগের যত্নসত্ত্বেও লাঘবহেতু চর্ম্ম, বল্কল ও বস্ত্র ত্যাগপূর্ব্বক উলঙ্গ হইয়া, সেই শবরীপতির নিকট গমন করিল। পরে সেই রুধিরাক্ত-কলেবর মুনি, বসিষ্ঠ মুনির গৃহদ্বারে গমন করত অল্প অল্প করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভবতি! আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর, আমি শঙ্কর। হে বামোরু! হে সুশোভনে! আমি তোমার অতিথি আসিয়াছি; আমি এই বনে মুনিসমূহকর্ত্তৃক অনবরত তাড়িত হইয়াছি। হে দেবি! আমার এই কোমল গাত্র অবলোকন কর। হে বরারোহে! মুনিগণকর্ত্তৃক জর্জ্জরীকৃত আমার মনোহর রূপ দর্শন কর। দণ্ডী, এইপ্রকার বক্রোক্তি দ্বারা দক্ষকন্যা অরুন্ধতীকে লোভ দেখাইয়া, অঙ্গ অঙ্গ করিয়া, আপনার সমস্ত অঙ্গ দর্শন করাইলেন। ১৬১—১৭০। তৎকালে সেই অরুন্ধতী, তাঁহাকে শক্তিনামক আপনার পুত্রসদৃশ জ্ঞান করিয়া, শীতল জল দ্বারা রুদ্রদেবের সমস্ত গাত্র প্রক্ষালন করিয়া, কাম-ধেনুর ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার জল দ্বারা প্রক্ষালন করত নানাপ্রকার দিব্য অঙ্গরাগ দ্বারা তাঁহাকে অনুলিপ্ত করিয়া, পুষ্প এবং গন্ধ দ্বারা ভূষিত করিলেন। পরে মহামূল্য আসন, সুগন্ধ ধূপ, মন্ত্রপূত পাদ্য, সুন্দর চামরব্যজন, বহুতর সুবর্ণপাত্র, ব্যাধিনাশক আহার, উষ্ণ পায়সরাশি, নানাপ্রকার মনোহর

পর্ব্বত-পরিমিত ভক্ষ্যবস্তু, পবিত্র পানীয় জল, ঘৃত, দধি ক্ষীর, নানাপ্রকার ফলমূল এবং পবিত্র বহুতর মাংস দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। পরে শঙ্কর, অনুচরের সহিত ঐ জলে স্নান করিলেন এবং ভগবান্ হর, পার্ব্বতীর সহিত দেবী-অরুন্ধতীকর্তৃক তর্পিত হইয়া, পবিত্র জল দ্বারা আচমন করিলেন। পরে তপস্বিনী অরুন্ধতী তাঁহাকে বলিলেন, হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার। হে পুত্র! এক্ষণে তোমার যে দেশে রুচি হয়, সেই দেশে গমন কর। পরে অতিথি, অরুন্ধতীর বাক্যে সম্মত হইয়া, প্রীতি লাভ করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! তুমি ধর্ম্ম কথা বলিয়াছ, আমরা সকলের পূজ্য; তাপস ক্ষপণক সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, "তুমি সৌভাগ্য লাভ কর; তোমার এই ক্ষমাশীল বৃদ্ধপতি পুনর্ব্বার যুবা দেবতার ন্যায় অজর এবং সুন্দরাকৃতি হউন। ১৭১—১৮০। তাপস, তাঁহাকে এই কথা বলিয়া, গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং বসিষ্ঠকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, বনমধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে নারীগণ উন্মত্তা হইয়া, ভ্রমরের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; তাহাদিগের স্বামী সকল ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া, পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রহার করিতে লাগিল। সেই সর্ব্বভূতাত্মা প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীকৃত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথা পাইলেন না; হাস্যের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সন্তুষ্ট হইয়া গমন করিলেন। সেই প্রসন্ন-বদন তাপস, যে যে সময়ে তাপসীদিগের সহিত একত্রিত হইয়া হাস্য করিয়াছিলেন, তাপসগণ সেই সেই সময়ে ক্রোধের বশীভূত হইয়া, মহা ক্রোধ করিয়াছিল। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল, কিন্তু দেবাদিদেব পরমেশ্বর তাড়িত হইয়াও কাহাকেও কটূক্তি বা কাহারও প্রতিবিধান করিলেন না। এইরূপে মুনিদিগের সমস্ত অস্ত্র ক্ষয় হইলে, ভৃগু প্রভৃতি তাপসগণ "রে মিথ্যা-তাপস! তোমার লিঙ্গ এই ভূতলে পতিত হউক।" এই বলিয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। আমাদিগের এই মহারণ্যে কোন রাজা নাই যে, তুমি পরস্ত্রীরত, তোমার লিঙ্গচ্ছেদন করে। পর-দাররত নির্লজ্জ দুরাত্মা ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদনই কর্ত্তব্য, তদ্ভিন্ন তাহার আর কোন দণ্ড নাই। যে ব্যক্তি গুরুদার-রত, সে স্বয়ং বৃষণের সহিত লিঙ্গচ্ছেদন করত অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিয়া, মরিবার নিমিত্ত দক্ষিণদিকে গমন করিবে। এই মূর্খ, দুরাচার, দুর্ম্মতি, আমাদিগের ক্ষেত্র-দারাপহারী; অতএব আমরা স্বয়ংই ইহাকে দণ্ড করিব। দ্বিজ হউক বা মুনি হউক, আততায়ী হইলে তাহাকে বধ করিবে; অতএব তোমরা শস্ত্র, বাণ, যাহা দ্বারা হউক, ইহাকে বধ কর, এ বিষয়ে কোন বিচার করিও না। ১৮১—১৯২। বহুযোজন বিস্তীর্ণ পরম সুন্দর তাঁহার সেই লিঙ্গ মুনিদিগের শাপপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই মহারণ্য মধ্যে সতীদেহে পতিত হইল; ঐ লিঙ্গের নাম বিজয়ী মহাদেবের সেই ভাস্বর দিব্যতেজ ভূমিতে পতিত হইলে, জগৎ অন্ধকারময় হইল এবং মুনিদিগের হৃদয় অজ্ঞানে আবৃত হইল। তৎকালে অরুন্ধতী বসিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন, স্বামিন্! আমি এই আশঙ্কা করিতেছি যে, যিনি শত শত আঘাত দ্বারা আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথা পাইলেন না, সেই নগ্ন-ক্ষপণক—মহাদেব; যিনি কোন ক্রোধ করিলেন না বা আঘাত-কর্ত্তার প্রতি প্রতিঘাত করিলেন না, তিনিই সেই দেবদেব চন্দ্রশেখর মহেশ্বর, তাহাতে সন্দেহ নাই। যিনি শবরী-রূপ ধারণ করিয়াছেন, ইহাঁকে আমার ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। তাঁহার সহিত যে সকল স্ত্রীলোক, তাঁহারা মাতৃগণ এবং ঐ সকল পুরুষ প্রমথগণ। অতএব আমরা উভয়ে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ভগবান্ অক্ষতাঙ্গ হউন এবং তোমার তেজ দ্বারা এই সমস্ত অন্ধকার নষ্ট হউক। প্রজাপতি বসিষ্ঠ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করত ধ্যানযোগ দ্বারা মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সুভগে! হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি মহাদেব বিষয়ে যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার বাক্য দ্বারা তাহাই হইবে। ১৯৩—২০১। পরে বালেন্দুশেখর মহাদেব এবং সেই লিঙ্গ, মুনীন্দ্র বসিষ্ঠের বাক্যানুসারে অক্ষতাঙ্গ হইয়া, বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবদারুবন হইতেও সেই ঘোর অন্ধকার দূরীভূত হইল; মুনীন্দ্রদিগেরও সমস্ত ক্রোধ বিনষ্ট হইল। তখন মুনীন্দ্রগণ, বৃষভধ্বজকে জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আকাশবাণী হইল,—ওহে মুনীন্দ্রগণ! তোমরা রুদ্রদেবের যে লিঙ্গকে ভূতলে পাতিত করিলে, প্রভুর ঐ লিঙ্গ, সমস্ত সিদ্ধিপ্রদানে সক্ষম; অতএব পবিত্র বেদমন্ত্র দ্বারা কায়মনোবাক্যে ঐ লিঙ্গকে অর্চ্চনা কর; শঙ্করের প্রতিমাপূজা অপেক্ষা লিঙ্গপূজা অতিশয় গরীয়সী। মুনীন্দ্রগণ সেই বাক্য শ্রবণ করত অভিমান বর্জ্জিত হইয়া, মৃদাহরণ, সজ্বটন এবং আসনাদি ষোড়শোপচার এই অষ্টাদশোপচারে মহেশ্বর-লিঙ্গের পূজা করিলেন। ঋষিগণও মহাদেবের লিঙ্গকে পাতিত করিয়া, ঐরূপে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। যিনি হস্ত প্রভৃতি বাহ্য অবয়বের আধারভূত, সপ্তদশাত্মক লিঙ্গ যাঁহার চিহ্ন, সেই অবিনাশী পরমাত্মা স্বরূপ স্বকীয় হৃদয়স্থিত চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে মুনিগণ জানিতে পারেন নাই; এইজন্য ঐ লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। হৃদয়স্থকে পূজা করিলে, লিঙ্গপূজা অপেক্ষা শতগুণ পুণ্য। দ্বিজাতিগণ অগ্নিতে পূজা করিবে; যোগিগণ মানসপূজা করিবে। মূর্খেরা পাষাণে এবং জ্ঞানীরা সর্ব্বত্রই শিবের পূজা করিবে। যাহারা পাষাণময়-শিবের অর্চ্চনা করে, তাহারা স্বর্গ, পরে রাজ্য প্রাপ্ত হয়। যাহারা স্বদেহস্থকে পূজা

করে, তাহারা যথাক্রমে রাজ্য, স্বর্গ এবং মোক্ষ লাভ করে। যে ব্যক্তি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দর্শন করে, সে শিবসাযুজ্যরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। যদি তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে ধ্যান করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সেই মনুষ্য একদিন পরেই শরীর ত্যাগ করিয়া, দুর্লভলোক ভোগপূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ২০২—২১২। মহাদেব এইরূপে দ্বাদশবর্ষ ক্রীড়া করত সকাম মুনিদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের চাঞ্চল্য, অরুন্ধতী এবং বসিষ্ঠের ধৈর্য্য, নক্তব্রতধারী ক্ষপণকদিগের হাস্য, পৃথিবীতলে দর্শন করাইয়া পত্নী ও প্রমথগণের সহিত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। জগৎ কামময়, এজন্য সকাম হইলেও কিছুমাত্র দোষ হয় না। যদিও চাঞ্চল্যের দোষ থাকে, কিন্তু পরমাত্মার তজ্জন্য কোন দোষ হইবে না; কারণ শব্দাদি ও ভোগাদি ঈশ্বরে অবস্থিত, ঈশ্বর-স্বরূপ এবং ঈশ্বরেই লয়প্রাপ্ত হয়। পতিব্রতা স্ত্রীর কোন কর্ম্মই আশ্চর্য্য নহে; যেহেতুক স্ত্রীদিগের মধ্যে তাহারাই কেবল স্বীয় স্বীয় পতির সহিত তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে। যাহারা বহ্বাশী, তাহারা অন্নভোজী ব্যক্তিদিগের গৃহেই ভোজনপ্রাপ্তি নিমিত্ত সর্ব্বদা পর্য্যটন করে। যে ব্যক্তি গৃহস্থ, সে কিরূপে ভিক্ষুক সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে, তাহাকে উপযুক্ত ভাগ প্রদান না করিয়া, ভোজন করে! কারণ অর্থবান্দিগের সর্ব্বদাই ভয়। যাহারা অজ্ঞ, বর্ণাশ্রমরহিত, নির্লজ্জ, চৈতন্য-রহিত, যাহারা নিন্দিত-তনয় এবং পূর্ণ, অতিশয় দুষ্ট, দ্বাদশবিধ মল দ্বারা স্বীয় ব্যাধির উৎপাদক ও অন্যান্য নানাবিধ রোগযুক্ত এবং যাহারা কামক্রোধাদি দোষে দুষ্ট; যাহারা সর্ব্বদা শীত ও উত্তাপ ভোগ করে, সেই পতিত, অজ্ঞ এবং শোকযুক্ত ব্যক্তিরাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শঙ্করের তেজ ও ব্রতাচার-রত ব্যক্তির কখনই নাশ নাই। বসিষ্ঠ ব্যতিরিক্ত কোন্ ব্যক্তি অবৈধ্যভোজী, প্রচণ্ড, স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বর্ত্তমান মহাদেবকে ভিক্ষাদানে সক্ষম হয়? সেই বসিষ্ঠই শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত দ্বাদশ বৎসরকাল মহাদেবকে ভিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ২১০–২২৩। মহাসাধ্বী পতিব্রতা অরুন্ধতী ব্যতিরিক্ত কোন্ স্ত্রী মহাদেবের কামস্পর্শে কামকর্ত্তৃক পীড়িতা না হইয়াছে? গুরুজনেরা বিবাহ সময়ে সভাস্থলে যাঁহার নামকীর্ত্তন করেন, "হে কুমারি! এই সেই বসিষ্ঠমহিষীকে দর্শন কর, দর্শন কর এবং হে মাতঃ! তুমি পতিব্রতার মাহাত্ম্যে যাহা ইচ্ছা কর; তাহাই করিতে পারিবে। যদি তুমি পতিব্রতাকে দর্শন্ কর, তাহা হইলে সাধ্বী হইবে; দর্শন না করিলে অসাধ্বী হইবে।" কোন ব্যক্তিই সূর্য্যোদয় হইলে, দিবাতে নক্ষত্র-দর্শনে সমর্থ হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি অতিশয় মূঢ়, সেই রাত্রিকালে পতিব্রতা অরুন্ধতীকে জানিতে পারে না। কুমারীগণ যে সময়ে সন্ধ্যা নিমিত্ত গুরুজনকর্ত্তৃক প্রেরিত হয়, সেই সময়ে তাহারা বলে যে, হে ভগবন্! আমাদিগের বালত্ব নষ্ট হইলে, যদি আমাদিগের স্বামী ব্রতাচরণপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রতিপালন করেন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তির পূজা করেন, তাহা হইলে আমরা পতিব্রতাকে অবগত হইয়া, অরুন্ধতী দেবীকে দর্শন করিব এবং তাঁহার সম্মান করিব। সেই পত্নীই তৃপ্তিপূর্ব্বক পতির প্রিয়া হইয়া সেই বিদ্বান্ পতিকে প্রীত করে ও সংযত হইয়া রেত ধারণ করে এবং সেই রেত হইতে সন্তান উৎপন্ন হয়। এক্ষণে আমি সেই ভগবতী অরুন্ধতীকে নমস্কার করি। ইহার পর আর কি অনেকপ্রকার বলিব, সংক্ষেপে সমস্তই বলিয়াছি। দেবদেব মহেশ্বর এবং দেবকীসুত কৃষ্ণ বাতিরিক্ত অন্য কোন্ পুরুষ বহু স্ত্রীর বল্লভ হইতে পারে? দেবাদিদেব মদন-বিজিত-বুদ্ধি পার্ব্বতী-বল্লভ শম্ভু সম্বন্ধে এবং সমস্ত দেবতা ও মুনিগণের সদ্গুরু সম্বন্ধে সমস্তই বলিলাম। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! পুনর্ব্বার কহিতেছি শ্রবণ কর। ২২৪—২৩৩

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—ইন্দ্র ত্রৈলোক্য-রাজ্য এবং সমস্ত সুখভোগ-কামনায় যক্ষ, রাক্ষস, দেব, অসুর, উরগ ইহাদিগকে জয় করত সমস্ত আধিপত্য লাভ করিয়া, শচী প্রভৃতি অপ্সরোগণকে প্রাপ্ত হইয়াও কামে মুগ্ধ হইলেন। পরে বজ্রধারী লোভের বশীভূত হইয়া, অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বৃদ্ধ গৌতমমুনির রূপ ধারণ করত পর্ণকুটীরস্থিতা নিঃসহায়া মুনিপত্নী অহল্যাকে উপভোগ করিয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে সক্ষম হইলেন না। এই সময়ে গৌতমমুনি ফলমূল সংগ্রহ করিয়া, গৃহে আগমন করিলেন। ইন্দ্রও ঐ কুটীর মধ্যে অহল্যার সহিত ক্রীড়া করত অবস্থান করিতেছিলেন। পরে গৃহমধ্যে আপনার আর একজন পতিকে দর্শন করিয়া, "ইহা কি হইল!" এইরূপ চিন্তা করত অহল্যা অতিশয় শঙ্কিতা হইলেন এব কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরে অহল্যা বিস্মিত এবং ভীতা হইয়া, প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন মুনিশ্রেষ্ঠ গৌতম বিস্মিত, শঙ্কিত এবং অতিশয় ক্রু হইলেন। পরে অহল্যা-সংস্পর্শ-লুব্ধ ইন্দ্র লজ্জিত ও ভীত হইয়া গমন করত, যুগক্ষয়কালীন কালের ন্যা মুনির রূপ দর্শন করিয়া, তাঁহার শাপহত ভীত হইয়া আপনার শরীরকে অতিশয় সঙ্কুচিত করিলেন। তৎকা গৌতম-মুনি সমস্ত অবগত হইয়া, ক্রোধে শচীপতি ইন্দ্রক অভিশাপ প্রদান করিলেন, "যেহেতু তুমি ছলপূর্ব্ব

নির্জ্জনে আমার পত্নীকে উপভোগ করিয়াছ, অতএব তুমি অতি কামুক; তোমার বৃষণদ্বয় পতিত হউক।" পরে ইন্দ্র ব্রহ্মদণ্ডের প্রহারে চূর্ণিতাঙ্গ হইলেন। ১—১০। পরে পুরন্দর, বৃষণনাশে নির্ব্বীর্য্য হইলে, দেবগণ তাঁহাকে সবীর্য্য করিয়া, মেষের স্থূল বৃষণদ্বয় লইয়া, ইন্দ্রের বৃষণস্থানে যোগ করিয়া দিলেন; এইজন্য ইন্দ্র মেষবৃষণ হইলেন। তাঁহার মস্তক, সারমেয়-মস্তকের ন্যায় হইল এবং তিনি অতিশয় কৃশ হইলেন। পরে পরদারোপভোক্তা বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র সহস্র-ভগশালী হইলেন এবং তাঁহারই অভিশাপে লঙ্কাতে রাবণাদি রাক্ষসকর্ত্তৃক তিনকোটি বৎসর আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই অবধি ইন্দ্রের স্থানের এবং ইন্দ্রের স্থিরতা নাই এবং সেই রূপবতী অহল্যাদেবী স্বামীর ক্রোধে দগ্ধ হইয়া, সেই স্থানেই চৈতন্যশূন্য শিলারূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই অহল্যা কোন সময়ে পৌলস্ত্যকুলের অগ্নিস্বরূপ রামরূপী নারায়ণের সংস্পর্শে পুনর্ব্বার স্বীয় শরীর পাইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে ইন্দ্র ত্রিনেত্র মহাদেবের ন্যায় ত্রিজগৎ মধ্যে অতিশয় সুন্দরাঙ্গ হইয়াছিলেন। ইন্দ্র এইরূপ হইয়াও কোন সময়ে পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়ের রূপযৌবনসম্পন্না বপুষ্টমানাম্নী ভার্য্যাকে দর্শন করত তাহার স্পর্শলোভে তৎক্ষণাৎ মনুষ্যশরীর ধারণ করিলেন। যখন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না, তখন মহারাজের অশ্বমেধযজ্ঞে যে মৃত অশ্ব ছিল, তাহাতেই প্রবেশ করিয়া মৃততাপ্রযুক্ত তাঁহার যজ্ঞ নষ্ট করত অভিমন্যু-পৌত্রবধূ জনমেজয়-মহিষীকে উপভোগ করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ১১—২০। এক সময় বহুসংখ্য স্ত্রী হাবভাব, কটাক্ষ, বিলাস এবং রতিবিভ্রম দ্বারা সংসারবিমুক্তিকামী ব্রতধারী কামারি মহাদেবকে ক্ষোভিত করিতে উদ্যোগ করিলে, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ ভীত হইয়া বস্ত্র, মাল্য, বিভূতি, পর্ব্বতপরিমিত নিধি, নৈবেদ্য এবং সকল প্রকার ভোজ্যদ্বারা মহাদেবের পূজা করিতে লাগিলেন; তথাপি কেহই সেই অচঞ্চল মহাদেবকে নির্ব্বিকল্প-সমাধি হইতে চালিত করিতে সক্ষম হইলেন না। পরে ইন্দ্র, মহাদেবের কৃপায় অমৃত পান, অত্যুত্তম বজ্র এবং নিয়মিত স্থান লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে কামদেব পূর্ব্বোক্ত সমাধিসময়ে এক মহারাত্রিকাল সেই ক্ষোভবিজেতা মহাদেবকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রভাবে এই জগৎ। সেই কাম অন্যের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সকলকে আপনার অধীন করত ত্রিজগৎমধ্যে জয় লাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই দুর্জ্জয় কামকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে কেবলমাত্র মায়া-উপাদানহেতুক অসৎরূপ এই সমস্ত বিশ্ব যাহাতে অবস্থিত, সেই সর্ব্বধর্ম্মময় চিৎস্বরূপ অপরিমেয় ঈশ্বরকেই ভজনা করিবে। যিনি বৃহৎ বৃহৎ শত-সহস্র পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছেন ও সমস্ত শত্রুকে জয় করিয়াছেন আমি সেই বজ্রপাণি ইন্দ্রের মনুষ্যলোককে অতি লজ্জাকর সমস্ত চরিত্র এবং সকলের ঈশ্বর শূলপাণি মহাদেবের চরিত্র অশেষরূপে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে অগ্নির চরিত্র কহিতেছি। এক সময়ে অগ্নি সপ্তর্ষিদিগের গৃহে শিবাপ্রভৃতি তাঁহাদিগের পত্নীকে দর্শন করত অধৈর্য্য হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। ঐ নিবিড় অরণ্যমধ্যে কৃত্তিকা নামে ছয় জন স্ত্রী শাপ হইতে অগ্নিকে রক্ষা করিয়া সপ্তর্ষি-পত্নীদিগের রূপ ধারণ করত ক্রমে ক্রমে অগ্নিকে কামাসক্ত করিয়াছিলেন। পরে গরুড়রূপা কৃত্তিকা শ্বেতাচল পর্ব্বতের শিখরদেশে সুবর্ণময় কুম্ভমধ্যে সেই রেতঃক্ষেপ করত সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই যে ষট্কৃত্তিকা-পুত্র, ইনিই ষড়ানন কার্ত্তিকেয়। ২১—৩০। ইহাঁরা রূপান্তর ধারণে সমর্থ হইলেও অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করিতে পারেন নাই; কারণ বশিষ্ঠমহিষী অতিশয় তপস্বিনী এবং পতিব্রতা। ঐ কৃত্তিকাপুত্র কুমার, পার্ব্বতীর পুত্র হইয়া দেবতাদিগের সেনাপতিত্ব লাভ করত ক্রৌঞ্চ এবং তারকাসুরের দর্প নষ্ট করিয়াছিলেন। অগ্নি স্বীয় পত্নী স্বাহাকে এবং কপট-কৃত্তিকাদিগকে উপভোগ করত প্রীত হইলেন না। এজন্য ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কর্ণাটদেশীয়া পরমসুন্দরী দাক্ষিণাত্য স্ত্রীদিগকে উপভোগ করিবার নিমিত্ত মাহিষ্মতী পুরীতে গমন করিলেন। মাহিষ্মতীপতি নীল রাজা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করত ভৃত্য করিয়া রাখিলেন। পরে অগ্নি প্রাচীর হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে নগরীমধ্যে যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। এই মহাবল-পরাক্রান্ত জগতের প্রাণ ভগবান্ বায়ু পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া স্থাবর ও জঙ্গমের দেহে অবস্থান করত প্রবহ প্রভৃতি সপ্তবিধ দিব্য ভাব দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছেন। অদিতিপুত্র বায়ু ঊনপঞ্চাশৎ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া নিষ্কণ্টকে অমরনাথ ইন্দ্রের রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। যোগিগণের আরাধ্য পরমাত্মস্বরূপ সনাতন বায়ু জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও কুশনাভ রাজার রূপযৌবনসম্পন্না, লাবণ্যবতী, কুল এবং সৌভাগ্যসংযুক্তা এক শত কন্যা অবলোকন করত কামকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাহাদিগের সংস্পর্শ ইচ্ছা করিলেন। পরে স্বয়ম্ভু বায়ু সেই মুগ্ধা, সলজ্জা এবং ভয়াক্রান্তা কন্যাদিগের অঙ্গস্পর্শ কামনা করত নির্জ্জনে গমন করিয়া নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ৩১—৪১। বায়ু সেই সেই উপায় দ্বারা যৎকালে তাহাদিগকে লাভ করিতে পারিলেন না, তৎকালে ঐ কন্যা-শতকে অঙ্ক করিয়া প্রণয়-মিশ্রিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে স্ত্রীগণ! আমি বায়ু, ত্রিলোকবাসীরা আমাকে দেবতারূপে পূজা করে। আমি পরমাত্মা, জগতের মধ্যে আমিই জ্যেষ্ঠ। আমার জরামৃত্যু কিছু নাই। আমি সকল বস্তুর ভোক্তা।

স্বাধীন। হে তপোধন! তাহারা যাহাকে ভর্ত্তৃস্বরূপে বরণ করিবে, আমি তাহাকেই কন্যা দান করিব। অতএব হে মহাবুদ্ধে! ইহা বিবেচনা করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। হে বিপ্র! আপনি আমার আদেশানুসারে আমার কন্যার পুরমধ্যে প্রবেশ করুন। ঐ কন্যার মধ্যে আমার যে কন্যা আপনাকে বরণ করিবে, আমি সেই কন্যাকে আপনাকে দান করিব; আপনার নিকট ইহা সত্য করিয়া বলিলাম। ২০—৩১ পরে মহাযোগী মুনি, সুধবার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, আপনার যোগপ্রভাবে রূপ, যৌবন, লাবণ্য এবং সৌভাগ্যের স্থানস্বরূপ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া, কন্যাপুরে গমন করিলেন। পরে ঐ সকল কুমারী মুনিশ্রেষ্ঠকে দর্শন করত বিস্মিত হইয়া, মন্মথের ন্যায় তেজস্বী সেই মুনিকে আত্মসমর্পণ করিলেন। পরে সুধবা সেই সমস্ত কন্যাকে তদুদ্দেশে দান করিলেন। শুক্র প্রভৃতি সমস্ত মহাগ্রহ সেই দিব্য-বিবাহ সময়ে বৈনতেয়-ভবে স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্র, উচ্চস্থান এবং ত্রিকোণে অবস্থানপূর্ব্বক লগ্ন, তদপেক্ষা চতুর্থ, সপ্তম, দশম এবং একাদশ স্থানে শুভ হইয়া, তাহাদিগের শুভ, সৌভাগ্য এবং পুত্রদানে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই বিনতানন্দনও ঐ দুর্লভ কুমারীদিগকে এবং রাজলক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়া, আমোদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। বিনতানন্দন ঐ সমস্ত স্ত্রীতে রমণ করত বহুতর পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। পরে কর্ত্তব্য পালন করত দেবতার সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। গরুড় বৈশ্বানর-কন্যা শাণ্ডিলী নাম্নী চারুহাসিনী তরুণী কন্যাকে হিমালয়-গুহাসংস্থিতা দেখিয়া, স্বর্গে লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই কন্যা তাহা জানিতে পারায়, তাঁহার পক্ষ দগ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর উক্ত কন্যা, দয়াপরবশ হইয়া, ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহাকে হেমপক্ষ বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। ৩২—৪০। কোন সময়ে দীর্ঘশ্মশ্রু-জটাধারী ক্ষুৎপীড়িতাঙ্গ-তীক্ষ্ণনখ বিভাণ্ডক নামক মুনি, নদীতে স্নান করিতে যাইয়া দূর হইতে কোন তরুণী কামিনীকে দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রেতঃ স্খলন হয়। সেই রেতঃ জলে পতিত হইলে, দৈববশতঃ এক মৃগী তাহা পান করিয়াছিল। তাহাতে ঐ মৃগীর গর্ভে বিভাণ্ডকের এক শৃঙ্গবিশিষ্ট মৃগপুত্র জন্মিয়াছিল। বিভাণ্ডক-মুনি তাঁহাকে রক্ষিত, বর্দ্ধিত ও মুনির ন্যায় সংস্কৃত করিয়া পরে বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ঐ ঋষ্যশৃঙ্গ নামক মুনিকুমার সর্ব্বদা শান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধ ও ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং শাক ও পিণ্যাকভোজী, পিতা হইতে ভীত সংযমশীল, বেদাধ্যয়নশীল, নিত্যজপকারী এবং স্ত্রী-বিলাসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। অনন্তর একদা রাজশ্রেষ্ঠ লোমপাদ নৃপতি অনাবৃষ্টি-উপশমের নিমিত্ত গণিকাগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ ছল ও মায়া দ্বারা প্রলোভিত করিয়া নিজরাজ্যে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, ঐ ঋষ্যশৃঙ্গমুনি বিধ্বস্তপুণ্য, নিঃশঙ্ক ও ভাবসংযুক্ত হইয়া মুনির ন্যায় যথাবিধানে ঐ বারাঙ্গনাদিগকে পূজা করিয়াছিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ পুত্রের সহিত সুস্বরে বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন। এমন সময়ে যবক্রীত নামক এক ব্যক্তি পরাবসুর তরুণী-ভার্য্যাকে গহন বনে স্ত্রীভাবে প্রার্থনা করিয়াছিল। অনন্তর ক্রূর ও মানী রৈভ্য-ঋষি তাহা জানিতে পারিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার জটা ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে রাক্ষসান্বিত এক কৃত্যা উৎপন্ন হয়। তিনি তাহাকে "যবক্রীতকে গ্রাস কর" বলিয়া প্রেরণ করেন। তদনন্তর সেই কৃত্যা পরাবসুর পত্নীর সদৃশ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া যবক্রীতকে বলিল, এস আমার সহিত পুনর্ব্বার ক্রীড়া কর। অগ্নিশালায় অবস্থিত যবক্রীতকে এইরূপ কৌশলে বনে লইয়া যাইয়া সেই শূলহস্ত কুপিত রাক্ষস তাহাকে বধ করিয়াছিল। তৎপরে যবক্রীতের বৃদ্ধ পিতা তাহাকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি কুপিত হইয়া স্বীয় মিত্র ও মিত্রপুত্র-নাশক রৈভ্যকে স্বপুত্র যবক্রীতের মৃতদেহ দর্শন করাইয়া বলিলেন, তুমি তোমার নিজ পুত্রকর্ত্তৃক নিহত হইবে। এই কথা বলিয়া সেই মুনি দুঃখিত হইয়া বনমধ্যে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নিজ দেহ ও পুত্রদেহ উভয়ই ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পরাবসু নৃপতির যজ্ঞকার্য্য করিয়া আহারান্তে সন্ধ্যাকালে কুপিত হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। এই সময়ে রৈভ্যমুনি, সন্ধ্যা সমাগত জানিয়া বৃক্ষ-গুল্ম-লতাকীর্ণ ঘোররূপ গিরিতট হইতে স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন। পরাবসু কৃষ্ণসার-চর্ম্মে আচ্ছাদিত দেহ রৈভ্য মুনিকে অন্ধকারে দেখিয়া মৃগ ভ্রমে দারুণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তাঁহাকে বধ করিয়া পরাবসু রাত্রিতে দগ্ধ করিলেন। পর দিন প্রভাতকালে যজ্ঞভূমিতে গমন করিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে কহিলেন, হে ভ্রাত; আমি ভ্রমবশতঃ বন মধ্যে পিতাকে বধ করিয়াছি। অতএব যদি তুমি আমাকে প্রেরণ কর, তবে আমি প্রায়শ্চিত্ত করি। পরাবসু এইরূপ কহিলে পর, তাঁহার ভ্রাতা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তোমার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত আমি বনে গমন করিব। তুমি এখানে যজ্ঞকার্য্য কর। এই কথা বলিয়া, তিনি বনে গমনপূর্ব্বক উত্তম তপস্যা করিয়া ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ নাশ করত পুনর্ব্বার ভ্রাতৃসমীপে আগমন করিলেন। সেই সময়ে দক্ষিণাকাল উপস্থিত হইয়াছিল। ভ্রাতা পরাবসু সেই মহাযশাকে দেখিবামাত্র ধিক্কার-সহকারে বলিলেন, রে পিতৃহন্তা! তুই কি নিমিত্ত এই যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিস্, শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর। ভ্রাতার এই বাক্য শ্রবণমাত্র, সেই পরাবসুর

ভ্রাতা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। পরে ঘোরতর রাজপুরুষেরা সেই সভামধ্যে আগত মুনি-পুত্রকে গ্রহণ করিয়া হনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, সেই বিপ্রতাপস কুপিত হন নাই। তখন সেই মুনিপুত্র অগ্নি, ইন্দ্র ও যমের উদ্দেশে, কেবল এই কথা বলিতে লাগিলেন, আমি যদি আমার পিতাকে বধ করিয়া থাকি, তবে আপনারা এই অধর্ম্মাচারী, কৃতঘ্ন এবং পাপাত্মা আমাকে বধ করুন। তাহাতে আপনারা অপরাধী হইবেন না। আর যদি আমি বধ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবিলম্বে অমৃতধারা দ্বারা আপনারা প্লাবিত করুন। আমি যদি দান, হোম ও গুরুশুশ্রূষা যথাবিধানে করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই সত্য দ্বারা আমার এই সকল আত্মীয় পুনর্জ্জীবিত হউন। অনন্তর দেবগণ প্রসন্ন হইয়া পবিত্র অমৃতবিন্দু দ্বারা ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত ও রৈভ্য মুনিকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তাহা দেখিয়া তাপস সমুদয় তখন শঙ্কিত হইয়াছিলেন। ৪১—৭০। ব্রহ্মচারী এবং যোগ ও ধ্যানে নিষ্ঠাবান্ গৌতম মুনি, সংসারের যাবতীয় দোষ ক্ষয় করিয়া সুসংযত-চিত্তে বনবাসী হইয়াছিলেন। তাহার পর কোন সময়ে ইন্দ্র অত্যন্ত ভীত হইয়া, তাঁহার তপোভ্রংশের জন্য শারদ্বতীপুত্রের নিকট এক অপ্সরাকে পাঠাইয়াছিলেন। সেই অপ্সরাকে দেখিয়া মুনির মন কামজ-ব্যথায় ব্যথিত হয়। এদিকে বসন্ত-প্রাদুর্ভাবে আশ্রমস্থ বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইল এবং মন্দ মন্দ বসন্ত-বায়ু সঞ্চারিত হইয়া অপ্সরার বস্ত্র সকল উড়াইয়া সেই মুনির সম্মুখে ফেলিল; অপ্সরাও নগ্নাবস্থাতেই সসম্ভ্রমে বস্ত্র সকল আহরণ করিতে মুনির সম্মুখে ধাবিত হইল। মুনিও সেই অপ্সরাকে নগ্না দেখিয়া ক্ষুভিতেন্দ্রিয় হইয়া তাহার সহিত সুরতক্রিয়া করিলেন। তাহাতে তাঁহার যে রেতঃ স্খলিত হইল, তাহা দ্রোণীতে ধারণ করিলেন। সেই শুক্রে কলস হইতে যে বালক জন্মিল, তিনিই সর্ব্বধনুর্দ্ধারি-শ্রেষ্ঠ দ্রোণ। কোন সময়ে ব্রহ্মার বাক্যে ভগবান্-দেবেশ্বর মার্ত্তণ্ড আবার পৃথিবীতলে আকাশচর (উপরিচর) বসু রাজা হইয়াছিলেন। সেই রাজা চতুরাশ্রম-রক্ষার্থ মৃগয়াধর্ম্মশীল হইয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, তস্কর ও রাজ্যের পরিপন্থী দুষ্টদিগকে বিনাশ করত ধনুঃশর-ধারণপূর্ব্বক [illegible] হস্তে করিয়া আকাশগামী রথে বিচরণ করিতেন। এইরূপে অত্যন্ত দূরদেশে অবস্থান করাতে, স্ত্রী সকল নিকটে না থাকায়, বসন্তকালে একদা তিনি অত্যন্ত কামসন্তপ্ত হইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার রেতঃস্খলন হয় তিনি সেই রেতঃ পলাশপত্রপুটে ধারণ করেন। পরে পুত্রকামুক সেই রাজা সেই শুক্রটুকু পত্র-পুটিকায় ধারণ করিয়া, স্ত্রীগণের আঘ্রাণের নিমিত্ত দূতস্বরূপ শ্যেনের মুখে অযোধ্যায় স্ত্রীগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শ্যেন পক্ষীও রাজার আদেশে সেই পুটিকা চঞ্চুপুটে ধারণ করত রাজার গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়। সে সময়ে পথিমধ্যে অন্য এক শ্যেন পক্ষী রেতঃ-পুটিকাকে [illegible] বিবেচনা করিয়া সেই শ্যেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে; তাহাতে সেই পুটিকা হইতে রেতঃ বিগলিত হইয়া [illegible] পতিত হয়। ব্রহ্মশাপাভিভূতা মহামৎস্যরূপিণী [illegible] নাম্নী কোন এক স্বর্গীয় রমণী সেই রেতঃ পান করায়; তাহাতে তাহার গর্ভ হয়। মৎসী জালে বদ্ধ [illegible] পীবঃ। দাশরাজ-বাহিনী কর্ত্তৃক ছেদিতা হইলে, তাহার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। দাশরাজ [illegible] সেই মৎস্যোদরজাত বালককে উপরিচর বসুকে প্রদান করেন; তাহাতেই বসু রাজা মহাসমৃদ্ধিশালী [illegible]-জাত পুত্রকে প্রাপ্ত হন। তিনি দাশরাজের নিকট সেই বালককে প্রাপ্ত হইয়া সংস্কার করত স্বীয় রাজ্যে তাহাকে অভিষিক্ত করেন। ওদিকে সেই কন্যা দাশরাজের গৃহে প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই কন্যা কিন্তু [illegible] নীলপদ্মনিভবর্ণা যোগিনী মার্ত্তণ্ড-কন্যা যমুনা নদী; শক্তিপুত্র পরাশরের জন্য মানুষ-রূপ ধারণ করিয়া দাশগৃহে সত্যবতী নামে প্রথিত হইয়াছিলেন ৭১—৯০। কোন সময়ে তপঃশীল শক্তিপুত্র পরাশর নীলোৎপলনিভা পুণ্যবাহিনী যমুনা নদীকে দর্শন করিয়া, মনে করিয়াছিলেন যে, যদি ইহার ন্যায় অথচ অনুরাগবতী যুবতী হয়, তবে তাহার সহিত একবার ক্রীড়া করি। ইন্দ্র, মুনির অভিলাষ জানিতে পারিয়া, যমুনাকে বলেন, হে মহানদি! তুমি মুনির মনের মত কার্য্য কর। যমুনাও "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত যোগমায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক মৎসীর গর্ভে প্রবেশ করেন, তাহাতেই ভ্রাতা মৎস্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া উদরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বালক উপরিচর বসুর কুলে মৎস্যদেশের রাজা হন, আর সেই দাশকন্যা সত্যবতী পিতার আদেশে সেই দেশেই যমুনাতে নৌকা বাহিত করেন। তাহার পর কোন সময়ে পরাশর তাঁহাকে দেখিয়া প্রার্থনা করেন এবং শরীরে দিব্য সৌরভ ও চিরকন্যাত্ব প্রভৃতি [illegible] শত বর দেন। আর সেই সময়ে [illegible] সত্যবতীকে যথেচ্ছ উপভোগ করেন; তাহাতেই [illegible] পুত্র ব্যাসদেব উৎপন্ন হন। সেই ব্যাসও [illegible] মৃত ক্ষত্রিয়-ভ্রাতার পত্নীতে ধৃতরাষ্ট্র-প্রমুখ তিন পুত্র [illegible] উৎপাদন করেন। আর তিনি অগ্নির সহিত [illegible] করিয়া অরণীতে শুকাত্মক এক পুত্র উৎপাদন [illegible]। শুকদেব যোগী, প্রভু ও অব্যয়। গৌরব, [illegible], কৃষ্ণ ও নীল নামে শুকদেবের চারি পুত্র হয়, তাঁহারা [illegible] যোগী, যোগাচার্য্য ও মহাত্মা। শুকের এক [illegible] হইয়াছিল, তাহার নাম ভাবিনী। পূর্ব্বকালে [illegible] নামক মুনি কপালমালা পরিধানপূর্ব্বক [illegible] খড়্গা হরণ করিতে পাতালে গমন করেন। সেই "খড়্গা

ধারণ করিলে সমস্ত বিদ্যাধরের রাজা হওয়া যায়। তিনি হোম, জপ, সমাধি, পঞ্চরস সূত্র, খাদির শঙ্কু, [illegible] [illegible] দ্বারে পাতাল ঘোষণ করিলেন ; এইরূপে পাতাল দ্বার হইতে আরম্ভ হইলে নাগগণ তাঁহাকে বরণ দিলেও তিনি বেশ্যা দ্বারা মনোহর অপরাজিত মার্গে বঞ্চিত হইলেন। সেই পীনশ্রোণিপয়োধরা তরুণীকে সম্মুখে দেখিয়া, "যজ্ঞে আর আবশ্যক কি?" মনে করিয়া, [illegible] অজিতেন্দ্রিয় হওয়ায় পূর্ণাহুতি না দিয়াই [illegible] হোম করিলেন আর সেই নাগ-দাসীকে লাভ করিয়া, অত্যন্ত ক্রীড়া করিলেন এবং হাস্য করিতে লাগিলেন। পরে রতিক্রিয়ার পর জ্ঞানহীন দুষ্ট সর্পরূপ শত্রু সকল, তাহাদের স্ত্রীগণ নিবারণ করিলেও, তাঁহাকে দংশন করিল। হে ঋষিগণ! কামবাণ ব্যথিত ঋষিদিগের এই সমস্ত চরিত্র আপনাদিগের নিকট অদ্য নিঃশেষরূপে আমি বর্ণন করিলাম। এই চরিত্রবর্ণন-প্রসঙ্গে সর্ব্ব প্রসঙ্গেই মহাত্মা কামদেবের জন্ম হওয়ার বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই বর্ণনা-প্রসঙ্গও একমাত্র মহাদেবের মাহাত্ম্য-কথন মাত্র। ৯১—১১০।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—উন্নতমনা ক্ষত্রিয়-কুলোৎপন্ন গাধি-রাজতনয় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-মুনির ঐশ্বর্য্য দর্শন করত মনে মনে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের নিমিত্ত ত্রৈলোক্য ক্ষুব্ধ করত ঘোরতর তপস্যায় দীক্ষিত হইয়াও, ঐ অস্থি-চর্ম্মাবশিষ্ট তপস্বী দেবতাগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া, নির্জ্জন বন মধ্যে মেনকানাম্নী স্ত্রীকে অবলোকন করত তৎকর্তৃক মোহিত হইয়া, জড় এবং উন্মত্তের ন্যায় হইলেন ও অতিশয় কামের বশীভূত হইলেন। এই প্রকার দেবতা এবং দানবগণ-কর্তৃক দুর্নিবার শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই জন অসুর গোপরাজ-তনয়া চন্দ্রিকাকে দর্শন করিয়া, মোহপ্রযুক্ত পরস্পরে যুদ্ধ করত দুই জনই নষ্ট হইলেন। সেইরূপ সকল ভূতের অবধ্য জম্ভ-নিকুম্ভ-পুত্র অতি বলবান্ সুন্দ উপসুন্দ নামে দুই অসুর তিলোত্তমা স্ত্রীকে অবলোকন করিয়া, "এই স্ত্রী আমার, তোমার নহে" এই বলিয়া, পরস্পরে যুদ্ধ করত কালান্তক হইয়া দুই জনেই বিনষ্ট হইলেন। ঐক্ষ্বাকু দণ্ডক এক রাজা দণ্ডকারণ্য মধ্যে ইন্দ্রলোক-সদৃশ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও [illegible] মিত্র-কন্যা [illegible] বশীভূত করত, অতো অদেয় হইলেও দণ্ডার্হ হইয়া, শুক্রাচার্য্য-কর্তৃক রাজ্য ও পুরের সহিত দগ্ধ হইলেন এবং সাত দিন ব্যাপিয়া ঐ স্থানে পাংশু বর্ষণ হইতে লাগিল। অদ্যাপি ঐ দণ্ডকারণ্যের সমস্ত স্থান বৃক্ষ এবং তৃণরহিত হইয়া রহিয়াছে। আমি আজ তোমার নিকট অতি সুবুদ্ধি ধার্ম্মিক ঋষিদিগের চরিত্র এই পুরাণে বর্ণন করিলাম; যে পুরাণে সকল রাজার শ্রেষ্ঠ সপুত্র গাধি, তাহার পর, অতি কীর্ত্তিমন্ত দুই জন অসুর-পুত্রের কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। যাহার দশটী বক্ত্র, বিংশতি হস্ত, চারিটী চরণ, যিনি সমস্ত জগৎ জয় করিয়াছিলেন, সেই পুষ্পোৎকটা-পুত্র, বিশ্রবা মুনির সুত, ভীষণাকৃতি, অঞ্জনের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া বদ্ধ করত স্বীয় দুর্গরূপ পঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যেরূপ পক্ষি-জীবী ব্যাধ শ্যেন-পক্ষীকে আশ্রয় করিয়া, পক্ষী সকলকে লাভ করে, সেইরূপ রাবণ স্বকীয় পুত্র মেঘনাদের বলে ত্রৈলোক্য-রাজ্য এবং যুবতী, গর্ব্বান্বিতা, সৌভাগ্য-শালিনী ও লাবণ্যযুক্তা, পরম রূপবতী দেবতাদিগের স্ত্রীকে লাভ করিয়াছিলেন। ১—১৩। সেই রাবণ, ময়-দানবতনয়া মন্দোদরী নাম্নী ভার্য্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। তথাপি কামমোহিত হইয়া পরস্ত্রীতে কামুক হইতেন। প্রজাপতি-সুতা রতি, কামদেব বিনষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার ময়দানব গৃহে ত্রিজগৎ মধ্যে পরম রূপবতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে শম্বরাসুর তাঁহাকে হরণ করিলেন; কিন্তু তিনি আপনার অনুরূপ এক দারুময়ী নারী প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে দিব্যালঙ্কারে বিভূষিত করত ঐ নির্জ্জীব দারুময়ী কন্যাকে যোগবলে যেন সজীব করিয়া, তাহাকে বঞ্চনা করিলেন। পরে ব্রহ্মবাদিনী রতি সেই দারুময়ী স্ত্রীকে প্রেরণ করিলে, মায়ারূপিণী পক্ষাল-রাজতনয়া কামমোহিত শম্বরাসুরকে অঙ্গে অঙ্গে দিবারাত্রি ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন। পরে মহাবল-পরাক্রান্ত দশানন, ঐ নারীকে মায়াবতী বিবেচনা করিয়া, তাহাকে হরণ করিবার নিমিত্ত, যে পাতাল মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা দিব্য রত্ন-যুক্ত, স্বর্গ হইতে অষ্টগুণ সুখজনক, শম্বরাসুরের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঐ পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাবণ, সেই স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র ময়মায়া-সমুদ্ভব বিবিধ পাশে বদ্ধ হইয়া, মায়া-সমুৎপন্ন অস্ত্র দ্বারা পীড়িত হইতে লাগিলেন। পরে বজ্রলেপ-প্রক্ষিপ্ত মার্গ মধ্যে মগ্ন হইয়া, ময়দানব-দত্ত শ্রেষ্ঠ মহাবন্ধ দ্বারা নিপীড়িত হইলেন এবং প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণের সৈনিকগণ সেই বজ্র-কর্দ্দম মধ্যে নিমগ্ন হইল। পরে লৌহময় দিব্য নর সকল নানাপ্রকার শস্ত্র দ্বারা রাবণকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল এবং পাষাণময় দণ্ডধারী দ্বারপালগণ আঘাত করিতে লাগিল। পরে মন্দোদরী এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, দুঃখ এবং শোকে পীড়িত হইয়া, ভর্ত্তার দুঃশীলতা ও চাপল্য সত্বরে পিতাকে শ্রবণ করাইলেন। পরে ময়দানব, কন্যার উপর তুষ্ট হইয়া এক অনির্ব্বচনীয়

মায়া সৃজন করিলেন। অশেষ রাবণ ঐ মায়া দ্বারা বজ্রলেপ হইতে তৎকালে মুক্তিলাভ করিলেন। ১৪—২৮। ময়দানব, রাবণকে আঘাত প্রদান করিলে, রাবণ অতিশয় লজ্জিত হইলেন। পরে মায়াবতী তৃষ্ণায় ও ক্ষুধায় কাতর মন্দবুদ্ধি রাবণকে উপহাসপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—ওহে রাবণ! তুমি রাজা, কিজন্ত তোমার দশ প্রকার সর্পের ন্যায় দশটী বদন! ওহে পশুকল্প! কিজন্তই বা তোমার পশুর ন্যায় চারিটী চরণ! কিজন্তই বা পিশাচের ন্যায় তোমার এইরূপ সৌন্দর্য্য! দেবতারাও আমাকে লাভ করিতে সমর্থ নহে, অতএব কিজন্ত তুমি আমাকে হরণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে? হে নিশাচর! যে ব্যক্তির স্বীয় সদনে স্ত্রী বর্ত্তমান থাকে, সেই পাপবুদ্ধি অচেতন হইয়া কিজন্ত পরনারীতে লোভ করে? স্বীয় স্ত্রী অপেক্ষা পরনারীতে কোথাও বিশেষ নাই। পাপচিত্ত ব্যক্তিদিগের পরনারী গমনে কেবল আয়ুঃক্ষয়ই হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির শরীর বা অবয়ব সতত কাম বিষয়ে অবস্থান করে, তাহারা ছিন্ন এবং রুধিরাক্তকলেবর হইয়া, কেবলমাত্র ভয়কেই উৎপাদন করিয়া থাকে; যেহেতুক শুক্রই আয়ুঃ ও জীবন, তাহা না থাকিলে, আয়ুর শেষ এবং জীবনের ক্ষয় হইয়া থাকে। রজোগুণান্বিত স্ত্রীদিগের ইহাই মনের অভিলাষ। যুবতী স্ত্রীদিগের যে মনোহর শরীর কোন সময়ে তাহাকে নির্জীবাবস্থায় দর্শন করিলেই ভয় উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে মৃত্যু হয়। কৃমি প্রভৃতির উৎপত্তিস্থান এই সংসার মধ্যে বিনিষ্ক্রান্ত, ঊর্দ্ধমুখ সশোথ-দেহযুক্ত মণ্ডূকের দেহের ন্যায় কুৎসিত যোনিতে ফল কি? মনুষ্য সকল পাপ করিয়া থাকে, তজ্জন্য আপনার বহুতর দোষ জন্মায়। পুরুষদিগের পরস্ত্রী-সমাগমে অণুমাত্র সুখ হয়, কিন্তু তাহাতেই পরিণামে পর্ব্বতোপম দুঃখ উৎপন্ন হয়। নর ও নারী সকল ইহা জানিতে পারে না, ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। পরিণামে যে দুঃখ, তাহা অপেক্ষা ইহকালের সুখ অতি অল্প, অতএব মহাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক তপঃপ্রভৃতি দুঃখজনক কর্ম্মই কর্ত্তব্য। যেহেতু পরে মরণ সময়ে দেহীদিগের কিছুমাত্র সন্তাপ জন্মায় না। এক্ষণে তুমি গমন কর, আর সাহস করিও না। সর্ব্বদা স্ত্রীলোককে শঙ্কা করিও। হে অজ্ঞ! স্ত্রীলোকেরা অতিশয় বুদ্ধিমতী; ইহারা মেঘ, অন্ধকার, পাতাল, বিষ, সর্প এবং অগ্নির তুল্য সহস্র সহস্র মায়া জানে। ২৭—৪০। নারী সকল অতিশয় ধূর্ত্ত, [illegible] পিশিত-প্রিয়, অতএব কোন্ ব্যক্তি, এই মায়াজীবী স্ত্রীদিগকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম হয়?" দুর্ব্বুদ্ধি রাবণ, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করত [illegible]ান হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীতলে বিচরণ করিতে [illegible]লেন। তাঁহার পর রাবণ, চর্ম্মচীরধরা আজিনক-[illegible]া বেদবতীকে দর্শন করিয়া, যিনি কেশবে মন অর্পণ করিয়া ছিলেন, সেই হৃদয়গ্রাহিণী, পরমরূপবতী, রমণীয়া, সংযতা, ব্রহ্মচারিণী, অনিচ্ছমানা এবং [illegible] বেদবতীকে স্বয়ং আক্রমণ করিলেন। বেদবতী রাবণ কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইয়া, স্বীয় শরীরকে দগ্ধ করিলেন। পরে সেই সুশোভনা বেদবতী, রাবণ-বধের নিমিত্ত মিথিলাধিপতি জনকের যজ্ঞভূমিতে উত্থিতা হইলেন এবং রাবণ-বধের নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী হইলেন। তিনিই তাঁহার পত্নী ছিলেন, আর সপত্নী ছিল না; শ্রীরাম তাঁহাকেই প্রতিপালন করিতেন। পরে দুই পুত্র প্রসব করিয়া, শেষে পৃথিবীতলে প্রবেশ করিলেন। ঐ বেদবতী, "পুনর্ব্বার ক্ষীরোদ-শয্যায় ভর্ত্তার সহিত [illegible] লাভ করিব" এই চিন্তা করিয়াই পৃথিবীতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিরহে বিষ্ণুর মনও অতিশয় কামাসক্ত হইয়াছিল। তৎপরে রাবণ, কোন সময়ে কৈলাস পর্ব্বতে সন্ধ্যা সময়ে সুরাপানে মত্ত হইয়া [illegible], হৃদয়গ্রাহিণী, রূপবতী স্বীয় ভ্রাতৃপুত্রবধূ রম্ভাকে দর্শন করিয়া, ঐ ভ্রাতৃপুত্রবধূর ইচ্ছা না থাকিলেও, ঘোর [illegible] তাহাকে বলাৎকার করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত কুবেরপুত্র নলকূবর রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, [illegible] অকামক স্ত্রীতে গমন করিতে পারিবে না; যদি কোন সময়ে অজ্ঞান বশত গমন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইবে। তাহার পর দশানন রাবণ কোন সময়ে দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত পাতালে গমন করেন এবং ঐ পাতাল-ভুবন মধ্যে, যিনি আকাশ, ভ্রমর এবং কজ্জলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, যাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, যাঁহার শরীর প্রলয়কালের অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত রোমশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত, যিনি মহাবিদ্যুৎপ্রভাসদৃশ জটা দ্বারা বিভূষিত; যাঁহার শরীরের আভা সহস্র দিবাকরের তুল্য, নাগেন্দ্র-মুখ-সমুদ্ভূত [illegible] অগ্নিই যাঁহার বস্ত্র, সেই অদ্ভুতদর্শন পুরুষকে দর্শন করিলেন। ৪১—৫৩। রাবণ, ঐ মহাপুরুষের পার্শ্ববর্ত্তিনী ক্ষীরোদকন্যা লক্ষ্মীকে দর্শন করত কামে মূঢ়-চেতন হইয়া, তাঁহাকে হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। রাবণ, লক্ষ্মীকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে, মহাকায়রূপী পুরুষ, রাবণকে ঘোর নাসাবায়ু দ্বারা শত যোজন অন্তরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তৎপরে রাবণ, কতকাল মাত্র [illegible], "হে ভগবন্! পুনঃপুনর্ব্বার তোমার [illegible] হইবে" এই বর প্রার্থনা করিলেন। [illegible] তাহা হইবে" এই কথা বলিলে, রাবণ [illegible] করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। পরে রাবণ [illegible] নীলবর্ণ, বিভুজ, মুষল-হস্ত, [illegible] স্বরূপ, ভয়ানক [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] অতি ধীরভাবে [illegible] হইলেন। পরে রাবণ বিধি [illegible] এবং মূদ মাত্র ভোজন করিয়া [illegible]

বালুকা এবং কণ্টক ইহারা যাঁহাকে শত বিক্ষত করিয়াছে, রাজ্যভ্রষ্ট, অতি দরিদ্র, পিতৃমাতৃ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যাঁহার অত্যন্ত ভক্তি, মনুষ্যরূপী [illegible] শ্রীরামচন্দ্রের চীরবল্কলধারিণী সেই নিতম্বিনী ভার্য্যাকে দর্শন করিয়া অতিশয় কামের বশতাপন্ন হইয়াছিলেন। পরে ভক্তিশ্রেষ্ঠ রাবণ, রাক্ষসাধম মারীচকে, যাহার পৃষ্ঠ প্রবালাঙ্কুর দ্বারা নির্ম্মিত, বৈদূর্য্যমাণ যাহার লোচন, যাহার চারিটী চরণ বিশুদ্ধ পদ্মরাগ মণি দ্বারা পরিশোভিত, এইরূপ সুবর্ণময় হরিণ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণশালার নিকট অর্দ্ধে অর্দ্ধে পরিত্যাগ করত আপনি যতিরূপ ধারণ করিলেন। পরে মানুষরূপিণী রাম-ভার্য্যা, ঐ মৃগকে দর্শন করিয়া, মৃগের লোভে স্বকীয় স্বামীকে প্রেরণ করিলেন। শ্রীরাম মৃগবধের নিমিত্ত বন মধ্যে গমন করিলে, মৃগ রামবাণে বিদ্ধ হইয়া, "হে ভ্রাতঃ! আমি নিহত হইলাম" রাবণকে এই কথা বলিল। নির্জ্জন-বনবাসিনী সীতা "রে ভ্রাতঃ!" এই প্রকার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভর্ত্তার অন্বেষণ নিমিত্ত স্বীয় দেবরকে প্রেরণ করিলেন। ৫৭—৭০। রাবণ, সীতাকে হরণ করিলে, তৎক্ষণাৎ সীতার মোহ হইল। পরে রাবণ, সীতাকে প্রার্থনা করিলে, শ্রীরাম দক্ষিণ-সমুদ্র পার হইয়া, প্রদীপ্ত অগ্নিতুল্য শরসমূহ দ্বারা রাক্ষস-গণের সহিত রাবণকে বধ করিলেন। পরে সূর্য্যবংশ-সম্ভূত দশরথতনয় ভগবান্ রাম জয়লাভ করত সীতাকে লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। যিনি নানাবিধ মাংস-ভোজন ও মদ্যপান করত সর্ব্বদা উন্মত্ত থাকিত, যাহার জিহ্বা প্রলয়কালের অগ্নিশিখার ন্যায় চঞ্চল এবং যাহার মুখ অতি বিস্তৃত, সেই ভয়ানক কুম্ভকর্ণ পূর্ব্ব হইতে গৃহমধ্যে নিদ্রিত ছিল; পরে রাবণ, যুদ্ধ সময়ে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করাইয়াছিলেন। যৎকালে কুম্ভকর্ণ রথ, ঘোরতর অশ্বগণ, কাষ্ঠ, খড়্গ, মুদ্গর, জল, অগ্নি, পর্ব্বত এবং বৃক্ষ এই সকল দ্বারা রাক্ষসকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াও চৈতন্যলাভ করিল না, তৎকালে স্ত্রীলোকেরা সুন্দর উন্নত স্তন এবং হস্তসমূহ দ্বারা তাহার শরীরে আঘাত করত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করাইল। যিনি তপস্যাকালে গিরিশ্রেষ্ঠ কৈলাস-পর্ব্বতের অধীশ্বর মহাদেবের তেজে বললাভ করিয়াছিলেন, যিনি বিষযুক্ত সর্পদন্তের ন্যায় খড়্গের ধারসমূহ দ্বারা আপনার মুণ্ডগণ ছেদন করত বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার বুদ্ধি কামদেবের বিষম বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, যিনি মনুষ্য-নৃপতিদিগের স্ত্রীকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা লুব্ধ ছিলেন, সেই দশমুখ রাবণের ও যাহার জঠরাগ্নি শত শত শ্রেষ্ঠ দ্রব্যের মাংস-শোণিতে সর্ব্বদা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না, সেই কুম্ভকর্ণের চরিত্র বর্ণন করিলাম। ৭১—৭৯।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, যিনি মনুষ্যশরীরে স্বর্গ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে সক্ষম ছিলেন, যিনি পিতৃলোকের তৃপ্তি নিমিত্ত স্বর্গ হইতে তিল আনয়ন করিতেন, সেই রাজা দশরথও সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সেই দশরথ ষষ্টি সহস্র বর্ষ নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করত স্বীয় পত্নী কৈকেয়ীর দোষে রাজ্য, প্রাণ এবং পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যিনি সকল প্রাণীর বন্ধু ও প্রিয়, যিনি স্ত্রীলোকদিগের অতিশয় প্রিয়, সেই রাজবংশসম্ভূত মহামান্য, মহামতি, যুদ্ধবিশারদ, ধর্ম্মরূপী, নিত্যস্বরূপ দশরথ-তনয় মহাবীর রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্র ত্রিলোক বিজয় করিয়া পরে কামমোহিত হইয়া রাজ্য এবং পত্নীর অপহরণহেতু পরম শত্রু অতিবিক্রুদ্ধ স্বীয় ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে আসক্ত অতিবৃদ্ধ অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বালীকে কল্পান্তকালের অগ্নিতুল্য সন্নতপর্ব্ব বাণসমূহ দ্বারা বধ করিয়াছিলেন। রঘুপতি-কুলের চন্দ্রস্বরূপ রাজা দশরথের চরিত্রে স্ত্রীতে বিলাসাভিলাষ নিমিত্ত এই দোষ এবং সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, অনন্তকীর্ত্তি, বিষ্ণুস্বরূপ, ত্রিভুবনের ভয়াপহারী, দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে এই দোষ। হৃদয়শায়ী কামদেব, সমস্ত দেবগণের হৃদয়দেশে বাস করিয়া থাকেন, তিনি সকলের অজেয় এবং আমারও অজেয়, আদিদেব স্মরারি স্বয়ম্ভু মহাদেব ইহা জানিয়া লোক-রক্ষার নিমিত্ত সমস্ত স্বকীয় মনোভাব প্রকাশ করত লিঙ্গসংস্থ হইয়াছিলেন। "কমলোদ্ভব ব্রহ্মা এবং হরি প্রভৃতি দেবগণ, সমস্ত হৃদয়ের অভিলষিত প্রাপ্তি নিমিত্ত নিয়তই এই লিঙ্গকে পূজা করিয়া থাকেন, অতএব হে মুনে! হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে দৈত্যগণ! তোমরা ভক্তিপূর্ব্বক এই লিঙ্গকে পূজা কর" এইরূপ আকাশে দৈববাণী হইতে লাগিল। ১—১০।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৪।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতপুত্র! পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক বহুতর শাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে আমরা সেই সমস্ত সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি, কি ইহকালে ও পরকালে ফল-দানে সক্ষম ঈশ্বরবিষয় কোন ধর্ম্ম শ্রবণ করি নাই। তুমি এক্ষণে শম্ভুর প্র কীর্ত্তন করিলে, অতএব হে সূতনন্দন! শিবলিঙ্গ পূজ করিলে ইহকাল ও পরকালের ফলজনক যে পুণ্য হয়, তাহা আমাদিগের নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন কর। ভগবান্ ব্যাসদেব লোকের হিতের নিমিত্ত যে বহুপ্রকার ধর্

কহিয়াছেন, তুমি সেই সমস্ত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছ; আমরা সেই সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ইহার পর যে ব্যক্তি ইহলোকে নিশ্চলচিত্তে শিবলিঙ্গ-পূজা-প্রসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা কথনীয় এই শিবধর্ম্ম প্রচার করিবে, সে ইহলোকে কীর্ত্তি এবং যজ্ঞ ও দানের ফল লাভ করিবে। যে ব্যক্তি ইহলোকে স্বকীয় বুদ্ধি দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ করে, হেতু সাধক ঋষিগণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ করিয়া যেরূপ ফললাভ করিয়াছিলেন, সে তাহার ন্যায় অমৃততুল্য সুপ্রশস্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম প্রধান? এ বিষয়ে মহাদেবের বাক্যই বা কি প্রকার? কিরূপ বিধিতে শিবকে পূজা করিলে তিনি প্রসন্ন হন? কিরূপে শিবকে দান করিবে? কিরূপেই বা শিবযজ্ঞ হইবে? ঐ শিবযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগেরই কর্ত্তব্য, অন্য বর্ণের নহে, ইহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। কোন্ কর্ম্ম দ্বারা ঐ সকল পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হয়? গৃহস্থ কোন্ কর্ম্ম করিলে স্বর্গলাভ করে? মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে ইহলোকে শিবযোগ লাভ করে? কর্ম্মযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ এই পঞ্চ প্রকার যজ্ঞ মহাযজ্ঞরূপে কথিত হইয়াছে। এই পঞ্চ প্রকার মহাযজ্ঞের মধ্যে কোন্ যজ্ঞ উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে? এই পঞ্চ প্রকার মহাযজ্ঞের গতি কত প্রকার এবং পরে ফলই বা কিরূপ? ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের ভেদ কি? তাহার সংখ্যাই বা কত? নরকাদি ভোগের পর অবশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যের কি কি চিহ্ন হইয়া থাকে? মনুষ্যেরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ ঊর্ম্মী-পরিপ্লুত, অকার্য্যনিবন্ধন দুঃখরূপ ফেনমিশ্রিত ঘোর সংসারসমুদ্র হইতে কিরূপেই বা মুক্তিলাভ করে? ১—১৩। সূত কহিলেন, তোমরা আমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ, পূর্ব্বকালে ব্যাসকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্যাস তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি এইরূপে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু সনৎকুমার পুনঃপুনর্ব্বার মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া আমাকে কহিলেন, আমি, ঈশ্বর যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ স্বর্গ ও মোক্ষরূপ ফলদানে সক্ষম, নরকার্ণব হইতে উদ্ধারকর্ত্তা শিবধর্ম্ম কহিতেছি, শ্রবণ কর। সনৎকুমার কহিলেন, এই শিবধর্ম্ম, ইহার অগ্র, মধ্য এবং অন্তে শ্রদ্ধা থাকিবে; শ্রদ্ধাতেই ইহার সমাপ্তি এবং প্রতিষ্ঠা। ইহাই শ্রদ্ধাধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম শ্রবণমাত্রে আনন্দ জন্মে। এই ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। প্রধান পুরুষ, এই ধর্ম্মের ঈশ্বর। শ্রদ্ধা থাকিলেই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়; হস্ত বা চক্ষু দ্বারা ইহা গ্রহণ করা যায় না। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, সে দেবতা হইলেও শারীরিক ক্লেশ, নানাবিধ ধন বা অর্থরাশি দ্বারা এই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম লাভ করিতে সক্ষম হয় না। শ্রদ্ধাধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম; শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানই পরম তপস্যা। শ্রদ্ধাই স্বর্গ এবং মোক্ষ; শ্রদ্ধাতেই এই সমস্ত জগৎ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, সে সর্ব্বস্ব বা জীবন দান করিলেও কিঞ্চিৎ মাত্র ফললাভ করিতে পারে না; অতএব শ্রদ্ধাই উৎকৃষ্ট পদ। এইরূপ শ্রদ্ধাময় সমস্ত শিবধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রদ্ধা দ্বারা শিবকে লাভ করিতে সক্ষম হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শিবকে পূজা ও ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ১৪—২২। ইহার পর আমি তোমার নিকট সারগর্ভ, মুক্তিপ্রদ, প্রমাণান্তরানপেক্ষ, শিবই যাহার প্রতিপাদ্য, নানাপ্রকার সিদ্ধির কারণ, লোকদিগের চিত্তের অনুরঞ্জনকারী, সুখে উচ্চারণযোগ্য, সমস্ত অর্থপ্রদানে সক্ষম, "ও নমঃ শিবায়" এই মন্ত্ররূপ দিব্য সুন্দর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর, ইহাই শিবের মূলমন্ত্র। বটবীজ যেরূপ অতি সূক্ষ্ম হইয়াও অতি বৃহৎ বৃক্ষের কারণ হয়, তাহার ন্যায় এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সমস্ত বিদ্যার প্রধান কারণ এবং অতি সূক্ষ্ম হইলেও মহান্ অর্থযুক্ত জানিবে। সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ের অতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সমস্ত জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বত্রগামী, পরম দেবতা শিব, "ওঁ" এই একাক্ষর মন্ত্রে অবস্থান করেন। অতি সূক্ষ্ম একাক্ষর হইতে শতাক্ষর প্রভৃতি যে সকল অশেষবিধ মালামন্ত্র, সেই সমস্ত মালামন্ত্রেই "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র যথাক্রমে অবস্থান করে। সদ্যোজাত প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার ব্রহ্ম-শরীরময় শিব বাচ্যবাচকভাবে সূক্ষ্ম ষড়ক্ষর মন্ত্রে স্বভাবতই প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিত। শিব প্রমেয় এই নিমিত্ত তিনি বাচ্য; "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর তাঁহার বাচক। শিব ও ষড়ক্ষর মন্ত্র এই উভয়ের বাচ্য-বাচকতাই অনাদিরূপে অবস্থিত। যেরূপ এই ঘোর সংসার-সাগর অনাদিপ্রবৃত্ত, সেইরূপ শিবও অনাদিরূপে সংসার হইতে বিমুক্তিকারী। ঔষধ যেরূপ ব্যাধিসমূহের স্বাভাবিক শত্রু, সেই প্রকার শিব সংসার-দোষের পরম শত্রুরূপে অবস্থিত। যেরূপ এই জগৎ সূর্য্যের অভাবে অন্ধকারময় হয়, তাহার ন্যায় জগদীশ্বরের অভাবে সর্ব্বত্রই অন্ধকারময় হয়। অতএব শিবই অনাদি, সমষ্টিরূপে সমস্ত বস্তুর পরিজ্ঞাতা, স্বভাবত পরিপূর্ণ, মুক্তির কারণ, ঈশ্বররূপে নির্ণীত, পৃথক্ পৃথক্ রূপে সকল বস্তুর পরিজ্ঞাতা, জড়-বুদ্ধির চৈতন্য-সম্পাদক, "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র ইহার অভিধান, সেই শিবই ষড়ক্ষর মন্ত্রের অভিধেয়। ষড়ক্ষর মন্ত্রের অভিধেয় এই জন্যই শিব তুরীয়, ইহাই তন্ত্র দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। বেদ ও শিবাগম উভয়েতেই "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর মন্ত্ররূপে অবস্থিত, এই ষড়ক্ষর মন্ত্র মুক্তির কারণ। ২৩—৩৩। "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র, যে ব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থান করে, তাহার অন্য মন্ত্র বা বহুতর শাস্ত্রে কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। যে

ব্যক্তি "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র অভ্যাস দ্বারা স্থির করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বেদের অধ্যয়ন, শ্রবণ এবং বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সমস্ত করিয়াছে। যে সকল শিবজ্ঞান বা বিদ্যাস্থান, ইহারা পূর্ব্বোক্ত ষড়ক্ষর মন্ত্রের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে। যেহেতু "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর শিববাক্য, অতএব ইহাই সেই শিবজ্ঞান, ইহাই সেই উৎকৃষ্ট-পদ। পূর্ব্বোক্ত সকল বাক্যই বিধিবাক্য ও শিবাত্মক, অর্থবাদ নহে; যেহেতু যিনি ব্যক্তি সকলের অনুগ্রহকর্ত্তা, তিনি কিজন্য মিথ্যা বলিবেন? পরিপূর্ণ অতএব সর্ব্বজ্ঞ, শান্ত এবং সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত শিব কিজন্য অন্য প্রকার বাক্য কহিবেন? যে ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি, যে বস্তু যে ভাবে অবস্থান করে এবং গুণ ও দোষ দ্বারা যে সকল সুখ-দুঃখাদিরূপ ফল হয় অথবা পুণ্যাদি হয়, বস্তুতঃ তাহাই বলিয়া থাকেন। যিনি ঈশ্বর, তিনি রাগ বা দ্বেষে কিজন্য অন্য প্রকার কহিবেন? ঈশ্বরে রাগদ্বেষাদি কিছুই নাই; যাহার শরীরে রাগদ্বেষাদি বর্ত্তমান, তাহারাই মিথ্যা কহিয়া থাকে। অশেষ-দোষ-বিবর্জ্জিত শিব সমস্ত নির্ম্মল জ্ঞান প্রণয়ন করিয়াছেন; অতএব তাহা প্রমাণ, ইহাতে সংশয় নাই। যাহারা রাগদ্বেষাদিযুক্ত, তাহারাই পুণ্য বা পাপে বিশ্বাস করে না। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি অবশ্যই ঈশ্বর-বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা না করেন, তিনি নরকে গমন করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মোপদেশ বা জ্ঞানোপদেশ করেন, তাঁহাকে শিবের ন্যায় পূজা করিবে। যেহেতু তাহা হইতে ধর্ম্মজ্ঞান এবং মোক্ষ লাভ করা যায়। ৩৭—৪৭। রাজা জগতের হিত, আপনার ঐশ্বর্য্য ও পরের উপকার নিমিত্ত মনুষ্যকে উত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করিবেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরশ্রেষ্ঠ রাজা যে যে ধর্ম্ম বলিবেন, সকল ব্যক্তিই তাঁহার আজ্ঞানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক সেই সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। রাজা যদ্যপি ধর্ম্মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রামাণ্য বা ভয়ে সমস্ত লোকই সেই সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। অতএব রাজা সকলকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিবেন। রাজা যদ্যপি ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগকে প্রজাধর্ম্মে প্রতিপালন করেন, তাহা হইলেই প্রজারা রাজকর্ত্তৃক ন্যায়ানুসারে প্রতিপালিত হইয়া রাজার শুভ চিন্তা করেন। রাজা প্রজাদিগকে প্রজাধর্ম্মে প্রতিপালন করত, প্রজার উদ্দেশে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম যে কিছু অভিলাষ করেন, আপনি তাহা প্রাপ্ত হন। প্রজারা, ধর্ম্মিষ্ঠ বা অধর্ম্মিষ্ঠ হইলে রাজা পুণ্য এবং পাপ উভয়েরই ছয় ভাগের একভাগ লাভ করেন। রাজা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগেই অহিংসাদি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জানিবে। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি, যদ্যপি আপনার ধর্ম্ম ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অর্থ ও কামের নিমিত্ত অধর্ম্মে প্রবৃত্ত পুরুষকে ধর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। প্রজাপীড়নজনিত পাপ হইতে সমুদ্ভূত অগ্নি রাজ্য, শ্রী, কুল এবং প্রাণ ইহাদিগকে দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। রাজা সমস্ত লোকের প্রতি অনুকম্পা বশত ধর্ম্মশীল হইলে প্রজারাও ধর্ম্মপরায়ণ হয়; অতএব সর্ব্বদাই নৃপতিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে উপদেশ করিবে। মন্ত্র, ঔষধি, নিধি, ক্ষেত্র, বীজ, মূল, রস, ধন এবং অষ্টাঙ্গ বেদ ইহারা সকলেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিমিত্ত; ঋষিরা ইহাই কহিয়াছেন। যে রাজা স্বাভাবিক কামাসক্ত ও সতত অর্থোপার্জ্জনে আসক্ত, তাহাকে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। পরে তাহাকে ধর্ম্মিষ্ঠ জানিয়া ক্রমে যোগোপদেশ করিবে। যে ব্যক্তি রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ করে, সেই ব্যক্তি জগতের গুরু। অতএব যে ব্যক্তি সকল লোকের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঈশ্বরতত্ত্ব দ্বারা শিবকে অবগত হইয়া সমস্ত প্রযত্ন সহকারে সংসার-পঙ্কনিমগ্ন মনুষ্যকে উদ্ধার করে, তাহার সদৃশ পিতা কেহই নাই। ৫৮—৬১। যে ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ বহ্নি দ্বারা সন্তপ্ত রাজাকে জ্ঞানরূপ অমৃত দ্বারা নির্ব্বাপিত করে, সকলেই তাহাকে পূজা করিয়া থাকে। এই ব্যক্তি অত্যন্ত পরিশ্রমী, এই ব্যক্তি বহুতর যজ্ঞ করিয়াছে, এই ব্যক্তির বহুতর অর্থ আছে এবং এই ব্যক্তি সসাগরা পৃথিবীর রাজা, অতএব ইহাদের বাক্যই সুষ্ঠু বাক্য, তাহা বলা যায় না। কিন্তু শান্ত মুনিশ্রেষ্ঠ সকল স্বর্গ ও মুক্তি সিদ্ধির নিমিত্ত যে সমস্ত সুন্দর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাকেই উত্তম বাক্য বলিয়া জানিবে। যে বাক্য রজোগুণ বা তমোগুণের অনুগামী, তাহা নরকের কারণ; যে বাক্য রাগদ্বেষাদিযুক্ত, যে বাক্য মিথ্যা এবং যে বাক্য ক্রোধমিশ্রিত ঋষিরা তাহাকে বাক্যের মধ্যে বলেন নাই। যে সকল বাক্য অবিদ্যামূলক প্রবৃত্তির বাধক ও [illegible]সংসার-প্রাপ্তির হেতু, তাহা সুন্দর, কোমল এবং আপ্তবাক্য হইলেও তাহাতে কিছুমাত্র ফল নাই। যে বাক্য শ্রবণ করিলে মুক্তি-প্রযোজক পুণ্য জন্মে, রাগাদির সম্যক্ ক্ষয় হয় ও শিবভক্তি জন্মে আপাতত বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইলেও সেই বাক্য জ্ঞানযোগ্যতাকালে শুভফলদ এবং অতি সুন্দর। যে জ্ঞান কারণ ব্যতিরেকে স্বভাবত উৎপন্ন হয়, তাহাই পরমজ্ঞান। সকল মনুষ্যই ধর্ম্মের নিমিত্ত পুরাণ, মহাভারত, বেদ এবং মুনিগণ-প্রণীত বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করে। স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সমস্ত সংসারকে বন্ধনের হেতু এবং সমস্ত শাস্ত্রকে মদ্যোগাভ্যাসের নিদান বলিয়া ঋষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি "এই শাস্ত্র জানা আবশ্যক, এই শাস্ত্র জানা আবশ্যক" এইরূপ বিবেচনা করিয়া সমস্ত শাস্ত্র জানিতে ইচ্ছা করে, সে সহস্র বৎসর জীবিত থাকিলেও সমস্ত শাস্ত্র জানিতে সক্ষম হয় না। সকল ব্যক্তিই সমস্ত শাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার জীবনকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করত সমস্ত জগৎসংসারকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মনে করিয়া পারলৌকিক কর্ম্মের আচরণ,

করিবে। সমস্ত কর্ম্মজ্ঞ সুপণ্ডিত দেহধারী পুরুষে কোন প্রয়োজন নাই। ৬২—৭২। যে ব্যক্তি পরলোকসাধন পুণ্যসমূহের উপার্জ্জনে অশক্ত, সে পণ্ডিত হইলেও মূর্খ, শক্তি থাকিতেও অশক্ত এবং সংসারে অবস্থিত স্বকীয় আত্মাকে উদ্ধার করিতে অক্ষম। যে ব্যক্তি শিবজ্ঞানস্বরূপ সত্তাবকে মন দ্বারা নিশ্চয় করিতে উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত, সর্ব্বকর্ম্মজ্ঞ, তপস্বী এবং জিতেন্দ্রিয়। যে ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবী কিংবা কাঞ্চনময় মহা সুমেরুপর্ব্বত দান করে, সেও যদি অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে গুরু তাহাকে কোন উপদেশ প্রদান করিবেন না। যে ব্যক্তি শিবজ্ঞান শ্রবণ করে, অথবা শিবজ্ঞানের উপদেশ করে, তাহারা উভয়েই শিবলোকে গমন করে; ইহার বিপরীত আচরণ করিলে নরকে গমন করে। নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য এই তিনপ্রকার শিবলিঙ্গ-পূজা; ইহা তোমাদিগের কহিতেছি। এই পূজা শিবের অতিশয় সন্তোষজনক। যে নর বিল্বপত্র দ্বারা এবং স্নান অনুলেপন প্রভৃতি ষড়ঙ্গ বিধানানুসারে প্রতিদিন শিবকে পূজা করে, শিব তাহার প্রতি সত্বর প্রসন্ন হন। দেবতা এবং অসুরগণ সাগরশ্রেষ্ঠ ক্ষীরোদ সমুদ্রকে মন্থন করিলে, তাহা হইতে সকল লোকের জননীস্বরূপ নন্দা, ভদ্রা, সুশীলা, সুরভি ও সুমনা নামে পাঁচটী গো সমুত্থিত হয়। হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ! এই গো পাঁচটীর মধ্যে সুরভি, পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সমস্ত লোকের উপকার, দেবতাদিগের তৃপ্তি ও শঙ্করের স্নানের নিমিত্ত পৃথিবীতেই অবস্থান করেন। গোময় গোমূত্র, গোরোচনা, ক্ষীর, দধি এবং ঘৃত গোর এই ছয়টী অঙ্গ অতি পবিত্র এবং সকল সিদ্ধির কারণ। ৭৩—৮২। শিবের অতি প্রিয় সুন্দর বিল্ববৃক্ষ গোময় হইতে জন্মগ্রহণ করে, লক্ষ্মী ঐ বিল্ববৃক্ষে পদ্মহস্তে অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত বিল্ববৃক্ষের নাম শ্রীবৃক্ষ। উৎপল ও পদ্মের বীজ সমস্ত গোময় হইতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। পরম পবিত্রা, পীতবর্ণা, সর্ব্বমঙ্গলা গোরোচনা গো হইতে উৎপন্ন হয়। দেবতাদিগের তৃপ্তি নিমিত্ত গোমূত্র হইতে গুগ্গুলু জন্মিয়াছে। দুগ্ধ হইতে সমস্ত লোকের বীর্য্য, দধি হইতে মঙ্গল এবং দেবগণের তৃপ্তি নিমিত্ত ঘৃত হইতে অমৃত উৎপন্ন হয়। অতএব ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ইহা দ্বারা শিবকে স্নান করাইবে। পরে সুগন্ধি উষ্ণজল দ্বারা স্নান করাইয়া উত্তম গন্ধ দ্বারা পরিশুদ্ধ করিবে; তাহার পর শীতল জল দ্বারা স্নান করাইয়া চন্দন দ্বারা শিবের সর্ব্বাঙ্গে বিলেপন করিবে। বিলেপনের অনন্তর বিল্বপত্র, পদ্ম এবং নীলোৎপল দ্বারা পূজা করিয়া ঘৃতসংযুক্ত গুগ্গুল প্রদান করিবে। তাহার পর শিবের উদ্দেশে পায়স, উত্তম জল, দধি, ঘৃত এবং ঘৃতপক্ক অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিবে। পরে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। মহাদেব এই ষড়ঙ্গবিধি দ্বারা পূজিত হইলে প্রসন্ন হন এবং ইহলোকে ও পর-লোকে সমস্ত অভিলষিত বর প্রদান করেন। শিবভক্ত ব্যক্তি প্রতিদিন পূজা করিতে পারুক বা নাই পারুক, যদ্যপি প্রতি চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গবিধি দ্বারা শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলে সে একবিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করত অবলীলাক্রমে স্বর্গে বাস করাইয়া স্বয়ং পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যাহারা বেতন গ্রহণপূর্ব্বক দেবকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহারাও শিবলোকে গমন করে। ৮৩—৯৪। মালাকারও যদি ঈশ্বরে ভক্তিপূর্ব্বক শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলে সেও পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হইয়া, পরে শিবমন্দিরে গমন করে। অতএব শিবভক্ত ব্যক্তি, যে কোন বিধানানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রমানসে "ওঁ নমঃ শিবায়" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা যদি শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহা হইলে সে একবিংশতি পুরুষকে নরক হইতে উত্তোলন করত স্বর্গে বাস করাইয়া আপনি শিবপদ প্রাপ্ত হয়। যে সকল ব্যক্তি দেবকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত দেবকার্য্য সম্যক্‌রূপে অবলোকন করে, তাহারা নিযুক্তকারী প্রভুর সহিত শিবপুরে গমন করে এবং কালক্রমে পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে আগমন করত ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগপূর্ব্বক পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হয়। যাহারা সর্ব্বদা শিবলিঙ্গের পূজার নিমিত্ত পত্র বা পুষ্প প্রদান করে এবং সর্ব্বদা শিবের স্তব করে, তাহারা রুদ্রলোকে গমন করে, ইহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি, যথাবিধি পূজা সময়ে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শিবকে দর্শন করে, সে সমস্ত যাগফল পাইয়া যায়, ইহাতে সংশয় নাই। শিব, বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে শ্রবণ করিয়া অনুমোদন করে, সে, ঈশ্বরকে যোগ দ্বারা অবগত হইলে যেরূপ পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শিবের স্নান ও পূজার নিমিত্ত অনুমোদন করে, সে, শিবভক্ত যেরূপ অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, তাহার ন্যায় অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়। যে মানব, ভক্তিপূর্ব্বক মন দ্বারাও প্রতিদিন শিবের অর্চ্চনা করে, সে শিবের প্রভাবে সম্যক্ পূজাফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শিব, রুদ্র, কিংবা হর এই দুইটী অক্ষর একবার উচ্চারণ করে, সে শিবের তুল্য পবিত্র, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং সকল দেবসেবিত রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। আমি, শিব যেরূপ বলিয়াছেন, সেইরূপ তোমাদিগের নিকট অতিদুর্ল্লভ [illegible] শিবজ্ঞান এবং প্রতিদিন যেরূপে শিবের পূজা করিতে হয়, ইহা সমস্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ৯৫—১০৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৫।

ষোড়শ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন, আমরা শঙ্করের ক্রিয়াযোগ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; সনৎকুমার, ব্যাসের নিকট যেরূপ বলিয়াছেন, তুমি সেইরূপ বল। সূত কহিলেন, সনৎকুমার ব্যাসের নিকট কপর্দ্দী মহাদেবের যে ক্রিয়াযোগ বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, তোমরা অনায়াসে তাহা শ্রবণ কর। ব্যাস কহিলেন, হে মহামুনে! তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট যে ক্রিয়াযোগ বলিয়াছ, আমি তাহা এবং সেই ক্রিয়াযোগের যে যে ফল, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মনুষ্য, সংযতচিত্তে শিবের মূর্ত্তি গঠন, দেবতান্যাস, স্বকীয় আত্মাকে রুদ্ররূপে ধ্যান এবং চিত্তবৃত্তিকে নিশ্চল করিয়া পূজা করিবে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, যোগীদিগের মানসিক ক্রিয়াযোগ (ধ্যানাদি) ব্রহ্মচর্য্য এবং বাচিক ও শারীরিক পুণ্য দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ক্রিয়াযোগশালী নর মহাদেবের গৃহ নির্ম্মাণ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, শিবের মূর্ত্তি, অথবা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে এবং যথাবিধি পূজা ও চন্দনাদি দ্বারা অনুলেপন করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কোন্ মাল্য প্রদান করিবে, কোন্ সকল মাল্যই বা নিষিদ্ধ, কোন্ ধূপ শিবের প্রিয়, কোন্ ধূপ বা ত্যাজ্য, উপহার প্রদান করিলে কি ফল, শিবসমীপে গান ও বাদ্য করিলে কি ফল, ঘৃত এবং দুগ্ধাদি দ্বারা শিবকে স্নান করাইলে কি ফল, উপলেপনাদি প্রদানে যে ফল, অভ্যুক্ষণ করিলে যে ফল এবং শিবের কোন্ বস্তু প্রিয় এই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।১—১০। সনৎকুমার কহিলেন, হে সত্যবতীনন্দন! তুমি যে শিবের সম্বন্ধে এই সকল জিজ্ঞাসা করিলে, এজন্য বোধ হইল যে, তুমি অতি পবিত্র কথাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতএব আমি বলিতেছি, নিশ্চলচিত্তে শ্রবণ কর। আত্মার সহিত মনের সংযোগের নাম জ্ঞানযোগ, মূর্ত্তিগঠনপূর্ব্বক পূজাদির যে আচরণ, তাহাকেই ক্রিয়াযোগ বলিয়াছেন। হে মুনিসত্তম! জ্ঞানযোগই মুক্তির প্রধান কারণ; ক্রিয়াযোগ, ধ্যানাদির সাধন, এই নিমিত্ত পরম্পরায় ব্রহ্মের সাধন। ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির দেবতার মন্দিরাদি প্রস্তুত করিলে কি ফল হয়, তুমি যে এই সকল জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা কহিতেছি, এক্ষণে একমনে শ্রবণ কর। হে মুনে! যে ব্যক্তি প্রস্তর, কাষ্ঠ, অথবা মৃত্তিকা দ্বারা মহাদেব-গৃহ নির্ম্মাণ করায়, তাহার যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি মহাদেব-মন্দিরমাত্র নির্ম্মাণ করায়, সে, প্রতিদিন ক্রিয়াযোগ দ্বারা পূজা করিলে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মহাদেবের বাটী নির্ম্মাণ করায়, সে অধস্তন একশত পুরুষ ও ঊর্দ্ধতন একশত পুরুষকে অক্ষয়লোকে গমন করায়। মহাদেবের গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিবামাত্র, অল্পই হউক আর অধিক হউক, সপ্তজন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, সমস্ত দেবতার প্রধান রুদ্রদেবের গৃহ নির্ম্মাণ করায়, সে সমস্ত লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে নর কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে মৃত্তিকার উপর শিবের আয়তন নির্ম্মাণ করায়, সে সমস্ত লোক প্রাপ্ত হয় এবং যত বৎসর পর্য্যন্ত ইষ্টকাদির বিন্যাস থাকে, তাবৎ সহস্র বর্ষ কাল পর্য্যন্ত শিবলোকে পূজিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শম্ভুর প্রতিমা কিংবা লক্ষণাক্রান্ত লিঙ্গ নির্ম্মাণ করায়, সে মহাদেবের শ্রেষ্ঠ অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয় এবং ষষ্টি লক্ষ বর্ষকাল যথাক্রমে সকল দেবতার লোকে বাস করে।১১—২৩। যে পুরুষ প্রশস্ত গৃহের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করায়, সে কৃতকৃত্য হয় এবং আপনার মৃত্যুকে লাভ করে না। যে ব্যক্তি সর্ব্বগুণান্বিত শিবলিঙ্গ স্থাপন করায়, সে, আপনার বংশে কল্প পর্য্যন্ত যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে বা যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করে। যে সকল ব্যক্তি মন দ্বারা শম্ভুর উত্তম লিঙ্গ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা আট পুরুষ উদ্ধার করিয়া প্রশান্তমূর্ত্তি শিবকে লাভ করে। যে ব্যক্তি মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দর্শন করিয়া চিন্তা করে, অথবা মন দ্বারা চিন্তা করে এবং "যদ্যপি আমার সম্পদ্ হয়, তাহা হইলে আমি শিবস্থাপন করিব" এরূপ চিন্তা করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কুল স্বর্গে গমন করে, ইহাতে সংশয় নাই। প্রজাপতি ব্রহ্মা যমকে স্থাপন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, তোমার কিঙ্করেরা পাশ এবং দণ্ড ধারণপূর্ব্বক নিয়ত পৃথিবীতে বিচরণ করিবে এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অনুসারে শাসন করিবে। তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর, কেবল যে ব্যক্তি জগদীশ্বর শঙ্করের উপাসনা করিবে, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; যেহেতু তাহাদিগের যমলোকে বাস হইবে না। যাহারা তদগতচিত্তে কেবল তাঁহারই কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাদেবের উপাসনা করে, তুমি তাহাদিগকে রুদ্রগণরূপে অবগত হইয়া সর্ব্বদা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। যাহারা অবস্থানকালে, নিদ্রাসময়ে এবং গমনকালে দিবারাত্র শান্ত শিবনাম কীর্ত্তন করে, তাহাদিগকেও সুদূরে পরিত্যাগ করিবে। যাহারা নিত্য-নৈমিত্তিককার্য্যে দেবদেব শঙ্করের পূজা করে, তোমরা তাহাদিগকে দর্শন পর্য্যন্ত করিবে না এবং তাহারা তোমাদিগের স্থান পাইবে না। যাহারা মহাদেবকে আশ্রয় করিয়া পুষ্প, ধূপ, বস্ত্র এবং আপনার অভিমত অলঙ্কার দ্বারা শিবের পূজা করে, সে সকল মনুষ্যকে তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না।২৪—৩৪। যাহারা মহাদেবের মন্দিরে গোময়াদি দ্বারা উপলেপন অথবা সম্মার্জ্জনী প্রদান করে, তোমরা তাহাদিগকে এবং তাহাদের কুলের তিন পুরুষকে পরিত্যাগ করিবে।

যাহারা শম্ভুর আয়তন নির্ম্মাণ করায়, তোমরা তাহাদিগের বংশের একশত পুরুষকে দুষ্ট-বুদ্ধিতে অবলোকন করিতে পারিবে না। যাহারা ভগবান্ মহেশ্বরের লিঙ্গ নির্ম্মাণ করাইবে, তাহাদের বংশের অযুত পুরুষ পর্য্যন্ত তোমাদিগের শাসনাতীত জানিবে। পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সূর্য্যপুত্র যম লোকের হিতের নিমিত্ত দূতদিগকে পুনর্ব্বার সেইরূপ জানাইয়া দিতে লাগিলেন। মনুষ্য শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে তাঁহাকে পূজা করিয়া যে যে বস্তু প্রার্থনা করে, নিশ্চয়ই তাহা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সকল দেবগণের পূজনীয় মহাদেবের লিঙ্গকে ঘৃত ও মধু দ্বারা স্নান করায়, তাহার পুণ্য কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি প্রস্থপরিমিত ঘৃত দ্বারা শিবকে স্নান করায়, সে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র গোদান করিলে যে ফল হয়, সেই ফললাভ করে। যে ব্যক্তি ত্রিজগতের ঈশ্বর মহাদেবকে আঢ়ক-পরিমিত ঘৃত দ্বারা স্নান করায়, সে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে জগদীশ্বর শিবের লিঙ্গকে ঘৃত দ্বারা স্নান করায় ও পূজা করে, সে বহুতর পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যা তিথিতে যত্নপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইয়া সেইদিনে একবার আহার করে, সে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। মনুষ্য, জ্ঞানপূর্ব্বক হউক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক হউক, যে পাপ করে, সন্ধ্যা সময়ে ঘৃত দ্বারা শিবকে স্নান করাইলে শিব তাহার সেই পাপ প্রক্ষালন করিয়া দেন। হে মুনে! রুদ্র সমস্ত দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ঘৃত সমস্ত হব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট; অতএব এই দুয়ের সংযোগ সকল পাপকে বিনষ্ট করে। যে ব্যক্তি ক্ষীর দ্বারা মহাদেবের স্নান করায়, সে, যে স্থানে নদী সকল দুগ্ধে পরিপূর্ণ ও পায়সের কর্দ্দমযুক্ত, ভূর্লোক হইতে সেই স্থান প্রাপ্ত হয়। ৩৫—৪৭। যে ব্যক্তি দুগ্ধ দ্বারা শম্ভুর স্নানকার্য্য নির্ব্বাহ করে, সে সাতজন্মে আহ্লাদ, সন্তোষ, স্বাস্থ্য, আরোগ্য এবং সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ দুগ্ধ হইতে দধি প্রভৃতির উৎপত্তি, সেইরূপ ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইলে, যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই হইতে পারে। যে ব্যক্তি দুগ্ধ দ্বারা শিবকে স্নান করায়, সে দুগ্ধের ন্যায় নির্ম্মল ও পুষ্টিকর জ্ঞান লাভ করে। যে ব্যক্তি ক্ষীর দ্বারা স্নান করায়, সে মহাদেবের অনুগ্রহে গ্রহগণের আনুকূল্য ও পুষ্টি লাভ করে এবং সমস্ত লোকের প্রিয় হয়। ঋষিগণ এই বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস কহিয়াছেন। এক সময়ে গৌতমী স্বর্গে ক্রীড়া করিতে করিতে পতির সহিত পরম রূপবতী সূর্য্যপত্নী সুমতিকে দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সুমতি! এই স্বর্গ মধ্যে ইন্দ্র প্রভৃতি অনেক দেবতা অবস্থান করেন। কিন্ত হে ভদ্রে! ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারও তোমার সদৃশ শোভা, গন্ধ, কান্তি, উত্তম রূপ এবং পতির সহিত তোমার বস্ত্রের ন্যায় শোভা নাই। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রধান হইলেও তাঁহাদিগের শোভা হইতে তোমাদের স্ত্রীপুরুষের শোভা অতিরিক্ত। হে সুব্রতে! তোমাদিগের স্ত্রীপুরুষের মনের এই সুহৃত্তা অতি উত্তম। অতএব হে বরবর্ণিনি! তোমাদিগের উভয়ের ইহা কি তপস্যার প্রভাবে কি দানের ফল কিংবা হোমাদি কর্ম্মের ফল, তুমি তাহা বল। ৪৮—৫৭। সুমতি কহিলেন, আমার স্বামীর পূর্ব্বপুরুষ যজ্ঞ দ্বারা মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া, এই কতারাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ যজ্ঞে রুদ্রকে বরণকালে আমি যজ্ঞেশ্বর শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত স্বর্গে বাস করিতেছি। আমার সেই কর্ম্মের এই ফল। আমি তীর্থোদক প্রভৃতি নানা দ্রব্য এবং স্নান দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। এইজন্যই সমস্ত দেবগণের অপেক্ষা এই অতিরিক্ত কান্তি লাভ করিয়াছি। আমি ঘৃত দ্বারা শিবকে স্নান করাইয়াছিলাম, তাহার ফলে আমার মন প্রসন্ন থাকে, শরীর অতি সুন্দর হইয়াছে, কোন অনির্ব্বৃতি নাই এবং সকল লোকের প্রিয় হইয়াছি। আমার এই যে সকল ইচ্ছানুরূপ বস্ত্র, ভূষণ, রত্ন, অনুলেপন-দ্রব্য এবং ইচ্ছানুরূপ মাল্য স্বর্গে বিদ্যমান আছে, হে গৌতমি! আমার স্বামীরও এই যে সকল উত্তম কান্তিযুক্ত বস্ত্রাদি বিদ্যমান আছে, শিবই আমাকে এই সমস্ত প্রদান করিয়াছেন। শিবের প্রসাদেই আমার ভূষা-রূপ-গুণ। হে গৌতমি! আমি শিবলিঙ্গের সম্মুখে অতি মনোহর আহারের দ্রব্য নিবেদন করিয়াছিলাম, এই জন্য আমার সকল স্থানে সর্ব্বদা তৃপ্তি জানিবে। হে শুভদর্শনে! আমার স্বামী স্বর্গ কামনা করিয়া, আমার সহিত ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন শিবকে অর্চ্চনা করিতেন, এই নিমিত্ত আমাদিগের উত্তম স্থানে বাস হইয়াছে। মনুষ্য যে যে বস্তু অভিলাষ করিয়া মন, বাক্য, শরীর এবং কর্ম্ম দ্বারা শিবলিঙ্গ পূজা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। ৫৮—৬৭। সনৎকুমার কহিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ইহাদিগের ঈশ্বর ও সমস্ত দেবতাদিগের ঈশ্বর মহাদেবকে এইরূপে পূজা করিলে দেবতাদিগেরও দুর্লভ সমস্ত [illegible] প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি চন্দন, অগুরু, কর্পূর, [illegible], [illegible] এবং পত্রকাষ্ঠ দ্বারা শিবের অনুলেপন করায়, [illegible] তৎক্ষণাৎ তাহাকে বর ও ভোগ প্রদান [illegible]। [illegible] মহাদেবকে কালাগুরু-নির্ম্মিত ধূপ বা [illegible] [illegible] করে, সেই সকল মনুষ্যের রোগ হয়। [illegible] কপর্দ্দী শিবকে তাহা দান করিবে না। যে ধূপ [illegible]-মিশ্রিত, শিবকে তাহা প্রদান করিবে না। কিন্ত যে ধূপ উত্তম গন্ধযুক্ত, অতিশয় স্নিগ্ধ ও [illegible], তাহা এবং ঘৃতমিশ্রিত গুগ্গুলু প্রদান করিবে। শিবকে শল্লকী-নির্ম্মিত ও আসবসংযুক্ত ধূপ দান করিবে না এবং

যে সমস্ত পুষ্প আপনার অনিষ্টজনক, তাহাও বর্জ্জন করিবে। মনুষ্য আপনার হিত ইচ্ছা করত যাহা সর্ব্বদা ইষ্টজনক, তাহা দান করিবে। কোমল গন্ধযুক্ত সর্ব্ব প্রকার পত্র এবং বিল্বপত্র, শুষ্ক হইলেও, তাহা শিবের সর্ব্বদা প্রিয়। কুবলয় প্রভৃতি সকল প্রকার জলজ পুষ্প, রক্তোৎপল, নীলোৎপল, মালতী, মল্লিকা, যূথিকা, অতিমুক্তক, পাটলা, করবীর, কর্ণিকার, বর্ব্বরী, চম্পক, কিরাতিক্ত, কুব্জক, শতপত্রিকা, তুলসী এবং বকপুষ্প, কুন্দ, শুক্লকুন্দ, অশোক ও কিংশুক এই সমস্ত পুষ্প মহাদেবের পূজায় অতি প্রশস্ত। এই প্রকার যে সমস্ত পুষ্প উত্তম গন্ধযুক্ত, তাহাও শঙ্করের প্রিয়। মনুষ্য, যে পুষ্প দেহে থাকিলে উত্তম গন্ধ হইবে, এই বলিয়া ইহলোকে ধারণ করে, এই নিমিত্ত সেই সকল পুষ্প দ্বারাই শিবকে পূজা করিবে; যে সমস্ত পুষ্প রক্ত, নীল ও কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদিগকে ভূষণের নিমিত্ত যোজনা করিবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত এই সকল পুষ্প দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করে, সে সমস্ত সৌভাগ্যশালী হইয়া এবং সিদ্ধ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কল্পে অবতাররূপে অবস্থান করে। ৬৮—৮০। যে মানব বিষভোজনকারী শিবকে কণ্টক, উগ্র গন্ধ এবং মৃণাল দ্বারা অর্চ্চনা করে, সে সমস্ত ভূতগণের প্রিয় হয়। যদ্যপি পুষ্পের অভাব হয়, তাহা হইলে ভৃঙ্গরাজপত্র, সুন্দর দূর্ব্বাঙ্কুর, শমীপত্র ও তমালপত্র দ্বারা শিবের পূজা করিবে; তাহা হইলেই সে ব্যক্তির ঈশ্বরকে সমস্ত উপচার দান করা হইল। যে ব্যক্তি এইরূপে প্রতিদিন পরমকারণ মহাদেবের পূজা করে, সে অপ্সরোগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অমরলোক প্রাপ্ত হয় এবং যে সময় কালক্রমে এই পৃথিবীতে আগমন করে, তৎকালে পৃথিবী মধ্যে প্রবল-পরাক্রমশালী একচ্ছত্র রাজ্যেশ্বর হইয়া ক্রমে মুক্তিলাভ করে। কেতকীপুষ্প এবং জবাপুষ্প সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি গৃঞ্জন ও শ্রীপদ দ্বারা শিবের পূজা করে, সে ম্লেচ্ছদেশের অধিপতি হয়। সুগন্ধ মুরা, জটামাংসী, কর্পূর, অগুরুচন্দন এবং মুস্তা মিশ্রিত জল দ্বারা পরমেশ্বর শিবকে স্নান করাইবে। ভক্তগণ পট্টবস্ত্র, কৌশেয়বস্ত্র, সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র এবং অন্যান্য যে সমস্ত আপনার প্রিয় সেই বস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে পূজা করিবে। উত্তম ভক্ষ্য, আপনার অভিমত ভোজ্য এবং যে সমস্ত ফল আপনার প্রিয়, সেই সমস্ত বস্তু মহাদেবকে দান করিবে। সুবর্ণ, মণি, মুক্তা এবং অন্য যে সকল আপনার প্রিয়, তাহা দেবাতিদেব শঙ্করের উদ্দেশে নিবেদন করিবে। শিবকে পরম-যোগী শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ জ্ঞান করিয়া অব্যক্তরূপী মহাদেবের উদ্দেশে শিবের নাম গ্রহণ করত সমস্ত বস্তু নিবেদন করিবে। বিষুব-সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, দুই অয়ন-সংক্রান্তি, গ্রহণ, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী এই দুই পর্ব্ব এবং অন্যান্য, ইহারা নৈমিত্তিক পুণ্যজনক কালরূপে কথিত হইয়াছে। এই সমস্ত নৈমিত্তিক কালে শিবের পূজা করিলে নিত্য পূজা হইতে সহস্রগুণ ফল হয়, জানিবে। ৮১—৯২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, যাঁহারা শঙ্করের ভক্ত, শুদ্ধাচারসম্পন্ন ও যোগাভ্যাস-পরায়ণ, তাঁহাদিগকে পূজা করিলে কি ফল হয়, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করুন। সনৎকুমার কহিলেন, শ্রবণ কর। যাঁহারা সর্ব্বদা শিবযোগিগণকে ভজনা করেন, তাঁহারা অতুলভোগ ও শিবযোগের অধিকারী হন। সেই হেতু ভোগার্থিগণ শিবযোগিগণকে আশ্রয়, অন্ন, পানীয়, শয্যা ও বস্ত্রাদি ভোগ্যবস্তু দ্বারা সর্ব্বদা পূজা করিবেন। ধনসম্পন্নই হউন বা দরিদ্রই হউন, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র শিবযোগীর শুশ্রূষা করেন, তাঁহার যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। তিনি মৃত্যুর পর সূর্য্যকিরণ তুল্য ভাস্বর সর্ব্বকামপ্রদ বিমানে আরোহণ করিয়া সপ্তকুলের সহিত শিবপুরে গমন করে। সেই শিবপুরে দেবভোগ্য বিপুলভোগ ও মনোহর সীমন্তিনী-সহস্র কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া দেবপরিমিত শত কল্পকোটি কাল অবস্থান করেন। তদনন্তর বিবিধ বৈষ্ণবভোগে ও স্ত্রী-সহস্রে সেবিত হইয়া তাবৎকাল বিষ্ণুপুরে বাস করেন; বিষ্ণুলোকে নানা ভোগ অনুভব করিয়া, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া, মনোরম নানাভোগ অনুভব করত তাবৎকাল যাপন করেন। তৎপরে অনুক্রমে প্রজাপতিলোক, ইন্দ্রলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও যক্ষলোকে বিপুল সুখ ভোগ করিয়া পৃথিবীতে পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে প্রজ্ঞা ও গুণবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শিবযোগীর উপাসনা করেন। শিবযোগীর সংসর্গে শিবজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে যোগসেবা করেন। সেই যোগ হইতে সংসারবিরক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। অর্থ সদ্ভাব নিবন্ধন বহুপ্রকার পূজা, অগ্নিকার্য্য, চান্দ্রায়ণাদি-ব্রতের নাম কর্ম্মযজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গুরুমুখ হইতে শিবমন্ত্রের অধ্যয়ন, স্বাধ্যায়, তন্মন্ত্রের উপাংশুজপ এবং বারংবার শিবচিন্তাই ধ্যানযজ্ঞ। অধ্যাপন, অধ্যয়ন, ব্যাখ্যা, শ্রবণ এবং চিন্তা এই পাঁচ প্রকার জ্ঞানযজ্ঞ; এই পাঁচটীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তরই প্রশস্ত। পঞ্চযজ্ঞ মধ্যে জ্ঞান ও ধ্যানই মুক্তিপ্রদ। ১—১৫। জ্ঞান ব্যতীত কখনই ধ্যান হয় না এবং ধ্যান-তৎপর ব্যতীত কেহই জ্ঞানাধিকারী নহে। যে ব্যক্তি জ্ঞান ও ধ্যান উভয়কেই অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই ভবসমুদ্রের পরপারে গমন করিয়াছেন। সংসার হইতে বিরক্ত হইলে সতত

যোগাভ্যাসবলে তামসবৃত্তিশূন্য, ঐকান্তিক, অপায়বর্জ্জিত জ্ঞান লাভ হয়। বেদচিন্তায় যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাতেও বাদী প্রতিবাদিগণের নানা মত, অতএব তাহা অপ্রসন্ন ও চঞ্চল; তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয় না। প্রাজ্ঞ মানব গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া, তদ্বাক্যের শব্দ নিরূপণ করিবে; তদনন্তর ঐ বাক্যের চিন্তা করিবে। সর্ব্বদা চিন্তা করিলে ক্রমশ সেই বাক্যের প্রতিপাদ্য বিমল ও প্রসন্ন হয়। আরম্ভকালে শ্রুতিবাক্য হইতে শ্রবণ করিতে হইবে; ক্রিয়াকালে তাহার চিন্তা করিবে। যখন শ্রুতিবাক্য প্রতিপাদ্যের নিষ্ঠা হইবে, তখন ভাবনা করিবে। এইরূপে সমাপ্তিকালে সেই জ্ঞানের প্রসন্নতা হয়। জলপরিষ্কারক-চূর্ণযুক্ত জল যেমন পঙ্কিল জল শোধন করে, সেইরূপ পক্ষপ্রতিপক্ষ-পরিগ্রহজনিত রাগাস্মিতাদি-দূষিত জ্ঞান শিবজ্ঞান-শুদ্ধির নিমিত্ত হয়। যে ব্যক্তি সংসারকে নিঃসার ও অতি কষ্টকর বোধ করে, ধূলি-সময়ে আকাশ যেমন ক্রমশ প্রসন্নতা লাভ করে, তাহার জ্ঞান তদ্রূপ ক্রমশ প্রসন্ন হয়। যখন জ্ঞান, নির্ব্বাত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় প্রসন্ন ও একাগ্র হয়, তখন সেই জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়; অন্য সকল প্রকার জ্ঞানই অজ্ঞান। এইরূপ ভাবনাময়, সুতরাং প্রসন্ন ও রাগাদি-পরামর্শশূন্য জ্ঞানই মুক্তিপ্রদ। যে পুরুষ জ্ঞানভাজন নহেন, তিনি পাশবদ্ধ; অতএব জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান (পাশ) পরিক্ষীণ হইলে পুরুষ মুক্ত হয়। সংসারই অজ্ঞানের বীজ; যেহেতু সংসারী পুরুষমাত্রেই অজ্ঞান। সূর্য্যালোকে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞাননাশ হয়। অজ্ঞান হইলেই রাগাস্মিতাদি এবং তজ্জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম উপজাত হয়। ধর্ম্মাধর্ম্মবলেই পুরুষের শরীর উৎপন্ন হয়। শরীর হইলেই বিবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয়। অতএব ক্লেশহানির জন্য কেহই শরীর কামনা করিবে না। জগত্তত্ত্বজ্ঞান নিমিত্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিবে; অজ্ঞান-নিবৃত্তি হইলেই রাগাস্মিতাদি অন্তর্হিত হয়। রাগাদি তিরোহিত হইলে আত্মার পুণ্য-পাপ বিনষ্ট হয়। পুণ্য-পাপ বিনষ্ট হইলে আর কখনই শরীরের সহিত যোগ হয় না। ১৬—৩০। আত্মা শরীরশূন্য হইলে, সর্ব্বদা ক্লেশ-বিবর্জ্জিত থাকেন; ক্লেশমুক্ত ও প্রসন্ন হইলেই তাঁহাকে মুক্ত বলা যায়। অজ্ঞান বশতই আত্মার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়; জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞান-নিবৃত্তি হয়, কর্ম্ম দ্বারা হয় না। জ্ঞান ব্যতীত পুরুষের পুণ্য-পাপ পরিক্ষয় হয় না, অতএব মোক্ষার্থী পুরুষ সর্ব্বদা জ্ঞানাভ্যাস করিবেন। বারংবার মুছিলে দর্পণ যেমন নির্ম্মল হয়, সেইরূপ বারংবার জ্ঞানাভ্যাস করিলে, পুরুষের বুদ্ধি নির্ম্মল হয়। যে ব্যক্তি এবম্ভূত জ্ঞানামৃত-রস পান করিয়াছেন, তিনি সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই মধুর রসপানে ব্যস্ত হন। যে দুর্ম্মতি জ্ঞানামৃত-রসপানে বঞ্চিত, সে এই মধুর রসপানে বিমুখ হইয়া, অন্যান্য বিষয়ে আসক্ত হয়। যে যোগী জ্ঞানামৃত-রসপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর কোন কার্য্যই নাই; যদি অপর কার্য্যেও আসক্ত হন, তবে তিনি প্রকৃত যোগী নহেন। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনিই সর্ব্বসম্পৎপূর্ণ ও প্রিয়দর্শন; তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে কোন কর্ত্তব্য নাই। জ্ঞান হইতে পবিত্র ও পাপনাশন কোন বস্তুই নাই; সর্ব্বদা অভ্যাস করিলে সেই জ্ঞানরত্ন লাভ করা যায়। ব্রত, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, সন্ন্যাস, তীর্থবাস এবং কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিলে, স্বর্গপ্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া, ইহলোকে আগমন করিতে হয়। জ্ঞান অনপায়ী শান্তিপ্রদ এবং অমূল্য। যে মহাত্মা সংযত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া, মুনিপ্রণীত পুণ্যধর্ম্ম পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার সকল পাপ বিনাশ ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবত্ব-প্রাপ্তি হয়, তপস্যা করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করে, দান-বলে বিবিধ ভোগ-প্রাপ্তি হয়, একমাত্র জ্ঞানই মুক্তিপ্রদ। মানব ধর্ম্মরূপ রজ্জু অবলম্বন করিয়া স্বর্গগামী হয় ও পাপরূপ রজ্জু দ্বারা নিরয়ে গমন করে; জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা এই উভয় রজ্জু ছেদন করিতে পারিলে, অশরীরী হইয়া মোক্ষের অধিকারী হয়। যদি জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পাপ বা পুণ্য কর্ম্মে বদ্ধ হয়, তবে তাহার কিরূপে মুক্তি হয়? এমন দেহীই দৃষ্টিগোচর হয় না, যে শুভাশুভ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। গমনকালে বা অবস্থানকালে তাহা অবশ্যই সঙ্ঘটিত হয়। ৩১—৪৫। অপর পুণ্য না করিলেও পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলেই পুণ্যভাজন হয় ও অন্য পাপ না করিলেও, নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি ত্যাগ করিলেই পাপভাগী হয়। অতএব দেহী কিরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিবে? অতএব জ্ঞানরূপ কৃপাণ দ্বারা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত অশেষ শুভাশুভ-কর্ম্মরূপ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পরিশুদ্ধ-ভাবে পরমাত্মায় আসক্ত থাকিবে। যেমন প্রদীপ্ত পাবক শুষ্ক ও আর্দ্র ইন্ধনকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞান শুভাশুভ উভয় কর্ম্মকেই ক্ষণকাল মধ্যে নাশ করে। মন্ত্র-বলসম্পন্ন আহিতুণ্ডিক যেমন সর্পের সহিত ক্রীড়া করিলেও, সর্প তাহাকে দংশন করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মগণ ইন্দ্রিয়রূপ সর্পের সহিত ক্রীড়া করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না। ভক্ষিত বিষ যেমন মন্ত্রৌষধি-বলে জীর্ণ হয়, সেইরূপ জ্ঞানবলে সকল পাপ ক্ষণকাল মধ্যে জীর্ণ হয়। মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে জ্ঞান যেমন উপযোগী, ধ্যানও সেইরূপ; জ্ঞান ও ধ্যানে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। মননশীল মহাত্মারা ধ্যান-নিরত হইয়া মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। ধ্যান হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য, ঐশ্বর্য্য হইতে অপরিসীম সুখ লাভ হয়। জ্ঞান দ্বারা ঐ সুখ ত্যাগ করিয়া, অশরীরী হইয়া মুক্তিলাভ করে। সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ হইতে ধ্যানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; ঐ ধ্যান-

যজ্ঞ নিত্য শুদ্ধ, প্রসন্ন এবং দোষবিবর্জ্জিত। উদ্গীথাদির উপাসনাদি হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ধ্যানযজ্ঞ, শুক্ল, কৃষ্ণ, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শুচি ও শুদ্ধ। সমাধিজ ধ্যানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠযজ্ঞ; কর্ম্মানুসারে স্থূল ও শুদ্ধ। যে নর অন্তর্যজ্ঞোপচারে ধ্যানযজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদা ভগবান্ মহেশ্বরের পূজা করে, তাহার পরমগতি লাভ হয়। যে মানব যম-নিয়মাদি দশ ও আত্মা এই একাদশ পুষ্প দ্বারা দশদিক্ ও মধ্যে শঙ্করের পূজা করে, তাহারও মুক্তিলাভ হয়। শাস্ত্রোক্ত বাহ্যযাগ হইতে তপস্যারূপ যজ্ঞ দশগুণ শ্রেষ্ঠ, তপোযজ্ঞ হইতে জপযজ্ঞ শতগুণে প্রশস্ত; জ্ঞান-ধ্যানাত্মক সূক্ষ্ম শিবযজ্ঞ মহাযজ্ঞ, সেই যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। পূজা করিলে বিপুল রাজ্যলাভ হয়, অগ্নিকার্য্যে অপরিসীম সম্পৎ লাভ হয়; জপবলে পাপসমূহ তিরোধান করে ও ধ্যান হইতে মানব মুক্ত হয়। যাহার সমূলে পাপ প্রক্ষীণ হইয়াছে, সেই মহাত্মার বুদ্ধি জ্ঞান ও ধ্যানে আসক্ত হয়। যোগোপদেষ্টা কোটিধনু-পরিমিত দেশে অবস্থান করিলেও তাঁহার অনুসরণ করিবে। অগ্নিকার্য্যোপদেষ্টা, তদর্দ্ধপরিমিত দূরস্থ হইলেও, তাঁহার নিকট গমন করিবে। গঙ্গা ষষ্টিধনু-পরিমিত দূরস্থ হইলেও যাবজ্জ তথায় যাইবে। আর ধর্ম্মক্ষেত্র ত্রিংশৎ-ধনু-পরিমিত দূরদেশ-ব্যবহিত হইলেও তথায় যাইবে। ৪৬—৬০। যাহারা ক্রিয়াকাণ্ড নিরত, অগ্নিতেই তাহাদের দেবত্ববুদ্ধি বদ্ধ হয়। মনীষিগণ হৃদয়েতেই সেই বুদ্ধি দৃঢ় করেন। অল্পবুদ্ধিগণ প্রতিমাতে দেবত্ববুদ্ধি স্থাপন করে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মানব সর্ব্বস্থানই শিবময় বোধ করেন। যোগিগণ আত্মাতে শিবদর্শন করেন, প্রতিমাতে দর্শন করে না। শিবরূপ ভাবনার জন্যই প্রতিমা পরিকল্পিত হইয়াছে। যে মানব সর্ব্বব্যাপী শান্তিময় শঙ্করের স্মরণ করেন, ভগবান্ শিব সর্ব্বদা তাঁহার আত্মাতে অবস্থান করেন। যাহারা আত্মস্থ মহাদেবকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে, তাহারাই তীর্থস্থানে শিবের অন্বেষণ করে। যে স্থানে যোগিগণ একদিন বা অর্দ্ধদিন বাস করেন, সে স্থান মঙ্গলময়, পবিত্র, তীর্থ এবং তপোবন-স্বরূপ। মননশীল মহাত্মা যাগজ্ঞানে ইচ্ছা করিলেও যে গতি লাভ করেন, অন্যে যাবতীয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও সে গতি প্রাপ্ত হয় না। রত্নলাভ করিতে না পারিলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহজন্য যেমন মহাপাষাণ বহন করে, সেইরূপ যোগরত্ন লাভ না হইলে মহা ক্লেশের সহিত পারত্রিক শুভকামনায় পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কষ্টকর যজ্ঞসমূহ ও উগ্র তপস্যা করিলে যে অসংখ্য ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, ক্ষণার্দ্ধ কালমাত্র শুদ্ধভাবে বিশুদ্ধ মুক্তিপ্রদ শঙ্করের ধ্যান করিলে তাহা লাভ করা যায়। গূঢ়চারী চরগণ যেমন রাজার প্রিয়, প্রকাশ্যচারী চর তেমন প্রিয় নহে; সেইরূপ ধ্যানতৎপর সাধক শঙ্করের যেমন অদ্বিতীয় প্রিয়, কর্ম্মকাণ্ড-নিরত সাধক তেমন নহে। হস্তীর বদন-মধ্যস্থ দন্তসমূহ যেমন প্রিয়, বহিঃস্থিত দন্ত তাদৃশ নহে; সেইরূপ অন্তর্ধ্যান-নিরত মানবসমূহ মহাদেবের যেমন অতিমাত্র প্রীতিভাজন, কর্ম্মিগণ তেমন নহে। অতএব সর্ব্বদা মানস-ধ্যানযোগে শঙ্করের অর্চ্চনা করিবে, যে অর্চ্চনার প্রভাবে অন্তরিন্দ্রিয়-গোচর মহামূল্য জ্ঞান লাভ করা যায়। কর্ম্মযোগও জ্ঞানযোগের সাধন; যেমন প্রতিপক্ষ গজের সম্মুখবর্ত্তী গজ, অপর মিত্রগজের সাহায্যে বিজয় লাভ করে, সেইরূপ কর্ম্মযোগ-সাহায্যে মানব শিব-প্রাপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। পক্ষী যেমন এক পক্ষ দ্বারা আকাশমার্গে বিচরণ করিতে পারে না, কিন্তু পক্ষদ্বয়-সাহায্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, সেইরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়-সাহায্যে পরমপদ লাভ হয়। ৬১—৭৩। পরমেশ্বরের পূজা করিয়া মুহূর্ত্তার্দ্ধকাল ধ্যান করিলে যে সুমহৎ পুণ্য লাভ হয়, তাহা অনন্ত। জ্ঞানযোগ-শিক্ষার্থ উদ্যত হইয়া অশিক্ষিত অবস্থায় যদি কালকবলে পতিত হয়, তবে সে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্রভাবে রুদ্রলোকে গমন করে এবং সেই রুদ্রলোকে সুখানুভব করিয়া যোগীদিগের কুলে জন্মলাভ করত জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হইয়া সংসার অতিক্রম করে। যে শ্রদ্ধা কিছুকাল থাকিয়া, ফলাভাব বশত বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহা মৃদ্বী শ্রদ্ধা। ঐহিক ফল দর্শনে কৃতকার্য্য হইয়া যে শ্রদ্ধাকে ত্যাগ করা হয়, তাহা মধ্যমা এবং কোন মতে যাহার অপায় হয় না, সেই শ্রদ্ধা উত্তমা; এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা উক্ত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ-শ্রদ্ধা-সম্পন্ন মানবও তিনজন্মে জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হয়। ব্রত ও উত্তম তপস্যা দ্বারা যে কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, মহাদেবে ভক্তি করিলে, তাহা লব্ধ হয় এবং শিব-স্বরূপ জ্ঞান করিলে মোক্ষ লাভ হয়। জ্ঞানাভ্যাস-পরায়ণ শান্তচিত্ত মুনিগণের জ্ঞানযোগের এই সকল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। কর্ম্মকাণ্ড-তৎপর ব্রাহ্মণকে দান করিলে দশ জন্মের শ্রেয় হয়, তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি উদ্দেশে প্রদত্ত শত জন্মের উপকার করে, তপস্যা ও যজ্ঞ উভয়-সম্পন্ন ব্যক্তিকে দান করিলে সহস্রগুণ ফল হয় এবং যোগীকে দান করিলে লক্ষগুণ ফল হয়। শিবজ্ঞানী উদ্দেশে অতি অল্প পরিমিত দানও প্রলয় পর্য্যন্ত দাতার ভোগ বিতরণ করে। অল্পত্ব বা বহুত্ব নিবন্ধন দানের কোন বিশেষ নাই, কিন্তু পবিত্র দেশ-কালে শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক পাত্রে দান করিলে, তাহ অক্ষয় হয়। ব্রাহ্মণাদি পাত্রে, কাশ্যাদি দেশে, সংক্রান্ত্যাদি কালে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধি দান ও হোমকর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ ও অনন্ত ফলদায়ী। সৎপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তিলার্দ্ধপরিমিত কোন বস্তু দান করিলে, তাহা সকল কামনা সিদ্ধ করে। যে পাত্র জ্ঞানরূপ জল দ্বারা বিধৌত শীলরূপ ভস্ম দ্বারা পরিমার্জ্জিত, সেই পাত্রই সকল পা হইতে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বকামপ্রদায়ী। যে ব্যক্তি জ্ঞানরূ

উড়ুপ দ্বারা কাহাকেও সংসার-সাগর হইতে পরিত্রাণ করেন, তিনি পরম পাত্র। যাহার গৃহে শিবযোগী সৎকারের সহিত ভিক্ষা গ্রহণ করেন; তাহার বংশ নরকার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হয়। যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র এবং তীর্থ-সেবায় যে ফল কথিত হইয়াছে, শিবযোগীকে অন্নদান করিলে সেই সমগ্র ফল লাভ হয়। জ্ঞানশালী, শান্তচিত্ত, শিবধ্যান-নিরত যোগীকে শ্রদ্ধার সহিত একবার অন্নদান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।৭৪—৯০। শঙ্করাসক্ত-চিত্ত, শান্তপ্রকৃতি এক মহামুনিকে ভক্তির সহিত ভোজন করাইলে, সকল কাম লাভ করা যায়। যে মানব পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রাদ্ধে শিবযোগীকে ভোজন করায়, সে একবিংশতি কুলের সহিত ঈশ্বর-লোকে গমন করে। শিবযোগী ভগবান্ মহেশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে অন্নগ্রহণ করেন, অতএব সাক্ষাৎ শিবই সেই অন্নের ভোক্তা। শিব উদ্দেশে সর্ব্ব প্রকার পক্কান্ন দ্বারা অগ্নিতে হোম এবং গুরুর ভাগ কল্পনা করিবে, ইহা শাস্ত্রোক্ত বিধি। শিব, অগ্নি, গুরু ও ব্রাহ্মণ উদ্দেশে প্রতিদিন সর্ব্বপ্রকার পক্কান্ন নিবেদন করিয়া যিনি ভোজন করেন, তিনি নিঃসংশয় সাক্ষাৎ রুদ্র। যে ইহাঁদিগকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, সে কৃষি, বৃদ্ধি, বাণিজ্য, ক্রোধ ও কীটাদি-সম্মার্জ্জন জনিত পাপসমূহ ভোজন করে। গৃহস্থের অপরিহার্য্য পঞ্চসূনা অর্থাৎ হিংসাস্থান-জন্য দোষে পাপ পরিবর্দ্ধিত হয়। চুল্লী, সম্মার্জ্জনী, পেষণী, জলকুম্ভ ও উদূখল-মুষল এই পঞ্চসূনা গৃহস্থের পাপ বৃদ্ধি করে। কিন্তু শিব, অগ্নি ও গুরু-পূজা করিলে, সূনা-জন্য পাপে এবং অন্য ঘোর পাপে লিপ্ত হয় না। অতএব এই তিনের পূজা করা বিধেয়। শিব-নৈবেদ্য, গুরু-নৈবেদ্য বা অগ্নি-নৈবেদ্যে যতগুলি অন্ন থাকে, দাতা তত সহস্রবৎসর শিবপুরে বাস করেন। ঘৃতপিষ্টক এবং ঘৃতান্নের অন্ন হইলে, দশগুণ অধিক পুণ্য হয়, অর্থাৎ তাদৃশ এক একটী অন্নদানে দশসহস্র বৎসর শিবলোকে বাস হয়। ষষ্টিক ওদনের যে নৈবেদ্য, তাহাতে সহস্রগুণ ফল; সুগন্ধি-শালি-নৈবেদ্যে তাহারও দশগুণ অধিক ফল। রক্তশালি-নৈবেদ্যেও তদপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল; আর কাম-শালি-নৈবেদ্যে লক্ষগুণ ফল। এইরূপ শালিধান্য-বিশেষে উত্তরোত্তর ফলবৃদ্ধি হয়। উত্তম ব্যঞ্জন এবং ঘৃতযোগে পুণ্যবৃদ্ধি বিশেষপ্রকার হইয়া থাকে। ক্ষীরভক্ত নৈবেদ্যে দশগুণ, দধি-শর্করাযুক্ত নৈবেদ্যে দ্বাদশগুণ, সুরস, শীতল, কর্পূরবাসিত রসায় নিবেদনে, দশকোটি-গুণাধিক পুণ্য লাভ হয়। গুড়খণ্ড-সম্পাদিত ঘৃতপক্ক ভক্ষ্য-নৈবেদ্য শিব, অগ্নি, গুরু এবং বন্ধুগণকে প্রদান করিলে, কোটিগুণ পুণ্য হয়। অন্যান্য যে কোন সুস্বাদু, স্নিগ্ধ, সুগন্ধি ভক্ষ্য ভক্তিসহকারে নিবেদন করিলে অক্ষয় ফলপ্রাপ্তি হয়। যে, এইরূপে ভক্তিসহকারে, শিবযোগিগণের শ্রাদ্ধ করে, সে ব্যক্তি, পিতৃগণকে সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত করিয়া স্বর্গধামে নীত করে। যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে, বস্ত্র, অন্ন এবং পানীয় বস্তু দ্বারা শিবযোগী-দিগকে পূজা করে, যুগপৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজাফল তাহার ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে শিব-পূজা করিয়া শিবযোগিগণের পূজা করে, তাহার পিতৃ-পিতামহগণ তৃপ্ত হইয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকেন। ভস্মাবৃত-দেহ শিবযোগীকে গৃহস্থ-সমীপে আসিতে দেখিয়া অন্নাদি ওষধি সকল, উত্তম স্বর্গলাভ হইবে বলিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে। অতএব, অতিথি-আগমন সময়ে কৃতাঞ্জলিপুটে অতিথিকে গ্রহণ করিবে; ভক্তিসহকারে যথাশক্তি, অন্নজল-দান দ্বারা স্বয়ং তাঁহার পূজা করিবে। সুন্দর, কুৎসিত, মলিন এবং মলিন-বস্ত্রধারী—অতিথি যেরূপই হউন না, তাঁহার বিচার করিবে না। সকলের প্রতিই যোগিশ্রেষ্ঠ বলিয়া শঙ্কা করিবে। যাহারা শিব, দেবতা, বেদ, যজ্ঞ বা আগমে দ্বেষসম্পন্ন, তাহারা অধোমুখ এবং ঊর্দ্ধপাদ হইয়া নরকভোগ করে। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহারা বদনে কৃমিকুলের দংশন ও অগ্নিতাপাদি ভোগ করত মহাঘোর যমকিঙ্করগণের উৎপীড়ন প্রাপ্ত হয়। যাহারা সাধু এবং যোগিগণের অপবাদ শ্রবণ করে, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহারাও বিশেষরূপে নরক-ভোগ করে। শ্রোতা থাকিলে বক্তা হয় এবং বক্তা থাকিলেও শ্রবণ-বারণ অনেক প্রকারে করা যায়, সুতরাং শ্রোতা অধিক পাপী; পাপভোগও দ্বিগুণ। নিন্দার শ্রোতা, বক্তা, অনুমন্তা, প্রযোজক এবং ইহাদের সংসর্গী পুরুষ, এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিই নারকী। ৯২—১১৯। অজ্ঞান-পঙ্কমগ্ন আত্মত্রাণে অক্ষম, পাপপর্ব্বতে আক্রান্ত নির্গুণ ব্যক্তিই অপাত্র। আমপাত্রে জল রাখিলে, তাহা যেমন পাত্রসমেত বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অযোগ্য পাত্রে দান করিলে, তাহা পাত্রসহ বিনষ্ট হয়। ঊষরে বীজবপনের ন্যায়, অপাত্রে দানও নিষ্ফল। জ্ঞানাগ্নিহীন পাত্রে দান, ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক। স্ত্রীলোকের নিকট ক্লীবের ন্যায়, বৃষভক্তী গাভীর নিকট গাভীর ন্যায়, জ্ঞানহীন বিপ্রের অন্ন নিরর্থক। লৌহ-ভেলায় পার হইতে গেলে যেমন জলমগ্ন হইতে হয়, তদ্রূপ অপাত্রে দান করিলে, দাতা গ্রহীতা উভয়েই নরকে নিপতিত হইতে হয়। দয়া বশত সর্ব্বভূত উদ্দেশে যে দান করা হয়, তাহা সার্ব্বকালিক উত্তম দান। দরিদ্র, অন্ধ, দীনহীন, অনাথ, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ এবং আতুর ব্যক্তিদিগকে নিত্য দান করা কর্ত্তব্য; কেননা যে অর্থী, তাহারই নিত্য প্রতিগ্রহ ঘটা উচিত। পূজ্য বলিয়াই জ্ঞানিগণ পাত্র; লোভ বশত তাঁহারা যে প্রার্থী হন, এরূপ নহে। তাঁহাদের অন্ন পূজাতেও সম্পূর্ণরূপে জন্ম সার্থক হয়। সাধুগণ, স্বার্থ উদ্দেশে প্রতিগ্রহ করেন না; কিন্তু দাতার উপকারার্থই

কোনরূপে প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। সাধুগণ, অনুকম্পা বশত যত্নসহকারে দরিদ্রগণের নিকট প্রার্থনা করিবে; দান না করিলে দারিদ্র্যই থাকিবে; দান করিলে ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে। অর্থী দাতার উপকারার্থই বলেন, 'আমাকে দান কর', তাহা হইতেই দাতা ঊর্দ্ধগামী এবং প্রতিগ্রহীতা অধঃস্থানাবস্থিত হয়। অর্থী 'দেহি' (দেও ') বলিয়া যেন ইহাই বুঝাইয়া দেয়, কষ্টজনক যাচকত্ব পূর্ব্বজন্মে দান না করার ফল। লোকে কৃপণের নিকট যে 'দেহি' বলে, তাহা যাচ্ঞা নহে; কিন্তু 'দান না করিলে মাদৃশ অবস্থাপন্ন হইতে হয়, আপনি এরূপ হইবেন না' এই কথা বুঝান মাত্র। এই প্রকার মূর্ত্তিমান্ কল্যাণ স্বরূপ সমাগত যাচককে পূজা না করিবে কে? দানের ফল স্বর্গলাভ,অতএব ইহলোকে যাচক অপেক্ষা বন্ধু আর কে আছে? দাতৃগৃহে সমাগত অর্থী, দাতার ইহকালের ও পরকালের ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহাকে পূজা না করিবে কে? যাঁহারা প্রত্যহ যাচ্ঞা করিয়া, অনিচ্ছুক দাতাকেও বলপূর্ব্বক শ্রীমান্ করিয়া থাকেন, সেই মহর্ষিগণ যে পূজ্য, তদ্বিষয়ে আর কথা কি আছে? যিনি প্রত্যহ দর্পণের মার্জ্জনের ন্যায় মার্জ্জন সম্পাদন করেন, তাদৃশ যাচক ব্যক্তিকে গুরুবৎ জ্ঞান না করিবে কে? উত্তানহস্তে দানগ্রহণ বুঝি দাতার ভাবী ঊর্দ্ধগতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এক হস্ত অধোভাগে, আর এক হস্ত ঊর্দ্ধভাগে; এইপ্রকার দুই হস্তই যাচক এবং দাতার তারতম্য বুঝাইয়া দেয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র-যাচক প্রাপ্ত হইয়াও তাহা ত্যাগ করিয়া পাত্রান্তরের প্রতীক্ষা করে, ধর্ম্ম-বাণিজ্যানুষ্ঠান নিবন্ধন তাহাকে প্রকৃত দাতা বলা যায় না।১২০—১৪০। যাচক না থাকিলে, দাতার ধর্ম্ম কিরূপে হয়? যাচক থাকিলেই দান এবং দান করিলে তবে তাহার ফল হয়। লুব্ধ, দরিদ্র এবং অপ্রিয়বাদী ব্যক্তি না থাকিলে সাধুরা দান, দয়া এবং ক্ষমা করিতেন কোথায়? গৃহাগত যাচককে একান্তই যদি ধনদান না করিতে পারা যায়, তবু বিনয়-মধুর প্রিয়বাক্য বলা যায় ত। প্রত্যুত্থান, অভিগমন (অগ্রে গিয়া লইয়া আসা), স্বাগতপ্রশ্ন, উত্তমাসন দান, প্রিয়বাক্য, পাদপ্রক্ষালন জলদান এবং অনুগমন, অতিথির প্রতি প্রযুক্ত এই সপ্তবিধ কার্য্য স্বর্গ-সোপান স্বরূপ। ধনানুসারে দানে মন কাহার হইবে? যে, গৃহাগত যাচককে প্রভূত দান করিবে। যমের সহিত কিছু বন্ধুতা কাহারও নাই,যে, দান না করিলেও তাহাকে তিনি নরকে রাখিবেন না। যে ব্যক্তি স্বভাবত দানাভিলাষী, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গের লোক। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রিয়বাক্যবিহীন যে দান, তাহা নিরর্থক। অক্ষয়-ফলাভিলাষী ব্যক্তি প্রিয়বাক্য সহকারে ইহজীবনে একবারও দান করিবে। প্রিয়বাক্য এবং অনুনয়যোগে কোমল ভাবের প্রত্যাখ্যানও কটুবাক্যসহকৃত দানাপেক্ষা প্রশস্ত। অহংকার-পরুষতা-মলিনীকৃত দান ভাল নহে, ক্রুদ্ধভাবে দান করা অপেক্ষা দান না করা বরং ভাল। দান, ধ্যান, ব্রত, নিয়ম, যজ্ঞ, হোম এবং তপস্যা যত্নসহকারে অনুষ্ঠিত হইলেও ক্রোধ দ্বারা তৎসমস্তই বিফল হয়। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান প্রতিগ্রহে, দাতা প্রতিগ্রহীতা উভয়েরই স্বর্গ হয়; অশ্রদ্ধায় দান করিলে নরক হয়। ঔদার্য্য, সঙ্গতি, মৈত্রী, অনুকম্পা এবং অমৎসর, এই পঞ্চগুণে দাতার দান মহা-ফলজনক হয়। কাশী, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গা, সমুদ্রতীর, নৈমিষারণ্য, অমরকণ্টক, শ্রীপর্ব্বত, গোকর্ণ এবং জ্ঞানপর্ব্বত ইত্যাদি সুরসিদ্ধ-সেবিত দেশ মহাপুণ্যজনক। সকল শিবাশ্রম, নদী, পর্ব্বত, গোষ্ঠ, সিদ্ধায়তন এবং তপোবন সকল পুণ্যদেশ নামে অভিহিত; শিবায়তন স্থানে অল্প দানও মহা-ফলজনক; এই মহাফলের কারণ শিবক্ষেত্র-প্রভাব। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, অয়ন, বিষুব ও ষড়শীতি প্রভৃতি সংক্রান্তি, ব্যতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, যুগান্ত এবং যুগাদিতিথি এই সব কাল পুণ্যবৃদ্ধির হেতু। দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে ভক্তিভাবে যে দান, তাহা অক্ষয়। শ্রদ্ধা জ্ঞান এবং পুণ্যের মাতৃতুল্য। অতএব, অক্ষয়-ফলাভিলাষী ব্যক্তির, শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া দান করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি সৎপাত্রে যে দান করা যায়, তাহা অর্দ্ধগ্রাস মাত্র হইলেও তাহার অনন্তফল। আর্ত্ত, দরিদ্র বা গুণান্বিত পাত্রে শ্রদ্ধাসহকৃত বহু বা অল্প দানও সর্ব্ব অভীষ্টের সাধক, অভিজ্ঞগণ ইহা বলিয়া থাকেন। ১৪১—১৬২।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সূত বলিলেন,—বাক্য, মন এবং দেহের যে সব স্থূল-কার্য্য, পাপের মূল এবং নরকের হেতু, সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি। পরদার-চিন্তা, পরদ্রব্যাভিলাষ, মনে পরকীয় অনিষ্ট-চিন্তা এবং অকার্য্যে অভিনিবেশ এই চতুর্ব্বিধ মানসকর্ম্ম পাপজনক। অসম্বদ্ধ প্রলাপ, অসত্যবাক্য, অপ্রিয়-বাক্য এবং পরোক্ষে পৈশুন্য, বাচিক পাপ এই চতুর্ব্বিধ। অভক্ষ্য-ভক্ষণ, হিংসা, মিথ্যাকার্য্যে চেষ্টা এবং পরস্বগ্রহণ কায়িক পাপ এই চতুর্ব্বিধ। এই দ্বাদশবিধ কর্ম্ম নরকের সাধন। এই দ্বাদশবিধ কর্ম্মের প্রকারভেদ বহুতর, তাহাদের ফলও অনন্ত; সেই সব কথা বলিতেছি;—সংসার-সমুদ্র-তারক মহাদেবকে যাহারা বিদ্বেষ করে, সেই মহাপাপীরা নরকে গমন করে। সর্ব্বার্থসাধক শিব, শাস্ত্র এবং জ্ঞানের নিন্দা যাহারা করে, সেই নরক-সাগরগামী মানবগণ মহাপাপী। যাহারা শিবজ্ঞান-বক্তা, তপস্বী, গুরুজন এবং পিতৃপুরুষদিগকে নিন্দা করে, সেই পাপীরা নরকসাগরে গমন করে। শিবনিন্দা, গুরুনিন্দা, শিবজ্ঞান-নিন্দা, দেব-দ্রব্যহরণ, দ্বিজ-

দ্রব্য-বিনাশন এবং শিবজ্ঞানজনক পুস্তকের অপহরণ এই ছয়টী মহাপাতক, ইহার ফল অনন্ত। অনুষ্ঠীয়মান শিবপূজা অবলোকন করিয়াও অভিনন্দন না করা, পূজাকালীন শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াও নমস্কার বা স্তব না করা, যথেচ্ছাচার ও নিঃশঙ্কভাবে ক্রীড়া ও অবস্থান, শিব, অগ্নি এবং গুরুসমীপে বিনয়াদি-হীনতা, পর্ব্বে পর্ব্বে যথাবিধি শিবালয়-মার্জ্জন, শিবপূজা বা গুরুপূজা না করা, শিবাচার-পরিত্যাগ, শিবভক্ত বিদ্বেষ, শিবজ্ঞানের পূজা ব্যতিরেকে অধ্যয়ন এবং লেখন, অন্যায়তঃ শিবজ্ঞান-দান শিবজ্ঞান-শাস্ত্র-শ্রবণ এবং তদুচ্চারণ, লোভ বশতঃ শিবজ্ঞান-বিক্রয়, কুজ্ঞান-বিনিময়ে শিবজ্ঞান দান, অসংস্কৃত স্থানে যথেচ্ছভাবে শিবজ্ঞান-পুস্তক-স্থাপন, শিবজ্ঞান কথার আক্ষেপ করিয়া অন্য কথা বলা, সত্যভ যথাভাব, দান না করা, অশুচি অবস্থায় বা অশুচি স্থানে শাস্ত্র কথন বা শ্রবণ, গুরুপূজাদি না করিয়াই শাস্ত্রশ্রবণ-প্রবৃত্তি, গুরুশুশ্রূষার অকরণ, গুরু-আজ্ঞাপালন-বিমুখতা, গুরুভক্তি-হীনতা, গুরুবাক্যের অভিনন্দন না করা, গুরুবাক্যে উত্তর না দেওয়া, গুরুকার্য্যে শাঠ্য, গুরুকার্য্যে উপেক্ষা, গুরু আর্ত্ত অশক্ত, বিদেশগত এবং রিপুপরিভূত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা, গুরুর ভার্য্যা পুত্র এবং আত্মীয়ের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন, আর হিতোপদেশক বা ধর্ম্মানুদর্শী প্রভৃতি গুরুস্থানীয় ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনাদি শিবনিন্দাসদৃশ মহাপাপ। ১—২১। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, স্বর্ণস্তেয়ী এবং গুর্ব্বঙ্গনাগামী ইহারা সকলেই মহাপাতকী। ইহাদিগের সংসর্গীও পঞ্চম মহাপাতকী। যে ব্যক্তি ক্রোধ, লোভ, ভয় এবং দ্বেষ বশতঃ বধের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণের মর্ম্মান্তক মহাদোষ ঘোষণা করে, তাহারও ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে দিব বলিয়া আহ্বান করিয়া যে ব্যক্তি দান না করে এবং নির্দ্দোষ ব্যক্তির দোষ-খ্যাপন করে, সে মানব ব্রহ্মঘাতী। যে ব্যক্তি উদাসীন সুব্রাহ্মণকে বিদ্যাভিমানে সভামধ্যে হীনতেজা করে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া গণ্য। অসত্য গুণখ্যাপন করিয়া বলপূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষ সম্পাদন যে করে এবং পরকীয় গুণের অপলাপ করে, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী। ক্ষুধার্ত্ত, তৃষার্ত্ত সজ্জনগণকে গৃহ হইতে, যে, নিঃসারিত করিয়া দেয় এবং যে পরের উদ্বেগজনক ও ক্রূর, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী। পরের দোষ অবগত হইয়া রাজার কর্ণে তাহা যে তুলিয়া দেয়, সেই পাপিষ্ঠ ক্ষুদ্রাশয় ক্রূর ও ব্রহ্মঘাতী বলিয়া গণ্য। তৃষ্ণার্ত্ত গুরু, গো এবং ব্রাহ্মণের জলপানে যে বিঘ্ন করে, তাহাকেও লোকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া থাকে। দেব, দ্বিজ ও গো উদ্দেশে প্রদত্ত ভূমি, কালে বিনষ্ট হইলেও, তাহা হরণ করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হয়। স্বয়ংপ্রদত্ত দেবস্ব বা দ্বিজস্বের অপহরণ ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতক। যে মূঢ় দ্বিজ, শিবাত্মক ব্রতজ্ঞান বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরিত্যাগ করে, তাহার পাপ সুরাপানের তুল্য। যে কোন ব্রত-নিয়ম বা যজ্ঞ গ্রহণ করিয়া তাহার পরিত্যাগ আর পঞ্চযজ্ঞ-পরিত্যাগ সুরাপানের তুল্য। পিতৃমাতৃ-পরিত্যাগ, কূটসাক্ষ্য, ব্রাহ্মণবিষয়ে মিথ্যা কথা, শিবভক্তের অপ্রিয়াচরণ, অভক্ষ্য-ভক্ষণ, বনে নিরপরাধ প্রাণীদিগের বিনাশন, ধর্ম্মব্যপদেশে সাধুগণ দ্বারা আত্মকার্য্য সম্পাদন এবং গোমার্গ, বন অথবা গ্রামে অগ্নিদান, এই সব ঘোরপাতক ব্রহ্মহত্যাসদৃশ। দরিদ্রের সর্ব্বস্ব-হরণ, নর, স্ত্রী, গজ, বাজী, গো, ভূমি, রজত, বস্ত্র, ওষধি, রস, চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কস্তুরী ও পটবাস নামক গন্ধদ্রব্য, এই সব বস্তু অপহরণ এবং গচ্ছিত ধনের অপহরণ সুবর্ণ-স্তেয়ের তুল্য। বিবাহযোগ্যা কন্যার সদৃশ বরে অপ্রদান, পুত্রবধূ, মিত্রবধূ ও ভগিনীতে উপগত হওয়া, কুমারীর প্রতি বলাৎকার, অন্ত্যজ-স্ত্রীসম্ভোগ এবং সবর্ণা-পরস্ত্রীতে গমন, গুর্ব্বঙ্গনাগমনের তুল্য,* অতএব উক্ত পাপ সকল মহাপাতক তুল্য। এক্ষণে উপপাতকের বিষয় শ্রবণ কর। ২২—৪১। ব্রাহ্মণকে অর্থদান প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাঁহাকে তাহা যে না দেয় এবং যে সেই প্রতিজ্ঞার কথা দাতাকে স্মরণ করাইয়া না দেয়, এতদুভয়ের উপপাতক হইবে; দ্বিজস্ব-অপহরণ, মর্য্যাদালঙ্ঘন, অতি মান, অতি কোপ, দাম্ভিকতা, কৃতঘ্নতা, অত্যন্ত বিষয়াসক্তি, কার্পণ্য, শাঠ্য, মৎসর, পরদার গমন, সাধুকন্যা-দূষণ, পরিবিত্তিতা, পরিবেত্তৃতা, পরিবেদনসাধনত্ব, পরিবিত্তি ও পরিবেত্তাকে কন্যাদান, তদুভয়ের যাজন, ধনাভাবাদি বশতঃ পুত্র, মিত্র, কলত্র, স্বামী, সাধু, বন্ধু, তপস্বী এবং নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের পরিত্যাগ, গো-বধ, ক্ষত্রিয়বধ, বৈশ্যবধ, স্ত্রীবধ, শূদ্রবধ, শিবালয়বৃক্ষনাশন, পুষ্পোদ্যান-বিনাশন, আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ, ভৃত্য, পরিবার এবং পশু, ধান্য বা ধনের অল্পমাত্রও পীড়াসম্পাদন, সুবর্ণ রজত ভিন্ন তৈজসাদি দ্রব্য, ধান্য এবং পশু ইহাদিগের অপহরণ, অপাঠ্য-পাঠন, যজ্ঞ, উদ্যান, তড়াগ, স্ত্রী, পুত্র, তীর্থযাত্রা, উপবাস, ব্রত এবং শিবমন্দিরাদির বিক্রয়, স্ত্রীধনোপজীবন, অতিস্ত্রৈণতা, রমণী রক্ষা না করা, স্বীয় মদ্যপ-পত্নীতে গমন, যথাকালে অতিথির সেবা না করা, ধান্য বৃদ্ধি-সেবা, নিন্দিতের ধনগ্রহণ, বিক্রেয় বস্তুর কূট-বিক্রয়, দুর্ব্বহ আয়স্ত যন্ত্রে সতত বৃষযোজন, উচ্চাটন, অভিচার, বৃত্তিচ্ছেদ, চিকিৎসকতা, স্বীয় রসনা-তৃপ্তির জন্য পাক, বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অধ্যাপনা করা, ব্রাত্যতা, ব্রহ্মচর্য্যত্যাগ, অনাচার-সেবা, অসচ্ছাস্ত্রসেবা, কূটতর্কাবলম্বন, দেবতা, অগ্নি, গুরু সাধুজন, গো, ব্রাহ্মণ, রাজা এবং মণ্ডলীর প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে নিন্দা করা, পিতৃযজ্ঞ-দেবযজ্ঞ-ত্যাগ, স্বকর্ম্ম-ত্যাগ,

---

* এ সব স্থলের মীমাংসা স্মৃতি হইতে কর্ত্তব্য। সম্পাদক।

দুঃশীলতা, নাস্তিক্য, সতত অসত্য-ভাষণ, পর্ব্বমৈথুন, দিবামৈথুন, অস্থান-মৈথুন, পশুমৈথুন, রজস্বলাগমন, স্ত্রী-পুত্র-মিত্র-লাভের আশা ভঙ্গ করা, অপ্রিয়ভাষণ, ক্রূরতা, শপথ-ভঙ্গ, তড়াগ, কূপ, সংক্রম এবং রস ভঙ্গ করা, আর একপংক্তিস্থ ব্যক্তিগণের পাক-ভেদকরণ এই সকল পাপযুক্ত নর-নারীরা উপপাতকী হইয়া থাকে। ৪২—৬০। অন্য পাপের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর;—গো, ব্রাহ্মণ, কুমারী, স্বামী, মিত্র এবং তপস্বীদিগের কার্য্যবিঘ্ন যাহারা করে, তাহারা নারকী। পরস্ত্রী-কাতরতা, পরদ্রব্য সূচকতা, পরদ্রব্য-হরণ, উৎকৃষ্ট পুরুষের সহিত স্বীয় সাম্য-স্থাপনের জন্য মিথ্যা-ব্যবহার, দ্বিজ-দুঃখোৎপাদন, দ্বিজের শূদ্র-সেবা, কামত সুরাঘ্রাণ, পাপাভিরতি, হিংসা-প্রিয়তা, জাতিতে উঠিবার জন্য দানযজ্ঞাদি-ক্রিয়া-অনুষ্ঠান, গোষ্ঠ, অগ্নি, জল, রথ্যা, বৃক্ষচ্ছায়া, পর্ব্বত, উদ্যান, দেবায়তন, আশ্রম এবং প্রাসাদে শৌচ প্রস্রাবাদি-ত্যাগ, কপট-সর্প-কৌতুক, পরচ্ছিদ্রান্বেষণ, বংশ, ইষ্টক, শিলা, কাষ্ঠ, শৃঙ্গ এবং শঙ্কু দ্বারা মার্গাবরোধ, পরসীমা-হরণ, কূট-শাসন-নির্ম্মাণ, কূটকর্ম্ম, কূট-যুদ্ধাদি, কূট-বাণিজ্য এবং শরাসন-শস্ত্র-শল্য-নির্ম্মাণ যাহারা করে, যে ব্যক্তি ভৃত্যবর্গে নিতান্ত নির্দ্দয় ও পশুদমনকারী, যে মিথ্যাবাদীর বাক্য আদরপূর্ব্বক শ্রবণ করে, স্বামী, মিত্র ও গুরুগণের দ্রোহ-পরায়ণ হয়, মায়াবী, চপল-স্বভাব ও শঠ-প্রকৃতি, যে নর ক্ষুধার্ত্ত ভার্য্যা, পুত্র, মিত্র, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, ভৃত্য, অতিথি এবং বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, যে ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্ন দান করে না, কেবল স্বয়ং তাহা ভোজন করে, সেই বৃথা-পাকশীল নর বেদবিৎ-সমাজে নিন্দিত। যে অজিতেন্দ্রিয় স্বয়ং নিয়ম গ্রহণ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে, যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে, যে রহস্যের ভেদ করে, যে ক্রূর গোকে প্রহার এবং বারংবার তিরস্কার করে; যাহারা দুর্ব্বল পশুকে পোষণ করে না, সর্ব্বদা ত্যাগ করে, অধিক ভার দিয়া তাহাদিগকে পীড়িত করে এবং সর্ব্বদা বহন করায়; যে হল-শকটাদিতে পশু-যোজন করিয়া, অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে মোচন করে না এবং প্রহার করে; যাহারা ভারাক্রান্ত, রোগাক্রান্ত ও ক্ষুধাতুর গোবৃষকে সযত্নে পালন করে না, সেই নিরয়গামী ব্যক্তিগণ গোঘ্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৬১—৭৬। যে মহানারকী নরগণ বৃষদিগের অণ্ডচ্ছেদ করে এবং বন্ধ্যা গাভী দ্বারা বহন করায়, আশা করিয়া গৃহে উপস্থিত ক্ষুধাতৃষ্ণা সমন্বিত অর্থিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, অনাথ, বিকলাঙ্গ, দারিদ্র, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ, আতুর ব্যক্তির প্রতি যে মূঢ় মানব দয়া করে না, তাহারা সকলেই নিরয়গামী হয়। মরণ কালে ধন গৃহেই থাকে, বান্ধবগণ শ্মশান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কেবল সুকৃত ও দুষ্কৃতই মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে। ছাগমেষোপজীবী, মহিষজীবী, সমুদ্রযানে বাণিজ্যকারী, শূদ্রাতে সমাসক্ত এবং ক্ষত্রবৃত্তি দ্বিজগণ নরকগামী হয় এবং তাহাদিগের সহিত শূদ্রবৎ ব্যবহার করা শাস্ত্রসিদ্ধ। শিল্পোপজীবী, কারুকার্য্যকারী, বৈদ্য, হেমকার, রাজচিহ্নধারী, বেতনগ্রাহী, কূটকারী ব্রাহ্মণগণ নরকগামী হয়। যে ভূস্বামী শাস্ত্রোক্ত করের অতিরিক্ত গ্রহণ করে এবং তীব্রদণ্ড প্রয়োগ করে, সেই রাজা এবং যে রাজার প্রজাবর্গ উৎকোচক, যথেচ্ছক্রেতা ও তস্কর কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়, সেই নরক ভোগ করে। যে ব্রাহ্মণ অন্যায়বর্ত্তী রাজার ধন প্রতিগ্রহ করে, নিঃসংশয় তাহারা ঘোর নরকে গমন করে। যে রাজা অন্যায়পূর্ব্বক প্রজা হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে, সে ভূপতিও নৃগনামক রাজার ন্যায় নরকে ক্লেশ অনুভব করে। পরদার-নিরত, চোর এবং কোপনদিগের যে পাপ হয়, প্রজারক্ষণ-পরাঙ্মুখ ভূমিপতির প্রতিদিন তদপেক্ষা অধিক পাপ হয়। অতস্করকে তস্করবৎ দর্শন করিলে এবং তস্করকে অতস্করতুল্য উপেক্ষা করিলে এবং অবিচার-পূর্ব্বক অতস্করকে দণ্ডদান করিলে, রাজা নিরয়গামী হয়। ৭৭—৮৮। ঘৃত, তৈল, অন্ন, পানীয়, মধু, মাংস, সুরা, আসব, গুড়, ইক্ষু, শর্করাম্ল, দধি, মূল, ফল, তৃণ, কাষ্ঠ, পত্র, পুষ্প, ঔষধ, বাস, ভাজন, চর্ম্মপাদুকা, ছত্র, শকট, আসন, কমণ্ডলু, রঙ্গ, তাম্র, পিত্তল, সীসক, শঙ্খাদি জল-প্রভব বস্তু, বেণুনির্ম্মিত বাদ্য, অন্যান্য গৃহোপকরণ, মেষলোম-কার্পাস-কোশজাত এবং পট্টসূত্রসম্ভূত স্থূল সূক্ষ্ম বস্ত্র ও এবম্ভূত বস্তু যাহারা হরণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই ঘোর নরকে বাস করে। গো-কেশাদি অপহরণেও এই পাপ উক্ত হইয়াছে। সর্ষপমাত্র-পরিমিত যে কোন পরদ্রব্য হরণ করিলেই নর নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। মানব পূর্ব্বোক্ত পাপ সকল অনুষ্ঠান করিলে মৃত্যুর পর যাতনা-ভোগ নিমিত্ত পূর্ব্ব-শরীর প্রাপ্ত হয় এবং যমরাজের আজ্ঞাক্রমে ঘোররূপী যমদূতগণ শরীরের সহিত তাহাদিগকে যমলোকে লইয়া যায়। তখন তাহাদিগের দুঃখের সীমা থাকে না। যমরাজ, অধর্ম্মনিরত দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যের শাসনকর্ত্তা। তিনি বিবিধ তীব্র দণ্ড দ্বারা পাপিগণের শাসন করেন। নিয়ম ও আচার-যুক্ত মহাত্মগণ প্রমাদ বশত স্খলিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পাপ-সমূহের মধ্যে যেগুলি অপরিহার্য্য, তাহার আচরণ করিলে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে তাহার শান্তি হয়। যম তাঁহাদিগের প্রতি প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হন না। যাহারা প্রকাশ্যভাবে পরদারাস্কন্দন, চৌর্য্য ও অন্যায় ব্যবহার করে, রাজা তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা। যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে এই সকল পাপানুষ্ঠান করে, ধর্ম্মরাজ যমই তাহাদের দণ্ডবিধাতা, অতএব পাপ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

পাপনাশ হয় না। যে ব্যক্তি শরীর, মন এবং বাক্য দ্বারা পাপকর্ম্ম করে বা তাহার প্রযোজকতা করে বা তাহার অনুমোদন করে, পাপগতিই তাহার ফল। ৮৯—১০২।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৮।

একোনবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—মানবগণ চতুর্ব্বিধ পাপের অনুষ্ঠান করিলে স্বাধীনতা-শূন্য হইয়া, ত্রাসজনক ঘোর নরকে গমন করে এবং এই নরকে গর্ভস্থ, সদ্যোজাত, বালক, যুবা, প্রৌঢ়বয়স্ক, স্ত্রী, পুরুষ এবং নপুংসক জীব মাত্রেরই অবশ্য উৎপন্ন শুভাশুভ কর্ম্মের চিত্রগুপ্ত এবং বসিষ্ঠপ্রমুখ মহর্ষি কর্ত্তৃক বিচার হয়। এমন কোন প্রাণীই দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহারা যমভবনে গমন করিবে না। যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। যমভবনে সেই সেই কর্ম্মের সুবিচার হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যাঁহারা সুকৃতানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা শুভমার্গ দ্বারা যমনিকেতনের পূর্ব্বভাগে গমন করেন। আর যাহারা পাপকর্ম্মা, পাপাত্মা এবং দানবর্জ্জিত, তাহারা ঘোর দক্ষিণ-মার্গ দ্বারা যমালয়ে গমন করে। ষড়শীতি সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখদায়ী, অতএব নানারূপে অবস্থিত বৈবস্বতপুরে গমন করে। সুকৃতিসম্পন্ন লোকের পক্ষে ঐ পুরী সমীপ বলিয়া প্রতীত হয় এবং যাহারা ভয়ানক পথে গমন করে, তাহাদিগের পক্ষে উহা দূরস্থ হয়। কোন দুষ্কৃতকারী তীক্ষ্ণকণ্টকযুক্ত, ভিন্ন-কর্পর-পরিব্যাপ্ত এবং ক্ষুরধারা-সদৃশ তীক্ষ্ণাগ্র-[illegible]খণ্ড-নিচিত পথে, কেহ বা অতি ভয়ানক পঙ্করাশিযুক্ত এবং দুস্তার পতনস্থান-বহুল লৌহসূচীবৎ তীক্ষ্ণাগ্র-দর্ভনিচয়-সংছন্ন এবং তট হইতে পতন হওয়ায়, নিতান্ত দুঃখদ, পর্ব্বত ও বৃক্ষবহুল, প্রতপ্ত অঙ্গারপূর্ণ পথ দ্বারা অতি দুঃখে নীত হয়। কোন পথ বিষম গর্ত্ত, প্রভূত লোষ্ট্র, সন্তপ্ত বালুকা ও তীক্ষ্ণ শঙ্কুসমূহ-পরিবৃত। কোন মার্গ বিস্তৃত-শাখাযুক্ত বংশবন ও অন্ধকার থাকায়, অতি ভয়ানক। সে স্থানে অবলম্বন-শূন্য হইয়া গমন করিতে হয়। কোন পথ লৌহ-সকণ্টক এবং দাবাগ্নি-সঙ্কুল। কুত্রাপি তপ্তশিলা, কোথাও হিমানী, কোন স্থানে আকণ্ঠ বালুকা, কদর্য্য জল এবং প্রভূত করীষাগ্নি। ১—১৫। কোন পথ সিংহ, বৃক, ব্যাঘ্র, মশক, অতি বৃহৎ জলৌকা ও অজগর থাকায় ভয়ানক। কোন পথে রৌদ্রমক্ষিকা, তীব্র-বিষযুক্ত সর্প, প্রমত্ত মাতঙ্গযূথ মার্গবিদারী তীক্ষ্ণদংষ্ট্র বরাহসমূহ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মহিষ, প্রমত্ত উষ্ট্র এবং অতি বৃহৎ পাদপ অবস্থান করিতেছে। কোন পথে রৌদ্রপ্রকৃতি ডাকিনী, বিকরাল রাক্ষস এবং ঘোর ব্যাধিকর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া গমন করিতে হয়। কোন মার্গে নিরাশ্রয় হইয়া, ধূলিবিমিশ্র প্রচণ্ড বায়ু ও পাষাণ-বর্ষণের আঘাত সহ্য করিতে হয়। কোন স্থানে বিদ্যুৎপাতে বিদীর্ণ হইয়া, কোথাও চতুর্দ্দিকে দারুণ বাণবর্ষে হন্যমান হইয়া, কুত্রাপি বজ্রপাত, দারুণ উল্কাপাত ও প্রদীপ্ত অঙ্গার বর্ষণে দহ্যমান হইয়া, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গমন করিতে হয় এবং ভয়ঙ্কর ধূলিবর্ষণে শরীর পরিপূর্ণ হওয়ায় রোদন করিতে থাকে। কোথাও মহামেঘসমূহের ঘোররবে শরীর ত্রস্ত হয় ও চতুর্দ্দিক্ হইতে নিশিত আয়ুধবর্ষণে দেহ ভিন্ন হইয়া পড়ে। তৎকালে ক্ষারযুক্ত বারিধারায় সিক্তকলেবর হইয়া, তাহারা অতি দুঃখে গমন করে। কুত্রাপি শীতল, রুক্ষ বা পরুষ সমীরণে বীজিত হইয়া, বিশুষ্ক শরীর হয়; তৎকালে তাহারা নানা প্রকার করুণ পরিবেদন করিতে করিতে গমন করে। এই প্রকার বিকরাল যমদূত এবং তাহাদিগের আজ্ঞাকারিগণ, মূঢ় পাপকারী মানবগণকে ভয়জনক, পাথেয়-রহিত, অবলম্বনশূন্য, দুর্গম, জলহীন, নির্জ্জন বাসস্থানযুক্ত, অন্ধকারময়, কষ্টকর এবং সর্ব্বদুঃখের আকর স্বরূপ মার্গ দ্বারা লইয়া যায়। ১৬—২৬। উৎকট বলশালী যমদূতগণ একাকী, পরাধীন, সুহৃদ্বন্ধু-পরিত্যক্ত, পাপকারী মানবগণকে আকর্ষণাদি করিয়া, বিবিধ কষ্ট প্রদান করে। তখন তাহারা আপনাদিগের দুষ্কৃত কর্ম্মের নিন্দা করে ও মুহুর্ম্মুহুঃ রোদন করিতে থাকে। তাহাদিগের শরীর মৃত, বিবস্ত্র, কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া পড়ে। অঙ্গ কৃশ, ভয়ে নিতান্ত ভীত এবং ক্ষুধাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। যমদূতগণ কাহার পাদ উত্তান করিয়া, তাহাতে শৃঙ্খল বন্ধনপূর্ব্বক নিদারুণ ভাবে আকর্ষণ করে। অধোমুখ করিয়া বক্ষোদেশে ঘর্ষণ করে, রজ্জু দ্বারা কেশপাশ বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করে। কেহ কেহ অঙ্কুশাঘাতে বিভিন্ন-ললাট হইয়া, ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। কাহাকে বা উত্তান করিয়া, কণ্টক ও অঙ্গার-পথ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, পশ্চাদ্ভাগে বাহু বন্ধনপূর্ব্বক জঠরদেশে নিপীড়ন করে। কাহার শৃঙ্খলা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বন্ধন করিয়া, হস্তদ্বয়ে শল্য বিদ্ধ করে। গ্রীবাদেশে পাশ বন্ধনপূর্ব্বক কাহাকে আকর্ষণ করে, কেহ বা অতিমাত্র দুঃখের সহিত গমন করে। কাহারও জিহ্বায় অঙ্কুশ প্রবেশ করাইয়া, রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করে। কাহারও নাসিকা বিদ্ধ করিয়া, রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক আকর্ষণ করে। কোন পাপীর কপোল ও ওষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া, কাহারও উদর ভেদ করিয়া, আকর্ষণ করে। কাহারও কর্ণ ঘর্ষণ, কাহার বা চিবুক, অগ্রপাদ, হস্ত, কর্ণ, ওষ্ঠ, নাসিকা, শিশ্ন, বৃষণ ও অন্যান্য অঙ্গসন্ধি ছিন্ন এবং ভিন্ন করিয়া দেয়। কোন কোন মহাপাতকী সায়কসমূহে ভিদ্যমান হইয়া,

ক্রন্দন করিতে করিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করে; কিন্তু কুত্রাপি আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। মুদ্গর, লৌহদণ্ড ও সূর্য্যের ন্যায় ভয়ানক দর্শন বিবিধ কণ্টক ও ভিন্দিপাল সমূহে হন্যমান হইয়া, পূয়-শোণিত বমন করিতে করিতে শর্করা ও ক্রিমি দ্বারা পীড়িত হইয়া, অবশভাবে নীত হয়। তখন তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, অন্ন ও জল প্রার্থনা করে। ঘর্ম্মাক্ত হইয়া ছায়া, শীতার্ত্ত হইয়া অনল যাচ্ঞা করে। দানপরাঙ্মুখ দুরাত্মগণ এইরূপে কথঞ্চিৎ সুখ প্রার্থনা করিতে করিতে যমনিকেতনে নীত হয়। যাহারা দান করিয়া তৎফলরূপ পাথেয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সুখের সহিত যমভবনে গমন করে। এইরূপ ন্যায়যুক্ত সুখ ও দুঃখের সহিত যখন প্রেতপুরে গমন করে, তখন যমদূতগণ যমরাজের আজ্ঞাক্রমে তাঁহার সম্মুখে নিবেশিত হয়। তাহার মধ্যে যাহারা কৃতপুণ্য, ধর্ম্মরাজ স্বাগতপ্রশ্ন, আসনদান, পাদ্য, অর্ঘ্য ও প্রিয়বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে সম্মানিত করিয়া কহেন,—“হে মহাত্মগণ! আপনারা হিত করিয়াছেন, দিব্য সুখের নিমিত্ত সুকৃতানুষ্ঠান করিয়াছেন, অতএব আপনারা ধন্য। এক্ষণে দিব্য-স্ত্রী-ভোগযুক্ত এই বিমানে আরোহণ করিয়া, সর্ব্বকামসমন্বিত অমল স্বর্গে গমন করুন। ২৭—৪৭। সেই স্থানে বিপুলভোগ অনুভব করিয়া, পুণ্যক্ষয় হইলে, যৎকিঞ্চিৎ অল্প দুষ্কৃত করিয়াছেন, এই স্থানে আসিয়া, তাহার ফলভোগ করিবেন।” যাঁহারা ধর্ম্মাত্মা, তাঁহারা সুখে যমরাজকে নিজ মিত্রের ন্যায় সৌম্য দর্শন করেন। যাহারা দুষ্কৃতকারী, তাহারা ধর্ম্মরাজের বদন, দংষ্ট্রাসমূহে বিকরাল, চক্ষু ভ্রূকুটী-কুটিল, ঊর্দ্ধকেশ, নিবিড়শ্মশ্রু, ঊর্দ্ধদিকে অধর বিস্ফুরিত, অষ্টাদশবাহুসমন্বিত, ক্রূরপ্রকৃতি, নীল অঞ্জনবর্ণ, সকল হস্তে সর্ব্বপ্রকার আয়ুধ ও দণ্ড উদ্যত প্রকাণ্ড মহিষোপরি আরূঢ়, নেত্রঅগ্নিতুল্য ভাস্বর, রক্তমালা এবং রক্ত-বস্ত্রধারী, সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় সমুন্নত, প্রলয়কালীন মেঘবৎ গম্ভীর শব্দকারী, অতএব অতি ভয়ানক দর্শন করে। দেখিলেই বোধ হয় যেন সমুদ্রকে পান করিতেছেন, সুমেরুকে গ্রাস করিতেছেন এবং অগ্নিকে উদ্গীরণ করিতেছেন। তাঁহার সমীপে কালানলতুল্য প্রভাসম্পন্ন মৃত্যু, অঞ্জনসঙ্কাশ ভয়ানক কাল এবং নিদারুণ কালরাত্রি, বিবিধ আকার দ্বারা ভয়প্রদানশীল নানা ব্যাধি, শক্তি-শূল-অঙ্কুশধারী, পাশ, চক্র, অসি, বজ্র, তুণ্ডবিদারক ক্রকচাদি, ক্ষুর, তূণ, ধনুর্দ্ধারী ক্রূরপ্রকৃতি, অঞ্জনপর্ব্বত তুল্য প্রভাসম্পন্ন, মহাবীর, সর্ব্বশস্ত্রযুক্তবাহুশালী ভয়প্রদ অসংখ্য যমদূতগণ অবস্থান করিতেছে। দুষ্কৃতকর্ম্মা, পরদ্রব্যাপহারক, রূপ ও বীর্য্যমদে গর্ব্বিত, পরদারধর্ষণশীল, পাপিষ্ঠ জীবগণ ইত্যাদি-পরিবার-সমন্বিত ঘোরদর্শন যমরাজ ও ভীষণ চিত্রগুপ্তকে দর্শন করে। ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে তিরস্কারের সহিত বলেন “[illegible] যেমন কর্ম্ম করিয়াছ, তাহারই ফলভোগ করিতেছ; আপনাকে ক্লেশদান নিমিত্ত কেন দুষ্কৃত করিয়াছ? এখন আত্মকর্ম্মফল বশত পীড্যমান হইয়া কেনই বা অনুতাপ করিতেছ? আত্মকর্ম্মোপচিত ফল ভোগ কর, এবিষয়ে অন্য কাহারও অপরাধ নাই।” এইরূপ দুষ্কর্ম্ম-বলদর্পিত পাপিষ্ঠরাজগণ যমসমীপে নীত হইয়া স্বকীয় ঘোর দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করে। যমরাজ তিরস্কারের সহিত তাহাদিগকে বলেন, “ওহে দুরাচার প্রজাবিধ্বংসকারী রাজগণ! রাজ্য অল্পকালস্থায়ী, তাহার নিমিত্ত কেন দুষ্কৃতানুষ্ঠান করিলে? রাজ্যভোগ-মোহে মত্ত হইয়া, বলপূর্ব্বক প্রজাবর্গকে যে অন্যায় দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছ, এখন তাহার ফলভোগ কর। তোমাদিগের সেই রাজ্য ও কলত্র এখন কোথায়, যাহার নিমিত্ত এই ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ? এখন সেই সকল পরিত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থান করিতে হইতেছে। যে বলের সাহায্যে প্রজাদিগের প্রতি অন্যায় করিয়াছিলে, সে বল আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, এখন যমদূত কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া কি ভয়ানক অবস্থাপন্ন হইয়াছ, তাহাই চিন্তা কর”। ৪৮—৬৭। এইরূপে যমকর্ত্তৃক বহুপ্রকার তিরস্কৃত হইয়া আপনাদিগের দুষ্কৃত কার্য্যের অনুশোচনপূর্ব্বক নীরবে অবস্থান করে। ধর্ম্মরাজ যম ধর্ম্ম উদ্দেশে নৃপতিগণকে এবম্প্রকার তিরস্কার করিয়া সেই পাপ-পরিশুদ্ধির নিমিত্ত যমদূতগণকে ইহা বলেন, “ওহে চণ্ড! ওহে মহাচণ্ড! রাজগণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অবশ্য নরকাগ্নিতে ইহাদিগকে শোধন কর।” অনন্তর যমদূতগণ অতি শীঘ্র রাজগণের পাদদেশে ধারণ করিয়া বেগের সহিত ভ্রমণ করাইয়া ঊর্দ্ধে প্রক্ষেপপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধারণ করিয়া, মহাপাদপ যেমন বজ্র দ্বারা আস্ফালিত হয়, সেইরূপ আপনাদিগের সমুদয় সামর্থ্য দ্বারা প্রতপ্ত শিলাতলে প্রক্ষেপ করে। তখন তাহারা জর্জ্জরীকৃত হইয়া রক্তস্রোতে আর্দ্র, জ্ঞানশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। অনন্তর বায়ুস্পর্শে উজ্জীবিত হইলে পাপশোধন নিমিত্ত নিরয়-সমুদ্রে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করে। পৃথিবীর অধঃ সপ্তমতলের নীচে ঘোর অন্ধকারময় অষ্টাবিংশতি কোটি নরক আছে। ইহাদিগের প্রথম কোটির নাম ঘোরা, তাহার অধোদেশে সুঘোরা; এইরূপ অতিঘোরা, মহাঘোরা, ঘোররূপা, তলাতলা, ভয়ানকা, কালরাত্রি, ভয়োৎকটা, চণ্ডা, মহাচণ্ডা, চণ্ডকোলাহলা, প্রচণ্ডভয়নায়কা, পদ্মা, পদ্মাবতী, অভীষ্টা, ভীমা, ভীমপ্রণায়কা, করালা, বিকরালা, বজ্রা, ত্রিকোণা, পঞ্চকোণা, সুদীর্ঘা, পরিবর্ত্তুলা, সপ্তভৌমা, অষ্টভৌমা, দীপ্তা ও মায়া। পাপীদিগের যাতনাময় এই অষ্টাবিংশতি কোটি নরকের নাম নির্দ্দেশ করিলাম ৬৮—৮১। এই অষ্টাবিংশতি কোটির প্রত্যেকের পঞ্চ [illegible]

করেন। ঘোরা-কোটির প্রথম যাতনা-স্থান রৌরব, যে স্থানে সকল প্রাণীই রোদন করিতে থাকে। মহারৌরব, তথায় পীড়াবশে মহাত্মারা রোদন করেন। তমঃ, শীত, উষ্ণ। এই প্রকার সুঘোর, সুমহাতীক্ষ্ণ, পঞ্চসঞ্জীবন, শিব, মহাতমবিলোপ, সুলোম, কণ্টক, তীব্রবেগকরাল, বিকরাল, প্রকম্পন, মহাবক্র, বক্র, কাল, প্রগর্জ্জন, সূচীমুখ, সুনেমি, খাদক, সুপ্রপীড়ন, কুম্ভীপাক, সুপাক, ক্রকচ, অঙ্গাররাশি, ভবন, মেদোহক-প্রহিত, সুদীর্ঘ, কূটশাল্মলি, প্রদীপ্ত, সুমহানাদ, প্রবাহ, সুপ্রবাহন, মেষ, বৃষ, শলা, সিংহমুখ, ব্যাঘ্রমুখ, গজমুখ, কুক্কুরানন, শূকরানন, অজানন, মহিষানন, বৃকানন, গ্রাহাস্য, মীনাস্য, সর্পাস্য, কূর্ম্মাস্য, বায়সাস্য, মণ্ডূকাস্য, পূতিবক্ত্র, রজত, পূতিমৃত্তিক, কণধূম, অগ্নি, কৃমিনিচয়, অগ্নিবাস, প্রতিষ্ঠ, রুধিরাম্ভঃ, শ্বভোজন, লালাভক্ষ, আত্মভক্ষ, সর্ব্বভক্ষ, সুদারুণ, সঙ্কট, সুবিশাল, বিকট, কটপূতন, অম্বরীষ, কটাহ, বৈতরণীনদী, সুতপ্ত-লৌহশয়ন, একপাদ, প্রপূরণ, অসিতালবন, অস্থিভঙ্গ, সুপূরণ, তিলযন্ত্র, অতসী-(মসিনা)-যন্ত্র, কূটপাশ, প্রমর্দ্দন, মহাচূর্ণী, সুচূর্ণী, তপ্তলৌহময়, পর্ব্বত, অম্বুধারা, যমল-পর্ব্বত, মূত্র-বিষ্ঠাপ, শুক্রপ, ভারকূপ, শীতল, উদূখল-মুষল-যন্ত্র, শিলা-শকট, লাঙ্গল, তালপত্র, গহন, মহাশকটমণ্ডপ, সম্মোহ, অস্থিভঙ্গ, মলয়, গুড়, বহুদুঃখ, মহাদুঃখ, কশ্মল, মল, হালাহল, বিরূপ, স্বরূপ, যমানুগ, একপাদ, ত্রিপাদ, তীব্র এবং অবীচি ;—এই এই নরকগণকে পঞ্চ পঞ্চভাগে বিভাগ করিলে, অষ্টাবিংশতি হয়। আনুপূর্ব্বিক্রমে প্রতি কোটিতে পাঁচটী করিয়া রৌরব হইতে অবীচি পর্য্যন্ত এক শত নরক; মহানরকমণ্ডল চত্বারিংশৎ শত। পাপিষ্ঠগণ এই সব নরক ভোগ করে। নরকানলে বিচিত্র যাতনা দ্বারা শুদ্ধ হয়। যেমন ধাতু সকল মলপ্রক্ষয়ের জন্য অনলে উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ পাপিষ্ঠ জীবগণ পাপক্ষয়ার্থ নরকানলে দগ্ধ হয়। তপ্ত-শৃঙ্খলা দ্বারা পাপিষ্ঠ জীবগণকে হস্তবন্ধনপূর্ব্বক মহাবৃক্ষের অগ্রশাখায় যমকিঙ্করেরা লম্বিত করে; তৎপরে যমদূতেরা সর্ব্বপ্রযত্নে তথা হইতে তাহাদিগকে ছুড়িয়া দেয়, তাহাতে পাপীরা দোদুল্যমান হইয়া, বিসংজ্ঞ অবস্থায় শত যোজন গমন করে। ৮২—১০৬। তখন মহাবল যমকিঙ্করগণ অন্তরিক্ষস্থিত সেই পাপীদিগের পাদদেশে শতলৌহ-ভার বদ্ধ করিয়া দেয়। তাহারা সেই মহাভারে আক্রান্ত ও অত্যন্ত তাড়িত হইয়া, নীরব ও নিস্পন্দভাবে অবস্থানপূর্ব্বক আপনাদিগের দুষ্কৃত কর্ম্মের স্মরণ করে। অনন্তর ঘোররূপী যমকিঙ্করগণ অগ্নিবর্ণ অঙ্কুশ, লৌহদণ্ড এবং কণ্টক দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রহারপূর্ব্বক অগ্নি হইতে বিশেষ প্রদীপ্ত তীব্র ক্ষার বিলেপন করে। অতিশয় অগ্নিদান করিয়া, শরীর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও জর্জ্জরীভূত করে। পুনর্ব্বার মস্তক হইতে সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করিয়া, লৌহ-কটাহে ঘৃতাক্তভুল্য পাক করিতে থাকে। অনন্তর বিষ্ঠাকূপ, কৃমিনিচয়যুক্ত কূপ, মেদো-রক্ত-পূযপূর্ণ বাপীতে প্রক্ষেপ করে; তীক্ষ্ণকৃমি, লৌহতুণ্ড বায়স, ভয়জনক বিকৃতানন কুক্কুর, দংশ, বৃক ও ব্যাঘ্রগণ তাহাদিগকে ভোজন করিতে থাকে। প্রদীপ্ত অঙ্গাররাশিতে সুতীক্ষ্ণ শূলে ভেদ করিয়া যেমন মৎস্য পাক করে, সেইরূপ তাহাদিগকে পাক করে। যাহারা পরপীড়ক, তাহাদিগকে, তৈলযন্ত্রে তিলের ন্যায়, চক্রে পীড়ন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তপ্ত লৌহভাণ্ডে কুট্টিত করিয়া দেয়। অসত্য-প্রিয়বাদিগণের বুক এবং পাদদেশ নিপীড়িত করিয়া, তপ্ত সুদংশ (সাঁড়াশী) দ্বারা বারম্বার জিহ্বা খণ্ড-বিখণ্ড করে। দ্বিজিহ্বের ন্যায় মিথ্যা-আগম-প্রবৃত্ত ব্যক্তির জিহ্বা নির্গত হইয়া, অর্দ্ধক্রোশ বিস্তীর্ণ হয়, যমদূতেরা সেই জিহ্বায় তীক্ষ্ণ হল দ্বারা আঘাত করে। যাহারা মাতা, পিতা ও অপর গুরুজনকে ভর্ৎসনা করে, বজ্রতুল্য তীক্ষ্ণমুখ জলৌকায় তাহাদিগের মুখ পূর্ণ করিয়া, তাহাতে ক্ষারজল সেচন করে এবং দ্রবীভূত অত্যন্ত প্রতপ্ত তাম্র ও তপ্ত তৈলে মুখ পূর্ণ করিয়া, প্রহার করিতে থাকে। পাপিগণ বিষ্ঠা ও কৃমিপূর্ণ হইয়া প্রতপ্ত উগ্র লৌহ-শাল্মলীবৃক্ষ আলিঙ্গন করে, প্রদীপ্ত লোহনির্ম্মিত মুদ্গর দ্বারা পুনর্ব্বার আহত হয়, কণ্টকযুক্ত বিলম্ব-বিদার ভয়ানক করপত্র দ্বারা মস্তক হইতে সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ করে; এইরূপ স্বকৃত দুষ্কৃতের পরিণাম ভোগ করে। যাহারা সর্ব্বদাই আত্মপোষণ করিয়াছে, কখন কাহাকেও অন্নপান দান করে নাই, তাহারা আপনার মাংস ভোজন ও শোণিত পান করে। মুদ্গরাঘাতে অঙ্গ জর্জ্জর করিয়া, ইক্ষুর ন্যায় প্রপীড়িত করে; ঘোর অসিতালবন দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করে; সূচী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া শূলে আরোপণপূর্ব্বক বারংবার চালিত করিয়া ক্লেশ দেয়; কিন্তু সুখদুঃখ-সহিষ্ণু স্বপ্ন-শরীর যেমন ঘোর ক্লেশেও মৃত হয় না। সেইরূপ এত কষ্টেও তাহারা মরে না। দেহ হইতে মাংস উৎপাটন করিয়া মুদ্গর দ্বারা অস্থি ভেদ করিয়া দেয় ও পুনর্ব্বার শীঘ্র আক্ষিপ্ত হইয়া নিরুচ্ছ্বাস নামক নরকে উচ্ছ্বাসশূন্য হইয়া অবস্থান করে। অনন্তর বালুকাবদন-নরকে নীত হইয়া উচ্ছ্বাস প্রাপ্ত হয়। ১০৭—১২৯। রৌরব-নরকে রোদন করিতে করিতে বিবিধ দণ্ডে প্রপীড়িত হয়। মহারৌরব নরকে পীড়া অনুভব করিতে করিতে অতি সহিষ্ণু ও রোদন-পরায়ণ হয়। যে স্থানে পাদদ্বয়ও কঠিন, তীক্ষ্ণ, প্রতপ্ত লৌহময় শঙ্কু দ্বারা মুখ, অপান, গণ্ড, চক্ষু, বক্ষ ও মস্তক-দেশে আঘাত করে, অজপক নরকে অতি তপ্ত স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়া রোদন করিতে থাকে। পরদারগামী নরাধমগণ, লৌহনির্ম্মিত যোগভুক্ত রমণীর প্রজ্বলিত প্রতিকৃতি গাঢ় আলিঙ্গন করে। পূর্ব্বাকার-বিশিষ্ট জারগণের লৌহময় প্রতিকৃতি

দুশ্চারিণীগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আলিঙ্গন করে। সেই সময় যমকিঙ্কর তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বলে, "কেন পলায়ন করিতেছ? অধুনা তোমাদিগের মোচন হইবে না। যেমন স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া জাররমিরত হইয়াছিলে, সম্প্রতি তাহার ফল ভোগ কর" অনন্তর মুখাবরণযুক্ত লৌহকুম্ভে নিক্ষেপপূর্ব্বক মৃদু অগ্নি দ্বারা পাক করিয়া, উদূখলে নিক্ষেপ, শিলাতে পীড়ন ও অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে। ভ্রমর দ্বারা অতিশয় দংশন করায়; কৃমিসমূহ সর্ব্বাঙ্গ শতভাগে ভেদ করিয়া জর্জ্জরিত করে; অনন্তর সুতীক্ষ্ণ ক্ষারকূপে ক্ষেপ করে। মহাজ্বাল নরকে নিপতিত হইয়া, দুঃখিতচিত্তে ক্রন্দন করে। মহাজ্বাল নরনরকের তেজে দহ্যমান হইয়া রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। তাহাদিগের স্কন্ধ ও পৃষ্ঠে যোজন করিয়া জঙ্ঘার সহিত একত্র করিয়া তাহার মধ্যে বাহুযুগলের পৃষ্ঠদেশে পাপরজ্জু দ্বারা পরস্পর সকলকে বন্ধনপূর্ব্বক লৌহময় তীক্ষ্ণ ভ্রমর দ্বারা দংশন করায়। মানী, ক্রোধী ও তস্করগণকে যমদূতগণ পিণ্ডবদ্ধ করিয়া, ভয়ানক অগ্নিজ্বালায় দারুণ যাতনা দেয়, রজ্জু দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কর্দ্দমলেপ দিয়া, করীষ ও তুষবহ্নিতে পাক করে; ইহাতেও তাহাদের মৃত্যু হয় না এবং পাপক্ষয় পর্য্যন্ত কর্কশ শিলাতলে আস্ফালন করিয়া, সুতীক্ষ্ণ ক্ষারজল দ্বারা চন্দনের ন্যায় ঘর্ষণ করে। ১৩০—১৪৪। দেহক্ষয় পর্য্যন্ত শরীরাভ্যন্তরগত প্রভূত কীটগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। পর্ব্বতদ্বয় দ্বারা নিপীড়িত হইয়া কৃমিনিচয় ও পূয-মাংসরাশিতে উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থান করে। তপ্তবজ্রলেপ দ্বারা শরীর অনুলিপ্ত করিয়া দেয়; অধোমুখ ও ঊর্দ্ধপাদরূপে ধারণ করিয়া অগ্নির তাপ দেয়। তাহাদের মুখমধ্যে লৌহ গলাইয়া তাহা গুড়াকার হইলে প্রবেশ করাইয়া দেয়, পাপিগণও পরাধীনভাবে তাহা ভক্ষণ করে এবং ভয়ানক মুদ্গর-প্রহারে পীড়িত হয়। যাহারা শিবায়তন, আরাম, বাপী, কূপ ও তড়াগে উপদ্রব ও তাহাতে উপভোগ নিমিত্ত উদ্বর্ত্তন, অভ্যঙ্গ, স্নান, অম্বুপান, ক্রীড়া, মৈথুন এবং দ্যূতক্রীড়া আচরণ করে, সেই মদোদ্ধত ব্যক্তিগণ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ভয়ানক ইক্ষুযন্ত্রে পীড়ন ও নরকাগ্নিতে পক্ব হয়। যাহারা সাধুদিগের নিন্দা শ্রবণ করে, যমকিঙ্করগণ অগ্নিবর্ণ লৌহশঙ্কু, তাম্রাদি, রঙ্গ, সীস, পিত্তল ও ক্ষার দ্বারা তাহাদিগের কর্ণ পুনঃপুনঃ পরিপূর্ণ করিয়া সুতপ্ত তৈল, বজ্রলেপ ও অগ্নিবর্ণ লৌহশঙ্কু দ্বারা কর্ণদ্বয় পূর্ণ করিয়া দেয় এবং তাহারা আনুপূর্ব্বে সমস্ত নরকে যাতনা ভোগ করিতে থাকে। আত্মকৃত পাপে শরীরের সকল ইন্দ্রিয়ের এইরূপ ঘোর যাতনা হয়। যাহারা স্পর্শলোভে পরস্ত্রী স্পর্শ করে, তাহাদিগের কর অগ্নিবর্ণ পাংশুতে পূর্ণ করে; তৎপরে ক্লেশদায়ক ক্ষারাদি দ্বারা শরীরের অনুলেপন করে এবং সকল নরকেই কষ্টকর যাতনা দান করে। যাহারা পিতামাতার প্রতি ভ্রূকুটী, হস্তবিকার এবং চক্ষুর্ব্বিকার ও নির্নিমেষনেত্রে পরস্ত্রী দর্শন করে, যমদূতগণ অগ্নিবর্ণ সূচী দিয়া তাহাদের চক্ষু বিদ্ধ করিয়া ক্ষারাদি দ্বারা ক্রমে সর্ব্বদেহে সর্ব্বযাতনা প্রদান করে। ১৪৫—১৫৯। যাহারা দেবতা, অগ্নি, গুরু বা ব্রাহ্মণকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, একশত তপ্ত লৌহশঙ্কু দ্বারা তাহাদের জিহ্বা ও মুখ বিদ্ধ করিয়া দেয়। যে মূঢ়গণ, দেবতা ও আরামের পুষ্প লোভ বশত গ্রহণ করে, আঘ্রাণ ও মস্তকে ধারণ করে; যমদূতেরা সন্তপ্ত লৌহশঙ্কু দ্বারা তাহাদিগের মস্তক ও ক্ষারাদি দ্বারা নাসিকা পূর্ণ করিয়া দেয়। মহাত্মা ব্যক্তি, পুরাণপাঠক, ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেশক, দেবতা, অগ্নি, গুরু, দেবাগ্নিগুরুভক্ত ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা যাহারা করে, যমকিঙ্করগণ তাহাদের বক্ষ, কণ্ঠ, জিহ্বা, দন্তসন্ধি, তালু, ওষ্ঠ, মস্তক এবং সর্ব্বাঙ্গসন্ধিতে অগ্নিবর্ণ ত্রিশিখ লৌহশঙ্কু মুদ্গর দ্বারা বারংবার বিদ্ধ করিয়া প্রদীপ্ত ক্ষার দ্বারা চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ করে ও শরীরে বিচিত্র যাতনা প্রদান করে। অনন্তর এই পাপিগণ ক্রমশ সকল নরকে ভ্রমণ করে। যাহারা পরদ্রব্য গ্রহণ ও পদ দ্বারা ব্রাহ্মণ, শিবোপকরণাঙ্গ ও জ্ঞানাদি-লিপি স্পর্শ করে, তাহাদিগের হস্তপাদ লৌহমুদ্গর দ্বারা নিপীড়িত হয় ও তাহারা সমস্ত নরকে বিচিত্র দেহ যাতনা ভোগ করে এবং তাহাদের হস্তপাদে নানা যাতনা উপস্থিত হয়। শিবায়তনের সীমায় ও দেবারামে যে পাপাত্মা মূত্র-পুরীষোৎসর্গ করে, যমদূতগণ তাহাদিগের শিশ্ন ও বৃষণ লৌহ-মুদ্গর দ্বারা চূর্ণ করিয়া, তাহাতে অগ্নিবর্ণ সূচী বিদ্ধ করে; অনন্তর তীব্র ক্ষার ও তপ্ত তৈল দ্বারা অপান ও শিশ্ন পূর্ণ করে, যাহাতে মন ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দুঃখ উপজাত হয়। যাহারা ধন থাকিলেও তৃষ্ণা বশত দান করে না এবং যথাকালে গৃহাগত অতিথির অবমাননা করে, তাহারা সেই অতিথির পাপ প্রাপ্ত হইয়া অশুচি নরকে গমন করে। যাহারা কুক্কুর ও বায়সকে না দিয়া আপনি ভোজন করে, কীলকদ্বয় দ্বারা তাড়নপূর্ব্বক তাহাদিগের মুখ বিবৃত করিয়া তাহার মধ্যে কৃমি, উগ্রস্বভাব অন্ত প্রাণী, লৌহতুণ্ড বায়সগণ বিবিধ উপদ্রব করিয়া পীড়া দেয়। যমমার্গে দুইটী কুক্কুর আছে, "শ্যাম ও শবল নামক যমমার্গানুরোধক যে দুইটী কুক্কু আছেন, তাঁহাদিগকে বলি দান করি, তাঁহারা আমার বলি গ্রহণ করুন" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহাদিগকে বলি দান করিবে। "ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, যাম্য ও নৈর্ঋত বায়সগণ পুণ্যকর্ম্মা, তাঁহারা আমার পূজা গ্রহণ করুন" এই মন্ত্র বলিয়া, বায়সবলি দিবে। যত্নের সহিত শিবপূজা-বিধিপূর্ব্বক হোম করিয়া, শৈবমন্ত্র দ্বারা

যাঁহারা বলি দান করেন, তাঁহারা যম দর্শন না করিয়াই স্বর্গে গমন করেন; অতএব প্রতিদিন চন্দনাদি-সুবাসিত চতুষ্কোণ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া, ঈশানকোণে ধন্বন্তরি, পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণদিকে যম ও পিতৃগণ, পশ্চিমদিকে বরুণ, পূর্ব্বদিকে অর্য্যমা, ধাতা, বিধাতা, দ্বারপাল, কুকুর ও কুক্কুরপতির উদ্দেশে ভূমির উপর বলি দান করিলে, দেব, পিতৃ, মনুষ্য, প্রেত, ভূত, গুহ্যক, পক্ষী, কৃমি ও কীটগণ তাঁহাকে রক্ষা করেন। ১৬০—১৮৩। স্বাহাকার, স্বধাকার, বষট্‌কার ও বলি এই চারিটী ধেনুর স্তন; দেবগণ স্বাহাকাররূপ স্তন, পিতৃগণ স্বধাকাররূপ স্তন, অন্য দেব ও ভূতেশ্বরগণ বষট্‌কাররূপ স্তন, মনুষ্যগণ বলিরূপ স্তনকে সর্ব্বদা পান করেন। যে মানব এই ধেনুকে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করেন, তিনি অগ্নিতুল্য তেজস্বী হন। যে গৃহস্থ এই ধেনুকে ত্যাগ করেন, তিনি ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হন। অতএব দেবাদি উদ্দেশে বলিদান করিয়া, ভিন্নগ্রাম-নিবাসী ক্ষুধার্ত্ত অতিথির প্রতীক্ষা করিবে। আত্মভোজন পর্য্যন্ত অতিথি উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জন দ্বারা তাঁহাকে ভোজন করাইবে। অতিথি ভগ্নাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহাকে নিজ দুষ্কৃতভার প্রদান করিয়া, তদীয় পুণ্য গ্রহণপূর্ব্বক গমন করেন। অতিথিকে অন্ন না দিয়া লোভ বশত আপনি ভোজন করিলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, চিরকাল নরকে বাস করে। তৎপরে যমদূতগণ তাহাদিগের নিজ মাংস তিলবৎ ছেদনপূর্ব্বক ভোজন করিতে ও শোণিত পান করিতে দেয়। অতি ক্ষুধা ও পিপাসায় ও অশেষ যাতনায় ক্রমশ প্রপীড়িত হয়। পাপকারীদিগের এইপ্রকার মহা ঘোর যাতনা হয়। যে অধিক পাপ ও অল্প পুণ্য বা অল্প পাপ ও অধিক পুণ্য করিয়াছে, তাহাদিগের অবস্থা শ্রবণ করুন। সুকৃতের ফলভোগ করে বটে, কিন্তু গুরুপাপ-প্রভাবে তাহা অনুভূত হয় না, উদ্বেগ বশত তজ্জন্য যত্ন হইতে সুখ লাভ করিতে পারে না। ভাবী অন্নাভাব-চিন্তাতেই প্রাত্যহিক কষ্টভোগ করে। আর যে পুরুষের ধর্ম্ম অধিক, পাপ অল্প; সে ব্যক্তি, ধনবান্ গৃহস্থ নিয়ম বশত উপবাসী হইলেও যেমন অন্নাভাবপীড়া ভোগ করে না, সেইরূপ কষ্টের কারণ উপস্থিত হইলেও তাদৃশ ক্লেশ ভোগ করে না। এই সব ঘোর পাপ আছে, যাহা দ্বারা আবৃত হইয়া, মানব বজ্রাহত গিরির ন্যায় ভেদ প্রাপ্ত হয়। ১৮৪—১৯৯।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, যে মানবগণ পাপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা অত্যন্ত কষ্টে যমমার্গে গমন করে। ধর্ম্ম বশত সুখে গমন করা যায়; সেই ধর্ম্ম সকল কি, তাহা বলুন। সনৎকুমার বলিলেন, অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। অতএব সুখদায়ক ধর্ম্মসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে মনুষ্যগণ পুণ্যকারী, সৌম্যচিত্ত ও দয়াবান্, তাহারা, যমমার্গ ভয়ানক হইলেও, সুখে গমন করে। যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে চর্ম্মপাদুকা ও কাষ্ঠপাদুকা দান করে, সে উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া সুখে যমভবনে গমন করে। ছত্রদান করিলে, ছত্রযুক্ত হইয়া, শিবিকা দান করিলে, রথারূঢ় হইয়া সুখে গমন করে। শয্যা ও আসন দাতা, আরামচ্ছায়াকারী ও বৃক্ষরোপকগণ সুখে গমন করে। পুষ্পারামকারী মানব পুষ্পক রথে গমন করে। দেবতায়তন, যতিগণের আশ্রম ও অনাথগণের মণ্ডপ নির্ম্মাণকারিগণ উত্তম গৃহের অভ্যন্তরে ক্রীড়া করেন। দেবতা, অগ্নি, গুরু, বিপ্র, মাতা, পিতার পূজকগণ সস্পৃহ ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া গমন করে। দীপদাতা মানবগণ চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া গমন করে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিলে, পীড়াশূন্য হইয়া সুখে গমন করে। গুরু-শুশ্রূষাশীল নর বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করেন। ১—১০। যাঁহারা আর্ত্ত ব্যক্তিকে ঔষধ দান করেন, তাঁহারা সুখে স্বীয় গৃহের ন্যায় গমন করেন। গোদানকারী মনুষ্য সর্ব্ব-কামপরিপূর্ণ পথে গমন করেন। অন্ন-পান দান করিলে, তৃপ্ত হইয়া যমমার্গে গমন করা যায়। পাদশৌচদাতা শীতল পথ দ্বারা গমন করেন। ব্রাহ্মণ-চরণ তৈলাদি দ্বারা মর্দ্দন করিলে, অশ্ব দ্বারা গমন করেন। পাদশৌচ, অভ্যঙ্গ, দীপ, অন্ন, আশ্রয়দাতা মানবগণ যম-সমীপে গমন করেন না। হেমরত্ন প্রদান করিলে দুর্গস্থান হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া গমন করে। রৌপ্য-বৃষ দান করিলে, যানারূঢ় হইয়া গমন করে। ভূমি দান করিলে সকল অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া গমন করে। এই প্রকার দান করিলে, সুখে যমালয় গমন করিয়া স্বর্গে বিবিধ ভোগ প্রাপ্ত হয়। সকল দান হইতে অন্নদান শ্রেষ্ঠ; যেহেতু অন্ন হইতে তৎক্ষণাৎ প্রীতি লাভ হয় এবং অন্ন সকলের প্রিয় ও পুষ্টিবর্দ্ধনকর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অন্নপান-দানতুল্য দান আর কিছুই নাই। অন্ন হইতে প্রাণিগণ উদ্ভূত হয় ও অভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। অন্ন হইতে রক্ত, মাংস, বসা, শুক্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সেই শুক্র হইতে প্রাণী জন্ম লাভ করে। অতএব এই জগৎ অন্নময়। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে হেমরত্ন, অশ্ব, হস্তী, নারী, স্রক্-চন্দনাদি সমস্ত বস্তু দান করিলেও তাহার তৃপ্তি হয় না। পর্জ্জন্য,

জায়মান, বাল, বৃদ্ধ, মধ্যম, দেব, দানব, রাক্ষস সকলেই আহার প্রার্থনা করে। ক্ষুধাই সকল ব্যাধি হইতে প্রধান ব্যাধি; সেই ক্ষুধা অন্নরূপ ঔষধ-লেপে বিনষ্ট হয়। ক্ষুধাতুল্য দুঃখদায়ী কিছুই নাই; ক্ষুধাতুল্য রোগও নাই, আরোগিতা-তুল্য সুখ নাই, ক্রোধতুল্য শত্রু নাই। অতএব অন্নদান-প্রভাবে মহাপুণ্য হয়। সকল প্রাণীই ক্ষুধাগ্নিতে তপ্ত হইয়া মৃত্যুলাভ করে। অন্নদাতা প্রাণদাতা; যে প্রাণদাতা, সে সর্ব্বদাতা। অতএব অন্নদান করিলে, সকল বস্তু দানের ফললাভ করে। মনুষ্য যাহার অন্নপানে পুষ্টাঙ্গ হইয়া ধর্ম্মসঞ্চয় করে, অন্নদাতার সেই পুণ্যের অর্দ্ধাংশ ও ধর্ম্মকর্ত্তার অর্দ্ধাংশ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ত্রৈলোক্যে যত রত্ন, ভোগ, স্ত্রী, বাহন আছে, অন্নপানদাতা ইহপরকালে তাহা লাভ করে। ১১—২৭। দেহই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির প্রধান উপায়। অন্ন সাক্ষাৎ প্রজাপতি, বিষ্ণু ও স্বয়ং শিব; অতএব অন্নদান-তুল্য দান পূর্ব্বে হয় নাই, পরেও হইবে না। জল তিন লোকের জীবন, তাহা পবিত্র-অমৃততুল্য, স্বর্গীয় ও সকল রসের আধারস্বরূপ। যে সুমহৎ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াও পরে অন্নদান করে, সে সর্ব্ব-পাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। অন্ন, জল, গো, বস্ত্র, শয্যা, ছত্র ও আসন এই সব দ্রব্য-দান প্রেতলোকে বিশেষ প্রশস্ত। মানবগণ এই সকল দান-ফলে বিমানারোহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ-পুরে গমন করে। অতএব ধর্ম্মাচরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। বেদব্যাস কহিলেন, হে মহর্ষে! অদ্য আপনার নিকট মহৎ প্রেতপুরের বিষয় শ্রবণ করিয়া, আমি মুগ্ধ হইতেছি। আপনি এমন উপদেশ করুন, যাহাতে সুখ অনুভব করা যায়। সনৎকুমার কহিলেন, হে মহামুনে! মরণানন্তর মানব যে গতি প্রাপ্ত হয়, সেই অদ্ভুত রহস্য তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্যা হইতে স্বর্গ, যশঃ, আয়ুঃ, ঐশ্বর্য, ভোগ, জ্ঞান (মোক্ষবিষক বুদ্ধি), বিজ্ঞান (শিল্প ও অন্যান্য শাস্ত্রবিষয়ক বুদ্ধি), আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য ও সার্ব্বকালিক সুখ লাভ করা যায়। তপস্যানুষ্ঠান না করিলে সনাতন শিবলোকে গমন করা যায় না। স্বর্গাদি দূর, জ্ঞানাদি দুরারাধ্য, মোক্ষ ও শিবলোকাদি সুদূর, মহাপাপাদি দুরতিক্রম, ইত্যাদি যাবৎ বস্তুই তপস্যা হইতে লাভ করা যায়। কিন্তু কিছুতেই তপস্যার অতিক্রম হয় না। তপস্যা হইতে ধন লাভ করা যায়; মৌনাবলম্বনে করিলেও সকলের মান্য হয়। দান করিলে উপভোগ, ব্রহ্মচর্য্য করিলে দীর্ঘজীবন, অহিংসায় বল ও রূপ, দৈবব্রত গ্রহণে সৎকুলে জন্ম, ফলমূল ভোজনে রাজ্য, পর্ণভোজনে স্বর্গ, শুদ্ধ জলপান করিলে স্বর্গ ও সমুচ্চ স্থান, গুরুশুশ্রূষায় বিদ্যা, নিত্যশ্রাদ্ধ করিলে সন্ততি, শাকদীক্ষায় গবাঢ্য, তৃণ ভোজনে স্বর্গ, ত্রিকাল স্নানে স্ত্রীলাভ, বায়ুভক্ষণে যজ্ঞফল, নিত্য স্নানপূর্ব্বক সন্ধ্যাত্রয়ে শৈব মন্ত্রাদি জপ করিলে সামর্থ্য, মৌনাবলম্বন করিলে রাজ্য এবং নিরাহার হইলে স্বর্গ লাভ করে। ২৮—৪৩। স্থণ্ডিলশায়ী গৃহ ও শয্যা প্রাপ্ত হয়। চীরবল্কল ধারণ করিলে বস্ত্র ও আভরণপ্রাপ্তি হয়। তপস্বী ও যোগনিষ্ঠ হইলে, শয্যাদি প্রাপ্তি হয়। অগ্নিপ্রবেশে ব্রহ্মলোক-গমন, মধুরাদিরসে ইন্দ্রিয়-নিবৃত্তি করিলে সৌভাগ্য, আমিষত্যাগ করিলে সন্তানের দীর্ঘ আয়ুঃ, সূর্য্যোদয়ের পর নিদ্রা না যাইলে আধিপত্য, সত্যবাদী হইলে দেবগণের সহিত প্রমোদ, দান করিলে কীর্ত্তি, হিংসানিবৃত্তি হইলে আরোগ্য, ব্রাহ্মণ শুশ্রূষায় রাজ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব, জল দান করিলে কাম ভোগে তৃপ্তি এবং সর্ব্বভূতে প্রিয়বাদী সর্ব্বদুঃখমোচন লাভ করে। দেব-শুশ্রূষা করিলে রাজ্য ও দিব্য রূপ, প্রদীপ দানে চক্ষুষ্মত্ত্ব, পুস্তকাদি-প্রদানে স্মৃতি ও মেধা, গন্ধ মাল্য দান করিলে প্রভূত কীর্ত্তি, কেশ-শ্মশ্রু ধারণ করিলে উৎকৃষ্ট সন্ততি, দ্বাদশ বৎসর উপবাস যজ্ঞদীক্ষা বা অভিষেক করিলে, বীরপ্রাপ্য স্থান হইতেও বিশিষ্ট স্থান, দাসী, দাস, বিবিধ ক্ষেত্র ও ব্রাহ্মবিবাহবিধানে কন্যাদান ও তীর্থোপবাস করিলে উত্তম স্বর্গ, ফলপুষ্প প্রদান করিলে পতন-ভয়শূন্য উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করা যায়। মুনিগণ ও দেবগণ বলেন, যে নর সুবর্ণশৃঙ্গবিভূষিত গো সহস্র দান করেন, তিনি পুণ্য ও দেবলোক প্রাপ্ত হন। কাংস্যোপদোহদ স্বর্ণশৃঙ্গী সবৎসা কপিলা দান করিলে, ঐ কপিলা সেই সেই গুণে কামদুঘা হইয়া দাতার নিকট উপস্থিত হন। ধেনু-গাত্রে যত লোম থাকে, গো-দাতা তত ফল লাভ করে। পরলোকে তাহার পুত্র, পৌত্র ও সপ্তম কুল উদ্ধার করে। কাঞ্চন নির্ম্মিত সুন্দর-শৃঙ্গযুক্ত, কাংস্য ক্রোড়বিশিষ্ট বহুমূল্য বস্ত্রের উত্তরীয়াচ্ছাদিত তিলধেনু দক্ষিণার সহিত দান করিলে, সুখে বসুলোক গমন করিতে পারা যায়। বাতাহত নৌকা যেমন মহার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ গোদাতা স্বকর্ম্ম পাশে নিবদ্ধ ও ঘনান্ধকার নরকে পতমানকে পরলোকে উদ্ধার করে। যে ব্রাহ্মবিবাহবিধানে কন্যাদান, ভূমি দান ও বিবিধ ধন দান করে, সে পুরন্দরলোকে গমন করে। যে পুরুষ স্বাধ্যায়, চরিত্র ও গুণান্বিত ব্রাহ্মণকে সর্ব্বোপকরণযুক্ত আবাস দান করে, সেও ক্ষয়হীন স্বর্গলোকে গমন করে। ভারবাহী বৃষ, গো ও অশ্ব-দান-দাতা বসুলোকে, রজতাদি-দাতা স্বর্গে, কনকদাতা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করে। ছত্রপ্রদানফলে উত্তম গৃহ, চর্ম্মপাদুকা-দানে যান, বস্ত্রপ্রদানে সুরূপতা ও চন্দন-দানে শরীরের সৌগন্ধ্য লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণকে পুষ্প ও ফলপূর্ণ পাদপ দান করিলে উত্তম স্ত্রীযুক্ত, বহু রত্নপূর্ণ প্রযত্ননির্ম্মিত গৃহ লাভ করা যায়। ভক্ষ্য, অন্ন পান ও রস দানকারী প্রভূতপ্রমাণ সর্ব্বপ্রকার

রস লাভ করে। আশ্রয় ও আচ্ছাদন দান করিলেও সর্ব্বপ্রকার রস প্রাপ্ত হয়। ৪৪—৬৬। মাল্য, চন্দন, অনুলেপন, পানীয় জল ব্রাহ্মণকে দান করিলে রোগশূন্য, সুরূপ ও রাজকল্প হয়। ধান্তযুক্ত, পাকগৃহসম্পন্ন, পবিত্র, রমণীয় ও বহুবস্ত্রপূর্ণ গৃহ ব্রাহ্মণকে দান করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহ লাভ করে। গন্ধযুক্ত, বিচিত্র আস্তরণযুক্ত শয্যা দান করিলে অযত্নে রূপবতী পুত্র-প্রসবিনী মনোহারিণী ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়। বেদব্যাস কহিলেন, যে সকল দানকে দান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কোন্ দান শ্রেষ্ঠ ও কোন্ দান জীবের উদ্ধার করে, তাহা বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—বিপৎকালে সকলের প্রতি অভয়দান, অনুগ্রহ, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে অভিলষিত জলদান ও যে দান পরলোকে দাতার অনুগমন করে, সেই দান শ্রেষ্ঠ। হে মহামতে! যে যে দান দাতার অনুগমন করে, তাহা শ্রবণ কর—হিরণ্য দান, গোদান ও ভূমি-দান অতি পবিত্র ও অতি দুষ্করকারী নরকেও নিস্তার করে। এই সকল বস্তু সাধু ব্যক্তিকে দান করিলে পাতক হইতে মুক্তি হয়। যে যে দ্রব্য আপনার অভীষ্ট, গৃহস্থিত, প্রিয় বস্তুকে অক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিলে, গুণবান্ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। যে ব্যক্তি পরের প্রিয়কারী হয় ও প্রিয় বস্তু দান করে, সে প্রিয় বস্তু লাভ করে এবং ইহ-পরলোকে সর্ব্বভূতের প্রিয় হয়। যে ব্যক্তি অনাসক্তচিত্ত দরিদ্র প্রার্থনা করিলেও অভিমান বশতঃ যথাশক্তি দান করে না, সে নরাধম নৃশংস বিপদাপন্ন শরণাগত দরিদ্র শত্রু হইলেও যে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করে, সে যথার্থ পুরুষ। যে ক্রোধ ত্যাগ করিয়া, বৃত্তিহীন লজ্জালু দরিদ্র যাচককে দান করে, তাহার তুল্য পুরুষ দৃষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি, দরিদ্রভাববশতঃ পুত্রদার ক্লেশ ভোগ করিলেও লজ্জাবশতঃ প্রার্থনা করে না, সান্ত্বনাবাদাদিপূর্ব্বক তাহাকে যে ভোজন করায়; যে দেব ও মনুষ্যকে আপনা অপেক্ষা হীন দর্শন করে না; সেই মহাত্মা এবং নিত্য ধৈর্য্যশালী, যথালব্ধ-ধনজীবী, বিদ্যাবান্, ব্রতানুষ্ঠায়ী, অধ্যাত্ম-জ্ঞানচিন্তক, গূঢ়ভাবে অধ্যয়ন ও তপস্যানিরত, খ্যাতব্রত, স্বদার-সন্তুষ্ট, যথাশক্তি দানকারী, পুরাণ-স্মৃতিবেত্তা ও যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণগণ এবং আচার্য্য ও পুরোহিত; ইঁহারা পূজনীয়। ৬৭—৮৩। এই ধর্ম্মচারিগণকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিবে। স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী মানবগণ মঙ্গলকামনায় গৃহস্থিত ন্যায়লব্ধ পবিত্র ধন দিয়া ব্রাহ্মণের পূজা করিবে। ব্রাহ্মণ সদাচারসম্পন্নই হউন বা দুরাচারযুক্তই হউন, আপনার মাতাকে যেমন নমস্কার করা উচিত, সেইরূপ তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। পতি হইতে যেমন স্ত্রীদিগের সনাতনধর্ম্ম লাভ হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ পুরোহিত হইতে প্রতিপালক যজমান সংসারোত্তীর্ণ হইতে পারে। মনস্বী ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণ ভিন্ন গতি নাই। দান, আচ্ছাদন এবং ভোজন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ভক্তি প্রকাশ ক্ষত্রিয়ের সতত কর্ত্তব্য। হে ব্যাস! এই সব ব্রাহ্মণেরা অপূজিত হইয়া যদি ক্ষত্রিয়দিগকে ত্যাগ করেন বা ক্রোধাবেশে নিন্দা করেন ত, তাহাদের বিনাশ হয়। এ বিষয়ে আমি তোমার নিকট সনাতনধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি। পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নিত্য পরিচর্য্যা করিতেন, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্রও বৈশ্যের পরিচারক ছিলেন। মার্দ্দবসম্পন্ন, সত্যশীল, সত্যধর্ম্মরত এবং ক্রুদ্ধ হইলে সর্পতুল্য যে ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাদিগকে পূজা কর। পরাপর পরাৎপরেরাও ব্রাহ্মণগণ হইতে সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হন। বেদব্যাস কহিলেন,—বিদ্যাজ্যেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠের মধ্যে কাহাকে দান করিলে, শ্রেয়োলাভ হয়, এই বিষয়ে আমার সংশয়চ্ছেদ করুন। সনৎকুমার কহিলেন, ব্রাহ্মণ বিদ্যাবয় দ্বারা শ্রেষ্ঠ হয় না; যিনি আচারসম্পন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। যাচক অপেক্ষা অযাচককে দান করিলে অধিক শ্রেয়োলাভ হয়। যিনি দারিদ্র্যে নিমগ্ন হইয়াও ধৈর্য্যশীল, তিনি অধীরপ্রকৃতিযাচক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্জ্জনশীল ক্ষত্রিয়, ধৈর্য্যশীল ও পবিত্র ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্য্য ও সন্তোষসম্পন্ন ব্রাহ্মণ দেবগণের প্রীতিসম্পাদন করেন। দ্বিজযাচিত ক্ষত্রিয়াদিতেও ব্যভিচার দেখা যায় এবং যাচক দস্যুর ন্যায় সজ্জভূতকেই উদ্বিগ্ন করে। যাচক প্রার্থনাকালে মরণতুল্য দুঃখ অনুভব করে, দাতাও অনিচ্ছায় দান করিয়া, তাদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিলে আপনাকে সংজীবিত করা হয়। যাচককে দানই যে ধর্ম্ম, এমন নহে; কিন্তু তাহার প্রার্থনাপূরণরূপ অনৃশংসতাই প্রধান ধর্ম্ম! ধনাভাববশতঃ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যাহারা প্রার্থনা করে না, তাহারাই দানের প্রকৃত পাত্র। যে রাজার রাজ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ঈদৃশ ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, সেই রাজা ইঁহাদিগের প্রভাবেই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন। সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান-তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন পূজা করিবে। সেই গূঢ়-তপশ্চারী ব্রাহ্মণগণকে বহুবিধ বস্তু দান করিলে, সায়ংপ্রাতঃ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়। বিদ্যা ও বেদোক্ত ব্রতানুষ্ঠায়ী, বেদানুশীলনপর, কেবল পুত্রনিমিত্ত দারপরিগ্রহকারী, প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধ্যায় ও তপস্যানিরত, বিখ্যাতব্রত ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, মনোরম গৃহ ও সপরিচ্ছদ দাস দান করিয়া, বিবেচনা করিবে যে, "ধর্ম্মতত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ 'প্রতিগ্রহ স্ব-ধর্ম্ম' এজন্য মদীয় শ্রদ্ধাপূত ও যথাশক্তি দান যদি গ্রহণ করেন, তবে কৃতার্থ হই।" কর্ষকগণ যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ যাহার দান প্রতীক্ষা করেন, তিনি দেবসমূহকর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া অসংশয় স্বর্গে গমন করেন। ৮৪—১০৬। হে মুনে! ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বদাই যুদ্ধাদি ভয়ানক কার্য্য করিয়া

থাকেন। যজ্ঞ ও দান তাঁহাদিগের পবিত্রতা সম্পাদন করে। সাধুগণ পাপপরায়ণ নরপতির প্রতিগ্রহ করিবেন না। যদি করেন, তবে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত প্রতিদিন দান করিলে, তাহাই তাঁহাদিগের শুদ্ধি-সম্পাদন করিবে। সর্ব্বজ্ঞান-বিশারদ ব্রাহ্মণ বেদ-বিদ্যাশীল আচার ও তপঃসমন্বিত মিত্র ও সাধুগণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। গৃহে যে যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য থাকে, তাহা ব্রাহ্মণকে দিবে। ধেনু, স্বর্ণ, অন্ন, ছত্র, বস্ত্র, চর্ম্মপাদুকা, অশ্বযুক্ত যান, গৃহ, শয্যা, এই সকল দানে মহাফল; ইহা হইতে সমুদয় পাপ দগ্ধ হয়। দরিদ্র বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে না; বৃত্তিহীন জানিয়াই গূঢ়ভাবে প্রকাশে দান করিবে। মনুষ্য এইপ্রকার করিলে, পাপ হইতে মুক্ত হয়; পুত্রবৎ ভৃত্য ও প্রজাবর্গের প্রতিপালন করেন এবং ব্রাহ্মণ হইতে যোগক্ষেম লাভ হয়। যে রাজা নগরপাল হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা শাসন করিয়া, প্রজানাশ করে; মনীষিগণ সেই রাজার পাপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে রাজা ন্যায়তঃ প্রজা হইতে ধন গ্রহণ করিয়া সমাহিত হইয়া, যজ্ঞ বা যে কিছু কর্ম্ম করেন, সাধুগণ সেই রাজার প্রশংসা করেন। প্রজাগণ অপীড়িত ও সুখসংবৃদ্ধ হইয়া, যাহাতে দান করে, রাজা এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ধন গ্রহণপূর্ব্বক যত্ন করিবেন। সমুদ্র জলপূর্ণ হইলেও মেঘ যেমন তাহার প্রতি বারিবর্ষণ করে, ধর্ম্মাত্মা নরপতি, সম্পূর্ণ ধর্ম্ম থাকিলেও দান ও যজ্ঞ দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করিবেন। বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ ও পীড়িতের ধন রাজা, রক্ষা করিবেন। ভূগর্ভে লুক্কায়িত অপরের ধন ও অদত্ত হরণ করিবেন না। রাজা যদি কৃপণের ধন হরণ করেন, তবে তাঁহার রাজ্য ও যজ্ঞাদি সকল কার্য্যই বিনষ্ট হয়। বালকের হস্তস্থিত মিষ্টদ্রব্যের ন্যায় কৃপণ-ধন আপনি ও পর কাহারও ভোগ্য হয় না। যে রাজার রাজ্যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ক্ষুৎপীড়িত হইয়া অবসন্ন হন, সে রাজার জীবনে ধিক্। যে রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণেরা ক্ষুধায় অবসন্ন হন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শিবির যে বাক্য আছে, তদনুসারে সেই রাজা মনুষ্য-পদবাচ্য হন না। সে রাজ্যও রাষ্ট্রপদবাচ্য নহে; রাজার সহিত সেই রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। কামুক ও দস্যুগণ যে নৃপতির রাজ্য হইতে আক্রোশ-পরায়ণ পতি-পুত্রের সমক্ষে রোরুদ্যমানা রমণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করে, সে রাজা মৃত, কখন সে জীবিত হয় না। রক্ষণ ও ভরণ-পরাঙ্মুখ প্রজাদিগের ধন-বিলোপকারী অদাতা, নির্দ্দয় নরপতিকে প্রজাগণ বলপূর্ব্বক বিনাশ করিবে। যে ভূপতি "আমি তোমাদিগের রক্ষিতা" ইহা বলিয়া, আপনার বাক্য প্রতিপালন করিতে পারে না, প্রজাগণ মিলিত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করিবে। প্রজা রক্ষাভাবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যে সকল পাপ কার, আমাদিগের বিবেচনায় রাজা তাহার চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হন। অপর মুনিগণ বলেন, সেই সকল পাপের অর্দ্ধাংশ রাজগামী হয় এবং রাজার পালনে প্রজাগণ সুরক্ষিত হইয়া যে পুণ্যকর্ম্ম করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশ লাভ করেন। ১০৭—১২৮।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন,—হে ব্রহ্মসুতোত্তম! রাজা গুণবান্ ব্রাহ্মণোদ্দেশে দান করিতে ইচ্ছা করিলে, কোন্ কোন্ দ্রব্য দিবে ? সনৎকুমার কহিলেন,—শ্রেষ্ঠ ঋষি ও দেবগণ লোকতন্ত্র পরিজ্ঞান করিয়া, অন্নকেই অতিমাত্র প্রশংসা করেন; যেহেতু অন্নে সকলই প্রতিষ্ঠিত। অতএব সাধুগণ বিশেষরূপে অন্নদান করিতেই ইচ্ছা করেন; অন্নদানতুল্য দান কখন হয় নাই ও হইবে না। হে মুনে! অন্নই এই বিশ্ব ধারণ করিতেছে, অন্ন বলকারী; প্রাণী মাত্রেরই প্রাণ অন্নে প্রতিষ্ঠা করিতেছে। আপনার শুভাভিলাষী পরিবারবর্গের ক্লেশ দিয়াও ভিক্ষু ও মহাত্মা ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবে। যে ক্ষুধিত অন্নার্থী ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, তাহার পরলোকের মহোপকারী পুণ্যরূপ নিধি সঞ্চয় করা হয়। যিনি আপনার ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করেন, তিনি যথাকালে সমাগত শ্রমাতুর পান্থ অতিথিকে অন্নপান দ্বারা পূজা করিবেন। হে ব্যাস! শীলসম্পন্ন মাৎসর্য্যহীন মানব যাচকের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া অন্নদান করিলে, ইহলোক ও পরলোকে সুখভাজন হয়। ১—৮। যজ্ঞার্থ উপস্থিত অতিথিকে অভিনন্দন করিবার আবশ্যক নাই এবং তাহাকে কোন মতে তিরস্কার করিবে না। অধিক কি, চণ্ডাল বা কুকুরকে দান করিলেও বিফল হয় না। শ্রান্ত অপরিচিত পথিককে অপরিক্লেশে দান করিলে সমৃদ্ধি লাভ করে। হে মহর্ষে! যে ব্যক্তি পিতৃগণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও অতিথিকে অন্নদান করিয়া পরিতৃপ্ত করে, সে মহৎ পুণ্যফল প্রাপ্ত হয়। ঘোরতর পাপ করিয়াও যে ব্যক্তি অর্থীকে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ব্রাহ্মণকে দান করিলে, তাহা অক্ষয় হয়। শূদ্রকে দান করিলেও মহৎ ফল হয়। সকল বর্ণকেই অন্নপান দান করিলে, তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয়। অতিথির গোত্র, শাখা, স্বাধ্যায়, দেশ, কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না, যাচক ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিবে। অন্নদানকারীরা ইহকালে যেমন সন্তান-সন্ততি সমন্বিত মধুময়-বৃক্ষ হর্ম্য দান করে, সেইরূপ স্বর্গেও অভিলষিত-ফলপ্রদ ফলযুক্ত হর্ম্য বিতরণ করে। হে মহামুনে! অন্নদান

করিলে যে সকল লোক-প্রাপ্তি হয়, তাহা শ্রবণ কর। স্বর্গে সেই মহাত্মাদিগের নানা নিবেশরূপ, নানা কামযুক্ত ভবনসমূহ প্রকাশিত হয়। সর্ব্বাভিলষিতপ্রদ বৃক্ষনিচয় ভবনে অবস্থান করে। হেমবাপী, নির্ম্মল জলযুক্ত কূপ ও গৃহদীর্ঘিকা, গম্ভীর-নানাদী মৌক্তিকময় যান, প্রচুর ভোজ্যযুক্ত শৈল, উত্তম বস্ত্র, অলঙ্কার, ক্ষীরস্রাবী-নদী, অন্নের পর্ব্বত, শুভ্র প্রাসাদ, স্বর্ণরচিত উজ্জ্বল শয্যা, এই সকল দাতার হস্তগত হয়। অতএব অন্নপ্রদান করা উচিত। পুণ্যাত্মা অন্নদানকারী এই সকল লোকে গমন করেন। অতএব সকলেই অতিথিকে অন্নদান করিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই দানপ্রশস্তি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করায়, সেই শ্রাদ্ধীয়ান্ন পিতৃগণের অগ্রাহ্য হইলেও তাহার পিতৃগণ তাহা গ্রহণ করেন। ১—২২।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—জলদান সকল দান অপেক্ষা উত্তম; অতএব বাপী-কূপ-তড়াগাদি খনন করা উচিত। পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও লোক-সুখার্থ জলপূর্ণ জলাশয় উৎসর্গ করিলে তাহার পাপের অর্দ্ধাংশ নষ্ট হয়। যে জলাশয় খনন করে, তাহার বংশের সকলেই পাপমুক্ত হয়; যেহেতু তাহার জলাশয়ে গো, বিপ্র, সাধু ও সামান্য মনুষ্যেরা জল পান করে। যে নিদাঘকালে জলাশয় অবারিত রাখে, সে কখন দুর্গম ও বিষম কষ্ট প্রাপ্ত হয় না। তড়াগনির্ম্মাণের যে সকল গুণ, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। যে তড়াগনির্ম্মাতা, সে তিন লোকের সর্ব্বত্রই পূজিত হয় ও সূর্য্যের সহিত মিত্রতা লাভ করিয়া, সূর্য্যলোকে গমন করে এবং অতুল কীর্ত্তি লাভ করে। উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ তড়াগ নির্ম্মাণ করিলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গের ফল প্রাপ্ত হয়। চতুর্ব্বিধ প্রাণী উদ্দেশে তড়াগ উৎসর্গ করিবে। সর্ব্বপ্রকার তড়াগ উত্তম শ্রী বিতরণ করে। দেব, মানব, সর্প, রাক্ষস এবং স্থাবর প্রাণিবর্গ জলাশয় আশ্রয় করেন। মহাত্মগণ কহিয়াছেন, "যাহার জলাশয়ে অন্য ঋতুতে জল না থাকিলেও কেবল বর্ষাকালে জল থাকে, তাহারও অগ্নিহোত্রফল লাভ হয়। যাহার তড়াগে বর্ষাকাল হইতে শরৎকাল পর্য্যন্ত জল থাকে, নিশ্চয় তাহার গোসহস্রদান জন্য ফল হয়। হেমন্ত ঋতু অবধি জল থাকিলে সুবর্ণদান জন্য ফল ও শিশির ঋতু পর্য্যন্ত থাকিলে যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য ফল লাভ হয়। বসন্তকাল পর্য্যন্ত জলাশয়ে জল থাকিলে অতিরাত্রসাধক যজ্ঞানুষ্ঠানফল; গ্রীষ্ম পর্য্যন্ত জল থাকিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়। ১—১৩। নানাবিধ বৃক্ষ রোপণে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। যে মানব কান্তারে বিবিধ বৃক্ষ রোপণ করে, সে অতীত পিতৃগণ ও অনাগত বংশের উদ্ধার করে; অতএব বৃক্ষরোপণে যত্নবান্ হওয়া উচিত। বৃক্ষ রোপণ করিলে, বৃক্ষগণ রোপণকারীর পুত্রত্ব সম্পাদন করে। অতএব পরলোকে গত হইয়া, অক্ষয়লোকে গমন করে। বৃক্ষগণ পুষ্প দ্বারা দেবগণের, ফল দ্বারা পিতৃগণের, ছায়া দ্বারা অতিথিগণের পূজা ও তৃপ্তি সম্পাদন করে এবং মনুষ্যগণও ফল পুষ্প দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে। কিন্নর, উরগ, রাক্ষস, দেব, গন্ধর্ব্ব, মানব এবং ঋষিগণ বৃক্ষগণকে আশ্রয় করেন। অতএব বৃক্ষ ইহলোক ও পরলোকে ধর্ম্মতঃ পুত্র। তড়াগকারী, বৃক্ষরোপী, যজ্ঞানুষ্ঠায়ী বা সত্যবাদী দ্বিজ স্বর্গ হইতে হীন হন না। সত্যই পরমব্রহ্ম, সত্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, সত্যই অসাধারণ যজ্ঞ, সত্যই অদ্বিতীয় বিদ্যা। সত্য দেবলোকে জাগরণ করিতেছে। সত্যই পরম পদ। তপস্যা, যজ্ঞ, পুণ্য, দেব ঋষি ও পিতৃগণের পূজা, বৈদিক ধর্ম্ম এবং বিদ্যা সকলই সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যই যজ্ঞ, সত্যই দান, সত্যই মন্ত্র, সত্যই দেবী সরস্বতী, সত্যই ব্রতাচরণ, সত্যই ওঙ্কার। সত্যপ্রভাবে বায়ু গমনাগমন করিতেছেন, সূর্য্য তাপ দান করিতেছেন, অগ্নি দাহ করিতেছেন। স্বর্গও সত্যপ্রভাবে অবস্থান করিতেছেন। বেদ-চতুষ্টয়ের পালন ও সর্ব্বতীর্থাবগাহন জন্য পুণ্য সত্যবাদী প্রাপ্ত হয়। সত্যের গৌরব-পরীক্ষা নিমিত্ত তুলাদণ্ডের এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অপর দিকে সত্য ধৃত হইয়াছিল। তাহাতে অশ্বমেধ-সহস্র হইতে সত্যই অধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিল। সত্য হইতে দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণের প্রীতি হয়। মুনিগণ সত্যকে পরমধর্ম্ম, পরমপদ ও পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা সত্যবাদী হইবে। সত্যনিরত মুনিগণ দুষ্কর তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া চতুর্দ্দিকে অনুগামিগণে বেষ্টিত হইয়া অপ্সরোগণ-পরিবৃত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গগমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা সত্যবাক্য বলা উচিত, সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। অগাধ, সত্যরূপ তীর্থবিশিষ্ট, নির্ম্মল হ্রদে স্নান করিবে, সেই স্নানই শ্রেষ্ঠ স্নান। আপনার নিমিত্ত, পরের নিমিত্ত বা পুত্রের নিমিত্ত যে মানব মিথ্যা না বলে, তাহারাই স্বর্গগামী হয়। বেদ, যজ্ঞ ও মন্ত্র, নিত্যই ব্রাহ্মণে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু অসত্যভাষী হইলে কিছুই শোভা পায় না। অতএব সত্য আচরণ করিবে। ১৪—৩২। বেদব্যাস কহিলেন, হে মুনে! আপনি পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া তপস্যার ফল কীর্ত্তন করুন। যেহেতু সকল বর্ণের, বিশেষ ব্রাহ্মণের, তপস্যাই ধন। সনৎকুমার কহিলেন, সর্ব্বকামার্থ-সাধক, দ্বিজাতিগণের দুশ্চর তপস্যার প্রবৃৎসাবোধক অধ্যায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্যাই শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে ফল লাভ করা যায়। যাহারা তপস্যায় নিরত, তাহারা দেবতা-

দিগের সহিত প্রমোদ করিতে থাকে। তপঃ হইতে স্বর্গ, যশঃ, মুক্তি ও ব্রহ্ম লাভ হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সম্পত্তি, সৌভাগ্য, রূপ ও যাহা যাহা অভীষ্ট, সেই সকলই তপোবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তপস্যা না করিলে কখনই ব্রহ্মলোকে গমন করা যায় না। মনুষ্য যে কোন কার্য্য উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করে, তপোবলে ইহপরলোকে সেই সমস্তই লাভ করেন। সুরাপায়ী, পরদারগামী, ব্রহ্মহত্যা, বিমাতৃগামী, ইহারাও তপোবলে পাপবিমুক্ত হইয়া উদ্ধার লাভ করে। সর্ব্বেশ্বর মহাদেব, সনাতন বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অগ্নি, ইন্দ্র, ইহাঁরা ও তপোনুষ্ঠায়ী, ষড়শীতি সহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনি তপোবলে দেবগণের সহিত স্বর্গে হর্ষানুভব করিতেছেন। তপস্যা করিলে রাজ্যলাভ হয়। সুরেশ্বর ইন্দ্র প্রতিদিন তপোবলে সকলকে প্রতিপালন করিয়া বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। লোকহিতে নিরত চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ও গ্রহগণ তপঃপ্রভাবেই প্রকাশ পান। জগতে এমন সুখ নাই, যাহা তপস্যা ভিন্ন অন্য কারণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদবিদ্‌গণ বলেন, তপঃপ্রভাবেই সকল সুখ লাভ করা যায়। যিনি বন্য ফল মূল ভোজন করিয়া অরণ্যে তপস্যা করেন, তিনি সেই তপঃপ্রভাবে সকল দ্রব্য ও সকল সুখ ভোগ করেন। শুচি, দ্বিজোত্তম অধ্যয়নজনিত যে পুণ্য প্রাপ্ত হন; শুচি হইয়া একদিন বেদাধ্যয়ন করিলে তত্তুল্য পুণ্য লাভ করে। চন্দ্র ও সূর্য্য ব্যতীত জগৎ যেমন আলোকশূন্য হয়, সেইরূপ পুরাণ শাস্ত্র ব্যতীত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সার্ব্বকালিক-জ্ঞানসম্পন্ন তপোনিরত গুরু জ্ঞান, শাস্ত্রোপদেশ করিয়া শিষ্যকে নিরয় হইতে উদ্ধার করেন, অতএব গুরু পূজনীয়। সকল ব্যক্তি হইতে পুরাণজ্ঞ ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট দানপাত্র; যেহেতু তিনি নরক-পতন ত্রাণ করেন, অতএব তাঁহাকে পাত্র বলিয়াছেন। যিনি ধন, ধান্য, হিরণ্য ও বিবিধ বস্ত্র পাত্রকে দান করেন, তিনি উত্তম গতিলাভ করেন। যিনি গো, রথ, মহিষী, গজ ও সুশিক্ষিত অশ্ব শ্রেষ্ঠ পাত্রকে দান করেন, তাঁহার যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর;—তিনি সর্ব্বকামদায়ী অশ্বমেধ যজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ করেন। যদি সৎপাত্রকে ফলবতী ভূমি দান করেন, তিনি ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ, অধস্তন দশ পুরুষ ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া দিব্য বিমানারোহণ পূর্ব্বক শিবলোকে গমন করেন। দেবগণ পুরাণপাঠে যাদৃশ তুষ্ট হন, যজ্ঞানুষ্ঠান, (দেবসমীপে) নাটকাদির অভিনয়, উপহার-দান, পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিলে তাদৃশ তুষ্ট হন না। বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির ও ব্রহ্মমন্দিরে যে ব্যক্তি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন, তিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করেন। ইতিহাস ও পুরাণ পুস্তকের পাঠ করিলে, পুণ্য ও সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া, অন্তে সূর্য্যলোক ভেদ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করেন; তথায় শতকল্প বাস করিয়া ভূমণ্ডলে রাজত্ব লাভ করেন। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল উক্ত হইয়াছে, দেবতার নিকট পুরাণ পাঠ করিলে সেই ফল লাভ করা যায়। ভগবান্ মহেশ্বরের আয়তনে যত্নের সহিত ইতিহাস ও পুরাণ-পুস্তক পাঠ করিবে। ইহা ভিন্ন শিব ও অন্য দেবগণের প্রীতিকর আর কিছুই নাই। ১৫—৬২।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—এ বিষয়ে ইতিহাসজ্ঞগণ এই পুরাতন শুভপ্রদ ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি সনৎকুমার, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, এই ইতিহাস বলিলেন,—আমি একদা ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম; তাঁহাকে বহুমানপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে স্তব দ্বারা পূজা করিলে, তিনি মধুরবাক্যে আমাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। আমি সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া, এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম। একটী পুরুষ, বৈদূর্য্যময় বেদিযুক্ত, মণিমুক্তা-বিভূষিত, কিঙ্কিণী-জাল-শোভিত, কাঞ্চন-রচিত বিমানে আরোহণ করিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই পুরুষ আগমন করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ আসন হইতে উঠিয়া, সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "হে ধর্ম্মদর্শিন্! তুমি ত সুখে আগমন করিয়াছ? আমি তোমার দর্শনে প্রীত হইলাম। আমার আজ্ঞাক্রমে সমীপে উপবেশন কর, পরে পুনর্ব্বার যথায় স্বয়ং ব্রহ্মা অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিও।" এই কথা বলিলে, উৎকৃষ্ট-বিমানারূঢ় দিব্যাকার আর একটী পুরুষ ধর্ম্মরাজ-সন্নিধানে আগত হইলেন। ধর্ম্মরাজ প্রশ্রয়াবনম্র হইয়া, সেই বিমানস্থ পুরুষের পূজা করিলেন এবং প্রথমাগত মনুষ্যকে যেমন মধুর-বাক্য কহিয়াছিলেন, সেইরূপ মধুর-বাক্য কহিলেন। হে ব্রহ্মন্! আমি স্বয়ং ধর্ম্মরাজকে তাঁহাদিগের পূজা করিতে দেখিয়া, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে মনুষ্য প্রথমে আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন, ইনি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছেন যে, আপনি ইহার প্রতি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন? এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। আপনি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ হইয়াও যখন ইহাঁর পূজা করিলেন, তখন আমার এ কৌতূহল হইতে পারে এবং এই দ্বিতীয় ব্যক্তিরও তদ্রূপ পূজা করিলেন; আমার বিবেচনা হয়, ইহাঁরা অত্যন্ত পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, এখন বলুন এই দুই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য কে? আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকর্ত্তৃক সর্ব্বদা পূজিত হইয়াও যে এই দুই জনের তুল্য পূজা করিলেন, পূর্ব্বকৃত পুণ্যই ইহার হেতু। হে দেব! ইহাঁরা এমন কি কর্ম্ম করিয়াছেন [illegible] আপনার

নিকট শ্রদ্ধা-প্রাপ্তিরূপ দিব্য ফললাভ করিতেছেন? অনন্তর যম আমাকে কহিলেন, ইঁহারা যে শুভকর্ম্ম করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ১—১৭। পৃথিবীতে বৈদিশ নামে এক নগর আছে, সেই নগরে ধারাপাল নামক অতি বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। পূর্ব্বে কোন সময়ে পার্ব্বতী স্বীয় অন্যতম অনুচরকে ক্রোধে অভিশাপ দেন, "অরে তুই যেহেতু আমা ভিন্ন অন্য কোন রমণীকে. আমার স্বামীর সহিত সঙ্গত করিয়াছিস্, এইজন্য তুই দ্বাদশবর্ষ শৃগাল হইয়া থাকিবি।" সেই অনুচর ভগবতীর এই শাপে শৃগাল হইয়া, পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। গিরিরাজকন্যা ভগবতী পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, বিতস্তা ও বেত্রবতী নদীর সঙ্গমস্থলে তোমার শাপান্ত হইবে। ঐ শৃগাল সেই পবিত্র ক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক অনশন করিয়া, প্রাণত্যাগ করিয়া, দিব্য রূপসম্পন্ন হইয়া শিবসন্নিধানে গমন করিল। ধারাপাল সেই স্থানে এই আশ্চর্য্য ব্যাপাব দর্শন করিয়া, মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে শিবস্থাপন করিলেন এবং সেই মন্দিরে সমস্ত সুরগণের পূজা করিয়া, সেই মঙ্গলময় শিব-মন্দির পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোপকরণপূর্ণ সেই শিবায়তনে, ইতিহাস-পুরাণবাচক ব্রাহ্মণসমূহকে পূজা করিয়া, বিদ্যাসম্পন্ন মহামুনি বাচক ও পুরাণপুস্তকের গন্ধ-চন্দনাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক বিনয়াবনত হইয়া বাচককে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি এই স্থানে শিবসম্মুখে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছি, আর এই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় পুরাণ শ্রবণে উৎসুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন, আপনি একশত স্বর্ণনিষ্করূপ উত্তম বৃত্তি গ্রহণ করিয়া, সংবৎসর পুরাণ পাঠ করুন। অনন্তর বর্ষ পূর্ণ হইলে স্বীয় শ্রেয়ঃকামনায় আরও ধন দান করিব। এইরূপে সেই স্থানে পুণ্যপ্রদ পুস্তক-বাচন আরম্ভ হইলে, ষণ্মাস অতীত হইলেই সেই রাজা ধারাপাল আয়ুঃক্ষয় বশত মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। তখন মহাদেব ইঁহাকে স্বলোকে আনয়ন নিমিত্ত আমা দ্বারা বিমান প্রেরণ করিলেন। ইহাই পুণ্যাখ্যান-সংশ্রিত কর্ম্মের ফল। দেবগণ পুরাণ শ্রবণে যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, গন্ধ, পুষ্প, বলি, সুবর্ণ, হিরণ্য, বস্ত্র, গ্রাম ও নগর দান করিলেও তাদৃশ সন্তুষ্ট হন না। হে মুনিসত্তম! ইতিহাস-পুরাণ-শ্রবণে আমি যাদৃশী প্রীতি লাভ করি, সর্ব্বকামিক শ্রাদ্ধেও তাদৃশী প্রীতি লাভ করি না। কন্যাগত অপর পক্ষে শ্রাদ্ধ আমার প্রীতিকর বটে, কিন্তু পুস্তক-বাচনে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রীতি হয়। ১৮—৩৬। অথবা অধিক কি কহিব, পুণ্য-ব্যাখ্যান (পুস্তকবাচন) অপেক্ষা কিছুতেই আমার প্রীতি হয় না। আর এই যে পশ্চাদাগত ব্যক্তি, ইনি এই পুরেই বাস করিতেন। একদা সৎসংসর্গে উত্তম ধর্ম্মপুস্তক-পাঠ শ্রবণ করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে মহাত্মা বাচককে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক স্বর্ণদান করিয়াছিলেন। ইনি ইতিপূর্ব্বে লোভ বশত কখন কিছু দান করেন নাই। এই সৎপাত্র-দানফলে ইনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি এই বাচককে দান ও পূজা ব্যতীত কখন অন্য সৎকার্য্য করেন নাই। সেই কর্ম্মফলে অদ্য আমারও পূজাপাত্র হইয়াছেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক পুরাণ-পাঠকের পূজা করিলে, আমার এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্করের পূজা করা হয়। উত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা শ্রাদ্ধে বাচকের পূজা করিলে, সেই পূজায় আমি দেবপরিমিত পাঁচ বৎসর পূজিত হই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সৎকারপূর্ব্বক পুরাণ-বাচককে ভোজন করাইলে, দুই শত সংবৎসর পর্য্যন্ত আমার ও ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবগণের তৃপ্তি হয়। বাচক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণের স্বরূপ ও অস্তিত্বাদি নির্দ্দেশ করেন; অতএব তিনি প্রীত হইলে, সকল দেবতা প্রীত হন, তাহাতে সংশয় নাই। ধর্ম্ম-সাধন নিমিত্তই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, আদিত্য এবং গ্রহাদি পূজিত হন। দান, পূজা, জপ, হোম, বেদবিদ্যা, শৌচ, অহিংসা-ব্রত, উপবাস, ধৈর্য্য, মৌন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, সত্য, অক্রোধ, দান, ক্ষমা, দয়া, দম (অর্থাৎ বিষয় হইতে মনের বিমুখতা), বাপী কূপ তড়াগ ও প্রাসাদ-নির্ম্মাণ, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণ যজ্ঞ, তীর্থ ও বানপ্রস্থাদি শ্রেষ্ঠ আশ্রম এই সকলই ধর্ম্মসাধন বলিয়া মহাত্মগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। হে মুনিপুঙ্গব! ধর্ম্ম হইতে অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং ইহলোক ও পরলোকে যাহা কিছু সুখকর আছে, সকলই লাভ করা যায় এবং পাপকর্ম্ম হইতে কেবল দুঃখপ্রাপ্তি হয়। অতএব সুখ ধর্ম্মময়। ধর্ম্ম সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার। মুনি ও সিদ্ধগণের নিষ্কাম তপস্যা সাত্ত্বিক, দেবগণ সৎফলোদ্দেশে যে ধর্ম্ম করেন, তাহা রাজসিক ও দানবসমূহ কর্ত্তৃক হিংসাদি অসৎ-ফলোদ্দেশে যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামসিক। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি কর্ম্ম সকল কহিলাম। ইঁহারা সৎফলোদ্দেশে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, আর কোন কর্ম্ম করেন নাই। ৩৭—৫৬। সনৎকুমার কহিলেন,—আমি এই দুই মনুষ্যকে দেখিয়া ধর্ম্মরাজের নিকট তাঁহাদিগের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, হে দেবেশ! ইহা সত্য কিনা, আপনি বলুন। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক-পিতা পিতামহ ব্রহ্মা কহিলেন, তুমি যে দুই পুরুষকে দর্শন করিয়াছ, তাহারা অতি পুণ্যকারী। তুমি যে তাহাদিগের সন্দর্শন পাইয়াছ, ইহাতে তুমিও অতিশয় পুণ্যবান্, তোমার সদৃশ ব্যক্তি নাই। সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ধর্ম্মরাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; কদাচ

মিথ্যা নহে। হে পুত্র! আমার যে লোকপূজিত পঞ্চম মুখ ছিল, তাহা হইতে চতুর্দ্দিকে এই সকল পুরাণ নির্গত হইয়াছে। পুরাণ আমার যত প্রিয়, চতুর্ব্বেদ ও বেদাঙ্গও তত প্রিয় নহে। সকলেই শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া বাচককে নিত্যই বৃত্তিদান করুন। যাঁহারা পুরাণ শ্রবণ করেন, তাঁহারা পরমগতি লাভ করেন। হে সুব্রত! ইতিহাস-পুরাণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের স্বরূপ ফল-নিশ্চয়কারী। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের বিস্তার করিবে। যে অল্প জ্ঞান বশত উক্ত প্রকারে বেদ বিস্তার করিতে পারে না, বেদ তাহার নিকট প্রহার-ভয়েই যেন সঙ্কুচিত হন। এই যে গূঢ়ার্থ বেদ-চতুষ্টয়, ইহারই বোধ নিমিত্ত আমি পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছি। যে পুরাণ শ্রবণ করায় বা ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে, সে পরম পদ লাভ করে এবং বাচককে দক্ষিণা দান করিলে পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। সৎপাত্রে দান করিলে এ সকল আশ্চর্য্য নহে। তীর্থ-মধ্যে কেদার, ব্রতমধ্যে মহাব্রত, পর্ব্বতমধ্যে সুমেরু, পক্ষিমধ্যে গরুড়, নদী-মধ্যে গঙ্গা এবং দেবগণ মধ্যে মহাদেব যেমন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সকল পাত্রের মধ্যে পুরাণ-বাচক শ্রেষ্ঠপাত্র। যে নর ভক্তিপূর্ব্বক বাচকের পূজা করে, সমস্ত জগৎই তৎকর্ত্তৃক পূজিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সনৎকুমার কহিলেন, "অহো! যে নর পুরাণ শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য ও যিনি বাচককে ধনদান করিয়াছেন, তিনিই পুণ্যবান্।" ব্রহ্মা কহিলেন, এইরূপে প্রতিদিন দেবদেব মহাদেব-মন্দিরে যিনি পুরাণ শ্রবণ করান, তিনি পরমপদ লাভ করেন। ৫৭—৭৩।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন, মহাদান অতি প্রশস্ত; পাত্র উদ্দেশে মহাদান করিলে নিস্তার লাভ হয়। হিরণ্য-দান, গো-দান, ভূমিদান অতি পবিত্র; তাহা দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়কেই নিস্তার করে। এই সকল শ্রেষ্ঠ দান সকল পাপ বিনাশ করে। গো-দান, ভূমিদান ও বিদ্যাদান অতি প্রশস্ত এবং তিনটীই তুল্য; কিন্তু বিদ্যাদান পূর্ব্বোক্ত দুইটী অপেক্ষা অধিক ফল। বৃষ, গো, বস্ত্র, চর্ম্মপাদুকা, পানীয় ও অন্ন-যাচককে নিত্য দান করিবে। পীড়িত অর্থীকে সম্ভ্রমপূর্ব্বক দান করিলে মনস্বী (ইচ্ছানুরূপ সম্পত্তিমান্) হয়। অহঙ্কারশূন্য হইয়া শ্রদ্ধা-সহকারে দান করাই সর্ব্বযজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। বুদ্ধিমানেরাই এই যজ্ঞ করিয়া থাকেন। হে কালীতনয়! যে সকল বস্তু প্রতিগ্রহ করিলে ব্রাহ্মণ্য নাশ হয়, সেই মহাঘোর দান নির্দ্দেশ করিতেছি। অত্যন্ত আপদ্ ব্যতীত সেই সকল দান গ্রহণ করিবে না। মৃত-শয্যা, কৃষ্ণাজিন, আপনার পুণ্য দিয়া পরের পাপ গ্রহণ, চণ্ডাল দান, পতিত-দান, ম্লেচ্ছ-দান, অর্দ্ধপ্রসূত গো-দান, তুলাপুরুষ-ধান্যাদি দান, কুরুক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ ও কৃষ্ণতিল প্রতিগ্রহ এই দশটী দান নিন্দনীয়। যে জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ ইহার মধ্যে একটী প্রতিগ্রহ করে, সে ঘোর নরকে গমন করে। প্রস্তরে পদবিন্যাস করিয়া যেমন পঙ্ক হইতে উঠা যায়, সেইরূপ মৃতশয্যাদি দাতা গ্রহীতার স্কন্ধে পাপভার দিয়া আপনি উৎকৃষ্ট লোকে বাস করে। এই ঘোর দান-দাতা ও প্রতিগ্রহীতার পুণ্য-পাপ বলিলাম; এখন লোভাবিষ্টচিত্ত, ঘোর-দান-প্রতিগ্রহীতার গতি বলিতেছি। মনীষী ব্রাহ্মণ মহাঘোর দান প্রতিগ্রহ করিয়া যদি আপনার সদ্গতি ইচ্ছা করেন, তবে সেই সকল গৃহীত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। অশক্ত হইলে যথাশক্তভাবে দানলব্ধের অর্দ্ধ দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য করিবে। ১—১৪। এইরূপ করিলে ব্রাহ্মণ পাপভার-মুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ গতিলাভ করেন। কাঞ্চন, শ্বেত-তিল, হস্তী, কন্যা, দাসী, গৃহ, রথ, অশ্ব, ভূমি, কপিলা গো, এই দশটী দান মহাদান। জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ এই মহাদান গ্রহণ করিলে দাতাও আপনাকে নিঃসংশয় উদ্ধার করেন। সুবর্ণ প্রধান দান ও প্রধান দক্ষিণা; সুবর্ণ দান অপেক্ষা পবিত্র ও মহৎ স্বস্ত্যয়ন আর নাই। শত শত পাপকর্ম্ম করিয়াও ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ দান করিলে ঊর্দ্ধতন দশ পুরুষ, অধস্তন দশ পুরুষ এবং আপনি এই একবিংশতি পুরুষ উদ্ধার করা হয়। যে নর পবিত্রচিত্তে সুবর্ণ দান করেন, তিনি সমস্ত দেবতা-দানের ফল প্রাপ্ত হন; অতএব সুবর্ণও সমস্ত দেবতাদান-তুল্য। অগ্নিই সকল দেবতা, সুবর্ণ সেই সর্ব্বদেবময় অগ্নি; অগ্নির অভাব হইলে সর্ব্ববেদ-প্রমাণজ্ঞ মহর্ষিগণ বেদপ্রমাণ দর্শন করিয়া কাঞ্চন স্থাপনপূর্ব্বক কার্য্য করেন। সুবর্ণস্পর্শে অশুচি, অমেধ্য ও দুষ্টবস্তুও পবিত্র হয়। সুবর্ণ পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণের সর্ব্বদা প্রিয়। জল দ্বারা সকল বস্তুর শুদ্ধি হয়, সেই জল সুবর্ণস্পর্শে শুদ্ধিলাভ করে। অতএব অগ্নিসম্ভব সুবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ। যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয় কালে প্রজ্বলিত বহ্নিতে হোম করিয়া সুবর্ণ দান করেন, তিনি সকল অভিলষিত লাভ করেন। যিনি স্বর্ণদান করেন, তিনি সকল বস্তুদানের ফল প্রাপ্ত হন; অতএব স্বর্গে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করেন। স্বর্ণদাতা নরোত্তম সূর্য্যতুল্য, ভাস্বর, অপ্সরোগণপূর্ণ, গন্ধর্ব্বধ্বনি-নাদী, হংসবাহনযুক্ত, মনোবেগ-সম্পন্ন বিমানে আরোহণপূর্ব্বক দিব্যচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়া স্বর্গে ইচ্ছামত গমন করেন। অতএব পৃথিবীস্থ সমুদয় মানবেরই শক্তি অনুসারে সুবর্ণ দান করা উচিত। ইহা অপেক্ষা পাপ-বিমোচনকারী আর কিছুই নাই। [illegible]

চিতে সুবর্ণদান করেন, তিনি বহুসহস্র বৎসর দেবতার ন্যায় স্বর্গে প্রমোদ অনুভব করেন। ১৫—২১। ব্যাস কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি যে সকল বহুপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য কীর্ত্তন করিলেন, সে সকলই মঙ্গলপ্রদ ও প্রশস্ত; এখন ভূমিদান বিষয় কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করুন। আপনার নিকট শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালীন নরপতিগণ, যে অন্ন দান করিয়া ধরাধিপত্য লাভপূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবীকে ভোগ করিয়াছেন ও যে অন্ন-দানফল সমগ্র মহী ও পরকালে সুখলাভ হয়। হে ভগবন্! মনুষ্যগণের সম্পৎকর সেই দানের বিষয় কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার কহিলেন, প্রশস্ত সময়ে যোগ্যপাত্রে সকল প্রকার দানই সম্যক্ ফল দান করে। যে উত্তম দান করে, তাহার ফল এখন শ্রবণ কর। এ বিষয়ে ঋষিগণ একটী পুরাতন ইতিহাস বলিয়াছেন;—পূর্ব্বকালে চিত্ররথ নামক এক শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ অনুভব করিতেন। তিনি একদা উত্তম রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া বাহুবলে দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে জয় করিয়া স্বর্গে আপনার শাসন স্থাপন করিলেন। এইরূপে সচরাচর ত্রৈলোক্য পালন করত আপনার রাজ্য ও সুখসন্দর্শনে তাঁহার অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। আপনার ষট্সহস্র পুত্র, অক্ষয় কোশ, প্রজাদিগের অনুরাগ, অপরিমিত উৎকৃষ্ট বাহন, জনপদের বৃদ্ধি, অকাল-মরণের অভাব, ভার্য্যার সৌভাগ্য ও অসাধারণ সৌন্দর্য্য এই সকল চিন্তা করিয়া মনে করিলেন, "পূর্ব্বজন্মের ধর্ম্মবলেই আমার এত সমৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিলে অন্য জন্মে এইরূপ সম্পদ্ লাভ করিতে পারিব, ইহা ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করি।". এইরূপ চিন্তা করিয়া বসিষ্ঠ ঋষিকে কহিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রসাদে পৃথিবীতে আমার অব্যাহত রাজ্য, অপ্রতিম রূপ, সুন্দরী স্ত্রী, শরীরের আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, অসাধারণ দানশক্তি, শ্রী, অন্নপানসামর্থ্য—সকলই আছে; তত্রাপি কোনরূপ হানি নাই। সহস্র হস্তীর বল ধারণ করায় আমার শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে; সুসন্ততি, সুহৃত্ত, অনুরক্ত প্রজা, সকলই বর্ত্তমান আছে। আমার ধর্ম্মহানি নাই। পৃথিবী পালনের শক্তিও সম্পূর্ণ আছে। হে মুনে! আমি যাহা যাহা ইচ্ছা করি, সকলই করিতে পারি। এ সকলই আমি পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্মবলেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে পূর্ব্বজন্মে আমি কি ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছিলাম, তাহা বলুন। রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বসিষ্ঠ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! তুমি পূর্ব্বজন্মে নিন্দিত জাতি হইয়াও যে কার্য্য করিয়াছিলে, তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবীর মধ্যদেশে অবন্তী নামে নগর আছে, তথায় সর্ব্ববর্ণানুশাসক ধর্ম্মপাল নামক এক রাজা ছিলেন। তুমিও সেই নগরে স্বধর্ম্মানুবর্ত্তনশীল অতি নিকৃষ্ট জাতি বাস করিতে। সেই সময় সেই নগরীতে বহু বৎসর অনাবৃষ্টি বশত দুর্ভিক্ষ হইলে তুমি নগর ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিয়াছিলে। তুমি বনের ফলমূল গ্রহণ করায় ফলমূলাশী বহুব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর ও দুর্ব্বল হইয়াছিল। অনন্তর সমস্ত পৃথিবী, নিরন্ন ও বন ফলশূন্য হইলে তুমি ভার্য্যার সহিত ক্ষুৎপীড়িত হইয়া অঙ্গারকারক হইয়াছিলে। একদা ভার্য্যার সহিত বন হইতে প্রচুর কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় নিমিত্ত নগরে প্রবেশ করিয়াছিলে। তোমরা দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও কেহই তোমাদিগের কাষ্ঠ ক্রয় করে নাই। অনন্তর তোমরা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সায়ংকালে এক শ্রেষ্ঠ বণিকের গৃহাঙ্গনে হোমকারী ব্রাহ্মণগণের ধ্বনি শুনিয়া সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক শীত নিবারণ জন্য কাষ্ঠসমূহ প্রজ্বলিত করিয়াছিলে। সেই দিন মাঘমাসের পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। ৩০—৫৫। তখন সেই বণিক্ উপবাসী থাকিয়া সমাদরে ও ভক্তিসহকারে বিষ্ণুপূজা করিয়া এক শত পল স্বর্ণময়ী পৃথিবী দান করেন। হে রাজন্! পূর্ব্বজন্মে সেই চাণ্ডালরূপী তোমরা উভয়ে স্বর্ণ-পৃথ্বী-দান-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিয়াছিলে, হায়! আমরা পুণ্য করি নাই, যে এরূপ হইব। রাজন্! তাহার ফলেই তোমার উত্তম অভ্যুদয় হইয়াছে। সেই ধর্ম্মফলে তুমি রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব সম্প্রতি কেবল দান কর। যদ্দ্বারা তুমি দেবদুর্লভ অমরলোকে গমন করিতে পারিবে। হে রাজেন্দ্র! এই তোমার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, অতএব তুমি সর্ব্বকামদায়িনী পৃথিবী দান কর। পৃথিবী দান করিলে, কখন স্বর্গ হইতে চ্যুত হইবে না। যাহারা স্বর্ণময়ী পৃথ্বী দান করিতে দর্শন করে, তাহারাও সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া, শ্রেষ্ঠগতি লাভ করে। হে ভূপাল! তোমার মঙ্গল হউক, শ্রবণ কর; যাহারা সপর্ব্বত-দ্বীপা ধরাকে দান করিতে দেখিয়া মনে মনে সেইরূপ দানের সঙ্কল্প করে, তাহাদিগেরও যে পুণ্য হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৫৬—৬৪। পৃথু নামক মহাবলশালী সার্ব্বভৌম এক নরপতি দেব, অসুর ও রাক্ষসগণের পার্থিব-ক্ষেত্র ভোগ করিতেন। ভূতলে মুনিগণ, স্বর্গে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ এবং রাক্ষসগণ অনবরত তাঁহার কীর্ত্তিগান করিতেন। তিনি দয়া করিয়া যাহা দিতেন, অন্য রাজগণ তাহাই উপজীবন করিতেন। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয়, ত্রৈলোক্য-মধ্যবর্ত্তী সেই, সমস্ত স্থানই পৃথুর রাজ্য। তিনি সর্ব্বরত্নযুক্ত সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীকে ধর্ম্মপ্রমাণে শাসন করিয়াছিলেন, তত্রাপি অধর্ম্ম দৃষ্ট হইত না। তাঁহার রাজ্যে কোন ব্যক্তি অন্যায়কারী, অপবিত্রচিত্ত বা তস্কর, অধিক কি, ঈতি অর্থাৎ মূষিকাদির উৎপাত ছিল না। তিনি বহুর অপ্রতাপ দ্বারা সর্ব্বজয়

পৃথিবীর বন্ধুরতা নাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার এতাদৃশ উৎসাহ, বল ও রূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। অনন্তর রাজমহিষী স্বামীর সমৃদ্ধিতে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া "কিরূপে অন্য জন্মেও আমাদিগের এইরূপ সম্পদ্ হইবে" ইহা বারংবার চিন্তা করিয়া শেষে পৃথুকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বেণতনয় পৃথুও এ বিষয় স্থির নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজা সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গবগণ! যদি আপনারা আমার প্রতি সানুগ্রহ হন, তবে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর দান করুন। আপনাদিগকে সুপ্রসন্ন দর্শন করিতেছি, অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বোপকারী মহাশয়গণ! এ বিষয়ে উত্তরদান করুন।৬৫—৭৬। মুনিগণ কহিয়াছিলেন, হে মহীপতে! যে বিষয়ে তোমার মনে সন্দেহ বা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার যথাবৎ উত্তর করিব, তুমি জিজ্ঞাসা কর। হে নরশার্দ্দূল! তুমি সপ্তদ্বীপ মধ্যে উৎকৃষ্টরূপে প্রজাপালন করায় আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ বাধাচ্ছেদ, হিতকর ধর্ম্মের উপদেশ ও অহিত হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভোজন করে। ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে, আদিরাজ পৃথু কহিলেন, "আমি পূর্ব্বজন্মে কি সুকৃত করিয়াছি ও কে ছিলাম, আমার চার্ব্বঙ্গী পত্নীই বা কোন্ কার্য্য করিয়াছেন, যাহা হইতে আমাদিগের এই দুর্লভ বৃদ্ধি হইয়াছে? চার-লোকই আমার অপ্রতিহত, সমস্ত রাজমণ্ডল বশীভূত, অনন্ত কোশ, অতুল্য বল, শরীরের উত্তম আরোগ্য, দেহের এতই তেজ যে, কোন দেবতা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সেই আমি আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করি এবং আমার অনিন্দিতা পত্নী সৌন্দর্য্যে সকলকে অতিক্রম করিয়াছে; আমরা পূর্ব্বে কি কর্ম্ম করিয়াছি, এই সমৃদ্ধি লাভ যাহার অশেষ ফল? নরেন্দ্র ঋষিগণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ভূপতির পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিবার জন্য মরীচিকে নিযুক্ত করিলেন। প্রজাপতি-পুত্র মরীচি, ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া সুচির-কাল যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক আদিরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। বক্তব্য চিন্তা শেষ হইলে, সেই যতব্রত মহর্ষি রাজাকে কহিলেন, হে ভূপাল! তুমি যে কর্ম্মফলে ভার্য্যার সহিত এই সকল সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছ, তাহা অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি পূর্ব্বজন্মে পরহিংসা-পরায়ণ শূদ্র ছিলে, তোমার পত্নী নিতান্ত পতিব্রতা ছিলেন। নিত্যই তোমার চিত্তানুবর্ত্তন ও তোমার শুশ্রূষায় নিরত থাকিতেন। তুমি নিঃস্ব হইয়া পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলে। পত্নীকে ত্যাগ করিলেও এই অনিন্দিতা কখন তোমাকে ত্যাগ করেন নাই। এক সময় তুমি এই সাধ্বী ভার্য্যার সহিত অযোধ্যা নগরে এক বৃষল ধনীর বিষ্ণু-মন্দিরে হেমময়ী পৃথ্বী লইয়া গিয়াছিলে এবং ভক্তিপূর্ব্বক সেই পুণ্যাকাঙ্ক্ষী দাতার গৃহসম্মার্জ্জনাদি পরিচর্য্যা করিয়াছিলে এবং সেই ধর্ম্মপরায়ণ দাতার শুশ্রূষার পরই তোমার পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর দাতার স্বর্ণধেনু-দানকালে তুমি সর্ব্বকামপ্রদ কর্ম্ম করিয়াছিলে। হে রাজন্! সেই কর্ম্মফলেই তুমি এই রাজ্য ও অশেষ জগৎ প্রাপ্ত হইয়াছ। এইরূপে শূদ্রতা-নিবন্ধন তুমি তাহার কর্ম্মপরায়ণ হইয়া, তাহার কর্ম্মে অত্যন্ত আসক্তি বশত এই শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছ। কিন্তু যে ব্যক্তি হেমময়ী পৃথ্বী দান করে, তাহার ফল কি বলিব? সে ঊর্দ্ধতন শত ও অধস্তন শত পুরুষ উদ্ধার করে। যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী থাকে, ততদিন সেই পাপশূন্য নর স্বর্গ হইতে চ্যুত হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের যাহা যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়। হে রাজন! এই উত্তম পৃথিবী-দান বলিলাম। যে মনে মনেও পৃথিবী দান করিতে ইচ্ছা করে, সে স্বর্গে গমন করে। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই দান প্রশস্তি শ্রবণ বা পাঠ করে, সেও সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে। ৭৭—১০৩।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—প্রতাপশালী বেণপুত্র নরপতি পৃথু ইহা শ্রবণ করিয়া, যে দ্রব্য নির্ম্মিত যৎপরিমিত হেম মহী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও যে কালে তাহা দান করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। সনৎকুমার কহিলেন, হে ব্যাস! এই জগতে উত্তম, মধ্যম ও অধম মানব আছে। তাহারা সকলে শক্তি অনুসারে উত্তম, মধ্যম, অধম পৃথ্বী দান করিলে, সম্যক্ দানফল প্রাপ্ত হইবে। লক্ষ, সহস্র, শত সুবর্ণ দ্বারা এবং দরিদ্র পঞ্চাশৎ সুবর্ণ দ্বারাও এক-হস্তা, দ্বিহস্তা বা ত্রিহস্তা পৃথ্বী নির্ম্মাণ করিবে। অত্যন্ত অশক্তও উত্তম তাম্র দ্বারা পৃথ্বী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে এবং পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ-রজঃ প্রক্ষেপ করিবে। রত্নের অভাব হইলে ভূ-পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূন-পরিমাণ পর্ব্বতে হৈমরজ দিবে। সেই পৃথ্বীর মধ্যস্থানে মেরু, পূর্ব্বদিকে মন্দর ও মেরুর দক্ষিণদিকে গন্ধমাদন, পশ্চিমভাগে নীল-পর্ব্বত, উত্তর-দেশে বিপুল-পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিবে। মেরুর ঊর্দ্ধভাগে বৈদূর্য্য-মন্দিরে প্রচুর রত্নবিন্যাস করিবে। দক্ষিণে বিক্রম, পশ্চিমে মহানীল, উত্তরে পদ্মরাগ-রত্ন, তাহার অভাবে স্বর্ণ ও তাহারও অভাবে মৌক্তিকাদি দিবে। পূর্ব্বাদি-দিক্-ক্রমে কদম্ব, জম্বু, অশ্বত্থ ও শ্রীপর্ণী-পল্লব; তাহার অভাব হইলে, সর্ব্বত্র নাগবল্লীপত্র বিন্যাস করিবে। মেরুমন্দরাদির বাহ্য প্রদেশে লবণ-সমুদ্র কল্পনা করিয়া হবিষ্য-লবণ দ্বারা সমুদ্র-স্থান পরিপূ

করিবে। লবণ-সমুদ্রের বাহ্য প্রদেশে প্লক্ষদ্বীপ ও ইক্ষু-সমুদ্র করিয়া ইক্ষুরসে সেই সমুদ্র পূর্ণ করিবে। তৎপরে শাল্মলী দ্বীপ ও সর্পিঃ-সমুদ্র নির্ম্মাণ করিয়া, ঘৃত দিয়া সেই সমুদ্র পূর্ণ করিবে। তৎপরে কুশদ্বীপ ও দধি-সমুদ্র প্রস্তুত করিয়া দধি দ্বারা সেই দধিসমুদ্র পূর্ণ করিবে। তদ্বাহে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ ও দুগ্ধ-সমুদ্র, তৎপরে শাকদ্বীপ এবং মধু-সমুদ্র নির্ম্মাণ করিয়া মধু দ্বারা সেই সমুদ্র পূর্ণ করিবে। তদন্তে পুষ্কর-দ্বীপ অবস্থিত। অনন্তর সলিল দ্বারা পুষ্কর-দ্বীপ পূর্ণ ও পদ্ম দ্বারা উপশোভিত করিবে। এইরূপ করিয়া সকল প্রকার স্বর্ণ-পৃথ্বীকে বেদিকায় স্থাপন করিবে। ১—১৫। হে বেদব্যাস! আমি এই ভূমিদান সংক্ষেপে বলিলাম। অযুতবর্ষ বলিলেও সবিস্তরে ইহা বলা যায় না। এক হস্ত-পরিমিত কুণ্ড খনন করিয়া যব সিদ্ধার্থক (শ্বেতসর্ষপ) যুক্ত তিল দ্বারা মহা-ব্যাহৃতি পাঠপূর্ব্বক হোম করিবে। স্ব স্ব বৈদিক মন্ত্র দ্বারা দিক্‌পাল ও গ্রহদিগের এবং "ইদং বিষ্ণুঃ," "তদ্বিষ্ণোঃ" "তদ্বিপ্রাস," এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা বিষ্ণুর হোম করিয়া (বসোঃ পবিত্রং) ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় দ্বারা বসু-হোম, অনন্তর প্রাবাহুতি প্রদানপূর্ব্বক "পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণু ও পৃথিবীকে তন্মধ্যে পূজা করিবে। বিষ্ণুপূজার মন্ত্র—"হে পৃথিবী ও পর্ব্বতের আধার! তুমি পৃথিবী মধ্যে প্রধান বলশালী, সকলের আশ্রয় ও অনন্তপুরুষ, তুমি দেবগণকর্ত্তৃক সম্পূজিত, আমি তোমাকে পূজা করিতেছি, আমার অভিমত দান কর। তুমি পৃথিবীর সৃজন করিয়াছ ও বরাহরূপে তাহা ধারণ করিয়াছ, তুমিই পৃথিবীর দাতা ও প্রতিগ্রহীতা, তোমাকে এই হেমময়ী পৃথ্বী দান করিলাম, গ্রহণ করিয়া আমার অভিপ্রেত দান কর।" এইরূপে যথাশাস্ত্র বস্ত্র ও আভরণ দ্বারা পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে স্বস্তিবাচন করিয়া, "ধরণীধর প্রীত হউন" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর। অতীত শত পুরুষ উদ্ধার করিয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের কাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করে। অনন্তর ভূতলে একাতপত্র রাজ্য প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাহার ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় এবং এই দানপ্রভাবে ক্রমশ মুক্তিলাভ করে। ১৬—২৩।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—তপস্যা ব্যতীত শুদ্ধদানবলে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয় কিনা, এ বিষয়ে আমার সংশয় হইয়াছে; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব তাদৃশ দান আছে কিনা, তাহা বলুন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে সকল দান বলিয়াছেন, সেই সমস্ত বলুন,—পুরুষ যে দানপ্রভাবে সদ্য নিষ্পাপ হয়। সনৎকুমার কহিলেন, মনুষ্য অশেষ পাপ করিয়া যে তপস্যা দ্বারা নিজ দেহ শোধন করিলে কালে সেই পাপ বিনষ্ট হয়, ইহা তোমাকে স্পষ্ট বলিয়াছি। মনুষ্যগণের দেহ মধ্যে বিদ্যমান প্রাণই জীব এবং বাহ্য জীব ধন। এই উভয়ের তপস্যা ও দান দ্বারা পীড়ন করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। অতএব হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! তুমি এখন জিজ্ঞাসা কর, আমি তাহার উত্তর দিতেছি। ব্যাস কহিলেন, এই কলিযুগে মনুষ্যগণ সদাচারহীন নানা পাপনিরত এবং মূঢ় হইবে। সেই পাপে তাহাদিগকে রৌরবাদি নরকে যাতনা ভোগ করিতে হইবে। সেই নরকসমূহে গম্ভীর কান্তার আছে। হে দ্বিজ! দান ও তপস্যা কি করিলে সেই যাতনা নাশ ও দুষ্পার ও দুর্গম কান্তার দর্শন করিতে না হয়, তাহা বলুন। সনৎকুমার কহিলেন—শ্রবণ কর; যাদৃশ কর্ম্মকারিগণ সেই কান্তার দর্শন করে না, হে সুব্রত! সেই পাপনাশন গুহ্যকর্ম্ম বলিতেছি। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে সমাহিত হইয়া গন্ধ, পুষ্প ও উত্তম নৈবেদ্য দিয়া ভগবান্ অচ্যুতের পূজা করিবে। প্রস্থপরিমিত কৃষ্ণতিল দ্বারা গুণান্বিত গজ এবং সুবর্ণময় ধেনু ও বৎস নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিকে উত্তম দীপ দান করিবে। মুক্তাফলময় গজনেত্র, বিদ্রুমের আবরণযুক্ত রৌপ্যময় দন্ত, সুবর্ণতিলক, কর্ণদেশে চামরদ্বয়, কাংস্যময় ঘণ্টাদ্বয়, ক্ষৌম দ্বারা কক্ষা, কুম্ভদেশে মৌক্তিক, মস্তক সিন্দূরে আবৃত বিচিত্র-বস্ত্রাচ্ছাদিত, মুক্তামালায় বিভূষিত এইরূপ গজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ভূষণ দিয়া কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, ছত্র, জলাদিপাত্র, আসন ও দর্পণ দান করিবে। শক্ত হইলে এই সকল বস্তু সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে; ধনের শঠতা করিবে না। ১—১৪। তাহার অগ্রভাগে অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া কুঙ্কুম দ্বারা সেই পদ্ম পূর্ণ করিবে। অনন্তর কর্ণিকা স্থানে বিষ্ণু, মহাদেব ও বিশ্বকর্ত্তা বিধাতার পূজা করিয়া পূর্ব্বদলে "মেঘস্বরূপ দেবপতি মরুত্বান্‌কে নমস্কার" এই মন্ত্রে ইন্দ্রের, "হব্যবহনকারী হুতাশন বহ্নিকে নমস্কার" এই মন্ত্রে অগ্নির, "পিতৃপতি শাসনদায়ী যমকে নমস্কার" এই মন্ত্রে যমের, "নিরয়-সন্নিধানে পিতৃলোক-পার্শ্বে যিনি বিদ্যমান, সেই নির্ঋতিনাথ ধর্ম্মকে নমস্কার" এই মন্ত্রে নৈর্ঋতের, "ভবভীতগণের পীড়া-নাশকারী জলপতি বরুণকে নমস্কার" এই মন্ত্রে বরুণের, "হরিণ-বাহন জগতের আয়ুঃস্বরূপ বায়ুকে নমস্কার" এই মন্ত্রে বায়ুর, "উচ্ছলিত গর্ব্ব ও মদ-যুক্ত ধনাধিপতি কুবেরকে নমস্কার" এই মন্ত্রে কুবেরের, "পশুপতি সর্ব্বেশ্বর শিবকে নমস্কার" এই মন্ত্রে শিবের, "দুর্গম স্থান হইতে রক্ষাকারী বিশ্বরূপ সুখদাতা ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণুকে বারংবার

নমস্কার করি" এই মন্ত্রে কান্তারপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের পূজা করিবে। অনন্তর সর্ব্বার দেবদেব বিশ্বপতি ভগবান্ বিষ্ণুকে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে, "হে প্রভো! কেশব! আমি যাহাতে এই গজে আরোহণ করিয়া দুর্গম কান্তারমার্গে সুখে গমন করিতে পারি, তাহা কর। ভদ্রঘট, কামধেনু, কল্পবৃক্ষ ও চিন্তামণি যেমন সর্ব্বকামদ, সেইরূপ এই হস্তীও আমার সর্ব্বকামদ হউক।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শক্তি অনুসারে হিরণ্যরত্ন ও সর্ব্বাভরণশোভিত সেই হস্তী ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অনন্তর দাতা রাত্রিকালে আহার করিবে ও প্রদত্ত গজে প্রদীপ দান করিবে। কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতেও এই দান বিহিত। যে নর শক্তি অনুসারে যথাশাস্ত্র এই দান করেন, তি'ন যমমার্গের ভয় ও নরক দর্শন করেন না, সমস্ত পাপরাশি বিনাশ করিয়া বন্ধু ও সুহৃজ্জনের সহিত, যতদিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্র থাকেন, ততদিন স্বর্গে ক্রীড়া করেন। হে মুনিসত্তম! জ্যেষ্ঠপুষ্করে শত-কপিলা-দানের ফল আর একটীমাত্র কান্তার গজদানের ফল সমান। উভয়মুখী শত গোদান এবং কান্তার-গজদান সমফল। হে নরশ্রেষ্ঠ! রাহুগ্রস্তদিবাকরে পৃথিবী দান করিলে যে পুণ্য হয়, কান্তার-দানে তাহা পাইতে পারে। শতবার কৃষ্ণাজিন-দানে যে পুণ্য হয়, তৎসমস্ত পুণ্যই কান্তার-হস্তী দান করিলে পাওয়া যায়। সাধারণ-হস্তী, অশ্ব, রথ এবং ধেনুদানে যে ফল হয়, তৎসমস্ত ফলই কান্তার-হস্তিদানে পাওয়া যায়। তিলধেনু, ঘৃতধেনু এবং জলধেনু-দানে যে পূর্ব্বোক্ত ফল লাভ হয়, ঐ সব বস্ত্র-নির্ম্মিত কান্তার-হস্তিদানে তদপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কান্তার-গজের এই সব বিশেষ বিবরণ জানিয়া গজশ্রেষ্ঠকে পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সেই কান্তারহস্তী দান করিবে। "হে অষ্টদিগ্‌হস্তীর ঈশ্বর! হে কান্তার-হস্তিস্বরূপ পরমেশ্বর শিব! আপনাকে নমস্কার। এই কান্তার-হস্তিদানফলে কান্তারকারী প্রভু নারায়ণ যেন প্রীত হন।" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বহু কুটুম্বসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে কান্তার-গজ দান করিবে। তাহাতে পাপনাশ, পুণ্যবৃদ্ধি, সুখ ও স্বর্গ লাভ হয়। এতৎপ্রকরণ পাঠে ও শ্রবণেও এই ফল। যে ব্যক্তি সতত "এই কার্য্য করিব" এইরূপ ভাবনা করে, তাহারও স্বর্গ লাভ হয়। ১৫—৩১।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, একদিন মাত্র মহাদেবের পূজা করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, এই সকল বিপুল ফল দান করেন। গুরুদিগের মুখনিঃসৃত বাক্য কখন বিফল হয় না; অতএব হে বদতাংবর! আপনি মহাদেবকে স্মরণ করিয়া বলুন, কোন্ পূজায় তাঁহার সন্তোষ হয়? সনৎকুমার বলিলেন, হে মহর্ষে! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা নহে। যথানিয়মে পূজা করিলে, মহাদেব একদিনেই প্রসন্ন হন। মহাদেবের ক্রীড়াদিনে (চতুর্দ্দশীতে) তাঁহাকে পূজা করিলে, তিনি সকল কামনা সিদ্ধ করেন। বহু ক্লেশ বৃথা, তাহাতে কোন ফল হয় না। রত্নবিক্রেতা যেমন অল্প কার্য্য করিয়াও ফললাভ করিয়াছিল, সেইরূপ অল্পকার্য্য দ্বারা ফলপ্রার্থনা করাই উচিত। ব্যাস কহিলেন, হে মহর্ষে! যে ব্যক্তি এই ব্রত করিয়াছিল, আপনি লোকহিত নিমিত্ত সংক্ষেপে তাহা বলুন। সনৎকুমার কহিলেন, পূর্ব্বযুগে জম্বুদ্বীপে অত্যন্ত ধার্ম্মিক শত অক্ষৌহিণীর অধিপতি এক নরপতি ছিলেন। তিনি অস্ত্রবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ, বেদশাস্ত্রার্থপারগ, ধর্ম্মিষ্ঠ, সত্যবাদী, বলশালী, দাতা, ভোগক্ষম ও অতিথিপ্রিয়। প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে উত্তম স্বর্ণ ও বস্ত্রাদি দান করিতেন। প্রাণীদিগের অর্থ ও রমণী প্রভৃতি যাহা যাহা অভিলষিত, সেই সমস্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিদিন দান করিতেন। মহীপতি শতানীক এইরূপে দীর্ঘকাল মঙ্গলময় রাজ্য শাসন করিয়া, সহস্রানীক নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। অনন্তর কালবশে রাজার মৃত্যু হইলে, সহস্রানীক কুলক্রমাগত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের সহিত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি রূপে চন্দ্রের ন্যায় ও প্রতাপে সূর্য্যের সদৃশ। শত্রুকেও প্রতিপালন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু তাঁহার পিতা ব্রাহ্মণকে যেরূপ দান করিতেন, তিনি সেরূপ করিতেন না। অনন্তর দীর্ঘকাল গত হইলে, ব্রাহ্মণগণ প্রতিগ্রহ না পাইয়া, রাজার নিকট আগমন করিলেন। সহস্রানীক ব্রাহ্মণদিগকে সমাগত দেখিয়া, যথাবিধি পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা নৃপতিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, হৃষ্টমানসে ভূপতিকে কহিলেন, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা একচিত্ত ও সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর। তোমার পিতা যে কোন ব্রাহ্মণকে দান, আচ্ছাদন ও ভোজন দ্বারা পূজা করিতেন, সকল ব্রাহ্মণই তোমার পিতা-কর্ত্তৃক স্বকীয় গৃহে অভিলষিত দ্রব্য ও সুখ প্রাপ্ত হইয়া, সংবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তোমার পিতা সদ্বুদ্ধি ছিলেন। ১—১৭। এখন তোমার রাজ্যে সেইরূপ ব্রাহ্মণ-সৎকার না দেখিয়া, দ্বিজগণ অন্যত্র গমন করিয়াছেন; কেবল আমরাই সপরিবারে খেদযুক্ত হইয়াও বাস করিতেছি। হে

নৃপোত্তম! শ্রবণ কর, এখন আমরাও দারিদ্র্যে প্রপীড়িত হইয়া অন্যত্র গমনে ইচ্ছুক হইয়াছি। ব্রাহ্মণদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, নরপতি সহাস্যে কহিলেন হে ব্রাহ্মণগণ! ন্যায়পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিলে, পরলোকে মহৎফল হয় সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে আমি কিছু কারণ বলিব। দান করিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়, অনন্তর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখী হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমার পিতা এখন কিরূপে স্বর্গে বাস করিতেছেন, ইহা জানিয়া, যথাযথ বলুন। ব্রাহ্মণগণ বজ্রপাত-তুল্য রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, নৃপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক দীনমানসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ধার্ম্মিক ভূপতি পঞ্চত্ব লাভ করিয়া, কোথায় অবস্থান করিতেছেন, আমরা কিরূপে জানিব? হে ব্যাস! হোমকারী ব্রাহ্মণগণ! এইরূপ বিচার করিতে করিতে বহুদিন যাপন করিলেন, তখন তাঁহাদিগের হোমাদি নিত্যকর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল, অতএব সূর্য্য নিতান্ত পর্য্যাকুল হইলেন। ধার্ম্মিক রাজগণ উত্তমরূপে প্রজাপালন করিলেও অনাবৃষ্টি হয়, তন্নিবন্ধন সুভিক্ষ ও মঙ্গল তিরোহিত হয়। অগ্নিতে আহুতিদান করিলে, তাহা সূর্য্য প্রাপ্ত হন; সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয় ও অন্ন হইতে সকল জগৎ তৃপ্তিলাভ করেন। ভগবান্ সূর্য্য এইরূপ চিন্তা করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের সন্নিধানে আগমন করিলেন ও তাঁহাদিগকে হিতোপদেশ দিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজগণ! কি নিমিত্ত তোমরা বিষণ্ণ হইয়া, নিত্যকর্ম্মের ন্যায় কোন নৈমিত্তিক কর্ম্ম ইচ্ছা করিতেছ? অবশ্য-কর্ত্তব্য পঞ্চযজ্ঞই অনন্ত ফলদায়ী। নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে যে ব্যক্তি অন্য ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া, নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসিদ্ধ দানাদি কার্য্য করে, তাহার সেই ইষ্টফল লাভ হয় না। অনেক তত্ততীর্থ সর্ব্বতোভাবে ফল দান করে শুনা যায়। কিন্তু নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তাহারা ফলদানে সমর্থ হয় না। হে বিপ্রগণ! পঞ্চযজ্ঞ চারি-আশ্রমবাসীর নিত্যকর্ম্ম এবং ভোগ ও মুক্তিদায়ক, অতএব তাহা কখন ত্যাগ করিবে না। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম অবলম্বন করিবে। নিত্যকর্ম্মের অবিরোধে নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিলে শতগুণ পুণ্য এবং কাম্য কর্ম্ম করিলে সহস্রগুণ পুণ্য লাভ করে। যে প্রতিগ্রাহী জপপরায়ণ ব্রাহ্মণ, মৃত নরপতির বৃত্তান্ত বলিবেন, তিনি এই পুরেই আগত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিকে সেই ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পত্তন ও পুরমধ্যে তাদৃশ ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর একস্থানে গমন করিয়া, ঊর্দ্ধবাহু, নিরবলম্বনে একপাদে অবস্থিত, তপোনিরত, বিপ্রপ্রধান ভার্গবকে দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া, প্রণিপাতপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূর্য্য পশ্চিম দিগবলম্বী হইলে সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, জপ ত্যাগ করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ ও অন্যান্য নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া উত্থিত হইয়া, উপবিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে দর্শন করিয়া পূর্ব্ববৎ কৃতাঞ্জলিপুটে পাদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহাদিগের পূজা করিলেন এবং ফলমূলে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া, ন্যায়ানুগত বাক্যে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ রাজার পিতৃবৃত্তান্ত-প্রশ্নরূপ দুর্ব্বৃত্ততা জ্ঞাপন করিলেন। ভার্গব ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন,—কি করিলে এখন ভাল হয়? আমি কি ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া, তপস্যায় নিমগ্ন হইব, অথবা ইহাদিগের ক্লেশনাশে যত্নবান্ হইব? অথবা ভয়ভীত প্রাণিদিগকে অভয়-দানই তপস্যা হইতে অধিক ধর্ম্ম; সকল প্রাণীকে দান ও একজনের প্রতি দয়া এই উভয়ের মধ্যে এক দয়াই প্রশস্ত। এরূপ চিন্তা করিয়া ভার্গব ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজ-পিতাকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণকে দক্ষিণদিকে গমন করিতে দেখিয়া, পথিপ্রদর্শন নিমিত্ত সূর্য্যও দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। ভার্গব তপোবলে শীঘ্রগামী সূর্য্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ১৮—৪৭। দিবাকর অষ্টাশীতি সহস্র যোজন পরিমিত যমমার্গ অতিক্রম করিলেন। সেই পথে জল নাই, অন্ন নাই, বৃক্ষচ্ছায়াজনিত সুখ নাই, কেবল দেব-দানবগণেরও দুঃসহ শীত, বাত ও অন্ধকার, তাহার অগ্রেই অষ্টাবিংশতি কোটি দুঃসহ নরক ক্রমশ অবস্থিত। সূর্য্যদেব তাহার মধ্যে গমন করিলেন। উদর দগ্ধ করিলে, কি শস্ত্র প্রহার করিলে, মানবগণ যেরূপ ক্রন্দন করে, বিপ্রপ্রবর ভার্গব, পাপকারীদিগের সেইরূপ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ ও ভয়ঙ্কর যাতনা দর্শন করিতে করিতে সেই মহাপথে গমন করিতে লাগিলেন। তখন এক দণ্ডপাণি ব্রাহ্মণ তাঁহার মার্গরোধপূর্ব্বক কহিল, ওহে ব্রাহ্মণ! আমার সেই শ্রেষ্ঠ দক্ষিণা না দিয়া কোথায় গমন করিতেছ? তুমি পূর্ব্বে কোন সময় আমাকে যে দক্ষিণা দিতে স্বীকার করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। ভার্গব ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এরূপ অভিহিত হইয়া স্মরণপূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন, "হাঁ, আমি তোমাকে "এক পুরাণ (কাহন) দান করিব" স্বীকার করিয়াছিলাম বটে, তুমি তাহাই প্রার্থনা করিতেছ? গৃহে গমন করিয়া, তাহা প্রদান করিব, এখন আমার নিকট হইতে, প্রস্থান কর।" ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিল, "পশ্চাৎ দিব" এইরূপ ব্যবহার মর্ত্ত্য-লোকেই আছে, এ স্থানে তাহা নাই। অতএব এখনই আমায় দক্ষিণা দাও।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ভার্গব কহিলেন, এখানে আমার

কিছুই নাই, তোমাকে কি দিব? ব্রাহ্মণ কহিলেন, তুমি যে সুকৃত আচরণ করিয়াছ, তাহাই তোমার প্রচুর ধন, তাহার অর্দ্ধ আমাকে দান কর। ভার্গব ধর্ম্মের অর্দ্ধ দান করিতে অস্বীকার করিলে, সূর্য্যদেব, তাঁহার ধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ দান করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ ষষ্ঠাংশ লইয়া প্রস্থান করিলেন। ভার্গবও অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক গোপাল সেই গমনশীল ভার্গবকে ধারণ করিল। সে গোরক্ষার বেতনস্বরূপ এক কাকিনী (পাঁচ গণ্ডা কড়ি) তাঁহার নিকট পাইত। কিন্তু অল্প বলিয়া লজ্জাক্রমে তাহা প্রার্থনা করিতে পারে নাই। ভার্গবও কালক্রমে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। অতএব সেও বলপূর্ব্বক ধর্ম্মের ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিল। ৪৮—৬১। এইরূপ বস্ত্রশোধক, তীর্থকার, বস্ত্রকার ও পবিত্র-সম্পাদক (পণ্ডা) এই চারি ব্যক্তিও ব্যবহারবলে তাঁহার সকল ধর্ম্মই গ্রহণ করিল। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নিস্তেজ হওয়ায় আর গমন করিতে শক্ত হইলেন না। তখন দিবাকর শীঘ্র কর দ্বারা তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক যে স্থানে রাজা নিরয়মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কুম্ভমধ্যে পচ্যমান নরপতিকে দর্শন করিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া শতানীককে কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে ষোড়শ মহাদান, রত্ন, বস্ত্র, বহুগ্রাম, নগর ও পুর প্রদান করিয়াছেন এবং মুনিগণও বলিয়া থাকেন, তপস্যা ও ভক্তিসহকৃত দান বলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। আপনি যে যমদূতগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যাতনা ভোগ করিতেছেন, ইহা কোন্ কর্ম্মের ফল, যদি বিদিত থাকে, তবে বলুন। রাজা একথা শুনিয়া কহিলেন, হে বিপ্র! এ বিষয়ে যথার্থ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি অন্যায়পূর্ব্বক পরের নিকট ধন গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে বহুধন বিতরণ করিয়াছি। সেই প্রজাপীড়ন বশত যে অগ্নি উত্থিত হইয়াছে, আমি প্রেত অবস্থায় সেই অগ্নিতে দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছি। হে ব্রহ্মন্! যদি আপনি আমার মুক্তি ইচ্ছা করেন, তবে শীঘ্র গমন করিয়া আমার পুত্রকে সাধুসঙ্গ করিতে কহিবেন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমার উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। রাজার এই বাক্য শ্রবণে ভার্গব আপনার, রাজার ও মনুষ্যগণের হিতনিমিত্ত সূর্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধুদিগের সন্দর্শন পুণ্যজনক, যেহেতু সাধুগণ তীর্থস্বরূপ। অথবা কালে তীর্থদর্শনাদির ফল হয়, কিন্তু সাধুদর্শন সদ্যই ফল দান করে।৭২—৭৫। যাহারা অকৃতপুণ্য, তাহাদিগের দেবতা, ব্রাহ্মণবিশেষ, সাধু-তপস্বীতে ভক্তি হয় না। যখন মনুষ্যের পাপক্ষয় হয়, তখন দান ও ধ্যানে বুদ্ধি নিমগ্ন হয়। আমি আপনাকে নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া জানিয়াছি, যেহেতু সকল নারকিগণ আপনার দর্শনেই সুখলাভ করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মহীন আমি আপনার নিকটে দেবতুল্য অবস্থান করিলেও কোন সুখ অনুভব করিতেছি না। অতএব যে ধর্ম্মবলে মানব পাপনাশ করিয়া স্বর্গে গমন করিতে পারে, এমন ধর্ম্ম যদি ভূতলে থাকে, তবে তাহা কিঞ্চিৎ বলুন। সংসারে নিপতিত লোক ক্ষেত্র-দার-গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া যে ক্লেশভোগ করে, যদি সেইরূপ সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তবে কি তাহারা স্বর্গ, মোক্ষ ও সুখ কিছুই প্রাপ্ত হয় না? দিবাকর ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বিপ্র! আমি লোকহিতকামনায় এ বিষয়ের যাথার্থ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বৃদ্ধিকারণ যে ধর্ম্ম, যাহার কীর্ত্তন এবং অনুষ্ঠান সফল, তুমি সেই ধর্ম্ম আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তাহা হইতে রসনা শুদ্ধি এবং নিঃসংশয় শুভাবহ বিধি প্রাপ্তি হয়। অতএব লোকের পক্ষে বিহিত যে ধর্ম্ম, তাহাই বক্তব্য। অতএব তোমাকে সেই ধর্ম্ম বলিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে সকল পাপক্ষয় হয়। চৈত্রমাস বৎসরের প্রথম, শিব ও অন্যান্য দেবগণের অতি প্রিয়; সেই মাসে দেবগণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ক্রীড়া করিতে আগমন করেন এবং প্রতি বৎসর পুনঃপুনঃ বিহার করিয়া সন্তোষলাভ করত স্বীয় লোকে গমন করেন। শঙ্করও বালরূপ ধারণ করিয়া কন্যারূপধারী প্রমথ ও ভগবতী গৌরীর সহিত চৈত্রমাসে পৃথিবীতে ক্রীড়া করেন। কার্ত্তিকমাসে যেমন দীপদান মহোৎসব করে, সেইরূপ যে মনুষ্য মহাদেবের ও অন্য দেবগণের দীপদান মহোৎসব ও নাট্যাদি মহোৎসব করে, তাহারা অতি পাপী হইলেও সেই দেবের লোকে গমন করে। অতএব কৃষ্ণচতুর্দ্দশী বা শুক্লচতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া মহাদেব উদ্দেশে ধেনু উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এরূপ করিলে পাপনাশপূর্ব্বক নিশ্চয় স্বর্গে গমন করে। ভার্গব সূর্য্যপ্রোক্ত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অমাত্য ও দ্বিজগণকে উত্থাপিত করিয়া রাজা সহস্রানীককে সকল কহিলেন। রাজা দ্বিজোত্তমের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট-মানসে তাঁহাকে রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধনার্জ্জন নিমিত্ত বিদেশে গমন করিলেন। ৭৬—৯৩। এক স্থানে পুষ্করিণী খনন হইতেছিল, রাজা বেতন গ্রহণপূর্ব্বক যতদিনে গোমূল্য ও ভার্গবোক্ত দানযোগ্য সুবর্ণ সঞ্চয় হইল, ততদিন তাহাতে কর্ম্ম করিলেন। অনন্তর রাজা ধনসঞ্চয়পূর্ব্বক মিত্র ও নৃপতিগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভার্গবোক্ত ব্রত ও দানশাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিলেন। ব্রতানুষ্ঠানের পর নরকাবস্থিত শতানীক পূর্ব্বপিতামহগণের সহিত অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে উত্তম বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিলেন। যিনি এই একাহ-সাধ্য ব্রতের সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি শঙ্কর-প্রসাদে পুরাকৃত

পাপ বিনাশপূর্ব্বক পূর্ব্ব পিতামহদিগের সহিত স্বর্গে গমন করেন। যে নর চতুর্দ্দশীতে উপবাস ও মহাদেবের পূজা করিয়া পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ধেনু দান বা তাহার অভাবে ঘৃতপূর্ণ পাত্রদান করে এবং ধেনুকে ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন, বস্ত্র ও ফল দান করে, সে পূর্ব্বকৃত দুরিত নাশপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করে, তাহাতে সংশয় নাই এবং চিরকাল রুদ্রলোকে বাস করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে ধর্ম্মশীল ভূপতি হয়। তাহাতেই সেই ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত পাপ দূর করিয়া স্বর্গ লাভ করে। অনন্তর রুদ্রলোকে বহুকাল বাস করিয়া এই পৃথিবীতে ধর্ম্মশীল রাজা হয়। সত্যযুক্ত হইয়া বসন্ত কালের একটী চতুর্দ্দশী পালন করিবে। মন্ত্রবিধান-ক্রমে শিব-সন্তোষকর দান সেই তিথিতে করিবে। যে ব্রাহ্মণ, মন্ত্রাধিক, তিনিই শুদ্ধতম; যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যও মন্ত্রাধিক, তাঁহারাও শুদ্ধ। বর্ণবাহ্য ব্যক্তিও মন্ত্রবলে পুষ্টিলাভ করে; দেব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃলোক এবং মনুষ্য সকলেই মন্ত্রাশ্রয়। মবলেই মনুষ্যগণ হইতে দেবতাদি তৃপ্তি প্রাপ্ত হন। মন্ত্রহীন হইলে দত্ত বস্তুও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। সনৎকুমার কহিলেন, আমি এ ব্রতের মন্ত্র সমুদয় পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা দ্বারাই ভগবান্ পিণাকপাণির পূজা করিবে। হে ব্যাস! চারি দিন কৃচ্ছ্র করিবে, তন্মধ্যে চতুর্দ্দশীতে উপবাস বিহিত। একাদশীতে একবার অন্ন ভোজন ও জল পান করিবে, দ্বাদশীতে অযাচিত করিবে, ত্রয়োদশীতে রাত্রিকালে ভোজন করিবে এবং চতুর্দ্দশীতে নিরাহার থাকিবে। পূর্ণিমাতে গো-দান করিলে সেই ফল লাভ করে। ৯৪—১০৭। যদি তুমি আপনার শুভ-ফলোদ্দেশে দান কর, তথাপি শিবপ্রীতি উদ্দেশেই তাহা দান করিলে সেই ফল পাইবে। এই ব্রতের সমগ্র দ্রব্যের অভাব হইলে যেরূপ করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। দ্বাদশ, ষট্ বা তিন, স্বর্ণপল এবং নিতান্ত দরিদ্র সার্দ্ধ পল দ্বারা পাত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা ঘৃতে পূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ সুবর্ণযুক্ত করিবে। অনন্তর তাহা বস্ত্র দ্বারা, তদভাবে সূত্রের সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া, "শিব প্রীত হউন" এই মন্ত্র এবং 'স্থাণু, ঈশ, জগন্নাথ, শূলপাণি, মহেশ্বর, ভূতনাথ মহাদেবকে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমার পাপ নাশ করুন। কপাল-মালা-ভূষিত, উত্তম খড়্গাধারী, জগন্নাথ, দেবশঙ্করকে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমার পাপ নাশ করুন। অর্দ্ধচন্দ্রধারী, সর্ব্বাভরণভূষিত দেব জগন্নাথকে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমার পাপ নাশ করুন। ত্রিশূলপাণি, ত্রিনয়ন, গঙ্গাধর উমাপতিকে প্রণাম করিতেছি, তিনি আমার পাপ নাশ করুন। যে রুদ্র আমার চিত্তগত ও বুদ্ধিগত এবং যে রুদ্র অহঙ্কার-প্রযোজক, সেই রুদ্র আমার পাপ নাশ করুন।" এই মন্ত্র দ্বারা শিবকে পূজা করিয়া দান করিবে। যাহারা আমাকে এইরূপে পূজা করে, তাহারা মহাফল লাভ করে, তাহারা সুরূপ, সুভগ, ভোগক্ষম ও ধনবান্ হয়। এইরূপে যাহারা চতুর্ম্মাসে উভয় পক্ষের চতুর্দ্দশীতে পূজা ও দান করে, তাহারা রাজা শতানীকের ন্যায় শতকুল উদ্ধার করিয়া পাপভার-শূন্য ও দেবপূজিত হইয়া শিবলোকে গমন করে। জলস্থিত লবণের ন্যায় তাহাদিগের, রাত্রি, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সন্ধ্যাকালে কর্ম্ম, মন ও বাক্য-কৃত সকল পাপ বিনষ্ট হয়। এইরূপে চাতুর্ম্মাস্য বিধানে যাহারা চতুর্দ্দশী-ব্রত করে, তাহারা রাজা শতানীকের ন্যায় কলিযুগেও স্বর্গগমনে সক্ষম হয়। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক একভক্ত, নক্তভোজন, অযাচিত-ভোজনপূর্ব্বক এই ব্রত করেন, তিনি অসংখ্য পুণ্যলাভ করেন। যে এইরূপে ভক্তিপূর্ব্বক চতুর্দ্দশীতে শঙ্করকে পূজা করিয়া নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক শুচি ও একচিত্ত হইয়া সমাহিত চিত্তে শিবের সহস্র নাম্ কীর্ত্তন বা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে। ১০৮—১২৫।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন,—হে মহর্ষে! আপনি লোকহিত নিমিত্ত, ইহলোক-পরলোকে ফলপ্রদ মহাদেবের সহস্রনাম সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার কহিলেন, হে মুনে! যাহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, সেই সর্ব্বপাপসমূহ-নাশক শিবসহস্রনাম শ্রবণ কর। আমি এই স্তব বলিতে শক্ত হই না, তাঁহার প্রসন্নতা বশত সেই স্তব আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়াছে। আমি তাঁহাকে স্তব করিলে তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, অনাদিনিধন সর্ব্বযোনি মহাত্মা অব্যক্তজন্মা শিবের নাম-সমূহের কিঞ্চিৎ বলিতেছি? সেই বরদ বরেণ্য বিশ্বরূপ জ্ঞানময় মহাদেবের পদ্মযোনিকর্ত্তৃক অভিহিত নামসহস্র শ্রবণ কর। যেমন দধি হইতে ঘৃত উদ্ধার করে, সেইরূপ পিতামহ ব্রহ্মা, ভগবানের অযুত নাম হইতে এই সহস্র-নাম বিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছেন। পর্ব্বতসমূহ মধ্যে হিমবান্ পর্ব্বত যেমন সার, সেইরূপ সকল নাম হইতে ইহা সার। এই সর্ব্বপাপাপহ, চতুর্ব্বেদ-পাঠতুল্য ফলদায়ক নামসহস্র যত্নের সহিত সংযত-মানস হইয়া পাঠ ও ধ্যান করিবে। এই নামসহস্র উৎপাত-শান্তিকর, পুষ্টিবিধায়ক, রক্ষোঘ্ন ও পবিত্রতা-সম্পাদক। ইহা ভক্ত, শ্রদ্ধাবান্ ও আস্তিকের নিকট বলিবে। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক ও অজিতেন্দ্রিয়কে বলিবে না। যে নর দুরাত্মা পিনাকপাণি দেবকে অসূয়া করে, হে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! সে পূর্ব্বপিতামহ-

গণের সহিত নরকে গমন করে। তাদৃশ পাপীও এই ধ্যানস্বরূপ যোগস্বরূপ নামসহস্র অন্তকালে জ্ঞাত হইলে পরম গতি লাভ করে। এই স্তব পবিত্র, মঙ্গল, পুণ্য ও কল্যাণপ্রদ। সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বস্তবের শ্রেষ্ঠ স্তব বলিতেছি। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বে এই স্তব প্রণয়ন করিয়া সকল স্তবের রাজা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। সেই অবধি মহাত্মা ঈশ্বরের দেবপূজিত এই স্তব স্তবরাজ বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছে ও সেই অবধি ব্রহ্মলোক হইতে অবতারিত হইয়াছে। যিনি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, অগ্ন্যাদি তেজ হইতে অধিক তেজস্বী, তপস্যা হইতেও তপস্যা, শান্ত হইতেও শান্ত, সকল দ্যুতি হইতেও শ্রেষ্ঠদ্যুতি, সকল যোগী অপেক্ষা প্রধান যোগী, কারণেরও কারণ, যাঁহা হইতে লোকের সম্ভব এবং নাশ হয়, সেই সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ অমিততেজা ঈশ্বর হরের অষ্টোত্তর শত নাম শ্রবণ কর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহা শ্রবণ করিলে তুমি সকল অভিলষিত লাভ করিতে পারিবে। ১—১৯। স্থির, স্থাণু, প্রভু, ভানু, প্রবর, বরদ, বর, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্ববিখ্যাত, সর্ব্ব, সর্ব্বকর, উদ্ভব, জটী, বর্ম্মী, শিখী, খড়্গী, সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বভাবন, হর, হরিণাক্ষ, সর্ব্বভূতহর, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নিয়ত, শাশ্বত, ধ্রুব, শ্মশানচারী, ভগবান্, খেচর, খেচরোত্তব, অভিবন্দ্য, মহাকর্ম্মা, তপস্বী, ভূতভাবন, উন্মত্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, সর্ব্বলোক-প্রজাপতি, মহীরূপ, মহাকায়, সর্ব্বরূপ, মহাশন, বিশ্বরূপ, বিরূপ, বিশ্বভুগ, বামন, মনু, লোকপালান্তর্হিতাত্মা, প্রসাদ, হয়গর্দ্দভী, পবিত্র, মহান্, নিয়ম, নিয়মাশ্রয়, সর্ব্বকর্ম্মা, স্বয়ম্ভূ, অনাদি, আদি, অব্যয়, সৌম্যরূপ, বিশালাক্ষ, সোম, নক্ষত্রসাধক, চন্দ্র, সূর্য্য, শনি, কেতু, গ্রহ, গ্রহপতি, বর, অত্রি, অত্র্যালয়, কর্ত্তা, মৃগবাণার্পণ, অনঘ, মহাতপা, দীর্ঘতপা, অদীন, দীনসাধক, সংবৎসরকর, মন্ত্র, প্রমাণ, পরমতপ, যোগী, যাজ্য, মহাবীজ, মহামাত্র, মহাতপা, সুবর্ণরেতা, সর্ব্বজ্ঞ, সুবীজ, বৃষবাহন, দশবাহু, অনিমিষ, নীলকণ্ঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, স্বয়ংশ্রেষ্ঠ, বলি, বৈরোচন, অরিহা, গণকর্ত্তা, গণপতি, দিগ্বাসা, কাম্য, পরম-পবিত্র, মন্ত্র, সর্ব্বভাবহর, হর, কমণ্ডলুধর, ধন্বী, বাণহস্ত. প্রতাপবান্, অশনি, শতঘ্নী, খড়্গী, পট্টিশী, আয়ুধী, মহান্, স্রুবহস্ত, সুরূপ, তেজ, তেজস্কর, উষ্ণীষী, সুবক্ত্র, অত্যুগ্র, বিনত। ২০—৩৩। দীর্ঘ, হরিকেশ, সতীর্থ, কৃষ্ণ, শৃগালরূপ, সর্ব্বার্থ, মুণ্ড, কুণ্ডী, কমণ্ডলু, অজ, মৃগরূপ, গন্ধমালী, কপর্দ্দী, ঊর্দ্ধরেতা, ঊর্দ্ধলিঙ্গ, ঊর্দ্ধশায়ী, নভস্তল, ত্রিজটী, চীরবাসা. রুদ্র, সেনাপতি, বিভু, অহশ্চর, নক্তং, তিগ্ম, মন্যু, সুবর্চ্চস, গজহা, দৈত্যহা, লোক, লোকধাতা, গুণাকর, সিংহ-শার্দ্দূলরূপী, আর্দ্রচর্ম্মা, ধংধর, কালযোগী, মহানাদ, সর্ব্বাবাস, চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, ভূতচারী, মহেশ্বর, বহুভূত, বহুধন, সর্ব্বাধার, অমিতগতি, নৃত্যপ্রিয়, নৃত্যতৃপ্ত, নর্ত্তক, সবিলাস, ঘোষ, মহাতপা, প্রাংশু, নিত্য, গিরিচর, নভ, সহস্রহস্ত, বিজয়, ব্যবসায়, অনিন্দিত, অমর্ষণ, মর্ষণাত্মা যজ্ঞহা, কামনাশক, দক্ষযজ্ঞাপহারী, সুসহ, মধ্যম, তপোপহারী, বলবান্, মুদিত, অর্থ, অজিত, বর, গম্ভীরঘোষ, গম্ভীর, গম্ভীর-বলবাহন, ন্যগ্রোধরূপ, ন্যগ্রোধ, বৃক্ষকর্ণ, অভী, বিভু, সুতীক্ষ্ণদশন, মহাকায়, মহানন, বিষ্বক্সেন, হর্য্যক্ষ, সংযুগাপীড়বাহন, তীক্ষ্ণবাহু, হর্য্যক্ষ, সহায়, কর্ম্মকালবিৎ, বিষ্ণুপ্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, লম্বন, লম্বিতোষ্ঠ, বহুমায়া-পয়োনিধি। ৩৪—৪৫। মহাঙ্গ, মহাদংষ্ট্র, মহাজিহ্ব, মহামুখ, মহানখ, মহারোমা, মহাকেশ, মহাজট, অসপত্ন, প্রসাদ, প্রত্যয়, গিরিসাধক, স্নেহন, অস্নেহন, অজিত, মহামুনি, বৃক্ষাকার, বৃক্ষকেতু, তরল, বায়ুবাহন, মণ্ডলী, বায়ুধামা, দেবদানব-দর্পহা, অথর্ব্বশীর্ষ, সামাস্য, ঋক্‌সহস্র, অমিতেক্ষণ, যজুঃপাদভুজ, গুহ্য, প্রকাশ, জঙ্গম, অমোঘার্থ-প্রসাদ, অভিগম্য, সুদর্শন, উপহার, প্রিয়, সর্ব্ব, কনক, কাঞ্চনচ্ছবি, নন্দী, নন্দিকর, ভব্য, পুষ্করস্থপতি, স্থির, তপন, তাপন, আদ্য, ঘুণী, যজ্ঞ, সমাহিত, নক্ত, কলি, কাল, মকর, কালপূজিত, সুগণ, গণকার, ভূতভাবন-সারথি, ভস্মশায়ী, ভস্মরক্ষ, ভস্মরূপ, তরুগণ, অগণ, লোপ, মহাত্মা, সর্ব্বপূজিত, শুক্ল, ত্রিশুক্লসম্পন্ন, শুচি, ভূতনিষেবিত, আশ্রমস্থ, কপোতস্থ, বিশ্বকর্ম্মপতি, বর, শাখ, বিশাখ, কুষ্মাণ্ড, অর্থজাল, সুনিশ্চয়, কপিল, অকপিল, শূর, আয়ুঃ, অপরোরগ, গন্ধর্ব্ব, অদিতি, তার্ক্ষ্য, অবিজ্ঞেয়, সুসারথি, পরশ্বধায়ুধ, দেব, অর্থকার, সুধীবর, তুম্ববীণ, মহাকোপ, ঊর্দ্ধরেতা, জলেশয়, উগ্রবংশকর, বংশধার, অনিন্দিত, সর্ব্বাঙ্গরূপ, মায়াবী, সুহৃদ্, অনিল, অনল, বান্ধব, বন্ধুকর্ত্তা, সুবন্ধু, রবিলোচন। ৪৬—৫৮। সুযজ্ঞারি, সুকামারি, মহাদংষ্ট্র, যুদ্ধে অসম, বাহু, অনিন্দিত, সর্ব্ব, শঙ্কর, ধনদ, ধন, অমরেশ, মহাদেব, বিশ্বদেব, সুরারিহা, দীধিতি, অহির্বুধ্ন্য, চেকিতান, হরি, অজৈকপাদ্, কাপালী, ত্রিশঙ্কু, অজিতশিব, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, স্কন্দ, বৈশ্রবণ, ধাতা, শক্র, বিষ্ণু, মিত্র, ত্বষ্টা, ধ্রুব, ধন, প্রভাব, সর্ব্বগ, বায়ু, অর্য্যমা, সবিতা, রবি, উদগ্র, বিধাতা, মান্ধাতা, ভূতভাবন, রতিতীর্থ, বাগ্মী, সর্ব্বকালগুণাবহ, পদ্মবক্ত্র, মহাবক্ত্র, চন্দ্রবক্ত্র, মনোজব, বলবান্, উপশান্ত, পুরাণ, পুণ্যচঞ্চুরি, কুরু, কর্ত্তা, কালরূপী, কুরুভূত, মহেশ্বর, সর্ব্বাশন, সর্ব্বশায়ী, সর্ব্বপ্রাণীর পতি, দেবদেব, সুখাসক্ত, সদসৎ-সর্ব্বরত্নবিৎ, কৈলাসশিখরবাসী, হিমবদ্গিরিসংশ্রয়, কূলহারী, কূলকর্ত্তা, বহুবীজ, বহুপ্রদ, বণিজ, বর্দ্ধন, বৃক্ষ, নকুল, চন্দনচ্ছদ, সারপীঠ, মহাজত্রু, অলোক, মহৌষধ, সিদ্ধার্থকারী, সিদ্ধার্থ, চন্দ্র, ব্যাকরণোত্তর, সিংহনাদ, সিংহদংষ্ট্র, সিংহগ, সিংহবাহন, প্রভাবাত্মা, জগৎকাল, তল, লোকহিত, তরু, জ্ঞানসার, নবক্রাঙ্গ, কেতুমালী, ভূভাবন, ভূতালয়, ভূতপতি,

অহোরাত্র-অভিনন্দিত, বামন, সর্ব্বভূতাত্মা, নিলয়, বিভু, ভব, অমোঘ, সঞ্জয়, পার্শ্ব, ভীষণ, প্রাণধারণ। ৫৯—৭১। ধৃতিমান্, আত্মবান্, দক্ষ, সংকৃত, যুগাধিপ, গোপাল, গোমুখি, গ্রাম, গোচর্ম্মবসন, হর, হিরণ্যবাহু, গুহাপাল, প্রবেশিতা, প্রতিষ্ঠায়ী, মহাহর্ষ, জিতকাম, জিতেন্দ্রিয়, গান্ধার, সুবাল, তপ্ন, [illegible]আত্মা, গতি, বর, মহাগীত, মহানৃত্য, অপ্সরোগণ-সেবিত, মহাকেতু, বিকর্ত্তা, চরেশ্বর, আবেদনীয়, আবাস, সর্ব্বগন্ধসুখাবহ, তোরণ, তারণ, বায়ু, পর্জ্জন্য, একদিগ্‌বাহী-বায়ু, হুতাশনসহায়, প্রশান্তাত্মা, হুতাশন, উগ্রতেজা, মহাতেজা, জয়, বিজয়কালবিৎ, জ্যোতিষের অয়ন, সিদ্ধি, সন্ধি, বিগ্রহ, শিখী, দণ্ডী, জটী, জ্বালী, মূর্ত্তিজ, দুর্দ্ধর, বণিক্, বৈণবী, পণবী, তালী, কাল, কালকটঙ্কর, নক্ষত্র, বিগ্রহ, বুদ্ধি, গুণবুদ্ধি, অয়োগম, প্রজাপতি, দিশাবাহু, বিভাগ, সর্ব্বতোমুখ, বিমোচন, সুরগণ, হিরণ্যকবচ, ধ্রুব, মেঢ্রজ বলচারী, মহাচারী, স্তুত, সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী, সর্ব্ববাদ্য-পরিগ্রহ, বালরূপ, বিলাবাস, হেমমালী, তরঙ্গবিৎ, ত্রিদশ ত্রিবৃত, ছন্দ, সর্ব্ববন্ধবিমোচন, বন্ধন, যুদ্ধে সুরেন্দ্রশত্রুবিনাশন, সাংখ্যপ্রসাদ, দুর্ব্বাসা, সর্ব্বসাধুনিষেবিত, প্রস্কন্দন, বিভাগ, অতুল, যজ্ঞ-সামবিৎ। ৭২—৮৩। সর্ব্ববাসা, সর্ব্বচারী, দুর্ব্বাসা, বাসব, অমর, হেম, হেমকর, যজ্ঞ, সর্ব্বধারী, ধরোত্তম, লোহিতাক্ষ, মহাক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিশারদ, সংগ্রহ, বিগ্রহ, কাম, সর্পচীর-নিবাসন, মুখ্য, বিমুক্তদেহ, দেহারি, সর্ব্বকামদ, সর্ব্বকাল-প্রসাদ, সুবল, বলরূপধৃক্, সদাকাশ, নিরূপ, নিপাতী, উরগ, খগ, রৌদ্ররূপাংশু, আদিত্য, বসু, অগ্নি, সুবর্চ্চসী, বসুবেগ, মহাবেগ, মনোবেগ, নিশাকর, সর্ব্বাবাস, শ্রিয়াবাসী, অপদেশকর, হর, মুনি, আত্মাকর, লোক, সংভোজ্য, সহস্রভুক্, পক্ষী, পক্ষিরূপী, বিশ্বদীপ, বিশাংপতি, উন্মাদ, মদনাকার, অর্থ, অর্থকর, অবশ, বামদেব, বাম, প্রাগ্দেব, বামন, সিদ্ধযোগাপচারী, সিদ্ধ, সিদ্ধার্থসাধক, ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, বিষাণী, মৃদু, অব্যয়, মহাসেন, বিশাখ, ষষ্টিনাগ, বিশাংপতি, বজ্রহস্ত, প্রতিষ্টম্ভী, বজ্রস্তম্ভন, ক্ষমাত্রভকর, কাল, মধু, মধুকর, চল, বানস্পত্য, বাজিমেধ, আশ্রমপূজিত, ব্রহ্মচারী, লোকচারী, সর্ব্বচারী, সুচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, নিশাচারী, অনেকদৃক্, নিমিত্তস্থ, নিমিত্ত, নন্দী, নন্দিকর, হর, নন্দীশ্বর, নন্দী, নন্দিবান্, নন্দিবর্দ্ধন। ৮৪—৯৫। ভগাক্ষিনিহন্তা, কাল, ব্রহ্মবিদাংবর, চতুর্ম্মুখ, মহালিঙ্গ, চতুর্লিঙ্গ, লিঙ্গাধ্যক্ষ, মহাধ্যক্ষ, লোকাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্ত্তা, অধ্যাত্মানুগত, বল, ইতিহাসকর্ত্তা, কল্প, গোতম, জলেশ্বর, দম্ভ, দম্ভকর, বশ্য, বশকর, কলি, লোককর্ত্তা, পশুপতি, মহাকর্ত্তা, মহৌষধ, পরমাক্ষর, বলবান্, শক্র, নীতি, অনীতি, শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধমান্, গতিপ্রদ, বহুপ্রসাদ, সুস্বপ্ন, দক্ষিণৌঘ, অমিত্রজিৎ, বেদকার, সূত্রকার, পরমন্তপ, মহামেঘনিনাদী, মহাঘোরবশীকর, অগ্নিজ্বালী, মহাজ্বালী, অতিধূম, হুত, হবিঃ, বৃষণ, শঙ্কর, নিত্য, বর্চ্চস্বী, ধূমকেতন, নীল, স্তম্ভাঙ্গলুব্ধ, শোভন, নিরবগ্রহ, স্বস্তিদ, স্বস্তিভাগ, ভাগী, ভাগকর, লঘু, উৎসঙ্গ, মহাঙ্গ, মহাগর্ভপুর, যুবা, কৃষ্ণবর্ণ, সুবর্ণ, সর্ব্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়, মহাপাদ, মহাহস্ত, মহাকায়, মহাযশা, মহামূর্দ্ধা, মহানেত্র, মহামাত্র নিশালয়, মহাদন্ত, মহাকর্ণ, মহেষু, মহাহনু, মহানাদ, মহাকম্বু, মহাগ্রীব, শ্মশানধৃক্, মহাচক্ষু, মহাবক্ত্র, অন্তরাত্মা, মৃগালয়, মহাকটি, মহাগ্রীব, মহাবাহু, প্রতাপবান্, সংযোগ, বর্দ্ধন, বৃদ্ধ, নিত্যবৃদ্ধ, গুণাধিক, নিত্যধর্ম্মসহায়, দেবাসুরপতি, পতি। ৯৬—১০৮। অযুক্ত, যুক্তবাহু, দ্বিবিধ, সুপর্ব্বণ, আষাঢ়, সুষাঢ়, ধ্রুব, হরিহর, হর, বপু, আবৃত্তিমান্, নিত্য, বসুশ্রেষ্ঠ, মহারথ, শিরোহারী, বিসর্পী, সর্ব্বলক্ষণভূষিত, অক্ষর, অক্ষরযোগী, সর্ব্বযোগী, মহাবল, সমাম্নায়, অসমাম্নায়, তীর্থসেবী, মহারথ, নির্জ্জীব, জীবন, বাসী, নীরস, বহুকর্কশ, রত্নপ্রভূত, রক্তাঙ্গ, মহাহ্রদনিনাদকৃৎ, মূল, বিশাখ, নির্ব্বৃত্ত, ব্যক্ত, অব্যক্ত, নিধি, আরোহণ, নিরূহ, শৈলহারী, মহাতপা, সেনাকল্প, মহাকল্প, যোগ, যোগকর, হর, যুগরূপ, মহারূপ, অয়ন, গহন, নর, নাট্যনির্ব্বাপণ, পাদ, পণ্ডিত, বিশ্বলোচন, বহুমাল, মহামাল, সুমাল, বহুলোচন, বিস্তার, ভবন, ক্রূর, কুসুম, সফলোদয়, বৃষভ, বৃষভাঙ্গাঙ্ক, মণিবিদ্ধ, জটাধর, ইন্দু, বিসর্গ, সুমুখ, শূর, সর্ব্বায়ুধধর, নিবেদন, সুধন্বা, সঙ্গাধার, মহাহনু, গন্ধমালী, ভগবান্, (সর্ব্বকর্ম্মের) উত্থান, মন্থান, বহুল, বাহু, সকল, সর্ব্বলোচন, উরস্তালী, করস্থালী, ঊর্দ্ধসংহনন, বটু, ছত্রপত্রসুবিখ্যাত, সর্ব্বলোকাশ্রয়, মহান্, মুণ্ড, বিরূপ, বিকৃত, দণ্ডী, মুণ্ড, বিকর্ষণ, হর্য্যক্ষ, কোকস, চক্রী, দীপ্তজিহ্ব, সহস্রপাৎ, সহস্রমূর্দ্ধা, দেবেন্দ্র, সর্ব্বভূতময়, গুরু, সহস্রবাহু, সর্ব্বাঙ্গ, শরণ্য, সর্ব্বলোকধৃক্, পবিত্র, ত্রিমধু, মন্ত্র, কনিষ্ঠ, কৃষ্ণপিঙ্গল, ব্রহ্মদণ্ডবিনির্ম্মাতা, শতঘ্নী-শতপাশধৃক্। ১০৯—১১২। পদ্মগর্ভ, ব্রহ্মগর্ভ, জলগর্ভ, জলোদ্ভব, গর্ভস্থ, ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, গতি, অনন্তরূপ, নৈকাত্মা, তিগ্মতেজাঃ, তমোনুদ, ঊর্দ্ধগাত্মা, পশুপতি, বাতরংহা, মনোজব, চন্দনী, পদ্মনালাগ্র, সুরভ্যুত্তরণ, নর, কর্ণিকার, মহাসর্গ, নীলমাল, পিনাকধৃক্, উমাপতি, উমাকান্ত, জাহ্নবীহৃদয়ঙ্গম, বর, বরাহ, বরদ, দেবেশ, সমহাস্বন, মহাপ্রসাদ, অনঘ, শত্রুহা, শ্বেতপিঙ্গল, প্রীতাত্মা, প্রযতাত্মা, সংযতাত্মা, প্রধানবিৎ, সর্ব্বপার্শ্বসুত, তার্ক্ষ্য, সর্ব্বসাধারণ, বর, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, অমৃতাক্ষ, বৃষেশ্বর, সাধ্য, ঋষি, বসু, আদিত্য, বিবস্বান্, সবিতা, অর্চ্চিত, ব্যাস, সর্ব্বার্থসংক্ষেপ, বিস্তার, পর্য্যায়, নর, ঋতু, সংবৎসর, মাস, পক্ষ, সংখ্যাসমাপক, কলা, কাষ্ঠা, লবা, মাত্রা, মুহূর্ত্ত, অহঃ, ক্ষপা, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্র, বীজলিঙ্গ, বীজ

আদ্য, অনিন্দিত, সর্ব্বাদি, সদসদ্ব্যক্ত, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিপিষ্টপ, নির্ব্বাণ, হ্লাদন, ব্রহ্মলোকপরাগতি, দেবাসুরবিনির্ম্মাতা, দেবাসুরপরায়ণ, সুরাসুরগতি, দেব, দেবাসুরনমস্কৃত। ১২৩—১৩৩। দেবাসুর-মহামাত্র, দেবাসুর মহাশ্রয়, দেবাসুর-গণাধ্যক্ষ, দেবাসুরগণাগ্রণী, দেবাসুর-গুরু, দেব, দেবাসুর-পরিষ্টুত, দেবাসুর-মহামন্ত্র, দেবাসুর-মহেশ্বর, দেবাসুরময়, চিন্ত্য, অচিন্ত্য, দেবাত্ম-সম্ভব, উদ্ভিজ, শুক্র, আবেদ্য, বিরজ, বিরজাম্বর, ইজ্য, হস্তী, সুরব্যাঘ্র, দেবসিংহ, নরর্ষভ, নিরায়ুধ, বরশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদেবোত্তমোত্তম, গুরু, কান্ত, নিজ, সর্ব্ব, পবিত্র-সর্ব্ববাহন, প্রযুক্ত, শোভন, বজ্র, ঈশান, প্রভু, অব্যয়, শৃঙ্গী, শৃঙ্গপ্রিয়, রাজা, রাজরাজ, নিরাময়, অভিরাম, সুরগণ, বিরাম, স্বর্গসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেহ, হরিণ, ব্রহ্মবর্চ্চসা, স্থাবরগণ-পতি, নবমেন্দ্রিয়বর্দ্ধন, সিদ্ধার্থ, সর্ব্বভূতার্থ, নিত্য, সত্যব্রত, শুচি, ব্রতাদি, পরমব্রহ্ম, ভক্তগণের পরমাগতি, বিমুক্ত, দীপ্ততেজা, শ্রীমান্, শ্রীবর্দ্ধন, গজ; এইপ্রকারে প্রসাদ পর্য্যন্ত ভগবান্ শঙ্করের স্তব করিয়াছি; ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মহর্ষিসমূহ যাঁহার তত্ত্ব অবগত নহেন, সেই স্তবযোগ্য, পূজনীয়-শ্রেষ্ঠ এবং বন্দনীয় জগৎপতি শিবের স্তব করিব। আমি তদীয় অনুজ্ঞাক্রমেই ভক্তিসহকারে সেই যজ্ঞপতি ও গতিমানেরও গতি ভগবানের স্তব করিলাম। ১৩৪—১৪৪। নিত্যযোগপরায়ণ মানব শুচি হইয়া, এই পুষ্টিবর্দ্ধন সহস্র নাম দ্বারা মহাদেবের স্তব করিলে আত্মলাভ করিতে সক্ষম হয়। এই সহস্র নাম পরম ব্রহ্ম, ইহা স্বয়ং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষি ও দেবসমূহ এই নামসহস্র দ্বারা বিভুর স্তব করিয়া থাকেন। যে মানবগণ আত্মার গতিস্বরূপ মহাদেবের এইরূপ স্তব করে ও যে প্রধান মনুষ্য আস্তিকতা ও শ্রদ্ধা সহকারে বহু জন্ম পর্য্যন্ত ভগবানের স্তব করে, ভক্তানুকম্পী মহাদেব তাহাদিগকে সাযুজ্য প্রদান করেন। জাগ্রদবস্থায় হউক, নিদ্রাবস্থায় হউক, আর পথিমধ্যে অবস্থান অবস্থাতেই হউক, ভগবানুকে স্তব করিলে সন্তোষ ও রতিলাভ করে। সহস্র কোটি জন্ম নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পাপশোধন হইলে, মহাদেবে ভক্তি হয়। মহাদেবের উপর সর্ব্বভাবে একাগ্র ভক্তিই সর্ব্বপ্রকার সর্ব্ব মুক্তির একমাত্র কারণ। এই অব্যভিচারিণী, নির্ব্বিঘ্না ও নিশ্চলা ভবভক্তি দেবতাদিতেও দুষ্প্রাপ্য, মনুষ্যে কোথা হইতে হইবে? তাঁহার প্রসাদেই মানুষের সেই ভক্তি উৎপন্ন হয়, যে ভক্তি দ্বারাই তদ্ভাবগতচেতা মানবগণ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহারা সর্ব্বভাবে ভবের পরম ভাব প্রাপ্ত হয়, প্রসন্নবৎসল দেব তাহাদে সংসার হইতে মুক্ত করেন। পিতৃবৎসল মহাদেব ভিন্ন অন্যান্য দেবতাগণ (তাঁহাদের উপর ভক্তি করিলে) মানুষকে সংসার-গোচর করেন। হে ব্যাস! সেই ইন্দ্রসম শুদ্ধবুদ্ধি তণ্ডিকর্ত্তৃক এইরূপে সেই ঈশ্বর কৃত্তিবাসা স্তুত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবানের নিকট এই স্তব পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা শক্রকে বলেন, শক্র মৃত্যুকে বলেন, মৃত্যু রুদ্রগণকে বলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে মহাতপস্যার ফলে ব্রহ্ম-সভায় তণ্ডি উহা পাইয়াছিলেন। তৎপরে তণ্ডি শুক্রের নিকট ব্যক্ত করেন, শুক্র গৌতমকে বলেন এবং গৌতম ধীমান্ বৈবস্বত মনুকে এই স্তব কহিয়াছেন। তৎপরে মনু প্রিয় সাধ্য নারায়ণকে, সাধ্য নারায়ণ যমকে, যম মার্কণ্ডকে, মার্কণ্ড ধীমান্ মার্কণ্ডেয় নাচিকেতকে এবং নাচিকেত উপমন্যুকে ইহা প্রদান করেন। উপমন্যু কৃষ্ণের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে দান করেন। এইরূপে এই মহাদেবের স্তব মহীতলে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই স্তব কামদ, ভোগদ, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, স্বর্গ্য, আরোগ্যকর, আয়ুষ্কর ও ধনধান্য-প্রদায়ক। দানব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, যাতুধান, গুহক বা ভুজগগণ, কেহই এই স্তবের বিঘ্ন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অত্যন্ত শুচি, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া যোগভঙ্গ না করিয়া এক বৎসর এই স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তি শঙ্করকে সাক্ষাৎ দর্শন করে। আর যে ব্যক্তি ভগবানের সন্নিকটে প্রতিদিন এই স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপাতক-বিমুক্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ১৪৫—১৬৬।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন,—ধর্ম্ম হইতে অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই তিনের লাভ হয়। অতএব পণ্ডিত মানব তপস্যা, দান, ব্রত ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাচরণে যত্নশীল হইবে। সাত্ত্বিক তপস্যা করিলে স্বর্গ লাভ হয়। অনন্তর ইহলোকে স্বয়ং ক্রোধ-লোভ-বিবর্জ্জিত হইয়া রাজত্ব লাভ করে। পরে জন্মান্তরে মুক্তি অর্থাৎ শাঙ্কর পদ প্রাপ্ত হয়। রজোগুণ-বহুল-তপস্যাচরণে রাজস-প্রকৃতি হয়। তামস ভাবে তপস্যা করিলে, ক্রূরকর্ম্মা ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হয়। তামস-প্রকৃতি মানবগণের নেত্র, স্কন্ধ বা বক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়, অথবা তাহারা অন্ধ হয়। যে তপ, রজ ও তমোগুণে অস্পৃষ্ট, তাহা সাত্ত্বিক ও তাহাই প্রশস্ত। পর্ণ ও বায়ুভোজী বিপিননিবাসী মুনিগণ তাহার আচরণ করেন। রাগান্ধ মানবগণ বনবাস করিলেও তথায় তাহাদিগের দোষ উৎপন্ন হয় এবং সাধু ব্যক্তিগণ গৃহে থাকিয়াও পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহপূর্ব্বক তপস্যা করিতে পারে। যে নিবৃত্তরাগ মনুষ্য অনিন্দনীয় কর্ম্ম আচরণ করেন, গৃহই তাঁহাদিগের তপোবন। এই বন-নিবাসরূপ চতুর্থাশ্রম বলিলাম। জিতেন্দ্রিয়গণ এই আশ্রমে দুষ্কর

তপস্যা করেন। গৃহস্থাশ্রমও নিতান্ত শ্রেষ্ঠতম, এই আশ্রমে মনীষিগণ নানাবিধ ধর্ম্মলাভ করিতে পারেন। তপস্বিগণ, বিপিনে ক্লেশকর তপস্যাচরণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, অন্নদাতার গৃহে উপস্থিত হন। গৃহস্থ তাঁহাদিগকে অন্নদান করিয়া, তাঁহাদিগের তপোভাগও গ্রহণ করেন। সকল আশ্রম মধ্যে গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠতম; যে মনুষ্য সর্ব্বদা উত্তমরূপে এই আশ্রমের পালন করিতে পারেন, তিনি ইহলোকে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরকালে নিঃসংশয় স্বর্গ গমন করেন। যাঁহারা সর্ব্বদা গৃহাশ্রমের সম্যক্ পালন করেন, হে মুনীন্দ্র! তাঁহাদিগের সূনাজন্য পাপ উৎপন্ন হয় এবং যে দান করিলে, তাঁহারা বিধূতপাপ হইয়া স্বর্গে গমন করেন। আপনি তাঁহাদিগের হিত নিমিত্ত তাহা কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার কহিলেন, হে কালীতনয়! সর্ব্বপাপ-বিশোধন, সর্ব্বসম্পৎকর ও ইহপরলোকে ফলপ্রদ দান বলিতেছি, শ্রবণ কর। শুভকাল উপস্থিত হইলে, চন্দ্রমৌলি মহাদেবের পূজা করিয়া, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম সমাধানান্তে শক্তি অনুসারে দান করিবে। যে নর পরদ্রব্যগ্রহণ করিয়া দেব ও ব্রাহ্মণকে দান করে, সে প্রথমে নিরয়দর্শন করিয়া পশ্চাৎ পরমগতি লাভ করে। যেমন শতানীক নরপতি প্রজা-পীড়নপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিয়া দান করায় নরকগামী ও পরে স্বপুত্র কর্ত্তৃক অবতারিত হইয়াছিলেন। অন্য দাতার নিকট সংগ্রহপূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ দান করিলে, দাতাও সেইরূপ হন। সত্রাদি ধর্ম্মস্থানে দান করিলে, সেই স্থান-স্বামীর অর্দ্ধ ধর্ম্ম হয়। হে ব্যাস! শ্রবণ কর, বহুবিত্ত-সাধ্য, দেহশুদ্ধিকর, স্বর্গলোক-প্রাপক, পাপনাশকর দান সঙ্ক্ষেপে কীর্ত্তন করিতেছি, যে দানফলে মানব ত্রিপিষ্টপে গমন করে। পূর্ব্বকালে মহাত্মা ভার্গব রাম পাপযুক্ত হইলে, ভগবান্ ত্রিনয়ন এই তুলাপুরুষদান কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে নৃপ, বধবন্ধক্রিয়াচারী ও অন্যান্য পাপকর্ম্মনিরত, যে সঙ্করজাতি স্ত্রীতে আসক্ত, কুৎসিত মদ্যাদি পান ও অভক্ষ্য-ভক্ষণ-নিরত, ভ্রূণহা ও গুরুতল্পগামী, স্বতঃ মিথ্যাবাদী, বিরুদ্ধজাতীয় স্ত্রীতে উৎপন্ন ব্যক্তিকে উপজীবনকারী ও অযাজ্য যাজন করত উপবাসক্ষীণ, (এই দান করিলে, তাহাদিগের শুদ্ধি হয়)। মানবগণ, পাপক্ষয় মানসে মৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বে অভিহিত এই যজ্ঞ করাইবে। এই যাগে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, যম, নির্ঋতি, শম্ভু, সোম ও অগ্নির অগ্নিতে হোম করিবে। প্রথমে গ্রহনক্ষত্রপতির মহাব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিয়া, "যদ্দেবা দেবহেড়নং" "যদি দিবা" ও "যজ্জাগ্রত" হইতে "পুনন্তমা," এই সপ্তমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গব্যঘৃত দ্বারা হোম করিয়া, শাকল্য-হোম করিবে। শাকল্য-হোম সম্পন্ন করিয়া, সকল দেবতাকে যথাক্রমে আহুতি প্রদান করিয়া, দুইটী সুদৃঢ় মহাবল স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর উত্তম গন্ধ ও বস্ত্রাদি দ্বারা বিঘ্নেশ, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, বিশাখের পূজা করিবে। তৎপরে সোম, দ্বিজ ও শূলপাণির পূজা করিয়া, দান করিবে। তন্মধ্যে রৌদ্রসূক্ত পাঠপূর্ব্বক শুভ্র উপহার, নিষ্টর, অর্ঘ্য, পাদ্য, আসন দ্বারা ভগবান্ পিনাকপাণি উদ্দেশে "হে শূলপাণে! তুমি আমার যজ্ঞে আগমন কর, তুমি নাগোত্তরীয় উমার সহিত মৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ কর; ব্রহ্ম ও সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পবিত্র পূজা সপত্নীক রুদ্র গ্রহণ করুন; এই সকল পুষ্প সূর্য্যকিরণে পবিত্র, সপত্নীক রুদ্র ইহা গ্রহণ করুন; এই দিব্য বনস্পতিরসম্ভূত, অতএব যাবৎ গন্ধদ্রব্য মধ্যে উত্তম, সর্ব্ব দেবতার আঘ্রাণ-যোগ্য (ধূপ) গ্রহণ করুন। শিব, অগ্নি, শক্র ও জ্যোতিরূপ সর্ব্ব তেজোময় এবং প্রভাকর ও মহাতেজা, তিনি আমার দীপ গ্রহণ করুন।" অনন্তর আঘারাজ্যহোম করিবে। "পৃথিবীর অধিপতি অগ্নি উদ্দেশে হবি ত্যাগ করিতেছি, সুরাধিপতি ইন্দ্র উদ্দেশে, স্বর্গাধিপতি সূর্য্য উদ্দেশে, নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্র উদ্দেশে, জলপতি বরুণ উদ্দেশে, তুলাপুরুষ তুলা উদ্দেশে হবিত্যাগ করিতেছি।" ব্যাহৃতি দ্বারা অবশিষ্ট হোম করিবে। অনন্তর তুলাতে দ্রব্য উত্তোলন করিয়া, স্বয়ং তাহাতে আরোহণ করিয়া, তুলা উদ্দেশে কহিবে, "যদি ধরণী তোমার মাতা ও স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার পিতা হন, তবে তুমি সত্যধর্ম্ম স্বরূপ হইয়া, আরোহণ-কারক আমাকে ধারণ কর।" অনন্তর ব্রাহ্মণকে কহিবে, "হে নরসত্তম! তুমি, সত্যবলে মহাত্মা মুনিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইতেছ, অতএব আমার প্রদত্ত ধন গ্রহণ কর।" যদি তুলায় আরূঢ় আপনাকে গুরু ও দ্রব্যকে লঘু বিবেচনা করে, তবে প্রার্থনাপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তুলাপুরুষ দান করিবে। একবার দান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, দুই বার দান করিলে গণাধিপত্য লাভ করে, তিন বার দান করিলে মহাদেব-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। পৌর্ণমাসী-যুগাদি, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ ও তীর্থে দান করিলে মানব কৃতকৃত্য হয়। যে নর তুলাপুরুষ-দান-প্রসঙ্গ সর্ব্বদা শ্রবণ করে, অথবা দান করিতে অভিলাষ করে, সে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। ১—৪০।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, অক্লিষ্টকর্ম্মা, মহাত্মা মহামুনি রাম কি নিমিত্ত দান করিয়াছিলেন? দেবদেব ভগবান্ শূলপাণি তাঁহাকে কিজন্য তুলাপুরুষ দান-মাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার কহিলেন, হে কালীতনয়! যে

নিমিত্ত ভগবান্ শূলী, শিবভক্ত রামকে তুলাপুরুষ দান উপদেশ করিয়াছিলেন, রামের জন্মবৃত্তান্ত, রাম যাদৃশ, যে নিমিত্ত মহাবল হইয়াছিলেন ও যে কারণে তিনি দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কুশিক নামে এক অপুত্র নরপতি অজেয় ও বলশালী পুত্রলাভ কামনায় উগ্রতপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সহস্রলোচন ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যা দর্শন করিয়া তৎসন্নিধানে আগমন করিলেন। সেই সর্ব্বলোকেশ্বর-পতি ইন্দ্র কৌশিকের 'গাধি' নামক পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। গাধিরাজের 'সত্যবতী' নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। রাজা, ঋষিপুত্র ঋচীকের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ঋচীক সত্যবতীকে বিবাহ করিয়া গাধির প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে ঋচীক এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞীয় চরু গ্রহণপূর্ব্বক ভার্য্যা সত্যবতীকে তাহা দান করিয়া কহিলেন, "এই চরু দ্বিধা করিয়া তোমার মাতার সহিত ভোজন করিও, গাধিরাজের ঔরসে তোমার মাতার দীপ্তিমান্, অজেয়, ক্ষত্রিয়প্রধান এক পুত্র হইবে এবং তোমারও বৃত্তি ও তপস্যাসম্পন্ন, শমাত্মক, দ্বিজশ্রেষ্ঠ এক পুত্র হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি তপস্যাচরণ নিমিত্ত তপোবনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা গাধি পত্নীর সহিত তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া ঋচীকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী ত্বরান্বিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে চরুদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বামিবাক্যে মাতার নিকট রক্ষা করিলেন। মাতা, আপনার অংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া দুহিতাকে দিলেন এবং দুহিতার অংশ ভোজন করিলেন। ১—১৫। অনন্তর সত্যবতী, প্রদীপ্তশরীর, ঘোরদর্শন, ক্ষত্রিয়ান্তকারী গর্ভ ধারণ করিলেন। মহর্ষি ঋচীক ধ্যানযোগে অবগত হইয়া বরবর্ণিনী ভার্য্যা সত্যবতীকে কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমার মাতা চরু-বিনিময় করিয়া তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার ভ্রাতাই ব্রহ্ম-নিষ্ঠ তপস্বী হইবে। আমি ব্রহ্ম-তপস্যাবলে সেই চরুতেই সমস্ত তপস্যাদি সমর্পণ করিয়াছিলাম। মহাভাগা সত্যবতী স্বামীকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, "তোমার পুত্র নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইবে" আমাকে এরূপ বাক্য বলিবেন না। ঋচীক পত্নীকে কহিলেন, "হে ভদ্রে! তোমাতেই আমার মনোরথানুরূপ পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত সেইরূপ চরু কল্পনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার মাতার বঞ্চনাবশত এক ক্রূরকর্ম্মা পুত্র লাভ করিবে।" সত্যবতী স্বামীকে কহিলেন, "হে স্বামিন্! তুমি অন্যপ্রকার জগৎ সৃজন করিতে সমর্থ, অতএব অনায়াসেই আমার অন্য প্রকার পুত্র দান করিতে পার।" মহর্ষি পুনর্ব্বার পত্নীকে কহিলেন, "আমি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নিস্থাপন করিয়া চরু প্রস্তুত করিয়াছি। তাহা কখন মিথ্যা হইবার নহে।" সত্যবতী কহিলেন, "বরং আমার এবং আপনার পৌত্র এইরূপ হউক, পুত্র যেন আমাদিগের অভিলাষানুরূপ শ্রেষ্ঠ জাপক হয়।" ঋচীক সত্যবতীকে কহিলেন, "হে বরবর্ণিনি! পুত্র ও পৌত্রে কোন বিশেষ নাই, তবে আমাদিগের পৌত্রই উগ্রপ্রকৃতি হইবে।" অনন্তর সত্যবতী তপোনিরত, দান্ত, ভৃগুবংশধর, জমদগ্নি নামক পুত্র প্রসব করিলেন। রাজা গাধিও বেদযুক্ত, তপশ্চরণে অপরিশ্রান্ত, প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্র নামক এক পুত্র উৎপাদন করিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়োচিত হস্তলাঘব ও ধনুর্ব্বেদে পারগ, সর্ব্ববিদ্যার বিধিজ্ঞ এবং প্রদীপ্ত হুতাশন তুল্য তেজস্বী ছিলেন। এই সময় হৈহয়বংশসম্ভূত, কৃতবীর্য্যপুত্র, বলবান্, অগ্নিতুল্য তেজস্বী, সহস্রবাহু, বিক্রমসম্পন্ন অর্জ্জুন নামক ক্ষত্রিয়, তুষিত নামক দেবগণের নিকট স্বীয় বাণমধ্যে অগ্নিস্থানরূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বরপ্রদ অগ্নি তাঁহার বাণস্থ হইয়া গ্রাম, নগর, ঘোষ, পত্তন, সমস্তই দগ্ধ করিতেন। কোন সময় হৈহয়-বংশধর অর্জ্জুন অগ্নি দ্বারা আশ্রমারণ্য ও বরুণের গৃহ দগ্ধ করিয়াছিলেন। তখন মহর্ষি আপস্তম্ব আপনার আশ্রম দগ্ধ দর্শন করিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনকে শাপপ্রদান করিলেন যে, ভার্গব রাম তোমার শরীর হইতে মস্তক ভূমিতলে পাতিত করিবেন। অনন্তর পরশুরাম সুশিক্ষার জন্য শিবসমীপে গমন করেন এবং তথা হইতে সর্ব্ববিধ শস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, অস্ত্রবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ হন। এই সময়ে হৈহয়-রাজ আশ্রমে উপস্থিত হন। তথায় তিনি জমদগ্নির যথাবিধি পূজা করিলেন। হৈহয় অর্জ্জুন, তাঁহার বরপ্রদা হোমধেনু দেখিয়া, বহুগোরুর বিনিময়ে তাহা যাচ্ঞা করিলেন। ঋষি জমদগ্নি যাচ্ঞা পূর্ণ করিলেন না। তখন রাজা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া, পরশুরাম বন হইতে নির্গমনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া, অর্জ্জুনের সহস্র বাহু ছেদন করিয়া, তপস্যার জন্য মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর পরশুরাম, শ্রম করিবার জন্য একদা শিবসমীপে গমন করিলেন; এদিকে কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রেরা মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিয়া, আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক জমদগ্নিকে নিহত করিল। অনন্তর বীর পরশুরাম, নৃপতি শার্দ্দূল কার্ত্তবীর্য্য এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণকে বিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে নিহত করেন। ভার্গব রাম পিতৃদেহে যে কয়েকটী অস্ত্রক্ষত দেখিলেন, ততবার পৃথিবীকে সমরে নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। ১৬—৪২। তদনুসারে তিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়াও করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়পত্নীরা অরণ্যে মহর্ষিগণের আশ্রম আশ্রয় করিলেন। ঋষিগণ হইতে তাঁহারা সুপুত্র লাভও করিলেন, ভৃগুরাম কিছুকাল পরে পুনরায় ঐরূপে ক্ষত্রকুলের উত্থান দর্শনে ক্রোধসহকারে বন হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শত সহস্র

ক্ষত্রিয় বধ করিলেন; আবার পৃথিবীকে রক্তকর্দমপূর্ণা করিলেন। তৎপরে সমগ্র পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া তপস্যার জন্য বনগমন করিলেন। হে ব্যাস! ব্রাহ্মণগণের ঔরসে পুনরায় ক্ষত্রবংশের উৎপত্তি হইল। পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়েরা বীর্য্যবান্ ও প্রবৃদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণগণের সকাশে পৃথিবী গ্রহণ করিয়া পৃথিবীপতি হইল। অনন্তর পরশুরাম গর্ভ পর্য্যন্ত বধ করিলেন; কতিপয় ক্ষত্রিয়পত্নী ছলে পুত্ররক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। বধপাপ অপনোদনের জন্য পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী দান এবং কশ্যপ-মহর্ষিকে ধেনু দক্ষিণা দান করিলেন। যখন তপস্যা ও নিয়মে পাপ দূর হইল না, তখন অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া, সংসারমোচনের কথা ভৃগুরাম, কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কশ্যপ তাঁহাকে সর্ব্বদানশ্রেষ্ঠ পাপনাশন তুলা-পুরুষ দান করিতে উপদেশ দিলেন। ধীমান্ পরশুরাম তুলাপুরুষ মহাদান সম্পাদনপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া, তপস্যার্থ গমন করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাস! মহাত্মা ভার্গব রাম এইজন্যই ব্রহ্মহত্যা-পাপবিনাশক উক্ত মহাদান করেন। স্বর্ণাভাবে রজত দ্বারাও তুলাপুরুষ দান করিতে পারিবে। নিজ মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি মধু, ঘৃত, গুড়, বস্ত্র এবং স্বর্ণযুক্ত তুলায় আরোহণ করিবে। যে ব্যক্তি বাক্য, মন, কর্ম্ম এবং ধনের অনুরূপ তুলাপুরুষ দান করে, তাহার বধবন্ধ-পাপ হইতে উদ্ধার হয়। যে ব্যক্তি অশেষ পাপ করিয়া তুলাপুরুষ দান করে, সে যাবতীয় মাংসাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, স্বর্গে গমন করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। দিবা, নিশা, সন্ধ্যাদ্বয় অতি সন্ধ্যাদ্বয়, মধ্যাহ্ন, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে কর্ম্ম মন এবং বাক্য দ্বারা যে পাপ করা যায়, তুলাপুরুষদানে তাহা দূর হয়। "আমি বাল্য, বার্দ্ধক্য, যৌবনে জ্ঞান অজ্ঞানে যে পাপ করিয়াছি, তুলাপুরুষরূপী মহাদেব তৎসমস্ত শীঘ্রই বিনষ্ট করুন। আমার আশ্রয়ভূত উপার্জ্জিত ধন পরিমাণরূপে তুলাতে অর্পিত হইয়াছে। সেই ধনের সহিতই আমার দুষ্কৃত দূর হউক, আর যাবতীয় অনুষ্ঠিত পুণ্য সমাগত হউক।" সনৎকুমার বলিলেন, এই বলিয়া দ্বিজগণকে সেই দ্রব্য দান করিবে; এক দ্বিজকে ইহা দাতব্য নহে, তাহাতে নিস্তার হয় না। হে ব্যাস! যে ব্যক্তি এইরূপ তুলাপুরুষ মহাদান করে, সে নিষ্পাপ হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে অবস্থান করে। ৪৩—৬২।

শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, আপনি মানবগণের হিত নিমিত্ত এমন একটী দান বলুন, যে দান করিলে সমস্ত দানের ফল লাভ করা যায়। সনৎকুমার কহিলেন, হে কালীতনয়! যে একটী দান করিলে সকল দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ কর। মুমুক্ষু মানব সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে সর্ব্বদান শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড দান করিবে। সকল ব্রহ্মাণ্ড দান করিলে, মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, একমাত্র ব্রহ্মাণ্ড দান করিলে তাহা লাভ করে ও সপ্তলোকাধিপতি হয়। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য আকাশে সমুদিত হন, যতদিন ধরণী স্থির থাকেন, ব্রহ্মাণ্ডদাতা নর তাবৎকাল বন্ধুবান্ধবগণে মিলিত হইয়া অভিপ্রায়ানুরূপ বস্তু লাভ করত দেব-ভবনে ক্রীড়া করে। অনন্তর বিষ্ণুরূপ হইয়া দেবগণেরও দুর্লভ স্থান প্রাপ্ত হয়। ব্যাস কহিলেন, ভগবন্! ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ কত? কোন্ দ্রব্যে তাহা নির্ম্মাণ করিতে হয়? কোন্ বস্তু তাহার আধার? এবং যে প্রকারে তাহার উৎপত্তি,—সেই সমস্ত আপনি বলুন; যদ্দ্বারা আমি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারি। সনৎকুমার কহিলেন, হে মুনে! ব্রহ্মাণ্ড যত উন্নত ও যত বিস্তৃত, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্য পাপ হইতে মুক্ত হয়। সেই প্রসিদ্ধ কারণস্বরূপ অব্যাকৃত, বিকারশূন্য, আনন্দময় শিবপদ, যাহা হইতে সকলেরই উৎপত্তি ও লয় হয়, তাহা হইতে ব্যোম, ব্যোম হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ধরা, উৎপন্ন হইয়াছে। ধরা প্রভৃতি পঞ্চভূত একত্র মিশ্রিত হইয়া অণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। বহুকালে সেই অণ্ড দ্বিধা হইলে, তাহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই জল মধ্যে অবস্থিত অণ্ডের সপ্ত পাতাল ও সপ্ত ঊর্দ্ধ-ভুবন অন্তর্নিবিষ্ট। বিস্তার অপেক্ষা তাহা দ্বিগুণ উন্নত। তাহার আধার অনন্তনাগ, তিনি বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মার আজ্ঞা বশত তিনি সকলকে ধারণ করিতেছেন। ১—১২। দেব ও দানবগণ সেই শেষ-নাগের গুণ কীর্ত্তনে অশক্ত। যিনি দেব ও ঋষিগণের পূজিত ও সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক অনন্ত নামে অভিহিত হন, তিনি স্বস্তিকাকার অমল ভূষণ-বিশিষ্ট, সহস্র মস্তক ও অব্যক্ত। তিনি ফণাস্থিত মণিসহস্রে সকল দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছেন। তাঁহার মদঘূর্ণিত নেত্র অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, মস্তকে কিরীট, গলে মাল্য, কর্ণে একমাত্র কুণ্ডল। তিনি শুভ্র হারে উপশোভিত, নীল বস্ত্র ও মদে উদ্রিক্ত হইয়া, সায়ংকালে গঙ্গাপ্রবাহে সমুজ্জ্বল, সমুন্নত, কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইতেছেন। তাঁহার হস্তাগ্রে লাঙ্গল ও উৎকৃষ্ট মুষল। তিনি বিষ্ণু-শক্তিস্বরূপা বরুণ-কন্যাকর্ত্তৃক উপাসিত হইতেছেন।

কল্পান্তে বিষাগ্নিশিখায় সমুজ্জ্বল সঙ্কর্ষণস্বরূপ রুদ্র তাঁহার বদন হইতে নির্গত হইয়া জগত্রয় গ্রাস করে। সেই অশেষ সুরপূজিত শেষ-নাগ পাতাল-মূল হইতে সর্ষপতুল্য ক্ষিতিমণ্ডল ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বীর্য্য, প্রভাব, স্বরূপ ও রূপ দেবগণও বর্ণনা করিতে পারেন না। যাঁহার মস্তকে কুসুম-মালার ন্যায় পৃথিবী, ফণামণিশিলায় অরুণবর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, কে তাঁহার বীর্য্য বর্ণন করিতে বা জ্ঞাত হইতে পারে? যখন অনন্তদেব মদবিঘূর্ণিতলোচন হইয়া জৃম্ভণ করেন, তখন এই পর্ব্বত ও কানন-সমন্বিত পৃথিবী বিচলিত হন। সিদ্ধ, মুনি, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও দেবগণ তাঁহার গুণের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই, তজ্জন্য অব্যয় শেষ-নাগ, 'অনন্ত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। নাগবধূগণের হস্তস্থিত লোহিত হরিচন্দন যাঁহার শ্বাসানিল-বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত দিকের অনুলেপন হইতেছে, পুরাণ ঋষি গর্গ যাঁহার আরাধনা করিয়া সূর্য্যাদি জ্যোতি ও নিমিত্ত-পঠিত ফল অবগত হইয়াছেন, সেই অনন্তই নাগোচিত পরাক্রমে মস্তকে মহী, অন্য লোকমালা এবং দেবাসুর মনুষ্যগণকে ধারণ করিতেছেন। ১৩—২৫। হে মুনিসত্তম! পাতাল, সুতল, বিতল, নিতল, মহৎ সুতল, অগ্র্য সুতল ও সপ্তম রসাতল। এই সকল লোকই বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ উন্নত ও সূর্য্যকিরণ-যুক্ত ও রত্নভূমি, এই স্থানে রত্নময় প্রাসাদ ও হেমময় ভূমি আছে। তাহাতে দানব, দৈতেয়, মহাভাগ নাগজাতি, রাক্ষস এবং দৈত্যগণ নিবাস করে। মহামুনি নারদ পাতাল হইতে স্বর্গলোকে আগমনপূর্ব্বক পাতালকে স্বর্গ অপেক্ষা রমণীয় বলিয়াছেন। যে স্থানে বিবিধ আভরণে উত্তম প্রভাসম্পন্ন, আহ্লাদকারী, শুভ্রমণি-সমূহ বিরাজ করে, সেই পাতাল কোন্ স্থানের তুল্য? ইতস্ততঃসঞ্চারিণী দেবকন্যা-শোভিত পাতালে কোন্ মুক্ত ব্যক্তিরও প্রীতি না হয়? যে স্থানে দিবসে সূর্য্যকিরণ নাই, রাত্রিতে চন্দ্রকিরণ নাই, শীত বা আতপ নাই, যে স্থান কেবল মণিপ্রভায় সমুজ্জ্বল, যে স্থানে সকলেই প্রমোদ সহকারে অন্ন পান ভোগ করে, হে মহামুনে! যে স্থানে কাল গত হইলেও তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না, যে স্থানে সর্ব্বদা পুংস্কোকিল-কূজন, মধুর বন্য ফলমূল, রমণীয় কমলাকর নদী ও সরোবর, অতি শুভ্র ভূষণ, সুগন্ধ অনুলেপন এবং বীণা-বেণু মৃদঙ্গ-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ। পাতালপুরে দৈত্য, উরগ, দানব ও সিদ্ধ মানবগণ তপস্যাবলে এই সকল সুখ ভোগ করিতেছেন। ২৬—৩৮।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পাতালের উপরিভাগে পাপিগণের ক্লেশকর নরকসমূহ বিদ্যমান আছে, আমি তাহার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, লবণ, বিলোহিত, বৈতরণী, পূয়বহা, কৃমিল, কৃমিভোজন, অসিপত্রবন, লালাভক্ষ, পূয়বহাপায়, বহ্নিজ্বাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তম, অবীচিরোধন, শ্বভোজন, অদৃষ্ট, মহারৌরব, শাল্মলী; পাপকর্ম্মনিরত মানবগণ এই সকল নরকে ক্লেশ অনুভব করে। যে নর বিপ্রবধাতিরিক্ত বিষয়ে সাক্ষ্যে মিথ্যা বলে, সুরা ও আসব পান করে এবং সর্ব্বদা মিথ্যা বলে, সে রৌরব নরকে গমন করে। যে নর ভ্রূণহত্যাকারী, পরস্বাপহারী, রোষপূর্ব্বক গো-ঘাতী, পৈশুন্যাদি বশত বিশ্ব-দ্বিষ্ট, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহা ও সুবর্ণাপহর্ত্তা, সে শূকর নামক নরকে গমন করে। ইহাদিগের সংসর্গী, রাজঘাতী ও মণ্ডল বৈশ্যঘাতীও শূকর নরকে গমন করে। ভগিনী, মাতা ও দুহিতৃগামী তপ্তকুম্ভ নরকে ক্লেশ ভোগ করে। সাধ্বী পত্নীর বিক্রয়ী, বালঘাতী ও ভগবিক্রয়ী এবং ভক্ত ব্যক্তির পরিত্যাগী মানব, তপ্তলোহ নরকে গমন করে। গুরুর অবমানকারী, কুটুম্বকে না দিয়া পরোক্ষে ভোজনকারী, দেবদূষক, বেদবিক্রয়কারী, অগম্যাগামী নর, "তপ্তখল" নরকে গমন করে। মর্য্যাদাদূষক, অবীচিরোধ নরকে নিপতিত হয়। দেব-দ্বিজ-পিতৃদ্বেষ্টা ও রত্নদূষক "কৃমিভক্ষ" নরকে গমন করে। অশ্রদ্ধা ও ধনশঠতাপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে, "কৃমিল" নরকে গমন করে। যে অজ্ঞ মানব, পিতৃ দেব ও অসুর-গণ উদ্দেশে না দিয়া ভোজন করে ও শাস্ত্র বিষাদি প্রয়োগ করে, সে "লালাভক্ষ" নরকে পতিত হয়। অসৎ-প্রতিগ্রহপর, অযাজ্যযাজী ও অভক্ষ্য-ভক্ষক ব্রাহ্মণ উগ্র "বিশসন" নরকে গমন করে। ১—১৪। সোম-বিক্রয়ী নর, "রুধিরান্ধ" নরকে, মিত্রহা ও মধুনিমিত্ত মক্ষিকাদিঘাতক ক্লেশপ্রদ "বৈতরণী-নদীতে" গমন করে। যাহারা নবযৌবন-প্রমত্ত, মর্য্যাদাভেদী, অশুচি ও কপট-পূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহকারী, তাহারা "কৃষ্ণ" নরকে গমন করে। বৃথা বৃক্ষচ্ছেদী 'অসিপত্রবন' নরকে ও মেষঘাতী এবং মৃগহত্যাপরায়ণ ব্যাধগণ, "বহ্নিজ্বাল" নরকে পতিত হয়। অপাপ ব্যক্তির প্রতি অগ্নিপ্রয়োগ করিলে, অগ্নিময় নরকে পতিত হয়। যাহারা ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক তাহার লোপ করে এবং যাহারা আশ্রম হইতে চ্যুত হয়, তাহারা অতি দারুণ-যাতনাময় "সন্দংশ" নরকে নিপতিত হয়; যে অব্রহ্মচারী মানবের দিবসে স্বপ্নাবস্থায় রেতঃস্খলন হয় এবং যে পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, সে "শ্বভোজন" নামক নরকে নিমগ্ন হয়। এইপ্রকার এবং অন্য শত সহস্র প্রকার নরক

আছে, দুষ্কৃতকারী মানবগণ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া, যাহাতে গমন করে। পাপও পূর্ব্বোক্তরূপ এবং আরও বহুপ্রকার আছে, মানবসমূহ নরকমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাহাদিগের ফল ভোগ করে। যাহারা কর্ম্ম, মন, বাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহারাই নরকে নিমগ্ন হয়। স্বর্গ হইতে দেবগণ অধোমুখ হইয়া, নিরয়বাসিগণকে দর্শন করেন, কিন্তু তাহারা অধোমুখ দেবগণকে দর্শন করিতে পারে না। স্থাবর, কৃমি, মৎস্যাদি জলচর, পক্ষী, পশু, মৃগ, ধার্ম্মিক, দেব ও মুক্ত যত জন্তু স্বর্গে আছে, নরকেও তত প্রাণী বাস করে। প্রায়শ্চিত্ত-পরাঙ্মুখ মানব, নিরয়গামী হয়। পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তও মুনিগণ-কর্তৃক স্মরণপূর্ব্বক অভিহিত হইয়াছে। হে কালীপুত্র! স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, গুরু পাপ করিলে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও লঘু পাপ করিলে লঘু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; অতএব সেই সকল পাপের অশেষ প্রায়শ্চিত্ত এবং প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে সকল পাপই বিনষ্ট হয়। ১৫—২৮। পাপকর্ম্ম করিয়া যে পুরুষের অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাহার সকল প্রায়শ্চিত্ত মধ্যে হরস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে মহাদেবের স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ বিনষ্ট হয়। মানব মহাদেবের স্মরণ করিলেই পাপক্ষয় হয়; সমস্ত ক্লেশ নাশ, স্বর্গপ্রাপ্তি, অধিক কি, মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়। শিবভক্ত পুরুষের জপ, হোম, অর্চ্চনাদি হইতে যে ইন্দ্রত্বাদি ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা মুক্তির অন্তরায়মাত্র। ভক্তিপূর্ব্বক অহর্নিশ শিবস্মরণ বশত অশেষ পাপ ক্ষীণ হইলে, পুরুষ আর নরকে গমন করে না। হে দ্বিজোত্তম! নরক ও স্বর্গ পাপ ও পুণ্যের পরিণাম। যে এক স্বর্গ মোক্ষাধিকারিগণের দুঃখ ও পৃথিবীস্থগণের সুখের নিমিত্ত এবং ন্যূনসম্পৎ ব্যক্তির ঈর্ষোদ্ভব করে, আবার সেই স্বর্গ প্রীতিকর হইয়াও পাতকালে দুঃখোৎপাদন করে। অতএব কেবল সুখপ্রদ বা দুঃখপ্রদ সামগ্রী কিছুই নাই। সুখ ও দুঃখ মনের পরিণাম মাত্র। অতএব জ্ঞানই পরমব্রহ্ম, জ্ঞানই যথার্থ বস্তু; এই বিশ্ব জ্ঞানময়, জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আমি নরকমণ্ডলের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ইহার পর সমস্ত ভূমণ্ডলের বিবরণ বলিতেছি। ২৯—৩৮।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—হে পরাশরতনয়! আমি সংক্ষেপে ভূমণ্ডলবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, পুষ্কর ও শাক এই সপ্তদ্বীপ সকল লবণ, ইক্ষুরস, সর্পি, দধি, দুগ্ধ ও জল এই সপ্ত সমুদ্রে পরিবৃত। জম্বুদ্বীপ এই সপ্তদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। কনকময় সুমেরুপর্ব্বত সেই জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে বিরাজমান। সেই পর্ব্বত ষোড়শ যোজন নিম্নে প্রবিষ্ট, চতুরশীতি সহস্র যোজন উন্নত ও ঊর্দ্ধদেশে দ্বাত্রিংশতি সহস্র যোজন বিস্তৃত। ভূরূপ পদ্মের কর্ণিকাকারে সংস্থিত এই শৈলের মূলদেশের বিস্তার ষোড়শ-সহস্র যোজন। তাহার দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধপর্ব্বত এবং উত্তরে নীল, শ্বেত-ভঙ্গী নামক বর্ষপর্ব্বত। এই সমস্ত পর্ব্বতই রত্নবিশিষ্ট ও অরুণপ্রভাসম্পন্ন; ইহাদিগের বিস্তার দশ সহস্র যোজন ও দুই সহস্র যোজন উন্নতি। এই জম্বুদ্বীপের প্রথম ভারতবর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষবর্ষ এবং হরিবর্ষ; তিন স্থানই সুমেরুর দক্ষিণে অবস্থিত। মেরুর উত্তরপার্শ্বে রম্যকবর্ষ; তাহার সানুদেশ হিরণ্ময়। ইহার পর উত্তরকুরু ভারতবর্ষের তুল্য। হে মুনিসত্তম! ইঁহাদিগের এক একটী নব-সহস্র যোজন পরিমিত। তাহার মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে মেরু উন্নত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মেরুর চতুর্দ্দিকে নবসহস্র যোজন উচ্ছ্রিত ইলাবৃত বর্ষ। সেই ইলাবৃতবর্ষে মেরুর কীলকস্বরূপ অযুতযোজন উন্নত চারিটী পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিপুল ও উত্তরে সুপার্শ্ব। এই চারিটী গিরির কেতুস্বরূপ একাদশ শতযোজন বিস্তৃত কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বটবৃক্ষ অবস্থান করিতেছে। হে মহামুনে! জম্বুদ্বীপে যে জম্বু, তাহাই নামকারণ। সেই জম্বুবৃক্ষের মহাগজ-প্রমাণ ফলসমূহ গিরিপৃষ্ঠে চতুর্দ্দিকে বিশীর্ণ ও নিপতিত হয়, তাহার রসে জম্বুনদী বলিয়া বিখ্যাত একটী নদী পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সেই পর্ব্বতনিবাসী মানবগণ তাহার জল পান করিয়া থাকে। ১—১৮। সেই নদীর জল পানে স্বস্থমানস মানবগণের স্বেদ, দৌর্গন্ধ্য, জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় কিছুই হয় না। সেই নদীর তীরস্থ মৃত্তিকা তত্রত্য সুমন্দ সমীরণে বিশোষিত হইয়া, সিদ্ধগণের ভূষণযোগ্য, জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ হয়। মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ ও পশ্চিম দিকে কেতুমালবর্ষ অবস্থিত, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাহার মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ। তাহার পূর্ব্বদিকে চৈত্ররথ-কানন, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বিভ্রাজ, উত্তরে নন্দন। মেরুর চতুর্দ্দিকে অরুণোদ, মহাভদ্র, শীতোদ ও মানস এই চারিটী দেবভোগ্য সরোবর বিদ্যমান এবং সেই মেরুর পূর্ব্বদিকে সীতাঞ্জন, কুমুদ, কুরর, মাল্যবান্ ও বৈকঙ্ক-প্রমুখ; দক্ষিণদিকে ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ প্রভৃতি; পশ্চিমদিকে শিখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন ও জারুধি প্রভৃতি; উত্তরে শঙ্খচূড়, ঋষভ, হংস, কালঞ্জর, প্রভৃতি কেশর-পর্ব্বত বিরাজিত। হে কালেয়! মেরুর চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন উপরে স্বর্গে বিখ্যাত ব্রহ্মপুর এবং মেরুর চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাদি দিক্ ও আগ্নেয়ী প্রভৃতি বিদিকে

ইন্দ্রাদি অষ্ট লোকপালগণের আটটী প্রসিদ্ধ পুরী অবস্থিত। ব্রহ্মপুরের চতুর্দ্দিকে বিষ্ণুপাদ-বিনিষ্ক্রান্তা গঙ্গা ইন্দুমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া স্বর্গ হইতে নিপতিত হইতেছেন। সেই গঙ্গা স্বর্গ হইতে সীতা অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা নামে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া, চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতেছেন। সীতা মেরু-পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে, নন্দা দক্ষিণে, সুচক্ষু পশ্চিমে ও ভদ্রা উত্তরে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, সেই ত্রিপথগামিনী গঙ্গা চতুর্দ্দিকে মহাসাগরে নিপতিত হইতেছেন ১৭—৩১। সুনীল পর্ব্বত, নিষধ পর্ব্বত ও তাহার ন্যায় বিস্তীর্ণ মাল্যবান্ পর্ব্বত এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্যে মেরু কর্ণিকাকারে অবস্থিত। ভরত, কেতুমালা ভদ্রাশ্ব এবং কুরু লোকরূপ পদ্মের পত্রস্বরূপ এবং লোকের বহির্দ্দেশে সীমাস্থান। জঠরদেশে দেবকূট পর্ব্বত এবং বিস্তারের দক্ষিণে গন্ধমাদন ও উত্তরে কৈলাস। গন্ধমাদন পূর্ব্ব দিকে ও কৈলাস পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছে। মেরুর পূর্ব্বদিকে নিষধ ও পশ্চিমদিকে নীলপর্ব্বত। নিষধ পূর্ব্বদিকে বিস্তীর্ণ ও নীল উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ; উভয়ে কর্ণিকা মধ্যে ব্যবস্থিত। এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে সিদ্ধচারণ নিষেবিত নিম্ন ভূভাগে সমস্ত দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসদিগের কানন ও পুরসমূহ আছে। সেই শৈল-দ্রোণীতে অহোরাত্র দেব ও দৈত্যগণ ক্রীড়া করেন। এই সকল স্থান ধার্ম্মিকগণের আলয়, ভূমিস্থিত স্বর্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পাপিগণ ইহাতে গমন করিতে এবং দেখিতে সমর্থ হয় না। আর যে কিম্পুরুষ-বর্ষ প্রভৃতি আটটী বর্ষ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে শোক, আয়াস, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয়াদি কিছুই নাই। তাহাতে প্রজাগণ স্বস্থ, নিরাতঙ্ক, সর্ব্বদুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া, দশ বা দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্থিরায়ু হয়। সেই স্থানে সত্য-ত্রেতাদি-যুগ-ব্যবস্থা ও ভৌম জল নাই। দেবতা তাহাতে বর্ষণ করেন ও এই স্থান সামর্থ্যবিশিষ্ট। এই সপ্তস্থানে শত শত স্বাদুজল ও স্বর্ণবালুকাময় ক্ষুদ্র নদী এবং তাহাতে বিবিধ ক্রীড়া পাত্র আছে। ৩২—৪০।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—হিমাদ্রির দক্ষিণ ও সাগরের উত্তরে অবস্থিত ভরত রাজার সংসারক্ষেত্র ভারতবর্ষের বিষয় বলিতেছি। হে মহামুনে! এই ভারতবর্ষের বিস্তার নব সহস্র যোজন। এই স্থান কর্ম্মভূমি ও স্বর্গাপবর্গ প্রদ। পুণ্যকর্ম্মাগণ এই স্থান হইতে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করেন এবং পাপীগণ নিরয় গমন করে। এই ভারতবর্ষের নব ভেদ বলিতেছি;—ইন্দ্রদ্যুম্ন, কসেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ, এই সাগর-সংবৃত দ্বীপ তাহাদিগের নবম। এই দ্বীপ দক্ষিণ ও উত্তর দিকে সহস্র যোজন বিস্তৃত। হে ব্যাস! ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ, পশ্চিমে যবনসমূহ, দক্ষিণে অন্ধ্রজাতি ও উত্তরে তুরুষ্কগণ বাস করে। এই দ্বীপের মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রসমূহ যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত যথাভাগে অবস্থান করিতেছে এবং মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র নামক সাতটী কুলপর্ব্বত আছে। ১—৮। হে মুনে! নর্ম্মদা ও সুরসাপ্রমুখ এবং সহস্র সহস্র নদী পারিযাত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বপাপহারিণী, শুভদায়িনী, গোদাবরী, ভীমরথী ও তাপী প্রভৃতি মহানদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া বিনির্গত হইয়াছে, ইহাদিগের পুণ্যজলে স্নান করিলে পাপভয় থাকে না। কৃষ্ণবেণীপ্রমুখ নদী সহ্যপাদ হইতে উদ্ভূত। কৃতমালা ও তাম্রপর্ণ প্রভৃতি নদী মলয়াদ্রিসম্ভূত। ত্রিষামা ও ঋষিকুল্যাদি নদীসমূহ মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে প্রসূত। ঋষিকুল্যা ও কুমারী আদি নদী শুক্তিমান্ পর্ব্বতের পাদজাত। সেই স্থানে নানা জনপদ ও তাহাতে নানা মানব বাস করত এই সকল নদীর ও বিবিধ সরোবরের জল পান করে। এই ভারতবর্ষে সত্য প্রভৃতি চারিটী যুগ আছে। অন্য কোন দ্বীপে এই যুগচতুষ্টয়ের ব্যবস্থা নাই। এই ভারতে পরলোকের সুখকামনায় আদর পূর্ব্বক সকলেই প্রভূত দান, যাগশীলগণ হোম এবং যতিগণ তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন; যেহেতু জম্বুদ্বীপ মধ্যে এই স্থান কর্ম্মভূমি, তাহার মধ্যে ভারত অতি শ্রেষ্ঠ, এতদ্ভিন্ন সকল স্থানই ভোগভূমি। সহস্রজন্ম মনুষ্যতা লাভপূর্ব্বক পুণ্য সঞ্চয় করিলে এই স্থানে জন্মলাভ হয়। "স্বর্গ এবং মুক্তির সোপানস্বরূপ ভারতভূমির প্রজারা ধন্য" দেবতারা এই গান করেন এবং তাঁহারা দেবত্ব ত্যাগ করিয়া এ স্থানের মানব হন। আর বলেন, "এখানে মানব-জন্ম প্রাপ্তির পর পরমাত্মা শিবে নিরত হইয়া সমগ্র কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইব; অতএব দেবত্ব ইহা অপেক্ষা ম্লান। (শিব-প্রাপ্তির হেতু যে কর্ম্ম, তাহা দেবতা হইয়া করা যায় না, কিন্তু ভারতবাসী মনুষ্য হইলে করা যায়) ভারতজাত মানবেরা নিত্যসুখের জন্য শিবপ্রাপ্ত হইতে পারে; আর আমরা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মেই নিবিষ্ট থাকি।" লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ ক্ষার-সমুদ্র-পরিবৃত জম্বুদ্বীপের সমস্ত খণ্ডের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। প্লক্ষ-দ্বীপও লক্ষ যোজন প্রমাণ ক্ষার-সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার পরিমাণ ভারত অপেক্ষা দ্বিগুণ। এই দ্বীপে গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা ও সপ্তম বৈভ্রাজ, এই সাতটী বর্ষ-পর্ব্বত আছে। এই সকল বর্ষ-পর্ব্বতের প্রজা।

গণ এবং দেব ও গন্ধর্ব্বসমূহ প্রমোদযুক্ত হইয়া নিত্যই সুখে বাস করেন। এ দেশের কোনভাগে কস্মিন্‌কালেও প্রজাগণের মনঃপীড়া বা শারীরিক পীড়া উপস্থিত হয় না। অত্রত্য মানবগণ অযুতবর্ষ জীবিত থাকে, এই স্থানে অনুতপ্তা, শিখা, পাপঘ্নী, ত্রিদিবা, কৃপা, অমৃতা ও সুকৃতা নামে সাতটী নদী প্রবাহিত আছে এবং এতদ্ভিন্ন সহস্র ক্ষুদ্র নদী ও শৈল অবস্থান করিতেছে। জনপদবাসীরা হৃষ্টচিত্তে সেই সকল নদীর জল পান করে। জম্বুদ্বীপান্তর্গত সপ্তস্থানে যেমন যেমন যুগ-ব্যবস্থা আছে, প্লক্ষদ্বীপে সেরূপ যুগ-ব্যবস্থা নাই, সকল কালই ত্রেতাযুগের তুল্য। হে মুনিসত্তম! তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করে। তত্রত্য মহাতরু প্লক্ষবৃক্ষ পরিমিত। তাহার মধ্যদেশে প্লক্ষবৃক্ষপরিমিত মহাতরু আছে, তন্নিমিত্তই এই দ্বীপের নাম প্লক্ষদ্বীপ হইয়াছে। লোকমঙ্গলকারী ভগবান্ শঙ্কর, ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা, বৈদিক মন্ত্র ও যজ্ঞ দ্বারা পূজিত হন। এক্ষণে সংক্ষেপে শাল্মলী দ্বীপের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহাতে সাতটী বর্ষ আছে, তাহাদের নাম শুন ;—শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানব ও সুপ্রভ। এই স্থানে শাল্মলী বৃক্ষ থাকাতেই ইহা শাল্মলী নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ সমুদ্র দ্বারা এই দ্বীপ সংবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। বর্ষের সীমাভূত যে সকল নদী আছে, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। শুক্লা, রক্তা, হিরণ্যা, চন্দ্রা, শুক্রা, বিমোচনা ও সপ্তম নিবৃত্তি। এই সকল নদীই পুণ্যতোয়া এবং শান্তিপ্রদা। শ্বেত, হরিত প্রভৃতি সপ্তবর্ষেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় বাস করে এবং তাহারা সর্ব্বদাই বিবিধ যাগ-যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকে। সেই সুমনোরম-দ্বীপে দেবগণের সতত সান্নিধ্য আছে। ঐ দ্বীপ সুরোদ সমুদ্রে পরিবৃত।১—৩৮। কুশদ্বীপের বাহ্যদেশে চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ সমুদ্র পরিবৃত। সেই স্থানে দৈতেয়, মানব, দানব, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষাদি বাস করেন এবং স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়, ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ জনার্দ্দন ও সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ ভগবান্ ঈশানের পূজা করিয়া থাকেন। কুশেশয়, হরি, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, মণিক্রম, মহাশৈল ও মন্দরাচল এই সাতটী তত্রত্য বর্ষ-পর্ব্বত ও সাতটী নদী প্রবাহিত আছে, তাহাদের নাম শ্রবণ কর, ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মিতি, বিদ্যা, দম্ভা ও মহী। এই সকল নদীই সর্ব্বপাপহরা। এতদ্ভিন্ন আরও সহস্রাধিক, শুভসলিলা, হেমসিকতাসম্পন্না ক্ষুদ্রনদী আছে। কুশদ্বীপ প্রভূত-কুশস্তম্বময় ও ঘৃতোদ সমুদ্রে পরিবৃত। হে মহাভাগ! ক্রৌঞ্চ নামক অপর মহাদ্বীপের বিষয় শ্রবণ কর ;—সেই দ্বীপ দ্বিগুণ দধিমণ্ডোদক-সমুদ্র-সমাবৃত। হে মহাবুদ্ধে! এই দ্বীপে যে সকল বর্ষাচল আছে, তাহাদের নাম শ্রবণ কর ;—ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দিবা, দ্যুত্যমনা, পুণ্ডরীক ও দুন্দুভি। সেই সকল বর্ষ-মহীধরের সর্ব্বত্রই সুবর্ণময়, সুতরাং রমণীয় ;—তাহাতে প্রজাগণ আশঙ্কাশূন্য হইয়া দেবগণের সহিত বাস করে। এই স্থানে ক্রম-ব্যবস্থিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ অবস্থান করে। তথায় সাতটী মহানদী ও অন্য সহস্রাধিক নদী আছে। গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা এই সাতটী মহানদীর বিমল ও স্বাদু সলিল পান করে। তথায় যোগ অবলম্বন করিয়া রুদ্ররূপী ভগবান্ পরমেশ্বরের পূজা করে। শাকদ্বীপও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত সমুদ্রে পরিবৃত। ইহাতে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহার নাম শ্রবণ কর। তথায় পূর্ব্বদিকে উদয় গিরি ও অন্যান্য দিকে, জলধার যত, শ্যাম, অস্তগিরি, অম্বিকেয় ও কেশরী। সেই স্থানে সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত শাক নামক মহাবৃক্ষ আছে এবং পবিত্র-জনপদসমূহে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় বাস করে। এই স্থানে মহাপুণ্য সর্ব্বপাপভয়হারিণী সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, রেণুকা, দবা, ইক্ষু, বেণুকা ও গভস্তি এই সাতটী মহানদী এবং সহস্র সহস্র অপর ক্ষুদ্র নদী আছে এবং শত সহস্র অন্যান্য মহীধর আছে। তথায় কোনরূপ ধর্ম্মহানি নাই। মানবগণ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমন করিয়া সেই সকল বর্ষে বাস করেন ; কেহ কাহারও প্রতি স্পর্দ্ধা করে না। শাকদ্বীপে জনপদবাসীরা আত্মনিয়মনপূর্ব্বক যথোক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা ভগবান্ সূর্য্যের উত্তম পূজা করিয়া থাকে। সেই শাকদ্বীপ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ক্ষীরোদ সমুদ্রে আবৃত। তদপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত পুষ্করদ্বীপও ক্ষীর-সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়া আছে।৩৯—৫৯। এই পুষ্করদ্বীপে শাকদ্বীপের দ্বিগুণ মানস নামক এক বর্ষ আছে। তাহা পঞ্চ সহস্র যোজন উর্দ্ধে সমুচ্ছ্রিত এবং পঞ্চলক্ষ যোজন তাহার বিস্তার ; উহা বলয়াকৃতি। ইহাকেই পুষ্করদ্বীপবলয় বলে। বলয়াকৃতি-বর্ষদ্বয়-সমাকার ঐ পুষ্করদ্বীপবলয় মধ্যম স্থল দ্বারা পুষ্করদ্বীপকে ধারণ করিয়া আছে। তথায় মানবগণ নিরাময়, শোকশূন্য ও রাগ-দ্বেষ-বর্জ্জিত হইয়া, দশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। তাঁহাদের মধ্যে উত্তম মধ্যম বা অধম ব্যবস্থা নাই, সকলেই সমান। তাহারা সত্য মিথ্যা উভয়রহিত হইয়াই তথায় বাস করে। সকল মানবই তুল্যদেহ ও সুবর্ণের ন্যায় একবর্ণ। হে কালেয়! এই উভয় বর্ষই ভৌম স্বর্গ, উত্তম স্থান। কালবশে মানবগণ জরা ও রোগে বর্জ্জিত হইয়া সুখভোগ করে। হে মহামুনে! এই মহাবীত ও ধাতকীখণ্ড পুষ্করাকৃতি পুষ্কর-দ্বীপে ব্রহ্মার ন্যগ্রোধ নামক উত্তম স্থান আছে। সুরাসুর কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া, ব্রহ্মা ঐ ন্যগ্রোধে বাস

করেন। স্বাদূদক নামক সমুদ্র দ্বারা পুষ্করদ্বীপ পরিবেষ্টিত। এইরূপে সপ্তদ্বীপই সপ্তসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। সমুদ্র সকল পর পর দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বীপের সমান। সমুদ্র সকলেরই জল সমান; ন্যূনতা বা অতিরিক্ততা তাহাতে নাই। অগ্নিসংযোগে স্থালীমধ্যস্থ বারি যেমন কখন বৃদ্ধি পায় ও কখন ক্ষীণ হয়, সেইরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি অনুসারে সকল সমুদ্রেরই জল কখন ক্ষয় হয়, কখন বা বৃদ্ধি পায় চন্দ্রের উদয় ও অস্তেই জল বাড়ে ও কমে; সুতরাং কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষভেদে মাত্রা অতিরেক হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সকল সমুদ্রের জলের হ্রাসী বৃদ্ধি হাজার হাজার রকম দেখা গিয়াছে, তাহা সমস্তই কহিয়াছি। পুষ্কঃদ্বীপস্থ প্রজাগণ সর্ব্বদাই ষড়্রস ভোজন করে, ঐ রস সকলও আপনিই উপস্থিত হয়। স্বাদূদক সমুদ্রের পর আর লোকের বসতি নাই। স্বাদূদকের দ্বিগুণ সুবর্ণময়ী ভূমি আছে, তাহাতে কোন প্রাণীর বাস নাই। তাহার পর লোকালোক শৈল। উহার প্রস্থ ও উচ্ছ্রায় সহস্র যোজন এবং বিস্তার অযুত যোজন। তাহার পর অন্ধকার। এইরূপে সপ্তদ্বীপ মহীরুহ-বতী, সর্ব্বভূতগুণাধিকশালিনী, আধারভূতা এই উর্ব্বী পঞ্চাশৎকোটিযোজন বিস্তৃতা এবং অণ্ডকটাহে পরিব্যাপ্তা। হে কালেয়! এই ধাত্রীই জগতের ইলা স্বরূপ। ৬০—৭৭।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার কহিলেন,—যেপর্য্যন্ত রবি ও শশীর কিরণজাল উদ্ভাসিত করে, পৃথিবী তাবৎপরিমিত; ঐ পৃথিবীকে ভূর্লোক বলে। ভূমি হইতে এক লক্ষ অযুত যোজন দূরে রবিমণ্ডল অবস্থিত। যে শশী জগৎ অপেক্ষা শীঘ্রগতি, তাহার বিষয় শ্রবণ কর। সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থান করিতেছে চন্দ্র অপেক্ষা দশ যোজন উপরে চতুর্দ্দিকে নক্ষত্রনিকরের সহিত গ্রহমণ্ডল অবস্থিত। বুধগ্রহ তাহা অপেক্ষা নিম্নে, মঙ্গল উর্দ্ধে, বৃহস্পতি তদপেক্ষা উর্দ্ধে, শনৈশ্চর তাহা হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত। সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহা অপেক্ষা এক লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সংস্থিত, সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন উপরে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের মেঢ়ীভূত ধ্রুব অবস্থান করিতেছেন। এই সকল লোক 'ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ' নামে অভিহিত। ভূর্লোক হইতে উর্দ্ধে, ধ্রুব হইতে নিম্নে যে স্থানে সেই কল্পবাসীরা বাস করেন, তাহা এক কোটী যোজন। ধ্রুবের উর্দ্ধে মহর্লোক; তাহাতে সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ এই সাতটী ব্রহ্মার মানস-পুত্র অবস্থান করেন। —৯। মহর্লোক অপেক্ষা চতুর্গুণ দূরে জনলোক, তদপেক্ষা ঐ পরিমিত দূরে তপলোক, যাহাতে দাহ-বিবর্জ্জিত বৈরাজ নামক দেবগণ অবস্থান করেন। তপলোক হইতে ষড়্গুণ দূরে সত্যলোক অবস্থিত; সেই সত্যলোকই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, তথায় নির্ম্মলচিত্তগণ বাস করেন। সত্যধর্ম্মনিরত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ জ্ঞানিগণ, যাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন, তাঁহারা ভূর্লোকে বসতি করেন। ভুবর্লোকে সিদ্ধগণ ও দেবরূপী মুনিগণ বাস করেন। স্বর্লোকে সুরগণ আদিত্যগণ, মরুৎসমূহ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বদেব, রুদ্র, সাধ্য, নাগ, সুরাদি, নবগ্রহগণ এবং বীতকল্মষ ঋষিগণ বাস করেন। হে কালীতনয়! এই সপ্ত মহালোক ও সপ্তপাতাল এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তর তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। দধিবৃক্ষ-ফলের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধ এবং অধোদেশ কটাহে আবৃত। এই ব্রহ্মাণ্ড দশ দশ গুণ অধিক জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পঞ্চতন্মাত্র, অহংকার এবং মহত্তত্ত্ব কর্ত্তৃক বেষ্টিত। মহত্তত্ত্বকে আবৃত করিয়া প্রকৃতি পুরুষ অবস্থিত। অনন্ত আত্মার সংখ্যা বা প্রমাণ নাই। এই জন্য আত্মার নাম অনন্ত। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূল বলিয়া তিনিই পরম প্রকৃতি। সহস্র সহস্র অযুতাযুত ঈদৃশ ব্রহ্মাণ্ড সেই অব্যক্ত হইতে উদ্ভূত। যেমন কাষ্ঠে অগ্নি, তিলে তৈল এবং দুগ্ধে ঘৃত অবস্থিত; সেইরূপ পরমাত্মা সকল ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করিয়া অবস্থিত। আদি বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি তাহা হইতে পুনরায় অন্য বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ জীবগণের মধ্যেও আদি বীজ হইতে পুত্রাদির উৎপত্তি হয়। তাহারাই অন্য জীবের বীজ। মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত এবং দেবগণ প্রভৃতি সকলেই আদি বীজ হইতে উৎপন্ন। বীজ হইতে বৃক্ষোৎপত্তি হইলে, যেমন বীজ ও বৃক্ষের অপচয় হয় না, সূর্য্যসাহায্যে সূর্য্যকান্ত মণি হইতে যেমন অগ্নির উৎপত্তি হয়; সেইরূপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। শিবশক্তি যোগে দেবতা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। যিনি কর্ম্মভেদে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্ররূপী, তিনিই শিব। যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, যাঁহাতে লয় এবং যিনি সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা, তিনিই শিব। ১০—২৭। মুনিগণ কহিলেন,—আপনি পূর্ব্বে মহাদেবের সর্ব্বার্থ সাধক, ভোগ ও মুক্তিকর এবং মঙ্গলদায়ক ষড়ক্ষর পরম মন্ত্র বলিয়াছেন। আমরা পরম সাধন মন্ত্রসমূহ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বকালে সূত-মাণ্ডব্যাদি সকল মুনি ও সিদ্ধগণ যে মন্ত্রবলে শিবপ্রসাদ লাভ করত অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনি সেই সকল মন্ত্র আমাদিগকে বলুন। সূত কহিলেন, পূর্ব্বে শঙ্কর যে মন্ত্র বিশাখকে কহিয়াছিলেন, সেই শম্ভুর অতি প্রিয় মন্ত্র বলিতেছি, আলস্যশূন্য হইয়া শ্রবণ কর। প্রথমে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, অনন্তর প্রাসাদ-বীজ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর চবর্গের তৃতীয় বর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক

তাহাতে দুইবার পঞ্চম স্বর যোগ করিয়া, তাহাতে বিন্দুযুক্ত করিবে। অনন্তর শবর্গের তৃতীয় বর্ণে বিসর্গ যোগ করিবে। ইহা মহাদেবের সর্ব্বার্থসাধক পরম মন্ত্র; শ্রেষ্ঠ মোক্ষ, পরম পবিত্র, পরম ধর্ম্ম এবং পরম বিভূস্বরূপ। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ, অগম্যাগমন, সুরাপান, স্বর্ণহরণ, ভ্রূণহত্যা, গুরুতল্পগমন, বিশ্বস্ত ও মিত্রবধ, গুরুহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও অন্য নানাবিধ পাপসমূহ এই মন্ত্ররাজের স্মরণ মাত্রেই ভস্মসাৎ হয়। সাধকশ্রেষ্ঠ এই মন্ত্র শতবার জপ করিয়া, মহাদেবের মস্তকে পুষ্পদান করিয়া, শত সহস্র অতি অদ্ভুত পাপ বিনাশপূর্ব্বক যে পুণ্য কোটিজন্মে উপার্জ্জিত হয়, তাহা লাভ করে। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা প্রযত্ন সহকারে একশত বার সংপুট বা অবরোহক্রমে এই মন্ত্র জপ করে, সে মৃত্যুর বশীভূত হয় না। যে নর স্থিতিন্যাস ক্রমে ললাটে, বক্ত্রে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুহ্যে, বাহুদ্বয়ে, হস্তদ্বয়ে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, জানুতে, জঙ্ঘায়, গুল্ফে, পাদদ্বয়ে ন্যাসপূর্ব্বক এই মন্ত্র স্মরণ করে, সে শতকোটী জন্মের পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করে এবং বজ্র, উপল, মহাবর্ষণ, চৌর ও ব্যাঘ্রাদিজনিত ভয় এবং মনঃপীড়া, সাধ্বস, জ্বর ও কুষ্ঠাদি-জন্য ভয় ও ইহকালের দুঃখপ্রদ সর্ব্ব প্রকার রোগ হইতে বিমুক্ত হয়। সংগ্রামে জয় ও অতুল সৌভাগ্য লাভ করে। ২৮—৪০। সাধক দিবারাত্রি যে কোন অবস্থায় মানস-জপ করিলে, সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। সাধক ভার্য্যার সহিত মৃত্যুঞ্জয় যন্ত্রে আরূঢ় হইয়া, ত্রিকালে জপ করিলে, উপবাস, মৌন, ব্রহ্মচর্য্য ও আস্তিকতা-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম-প্রবৃত্ত হইলেও নিঃসংশয় সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। আমি পুনর্ব্বার অন্য প্রকার সর্ব্বার্থ-সাধক ধ্যান বলিতেছি। সুখাসনে অবস্থান করত শ্রেষ্ঠ কুম্ভমুদ্রাবন্ধন পূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মদেহে শ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের এইরূপ ধ্যান করিবে যে, তালুদেশে অবস্থিত সহস্র দলযুক্ত শ্বেতপদ্ম ও চন্দ্র পয়োধারা বর্ষণ করিতেছে। এই প্রকার ধ্যান করিলে, তাহার দিব্যরূপ উৎপন্ন, অণিমাদি গুণ প্রাপ্তি, ইচ্ছানুসারে গতি ও রূপ হয় এবং সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, হৃষ্ট, দূরদর্শী পরম বেদজ্ঞান সম্পন্ন হয়। এক বৎসর একচিত্ত ও সমাহিত হইলে, এই সকল গুণ লাভ করিতে পারে। অধিক কি, সেই ধ্যান অভ্যাস করিলে তাহার খেচরত্ব উপজাত হয়। সূত কহিলেন, পূর্ব্বে ভগবান্ শম্ভু দেবীকে, কার্ত্তিকেয় ও নন্দী ঋষিকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে সংক্ষেপে কহিলাম। অগস্ত্য প্রভৃতি বীতকল্মষ-বিপ্রগণ এই মন্ত্ররাজ প্রভাবে জরা-মরণ-বর্জ্জিত হইয়াছেন। সনৎকুমার অমিততেজা ব্যাসকে ইহা কহিয়াছেন। অদ্যও এই মৃত্যু-বিনাশন মন্ত্র তোমাকে কহিলাম। ৪১—৫৪।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন,—আমি তোমাদিগকে মন্ত্ররাজের উদ্ধরণ কহিলাম; অতঃপর মন্ত্ররাজের হৃদয়, ধ্যান, জপ, সর্ব্বদা অর্চ্চন বলিতেছি। আমার নিত্যপ্রিয় সদ্যোজাতাদি বক্ত্রপঞ্চক আমি নিঃসংশয় পরিজ্ঞাত আছি। হে শুভে! ক্রমে বা ব্যুৎক্রমে আমার পঞ্চবক্ত্র ও মন্ত্ররাজ যে জপ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। তাহার সকল কর্ম্ম ও অণিমাদি গুণ সিদ্ধ হয়। দেবী কহিলেন,—হে দেব! আমি সংযত যোগিগণের প্রাপ্য ও দুরাত্মার অপ্রাপ্য ধ্যান ও অমৃত্যু-কারক মন্ত্র শ্রবণ করিয়াছি। জগৎ, কাম-ক্রোধাদিরূপ রজ দ্বারা ব্যাকুল, দ্বন্দ্ব দুঃখসমূহে আবিষ্ট ও ইন্দ্রিয়ার্থে সুসংযুক্ত। এবংপ্রকার দুঃখসঙ্কুল জগতে মানবগণের হিতার্থ মোক্ষের উপায় কি, আমাকে বলুন। ভগবান্ দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া কহিলেন, হে আর্য্যে! যথার্থ মোক্ষোপায় শ্রবণ কর। পণ্ডিত এই দেহে দেহ হইতে পৃথক্ "অহং" এই একের চিন্তা করিবে। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া জগতে বিচরণ করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। "আমার" এই জ্ঞান পরম দুঃখকর, "আমার নহে" এই জ্ঞান পরম শুভকর। "আমার" ও "আমার নহে" এই দুই জ্ঞানই বন্ধ ও মোক্ষের নিদান। যাহার নিজের দেহ নাই, কিরূপে তাহার দারাদি এবং গৃহক্ষেত্রাদি হইতে পারে? যে নর এইরূপে বদ্ধ, সে মুক্ত হয় না। ১—১০। আমি সংক্ষেপে এই পাশুপত কহিলাম। দেবী কহিলেন, আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অজিতেন্দ্রিয়গণ বোধ করিতে পারে না। "আমার" "আমি" এই কথা বেগবৎ মন সর্ব্বদা বলিয়া থাকে। মহাদেব কহিলেন, সত্যযুগে জন্মজন্মান্তরেও রাগাদির জয় করা যায় না; ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে অল্পায়ু মানবগণ কিরূপে তাহা জয় করিবে? ব্যাস কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে নিঃশেষরূপে সেই উপায় বলুন, যে উপায়বলে পাপমুক্ত মানব অনায়াসে ভবার্ণব হইতে নিস্তার লাভ করে। আমি যথার্থত তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার কহিলেন পার্ব্বতীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমেশ্বর কৃপাবান্ হইয়া মানবগণের হিতকামনায় পার্ব্বতীকে ইহা কহিলেন, হে দেবি! যদি তুমি মানবগণের হিতকামনায় এই প্রকারে মুক্তির উপায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তবে ক্লেশহানিকর ক্রিয়াযোগ শ্রবণ কর। আত্মার সহিত চিত্তের যে যোগ, তাহা সাধুগণই প্রাপ্ত হন। আর বাহ্যার্থ মূর্ত্তি-পূজা জপাদি দ্বারা আত্মার যে যোগ, তাহা ক্রিয়াযোগ। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া প্রথমে ক্রিয়াযোগ করিবে। ক্রিয়াযোগ ব্যতীত কেহই পরমপদ লাভ করিতে শক্ত

হয় না। হে প্রিয়ে! অনন্তর ক্রিয়ানিরত, মদনুষ্ঠান-তৎপর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, লিঙ্গপূজা বিষয়ে মনকে ক্রিয়াযোগাশ্রিত করিবে। ১১—২০। আমার লিঙ্গপূজাসক্ত ব্যক্তিগণের পৃথিবীতে কিছুই দুর্লভ থাকে না। যে নরোত্তমগণ লিঙ্গপূজায় নিষ্ঠাবান্, তদ্গতবুদ্ধি, তৎকর্ম্মা, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, জপপূজানিরত, লিঙ্গস্তবনে আসক্ত, ব্রতোপবাসনিরত এবং হিংসাদি-পরিবর্জ্জিত, তাঁহারা আমার লোকে রুদ্রতুল্য হইয়া বাস করিবেন। যে আমাকে ঈশ্বর ভাবে সর্ব্বত্র সমবস্থিত অবলোকন করে ও সর্ব্বভূতে আমার অভেদ দর্শন করে, সে নর নিঃসংশয় রুদ্র। যে জঙ্গম, স্থাবর আত্মা ও পরে মজ্জ্ঞান করে এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শন করে, সে মানব নিশ্চয় রুদ্র। সুবর্ণ রজতাদি বা অন্য উৎকৃষ্ট ধাতু, সুপ্রস্তর, সুরত্ন অথবা মৃত্তিকা দ্বারা উক্তলক্ষণ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করিবে। প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ পুজোপহার দ্বারা তাহার অর্চ্চন করিবে। হে মহেশ্বরি! এইরূপে পূজা করিলে এবং ভোজনকালে, গমনকালে, অবস্থানকালে, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, অগ্রে, উপরি ও অধঃ ধ্যান করিলে, আমি মুক্তিকর হই। ২১—২৮। মৎপরায়ণ মানব ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইয়া, শুভ্র সলিল ও ঘৃতাদি দ্বারা স্নান, গন্ধানুলেপন, চন্দন, অগুরু ও কর্পূর, মনোরম গীতবাদ্য, বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক লিঙ্গের পূজা করিবে। আমার ইতিবৃত্তরূপ কথায় সর্ব্বদা চিত্ত আসক্ত করিয়া আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া ধ্যান করিবে; পুরাণ-প্রোক্ত ভৈরবাদির কথা শ্রবণ করিবে। মৎপরায়ণ পুরুষ এইরূপে আমাতে মন সমর্পণ করিলে, নিখিল সংসারের নায়ক হইয়া ঈপ্সিত অখিল ভোগ প্রাপ্ত হয়। মৎক্রিয়া-রূপ কামাসক্ত পুরুষ পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তুমি ইহা জ্ঞাত হইয়া, আমার ক্রিয়াতে আসক্ত হও। শিব যাহার চিত্ত ও বুদ্ধিগত এবং যে রুদ্র দেহমধ্যে সংস্থিত, সেই অহঙ্কার-গোচর রুদ্রও শিব। সেই শিব স্থাবর ও অস্থাবরের কর্ত্তৃভূত হইয়া সমস্তই করিতেছেন। হে দেবি! নর এইরূপ জ্ঞান করিয়া ভব বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। আমাতেই কেবল লিঙ্গের সমুদয় কর্ম্ম ন্যাস করিলে তাহা অনন্তফল হয় এবং সেই কর্ম্মই আপনাকে উদ্ধার করে। অধুনা আমি সংসার-ভয়ভীরু মানবগণের হিত নিমিত্ত তোমাকে এই উপদেশ করিলাম। আত্মার সহিত চিত্তের যে সংযোগ, তাহা জ্ঞানযোগ এবং বাহ্যার্থ মূর্ত্তি পূজার সহিত যে যোগ, তাহা ক্রিয়াযোগ; এই উভয় যোগ দ্বারাই মুক্তি কথিত হইল। ক্রিয়াযোগ ব্যতীত যোগ অমরগণেরও দুঃসাধ্য। ক্রিয়াযোগ হইতে দেহস্থ হয়, অনন্তর মুক্তি হয়। অগ্নি যেমন বায়ুযুক্ত হইয়া তৃণসমূহ দগ্ধ করে, সেইরূপ লিঙ্গার্চ্চন-ভাব অশেষ পাপ বিনষ্ট করে। যে জন্ম হর-আরাধনা হইল না, সে জন্ম বৃথা বিনষ্ট হইল। হে মহেশ্বরি! মহেশ্বর-ভক্তি ব্যতীত বস্ত্র, ভূষণ, রত্ন ও সুবর্ণ রাশি দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন না। বহুযুগের পর কর্ম্মভূমিতে মনুষ্যতা লাভ করে। যে সেই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াও লিঙ্গার্চ্চন করে না, তাহার জন্ম নিরর্থক। ২৯—৪৩। সনৎকুমার কহিলেন, পূর্ব্বে শঙ্কর ভগবতীকে ইহা কহিয়াছেন; আমিও সংক্ষেপে ইহা কীর্ত্তন করিলাম। পুনর্ব্বার তুমি কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ব্যাস কহিলেন, হে মুনে! চরিতব্রত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ যে মন্ত্রে পূজা করে, সেই মন্ত্রসমূহ বলুন। সনৎকুমার কহিলেন, দ্বিজাতিগণ বৈদিক-মন্ত্র দ্বারা ও বৈদিক-মন্ত্রে অনধিকারী শূদ্রগণ যথাবৎ গৃহীত পৌরাণিক মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। আমি সেই সকল মন্ত্র বলিতেছি, তুমি যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে মুনে! তুমি পূর্ব্বে সেই সকল মন্ত্রের দীক্ষায় অভিযুক্ত হইয়াছিল। সেই মন্ত্রজাত ও এই চরাচর জগৎ শিব-মূর্ত্তিতে পরিব্যাপ্ত আছে; তুমি সেই সমস্ত শিব-মূর্ত্তি শ্রবণ কর। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, সর্ব্বগ আকাশ, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সকল শিবপ্রকৃতি। সকল দেবগণ মন্ত্রাত্মক, মন্ত্রসমূহ বিন্দুকে আশ্রয় করে, বিন্দু নাদে অবস্থিত, নাদও পরমাত্মায় অবস্থান করিতেছে। সর্ব্বময় মহান্ মহাদেব সেই সকল মন্ত্র দ্বারা পূজিত হন। বর্গের অষ্টম বীজ—হকার, দ্বাদশসংখ্যক মাত্রা—ঔকার ও বিন্দুযুক্ত করিলে ষড়ঙ্গন্যাস-যোগ্য শিব-মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। নাদযুক্ত এই মন্ত্র হৃদয়স্থ করিলে মহাদেবের বক্রস্বরূপ হয়। এই মন্ত্র-উপাসনাই মহাদেবের পূজা বলিয়া মনীষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এইরূপে লিঙ্গ-পূজা করিলে ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বকাম-ফলপ্রদ হয়। উমাপতির এই মন্ত্র সত্যই নিত্য, সর্ব্বব্যাপী হইয়া অবস্থান করিতেছে। এই মন্ত্র অতি প্রযত্নসহকারে ধ্যান করিবে ও সর্ব্বদা পূজা করিবে। হে দেবি! মহেশ্বরি! এই মন্ত্রের আখ্যানে আমার প্রসাদ করা হইয়াছিল, এজন্য এই মন্ত্র মহীতলে প্রসাদ বলিয়া বিখ্যাত। যে নর মহাতনু, সুমাত্রা-সমাযুক্ত, সংযুক্ত পঞ্চমন্ত্র না জানে, সে মাহেশ্বরই নহে। মহাদেবের নিত্য সন্নিহিত পঞ্চবদন যে মন্ত্র দ্বারা পূজিত হয়, সেই মন্ত্র বলিতেছি। "সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ" এই দ্বিপাদ উক্ত হইল, হে অনঘগণ! তৃতীয় পাদ শ্রবণ কর। "ভবে ভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভব"। এই মন্ত্রদ্বয়ের অগ্রে প্রণব ও নমঃ সংযুক্ত করিবে। "বামো জ্যেষ্ঠশ্চ রুদ্রশ্চ কালরুদ্রঃ" ইহা তৃতীয় মন্ত্র। "কালঃ কলবিকর্ণশ্চ বলপ্রমথনস্তথা। সর্ব্বভূতদমো বাপি মনোন্মনস্তথৈব চ" এই শ্লোকদ্বয়াত্মক মন্ত্র নমস্কার সংযুক্ত করিয়া পাঠ করিবে। "অঘোরেভ্যোহথ ঘোরেভ্যঃ ঘোরঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বশর্ব্বেভ্যো

"নমস্তেহস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ" এই চতুষ্পাদাত্মক মন্ত্র নমস্কার-সংযুক্ত হইবে। এই মন্ত্রপঞ্চক সকল মন্ত্র হইতে মন্ত্ররাজ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এমন সিদ্ধি নাই, যাহা এ মন্ত্ররাজের অভ্যাসযোগে সিদ্ধ হয় না। ৪৪—৬৪। এই মন্ত্রের সাধক মন্ত্ররাজ-প্রভাবে দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, গন্ধর্ব্বত্ব, রাক্ষসত্ব, অধিক কি, যত অসাধ্য সকলই সিদ্ধ করিতে পারে। ত্রৈলোক্যে যে কোন স্ত্রী আছে, তাহারা এই মন্ত্রপ্রভাবে আকৃষ্ট হয় ও মন্ত্ররাজ অণিমাদি গুণ দান করে, এ বিষয়ে বাদাদিরূপ বিচার করিব না। দেব, দৈত্য, সিদ্ধ, যক্ষ, উরগ, রাক্ষস, ভূত, বেতাল, পিশাচাদি সকল প্রাণীকেই এই মন্ত্রবলে বশীভূত করা যায়। মৃত্যু-বন্ধন, পীড়াভয়প্রদ ও গ্রহসমুদ্ভব দুঃখ, এই মন্ত্ররাজ-স্মরণে ভস্মীভূত হয়। ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থিক জ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়। এই মন্ত্র-প্রভাবে স্থাবর, জঙ্গম, কৃত্রিম, দন্তোদ্ভূত, নখোদ্ভূত বিষ বিনষ্ট হয়। উত্তম সাধক এই মন্ত্রের শতবার জপ করিলে শতজন্মসমুদ্ভূত পাপ নিঃসন্দেহ বিনাশ করেন এবং স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করেন। ৬৫—৭১।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

মুনিগণ কহিলেন,—হে কালীতনয়! পূর্ব্বে সনৎকুমার মুনি আপনাকে এইরূপ প্রভাব-সম্পন্ন মন্ত্ররাজের বিধান কহিয়াছেন। তবে আপনি মনুষ্যগণের হিত নিমিত্ত আমাদিগকে আরও কিছু বলুন। ব্যাস কহিলেন,—হে সমবেত মুনিগণ! সনৎকুমার এই উত্তম মন্ত্ররাজের সাধন নিমিত্ত সংক্ষেপে দিব্যবিধান কহিয়াছেন, অতঃপর তাহা শ্রবণ কর। গুপ্ত ও মনোরম দেশে স্নানপূর্ব্বক শুচি ও একমনা হইয়া, মনে মনে মন্ত্রের স্মরণপূর্ব্বক তাহার অঙ্গ দ্বারা করদ্বয়ে করদ্বয় দ্বারা ন্যাস করিবে। রকার-সংযুক্ত হকারে ছয় স্বর দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। হকার, রকার, আকার, অনুস্বার এই চারি বর্ণে হৃদয় ন্যাস; "হ্রীং অঘোরেভ্যঃ" এই চারি অক্ষরে শিরোন্যাস; "হ্রূং ঘোরঘোরতরেভ্যঃ" এই অষ্ট অক্ষর দ্বারা শিখান্যাস; প্রণব ও "হ্রৈং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ" এই অষ্ট অক্ষর দ্বারা কবচ ন্যাস; "হ্রৌং নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যঃ" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নেত্রন্যাস; "হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে হস্তন্যাস করিবে। দেহে এইরূপ ন্যাস করিয়া, জটামুকুটভূষণ মাহেশ্বর শরীর কল্পনা করিয়া মন্ত্ররূপ স্মরণ করিবে। বামদেব জ্যেষ্ঠ রুদ্রকে নমস্কার, কলবিকরণ বল-প্রমথনকে নমস্কার, সর্ব্বভূতদমন মনোন্মনকে নমস্কার, এই মন্ত্রে পুষ্প, ধূপ ও বিলেপন দ্বারা সর্ব্বাভরণপূর্ণ অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখর ভবানীশের পূজা করিয়া, পশ্চাৎ স্থণ্ডিলে বা লিঙ্গে পূজা আরম্ভ করিবে। প্রণব ও "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" এই মন্ত্রে অগ্নিকোণে হৃদয় ন্যাস করিবে। প্রণব ও "হ্রীং অঘোরেভ্যঃ শিরসে স্বাহা" এই মন্ত্রে ঈশানকোণে মস্তকে ন্যাস করিবে। প্রণব ও "হ্রূং ঘোরঘোরতরেভ্যঃ শিখায়ৈ বষট্" এই মন্ত্রে নৈঋতকোণে শিখান্যাস করিবে। প্রণব ও "হ্রৈং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যঃ কবচায় নমঃ" এই মন্ত্রে বায়ুকোণে কবচন্যাস করিবে। প্রণব ও "হ্রৌং নমস্তে রুদ্ররূপেভ্যো নেত্রাভ্যাং বষট্" এই মন্ত্রে উপরিভাগে নেত্রন্যাস করিবে। প্রণব ও "হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে চতুর্দ্দিকে অস্ত্র ন্যাস করিবে। এইরূপ যথাবিধানে ন্যাস করিয়া হৃদয়ে নাদ বিন্দু ও মাত্রাযুক্ত রকার-সমন্বিত হকারের পূজা করিবে। তাহার মধ্যে উৎসঙ্গদেশে অঘোরেশ্বরী দেবীর পূজা করিবে। ১—১৪। দণ্ড, খনিত্র, অঙ্কুশ, কর্ত্তরী, ধ্বজধারিণী শ্রেষ্ঠা দেবী অঘোরা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আদি বীজ অকার, ত্রয়োদশ বীজ ওকারযুক্ত দ্বিতীয় বীজের চতুর্থ ঘকার, একাদশ বীজ একার-সংযুক্ত বহ্নি রকার সমস্ত বর্ণের চতুর্থ ঈকারযুক্ত অষ্টমবর্গের প্রথম বর্ণ শকার, তৃতীয় রকার স্বর-ঈকার ও পূর্ব্বে বিন্দুর প্রশংসা করায় তৎসংযুক্ত হকার, হৃং এবং ফট্ সমুদায়ে "অঘোরেশী হ্রীং হৃং ফট্" এই অঘোরেশ্বরী নামী বিদ্যা মহাবিদ্যা। শক্তিবীজ সকারে এই দেবী পূজিত হইলে, তৎক্ষণাৎ প্রত্যয়কারিণী হন। এইরূপে ঘোরনাদন অঘোরের পূজা করিবে। যে নর একচিত্ত ও সমাহিত হইয়া মনে মনে পূজা করে, সে ইহলোকে ও পরলোকে সকল অভীষ্ট লাভ করে। যে নর কপালমাল-বিভূষিত, চতুর্ভুজ, ললাট-নেত্রসম্পন্ন, শূলধারী, অভয়প্রদ, চন্দ্রখণ্ডাবতংস, ত্রিলোচন হরের ধ্যান করে, সে অভীষ্ট লাভ করিতে সক্ষম হয়। অপবিত্রই হউক, আর পবিত্রই হউক, যে নর সকল অবস্থাতে শঙ্করের পূজা করে, সেই পূজাবলে সে নর পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে শুচিদেশে একদিনে লক্ষ জপ করিয়া, বিল্বপুষ্প দ্বারা হোম করে, শঙ্কর তাহার প্রত্যক্ষ হন ও অণিমাদি গুণরূপ অভিমত সিদ্ধি দান করেন। যে কুসুম দ্বারা লক্ষ পূজা করিয়া, পশ্চাৎ হোম করে, শঙ্কর তন্নিবন্ধন প্রসন্ন হইয়া, তাহাকে অক্ষত দেহ দান করিয়া জরা-মৃত্যু-বিবর্জ্জিত অভীষ্ট লোক প্রদান করেন। ১৫—২৫। শ্রীপত্র ও গুগ্‌গুলগুটিকা দ্বারা শাস্ত্রানুসারে জপ করিয়া হোম করিলে পাতালে সিদ্ধিলাভ করে। যে সর্ব্বদা ক্লেশনাশন অঘোরমন্ত্রের জপ করে, তাহার মনে অভিলষিত সকল সিদ্ধিই সিদ্ধ হয়। তিলহোম করিলে গ্রহ-পীড়াদি উপদ্রব নষ্ট হয়। ঘৃত শর্করা দ্বারা হোম করিলে, ইহলোকে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ক্ষীরবৃক্ষসমিধ্ দ্বারা

হোম করিলে সমৃদ্ধি উপস্থিত হয়। অঘোরদেবের জপ ও পূজায় তায় যে নর সর্ব্বদা অঘোরেশ্বরী দেবীর জপ ও পূজা করে, সে অঘোরপূজা-ফলের দ্বিগুণ ফল লাভ করে। মানব যে যে কাম অভিলাষ করিয়া দেবীর সাধন-কর্ম্মে জপ, হোম, পূজা করে, সেই সকল কাম ভুবনত্রয়ে দুর্লভ হইলেও দেবীপ্রভাবে নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হয়।২৬—৩১। অঘোরেশ্বরী-মুদ্রা বন্ধন করিয়া, দেবীর তুষ্টি নিমিত্ত দর্শন করাইবে। সেই সর্ব্বকর শুভমুদ্রা যেপ্রকার, তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি। করদ্বয় সম্মুখ করিয়া স্বকীয় অঙ্গুলিসমূহ গ্রথিত করিবে। উভয় হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা অনামিকাদ্বয় গ্রহণ করিবে। মধ্যমাদ্বয় ঊর্দ্ধে সংমর্শন করিয়া তাহাতে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় শ্লিষ্ট করিবে। এইরূপে অধোমুখ মুদ্রা করিয়া ললাটে সন্নিবিষ্ট করিবে। নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া জিহ্বাচালন করিবে, অনন্তর সর্ব্বসিদ্ধি-প্রবর্ত্তক পরমমন্ত্রের স্মরণ করিবে। তাহাতে সর্ব্বভূত সিদ্ধ হয়। দেব, অসুর, মানব, গ্রহ, বেতাল, ডাকিনী এবং সহস্র সহস্র দুষ্ট সত্ত্ব নাশ প্রাপ্ত হয় এবং মানবগণ মৈত্রী প্রাপ্ত হয়। আমি, এই দিগবস্থিত পূজ্যগণের পূজন কীর্ত্তন করিলাম; লিঙ্গে অথবা স্থণ্ডিলে এই পূজা করিলে সর্ব্বকামফল প্রাপ্তি হয়। নর এই পূজাফলে ইহলোকে রাজ্য ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করে।৩২—৩৮। হে মুনিগণ! শম্ভু পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা যেরূপে পূজিত হন, সেই স্বর্গ ও মোক্ষকর শ্রেষ্ঠ পূজাপ্রকার বলিতেছি। সেই মন্ত্র—"তৎ পুরুষায়" ইত্যাদি। চতুর্থ মহাবক্ত্র এবং পঞ্চম বক্ত্র এই গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য। "ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাম্" ইত্যাদি মন্ত্রে সর্ব্বকারণ শিবকে সদ্যজাতাদিক্রমে যাঁহারা পূজা করেন, তাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত হন। যাঁহারা ঈশানাদিক্রমে শিবপূজা করেন, তাঁহারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য-লোকে সুখভোগ করেন। হে তপোধন! পূর্ব্ববক্ত্র এবং ঊর্দ্ধবক্ত্রের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। সর্ব্বকামফল প্রাপ্তির জন্য প্রযতচিত্ত হইয়া লিঙ্গে অথবা স্থণ্ডিলে নিত্য শিবপূজা করিবে।৩৯—৪৬।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন,—মন্ত্র ব্যতীতও শঙ্করের পূজা করিলে তিনি ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন; মন্ত্রের সহিত পূজা করিলে যে কি ফল দান করেন, তাহা কি বলিব! এই সমস্ত জগৎ কিরূপ, এই জ্ঞান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও দৈবক্রমে মোহিত হন, মোহযুক্ত আমি ত মুগ্ধ হইতেই পারি। মানব বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া জ্ঞানবান্ হইলেও কিছুই জানিতে পারে না; জাগরিত হইয়াও মোহবশে নিদ্রিত হয়। পূর্ব্বোৎপন্ন অনুভবে মানব জানিতে পারে যে, মৃত্যু দৈন্য রোগাদি উপস্থিত হইবে। হে মহামুনে! তথাপি কেন মোক্ষ নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে চেষ্টা করে না? আপনি মানবগণের হিত নিমিত্ত এই সকল বলুন। সনৎকুমার কহিলেন,—এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ পঞ্চভূতাত্মক; ইহাতে সকল প্রাণীই স্ব স্ব কর্ম্মের বশ হইয়া সম্ভূত হয়। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, প্রাণী মাত্রেরই তুল্য; জ্ঞানহীন পশু মানবেরা স্বকর্ম্ম-বদ্ধ হইয়া নিত্য সম্ভূত হয়। জ্ঞানী মানবেরা কর্ম্ম করিলেও তাহাতে সংসার-বদ্ধ হন না। কিন্তু জ্ঞান না হইলে চতুর্ব্বিধ প্রাণীই প্রকৃতি অনুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে বদ্ধ হয়। জলবুদ্বুদবৎ সংসার-সাগরে বিদ্যমান যে সব লোক মুক্তির জন্য শিব বা গুরুকে স্বধর্ম্ম অনুসারে তুষ্ট না করে; উৎপন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, বুঝিয়াও দুঃখ বুঝে না, এইরূপে পুনঃ সংসারে গমনাগমনকারী সেই সব বহুদুঃখ-পীড়িত জীব পাপ করিয়া নরকে যায়। নরকোত্তীর্ণ হইয়া সমগ্র স্থাবরযোনি ও তির্য্যক্‌যোনি ভোগের পর অধম-মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়। দেবী কহিলেন,—হে দেবেশ! আমি মানবের হিত নিমিত্ত পুনর্ব্বার পঞ্চযজ্ঞ-বিধান জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহা বলুন। ঈশ্বর কহিলেন,—আমি সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক, ঈশান-ভক্তগণের ইহলোক ও পরলোক-ফলপ্রদ পঞ্চব্রহ্ম-বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। কপিলা-গোর পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া অষ্টবার জপ করিয়া তিল দ্বারা অষ্টাধিক সহস্র হোম করিলে পাতক হইতে মুক্ত হয় এবং জল দ্বারা কুম্ভ পূর্ণ করিয়া অযুত জপ করিয়া প্রতি দিন ঐ জলে স্নান করিলে লক্ষ্মীযুক্ত ও পুত্রবান্ হয়। প্রাতঃকাল হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেবের দক্ষিণামূর্ত্তির জপপূর্ব্বক অষ্ট সহস্র হোম করিলে সকল উপপাতক হইতে মুক্ত হয়। পঞ্চামৃত মিশ্রিত গুগ্গুলের গুটিকা প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে হোম করিলে যক্ষ, রাক্ষস ও মানব বশীভূত হয়, সংগ্রামে জয়লাভ করে, ক্লেশ দ্বারা অভিভূত হয় না। উপসর্গ উপস্থিত হইলে ত্রিরাত্র দেবের দক্ষিণে অবস্থানপূর্ব্বক অষ্ট সহস্র জপ করিয়া দধি, মধু ও ঘৃতাক্ত সমিধ দ্বারা ঐ পরিমিত হোম করিলে শান্তি লাভ করে। সবৎসা কপিলার দধি, ঘৃত ও মধু সংযুক্ত ওদন দ্বারা সহস্র হোম করিলে অভিলষিত সুপুত্র লাভ করা যায়।১—২০। ঘৃত-মিশ্রিত গুগ্গুল দ্বারা সহস্র হোম করিলে ইহলোকে সকলেই বশীভূত হয়। লক্ষ হোম করিলে পদ্মাদি নিধি লাভ করে এবং ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত ও শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ভিক্ষাহার হইয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জল, বিল্বফল বা বিল্বপত্র মহাদেবকে প্রদান করে, সে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে। তিল ও ঘৃতযুক্ত মুষলী নামক মূলবিশেষ ও ব্রীহি দ্বারা

হোম করিলে তাহার কুলে দরিদ্র হয় না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অষ্টাধিক শতবার জপ করিয়া মঙ্গলবান্ হইয়া ভয়াকুল দুর্গমপথ ও নদীতে গমন করিবে। তাহার কুত্রাপি ভয় হইবে না। আদিত্যাভিমুখ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শিবার্চ্চন করিলে তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নিঃসংশয় বিনষ্ট হয়। সাতদিন সলিলস্থ হইয়া জলমাত্র পান করিয়া, শিবার্চ্চন করিলে সুরাপান, বিষ্ঠামূত্র-ভোজন, স্তেয় ও বিমাতৃগমনের পাপ হইতে বিশুদ্ধ হয়। বহুবার রাজপ্রতিগ্রহ ও শূদ্রান্ন ভোজনকারী, একমাস নিরাহার ও ইন্দ্রিয় জয়পূর্ব্বক নিত্য ত্রিসন্ধ্য জপ করিলে সদ্যঃপাতক হইতে মুক্ত, অতএব বিশুদ্ধ হয়। যে মনে মনে জপ করে, তাহার গজ, সিংহ, বরাহ, শত্রু ও রাজকুলে ভয় থাকে না। যে ধ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক মনে মনে ঈশানকে ধ্যান করে, সে এই দেহেই সিদ্ধ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে দেবি! দুষ্কৃত আচরণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা আমাকে স্মরণ করিলে, সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া, আমার লোকে পূজিত হয়। ২১—৩৩।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শঙ্কর কহিলেন,—হে সুব্রতে দেবি। আমি তৎপুরুষ মন্ত্রের ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই তৎপুরুষ মন্ত্র দ্বারা বিল্ব বা উডুম্বরের লক্ষহোম করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। নির্ভয় হইয়া রাত্রিকালে অজার দক্ষিণ কর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণামূর্ত্তি লিঙ্গের জপ করিলে সুরূপ-সম্পন্না যক্ষিণী আগমন করিয়া সকল অভীষ্ট দান করে। যে স্ত্রীর প্রতি বশীকরণ করিবে, সেই স্ত্রীর নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক করবীর-পুষ্প ঘৃতযুক্ত করিয়া হোম করিলে, সেই স্ত্রী সাতদিনের মধ্যে তাহার নিকট বশীভূত হইয়া আগমন করে। কর্ণিকার-পুষ্প দ্বারা হোম করিলে, দেব-গন্ধর্ব্ব-রমণীগণ বৎসরার্দ্ধমধ্যে আগমন করিয়া মনের অভিলষিত দান করে। হে দেবি! যত্নপূর্ব্বক লিঙ্গ আশ্রয় করিয়া যে প্রতিদিন জপ করে, সেই মেধাবী এই দেহেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। আদিত্যাভিমুখ হইয়া জপ করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। লবণযুক্ত তিলহোম করিলে রিপুকে বশীভূত করা যায়। ১—৭। যশঃকামী ঘৃত ও তিল দ্বারা হোম করিবে। দূর্ব্বাযুক্ত তিল দ্বারা হোম করিলে আয়ু লাভ হয়। মার্জ্জন দ্বারা হোম করিলে পীড়া নাশ হয়। সর্ষপ দ্বারা হোম করিলে সর্ব্বদা রক্ষা হয়। চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে দক্ষিণামূর্ত্তি লিঙ্গের অষ্টাধিক সহস্র জপ করিলে, ঈপ্সিত কাম লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে নর এক বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল সর্ব্বদা জপ করে, পূর্ব্বোক্তা যক্ষিণী আগমন করিয়া তাহাকে শীঘ্র সিদ্ধিদান করে। সুবুদ্ধি মানব এক বৎসর সর্ব্বদা দক্ষিণামূর্ত্তি লিঙ্গের জপ করিলে আমিই তাহাকে সিদ্ধিদান করি। পঞ্চগব্যাহার হইয়া জপপরায়ণ হইলে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়। পরিমিত আহারপূর্ব্বক যে নিত্য জপ করে, সে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করে। যে নর পর্ব্বকালে জপ করে, সে সকল যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হে শুভে! শ্মশানে জপনিরত মানবের সকল প্রাণীই বশীভূত হয়। শান্তিকাম ব্যক্তি সিতসর্ষপ দ্বারা হোম করিলে, শান্তি-লাভ করে। বশীকরণ-কার্য্যে রক্ত পুষ্প দ্বারা, মারণে কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা, বিদ্বেষে পীতপুষ্প দ্বারা, উচ্চাটনে ধূম্রপুষ্প দ্বারা হোম করিবে। এই সর্ব্বার্থ-সাধক সকল মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শিবকে লাভ করে, ইহাতে সংশয় নাই। ৮—১৬।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শঙ্কর কহিলেন,—হে দেবি! অঘোর স্মরণে তিথি, নক্ষত্র বা উপবাস বিহিত নাই. অঘোর স্মরণ মাত্রেই সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। প্রথমে পঞ্চগব্যে শিবকে স্নান করাইয়া মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর অযুত জপ ও সহস্র ঘৃতহোম করিবে। এই পুরশ্চরণ ত্রৈলোক্য বশীভূত করিতে পারে। চতুর্দ্দশী অথবা অষ্টমীতে মণ্ডূকের বসা গ্রহণপূর্ব্বক দেবের দক্ষিণে অবস্থান করত অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিয়া, পদ্মসূত্রের বর্ত্তিকা গ্রহণ করিয়া, নর-কপালে কজ্জল প্রস্তুত করিয়া, তাহা দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে, মানব অদৃশ্য হয়। অথবা মণ্ডূকের বসায় অর্কসূত্রের বর্ত্তি করিয়া কুসুম্ভ-তৈলের কজ্জল যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, তাহা দ্বারা নেত্র অঞ্জিত করিলে, ক্ষণকাল মধ্যে অদৃশ্য হয়। এই দেহেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বিষ্ণুলোকে গমন করিতে শক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও দিব্যরূপ হয়। স্রোত অঞ্জন প্লক্ষপাত্রে গ্রহণ করিয়া, উত্তম কার্পাসসূত্র দ্বারা নেত্র আবৃত করিয়া, কৃষ্ণ অলক্তক ও কৃষ্ণ তিল দ্বারা অযুত হোম করিলে, সকলের চক্ষুকে বঞ্চনা করিয়া, অদৃশ্য হইয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিতে পারে এবং সহস্র বার অভিমন্ত্রিত গোরোচনা গ্রহণ করিয়া এবং সহস্র বার অভিমন্ত্রিত শিবনির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া, তাহা দ্বারা ধূপ করিলে রাক্ষস, ভূত, বেতাল, সগ্রহ বিনায়ক, ডাকিনী, জ্বর, অপস্মার-সম্ভব সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি। ১—১১। পণ্ডিত সাধক শ্মশান মধ্যে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে রোগ-মৃত শব গ্রহণপূর্ব্বক গন্ধতোয়ে তাহাকে স্নান করাইয়া, মণ্ডল মধ্যে স্থাপন করিবে।

অনন্তর গন্ধপুষ্পে তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়া, শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদন করিবে। অনন্তর সেই শবে হস্ত দিয়া কপিলা-গোর নবনীত ম্রক্ষণ করিয়া অষ্টাধিক শত জপ করিলে, সেই শব নির্ভর হইয়া বেগে উত্থিত হয় এবং বলে, "আমি সিদ্ধ হইয়াছি, তোমার কোন্ কার্য্য করিব?" সাধক এইরূপ উক্ত হইয়া, আপনার যাহা অভিলাষ, বলিবে। শব সাধকের অভীষ্ট দান করিয়া ভূমিতে পতিত ও ক্ষণকাল মধ্যে নিশ্চেষ্ট হয়। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে করবীর-রসে হরিতাল ম্রক্ষিত করিয়া লিঙ্গের দক্ষিণ দিকে থাকিয়া, অষ্টোত্তর সহস্র জপ করত সেই হরিতাল দ্বারা অঙ্গের সমালম্ভন করিলে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া যথেষ্ট গমন করিতে পারে। দক্ষিণামূর্ত্তি দেবের সন্নিধানে থাকিয়া যদি লক্ষ জপ করে ও তাহার দশাংশে বিল্বপত্র দ্বারা যে হোম করে, তাহার ত্রিবিধ সিদ্ধি হয় এবং নেত্রবিষমুক্ত হওয়ায় জ্বরাদি রোগ হইতে পারে না। যে সর্ব্বদা জপ করে, সে জ্বরাদি সমুদয় রোগ, কীটপতঙ্গগণ সাধন করিতে পারে, অধিক কি, সে যাহা সাধন করিতে পারে না, এমন বস্তুই নাই। এই দেহেই পাতাল স্বর্গ প্রভৃতি স্থানে গমন করিতে পারে। এক মাস ব্রহ্মচর্য্যপূর্ব্বক পঞ্চগব্য-ভোজী হইয়া জপ করিলে, ব্রহ্মহত্যা ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। একলিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া ছয় মাস ফল-মূল বা ভিক্ষা-লব্ধ ভোজনপূর্ব্বক জপ করিলে আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে। হে দেবেশ্বরি! নিত্য শত জপ করিলে যে কোন বিবিধ ঘোর পাপসমূহ ভস্মসাৎ হয়। ১২—২৪।

অঘোর-কল্প সমাপ্ত।

হে সুব্রতে! আমি বামদেব-কল্প বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। দক্ষিণামূর্ত্তি লিঙ্গের অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিবে। অনন্তর পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া শোভন শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ বা পীতবর্ণ পুষ্প দ্বারা অযুত হোম করিবে। এইরূপ পুরশ্চরণ করিলে তাহার সিদ্ধি হইবে, অন্যপ্রকারে হয় না। অনন্তর ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া তালপর্ণীর অস্থি মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত করিবে। সে অস্থি বাহুতে বন্ধন করিলে ভূত, রাক্ষস, মনুষ্যাদি, তক্র ও মাংসভোজীদিগের অদৃশ্য হয় এবং বশিত্ব লাভ করে, সংশয় নাই। কপিলা-গোময় দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া বামদেব-মন্ত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ঘৃত দ্বারা হোম করিবে, অষ্টোত্তর সহস্র নাম জপ করিলে যক্ষিণী ও রাক্ষসী স্ত্রী আনয়ন করে, সন্দেহ নাই। উত্তম চন্দনযুক্ত আট সহস্র সুরভি পুষ্প দেবের উপরে দান করিলে সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। যব ও ব্রীহি দ্বারা হোম করিলে ধনপতি হয়। লক্ষ জপ করিয়া লিঙ্গমস্তকে সুরভিপুষ্প নিক্ষেপ করিলে স্বয়ং লক্ষ্মী আগমন করিয়া সকল অভীষ্ট দান করেন। নাগপুষ্প, পুন্নাগ, অশোক, পাটল, কর্ণিকার প্রভৃতি পুষ্প, সুরভি পুষ্প বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভূমী-বীজযুক্ত বামদেব মন্ত্র দ্বারা ঘৃতমধুমিশ্র সহস্র আহুতি দান করিলে অর্থলাভ হয়। মন্ত্রিত সূত্রবেষ্টন দ্বারা রক্ষা করিবে। সর্ষপ দ্বারা সকল গ্রহ মোচন করিবে। রাজসর্ষপ দ্বারা দিক্‌বন্ধন করিবে। উদক দ্বারা বশীভূত করিবে। সকল পুষ্পের অভিষেক করিয়া আপনার অভিষেক করিবে ও অলক্ষ্মীনাশ করিবে। তগর, মল্লিকা, কুন্দ, অশোক, সৌগন্ধিকের অভিষেক করিলে লক্ষ্মী হয় ও নষ্ট-রাজ্য প্রাপ্ত হয়। প্রতিপদে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকল শুক্লপুষ্প দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিলে আয়ুঃপ্রদ কামপ্রদ ভগবান্ বামদেব ভবানীপতি সকল অভীষ্ট দান করেন। সংগ্রামে শস্ত্রসন্নদ্ধ পুরুষের অভিমন্ত্রণ করিলে সর্ব্বত্র অপরাজিত হয়। সুগন্ধ চন্দন দ্বারা ভগবান্‌কে বিলেপিত ও সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া অষ্টোত্তর শত হোম করিলে, সকল কর্ম্ম করিলেই লক্ষ্মীবান্ হয়। এই দেব মহেশ্বর তাপদান ও বর্ষণ করেন এবং সিদ্ধিপ্রদ হরই সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করেন। ২৫—৪২।

বামদেব-কল্প সমাপ্ত।

ঈশ্বর কহিলেন,—ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কৃষ্ণযজুর একতর সদ্যোজাত মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্র জপ ও আত্মা নিমিত্ত হোম করিলে, যাহা ইচ্ছা করে, তাহা লাভ করি পারে। মধু-ঘৃতাক্ত অষ্টোত্তর সহস্র পুষ্প দ্বারা হো করিলে যক্ষ, রাক্ষস ও অপ্সরার স্ত্রীগণ আগমন করিয়া রস ও রসায়নের সিদ্ধি প্রদান করে। শিবের মহতী পূজা করিয়া, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহশূন্য, মৌনী, শুক্লবস্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, গুগ্‌গুল-গুটিকা দ্বারা অষ্টাধিক সহস্র হোম করিলে অষ্টগুণ-ঐশ্বর্য্য হয়। দেবের দক্ষিণামূর্ত্তিতে শত্রু-নামে জপ করিলে তাহার শত্রু থাকে না। মধু ও দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে রাজ্যচ্যুত রাজাও রাজ্য লাভ করে। বিল্ব, অর্ক, উডুম্বর ও অশ্বত্থের সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিলে পৃথ্বীরাজ্য লাভ করে। বটবৃক্ষের তলে অবস্থান করিয়া লক্ষ জপ করিলে যক্ষিণীসিদ্ধ হয়। জল মধ্যে থাকিয়া পঞ্চসহস্র জপ করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়। লক্ষার্দ্ধ জপে শত মহাপাতক, তত্তুল্য অনুপাতক, তদর্দ্ধে উপপাতক ও তদ সকলপাপ বিনষ্ট হয়। এক লিঙ্গে লক্ষ জপ করিলে দে প্রত্যক্ষ হন। নিষ্কাম ব্যক্তি এইরূপ জপ করিলে মুক্ত ও জ্ঞানী ব্যক্তি জপ করিলে সর্ব্বজ্ঞ হয়। ৪৩—৫৩।

সদ্যোজাত-কল্প সমাপ্ত।

হে সুব্রতে! শান্তচিত্ত, সর্ব্বভূত-হিতে রত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, মৌনী, ভূমিশায়ী ও জিতেন্দ্রিয় হই পরিমিত ভক্ষ্য ভোজন করত স্বয়ং-উৎপন্ন বাণলি বা জ্যোতির্লিঙ্গে ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তরূপ দে

করিবে। সাধকই হউন আর গুরুই হউন, পূর্ব্ববৎ সেবা করিবে। জপ-ধ্যানপরায়ণ যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা ও প্রদক্ষিণ নমস্কাররূপ ক্রিয়াযোগ দ্বারা সেবা করিবে ভক্তিই পূজাদির কারণ, মহেশ্বর ভক্তিগ্রাহ্য। সকল আশ্রম, সকল বর্ণ, বাল বৃদ্ধ ও স্ত্রীদিগের মধ্যে আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রতিদিন ভক্তি করিলে সিদ্ধ হয়। শঙ্কর প্রসন্ন হইলে কিছুই আশ্চর্য্য বিষয় নহে। আত্মাতে সর্ব্বভূত-সংস্থিত শিব ভাবনা করিয়া মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্র জপ করিলে সকল বিষয় সিদ্ধ হয়, অন্য প্রকারে হয় না। "আমিই শিব আমি সর্ব্বভূত, আমিই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ" যোগী এইরূপ ভাবনা করিলে বৎসরার্দ্ধে সিদ্ধ হয়। শিবভক্ত, শরীরযোগ-নিপুণসংযতাত্মা মানব, "আমি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে স্থিতি করিতেছি" এইরূপ মনে মনে ধ্যান ও জপ করিলে এই দেহেই শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি মন্ত্রজা সিদ্ধি বলিতেছি, হে বরাননে! তুমি তাহা শ্রবণ কর। হে ভামিনি! নদী, নদ, সমুদ্র, পর্ব্বত বা গৃহ বা যে স্থানে পশ্চিমাভিমুখ লিঙ্গ থাকে, সিদ্ধিকাম নর সে স্থান কপিলার গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়া, পুনর্ব্বার পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া 'সদ্যোজাত' মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। বামদেব মন্ত্র দ্বারা দিক্‌বিদিকে স্থাপন করিবে। অঘোর মন্ত্রে সম করিয়া মস্তকে ঈশান মন্ত্র বিন্যাস করিবে ও আলস্যশূন্য হইয়া ঈশান মন্ত্রে নিত্য পূজা করিবে। দেবাসুর-প্রতিষ্ঠিত স্বয়ম্ভূবাণলিঙ্গ সর্ব্বলক্ষণহীন, স্ফুটিত বা শীর্ণ হইলেও তাহাকে সিদ্ধিপ্রদ জানিবে, তাহার জীর্ণোদ্ধার করাইবে না। যে ব্যক্তি লিঙ্গ আশ্রয় করিয়া নিত্য সযত্নে ঈশান মন্ত্র জপ করে, ষণ্মাস বা বৎসরে তাহার সিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। যে নাভিমাত্র জলে প্রবেশ করিয়া সমাহিতচিত্তে মন্ত্র জপ করে, তাহার ঈশানের সহিত সর্ব্ববিষয় তুল্য দৃষ্টি হয়, সন্দেহ নাই। অষ্টাধিক সহস্রবার ঈশান-মন্ত্রাভিমন্ত্রিত বীজ ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে নিরুপদ্রবে শস্যসম্পত্তি হয়। ক্ষীরবৃক্ষ-সমিধ্ দ্বারা হোম করিলে শান্তি হয়; কখন ঔপসর্গিক দোষ হইতে ভয় উৎপন্ন হয় না। আলস্যশূন্য হইয়া পর্ব্বতাগ্রে-আরোহণপূর্ব্বক জপ করিলে এই দেহেই বরপ্রদ, শ্রেষ্ঠ, দেবেশ্বর শঙ্করকে দেখিতে পায়। যে আদরপূর্ব্বক লক্ষ জপ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। অন্নভোজন করিতে করিতে যে জপ করে, সে তেজস্বী হয়। প্রত্যহ একশত জপ করিলে সিদ্ধি লাভ করে। ৫৫—৭৬। কুৎসিত-বস্তুভোজী, কুৎসিত-বস্ত্রধারী, দিবানিদ্রাশীল এবং দ্বিজ, গাভী, দেবতা ও স্ত্রীলোকের সম্মুখে বা অপর কোন নিষিদ্ধ স্থানে প্রস্রাবত্যাগ করে যে, তদীয় কলুষবায়ু-সম্পর্ক হইলে বা কুপথে ধাবিত হইলে, সত্বর ঈশান স্মরণ করিবে। যে ব্যক্তি শিবপূজা-তৎপর হইয়া এইরূপ আচার করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া, শিবলোকে সমাদৃত হইয়া থাকে। ঈশ্বর বলিলেন, আমি পঞ্চব্রহ্ম-বিধান যথাযথ কীর্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে শুদ্ধ তপস্বী এবং ভক্তগণের বিষয় বলিতেছি। যাঁহারা শুদ্ধকর্ম্মা এবং শুদ্ধতপাঃ হইয়া নিত্য আমাকে অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগকে মৎসদৃশ জ্ঞান করিবে। বিনা তপস্যায় শিবলোক গমন ঘটে না, তপস্যাবলেই মুনি ঋষি ও দেবগণ স্বর্গে আনন্দলাভ করিতেছেন, হে সুন্দরি! ইহা সত্য জানিও। যাহা দুষ্কর, দুরারাধ্য, সুদূর এবং দুরতিক্রম, তৎসমস্তই তপঃসাধ্য, তপস্যাই দুরতিক্রম। আমি, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু—সকলেই আমরা তপোনিষ্ঠ। দেবি! তুমিও তপস্বিনী, তপস্যাপ্রভাবেই আমাকে স্বামী পাইয়াছ। হে দেবি! যে যে কামনায় তপস্যা করা যায়, ইহলোকেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিতজনক সেই তপস্যা ত্রিবিধ;—সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। দেবতা এবং ঊর্দ্ধরেতা যতিদিগের সাত্ত্বিক তপস্যা। ক্রূরকর্ম্মা দানব এবং রাক্ষসদিগের তপস্যা তামস। দুঃসহ হিম ও রৌদ্রাদি দ্বারা নিজ দেহ সম্পীড়নপূর্ব্বক যে ইষ্টসাধক তপস্যা, তাহাই তামস। হে শুভে! ভক্তিসহকারে জপ, ধ্যান এবং দেবপূজা সাত্ত্বিক তপস্যা। ইহা হইতে ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। ক্রমে মুক্তিলাভও ইহা হইতে হয়। (এতদ্ভিন্ন তপস্যাই রাজস) সাত্ত্বিক তপস্যাই উত্তম। ধর্ম্মে অবিচলিত বুদ্ধি, স্নান, পূজা, জপ, হোম, শৌচ, অহিংসা, ব্রত, উপবাস, মৌন, ইন্দ্রিয়সংযম, জ্ঞান, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, দান, ক্ষমা, দম, দয়া, বাপী-কূপ-তড়াগাদি-জলাশয় উৎসর্গ, দেবালয়-নির্ম্মাণ, চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্র, যজ্ঞ, উত্তম-তীর্থসেবা এবং আশ্রমসেবা,—এই গুলি ধর্ম্মপ্রাপ্তির উপায়, আর মনীষীদিগের সুখপ্রদ। সংক্রান্তি, বিষুবদ্‌যোগ, নাদ, উৎক্রান্তি, ধ্যান, বিন্দুলয়, জ্যোতির্দ্দর্শন, উন্মনীভাব, ধারণা, রেচক পূরক এবং কুম্ভক এই ত্রিরূপী প্রাণায়াম, নাড়ীসঞ্চারজ্ঞান, প্রত্যাহার এবং নিরোধ ইত্যাদি, তথা কাষ্ঠাবস্থা, মৃতাবস্থা এই সমস্তই জ্ঞানোপলব্ধিস্বরূপ, আর ইহা হইতে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। (১) রমণীশয্যাসন (২) যান, (৩) বস্ত্র, (৪) ধূপবিলেপন এবং (৫) তাম্বূলভক্ষণ এই পাঁচটী রাজৈশ্বর্য্যবিভূতি। সুবর্ণভার, তাম্র, গৃহ, অশ্ব, রথ, ধেনু, বেদশাস্ত্রবিচক্ষণতা, শাস্ত্রান্তরে পাণ্ডিত্য, নৃত্য, গীত, অলঙ্কার, শঙ্খ, বীণা, মৃদঙ্গ, গজেন্দ্র, ছত্র এবং চামর, এই সমস্ত ভোগস্বরূপ। কামনাশালী পুরুষ এই সব বস্তুতে অনুরাগী হয়। হে মুনে! দেহ আদর্শের ন্যায় বিম্বগ্রাহী। এই দেহ কর্ষিত হইলে, তিলের ন্যায় পীড়িত হইতে হয়। তথাপি অজ্ঞান-মোহিত ব্যক্তি এই দেহকেই বিশেষরূপে আশ্রয়ণীয় জ্ঞান করে এবং তদ্রূপেই প্রাপ্ত হয়। লোকে জানিতে পারিয়াও এই সংসারে স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব-

যোনিতেই দুঃখার্ত্ত হইয়া ভ্রমণ করে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব যোনি সংক্রম করিয়া, বহু কালান্তে অতি দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। পুণ্য-গৌরববশে, ব্যুৎক্রমেও মনুষ্যজন্ম প্রাপ্তি হয়। কর্ম্মের গুরু-লাঘব অনুসারে বিচিত্র-গতি কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও স্বর্গমোক্ষসাধক স্বীয় কল্যাণ অনুষ্ঠান না করে, মৃত্যুর পর বহু কালের জন্য তাহাকে শোক করিতে হয়। মনুষ্যজন্ম দেবতা ও অসুরদিগেরও দুর্লভ; তাহা লাভ করিয়া এমন কার্য্য করিতে হয়, যাহাতে নরক গমন করা আর হইবে না। স্বর্গ ও মোক্ষলাভের জন্য উদ্যম না থাকিলেও সর্ব্বমূল মনুষ্য-জন্মকে যত্নতঃ অনুপালন করিবে। মনুষ্যজন্ম ধর্ম্মের মূল; মনুষ্যজন্মই সর্ব্ব প্রয়োজনের সাধক; লোভে যদি যত্ন না থাকে, মূল রক্ষা ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি মনুষ্যজন্মে সুদুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও আত্মকল্যাণ সাধন না করে, তদপেক্ষা অজ্ঞান আর কে আছে? সকল দ্বীপের মধ্যে এই স্থানে উপার্জ্জিত কর্ম্ম-ফলই ভোগ্য হয়; এই স্থানের কর্ম্মফলেই স্বর্গ ও মোক্ষরূপে প্রাপ্য। যে ব্যক্তি এই দেশে ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, আত্মমঙ্গল সাধন না করে, সে আত্মবঞ্চক। হে বিপ্র! এই ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি এবং ইহাই ফলভূমি, এখানে যে কর্ম্ম করা যায়, স্বর্গে তাহার ভোগ হয়। যতদিন শরীর সুস্থ থাকিবে, ততদিন ধর্ম্মাচরণ করিবে। অসুস্থ-শরীর হইলে, অন্যের প্রেরণা থাকিলেও ধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হইবে না। অনিত্য শরীর দ্বারা নিত্য বস্তু সিদ্ধ করিতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, তাহার নিত্য বস্তু সিদ্ধ হয় না, আর অনিত্য ত নষ্ট হইয়াই আছে। অহোরাত্রচ্ছলে, আয়ুই খণ্ড খণ্ড রূপে অগ্রে নিপতিত হইতেছে, তথাপি প্রবুদ্ধ হইতেছ না কেন? মৃত্যু যে কখন্ কাহার হয়, তাহা যখন জানা যায় না, তখন সেই আকস্মিক মরণ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারে কে? যখন নিশ্চয়ই সকল ছাড়িয়া তোমাকে একাকী গমন করিতে হইবে, তখন তুমি নিজ পথের জন্য কখন কাহাকেও কিছু ধনদান কর না কেন? দানরূপ পাথেয় যাহাদের আছে, তাহারা যমালয়ে সুখে যাইতে পারে, আর পাথেয় না থাকিলে পথে ক্লেশ পাইতে হয়। উপযুক্ত কালে পূর্ণ ভাণ্ড যাঁহাদের অগ্রে গমন করে, অর্থাৎ সমগ্র ধনদান যাঁহারা করিয়াছেন, স্বর্গপথে পদে পদে তাঁহাদের লাভ। পুণ্যে দেবত্বপ্রাপ্তি এবং পাপে নরকগমন, ইহা জানিয়া লোকে পুণ্য করিবে, পাপ করিবে না। যে সব ব্যক্তি ঈষৎমাত্রও শিবের শরণাপন্ন হইয়াছে, তাহারাও ঘোর নরক বা যম দর্শন করে না। কিন্তু মহাঘোর পাপী হইলে, শিবাজ্ঞায় মনুষ্যভাবেই কিছুকাল ভারতবর্ষে বাস করে; অনন্তর শিবপুরে গমন করে। যাহারা সর্ব্বতোভাবে শিবের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না। হে মুনিসত্তম! যাঁহারা "শিব" এই নাম এবং "হর হর" এই শব্দ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের নরক-ভীতি বা শমন-ভীতি নাই। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি সতত ভক্তি বৃদ্ধি করিবে। ৭৭—১২৪।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪০॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভ। প্রকৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের এবং চরণ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ শ্রুতি আছে। স্থান হইতে উন্নতি বা অধোগতি লাভ কি করিলে হয়, বলুন। সনৎকুমার বলিলেন, হে সত্যবতী-নন্দন! পণ্ডিতগণ দুষ্কৃতপ্রভাবে স্থানভ্রষ্ট হন, অতএব শ্রেষ্ঠ স্থান পাইলে, তাহা যত্নতঃ রক্ষণীয়। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্য ত্যাগপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়া-গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে, সে ব্রাহ্মণ্যভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অধর্ম্মাচরণ বশত এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়। তমোগুণময় সহস্র সহস্র জন্মের পর যে জন্ম লাভ হয়, তাহাতে প্রাপ্ত পরমস্থান প্রমাদ বশত নষ্ট করিবে না। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন উদরে থাকিতে মরে, সে, সাগ্নিক বিদ্বান্ হইলেও শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি শুভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ্যের অবমাননা করে এবং সামান্য ভোজ্যাভোজ্য জ্ঞান যাহার নাই, তাহার ক্ষত্রিয়-যোনিতে জন্ম হয় শূদ্র যে কর্ম্মপ্রভাবে বৈশ্য হইতে পারে, সেই বর্ণোত্তমত্ব-সম্পাদক কর্ম্ম তোমাকে বলিতেছি;—যে শূদ্র, শাস্ত্রাদিষ্ট শূদ্রকর্ম্ম সম্পাদন করে, ত্রিবর্ণের নিত্য পরিচর্য্যা করে, সেই শূদ্রের বৈশ্যকুলে জন্ম হয়। যে বৈশ্য, বিদ্বান্, পাপিষ্ঠ-দ্বেষী, অগ্নিহোত্র গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি হোম-পরায়ণ এবং যজ্ঞাদি-শেষান্নভোজী, তাহার ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। উত্তম দক্ষিণাসম্পন্ন সুসংস্কৃত যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন, স্বর্গকামী হইয়া ত্রেতাগ্নি আরাধনা, সতত দান, ধর্ম্মতঃ পৃথিবীপালন, ধর্ম্মতৎপর হইয়া স্বীয় পত্নীতে ঋতুকালে অভিগমন, সর্ব্বাতিথেয়তা, সর্ব্বভূত উদ্দেশে দান, ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান এবং গো, ব্রাহ্মণ বা আত্মার জন্য সংগ্রামে মৃত্যু এই সব কারণে, অগ্নিমন্ত্রপূত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া যাজ্ঞিক হয়। আর সেই ব্যক্তি দেবপ্রিয় হয়, বহুকাল স্বর্গভোগ করে। মানুষ, অতি দুর্লভ ব্রাহ্মণ্য কষ্টে প্রাপ্ত হয়। অতএব, সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করা উচিত। ব্যাস কহিলেন, হে বাগ্মিপ্রবর মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি

যে সংগ্রাম মাহাত্ম্য সূচনা করিলেন, তাহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, বলিতে আজ্ঞা হয়। সনৎকুমার বলিলেন, প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে সে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহা যুদ্ধে পাওয়া যায়,—মন্ত্রবেত্তারা এই কথা বলেন। অতএব আমি শস্ত্রজীবীদিগের ধর্ম্মলাভ, অর্থলাভ এবং যশোলাভরূপ ফল তোমাকে বলিতেছি ;—যে বীর, শত্রুসৈন্য মর্দ্দন করত যুদ্ধে নিহত হয়, তাহার ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামসম্পাদক আপ্তদক্ষিণ যজ্ঞজন্য ফলের তুল্য ফল লাভ হয়। অভিমুখ শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া যে ব্যক্তি তদীয় যানে আরোহণ করে এবং যে ব্যক্তি যুদ্ধে কখন পরাজিত হয় না, তাহার বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিয়া তাহাতে হত না হয়, তাহার অশ্বমেধ-চতুষ্টয়-ফল প্রাপ্তি হয়। যে বীর, শস্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া সৈন্যের অগ্রভাগে থাকেন, তাঁহার স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন নাই। রাজা, রাজপুত্র অথবা সেনাপতি, যে বীর হউন না, ক্ষত্রিয়-রীতিক্রমে যিনিই যুদ্ধে নিহত হইবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অক্ষয়লোক প্রাপ্তি হয়। যুদ্ধে, যোদ্ধার যত রোমকূপ শস্ত্র দ্বারা বিক্ষত হয়, সর্ব্বকামপ্রসবী অক্ষয়লোক প্রাপ্তি তাহার ঘটে। বীরাসন এবং বীরশয্যা অক্ষয় বীরলোকবাসের হেতু। যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ বা প্রভুর জন্য নিহত হয়, তাঁহারা পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করেন। ১—২৮। যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা করিয়া পরে গো, ব্রাহ্মণ এবং প্রভুর ইষ্টসিদ্ধির জন্য প্রাণত্যাগ করে, তাহার সদ্যঃ পাপক্ষয় হয়। যে বীর, স্বয়ং পরের অজেয় হইয়া স্বীয় ভগ্নসৈন্য রক্ষা করে, জীবিত থাকিলে তাহার সম্যক্ ফললাভ হয়, নিহত হইলেও স্বর্গে যায় এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হয় না। হে বিপ্র! ব্রাহ্মণ, গো, এবং প্রভুর জন্য যে ব্যক্তি মাংসাশী জন্তু অথবা হস্তী কর্তৃক নিহত হয়, তাহার অক্ষয়-সম্পত্তি লাভ ঘটে। এ জগতে কিছু ধন থাকিলেই শত শত যজ্ঞ করা যায়, কিন্তু যুদ্ধে আত্মদেহ পরিত্যাগ করা বড় দুষ্কর। সকল বর্ণের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধযজ্ঞ সর্ব্বপ্রকার স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু। যেরূপ লোককে প্রহার করিতে হয় এবং যাহাকে ত্যাগ করিতে হয়, তৎসম্বলিত সনাতন যুদ্ধ-ধর্ম্মের কথা পুনরায় বলিতেছি। বেদান্তবেত্তা দ্বিজও যদি আততায়ী হইয়া আসে এবং হননাভিলাষী হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মঘাতী হইবে না। হননোদ্যত ব্যক্তি যদি পানীয়-জল-প্রার্থী হয় ত তাহাকে বধ করিবে না। হে ব্যাস! যুদ্ধে আতুর ব্যক্তিদিগকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। ব্যাধিযুক্ত, দুর্ব্বল, বালক, স্ত্রীজন-রক্ষিত, দীনহীন, অন্যভাবে অবস্থিত, ভগ্ন-ধনু এবং ছিন্নজ্যা পুরুষকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। মুক্তকেশে পলায়মান, যুদ্ধ-মোহ বশতঃ জড়তা বা উন্মত্ততা প্রাপ্ত, পর্ণ শাখা বা তৃণগ্রহণ করিয়া ক্ষমাপ্রার্থী যে সকল ব্যক্তি, তাহাদিগকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। "আমি আর যুদ্ধ করিব না," "আমি তোমার" এই সকল বাক্য-প্রয়োক্তা ব্যক্তি, বৃদ্ধ, অজ্ঞ এবং ক্লীব ইহাদিগকে প্রমাদ বশতঃ বধ করিলেও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। স্বর্গাভিলাষী ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা যে গতি লাভ করেন, মহাযুদ্ধে যাহারা দেহত্যাগ করে, তাহাদেরও সেই গতি লাভ হয়। যে ব্যক্তি, যুদ্ধধর্ম্মপরায়ণ হইয়া আত্ম-দেহ ত্যাগ করে, ষড়ঙ্গসমন্বিত সর্ব্ববেদ, যোগ ও সাংখ্যজ্ঞান এবং বানপ্রস্থ এই সব গুণাবলীর যুগপৎ সেবনের ফল তাহার হয়। ২৯—৪২।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন, পাপীদিগের নরকযন্ত্রণার বিষয় আমি শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সংসারীদিগের সংসরণপ্রকরণ সম্পূর্ণভাবে আমাকে বলুন। সনৎকুমার বলিলেন, নারকী পুরুষের দেহ ক্ষণমাত্র পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়। একমাত্র ধর্ম্মবলে, দেবোৎপাদক দিব্য শরীর ভূতবিশেষ-বশে ক্ষণমাত্র উৎপন্ন হয়। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম বা মিশ্র-কর্ম্মফলে যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাই ভূতপরিণাম ; সেই দেহ চতুর্ব্বিধ। তৃণ-গুল্মাদি স্থাবর দেহ—উদ্ভিজ্জ ; কৃমি, কীট পতঙ্গাদি দেহী—স্বেদজ ; পক্ষী, নক্র, চক্রবাক, মৎস্য এবং কচ্ছপাদি—অণ্ডজ এবং মানুষ ও চতুষ্পাদেরা—জরায়ুজ। তেজঃপ্রতাপিত, জলসিক্ত ভূমি বায়ুযোজিত আকাশ সম্বন্ধে বীজস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। উপযুক্ত ঋতুতে সেই সকল বীজ জলসিক্ত হইলে প্রথমে স্ফীততা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে মৃদুতা ও মূলভাব ধারণ করিয়া থাকে। অনন্তর সেই মূল হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, পত্র হইতে নাল, নাল হইতে কাণ্ড, কাণ্ড হইতে মুকুল, মুকুল হইতে তুষ, তুষ হইতে ক্ষীর এবং ক্ষীর হইতে তণ্ডুল জন্মিয়া থাকে। পরে সেই তণ্ডুল যখন পরিপক্ব হয়, সেই সময় সেই ওষধি-গুচ্ছ সকল বিশুষ্ক হইয়া থাকে। অখিল ওষধিরই ফল পরিপক্ব হইলে জীবন বিনষ্ট হয়। যব প্রভৃতি সপ্তদশ প্রকার ওষধি শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য সকল ক্ষুদ্র বলিয়া পরিগণিত। ঐ যবাদি শস্য প্রথমে কর্ত্তিত, পরে মর্দ্দিত, তৎপরে ক্রমশঃ উদূখল মুষল ও শূর্পাদি দ্বারা পরিশোধিত করিয়া, অগ্নি-সাহায্যে জলে সিদ্ধ হইলে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয়, চোষ্য ও পিচ্ছিল এই ছয় প্রকার খাদ্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে এবং পরস্পর সংযোগ বশতঃ তাহাদিগের বিবিধ প্রকার আস্বাদ ও মধুরাদি ছয় প্রকার রস সংঘটিত

হয়। দেহিগণ ঐ বহুবিধ খাদ্য ভোজন করিলে উহাই প্রথমে দেহাভ্যন্তরে সুপাশয়ে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করে। সেই বায়ু ভক্ষিত পেয় ও ভক্ষ্য বস্ত মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে অন্ন ও জল উভয়কে উভয়রূপে পৃথক্ করত অগ্নির উপর জল ও জলের উপর অন্নকে স্থাপন করিয়া থাকে। পরে অপান-বায়ুরূপে সেই জলের অধোদেশে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্নিকে উদ্দীপিত করিতে আরম্ভ করে। অনন্তর ঐ অনল বায়ু কর্ত্তৃক উদ্দীপিত হইয়া সেই জলকে অতীব উষ্ণ করিলে তাহাতে অন্ন সর্ব্বতোভাবে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ঐ পরিপক্ব অন্ন, কিট্ট ও রসরূপে দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া থাকে। অনন্তর ঐ অন্ন-মল চক্ষুঃ, কর্ণ, মলদ্বারাদি দ্বারা বিষ্ঠা-মূত্র-কফাদি দ্বাদশ প্রকারে শরীর হইতে নিঃসৃত হয়। ১—২০। প্রাণি-নিচয়ের হৃৎপদ্ম মধ্যে চতুর্দ্দিক্ হইতে নিখিল নাড়ী প্রতিবদ্ধ আছে। পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-বায়ু, সেই প্রত্যেক নাড়ীমুখে সূক্ষ্ম রস যোজনা-পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্ফীত করিলে উহা সর্ব্ব শরীরে পরিচালিত হইয়া থাকে। তৎপরে নাড়ী-মধ্যস্থিত ঐ রস শারীরিক উত্তাপে পরিপক্ব হইয়া দেহব্যাপী ত্বক্ ও রুধির এই উভয়রূপে পরিণত হয়। পরে ঐ রক্ত হইতে লোম ও মাংস, মাংস হইতে কেশ ও স্নায়ু, স্নায়ু হইতে শিরা, অস্থি, নখ ও মজ্জা এবং মজ্জা হইতে উৎপত্তি-নিদান শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ অন্নের এই দ্বাদশ প্রকার পরিণাম বলিয়াছেন। ঐ শুক্র হইতেই দেহিগণ দিব্যদেহ প্রাপ্ত হয়। ঋতুকালে যে সময় নির্দ্দোষ শুক্র যোনি-মধ্যে প্রবেশ করে, তখন উহা বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া রমণীগণের জরায়ুজ শোণিতের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মের বশগামী হইয়া শুক্রক্ষরণ সময়ে সমুদয় ইন্দ্রিয়-পরিবৃত হইয়া যোনিমধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। সেই শুক্র ও শোণিত মিলিত হইয়া এক দিনে আলোড়িত ও স্ফীত হইয়া পঞ্চ দিবসে বুদ্বুদাকার ধারণ করে। পরে সপ্ত দিবসের মধ্যে সেই বুদ্বুদ হইতে মাংসপেশী এবং দ্বিসপ্তাহ মধ্যে রক্ত ও ঐ পেশী সকল ত্বক্ দ্বারা দৃঢ়তা লাভ করিয়া থাকে। বৃক্ষাদি-বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পঞ্চবিংশতি দিবসে দেহাঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অনন্তর এক মাসে উহা গ্রীবা, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠবংশ ও উদর এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হয়; পরে মাসদ্বয় মধ্যে ক্রমে হস্ত, পাদ, পার্শ্বদ্বয়, কটিদেশ ও গাত্র সংঘটিত হইয়া থাকে। তৎপরে তিন মাসে সমুদয় শরীর-সন্ধি, চারি মাসে অঙ্গুলিনিচয় এবং ক্রমে পঞ্চমাসে মুখ, নাসিকা, কর্ণদ্বয়, দন্তপংক্তি ও নখ; ছয়মাসে কর্ণচ্ছিদ্র; সপ্তম মাসে পায়ু, মেঢ়্র, উপস্থ, নাভি এবং সমুদয় গাত্রসন্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অষ্টম মাসে মানবের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মস্তক কেশ ও নিখিল অবয়ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। জাতক এইরূপে নাড়িনাল-প্রসূত মাতৃভক্ষিত খাদ্যদ্রব্যে ও বহুবিধ রসে পরিপক্ব ও পঞ্চ প্রাণবায়ুযুক্ত হইয়া প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনন্তর জীব সম্পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়া, পূর্ব্বস্মৃতি প্রাপ্ত হয়। তখন পূর্ব্বোপভুক্ত সুখ, দুঃখ, নিদ্রা, স্বপ্ন এবং পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু ও নানা যোনি-ভ্রমণাদি সমুদয়ই তাহার চিত্তপটে উদিত হয়; তৎকালে সে ঈদৃশ চিন্তা করিতে থাকে যে, এক্ষণে আমি জন্মগ্রহণ মাত্রে যেমন সংস্কার প্রাপ্ত হইব, অমনি যাহাতে আর না গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, এইরূপ কল্যাণকর কার্য্য করিব, আমি গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াই সংসার-নাশক শিবজ্ঞান অনুসন্ধান করিব। জীব, গর্ভবাসকালে স্বীয় কর্ম্ম বশতঃ নিদারুণ গর্ভযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া, মোক্ষোপায় চিন্তা করত গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে গিরিবরাক্রান্ত প্রাণীর ন্যায় দেহী, জরায়ু-বেষ্টিত হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতে থাকে। কেহ যেমন গভীর সাগরগর্ভে পতিত হইলে ব্যাকুলহৃদয়ে কালক্ষেপ করে, প্রাণিমাত্রে সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে গর্ভোদকে পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাকুল হইয়া থাকে। লৌহকুম্ভে নিক্ষিপ্ত কোন ব্যক্তিকে অগ্নি দ্বারা সন্তপ্ত করিলে, সে যেপ্রকার ক্লেশানুভব করে, গর্ভকুম্ভপতিত জীবও সেইরূপ জঠরাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। নিরন্তর অগ্নিবর্ণ প্রতপ্ত সূচীসমূহ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিলে যেপ্রকার মহৎ দুঃখ হয়, গর্ভস্থ জীবও তাদৃশ দুঃখে নিপীড়িত। ২১—৪৮। প্রাণিগণের অন্য কুত্রাপি গর্ভবাস অপেক্ষা নিদারুণ ক্লেশ-নিচয় ভোগ করিতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলেন, সপ্তম মাস হইতে পাপী সকল গর্ভমধ্যে এইরূপ সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং তৎকালে তাহাদিগের কেবল ধর্ম্মেই মতি হইয়া থাকে। পেষণযন্ত্রে ইক্ষু যেরূপ মর্দ্দিত হয়, সেইরূপ যোনিযন্ত্রে প্রপীড়িত হইয়া, মস্তকে দুঃসহ মুদ্গরাহত ব্যক্তির ন্যায়, সকলকেই ভীষণ ক্লেশ উপভোগ করিতে হয়। তিলপুঞ্জ যেরূপ যন্ত্র দ্বারা বিমর্দ্দিত হইলে ক্ষণকাল মধ্যে নিঃসার হইয়া পড়ে, তদ্রূপ যোনি-যন্ত্র-নিপীড়নেও শরীর ক্ষণমাত্রে সারশূন্য হইয়া থাকে। দেহিগণের দেহ, অস্থি, পট্টময় স্তম্ভে স্নায়ুনিচয়রূপ রজ্জুসমূহ দ্বারা নিবদ্ধ, রক্তমাংসরূপ মৃত্তিকা-লিপ্ত, বিষ্ঠামূত্রের আধার, কেশ-রোমময় তৃণপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন, ব্যাধিনিকরের ক্রীড়াভূমি, নিখিল ক্লেশের আকর, একমাত্র মুখরূপ মহাদ্বারবিশিষ্ট, কর্ণ ছিদ্রাদি বাতায়নাষ্টক-ভূষিত, ওষ্ঠদ্বয়রূপ কপাটাবৃত, তাহাতে দন্ত ও জিহ্বারূপ অর্গলাবদ্ধ, সতত ভোগ-তৃষ্ণায় কাতর, মহান্ধকারপূর্ণ রাগদ্বেষাদির বশবর্ত্তী, জরায়ু-পরিবেষ্টিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত শকট, অমেধ্য যোনিমার্গ-বিনির্গত বিষ্ঠা মূত্র ও রক্তপূর্ণ গর্ভকোশ-সমুদ্ভূত এবং কেবলমাত্র অস্থি-পঞ্জরময় জানিবে। উহাতে বহুবিধ অশুভ

শ্রেণী বিদ্যমান। উহা চতুর্দ্দিকে স্থূল-সূক্ষ্মভেদে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপ সার্দ্ধত্রিকোটি রোমে সমাচ্ছাদিত এবং তৎসংখ্যক নাড়ী দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ। ঐ সকল রোমকূপ হইতে সতত স্বেদাদি অনর্গল বিনির্গত হইয়া থাকে। উহাতে দ্বাত্রিংশৎ দন্ত ও বিংশতিসংখ্যক নখ আছে। শরীর মধ্যে কুড়বপ্রমাণ পিত্ত, আঢ়কপ্রমাণ কফ, বিংশতিপল-পরিমিত বসা, তদর্দ্ধ কপিলধাতু। সার্দ্ধপঞ্চপল পরিমিত পল, দশপল পরিমিত মেদ, ত্রিপল পরিমিত মহারক্ত, তচ্চতুর্গুণ মজ্জা এবং অর্দ্ধকুড়ব পরিমিত শুক্র আছে; উহাই দেহীদিগের বল ও বীজস্বরূপ জানিবে। সহস্রপল-পরিমিত এক এক মাংসপিণ্ড, শতপল প্রমাণ রক্ত এবং অপরিমিত বিষ্ঠা-মূত্র উহাতে বিদ্যমান। আত্মা স্বয়ং নিত্য ও পবিত্র হইলেও স্বীয় কর্ম্মবন্ধন হেতু তাঁহার এবংবিধ অবিশুদ্ধ ও অচিরস্থায়ী দেহ-গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দেহমাত্র শুক্র-শোণিত-সংযোগে উৎপন্ন এবং বিষ্ঠামূত্রে পরিপূর্ণ বলিয়া সর্ব্বদাই অশুচি। অভ্যন্তরে বিষ্ঠাপূর্ণ ঘট যেরূপ কিছুতেই পবিত্র হয় না, তাদৃশ মলপূর্ণ দেহও জলাদি দ্বারা পবিত্র হইবার নহে। অতি পবিত্র পঞ্চগব্য ও ঘৃত এবং সশাকযুক্ত মনোহর অন্নপানাদি যে দেহের মধ্যগত হইলে ক্ষণকাল মাত্রে অশুচি হইয়া থাকে, তদপেক্ষা অশুচি বস্তু আর কি হইতে পারে? হে মানবগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না, প্রতিদিন স্বীয় দেহ হইতে দুর্গন্ধময় মল নিঃসৃত হইতেছে, সুতরাং তাহার আধার কিপ্রকারে পবিত্র হইতে পারে? ৪১—৭০। অঙ্গার বারংবার ঘৃষ্যমাণ হইলেও যেমন নির্ম্মলতা লাভ করে না, তদ্রূপ পঞ্চগব্য ও কুশোদক দ্বারা পুনঃপুনঃ শোধিত করিলেও দেহ নির্ম্মল হইবার নহে। পর্ব্বত হইতে যেরূপ জল-স্রোত নির্গত হয়, তাদৃশ যে দেহ হইতে নিরন্তর কফ-মূত্র-পুরীষাদি বহির্গত হইয়া থাকে, তাহা কি প্রকারে পবিত্র হইবে? বিষ্ঠামূত্র-পাত্রের ন্যায় সমুদয় অশুচি বস্তুর আকর দেহের এক স্থানও পবিত্র নহে। দেহ-বিগলিত মলধারা স্পর্শ করিলে মৃত্তিকা ও জল দ্বারা হস্ত শোধিত করিতে হয়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তথাপি সেই অশুচি-ভাণ্ড-স্পর্শে হস্তের বিরাগ নাই। কুক্কুরপুচ্ছ যেরূপ কিছুতেই ঋজিত হইবার নহে, তদ্রূপ বহুযত্নে সুগন্ধি পুষ্পাদি দ্বারা শরীরকে সুসংস্কৃত করিলেও স্বীয় স্বভাব কিছুতেই পরিত্যাগ করে না। স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র যেমন কোন উপায়েই শুক্লবর্ণ হইবার নহে, তাদৃশ বারংবার পরিশোধিত হইলেও শরীর নির্ম্মল হইবার নহে। হায় কি আশ্চর্য্য! সতত ঘোর দুর্গন্ধময় মল সন্দর্শন ও আঘ্রাণ পূর্ব্বক নাসিকার ক্লেশ হইলেও মানবগণ তাহা হইতে বিরত নহে। হায়, মোহের কি মাহাত্ম্য! নিখিল জগতই মোহাভিভূত, কারণ সর্ব্বদা দেহের অনন্ত দোষ দর্শন করিয়া বিরক্ত হয় না। মানব যখন স্বীয় দেহস্থ পূতিগন্ধেও বিরক্ত নহে, তখন আর তাহাদিগকে অন্য উপদেষ্টব্য কি আছে? সমুদয় জগৎই পবিত্র, কেবল দেহই অপবিত্র; কারণ দেহ-মল-স্পর্শে পবিত্র বস্তুও অপবিত্র হইয়া থাকে। শারীরিক দুর্গন্ধ ও লেপ অপনোদনার্থ দেহের শৌচ-বিধান কথিত হইয়াছে, সুতরাং গন্ধ ও লেপ এই উভয়ই যদি বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলেই দেহ পবিত্র হইল জানিবে। কিন্তু যাহার আভ্যন্তরীণ ভাব কলুষ, সে যদি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমুদয় গঙ্গাজল এবং পর্ব্বতোপম মৃত্তিকা দ্বারা দেহ শোধিত করে, তথাপি শুদ্ধ হইবার নহে। অখিল তীর্থে স্নান ও বিবিধ তপোনুষ্ঠান করিলেও দুষ্টাত্মা কিছুতেই পবিত্র হয় না। কারণ কুক্কুরোচ্ছিষ্ট চর্ম্ম-পাত্র কি তীর্থ-সলিলে প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়? যাহার অন্তর নিতান্ত মলিন, সে যদি অগ্নি-প্রবেশপূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করে, তথাপি তাহার স্বর্গ কি মোক্ষ লাভ হয় না। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যাহার অন্তর্ভাব দূষিত, সে যদি আজন্ম স্নানপর হয় এবং সমুদয় গঙ্গাজল ও পর্ব্বতপ্রমাণ মৃত্তিকা দ্বারা শরীর-শৌচ-বিধান করে, তথাপি পবিত্র হইতে পারে না। ভাবদুষ্ট ব্যক্তি, ঘৃত তৈলাদি দ্বারা হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়া দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি-শিখাজাল-জটিল সেই ভীষণ হুতাশনে আত্মদেহ ভস্মীভূত করে, তথাপি তাহার ধর্ম্ম বা কোন ফলোদয় হয় না। মৎস্যগণ সতত গঙ্গাদিতীর্থে বাস এবং পক্ষিগণ নিরন্তর দেবালয়ে অবস্থান করিলেও যেমন ভাবদুষ্ট বলিয়া তাহারা তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ সদ্ভাব-বিরহিত ব্যক্তিগণও তীর্থাবগাহন বা দানাদি সৎকর্ম্ম করিয়াও ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ৭১—৮৭। নিখিল কার্য্যে ভাবশুদ্ধিই পরম-শৌচ; ইহার প্রমাণ দেখ, কান্তা ও কন্যা ভিন্নভাবে আলিঙ্গিতা বলিয়া, ফলেরও বিভিন্নতা আছে। অভিন্ন বস্তুনিচয়েও মনোবৃত্তি বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে; তাহার উদাহরণ,—রমণীগণ পুত্রকে এক ভাবে ও পতিকে অন্য ভাবে চিন্তা করে। আন্তরীণ ভাবের প্রবলতা দেখ, রমণীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলেও কেহ ভাববিহীন রমণীকে কামনা করে না। আরও দেখ, কাহার চিত্ত যদি কামাদিত্রয়ে আসক্ত হয়, সে সম্মুখস্থ বিবিধ অন্ন ও সুরভি ভক্ষ্যবস্তু সকলও ভক্ষণ করে না। মানব কামাদিকর্ত্তৃক একভাবে আক্রান্ত হয় এবং ভাববিশেষেই সংসার হইতে বিমুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তির অন্তর্ভাব অতি বিশুদ্ধ, সে স্বর্গ ও মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকে। সদ্ভাবান্বিত নির্ম্মলতেজাঃ মানব, যদি যাগ-হোমাদি কার্য্যানুষ্ঠান করত জীবন বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে সে জ্ঞানলাভপূর্ব্বক মহাযাজী ব্যক্তিগণের পুণ্যলোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানময় নির্ম্মল সলিল ও বৈরাগ্যরূপ মৃত্তিকা দ্বারা মানবগণের অবিদ্যা ও বিষয়ানুরাগরূপ

বিষ্ঠা-মূত্রের লেপগন্ধ বিদূরিত হইয়া যায়; স্বভাবতঃ শরীর এইরূপ অশুচি, নিঃসার কদলীস্তম্ভপ্রায় ত্বঙ্মাত্র-সার। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি, শরীরকে এবংবিধ দোষবহুল জানিয়া সংসারে বীতরাগ হইতে পারেন, তিনিই সংসার হইতে নিস্তীর্ণ হন এবং অচল ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির-ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। পণ্ডিত বলিয়াছেন, অজ্ঞান-দোষ ও নানাপ্রকার কর্ম্ম বশতঃ জীবগণের এই মহা কষ্টকর জন্ম-দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনীষিগণ, কোটি কোটি গ্রন্থ দ্বারা যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি কেবলমাত্র শ্লোকার্দ্ধ দ্বারাই তাহা বর্ণন করিতেছি। নিশ্চয় জানিও, মমতাই পরম দুঃখের আকর এবং নির্ম্মমতাই পরম সুখের আশ্রয়। বহুল রাজগণ মমতাশূন্য হইয়া এই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন এবং শত সহস্র ব্যক্তি মমতা জন্য সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে। গর্ভবাসকালে প্রাণিগণের যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, প্রসবকালে যোনিযন্ত্র-নিপীড়ন-হেতু দুঃখাতিশয়ে সংমূর্চ্ছিত হওয়ায় তাহা বিলুপ্ত হইয়া থাকে। উৎপত্তিমাত্রে মোহসংজ্ঞক ঘোর বাহ্য-বায়ু প্রভাবে দেহিগণের জ্বর উৎপন্ন হয় এবং সেই মহৎ জ্বর-হেতুক সম্মোহ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পরে সেই সম্মোহ হইতে তাহার স্মৃতিভ্রংশ এবং স্মৃতিভ্রংশ হইতে পূর্ব্বকর্ম্ম বশতঃ তৎক্ষণাৎ তাহার সেই জন্মে আসক্তি উৎপন্ন হয়। তখন সেই বিষয়ানুরক্ত মূঢ় মানব কখনই পারত্রিক হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। বস্তুতঃ তাদৃশ ব্যক্তি, কি আত্মা, কি পরমব্রহ্ম, কি দেবতা, কাহাকেই পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। অধিক কি, চক্ষুঃ থাকিতেও দর্শন করে না, কর্ণ থাকিতেও পরম হিতকর বাক্য শ্রবণ করে না, সমতল পথে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেও পদে পদে স্খলিত হয়, বুদ্ধি থাকিতে বুধগণকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াও কিছুই বুঝিতে পারে না। সে, গর্ব্ব ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সংসারে বিবিধ ক্লেশ উপভোগ করিয়া থাকে। এজন্য, ভগবান্ শঙ্কর, গর্ভাবস্থায় স্মৃত ভাব অবলম্বন করত গর্ভদুঃখ-প্রকাশার্থ স্বর্গ ও মোক্ষ-সাধন শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বকার্য্যসাধন সেই শিবজ্ঞান-সত্ত্বেও যে, মানবগণ স্বীয় হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না, জগতে ইহাই বিচিত্র। ৮৮—১০৮। বাল্যকালে মানবগণের ইন্দ্রিয় সকল অপরিস্ফুট বলিয়া ঘোর দুঃখানুভব করে এবং ইচ্ছা করিলেও কোন বিষয় বলিতে বা করিতে সমর্থ হয় না। বাল্যাবস্থায় দন্তোত্থান-কালে বিবিধ পীড়া ও বালগ্রহাদি দ্বারা দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়। বালক, কখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রপীড়িত, কখন রোরুদ্যমান এবং কখন মোহবশতঃ বিষ্ঠামূত্রাদি-ভক্ষণে নিরত হইয়া থাকে। কৌমারাবস্থায় কর্ণপীড়া ও পিতামাতার তাড়নে আত্মহিত অনুসন্ধান করিতে পারে না এবং অক্ষরাদি অধ্যয়নার্থ তাড়নাক্রমেও যে মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, ইহাও অদ্ভুত। যৌবনকালে নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রবৃত্ত হয়, এজন্য কামরাগ দ্বারা প্রপীড়িত হইতে থাকে এবং অজস্র অভীষ্ট বিষয় ভোগ-লালসায় কিছুতেই সুখী হয় না। সেই মোহান্ধ যুবকের ঈর্ষাহেতু সর্ব্বদাই মহৎ দুঃখ হইয়া থাকে। কুপিত ব্যক্তির নেত্ররাগের ন্যায় বিষয়ানুরাগ কেবল দুঃখেরই নিদান। যুবক রাত্রিকালেও কামানলে দগ্ধ হইয়া নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারে না এবং দিবসেই বা অর্থোপার্জ্জন-চিন্তায় সুখ কোথায়? রমণীর প্রতি আসক্তচিত্ত পুরুষের স্বেদবিন্দুবৎ যে সকল শুক্রবিন্দু পতিত হয়, তাহা কখন সুখজনক নহে। কীটগণ কর্ত্তৃক দষ্ট কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পাতকীর কণ্ডূয়নাভিতাপে যে সুখ, স্ত্রীসহবাসেও সেই সুখ জানিবে। গণ্ডস্থলে পূয নির্গত হইলে এবং মলমূত্র ত্যাগ করিলে যাদৃশ সুখ অনুভূত হয়, রমণী-সংসর্গেও তাদৃশ সুখ পঞ্চচূড়া কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। অধিক কিছুই নহে। কিন্তু মোহান্ধ মানবগণ তাহা অন্য প্রকার বোধ করিয়া থাকে। সর্ব্বদোষের আকর যৌবনাবস্থান্বিতা রমণীগণের সংসর্গে নামমাত্র সুখ কথিত আছে। মানবগণের সম্মানও অবমান দ্বারা, সঙ্গমও বিয়োগ দ্বারা এবং যৌবনও জরা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং নিরুপদ্রব সুখ কোথায়? মানবগণ যখন জরাজর্জ্জরিত-কলেবর হয়, তখন তাহাদিগের সমুদয় অঙ্গ শিথিল ও বলিযুক্ত, কেশজাল শুক্লবর্ণ এবং সমুদয় কার্য্যে অশক্ত হইয়া থাকে। প্রথমে স্ত্রীপুরুষের যে তরুণাবস্থা পরস্পরের প্রীতিপদ ও পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই আবার জরাগ্রস্ত হইলে উভয়েরই অপ্রীতিকর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, যৌবনাবস্থায় আপনাকে অপূর্ব্ব-শোভান্বিত দেখিয়া, পুনরায় জরাকর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত সন্দর্শন করিয়াও বিষয়-বৈরাগ্য প্রাপ্ত না হয়, তাহা অপেক্ষা আর অধিক অজ্ঞানান্ধ কে আছে? পুরুষ, জরাক্রান্ত হইলে কি পুত্র, কি পত্নী, কি বন্ধুবান্ধবাদি, সকলেই তাহাকে কার্য্যাক্ষম বলিয়া অনাদর করিয়া থাকে, অধিক কি, ভৃত্যবর্গও তাহার বশীভূত থাকে না। মানব, অতি বৃদ্ধ হইলে যেহেতু কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি কাম কি মোক্ষ, কিছুই সাধন করিতে সমর্থ নহে, সেই নিমিত্ত যৌবনাবস্থা থাকিতে ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। ১০৯—১২৭।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

হে মুনে! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বারাঙ্গনা পঞ্চচূড়া, রমণীসম্বন্ধে যে সকল নিগূঢ় বিষয় বর্ণন করিয়াছে, তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। সনৎকুমার বলিলেন, হে বিপ্র! আমি স্ত্রীলোকের স্বভাববিষয়ে যথাযথ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনে! রমণীগণই নিখিল দোষের আকর এবং সাতিশয় লঘুচিত্ত। মনীষিগণ, এই বিষয় বারাঙ্গনা পঞ্চচূড়া ও নারদ-সংবাদরূপ পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে একদা ধীমান্ দেবর্ষি নারদ, সমুদয় লোক পরিভ্রমণ করত পঞ্চচূড়া নামে এক পরম রূপ-লাবণ্যবতী অপ্সরা বারাঙ্গনাকে সন্দর্শনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি সুভ্রু! আমার হৃদয়মধ্যে কোন এক বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, হে সুমধ্যমে! তুমি তদ্বিষয় আমার নিকট ব্যক্ত কর। নারদ এইরূপ বলিলে সেই অপ্সরঃপ্রধানা পঞ্চচূড়া তাঁহাকে কহিল, যদি তাহা বক্তব্য-বিষয় হয় এবং আমি যদি বলিতে সমর্থা হই, তাহা হইলেই বলিব। নারদ বলিলেন, অয়ি ভদ্রে! আমি তোমায় অযোগ্য বিষয় কীর্ত্তনার্থ কখনই অনুরোধ করিব না। হে সুমধ্যমে! আমি তোমার নিকট নারীগণের স্বভাব কিপ্রকার, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা পঞ্চচূড়া দেবর্ষির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, স্ত্রীলোক হইয়া স্ত্রীলোকের নিন্দা করা উচিত নহে। হে দেবর্ষে! রমণীগণ কিপ্রকার এবং তাহাদিগের স্বভাবই বা কিরূপ, তাহা ত আপনার বিদিত আছে। অতএব আমাকে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নহে। অনন্তর দেবর্ষি নারদ, পুনরায় তাহাকে বলিলেন, অয়ি সুমধ্যমে! সত্য বল, মিথ্যা বলিলেই দোষ, সত্যকথনে দোষ নাই। দেবর্ষি নারদ, সেই চারুহাসিনী পঞ্চচূড়াকে এইরূপ কহিয়া অনুরোধে সম্মত করিলে সে, রমণীগণের সত্য চিরস্থায়ী দোষসমূহ উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল। ১—১১। পঞ্চচূড়া বলিল, হে নারদ! নারীগণের এই দোষ যে, তাহারা সৎকুলসম্ভূতা, রূপবতী ও সনাথা হইলেও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া থাকে। এই জগতে রমণী অপেক্ষা অধিক পাপকৃৎ বস্তু আর কিছুই নাই। রমণীগণই অখিল পাপের মূল, ইহা তুমিও পরিজ্ঞাত আছ। পতি সর্ব্বজন-বিদিত, ধনবান্, রূপশালী ও বশবর্ত্তী হইলেও রমণীগণ ছিদ্র পাইলে তাহার প্রতীক্ষা করে না। হে প্রভো! আমাদিগের এই এক অসৎ ধর্ম্ম যে, যোষিদ্গণ অনায়াসে লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক ঘোর পাতকী পুরুষদিগকেও ভজনা করিয়া থাকে। যে পুরুষ, নারীকে প্রার্থনা করে, তৎসন্নিধানে পুনঃপুনঃ উপস্থিত হয় এবং যে কিঞ্চিন্মাত্রও সেবা করে, রমণীগণ তাহাকেই ভজনা করিয়া থাকে। পুরুষগণ প্রার্থী না হওয়ায় এবং পরিজনভয়েই কুল-মর্য্যাদায় আবদ্ধ থাকিয়াই রমণীগণ স্বামীর বশবর্ত্তিনী হয়, নতুবা উহাদিগের কেহই অগম্য নাই এবং বয়ঃক্রমেরও উহাদিগের নিশ্চয় নাই। সুরূপই হউক, আর কুরূপই হউক, পুরুষ, পুরুষ বলিয়াই তাহার উপভোগ-পাত্র হয়। ভয়, দয়া, প্রয়োজন-সিদ্ধি বা জ্ঞাতি-কুল সম্বন্ধ এ সব কিছুতেই স্ত্রীজাতি ভর্ত্তৃবশবর্ত্তিনী হয় না। কুলবধূগণও সুপরিষ্কৃত বসনাভরণা যুবতী বারাঙ্গনা হইতে সাধ করে। যে সব স্ত্রী স্বামী প্রভৃতির প্রিয় এবং সতত আদরের সামগ্রী এবং যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হয়, তাহারাও কুব্জ, অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গু অথবা যে কোনরূপ কুৎসিত পুরুষে আসক্ত হয়। হে দেবর্ষে! লোকে স্ত্রীলোকের অগম্য জগতে নাই। হে ব্রহ্মন্! স্ত্রীলোকে যদি পুরুষের ঠিকানা কোনমতে না পায়, তবে তাহারা পরস্পরেই কামপ্রবৃত্তি সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবু ভর্ত্তৃ-অনুরাগিণী হয় না। অন্য পুরুষের অলাভ, পরিজন-ভীতি এবং বধবন্ধভয় এই সব কারণেই স্ত্রীলোকে ভর্ত্তৃগ্রস্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক অন্য পুরুষের পক্ষেও বজ্রের ন্যায় চপল, দুঃসেব্য এবং অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। কাষ্ঠে অগ্নির আশ মিটে না, নদীতে সমুদ্রের আশ মিটে না, প্রাণীতে যমের আশ মিটে না এবং পুরুষেও স্ত্রীলোকের আশ মিটে না। হে দেবর্ষে! এই সব এবং আরও সব রহস্য স্ত্রীলোকের আছে। মনোজ্ঞপুরুষ দেখিলেই স্ত্রীলোকের অঙ্গবিশেষ ক্ষরিত হয়। সুস্নাত, সুগন্ধ এবং মলবর্জ্জিত পুরুষকে দেখিলে, দৃতিপত্র হইতে জলের ন্যায়, স্ত্রীলোকের অঙ্গবিশেষ ক্ষরিত হয়। কামপ্রদাতা, আদর এবং সান্ত্বনাকারী উৎকৃষ্ট স্বামীও রক্ষিতা বলিয়া স্ত্রীলোকের সহনীয় হয় না। নানাবিধ উত্তম সুখভোগ, অলঙ্কার এবং অর্থসঞ্চয়ে স্ত্রীলোকের তাদৃশ তৃপ্তি হয় না, যাদৃশ তৃপ্তি রতিকার্য্যে হয়। কাল, অন্তক, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধারা, বিষ, সর্প এবং অগ্নি একদিকে আর স্ত্রীলোক একদিকে। হে নারদ! বিধাতা যখন পঞ্চভূতনির্ম্মাণ, জগৎসৃষ্টি ও স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির দুষ্টতা তখন হইতেই! ১২—৩২। ব্যাস বলিলেন, জগতে এই সব দুষ্ট মানবেরা অদৃষ্টবশে বারংবার স্ত্রীলোকে আসক্ত হয়। হে মুনে! মানবেরা ইহাদের সতত সঙ্গ কেন করে? আমি বিবেচনা করি, মদন পুরুষের পক্ষেও দুর্জ্জয়; স্ত্রীলোকের পক্ষে ত কথাই নাই। হে মুনে! মদন যাহাকে জয় করিতে পারেন নাই, এমন পুরুষ ভূমণ্ডলে যদি কেহ থাকেন ত বলুন, স্ত্রী-চরিত্রও পুনরায় বলুন। মহর্ষিগণ স্ত্রীকে যে সচ্চরিত্র-চারিণী বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ যে, সে কথা যেন বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। সকল স্ত্রীলোকই

যে অমৃত, তাহা বেদেও কথিত, অতএব পূর্ব্বের 'সহ-বর্ত্তিনী' সংজ্ঞা উপচার-বিধিমাত্রই বোধ হয়। আমি এ বিষয়ে যতই চিন্তা করি, আমার পক্ষে অবকাশই বোধ হয়, অতএব হে মহামুনে! এ সম্বন্ধে পূর্ব্বসংবাদ আপনার সেবা ভক্তি অনুসারে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হয়। সনৎকুমার বলিলেন, হে সত্যবতী-নন্দন! পূর্ব্বকালে, দিক্‌দেবতার সহিত অষ্টাবক্রের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা আমি যথাযথ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অষ্টাবক্র নামে ব্রাহ্মণ, বদান্যের কন্যা গুণবতী সুচরিত্রা সাধ্বী প্রভাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ঋষি বদান্য বলিলেন, "আমি কন্যাদান করিতে পারি, তুমি যদি উত্তরদিক্ দেখিয়া আসিতে পার।" তাহাতে অষ্টাবক্র বলিলেন, তাহাই করিব, আপনি বলুন, উত্তরদিকে কি দেখিতে হইবে? বদান্য বলিলেন, কুবের-পুরী ও হিমালয় অতিক্রম করিয়া সিদ্ধচারণ-সেবিত কৈলাস সন্দর্শনপূর্ব্বক রমণীয় মনোহর মেঘসন্নিভ নীল বনভূমি দেখিতে পাইবে। তথায় তপস্বিনী, বৃদ্ধা, দীক্ষিতা মহাত্মা এক রমণীকে দেখিতে পাইবে। তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে; তাঁহাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলে, আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। যদি তোমার প্রতিজ্ঞা যথার্থ রাখিতে পার ত যাও। ৩৩—৪৭। অষ্টাবক্র বলিলেন, হে সাধো! আপনি যেখানে যাইতে বলিবেন, আমি সেখানেই যাইব, যাইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিব; আপনার কথা অবশ্য সত্যই হইবে। অনন্তর ভগবান্ অষ্টাবক্র, উত্তম উত্তরদিকে সিদ্ধচারণ-সেবিত গিরিরাজ হিমালয়ে গমন করিলেন। তথায় পুণ্যবাহিনী বাহুদা নদী প্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি স্নানাদি করিয়া শয়ন করিলেন। অনন্তর প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সানাতে রুদ্রাণী-কূপে গমন করিলেন, তথায় স্নান করিয়া উঠিয়া কৈলাসাভিমুখে যাইলেন। অনন্তর, কুবের-কিঙ্কর-রক্ষিতা মন্দাকিনী নদী প্রাপ্তির পর তথায় স্নান করিয়া তিনি উপবিষ্ট হইলে, সেই কুবেরানুচর যক্ষগণ বলিল, হে ঋষিসত্তম! এই যক্ষরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিতেছেন। অনন্তর কুবের আসিয়া ঋষিকে পূজা করিয়া বলিলেন, আপনি সমাদৃত হইয়া অসঙ্কোচে আমার গৃহে প্রবেশ করুন। এই বলিয়া তাঁহাকে অগ্রে করিয়া স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় কুবের পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আসনাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। ঋষি আসন পরিগ্রহ করিলে, দেবতা গন্ধর্ব্বগণ উপবিষ্ট হইলেন, তখন কুবের বলিলেন, হে মুনে! আপনার আদেশ হয় ত গণিকাগণ নৃত্য করে, কেননা, আপনার পরম আতিথ্য সম্পাদন আমার কর্ত্তব্য। ঋষি বলিলেন, 'উত্তম।' তখন ঘৃতাচী, মিশ্রকেশী, উর্ব্বশী, রম্ভা, অলম্বুষা, চিত্রা, বিশাচী, সুকেশী, সুমুখী, হাসিনী, রতিপ্রিয়া এবং মনোহরা ইত্যাদি প্রধান প্রধান অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল; গন্ধর্ব্বেরা বিবিধ বাদ্য বাজাইতে লাগিল। ঋষির ভয়ে, কিঞ্চিদধিক একদিব্য-সংবৎসর এইরূপে অতীত হইল, নৃত্যগীতাদি ভঙ্গ হইল না। শেষে কুবের বলিলেন, মুনিবর! এই নৃত্যদর্শন ব্যাপারে, মহাশয়ের কিঞ্চিদধিক এক দিব্য সংবৎসর অতীত হইয়াছে, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন, আমরা আপনারই অধীন। অনন্তর ঋষি তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে ধনেশ্বর! আমি তোমার পূজায় আপ্যায়িত হইয়াছি। কার্য্যসিদ্ধির জন্য এক্ষণে যাইতেছি, তোমার উন্নতি হউক। অনন্তর তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সত্বর উত্তরমুখে গমন করিলেন। ৪৮—৬২। কৈলাস-পর্ব্বত, মন্দরপর্ব্বত এবং হিমাচল অতিক্রমপূর্ব্বক কৈলাস-পর্ব্বতকে প্রণাম করিয়া, উত্তর মুখে সমতল ভূভাগে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অষ্টাবক্র নন্দনকানন-তুল্য উত্তম অরণ্য-স্থল এবং রমণীয় আশ্রমপদ দর্শন করিলেন। স্বর্ণরত্নময় বিবিধ শুভ্র শৈল, মণিরত্নময়ী ভূমি, শুভোজ্জ্বল পুষ্করিণী এবং অন্যান্য রমণীয় বস্তু ভাবিতাত্মা মহর্ষির দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাতে তাঁহার মন অতিশয় প্রীত হইল। আরও বহু বস্তু দর্শন করিলেন। ঋষিবর তথায় কুবের-গৃহ হইতেও উৎকৃষ্ট সর্ব্বরত্নময় অদ্ভুত গৃহ দেখিতে পাইলেন। তথায় সুবর্ণময় বিবিধ পর্ব্বত, পর্ব্বতশিখরে অপ্সরোগণ-সংযুক্ত রমণীয় বিমানবৃন্দ, মন্দার-পুষ্পাকীর্ণ মন্দাকিনী নদী, মুক্তাজালভূষিত বিচিত্র তোরণ সম্পন্ন নানাবিধ মণিরত্নময় গৃহাবলী সেই ভূখণ্ডে শোভমান; ঋষি এই সব দেখিতে পাইলেন। আর দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে মনোহর পর্ব্বত-শ্রেণী, পর্ব্বতে মনোনয়নহারিণী হর্ম্ম্যরাজি। অনন্তর অষ্টাবক্র দ্বারদেশে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমার থাকিবার স্থান কোথায় হইবে? অনন্তর তিনি ভাবিয়া স্থির করিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, এই স্থানে যাঁহারাই থাকুন, তাঁহারা অবগত হউন, আমি অতিথিরূপে এ স্থানে উপস্থিত। তখন, হে মুনে! নানারূপধারিণী, প্রমুদিতা মনোরমা সপ্ত কন্যা ঋষিসম্মুখে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। সে সব কন্যা অবর্ণনীয়। ঋষি যাঁহাকেই দেখিতে লাগিলেন, তিনিই ঋষির মনঃপ্রীতিদায়িনী হইলেন। অনন্তর, কন্যারা ঋষিকে বলিলেন, ভগবন্! অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। অনন্তর ঋষি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সুরূপা কন্যাগণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সেই ভবনাভ্যন্তরে শুভ্রবস্ত্র-পরিধানা, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা, এক কন্যা রত্নপর্য্যঙ্কোপরি আসীনা। সেই সাধ্বী কন্যা প্রত্যুত্থান করিয়া ঋষিকে অভিবাদন করিলেন। ঋষি 'স্বস্ত্যস্তু' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, তিনি ঋষিকে বসিতে বলিলেন। ঋষি সমস্ত কন্যাগণকে কামভাবান্বিত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া

বলিলেন, এই সব কন্যাগণের মধ্যে যিনি সদাচারা ভক্তচিত্তা, তিনিই কেবল আমার পরিচর্য্যা করুন; অপর সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করুন। অনন্তর সকলে ঋষিকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এক কন্যা পর্য্যঙ্কোপবিষ্ট অতিথির নিকটেই থাকিলেন। আর বৃদ্ধারূপে সেই সংশিতব্রত ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষি, দ্বিতীয় শয্যায় শয়ন করিয়া সেই কন্যাকে বলিলেন, ভদ্রে! রাত্রি অধিক হইয়াছে, তুমি শয়ন করিয়াছ ত? হে প্রভো! ঋষির এই সম্ভাষণে সেই কন্যা কম্পিত-শরীরে শীতচ্ছলে, ঋষির শয্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঋষিকে বাহুযুগলে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'আপনার আগমন সুখজনক হউক'। কিন্তু যখন দেখিলেন, ঋষি নির্ব্বিকার, কাষ্ঠলোষ্ট্রতুল্য; তখন দুঃখিতা হইয়া ঋষিকে বলিলেন, আমি কামমোহিতা; পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধীর; ব্রহ্মন্! আপনার ইচ্ছাজনিত দোষ নাই; আসঙ্গলিপ্সু আমাকে ভজনা করুন। হে বিপ্র! আমাকে আলিঙ্গন করুন, আমার সহিত সঙ্গত হউন। ৬৩—৮৮। হে ব্রহ্মর্ষে! প্রসন্ন হউন আমি আপনাতে বিশেষ অনুরক্তা। হে ধর্ম্মাত্মন্! ইহা আপনার তপস্যা-ফল। আমি দর্শনমাত্রে আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি—আমি ভজনা করিতেছি, আপনি অনুরক্ত হউন। যাহা দেখিতেছেন এবং এতদ্ভিন্ন যাহা আছে, সর্ব্বত্রই আপনার প্রভুত্ব। এই গৃহ, বন, সবই আমার। আমি সর্ব্ববিধ মনোরথ সম্পাদন করিব। এই রসময় বনভূমিতে আমার সহিত তুমি বিহার কর। আমি তোমার বশবর্ত্তিনী হইব, দিব্য, মানুষ, সমুদয় ভোগ্য বস্তু ভোগ করত আমার সহিত বিহার কর। পুরুষসংসর্গের ন্যায় পরম কার্য্য নারীগণের আর নাই। মদনাবিষ্ট নারীগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পাইলে, উত্তপ্তবালুকাতেও তাহাদের কষ্ট হয় না। অষ্টাবক্র বলিলেন, ভদ্রে! আমি কোন মতেই পরদার গমন করিব না। পরদার-গমন ধর্ম্মশাস্ত্রে দূষিত। ভদ্রে! আমি সত্য বলিতেছি, আমি গৃহস্থ হইতে অভিলাষী। বিষয়াভিজ্ঞতা আমার নাই। পুত্রের জন্যই বিবাহ করিব। পুত্র-উৎপাদন-ফলে, স্বর্গলোকে যাইব। ভদ্রে! এই ধর্ম্ম অবগত হইয়া বিরত হও। নারী বলিলেন, হে দ্বিজ! কাম যেমন স্ত্রীলোকের প্রিয়, বায়ু, বরুণ, অগ্নি বা অন্য কোন দেবতা স্ত্রীলোকের তেমন প্রিয় নহে; যেহেতু রমণীরা রতিশীলা। শত সহস্র রমণীর মধ্যে এক জন যদি পতিব্রতা থাকে। স্ত্রীলোকে, পিতা, কুল, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র বা দেবর কাহাকেও গণ্য করে না; নদী যেমন কূল নিপাতন করে, ইহারাও তেমনি কুল নিপাতন করিয়া থাকে। প্রজাপতি রমণীর বহুদোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ৮৯—১০১। সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর (প্রাতঃকাল হইলে) মুনি একাগ্র-হৃদয়ে তাঁহাকে বলিলেন, উপবেশন কর, ইচ্ছামত বল, আমাকে কি করিতে হইবে? (কেবল পরদার গমন করিব না।) তখন সেই রমণী বলিলেন, ভগবন্! হে মহাপ্রাজ্ঞ! কিছু দিন এখানে বাস করুন, দেশ-কালানুসারে সমস্তই দেখিবেন এবং কৃতকার্য্য হইয়া গমন করিবেন। ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, 'তথাস্তু'; আমার যতদিন উৎসাহ থাকে, ততদিন তোমার কাছে থাকিব। অনন্তর ঋষি সেই কন্যার বৃদ্ধভাব দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দুঃখিত হইলেন। অষ্টাচক্র রমণীর যে অঙ্গই দর্শন করেন, সেই অঙ্গেই তাঁহার রূপ-পরাজিত দৃষ্টি প্রীত হয় না। তিনি ভাবিলেন, এই গৃহের দেবতা এই রমণী, কোন শাপে এই প্রকার বিরূপ হইয়াছে নিশ্চয়। কঠোর শাপকারণ জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই দিন কাটিয়া গেল। তখন সেই রমণী ঋষিকে বলিলেন, ভগবন্! সন্ধ্যাভ্র-সংযুক্ত সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করুন। এক্ষণে কি আনিয়া দিতে হইবে? ঋষি বলিলেন, স্নানীয় জল আনয়ন কর; মৌনী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিব। স্ত্রী "যে আজ্ঞা।" বলিয়া দিব্য তৈল এবং স্নানশাটী আনিলেন। অনুজ্ঞা পাইয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিলেন; তারপর স্নানশালায় লইয়া গিয়া পরিষ্কৃত ভদ্রাসনে উপবেশন করাইলেন। তারপর তাঁহাকে স্নান করাইলেন, কত উত্তম উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করিয়া ঋষিকে আহার করাইলেন। এইরূপে রাত্রি অতীত হইল, ঋষি জানিতে পারিলেন না। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়-দর্শনে * ভ্রম হইল কিনা, সন্দিহান হইলেন। অনন্তর ঋষি সূর্য্য উপাসনা করিয়া রমণীকে বলিলেন, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? রমণী অমৃতরস-সদৃশ স্বাদু অন্ন আনিয়া ঋষিকে দিলেন। ঋষি স্বাদু অন্ন বলিয়া অধিক গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সে দিনও অতীত হইল, সন্ধ্যা আসিল। অনন্তর সেই রমণী ভগবান্ অষ্টাবক্রকে শয়ন করিতে বলিলেন। তথায় দুই রমণীয় শয্যা প্রস্তুত ছিল, একটী শয্যা সেই রমণীর এবং অপরটী অষ্টাবক্র মুনির। অষ্টাবক্র মুনি রমণীকে আত্মশয্যায় শয়ানা দেখিয়া এবং রমণীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, হে ভদ্রে! আমার মন পরদারে আসক্ত নয়, তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে উঠিয়া যাও, নিদ্রা যাও গিয়া; সুখে থাকিবে। ১০২—১২২। সনৎকুমার বলিলেন, এইরূপ ব্যবহার করিয়া অষ্টাবক্র রমণীকে যখন নিবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন সেই রমণী বলিলেন, আমি স্বাধীনা, ধর্ম্মচ্ছল আমি করিতেছি না। অষ্টাবক্র বলিলেন, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। প্রজাপতির এই উক্তি যে 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'।

---

* "সূর্য্যং" স্থলে "সোমং" পাঠ আছে, তাহা সঙ্গত নহে।

রমণী বলিলেন, কামনাসিদ্ধির অভাবে কষ্ট হইতেছে, আপনাতে আমার অনুরাগও ত দেখিতেছেন; আমি ভূতললুণ্ঠিত হইতেছি, আমায় রক্ষা করুন। অথবা পরদার-গমনে যদি দোষ বিবেচনা করেন ত, হে দ্বিজ! আমি আত্মদান করিতেছি, আমার পাণিগ্রহণ করুন। আমি সত্য বলিতেছি, ইহাতে আপনার দোষ হইবে না; আমি যে স্বাধীনা, ইহা আপনি অবগত হউন। তথাপি এ কার্য্যে যদি কোন অধর্ম্ম থাকে ত, তাহা আমারই হইবে। হে বিপ্র! আমাকে অভিনন্দন না করিলে অধর্ম্মগ্রস্ত হইবেন। অষ্টাবক্র বলিলেন, যথেচ্ছ পুরুষ সর্ব্বদোষের আয়ত্ত হয়। আমি পরদার-রত হইব না, হে ভদ্রে! স্বীয় শয্যায় গমন কর। রমণী বলিলেন, হে বিপ্র! আমি প্রণাম করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনাতে আমার চিত্ত আবেশিত হইয়াছে; আমি স্বাধীনা, আমাকে ভজনা করুন। অষ্টাবক্র বলিলেন, হে ভদ্রে! তুমি স্বাধীনা কিরূপে হইলে? এ বিষয়ে কারণ বল। এমন কোন স্ত্রীলোক ত থাকিতে পারে না, যে স্বাধীনা হইতে পারে। রমণী বলিলেন, আমি কৌমারব্রহ্মচারিণী। সুতরাং আমার কন্যাবস্থাই আছে। হে বিপ্র। আমার প্রতি কৌমারশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিবেন না। অষ্টাবক্র বলিলেন, তোমার এবং আমার উভয়েরই কৌমার-ব্রহ্মচর্য্য, উভয়েরই তুল্য বা [illegible] হওয়া উচিত [illegible] রূপ সমাধি-বিরুদ্ধ কার্য্য করা [illegible] [illegible] নহে। [illegible] ও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা [illegible] কর্ত্তব্য। [illegible] ঋষি [illegible] পরীক্ষা [illegible] হইতে [illegible] না; [illegible] নিজ বৃত্তি রক্ষা করিব, সমাধিবিরুদ্ধ কার্য্য কদাচ করিব না। পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে, নিশ্চয় আমার মঙ্গল হইবে। যাহা হউক, বড়ই আশ্চর্য্য! দিব্য-বসন-ভূষণা কন্যা মৎসকাশে উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই পরম রূপ আবার বৃদ্ধারূপে পরিণত হইল কেন? এ বিষয়ে উত্তর কি? ১২৩—১৩৬। বেদব্যাস বলিলেন, মহামুনে! সেই রমণী মহাতেজা অষ্টাবক্রের শাপভীত হইল না কেন এবং ভগবান্ অষ্টাবক্র সন্তুষ্ট হইলেনই বা কিরূপে? তাহা বলিতে আজ্ঞা হয়। সনৎকুমার বলিলেন, অনন্তর অষ্টাবক্র রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ-কাম্যানুসারে বল, কেন তুমি রূপ-বিপর্য্যয় করিলে? মিথ্যা কথা বলিও না। রমণী বলিলেন, হে সত্যপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণসত্তম! মনোযোগ করিয়া শুন; এই যে কামনা, ইহা স্বর্গ মর্ত্ত্যে পরিব্যাপ্ত। জানিবে, আমি উত্তর-দিগ্দেবতা; তোমাকে স্ত্রীচাপল্য প্রদর্শন করাইলাম। যাহা হউক, হে সত্যপরাক্রম! অসাধারণ ক্ষমতায় তুমি সমগ্র লোক জয় করিলে। হে অনঘ! বৃদ্ধা রমণীরাও যে মৈথুন-জ্বরে পীড়িত হয়, তাহা তোমাকে স্থির করিয়া দিবার জন্যই এই মায়া করিয়াছি। ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার প্রতি অদ্য তুষ্ট হইয়াছেন। হে ভগবন্ ঋষিসত্তম! বিপ্র বদান্য কন্যাদান করিবেন বলিয়া এইরূপ উপদেশের জন্য এখানে আপনাকে পাঠাইয়াছেন। আপনার এখানে আগমনের যে প্রয়োজন, তৎসমস্ত সম্পাদন আমি করিয়াছি। আপনি আপনার গৃহে যাইবেন, শ্রম হইবে না; হে বিপ্র! সেই কন্যাকেই প্রাপ্ত হইবেন, তিনিও পুত্রবতী হইবেন। 'ব্রাহ্মণ-কাম্যানুসারে বল' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাই এই উত্তর দিলাম ব্রাহ্মণকাম্যা সমগ্র লোকেরই অনতিক্রমণীয়া। যাও, স্বীয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছ। হে বিপ্রর্ষে অষ্টাবক্র! যথাযথ সকল কথা বলিলাম, আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? হে দ্বিজপুঙ্গব! ঋষি বদান্য, তোমার জন্য, আমাকে প্রসন্ন করিয়াছেন, তাই তাঁহার সম্মানার্থ তোমার সহিত কথোপকথন করিলাম। সনৎকুমার বলিলেন,— বিপ্র অষ্টাবক্র রমণীর কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলেন। অনন্তর তাঁহার অনুজ্ঞা পাইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহে আগমনপূর্ব্বক স্বজনগণের প্রতিপূজন ও বিশ্রাম করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে সেই ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন বিপ্র বদান্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল নিদর্শন দেখিয়াছ ত? তখন সুপ্রীত-অন্তঃকরণে অষ্টাবক্র তাঁহাকে বলিলেন, আপনার অনুজ্ঞায় প্রথমে আমি গন্ধমাদনে গমন করি, তাহার উত্তরে সেই মহাবন দর্শন করি। তথায় সেই রমণীর অনুজ্ঞা পাইয়াছি, তিনি আপনার কথাও বলিলেন, আপনার উদ্দেশ্যও আমাকে তিনি বলিয়াছেন। হে প্রভো! এক্ষণে গৃহে আসিয়াছি। তখন বদান্য বলিলেন, সুতিথি নক্ষত্র-যোগে তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর; তুমি অত্যুত্তম পাত্র। ধার্ম্মিকপ্রবর অষ্টাবক্র মুনি 'তথাস্তু' বলিয়া সেই কল্যাণী কন্যাকে গ্রহণ করত প্রীতিযুক্ত হইলেন। অষ্টাবক্র মুনি সেই পরম সুন্দরী কন্যাকে ভার্য্যার্থ গ্রহণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, নারীগণ সর্ব্বদা কামুকী হয়, তন্মধ্যে দুই একটী মাত্র পতিব্রতা হইয়া থাকে। যে রমণীর নাম করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপের ক্ষয় হয়, ঈদৃশ রমণী দুর্লভ এবং এতাদৃশ পুরুষ বা কে, যাঁহাদিগের নাম করিলে সকল কুৎসিত কার্য্যের প্রবর্ত্তক প্রবীর কলি (পাপ) নির্গত হয়। এতাদৃশ পুরুষও জগতে অত্যন্ত সুদুর্লভ। ১৩৭—১৫৩।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, পূর্ব্বের অন্ত কথা বলিতেছি; অরুন্ধতী স্ত্রীগণের অসতীত্ব বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, হে মুনিবর! তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সূর্য্য, ইন্দ্র এবং অগ্নি এই তিন জন দেবতা চিন্তা করিয়া বলিলেন, সর্ব্বদা স্ত্রীগণের পতি দেবতা; সূর্য্য এবং অগ্নি ব্রাহ্মণগণের দেবতা, সেইরূপ গৃহস্থগণের অতিথি দেবতা এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতির দ্বিজবরগণ দেবতা। স্ত্রীলোকের পতি, ব্রাহ্মণের সূর্য্য ও অগ্নি, গৃহস্থের অতিথি এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতির ব্রাহ্মণ যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রীত হন। স্ত্রীগণের স্বামী হইতেই ইহকালে সকল অভিলষিত বস্তু লাভ হয় এবং পরকালে শুভগতি প্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্ত আমরা রমণীগণের কার্য্য দেখিয়াছি, তাহাদিগের সত্য আছে কিনা সন্দেহ। মিথ্যা, সাহস, মায়া, মূর্খত্ব, অত্যন্ত লোভ, অপবিত্রতা, দয়াশূন্যতা, এ সাতটী স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক দোষ, বহু স্ত্রীলোকের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক সত্যধর্ম্মপরায়ণ, ইহা শ্রবণ করা যায়। এইরূপ বহু দ্বিজগণের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হয়, কতকগুলি গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকে এবং কতকগুলি ক্ষত্রিয়-সন্তান ও বৈশ্য-সন্তান প্রজাবর্গ প্রতিপালক হইয়া থাকে। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী বিখ্যাত সতী, পূর্ব্বকালে অগ্নিকে সপ্তর্ষি-পত্নীগণের প্রতি আসক্ত দেখিয়া, সতী বহ্নিপত্নী স্বাহা অপর ছয় জন ঋষি-পত্নীর সদৃশ রূপ করিয়াও বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর সদৃশ রূপ করিতে অসমর্থ হইলেন। বহ্নিপত্নী স্বাহাও অরুন্ধতীকে দর্শন করত পূর্ব্বকালে বিস্ময়ান্বিত হইয়া স্তব করত বলিয়াছিলেন, হে কল্যাণি! আপনিই ধন্য, যেহেতু আপনি একাই কেবল পতিব্রতা ধর্ম্মচারিণী। আমিও আপনার তুল্য পাতিব্রত্য করিতে পারি না। অন্য রমণীগণ করিবে আর কি? যে সকল স্ত্রীলোক উত্তমভাবে বিবাহকালে, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সন্নিধানে স্বামীর করস্পর্শ করত আপনাকে স্মরণ করে, তাহাদিগের সুখভোগ, ধনলাভ, পুত্রলাভ এবং অবৈধব্য হইয়া থাকে। ১—১১। এইরূপ যে রমণী, অন্য স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক পতিব্রতা বলিয়া উক্ত হয়, সেই রমণীই ভগবতী বলিয়া খ্যাত হয়, যেহেতু ভগবান্ ব্যক্তিই ভক্ত হইয়া থাকে। এই হেতু আমরা রমণীগণের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম জানিতে সতীশ্রেষ্ঠা অরুন্ধতী দেবীর নিকট গমন করিব, এই বলিয়া সূর্য্য, ইন্দ্র এবং বহ্নি, এই তিন জন দেব বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর নিকট গমন করিলেন। তদনন্তর সূর্য্যাদি দেবত্রয় (পথিমধ্যে) দেখিলেন, পতিগতপ্রাণা এবং পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে আসক্তচিত্তা অরুন্ধতী সতী কুম্ভকক্ষে নিজ গৃহ হইতে আগমন করিতেছেন। সূর্য্যাদি দেবত্রয় পথিমধ্যে অরুন্ধতীকে দর্শন করত হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার গমনপথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তদনন্তর সতীপ্রধানা অরুন্ধতীও সূর্য্যাদি দেবত্রয়কে জ্ঞাত হইয়া হৃষ্টচিত্তে দর্শন করত প্রদক্ষিণ এবং বারংবার প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! আপনাদিগের কি কার্য্য উদ্দেশে আগমন হইতেছে, তাহা আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন। তদনন্তর সূর্য্যাদি দেবত্রয় অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণ করত নারীপ্রবরা অরুন্ধতী সতীকে বলিলেন, আপনাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আপনি আমাদিগের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। অরুন্ধতী সতী তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা আমার গৃহে অল্পকাল বিশ্রাম করুন, আমি যাবৎকাল মধ্যে এই কুম্ভটী জলপূর্ণ করিয়া আগমন করিতেছি; তাহার পর আমি চেষ্টানুসারে আপনাদিগের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব। অরুন্ধতীকে সূর্য্যাদি দেবত্রয় বলিলেন, হে সতি! আমরা অবিলম্বে আপনার এই কুম্ভটী জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছি। আপনি জল আনয়ন নিমিত্ত ক্ষান্ত হইয়া আমাদিগের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করুন; যেহেতু আমরা গমন করিব। অরুন্ধতী সতী দেবগণের বাক্য শ্রবণ করত গমন-নিবৃত্তি বিষয়ে স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, "আমার এই ঘট আপনারা জলপূর্ণ করুন।" ইন্দ্র বলিতে লাগিলেন, যদ্যপি জন্মাবধি আমার "তপস্যা দ্বারা কিংবা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা স্বর্গ হইতে আমাকে চ্যুত করিবে" ব্রাহ্মণ হইতে এই ভয় না থাকে, (অর্থাৎ) অবশ্যই আমার এই ভয় সতত আছে জানিবেন) সে সত্য দ্বারা হে দেবি অরুন্ধতি! আপনার ঘটের এক চতুর্থ ভাগ জল দ্বারা পরিপূর্ণ হউক। অগ্নি বলিতে লাগিলেন, হব্য দ্বারা কিংবা কব্য দ্বারা অথবা হবিষ্য-দ্রব্য দ্বারা যদি আমি তৃপ্ত হইয়া থাকি কিংবা অন্নাদি ভক্ষ্য-দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে পর যদ্যপি আমার তৃপ্তিলাভ হয় (অর্থাৎ আমার তৃপ্তি কিছুতেই হয় না) সে সত্য দ্বারা এ ঘটের দ্বিতীয় পাদ পরিপূর্ণ হউক। ১২—২৩। সূর্য্য বলিতে লাগিলেন, যদ্যপি ব্রাহ্মণগণ জলপ্রভৃতি দ্বারা অসুরগণকে বিনাশ না করিতেন, তাহা হইলে কি আমি মন্দেহ অসুরগণ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রতিদিন হৃষ্টচিত্তে উদিত হই? হে অরুন্ধতী দেবি! সে সত্য দ্বারা আপনার ঘটের তৃতীয় পাদ জল দ্বারা পরিপূর্ণ হউক। অরুন্ধতী বলিতে লাগিলেন, রমণীগণ যে পর্য্যন্ত নির্জ্জন স্থান না পায় এবং যে পর্য্যন্ত কোন পুরুষের সহিত বিশেষ আলাপ করিতে না পায়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব থাকে, যেহেতু অন্য মহিলাগণের বন্ধুবান্ধবগণ কর্তৃক সর্ব্বদা

রক্ষা বিধান করা উচিত, হে দেবগণ! সে সত্য দ্বারা আমার ঘটের চতুর্থ পাদ জল দ্বারা পরিপূর্ণ হউক। দেবত্রয় অরুন্ধতী সতীর কথা সমাপ্ত হইলে পর, দেবীর কুম্ভ জল সম্পূর্ণ হইল দেখিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই আমরা আপনার নিকট সমাগত হইয়াছি। আমরা আপনার নিকট স্ত্রীলোকের চরিত্র জানিতে আসিয়াছিলাম, তাহার যথোচিত উত্তর পাইলাম। অতএব এক্ষণে আমরা স্বভবনে গমন করিব। দেবত্রয় এই কথা বলিলে পর অরুন্ধতী সতী তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বলিলেন, উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ রমণী আছে; ঐ ত্রিবিধ স্ত্রীলোক দেবগণের অভিপ্রেত; অতএব এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। অরুন্ধতীর নিকট এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রাদি দেবত্রয় স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন। ২৪—২৯।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

সনৎকুমার মুনি বলিলেন,—হে মুনিবর! দ্বিজবরকে যথাবিধি বিবাহ করাইয়া, তদনন্তর সস্ত্রীক ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজা করিবে। তদনন্তর ব্রাহ্মণগণ সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করত এই মন্ত্র উদাহৃত করিবে;—"যেরূপ মদ্ররাজ-তনয়া সত্যবতী যমরাজ-সমীপে বর প্রাপ্ত হইয়াছিল, হে দেব! সেরূপ আমিও যেন মনোরম বরসমূহ প্রাপ্ত হইতে পারি।" হে দ্বিজবর! এই কথা বলিয়া, সে সকল ব্রাহ্মণকে প্রণিপাত করত বিসর্জ্জন করিবে। ১—৪।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

মহাদেবের নিকট ভগবতী বলিলেন,—হে দেব! আপনার যে মন্ত্র দ্বারা যে নিয়মে পূজা করিতে হয়, হে ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে সে সমস্ত মত অবগত হইয়াছি। হে প্রভো! কালচক্রের প্রতি অদ্যাপি আমার একটী সংশয় আছে। হে দেব! মৃত্যুচিহ্ন কি প্রকার এবং পরমায়ুর পরিমাণ কিরূপে জানা যায়, হে নাথ! আমি যদ্যপি আপনার প্রাণের প্রিয়া হই, তাহা হইলে আমার নিকট বলুন। মহেশ্বর কহিলেন, তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, যে প্রকারে সমস্ত কালচিহ্ন অবগত হইতে পারা যায়। অহঃ (দিবা ও রাত্রি), পক্ষ (পঞ্চদশ দিবস), মাস (ত্রিশ দিন), ঋতু (দুই মাস), অয়ন (ছয় মাস), বৎসর (দ্বাদশ মাস), ব্যাপিয়া বাহ্যিক এবং আন্তরিক, দেহ এবং ইন্দ্রিয়গত চিহ্ন দ্বারা মৃত্যু-লক্ষণ বুঝা যায়। হে সুন্দরি! আমি তোমার নিকট মৃত্যুচিহ্ন বলিতেছি, তাহা তুমি যথাতথরূপে শ্রবণ কর। যাহার কারণ ব্যতিরেকে দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয়, অথবা দেহের ঊর্দ্ধভাগে রক্তিমাকার হয়, মুখ, কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, অথবা জিহ্বা এ সকল ইন্দ্রিয়ের যে সময় জড়তা হয়, হে প্রিয়ে! সে সময় সে মনুষ্যের ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু অবধারণ করা যায়। হে কল্যাণি! মৃগগণের চীৎকার-মিশ্রিত শব্দ যে পুরুষ হঠাৎ শুনিতে পায়, কালবেত্তা পণ্ডিতগণ তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু অবধারণ করিয়াছেন। সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি অকারণে যৎকালে লোক দেখিতে না পায় এবং সমস্ত অনাবৃত স্থান অন্ধকারময় দেখে, তৎকালে ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু নিশ্চয় করিতে হয়। হে দেবি! যে কালে সপ্তাহ ব্যাপিয়া বামহস্ত অনবরত কাঁপিতে থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গ সকল রোমাঞ্চিত হইতে থাকে ও অনবরত তালু শুষ্ক হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার এক মাস মধ্যে আয়ুঃশেষ হয়, ইহা নিশ্চিত জানিবে এবং যাহার কফ, পিত্ত ও বায়ু বিকৃত হইয়া, অনবরত নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তাহার এক পক্ষ মাত্র জীবন থাকে। ১—১০। হে ভামিনি! যাহার অনবরত মুখ এবং কণ্ঠ শুষ্ক হইতে থাকে, তাহার ছয় মাস মধ্যে জীবন নাশ হয় এবং যাহার জিহ্বা স্থুল হয় ও দন্তপংক্তি অনবরত আর্দ্র হইতে থাকে, এ সকল চিহ্ন দ্বারা তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু চয়, ইহা লক্ষিত করা যায়। হে বরবর্ণিনি! নির্ম্মল জল, তৈল, ঘৃত এবং দর্পণ মধ্যে প্রতিবিম্বিত নিজ দেহ যৎকালে দেখিতে না পায়, কিংবা বিকৃত অথবা স্থুল দেখিতে পায়, সে ব্যক্তির জীবন ছয় মাস মধ্যে নির্গত হয়, ইহা কালচক্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন। নিজ শরীরের ছায়া মস্তকশূন্য যে কালে দেখিতে পায়, কিংবা যে কালে শরীরের ছায়া দেখা যায় না, সে ব্যক্তি এক মাসের অধিক বাঁচে না। হে কল্যাণি! শারীরিক মৃত্যুচিহ্ন কহিলাম, এক্ষণে বাহ্যিক মৃত্যুচিহ্ন বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। যৎকালে সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল কিরণ-রহিত দেখা যায়, কিংবা ঐ মণ্ডলদ্বয় গোলাকার মাত্র দেখা যায়, তাহা হইলে এক পক্ষের মধ্যে মৃত্যু হয়, ইহা নিশ্চয় করা যায়। যে ব্যক্তি অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে না পায়, কিংবা আকাশ মধ্যে যদ্যপি মহাবানের উদয় দেখিতে পায়, চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্কশূন্য দেখে এবং চক্ষুর্দোষ না থাকিলেও নক্ষত্র দেখিতে পায় না, তাহা হইলে ছয় মাস মধ্যে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হয় জানিবে। হে দেবি! যৎকালে আকাশমণ্ডলে মেঘ না থাকিলেও বিদ্যুৎ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পরিচিত গৃহে দিগ্‌ভ্রম হইতে থাকে, তাহা হইলে ছয় মাস মধ্যে তাহার দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়। যৎকালে রাত্রিকালে

ইন্দ্র-ধনুর উদয় দেখিতে পায় এবং মধ্যাহ্ন সময়ে উল্কাপাত দৃশ্য হয়, গৃধিনীগণ এবং কাকগণ যদ্যপি চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে, তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হয়। সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং স্বাতী নক্ষত্রের পথ যদ্যপি আকাশে দেখিতে না পায়, তাহা হইলে ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হয়, ইহা কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা ব্যতিরেকে যদ্যপি সূর্য্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং দশদিক্‌সমূহ ভ্রমণ করিতেছে, জ্ঞান হয়, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ছয় মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। মধুর দ্রব্য সন্নিধানে না থাকিলেও নীলবর্ণ মক্ষিকাগণ যে পুরুষের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকে, তাহার এক মাস মাত্র জীবন থাকে, ইহা নিশ্চিত রূপে বুঝা যায়। গৃধিনী, কাক এবং পারাবতগণ যাহার মস্তকে অকারণ আসিয়া বসে, সে ব্যক্তির শীঘ্র মৃত্যু হয়; সে ব্যক্তি এক মাসের অধিক বাঁচে না, ইহাতে সংশয় নাই। এরূপ অশুভ লক্ষণ বাহ্যিক জানিবে। ১১—২৩। মহাদেব বলিলেন, শস্ত্রোপজীবিগণের হিত নিমিত্ত তাহাদিগের হস্তপদাদি চিহ্ন সংক্ষেপে বলিতেছি। হে দেবি! পরীক্ষকগণ উভয় হস্তের চিহ্ন জ্ঞাত আছেন। হে কল্যাণি! বাম হস্ত এবং দক্ষিণ হস্তের চিহ্ন তোমার প্রত্যক্ষে বলিতেছি;—বামহস্ত শুক্লপক্ষ, দক্ষিণ হস্ত কৃষ্ণপক্ষ জানিবে; দক্ষিণ-হস্তকে সূর্য্য বলিয়াছেন এবং বাম হস্তকে চন্দ্রমা বলিয়াছেন। হে সুরসুন্দরি! এরূপ দুই হস্তে দুই পক্ষ স্থিত হইয়াছে, সংক্ষেপে তোমায় বলিলাম। পবিত্র-শরীরে সুস্নাত হইয়া, ইন্দ্রিয়সংযম করত ইষ্টদেবকে স্মরণ করিবে এবং ক্ষীর দ্বারা হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত অলক্তক মর্দ্দন করিবে। করদ্বয়কে গন্ধ এবং পুষ্পসংযুক্ত করত শুভ এবং অশুভ চিহ্ন অন্বেষণ করিবে। হে প্রিয়তমে! বামহস্তের কনিষ্ঠা অবধি বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গুলীর তিন তিন পর্ব্বে শুক্ল প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি কল্পনা করিবে এবং দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা অবধি বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গুলীর তিন তিন পর্ব্বে কৃষ্ণপ্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথির কল্পনা করিবে। পূর্ব্বমুখে কিংবা উত্তরমুখে বসিয়া হস্তদ্বয়কে সম্পুটাকার করত অষ্টোত্তর শতসংখ্যক নবাক্ষর দুর্গামন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর হস্তদ্বয়ের সকল পর্ব্ব যত্নপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিবে, যে অঙ্গুলীর পর্ব্বে বৃত্তাকার রেখা (অর্থাৎ নীলবর্ণ গোলাকার চিহ্ন) দেখা যাইবে, সে পর্ব্বে যে পক্ষীয় যে তিথি কল্পিত হইয়াছে, হে প্রিয়ে! সে পক্ষীয় সে তিথিতে মৃত্যু হইবে, ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে। কালচক্র-কথিত নিয়মানুসারে তাহার মরণ নিশ্চয় করা যায়। ২৪—৩২। হে প্রেয়সি! এক্ষণে স্বরসূচক কালচিহ্ন সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। স্বরজাত কালচিহ্ন জ্ঞাত হইয়া গমন এবং আগমনরূপ কার্য্য করিবে। হে সুশ্রোণি! যথার্থরূপে বায়ুগতি দ্বারা আত্মজ্ঞান পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। ক্ষণ, ত্রুটি, লব, নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, অব্দ, যুগ, কল্প এবং মহাকল্প প্রভৃতি কালবিশেষ অবলম্বন করিয়া যথাক্রমে পরমকারণ মহাকাল সমস্ত সংহার করিতেছেন। নাসিকার বামভাগ, দক্ষিণভাগ এবং মধ্যভাগ এই তিনটী পথ জানিবে। হে প্রিয়ে! পাঁচদিন হইতে পঞ্চবিংশতি দিন পর্য্যন্ত বামপথ-গত শ্বাসগমনজ নাদ হইলে জীবনের প্রমাণ তোমার নিকট কথিত হইল। হে বরবর্ণিনি! পাঁচ, নয়, দশ এবং পঞ্চবিংশতি দিন বামপথগত নাদ হইলে জীবনের প্রমাণ, ইহা কালবেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন। হে ভামিনি! ঋতু প্রভৃতি তাহাতেই জ্ঞাত আছে এবং ইহাই প্রাণবেদীদিগের জ্ঞাতব্য দক্ষিণ প্রমাণ। পাঁচদিন ব্যাপিয়া ইড়া প্রভৃতি নাড়ীপথে, যদি প্রাণবায়ু বহন করে, তবে জীবনের শেষ তিন বৎসর থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। দশদিন ব্যাপিয়া যাহার প্রাণবায়ু বহন করে, সে ব্যক্তির দুই বৎসর জীবন থাকে। পঞ্চদশ দিন বায়ু বহন হইলে গতায়ু ব্যক্তির জীবনের একবৎসর অবশেষ থাকে। বিংশতি দিন ব্যাপিয়া বায়ু প্রবাহিত হইলে, ছয় মাস জীবন থাকে, ইহা অনুমান করিতে হয়। পঞ্চবিংশতি দিন ব্যাপিয়া যদ্যপি বামনাড়ী দ্বারা বায়ু বহন করে, সে গতায়ু ব্যক্তির জীবন তিনমাস মাত্র থাকে। যাহার দুই মাস মাত্র আয়ুঃশেষ থাকে, তাহার ছাব্বিশ দিন ব্যাপিয়া বায়ু বহন করিতে থাকে। সপ্তবিংশতি দিন ব্যাপিয়া যাহার বামনাড়ী দ্বারা মন্দ মন্দ বায়ু বহন করে, তাহার জীবনের একমাস মাত্র অবশেষ থাকে। হে দেবি! এ সকল প্রমাণ যাহা কহিলাম, তৎসমস্ত বামনাড়ী দ্বারা বায়ু-বহনের বিষয় জানিবে। ৩৩—৩৮। *

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী বলিলেন, হে দেব! যথার্থরূপে মৃত্যুলক্ষণ সকল আপনি নির্দ্দেশ করিলেন, যে প্রকারে মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায়, তাহা আমার নিকট যথাতত্ত্বরূপে বলিতে আজ্ঞা হয়। সকল প্রাণীর নিকট মৃত্যু অনবরত ভ্রমণ করিতেছে; ঐ সর্ব্বহিংস্র মৃত্যুকে যোগিগণ বঞ্চনা করত যাহাতে তাহার বশবর্ত্তী না হন, যোগিগণের হিত নিমিত্ত আমার নিকট তাহা বলুন। মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট বলিলেন, হে দেবি! তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর;

---

* অনুবাদ কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইল। ত্রয়োদশ প্রকরণ গুহ্য, অতএব তাহা প্রকাশ করা গেল না। সম্পাদক।

উহা মনুষ্যগণের হিতকামনায় সংক্ষেপে বলিব। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটী ভূতসংজ্ঞক জানিবে। এই পঞ্চভূতের একত্র সংযোগে পাঞ্চভৌতিক দেহ উৎপন্ন হয়। এ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ-পদার্থ সর্ব্বব্যাপী; ঘট পট প্রভৃতি সমস্ত পদার্থে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিয়াছে। সমস্ত পদার্থ আকাশে বিলীন হইতেছে এবং বার বার উৎপন্ন হইতেছে; গুণের তিরোভাব হইলে, কারণরূপে অবস্থিতি করে। হে সুন্দরি! সেই হেতু পাঞ্চভৌতিক দেহ বিনাশের স্থিরত্ব অবধারিত রহিয়াছে। জ্ঞানিগণেরও তপস্যা এবং মন্ত্রবল সত্ত্বেও দেহনাশ অনিবার্য্য। মহাদেবের নিকট দেবী পুনর্ব্বার বলিলেন, হে সুরপতে! অতি ভয়ানকরূপী কাল আপনা কর্তৃক বদ্ধ হইয়া, কোন সত্ত্বকে না পাওয়ায়, আপনাকে ভক্তিবাক্য-সমূহ দ্বারা স্তব করাতে তাহার স্তবে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বত্র অবস্থিতির ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া কালকে কহিয়াছেন, তুমি জনগণের অদৃশ্যভাবে বিচরণ কর, (যেহেতু তোমার শরীর নাই, অনায়াসে অদৃশ্যভাবে বিচরণ করিতে পারিবে)। হে প্রভো! আপনি যে কালকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন এবং কাল যে আপনার বরপ্রভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ায় পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছে, এ সমস্ত আমি দেখিয়াছি। হে নাথ! অদ্য আমার নিকট তাহা বলুন। কাল এ স্থানে অদৃশ্যভাবে আছে কিংবা কোনপ্রকারে বিনষ্ট হইয়াছে? শঙ্কর বলিলেন, দেবতা, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প এবং মনুষ্যগণ কেহ ঐ কালকে বিনাশ করিতে পারে না। যে সকল দেহিগণ যোগী হইয়া ধ্যানপরায়ণ হয়, তাহারাই কেবল অনায়াসে কালকে বিনষ্ট করিতে পারে, (অর্থাৎ তাহারাই কালের বশতাপন্ন হয় না। ১—১১। সনৎকুমার বলিলেন, ত্রিভুবনগুরু মহাদেবের এই কথা শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে গৌরী বলিলেন, এ দুষ্প্রধর্ষ কাল কিপ্রকারে যোগিগণ কর্তৃক বিনষ্ট হয়, তাহা আমাকে যথার্থরূপে বলুন। শম্ভু তাঁহাকে বলিলেন, হে চন্দ্রমুখি! যে সকল পাপশূন্য যোগিগণ যেরূপে প্রবৃদ্ধ কালকে বিনষ্ট করে, তাহা আমার নিকট অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। শঙ্কর, দেবীকে বলিতে লাগিলেন, এ পঞ্চভূতময় শরীর অনবরত ভূতগণের গুণগণ দ্বারা সংযুক্ত রহিয়াছে। হে সুন্দরি! আকাশাদি-মিশ্রিত পার্থিব অংশ দ্বারা এ দেহ উৎপন্ন হয়। ঐ আকাশ হইতে প্রথমে-বায়ু উৎপন্ন হয়, বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয়, তেজ হইতে জল জন্মে এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চপদার্থ উত্তরোত্তর অধিক গুণবিশিষ্ট; প্রথম পদার্থ আকাশ হইতে পৃথিবীর পাঁচগুণ, জলের চারি গুণ, তেজের তিন গুণ, বায়ুর দুইগুণ এবং আকাশের একটীমাত্র শব্দই গুণ; এই পৃথিব্যাদির গুণ কথিত হইল। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এ পাঁচটীমাত্র গুণবাচক জানিবে। এ পঞ্চভূত যখন স্বীয় স্বীয় গুণ পরিত্যাগ করে, সে সময় শরীর বিনষ্ট হয়, জানিবে; যে কালে ভূতগণ গুণযুক্ত হয়, সেই কালে শরীর উৎপন্ন হয় জানিবে। যে হেতু কালজিৎ যোগিগণ চিন্তা দ্বারা নিজ দেহমধ্যস্থিত ভূতসমূহকে স্থির রাখিতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা কালজয়ী হইয়াছেন। দেবী বলিলেন, হে প্রভো! যোগিগণ কিরূপে কালজয়ী হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া বলুন। ধ্যান দ্বারা কিংবা কেবল মন্ত্র জপ দ্বারা কাল জয় হয়? হে প্রভো! এ সমস্ত আমার নিকট বলুন। শঙ্কর বলিলেন, হে দেবি! যোগিগণের হিতৈষী হইয়া তোমার নিকট সমস্ত বলিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ১১—২০। শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানতত্ত্ব যাহা বলিতেছি, ইহা যে-কোন ব্যক্তির নিকট বক্তব্য নহে এবং যে কোন ব্যক্তিকে দেয় নহে। হে ভামিনি! শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তিমান্, বুদ্ধিমান্, আস্তিক, পবিত্র এবং ধার্ম্মিক এতাদৃশ ব্যক্তিকে দান করিবে। উত্তম আসনে কিংবা উত্তম শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, যোগিগণ যোগাভ্যাস করিবে। প্রদীপশূন্য অন্ধকারময় গৃহে অবস্থিতি করত, সমস্ত জনগণ নিদ্রিত হইলে পর, মুহূর্ত্তকাল তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণদ্বয় রুদ্ধ করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। ঐরূপে প্রাণায়াম করিলে পর ঈশ্বরের বহ্নি-সমুদ্ভব শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সে শব্দ অগ্নিসংযুক্ত হইলে পর ক্ষণকাল মধ্যে ভুক্তদ্রব্য সমস্ত পরিপাক করে। যে ব্যক্তি দুই ঘটিকা কাল নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ঐ শব্দ শ্রবণ করে, তাহার জরাদি সকল রোগ এবং মৃত্যু উপদ্রব বিনষ্ট হয়। মৃত্যুঞ্জয় জয় করত ইহলোকে—এ ভূমণ্ডলে যে কোন স্থানে গমনাগমন করিতে পারে, সর্ব্বত্র থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞ হয় এবং সকল বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করে। যেরূপ বর্ষাকালীন মেঘ অনবরত শব্দ করে, যে যোগী সেই প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে সমর্থ হয়, সে যোগী তৎক্ষণাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অনন্তর সে শব্দ অনবরত যোগিগণ কর্তৃক চিন্তিত হইলে পর সূক্ষ্ম ও ক্রমশ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। হে দেবি! তোমার নিকট শব্দব্রহ্মের বিধান নিয়ম-কথিত হইল, জানিবে। শব্দ-ব্রহ্ম জ্ঞাত হইয়া সমস্ত বিষয় বন্ধন পরিত্যাগ করে, যেরূপ ধান্য-অভিলাষী ব্যক্তি কেবল তুষরহিত ধান্য গ্রহণ করত, ধান্যের পলাল পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জানিবে। যাহারা [illegible], তাহারা মুষ্টি-ভিক্ষা দ্বারা উদরস্থ ক্ষুৎ তাপ বিনষ্ট করত [illegible] পুস্তকাদিকে পরিত্যাগ করে। মুক্তির কারণ অতএব সুগোপ্য, [illegible] এবং সকল উপাধিরহিত পরম ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না। কালপাশ দ্বারা রুদ্ধ, মৃত্যুপাশ দ্বারা আবদ্ধ, সে সকল দুর্ব্বুদ্ধি পাপিগণ

শব্দব্রহ্ম-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় না; যে কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সংসার-বর্ত্মে ভ্রমণ করিতে থাকে। ২১—৩২। পরম ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে পর জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। বহুযত্ন সহকারে সাতিশয় বিঘ্নজনক নিদ্রা এবং আলস্যরূপ শত্রু জয় করত রাত্রিকালে উত্তম আসনে অবস্থিতি করিয়া, অনবরত ধ্যান-ধারণা দ্বারা পরম ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিবে। প্রাচীনতম হইলেও যতকাল বাঁচিবে, তাবৎ কাল ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিবে। মৃত্যু-জয়, চিরস্থায়ী শরীর, রোগশূন্যত্ব এবং আয়ুর্বৃদ্ধি এ সকল বিশ্বাসজনক কার্য্য ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা বৃদ্ধ ব্যক্তিরও হইয়া থাকে; যুবা ব্যক্তির ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ওঁকার নহে, মন্ত্র নহে, বীজ নহে এবং অক্ষর নহে, (অর্থাৎ এ সমস্ত আবশ্যক করে না), শব্দব্রহ্মময় শিব কেবলমাত্র কুম্ভক দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেহেতু প্রাণতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত কর্ত্তৃক নির্ণীত শব্দ নয় প্রকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে; সে নয় প্রকার শব্দ এবং শব্দজ্ঞানের ফল যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। জনগণের কোলাহল, কাংস্যপাত্রের ধ্বনি, ভ্রমরগণের গুঞ্জন, ঘণ্টাবাদ্য, বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের গান, বেণুবাদ্য, দুন্দুভির শব্দ, শঙ্খশব্দ এবং মেঘগর্জ্জন এই সকল নয় প্রকার অব্যক্ত শব্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক ওঁকার মাত্র অবলম্বন করত যোগিগণ সর্ব্বদা যোগাভ্যাস দ্বারা পাপ এবং পুণ্যের ফলভোগী হন না। হে অম্বিকে! যেকালে বাহ্যশব্দ সমস্ত কর্ণগোচর হইলেও শুনিতে পাওয়া যায় না, তাহা হইলে তাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু হয়, তৎকালে যোগী পুরুষ নিরন্তর পরম ব্রহ্মতত্ত্বের অনুসন্ধান করত মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হয়। ৩৩—৪০। নিরন্তর পরম তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে সাত দিনের মধ্যে মৃত্যুজয়ী শব্দ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ প্রথমে আমত্তিকের উৎকৃষ্ট জন-কোলাহল উৎপন্ন হয়। সকল রোগবিনাশকারী উত্তম প্রাণবায়ুকে বশ এবং আকর্ষণ করিতে পারে, এরূপ কাংস্য-শব্দ জন্মে, তাহা দ্বারা প্রাণবায়ুর গতিরোধ হয়। তৃতীয় ভ্রমর-ঝঙ্কার উৎপন্ন হইয়া বিষ এবং সকল ভূতগণ গ্রহগণকে বশ করিতে পারে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তৃতীয় ভ্রমর-ঝঙ্কার অভিচার-কার্য্যে প্রয়োগ করিবে। বিদ্বেষকারী শত্রুগণের উচ্চাটন-কার্য্যে এবং শত্রুগণের মারণকার্য্যে চতুর্থ ঘণ্টানাদ প্রয়োগ করিবে, ইহা পরমেশ্বর বলিতেছেন। ঐ চতুর্থ নাদ সকল দেবগণকে পৃথিবীতে আকর্ষণ করিতে পারে, মনুষ্যগণ ত কোথায় আছে! অর্থাৎ মনুষ্যেরা ত আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরোগণ চতুর্থ নাদে আকৃষ্ট হইয়া, অভিলষিত বস্তু দান করেন। যথাভিলষিত মহাসিদ্ধি যোগিগণ ইচ্ছামত লাভ করিতে পারেন। পঞ্চম বীণাশব্দ সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে পারেন। হে দেবি! বেণুশব্দ উত্থিত হইলে দূরস্থান হইতে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পায়, বেণুনাদ ধ্যান করিলে সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে। দুন্দুভি-শব্দ ধ্যান করিতে করিতে জরা এবং মৃত্যু-ভয় রহিত হয়। হে দেবেশি! শঙ্খশব্দ দ্বারা কামরূপী হইতে পারে। মেঘশব্দ দ্বারা পাদুকা-সিদ্ধ যোগিগণের আকাশপথে গমনাগমন করা, সর্ব্বজ্ঞতা, সূক্ষ্ম বস্তু প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিবার ক্ষমতা হয় এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে আকার ধারণ করত বিচরণ করিতে থাকে। ৪১—৪৯। হে দেবি! তোমার নিকট এ সমস্ত কথিত হইল, অন্য কি শ্রবণ করিতে বাসনা আছে, তাহা বল। শঙ্করের নিকট দেবী কহিলেন, হে প্রভো! যোগ দ্বারা আকাশ স্বরূপে আবির্ভাব হেতু কিরূপে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়, তাহা আমার নিকট বলুন। শঙ্কর কহিলেন, যোগিগণের হিতার্থী হইয়া এ সমস্ত আমি পূর্ব্বকালে কহিয়াছি। মুমূর্ষু ব্যক্তির বায়ুর চিহ্ন যেরূপ হয়, সে চিহ্ন জ্ঞাত হইয়া যোগিগণ প্রাণায়াম-পরায়ণ হইবে। হে সুন্দরি! সে প্রাণায়াম-পরায়ণ মনুষ্য অর্দ্ধ মাস মধ্যে প্রাপ্ত কালকে জয় করিতে সমর্থ হয়। হৃদয়স্থিত বায়ু বহ্নির অনুগত হইলে সর্ব্বদা বহ্নির উদ্দীপক হয়। সে বায়ু বাহ্য অভ্যন্তরস্থিত হইলে মহৎ হইয়া সর্ব্বব্যাপী হয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং উৎসাহ প্রভৃতি সমস্ত বায়ু হইতে প্রবৃত্ত হয়। এ জগতে যে ব্যক্তি বায়ু জয় করিয়াছে, সে ব্যক্তি এ সমস্ত জগৎ বশীভূত করিতে পারে। জরা এবং মৃত্যুভয় বিনাশ করিবার ইচ্ছা হইলে ধারণা করিতে যত্নবান্ হইবে। যেপ্রকার লৌহকারগণ মুখ দ্বারা ভস্ত্রাযন্ত্র পরিপূর্ণ করত হস্তাদি দ্বারা স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে, সে প্রকার যোগিগণ বায়ু দ্বারা দেহ পরিপূর্ণ করত যোগাভ্যাস করিবে। সহস্র-মস্তক, সহস্র-চক্ষু, সহস্র-চরণ এবং সহস্র-ভুজ সেই দেববর নারায়ণ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া দশাঙ্গুল অতিক্রম করত অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে ব্যাহৃতিমন্ত্র, তদনন্তর ত্রিপদা গায়ত্রী, তৎপশ্চাৎ শিরোমন্ত্র—পূরক, কুম্ভক এবং রেচকক্রমে তিন বার জপ করিলে প্রাণায়াম করা হয় জানিবে। চন্দ্র এবং সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ একবার অস্তগত হইতেছেন, পুনর্ব্বার উদিত হইতেছেন; কিন্তু প্রাণায়াম-পরায়ণ মুমুক্ষুগণের একবার যে পরমগতি লাভ হয়, তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। হে দেবি! বহু শত বৎসর কুশাগ্র দ্বারা জলপান করত তপস্যা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যগণ একমাত্র প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া, সে ফল প্রাপ্ত হয়। ৫৫—৬০। যে ব্রাহ্মণ প্রভাতে উঠিয়া প্রতিদিন প্রাণায়াম করিতে থাকে, সে ব্রাহ্মণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। যে ব্রাহ্মণ আলস্যশূন্য হইয়া, নির্জ্জন স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রাণায়াম-পরায়ণ হয়, সে ব্যক্তি

জরা এবং মৃত্যুভয় জয় করত বায়ুর ন্যায় আকাশ-পথে গমন করিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ পাদুকা-সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ ব্যক্তির সৌন্দর্য্য, শারীরিক অসাধারণ জ্যোতিঃ, মেধা, পরাক্রম, বলবত্তা, বায়ুর তুল্য গতিশক্তি, সুখ এবং দেবতার ন্যায় মান্যতা হয়। যে যোগী প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ফল লাভ হয়। এক্ষণে তেজের সিদ্ধি হইলে, যে ফল লাভ হয়, হে সুরেশ্বরি! তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। নিবিড় অন্ধকারময়, কোন মনুষ্যের বাক্যালাপরহিত নির্জ্জন স্থানে উত্তম আসনে বসিয়া যোগিগণ যোগাভ্যাস করিলে পর, শীতের অভাবহেতু মধ্যমদেশে তেজের প্রকাশ করে। নিরালম্ব যোগী পুরুষ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ধ্যান দ্বারা যে বহ্নির তেজ প্রকাশিত করে, একচিত্ত হইয়া মুহূর্ত্তার্দ্ধ ওঙ্কার দর্শন করিবে এবং সেই তেজোময় পরম-ব্রহ্মকে চিন্তা করিবে। তদনন্তর গাঢ়ান্ধকারময় স্থানে বসিয়া ধ্যানপরায়ণ হইলে শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ কিংবা ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ জগদীশ্বরের অসাধারণ জ্যোতি দর্শন করিতে পারে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত ললাট স্থানে প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য তেজঃপদার্থ দর্শন করিয়া যথাভিলষিত দেহধারণপূর্ব্বক কামুকী-স্ত্রী সহ ক্রীড়া করিতে থাকে। চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের চিরকাল সমভাবে স্থিতি, পরদেহে প্রবেশ, অণিমা প্রভৃতি অষ্ট-প্রকার সিদ্ধিলাভ, মানসিক সর্ব্বজ্ঞতা, দূর হইতে শব্দ-শ্রবণশক্তি ও বিশেষ জ্ঞানলাভ, সাধারণ লোকের প্রত্যক্ষে ও অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি, যথাভিলষিত দেহ ধারণ এবং আকাশপথে গমনাগমন-শক্তি (অর্থাৎ পাদুকাসিদ্ধি)—অনবরত যোগাভ্যাস করিলে এ সকল ক্ষমতা লাভ হয়, জানিবে। অনবরত বেদাধ্যয়নশীল এবং অন্যান্য-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জ্ঞানিগণও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করেন; এ নিমিত্তই সকলে যোগাভ্যাস করিতে সক্ষম হয় না, জানিবে। ৬১—৭১। পাপাক্রান্ত-চিত্ত যে সকল মনুষ্য, তাহারা অকার্য্যের ফল নরক-ভোগাদি দেখিয়াও দেখে না এবং শাস্ত্রে পাপীর ক্লেশজাত শুনিয়াও বধিরের ন্যায় শ্রবণ করে না, অর্থাৎ পাপ করিতে ক্ষান্ত হয় না; এ মনুষ্যলোকে অন্ধগণ যেরূপ সকল পদার্থ-দর্শনে অক্ষম, পাপিগণও তদ্রূপ জানিবে। মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট বলিলেন, সূর্য্যতুল্য-তেজোময়, অতএব তমোগুণাতীত এ মহাপুরুষকে আমি অবগত আছি, সে মহাপুরুষকে জানিতে পারিলে মৃত্যুভয় অতিক্রম করা যায়, সে পুরুষের জ্ঞান ব্যতিরেকে পরম পদ লাভের অন্য পথ নাই। তেজঃপ্রাপ্তির যে সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম, এই তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে কথিত হইল, যোগিগণ যেরূপে মৃত্যুভয় জয় করত অমরত্ব লাভ করেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! তোমার নিকট পুনর্ব্বার উৎকৃষ্টরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ধ্যানপরায়ণ যোগিগণের জল হইতে কখনই মৃত্যুভয় হয় না। [illegible] বিহিত উত্তম আসনে উপবেশনপূর্ব্বক মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করত, দীর্ঘকায় হইলেও করযোড় করিয়া বিস্তৃত ওষ্ঠ দ্বারা অল্প অল্প পরিমাণে বায়ু ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে দীর্ঘজীবনপ্রদ জলরাশি তালুদ্বয় হইতে ক্ষরণ হইতে থাকে; ঐ জল পান করত অবস্থিতি করিবে। সে জল ঘ্রাণ করিবে এবং বায়ুর সহিত গ্রহণ করিয়া ঐ অমৃতস্বরূপ জল প্রতিদিন পান করিলে পর, মৃত্যুভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ঐরূপ জল পান করে, সে সুন্দর-দেহ, উৎকৃষ্ট তেজস্বী এবং পিপাসা ও ক্ষুধারহিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ব্যক্তি হস্তিতুল্য বলবান্, অশ্বতুল্য বেগগামী, পক্ষিগণের ন্যায় দূরদর্শী, দূর হইতে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন, ঈষৎবক্র গোলাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশিযুক্ত এবং গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরতুল্য রূপবান্ হয়। ৭১—৮০। সে মনুষ্য দেবপরিমাণে একশত বৎসর জীবিত থাকে, বৃহস্পতির তুল্য পণ্ডিত হয়। হে বরাননে! পুনর্ব্বার অন্য প্রকার বিধান বলিতেছি, যাহা দেবগণেরও গোপনীয়, তাহা বিশেষ যত্নসহকারে শ্রবণ কর। যোগী ব্যক্তি জিহ্বাকে তালুর মধ্যে প্রবিষ্ট করত যোগাভ্যাস করিবে, ক্রমে ক্রমে কিছুকাল পরে লম্বিকা লাভে সামর্থ্য হয়। ঐরূপে জিহ্বা দ্বারা তালু স্পর্শ করিলে পর, ঐ জিহ্বা হইতে শীতল সুধা ক্ষরিত হইতে থাকে; যোগিগণ ঐ সুধা নিরন্তর পান করিতে করিতে অমরত্ব প্রাপ্ত হন। লম্বিকাগ্রকে রেফাগ্রের তুল্য সূক্ষ্ম করিলে পর, মূলাধারপদ্মের দৃঢ়তা করত শিরঃস্থিত চন্দ্রপদ্ম হইতে যে-বিন্দুপাত হইতে থাকে, উহাই সুধারাশিরূপে পরিণত হইয়া পরম-স্থানস্থিত পরম দেবতায় আনন্দকর, সকল বস্তুর সার, সংসারসাগরের তারণকর্ত্তা, মোক্ষের দূত পাপভয় নিবারণের কারণ এবং কালভয়-নিবারক হয়, যে সুধা দ্বারা যোগিগণ এই ক্ষণভঙ্গুর অঙ্গনিচয়কে প্লাবিত করিয়া ক্ষুধাপিপাসা-বর্জ্জিত হইয়া দীর্ঘজীবী হন। হে পার্ব্বতি! আকাশাদি এই চারিটী পদার্থযুক্তা ধরা যোগিগণকর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। ধৈর্য্যাবলম্বীদিগের পক্ষে এই জগৎ নিত্য, ইহার অন্ত কোথায়? যেহেতু সুখে থাকিবার জন্যই জগতের উৎপত্তি। এখানে যেমন যেরূপ দেহীদিগের মনে মানস-দুঃখ ধৃত হয়, স্বর্গেও পৃথিবী হইতে (পতনাদি ভয়ে) সেইরূপ ভয়ের উৎপত্তি হয়। ঐ চারিটীর পক্ষে তুমিই বা কি? অতএব মন্ত্র, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম বা ঔষধ দ্বারা যোগযুক্তা এই পৃথিবী, নয়-বিনয়যুক্ত মনুষ্যগণের যথাক্রমে অনুরক্তা। [illegible] ভূতগণের আদি যে দেব, তিনি ঐ চতুষ্টয়ে যুক্ত হইলেও

চঞ্চল হয় না; এইজন্যই বলিতেছি যে, শিবজ্ঞান বিবিধ ছায়া-জ্ঞান প্রতিবিম্ব সাধন করা কর্ত্তব্য। ৮১—৮৬।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

মহাদেবের নিকট দেবী ভগবতী বলিলেন, হে নাথ! আপনি সংক্ষেপে প্রকৃষ্ট ছায়ার-জ্ঞান আমার নিকট কহিলেন, যোগিগণের হিতার্থী হইয়া আমার নিকট উহা বিস্তৃতরূপে বলুন। ভগবতীর নিকট শঙ্কর বলিলেন, হে দেবি! ছায়াপুরুষের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর; যে ছায়া-লক্ষণ জানিতে পারিলে, মনুষ্য সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। হে বরবর্ণিনি! সূর্য্য এবং চন্দ্রকে পশ্চাদবস্থিত করত শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক মাল্যধারণ করিয়া চন্দন-গন্ধ এবং ধূপ-গন্ধ দ্বারা উপবেশন-স্থান সুবাসিত করত সকল অভীষ্টদায়ক আমার পঞ্চাক্ষর মন্ত্রবর উত্তমরূপে জপ করিবে, তাহা হইলে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত এবং অন্তঃকরণ প্রভৃতি চতুষ্টয়, এ নয় পদার্থসংযুক্ত স্বীয় দেহকে পিণ্ডাকার করত নিজ ছায়াকে দর্শন করিবে। সে ছায়াকে আকাশে শ্বেতবর্ণ দর্শন করত পরম কারণ-স্বরূপ শিবমন্ত্র পাঠ করিলে পর, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। যখন মস্তকশূন্য আত্মচ্ছায়া দেখিবে, ছয় মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে। যদি যোগী পুরুষ সমস্ত অবয়বযুক্ত ছায়া দর্শন করে, তাহার কোন ভয় থাকে না। যদ্যপি শুক্লবর্ণ ছায়া হয়, ধর্ম্মলাভ হয় জানিবে; কৃষ্ণবর্ণ ছায়া হইলে পাপ সঞ্চয় হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। রক্তবর্ণ ছায়া হইলে বন্ধনভয় নিরূপণ করিবে। পীতবর্ণ ছায়া হইলে, লোকের সহিত শত্রুতা হয় জানিবে। বাহুশূন্য ছায়া হইলে বন্ধুনাশ অবধারণ করিবে। মুখশূন্য ছায়া হইলে ভোজনদ্রব্যের অভাবপ্রযুক্ত ক্ষুধাভোগ করিতে হইবে। কটিশূন্য ছায়া হইলে ভার্য্যানাশ হয়। জঙ্ঘাশূন্য ছায়া হইলে ধননাশ হয়। চরণদ্বয়-বর্জ্জিত ছায়া হইলে বিদেশগমন হয়। এ সমস্ত আমি তোমার নিকট কহিলাম। সমস্ত অবয়বযুক্ত আত্মচ্ছায়াকে দর্শন করিলে পর, মন দ্বারা আত্মদেহকে সংনিবেশিত করত, হে মহেশ্বরি! আমার স্বরূপস্বরূপ নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। ১—১০। এক বৎসর ব্যাপিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিলে পর, পৃথিবীতে এমন বস্তু নাই, যাহা সিদ্ধ না হয়; অণিমা প্রভৃতি অষ্টৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয় এবং (পাদুকাসিদ্ধ হইয়া) আকাশপথে গমনাগমন করিবার ক্ষমতা জন্মে। দুষ্প্রাপ্য শক্তি জানিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার [illegible] বলিতেছি, শ্রবণ কর। ভবিষ্যৎ বিষয় জানিবার প্রত্যক্ষবোধ হয়। সর্পাকার-রূপ কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি অজ্ঞেয় হইলেও ব্যবহার বিষয় হইয়া থাকে; সে কুলকুণ্ডলিনী অপানদেশস্থিত হইলেও তাহাকে দর্শন করা যায় না। সে কুলকুণ্ডলিনীই ব্রহ্মাণ্ডের মস্তকস্থিত, নিরন্তর সকল বেদবাক্য দ্বারা স্তুত, সকল বিদ্যার উৎপত্তি-কারণ এবং অতি গোপনীয় বিদ্যা গায়ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। সেই সনাতনী কুলকুণ্ডলিনী আকাশচারিণী হইলেও সকল প্রাণিস্থিত; যোগিগণের দৃশ্য হইলেও অজ্ঞগণের অদৃশ্য; গতিশক্তিযুক্ত হইলেও নিত্য; যোগিগণের নিকট ব্যক্ত হইলেও মূঢ়গণের নিকট অব্যক্ত; অজপারূপে উপাস্ত হইলেও বর্ণময়ী। শিরঃস্থ পদ্ম হইতে চ্যুত অমৃতবিন্দুতৃপ্তিহেতু বিন্দুমালিনী সেই কুণ্ডলিনীকে যোগিগণ অবগত আছেন বলিয়া সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সকল তীর্থে স্নান করত দান করিয়া যে ফললাভ হয় এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া যে ফলপ্রাপ্তি হয়, কুলকুণ্ডলিনী জানিলে সে ফল লাভ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই; ইহা আমি সত্য কহিলাম। সর্ব্বতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক সকল প্রকার দান করত এবং হে দেবি! সকল যজ্ঞ করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, ঐ সকল ফল হইতে শ্রেষ্ঠ যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়, একারণ নিরন্তর পণ্ডিতগণ যোগাভ্যাস করিয়া থাকেন। যোগাভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ হয় এবং যোগাভ্যাস দ্বারা অপ্রত্যক্ষ বস্তু সকল প্রত্যক্ষ হয়। যোগিগণ যোগাভ্যাস দ্বারা মুক্তিলাভ করেন। হে দেবি! তোমার নিকট ভুক্তি এবং মুক্তিফলপ্রদ যোগতত্ত্ব কহিলাম, অন্য কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা কর? হে দেবি! তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১—২১।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

দেবী মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কতকগুলি লোক জ্ঞাননিষ্ঠ অর্থাৎ যোগাভ্যাসনিরত ও কতকগুলি লোক তপোনিষ্ঠ অর্থাৎ বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছে এবং কতকগুলি লোক ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পঞ্চাগ্নি ব্রত করিতেছে; এরূপ নানাপ্রকার লোক দেখা যায়, ইহার মধ্যে উত্তম পথ কোন্টী, হে প্রভো! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার নিকট এ সকল বলুন। শঙ্কর বলিলেন, হে দেবি! হে বরাননে! ঐ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। পুষ্কর-তীর্থে, হিমালয়াদি পর্ব্বতে এবং পৃথিবীতে উত্তম, অধম এবং মধ্যম এ ত্রিবিধ লোক আছে। যদি বল, উত্তম কে? যে ব্যক্তি জ্ঞানের নিমিত্ত যত্নবান্ তাহাকেই উত্তম বলা যায়। অধম—অজ্ঞানী মূঢ়; মধ্যম—গৃহস্থ-ধর্ম্ম পরায়ণ। কিন্তু মনুষ্যসমূহ মধ্যে উত্তম

অর্থাৎ জ্ঞানী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অজ্ঞানী লোক পাপ-পুণ্যের ফল দেখিয়াও আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত চেষ্টা করে না; কিন্তু স্থাবর-পদার্থ পর্ব্বতাদি, ইহারাও আপনার গতিশক্তির চেষ্টা করে; চতুষ্পদ গো-মহিষাদি পশুগণ বাহুশক্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। লোকে (উক্তপদ প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাঁহাই বলিতেছেন।) মনুষ্যেগণ যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গলাভ ইচ্ছা করে, দেবগণ মুক্তিলাভ ইচ্ছা করেন। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চিত জানিবে। স্বর্গবাসী মনুষ্যগণ তাহা হইতে পতনভয়প্রযুক্ত মুক্তি ইচ্ছা করে। হে দেবি! সর্ব্বদা আনন্দপ্রদ যে মুক্তি, তাহার নিমিত্ত নিরন্তর চেষ্টা করিবে; অর্থাৎ যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানী হইবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমিও স্বীয় কর্ম্মপাশ দ্বারা সর্ব্বদা আবদ্ধ রহিয়াছি, যেহেতু আমরা কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের বশতাপন্ন হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকি; অতএব নিশ্চয় জানিবে, সকলেই পরাধীন অর্থাৎ কাম, ক্রোধ প্রভৃতির বশতাপন্ন। মুক্তিপরায়ণ যোগিগণ যদ্যপি কদাচিৎ জ্ঞান-মুক্তিলাভে সমর্থ না হন, তথাপি জ্ঞানিগণ কর্ম্মপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যাগ-যজ্ঞ এবং তপস্যা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যকরণশীল ব্যক্তিগণের যে গতি লাভ হয়, তাহা অকর্ম্মীর হয় না; যদ্যপি যোগিগণ অনির্ব্বচনীয় প্রতিবন্ধক বশতঃ জ্ঞানলাভে সমর্থ না হয়, তথাপি যত্নপূর্ব্বক যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে এবং পুরাণশাস্ত্র শ্রবণ করিবে; এ সকল কার্য্য করিলে পাপক্ষয় হয় এবং নিরন্তর ধর্ম্মসঞ্চয় হয় জানিবে। ১—১০। যোগশাস্ত্রের আলোচনা এবং পুরাণ শ্রবণ করিলে, ক্রমাধীন জ্ঞান লাভ হয় এবং সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক পুরাণ শ্রবণ করিবে। পুরাণ শ্রবণ করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তিলাভ হয়। যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং তীর্থপর্য্যটন করিলে যে ফল লাভ হয়, পুরাণ শ্রবণ করিলে ঐ ফলপ্রাপ্তি হয় জানিবে। যদ্যপি পুরাণশাস্ত্র ধর্ম্মপথপ্রকাশক না হয়, তাহা হইলে, পরলোকের কি সদুপায় হইবে? বেদশাস্ত্রেই জগতের পথ দর্শিত হইয়াছে, পৌরাণিক ধর্ম্মই সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ। সূর্য্য না থাকিলে এ জীবলোক যেরূপ অন্ধকারময় হয়, সেইরূপ শাস্ত্র ব্যতিরেকে এ জগৎ শূন্যময় প্রকাশ পায় জানিবে। সৃষ্টিপ্রকরণ, বংশবর্ণন, মন্বন্তর-নিরূপণ, দানধর্ম্ম এবং ব্রতনিয়মের অনুষ্ঠান, পুরাণ-শাস্ত্রে এ সমস্ত কথিত হইয়াছে। মহাপুরাণ এবং উপপুরাণ উভয় মিলিয়া ছত্রিশ খানি আছে; ইহার মধ্যে এক খানিও যে ব্যক্তি শ্রবণ করে কিংবা ভক্তিভাবে পাঠ করে, তাহার যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। অরণ্যে বসিয়া যে ব্যক্তি পুরাণ অধ্যয়ন করে, তাহার চতুর্ব্বেদে জ্ঞান লাভ হয়; হে দেবি! যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, পুরাণ-পাঠেও সে ফলপ্রাপ্তি হয় জানিবে। হে দেবি! অমৃতপ্রাপ্তিতুল্য, পুরাণপাঠ এ প্রকার ফল তোমার নিকট কথিত হইল, সকলে ধর্ম্মজনক ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। উগ্রশ্রবানামক সূত শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বলিলেন, মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট যেরূপ বলিয়াছেন, আমিও আপনাদিগের নিকট সংক্ষেপে সেইরূপ বলিলাম। এক্ষণে আপনারা যদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমিও পুনর্ব্বার সেই পুরাতনবার্ত্তা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১১—২০। শৌনক ঋষি সূতের নিকট বলিলেন, দেবতাদিগের চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ মনুষ্যগণ সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু মহাদেবের কেবল লিঙ্গ কি নিমিত্ত সর্ব্বদা মনুষ্যগণ পূজা করে, ইহা আমার নিকট প্রকাশ কর। হে সূত! যদি তুমি এ বিষয়ের তত্ত্ব জ্ঞাত থাক, তাহা হইলে তাহা আমার নিকট বল। সূত বলিতে লাগিলেন, হে মুনিগণ! পূর্ব্বকালে মহামুনি ব্যাস কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সনৎকুমার মুনি যেরূপ বলিয়াছেন, আমি তাঁহার অভিপ্রেত কথা পুনর্ব্বার বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল বস্তুর অভাব প্রযুক্ত এ জগৎ জলময় হইয়াছিল; তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব জল হইতে উত্থিত হন, পণ্ডিতগণও তাঁহাদিগের অব্যক্তগতি অবগত নহেন। স্থাবর এবং জঙ্গম পর্য্যন্ত না থাকাতে পূর্ব্বকালীন লোকদিগের পৃথিবী মাত্র অবলম্বন ছিল। তৎকালে অত্যন্ত ভয়ানক বায়ু উত্থিত হইয়া সপ্ত-সাগর শুষ্ক করিয়াছিল। সাগর পর্য্যন্ত শুষ্ক হওয়াতে সমস্ত জল অদৃশ্য হওয়ায় জঙ্গম পদার্থমাত্রেই বিনষ্ট হইয়া গেল এবং স্থাবর পদার্থমাত্রেই ক্রমশঃ বিলয় প্রাপ্ত হইল। সেইকালে এক সূর্য্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইলেন; পূর্ব্বদিকে প্রথম এক মূর্ত্তি, দক্ষিণদিকে অত্যন্ত ভয়ানক কিরণযুক্ত দ্বিতীয় মূর্ত্তি, পশ্চিমদিকে তৃতীয় মূর্ত্তি সমস্ত জলরাশি শুষ্ক করত স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, উত্তরদিকে চতুর্থ মূর্ত্তি সমস্ত পদার্থ দগ্ধ করিয়া উদিত হইলেন, এবং উপরিভাগে অষ্টভাগে বিভক্ত হইয়া উদিত হইলেন। এইরূপে সূর্য্যের দ্বাদশ মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। যিনি কালাগ্নি নামে বিখ্যাত, ইনিই রুদ্র বলিয়া লোক কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকেন। ঐ রুদ্র নিজ তেজ দ্বারা সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া পাতাল হইতে উত্থিত হইয়াছেন। ২১—৩০। সেই রুদ্রদেব পাতালের ঊর্দ্ধভাগ এবং তির্য্যক্‌ভাগ সমস্ত নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র শান্ত হওয়ায় উদার-মূর্ত্তিতে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্বীয় ধাম পাতাল মধ্যে গমন করিলেন। রুদ্রমূর্ত্তি কালাগ্নি পাতাল-প্রবিষ্ট হইলে পর সমস্ত দিঙ্মণ্ডলে বৃষ্টিপাত করত মেঘগণ উত্থিত হইল। সেই মেঘগণ পৃথিবীর কথঞ্চিৎ জলরাশি

দ্বারা প্লাবিত করত প্রাণব মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তৎকালে সমস্ত জগৎ জলময় হওয়ায় একার্ণব হইয়া পড়িল; পৃথিবী কি অন্তরীক্ষ কিছুই আর রহিল না, কেবলমাত্র জলই তরঙ্গময় বেগে গমন করিতে লাগিল। সে সময়ে কিছুই আর রহিতে পারিল না, কেবল অব্যক্তগতি নিত্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব এই দেবত্রয় তরঙ্গপরিপূর্ণ জল মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়ে মিলিয়া প্রায় একত্রিত, অতি অব্যয় তেজস্বী, যোগ-শক্তিধারী মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেব! আপনিই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকারে প্রভু, অতএব আপনি ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করুন। মহাদেব বিষ্ণু ও ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত "সৃষ্টি করিব" ইহা স্বীকার করিয়া জল-মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। দেবপরিমিত সহস্র বৎসর মহাদেবকে নিমগ্ন দেখিয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, আমরা দুই জনে একণে কি করিব? তদনন্তর বিষ্ণু বিধাতাকে বলিলেন, আপনি অচির, কিরূপে জগৎ সৃষ্টি হইবে? তদনন্তর বিষ্ণু পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে বলিলেন, আপনি আমার বাক্য রক্ষা করুন, এ বিষয়ে বৃথা কালক্ষেপ করা উচিত নহে। হে পিতামহ! প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত যত্ন করুন, ত্রিভুবন এবং সমস্ত প্রজাসৃষ্টি করিতে আপনিই যোগ্য। আমিও প্রজা-সৃষ্টি কার্য্যে আত্ম-শক্তি প্রদান করিতেছি। বিষ্ণু কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু-বাক্যানুসারে সৃষ্টির নিমিত্ত যত্ন করিলেন এবং দেবগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, সর্পগণ এবং রাক্ষসগণের সহিত সকলের সুখ-জনক সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মা সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিলে পর হে মুনিবর! মহাদেব জল হইতে উত্থিত হইলেন। ৩১—৪২। জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহাদেব মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইতোমধ্যে অগ্রভাগে, ঊর্দ্ধভাগে ও চতুর্দ্দিকে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সর্প, রাক্ষস এবং মনুষ্যগণের সহিত জগৎসৃষ্টি দর্শন করত মহাদেব মনে মনে কোপ করিলেন। মহাদেব মনে মনে চিন্তা করিলেন, একণে আমি আর কি করিব? ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে আমি ইহা সমস্ত সংহার করিব। মহাদেব এরূপ চিন্তা করত আত্ম-তেজ বর্দ্ধিত করিয়া, মুখ হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবকর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ দহ্যমান দেখিয়া, ভক্তিসহকারে প্রণাম করত ত্রৈলোক্যের প্রভু মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন;—শর্ব্ব, রুদ্র, শম্ভু, তিগ্মতেজা, ঈশ্বর, কালরূপী ভগবান্ মহাদেবকে আমি প্রতিদিন নমস্কার করি। হে সহস্রাক্ষ! হে বিরূপাক্ষ! হে ত্র্যক্ষ! হে যক্ষাধিপতি-সুহৃদের প্রিয়! হে শঙ্কুকর্ণ! হে মহাকর্ণ! হে কুম্ভকর্ণ! হে অর্ণববাসিন্! হে গজেন্দ্র-কর্ণ! হে গো-কর্ণ! হে হস্তপরিমিত-কর্ণ! আপনাকে আমি নমস্কার করি। হে মহান! হে মহোদরকুম্ভধারক! হে অর্দ্ধেন্দু! হে মহেশ! আপনাকে আমি নমস্কার করি। শতাক্ষ ক্রোধযুক্ত, মুণ্ডধারী, অতি ভয়ঙ্কর, অন্তক প্রভৃতি সকলই হইল নীল বর্ণাভা, যাঁহার অক্ষমূর্ত্তি ও কেশকলাপ ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং বিষপান দ্বারা যাঁহার নীলবর্ণ কণ্ঠদেশ হইয়াছে, এতাদৃশ মহাদেবকে আমি নমস্কার করি। ৪৩—৫০। যিনি ব্রহ্মবিষ্ণুমূর্ত্তি, যিনি কদাচিৎ রূপযুক্ত, যিনি ত্রিভুবন প্রজাসৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, যিনি জগৎ সংহার করিবার নিমিত্ত অন্তর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি পরম, নিত্য জ্যোতিঃস্বরূপ সেই দেববরকে আমি প্রতিদিন নমস্কার করি। যিনি সমুদ্র মন্থনকালে উত্থিত বিষ পান করিয়া, কণ্ঠে কালিমা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ, যিনি জটাজুটধারী, যিনি ভূতগণ সহ বিচরণ করাতে উহাদিগের প্রভু হইয়াছেন, যিনি ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই আপনাকে আমি নমস্কার করি। যে দেব হস্তে অনবরত ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন, যাঁহার বক্ষোদেশে কপালমালা শোভা পাইতেছে, যিনি সকল দেবের শ্রেষ্ঠ, যিনি অমৃতের ঈশ্বর, যিনি দেবগণের দেবতা এবং যিনি বিধাতা, সেই দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে আমি নমস্কার করি। যতিগণ যে সর্ব্বপ্রাণীর ঈশ্বর অব্যয়-দেবকে নিরন্তর ধ্যান করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমদেবের আমি শরণাগত হইলাম। দেব, অসুর এবং মনুষ্যগণের সহিত ব্রহ্মস্বরূপ এই জগন্মণ্ডলকে যে প্রভু সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই দেবের আমি শরণ প্রাপ্ত হইলাম। যাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে এবং বামপার্শ্বে আমি ব্রহ্মা সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছি, সেই মঙ্গলময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর-মূর্ত্তিধারী এবং শান্তি-গুণান্বিত দেববরের আমি শরণাপন্ন হইলাম। চতুর্ব্বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎপ্রভু ব্রহ্মা যাঁহার মুখমণ্ডলে অবস্থিত, যিনি কামক্রোধাদি-বিহীন এবং যে দেব সকলের আদিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই প্রভুর আমি শরণাপন্ন হইলাম। যিনি রুদ্ররূপ ধারণ করিয়াছেন, যে দেব জগদুৎপত্তি-কারণ, যিনি ঈশ্বর হইতেও প্রধান এবং যিনি জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত এইরূপে অবস্থিত, সেই দেবাদিদেবকে শরণ লইলাম। যে দেব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালন নিমিত্ত বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সনাতন আদি-পুরুষ শম্ভুকে আমি প্রণাম করিলাম। যিনি ভূতগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং ভূতগণের প্রভু, সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা, সেই পরমশিব হইতে জাত, সনাতন-শম্ভুকে আমি প্রণাম করিলাম। ৫১—৬০। রজোগুণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ-সৃষ্টিকর্ত্তা যে দেবকে নিরন্তর নানাবিধ যাগযজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, সেই চিরস্থায়ী যজ্ঞ-সৃষ্টিকর্ত্তা পুরুষকে আমি প্রণাম করিলাম। যে দেব প্রলয়কালে সকল পদার্থ বিনষ্ট করিয়া, পুনর্ব্বার সৃষ্ট্যারম্ভ-

সম্ভূত ; এ নিমিত্ত লোকে জলকে নার শব্দে অভিহিত করে। প্রলয়কালে জলই বিষ্ণুর বাসস্থান, একারণ বিষ্ণুর একটী নাম নারায়ণ জানিবেন। হিরণ্যবর্ণ সেই নারায়ণের একটী ডিম্ব উৎপন্ন হইয়া জলমধ্যে ভাসিতে লাগিল, সেই ডিম্ব স্বয়ং ভেদ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন, এ নিমিত্ত ব্রহ্মার স্বয়ম্ভূ নাম হইল জানিবেন। হিরণ্যবর্ণ-অণ্ড-সম্ভূত ভগবান্ ব্রহ্মা অণ্ড মধ্যে বহুকাল বাস করিয়া ঐ অণ্ডকে দ্বিখণ্ড করত স্বয়ং প্রকাশপূর্ব্বক স্বর্গ এবং পৃথিবীর সৃজন করিলেন। ঐ পৃথিবীর অধোভাগে ক্রমে ক্রমে সপ্তলোক এবং ঊর্দ্ধভাগে ক্রমে সপ্তলোক, এই চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল লোকের মধ্যে মধ্যে প্রভু ব্রহ্মা আকাশের সৃষ্টি করিলেন। তৎকালে এ পৃথিবী জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল, দশদিক্ এবং আকাশও জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল। "সেই সময়ে ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদিকাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ এবং কামপত্নী রতি সৃষ্টি হইয়াছিল। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বসিষ্ঠ এই সাতজন প্রজাপতিকে ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ মানস হইতে সৃষ্টি করিলেন। এই সাতজন ব্রহ্মার মানস-পুত্র, ইহা পুরাণ-শাস্ত্রে নিশ্চিত হইয়াছে। তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মানস হইতে একাদশ রুদ্রের সৃজন করিলেন। ব্রহ্মা সনৎকুমার নামক সকলের জ্যেষ্ঠ ঋষিবরকে সৃজন করিয়া তদনন্তর মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ঋষি এবং একাদশ রুদ্রের সৃজন করিলেন। মুনিবর সনৎকুমার নিজ তেজ সংক্ষেপ করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ঋষি হইতে দেবগণ এবং ঋষিগণের মাতৃ মহা-বংশ সমস্ত জন্মিল। বিদ্যুৎ, বজ্র মেঘগণ, সরল ইন্দ্রধনু এবং জলরাশি সর্ব্বাগ্রে সৃজন করিয়া, তৎপরে মেঘের সৃষ্টি করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদ যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত করিলেন। পূজনীয় মুনিগণ বেদত্রয় দ্বারা দেবগণের পূজা করিয়াছিলেন, ইহা বেদব্যাসমুনির নিকট আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ১১—২১। ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ মুখ হইতে দেবগণের সৃষ্টি করিয়া, বক্ষঃস্থল হইতে পিতৃগণের সৃষ্টি করিলেন। তদনন্তর মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিয়া জঘন হইতে অসুরগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই প্রজাসৃষ্টিকারী প্রজাপতি ব্রহ্মার সমস্ত অঙ্গ হইতে প্রধান এবং অপ্রধান সমস্ত প্রাণীর জন্ম হইল। যখন ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ অঙ্গ হইতে প্রজাসৃষ্টি করিয়া, প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি হওয়া দুষ্কর, ইহা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, তৎকালে নিজ দেহ দুই ভাগে বিভক্ত করত স্ত্রী এবং পুরুষরূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদনন্তর নিজ মহিমা দ্বারা এ বিশ্বসংসার ব্যাপিয়া প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ করিয়া, সর্ব্বাগ্রে বিরাটরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর সৃষ্টি করিলেন ; সেই বিরাটরূপী অদ্বিতীয় পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু মনুর পরে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, এ নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বিতীয় মনু বলিয়া জানিবেন। সেই জগৎপ্রভু অদ্বিতীয় পুরুষ বিরাটরূপী ভগবান্ বিষ্ণু প্রজা-সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। নারায়ণের সৃষ্টিতে যেসকল প্রজা জন্মগ্রহণ করিল, তাহারা অযোনিসম্ভূত হইল। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গজাত নহে। যে মনুষ্য আদি-সৃষ্টিবৃত্তান্ত শ্রবণ করে, সে ইহকালে দীর্ঘজীবী, যশস্বী এবং ধনবান্ হইয়া পুত্র পৌত্র সহ সুখে কালযাপন করত পরকালে নিজের অভিলাষানুরূপ সদ্গতি লাভ করিতে পারে জানিবেন। ২২—২৮।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

লোমহর্ষণ-পুত্র সূত, শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট বলিতে লাগিলেন, কতকগুলি প্রজা সৃষ্ট হইলে পর, যখন ব্রহ্মা বিবেচনা করিলেন, মানস-সৃষ্টি দ্বারা প্রজার বৃদ্ধি হওয়া দুষ্কর, তৎকালে আদিপুরুষ প্রজাপতি ব্রহ্মা, অযোনিসম্ভূতা শতরূপা নাম্নী পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন। যৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ মহিমা দ্বারা স্বর্গ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তৎকালে সেই মহাত্মা ব্রহ্মা ধর্ম্মবলে শতরূপা-নাম্নী স্ত্রীরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই শতরূপা-নাম্নী আদি রমণী একশত বর্ষ ব্যাপিয়া অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যা করাতে অত্যন্ত উৎকট তপস্বী আদিপুরুষ ব্রহ্মাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। সেই আদিপুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূ পুত্র উৎপন্ন করিলেন, যিনি মনু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যাঁহার এক-সপ্ততি যুগকে মন্বন্তর বলিয়া লোকে বলে, অর্থাৎ ব্রহ্মার একাত্তর যুগের পর দ্বিতীয় মনুর উৎপত্তি হয়। বিরাট্ পুরুষ হইতে বীর্য্যবতী শতরূপা পুত্র উৎপাদন করেন। প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ এ উভয়ে বীরকা-নাম্নী রমণী হইতে জন্মিয়াছিলেন। মহাভাগ্যবতী কাম্যা নামে রমণী কর্দ্দম নামক প্রজাপতির পত্নী ছিলেন। কাম্যার চারি পুত্র ;—সাম্রাজ, অক্ষি, বিরাট্ এবং প্রভু। উত্তানপাদর জা ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী বহু পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অতি সুন্দরী ধর্ম্মের কন্যা সুনীতি নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত উত্তানপাদের পত্নী। সেই সুনীতি ধ্রুব নামক পুত্র প্রসব করেন। ধর্ম্ম হইতে সুনীতির জন্ম হয়। সুনীতি-পুত্র ধ্রুব বাল্যাবস্থায় দৈবপরিমাণে তিন হাজার বৎসর ব্যাপিয়া, অক্ষয় উত্তম স্থান প্রার্থনা করত, অরণ্যমধ্যে তপস্যা করেন। ধ্রুবের তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের সদৃশ সপ্তর্ষিমণ্ডলের সম্মুখে অক্ষয় স্থান দান করিলেন। সেই তপঃপরায়ণ ধ্রুব হইতে পুষ্টি এবং ধাত নামক দুইটী পুত্র

জন্মিয়াছিলেন। অনতীতবর্ণীয়া মূর্চ্ছা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে পুষ্টির পঞ্চপুত্র হয় ;—রিপু, পুরঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল এবং বৃকতেজা। ৮—১১। অনতীতবেশ-সম্ভূতা বৃহতী রিপু হইতে সর্ব্বতেজস্বী চাক্ষুষ নামে পুত্র প্রসব করেন ; ঐ চাক্ষুষ মনুর পুষ্করিণী নামক পত্নীতে বরুণ নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। হে মুনিবর ! বিরাট প্রজাপতির নড়্বলা নামক কন্যাতে মনুর ঔরসে অতি তেজস্বী দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যজিৎ, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, অভিমন্যু এবং সুমনাঃ এই দশটী মনুর পুত্র জানিবেন। অত্যন্ত দীপ্তিমতী আগ্নেয়ী নাম্নী কুরুপত্নী অঙ্গ, সুমনাঃ, খ্যাতি, ক্রতু, আঙ্গিরস এবং মৃজি নামক ছয়টী পুত্র প্রসব করেন। সুনীথা-নাম্নী অঙ্গের পত্নী একমাত্র বেণ নামে পুত্র প্রসব করেন। ঐ বেণের অধর্ম্মাচরণ ও দুষ্ক্রিয়াসমূহ দর্শন করত প্রকৃতিগণের অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিয়াছিল। সন্তানকামনায় মুনিগণ বেণের দক্ষিণ-হস্ত মন্থন করিয়াছিলেন, বেণের হস্ত মন্থন করিলে পর, ধনুর্দ্ধারণ ও কবচ পরিধান-পূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া পৃথু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বেণপুত্র পৃথু ক্ষত্রিয়কুলের আদিপুরুষ ; তিনিই সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীর রক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই পৃথিবীপতি পৃথু সর্ব্বাগ্রে রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হন। সেই পৃথু হইতে সকল কার্য্যে নিপুণ সূত এবং মাগধ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। হে মুনিবর ! প্রজাবর্গের হিতাভিলাষী সেই পৃথু রাজা দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, অসুরগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, সর্পগণ এবং পুণ্যজনগণের সহিত বৃক্ষ, লতা এবং পর্ব্বতযুক্ত সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে দোহন করিয়াছিলেন ; সেই পৃথুরাজ-দত্ত যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ দ্বারা দেবগণ সর্ব্বদা জীবন রক্ষা করেন। ১২—২১।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট উগ্রশ্রবা নামক সূত বলিতে লাগিলেন, পৃথুরাজের হবির্দ্ধানী এবং হবির্দ্ধান নামে অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ পৃথিবীর রাজা দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হবির্দ্ধান-পত্নী শিখণ্ডিনী প্রাচীনবর্হিষ নামক পুত্র প্রসব করেন। ধরণীতলচারী প্রাচীনাগ্র সকল কুশ প্রাচীনবর্হিষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই প্রভু প্রাচীনবর্হিষ সমুদ্র-তনয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; প্রাচীনবর্হিষ রাজার সমুদ্রতনয়ার গর্ভে প্রচেতা নামে দশপুত্র জন্মে। ঐ দশ প্রচেতা ধনুর্ব্বেদের সীমা পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই একধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া সমুদ্রজলে বাস করত দশ হাজার বৎসর উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রচেতাগণ তপস্যায় আসক্ত হইলে পর, পৃথিবীমধ্যে কেবল বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়া পৃথিবী বনময় হওয়াতে তৎকালে অন্য কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হইত না। তৎকালে পৃথিবী, রাজার অভাবে অরক্ষিত হওয়াতে প্রজাক্ষয় হইতে লাগিল। প্রাচীনবর্হিষের পুত্রগণ প্রজাক্ষয় দেখিয়া, সমুদ্র হইতে অগ্নি এবং বায়ুর সৃষ্টি করিলেন। বায়ু বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করিতে লাগিলেন এবং অগ্নি বৃক্ষসমূহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ; বৃক্ষগণের অধিপতি প্রতাপান্বিত সোম, বৃক্ষক্ষয় দেখিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র বৃক্ষের শেষসত্ত্বে প্রাচীনবর্হিষের পুত্রগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে রাজবর্গ ! আপনারা ক্রোধ সংহার করুন। বৃক্ষগণের পশ্চাজ্জাত এই সুন্দরী কন্যাকে, আমি ভবিষ্যৎবার্ত্তা জানিয়া, গর্ভে ধারণ করিয়াছি। হে মহাভাগগণ ! সোমবংশবিবর্দ্ধনী ঐ কন্যা আপনাদিগের ভার্য্যা হউক। এই কন্যার গর্ভে মহা পণ্ডিত দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। আপনাদিগের তেজের অর্দ্ধাংশ দ্বারা এবং আমারও তেজের অংশ দ্বারা ব্রহ্মতেজোময় সেই দক্ষপ্রজাপতি পুনর্ব্বার সাতিশয় প্রজাবৃদ্ধি করিবেন। তদনন্তর সোমের বাক্য শুনিয়া প্রচেতাগণ ধর্ম্মসহকারে সোমকন্যাকে দারপরিগ্রহ করিলেন ; সেই কন্যার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে মুনিবর ! সেই মহাতেজা দক্ষপ্রজাপতি সোমের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। স্থাবর, জঙ্গম, দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ পুরুষসমূহ নিজ মন হইতে সেই দক্ষপ্রজাপতি সৃষ্টি করিয়া, তৎপরে কন্যাসমূহ সৃষ্টি করিলেন। দক্ষপ্রজাপতি ধর্ম্মকে দশটী কন্যা, কশ্যপমুনিকে ত্রয়োদশটী এবং চন্দ্রকে অবশিষ্ট সাতাইশটী অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ প্রদান করিলেন। তৎপরে দেব, দানব, পক্ষী এবং সর্প উৎপন্ন হয়। হে বিপ্রেন্দ্র ! তদবধি প্রজা সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গে জন্মিতে লাগিল। সৃষ্টির আদিতে মানসিক ইচ্ছা, দর্শন এবং স্পর্শ দ্বারা আদিমগণের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা পুরাণ-উক্ত হইয়াছে। শৌনক সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত ! পূর্ব্বে বলিয়াছ, ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতির উৎপত্তি হইয়াছে ; অধুনা বলিতেছ, মহাতপা দক্ষ প্রচেতাদিগের সন্তান, ইহা কিপ্রকার ? আমার এ সংশয় ছেদন করিতে তুমি ভিন্ন কেহই সমর্থ নহে। পুনর্ব্বার বলিয়াছ, চন্দ্রের দৌহিত্র দক্ষ এবং চন্দ্রকে কন্যাদান করিয়া দক্ষ, তাঁহার শ্বশুর হইয়াছেন। সূত শৌনকের নিকট বলিতে লাগিলেন, প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং বিনাশ বারংবার হইয়া থাকে। হে মুনিবর ! দক্ষ প্রভৃতি সমস্ত প্রজাপতিগণ সকল কল্পেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, পুনর্ব্বার তাঁহাদিগেরও

বিনাশ হয়, এ বিষয়ে প্রাজ্ঞগণ মুগ্ধ হন না। হে মহামুনে! জ্যেষ্ঠ, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ ইহাদের ব্যতিক্রম কদাচ হইয়া থাকে। দক্ষপ্রজাপতি হইতে পন্নগ এবং অন্যান্য প্রভৃতির সৃষ্টি যে ব্যক্তি পাঠ অথবা শ্রবণ করে, সে মনুষ্য পুত্র-পৌত্রগণের সহিত দীর্ঘজীবী হইয়া ইহলোকে কালযাপন করত পরলোকে স্বর্গপুরীতে বাস করে। ১—২১।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৩।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

শৌনকমুনি সূতকে বলিলেন,—হে সূতনন্দন! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, সর্প এবং রাক্ষসগণের উৎপত্তি আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বল। সূত শৌনকমুনির নিকট বলিতে লাগিলেন। দক্ষপ্রজাপতি প্রথমে মন দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যখন দেখিলেন, মানসসৃষ্টি দ্বারা প্রজা-বৃদ্ধি হওয়া দুষ্কর, তখন বীরণনামক প্রজাপতির তপস্বিনী কন্যাকে, সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত, আহ্বান করিলেন, অর্থাৎ বিবাহ করিলেন। সেই দক্ষপ্রজাপতি স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ দ্বারা নানা প্রকার প্রজাসৃষ্টি করিলেন। সেই বীরণ-কন্যাতে অতি তেজস্বী দক্ষপ্রজাপতি সহবাস করত পাঁচ হাজার পুত্র উৎপন্ন করিলেন। হে মুনিবর! দেবর্ষি নারদ সেই সমস্ত পুত্রসৃষ্টি দর্শন করত দক্ষপ্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন। ঐ দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বে ব্রহ্মার মানস হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আমি দৈববাণীতে শ্রবণ করিয়াছি, দক্ষকন্যার গর্ভে কশ্যপমুনির ঔরসে পুরুষগণের সৃষ্টি হইবে। সেই হেতু দক্ষপুত্রগণকে নারদ বলিলেন, রে মূর্খগণ! না জানিয়া কি নিমিত্ত সৃষ্টি করিতেছ? তোমাদিগের কোন দিক্‌জ্ঞানই নাই, অতএব পৃথিবীকে জ্ঞাত হও। দেবর্ষি নারদ এ কথা বলিলে পর, দক্ষপুত্রগণ তেজের দ্বারা দিক্ জানিতে গমন করিলেন। পুত্রগণ গমন করিলে পর, দক্ষপ্রজাবৃদ্ধি নিমিত্ত পুনর্ব্বার পাঁচশত পুত্র উৎপন্ন করিলেন। দক্ষপ্রজাপতির পুত্র হর্য্যশ্বগণকে পুনর্ব্বার নারদমুনি বলিলেন, হে মূর্খগণ! কি নিমিত্ত পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া, কিপ্রকারে প্রজাসৃষ্টি হইবে? দক্ষপুত্র হর্য্যশ্বগণ নারদমুনির বাক্য শুনিয়া, সকল দিকে প্রস্থান করিলেন। ১—১০। তাঁহারা অদ্যাপি আকাশ-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পরান্তব নামক দেশে গমন করিয়া, অদ্যাপি প্রত্যাগত হইলেন না; যেরূপ নদী সকল অন-বর্ত্ত সমুদ্র লক্ষ্য করত গমন করিতেছে, কিন্তু কখনও প্রত্যাগমন করে না, তদ্রূপ জানিবে। হে মুনিবর! সে পর্য্যন্ত সহোদরের অন্বেষণে সহোদর গমন করিলে বিনষ্ট হয়, এ নিমিত্ত পণ্ডিতব্যক্তি ভ্রাতার অন্বেষণে ভ্রাতাকে পাঠাইবেন না। দক্ষপ্রজাপতি অবশিষ্ট পঞ্চশত পুত্রগণকে বিনষ্ট জানিয়া তদনন্তর বীরিণী-গর্ভে [illegible] ষাটটী কন্যা উৎপাদন করিলেন, [illegible] [illegible] দক্ষপ্রজাপতি দশটী কন্যা ধর্ম্মকে, [illegible] [illegible] ত্রয়োদশটী, [illegible] চন্দ্রকে, চারিটী অরিষ্টনেমিকে, দুইটী [illegible] পুত্রকে, দুইটী অঙ্গিরামুনিকে এবং অবশিষ্ট দুইটী কন্যা বিদ্বান্ কৃশাশ্ব মুনিকে প্রদান করিলেন। এক্ষণে [illegible] নাম কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা সকলে আমার নিকট তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। অরুন্ধতী, বসু, জামি, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, এবং বিশ্বা, হে মুনিবর! এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী জানিবেন। ইঁহাদিগের গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। বিশ্ব-দেবগণ বিশ্বার গর্ভে, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুত্বতীর গর্ভে ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুগণ, বসুর গর্ভে অষ্টবসু, ভানুর গর্ভে দ্বাদশ সূর্য্যগণ, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তজগণ, লম্বার গর্ভে ঘোষ, জামির গর্ভে নাগবীথি, বিখ্যাত অরুন্ধতীর গর্ভে পৃথিবী বিষয় এবং সঙ্কল্পার গর্ভে সত্যশরীরী সঙ্কল্প জন্মগ্রহণ করেন। অপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস, এই অষ্ট বসুর নাম জানিবেন। অপনামক বসুর পুত্র বৈতণ্ড, শ্রম, শান্ত এবং মুনি। ধ্রুব নামক বসুর পুত্র, সকল লোকের উৎপাদক ভগবান্ কাল। সোম নামক বসুর পুত্র বর্চ্চাঃ, বর্চ্চা হইতেই লোকে বর্চ্চস্বী হয়। ধর নামক বসুর পুত্র দ্রবিণ, যিনি শীঘ্র দেব-অন্ন বহন করেন। অনিল নামক বসুর পত্নী শিবা; পুরোজব এবং অবিজ্ঞাত-গতি এ দুইটী পুত্র শিবার গর্ভে অনিলের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। অগ্নির পুত্র কুমার শোভাযুক্ত শরস্তম্ব মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন; সেই কুমারের শাখ, বিশাখ এবং নৈগমেয় পৃষ্ঠচর ছিল। কুমারের কৃত্তিকাগণের গর্ভে জন্ম হয়, এ নিমিত্ত তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল। প্রত্যূষ নামক বসুর পুত্র ঋষি দেবল নামে বিখ্যাত। পণ্ডিতবর দেবলের দুই পুত্র, তাঁহারাও সন্তান-সন্ততিযুক্ত ছিলেন। সাতিশয় সুন্দরী, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা, বৃহস্পতির সহোদরা সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতে সমর্থা যোগ-সিদ্ধা অষ্টম বসু প্রভাসের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে প্রজাপতি, মহাভাগ্যবান্ বিশ্বকর্ম্মা জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি অসংখ্য শিল্পকার্য্য করিয়াছিলেন, যিনি দেবগণের গৃহাদি-নির্ম্মাণকর্ত্তা, [illegible] করিয়াছেন, যিনি শিল্পিগণের শ্রেষ্ঠ, [illegible] আকাশচারী, দেবযানাদিও যাঁহার বুদ্ধি কৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণেও যে মহাত্মার শিল্পকার্য্য শিল্পিগণ উপজীবিকা করিতেছে। ১১—[illegible]। অজৈকপাৎ, অহির্ব্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা, বীর্য্যবান্ রুদ্র, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী ও রৈবত ত্রিভুবনের পতি এই একাদশ রুদ্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। ত্বষ্টার পুত্র নাম

[illegible] বিশ্বরূপ নামে বিখ্যাত ছিলেন। এক্ষণে [illegible] 'মরুত্বান্' প্রভৃতি রুদ্রগণের বংশ আমার নিকট উক্ত হইল। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধা, ইরা, কদ্রু, মুনি এবং [illegible]! এই ত্রয়োদশটী কশ্যপ মুনির পত্নী। তাঁহাদিগের গর্ভজাত সন্তানগণের নাম বলিতেছি, আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। আদি-মন্বন্তর সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্বাদশজন 'তুষিত' জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত-মন্বন্তর সময়ে তুষিতগণ পরস্পরে বলিয়াছিলেন, চাক্ষুষ-মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, সকল লোকের হিতসাধন নিমিত্ত আমরা পরস্পরে মিলিত হইয়া অদিতির গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করিব, তাহা হইতে সাধুগণের মঙ্গল হইবে। তুষিতগণ পরস্পরে একরূপ মন্ত্রণা করিয়া চাক্ষুষ-মন্বন্তর উপস্থিত হইলে মরীচি-পুত্র কশ্যপমুনির ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ঐ চাক্ষুষ-মন্বন্তরে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু এবং ইন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা বিবস্বান্, সবিতা, মিত্রাবরুণ, অংস, ভগ, অতিতেজা, এই দ্বাদশ আদিত্য নামে বিখ্যাত জানিবে। ৩১—৪১। পূর্ব্বে চাক্ষুষ-মন্বন্তরে তুষিত নামে যে সুরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বত নামক মন্বন্তর সময়ে দ্বাদশ আদিত্যরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। চন্দ্রের পত্নী সপ্তবিংশতি উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সুব্রতা ছিলেন; তাঁহাদিগের সন্তানগণ দীপ্তিমন্ত এবং অতি তেজস্বী হইয়াছিল। অরিষ্টনেমির পত্নীগণের গর্ভে ষোলটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পণ্ডিত বহুপুত্র; চারিটীমাত্র সুতা জন্মিয়াছিল। দেবর্ষি কৃশাশ্ব হইতে দেবগণের অস্ত্রশস্ত্রসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল, এ সকল দেবগণ যুগসহস্রান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল দেবগণের নাম উক্ত হইল, তাহার মধ্যে তেত্রিশটী ইচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন; হে দ্বিজবর! তাঁহাদিগেরও জন্ম এবং লয় কথিত হইতেছে। যেরূপ ভগবান্ সূর্য্যের প্রতিদিন উদয় এবং অস্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেবগণও প্রতিযুগে উৎপন্ন হন। আমরা শুনিয়াছি, দিতির গর্ভে কশ্যপ মুনির ঔরসে হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ নামে অত্যন্ত বলবান্ দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং সিংহিকা নামে এক কন্যাও জন্মিয়াছিল। ঐ সিংহিকা-নাম্নী কন্যাকে বিপ্রচিত্তি বিবাহ করিয়াছিলেন। হিরণ্য-কশিপুর অপরিমিত বলবান্ চারিটী পুত্র জন্মিয়াছিল;—অনুহ্রাদ, হ্রাদ, বীর্য্যবান্ প্রহ্রাদ ও চতুর্থ সংহ্রাদ। হ্রাদের পুত্র হ্রদ নামে বিখ্যাত। ৪২—৫০। হ্রাদের অপর তিনটী পুত্রের নাম আয়ুষ্মান্, শিবি এবং কাল। প্রহ্রাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলিরাজা, বলিরাজার একশত পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বাণরাজা। হিরণ্যাক্ষের অত্যন্ত বলবান্ এবং পণ্ডিত পাঁচটী পুত্র জন্মিয়াছিল। ঝর্ঝর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, অত্যন্ত বিক্রান্ত মহানাভ এবং কালনাভ। দনুর পুত্র একশত হইয়াছিল; তাহারা সকলেই অত্যন্ত পরাক্রমযুক্ত, মহাবলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত বীর্য্যবন্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রধান প্রধানের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ করুন। দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কর, প্রভু, বলি, শিব, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, বিশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবণ, মহাশির, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা এবং বীর্য্যবান্ বিপ্রচিত্তি ইহারা দনুর গর্ভে কশ্যপমুনির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা নামে বিখ্যাত। পুলোমার কন্যা ইন্দ্রাণী শচী। উপদানবী, হয়শিরা এবং শর্ম্মিষ্ঠা বৃষপর্ব্বা নামক দানবের কন্যা। পুলোমা এবং কালিকা এ দুইটী বিশ্বানর নামক দানবের কন্যা; ইহারা উভয়ে বহু পুত্রবতী, অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল; এ দুইটী কন্যা প্রজাপতি মরীচি বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ দুই পত্নীর গর্ভে দানবগণের আনন্দবর্দ্ধন ষাট হাজার পুত্র মহাতপস্বী প্রজাপতি মরীচি উৎপাদন করিয়াছিলেন। পৌলোমগণ ও কালকঞ্জগণ দানবগণের মধ্যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ হইয়াছিল; তাহারা সকলে দেবগণের অবধ্য হইয়াছিল এবং হিরণ্যপুরে বসতি করিত। পিতামহ ব্রহ্মার প্রসাদে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ৫১—৬১। বিপ্রচিত্তির ঔরসে সিংহিকার গর্ভে সৈংহিকেয় নামে বিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত ত্রয়োদশটী পুত্র জন্মিয়াছিল; উহারা দৈত্য এবং দানবসংসর্গজাত বলিয়া তীব্রপরাক্রমযুক্ত ছিল। রাহু এবং শল্য এ দুইজনে অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছিল; বল, মহাবল, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, অঞ্জিক, নরক, কালনাভ, শরমাণ, শরকল্প ইহারা সকলেই বংশবৃদ্ধিকারী হইয়াছিল; ইহাদিগের পুত্রগণ এবং পৌত্রগণ দনুর বংশ বৃদ্ধি করিয়াছিল। মহৎ তপস্যা দ্বারা সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত-চিত্ত দৈত্যবর সংহ্রাদের সেই প্রসিদ্ধ বংশে নিবাতকবচগণ জন্মিয়াছিল। খর প্রভৃতি দীর্ঘকায় প্রাণিসমূহ তাম্রার গর্ভজাত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাকী, উলূকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, গৃধ্রিকা ও শুকী এই সকল পক্ষিজাতীয় মহিলাগণ তাম্রার সন্তান জানিবে। কাকী কাকসমূহ প্রসব করেন, উলূকী পেচকজাতীয় পক্ষিগণকে প্রসব করেন, শ্যেনী শ্যেনপক্ষিসমূহ প্রসব করিয়াছিলেন, ভাসী ভাস নামক পক্ষিবিশেষবংশ প্রসব করেন, গৃধ্রী গৃধ্রপক্ষিসমূহের প্রসূতি, শুকী শুকপক্ষিগণের জননী, সুগ্রীবী অত্যন্ত সমস্ত সুন্দর পক্ষিসমূহ প্রসব করিলেন। অশ্বসমূহ, উষ্ট্রসমূহ এবং গর্দ্দভসমূহ তাম্রাবংশজাত বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিনতার দুই পুত্র অরুণ জ্যেষ্ঠ এবং গরুড় কনিষ্ঠ। গরুড়

পক্ষিগণের রাজা এবং সুপর্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; অরুণ সূর্য্যতেজ-সহিষ্ণুতা এবং সূর্য্যসারথ্যরূপ নিজ কার্য্য দ্বারা জগদ্বিখ্যাত জানিবেন। ৬২—৭০। অপরি-মিত বলবান্ অসংখ্য সর্পগণ সুরসার গর্ভজাত সন্তান। উঁহাদিগের বহুমস্তক। সকলেই আকাশপথে গমন করিতে সমর্থ এবং সকলেই বৃহৎকায়। সর্পগণের রাজা শেষ, বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাবর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর, পুষ্পদন্ত, দুর্ম্মুখ, সুমুখ, বহুশঃ খররোমা এবং পাণি প্রভৃতি সর্পগণের প্রধান বলিয়া বিখ্যাত। হে বিপ্র! সর্পগণ অত্যন্ত ক্রোধী ও সর্ব্বদা দংশনশীল। অণ্ডজ পক্ষিগণ, জলজগণও অণ্ডজ। ধরার সন্তান পশুগণ জানিবেন। অনায়ুষার পঞ্চাশটী মহাবল পুত্র জন্মে। সুরভি ও মহিষীর গর্ভে শশগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইলা-নাম্নী কশ্যপপত্নী বৃক্ষলতাবলীসমূহ এবং সমস্ত তৃণ জাতির উৎপাদন করেন। স্বসা যক্ষগণ এবং রাক্ষসগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। মুনির গর্ভে অপ্সরোগণের জন্ম হয়। হে মানবশ্রেষ্ঠ! অরিষ্টার গর্ভে অন্য সমস্ত জীবের জন্ম হয়। কশ্যপ-সন্তানগণের বিষয় কীর্ত্তিত হইল; তাঁহাদের অসংখ্য পুত্র, পৌত্র জন্মিয়া জগৎ ব্যাপিয়াছে। কশ্যপমুনির ঔরসে ও তাঁহার পত্নীগণের গর্ভে যে প্রাণিগণের সৃষ্টি হইয়াছে, উহা স্বারোচিষ-মন্বন্তরে জানিবেন। বৈবস্বত-মন্বন্তরে বরুণের অতিবৃহৎ যজ্ঞ উপস্থিত হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং হোতৃকার্য্য করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার মানস হইতে প্রজার সৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা নিজ মানস হইতে জাত মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্ম-ঋষিগণকে আত্ম-পুত্র বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর দেব-দানবের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দানবেরা নিহত হয়; দিতি হত-পুত্রা হইয়া নিজ স্বামী কশ্যপমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তমরূপে আরাধনা করিলেন। কশ্যপ মুনিও দিতি-শুশ্রূষায় প্রসন্ন হইয়া বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করি-লেন; দিতিও কশ্যপ মুনির আদেশ অনুসারে বর প্রার্থনা করিলেন, আমার এতাদৃশ বলবান্ পুত্র উৎপন্ন হউক যে, ইন্দ্রের বধে সমর্থ হইবে। মহাতপা কশ্যপ মুনিও দিতিকে প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলেন। সেই রমণী-কুলপ্রধানা দিতিও পবিত্রভাবে গর্ভ ধারণ করিলেন। প্রসংশিত ব্রত-পরায়ণ কশ্যপ-মুনি দিতির গর্ভে সন্তান উৎপাদন করত হৃষ্টচিত্তে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। ৭১—৮৬। দেবরাজ ইন্দ্র এ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দিতির গর্ভ বিনষ্ট করিবার মানসে ছিদ্র অন্বেষণে নিযুক্ত রহিলেন। একশত বৎসরের কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে ছিদ্রান্বেষী ইন্দ্র দিতির ছিদ্র লক্ষ্য করিলেন। দিতি পাদ-প্রক্ষালন না করিয়া পশ্চিমশিরা হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, দেবরাজ ইন্দ্র ইত্যবসরে বজ্রহস্তে দিতির গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া দিতির সেই গর্ভ সপ্তখণ্ড করত ছেদন করিলেন। সেই গর্ভ বজ্র দ্বারা পাটিত হইবার সময় রোদন করিতে লাগিল; দেব-রাজ ইন্দ্র গর্ভস্থসন্তানকে রোদন শুনিয়া বলিলেন, পুনঃ রোদন করিও না। ইন্দ্র-পাটিত সেই গর্ভ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত হইল। শত্রুনাশন ইন্দ্র পুনর্ব্বার বজ্র দ্বারা ঐ সপ্ত খণ্ডের এক এক খণ্ডকে সপ্ত খণ্ড করিলেন। ঐ এক একখণ্ড অত্যন্ত বলবান্, আকাশ-পথ-গমন-সমর্থ, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুরূপে পরিণত হইয়া দেবগণ মধ্যে গণ্য হইলেন ও ইন্দ্রের সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রবৃদ্ধ হইলে, প্রজাপতি হরি তাঁহাদিগকে যথাক্রমে রাজ্য প্রদান করেন; তবে পৃথুকে প্রথমে রাজ্য দেওয়া হয়। অরিষ্ট পুরুষ, বীর, কৃষ্ণ, জিষ্ণু, প্রজাপতি, পর্জ্জন্য এবং ধনাধ্যক্ষ যাঁহার নাম, তাঁহারই এই সর্ব্ব জগৎ। এই ভূতসর্গের বিষয় বলিলাম, অনন্তর ব্রহ্মা বেণপুত্র পৃথুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া অন্যান্য সকলকে যে রাজ্য প্রদান করেন, তাহা শুন। ৮৭—৯৭।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৪।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

উগ্রশ্রবার পুত্র সূত, শৌনকমুনির নিকট বলিতে লাগিলেন, পৃথুরাজ দ্বিজগণের, বীরুধ্‌গণের, নক্ষত্রগণের, নবগ্রহের, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞসমূহের এবং পঞ্চতপা প্রভৃতি তপস্যাসমূহের রাজত্বকার্য্যে ভগবান্ চন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন; বরুণদেবকে জলরাশির প্রভুত্বকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; রাজগণের প্রভুত্বে বৈশ্রবণকে অভি-ষেক করিলেন; দ্বাদশ আদিত্যের প্রাধান্য করিতে ভগবান্ বিষ্ণুকে অভিষিক্ত করিলেন; অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নিকে অভিষেক করিলেন; প্রজাপতিসমূহের মধ্যে দক্ষকে শ্রেষ্ঠ করিলেন; দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকে রাজা করিলেন; দৈত্যগণ ও দানবগণ মধ্যে অপরিমিত বলবান্ প্রহ্লাদকে শ্রেষ্ঠ করিলেন; সূর্য্যের পুত্র যমরাজকে পিতৃ-গণের রাজত্বকার্য্যে নিয়োগ করিলেন এবং গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের, চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতসমূহের, গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রসমূহের, গো-সমূহের, যক্ষগণের, রাক্ষসগণের, পৃথিবী-পতিসমূহের, সমস্ত ভূত-পিশাচগণের শূলপাণি মহাদেবকে রাজা করিলেন; হিমালয়কে পর্ব্বতসমূহের রাজা করি-লেন; সমুদ্রকে নদীগণের রাজা করিলেন; ব্যাঘ্রকে মৃগজাতির রাজা করিলেন; বৃষকে গাভীগণের প্রভু করি-লেন এবং প্লক্ষকে বনস্পতিগণের রাজা করিলেন। সকল দিক্‌সমূহমধ্যে দিক্‌পালগণকে নিযুক্ত করিলেন। বিরাট প্রজাপতির পুত্রকে পূর্ব্বদিগ্বিভাগের অধিপতি করিলেন;

কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপাদকে পৃথু মহারাজ দক্ষিণ-দিগ্বিভাগের আধিপত্য প্রদান করিলেন; পৃথুরাজা রজোনামক প্রজাপতির পুত্র, সকল কার্য্যে পারগ, মহাত্মা কেতুমান্‌কে পশ্চিম-দিগ্বিভাগের আধিপত্য প্রদান করিলেন এবং পর্জ্জন্যনামক প্রজাপতির পুত্র দুর্দ্ধর্ষ হিরণ্যরোমাকে মহারাজ পৃথু উত্তরদিগ্বিভাগে আধিপত্য করিতে অভিষেক করিলেন। তাঁহার এবং বৈবস্বত মনুর বিস্তৃত আখ্যান এবং মহাসমৃদ্ধির বিষয় পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১—১২।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

সনৎকুমার বলিলেন, ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, অত্রিমুনির তুল্য গুণবান্‌, অত্রিবংশজাত অঙ্গনামে প্রজাপতি রাজা হইয়াছিলেন। অঙ্গনামক প্রজাপতির পুত্র মৃত্যুকন্যা সুনীথার গর্ভজাত বেণরাজা অত্যন্ত অধার্ম্মিক হইয়াছিল। কালের কন্যার পুত্র সেই বেণরাজা মাতামহ-দোষে স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কামচারী হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী নিয়ম সকল স্থাপন করিয়াছিল এবং চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম অতিক্রম করত অধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিল। সেই বেণরাজার রাজ্যশাসন সময়ে কেহ বেদাধ্যয়ন করিতে পারিত না; বষট্‌কারাদি শব্দের উচ্চারণ রহিত হইয়াছিল; দীক্ষিতগণ যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্তি করিতে পারিত না, অতএব কিপ্রকারে সোমরস পান করিবে? (অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত হওয়াতে দীক্ষিতগণের সোমরস-পান নিবৃত্ত হইয়াছিল)। "কেহ দান-যজ্ঞ করিও না, কেহ হোম করিও না" ঐ বেণরাজা প্রজাগণকে অনবরত এইরূপ আজ্ঞা করিত। মর্য্যাদার অতিক্রমকারী, অযোগ্য করগ্রহীতা বেণরাজাকে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন, আমরা বহুবৎসরব্যাপী যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইব; হে রাজন্‌! তুমি অধর্ম্মাচরণ করিও না, অধর্ম্ম পরিত্যাগ করা সাধুগণের ধর্ম্ম। তুমি প্রজাগণের প্রভু হইয়া জন্মিয়াছ এবং তুমিই একমাত্র প্রজাবর্গের প্রতিপালক। "আমি প্রজাগণকে প্রতিপালন করিব" আমাদিগের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর। মৃত্যু দৌহিত্র সেই দুর্ব্বুদ্ধি বেণরাজা মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করত হাস্য করিয়া বলিল, আমা ভিন্ন ধর্ম্মের কর্ত্তা কে আছে? আমি আবার কাহার উপদেশ শুনিব? ১—১০। অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, জানে না; বিশেষতঃ আপনারাও আমাকে অবগত নহেন। আমি নিজ ক্ষমতা দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে নিজায়ত্ত করিয়া সমস্ত জলরাশিকে স্বস্থান হইতে চ্যুত করিতে পারি এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্যকে বিদ্ধ করিতে পারি, এ বিষয়ে আপনারা সংশয় করিবেন না। যৎকালে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, দৈবমায়া দ্বারা মুগ্ধ বেণরাজাকে সৎপথে আনিতে এবং অনুনয় করাইতে সমর্থ হইলেন না, তৎকালে মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত বলবান্‌ বিস্ফুরণশীল সেই বেণরাজাকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত ঐ বেণরাজার বাম উরুদেশ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, তদনন্তর বেণরাজার উরুদেশ মর্দ্দিত হইলে পর, বেণের উরু হইতে অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ একটী পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই বেণরাজার উরুজাত পুরুষ কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ঐ পুরুষকে অত্রিমুনি বিহ্বল দেখিয়া "নিষীদ" এই আদেশ করিলেন, সেই হেতু বদতাংবর অত্রিমুনি নিষাদবংশের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন। মৎস্যোপজীবী ধীবরগণকে বেণরাজার পাপরাশি হইতে ঐ অত্রিমুনি সৃষ্টি করিলেন; অন্য যত বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী পুলিন্দজাতি, তুম্বুরজাতি এবং অধর্ম্মকার্য্যজীবী চণ্ডালবর্গ, ইহারা সকলেই বেণরাজার পাপরাশি হইতে জন্মিয়াছে, জানিবেন। তদনন্তর পুনর্ব্বার মরীচি প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঐ বেণরাজার দক্ষিণ হস্ত অগ্ন্যুৎপাদক অরণি-কাষ্ঠের ন্যায়, মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। পদ্মসদৃশ বেণরাজার দক্ষিণ হস্ত হইতে, নিজের সুন্দর শরীর দ্বারা দীপ্যমান, সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পৃথুরাজা ধনুর্গণের আদিভূত, অত্যন্ত শব্দযুক্ত আজগব নামক ধনুর্দ্ধর, অদ্ভুত শরনিকর এবং আত্মরক্ষা নিমিত্ত অত্যন্ত সুন্দর কবচ গ্রহণপূর্ব্বক উৎপন্ন হইলেন। সেই পৃথুরাজা জন্মগ্রহণ করিলে পর, সকল প্রাণিগণ হৃষ্টচিত্ত হইল। ১১—২১ দিক্‌পালগণ স্বীয় স্বীয় অধিকৃত দিগ্বিভাগে সমাগত হইলেন ও দুশ্চরিত্র বেণরাজাও স্বর্গ গমন করিলেন। সৎপুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে এরূপ সকল লোকই সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথুরাজা পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করিলেন। সমুদ্রগণ এবং নদীগণ চতুর্দ্দিক্‌ হইতে রত্ন উপহার লইয়া রাজ্যে অভিষেক করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সকলে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে ভগবান্‌ ব্রহ্মাও সকল দেবগণ এবং অঙ্গিরার পুত্রগণের সহিত সমাগত হইয়া নরপতি বেণপুত্র পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রজাপালন-দক্ষ, অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত, অদ্ভুত-বলবান্‌ এবং মহাপ্রতাপ বেণপুত্র পৃথুরাজা, ধর্ম্মজ্ঞগণকর্ত্তৃক আদি রাজত্ব সময়ে মহৎ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, স্বীয় পিতা বেণরাজার রাজত্বকালে বিরাগ-প্রাপ্ত প্রজাবর্গকে স্বীয় সদ্গুণসমূহ দ্বারা অনুরক্ত করিলেন। পৃথুরাজার প্রতি প্রজাবর্গের অনুরাগ হওয়াতে তৎকালে নানাবিধ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। পৃথুরাজা যাত্রা করিলে পর, নদী সকল স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহাকে গমনার্থ পথপ্রদান করিলেন এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে উপস্থিত

হইলে পর, পর্ব্বতনিকর ধীর ধীর অন্তরালে পৃথুরাজাকে অবিরোধে গমন করিবার নিমিত্ত পথদান করিলেন। পৃথুরাজার ধ্বজদণ্ড কোন স্থানে রুদ্ধ হইল না। পৃথুরাজার রাজত্বকালে পৃথিবীকে কর্ষণ না করিলেও প্রচুর শস্যোৎপত্তি হইতে লাগিল। অগ্নি-সংযোগ ব্যতিরেকে চিন্তা করিবামাত্র অন্ন প্রস্তুত হইতে লাগিল। গাভী সকল অভিলাষানুরূপ দুগ্ধমোচন করিত এবং পত্রপুটক মাত্রেই মধু পাওয়া যাইত। পৃথুরাজার রাজত্বকালে মঙ্গলপ্রদ ব্রহ্মার যজ্ঞ উপস্থিত হইলে, সৌত্য দিবসে সূতীর গর্ভে মহামতি সূত উৎপন্ন হইলেন। ২১—৩০। সেই ব্রহ্মার মহৎ যজ্ঞ-উপস্থিতিকালে মাগধ জন্মগ্রহণ করিলেন। পৃথুরাজাকে স্তব করিবার নিমিত্ত মহর্ষিগণ সূত এবং মাগধনামক বন্দিদ্বয়কে আহ্বান করিলেন। সূত মাগধ বন্দিদ্বয় বলিলেন, হে ঋষিগণ! এই পৃথুরাজকে স্তব করিব, ইহাকে স্তব করা উচিত-কার্য্য এবং পৃথুরাজা স্তব করিবারও যোগ্যপাত্র। বন্দিদ্বয় মহর্ষিগণকে বলিলেন, এই পৃথুরাজার লক্ষণ এবং যশ কিপ্রকার তাহা আমরা জানিনা, মহর্ষিগণ বন্দিদ্বয়কে বলিলেন, এই রাজার ভাবী লক্ষণ দ্বারা তোমরা ইহাকে স্তব কর। সূত এবং মাগধ বন্দিদ্বয় মহর্ষিগণের বাক্য শুনিয়া পৃথুরাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বন্দিদ্বয়ের স্তবাবসানে প্রজাবর্গ-প্রতিপালক মহারাজ পৃথু প্রীত হইয়া, সূতকে অনূপদেশ এবং মাগধকে মগধদেশ প্রদান করিলেন। পৃথুরাজার দানকার্য্য দর্শন করত ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ পৃথুরাজার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ প্রজাবর্গকে বলিলেন, এই নরপতি তোমাদিগের বৃত্তি প্রদান করিবেন। ব্রহ্মাদির বাক্য শ্রবণ করত প্রজাগণ বেণাত্মজ পৃথুরাজার সমীপে জীবিকা নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়া পৃথুরাজাকে বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আপনি আমাদিগকে বৃত্তি প্রদান করুন। পৃথুরাজা ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণান্তে প্রজাপালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, হঠাৎ সে স্থান হইতে বহির্গমন করত ধনু এবং শরনিকর গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পৃথিবীর প্রত্যুদ্গমন করিতে লাগিলেন। ভগবতী পৃথিবীদেবী বেণপুত্র পৃথুরাজাকে বহির্গত দর্শন করত তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া, গাভীরূপ ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৮। পৃথুরাজা ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক পলায়মানা পৃথিবীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন; পৃথুভয়ার্ত্তা পৃথিবী তৎকালে সকল লোক এবং লোকপালবর্গের নিকট গমন করত পরিত্রাণ না পাওয়াতে সেই পৃথুরাজারই শরণাপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আমি না থাকিলে আপনি কি প্রকারে প্রজাবর্গকে ধারণ করিবেন? হে রাজন্! আমাতে সমস্ত লোক স্থিতি করিতেছে, আমিই ত সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছি। হে পৃথিবীনাথ! আমার নিমিত্তই সকল প্রাণের বিনষ্ট হইবে, (অর্থাৎ পৃথিবী বিনষ্ট হইলে, আমার অভাবে আধেয় প্রজা কিরূপে বাঁচিতে পারে?) অতএব আপনি যদ্যপি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবেন না। হে মহারাজ! উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আরম্ভ করিলে সকল চেষ্টাই সিদ্ধ হয়। এরূপ উপায় অবলম্বন করুন, যে উপায় দ্বারা আমি [illegible] থাকিলেও সমস্ত প্রজাবর্গ আপনি ধারণ করিতে পারেন। হে পৃথিবীনাথ! আপনি কোপ-সংবরণ করুন, আমি আপনার আনুকূল্য করিতেছি। আরও বলিতেছি, পশু-পক্ষিগণ মধ্যেও মহিলাগণকে অবধ্য বলিয়াছেন। হে পৃথিবীপতে! আপনি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। মহাবুদ্ধিমান্ এবং ধার্ম্মিকবর পৃথুরাজা পৃথিবীদেবীর এরূপ বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক পৃথিবীদেবীকে এরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে পৃথিবি! যে ব্যক্তি এক ব্যক্তির নিমিত্ত বহু-ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে, তাহাতে তাহার পাপ হয়; বহু ব্যক্তির নিমিত্ত যে ব্যক্তি একজনকে বিনষ্ট করে, তাহাতে তাহার পাপ হয় না, জানিবে। হে বসুন্ধরে! আমি প্রজাবর্গের নিমিত্ত একা তোমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। হে বসুন্ধরে! যদি তুমি আমার বাক্য রক্ষা করত আমাদিগের হিতচেষ্টা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার অনুজ্ঞানুসারে আমার প্রজাবর্গের জীবনোপায় প্রদান কর। ৩৯—৪৮।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

শৌনকের নিকট সূত বলিলেন, পৃথুর বাক্য শুনিয়া পৃথিবী বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি আমাকে বিনষ্ট করিবেন না, আমার অভিমত একটী বৎস উপস্থিত করুন, যাহার স্নেহে আর্দ্র হইয়া আপনার অভিলষিত দ্রব্যসমূহ মোচন করিব। আপনি আমাকে সর্ব্বত্র সমতল করুন, যেহেতু আমি পর্ব্বতসমূহ দ্বারা আবৃত হইয়াছি, আমি যে প্রকারে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে, সকল স্থানে দুগ্ধ মোচন করিতে পারি। তদনন্তর বেণনন্দন পৃথু, পর্ব্বতসমূহকে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিলেন; পৃথুরাজার উৎসারণ দ্বারা পর্ব্বতসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। হে দ্বিজগণ! সৃষ্টির আদি সময়ে (অর্থাৎ পৃথুরাজার পূর্ব্বে) পৃথিবী মধ্যে পুর কি বা গ্রামের বিশেষ বিভাগ ছিল না, শস্যোৎপত্তি হইত না, গো-সমূহের প্রতিপালন ছিল না, কৃষকগণ কৃষিকার্য্য করিত না, বণিকগণ বাণিজ্যকার্য্য করিতে জানিত না; যেখানে-সেখানে অবস্থান ছিল, পৃথিবীতেই বাস করিত, (অর্থাৎ কেহ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে

[illegible])। [illegible] যেমন মাত্র [illegible] বৎস [illegible] করিয়া। অনন্তর পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস করিয়া নিজ হস্তে পৃথিবীকে দোহন করিলেন। [illegible] পৃথিবীকে দোহন করাতে সকল শস্য উৎপাদন করিলেন। পৃথুরাজ কর্তৃক উৎপাদিত অন্নরাশি দ্বারা [illegible] জীবন ধারণ করিতেছে। পৃথুরাজা পৃথিবীকে দোহন করিলে পর, ঋষিগণও পৃথিবীকে দোহন করিলেন। ঋষিগণের দোহনকালে সোম হইলেন বৎস, [illegible] হইল পাত্র, চিরস্থায়ী তপস্যা হইল দুগ্ধ। অনন্তর দেবগণ পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। দেবগণের দোহনকালে দেবরাজ ইন্দ্র হইলেন বৎস, দোহনপাত্র সুবর্ণনির্ম্মিত, সূর্য্যদেব স্বয়ং দোহন-কর্ত্তা হইলেন; অতি তেজস্কর দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়াছিল, যে দুগ্ধ দ্বারা দেবগণ প্রাণ ধারণ করিতেছেন। ১—১০। তদনন্তর পৃথিবীকে পিতৃগণও রৌপ্যময় পাত্র লইয়া দোহন করিলেন। পিতৃগণের দোহনকালে যমরাজ হইল বৎস, সকল প্রাণীর অন্তকারী কাল হইলেন দোগ্ধা, স্বধা হইল দুগ্ধ। হে মহর্ষে! অলাবুপাত্র গ্রহণ করত সর্পগণও পুনর্ব্বার বসুন্ধরা দেবীকে দোহন করিলেন। নাগরাজ তক্ষক হইল বৎস, বিষ হইল দুগ্ধ, প্রতাপান্বিত ঐরাবত নামক সর্প দোগ্ধা। ধৃতরাষ্ট্র সর্প তখন বায়ুভোজী হইয়া ছিলেন; অন্য সর্পও তদনুসারে ছিল। লৌহের পাত্র লইয়া অসুরগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল। অসুর-দোহনকালে দুগ্ধ হইল মায়া, বৎস হইল বিরোচন, দৈত্যবর মধু হইল দোগ্ধা। শুনিয়াছি, যক্ষগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। ঐ দোহন-কালে আমপাত্র হইল দোহনের আধার, অন্তর্দ্ধান হইল দুগ্ধ, কুবের হইলেন বৎস। রাক্ষসগণ এবং পিশাচগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিল; দুগ্ধ হইল রক্ত, রজতনাভি হইল দোগ্ধা, সুমালী নামক রাক্ষস হইল বৎস। রক্তময় দুগ্ধ পান করিয়া, রাক্ষসগণ প্রাণধারণ করিয়া থাকে। অনন্তর অপ্সরোগণের সহিত গন্ধর্ব্বগণ [illegible] পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ হইলেন বৎস, বসুরুচি নামক গন্ধর্ব্ব হইলেন দোগ্ধা। শুনিয়াছি পর্ব্বতগণও পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; রত্নসমূহ এবং অন্য ওষধিসমূহ হইল দুগ্ধ, হিমালয় পর্ব্বত হইল বৎস, দোগ্ধা হইলেন সুমেরু-পর্ব্বত। এই [illegible] পৃথিবী দেবীকে পৃথুরাজা প্রভৃতি [illegible] দোহন করিয়াছিলেন। ১১—২০। এই সমস্ত পৃথিবী মধু এবং কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের মেদ দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। পৃথুরাজা পৃথিবীর [illegible] করিয়া, নিজের কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করেন, এ কারণ ধরার নাম পৃথিবী হইল। এই পৃথিবীকে পৃথুরাজাই দেশ-বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। নরবর বেণনন্দন পৃথু এরূপ প্রভাব-যুক্ত রাজা ছিলেন। বৃত্তি-অভিলাষী ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা মহারাজ পৃথুকে নমস্কার ও পূজা করিয়া থাকেন। মহা-ভাগ ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্যগণ, ধনাভিলাষী শূদ্রগণ এবং রাজ্য অভিলাষী ধনবান্ যোদ্ধাগণও পৃথুরাজাকে নমস্কার এবং পূজা করিয়া থাকেন; যে পৃথুরাজা সর্ব্বাগ্রে ভূমি কর্ষিতে আরম্ভ করেন, হে মুনিবর! তিনি যোদ্ধাগণের আদি-পুরুষ। যুদ্ধাভিলাষী যে পুরুষ পৃথুরাজার নাম স্মরণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতরণ করে, সে অতি ভয়ানক সংগ্রাম হইতে মঙ্গলযুক্ত শরীরে প্রত্যাগমন করে। পৃথুরাজার নাম স্মরণ করত কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া, বৈশ্যগণ শস্যসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং শূদ্রগণ পৃথুরাজার নাম স্মরণ করিলে উত্তম পুণ্যফল পাইয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য অভিলাষী মনুষ্যগণ সকলে সর্ব্বদিবস পৃথুরাজাকে বারংবার নমস্কার করিবে। ২১—২৬।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

শৌনক মুনির নিকট সূত কহিলেন, হে মুনিবর! অপরিমিত তেজস্বী ব্যাস মুনির নিকট [illegible] সনৎ-কুমার পুরাতন কথা যে প্রকার কহিয়াছিলেন, আমিও আপনার নিকট তদনুরূপ বলিলাম। হে মুনিবর! পুনর্ব্বার আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তাহাই বলিব। শৌনক মুনি বলিলেন, সমস্ত মন্বন্তর-বৃত্তান্ত আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বল। হে সাধো! যতগুলি মনু রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন, স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, হে মুনিবর! সম্প্রতি বৈবস্বত মনু রাজত্ব করিতেছেন, তদনন্তর সাবর্ণিক নামে মনু রাজত্ব করিবেন। এইরূপ অপর চারিজন সাবর্ণি নামক মনু হইবেন। যে সকল মনু অতীত হইয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান কালে উপস্থিত রহিয়াছেন এবং যাঁহারা ভাবী কালে আধিপত্য করিবেন, আমি তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তদনুরূপ আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ সকল মনুর আধিপত্য-কালে যে সকল ঋষিগণ উপস্থিত ছিলেন ও ঐ সকল মনুর পুত্রগণের নাম এবং ঐ সকল মনু, রাজত্বকালে যে সকল দেবগণ [illegible] করিতেন, এ সমস্ত আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবান্ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য এবং বশিষ্ঠ, এই সাতজন ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষি উত্তর-দিগ্‌ভাগে অবস্থিতি করিতেন। স্বায়ম্ভুব-

মন্বন্তরকালে যাম নামে দেবগণ স্বর্গে বাস করিতেন। আগ্নিধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, সবন এবং শুভ্র স্বারোচিষ-মন্বন্তর-সময়ে উক্ত মহর্ষিগণ ধর্ম্মনির্দ্দেষ্টা ছিলেন, ইহা বায়ুপুরাণে কথিত আছে। ঐ সময়ে তুষিত নামক দেবগণ স্বর্গের প্রভু ছিলেন। ১—১০। হে মুনে! নর, হরিষ, সুকৃতি, জ্যোতি, অয়োমূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, মনস্য, নভঃ এবং সূর্য্য এই সকল মহাবল-পরাক্রান্ত ব্যক্তিগণ মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর পুত্র বলিয়া বিখ্যাত আছেন। হে মুনিবর! আপনার নিকট দ্বিতীয় মন্বন্তর-বৃত্তান্ত কথিত হইল। তৃতীয় মন্বন্তর-বৃত্তান্ত যেরূপ আমি শুনিয়াছি, তদনুরূপ আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বসিষ্ঠ মুনির পুত্র সাতজন বাসিষ্ঠ নামে বিখ্যাত ঋষি ছিলেন এবং ব্রহ্মার পুত্র মহাবলবান্ ঊর্জ্জ নামে বিখ্যাত কতকগুলি ঋষি ছিলেন। তৃতীয় মনুর রাজত্বকালে এই সকল ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র-উপদেষ্টা ছিলেন। হে ঋষিবর! ঔত্তমের নামে অত্যন্ত সুন্দর দশটী পুত্র বৈবস্বত মনুর হইয়াছিল, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ইষ, ঊর্জ্জাত, ঊর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্রবহ, নভস এবং নভ এই কয়টী পুত্র হইয়াছিল। তৃতীয় মন্বন্তর-সময়ে ঋষভ নামে দেবতা কথিত হইয়াছে। চতুর্থ মন্বন্তর-বৃত্তান্ত আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। গার্গ্য, পৃথু, অগ্নি, জন্য, ধাতা, কপীনক এবং কপীবান্, তামস নামক মন্বন্তর-সময়ে এই সপ্তজন ঋষি ছিলেন এবং সত্য নামে দেবগণ ছিলেন, ইহা আপনার নিকট কথিত হইল। হে মহর্ষে! দ্যুতিপোত, সৌতপস্য, তপঃশূল, তাপন, তপোরতি, অকল্মষ, তন্বী এবং ধন্বী এ দশজন মহাব্রত তামস মনুর পুত্র জানিবেন, বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে। চতুর্থ মন্বন্তর-মহাকালের বৃত্তান্ত কথিত হইল। বেদবাহু, যদু, মুনি, বেদশিরা, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য এবং ঊর্দ্ধবাহু, সোমপা সত্যরূপ-মেত্রাসক্ত এই সাতজন ঋষি এবং অপর কতকগুলি ঋষি পঞ্চম-মন্বন্তর-কালে সপ্তর্ষিমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেন। প্রভূত-রজস্-প্রকৃতি নামে পারিপ্লব এবং রৈভ্য নামে দেবগণ ছিলেন। পঞ্চম মনুর পুত্রগণের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ধৃতিমান্, অব্যয়, অব্যক্ত, সত্যদর্শী, নিরুৎসগ, অরণ্য, প্রকাশ, নির্দ্দোহ, সত্যবান্ এবং কৃতি, রৈবত নামক মনুর এই সকল পুত্র জানিবেন। পঞ্চম মন্বন্তর-বৃত্তান্ত কথিত হইল। ১১—২৫। হে মুনিবর! ষষ্ঠ মন্বন্তর-বৃত্তান্ত আপনার নিকট বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। ভৃগু, নভ, বিবস্বান্, সুধর্ম্মা, বিরজা, অতিনামা এবং অসহিষ্ণু এই সাতজন মহর্ষি। হে বিপ্র! চাক্ষুষ নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরকালে বিদ্যমান ছিলেন ও তৎকালে যে দেবতা, তাহা শ্রবণ করুন। হে বিপ্রেন্দ্র! আদ্য, প্রসূত, ঋভু, পৃথুগ্র, লেখ এই পাঁচটী দেবগণ ঐ ষষ্ঠ মন্বন্তর-কালে ছিলেন। হে মুনিবর! ষষ্ঠ মন্বন্তর সময়ে মহাত্মা, অত্যন্ত বলবান্, মনুকন্যার গর্ভজাত অত্যন্ত বিখ্যাত রুরু প্রভৃতি [illegible] পুত্র দশজন সপ্তর্ষি। অত্রি, বসিষ্ঠ, অন্য মহর্ষি কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র এবং জমদগ্নি এই মন্বন্তরের সপ্তর্ষি। ঐ সময়ের দেবগণ ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, মহারাজিকগণ এবং সাধ্যগণ বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তর সময়ে স্বর্গধামে বিরাজমান ছিলেন। মহাত্মা বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু প্রভৃতি পুত্র পৌত্রগণ সকল দিগ্বিভাগে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হে শৌনকমুনে! সকল মন্বন্তরেই সাত সাত জন ঋষি ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এবং লোকরক্ষা নিমিত্ত অবস্থিতি করেন। মন্বন্তর অতীত হইলে পর সপ্তর্ষি, মনু, দেবগণ এবং মনুপুত্রগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তৎপরে তপোবলে, অন্য মনু আসিয়া তৎস্থান অধিকার করেন। ২৬—৩৬। পঞ্চমনু সবর্ণ; তন্মধ্যে একজন বৈবস্বত। অপর মনুচতুষ্টয়ের বিষয় শ্রবণ কর; হে বিপ্র! পরমেষ্ঠিপুত্রগণ! মেরুসাবর্ণি নামে অভিহিত মনু। তাঁহারা দক্ষপ্রজাপতির দৌহিত্র প্রিয়ানাম্নী কন্যার গর্ভজাত পুত্র; মহৎ তপস্যাযুক্ত হইয়া, সুমেরুপর্ব্বতে বসতি করেন। রুচিনামক প্রজাপতির পুত্র রৌচ্যনামক মনু ভূতি-দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার অপর একটী নাম ভৌত্য হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে ভাবী সাতজন মনু জানিবে এবং ভাবী সাতজন মহর্ষি স্বর্গে বাস করিতেছেন। পরশুরাম, ব্যাস, সুবিখ্যাত দীপ্তিযুক্ত অত্রিমুনির পুত্র, মহা তেজস্বী ভরদ্বাজ গোত্র-জাত দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা, গৌতমমুনির পুত্র শরদ্বান্ মুনি, কুশিকসংভূত গালবমুনি, কশ্যপমুনির পুত্র রুরু। হে মুনিগণ! ইহাঁরা ভবিষ্যৎ সপ্তর্ষি। তৎকালে দেবতার তিনটী গণ, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ইহা বলিয়াছেন। মহাত্মা মরীচিপুত্র কশ্যপমুনির পুত্রগণ ভবিষ্যৎ সপ্তর্ষি। বীর্য্যবান্, অবনীবান্, সুমন্ত্র, ধৃতিমান্, বসু, বরিষ্ণু, আর্য্য, বিষ্ণু, রাজা এবং সুমতি, হে শৌনকমুনে! সাবর্ণমনুর ভবিষ্যৎ দশটী পুত্র হইয়াছিল। প্রথম মেরু-সাবর্ণি মনু, তাঁহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পুলস্ত্যমুনির পুত্র মেধাতিথি, কাশ্যপগোত্র বসু, জ্যোতিষ্মান্ ভার্গব, দ্যুতিমান্ অঙ্গিরা, বসিষ্ঠগোত্রজ সবন, অত্রিমুনির পুত্র হব্য এবং পুলহমুনির পুত্র, রোহিত-মন্বন্তর সময়ে এই সাতজন মহর্ষি কথিত হইয়াছেন। ৩৭—৪৮। হে মুনিবর! তৎকালে দেবতার তিনটী গণ। [illegible] পুত্র প্রজাপতি রোহিতমনুর এ সকল পুত্র জানিবেন,—ইষ্টকেতু, দীপ্তকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাকৃতি, পৃথুশ্রবা, ভূরিদ্যুম্ন, ঋচীক, বৃহৎ এবং গয়। প্রথম সাবর্ণির অত্যন্ত বলবান্ নয় জন পুত্র। [illegible] মন্বন্তর সময় উপস্থিত হইলে দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর আধিপত্য সময়ে হবিষ্মান্, পুলহ, ভৃগুবংশজাত সুকৃতি

অত্রিগোত্রজ আয়োমূর্ত্তি, অব্যয়বসিষ্ঠ, পুলস্ত্য গোত্রজাত প্রমতি, কশ্যপমুনির পুত্র নাভার এবং অঙ্গিরার পুত্র সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ নভস, এই সাতজন পরম ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্রের বক্তা ছিলেন এবং দ্বিবিমন্ত নামক দেবগণ স্বর্গরাজ্যে বিরাজ করিতেন। অজবান্, উত্তমৌজা, ভূরিষেণ, বীর্য্যবান্, শতানীক, নিরমিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন এবং সুবর্চ্চা এই দশটী পুত্র দ্বিতীয় সাবর্ণি মনুর জানিবেন। তৃতীয় সাবর্ণির অধিকৃত একাদশ মন্বন্তর সময়ে যে সাতজন ঋষি ধর্ম্মবক্তা ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। হবিষ্মান্, কশ্যপ, বপুষ্মান্, বারুণ, আত্রেয়, বসিষ্ঠ, অনঘ, অঙ্গিরা, চারুধৃষ্য, পৌলস্ত্য, নিশ্চর, অগ্নি, তেজস এই সকল সপ্তর্ষিমণ্ডলের অধিকারী ছিলেন। একাদশ মন্বন্তর সময়ে তিনটী দেবগণ স্বর্গ-রাজ্যের প্রভু ছিলেন। ঐ সকল ঋষিগণ ব্রহ্মার মানস-পুত্র ছিলেন। হে মহামতে! ইহার পর যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। সর্ব্বত্রগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, ক্ষেমক, দৃঢ়েযু, পত্রক, দর্শ; উরু এবং বাহু, সুবর্ণ নামক তৃতীয় সাবর্ণি মনুর নয়টী পুত্র উক্ত হইয়াছে। ৪১—৬০। চতুর্থ সাবর্ণি মনুর অধিকার সময়ে যে সকল ঋষিগণ সপ্তর্ষিমণ্ডলের অধিকারী ছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। বসিষ্ঠপুত্র দ্যুতি, আত্রেয়, সুতপা অঙ্গিরা, তপোমূর্ত্তি তপস্বী, কশ্যপ, তপোশন পৌলস্ত্য, পৌলহ তপোরতি, সপ্তম ভার্গব, তপোনিধি ব্রহ্মার মানস-পুত্র পাঁচটী দেবগণ স্বর্গরাজ্যের প্রভু জানিবেন। দ্বাদশসংখ্যক রৌচ্য নামক মন্বন্তর হইলে পর অঙ্গিরোবংশীয় ধৃতিমান্, পুলস্ত্যবংশীয় হব্যবান্, পুলহ-বংশীয় তত্ত্বদর্শী, ভৃগুবংশীয় নিরুৎসব, অত্রিবংশীয় নিষ্প্রপঞ্চ, কশ্যপবংশীয় নির্ম্মোহ এবং বশিষ্ঠবংশীয় সুতপা সপ্তর্ষি হইবেন। ত্রয়োদশ-সংখ্যক শৈব্য নামক মন্বন্তর সময়ে আগ্নিধ্র কাশ্যপ, পৌলস্ত্য মাগধ, ভার্গব অতিবাহু, শুচি আঙ্গিরস, যুক্ত আত্রেয়, শক বাসিষ্ঠ, অজিত এবং পুলহ ইহারা অন্য সপ্তর্ষি-সংজ্ঞক জানিবেন। প্রভাতকালে উঠিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই সকল মুনিগণের সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিলে পর মনুষ্যগণ সুখী হয়। ৬১—৭১। হে মহাবুদ্ধে! ত্রয়োদশ মন্বন্তরে পাঁচটী দেবগণ উক্ত হইয়াছে। ত্রয়োদশ মনুর যে সকল পুত্র, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। তরঙ্গভীরু, বুধ্র, তনূগ্র, দৃঢ়, অভিমানী, প্রবীণ, বিষ্ণু, সংক্রন্দন তেজস্বী এবং শবল, সত্য নামক মনুর এই সকল পুত্র জানিবেন। ভৌত্য নামক মনুর অধিকার সময়ে পূর্ব্বকল্প পরিপূর্ণ হয়, এই সকল অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ মনুগণের বৃত্তান্ত আমি আপনার নিকটে বলিলাম; ইহা অমিততেজাঃ সনৎকুমার মুনি, ব্যাসমুনির নিকট কহিয়াছেন, যুগসহস্র পরিপূর্ণ হইলে পর স্বীয় ধর্ম্ম দ্বারা প্রজাবর্গ প্রতিপালন করিয়া মুনিগণ প্রজাবর্গের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। একাত্তর যুগকাল একটী মন্বন্তর জানিবেন। চতুর্দ্দশ মন্বন্তর সময়ে যে কীর্ত্তিবর্দ্ধন মনু হইবে, তাহা কথিত হইয়াছে। একটী মন্বন্তরের পর সমস্ত জগৎ লয়-প্রাপ্ত হয়; জগৎ লয় হইলে পর পুনর্ব্বার সমস্ত জগতের সৃষ্টি হয়। সমস্ত মন্বন্তর-বৃত্তান্ত বহুকালেও বলিতে পারা যায় না। শতসহস্র কল্পপূর্ণ হইলে পর কল্পের শেষ হইয়া যায় (অর্থাৎ তাহার পর আর সৃষ্টি হয় না।) সে সময়ে সমস্ত জগৎ সূর্য্যকিরণ দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। হে মুনিবর! সমস্ত কল্পান্ত সময়ে সমস্ত দেবগণ জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করত জগদীশ্বর সুরবর নারায়ণ বিষ্ণুর শরীরে বারংবার প্রবিষ্ট হন। মহাকাল ভগবান্ রুদ্রদেব বারংবার কল্পান্ত সময়ে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকেন। ইহার পর বংশবৃদ্ধিকর, ধন্য এবং পবিত্র বৈবস্বত মনুর উৎপত্তি-বৃত্তান্ত বলিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ৭২—৮২।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনক মুনির নিকট সূত বলিতেছেন, দক্ষকন্যার গর্ভে কশ্যপমুনির ঔরসে বিবস্বান্ নামে মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিলেন। বিবস্বান্ ঋষির ত্বষ্টার কন্যা সুরেণুকা সংজ্ঞা নামে পত্নী ছিলেন। উত্তমরূপবতী পরমযুবতী সংজ্ঞাসতী স্বীয় উৎকৃষ্ট প্রভা দ্বারা সূর্য্যদেবের প্রখর তেজ সহ করিতে না পারিয়া স্বামীর রূপে অসন্তুষ্ট হইলেন। পরম সুন্দরী সংজ্ঞা-সতী স্বামীর রূপ দ্বারা দগ্ধ হওয়াতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। হে ঋষিবর! সূর্য্যদেব সংজ্ঞা-সতীর গর্ভে তিনটী সন্তান উৎপাদন করিলেন। সংজ্ঞার গর্ভে প্রজাপতি বৈবস্বত মনু প্রথম জন্ম গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর (সর্ব্বভূতান্তকারী) শ্রাদ্ধদেব এবং যমুনা এই দুইটী যমজ-সন্তান জন্মিল। কল্যাণী সংজ্ঞা-সতী সূর্য্যদেবের অত্যন্ত বর্ত্তুলাকার-রূপ দর্শন করিয়া, ঐ রূপ সহ করিতে অসমর্থ হওয়াতে আত্মদেহ হইতে ছায়া-নাম্নী সুন্দরীর সৃষ্টি করিলেন। 'সেই ছায়া-সুন্দরী ভক্তিভাবে সংজ্ঞা-সতীকে বলিলেন,' হে কল্যাণি! হে চারুহাসিনি! আমি আপনার কি কার্য্য করিব? সংজ্ঞা বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, আমি পিতৃগৃহে গমন করিব, তুমি নির্ব্বিকার-চিত্তে আমার গৃহে বাস কর এবং তুমি যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার এই বালক পুত্রদ্বয় এবং বালিকা সুন্দরী কন্যাটিকে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন কর। ১—৮। ছায়া বলিলেন, হে দেবি! আমি কেশগ্রহণ পর্য্যন্ত ক্লেশ সহ করিব এবং আপনার নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিব, আপনি

যথাসুখে পিত্রালয়ে গমন করুন। ছায়াকে এই কথা বলিয়া লজ্জিতভাবে সংজ্ঞা-দেবী পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। পিতৃগৃহে সমাগত হইয়া সংজ্ঞাদেবী পিতাকর্ত্তৃক ভর্ৎসিত এবং বারংবার অনুযুক্ত হওয়াতে নিজ দেহ আচ্ছাদিত করত ঘোটকীর রূপ ধারণপূর্ব্বক আগমন করিলেন এবং উত্তর-কুরুদেশে উপস্থিত হইয়া মনুষ্যগণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব ছায়াকে স্বীয় পত্নী সংজ্ঞা বিবেচনা করিয়া তাহার গর্ভে তৎকালে একটী পুত্র উৎপাদন করিলেন, ঐ পুত্র সাবর্ণি মনু নামে বিখ্যাত হইবেন। সংজ্ঞাদেবী কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র যমের প্রতি তাদৃশ স্নেহ করিতেন না। সূর্য্যপুত্র যম কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি মাতার স্নেহ বশত দত্ত অলঙ্কারাদি সহ্য করিতে না পারিয়া বাল্যতা নিবন্ধন এবং ভবিতব্যতার দুর্নিবার্য্যতাহেতু ক্রুদ্ধ হইয়া ছায়াকে চরণ দ্বারা আঘাত করিলে পর ছায়াও ক্রোধ দ্বারা হতজ্ঞান হইয়া যমরাজকে অভিসম্পাত করিলেন। যমরাজ মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে পিতা সূর্য্য-দেবের নিকট সমস্ত মাতৃদত্ত শাপের কথা বিজ্ঞাপন করিলেন, হে পিতঃ! মাতা সকল পুত্রের প্রতি সমভাবে স্নেহ করিয়া থাকেন, ইহাই নিয়ম; কিন্তু আমাদিগের মাতা আমাদিগের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন; সেহেতু আমি চরণ উঠাইয়াছি, আপনি আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করুন। হে দেবপতে! হে তাপদাতৃশ্রেষ্ঠ! আমি জননী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, হে গোপতে! আপনার প্রসাদে আমার চরণ পতিত না হউক। সূর্য্যদেব বলিলেন, হে পুত্র! নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কোন অনির্ব্বচনীয় ভবিতব্যতা কারণ জানিবে; যেহেতু তুমি ধর্ম্মজ্ঞানী এবং সত্যবাদী, তোমাতেও ক্রোধ প্রবিষ্ট হইয়াছে।১—২০। হে পুত্র! আমি তোমার জননীর বাক্য মিথ্যা করিতে সমর্থ হইব না, কৃমিগণ মাংস গ্রহণ করিয়া পৃথিবী মধ্যে গমন করিবে, তাহার বাক্য সিত্য ঘটিবে, তুমিই তাহাদিগের রক্ষাকর্ত্তা হইবে। সূর্য্যদেব ক্রোধান্বিত হইয়া ছায়াদেবীকে বলিলেন, পুত্রগণ সকলেই সমান, তুমি কি নিমিত্ত কনিষ্ঠের প্রতি অধিক স্নেহ করিয়া থাক, তাহা আমার নিকট বল। ছায়া-সতী সূর্য্যদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এ বিষয়ের মর্ম্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। সূর্য্যদেব ছায়ার বাক্য শ্রবণ করত ক্রুদ্ধচিত্তে বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলেন। ত্বষ্টাও সূর্য্যদেবকে সমাগত দেখিয়া যথোচিত পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট করত, দগ্ধ করিতে অভিলাষী সূর্য্যদেবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, আপনার প্রখর কিরণ দ্বারা সংজ্ঞা দগ্ধ হইয়াছে, অতএব আপনার এতাদৃশ প্রখর তেজঃস্বরূপ রূপ প্রকাশ করা উচিত নহে। হে গোপতে! আপনার প্রখর রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া মাননীয়া যোগযুক্তা সংজ্ঞা-সতী যোগাবলম্বনে ঘোটকীরূপ ধারণপূর্ব্বক উত্তম নবতৃণযুক্ত বনময়-দেশে বসতি করিতেছে। হে দেববর! যদি আপনি আমার প্রতি অনুকূল হন, তাহা হইলে আমি আমার অভিপ্রেত, নূতন, অত্যন্ত কমনীয় আপনার রূপ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। ত্বষ্টার বাক্য শ্রবণ করত সূর্য্যদেবের ক্রোধ দূরীভূত হইল। মুনিবর বিশ্বকর্ম্মা শাণযন্ত্রে আরোহণ করাইয়া সূর্য্যদেবের প্রখরতর কিরণ-সমূহকে ন্যূন করিয়া দিলেন। তদনন্তর তেজের হ্রাস হওয়াতে অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত সূর্য্যদেবের রূপ মুনিবর ত্বষ্টা অত্যন্ত মনোহর করিয়া দিলেন, তৎকালে ঐ রূপ সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। তদনন্তর সূর্য্যদেব যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ ভার্য্যা সংজ্ঞাকে দর্শন করিলেন। তেজ এবং নিয়ম দ্বারা সর্ব্ব-প্রাণীর অধর্ষণীয় অশ্বশরীর অবলম্বনপূর্ব্বক সূর্য্যদেব মৈথুন করিবার অভিলাষে, পরপুরুষ-শঙ্কাহেতু মৈথুন করিতে অনিচ্ছুক সংজ্ঞার নিকট গমন করিলেন। ২১—৩০। হে মুনিবর! তদনন্তর সূর্য্যদেব সংজ্ঞা-সতীর মুখবিবর এবং নাসিকারন্ধ্র দ্বারা শুক্র নিক্ষেপ করিলেন, ঐ শুক্র হইতে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার নামক দেবদ্বয়ের জন্ম হইল। ঐ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অপর দুইটী নাম নাসত্য এবং দস্র জগতে বিখ্যাত হইল, সূর্য্যদেব ঐ পুত্রদ্বয়কে সাতিশয় মনোহর রূপ দর্শন করাইলেন। সংজ্ঞা সতী নিজ পতি সূর্য্যদেবকে সাদরে দর্শন করত অত্যন্ত হর্ষযুক্তা হইলেন। ধর্ম্মরাজ-যমও মাতার নিকট অপরাধ করিয়া সাতিশয় কাতর চিত্তে প্রজাবর্গকে ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং অত্যন্ত দীপ্তিযুক্ত ধর্ম্মরাজ যম স্বীয় কৃত কর্ম্ম দ্বারা পিতৃগণের এবং দিক্‌পালগণের "আধিপত্য" লাভ করিলেন। তপঃপরায়ণ সাবর্ণি মনু প্রজাপতি হইলেন; সবর্ণিক মন্বন্তর উপস্থিত হইলে তিনি মনু হইবেন। ভাবী মনু প্রভু ছায়াপুত্র সাবর্ণি, মার্গশূন্য সুমেরুপর্ব্বতে অবস্থিতিপূর্ব্বক অদ্যাবধি উৎকট তপস্যা করিতেছেন। সাবর্ণি-সহোদর শনিও গ্রহ-শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মাও ঐ সূর্য্য তেজ দ্বারা বিষ্ণুচক্র প্রস্তুত করিলেন; ঐ ত্বষ্টৃনির্ম্মিত চক্র দানবগণের বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া রণক্ষেত্রে অপ্রতিহত-শক্তি-যুক্ত হইলেন, যম এবং সাবর্ণি মনুর ভগিনী যুবতী যশস্বিনী যম-কন্যা যমুনা ত্রিভুবন পবিত্র-কারিণী নদীশ্রেষ্ঠা হইলেন। ছায়াপুত্রকে ইহলোকে মনু এবং সাবর্ণি বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বৈবস্বতমনু, সূর্য্য, যম, সাবর্ণিক মনু এবং যমুনার উৎপত্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণ করে এবং হৃদয়ে ধারণ করে, সে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়াও মুক্তি লাভ করে এবং অত্যন্ত মহৎকীর্ত্তি-ভাগী হয়। ৩১—৪১।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনক মুনির নিকট সূত বলিলেন, বৈবস্বত মনুর নয়টী পুত্র বৈবস্বতমনুর তুল্য গুণবান্ হইয়াছিল। ইক্ষাকু, শিবি, নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, করূষ এবং প্রিয়ব্রত, বিবস্বান্ মনুর এই নয়টী পুত্র জানিবেন। পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে প্রজাপতি বৈবস্বত মনু পুত্রকামী হইয়া পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈবস্বত মনুর যজ্ঞবেদীমধ্য হইতে দিব্যবস্ত্রধারিণী, দিব্যালঙ্কার ভূষিতদেহা এবং দিব্যশরীরিণী, অত্যন্ত বিখ্যাত ইড়ানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইলেন। দণ্ডধারী মনু ঐ সুন্দরী কন্যাকে "হে ইড়ে।" এইরূপ সম্বোধন করিয়া আহ্বান করিলেন। আপনি "আমার অনুগমন করুন।" পুত্রাভিলাষী প্রজাপতি বৈবস্বত মনুকে ইড়া-রমণী ধর্ম্মযুক্ত এই বাক্য বলিলেন। "হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আমি মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব আমি মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের নিকট গমন করিব, তাহাতে আমার কোন পাপ হইবে না।" সেই সুন্দরী রমণী, বৈবস্বত মনুকে এইরূপ বলিয়া মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের নিকটে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদিগের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আপনারা বলুন, আমি আপনাদিগের কি কার্য্য করিব? ইড়ার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় ইড়া-সতীকে বলিলেন, হে সুন্দরি! হে ধর্ম্মজ্ঞে! হে সুশ্রোণি! তোমার এরূপ প্রণয়, দমগুণ এবং সত্য-ব্যবহার দ্বারা আমরা উভয়ে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। হে মহাভাগ্যবতি! আমাদিগের উভয়ের তুমি খ্যাতিলাভ করিবে, তুমিই বৈবস্বত মনুর পুত্র হইবে। ১—১০। তুমিই সুদ্যুম্ন এই নামে অভিহিত, ত্রিভুবনে বিখ্যাত, সকল লোকের প্রিয় এবং ধর্ম্মশীল মনুর বংশবৃদ্ধিকারী পুত্র হইবে। সেই ইড়া সুন্দরী মিত্রাবরুণ দেবদ্বয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতার নিকট সমাগত হইলেন। চন্দ্রাত্মজ বুধও অন্তর পাইয়া, মৈথুন করিবার নিমিত্ত ইলাকে আহ্বান করিলেন। সোমপুত্র বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবা নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিল; সেই ইলাসুন্দরী পুরূরবা নামক পুত্র প্রসব করিয়া সুদ্যুম্ন হইলেন। সুদ্যুম্নের অত্যন্ত ধর্ম্মশীল তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগের নাম,—উৎকল, গয় এবং বীর্য্যবান্ বিনতাশ্ব। হে বিপ্রাগ্রগণ্য! উৎকলের উৎকল নামক দক্ষিণদিক্, বিনতাশ্বের পশ্চিমদিক্, হে মুনিবর! গয়নামক পুত্রের গয়ানামে পূর্ব্বদিক্ জানিবেন। হে মুনিবর! সূর্য্যের আজ্ঞানুসারে বৈবস্বত মনু পৃথিবীকে দশভাগ করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষাকু মধ্যদেশ গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠের আদেশানুসারে ঐ মধ্যদেশ ইক্ষাকুনগর হইয়াছিল। তদনন্তর সুদ্যুম্ন ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছিলেন। হে মুনিবর! বৈবস্বত মনুর পুত্র কন্যা-পুত্র-চিহ্নধারী মহাযশস্বী সুদ্যুম্ন রাজ্যলাভ করিয়াও পুরূরবাকে প্রদান করিলেন। নরিষ্যন্তের বহুপুত্র শকগণ জানিবেন। নাভাগের বৃষ্ণিবংশীয় অম্বরীষ নামে পুত্র হইয়াছিল। ঐ অম্বরীষ বাহ্লীকদেশে বসতি করিয়াছিলেন। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে বিখ্যাত পুত্র এবং সুকন্যানামে কন্যা, এই মিথুন জন্মিয়াছিল। ঐ সুকন্যানাম্নী কন্যা চ্যবনের পত্নী হইয়াছিলেন। আনর্ত্তের মহাতেজস্বী রেব নামে পুত্র হইয়াছিল। ১১—২১। আনর্ত্তদেশে কুশস্থলী নামে রেবরাজার পুরী ছিল। রেবরাজার ককুদ্মী এবং রৈবতনামে বিখ্যাত পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার সেই জ্যেষ্ঠপুত্র কুশস্থলী নামক রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ কন্যার সহিত ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণের গান শ্রবণ করিতে করিতে মুগ্ধ হইয়া, বহুশত যুগ অতীত হইলেও অজ্ঞান বশতঃ মুহূর্ত্তের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলেন। রৈবতরাজা ব্রহ্মলোক হইতে যুবাবস্থাতেই আগমন করিয়া দেখিলেন, নিজ রাজধানী যাদবগণকর্ত্তৃক আবৃত, অধুনা দ্বারবতী নামে বিখ্যাত, বহুদ্বার-শোভিত, মনোহর এবং বাসুদেব প্রভৃতি ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশীয় মহা পুরুষগণকর্ত্তৃক রক্ষিত। ইহা জানিতে পারিয়া, বহুশত যুগ অতীত হইয়াছে জানিতে পারিলেন এবং ঐ রৈবতরাজা রেবতীনাম্নী নিজ কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ বলদেবকে প্রদান করত তপস্যা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, সুমেরুপর্ব্বতের শিখরদেশে গমন করিলেন। শৌনকের নিকট সূত বলিলেন, ককুদ্মী রৈবতরাজা ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলে তাঁহারা জরা, ক্ষুধা, পিপাসা এবং মৃত্যুভয় কিছুই ছিল না। ব্রহ্মার নিকটে গত ককুদ্মী রৈবতরাজার সেই কুশস্থলী নাম্নী পুরী পুণ্যজন এবং ভয়ানক রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। সেই ধার্ম্মিকবর রৈবতরাজার একশত পুত্র হইয়াছিল। সেই মহাত্মার মহৎ বংশ দশদিগ্বিভাগে গমন করিয়াছিল। রৈবতরাজার বংশজাত ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়গণ সকল দিগ্বিভাগে গমন করিলেন। নাভাগ ও রিষ্টের যে দুই পুত্র হইয়াছিল, তাহারা উভয়ে ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়াছিল। করূষের পুত্র কারূষ নামে বিখ্যাত ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধদুর্ম্মদ হইয়াছিল। কারূষনামক ক্ষত্রিয়গণের একটী পুত্র বিখ্যাত হইয়াছিল, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। হে মুনিবর! কারূষপুত্র পৃষধ্র গুরুদেবের গোসমূহ হিংসা করিয়া, অভিশাপ প্রভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈবস্বত মনুর নয়টীপুত্রের বৃত্তান্ত এই কীর্ত্তিত হইল। হে বিপ্রাগ্রগণ্য! বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষাকু নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঐ ইক্ষাকু রাজার বহুদক্ষিণ দাতা একশত পুত্র হইয়াছিল। ঐ একশত পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র বিকুক্ষি নামে বিখ্যাত, অযোধ্যা-রাজ্যে রাজা হইয়াছিল। ঐ অযোধ্যাপতি বিকুক্ষি রাজার শকুনি প্রভৃতি পঞ্চাশটী পুত্র ক্ষত্রিয়গণ

উত্তরাপথ নামক দেশের রক্ষাকর্ত্তা হইলেন। বিকুক্ষি-রাজা শ্রাদ্ধকার্য্য উদ্দেশে শশমাংস আহরণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ না করিয়াই ঐ শশমাংস ভক্ষণ করিয়া শশাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। বিকুক্ষি-জনক ইক্ষাকু-মহারাজ বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুসারে অযোধ্যাপতি বিকুক্ষিপুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন। ইক্ষাকুরাজা নিজেই অযোধ্যা-রাজ্যে অধিপতি হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বিকুক্ষি অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অয়োধরাজার পুত্র শৌর্য্যসম্পন্ন ককুৎস্থ-নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঐ ককুৎস্থ-রাজার অরিমান্ত নামে পুত্র হইয়াছিল। ঐ অরিনস্তস্-রাজার পুত্র পৃথু নামে বিখ্যাত ছিলেন। পৃথুরাজার পুত্র বিষ্টরাশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন, বিষ্টরাশ্বের পুত্র ইন্দ্র নামে বিখ্যাত। ইন্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের শ্রাব ও শ্রাবরাজার শ্রাবস্ত নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। যে শ্রাবস্তরাজা শ্রাবস্তীনামে পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তরাজার পুত্র মহাযশস্বী বৃহদশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন। বৃহদশ্বরাজার পুত্র ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কুবলাশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন। যে নৃপতিশ্রেষ্ঠ কুবলাশ্ব ধুন্ধু-দৈত্যকে বিনাশ করিয়া, ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কুবলাশ্ব রাজার ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য একশত পুত্র হইয়াছিল। একশত পুত্রকে পিতা কুবলাশ্ব রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তদনন্তর রাজা কুবলাশ্ব পুত্রগণে নিজ সম্পত্তি বিভক্ত করিয়া, বনপ্রবেশ করিয়াছিলেন। ২২—৪২। বনগমনোদ্যত রাজা-কুবলাশ্বকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উতঙ্ক বনগমন করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, মহারাজ শ্রবণ করুন, এই পৃথিবীকে আপনিই রক্ষা করিবেন। হে রাজন্! মহাত্মা আপনাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে, এ পৃথিবী উদ্বেগশূন্য হন, অতএব আপনি বনে গমন করিবেন না। আমার আশ্রমভূমি-সমীপে যে সকল সমান মরুভূমি আছে, তাহার মধ্যে মধুনামক দৈত্যবরের পুত্র, বলদর্পে গর্ব্বিত, অত্যন্ত ভয়ানক, বৃহৎকায়, অত্যন্ত বলবান্, ধুন্ধু নামে দানব অত্যন্ত ভয়ানক তপস্যা দ্বারা দেবগণের অবধ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া, সমুদ্রের বালুকাপূর্ণ ভূমির মধ্যে বালুকা দ্বারা শরীর অন্তর্হিত করত সমস্ত লোকের বিনাশ করিবার অভিলাষে অবস্থিতি করিতেছে। দৈত্যবর ধুন্ধু এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া থাকে; যখন সেই ধুন্ধু নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, তৎকালে এই পৃথিবী পর্ব্বত এবং বনের সহিত কম্পিত হন। ঐ দৈত্যবরের নিশ্বাসবায়ু দ্বারা অত্যন্ত বৃহৎ ধূলিরাশি সূর্য্যদেবের গমনাগমন-পথ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করত উত্থিত হয়, সপ্তাহ ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হইতে থাকে, অত্যন্ত ভয়ানক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, অঙ্গার, ধূলিরাশি উত্থিত হয়। হে নরপতে! সেই ধুন্ধুদৈত্যভয়ে নিজ আশ্রমভূমিতে বাস করিতে পারি না জানিবেন। ৪৩—৫০। হে মহাবাহো! লোকগণের হিতকামনায় সেই দৈত্যরাজকে আপনি নিবারণ করুন। আপনি সেই দৈত্যবরকে বিনাশ করিলে পর সমস্ত লোক সুস্থ হউক। হে পৃথিবীপতে! আপনিই তাহার বিনাশ করিবার যোগ্যপাত্র। হে নিষ্পাপ! পূর্ব্বযুগে ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন, ভগবান্ বিষ্ণু নিজের তেজ দ্বারা আপনার তেজ বর্দ্ধিত করিবেন। ইহলোকে প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিলেই অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয়, ইহা দেখা যাইতেছে। অরণ্যে বাস করিয়া, তাদৃশ ধর্ম্ম দেখা যায় না। হে রাজন্! আপনার অরণ্যবাসে বুদ্ধি না হউক। হে রাজেন্দ্র! রাজগণের প্রজাপালনের তুল্য কোন ধর্ম্মই হইবে না। প্রজাবর্গের পালন করিয়া যেরূপ ধর্ম্ম পূর্ব্বকালে রাজর্ষিগণ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাদৃশ ধর্ম্ম অন্য কোন কার্য্য দ্বারা উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই। মহাত্মা উতঙ্ক মুনি, রাজ-শ্রেষ্ঠ কুবলাশ্বকে এইরূপ বলিলেন. রাজর্ষি কুবলাশ্ব ধুন্ধুদৈত্যের বিনাশ-সাধন নিমিত্ত উতঙ্কমুনিকে আপনার পুত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, হে দ্বিজবর! আমার এই পুত্র নিশ্চয়ই ধুন্ধুদৈত্যকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। একথা বলিয়া নৃপবর কুবলাশ্ব ধুন্ধুদৈত্যকে বিনাশ করিতে নিজ-পুত্রকে আদেশ করিয়া তপস্যা করিতে বন গমন করিলেন। কুবলাশ্ব রাজা উতঙ্কমুনির সহিত ধুন্ধুদৈত্যের নিগ্রহ করিবার অভিলাষে সমুদ্রকূলে গমন করিলেন; তৎকালে জগদীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু নিজ তেজ দ্বারা কুবলাশ্ব-শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। উতঙ্কমুনির আদেশানুসারে প্রজাগণের হিতাভিলাষে দুর্দ্ধর্ষ কুবলাশ্বপুত্র ধুন্ধুদৈত্যকে বিনাশ করিতে নির্গত হইলে পর আকাশে বৃহৎ শব্দ হইতে লাগিল। শ্রীযুত কুবলাশ্ব রাজার পুত্র ধুন্ধুদৈত্যের নিধনকারী হইবে। দেবগণ আকাশ হইতে কুবলাশ্ব-পুত্রের চতুর্দ্দিকে দিব্যমাল্যসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ৫১—৬০। সেই জয়িশ্রেষ্ঠ রাজা কুবলাশ্ব পুত্রগণের সহিত সমুদ্রকূলে উপগত হইয়া সমুদ্রের বালুকাময় ভূমির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদ্রকে খনন করিতে লাগিলেন। হে বিপ্রর্ষে! সেই রাজা কুবলাশ্ব নারায়ণের তেজ দ্বারা বর্দ্ধিত, অত্যন্ত তেজস্বী এবং প্রচুর বলবান্ হইলেন। হে ব্রহ্মন্! কুবলাশ্ব রাজার পুত্রগণ সমুদ্র খনন করিতে করিতে বালুকার মধ্যবর্ত্তী হওত, ধুন্ধুদৈত্য পশ্চিম দিক্ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। ধুন্ধুর মুখ হইতে এতাদৃশ অগ্নি নির্গত হইতেছে, বোধ হয় যেন সমস্ত লোককে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে; তাহার শরীর হইতে এরূপ জলরাশি বেগে পতিত হইতে লাগিল, বোধ হয় যেন সমুদ্র চন্দ্রোদয়ে উচ্ছলিত হইতেছে। ধুন্ধুর মুখনির্গত অগ্নি দ্বারা কুবলাশ্ব রাজার সাতানব্বইটী পুত্র দগ্ধ হইয়া গেল। হে বিপ্রেন্দ্র! কুবলাশ্ব রাজার পুত্রগণ দগ্ধ হইলে পর বিপ্রগণ-বিনাশকারী ধুন্ধুকে মহা-

জো রাজা কুবলাশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। নরপতি কুবলাশ্ব অগ্নিবাণ দ্বারা ধুন্ধুদৈত্যের জলস্রোত পান করত বরুণবাণ দ্বারা ধুন্ধুর মুখ-নির্গত অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন। কুবলাশ্ব রাজা, বৃহদ্দেহ জলমধ্যচারী সেই ধুন্ধু-রাক্ষসকে নিহত করিয়া উতঙ্কমুনিকে স্বকৃত দুষ্কর কার্য্য দর্শন করাইলেন। হে মুনিবর! উতঙ্কমুনি, কুবলাশ্ব রাজাকে বরদান করিলেন। অক্ষয় ধনরাশি দান করিলেন, শত্রুগণকর্ত্তৃক কদাচ পরাজয় হইবে না, এরূপ বরদান করিলেন। নিরন্তর ধর্ম্মকার্য্যে বুদ্ধি এবং পরকালে অক্ষয় স্বর্গবাস এ সমস্ত বরদান করিয়া কুবলাশ্বের যে সমস্ত পুত্র ধুন্ধু রাক্ষসকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকেও অক্ষয়লোক প্রদান করিলেন। কুবলাশ্বের যে তিনটী পুত্র হতাবশিষ্ট ছিল, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃঢ়াশ্ব, হংসাশ্ব মধ্যমপুত্র এবং কনিষ্ঠপুত্র কপিলাশ্ব জানিবেন। ধুন্ধুমারের পুত্র দৃঢাশ্বের পুত্র হর্য্যশ্ব। ৬১—৭১। হর্য্যশ্বের পুত্র সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ নিকুম্ভ নামে বিখ্যাত ছিল। যুদ্ধকার্য্যে নিপুণ নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব নামে বিখ্যাত ছিল। সংহতাশ্বের পুত্র অকৃশাশ্ব এবং কৃতাশ্ব নামে হইয়াছিল। সংহতাশ্বের হৈমবতী নামে অত্যন্ত বিখ্যাত কন্যা জন্মিয়াছিল। হৈমবতীর প্রসেনজিৎ নামক পুত্র গৌরী-নাম্নী পতিব্রতা পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। পতির অভিশাপে গৌরী বাহুদা-নদী হন। তাঁহার পুত্র প্রবল-প্রতাপান্বিত যুবনাশ্ব রাজা ত্রিভুবনে বিখ্যাত। মহারাজ মান্ধাতা যুবনাশ্বের পুত্র, শশবিন্দু-কন্যা চৈত্ররথী মান্ধাতার পত্নী। অসাধারণ সুন্দরী অযুত সংখ্যক সহোদরগণের জ্যেষ্ঠা সতী শশবিন্দুর পত্নী। মহারাজ মান্ধাতা নিজ পত্নীগর্ভে দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন;—প্রথম ধর্ম্মপরায়ণ পুরুকুৎস, দ্বিতীয় ধার্ম্মিক মুচুকুন্দ। পুরুকুৎসের পুত্র মহীপতি ত্রসদস্যু নামে বিখ্যাত ছিলেন। ত্রসদস্যু-রাজার নর্ম্মদা-গর্ভে সম্ভূত নামে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ত্রসদস্যু-রাজার শত্রুগণ-বিনাশকারী ত্রিধন্বা নামে পুত্র হইয়াছিল। ত্রিধন্বা-রাজার বিদ্বান্ ত্রয্যারুণি নামক নরপতি পুত্র ছিল। মহারাজ ত্রয্যারুণির সত্যব্রত নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র হইয়াছিল। মহাত্মগণকর্ত্তৃক পঠ্যমান বিবাহমন্ত্রসমূহের ত্রয্যারুণি পুত্র সত্যব্রত বিঘ্ন করিয়াছিল, যে সত্যব্রত বলপূর্ব্বক কামাধীন মোহপ্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মদগর্ব্ব বশতঃ অপর ব্যক্তির পূর্ব্বে কৃত-বিবাহ পত্নীকে হরণ করিয়াছিল এবং কোন পুরবাসীরও কন্যাকে কামানুরক্ত হইয়া হরণ করিয়াছিল। মহারাজ ত্রয্যারুণি অধর্ম্মসঙ্গী পুত্রকে পরিত্যাগ করত ক্রুদ্ধচিত্তে বারংবার বলিলেন, রে তুই বিনাশ প্রাপ্ত হ। সত্যব্রত পিতাকে তৎকালে বলিলেন, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি কোথায় গমন করিব? ৭২—৮৪। সেই বীর সত্যব্রত, পিতাকে এ কথা বলিয়া পিতাকর্ত্তৃক ত্যক্ত হওয়াতে চণ্ডাল-পল্লী সমীপে বাস করিলেন; সত্যব্রতের পিতা ত্রয্যারুণি বনগমন করিলেন। হে বিপ্রর্ষে! তদনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র সত্যব্রতের অধর্ম্ম দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া বৃষ্টি করেন নাই। তৎকালে তাঁহার রাজ্যে মহা-তপস্বী বিশ্বামিত্রমুনি নিজ-পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রকূলে বাস করত উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন; বিশ্বামিত্র-পত্নী আপনার ঔরস মধ্যমপুত্রকে গলদেশে বন্ধন করত এক শত স্বর্ণমুদ্রাপণে অবশিষ্ট পুত্রের প্রতিপালন নিমিত্ত বিক্রয় করিয়াছিলেন। হে মহর্ষে! স্বীয় গর্ভজাত বিশ্বামিত্র-তনয়কে গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্র-পত্নীকে বিক্রয় করিতে দেখিয়া মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা সত্যব্রত বিশ্বামিত্র-পুত্রকে বন্ধন হইতে মুক্ত করত বিশ্বামিত্রমুনির তুষ্টি নিমিত্ত এবং দয়া নিমিত্ত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ঐ মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র পুত্র মাতাকর্ত্তৃক গলদেশে বন্ধন করা প্রযুক্ত গালব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৮৫—৯১।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনকমুনির নিকট সূত বলিলেন, তৎকালে সত্যব্রত, বিশ্বামিত্রের প্রতি ভক্তি হেতু কৃপাপরতন্ত্র হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিশ্বামিত্র-পত্নীকে প্রতিপালন করিলেন। হে মুনিবর! বনচারী মৃগসমূহ, বরাহসমূহ এবং মহিষসমূহ বিনষ্ট করিয়া ঐ সমস্ত মাংস বিশ্বামিত্রমুনির আশ্রম-সমীপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পৌরোহিত্য এবং অধ্যাপকতা সম্বন্ধ থাকায় বশিষ্ঠমুনি সত্যব্রতের ক্ষেত্র, গাভী, রাজ্য এবং অন্তঃপুর সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন। সত্যব্রতের বালকতা নিবন্ধন অসদ্ব্যবহার দর্শনে এবং ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্ব হেতু বশিষ্ঠমুনি সত্যব্রতের প্রতি প্রতিদিন অধিকতর কোপান্বিত ছিলেন। যৎকালে সত্যব্রতের পিতা ত্রয্যারুণি স্বীয় ঔরস-পুত্র সত্যব্রতকে পরিত্যাগ করেন, তৎকালে কুলগুরু বশিষ্ঠ বক্ষ্যমাণ কারণ বশতঃ নিবারণ করেন নাই। বৈবাহিক মন্ত্রসমূহের সপ্তপদী-গমনের পর শেষ হয়, কিন্তু সত্যব্রত অজ্ঞান বশতঃ তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সপ্তপদী গমনান্ত কার্য্য করে নাই ইহা জানিবেন। ভার্গবমুনি বশিষ্ঠের নিকট ধর্ম্ম জানিয়াও "তুমি অনুচিত কার্য্য করিয়াছ" ইহা সত্যব্রতকে বলেন নাই। বশিষ্ঠমুনি তৎকালে সত্যব্রতের প্রতি মনে মনে ক্রোধ করিয়াছিলেন। "এ ব্যক্তি "ভগবান্ হউক' এই বুদ্ধি হেতু ভগবান্ 'বশিষ্ঠদেব

সত্যব্রতের প্রতি ক্রোধ করিয়াছিলেন, (মাৎসর্য্য হেতু নহে)। সেই সত্যব্রত পরে বৈবাহিক মন্ত্রের সপ্তপদী-গমনের সীমা ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। সত্যব্রতের প্রতি পিতা অসন্তুষ্ট ছিলেন। পরে পিতা তাঁহাকে ত্যাগ করেন, কিন্তু কুলের নিষ্কৃতি হইবে ভাবিয়া ভগবান্ বসিষ্ঠদেব নিবারণ করেন নাই। ত্রয্যারুণি রাজার মৃত্যুর পর "ইহার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিব" ইহা মুনি-শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ বলিলেন। ১—১০। সেই বলবান্ রাজপুত্র সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া বনবাসী ছিলেন, একদা মাংসের অপ্রতুল হইলে, রাজপুত্র, মহাত্মা বসিষ্ঠদেবের সকল অভিলষিত-বস্তু প্রদানকারিণী গাভীকে দেখিতে পাইলেন। হে মুনিবর! ক্রোধ হেতু, লোভ হেতু এবং শ্রম জন্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দাশধর্ম্ম ক্রান্ত রাজপুত্র সত্যব্রত বসিষ্ঠমুনির সুরভী গাভীকে হত্যা করিয়া, ঐ সুরভী গাভীর মাংস আপনি ভোজন করিলেন এবং আশ্রিত বিশ্বামিত্রমুনির পুত্রকে ভোজন করাইলেন। বসিষ্ঠমুনি সত্যব্রতের কৃত গোহত্যা-ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, আমি লৌহময় ক্রূরতর তৃতীয় শঙ্কু তোর প্রতি নিক্ষেপ করিলাম, যদ্যপি তোর পূর্ব্বকৃত দুইটী শঙ্কু বিনষ্ট হয়, হউক। তোর পিতার অপরিতোষ হেতু একটী শঙ্কু পড়িয়াছে, আমি তোমাদিগের কুলগুরু, আমার গাভীহত্যা করাতে দ্বিতীয় শঙ্কু পতিত হইয়াছে এবং অপ্রোক্ষিত দ্রব্য ভোজন করাতে তৃতীয় তোমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে। ঐ সত্যব্রতকে বসিষ্ঠদেব ত্রিশঙ্কু এই কথা বলিলেন, তদবধি ঐ সত্যব্রত ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হইলেন। বিশ্বামিত্রমুনি আগমন করিয়া, সত্যব্রত স্বীয় ভার্য্যা প্রভৃতির প্রতিপালন করিয়াছে, ইহা শ্রবণ করত তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া, অধুনা ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত সত্যব্রতকে বর দান করিতে উদ্যত হইলেন। নৃপাত্মজ সত্যব্রত বিশ্বামিত্রমুনির বরলাভে উৎসুক হইয়া বর প্রার্থনা করিলেন। বিশ্বামিত্রমুনি দ্বাদশবৎসর-ব্যাপী অনাবৃষ্টি-ভয়াক্রান্ত সত্যব্রত রাজপুত্রকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যাগযজ্ঞ করাইলেন। বিশ্বামিত্রমুনি ও দেবগণ সত্যব্রত রাজপুত্রের প্রতি কুপিত হইলেও এবং বসিষ্ঠদেবের ক্রোধ সত্ত্বেও ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত সত্যব্রতকে সশরীরে স্বর্গারোহণ করাইলেন। কেকয়-বংশজাতা সত্যরথানাম্নী সত্যব্রতপত্নী পাপশূন্য হরিশ্চন্দ্র নামক পুত্র প্রসব করিলেন। ১১—২০। ত্রিশঙ্কু-তনয় হরিশ্চন্দ্র রাজা বহুসংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সম্রাট্ হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত নামে বিখ্যাত ছিলেন, রোহিতের পুত্র বৃক নামে বিখ্যাত, বৃক হইতে বাহু নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হৈহয়গণ এবং তালজঙ্ঘ নামক দৈত্যগণ সেই বাহু রাজাকে নিজরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল। সেই ধার্ম্মিক বাহুরাজা শক্ত হইলেও আপনার নিমিত্ত ঐ সমস্ত দৈত্যগণকে বিনষ্ট করেন নাই হে বিপ্রবর! যেহেতু বাহুরাজা অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন তাঁহার হিংসা-কার্য্যে মতি ছিল না। বাহুরাজ দৈত্যগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ঔর্ব্বমুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক ভার্গবমুনিকর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে বিষের সহিত সগর নামে পুত্র উৎপাদন করিলেন। বাহুপুত্র সগররাজা ভার্গবমুনির নিকট আগ্নেয় অস্ত্র লাভ করিয়া স্বীয় রাজ্যে গমনপূর্ব্বক তালজঙ্ঘ এবং হৈহয়গণকে পরাভূত করিলেন এবং শক নামক ম্লেচ্ছ, বহুদক নামক ম্লেচ্ছ, পারদাত নামক ম্লেচ্ছ ও খশ নামক ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিলেন। সূতের নিকট শৌনক মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতপুত্র! সগররাজা কি নিমিত্ত বিষের সহিত জন্মগ্রহণ করিলেন এবং কিরূপেই বা ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, ইহা আমার নিকট বিস্তৃতরূপে বল। শৌনক মুনির নিকট সূতনন্দন উগ্রশ্রবা বলিলেন, পূর্ব্বকালে পরীক্ষিৎকুমার জনমেজয় মহারাজ, বৈশম্পায়ন মুনির নিকট এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; হে মুনিবর! বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ বলিতেছি, আপনি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। জনমেজয় বলিলেন, হে বৈশম্পায়ন মুনে! সগররাজা কি নিমিত্ত বিষের সহিত জন্মিয়াছিলেন, কিরূপেই বা নৃপগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, ইহা আমার নিকট বলুন। বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে তাত! হে নরপতে! অত্যন্ত ব্যসনশীল বাহুরাজার রাজ্য শকগণের সহিত হৈহয়গণ এবং তালজঙ্ঘগণ হরণ করিয়াছিল। হে মহারাজ! যবনগণ, পারদগণ, কাম্বোজগণ এবং পহ্লবগণ, হৈহয়গণের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। ২১—৩০। সেই বাহুরাজা রাজ্য অপহৃত হইলে পর, দুঃখিতান্তঃকরণে পত্নীর সহিত বনগমন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। বাহুরাজার যদুবংশজাতা গর্ভবতী পত্নী অনুগমন করিতে উদ্যুক্তা হইলেন। বাহুপত্নী যাদবীকে তাঁহার সপত্নী ঈর্ষান্বিত হইয়া পূর্ব্বে বিষপান করাইয়াছিল। হে মহারাজ! বাহুরাজার ভার্য্যা যাদবী স্বামীর নিমিত্ত চিতা প্রজ্বলিত করত ঐ চিতাতে আরোহণ করিতে উদ্যুক্তা হইলেন দেখিয়া, ভৃগুকুলতিলক ঔর্ব্বমুনি দয়াপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে চিতারোহণ করিতে নিষেধ করিলেন। ঔর্ব্বমুনির আশ্রমপদে বিষের সহিত বাহুপত্নীর গর্ভ নিঃসৃত হইল, হে মহাবাহো! ঐ গর্ভে সগররাজা উৎপন্ন হইলেন। হে মহাভাগ! মহাত্মা ঔর্ব্বমুনি সগররাজার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার করিয়া নিখিল বেদশাস্ত্র অধ্যাপনানন্তর অমরগণেরও অসহ্য আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন। বাহুরাজকুমার সগর ঔর্ব্বমুনিদত্ত আগ্নেয় অস্ত্রের বল

দ্বারা, নিজ বাহুবল দ্বারা এবং অভ্যস্ত অস্ত্রের বল দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হইয়া হৈহয়গণকে অতি শীঘ্র বিনষ্ট করিলেন এবং কীর্ত্তিমৎশ্রেষ্ঠ ঐ সগররাজা ত্রিভুবনে অসাধারণ কীর্ত্তি লাভ করিলেন। হৈহয়গণের বিনাশের পর, শকগণ, যবনগণ, কাম্বোজগণ এবং পহ্লবগণ সগররাজাকর্ত্তৃক আহত হইয়া বসিষ্ঠ মুনির শরণাপন্ন হইল। মহাতেজস্বী বসিষ্ঠ মুনি প্রতিজ্ঞা দ্বারা শক প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান করত সগররাজাকে নিবারণ করিলেন। সগররাজা স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক গুরুদেব বসিষ্ঠের বাক্য শ্রবণানন্তর শক প্রভৃতিকে প্রাণে বিনষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং স্থানান্তরিত করত কেশের পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। ৩১—৪০। মহাত্মা সগররাজা শকগণের মস্তকের অর্দ্ধভাগ মুণ্ডন করিয়া সমুদ্রপারে তাড়াইয়া দিলেন, যবনদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলেন, কাম্বোজগণেরও সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলেন এবং পারদগণকে শ্মশ্রুধারী করিলেন। উহাদিগের বেদাধ্যয়নে অধিকার রহিত করিলেন, বষট্‌কারাদি মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিলেন। হে তাত। সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়-সন্তানকে পূর্ব্বকালে সগররাজা ধর্ম্মহীন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মানুসারে জয়শীল সেই সগররাজা এই সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত অশ্বসংস্কার করিলেন। পূর্ব্বদক্ষিণ-সমুদ্রতীরে সংস্কৃত অশ্বকে বিচরণ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে পর, সগররাজার সংস্কৃত অশ্ব সমুদ্রের তীরভূমি হইতে ইন্দ্রকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া পাতালপুরীমধ্যে নীত হইল। সগররাজা পুত্রগণ দ্বারা সেই দেশকে খনন করাইলেন। সগরপুত্রগণ মহাসমুদ্রকে খনন করিতে করিতে বিশ্বরূপী আদিপুরুষ মুনিবর কপিলদেবকে প্রাপ্ত হইলেন। তপস্যায় নিমগ্নচিত্ত কপিলদেব তপোভঙ্গ হওয়াতে জাগরিত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে যে ক্রোধানল বহিষ্কৃত হইল, তাহা দ্বারা ষাট হাজার সগরসন্তান দগ্ধ হইয়া গেল, চারিটী মাত্র অবশিষ্ট রহিল। অবশিষ্ট চারিটী পুত্রের নাম, হর্ষকেতু, সুকেতু, তৃতীয় ধর্ম্মরত এবং বলবান্ পঞ্চজন চতুর্থ। এই চারিটী সন্তান সগররাজার বংশ রক্ষা করিল। ভগবান্ বিষ্ণু সগররাজাকে পাঁচটী বর প্রদান করিলেন,—বংশবৃদ্ধি, অত্যন্ত বুদ্ধিশক্তিবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি, সমুদ্রকে পুত্রভাবে প্রাপ্তি এবং বিপুল ধনসম্পত্তি। সগররাজা কর্ত্তৃক খাত হওয়াতে সরিৎপতি সমুদ্র তদবধি সাগর নামে বিখ্যাত হইলেন এবং সগররাজাও সমুদ্র হইতে সেই অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্বকে পাইলেন। মহাযশস্বী সগররাজাও তদনন্তর একশত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলেন। ৪১—৫১। শৌনকমুনি সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সগররাজার বীর্য্যবান্ ষাটহাজার পুত্রগণ কিরূপে মহাবল-পরাক্রান্ত হইয়াছিল এবং কি কার্য্য করিয়াই বা অত্যন্ত বিক্রান্ত হইয়াছিল, হে সূতনন্দন! তুমি তাহা আমার নিকট বল। সূত, শৌনকমুনির নিকট বলিলেন, সগররাজার তপস্যা দ্বারা হতপাপা দুই পত্নী ছিল। ঔর্ব্ব-মুনি সন্তুষ্ট হইয়া, সগর-ভার্য্যাদ্বয়কে বরদান করিতে উদ্যত হইলেন। সগর-রাজার এক পত্নী অত্যন্ত বলবান্ ষাট-হাজার পুত্র-প্রার্থনা করিলেন এবং সগর-রাজার দ্বিতীয় পত্নী বর পাইয়া, বংশবৃদ্ধিকর একটীমাত্র পুত্র প্রার্থনা করিলেন। সগররাজার যে প্রথমা পত্নী লুব্ধ হইয়া বলবান্ বহু পুত্র গ্রহণ করিলেন, সেই প্রথমা সগর-পত্নী বীজপরিপূর্ণ একটী অলাবু প্রসব করিলেন। তদনন্তর ধাত্রীগণ ঐ সকল সন্তানকে পৃথক্ করিয়া ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ষাটহাজার সগরকুমারগণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, মাতা পিতার প্রীতিবৃদ্ধি করিতে লাগিল। কপিলমুনির নেত্র-বহ্নি দ্বারা দগ্ধ মহাত্মা সগর-পুত্রগণের মধ্যে অবশিষ্ট পঞ্চজননামক সগরপুত্র রাজা হইয়াছিল। সগরপুত্র পঞ্চজননামক ক্ষিতিপতির অংশুমান্ নামে বীর্য্যবান্ পুত্র হইয়াছিল। অংশুমান্-রাজার পুত্র দীলিপ, দীলিপের পুত্র ভগীরথ, যে রাজা ভগীরথ সরিদ্বরা ভগবতী গঙ্গাকে হিমালয় হইতে নামাইয়া সমুদ্রে সঙ্গত করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাকে কন্যাপদে কল্পনা করিয়াছিলেন, এ কারণ গঙ্গার একটী নাম ভাগীরথী জানিবেন। ভগীরথ-রাজার শ্রুতসেন নামে বিখ্যাত পুত্র হইয়াছিল। শ্রুতসেনের পুত্র পরমধার্ম্মিক নাভাগ নামে বিখ্যাত। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ নামে বিখ্যাত ছিল। সিন্ধুদ্বীপরাজার পুত্র বীর্য্যবান্ অযুতাজিৎ। ৫২—৬১। অযুতাজিৎরাজার পুত্র মহাযশস্বী ঋতুপর্ণ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঋতুপর্ণরাজা অদ্ভুত পাশক্রীড়ায় নিপুণ এবং বিখ্যাত নলরাজার সখা ছিলেন। ঋতুপর্ণ-রাজার পুত্র অনুপর্ণ অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। অনুপর্ণের পুত্র মিত্রগণের প্রিয় কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। কল্মাষপাদ-রাজার পুত্র সর্ব্বকর্ম্মানামে বিখ্যাত ছিল; সর্ব্বকর্ম্মার পুত্র অনরণ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। অনরণ্যের পুত্র বিদ্বান্ মুণ্ডিদ্রুহ নামে বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। মুণ্ডিদ্রুহের পুত্র রামচন্দ্রের প্রপিতামহ নিষধ-নামে বিখ্যাত ছিলেন। হে অনঘ! যে নিষধরাজা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল জীবন ধারণ করিয়া বুদ্ধি এবং সত্য-ব্যবহার দ্বারা ত্রিলোককে অভিসঞ্চিত করিয়াছিলেন। নিষধরাজার মহাভুজ রঘু নামে পুত্র হইয়াছিল; রঘু রাজার পুত্র অজ, অজরাজার পুত্র রাজা দশরথ। দশরথের পুত্র অত্যন্ত কীর্ত্তিসম্পন্ন ভগবান্ রামচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পুত্র কুশ নামে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল। কুশের পুত্র অতিথি,

অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভস্। নভস্ রাজার পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বা রাজার পুত্র অত্যন্ত প্রতাপযুক্ত দেবানীক। ৬১—৭০। দেবানীকের পুত্র অহীনগু নামে রাজা ছিলেন। অহীনগু রাজার পুত্র অত্যন্ত বীর্য্যসম্পন্ন সহস্বান্ নামে বিখ্যাত ছিলেন। সহস্বান্ রাজার পুত্র বীরসেন, যিনি ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান ছিলেন। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় প্রধান প্রধান রাজগণের নাম কীর্ত্তন করিলাম। সূর্য্যবংশে এ সমস্ত রাজগণ বহুতর যাগ-যজ্ঞ করিয়া বহুধন দান করিয়াছিলেন। বিবস্বান্ সূর্য্যের বংশোৎপত্তি যে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে পাঠ করে এবং প্রজাবৃদ্ধিকারী শ্রাদ্ধদেব যমরাজের উৎপত্তি যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহারা ইহলোকে পুত্রপৌত্রান্বিত হইয়া পরলোকে ভগবান্ সূর্য্যের সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। ৭১—৭৪।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

শৌনক মুনি সূতকে বলিলেন, বিবস্বান্ সূর্য্যদেবের এবং শ্রাদ্ধদেব যমের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত তোমার নিকট শ্রবণ করিলাম। শ্রাদ্ধকার্য্যের মাহাত্ম্য কি, শ্রাদ্ধ করিলে কি ফল লাভ হয় এবং যে কার্য্য দ্বারা পিতৃগণ প্রীত হইয়া সন্তানগণকে মঙ্গলযুক্ত করেন, এ সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আর পিতৃলোকের উত্তম সৃষ্টিবৃত্তান্তও শুনিতে ইচ্ছা করি; তাহা তুমি আমার নিকট বল। সূত শৌনকমুনির নিকট বলিতেছেন, হে মুনে! আপনার নিকট পিতৃগণের উত্তম সৃষ্টিকথা বলিতেছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। এ কথা শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলে পর মার্কণ্ডেয় মুনি ভীষ্মের নিকট বলিয়াছিলেন; ইহা পূর্ব্বকালে সনৎকুমার মুনি, মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট বলিয়াছিলেন; ঐ সর্ব্বাভিলষিত-বস্তুপ্রদ পিতৃগণের সৃষ্টি-বৃত্তান্ত আপনার নিকট সম্যক্‌রূপে বলিতেছি। মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলে পর ভীষ্মদেব যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য! পুষ্টি-অভিলাষী মনুষ্য কি কার্য্য করিয়া পুষ্টি প্রাপ্ত হয়, একথা আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং কি কার্য্য করিয়া মনুষ্য অবসন্ন হয় না? ভীষ্ম বলিলেন, যে ব্যক্তি; সকল অভিলষিত ফলপ্রদ শ্রাদ্ধকার্য্য দ্বারা পিতৃগণকে প্রীত করে, সে শ্রাদ্ধকর্ত্তা বিখ্যাত হইয়া ইহকালে এবং পরকালে সুখে কালযাপন করে; যে ব্যক্তি যে যে ফল অভিলাষ করিয়া শ্রাদ্ধ করে, সে ব্যক্তি পিতৃগণের প্রসন্নতা হেতু সেই সেই ফল অনায়াসে পাইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির বলিলেন, কোন্ ব্যক্তির পিতা স্বর্গে বাস করেন, কাহার বা পিতা নরকে বাস করেন? প্রাণিগণের কর্ম্মানুসারে নিয়ত শুভ অশুভ ফল লাভ হয়, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; শ্রাদ্ধে দত্ত দ্রব্যসমূহ নরকস্থ পিতার নিকট কিরূপে উপস্থিত হয় এবং পুত্রগণ নরকস্থ পিতৃগণকে কিরূপে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? শুনিতে পাই, দেবগণও স্বর্গে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। ১—১০। এ সমস্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি ইহা বিস্তৃতরূপে বলুন। ভীষ্ম বলিলেন, হে রিপুসূদন! এ বিষয়ের মর্ম্মকথা তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর; পূর্ব্বকালে পরলোক-প্রাপ্ত আমার পিতা এ কথা বলিয়াছিলেন। আমার পিতার মৃতাহে আমি পিণ্ড দান করিতে উদ্যত হইলে পর, আমার পিতা পৃথিবী ভেদ করত হস্ত উঠাইয়া, হস্তে পিণ্ড দান করিতে প্রার্থনা করিলেন। কল্পসূত্রানুসারে হস্তে পিণ্ড দান করা নিয়ম দেখি নাই, ইহা বিবেচনা করত আমি আর বিচার না করিয়া কুশমধ্যে পিণ্ড দান করিলাম। তাহা দেখিয়া আমার পিতা প্রসন্ন হইয়া মধুর-বাক্য দ্বারা বলিলেন, হে ভরতকুলতিলক! তোমা দ্বারাই আমি পুত্রবান্ হইলাম, ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত তুমিই আমাকে উদ্ধার করিলে। আমি বলিলাম, হে নরশ্রেষ্ঠ! রাজা ধর্ম্মকার্য্য বিষয়ে যাহা প্রমাণ করিয়া অনুষ্ঠান করেন, প্রজাবর্গও সর্ব্বদা রাজার আচারানুবর্ত্তী হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পিতা আমাকে বলিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! চিরস্থায়ী বৈদিকধর্ম্মই প্রমাণ (অর্থাৎ বেদশাস্ত্রে যেরূপ উক্ত আছে, তদনুসারে কার্য্য করা উচিত)। তুমি আমার কীর্ত্তি রক্ষা করিলে, আমার প্রতি তোমার যথোচিত ভক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে; সেহেতু আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম, তোমাকে প্রীতচিত্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর দান করিতেছি, তুমি ত্রিলোকে দুষ্প্রাপ্য বর গ্রহণ কর, আমার বরপ্রভাবে তোমার ইচ্ছামৃত্যু হইবে। আর তোমারই বা কি বর প্রার্থনীয়? আমি পুনর্ব্বার তোমাকে সেই উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিব। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার মনে কি বর প্রার্থনা আছে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। ১১—২০। আমার পিতা এরূপ বলিলে পর, আমি পিতৃদেবকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, হে মানদ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আমি আপনাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, আপনি স্বয়ং তাহা আমার নিকট বলুন। (এ কথা শুনিয়া) পিতা আমাকে বলিলেন, তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর, আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি, (শ্রবণ কর)। পিতা এ

কথা বলিলে পর আমি কৌতুকাক্রান্ত-চিত্তে আমার অভিলষিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মহারাজ। শুনিতে পাই, পিতৃগণ দেবগণেরও দেবতা। আমাদিগের দত্ত শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য কিরূপেই বা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে, লোকান্তরগত পিতৃগণের শ্রাদ্ধের ফল কি প্রকারে উপগত হয়, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। হে পিতঃ! তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। এ কথা শুনিয়া পিতৃদেব আমাকে বলিলেন, হে ভারত। তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি; পিতৃগণ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর। হে বৎস। পিতৃগণ ব্রহ্মার পুত্র এবং দেবগণেরও পূজ্য। সেই পিতৃগণকে দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর এবং অনন্তাদি সর্পগণ প্রভৃতি সকল লোকেই পূজা করিয়া থাকে; ইহারা পিতৃগণকে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছে এবং করিতেছে। হে মহাভাগ! বেদে ব্রহ্মা অনুজ্ঞা করিয়াছেন, নিরালস্য হইয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বকার্য্যপ্রধান শ্রাদ্ধকার্য্য দ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনা কর। তুমি নাম, গোত্র উল্লেখ করিয়া পিতৃলোকের আরাধনা কর, সকল অভিলষিত-ফলদাতা পিতৃগণ তোমার মঙ্গলবিধান করিবেন। আমরা স্বর্গস্থ হই, বা যে কোন স্থানে থাকি পুত্রগণ আমাদিগকে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিবে। মার্কণ্ডেয়মুনি তোমার প্রশ্নের সমস্ত অবশিষ্ট কথা বলিবেন। ২১—৩০। ভীষ্ম বলিলেন, হে মহাভাগ। এই কথা বলিয়া আমার পিতৃদেব অন্তর্দ্ধান করিলেন।

পিতৃকল্প সমাপ্ত।

পিতার বাক্য-শ্রবণ করিয়া ভীষ্মদেব কদাচিৎ সমাগত মার্কণ্ডেয়মুনিকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মার্কণ্ডেয়মুনিও ভীষ্মদেবকে বলিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! তোমাকে বিস্তৃতরূপে বলিতেছি; তুমি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ, অতএব অবধান কর। হে মহারাজ! আমি পূর্ব্বকালে পিতৃগণের প্রসাদে এবং পিতৃভক্তিপ্রভাবে চিরজীবিত্ব লাভ করিয়াছি, আর ইহলোকে উত্তম যশস্বী হইয়াছি। আমি কোন যুগের অবসানকালে বহুশতবৎসর ব্যাপিয়া, সুমেরুপর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক দুষ্কর তপস্যা করিতেছিলাম; তৎকালে কোন দিন দেখিলাম, স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে আকাশপথকে প্রজ্বলিত করিয়া সুমেরুপর্ব্বতের মধ্য হইতে একখানি বৃহৎ দেবযান আগমন করিতেছে। দেখিলাম, সে বিমান মধ্যে প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত একখানি পর্য্যঙ্ক রহিয়াছে; ঐ পর্য্যঙ্ক মধ্যে একটী অঙ্গুষ্ঠপরিমিত প্রদীপ্ত-তেজঃসম্পন্ন পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; দেখিলে বোধ হয়, বহ্নিমধ্যে বহ্নি রহিয়াছে। আমি সেই প্রভুকে দর্শনমাত্র নমস্কার করিয়া শিরোবলুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রণাম করত তাঁহাকে বলিলাম, হে প্রভো! আমরা আপনাকে জানিতে পারিব কি? সেই ধর্ম্ম আমাকে বলিলেন, হে মার্কণ্ডেয়! তোমার তপস্যা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দ্বারা আমাকে জানিতে পারিবে; ব্রহ্মার মানস-পুত্র সনৎকুমার মুনি আমাকে জানিবে; অধুনা তোমার কি কার্য্য করিব, তাহা বল। ৩১—৪০। অন্য যে সকল ব্রহ্মার পুত্র আছেন, তাঁহারা সকলেই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহারা সপ্ত ভ্রাতা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, তাঁহাদিগের বংশ জগতে বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি যতিধর্ম্মাবলম্বী, আমি আত্মাকে দেহ-মধ্যে সংযত করিয়া যখনই উৎপন্ন হইয়াছি, তখনই কুমার বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। হে মুনিবর! যেহেতু 'সনৎকুমার' আমার এ নামটী লোকে বলিয়া থাকে। আমার দর্শন অভিলাষে ভক্তিভাবে তুমি তপস্যা করিতেছ বলিয়া তোমার দৃষ্টিগোচর হইলাম, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। দেবর্ষি সনৎকুমার একথা বলিলে পর, আমি বলিলাম, হে প্রভো! আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। হে প্রভো! পিতৃগণের আদি সৃষ্টি যে প্রকার, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন। এ কথা শুনিয়া দেবর্ষি সনৎকুমার আমাকে বলিলেন, পিতৃগণের সৃষ্টিবৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকে সৃজন করিয়া বলিলেন, হে দেবগণ! তোমরা আমাকে পূজা কর। কিন্তু দেবগণ ব্রহ্মাকে ত্যাগ করিয়া ফলার্থী হইয়া আত্মাকে পূজা করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া দেবগণকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, রে মূঢ়গণ! তোমরা হতচৈতন্য হইবে। দেবগণ ব্রহ্মার শাপপ্রভাবে কিছুই জানিতে না পারায় হতজ্ঞান হইয়া সকল দেবতাগণ নতশিরে বলিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ! আপনি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন। পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণকর্ত্তৃক এরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, ইহার কি প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য, তাহা স্বীয় পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা কর; তাহা হইলে তোমাদিগের জ্ঞানলাভ হইবে। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এরূপ কথিত হওয়াতে হতজ্ঞান দেবগণ ত্বরান্বিত হইয়া নিজ-পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ প্রায়শ্চিত্তের অর্থতত্ত্বজ্ঞ হওয়াতে সংজ্ঞালাভ করিলেন, 'হে পুত্রগণ! আপনারা গমন করুন,' এরূপ পিতৃগণকর্ত্তৃক দেবগণ উক্ত হইলেন। ৪১—৫০। অভিশাপপ্রাপ্ত সে সকল দেবগণ নিজ-পুত্রগণকর্ত্তৃক 'হে পুত্রকাঃ!' এরূপ সম্বোধিত হওয়াতে আশঙ্কিত হইয়া বিধাতাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমাদিগকে নিজ পুত্রগণ 'পুত্রক' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। দেবগণের বাক্য শ্রবণান্তে ব্রহ্মা বলিলেন, আপনারা ত ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন, সেহেতু আপনাদিগের পুত্রগণ যে কথা বলিয়াছেন,

পু ।নিষধে

তাহা সত্য ঐশ্বর্য্য নহে। তোমরা শরীর-উৎপাদনকর্ত্তা মাত্র। তোমরা ত জ্ঞানদাতা নহ। তোমরা পরস্পরে পিতা (অর্থাৎ তোমরা পুত্রগণের পিতা, পুত্রগণ তোমাদিগের পিতা) হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। দেবগণ পিতৃগণের পিতা এবং পিতৃগণ দেবগণের পিতা ইহা অবগত হও। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত দেবগণ সংশয়শূন্য হইয়া, দেবগণ ও পিতৃগণ পরস্পরে প্রীতিযুক্ত হইলেন। দেবগণ পুত্রগণকে বলিলেন, তোমরা যে আমাদিগকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, অতএব তোমরা আমাদিগের পিতা হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। শ্রাদ্ধকার্য্যে চন্দ্র পরিতৃপ্ত হইলে পর, ত্রিভুবনে পর্ব্বত, বন এবং জঙ্গমাকীর্ণ জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত লোককে পরিতৃপ্ত করেন। যে সকল মনুষ্য উন্নতি কামনা করিয়া পিতৃগণের সমস্ত শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহাদিগকে পিতৃগণ প্রীত হইয়া মহোন্নতি এবং প্রজাবৃদ্ধি প্রদান করেন। যে সকল মনুষ্য পার্ব্বণশ্রাদ্ধাদিতে নাম গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক তিনটী পিণ্ড প্রদান করে, তাহাদিগকেও পিতৃগণ মহোন্নতি এবং সন্তানবৃদ্ধি দান করেন। শ্রাদ্ধকার্য্য দ্বারা তৃপ্ত হইলে পর পিতৃগণ যে-কোন স্থানে থাকিয়াও অনবরত প্রপিতামহগণকে চিন্তা করেন, (অর্থাৎ আপনারা শ্রাদ্ধভোজনে তৃপ্ত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করেন, আমাদিগের পিতৃগণ কিরূপে কাল যাপন করিতেছেন।) ব্রহ্মার বাক্য সত্য জানিয়া দেবগণ বুঝিতে পারিলেন, পিতৃগণ ও আমরা পরস্পর পরস্পরের পিতা-পুত্র-ভাবাপন্ন। মার্কণ্ডেয়ের নিকট সনৎকুমার বলিলেন, এইরূপে দেবগণ পিতৃগণের পিতা এবং পিতৃগণ দেবগণের পিতা, দেবগণ ও পিতৃগণ পরস্পরে পিতা এবং পুত্র। ৫১—৬১।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট দেবর্ষি সনৎকুমার বলিলেন, হে তপস্বিগণ-শ্রেষ্ঠ! সাতটী পিতৃগণ আছেন, তাহার মধ্যে চারিটী পিতৃগণ মূর্ত্তিমন্ত, অপর তিনটী শরীরশূন্য জানিবে। কব্যবাহ, অনল, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষাত্তা এবং বর্হিষদ্, শেষ তিনটী পিতৃগণ মূর্ত্তিরহিত। তিনটী পিতৃগণকে দেবগণও পূজা করিয়া থাকেন, অপর চারিটী পিতৃগণকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণে পূজা করে। যে সকল পিতৃগণ যোগবল দ্বারা চন্দ্রমাকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন, সেহেতু অশরীরী পিতৃগণের বিশেষরূপে শ্রাদ্ধ করা উচিত। সকল লোকের পিতৃশ্রাদ্ধে রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্র করা উচিত, রৌপ্যপাত্রকরণে সমর্থ না হইলে কিঞ্চিৎ রজতযুক্ত পাত্র (ইহা প্রশস্ত) জানিবে। এইরূপে যথামন্ত্রকে পারাবর্ত্তী করি-

পিতৃগণকে শ্রাদ্ধসমূহ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে। প্রথমে বহ্নির তৃপ্তিজনক করিয়া চন্দ্রমা এবং যমরাজের তৃপ্তিসাধন করিবে; দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণেও (অর্থাৎ সকল সময়েই) অগ্নিমধ্যে অগ্নির অভাব হইলে, জলমধ্যে ভক্তিভাবে যে ব্যক্তি পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে, পিতৃগণও তাহাকে পরিতৃপ্ত করেন। পিতৃগণ পুষ্টি দান করেন, বহু সন্তান প্রদান করিয়া থাকেন, স্বর্গ এবং আরোগ্যবৃদ্ধি প্রদান করেন, কিংবা যাহা অভিলাষ হয়, তাহাও পিতৃগণ প্রদান করিয়া থাকেন। হে মার্কণ্ডেয় মুনে! দেবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য শ্রেষ্ঠ জানিবে। হে বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত এ নিমিত্ত জরাশূন্য এবং অমরত্ব পাইয়াছ। হে মুনিবর! পিতৃভক্তের যে গতিলাভ হয়, যোগ করিয়া সে গতি পাওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয় মুনি ভীষ্মকে বলিলেন, আমাকে এরূপ উপদেশ করিয়া দেববর সনৎকুমার দেবগণের দুষ্প্রাপ্য ত্রিকাল-দর্শনক্ষম বিজ্ঞানের সহিত দিব্য চক্ষু দান করিয়া যোগিগণের গতি প্রাপ্ত হইলেন। মুনিবর মার্কণ্ডেয় ভীষ্মকে বলিলেন, হে ভীষ্ম! শ্রবণ কর—পূর্ব্বকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল। ভারদ্বাজ মুনির পুত্র ব্রাহ্মণগণ যোগধর্ম্ম পাইয়াও (অর্থাৎ যোগসিদ্ধির লক্ষণ লাভ করিয়াও) বক্ষ্যমাণ দুষ্কর্ম্ম দ্বারা যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ১—১১। বাগ্দুষ্ট, ক্রোধন, হিংস্র, পিশুন, কপি, স্বসৃপ এবং পিতৃবর্ত্তী কর্ম্মানুসারে তত্তন্নামক কৌশিক মুনির পুত্রগণ গর্গমুনির শিষ্য হইয়াছিল। কৌশিক মুনির পুত্রগণ পিতার মৃত্যুর পর, গুরুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে কৌশিক-পুত্রগণ কপিলা নাম্নী সবৎসা দুগ্ধবতী গুরুদেবের গাভীকে পথে পথে অনুগমন করত বিচরণ করাইতেন। হে ভারত-কুলতিলক! এক দিবস পথে পথে বিচরণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হওয়ায় ঐ গাভীটিকে বিনষ্ট করিতেই কৌশিক-পুত্রগণের দুষ্ট বুদ্ধি উপস্থিত হইল। কৌশিকমুনির দুই পুত্র কপি এবং স্বসৃপ 'গোহত্যা করা উচিত নহে' ইহা ভ্রাতৃগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই নিজ ভ্রাতৃগণকে হত্যাকাণ্ড হইতে নিবারণ করিতে পারিলেন না। ঐ সকল ভ্রাতৃগণের মধ্যে পিতৃবর্ত্তী নামক কৌশিকপুত্র নিত্যশ্রাদ্ধকারী ছিলেন। ঐ পিতৃবর্ত্তী সকল ভ্রাতাকে ক্রুদ্ধচিত্তে পিতৃভক্তিযুক্ত হইয়া বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! যদি তোমরা নিতান্তই দ্বিজগণের অকর্ত্তব্য গোহত্যা কার্য্য করিবে, তবে পিতৃগণের উদ্দেশ করিয়া হিংসা কর, ধর্ম্মবিষয়ে অপ্রমাদী হইয়া শ্রাদ্ধকার্য্য করিলে এ গাভী তোমাদিগের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মানুসারে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া গোহত্যারূপ দুষ্কর্ম্ম করিলেও

[illegible] সকল কৌশিক-পুত্র [illegible] হে [illegible]-বংশাবতংস! গোমাংস দ্বারা পিতৃলোকের অর্চনাপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। তদনন্তর সকল ভ্রাতা [illegible]-বাক্যানুসারে গুরুদেবসমীপে জানাইলেন, হে গুরুদেব! আপনার গাভী ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহার বৎস প্রত্যাগত হইয়াছে, ইহাকে গ্রহণ করুন। গুরুদেব শিষ্যগণের বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া, সে [illegible] বৎস, বৎসটীকে অসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করিলেন। ১২—২১। গুরু-সন্নিধানে মিথ্যাকথনহেতু গোহত্যাকারী কৌশিক পুত্রগণের পাপোদয় হইয়াছিল, [illegible] উক্ত [illegible] গোমাংস ভোজন করিয়া গুরুদেবের গাভী-হত্যাকারী যে সকল কৌশিক-পুত্রগণ আয়ুঃক্ষয় হইলে পর, মরণাপন্ন হইল। হে তাত! তদনন্তর বাগ্দুষ্ট প্রভৃতি সাত [illegible] জাতীয় কুলে [illegible] ব্যবহার করিয়া ক্রূর[illegible] হিংসাশীল অতি কঠোর হিংসাকার্য্যে নিপুণ [illegible] অত্যন্ত বলবান্ এবং [illegible] পুরুষের ঔরসে ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করিল। [illegible] গোহত্যা করিবার [illegible] করিয়াছিল, [illegible] পর্ব্বতে [illegible] এবং [illegible] করিল। তদনন্তর ঐ সপ্তব্যাধ [illegible] বন বিচরণ [illegible] ছিল, [illegible]

[illegible]

[illegible] এবং নিষ্পাপ [illegible] ছিলেন। [illegible] মনুষ্যগণ [illegible] ব্রহ্মচারী হইলেন। [illegible] সাত [illegible] জাতিস্মর এবং [illegible] হইলেন। [illegible] প্রভৃতি —

[illegible] ব্যবহার করাতে তিনি পুণ্যশালী [illegible] এবং জাতাপুত্রহীন-হেতুক [illegible] জ্ঞানভ্রংশ [illegible] নাই। পিতৃকার্য্যের জন্য যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ [illegible] জাতিস্মর এবং ক্রমে উৎকর্ষপ্রাপ্তি হয়। পূর্ব্বজন্মে গুরুকুলে যে বেদাভ্যাস তাঁহারা করিয়াছিলেন, [illegible] জ্ঞান তাঁহাদের ছিল, [illegible] বেদাভ্যাস [illegible] সুমনা, সুবাক্, শুদ্ধ, পঞ্চম, ছিদ্রদর্শক, সুনেত্র এবং স্বতন্ত্র, এই নাম তাঁহাদের হইল। সেই ব্রহ্মচারী [illegible] বিহঙ্গ বিচরণ করিতেছে, ইত্যবসরে প্রভাবশালী নীপেশ্বর রাজা অন্তঃপুরিকাপরিবৃত হইয়া সেই বনে প্রবেশ করিলেন। স্বতন্ত্র-চক্রবাক সেই সুখী রাজাকে দেখিয়া স্পৃহা করিলেন, আমার যদি কিছু পুণ্য [illegible] তপস্যা থাকে ত আমি যেন এইরূপ হই। [illegible] তপস্যা ও উপবাসে আমি খিন্ন হইয়াছি, [illegible] বলিলেন, সহোদর চক্রবাকদ্বয় বলিলেন, [illegible] তোমার প্রিয়হিতৈষী মন্ত্রী হইব। তখন [illegible] চক্রবাক তথাস্তু বলিলেন। তখন সুবাক্-চক্রবাক [illegible] বলিলেন, তুমি যোগধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া [illegible] প্রার্থনা করিতেছ, এই হেতু আমার [illegible] রাজা [illegible] এই দুই [illegible] মন্ত্রী হইবে। [illegible]

তাহা সত্যম্‌ এব্যা [illegible]

মাত্র। তোমরা [illegible]-সরোবরসমীপে নিরাহারী ও [illegible]হারী হইয়া [illegible] তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিভ্রাজ নামে সেই বন রাজার আশ্রমে বিভ্রাজিত হইয়াছিল, তথায় পক্ষি-চতুষ্টয়রূপী যোগধর্ম্মরত ঋষি কুমারচতুষ্টয় ছিলেন, অবশিষ্ট পক্ষিরূপী ঋষিকুমারত্রয় যোগভ্রষ্ট হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। এই তিন জনই কাম্পিল্য নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হন। এই সপ্ত মহাত্মাই তপোযোগে পূর্ব্বসঞ্চিত-পাপমুক্ত হন; কিন্তু পক্ষিরূপী চারিজন জাতিস্মরই ছিলেন; আর ব্রহ্মদত্তাদি-রূপী তিনজন পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সুভদ্র নামে যে ঋষিকুমার, তিনি রাজা অনূহের ঔরসে উৎপন্ন হন, তাঁহার নাম হয় ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্ত মহাযশা ছিলেন। পূর্ব্বজন্মসহচর ছিদ্রদর্শী এবং সুনেত্র নামক ঋষিকুমারদ্বয়, বেদবেদাঙ্গ-পারগ শ্রোত্রিয়পুত্র হইলেন। সেই শ্রোত্রিয়দ্বয়ের একজন পাঞ্চাল; তিনি রাজার বহ্‌বৃচ আচার্য্য ছিলেন। আর পুণ্ডরীক ছন্দোগ এবং অধ্বর্য্যু ছিলেন। কালক্রমে অনূহ, পুত্র ব্রহ্মদত্তকে নিষ্পাপ দেখিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন। পাঞ্চাল এবং পুণ্ডরীক (সেই ঋষিকুমারদ্বয়রূপী) স্ব স্ব পুত্রকে নিজ গৃহে স্থাপন করিয়া বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলেন। হে ভারত! ব্রহ্মদত্তের ভার্য্যা সন্নতি একভাবযোগে স্বামিসহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট চক্রবাক চতুষ্টয় কাম্পিল্য নগরে দরিদ্র-কুলে শ্রোত্রিয়ের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এইজন্মে ধৃতিমান্, সুমহাত্মা, তত্ত্বদর্শী এবং নিরুৎসুক নামে আখ্যাত হইলেন। তাঁহারা সকলেই বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, আত্মদর্শী, যোগনিরত এবং সিদ্ধ; তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুপদে প্রণাম ও 'যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম-নিন্দা-পরাঙ্মুখ ধীর, বিষ্ণুর সেই পরম পদ তাঁহাদের পাপ নষ্ট করুক' এইরূপ আশংসা করিয়া প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! দৈহিক, মানসি এবং বাচিক যে কোন পাপ করিয়া ইহা পাঠ করিলে বা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত হয়। দেবদেবের এই স্তব উচ্চারণ করিলে, জলে আমপাত্রের ন্যায়, সমগ্র পাপ গলিয়া যায়। অতএব পাপচিন্তা হইলে তৎপরেই পাপশান্তির জন্য এই মন্ত্র জপ করিবে। যে ব্যক্তি এই মন্ত্রের অর্থ ধ্যান পাঠ এবং শ্রবণ করে, সে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে, সন্দেহ নাই। ১—২১।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ব্যাসপূজা।

হে আচার্য্য! তুমি মহাবিষ্ণু; হে ব্যাসরূপ! তোমাকে প্রণাম। হে বিপ্রেন্দ্র! তুমি প্রসন্ন হইলে, আমার প্রতি সদাশিব প্রসন্ন হইবেন। গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত হইলে, পণ্ডিতগণকে প্রচুর দক্ষিণা দিবে। অনন্তর বক্তাকে প্রণাম ও কণ্ঠভূষণ, কর্ণভূষণ, বস্ত্র এবং স্বর্ণাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে। শিবপূজা-সমাপনে, সবৎস ধেনু দান করিবে। শ্রবণের দক্ষিণা—পল-পরিমিত সুবর্ণ[illegible] এবং বস্ত্রযুগ্ম আচার্য্যকে দিতে হয়। এইরূপ করিলে ভববন্ধন-মোচন ঘটে। সম্যক্‌ বিধানযুক্ত পুরাণ ফলজনক হয়, ইহা শ্রুত আছে, অতএব উত্তম-ফল[illegible] হইলে, বিধানযুক্ত পুরাণই আশ্রয়ণীয়। ১—৫।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ধর্ম্মসংহিতা সমাপ্ত।

শিবপুরাণ সমাপ্ত।

॥ শ্রীঃ ॥